স্কন্দ পুরাণম্।

সপ্তখণ্ডাত্মকম্।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিতম্।

কলিকাতা,

ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, “বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

ভূমিকা।

মহর্ষি বেদব্যাস জগতের উপকারার্থ যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করেন—স্কন্দপুরাণ তাহারই অন্তর্গত। কোন কোন পুরাণসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্কন্দপুরাণ যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত, এ বিষয়ে মত-ভেদ নাই।

সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ। তন্মধ্যে এক স্কন্দপুরাণেই ৮১ হাজার এক শত শ্লোক। সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণের একপঞ্চমাংশ অপেক্ষা এই পুরাণ অধিক। এত অধিক শ্লোক আর কোন পুরাণেই নাই।

ভগবান্ বেদব্যাসের সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে মহাভারত প্রথম, এবং স্কন্দ-পুরাণ দ্বিতীয়। এক মহাভারত ব্যতীত স্কন্দপুরাণের সঙ্গে তুলনা দিবার গ্রন্থ আর জগতে নাই। এত উপাখ্যান, এত তীর্থমাহাত্ম্য, এত ভক্তিতত্ত্ব, এত উপাসনা তত্ত্ব আর কোন গ্রন্থেই উপদিষ্ট হয় নাই।

মহাভারত বহু স্থানে মুদ্রিত ও প্রচারিত, কিন্তু মহাভারতসদৃশ স্কন্দ-পুরাণ আর কোথাও মুদ্রিত হয় নাই—সরল অনুবাদ সহ সমগ্র স্কন্দপুরাণ—এক বিস্ময়াবহ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। আমি রোগশয্যায় শয়ান, সম্পাদকের গুরুভার আমার প্রতি ন্যস্ত থাকিলেও আমি কিছুই করি নাই। যোগ্য পণ্ডিতবর্গ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। তবে, আমার সম্পাদিত ও পরিদৃষ্ট পূর্ব্ব-প্রচারিত কাশীখণ্ড ও উৎকলখণ্ড অনুবাদের সহিত এই স্কন্দপুরাণ মধ্যেই আছে। উৎকলখণ্ডের নামান্তর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রমাহাত্ম্য। আমিই যখন সম্পাদক, তখন আমিই বলিতেছি—পাঠকগণ এই মহাপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ করুন, তাঁহারা তৃপ্ত হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভট্টপল্লী।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

স্কন্দপুরাণ মহাপুরাণ। শুধু যদি মহাপুরাণ বলি, মাত্র ঐ বিশেষণটী দিয়াই ক্ষান্ত হই, ইহার বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপক আর যদি কিছু না বলি, তাহা হইলেই এ মহাপুরাণের মহত্ত্ব-গুরুত্ব সমীচীনরূপে পরিব্যক্ত হইয়া পড়িবে, গ্রন্থগৌরবের গণনায়,—বিষয়-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়,—তথা কথা-কদম্বের অভিনব অভিব্যঞ্জনার নিদর্শনায় সেরূপ কথনই মনে হয় না, তাই এ স্থানে পুরাণের বিষয়, বিশেষতঃ এই মহাপুরাণের মহনীয়তার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বলিলে, ব্যর্থ বাগাড়ম্বরের পরিচয় বলিয়া কেহই বোধ হয় মনে করিবেন না।

পুরাণ ভগবৎপ্রবর্ত্তিত, বেদ-সম্মিত, তাই হিন্দুর নিত্য-পূজ্য, ভক্তি-পাঠ্য। পুরাতন বিশ্ববৃত্তান্ত বিদিত হইবার পক্ষে পুরাণই একমাত্র সহায়। পুরাণ-সম্বন্ধে বিদেশী বিধর্ম্মী যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হয়, করুক; ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশীর আদর্শে অনেক স্বদেশী, দেখিয়াছি মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন—পুরাণবর্ণিত বিষয়গুলি রূপক—উহা কিছুই নহে, ব্যক্তিবিশেষের কল্পনামাত্র। সুখের বিষয়, তাঁহাদের সেই নাস্তিকতাজুষ্ট কথায় শাস্ত্রসেবী হিন্দু কথনই কর্ণপাত করে না এবং করিবেও না। বেদবিশ্বাসী হিন্দু জানে, বেদ—নিখিল বাঙ্ময়ের আদি-বীজভূত ভগবৎস্বরূপ; সেই বেদের উপবৃংহণ ইতিহাস পুরাণ হইতেই হয়। সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুরূপী স্বয়ম্ভু নিখিল বেদ-উপবেদ-ইতিহাস-পুরাণ-বার্ত্তা-দণ্ডনীতি-আন্বীক্ষিকী-প্রভৃতি স্বোৎপন্ন জ্ঞানবিভূতির সহিত নিত্যই বিরাজমান।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যং চাসৃজদ্‌বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ॥
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয় আবির্ভূত হয়। আর তিনি হোতৃকর্ম্ম শাস্ত্র—অপ্রগীত মন্ত্র স্তোত্র, অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম—ইজ্যা, ও উদ্‌গাতার কর্ত্তব্য স্তুতিস্তোম—সঙ্গীতস্বরূপ স্তোত্রার্থকৃত ঋক্ সকল এবং ব্রহ্মকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান করিলেন। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ ইত্যাদি উপবেদসকলও তদীয় পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইল। অপর পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ এ সকল তাঁহার বদন হইতে সৃষ্ট হইল।

ভাগবত-গ্রন্থের এই মৈত্রেয়োক্তি দ্বারা পুরাণ সকল ভগবৎপ্রবর্ত্তিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে পুরাণ পরম পুরুষের নিশ্বসিত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে; শ্রুতি যথা—"ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি ব্যাখ্যানান্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈব নিশ্বসিতানি।"

অথর্ব্ব বেদ বলিয়াছেন,—"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ. উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতাঃ।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে,—"স হো বাচ ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিতি।"

সামবেদীয় গোপথব্রাহ্মণে পূর্ব্বভাগে বলা হইয়াছে,—"এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সান্বয়াঃ খ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ।"

শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—"এবং বিদ্বান্ বাকো বাক্যমিতিহাসং পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে চ এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।"

এইরূপে পুরাণোপপত্তির প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে। বেদে উপনিষদাদিতে সর্ব্বত্রই পুরাণের উপপত্তি। তাই ইহা বেদশাসিত হিন্দুর নিকট বেদবৎ সমাদৃত ও পূজ্য। অনেক অদূরদর্শী পুরাণটা কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন; মুখে বলেন—বেদোক্তি মানি; পুরাণ বেদসম্মত নহে, কল্পনার বস্তু; তাঁহারা জানিয়া রাখিবেন যে, পুরাণ একটা যা'তা জিনিস নয়; যে সে ইহার প্রণেতা নয়; পুরাণ ভগবৎপ্রবর্ত্তিত বেদসম্মিত যুগপরম্পরাগত বস্তু। পুরাণবর্ণনা অলীক নহে; নিত্য-সিদ্ধ বেদে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণে ভগবানের সগুণাবতার বর্ণিত হইয়াছে, বেদমন্ত্রাদিতেও অনাগতাখ্যানরূপে অনেকত্র তাহার উল্লেখ লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং পুরাণ-বর্ণিত অবতারগুলিও কল্পিত বলিয়া উপেক্ষ্য নহে। এই স্থানে দুই একটী বেদ-বচনের উল্লেখ করিতেছি।

ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন,—"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ। প্রতদ্বিষ্ণুস্তব তে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।"

এই ঋক্‌সূক্তে ভগবানের বামনাবতারের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখা যায়, "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ তস্মিন্ প্রজাপতির্বায়ুর্ভূত্বা চরৎ স ইমামপশ্যত্তং বারাহো ভূত্বাহরৎ।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে,—"সবরাহোরূপং কৃত্বোপন্যমজ্জত স পৃথিবীমধ আর্চ্ছৎ।" এই সকল উক্তি দ্বারা ভগবানের বরাহাবতারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—"প্রোবাচ রামো ভার্গবেয়ো বিশ্বান্তরায়ঃ।" এই উক্তি এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়।" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভগবানের পরশুরাম ও কৃষ্ণাবতারেরই উল্লেখ হইয়াছে।

এতাবতা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পুরাণ প্রামাণ্য; পুরাণ প্রস্তাব ধ্রুব সত্য।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রক্রিয়াপাদে পুরাণশব্দের নিরুক্তি এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
নচেৎ পুরাণং সম্বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥
যস্মাৎ পুরা হ্যনক্তীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ অঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও পুরাণ অজ্ঞাত থাকিলে দ্বিজ বিচক্ষণ হইতে পারেন না; কেননা ইতিহাস পুরাণই বেদের পরিপোষক। অধিক কি, পুরাণজ্ঞান-হীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদ ভয় করিয়া থাকেন। কারণ, তথাবিধ ব্যক্তি কর্ত্তৃকই বেদের অবমাননা হইয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া এবং ইহা বেদের পূরক বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পুরাণ। পুরাণের এই নিরুক্তি যাঁহার বিদিত, তিনি পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

অগ্নিপুরাণের বশিষ্ঠাগ্নি-সংবাদে এবং মৎস্যপুরাণে পুরাণ, বেদেরও আদি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণবচন, যথা—

"পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশের প্রথমেই পুরাণ স্মরণ করেন। অনন্তর তাঁহার বদনচতুষ্টয় হইতে বেদ সকল বিনির্গত হয়।

এমন সমস্ত জলন্ত প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা পুরাণটাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্তই জ্ঞানদরিদ্র। যাউক, সে কথা; এখন দেখা যাউক, এই পুরাণ কি প্রথম হইতেই মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা নামে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল? অথবা একই পুরাণ ছিল?

বহু পুরাণপ্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাণ প্রথমে একই মাত্র ছিল। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছিল একশত কোটি। এ সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদান্ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্।
মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়াকৃতম্।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে॥
অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ।
শ্রুত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতি দেবান চতুর্ম্মুখঃ॥"

অর্থাৎ তখন কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল। ঐ পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ। লোক সকল দগ্ধ হইয়া গেলে আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গ সকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদিত করিয়াছিলাম। তৎপরে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় আমি একার্ণবজলের অভ্যন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুরানন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।*

এই কথার পরই উক্ত পুরাণে মৎস্যদেব বলিতেছেন,—

"কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥"
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্।
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে॥"

এই মৎস্যোক্তি দ্বারা বুঝা যায়, পুরাণ পূর্ব্বে শতকোটি শ্লোকসমন্বিত ছিল। কালক্রমে বহু বিস্তৃত অনন্ত পুরাণশাস্ত্র পাঠে লোকে বিরত হইয়াছিল। তাই ভগবান্ ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া উহা সংক্ষেপতঃ পরিবর্ত্তিত করেন। প্রতি দ্বাপরযুগেই এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। শত কোটি শ্লোকের সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অষ্টাদশ মহাপুরাণ কীর্ত্তিত হয়। আর সেই শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ এখনও দেবলোকে প্রচলিত।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে মরীচির প্রতি ব্রহ্মোক্তি দ্বারাও উপরি উদ্ধৃত মৎস্যপুরাণোক্তির সমর্থন দেখা যায়। ফলে প্রতি দ্বাপরযুগেই স্বয়ং ভগবান ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবলোক-প্রচলিত একই মাত্র শত কোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণের সারাংশ চতুর্লক্ষ শ্লোক দ্বারা বর্ণন করেন। উহা অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়া ভূলোকে প্রচলিত হয়। ঐ অষ্টাদশধা-বিভক্ত পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

পুরাণের সাধারণ লক্ষণ পাঁচটী; যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত; এই পঞ্চ লক্ষণান্বিত গ্রন্থই পুরাণ-পদবাচ্য। মহাপুরাণ সম্বন্ধে কচিৎ দশ লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়।

মহাপুরাণসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এইরূপ আছে।—

প্রথম ব্রাহ্ম মহাপুরাণ; ইহার শ্লোক সংখ্যা দশ সহস্র; দ্বিতীয় পাদ্ম,—শ্লোক সংখ্যা পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র; তৃতীয় বৈষ্ণব—শ্লোক সংখ্যা ত্রয়োবিংশতি সহস্র; চতুর্থ শৈব—শ্লোকসংখ্যা. চতুর্ব্বিংশতি সহস্র; পঞ্চম ভাগবত—শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র; ষষ্ঠ নারদীয়,—শ্লোক সংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র; সপ্তম মার্কণ্ডেয়—শ্লোকসংখ্যা নব সহস্র, অষ্টম আগ্নেয়,—শ্লোকসংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র চারি শত; নবম ভবিষ্য,—শ্লোকসংখ্যা,—চতুর্দ্দশ সহস্র পঞ্চশত; দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,—শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র; একাদশ লৈঙ্গ,—শ্লোকসংখ্যা একাদশ সহস্র; দ্বাদশ বারাহ—শ্লোকসংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র; ত্রয়োদশ স্কন্দ,—শ্লোকসংখ্যা একাশীতি সহস্র এক শত; চতুর্দ্দশ বামন—শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র; পঞ্চদশ কৌর্ম্ম,—শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র; ষোড়শ মাৎস্য—শ্লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র; সপ্তদশ গারুড়—শ্লোকসংখ্যা ঊনবিংশতি সহস্র; অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড—শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের সমুদায়ে শ্লোকসংখ্যা চারি লক্ষ।

এই সকল মহাপুরাণের মধ্যে কতিপয় সাত্ত্বিক, কতিপয় রাজস এবং কতিপয় তামস পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডের বচন; যথা,—

"মাৎস্যং কৌর্ম্ম্যং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈবচ।
আগ্নেয়ং চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।"

আমাদের আলোচ্য স্কন্দ মহাপুরাণ তামস পুরাণমধ্যে পরিগণিত। তামস বলিয়া কেহ যেন ইহার মাহাত্ম্যের অল্পতা না বুঝেন। তামসাদি সংজ্ঞা মাত্র; এ সকল সংজ্ঞার গূঢ় রহস্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই পুরাণ শতাধিক একাশীতিসহস্র শ্লোকে পূর্ণাঙ্গ। ইহা আকারে প্রকারে, ভাবে বৈভবে, গৌরবেগাম্ভীর্য্যে মহাভারতকল্প। ইহাতে প্রধানতঃ শিবমাহাত্ম্যই পরিব্যক্ত।

শিবরহস্যের সম্ভবকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে—শৈব, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড, এই দশখানি মহাপুরাণ শিবমাহাত্ম্যেরই প্রকাশক।

আলোচ্য স্কন্দ মহাপুরাণ যে কত অতীত যুগের অনন্ত কাহিনী বক্ষে ধরিয়া,—কত নদ-নদী-সরিৎ-সাগর-শৈলাদির বিবরণ লইয়া—কত পুণ্যতীর্থ, পুণ্যাশ্রম, পুণ্যায়তন ও কত শত পূত ঋষি-মহর্ষির চরিতাখ্যানে সমলঙ্কৃত হইয়া অদ্যাপি হিন্দুর শ্রদ্ধা ভক্তির ভাজন হইয়া আছে, তাহা সহজে সংক্ষেপে বর্ণিবার নহে।

এই মহাপুরাণ সাতটী বৃহৎখণ্ডে বিভক্ত, যথা—মাহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রাহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, আবন্ত্য-খণ্ড, নাগরখণ্ড ও প্রভাসখণ্ড। এই সকল বৃহৎখণ্ডের অন্তর্গত আরও অনেক খণ্ড ও মাহাত্ম্য-গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থের নাম, যথা; মাহেশ্বরখণ্ডে—কেদারখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, অরুণাচল-মাহাত্ম্য—পূর্ব্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধ। বিষ্ণুখণ্ডে—বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য, কার্ত্তিক মাস-মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, বৈশাখ মাস মাহাত্ম্য এবং অযোধ্যা-মাহাত্ম্য। ব্রহ্মখণ্ডে—সেতুমাহাত্ম্য, ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড। কাশীখণ্ডে—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ। আবন্ত্যখণ্ডে—অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য, অবন্তীস্থ চতুরশীতি লিঙ্গমাহাত্ম্য, ও রেবাখণ্ড। প্রভাসখণ্ডে—প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য, বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য, অর্ব্বুদখণ্ড, ও দ্বারকা মাহাত্ম্য। এই সকল খণ্ড-বর্ণিত বিষয়সমূহ পরে পুরাণান্তরের উপক্রমণিকাধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতেছে।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের স্থায় অষ্টাদশ উপপুরাণও উপনিবদ্ধ আছে। সেই সকল উপপুরাণের মধ্যেও স্কন্দনামক একখানি পুরাণের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের প্রকাশিত এই স্কন্দপুরাণ সেই উপপুরাণ কি না, এইরূপ সংশয় হয়তো অনেকেরই হইতে পারে। সেই সংশয়-নিরাসার্থ নারদীয় মহাপুরাণোল্লিখিত স্কন্দমহাপুরাণের বিষয়োপক্রমণিকাধ্যায়টী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা দ্বারা আমাদের প্রকাশিত এই পুরাণকেই 'স্কন্দমহাপুরাণ' বলিয়া বুঝিবেন; অধিকন্তু এই স্কন্দমহাপুরাণের পরপর-বর্ণিত বিষয়গুলিও জানিতে পারিবেন।

নারদীয় পুরাণের সেই অধ্যায়টি এই ;—

ব্রহ্মোবাচ।

"শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং স্কান্দসংজ্ঞকম্। যস্মিন্ প্রতিপদং সাক্ষান্মহাদেবো ব্যবস্থিতঃ॥
পুরাণে শতকোটৌ তু যচ্ছৈবং বর্ণিতং ময়া। লক্ষিতস্যার্থজাতস্য সারো ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ।
স্কান্দাহ্বয়স্তত্র খণ্ডাঃ সপ্তৈব পরিকল্পিতাঃ। একাশীতিসহস্রন্তু স্কান্দং সর্ব্বাঘকৃন্তনম্॥
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি স তু সাক্ষাচ্ছিবঃ স্থিতঃ। যত্র মাহেশ্বরা ধর্ম্মাঃ ষণ্মুখেন প্রকাশিতাঃ।
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কাঃ। তস্য মাহেশ্বরশ্চাদ্যঃ খণ্ডঃ পাপপ্রণাশনঃ।
কিঞ্চিন্ন্যূনার্কসাহস্রো বহুপুণ্যো বৃহৎকথঃ। সুচরিত্রশতৈর্যুক্তঃ স্কন্দমাহাত্ম্যসূচকঃ।
যত্র কেদারমাহাত্ম্যে পুরাণোপক্রমঃ পুরা। দক্ষযজ্ঞকথা পশ্চাচ্ছিবলিঙ্গার্চ্চনে ফলম্।
সমুদ্রমন্থনাখ্যানং দেবেন্দ্রচরিতং মহৎ। পার্ব্বত্যাঃ সমুপাখ্যানং বিবাহস্তদনন্তরম্।
কুমারোৎপত্তিকথনং ততস্তারকসঙ্গরঃ ততঃ পাশুপতাখ্যানং চণ্ড্যাখ্যানসমন্বিতম্।
দ্যূতপ্রবর্ত্তনাখ্যানং নারদেন সমাগমঃ। ততঃ কুমারমাহাত্ম্যে পঞ্চতীর্থকথানকম্।
ধর্ম্মবর্ম্মনৃপাখ্যানং মহীসাগরকীর্ত্তনম্। ইন্দ্রদ্যুম্নকথা পশ্চান্নাড়ীজঙ্ঘকথান্বিতাঃ।
প্রাদুর্ভাবস্ততো মহ্যাঃ কথা দম-কস্য চ মহীসাগরসংযোগঃ কুমারেশকথা ততঃ।
ততস্তারকযুদ্ধঞ্চ নানাখ্যানসমন্বিতম্ বধশ্চ তারকস্যাথ পঞ্চলিঙ্গনিবেশনম্।
দ্বীপাখ্যানং ততঃ পুণ্যমূর্দ্ধলোকব্যবস্থিতিঃ। ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিমানঞ্চ বর্করেশকথানকম্।
মহাকালসমুদ্ভূতিঃ কথা চাস্য মহাদ্ভুতা। বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং কোটিতীর্থং ততঃ পরম্।
নানাতীর্থসমাখ্যানং গুপ্তক্ষেত্রে প্রকীর্ত্তিতম্। পাণ্ডবানাং কথা পুণ্যা মহাবিদ্যাপ্রসাধনম্।
তীর্থযাত্রাসমাপ্তিশ্চ কৌমারমিদমদ্ভুতম্। অরুণাচলমাহাত্ম্যং সনকব্রহ্মসৎকথা॥
গৌরীতপঃসমাখ্যানং তত্তত্তীর্থনিরূপণম্। মহিষাসুরমাখ্যানং বধশ্চাস্য মহাদ্ভুতঃ।
দ্রোণাচলে শিবাস্থানং নিত্যদা পরিকীর্ত্তিতম্। ইত্যেষ কথিতঃ স্কান্দে খণ্ডো মাহেশ্বরোঽদ্ভুতঃ।
দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবঃ খণ্ডস্তস্যাখ্যানানি মে শৃণু। প্রথমং ভূমিবারাহসমাখ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্।
যত্র বেঙ্কটকুধ্রস্য মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। কমলায়াঃ কথা পুণ্যা শ্রীনিবাসস্থিতিস্ততঃ।
কুলালাখ্যানকঞ্চাত্র সুবর্ণমুখরীকথা। নানাখ্যানসমাযুক্তা ভরদ্বাজকথাদ্ভুতা॥
মতঙ্গাঞ্জনসংবাদঃ কীর্ত্তিতঃ পাপনাশনঃ। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং চোৎকলে ততঃ॥
মার্কণ্ডেয়সমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য মাহাত্ম্যং বিদ্যাপতিকথা ততঃ।
জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং নারদস্যাপি বাড়ব। নীলকণ্ঠসমাখ্যানং নরসিংহোপবর্ণনম্।
অশ্বমেধকথা রাজ্ঞো ব্রহ্মলোকগতিস্তথা। রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চাজ্জন্মস্থানবিধিস্তথা।
দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপাখ্যানং গুণ্ডিচাখ্যানকং ততঃ। রথরক্ষাবিধানং চ শয়নোৎসবকীর্ত্তনম্।
শ্বেতোপাখ্যানমত্রোক্তং পৃথূৎসবনিরূপণম্। দোলোৎসবো ভগবতো ব্রতং সাংবৎসরাভিধম্।
পূজা চাকামিকা বিষ্ণোরুদ্দালকনিয়োগতঃ। যোগসাধনমত্রোক্তং নানাযোগনিরূপণম্।
দশাবতারকথনং স্নানাদিপরিকীর্ত্তনম্। ততো বদারিকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
অগ্ন্যাদিতীর্থমাহাত্ম্যং বৈনতেয়শিলাভবম্। কারণং ভগবদ্বাসে তীর্থং কাপালমোচনম্।
পঞ্চধারাভিধং তীর্থং মেরুসংস্থাপনং তথা। ততঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে মাহাত্ম্যং মদনালসম্॥
ধূম্রকেশসমাখ্যানং দিনকৃত্যানি কার্ত্তিকে। পঞ্চভীষ্মব্রতাখ্যানং কীর্ত্তিতং ভুক্তিমুক্তিদম্।
ততো মার্গস্য মাহাত্ম্যে বিধানং স্নানজং তথা। পুণ্ড্রাদিকীর্ত্তনং চাত্র মালাধারণপুণ্যকম্।

পঞ্চামৃতস্নানপুণ্যং ঘণ্টানাদাদিজং ফলম্। নানাপুষ্পার্চ্চনফলম্ তুলসীদলজং ফলম্॥
নৈবেদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং হরিবাসরকীর্ত্তনম্। অখণ্ডৈকাদশীপুণ্যং তথা জাগরণস্য চ॥
মাত্স্যোৎসববিধানং চ নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্। ধ্যানাদিপুণ্যকথনং মাহাত্ম্যং মথুরাভবম্॥
মথুরাতীর্থমাহাত্ম্যং পৃথগুক্তং ততঃ পরম্। বনানাং দ্বাদশানাং চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং ততঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাত্র মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং পরম্। বজ্র শাণ্ডিলসংবাদে হ্যন্তর্লীলাপ্রকাশকম্॥
ততো মাঘস্য মাহাত্ম্যং স্নানদানজপোদ্ভবম্। নানাখ্যানসমাযুক্তং দশাধ্যায়ৈর্নিরূপিতম্॥
ততো বৈশাখমাহাত্ম্যে শয্যাদানাদিজং ফলম্। জলদানাদিবিধয়ঃ কামাখ্যানমতঃ পরম্॥
শ্রুতদেবস্য চরিতং ব্যাধোপাখ্যানমদ্ভুতম্। তথাক্ষয্যতৃতীয়াদের্বিশেষাৎ পুণ্যকীর্ত্তনম্॥
ততস্ত্বযোধ্যামাহাত্ম্যে চক্রব্রহ্মাহ্বতীর্থকে। সুরাপাপবিমোক্ষাখ্যে তথাধারসহস্রকম্॥
স্বর্গদ্বারং চন্দ্রহরির্ধর্ম্মহর্য্যুপবর্ণনম্। স্বর্ণবৃষ্টেরুপাখ্যানং তিলোদাসরযূযুতিঃ॥
সীতাকুণ্ডং গুপ্তহরিঃ সরযূঘর্ঘরাদ্বয়ঃ। গোপ্রতারং চ দুগ্ধোদং গুরুকুণ্ডাদিপঞ্চকম্॥
সোমার্কাদীনি তীর্থানি ত্রয়োদশ ততঃ পরম্! গয়াকূপস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বাঘবিনিবর্ত্তকম্॥
মাণ্ডব্যাশ্রমপূর্ব্বাণি তীর্থানি তদনন্তরম্। অজিতাদিমানসাদিতীর্থানি গদিতানি চ॥
ইত্যেষ বৈষ্ণবঃ খণ্ডো দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অতঃপরং ব্রাহ্মখণ্ডং মরীচে শৃণু পুত্রক॥
যত্র বৈ সেতুমাহাত্ম্যে ফলং স্নানেক্ষণোদ্ভবম্। গালবস্য তপশ্চর্য্যা রাক্ষসাখ্যানকং ততঃ॥
চক্রতীর্থাদিমাহাত্ম্যং দেবীপত্তনসংযুতম্। বেতালতীর্থমহিমা পাপনাশাদিকীর্ত্তনম্॥
মঙ্গলাদিকমাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণনম্। হনুমৎকুণ্ডমহিমাগস্ত্যতীর্থভবং ফলম্।
রামতীর্থাদিকথনং লক্ষ্মীতীর্থনিরূপণম্। শংখ্যাদিতীর্থমহিমা তথা সাধ্যামৃতাদিজঃ॥
ধনুষ্কোট্যাদিমাহাত্ম্যং ক্ষীরকুণ্ডাদিজং তথা। গায়ত্র্যাদিকতীর্থানাং মাহাত্ম্যং চাত্র কীর্ত্তিতম্॥
রামনাথস্য মহিমা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনম্। যাত্রাবিধানকথনং সেতৌ মুক্তিপ্রদং নৃণাম্॥
ধর্ম্মারণ্যস্য মাহাত্ম্যং ততঃ পরমুদীরিতম্। স্থাণুঃ স্কন্দায় ভগবান্ যত্র তত্ত্বমুপাদিশৎ॥
ধর্ম্মারণ্যসুসম্ভূতিস্তৎপুণ্যপরিকীর্ত্তনম্। কর্ম্মসিদ্ধেঃ সমাখ্যানমৃষিবংশানিরূপণম্॥
অপ্সরস্তীর্থমুখ্যানাং মাহাত্ম্যং যত্র কীর্ত্তিতম্। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণম্॥
দেবস্থানবিভাগশ্চ বকুলার্ককথা শুভা। ছত্রানন্দা তথা শান্তা শ্রীমাতা চ মতঙ্গিনী॥
পুণ্যদা চ সমাখ্যাতা যত্র দেব্যঃ সমাস্থিতাঃ। ইন্দ্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যং দ্বারকাদিনিরূপণম্॥
লোহাসুরসমাখ্যানং গঙ্গাকূপনিরূপণম্। শ্রীরামচরিতঞ্চৈব সত্যমন্দিরবর্ণনম্।
জীর্ণোদ্ধারস্য কথনমাসনপ্রতিপাদনম্। জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতিধর্ম্মনিরূপণম্।
ততস্তু বৈষ্ণবা ধর্ম্মা নানাখ্যানৈরুদীরিতাঃ। চাতুর্ম্মাস্যে ততঃ পুণ্যে সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণম্॥
দানপ্রশংসা তৎপশ্চাদ্ব্রতস্য মহিমা ততঃ। তপসশ্চৈব পূজায়াঃ সচ্ছিদ্রকথনং ততঃ॥
তদ্বৃত্তীনাং ভিদাখ্যানং শালিগ্রামনিরূপণম্। তারকস্য বধোপায়ো বৃক্ষার্চ্চামহিমা তথা॥
বিষ্ণোঃ শাপশ্চ বৃক্ষত্বং পার্ব্বত্যানুতপস্ততঃ। হরস্য তাণ্ডবং নৃত্যং রামনামনিরূপণম্॥
হরস্য লিঙ্গকথনং কথা পৈজবনস্য চ। পার্ব্বতীজন্মচরিতং তারকস্য বধোদ্ভুতঃ॥
প্রণবৈশ্বর্য্যকথনং তারকাচরিতং পুনঃ। দক্ষযজ্ঞসমাপ্তিশ্চ দ্বাদশাক্ষরভূষণম্॥
জ্ঞানযোগসমাখ্যানং মহিমা দ্বাদশাক্ষরঃ। শ্রবণাদিকমাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং শর্ম্মদং নৃণাম্॥
ততো ব্রাহ্মোত্তরে ভাগে শিবস্য মহিমাদ্ভুতঃ। পঞ্চাক্ষরস্য মহিমা গোকর্ণমহিমা ততঃ॥
শিবরাত্রেশ্চ মাহাত্ম্যং প্রদোষব্রতকীর্ত্তনম্। সোমবারব্রতং চাপি সীমন্তিন্যাঃ কথানকম্॥
ভদ্রায়ুৎপত্তিকথনং সদাচারনিরূপণম্। শিববর্ম্মসমুদ্দেশো ভদ্রায়ুদ্বাহবর্ণনম্॥
ভদ্রায়ুমহিমা চাপি ভস্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্। শবরাখ্যানকং চৈবাথোমামাহেশ্বরং ব্রতম্॥
রুদ্রাক্ষস্য চ মাহাত্ম্যং রুদ্রাধ্যায়স্য পুণ্যদম্। শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ ব্রাহ্মখণ্ডোঽয়মীরিতঃ॥
অতঃ পরং চতুর্থন্তু কাশীখণ্ডমনুত্তমম্। বিন্ধ্যনারদয়োর্যত্র সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সত্যলোক প্রভাবশ্চাগস্ত্যাবাসে সুরাগমঃ। পতিব্রতাচরিত্রঞ্চ তীর্থযাত্রাপ্রশংসনম্॥

ততশ্চ সপ্তপুর্য্যাখ্যাঃ সংযমিন্যা নিরূপণম্। বুধস্য চ তথেন্দ্রাগ্ন্যোর্লোকাপ্তিঃ শিবশর্ম্মণঃ॥
অগ্নেঃ সমুদ্ভবশ্চৈব ক্রব্যাদ্বরুণসম্ভবঃ। গন্ধবত্যলকাপুর্য্যোরৈশ্বর্য্যাশ্চ সমুদ্ভবঃ॥
চন্দ্রার্কবুধলোকানাং কুজেজ্যার্কভুবাং ক্রমাৎ। মম বিষ্ণোর্ধ্রুবস্যাপি তপোলোকস্য বর্ণনম্॥
ধ্রুবলোককথা পুণ্যা সত্যলোকনিরীক্ষণম্। স্কন্দাগস্ত্যসমালাপো মণিকর্ণীসমুদ্ভবঃ॥
প্রভাবশ্চাপি গঙ্গায়া গঙ্গানামসহস্রকম্। বারাণসীপ্রশংসা চ ভৈরবাবির্ভবস্ততঃ॥
দণ্ডপাণিজ্ঞানবাপ্যোরুদ্ভবঃ সমনন্তরম্। ততঃ কলাবত্যাখ্যানং সদাচার নিরূপণম্॥
ব্রহ্মচারিসমাখ্যানং ততঃ স্ত্রীলক্ষণানি চ। কৃত্যাকৃত্যবিনির্দ্দেশো হ্যবিমুক্তেশবর্ণনম্॥
গৃহস্থযোগিনো ধর্ম্মাঃ কালজ্ঞানং ততঃপরম্। দিবোদাসকথা পুণ্যা কাশিকাবর্ণনং ততঃ॥
মায়াগণপতেশ্চাথ ভুবি প্রাদুর্ভবস্ততঃ। বিষ্ণুমায়াপ্রপঞ্চোঽথ দিবোদাসবিমোক্ষণম্॥
ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিন্দুমাধবসম্ভবঃ। ততো বৈষ্ণবতীর্থাখ্যা শূলিনঃ কাশিকাগমঃ॥
জৈগীষব্যেণ সংবাদো জ্যেষ্ঠেশাখ্যা মহেশিতুঃ। ক্ষেত্রাখ্যানং কন্দুকেশো ব্যাঘ্রেশ্বরসমুদ্ভবঃ॥
শৈলেশরত্নেশ্বরয়োঃ কৃত্তিবাসস্য চোদ্ভবঃ। দেবতানামধিষ্ঠানং দুর্গাসুরপরাক্রমঃ॥
দুর্গায়া বিজয়শ্চাথ ওঙ্কারেশস্য বর্ণনম্। পুনরোঙ্কারমাহাত্ম্যং ত্রিলোচনসমুদ্ভবঃ॥
কেদারাখ্যা চ ধর্ম্মেশকথা বিষ্ণুসমুদ্ভবা। বীরেশ্বরসমাখ্যানং গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্॥
বিশ্বকর্ম্মেশমহিমা দক্ষযজ্ঞোদ্ভবস্তথা। সতীশস্যামৃতেশাদের্ভূজস্তম্ভঃ পরাশরে॥
ক্ষেত্রতীর্থকদম্বশ্চ মুক্তিমণ্ডপসঙ্কথা। বিশ্বেশবিভবশ্চাথ ততো যাত্রাপরিক্রমঃ॥
অতঃপরং ত্ববন্ত্যাখ্যং শৃণু খণ্ডঞ্চ পঞ্চমম্। মহাকালবনাখ্যানং ব্রহ্মশীর্ষচ্ছিদা ততঃ॥
প্রায়শ্চিত্তবিধিশ্চাগ্নেরুৎপত্তিশ্চ সুরাগমঃ। দেবদীক্ষা শিবস্তোত্রং নানাপাতকনাশনম্॥
কপালমোচনাখ্যানং মহাকালবনস্থিতিঃ। তীর্থং কনখলেশস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
কুণ্ডমপ্সরসংজ্ঞং চ সরো রুদ্রস্য পুণ্যদম্। কুণ্ডবেশং চ বিদ্যাধ্রং মর্কটেশ্বরতীর্থকম্॥
স্বর্গদ্বারং চতুঃসিন্ধুতীর্থং শঙ্করবাপিকা। শঙ্করার্কঃ গন্ধবতীতীর্থং পাপপ্রণাশনম্॥
দশাশ্বমেধিকানংশাতীর্থেশহরসিদ্ধিদম্। পিশাচকাদিযাত্রা চ হনুমৎকেশ্বরং সরঃ॥
মহাকালেশযাত্রা চ বাল্মীকেশ্বরতীর্থকম্। শুক্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যং কুশস্থল্যাঃ প্রদক্ষিণা॥
অক্রূরসংজ্ঞকং ত্বেকপাদং চন্দ্রার্কবৈভবম্। করভেশাখ্যতীর্থং চ লড্ডুকেশাদিতীর্থকম্॥
মার্কণ্ডেশং যজ্ঞবাপীসোমেশনরকান্তকম্। কেদারেশ্বররামেশসৌভাগ্যেশনরার্ককম্॥
কেশবার্কং শক্তিভেদং স্বর্ণসারমুখানি চ। ওঙ্কারেশাদিতীর্থানি অন্ধকস্তুতিকীর্ত্তনম্॥
কালারণ্যে লিঙ্গসংখ্যা স্বর্ণশৃঙ্গাভিধানকম্। কুশস্থল্যা অবন্ত্যাশ্চোজ্জয়িন্যা অভিধানকম্॥
পদ্মাবতীকুমুদ্বত্যমরাবতিকনামকম্। বিশালাপ্রতিকল্পাভিধানং চ জ্বরশান্তিকম্॥
শিবনামাদিকফলং নাগোদ্গীতা শিবস্তুতিঃ। হিরণ্যাক্ষবধাখ্যানং তীর্থং সুন্দরকুণ্ডকম্॥
নীলগঙ্গাপুষ্করাখ্যং বিন্ধ্যবাসনতীর্থকম্। পুরুষোত্তমাভিধানং তু তত্তীর্থং চাঘনাশনম্॥
গোমতী বামনং কুণ্ডং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্। বীরেশ্বরঃ সরঃ কালভৈরবস্য চ তীর্থকম্॥
মহিমা নাগপঞ্চম্যা নৃসিংহস্য জয়ন্তিকা। কুটুম্বেশ্বরযাত্রা চ দেবসাধনকীর্ত্তনম্॥
কর্করাজাখ্যতীর্থং চ বিঘ্নেশাদিসুরোহনম্। রুদ্রকুণ্ডপ্রভৃতিষু বহুতীর্থনিরূপণম্॥
যাত্রাষ্টতীর্থজা পুণ্যা রেবামাহাত্ম্যমুচ্যতে। ধর্ম্মপুত্রস্য বৈরাগ্যান্মার্কণ্ডেয়েন সঙ্গমঃ॥
প্রাগ্রীয়ানুভবাখ্যানমমৃতাপারকীর্ত্তনম্। কল্পেকল্পে পৃথঙ্ নাম নর্ম্মদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥
স্তবমার্ষং নার্ম্মদং চ কালরাত্রিকথা ততঃ। মহাদেবস্তুতিঃ পশ্চাৎ পৃথক্কল্পকথাদ্ভুতা॥
বিশল্যাখ্যানকং পশ্চাজ্জালেশ্বরকথা তথা। গৌরীব্রতসমাখ্যানং ত্রিপুরজ্বালনং তথা॥
দেহপাতবিধানং চ কাবেরীসঙ্গমস্ততঃ। দারুতীর্থং ব্রহ্মাবর্ত্তং যজ্ঞেশ্বরকথানকম্॥
অগ্নিতীর্থং রবিতীর্থং মেঘনাদাদিদারুকম্। দেবতীর্থং নর্ম্মদেশং কপিলাখ্যং করঞ্জকম্॥
কুণ্ডলেশং পিপ্পলাদং বিমলেশং চ শূলভিৎ। শচীহরণমাখ্যানমন্ধকস্য বধস্তথা॥
শূলভেদোদ্ভবো যত্র দানধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ। আখ্যানং দীর্ঘতপসশ্চর্ষ্যশৃঙ্গকথা ততঃ॥
চিত্রসেনকথা পুণ্যা কাশীরাজস্য লক্ষণম্। ততো দেবশিলাখ্যানং শবরীতীর্থকাখিতম্।

ব্যাধাখ্যানং ততঃ পুণ্যং পুষ্করিণ্যর্কতীর্থকম্। আদিত্যেশ্বরতীর্থঞ্চ শক্রতীর্থং করোটিকম্ ॥
কুমারেশমগস্ত্যেশমানন্দেশঞ্চ মাতৃজম্। লোকেশং ধনদেশঞ্চ মঙ্গলেশঞ্চ কামজম্ ॥
নাগেশং চাপি গোপারং গৌতমং শঙ্খচূড়কম্। নারদেশং নন্দিকেশং বরুণেশ্বরতীর্থকম্ ॥
দধিস্কন্দাদিতীর্থানি হনূমন্তেশ্বরং ততঃ। রামেশ্বরাদিতীর্থানি সোমেশং পিঙ্গলেশ্বরম্ ॥
ঋণমোক্ষং কপিলেশং পূতিকেশং জলেশয়ম্। চণ্ডার্কং যমতীর্থঞ্চ কহ্লোড়ীশং বনাদিকম্ ॥
নারায়ণঞ্চ কোটীশং ব্যাসতীর্থং প্রভাসকম্। নাগেশসঙ্কর্ষণকং প্রশ্নয়েশ্বরতীর্থকম্ ॥
এরণ্ডীসঙ্গমং পুণ্যং সুবর্ণশিলতীর্থকম্। করঞ্জং কামহং তীর্থং ভাণ্ডীরো রোহিণীভবম্ ॥
চক্রতীর্থং ধৌতপাপং স্কান্দমাঙ্গিরসাহ্বয়ম্। কোটিতীর্থমযোন্যাখ্যমঙ্গারাখ্যং ত্রিলোচনম্ ॥
ইন্দ্রেশং কম্বুকেশঞ্চ সোমেশং কোহলাংশকম্। নার্ম্মদং চার্কমাগ্নেয়ং ভার্গবেশ্বরমুত্তমম্ ॥
ব্রাহ্মং দৈবঞ্চ মার্গেশমাদিবারাহকেশবম্। রামেশমথ সিদ্ধেশমাহল্যং কঙ্কটেশ্বরম্ ॥
শাক্রং সৌম্যঞ্চ নাদেশং তোয়েশং রুক্মিণীভবম্। যোজনেশং বরাহেশং দ্বাদশীশিবতীর্থকম্ ॥
সিদ্ধেশং মঙ্গলেশঞ্চ লিঙ্গবারাহতীর্থকম্। কুণ্ডেশং শ্বেতবারাহং গর্ভাবেশং রবীশ্বরম্ ॥
শুক্লাদীনি চ তীর্থানি হুঙ্কারস্বামিতীর্থকম্। সঙ্গমেশং নারকেশং মোক্ষণং পঞ্চগোপকম্ ॥
নাগশাবঞ্চ সিদ্ধেশং মার্কণ্ডাক্রূরতীর্থকে। কামোদশূলারোপাখ্যে মাণ্ডব্যং গোপকেশ্বরম্ ॥
কপিলেশং পিঙ্গলেশং ভূতেশং গাঙ্গগৌতমে ॥
অশ্বমেধং ভৃগুকচ্ছং কেদারেশঞ্চ পাপনুৎ। কঙ্কলেশঞ্চ জালেশং শালিগ্রামং বরাহকম্ ॥
চন্দ্রহাস্যং তথাদিত্যং শ্রীপত্যাখ্যঞ্চ হংসকম্। মূলস্থানঞ্চ শূলেশমাশ্বিনং চিত্রদেবকম্ ॥
শিখীশং কোটিতীর্থঞ্চ তীর্থং পৈতামহং পরম্। তথৈব কুকুরীতীর্থং দশকন্যং সুবর্ণকম্।
ঋণমোক্ষং ভারভূতিং পুঙ্খিলং মুণ্ডিডিণ্ডিমম্ ॥
আমলেশং কপালেশং শৃঙ্গেরণ্ডীভবং ততঃ। কোটিতীর্থং লোটনেশং ফলস্তুতিরতঃ পরম্ ॥
কুমিজাঙ্গলমাহাত্ম্যে রোহিতাশ্বকথা ততঃ। ধুন্ধুমারসমাখ্যানং বধোপায়স্ততোহস্য চ ॥
বধো ধুন্ধোস্ততঃ পশ্চাত্তুতশ্চিত্রবহোদ্ভবঃ। সহেভাস্যা ততশ্চণ্ডী সপ্রভাবো রতীশ্বরঃ ॥
কেদারেশো লক্ষতীর্থং ততো বিষ্ণুপদীভবম্। মুখারং চ্যবনান্ধাখ্যং ব্রহ্মণশ্চ সরস্ততঃ ॥
চক্রাখ্যং ললিতাখ্যানং তীর্থঞ্চ বহুগোময়ম্। রুদ্রাবর্ত্তঞ্চ মার্কণ্ডং তীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ॥
শ্রবণেশং শুদ্ধপুটং দেবান্ধপ্রেততীর্থকম্। জিহ্বোদতীর্থসম্ভূতিঃ শিবোদ্ভেদং ফলস্তুতিঃ ॥
এষ খণ্ডো হ্যবন্ত্যাখ্যঃ শৃণ্বতাং পাপনাশনঃ। অতঃ পরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোহভিধীয়তে ॥
লিঙ্গোৎপত্তিসমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রকথা শুভা বিশ্বামিত্রস্য মাহাত্ম্যং ত্রিশঙ্কুস্বর্গতিস্তথা ॥
হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে বৃত্রাসুরবধস্তথা। নাগবিলং শঙ্খতীর্থমচলেশ্বরবর্ণনম্ ॥
চমৎকারপুরাখ্যানং চমৎকারকরং পরম্। গয়াশীর্ষং বালশাখ্যং বালমণ্ডং মৃগাহ্বয়ম্ ॥
বিষ্ণুপাদঞ্চ গোকর্ণং যুগরূপং সমাশ্রয়ঃ। সিদ্ধেশ্বরং নাগসরঃ সপ্তার্ষেয়মগস্ত্যকম্ ॥
ভ্রূণগর্ত্তং নলেশঞ্চ ভৈষ্মং বৈদূরমর্ককম্। শার্ম্মিষ্ঠং সোমনাথঞ্চ দৌর্গমানর্ত্তকেশ্বরম্ ॥
জমদগ্নিবধাখ্যানং নৈঃক্ষত্রিয়কথানকম্। রামহ্রদং নাগপুরং ষড়্লিঙ্গং চৈব যজ্ঞভূঃ ॥
মুণ্ডীরাদিত্রিকার্কঞ্চ সতীপরিণয়ার্যহ্বয়ম্। রুদ্রশীর্ষঞ্চ যাগেশং বালখিল্যঞ্চ গারুড়ম্ ॥
লক্ষ্মীশাপঃ সাপ্তবিংশং সোমপ্রাসাদমেব চ। অম্বাবৃদ্ধং পাণ্ডুকাখ্যমাগ্নেয়ং ব্রহ্মকুণ্ডকম্ ॥
গোমুখং লোহযষ্ট্যাখ্যমজাপালেশ্বরী তথা। শানৈশ্বরং রাজবাপী রামেশো লক্ষ্মণেশ্বরঃ ॥
কুশেশাখ্যং লবেশাখ্যং লিঙ্গং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্। অষ্টষষ্টিসমাখ্যানং দময়ন্ত্যাস্ত্রিজাতকম্ ॥
অংতাম্বারেহবতীবাপী ভক্তিকাতীর্থসম্ভবঃ। ক্ষেমঙ্করী চ কেদারং শুক্রতীর্থমুখারকম্ ॥
সত্যসংজ্ঞেশ্বরাখ্যানং তথা কর্ণোৎপলাকথা। অটেশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং গৌর্য্যং গাণেশমেব চ ॥
ততো বাস্তুপদাখ্যানমজাগৃহকথানকম্। সৌভাগ্যান্ধুশ্চ শূলেশং ধর্ম্মরাজকথানকম্ ॥
মিষ্টান্নদেশ্বরাখ্যানং গাণপত্যত্রয়ং ততঃ। জাবালিচরিতং চৈব মকরেশকথা ততঃ ॥
কালেশ্বর্য্যন্ধকাখ্যান- কুণ্ডমাপ্সরসং তথা। পুষ্পাদিত্যং রোহিতাশ্বং নাগরোৎপত্তিকীর্ত্তনম্ ॥
ভার্গবং চরিতং চৈব বৈশ্বামিত্রং তত. পরম্। সারস্বতং পৈপ্পলাদং কংসারীশঞ্চ পিণ্ডকম্ ॥

ব্রহ্মণো যজ্ঞচরিতং সাবিত্র্যাখ্যানসংযুতম্ । রৈবতং ভর্তৃযজ্ঞাখ্যং মুখ্যতীর্থনিরীক্ষণম্ ॥

কৌরবং হাটকেশাখ্যং প্রভাসং ক্ষেত্রকত্রয়ম্ । পৌষ্করং নৈমিষং ধার্ম্মমরণ্যত্রিতয়ং স্মৃতম্ ॥

বারাণসী দ্বারকাখ্যং মবাখ্যেতি পুরীত্রয়ম্ । বৃন্দাবনং খাণ্ডবাখ্যমদ্বৈতাখ্যং বনত্রয়ম্ ॥

কল্পঃ শালস্তথা নন্দিগ্রামত্রয়মনুত্তমম্ । অসিশুক্লপিতৃসংজ্ঞং তীর্থত্রয়মুদাহৃতম্ ॥

শ্রার্ব্বুদো রৈবতশ্চৈব পর্ব্বতত্রয়মুত্তমম্ । নদীনাং ত্রিতয়ং গঙ্গা নর্ম্মদা চ সরস্বতী ॥

সার্দ্ধকোটিত্রয়ফলমেকং চৈষু প্রকীর্ত্তিতম্ । কূপিকা শঙ্খতীর্থং চামরকং বালমণ্ডনম্ ॥

হাটকেশক্ষেত্রফলপ্রদং প্রোক্তং চতুষ্টয়ম্ । শ্রাদ্ধাদিত্যং শ্রাদ্ধকল্পং যৌধিষ্ঠিরমথাষ্টকম্ ॥

জলশায়ি চতুর্ম্মাসমশূন্যশয়নব্রতম্ । মঙ্কনেশং শিবরাত্রিস্তুলাপুরুষদানকম্ ॥

পৃথ্বীদানং বানকেশং কপালমোচনেশ্বরম্ । পাপপিণ্ডং মাসলৈঙ্গং যুগমানাদিকীর্ত্তনম্ ॥

নিম্বেশশাকম্ভর্য্যাখ্যা রুদ্রৈকাদশকীর্ত্তনম্ । দানমাহাত্ম্যকথনং দ্বাদশাদিত্যকীর্ত্তনম্ ॥

ইত্যেষ নাগরঃ খণ্ডঃ প্রভাসাখ্যোঽধুনোচ্যতে ॥ সোমেশো যত্র বিশ্বেশোঽর্কস্থলং পুণ্যদং মহৎ ।

সিদ্ধেশ্বরাদিকাখ্যানং পৃথগত্র প্রকীর্ত্তিতম্ । অগ্নিতীর্থং কপর্দ্দীশং কেদারেশং গতিপ্রদম্ ।

ভীমভৈরবচণ্ডীশভাস্করাঙ্গারকেশ্বাঃ । বুধজ্ঞাভৃগুসৌরাগুশিখীশা হরবিগ্রহাঃ ॥

সিদ্ধেশ্বরাদ্যাঃ পঞ্চান্যে রুদ্রাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ । বরারোহা স্বজ্ঞাপালা মঙ্গলা ললিতেশ্বরী ॥

লক্ষ্মীশো বাড়বেশশ্চোর্ব্বীশ কামেশ্বরস্তথা । গৌরীশবরুণেশাখ্যং দুর্ব্বাসেশং গণেশ্বরম্ ॥

কুমারেশং চণ্ডকল্পং শকুলীশ্বরসংজ্ঞকম্ । ততঃ শ্রাদ্ধার্থ কোটীশবালব্রহ্মাদিসৎকথা ॥

নরকেশসম্বর্ত্তেশনদীশ্বরকথা ততঃ । বলভদ্রেশ্বরস্যাথ গঙ্গায়া গণপস্য চ ॥

জাম্ববত্যাখ্যসরিতঃ পাণ্ডুকূপস্য সৎকথা । শতমেধলক্ষমেধকোটিমেধকথা তথা ॥

দুর্ব্বাসার্কঘটস্থানহিরণ্যাসঙ্গমোৎকথা । নগরার্কস্য কৃষ্ণস্য সঙ্কর্ষণসমুদ্রয়োঃ ॥

কুমার্য্যাঃ ক্ষেত্রপালস্য ব্রহ্মেশস্য কথা পৃথক্ । পিঙ্গলাসঙ্গমেশস্য শঙ্করার্কঘটেশয়োঃ ॥

ঋষিতীর্থস্য নন্দার্কত্রিতকূপস্য কীর্ত্তনম্ । শশাপানস্য পর্ণার্কন্যঙ্কুমত্যোঃ কথাদ্ভুতা ॥

বারাহস্বামিবৃত্তান্তং ছায়ালিঙ্গাখ্যগুল্ফয়োঃ । ক । কনকনন্দায়াঃ কুন্তীগঙ্গেশয়োস্তথা ॥

চমসোদ্ভেদাবদুরত্রিলোকেশকথা ততঃ । মঙ্কনেশত্রৈপুরেশষণ্ডতীর্থকথাস্তথা ॥

সূর্য্যপ্রাচীত্রীক্ষণয়োরুমানাথকথা তথা । ভূদ্বারশূলস্থলয়োশ্চ্যবনার্কেশয়োস্তথা ॥

অজপালেশবালার্ককুবেরস্থলজা কথা । ঋষিতোয়ার্কথা পুণ্যা সঙ্গালেশ্বরকীর্ত্তনম্ ॥

নারদাদিত্যকথনং নারায়ণনিরূপণম্ । তপ্তকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং মূলচণ্ডীশবর্ণনম্ ॥

চতুর্ব্বক্ত্রগণাধ্যক্ষকলম্বেশ্বরয়োস্তথা । গোপালবকুলস্বামিনোর্ম্মরুতাং কথা ॥

ক্ষেমার্কে স্নতবিঘ্নেশজলস্বামিকথা ততঃ । কালমেঘস্য রুক্মিণ্যা দুর্ব্বাসেশ্বরভদ্রয়োঃ ॥

শঙ্খাবর্ত্তমোক্ষতীর্থগোষ্পদাচ্যুতসদ্মনাম্ । জালেশ্বরস্য হুঙ্কারেশ্বরচণ্ডীশয়োঃ কথা ॥

আশাপুরস্থবিঘ্নেশকলাকুণ্ডকথাদ্ভুতা । কপিলেশস্য চ কথা জরদগবশিবস্য চ ॥

নলকর্কোটেশ্বরয়োর্হাটকেশ্বরজা কথা । নারদেশযন্ত্রভূষাদুর্গকূটগণেশজাঃ ॥

সুবর্ণেলাখ্যভৈরব্যোর্ভল্লতীর্থভবা কথা । কীর্ত্তনং কর্দ্দমালস্য গুপ্তসোমেশ্বরস্য চ ॥

বহুস্বর্ণেশশৃঙ্গেশকোটীশ্বরকথা ততঃ । মার্কণ্ডেশ্বরকোটীশদামোদরগৃহোত্যকা ॥

স্বর্ণরেখা ব্রহ্মকুণ্ডং কুন্তীভীমেশ্বরৌ তথা । মৃগীকুণ্ডঞ্চ সর্ব্বস্বং ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে স্মৃতম্ ॥

দুর্গাভল্লেশগঙ্গেশরৈবতানাং কথাদ্ভুতা । ততোঽর্ব্বুদেশ্বরকথা অচলেশ্বরকীর্ত্তনম্ ॥

নাগতীর্থস্য চ কথা বসিষ্ঠাশ্রমবর্ণনম্ । ভদ্রকর্ণস্য মাহাত্ম্যং ত্রিনেত্রস্য ততঃ পরম্ ॥

কেদারস্য চ মাহাত্ম্যং তীর্থাগমনকীর্ত্তনম্ । কোটীশ্বররূপতীর্থহৃষীকেশকথাস্ততঃ ॥

সিদ্ধেশশুক্লেশ্বরয়োর্ম্মণিকর্ণীশকীর্ত্তনম্ । পঙ্গুতীর্থযমতীর্থবারাহতীর্থবর্ণনম্ ॥

চন্দ্রপ্রভাসপিণ্ডোদশ্রীমাতাশুক্লতীর্থকম্ । কাত্যায়ন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং ততঃ পিণ্ডারকস্য চ ॥

ততঃ কনখলস্যাথ চক্রমানুষতীর্থয়োঃ । কপিলাগ্নিতীর্থকথা তথা রক্তানুবন্ধজা ॥

গণেশপার্থেশ্বরয়োর্যাত্রায়া মুদ্ধলস্য চ । চণ্ডীস্থাননাগোদ্ভবশিবকুণ্ডমহেশজাঃ ॥

কামেশ্বরস্য মার্কণ্ডেয়োৎপত্তেশ্চ কথা ততঃ । উদ্দালকেশসিদ্ধেশগততীর্থকথাঃ পৃথক ॥

শ্রীদেবমাতোৎপত্তিশ্চ ব্যাসগৌতমতীর্থয়োঃ। কুলসন্তারমাহাত্ম্যং রামকোট্যাহ্বতীর্থয়োঃ ॥
চন্দ্রোদ্ভেদেশানশৃঙ্গব্রহ্মস্থানোদ্ভবোহদ্ভুতঃ। ত্রিপুষ্করকদ্রহ্রদগুহেশ্বরকথা শুভা ॥
অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যমুমামহেশ্বরস্য চ। মহৌজসঃ প্রভাবশ্চ জম্বুতীর্থস্য বর্ণনম্ ॥
গঙ্গাধরমিশ্রকয়োঃ কথা চাথ কলস্ততিঃ। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মকথানকম্ ॥
জাগরাদ্যর্চ্চনাখ্যা ব্রতমেকাদশীভবম্। মহাদ্বাদশিকাখ্যানং প্রহ্লাদর্ষিসমাগমঃ ॥
দুর্ব্বাসস উপাখ্যানং যাত্রোপক্রমকীর্ত্তনম্। গোমত্যুৎপত্তিকথনং তস্যাং স্নানাদিজং ফলম্ ॥
চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং গোমত্যুদধিসঙ্গমঃ। সনকাদিহ্রদাখ্যানং নৃগতীর্থকথা ততঃ ॥
গোপ্রচারকথা পুণ্যা গোপীনাং দ্বারকাগমঃ। গোপীসরঃসমাখ্যানং ব্রহ্মতীর্থাদিকীর্ত্তনম্ ॥
পঞ্চনদ্যাগমাখ্যানং নানাখ্যানসমন্বিতম্। শিবলিঙ্গগদাতীর্থকৃষ্ণপূজাদিকীর্ত্তনম্ ॥
ত্রিবিক্রমস্য মূর্ত্ত্যাখ্যা দুর্ব্বাসঃকৃষ্ণসৎকথা। কুশদৈত্যবধোচ্চারবিশেষার্চ্চনজং ফলম্ ॥
গোমত্যাং দ্বারকায়াঞ্চ তীর্থাগমনকীর্ত্তনম্। কৃষ্ণমন্দিরসম্প্রেক্ষা দ্বারবত্যভিষেচনম্ ॥
তত্র তীর্থাবাসকথা দ্বারকাপুণ্যকীর্ত্তনম্। ইত্যেষ সপ্তমঃ প্রোক্তঃ খণ্ডঃ প্রাভাসিকো দ্বিজাঃ ॥
স্কান্দে সর্ব্বোত্তরগ্রন্থে শিবমাহাত্ম্যবর্ণনে। লিখিত্বৈতত্তু যো দদ্যাদ্ধেমশূলসমন্বিতম্ ॥
মাঘ্যাং সৎকৃত্য বিপ্রায় স শৈবে মোদতে পদে ॥”

কিরূপে এই স্কন্দপুরাণ প্রচারিত হইল এবং এই পুরাণপাঠে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পুরাণবক্তা সূতের মুখেই পরিব্যক্ত। সূত বলিয়াছেন,—

“পূর্ব্বে স্কন্দ এই সমগ্র পুরাণ ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে বলেন। তারপর ভৃগু হইতে অঙ্গিরা, অঙ্গিরা হইতে চ্যবন, এবং তাঁহা হইতে ঋচীক প্রাপ্ত হন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে এই সমগ্র পুরাণ সমগ্র ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে। এই স্কন্দপুরাণ পূর্ব্বে কুমার উক্তার করিয়াছিলেন। যে ইহা শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয়। এই পুরাণ আয়ুষ্য ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। মহাত্মা ষণ্মুখ নিয়তভাবে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আখ্যান আপনাদের নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম, আপনাদের মঙ্গল হউক। সপ্তখণ্ড-মণ্ডিত এই স্কন্দপুরাণ যে নর শ্রবণ করে, কেহই তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য যে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে পুরাণাক্ষর সমসংখ্যক কাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টিধারা—গগনে তারকা—ও গঙ্গায় সিকতার সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ এই পুরাণাক্ষরের ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক কতিপয় দিন মাত্রও এই পুরাণ পাঠ করে, তাহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। মানব পুত্রার্থী হইয়া এই পুরাণ পাঠ করিলে ধন প্রাপ্ত হয়। কন্যা পতিকামনা করিয়া যদি এই পুরাণ পাঠ করে, তাহা হইলে সে মনোমত পতি লাভ করে। বান্ধব, বন্ধুসমাগমবাসনায় ইহা পাঠ করিলে প্রবাসী বন্ধুর সহিত তাহার মিলন হয়। এমন কি এই স্কন্দপুরাণ শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মানব সকল বাঞ্ছিতই লাভ করিয়া থাকে। যে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বকামপ্রদ হয়। এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। রাজা শত্রুজয় করিয়া মহী অধিকার করেন,—বিপ্র বেদবিৎ হন,—ক্ষত্রিয় রাজ্য পান,—বৈশ্য ধনধান্যের অধিকারী হন এবং শূদ্র সুখ লাভ করে। এই পুরাণের এক অধ্যায়ও অন্ততঃ শ্রবণ করিতে হয়; অধিক আর কি বলিব?—ইহার একটী সম্পূর্ণ শ্লোক—শ্লোকার্দ্ধ—বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশও পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বিষ্ণু-লোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে।”

ভগবৎকৃপায় বহু চেষ্টার ফলে এত দিনে এই স্কন্দ মহাপুরাণ মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশে এমনভাবে স্কন্দমহাপুরাণের প্রচার ইহাই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে এই বহু বিস্তৃত পুরাণ গ্রন্থের মুদ্রণ বঙ্গে আর কখন হয় নাই। তবে বঙ্গের কচিৎ কোথাও এই মহাপুরাণ হস্তলিখিতাকারে এখনও অংশতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথি আমাদেরও সংগৃহীত হইয়াছিল। আমরা বঙ্গদেশের, বোম্বাই অঞ্চলের, অধিক সমগ্র ভারতের নানা পুঁথি আদর্শ করিয়া এই মহাপুরাণের অনুবাদকার্য্য করিয়াছি। পুস্তকবিশেষের পাঠাধিক্য আমরা পরিবর্জ্জন করি নাই। এ স্থলে একটা দৃষ্টান্ত দেখাই,—বঙ্গদেশীয় পুস্তকের মতে স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের চারিটী অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রত কথা নিবদ্ধ আছে। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলের সংগৃহীত পুস্তকে সত্যনারায়ণ ব্রত

কথার কোনই উল্লেখ নাই। এ ক্ষেত্রে আমরা উক্ত চারিটী অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। এইরূপ উৎকল খণ্ডে এবং অন্যান্য খণ্ডেও অনেক পাঠান্তর যোজনা করা হইয়াছে।

এই বৃহদ্গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যের ভার প্রধানতঃ আমারই উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমি এই পুরাণান্তর্গত মাহেশ্বর খণ্ডের পূর্ব্বাংশ এবং অন্যান্য খণ্ডের বিশেষ বিশেষ কতিপয় অংশ অনুবাদ করিয়াছি। কাশীখণ্ড ও বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্র মাহাত্ম্য পূর্ব্বেই অনূদিত হইয়াছিল। অন্যান্য খণ্ড আমার সুযোগ্য সহযোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কৃপারাম কাব্যরত্ন প্রভৃতি অনুবাদ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য—একাশীতিসহস্র-শ্লোকময় স্কন্দ মহাপুরাণ অতীব বৃহৎ গ্রন্থ ; ইহার অনুবাদে ক্বচিৎ কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। যদি কোথাও কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, গুণগ্রাহী পাঠক কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিজ গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ইতি—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা,—আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

শ্রীতারাকান্ত দেবশর্ম্মা কাব্যতীর্থ
অনুবাদক।

স্কন্দপুরাণের সূচী পত্র।

মাহেশ্বর খণ্ড।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কেদার খণ্ড।

কুমারিকা খণ্ডসমাপ্ত।

অরুণাচলমাহাত্ম্য—পূর্ব্বার্দ্ধ।

অরুণাচলমাহাত্ম্য পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ।

অরুণাচলমাহাত্ম্য—উত্তরার্দ্ধ।

অরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধ সমাপ্ত।

মহেশ্বরখণ্ড সমাপ্ত ॥ ১ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

মাহেশ্বরখণ্ডম্।

কেদারখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ব্যাস উবাচ। যস্যাজ্ঞয়া জগৎস্রষ্টা বিরিঞ্চিঃ পালকো হরিঃ। সংহর্ত্তা কালরুদ্রাখ্যো নমস্তস্মৈ পিনাকিনে॥ ১॥ তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্। তত্রৈব নৈমিষারণ্যে শৌনকাদ্যা-স্তপোধনাঃ। দীর্ঘসত্রং প্রকুর্ব্বন্তঃ সত্রিণঃ স্বর্গচেতসঃ॥ ক্যাদাগতো হি মহাতপাঃ। লোমশো নাম নামতঃ॥ ৩॥ দীর্ঘসত্রিণঃ। উত্তস্থুর্যুগপৎ সুকাঃ॥ ৪॥ দত্ত্বার্ঘ্যপাদ্যং সৎকৃত্য মুনয়ো বীতকল্মষাঃ। তং পপ্রচ্ছুর্মহাভাগাঃ শিবধর্ম্মং সবিস্তরম্॥ ৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ দেবদেবস্য শূলিনঃ। মহিমানং মহাভাগ ধ্যানার্চ্চনসমন্বিতম্॥ ৬॥ সম্মার্জ্জনে কিং ফলং স্যাত্তথা রঙ্গাবলীষু চ। প্রদানে দর্পণস্যাথ তথা বৈ চামরস্য চ॥ ৭॥ প্রদানে চ বিতানস্য তথা ধারা-গৃহস্য চ। দীপদানে কিং ফলং স্যাৎ পূজায়াং কিং ফলং ভবেৎ॥ ৮॥ কানি কানি চ পুণ্যানি কথ্যন্তাং শিবপূজনে। ইতিহাসপুরাণানি বেদাধ্যয়নমেব

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

ব্যাস বলিলেন;—যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা, হরি জগৎপালক এবং কালরুদ্র জগতের সংহর্ত্তা, সেই দেব পিনাকপাণিকে নমস্কার করি। নৈমিষারণ্য অতি পুণ্য স্থান; উহা সমস্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা উত্তম ক্ষেত্র এবং সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ। শৌনকাদি কর্ম্মনিষ্ঠ ঋষিগণ ও তপস্বিগণ ঐ নৈমিষারণ্যে দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দর্শন-লালসায় একদা ব্যাসশিষ্য মহাতপা মহাত্মা লোমশ মুনি সেই যজ্ঞে আগমন করেন। দীর্ঘ-যজ্ঞে ব্রতী মুনিগণ তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া সকলেই যুগপৎ সমুৎসুক-চিত্তে হৃষ্টে অর্ঘ্য লইয়া উত্থিত হইলেন। মহাভাগ নিষ্পাপ মুনিগণ পাদ্য এবং অর্ঘ্য দানে তাঁহার সংকার করিয়া তৎসমীপে সুবিস্তৃত শিবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৫। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবদেব শূলপাণির ধ্যান এবং অর্চ্চনপ্রণালীসহ তদীয় মাহাত্ম্য-বার্ত্তা ব্যক্ত করুন। তাঁহার অঙ্গের মার্জ্জনে, রঙ্গাদি-যোগে উপলেপনে, তাঁহাকে দর্পণ, চামর, চন্দ্রাতপ, ধারাগৃহ ও দীপদানে এবং তাঁহার অর্চ্চনায় কি কি ফল বা কিরূপ পুণ্যপুঞ্জ হইয়া থাকে, এ সকল আপনি আমাদের নিকট বলুন। শিবের সম্মুখে ইতিহাস, পুরাণ,

চ ॥ ৯ ॥ শিবস্যাগ্রে প্রকুর্ব্বন্তি কারয়ন্ত্যথবা নরাঃ। কিং ফলঞ্চ নৃণাং তেষাং কথ্যতাং বিস্তরেণ হি ॥ ১০ ॥ শিবাখ্যানপরো লোকে ত্বত্তো নান্যোঽস্তি বৈ মুনে ॥ ১১ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। উবাচ ব্যাসশিষ্যোঽসৌ শিবমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ লোমশ উবাচ। অষ্টাদশপুরাণেষু গীয়তে বৈ পরঃ শিবঃ। তস্মাচ্ছিবস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং কোঽপি ন পার্য্যতে ॥ ১৩ ॥ শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম ব্যাহরিষ্যন্তি যে জনাঃ। তেষাং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ১৪ ॥ উদারো হি মহাদেবো দেবানাং পতিরীশ্বরঃ। যেন সর্ব্বং প্রদত্তং হি তস্মাৎ সর্ব্ব ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥ তে ধন্যাস্তে মহাত্মানো যে ভজন্তি সদা শিবম্ ॥ ১৬ ॥ বিনা সদাশিবং যো হি সংসারং তর্ত্তুমিচ্ছতি। স মূঢ়ো হি মহাপাপঃ শিবদ্বেষী ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ভক্ষিতং হি গরং যেন দক্ষযজ্ঞো বিনাশিতঃ। কালস্য দহনং যেন কৃতং রাজ্ঞঃ প্রমোচনম্ ॥ ১৮ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যথা গরং ভক্ষিতঞ্চ যথা যজ্ঞো বিনাশিতঃ। দক্ষস্য চ তথা ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ। দাক্ষায়ণী পুরা দত্তা শঙ্করায় মহাত্মনে। বচনাদ্‌ব্রহ্মণো বিপ্রা দক্ষেণ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২০ ॥ একদা হি স দক্ষো বৈ নৈমিষারণ্যমাগতঃ। যদৃচ্ছাবশমাপন্ন ঋষিভিঃ পরিপূজিতঃ ॥ ২১ ॥ স্তুতিভিঃ প্রণিপাতৈশ্চ তথা সর্ব্বৈঃ সুরাসুরৈঃ। তত্র স্থিতো মহাদেবো নাভ্যুত্থানাভিবাদনে। চকারাস্য ততঃ ক্রুদ্ধো দক্ষো বচনমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বত্র সর্ব্বে হি সুরাসুরা ভৃশং, নমন্তি মাং বিপ্রবরাঃ সমুৎসুকাঃ। কথং হ্যসৌ দুর্জ্জনবন্মহাত্মা ভূতাদিভিঃ প্রেতপিশাচযুক্তঃ। শ্মশানবাসী নিরপত্রপো হ্যয়ং, কথং প্রণামং ন করোতি মেঽধুনা ॥ ২৩ ॥ পাষণ্ডিনো দুর্জ্জনাঃ পাপশীলা, বিপ্রং দৃষ্ট্বা চোদ্ধতা উন্মদাশ্চ। বধ্যাস্ত্যাজ্যাঃ সদ্ভিরেবং-বিধা হি, তস্মাদেনং শাপিতুঞ্চোদ্যতোঽস্মি ॥ ২৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স মহাতপাস্তদা, রুষান্বিতো রুদ্রমিদং বভাষে ॥ ২৫ ॥ শৃণ্বন্ত্বমী বিপ্রতমা ইদানীং, বচো

না বেদপাঠ করিলে অথবা করাইলে নরগণ কীদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়,তাহাও আপনি সবিস্তর প্রকাশ করুন। হে মুনে! এ জগতে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিবাখ্যান-তৎপর অন্য কেহই নাই। ভাবিতাত্মা মুনিগণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যাস-শিষ্য উত্তম শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোমশ কহিলেন,—অষ্টাদশ পুরাণে শিবকেই পরম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। অতএব সম্পূর্ণ শিবমাহাত্ম্য বলিবার শক্তি কাহারও নাই। যাহারা, "শিব" এই দ্ব্যক্ষর নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদের স্বর্গ এবং মোক্ষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। উদার-প্রকৃতি মহাদেব দেবগণের অধিপতি। এ জগতের সর্ব্ববস্তুই তিনি দিয়াছেন; তাই তিনি 'সর্ব্ব'নামে নিরূপিত। যাহারা সর্ব্বদা শিবের সেবা করে, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই মহাত্মা। সদাশিবের সেবা ব্যতীত যে নর সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে, সে নিশ্চয়ই মূঢ়, মহাপাপী ও শিবদ্বেষী। যিনি বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে কাল দগ্ধ হইয়াছিল, এবং শ্বেত রাজাকে যিনি মোচন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঋষিগণ কহিলেন,—মহাদেব যেরূপে বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যেরূপে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, তাহা আমাদের নিকট বলুন; শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। ৬—১৯। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কথানুসারে দক্ষ প্রজাপতি স্বীয় কন্যা দাক্ষায়ণীকে মহাত্মা শঙ্করের করে সম্প্রদান করেন। অনন্তর একদা দক্ষ প্রজাপতি যদৃচ্ছাক্রমে নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলে ঋষিগণ ও অন্যান্য সুরাসুরগণ স্তুতি ও প্রণিপাত দ্বারা সকলেই তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। সেখানে মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান বা অভিবাদন কিছুই করিলেন না। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—সুর, অসুর ও প্রধান প্রধান বিপ্রগণ সকলেই সর্ব্বত্র ব্যগ্রভাবে পুনঃপুন আমায় নমস্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই ভূত-প্রেত-পিশাচ-পরিবৃত শ্মশানবাসী নির্লজ্জ শিব কেন আমায় এক্ষণে প্রণাম করিল না? এই শিব মহাত্মা হইয়াও আমার প্রতি দুর্জ্জনের ন্যায় ব্যবহার করিল কেন? যাহারা পাষণ্ডী, দুর্জ্জন, পাপশীল, গর্ব্বিত ও ব্রাহ্মণের প্রতি অসদ্‌ব্যবহারকারী, তাহাদিগকে বধ করা বা পরিত্যাগ করাই সাধুগণের কর্ত্তব্য। অতএব এই শিবকে আমি শাপদানে সকলের পরিত্যাজ্য করিতেই উদ্যত হইলাম। মহাতপা দক্ষ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া এই সকল কথা বলিবার পর পুনরায় রুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ

হি মে কর্ত্তুমিহার্হথৈতৎ। রুদ্রো হ্যয়ং যজ্ঞবাহ্যো বৃতো মে, বর্ণাতীতো বর্ণপরো যতশ্চ ॥ ২৬ ॥ নন্দী নিশম্য তদ্বাক্যং শৈলাদো হি রুষান্বিতঃ। অব্রবী-ত্বরিতো দক্ষং শাপদং তং মহাপ্রভম্ ॥ ২৭ ॥ নন্দ্যুবাচ। যজ্ঞবাহ্যো হি মে স্বামী মহেশোঽয়ং কৃতঃ কথম্। যস্য স্মরণমাত্রেণ যজ্ঞাশ্চ সফলা হ্যমী ॥ ২৮ ॥ যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ। যস্য নাম্না পবিত্রাণি সোঽয়ং শপ্তোঽধুনা কথম্ ॥ ২৯ ॥ বৃথা তে ব্রহ্মচাপল্যাচ্ছপ্তোঽয়ং দক্ষ দুর্ম্মতে। যেনেদং পালিতং বিশ্বং সর্ব্বেণ চ মহাত্মনা। শপ্তোঽয়ং স কথং পাপ রুদ্রোঽয়ং ব্রাহ্মণাধম ॥ ৩০ ॥ এবং নির্ভৎসিতস্তেন নন্দিনা হি প্রজাপতিঃ। নন্দিনঞ্চ শশাপাথ দক্ষো রোষসমন্বিতঃ ॥ ৩১ ॥ যূয়ং সর্ব্বে রুদ্রবরা বেদবাহ্যাশ্চ বৈ ভৃশম্। শপ্তা হি বেদ-মার্গৈশ্চ তথা ত্যক্তা মহর্ষিভিঃ ॥ ৩২ ॥ পাষণ্ডবাদ-সংযুক্তাঃ শিষ্টাচারবহিষ্কৃতাঃ। কপালিনঃ পানরতা-স্তথা কালমুখা হ্যমী ॥ ৩৩ ॥ ইতি শপ্তাস্তদা তেন দক্ষেণ শিবকিঙ্করাঃ। তদা প্রকুপিতো নন্দী দক্ষং শপ্তুং প্রচক্রমে ॥ ৩৪ ॥ শপ্তা বয়ং ত্বয়া বিপ্র সাধবঃ শিবকিঙ্করাঃ। বৃথৈব ব্রহ্মচাপল্যাদহং শাপং দদামি তে ॥ ৩৫ ॥ বেদবাদরতা যূয়ং নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা লোভমোহসমন্বিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ বৈদিকঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযাজকাঃ। দরিদ্রিণো ভবিষ্যন্তি প্রতিগ্রহরতাঃ সদা। দক্ষ কেচিদ্ভবি-ষ্যন্তি ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ। বিপ্রাস্তে শাপিতাস্তেন নন্দিনা কোপিনা ভৃশম্ ॥৩৮॥ অথাকর্ণ্যেশ্বরো বাক্যং নন্দিনঃ প্রহসন্নিব। উবাচ বাক্যং মধুরং বোধযুক্তং সদাশিবঃ ॥ ৩৯ ॥ মহাদেব উবাচ। কোপং নার্হসি বৈ কর্ত্তুং ব্রাহ্মণান্ প্রতি বৈ সদা। ব্রাহ্মণা গুরবো হ্যেতে বেদবাদরতাঃ সদা ॥ ৪০ ॥ বেদো মন্ত্রময়ঃ সাক্ষাত্তথা সূক্তময়ো ভৃশম্। সূক্তে প্রতিষ্ঠিতো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ॥ ৪১ ॥ তস্মান্নাত্মবিদো নিন্দ্যা আত্মৈবাহং ন চেতরঃ। কোঽয়ং কস্ত্বং ক চাহং বৈ কস্মাচ্ছপ্তা হি বৈ দ্বিজাঃ ॥

করুন এবং আমি যাহা বলি, তাহা করিতে প্রস্তুত হউন। এই রুদ্রকে আমি জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এ বর্ণাতীত, ও বর্ণ-তৎপর বলিয়া উহাকে এক্ষণে যজ্ঞবহির্ভূত করা হইল। তখন শৈলাদ নন্দী সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে সত্বর সেই শাপপ্রদ মহাপ্রাজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতিকে বলিতে লাগিলেন।—নন্দী কহিলেন,—এই মদীয় প্রভু মহেশ্বরকে কি জন্য তুমি যজ্ঞভাগ হইতে বহির্ভূত করিলে? যাঁহার স্মরণ-মাত্রে সমস্ত যজ্ঞ সফল হয়, শুধু যজ্ঞ বলিয়া কথা কি, দান বল, তপস্যা বল, বিবিধ তীর্থ বল, এই সকলই যাঁহার নামমাত্রে পবিত্র হইয়া থাকে, এই সেই মহেশ্বর। ইহাঁকে অধুনা তুমি অভিশপ্ত করিলে কেন? রে দুর্ম্মতে! দক্ষ! বৃথা ব্রহ্ম-চাপল্যবশে তুমি ইহাঁকে অভিশাপ দিয়াছ। রে ব্রাহ্মণাধম! যে মহাত্মা শঙ্কর এই বিশ্ব পালন করেন, অন্তে যিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে তুই অভি-শাপ দিলি কেন? প্রজাপতি দক্ষ নন্দীর নিকট এই প্রকারে নির্ভৎসিত হইয়া রোষবশে নন্দীকেও অভিশাপ দিলেন, বলিলেন,—তোরা সকল এবং ঐ [illegible] রুদ্রগণও বেদ হইতে বহির্ভূত হইলি। তোরা বেদ-বিধি দ্বারা অভিশপ্ত ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পাষণ্ডবাদে নিরত, শিষ্টাচার-বর্জ্জিত, কপাল-পাণি ও পানশীল হইয়া রহিবি।

দক্ষ এইরূপে তখন শিবানুচরদিগকে অভিশপ্ত করিলে নন্দী কুপিত হইয়া দক্ষকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—হে বিপ্র! আমরা সাধু-শীল শিবকিঙ্কর; বৃথা ব্রহ্মচাপল্যবশে তুমি আমা-দিগকে অভিশপ্ত করিলে। অতএব আমিও তোমায় অভিশাপ দিতেছি—তুমি এবং তোমার সহযোগী ব্রাহ্মণেরা বেদবাদে নিরত হইবে। যাগাদি-সাধ্য স্বর্গ-ফলাদি ব্যতীত অন্য কোন সার ঈশ্বরতত্ত্ব নাই বলিয়া ঘোষণা করিবে এবং তাহারা কামাত্মা, স্বর্গ-তৎপর ও লোভমোহে অন্বিত হইবে; বৈদিক ধর্ম্ম পুরস্কৃত করিয়া শূদ্রযাজী হইবে এবং সতত দরিদ্র ও প্রতিগ্রহ-রত হইবে। হে দক্ষ! কতকগুলি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষসও হইবে। ২০—৩৭। লোমশ কহিলেন,—নন্দী কুপিত হইয়া এইরূপে ব্রাহ্মণদিগকে অভিশাপ দিলেন। অনন্তর, সদাশিব ঈশ্বর নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন-মুখে এই জ্ঞানগর্ভ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে নন্দিন্! তুমি কোন সময়েই জন্যই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কোপ করিও না। এই বেদ-বাদরত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা গুরুস্থানীয়। বেদ সাক্ষাৎ মন্ত্রময় এবং সূক্তময়, সূক্তে সর্ব্ব দেহীরই আত্মা প্রতিষ্ঠিত। অতএব আত্মবিদ্গণ কখনই নিন্দনীয় নহেন। ঐ আত্মা আমিই। আমি [illegible] আর কেহই নহি; সুতরাং এ কে? তুমি [illegible]

৪২॥ প্রপঞ্চরচনাং হিত্বা বুদ্ধো ভব মহামতে। তত্ত্বজ্ঞানেন নির্ব্বর্ত্ত্য স্বস্থঃ ক্রোধাদিবর্জ্জিতঃ॥ ৪৩॥ এবং প্রবোধিতস্তেন শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা। বিবেকশরণো ভূত্বা শৈলাদো হি মহাতপাঃ। শিবেন সহ সঙ্গম্য পরমানন্দসম্প্লুতঃ॥ ৪৪॥ দক্ষোঽপি হি রুষাবিষ্টঃ ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ। যযৌ স্থানং স্বকং তত্র প্রবিবেশ রুষান্বিতঃ॥ ৪৫॥ শ্রদ্ধাং বিহায় পরমাং শিবপূজকানাং, নিন্দাপরঃ স হি বভূব নরাধমশ্চ। সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিরুপেত্য স তত্র শর্বং, দেবং নিনিন্দ ন বভূব কদাপি শান্তঃ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ডে পুরাণপ্রস্তাব-দক্ষবৃত্তান্তবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। একদা তু তদা তেন যজ্ঞঃ প্রারম্ভিতো মহান্‌। তত্রাহূতাস্তদা সর্ব্বে দীক্ষিতেন তপস্বিনা॥ ১॥ ঋষয়ো বিবিধাস্তত্র বসিষ্ঠাদ্যাঃ সমাগতাঃ। অগস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ বামদেবস্তথা ভৃগুঃ॥ ২॥ দধীচো ভগবান্‌ ব্যাসো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ। এতে চান্যে চ বহবঃ সমাজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ॥ ৩॥ তথা সর্ব্বে সুরগণা লোকপালাস্তথাপরে। বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৪॥ সত্যলোকাৎ সমানীতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বৈকুণ্ঠাচ্চ তথা বিষ্ণুঃ সমানীতো মখং প্রতি॥ ৫॥ দেবেন্দ্রো হি সমানীত ইন্দ্রাণ্যা সহ সুপ্রভঃ। তথা চন্দ্রো হি রোহিণ্যা বরুণঃ প্রিয়য়া সহ॥ ৬॥ কুবেরঃ পুষ্পকারূঢ়ো মৃগারূঢ়োঽথ মারুতঃ। বস্তারূঢ়ঃ পাবকশ্চ প্রেতারূঢ়োঽথ নির্ঋতিঃ॥ ৭॥ এতে সর্ব্বে সমায়াতা যজ্ঞবাটে দ্বিজন্মনঃ। তে সর্ব্বে সৎকৃতাস্তেন দক্ষেণ চ দুরাত্মনা॥ ৮॥ ভবনানি মহার্হাণি সুপ্রভাণি মহান্তি চ। ত্বষ্ট্রা কৃতানি দিব্যানি কৌশলেন মহাত্মনা॥ ৯॥ তেষু সর্ব্বেষু ধিষ্ণ্যেষু যথাজোষং সমাস্থিতাঃ॥ ১০॥ বর্ত্তমানে মহাযজ্ঞে তীর্থে কনখলে তথা। ঋত্বিজশ্চ কৃতাস্তেন ভৃগ্বাদ্যাশ্চ তপোধনাঃ॥ ১১॥ দীক্ষাযুক্তস্তদা দক্ষঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। ভার্য্যয়া সহিতো বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো ভৃশম্‌॥ ১২॥ রেজে মহত্ত্বেন তদা সুহৃদ্ভিঃ পরিতঃ

এবং আমিই বা কে? কেন দ্বিজগণকে অভিশপ্ত করিলে? হে মহামতে! সমস্ত প্রপঞ্চ-রচনা পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া অবস্থান কর। তত্ত্বজ্ঞানবলে অন্য সমস্ত নিরস্ত করিয়া স্বস্থ হও এবং ক্রোধাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাক। পরমেষ্ঠী শম্ভুর বাক্যে এইরূপে প্রবোধিত হইয়া মহাতপা শৈলাদ একমাত্র বিবেকের আশ্রয় লইয়া শিব-সাযুজ্য লাভে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইলেন। এদিকে দক্ষ ক্রোধভরে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি তখন হইতে শিবপূজকদিগের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাহীন হইলেন; তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি ঋষিগণ সহ সম্মিলিত হইয়া দেব শর্ব্বকেও নিন্দা করিলেন। তিনি শিবনিন্দা হইতে কদাপি বিরত হইলেন না। ৩৮—৪৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—দক্ষ প্রজাপতি একদা এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তৎকালে তপস্বীর বেশে সমস্ত দেব-ঋষিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং অগস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, বামদেব, ভৃগু, দধীচি, ব্যাস, ভরদ্বাজ, ও গৌতম প্রভৃতি বহু মহর্ষি সমাগত হইলেন। এতদ্ভিন্ন লোকপালাদি সমস্ত সুরগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ, সত্য লোক হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু, ইন্দ্রাণী সহ দেবেন্দ্র, রোহিণী সহ চন্দ্র, স্বীয় দয়িতা সহ বরুণ, পুষ্পকারূঢ় কুবের, মৃগারূঢ় মারুত, ছাগারূঢ় পাবক, এবং প্রেতারূঢ় নির্ঋতি প্রভৃতি সকলেই সেই দক্ষযজ্ঞে আগমন করিলেন। দুরাত্মা দক্ষও তাঁহাদের সকলকেই যথাবিধি সম্মানিত করিল। যজ্ঞ উপলক্ষে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং স্বহস্তে দক্ষালয়ে মহার্হ ও মহোজ্জ্বল ভবনরাজি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মার নির্ম্মাণ-কৌশলে তথায় গৃহ সকল স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই সকল দিব্যগৃহে নিমন্ত্রিত দেবগণ স্ব স্ব পদোচিত গৌরব সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ১—১০। এই মহাযজ্ঞ কনখলতীর্থে আরব্ধ হইয়াছিল। ভৃগু প্রভৃতি তপোধনগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। যজ্ঞদিনে কৃত-কৌতুক-মঙ্গল দক্ষ বনিতা সহ দীক্ষিত হইয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে স্বীয় মাহাত্ম্যে বিরাজ

সদা। এতস্মিন্নন্তরে তত্র দধীচির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ দধীচিরুবাচ। এতে সুরেশা ঋষয়ো মহত্তরাঃ, সলোকপালাশ্চ সমাগতাস্তব। তথাপি যজ্ঞস্ত ন শোভতে ভৃশং, পিনাকিনা তেন মহাত্মনা বিনা ॥ ১৪ ॥ যেনৈব সর্ব্বাণ্যপি মঙ্গলানি, জাতানি সংশস্তি মহাবিপশ্চিতঃ। সোহসৌ ন দৃষ্টোহত্র পুমান্ পুরাণো, বৃষধ্বজো নীলকণ্ঠঃ কপর্দ্দী ॥ ১৫ ॥ অমঙ্গলান্যেব চ মঙ্গলানি, ভবন্তি যেনাধিকৃতানি দক্ষ। ত্রিয়ম্বকেণাথ সুমঙ্গলানি, ভবন্তি সদ্যো হ্যপমঙ্গলানি ॥ ১৬ ॥ তস্মাত্ত্বয়ৈব কর্ত্তব্যমাহ্বানং পরমেষ্ঠিনা। ত্বরিতং চৈব শক্রেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥ সর্ব্বৈরেব হি গন্তব্যং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ দাক্ষায়ণ্যা সমেতং তমানয়ধ্বং ত্বরান্বিতাঃ। তেন সর্ব্বং পবিত্রং স্যাচ্ছম্ভুনা যোগিনা ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥ যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা সমগ্রং সুকৃতং ভবেৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সমানেয়ো বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্নাহ দুষ্টধীঃ। মূলং বিষ্ণুর্হি দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২১ ॥ যস্মিন্ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ। প্রতিষ্ঠিতানি সর্ব্বাণি সোহসৌ বিষ্ণুরিহাগতঃ ॥ ২২ ॥ সত্যলোকাৎ সমায়াতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বেদৈশ্চোপনিষদ্ভিশ্চ আগমৈর্ব্বিবিধৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥ তথা সুরগণৈঃ সাকমাগতঃ সুররাট্ স্বয়ম্। তথা যূয়ং সমায়াতা ঋষয়ো বীতকল্মষাঃ ॥ ২৪ ॥ যে যে যজ্ঞোচিতাঃ শান্তাস্তে তে সর্ব্বে সমাগতাঃ। বেদবেদার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বে যূয়ং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৫ ॥ অত্রৈব চ কিমস্মাকং রুদ্রেণাপি প্রয়োজনম্। কন্যা দত্তা ময়া বিপ্রা ব্রহ্মণা নোদিতেন হি ॥ ২৬ ॥ অকুলীনো হ্যসৌ বিপ্রা নষ্টো নষ্টপ্রিয়ঃ সদা। ভূতপ্রেতপিশাচানাং পতিরেকো দুরত্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আত্মসম্ভাবিতো মূঢ়ঃ স্তব্ধো মৌনী সমৎসরঃ। কর্ম্মণ্যস্মিন্নযোগ্যোহসৌ নানীতো হি ময়াধুনা ॥ ২৮ ॥ তস্মাত্ত্বয়া ন বক্তব্যং পুনরেবং বচো দ্বিজ। সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যো যজ্ঞো মে সফলো মহান্ ॥ ২৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দধীচির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥ দধীচিরুবাচ। সর্ব্বেষা-

---

করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ তাঁহার অমঙ্গল-নিবারণের জন্য স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় সেই যজ্ঞস্থানে দাঁড়াইয়া দধীচি মুনি বলিতে লাগিলেন,—হে দক্ষ! এই সকল মহামান্য দেব-ঋষি, লোকপালগণ সহ যদিও এ যজ্ঞে তোমার ভবনে আগমন করিয়াছেন, তথাচ মহাত্মা পিনাক-পাণি ব্যতীত এ যজ্ঞ সুশোভিত হইতেছে না। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সেই পিনাক-পাণি দ্বারাই সকল মঙ্গল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বৃষধ্বজ নীলকণ্ঠ পুরাণ-পুরুষকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না! হে দক্ষ! যাঁহার অধি-ষ্ঠানে অমঙ্গল মঙ্গল হয় এবং যাঁহার অসন্নিধানে সুমঙ্গলও সদ্য অমঙ্গল হইয়া থাকে, তুমি সত্বর ব্রহ্মা, প্রভুবিষ্ণু বিষ্ণু ও জিষ্ণু দ্বারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করাও। বলিতে কি, যেখানে মহেশ্বর দেব অবস্থান করিতেছেন, তথায় দেব, ঋষি সম-স্তেরই গমন করা উচিত। আপনারা সত্বর হইয়া দাক্ষায়ণী সহ সেই দেবদেবকে এইস্থানে আনয়ন করুন। সেই পরমযোগী শম্ভুর সমাগমে সমস্তই পবিত্র হইবে। যাঁহার স্মরণে এবং নামো-চ্চারণে সমগ্র সুকৃতি সঞ্চিত হয়, সকল প্রযত্নে সেই বৃষধ্বজকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। দুষ্টবুদ্ধি দক্ষ প্রজাপতি, দধীচির সেই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুই বরেণ্য। তাঁহাতেই সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বলিতে কি, যাঁহাতে সমস্ত বেদ, সমস্ত যজ্ঞ ও সর্ব্ববিধ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে, এই সেই বিষ্ণু স্বয়ং এখানে আগমন করিয়াছেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় বেদ, উপনিষদ ও বিবিধ আগম সহ সত্যলোক হইতে সমাগত হইয়াছেন। সুররাজ স্বয়ং সুরগণ সহ এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। অপিচ আপনা-দের ন্যায় নিষ্পাপ ঋষিগণের এখানে শুভাগমন হইয়াছে। বলিতে কি, যজ্ঞকার্য্যে যে যে শান্তচিত্ত ঋষি নিমন্ত্রণের যোগ্য, তাঁহারা সকলেই হেথায় সমাগত হইয়াছেন। আপনারা বেদবাদ ও অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ এবং দৃঢ় ব্রতনিরত ঋষি। আপনারা সকলেই যখন এইস্থানে আসিয়াছেন, তখন রুদ্রদ্বারা আমা-দের আর প্রয়োজন কি? বিপ্রগণ! আমি ব্রহ্মার কথানুসারেই তাহার হস্তে কন্যাদান করিয়াছি। কিন্তু আমি বেশ জানি—ঐ শঙ্কর অকুলীন, নষ্ট, নষ্টপ্রিয়, ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের পতি, অতি দুর্জ্জয়, আত্মাভিমানী, মূঢ়, স্তব্ধ, মৌনী ও মৎসর। অতএব এ কর্ম্মে সে যোগ্য নহে। এইজন্য তাহাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আনি নাই। অপিচ হে দ্বিজ! আপনাকেও আমি নিষেধ করিতেছি, আপনি আর ঐ প্রকার বাক্য বলিবেন না। আপনারা সকলে মিলিয়া আমার এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। ১১—২৯। দধীচি দক্ষের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—

মুনিবর্য্যাণাং সুরাণাং ভাবিতাত্মনাম্। অনয়োঽয়ং মহান্ জাতো বিনা তেন মহাত্মনা॥ ৩১॥ বিনাশোঽপি মহান্ সদ্যো হ্যত্রত্যানাং ভবিষ্যতি। এবমুক্ত্বা দধীচোঽসাবেক এব বিনির্গতঃ॥ ৩২॥ যজ্ঞবাটাচ্চ দক্ষস্য ত্বরিতঃ স্বাশ্রমং যযৌ। মুনৌ বিনির্গতে দক্ষঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ৩৩॥ গতঃ শিবপ্রিয়ো বীরো দধীচির্নাম নামতঃ। আবিষ্টচিত্তা মন্দাশ্চ মিথ্যাবাদরতাঃ খলাঃ॥ ৩৪॥ বেদবাহ্যা দুরাচারাস্ত্যাজ্যাস্তে হ্যত্র কর্ম্মণি। বেদবাদরতা যূয়ং সর্ব্বে বিষ্ণুপুরোগমাঃ॥ ৩৫॥ যজ্ঞং মে সফলং বিপ্রাঃ কুর্ব্বন্তু হ্যচিরাদিব। তদা তে দেবযজনং চক্রুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥ ৩৬॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। ধারাগৃহে বিমানেন সখীভিঃ পরিবারিতা॥ ৩৭॥ দাক্ষায়ণী মহাদেবী চকার বিবিধাস্তদা। ক্রীড়া বিমানমধ্যস্থা কন্দুকাদ্যাঃ সহস্রশঃ॥ ৩৮॥ ক্রীড়াসক্তা তদা দেবী দদর্শাথ মহাসতী। যজ্ঞং প্রযান্তং সোমঞ্চ রোহিণ্যা সহিতং প্রভুম্॥ ৩৯॥ ক্ব গমিষ্যতি চন্দ্রোঽয়ং বিজয়ে পৃচ্ছ সত্বরম্। তয়োক্তা বিজয়া দেবী তং পপ্রচ্ছ যথোচিতম্॥ ৪০॥ কথিতং তেন তৎসর্ব্বং দক্ষস্যৈব মখাদিকম্। তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতা দেবী বিজয়া জাতসম্ভ্রমা। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং যদুক্তং শশিনা ভৃশম্॥ ৪১॥ বিমৃশ্য কারণং দেবী কিমাহ্বানং করোতি ন। দক্ষঃ পিতা মে মাতা চ বিস্মৃতা মাং কুতোঽধুনা॥ ৪২॥ পৃচ্ছামি শঙ্করং চাদ্য কারণং কৃতনিশ্চয়া। স্থাপয়িত্বা সখীস্তত্র আগতা শঙ্করং প্রতি॥ ৪৩॥ দদর্শ তং সভামধ্যে ত্রিলোচনমবস্থিতম্। গণৈঃ পরিবৃতং সর্ব্বৈশ্চণ্ডমুণ্ডাদিভিস্তথা॥ ৪৪॥ বাণো ভৃঙ্গিস্তথা নন্দী শৈলাদো হি মহাতপাঃ। মহাকালো মহাচণ্ডো মহামুণ্ডো মহাশিরাঃ॥ ৪৫॥ ধূম্রাক্ষো ধূম্রকেতুশ্চ ধূম্রপাদস্তথৈব চ। এতে চান্যে চ বহবো গণা রুদ্রানুবর্ত্তিনঃ॥ ৪৬॥ কেচিদ্ভয়ানকা রৌদ্রাঃ কবন্ধাশ্চ তথাপরে। বিলোচনাশ্চ কেচিচ্চ বক্ত্রহীনাস্তথাপরে॥ ৪৭॥ এবম্ভূতাশ্চ শতশঃ সর্ব্বে

যজ্ঞক্ষেত্রে সেই মহাত্মা মহেশের অনুপস্থিতি।—ইহা সমগ্র ভাবিতাত্মা সুর ও ঋষিপ্রবরদিগের বিষম দুর্নয়, সন্দেহ নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এখানকার সকলেরই সদ্যই মহাবিনাশ উপস্থিত হইবে। দধীচি মুনি এই কথা কহিয়া একাকীই দক্ষের সেই যজ্ঞ-সভা হইতে ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। তিনি বরাবর স্বীয় আশ্রমেই চলিয়া আসিলেন। দধীচিমুনি যজ্ঞস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলে দক্ষ প্রজাপতি হাস্য করিয়া কহিলেন,—জানি আমি, দধীচি মুনি শিবপ্রিয়; তাই বীরের ন্যায়, যজ্ঞস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাহারা মন্দ, মিথ্যাবাদরত, খলপ্রকৃতি, দুরাচার, তাহারা বেদের বাহ্য এবং এরূপ কর্ম্মে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ইহা নিশ্চিতই। যাহা হৌক, আপনারা বিষ্ণুপুরঃসর বেদবাদনিষ্ঠ দেব-ঋষিগণ সকলেই হেথায় আছেন। ইহাই আমার যথেষ্ট। আপনাদের উপস্থিতিতে বিপ্রগণ অচিরেই আমার যজ্ঞ সকল করুন। অনন্তর মহর্ষিগণ সকলেই দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৩০—৩৬। ইত্যবসরে গন্ধমাদন পর্ব্বতের কোন এক ধারাগৃহের সমীপে সখীজনপরিবৃতা বিমানচারিণী মহাদেবী দক্ষনন্দিনী বিবিধ ক্রীড়া করিতেছিলেন। দক্ষসুতা বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই কন্দুকাদি শত সহস্র ক্রীড়ায় সমাসক্ত হইয়াছিলেন। সেই দেবী মহাসতী ক্রীড়াসক্ত অবস্থায় দেখিলেন,—রোহিণীর সহিত চন্দ্রমা যজ্ঞ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে সতীদেবী স্বীয় সখী বিজয়াকে বলিলেন,—বিজয়ে! জিজ্ঞাসা কর,—ঐ চন্দ্র কোথায় যাইতেছেন। দেবীর কথায় বিজয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে, চন্দ্র দক্ষের যাগাদি বৃত্তান্ত সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। বিজয়া তাহা শুনিয়া সত্বর সসম্ভ্রমে শশিকথিত সমস্ত সংবাদ সতীর নিকট প্রকাশ করিলেন। দেবী তৎশ্রবণে দক্ষ তাঁহাকে কেন আহ্বান করেন নাই, তাহার কারণ সন্ধান করিতে লাগিলেন, তিনি চিন্তা করিলেন,—দক্ষ আমার পিতা, তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমার জননী। তাঁহারা আমার পিতামাতা হইয়া কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইলেন? ভাল, পতি শঙ্কর-সমীপেই অদ্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সখীদিগকে তথায় স্থাপনপূর্ব্বক সতী শঙ্করসমীপে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—সভামধ্যে ত্রিলোচন সমাসীন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে চণ্ডমুণ্ডাদি প্রমথবৃন্দ বিরাজমান। বাণ, ভৃঙ্গী, নন্দী, শৈলাদ, মহাকাল, মহাচণ্ড, মহামুণ্ড, মহাশিরা, ধূম্রাক্ষ, ধূম্রকেতু ও ধূম্রপাদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য আরও বহু রুদ্রানুচর প্রমথ তথায় অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক, কতিপয় রৌদ্রপ্রকৃতি ও কতকগুলি কবন্ধ। তাহাদের কাহার কাহার নেত্র নাই এবং কেহ কেহ

তে কৃত্তিবাসসঃ। জটাকলাপসম্ভূষাঃ সর্ব্বে রুদ্রাক্ষভূষণাঃ ॥ ৪৮ ॥ জিতেন্দ্রিয়া বীতরাগাঃ সর্ব্বে বিষয়বৈরিণঃ। এভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবৃতঃ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। দৃষ্টস্তয়া উপাবিষ্ট আসনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৪৯ ॥ আক্ষিপ্তচিত্তা সহসা জগাম শিবসন্নিধিম্। শিবেন স্থাপিতা সাঙ্কে প্রীতিযুক্তেন বল্লভা ॥ ৫০ ॥ প্রেম্নোদিতা বচোভিঃ সা বহুমানপুরঃসরম্। কিমাগমনকার্য্যং মে বদ শীঘ্রং সুমধ্যমে ॥ ৫১ ॥ এবমুক্তা তদা তেন উবাচাসিতলোচনা ॥ ৫২ ॥ সত্যুবাচ। পিতুর্ম্ম মহাযজ্ঞে কস্মাত্তব ন রোচতে। গমনং দেবদেবেশ তৎসর্ব্বং কথয় প্রভো ॥ ৫৩ ॥ সুহৃদামেষ বৈ ধর্ম্মঃ সুহৃদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিম্। কুর্ব্বন্তি যন্মহাদেব সুহৃদাং প্রীতিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন অনাহূতোঽপি গচ্ছ ভোঃ। যজ্ঞবাটং পিতুর্মেঽদ্য বচনান্মে সদাশিব ॥ ৫৫ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বভাষে সুনৃতং বচঃ। ত্বয়া ভদ্রে ন গন্তব্যং দক্ষস্য যজনং প্রতি ॥ ৫৬ ॥ তস্য যে মানিনঃ সর্ব্বে সসুরাসুরকিন্নরাঃ। তে সর্ব্বে যজনং প্রাপ্তাঃ পিতুস্তব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ অনাহূতাশ্চ যে সুভ্রু গচ্ছন্তি পরমন্দিরম্। অপমানং প্রাপ্নুবন্তি মরণাদধিকং ততঃ ॥ ৫৮ ॥ পরেণা মন্দিরং প্রাপ্ত ইন্দ্রোঽপি লঘুতাং ব্রজেৎ। তস্মাত্ত্বয়া ন গন্তব্যং দক্ষস্য যজনং শুভে ॥ ৫৯ ॥ এবমুক্তা সতী তেন মহেশেন মহাত্মনা। উবাচ রোষসংযুক্তং বাক্যং বাক্যবিদাং বরা ॥ ৬০ ॥ যজ্ঞো হি সত্যং লোকে ত্বং স ত্বং দেববরেশ্বর। অনাহূতোঽসি তেনাদ্য পিত্রা মে দুষ্টচারিণা। তৎসর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তস্য ভাবং দুরাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥ তস্মাচ্চাদ্যৈব গচ্ছামি যজ্ঞবাটং পিতুর্ম্মম। অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ দেবদেব জগৎপতে ॥ ৬২ ॥ ইত্যুক্তো ভগবান্ রুদ্রস্তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্। বিজ্ঞাতাখিলদৃগ্ দ্রষ্টা ভগবান ভূতভাবনঃ ॥ ৬৩ ॥ স তামুবাচ দেবেশো মহেশঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। গচ্ছ দেবি ত্বরাযুক্তা বচনান্মম সুব্রতে ॥ ৬৪ ॥ এতং নন্দিনমারুহ্য নানাবিধগণান্বিতা। গণাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জগ্মু রৌদ্রাঃ

বা বক্ষোবিহীন। এইরূপ শত শত গণ তথায় বিদ্যমান। তাহারা সকলেই কৃত্তিবাসা; সকলেই জটাকলাপ-মণ্ডিত, সকলেই রুদ্রাক্ষভূষণ, এবং সকলেই জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ ও বিষয়বৈরী। লোকশঙ্কর শঙ্কর এই সকল পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পরমাসনে উপবিষ্ট আছেন। দেবী সতী তাঁহাকে এই অবস্থায়ই অবলোকন করিলেন। তিনি সহসা হরের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। হর সেই প্রাণপ্রিয়াকে প্রীতিভরে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন এবং বহুমানপুরঃসর প্রেমগর্ভ বাক্যে বলিলেন,—অয়ি সুমধ্যমে! তোমার আগমন-কারণ কি? তাহা আমায় শীঘ্র করিয়া বল। অসিতাক্ষী দাক্ষায়ণী এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! আমার পিতার অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে আপনি যাইবার অভিপ্রায় করিতেছেন না কেন? হে প্রভো! আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। দেখুন, সুহৃদের প্রতি সুহৃদ্গণের ইহাই ধর্ম্ম যে, তাঁহারা সুহৃৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী সম্মিলনী সততই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অনাহূত হইয়াও আপনার সেখানে গমন করা কর্ত্তব্য। হে সদাশিব! আমার কথায় আপনি অদ্য মদীয় পিতৃযজ্ঞে গমন করুন। ৩৭—৫৫। অনন্তর মহাদেব সতী-দেবীর সেই সুমৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তো যাই নাই, তোমারও সেই দক্ষযজ্ঞে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। সুর, অসুর ও কিন্নরদিগের মধ্যে দক্ষের চক্ষে যাহারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহারা সেথায় গিয়াছেন এবং তোমার পিতার নিকট পূজার্চ্চনাও পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে সুভ্রু! যাহারা অনাহূত হইয়া পরমন্দিরে গমন করে, তাহারা অবমাননা প্রাপ্ত হয়। এ অবমাননা মরণ অপেক্ষাও অধিক। দেখ, অনাহূতভাবে পরমন্দিরে গিয়া স্বর্গের ইন্দ্রকেও লঘুত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে শুভে! তুমি দক্ষযজ্ঞে যাইও না। মহাত্মা মহেশ এই কথা কহিলে বাক্যবিদ্গণের বরণীয়া সতী রোষভরে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব! এ জগতে তুমিই সত্য যজ্ঞ; কিন্তু আমার পিতা এক্ষণে দুষ্টাচারের আশ্রয় লইয়াছেন, তাই তোমায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। যাহা হউক, আমি সেই দুর্ব্বৃত্ত পিতার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্যই পিতৃযজ্ঞে গমন করিতে চাই। হে নাথ! হে দেবদেব, জগৎপতে! আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। দেবী এই কথা কহিলে অখিলতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ ভূতভাবন রুদ্র স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুব্রতে! তুমি আমার কথানুসারে সত্বর সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন কর। এই নন্দী তোমার বাহন হউক। নানাবিধ প্রমথবৃন্দে অন্বিত হইয়া তুমি পিত্রালয়ে প্রয়াণ কর।

শিবাজ্ঞয়া ॥ ৬৫ ॥ তৈর্গণৈঃ সংবৃতা দেবী জগাম পিতৃমন্দিরম্। নিরীক্ষ্য তদ্বলং সর্ব্বং মহাদেবোঽতি-বিস্মিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভূষণানি মহার্হাণি তেভ্যো দেব্যৈ পরন্তপঃ। প্রেষয়ামাস চাব্যগ্রো মহাদেবোঽস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৭ ॥ দেব্যা গতং বৈ স্বপিতুর্গৃহং তদা, বিমৃশ্য সর্ব্বং ভগবান্ মহেশঃ। দাক্ষায়ণী পিত্রবমানিতা সতী, ন যাস্যতীতি স্বপুরং পুনর্জগৌ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষযজ্ঞং প্রতি সতীদেব্যাগমনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। দাক্ষায়ণী গতা তত্র যত্র যজ্ঞো মহানভূৎ। তৎ পিতুঃ সদনং গত্বা নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ১ ॥ দ্বারি স্থিতা তদা দেবা অবতীর্য্য নিজাসনাৎ। নন্দিনো হি মহাভাগা দেবলোকং নিরীক্ষ্য চ ॥ ২ ॥ মাতরং পিতরং দৃষ্ট্বা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্। অভি-বাদ্যৈব পিতরং মাতরঞ্চ মুদান্বিতা ॥ ৩ ॥ বভাষে বচনং দেবী প্রস্তাবসদৃশং তদা। অনাহূতস্ত্বয়া কস্মাচ্ছম্ভুঃ পরমশোভনঃ ॥ ৪ ॥ যেন পূতমিদং সর্ব্বং সমগ্রং সচরাচরম্। যজ্ঞো যজ্ঞবিদাং শ্রেষ্ঠো যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞদক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥ দ্রব্যং মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং হব্যং কব্যং চ যন্ময়ম্। বিনা তেন কৃতং সর্ব্বমপবিত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ শম্ভুনা হি বিনা তাত কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে। এতে কথং সমায়াতা ব্রহ্মণা সহিতাঃ পিতঃ ॥ ৭ ॥ হে ভৃগো ত্বং ন জানাসি হে কশ্যপ মহামতে। অত্রে বশিষ্ঠ একস্ত্বং শক্র কিং কৃতমদ্য তে ॥ ৮ ॥ হে বিষ্ণো ত্বং মহাদেবং জানাসি পরমেশ্বরম্। ব্রহ্মন্ কিং ত্বং ন জানাসি মহাদেবস্য বিক্রমম্ ॥ ৯ ॥ পুরা পঞ্চমুখো ভূত্বা গর্ব্বিতোঽসি সদাশিবম্। কৃতশ্চতুর্ম্মুখস্তেন বিস্মৃতোঽসি তদদ্ভুতম্ ॥ ১০ ॥ ভিক্ষাটনং কৃতং যেন পুরা দারুবনে বিভুঃ। শপ্তোঽয়ং ভিক্ষুকো রুদ্রো ভবদ্ভিঃ সগণৈস্তদা ॥ ১১ ॥ শপ্তেনাপি চ

তখন শিবাজ্ঞায় ষষ্টি সহস্র প্রমথ দেবীর সহিত প্রস্থান করিল। সেই সকল গণবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তিনি পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। মহাদেব সেই সমস্ত প্রমথবল দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহাদের হস্তে দেবীর নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার সকল পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। ভগবান্ মহেশ স্বীয় প্রিয়া সতীর পিত্রালয়ে গমন বিষয়ে চিন্তা করিয়া ভাবিলেন,—দাক্ষায়ণী পিতা কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছেন; সুতরাং সত্যসত্যই তিনি পিত্রালয়ে যাইবেন না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাদেব কিয়দ্দূর গিয়া তথা হইতে স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ৫৬—৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—যেখানে দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ হইতেছিল, দাক্ষায়ণী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নানা আশ্চর্য্যময় পিত্রালয়ে গিয়া উপনীত হইলে, দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেব-গণের আনন্দ হইল। মহাভাগা সতী সেখানে দেব-গণকে দেখিলেন; পিতা মাতা এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগকে দেখিলেন—দেখিয়া সহর্ষে অভিবাদন-পূর্ব্বক পিতাকে প্রস্তাবক্রমে বলিলেন যে, হে পিতঃ! পরম সুন্দর শম্ভুকে আপনি নিমন্ত্রণ করেন নাই কেন? আপনি জানিবেন,—তাঁহা দ্বারাই এই চরাচর সমস্ত জগৎ পূত হইয়াছে। তিনি যজ্ঞ, যজ্ঞবিদ্-গণের শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞদক্ষিণ, সর্ব্ব দ্রব্য ও সর্ব্ব মন্ত্র; হব্যকব্যাদি যে কিছু দ্রব্য আছে, সে সকল তাঁহারই স্বরূপ; তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহা কিছু করা হয়, সমস্তই অপবিত্র হইয়া থাকে। হে তাত! সেই শম্ভু বিনা কিরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে? হে পিতঃ! শিবের যথায় নিমন্ত্রণ নাই, ব্রহ্মার সহিত ইহাঁরাই বা সেখানে আসিলেন কিরূপে? হে ভৃগো! তুমি কি অজ্ঞান হইয়াছ? হে মহামতে কশ্যপ, অত্রি ও বশিষ্ঠ! তোমারাও কি জ্ঞানহারা হইয়াছ? হে শক্র! তোমারই বা এখানে অদ্য কি কর্ত্তব্য আছে? হে বিষ্ণো! তুমি তো পরমেশ মহাদেবের তত্ত্ব বিদিত আছ! হে ব্রহ্মন্! তুমিও কি মহাদেবের বিক্রম জান না? পূর্ব্বে তুমি পঞ্চমুখ হইয়া মহাদেবের নিকট বড় গর্ব্ব করিয়াছিলে, সেইজন্য তোমায় তিনি চতুর্ম্মুখ করিয়া দেন; তুমি কি এখন সে অদ্ভুত ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছ? ১—১০। পুরাকালে যে বিভু ভিক্ষুকবেশে দারুবনে ভিক্ষাটন করিয়াছিলেন, তোমরা সুহৃৎ হইয়াও যাহাঁকে তখন অভিশাপ দিয়া-ছিলে, তোমাদের সেই পূর্ব্বাভিশপ্ত রুদ্রদেবকে এখন

রুদ্রেণ ভবদ্ভির্বিস্মৃতং কথম্। যস্যাবয়বমাত্রেণ পূরিতং সচরাচরম্॥ ১২॥ লিঙ্গভূতং জগৎ সর্ব্বং জাতং তৎক্ষণমেব হি। লয়নাল্লিঙ্গমিত্যাহুঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥ ১৩॥ সর্ব্বে দেবাশ্চ সম্ভূতা যতো দেবস্য শূলিনঃ। সোঽসৌ বেদান্তগো দেবস্ত্বয়া জ্ঞাতুং ন পার্য্যতে॥ ১৪॥ তস্যা বচনমাকর্ণ্য দক্ষঃ ক্রুদ্ধো-হব্রবীদ্বচঃ। কিং ত্বয়া বহুনোক্তেন কার্য্যং নাস্তীহ সাম্প্রতম্॥ ১৫॥ গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে কস্মাত্ত্বং হি সমাগতা। অমঙ্গলো হি ভর্ত্তা তে অশিবোঽসৌ সুমধ্যমে॥ ১৬॥ অকুলীনো বেদবাহ্যো ভূতপ্রেত-পিশাচরাট্। তস্মান্নাকারিতো ভদ্রে যজ্ঞার্থং চারু-ভাষিণি॥ ১৭॥ ময়া দত্তাসি সুশ্রোণি পাপিনা মন্দ-বুদ্ধিনা। রুদ্রায়াবিদিতার্থায় উদ্ধতায় দুরাত্মনে॥ ১৮॥ তস্মাৎ কায়ং পরিত্যজ্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে। দক্ষেণোক্তা তদা পুত্রী সা সতী লোকপূজিত॥ ১৯॥ নিন্দাযুক্তং স্বপিতরং বিলোক্য রুষিতা ভৃশম্। চিন্তয়ন্তী তদা দেবী কথং যাস্যামি মন্দিরে॥ ২০॥ শঙ্করং দ্রষ্টুকামাহং কিং বক্ষ্যে তেন পৃচ্ছিতা। যো নিন্দতি মহাদেবং নিন্দ্যমানং শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকে যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ২১॥ তস্মাত্ত্য-ক্ষ্যাম্যহং দেহং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ২২॥ এবং মীমাংসমানা সা শিবরুদ্রেতিভাষিণী। অপমানাভি-ভূতা সা প্রবিবেশ হুতাশনম্॥ ২৩॥ হাহাকারেণ মহতা ব্যাপ্তমাসীদ্দিগন্তরম্। সর্ব্বে তে মঞ্চমারূঢ়াঃ শস্ত্রৈর্ব্যাপ্তা নিরন্তরাঃ॥ ২৪॥ শস্ত্রৈঃ স্বৈর্স্বৈ রাত্মানং স্বানি দেহানি চিচ্ছিদুঃ। কেচিৎ করতলে গৃহ্য শিরাংসি স্বানি চোৎসুকাঃ॥ ২৫॥ নীরাজয়ন্তস্ত্বরিতা ভস্মীভূতাশ্চ জজ্ঞিরে। এবমূচুস্তদা সর্ব্বে জগর্জ্জু-রতিভীষণম্॥ ২৬॥ শস্ত্রপ্রহারৈঃ স্বাঙ্গানি চিচ্ছিদু-শ্চাতিভীষণাঃ। তে তথা বিলয়ং প্রাপ্তা দাক্ষায়ণ্যা সমং তদা॥ ২৭॥ গণাস্তত্রাযুতে দ্বে চ তদদ্ভুতমিবা-ভবৎ। তে সর্ব্ব ঋষয়ো দেবা ইন্দ্রাদ্যাঃ স মরুদ্গণাঃ॥ ২৮॥ বিশ্বেঽশ্বিনৌ লোকপালাস্তূষ্ণীম্ভূতা-

তোমরা ভুলিয়া গেলে কিরূপে? যাঁহার অবযব মাত্রেই এই চরাচর জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এই সমগ্র জগৎ ক্ষণমাত্রে যদীয় লিঙ্গরূপে পরিণত হয়, লয়কারণ বলিয়া যাঁহাকে ইন্দ্রাদি দেবগণ লিঙ্গ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যে শূলপাণি দেবদেবের অঙ্গ হইতে সমগ্র দেব সম্ভূত হইয়াছেন এবং যিনিই একমাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, সেই দেবদেবকে তুমি জানিতে পার নাই? সতী দেবীর কথা শুনিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি যাইতে হয় যাও, আর থাকিতে হয় থাক, তোমার বহু বাক্যব্যয়ে কোনই প্রয়োজন নাই। কি জন্যই বা তুমি এখানে আসিলে? হে সুমধ্যমে! তোমার ভর্ত্তা অমঙ্গল, অশিব, অকুলীন, বেদবাহ্য, এবং ভূত প্রেত ও পিশাচদিগের রাজা; এই জন্যই তাহাকে আমি এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করি নাই; হে চারুভাষিণি! সুশ্রোণি! আমি নিতান্তই অল্পবুদ্ধি ও পাপী, তাই অজ্ঞাতকুলশীল উদ্ধত-প্রকৃতি দুরাত্মা রুদ্রের করে তোমায় সম্প্রদান করিয়াছি। হে শুচিস্মিতে! এই জন্য বলি, তুমি তোমার এই বর্ত্তমান কলেবর পরি-হার করিয়া সুস্থ হও। দক্ষ এই কথা কহিলে, লোক-পূজ্যা সতী পতিনিন্দা-পরায়ণ স্বীয় পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মনে মনে অতিমাত্র কুপিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এক্ষণে কি প্রকারে স্বীয় মন্দিরে যাই? দেব শঙ্করকে আমার দেখিবার বড় সাধ হইতেছে; কিন্তু তিনি যদি আমায় এখানকার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলেই বা আমি কি উত্তর প্রদান করিব? যে ব্যক্তি মহা-দেবকে নিন্দা করে এবং সেই নিন্দা যাহাকে শুনিতে হয়, এই উভয় ব্যক্তিই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর নরকে বাস করিয়া থাকে; অতএব দেহ ত্যাগ করাই আমার কর্ত্তব্য। আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব। এইরূপে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সতী—মুখে শিব, রুদ্র, ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং অপমানে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ১১—২৩। তখন দিগ্‌দিগন্তে মহান্ হাহা-কার উথিত হইল। সতীর সমভিব্যাহারী প্রমথগণ যজ্ঞমঞ্চে সমারূঢ় হইয়াছিল, এই দুর্ঘটনায় তাহারা অস্ত্রে শস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। তাহারা স্ব স্ব অস্ত্র প্রহারে স্ব স্ব দেহ ছেদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ ঔৎসুক্যবশে স্ব স্ব মস্তক করতলে গ্রহণ করিয়া নীরাজিত করত সত্বর ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহারা সতীর দেহত্যাগবার্ত্তা বর্ণন ও অতি ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। অস্ত্রের প্রহারে প্রহারে স্ব স্ব অঙ্গ সকল তাহারা কর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই দুইঅযুতসংখ্যক প্রমথবৃন্দ তৎকালে দাক্ষায়ণীর সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইল। তখনকার এই ঘটনা অতীব অদ্ভুত হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ও

স্তদাভবন্। বিষ্ণুং বরেণ্যং কেচিচ্চ প্রার্থয়ন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ২৯ ॥ এবম্ভূতস্তদা যজ্ঞো জাতস্তস্য দুরাত্মনঃ। দক্ষস্য ব্রহ্মবন্ধোশ্চ ঋষয়ো ভয়মাগতাঃ ॥ ৩০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা নারদেন মহাত্মনা। কথিতং সর্ব্বমেবৈতদ্দক্ষস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥ তদাকর্ণ্যেশ্বরো বাক্যং নারদস্য মুখোদ্গতম্। চুকোপ পরমং ক্রুদ্ধ আসনাদুৎপতন্নিব ॥ ৩২ ॥ উদ্ধৃত্য চ জটাং রুদ্রো লোকসংহারকারকঃ। আস্ফোটয়ামাস রুষা পর্ব্বতস্য শিরোপরি ॥ ৩৩ ॥ তাড়নাচ্চ সমুদ্ভূতো বীরভদ্রো মহাযশাঃ। তথা কালী সমুৎপন্না ভূতকোটিভিরাবৃতা ॥ ৩৪ ॥ কোপান্নিঃশ্বসিতেনৈব রুদ্রস্য চ মহাত্মনঃ। জাতং জ্বরাণাঞ্চ শতং সান্নিপাতাস্ত্রয়োদশ ॥ ৩৫ ॥ বিজ্ঞপ্তো বীরভদ্রেণ রুদ্রো রৌদ্রপরাক্রমঃ। কিং কার্য্যং ভবতঃ কার্য্যং শীঘ্রমেব বদ প্রভো ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তো ভগবান্ রুদ্রঃ প্রেষয়ামাস সত্বরম্। গচ্ছ বীর মহাবাহো দক্ষযজ্ঞং বিনাশয় ॥ ৩৭ ॥ শাসনং শিরসা ধৃত্বা দেবদেবস্য শূলিনঃ। কালিকালিঙ্গিতো বীরঃ সর্ব্বভূতৈঃ সমাবৃতঃ। বীরভদ্রো মহাতেজা যযৌ দক্ষমখং প্রতি ॥ ৩৮ ॥ তদানীমেব সহসা দুর্নিমিত্তানি চাভবন্। রুক্ষো ববৌ তদা বায়ুঃ শর্করাভিঃ সমাবৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ অসৃগ্বর্ষতি দেবশ্চ তিমিরেণাবৃতা দিশঃ। উল্কাপাতাশ্চ বহবঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং সহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥ এবংবিধান্যরিষ্টানি দদৃশুর্বিবুধাদয়ঃ। দক্ষোঽপি ভয়মাপন্নো বিষ্ণুং শরণমাযযৌ ॥ ৪১ ॥ রক্ষ রক্ষ মহাবিষ্ণো ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ। যজ্ঞোঽসি ত্বং সুরশ্রেষ্ঠ ভয়ান্মাং পরিমোচয় ॥ ৪২ ॥ দক্ষেণ প্রার্থ্যমানো হি জগাদ মধুসূদনঃ। ময়া রক্ষা বিধাতব্যা ভবতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অবজ্ঞা হি কৃতা দক্ষ ত্বয়া ধর্ম্মমজানতা। ঈশ্বরাবজ্ঞয়া সর্ব্বং বিফলঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজনীয়ো ন পূজ্যতে। ত্রীণি তত্র প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মাননীয়ো বৃষধ্বজঃ। অমানিতান্মহেশাত্ত্বাং মহদ্ভয়মুপস্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥ অদ্যৈব বয়ং সর্ব্বে প্রভবো ন ভবামহে। ভবতো দুর্নয়েনৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৭ ॥ বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষশ্চিন্তাপরোঽভবৎ। বিবর্ণ-

লোকপালগণ সকলেই তখন তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বরেণ্য বিষ্ণুকেই ঐ উপস্থিত বিপদে সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছিলেন। সেই দুরাত্মা দক্ষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিণতি তখন এইরূপই হইল। ঋষিগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা নারদ দক্ষ-কৃত সমস্ত চেষ্টাই ঈশ্বরের নিকট গিয়া বর্ণন করিলেন। ঈশ্বর, নারদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে আসন হইতে উৎপতিত হইয়াই স্বীয় মস্তক হইতে একটা জটা উত্তোলনপূর্ব্বক লোকসংহারক রুদ্ররূপে পর্ব্বতের মস্তকোপরি রোষভরে আঘাত করিলেন। সেই জটার আঘাতে তৎক্ষণাৎ মহাযশা বীরভদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধান্বিত মহাত্মা রুদ্রের নিশ্বাসমারুতে কোটি-ভূত-পরিবৃতা কালীর আবির্ভাব হইল এবং একশত জ্বর ও ত্রয়োদশ সান্নিপাত জন্মিল। তখন বীরভদ্র রৌদ্র-পরাক্রম রুদ্রদেবকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার কোন্ কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র আদেশ করুন। বীরভদ্র এই কথা কহিলে ভগবান্ রুদ্র সত্বর তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন,—হে বীর, মহাভুজ! তুমি যাইয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কর, মহাত্মা বীরভদ্র তখন দেবদেব শূলপাণির আদেশ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক মেঘবৃন্দ ও ভূতসমূহে পরিবৃত হইয়া দক্ষ-যজ্ঞাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে সহসা দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইল। দেখিতে দেখিতে শর্করা-পরিবৃত রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল; পর্জ্জন্যদেব অসৃক্ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তিমিরস্তোমে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং উর্ব্বীতলে সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল।২৪—৪০। বিবুধবৃন্দ এবম্বিধ অরিষ্টসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। দক্ষ এই ব্যাপারে ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন; বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো! রক্ষ, রক্ষ, তুমিই আমাদের পরম গুরু। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি যজ্ঞস্বরূপ; আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। দক্ষের প্রার্থনা-বাক্যে মধুসূদন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—আমি তোমায় রক্ষা করিব; সন্দেহ নাই। কিন্তু হে দক্ষ! তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া ঈশ্বরের অবজ্ঞা করিয়াছ। ঈশ্বরে অবজ্ঞা করায় তোমার সর্ব্বকর্ম্মই বিফল হইবে। যেখানে অপূজ্যের পূজা এবং পূজ্যের অপূজা হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মরণ এবং ভয় এই তিনটী উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে বৃষধ্বজকে সম্মানিত করা কর্ত্তব্য। মহেশের অবমাননা হইয়াছে; তাই তোমার মহাভয় উপস্থিত। আর বিলম্ব নাই; এখনই আমাদের প্রভুত্ব নষ্ট হইবে। তোমারই দুর্নয়ে অদ্য এই দুর্ঘটনা ঘটিল;

বদনো ভূত্বা তুষ্ণীমাসীদ্ভুবি স্থিতঃ॥ ৪৮॥ বীরভদ্রো মহাবাহু রুদ্রেণৈব প্রচোদিতঃ। কালী কাত্যায়নীশানা চামুণ্ডা মুণ্ডমর্দ্দিনী॥ ৪৯॥ ভদ্রকালী তথা ভদ্রা ত্বরিতা বৈষ্ণবী তথা। নবদুর্গাদিসহিতো ভূতানাঞ্চ গণো মহান্॥ ৫০॥ শাকিনী ডাকিনী চৈব ভূতপ্রমথগুহ্যকাঃ। তথৈব যোগিনীচক্রং চতুঃষষ্ট্যা সমন্বিতম্॥ ৫১॥ নির্জগ্মুঃ সহসা তত্র যজ্ঞবাটং মহাপ্রভম্। বীরভদ্রসমেতা যে গণাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫২॥ পার্ষদাঃ শঙ্করস্যৈতে সর্ব্বে রুদ্রস্বরূপিণঃ। পঞ্চবক্ত্রা নীলকণ্ঠাঃ সর্ব্বে তে শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৫৩॥ ছত্রচামরসংবীতাঃ সর্ব্বে হরপরাক্রমাঃ। দশবাহবস্ত্রিনেত্রা জটিলা রুদ্রভূষণাঃ॥ ৫৪॥ অর্দ্ধচন্দ্রধরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৈব মহৌজসঃ। সর্ব্বে তে বৃষমারূঢাঃ সর্ব্বে তে বেশভূষণাঃ॥ ৫৫॥ সহস্রবাহুর্ভুজগাধিপৈর্বৃতস্ত্রিলোচনো ভীমবলো ভয়াবহঃ। এভিঃ সমেতশ্চ তদা মহাত্মা স বীরভদ্রোঽভিজগাম যজ্ঞম্॥ ৫৬॥ যুগ্যানাঞ্চ সহস্রেণ দ্বিপ্রমাণেন স্যন্দনম্। সিংহানাং প্রযুতেনৈব বাহ্যমানঞ্চ তস্য তৎ॥ ৫৭॥ তথৈব দংশিতাঃ সিংহা বহবঃ পার্শ্বরক্ষকাঃ। শার্দ্দূলা মকরা মৎস্যা গজাশ্চৈব সহস্রশঃ। ছত্রাণি বিবিধান্যেব চামরাণি তথৈব চ॥ ৫৮॥ মূর্দ্ধনি ধ্রিয়মাণানি সর্ব্বতোঽগ্রাণি সর্ব্বশঃ। ততো ভেরীমহানাদাঃ শঙ্খাশ্চ বিবিধস্বনাঃ। পটহা গোমুখাশ্চৈব শৃঙ্গাণি বিবিধানি চ॥ ৫৯॥ ততোঽবাদ্যন্ত তান্যেব ঘনানি সুষিরাণি চ। কলগানপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে মৃদঙ্গবাদিনঃ॥ ৬০॥ অনেকলাস্যসংযুক্তা বীরভদ্রাগ্রতোঽভবন। রণবাদিত্রনির্ঘোষৈর্জগর্জুরমিতৌজসঃ॥ ৬১॥ তেন নাদেন মহতা নাদিতং ভুবনত্রয়ম্। এবং সর্ব্বে সমাযাতা গণা রুদ্রপ্রণোদিতাঃ॥ ৬২॥ যজ্ঞবাটঞ্চ দক্ষস্য বিনাশার্থং প্রহারিণঃ। রজসা চাবৃতং ব্যোম তমসা চ বৃতা দিশঃ॥ ৬৩॥ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী চচাল সাদ্রিকাননা। তে দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং লোকক্ষয়করং তদা॥ ৬৪॥ উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বে দেবদৈত্যনিশাচরাঃ। তে বৈ দদৃশুরায়ান্তীং রুদ্রসেনাং ভয়াবহাম্॥ ৬৫॥ পৃথ্বীং কেচিৎ সমায়াতা গগনে কেচিদাগতাঃ। দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব সমাবৃত্য তথাপরে॥ ৬৬॥ অনন্তা হ্যক্ষয়াঃ সর্ব্বে শূরা রুদ্রসমা

এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিষ্ণুর সেই বাক্য শুনিয়া দক্ষ চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার বদন বিবর্ণ হইল। তিনি তুষ্ণীম্ভাবে ভূতলে উপবেশন করিলেন। এদিকে মহাবাহু বীরভদ্র রুদ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দ্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা, ও বৈষ্ণবী, এই নবদুর্গা সহ মহাভূতবৃন্দ এবং শাকিনী, ডাকিনী, ভূত, প্রমথ, গুহ্যক ও চতুঃষষ্টি যোগিনীচক্র নির্গত হইয়া সহসা দক্ষের যজ্ঞাগারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরভদ্রের সমভিব্যাহারে যে শতসহস্রসংখ্যক প্রমথ সমাগত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শঙ্করানুচর, রুদ্রস্বরূপ, পঞ্চবক্ত্র, নীলকণ্ঠ, শস্ত্রপাণি, এবং সকলেই ছত্র-চামর-শোভিত; তাহাদের সকলেরই হরের ন্যায় পরাক্রম; এবং সকলেই দশবাহু, ত্রিনেত্র, জটাধারী, রুদ্রাক্ষভূষণ, অর্দ্ধচন্দ্রধর, মহৌজাঃ, বৃষবাহন, এবং সকলেই সুসজ্জিত। সহস্র বাহুশালী ভীমবল ভীষণ ত্রিনেত্র বীরভদ্র ঐ সকল অনুচর-সহচরে পরিবৃত হইয়া দক্ষযজ্ঞে গমন করিলেন। বীরভদ্রের রথ দুই সহস্র যুগকাষ্ঠ-সমন্বিত; উহা প্রযুতসংখ্যক সিংহব্যাঘ্র-বাহিত। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য সুসজ্জিত সিংহ এবং সহস্র সহস্র শার্দ্দূল, মকর, মৎস্য ও গজ বীরভদ্রের পার্শ্বরক্ষকরূপে নিযুক্ত। বীরভদ্রের মস্তকোপরি বিবিধ চামর এবং ছত্র সুশোভিত। তাঁহার গমনকালীন কত ভেরী, শঙ্খ, পটহ, গোমুখ ও বিবিধ শৃঙ্গাদি বাদ্য মহানাদে বাদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বংশী ও কাংস্যাদি বাদ্যধ্বনি হইল। সকলেই মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল এবং সকলেই মধুরকণ্ঠে গান ধরিল। তাহারা নানাবিধ নৃত্য করিতে করিতে বীরভদ্রের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে গভীর নির্ঘোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই মহান্ গর্জ্জন-শব্দে ত্রিভুবন শব্দিত হইতে লাগিল। রুদ্র-প্রেরিত প্রমথবৃন্দ দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এইভাবে যজ্ঞস্থলে আসিতে লাগিল। তাহাদের আগমনকালে আকাশ ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইল এবং দিঙ্মণ্ডল তমস্তোমে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী অদ্রি ও কাননরাজি সহ কম্পিত হইল। দেব, দৈত্য ও নিশাচরগণ সেই লোকক্ষয়কর মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ সমুত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—ভীষণ রুদ্রসেনা সকল সমাগত হইতেছে।৪১—৬৫। ঐ সেনাসমবায়ের মধ্যে কতকগুলি সেনা স্থলপথে ও কতকগুলি আকাশপথে আগমন করিল এবং অনেকে দিক্ বিদিক্ বিভাগ আবৃত করিয়া আসিতে

যুধি। এবম্ভূতঞ্চ তৎসৈন্যং রুদ্রৈশ্চ পরিবারিতম্। দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতাঃ সর্ব্বে যামোঽদ্য শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ ইন্দ্রো হি গজমারূঢ়ো মৃগারূঢ়ঃ সদাগতিঃ। যমো মহিষমারূঢ়ো যমদণ্ডসমন্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥ কুবেরঃ পুষ্পকারূঢ়ঃ পাশী মকরমেব চ। অগ্নির্বস্তসমারূঢ়ো নির্ঋতিঃ প্রেতমেব চ ॥ ৬৯ ॥ তথান্যে সুরসঙ্ঘাশ্চ যক্ষচারণগুহ্যকাঃ। আরুহ্য বাহনান্যেব স্বানি স্বানি প্রতাপিনঃ ॥ ৭০ ॥ স্বেষামুদ্‌যোগমালোক্য দক্ষশ্চাশ্রুমুখস্ততঃ। দণ্ডবৎপতিতো ভূমৌ সর্ব্বানেবাভ্যভাষত ॥ ৭১ ॥ যুষ্মদ্বলেনৈব ময়া যজ্ঞঃ প্রারম্ভিতো মহান্। সৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে যূয়ং প্রমাণং সুমহাপ্রভাঃ ॥ ৭২ ॥ বিষ্ণো ত্বং কর্ম্মণঃ সাক্ষাদ্‌যজ্ঞানাং পরিপালকঃ। ধর্ম্মস্য বেদগর্ভস্য ব্রহ্মণ্যস্ত্বং চ মাধব ॥ ৭৩ ॥ তস্মাদ্রক্ষা বিধাতব্যা যজ্ঞস্যাস্য মহাপ্রভো। দক্ষস্য বচনং শ্রুত্বা উবাচ মধুসূদনঃ ॥ ৭৪ ॥ ময়া রক্ষা বিধাতব্যা ধর্ম্মস্য পরিপালনে। তৎসত্যং তু ত্বয়োক্তং হি কিন্তু তস্য ব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥ যাতস্ত্বদ্যৈব যজ্ঞস্য যত্ত্বয়োক্তং সদাশিবম্। নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে তদা কিং ন স্মৃতং ত্বয়া ॥ ৭৬ ॥ যোঽয়ং রুদ্রো মহাতেজা যজ্ঞরূপঃ সদাশিবঃ। যজ্ঞবাহ্যঃ কৃতো মূঢ় তচ্চ দুর্ম্মন্ত্রিতং তব ॥ ৭৭ ॥ রুদ্রকোপাচ্চ কো হ্যত্র সমর্থো রক্ষণে তব। ন পশ্যামি চ তং বিপ্র ত্বাং বৈ রক্ষতি দুর্ম্মতিম্ ॥ ৭৮ ॥ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি তন্ন পশ্যসি দুর্ম্মতে। সমর্থং কেবলং কর্ম্ম ন ভবিষ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৭৯ ॥ সেশ্বরং কর্ম্ম বিদ্ধ্যেতৎ সমর্থত্বেন জায়তে। ন হ্যন্যঃ কর্ম্মণো দাতা ঈশ্বরেণ বিনা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ ঈশ্বরস্য চ যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ। কর্ম্মণো হি ফলং তেষাং প্রযচ্ছতি সদাশিবঃ ॥ ৮১ ॥ কেবলং কর্ম্ম চাশ্রিত্য নিরীশ্বরপরা জনাঃ। নিরয়ং তে চ গচ্ছন্তি কোটিযজ্ঞশতৈরপি ॥ ৮২ ॥ পুনঃ কর্ম্মময়ৈঃ পাশৈর্বদ্ধা জন্মনি জন্মনি। নিরয়েষু প্রপচ্যন্তে কেবলং কর্ম্মরূপিণঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরভদ্রপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

লাগিল। ঐ সকল রৌদ্রী সেনা অনন্ত, অক্ষয়, ও শৌর্য্য-সম্পন্ন এবং সকলেই সমরে রুদ্রসদৃশ। রুদ্র-পরিবৃত এবম্বিধ সৈন্য-সমাগম দেখিয়া দেবগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—চল, আমরাও শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। অনন্তর ইন্দ্র ঐরাবতে, পবন মৃগে, দণ্ডপাণি যম মহিষে, কুবের পুষ্পকে, বরুণ মকরে, অগ্নি ছাগে, নির্ঋতি প্রেতে এবং অন্যান্য সুর, যক্ষ, চারণ ও গুহ্যকগণ স্ব স্ব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহণ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি স্বপক্ষীয়গণের উদ্‌যোগ দর্শনে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে সকলকেই সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের বলেই বলবান্ হইয়া আমি এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি। আমার এই যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে ভবাদৃশ মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণই সম্পূর্ণ সহায়। হে বিষ্ণো! আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপতি; হে মাধব! বেদগর্ভ ধর্ম্মের আপনি ব্রহ্মণ্য; অতএব হে প্রভো! এ যজ্ঞ আপনারই রক্ষিতব্য। দক্ষের বাক্য শুনিয়া মধুসূদন কহিলেন,—ধর্ম্ম রক্ষার জন্য [illegible] রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, এ কথা তুমি যথার্থই [illegible]; কিন্তু এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটি[illegible]। [illegible] ব্যতিক্রম যে ঘটিবে, ইহা তুমি নৈমিষক্ষেত্রে সদাশিবকে যখন কটুবাক্য বলিয়াছিলে, তখনই কি তোমার স্মরণপথে সমুদিত হয় নাই? যিনি রুদ্র মহাতেজা, যজ্ঞরূপী, সদাশিব; হে মূঢ়! তাঁহাকে তুমি যজ্ঞবাহ্য করিয়াছ, ইহা তোমার দুর্ম্মন্ত্রিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রুদ্রকোপ হইতে অদ্য কে তোমায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? হে বিপ্র! যিনি তোমায় রক্ষা করিতে পারেন, আমি এমন তো কাহাকেই দেখিতে পাইতেছি না। হে দুর্ম্মতে! কি কর্ম্ম আর কি অকর্ম্ম, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না; জানিবে—কেবল কর্ম্ম-বলই লোকের রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না; পরন্তু যে কর্ম্ম ঈশ্বরসেবামূলক, তাহাই নিজের রক্ষাকার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে; ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই কর্ম্মফলের দাতা নহে। যাহারা ঈশ্বরভক্ত, শান্ত ও তদ্‌গতচিত্ত, তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলাফল স্বয়ং সদাশিব প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল কর্ম্মাশ্রয় করিয়া নিরীশ্বরপরায়ণ হয়, তাহারা কোটি কোটি যজ্ঞ করিয়াও নিরয়ে নিপতিত হইয়া থাকে; জন্মে জন্মে তাহারা কর্ম্মময় পাশে আবদ্ধ হইয়া পুনঃপুন নরকানলে পাচিত হইতে থাকে। ৬৭—৮৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

লোমশ উবাচ। বিষ্ণুনোক্তং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো বচনমব্রবীৎ। বেদানামপ্রমাণঞ্চ কৃতং তে মধুসূদন ॥ ১ ॥ বৈদিকং কর্ম্ম চোৎসৃজ্য কথং সেশ্বরতাং ব্রজেৎ। তদুচ্যতাং মহাবিষ্ণো যেন ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২ ॥ দক্ষেণোক্তো মহাবিষ্ণুরুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্। ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ সম্ভবন্তি ন চান্যথা ॥ ৩ ॥ বেদোদিতানি কর্ম্মাণি ঈশ্বরেণ বিনা কথম্। সফলানি ভবিষ্যন্তি বিফলান্যেব তানি চ ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঈশ্বরং শরণং ব্রজ। এবং ব্রুবতি গোবিন্দ আগতঃ সৈন্য-সাগরঃ। বীরভদ্রেণ সহিতো দদৃশুস্তং তদা সুরাঃ ॥৫॥ ইন্দ্রোঽপি প্রহসন্ বিষ্ণুমাত্মবাদরতং তদা। বজ্রপাণিঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং যোদ্ধুকামোঽভবত্তদা ॥৬॥ ভৃগুণা চারিতঃ শীঘ্রমুচ্চাটনপরেণ হি। তদা গণাঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং যুযুধু-স্তে গণান্বিতাঃ ॥৭॥ শরতোমরনারাচৈর্জঘ্নুস্তে চ পর-স্পরম্। নেদুঃ শঙ্খাশ্চ বহুশস্তস্মিন্ রণমহোৎসবে ॥৮॥ তথা দুন্দুভয়ো নেদুঃ পটহা ডিণ্ডিমাদয়ঃ। তেন শব্দেন মহতা শ্লাঘ্যমানাস্তদা সুরাঃ। লোকপালৈশ্চ সহিতা জঘ্নুস্তাঞ্ছিবকিঙ্করান্ ॥ ৯ ॥ খড়্গৈশ্চাপি হতাঃ কেচিদ্-গদাভিশ্চ বিপোথিতাঃ। দেবৈঃ পরাজিতাঃ সর্ব্বে গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রাদ্যৈর্লোকপালৈশ্চ গণাস্তে চ পরাঙ্মুখাঃ। কৃতাশ্চ তৎক্ষণাদেব ভৃগো-র্মন্ত্রবলেন হি ॥ ১১ ॥ উচ্চাটনং কৃতং তেষাং ভৃগুণা যজ্বিনা তদা। যজনার্থঞ্চ দেবানাং তুষ্ট্যর্থং দীক্ষিতস্য চ ॥ ১২ ॥ তেনৈব দেবা জয়িনো জাতাস্তৎক্ষণমেব হি। স্বানাং পরাজয়ং দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো রুষান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥ ভূতান্ প্রেতান্ পিচাশাংশ্চ কৃত্বা তানেব পৃষ্ঠতঃ। বৃষভস্থান্ পুরস্কৃত্য স্বয়ং চৈব মহাবলঃ। তীক্ষ্ণং ত্রিশূলমাদায় পাতয়ামাস তান্ রণে ॥ ১৪ ॥ দেবান যক্ষান্ পিশাচাংশ্চ গুহ্যকান্ রাক্ষসাংস্তথা। শূল-ঘাতৈশ্চ তে সর্ব্বে গণা দেবান্ প্রজঘ্নিরে ॥ ১৫ । কেচিদ্দ্বিধাকৃতাঃ খড়্গৈর্মুদ্গরৈশ্চাপি পোথিতাঃ। পর-শ্বধৈঃ খণ্ডশশ্চ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ॥ ১৬ ॥ শূলৈ-র্ভিন্নাশ্চ শতশঃ কেচিচ্চ শকলীকৃতাঃ। এবং পরা-

চতুর্থ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ কহিলেন—হে মধুসূদন! আপনি বেদবিধি অপ্রমাণিত করিতেছেন; দেখুন, বৈদিক কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিলে কিরূপে ঈশ্বর-পরায়ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে মহাবিষ্ণো! আপনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন। দক্ষ এইরূপ কহিলে মহাবিষ্ণু তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্ব্বক বলিলেন,—বেদ-সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, সন্দেহ নাই; কিন্তু বেদোদিত যে কোন কর্ম্মই হউক, ঈশ্বর ব্যতীত তাহার সাফল্য সম্ভাবনা হইবে কিরূপে? ফলে সে সকল কর্ম্ম বিফল হইয়াই যায়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। গোবিন্দ এই কথা বলি-তেছেন, ইতিমধ্যে সেই রুদ্রপ্রেরিত ভীষণ সৈন্য-সাগর বীরভদ্র-সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ সকলেই সেই বিশাল সৈন্যসাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র আত্মবাদরত বিষ্ণুকে উপহাস করিয়া সুরগণসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উচ্চাটন-কার্য্যপটু ভৃগু সেই সৈন্যসাগরকে শীঘ্র শীঘ্র সেই স্থান হইতে দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইলেন। তখন সুরগণের সহিত প্রমথবৃন্দের যুদ্ধারম্ভ হইল। শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে লাগিল। সেই রণ-মহোৎসবে বহু শঙ্খ বাদিত হইল। তথা, দুন্দুভি, পটহ ও ডিণ্ডিমাদি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই মহাশব্দে লোকপালসহ সুর-গণ উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া শিবকিঙ্করদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শত শত সহস্র সহস্র প্রমত্ত সৈন্য দেবগণের হস্তে পরাজিত হইল। তাহাদের কেহ কেহ খড়্গাঘাতে নিহত এবং কেহ বা গদাঘাতে বিপোথিত হইতে লাগিল। ভৃগুর মন্ত্র-বলে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সেই সকল প্রমথসৈন্যকে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিলেন। যাগশীল ভৃগু মন্ত্রবলে তাহাদিগকে স্থানত্যাগে বাধ্য করিলেন। দেবগণের অর্চ্চনা এবং দীক্ষিত যজমান দক্ষের তুষ্টির নিমিত্তই ভৃগু এইরূপ কার্য্য করিলেন।১—১২। এই কার্য্যেই সত্বর দেবগণের জয় হইল। এদিকে বীরভদ্র স্বপক্ষের পরাজয় দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভূত, প্রেত, ও পিশাচদিগকে পৃষ্ঠে রাখিয়া বৃষভস্থ প্রমথদিগকে অগ্রবর্ত্তী করত তীক্ষ্ণ ত্রিশূল লইয়া স্বয়ং দেবগণকে ধরাতলশায়ী করিতে লাগি-লেন। অন্যান্য প্রমথবৃন্দ—দেব, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক ও রাক্ষসদিগকে শূলাঘাতে প্রহত করিতে লাগিল। দেবপক্ষের কেহ কেহ খড়্গাঘাতে দ্বিধাকৃত, কেহ কেহ মুদ্গরপ্রহারে বিপোথিত এবং কেহ কেহ রণাঙ্গনে পরশ্বধ প্রহারে খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে শত শত ব্যক্তি শূলাঘাতে ভিন্ন

জিতাঃ সর্ব্বে পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥ পরস্পরং পরিষ্বজ্য গতাস্তেঽপি ত্রিবিষ্টপম্। কেবলং লোকপালাশ্চ ইন্দ্রাদ্যাস্তস্থুরুৎসুকাঃ। বৃহস্পতিং পৃচ্ছমানাঃ কুতোঽস্মাকং জয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ বৃহস্পতিরুবাচেদং সুরেন্দ্রং ত্বরিতস্তদা। বৃহস্পতিরুবাচ। যদুক্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং তৎ সত্যং জাতমদ্য বৈ ॥ ১৯ ॥ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যস্য কর্ম্মণঃ। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ২০ ॥ ন মন্ত্রৌষধয়ঃ সর্ব্বে নাভিচারা ন লৌকিকাঃ। ন কর্ম্মাণি ন বেদাশ্চ ন মীমাংসাদ্বয়ং তথা ॥ ২১ ॥ জ্ঞাতুমীশাঃ সম্ভবন্তি ভক্ত্যা জ্ঞেয়স্ত্বনন্যয়া। শান্ত্যা চ পরয়া তুষ্ট্যা জ্ঞাতব্যো হি সদাশিবঃ ॥ ২২ ॥ তেন সর্ব্বং সম্ভবতি সুখদুঃখাত্মকং জগৎ। পরন্তু সংবদিষ্যামি কার্য্যাকার্য্যবিবক্ষয়া ॥ ২৩ ॥ ত্বমিন্দ্র বালিশো ভূত্বা লোকপালৈঃ সহাদ্য বৈ। আগতো বালিশো ভূত্বা ইদানীং কিং করিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ এতে রুদ্রসহায়াশ্চ গণাঃ পরমশোভনাঃ। কুপিতাশ্চ মহাভাগা ন তু শেষং প্রকুর্ব্বতে ॥ ২৫ ॥ এবং বৃহস্পতের্বাক্যং শ্রুত্বা তেঽপি দিবৌকসঃ। চিন্তামাপেদিরে সর্ব্বে লোকপালা মহেশ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥ ততোঽব্রবীদ্বীরভদ্রো গণৈঃ পরিবৃতো ভৃশম্। সর্ব্বে যূয়ং বালিশত্বাদবদানার্থমাগতাঃ ॥ ২৭ ॥ অবদানানি দাস্যামি তৃপ্ত্যর্থং ভবতাং ত্বরন্। এবমুক্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্জঘানাথ রুষান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥ তৈর্বাণৈর্নিহতাঃ সর্ব্বে জগ্মুস্তে চ দিশো দশ ॥ ২৯ ॥ গতেষু লোকপালেষু বিদ্রুতেষু সুরেষু চ। যজ্ঞবাটে সমায়াতো বীরভদ্রো গণান্বিতঃ ॥ ৩০ ॥ তদা ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বমেবেশ্বরেশ্বরম্। বিজ্ঞপ্তুকামাঃ সহসা ঊচুরেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥ রক্ষ যজ্ঞং হি দক্ষস্য যজ্ঞোঽসি ত্বং ন সংশয়ঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনমৃষীণাং বৈ জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২ ॥ যোদ্ধুকামঃ স্থিতো যুদ্ধে বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপকঃ। বীরভদ্রো মহাবাহুং কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ অত্র ত্বয়াগতঃ কস্মাদ্বিষ্ণো বেত্রো মহাবলম্। দক্ষস্য পক্ষমাশ্রিত্য কথং জেষ্যসি তদ্বদ ॥ ৩৪ ॥ দাক্ষায়ণ্যা কৃতং যচ্চ ন দৃষ্টং কিং

এবং কেহ কেহ খণ্ডিত হইল। এইরূপে পরাজিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। দেবগণ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কেবল ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পলায়ন করিলেন না; তাঁহারা কবে কিরূপে আমাদের জয় হইবে, বৃহস্পতির নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি তখন ব্যস্ত হইয়া সুরেন্দ্রকে বলিলেন,—পূর্ব্বে বিষ্ণু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সত্য হইল। যদি কেহ এই কর্ম্মের ফলরূপী ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি কর্ম্মকর্ত্তারই অনুগামী; পরন্তু অকর্ত্তার তিনি প্রভু নহেন। অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ত কর্ম্মফল; অন্যথা কর্ম্ম না করিলে আর তাঁহার প্রভুত্ব কোথায়? যে কিছু মন্ত্রৌষধি, অভিচার, লৌকিক ব্যাপার, কর্ম্মানুষ্ঠান, বেদ বা মীমাংসাদ্বয়, ইহারা সেই ঈশ্বরকে জানিতে সক্ষম নহে; পরন্তু মাত্র একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞেয়; অপিচ পরম শান্তি এবং তুষ্টি দ্বারাও সেই সদাশিবকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে এই সুখদুঃখাত্মক সমস্ত জগতের অস্তিত্ব। যাহা হউক, আমি কার্য্যাকার্য্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য এইবার কিঞ্চিৎ বলিব। হে ইন্দ্র! তুমি মূর্খ; তাই অন্যান্য লোকপালদিগের সহিত অদ্য এখানে আসিয়াছ। আমি আবারও বলি, তুমি মূর্খ; সুতরাং এক্ষণে আর কি করিবার তোমার শক্তি আছে? ঐ দেখ, ঐ মহাভাগ রুদ্রসহচর প্রমথবৃন্দ পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন। উঁহারা কুপিত হইয়া কাহাকেও আর অবশিষ্ট রাখিবেন না। সেই সমস্ত স্বর্গীয় লোকপালগণ বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। ১৩—২৬। অনন্তর প্রমথবৃন্দ-পরিবৃত বীরভদ্র বলিলেন,—ওহে লোকপালগণ! তোমরা সকলে মূর্খতা বশতঃ অদ্য এখানে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছ। আমিও তোমাদের তৃপ্তির জন্য সত্বর প্রতিযুদ্ধ প্রদান করিব। এই বলিয়া বীরভদ্র ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণপ্রহারে দেবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণপ্রহারে আহত হইয়া সুরেশগণ দশ দিকে পলায়ন করিলেন। লোকপালগণ প্রস্থান করিলে, অন্যান্য সুরগণও পলায়ন করিলেন। তখন বীরভদ্র সদলবলে যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ এই সময় সর্ব্বেশ্বর জনার্দ্দনকে মনোভিপ্রায় জানাইবার ইচ্ছায় বলিলেন,—হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই যজ্ঞমূর্ত্তি; এক্ষণে দক্ষের যজ্ঞ রক্ষা করুন। অধ্যাত্মজ্ঞানের উদ্দীপক জনার্দ্দন ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া যুদ্ধকামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহাভুজ বীরভদ্র কেশবকে বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আপনি এক্ষণে আসিলেন কেন? দক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কিরূপে আপনি জয় করিবেন তাহা বলুন। হে অনঘ! ইতিপূর্ব্বে দাক্ষায়ণী যাহা

স্থানর্থ। ত্বং চাপি যজ্ঞে দক্ষস্য অবদানার্থমাগতঃ। অবদানং প্রযচ্ছামি তব চাপি মহাভুজ ॥ ৩৫ ॥ এবমুক্ত্বা প্রণম্যাদৌ বিষ্ণুং সদৃশরূপিণম্। বীরভদ্রোঽগ্রতো ভূত্বা বিষ্ণুং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥ যথা শম্ভুস্তথা ত্বং হি মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। তথাপি ত্বং মহাবাহো যোদ্ধুকামোঽগ্রতঃ স্থিতঃ। নেষ্যাম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠেস্ত্বমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বীরভদ্রস্য ধীমতঃ। উবাচ প্রহসন দেবো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। রুদ্রতেজঃপ্রসূতোঽসি পবিত্রোঽসি মহামতে। অনেন প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং যজ্ঞার্থঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৯ ॥ অহং ভক্তপরাধীনস্তথা সোঽপি মহেশ্বরঃ। তেনৈব কারণেনাত্র দক্ষস্য যজনং প্রতি ॥ ৪০ ॥ আগতোঽহং বীরভদ্র রুদ্রকোপসমুদ্ভব। অহং নিবারয়ামি ত্বাং ত্বং বা মাং বিনিবারয় ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তবতি গোবিন্দে প্রহস্য স মহাভুজঃ। প্রশ্রযাবনতো ভূত্বা ইদমাহ জনার্দ্দনম্ ॥ ৪২ ॥ যথা শিবস্তথা ত্বং হি যথা ত্বঞ্চ তথা শিবঃ। সেবকাশ্চ বয়ং সর্ব্বে তব বা শঙ্করস্য চ ॥ ৪৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সোঽচ্যুতঃ সম্প্রহস্য চ। ইদং বিষ্ণুর্মহাবাক্যং জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ যোধয়স্ব মহাবাহো ময়া সার্দ্ধমশঙ্কিতঃ। তবাস্ত্রৈঃ পূর্য্যমাণোঽহং গচ্ছামি ভবনং স্বকম্। তথেত্যুক্ত্বা তু বীরোঽসৌ বীরভদ্রো মহাবলঃ। গৃহীত্বা পরমাস্ত্রাণি সিংহনাদৈর্জগর্জ্জ হ ॥ বিষ্ণুশ্চাপি মহাঘোরং শঙ্খনাদং চকার সঃ। তচ্ছ্রুত্বা যে গতা দেবা রণং হিত্বাযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ ব্যূহং চক্রুস্তদা সর্ব্বে লোকপালাঃ সবাসবাঃ। তদেন্দ্রেণ হতো নন্দী বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ৪৮ ॥ নন্দিনা চ হতঃ শক্রস্ত্রিশূলেন স্তনান্তরে। বায়ুনা চ হতো ভৃঙ্গী ভৃঙ্গিণা বায়ুরাহতঃ ॥ ৪৯ ॥ শূলেন সিতধারেণ সন্নদ্ধো দণ্ডধারিণা। যমেন সহ সংগ্রামং মহাকালো বলান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥ কুবেরেণ চ সঙ্গম্য কূষ্মাণ্ডানাং পতিঃ স্বয়ম্। বরুণেন সমং যুদ্ধং মুণ্ডশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৫১ ॥ যুযুধে পরয়া শক্ত্যা ত্রৈলোক্যং বিস্ময়ন্নিব। নৈঋ‍র্তেন সমাগম্য চণ্ডশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৫২ ॥ যুযুধে পরমাস্ত্রেণ নৈঋ‍র্তঞ্চ বিড়ম্বয়ন্। যোগিনীচক্রসংযুক্তো ভৈরবো নায়কো মহান্ ॥ ৫৩ ॥ বিদার্য্য

করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি দেখেন নাই? একান্তই যদি আপনি এ যজ্ঞে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে প্রতিযুদ্ধ প্রদান করিব। বীরভদ্র এই কথা কহিয়া স্বীয় তুল্যরূপী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক নিকটে গিয়া কহিল,—হে দেব! আমার নিকট যেমন শম্ভু, তেমনই তুমি, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই নাই। তথাপি হে মহাভুজ! তুমি যুদ্ধকামনায় সম্মুখে অবস্থান করিতেছ। যাহা হউক, সত্যই যদি তুমি এইভাবে অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি এমন কার্য্য করিব, যাহাতে তোমাকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ধীমান্ বীরভদ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি রৌদ্রতেজ হইতে জন্মিয়াছ; সুতরাং তোমার পবিত্রতা নিশ্চিতই। কি করিব? এই দক্ষ স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ পূর্ব্বে বারম্বার আমায় প্রার্থনা জানাইয়াছেন, আমি এবং মহেশ্বর উভয়েই আমরা ভক্তাধীন। এইজন্যই হে রুদ্রকোপসম্ভব বীরভদ্র! অদ্য এই দক্ষযজ্ঞে আমি আসিয়াছি। আমি তোমায় নিবারণ করিব অথবা তুমিই আমায় নিবারণ কর। গোবিন্দ এই কথা কহিলে মহাভুজ বীরভদ্র বিনয়ে বিনম্র হইয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন,—যেমন শিব, তেমনই আপনি; যেমন আপনি, তেমনই শিব। আমরা সকলে আপনার এবং শঙ্করের কিঙ্কর মাত্র। ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু বীরভদ্রের সেই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক এই মহাবাক্য বলিলেন যে, হে মহাভুজ! তুমি আমার সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ কর। আমি তোমার অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিব। ধীর বীরভদ্র, বিষ্ণুর বাক্যে 'তাহাই হউক' বলিয়া সম্মত হইলেন এবং পরমোত্তম অস্ত্রসকল গ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু গভীর নির্ঘোষে শঙ্খ বাজাইলেন। যে সকল দেব রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই শঙ্খশব্দ শুনিয়া তাঁহারাও ফিরিয়া আসিলেন। ২৭—৪৭। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র স্বীয় শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা নন্দীকে আহত করিলেন। তখন নন্দীও ইন্দ্রের স্তনান্তরে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিলেন। বায়ু ভৃঙ্গীকে এবং ভৃঙ্গী বায়ুকে আহত করিলেন। তীক্ষ্ণধার শূল লইয়া সুসজ্জিত মহাবল মহাকাল, দণ্ডধর যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুবের সহ কুষ্মাণ্ডপতি, এবং বরুণসহ মহাবল মুণ্ড যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বলবান্ চণ্ড, নিঋ‍র্তিসহ পরম শক্তিযোগে এই ত্রৈলোক্য বিস্ময়াপন্ন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যোগিনীচক্রসহ মহান্ ভৈরবনায়ক পরমাস্ত্র প্রয়োগে নৈঋ‍র্ত-

দেবানখিলান্ পপৌ শোণিতমদ্ভুতম্। ক্ষেত্রপালাস্তথা চান্যে ভূতপ্রমথগুহ্যকাঃ ॥ ৫৪ ॥ শাকিনী ডাকিনী রৌদ্রা নবদুর্গাস্তথৈব চ। যোগিন্যো যাতুধান্যশ্চ তথা কুষ্মাণ্ডকাদয়ঃ। নেদুঃ পপুঃ শোণিতঞ্চ বুভুজুঃ পিশিতং বহু ॥ ৫৫ ॥ ভক্ষ্যমাণং তদা সৈন্যং বিলোক্য সুররাট্ স্বয়ম্। বিহায় নন্দিনং পশ্চাদ্বীরভদ্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ৫৬ ॥ বীরভদ্রো বিহায়ৈব বিষ্ণুং দেবেন্দ্রমাস্থিতঃ। তয়োর্যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং বুধাঙ্গারকয়োরিব ॥ ৫৭ ॥ বীরভদ্রং যদা শক্রো হন্তুকামস্ত্বরান্বিতঃ। তাবচ্ছক্রং গজস্থং হি পূরয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ৫৮ ॥ বীরভদ্রো রুষাবিষ্টো দুর্নিবার্য্যো মহাবলঃ। তদেন্দ্রেণাহতঃ শীঘ্রং বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥ ৫৯ ॥ সগজঞ্চ সবজ্রঞ্চ বাসবং গ্রস্তুমুদ্যতঃ। হাহাকারো মহানাসীদ্ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্ ॥ ৬০ ॥ বীরভদ্রং তথাভূতং হন্তুকামং পুরন্দরম্। ত্বরমাণস্তদা বিষ্ণুর্বীরভদ্রাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥ শক্রঞ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যোধয়ামাস বৈ তদা। বীরভদ্রস্য বিষ্ণোশ্চ যুদ্ধং পরমভূত্তদা ॥ ৬২ ॥ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধাকারৈর্যোধয়ামাসতুস্তদা। পুনর্নন্দিনমালোক্য শক্রো যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৬৩ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলং দেবানাং প্রমথৈঃ সহ। প্রমথা মথিতা দেবৈঃ সর্ব্বে তে প্রাদ্রবন্ রণাৎ ॥৬৪॥ গণান্ পরাঙ্মুখান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে তে ব্যাধয়ো ভৃশম্। রুদ্রকোপাৎ সমুদ্ভূতা দেবাশ্চাপি প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৬৫ ॥ জ্বরৈস্তু পীড়িতান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্হসন্নিব। জীবগ্রাহেণ জগ্রাহ দেবাংস্তাংশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥ দেবাশ্বিনৌ তদাহূয় ব্যাধীন্ হন্তুং তদা ভৃতিম্। দদৌ তাভ্যাং প্রযত্নেন গণয়িত্বা সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৬৭ ॥ জ্বরাংশ্চ সন্নিপাতাংশ্চ অন্যে ভূতদ্রুহস্তদা। তান্ সর্ব্বান্নিগৃহীত্বাথ অশ্বিনৌ তৌ মুদান্বিতৌ। বিজ্বরানথ দেবাংশ্চ কৃত্বা মুমুদতুশ্চিরম্ ॥ ৬৮ ॥ তৈর্জ্জিতং যোগিনীচক্রং ভৈরবং ব্যাকুলীকৃতম্। তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ পাতয়ামাসুঃ শরৈর্ভূতগণানপি ॥ ৬৯ ॥ সুরৈর্বিদ্রাবিতং সৈন্যং বিলোক্য পতিতং ভুবি। বীরভদ্রো রুষাবিষ্টো বিষ্ণুং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭০ ॥ ত্বং শূরোহসি মহাবাহো দেবানাং পালকো

পক্ষকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমগ্র দেববল বিদারিত করিয়া তাহাদের শোণিত পান করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রপাল, ভূত, প্রমথ, শাকিনী, ডাকিনী, রৌদ্রা, নবদুর্গা, যোগিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ডিকাগণ রণস্থলে গর্জ্জন করিতে লাগিল, রক্ত পান করিতে লাগিল এবং প্রচুর নরমাংস ভোজন করিতে লাগিল। সুররাজ তদীয় সৈন্যদিগকে ভক্ষিত হইতে দেখিয়া নন্দীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বীরভদ্রকে আক্রমণ করিলেন। বীরভদ্র বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দেবেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্র ত্বরিত হইয়া যৎকালে বীরভদ্রকে নিহত করিবার ইচ্ছা করিলেন, বীরভদ্র তখনই গজারূঢ় ইন্দ্রকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বীরভদ্র রোষাবিষ্ট হইয়া অতীব দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে শতপর্ব্বময় বজ্রদ্বারা শীঘ্র আহত করিলেন। বীরভদ্র গজ-বজ্রসহ বাসবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দর্শক প্রাণিগণের মধ্যে একটা মহান হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গেল। বীরভদ্র পুরন্দরকে সেই ভাবে নিহত করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ত্বরা-সহকারে বীরভদ্রের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি বীরভদ্রসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র এবং বিষ্ণু এই উভয়ে তখন বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাঁহারা বিবিধ শস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ ইন্দ্র নন্দীকে দেখিয়া পুনরায় তৎসহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। প্রমথগণ সহ সুরগণের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবগণের হস্তে প্রমথগণ মথিত হইয়া রণ হইতে পলায়ন করিল। ৫৪—৬৪। প্রমথবৃন্দকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া রুদ্রকোপজাত ব্যাধিগণ প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু জ্বর-পীড়িত দেবগণকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জ্বরগণকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে জীবগ্রাহে গ্রহণ করিলেন। পরে বুদ্ধিমান বিষ্ণু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া ব্যাধি-বিনাশে নিযুক্ত ও বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহাদিগের উপযুক্ত ভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্নিপাত জ্বর ও অন্যান্য ভূত-দ্রোহীদিগকে নিগৃহীত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। তাঁহারা দেবগণকে বিজ্বর দেখিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই ব্যাধিমুক্ত দেবগণ সমগ্র যোগিনীচক্র পরাজিত ও ভৈরবদিগকে ব্যাকুলীকৃত করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহ দ্বারা ভূতবৃন্দকে ভূপাতিত করিলেন। বীরভদ্র স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সুরগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত ও ভূপতিত দেখিয়া ক্রোধ-ভরে বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে মহাভুজ! আপনি

হসি। যুধ্যস্ব মাং প্রযত্নেন যদি তে মতিরীদৃশী॥ ৭১॥ ইত্যুক্ত্বা তং সমাসাদ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। ববর্ষ নিশিতৈর্বাণৈর্বীরভদ্রো মহাবলঃ॥ ৭২॥ তদা চক্রেণ ভগবান্ বীরভদ্রং জঘান সঃ। আয়ান্তং চক্রমালোক্য গ্রসিতং তৎক্ষণাচ্চ তৎ॥ ৭৩॥ গ্রসিতং চক্রমালোক্য বিষ্ণুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। মুখং তস্য পরামৃজ্য বিষ্ণুনোদ্‌গিলিতং পুনঃ॥ ৭৪॥ স্বচক্রমাদায় মহানুভাবো দিবং গতোঽথো ভুবনৈকভর্ত্তা। জ্ঞাত্বা চ তৎসর্ব্বমিদং চ বিষ্ণুঃ কৃতী কৃতং দুষ্প্রসহং পরেষাম্॥ ৭৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরভদ্রাদীনাং বিষ্ণ্বাদিভিঃ সহ যুদ্ধবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। বিষ্ণৌ গতে তদা সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ। বিনির্জ্জিতা গণৈঃ সর্ব্বে যে চ যজ্ঞোপজীবিনঃ॥ ১॥ ভৃগুঞ্চ পাতয়ামাস শ্মশ্রূণাং লুঞ্চনং কৃতম্। দ্বিজাংশ্চোৎপাটয়ামাস পূষ্ণো বিকৃতবিক্রিয়ান্॥ ২॥ বিড়ম্বিতা স্বধা তত্র ঋষয়শ্চ বিড়ম্বিতাঃ। বহুমুক্তে পুরীষেণ বিতানাগ্নৌ রুষান্বিতাঃ॥ ৩॥ অনির্বাচ্যং তদা চক্রুর্গণাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ। অন্তর্বেদ্যন্তরগতো দক্ষো বৈ মহতো ভয়াৎ॥ ৪॥ তং নিলীনং সমাজ্ঞায় আনিনায় রুষান্বিতঃ। কপোলেষু গৃহীত্বা তং খড়্গেনোপহতং শিরঃ॥ ৫॥ অভেদ্যং তচ্ছিরো মত্বা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্। স্কন্ধং পদ্ভ্যাং সমাক্রম্য কন্ধরেঽপীড়য়ত্তদা॥ ৬॥ কন্ধরাৎ পাট্যমানাচ্চ শিরশ্ছিন্নং দুরাত্মনঃ। দক্ষস্য চ তদা তেন বীরভদ্রেণ ধীমতা। তচ্ছিরঃ স্বহুতং কুণ্ডে জ্বলিতে তৎক্ষণাত্তদা॥ ৭॥ যে চান্য ঋষয়ো দেবাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ। গণৈরুপদ্রুতাঃ সর্ব্বে পলায়নপরা যযুঃ॥ ৮॥ চন্দ্রাদিত্যগণাঃ সর্ব্বে গ্রহনক্ষত্রতারকাঃ। সর্ব্বে বিচলিতা হ্যাসন্ গণৈস্তেঽপি হ্যপদ্রুতাঃ॥ ৯॥ সত্যলোকং গতো ব্রহ্মা পুত্রশোকেন পীড়িতঃ। চিন্তয়ামাস চাব্যগ্রঃ কিং কার্য্যং কার্য্যমদ্য বৈ॥ ১০॥ মনসা দূয়মানেন শং ন লেভে পিতামহঃ। জ্ঞাত্বা সর্ব্বং প্রযত্নেন দুষ্কৃতং তস্য পাপিনঃ॥ ১১॥ গমনায়

শূর ও সুরগণের পালক; আপনার যদি মত হয়, তবে আমার সহিত যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করুন। মহাবল বীরভদ্র সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে এই কথা কহিয়া নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন বীরভদ্রের প্রতি চক্র নিক্ষেপ করিলেন। চক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। পর-পুর-বিজয়ী বিষ্ণু স্বীয় চক্র গিলিত হইল দেখিয়া হস্ত দ্বারা বীরভদ্রের মুখ আকর্ষণপূর্ব্বক তদীয় গলমধ্য হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া লইলেন। সেই ভুবনৈকভর্ত্তা মহানুভব বিষ্ণু তখন স্বীয় চক্র গ্রহণ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কৃতী; সমস্তই তাঁহার বিদিত; তাই যুদ্ধে অন্যের অসাধ্য অনেক কার্য্য তিনি করিয়া গেলেন। ৬৫—৭৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—তখন বিষ্ণু স্বর্গধামে প্রস্থান করিলে, প্রমথগণ যজ্ঞোপজীবী ঋষিগণের সহিত সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করিল। তাহারা ভৃগু ঋষিকে ভূপাতিত করিল এবং তাঁহার শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তখন সেই যজ্ঞক্ষেত্রে প্রমথদিগের হস্তে পূষার দন্তরাজি উৎপাটিত হইল, স্বধা বিড়ম্বিত হইল এবং ঋষিগণ লাঞ্ছিত হইলেন। প্রমথেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৈতান বহ্নির অভ্যন্তরে পুরীষোৎসর্গ করিতে লাগিল। ফলে রুদ্রকিঙ্কর প্রমথগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তখন যে যে কার্য্য করিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। দক্ষ প্রজাপতি সেকালে অতীব ভীত হইয়া যজ্ঞবেদীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন। বীরভদ্র তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে সেস্থান হইতে আনয়ন করিলেন এবং কপোলদেশে গ্রহণ করিয়া তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপবান্ বীরভদ্র তদীয় মস্তক অভেদ্য জানিয়া পদদ্বারা আক্রমণ করিলেন এবং স্কন্ধদেশ ধরিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। স্কন্ধ পাটিত হওয়ায় সেই দুরাত্মা দক্ষের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। ধীমান্ বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ তদীয় মস্তক জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। সেখানে অন্য যে সকল দেব, ঋষি, পিতৃ ও যক্ষ রাক্ষস ছিলেন, তাঁহারা প্রমথগণের উপদ্রবে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। অধিক কি, প্রমথবৃন্দের উপদ্রবে চন্দ্রাদিত্য গ্রহ নক্ষত্র তারকা প্রভৃতি বিচলিত হইয়া উঠিল। ১—৯। ব্রহ্মা পুত্রশোকে কাতর হইয়া সত্যলোকে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি অবিচলিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন আমার কি কার্য্য কর্ত্তব্য?

ম্রুতিং চক্রে কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি। হংসারূঢ়ো মহাতেজাঃ সর্ব্বদেবৈঃ সমন্বিতঃ॥ ১২॥ প্রবিষ্টঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং স দদর্শ সদাশিবম্। একান্তবাসিনং রুদ্রং শৈলাদেন সমন্বিতম্॥ ১৩॥ কপর্দ্দিনং শ্রিয়া যুক্তং বেদাঙ্গানাঞ্চ দুর্গমম্। তথাবিধং সমালোক্য ব্রহ্মা ক্ষোভপরোঽভবৎ॥ ১৪॥ দণ্ডবৎ পতিতো ভূমৌ ক্ষমাপয়িতুমুদ্যতঃ। সংস্পৃশংস্তৎপদাব্জঞ্চ চতুর্ম্মুকুটকোটিভিঃ। স্তুতিং কর্ত্তুং সমারেভে শিবস্য পরমাত্মনঃ॥ ১৫॥ ব্রহ্মোবাচ। নমো রুদ্রায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা ধাতা ত্বং প্রপিতামহঃ॥ ১৬॥ নমো রুদ্রায় মহতে নীলকণ্ঠায় বেধসে। বিশ্বায় বিশ্ববীজায় জগদানন্দহেতবে॥১৭॥ ওঙ্কারস্ত্বং বষট্‌কারঃ সর্ব্বারম্ভপ্রবর্ত্তকঃ। যজ্ঞোঽসি যজ্ঞকর্ম্মাসি যজ্ঞানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥ ১৮॥ সর্ব্বেষাং যজ্ঞকর্ত্তৄণাং ত্বমেব প্রতিপালকঃ। শরণ্যোঽসি মহাদেব সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রভো। রক্ষ রক্ষ মহাদেব পুত্রশোকেন পীড়িতম্॥ ১৯॥ মহাদেব উবাচ। শুশ্রূষাবহিতো ভূত্বা মম বাক্যং পিতামহ। দক্ষস্য যজ্ঞভঙ্গোঽয়ং ন কৃতশ্চ ময়া ক্বচিৎ॥ ২০॥ স্বীয়েন কর্ম্মণা দক্ষো হতো ব্রহ্মন্ন সংশয়ঃ॥ ২১॥ পরেষাং ক্লেশদং কর্ম্ম ন কার্য্যং তৎ কদাচন। পরমেষ্ঠিন্ পরেষাং যদাত্মনস্তদ্ভবিষ্যতি॥ ২২॥ এবমুক্ত্বা তদা রুদ্রো ব্রহ্মণা সহিতঃ সুরৈঃ। যযৌ কনখলং তীর্থং যজ্ঞবাটং প্রজাপতেঃ॥ ২৩॥ রুদ্রস্তদা দদর্শাথ বীরভদ্রেণ যৎ কৃতম্। স্বাহা স্বধা তথা পূষা ভৃগুর্ম্মতিমতাং বরঃ॥ ২৪॥ তদান্যে ঋষয়ঃ সর্ব্বে পিতরশ্চ তথাবিধাঃ। যেঽন্যে চ বহবস্তত্র যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ২৫॥ ত্রোটিতা লুঞ্চিতাশ্চৈব মৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে॥ ২৬॥ শম্ভুং সমাগতং দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো. গণৈঃ সহ। দণ্ডপ্রণামসংযুক্তস্তস্থাবগ্রে সদাশিবম্॥ ২৭॥ দৃষ্ট্বা পুরঃ স্থিতং রুদ্রো বীরভদ্রং মহাবলম্। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং কিং কৃতং বীর নন্বিদম্॥ ২৮॥ দক্ষমানয় শীঘ্রং ভো যেনেদং কৃতমীদৃশম্। যজ্ঞে বিলক্ষণং তাত যস্যেদং ফলমীদৃশম্॥ ২৯॥ এবমুক্তঃ শঙ্করেণ বীরভদ্রস্ত্বরান্বিতঃ। কবন্ধমানয়িত্বাথ শম্ভোরগ্রে তদা-

---

পিতামহ পাপী দক্ষের সমস্ত দুষ্কৃতই বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া দুঃখপূর্ণ-মনে কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি কৈলাসগমনে অভিলাষী হইলেন। মহাতেজা ব্রহ্মা সুরগণ-পরিবৃত ও হংসারূঢ় হইয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে স্বয়ং সদাশিবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—তিনি একান্তে অবস্থান করিতেছেন। নন্দী তাঁহার নিকটে আছেন। তিনি কপর্দ্দী, শ্রীমান্ এবং বেদবেদাঙ্গ-সমূহের দুরধিগম। ব্রহ্মা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানে প্রয়াস পাইলেন এবং মুকুট-কোটি দ্বারা তদীয় পদাম্বুজ স্পর্শ করিয়া পরমাত্মা শিবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—যিনি রুদ্র, শান্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। হে দেব! তুমি বিশ্ব-স্রষ্টাদিগেরও স্রষ্টা, তুমি বিধাতা, তুমি প্রপিতামহ; তুমি রুদ্র, মহান্ নীলকণ্ঠ, বেধা, বিশ্ব, বিশ্ববীজ, ও জগদানন্দহেতু; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ওঙ্কার, বষট্‌কার ও সর্ব্বারম্ভপ্রবর্ত্তক; তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞকর্ম্ম, ও যজ্ঞসমূহের প্রবর্ত্তয়িতা, সমস্ত যজ্ঞকর্ত্তাদিগের তুমিই প্রতিপালক। হে মহাদেব! হে প্রভো! তুমি সমুদায় প্রাণীদিগের শরণ্য; হে মহাদেব! আমি পুত্রশোকে পীড়িত হইয়াছি, আমায় তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর। মহাদেব কহিলেন,—হে পিতামহ! তুমি অবহিত হইয়া মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, দক্ষের এই যজ্ঞভঙ্গ আমি করি নাই, হে ব্রহ্মন্! স্বীয় কর্ম্মফলেই দক্ষ হত হইয়াছে—সন্দেহ নাই। এই জন্যই উক্ত আছে যে, পরের ক্লেশজনক কর্ম্ম কদাচ করিতে নাই। হে পরমেষ্ঠিন্! পরকে যে দুঃখ দেওয়া যায়, তাহা নিজেরই হইয়া থাকে। রুদ্র এই কথা কহিয়া তৎকালে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সুরগণ সহ প্রজাপতির যজ্ঞস্থল কনখল তীর্থে গমন করিলেন। রুদ্রদেব সেখানে গিয়া বীরভদ্রের কৃত কার্য্য দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—স্বাহা, স্বধা, পূষা, ধীমান্ ভৃগু ও অন্যান্য ঋষি এবং সমস্ত পিতৃপুরুষ ও অন্যান্য যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরদিগের মধ্যে অনেকে ত্রোটিত ও চূর্ণীকৃত এবং কেহ কেহ সেই রণাঙ্গনে মৃতাবস্থায় পতিত আছেন। ১০—২৬। প্রমথ-পরিবৃত বীরভদ্র তখন শম্ভুকে সমাগত দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎসমীপে অবস্থিত হইলেন। রুদ্রদেব মহাবল বীরভদ্রকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বীর! তুমি এ কি করিয়াছ? হে তাত! যিনি যজ্ঞে এ হেন বিসদৃশ ব্যবস্থা করিয়া তাহার এইরূপ বিষম ফল উৎপাদন করিয়াছেন, সেই দক্ষপ্রজাপতিকে শীঘ্র আনয়ন কর। শঙ্কর এই কথা কহিলে বীরভদ্র সত্বর দক্ষের কবন্ধ আনিয়া শম্ভুর

ক্ষিপৎ ॥ ৩০ ॥ তদোক্তঃ শঙ্করেণৈব বীরভদ্রো মহামনাঃ। শিরঃ কেনাপনীতঞ্চ দক্ষস্যাস্য দুরাত্মনঃ॥ ৩১ ॥ দাস্যামি জীবনং বীর কুটিলস্যাপি চাধুনা। এবমুক্তঃ শঙ্করেণ বীরভদ্রোঽব্রবীৎ পুনঃ॥ ৩২ ॥ ময়া শিরো হুতং চাগ্নৌ তদানীমেব শঙ্কর। অবশিষ্টং শিরঃ শম্ভো পশোশ্চ বিকৃতাননম্॥ ৩৩ ॥ ইতি জ্ঞাত্বা ততো রুদ্রঃ কবন্ধোপরি চাক্ষিপৎ। শিরঃ পশোশ্চ বিকৃতং কূর্চ্চযুক্তং ভয়াবহম্॥ ৩৪ ॥ স দক্ষো জীবিতং লেভে প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। স দৃষ্ট্বাগ্রে তদা রুদ্রং দক্ষো লজ্জাসমন্বিতঃ। তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্॥ ৩৫ ॥ দক্ষ উবাচ। নমামি দেবং বরদং বরেণ্যং নমামি দেবেশবরং সনাতনম্। নমামি দেবাধিপমীশ্বরং হরং নমামি শম্ভুং জগদেকবন্ধুম্॥ ৩৬ ॥ নমামি বিশ্বেশ্বরবিশ্বরূপং সনাতনং ব্রহ্ম নিজাত্মরূপম্। নমামি সর্ব্বং নিজভাবভাবং বরং বরেণ্যং বরদং নতোঽস্মি॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ। দক্ষেণ সংস্তুতো রুদ্রো বভাষে প্রহসন্ হরঃ॥ ৩৮ ॥ হর উবাচ। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ সদা। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ দ্বিজসত্তম॥ ৩৯ ॥ তস্মান্মে জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে প্রিয়াঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ। বিনা জ্ঞানেন মাং প্রাপ্তুং যতন্তে তে হি বালিশাঃ॥ ৪০ ॥ কেবলং কর্ম্মণা ত্বং হি সংসারাত্তর্ত্তুমিচ্ছসি॥ ৪১ ॥ ন বেদৈশ্চ ন দানৈশ্চ ন যজ্ঞৈস্তপসা ক্বচিৎ। ন শক্নুবন্তি মাং প্রাপ্তুং মূঢাঃ কর্ম্মবশা নরাঃ॥ ৪২ ॥ তস্মাজ্‌জ্ঞানপরো ভূত্বা কুরু কর্ম্ম সমাহিতঃ। সুখদুঃখসমো ভূত্বা সুখী ভব নিরন্তরম্॥ ৪৩ ॥ লোমশ উবাচ। উপদিষ্টস্তদা তেন শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা। দক্ষং তত্রৈব সংস্থাপ্য যযৌ রুদ্রঃ স্বপর্ব্বতম্॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মণাপি তথা সর্ব্বে ভৃগ্বাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ। আশ্বাসিতা বোধিতাশ্চ জ্ঞানিনশ্চাভবন্ ক্ষণাৎ॥ ৪৫ ॥ গতঃ পিতামহো ব্রহ্মা ততশ্চ সদনং স্বকম্॥ ৪৬ ॥ দক্ষোঽপি চ স্বয়ং বাক্যাৎ পরং বোধমুপাগতঃ। শিবধ্যানপরো ভূত্বা তপস্তেপে মহামনাঃ॥ ৪৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্যো ভগবাঞ্ছিবঃ॥ ৪৮ ॥ সম্মার্জ্জনঞ্চ কুর্ব্বন্তি নরা যে চ শিবাঙ্গনে। তে বৈ শিবপুরং প্রাপ্য জগদ্বন্দ্যা ভবন্তি চ॥ ৪৯ ॥ যে শিবায় প্রযচ্ছন্তি দর্পণং সুমহাপ্রভম্। ভবিষ্যন্তি শিবস্যাগ্রে পার্ষদত্বেন তে নরাঃ॥ ৫০ ॥

সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন শঙ্কর মহামনা বীরভদ্রকে কহিলেন,—এই দুরাত্মা দক্ষের মস্তক কে অপহরণ করিল? হে বীর! এই দক্ষ কুটিলপ্রকৃতির হইলেও আমি এক্ষণে ইহার জীবন দান করিব। শঙ্কর এই কথা কহিলে বীরভদ্র পুনরায় বলিলেন,—হে শঙ্কর! আমি দক্ষের মস্তক সেই কালেই অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি। হে শম্ভো! এক্ষণে পশুর বিকৃতানন মস্তক অবশিষ্ট আছে। রুদ্র এই ঘটনা জানিয়া দক্ষের কবন্ধোপরি পশুর কূর্চ্চযুক্ত বিকৃত ভীষণ শির যোজনা করিলেন। তখন শঙ্করের প্রসাদে দক্ষ জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রুদ্রকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জিতভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক লোকমঙ্গলকর শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষ কহিলেন,—আমি বরদ, বরেণ্য, দেবেশ, সনাতন শিবকে নমস্কার করি। যিনি দেবাধিপ, ঈশ্বর, হর, জগদেকবন্ধু, শম্ভু, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, সনাতন, স্ব স্ব রূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্ব, নিজভাবে ভাবিত, বরেণ্য ও বরদ, তাঁহার পদে আমি প্রণত হইতেছি। লোমশ কহিলেন,—দক্ষের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—দেখ দক্ষ, এ সংসারে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী লোক সদা আমায় সেবা করে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানিগণই আমার সমধিক প্রিয়পাত্র সন্দেহ নাই। জ্ঞান বিনা যাহারা আমাকে পাইবার জন্য প্রয়াস করে, তাহারা মূর্খ। তুমি কেবল কর্ম্ম দ্বারাই সংসার-সাগর পার হইবার চেষ্টা করিয়াছ। দেখ, কর্ম্মফল-মূঢ় নরেরা কি বেদপাঠ, কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, এ সকলের কোন কিছু দ্বারাই কদাচ আমায় প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব তুমি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সাবধানে কর্ম্ম কর। সুখে দুঃখে তোমার সমভাব হউক, তুমি এইভাবে নিরন্তর সুখী হইয়া থাক। ২৭—৪৩। লোমশ কহিলেন,—পরমেষ্ঠী শম্ভু এইরূপ উপদেশ দিয়া দক্ষকে সেখানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বনিবাস কৈলাসশৈলে প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে আশ্বাসিত ও প্রবোধিত করিলেন; তাহাতে সেই দণ্ডেই তাঁহারা জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পিতামহ স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলেন। দক্ষ সেই হইতে শিববাক্যে পরম বোধ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তদবধি শিবধ্যানে নিরত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবান্ শিবের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যে সকল নর শিব-ভবন সম্মার্জ্জিত করে, তাহারাও শিবপুর প্রাপ্ত হইয়া জগদ্বাসীর বন্দনীয় হইয়া থাকে। যাহারা

চামরাণি প্রযচ্ছন্তি দেবদেবস্য শূলিনঃ। চামরৈ-
র্বীজ্যমানাস্তে ভবিষ্যন্তি জগত্রয়ে॥ ৫১॥ দীপদানং
প্রযচ্ছন্তি মহাদেবালয়ে নরাঃ। তেজস্বিনো ভবি-
ষ্যন্তি তে ত্রৈলোক্যপ্রদীপকাঃ॥ ৫২॥ ধূপং যে বৈ
প্রযচ্ছন্তি শিবায় পরমাত্মনে। যশস্বিনো ভবিষ্যন্তি
উদ্ধরন্তি কুলদ্বয়ম্॥ ৫৩॥ নৈবেদ্যং যে প্রযচ্ছন্তি
ভক্ত্যা হরিহরাগ্রতঃ। সিক্থে সিক্থে ক্রতুফলং
প্রাপ্নুবন্তি হি তে নরাঃ॥ ৫৪॥ ভগ্নং শিবালয়ং যে
চ প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ। প্রাপ্নুবন্তি ফলং তে বৈ
দ্বিগুণং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫॥ নূতনং যে প্রকুর্ব্বন্তি
ইষ্টকৈরশ্মনাপি বা। স্বর্গে হি তে প্রমোদন্তে যাব-
ৎকীর্ত্তি নির্ম্মলম্। যশো ভূমৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাত্র কার্য্যা
বিচারণা॥ ৫৬॥ কারয়ন্তি চ যে বিপ্রাঃ প্রাসাদং বহু-
ভূমিকম্। শিবস্যাথ মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাপ্নুবন্তি পরাং
গতিম্॥ ৫৭॥ শুদ্ধং ধবলিতং যে চ কুর্ব্বন্তি হর-
মন্দিরম্। স্বীয়ং পরকৃতং চাপি তেঽপি যান্তি পরাং
গতিম্॥ ৫৮॥ বিতানং যে প্রযচ্ছন্তি নরাঃ সুকৃতিনো-
ঽপি হি। তারয়ন্তি কুলং কৃৎস্নং শিবলোকং গতাঃ
পুনঃ॥ ৫৯॥ যে চ নাদময়ীং ঘণ্টাং নিবধ্নন্তি শিবা-
লয়ে। তেজস্বিনঃ কীর্ত্তিমন্তো ভবিষ্যন্তি জগত্রয়ে॥
৬০॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং চাপ্যপশ্যতি।
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা সুখং দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে॥
৬১॥ শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো বা শিবায় পরমাত্মনে।
কুল-কোটিং সমুদ্ধৃত্য শিবেন সহ মোদতে॥ ৬২॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। ঐন্দ্রদ্যুম্নেশ্চ
সংবাদং যমস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৬৩॥ পুরা কৃতযুগে
হ্যাসীদিন্দ্রসেনো নরাধিপঃ। প্রতিষ্ঠানাধিপো বীরো
মৃগয়ারসিকঃ সদা॥ ৬৪॥ অব্রহ্মণ্যঃ সদা ক্রূরঃ
কেবলাসুতৃপঃ সদা। পরপ্রাণৈর্নিজপ্রাণান্ পুষ্ণাতি
স খলঃ সদা॥ ৬৫॥ পরস্ত্রীলম্পটোঽত্যন্তং পর-
দ্রব্যেষু লোলুপঃ। ব্রাহ্মণা ঘাতিতাস্তেন সুরাপশ্চ
নিরন্তরম্॥ ৬৬॥ গুরুতল্পগতোঽত্যর্থং সদা সৌবর্ণ-
তস্করঃ। তথাভূতানুগাঃ সর্ব্বে রাজ্ঞস্তস্য দুরাত্মনঃ॥
৬৭॥ এবং বহুবিধং রাজ্যং চকার স দুরাত্মবান্।
ততঃ কালেন মহতা পঞ্চত্বং প্রাপ দুর্ম্মতিঃ॥ ৬৮॥
তদা যাম্যৈশ্চ নীতোঽসাবিন্দ্রসেনো দুরাত্মবান্। যমা-

শিবকে নির্ম্মল দর্পণ দান করে, তাহারা শিবসমীপে
তদীয় পার্ষদ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকে। দেবদেব
শূলপাণিকে যাহারা চামর দান করে, ত্রিজগতে
তাহারা চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকে। মহা-
দেবের আলয়ে যে সকল নর দীপ দান করে,
তাহারা তেজস্বী হইয়া ত্রৈলোক্যের প্রদীপস্বরূপ হয়।
পরমাত্মা শিবকে যাহারা ধূপ দান করে, তাহারা
যশস্বী হইয়া উভয় কুলের উদ্ধার সাধন করে। ভক্তি-
ভরে হরিহরের অগ্রে নৈবেদ্য দান করিলে মানব
পদে পদে ক্রতুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা
ভগ্ন শিবালয় সংস্কার করাইয়া দেয়, তাহারা দ্বিগুণ
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যাহারা ইষ্টক
বা প্রস্তর দ্বারা নূতন শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়,
তাহারা স্বর্গে গিয়া বিহার করে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ!
তাহাদের নির্ম্মল যশ চিরদিন ভূতলে প্রতিভাত
হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ
ব্যক্তি শিবের জন্য বহু-ভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া
দেয়, তাহাদের পরম গতি হইয়া থাকে। যাহারা
নিজের বা পরের নির্ম্মিত শিব-সদন বিলেপনাদি দ্বারা
ধবলিত করিয়া দেয়, তাহাদের পরম গতি হয়। যে
সকল সুকৃতিশালী নর শিবকে বিতান প্রদান করে,
তাহারা কৃৎস্ন কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে প্রয়াণ
করিয়া থাকে। যাহারা শিবালয়ে শব্দময়ী ঘণ্টা বাঁধিয়া
দেয়, ত্রিজগতে তাহারা তেজস্বী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি দিনমানের মধ্যে একবার, দুই-
বার বা তিনবার শিব সন্দর্শন করে, সে, আঢ্য কিম্বা
দরিদ্র যাহাই কেন হউক না, তাহার চিরদুঃখমুক্তি
ঘটিবেই। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মহাত্মা শিবের প্রতি
ভক্তিযুক্ত, সে, কুলকোটি উদ্ধার করিয়া শিবসহ
বিহার করিতে পারে। এ সম্বন্ধে মহাত্মা যম ও ইন্দ্র-
দ্যুম্ননন্দন-ঘটিত একটী প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণরূপে
উল্লিখিত হইয়া থাকে।৪৪—৬৩। পুরাকালে সত্যযুগে
ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা প্রতিষ্ঠানপুরীর অধিপতি
ছিলেন। তিনি বীর, সতত মৃগয়াশীল, অব্রহ্মণ্য, ক্রূর,
নিরন্তর আত্মতৃপ্তি-পরায়ণ ও নিয়ত খলস্বভাব
ছিলেন। ঐ রাজা পরের প্রাণ দ্বারা সর্ব্বদা নিজের
প্রাণ পোষণ করিতেন। তিনি নিতান্তই পরনারীতে
লম্পট ও পরদ্রব্যে লোলুপ ছিলেন। তাঁহার হস্তে
বহু ব্রাহ্মণ নিহত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত সুরাপায়ী
ছিলেন। গুরুতল্প-গমনে তাঁহার ইতস্ততঃ ছিল না
এবং সুবর্ণ অপহরণ করিতেও তিনি ত্রুটী করিতেন
না। সেই দুরাত্মা রাজার যে সকল অনুচর সহচর
ছিল,তাহারাও তাঁহারই ন্যায় দুরাত্মা। ঐ দুর্বৃত্ত
রাজা এইরূপে গর্হিত বৃত্তির আশ্রয় লইয়া বহুদিন
যাবৎ রাজত্ব করে। অবশেষে কালক্রমে সেই দুর্ম্মতি
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যমদূতেরা সেই দুর্বৃত্ত

স্তিকমনুপ্রাপ্তস্তদা রাজা সকল্মষঃ ॥ ৬৯ ॥ যমেন দৃষ্টস্তত্রাসাবিন্দ্রসেনোঽগ্রতঃ স্থিতঃ। অভ্যুত্থানপরো ভূত্বা ননাম শিরসা শিবম্ ॥ ৭০ ॥ দূতান্ সন্তর্জ্জয়ামাস যমো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। পাশৈর্বদ্ধং চেন্দ্রসেনং মুক্ত্বা প্রোবাচ ধর্ম্মরাট্ ॥ ৭১ ॥ গচ্ছ পুণ্যতমান্ লোকান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজন্যসত্তম। যাবদিন্দ্রশ্চ নাকেঽস্তি যাবৎ সূর্য্যো নভস্তলে ॥ ৭২ ॥ পঞ্চভূতানি যাবচ্চ তাবত্ত্বঞ্চ সুখী ভব। সুকৃতী ত্বং মহারাজ শিবভক্তোঽসি নিত্যদা ॥ ৭৩ ॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা ইন্দ্রসেনোঽভ্যভাষত। অহং শিবং ন জানামি মৃগয়ারসিকো হ্যহম্ ॥ ৭৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যমো ভাস্যমভাষত। আহর প্রহরস্বেতি উক্তং চেদং সদা ত্বয়া ॥ ৭৫ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ সদা পূতোঽসি মানদ। তস্মাত্ত্বং গচ্ছ কৈলাসং পর্ব্বতং শঙ্করং প্রতি ॥ ৭৬ ॥ এবং সম্ভাষমাণস্য যমস্য চ মহাত্মনঃ। আগতাঃ শিবদূতাস্তে বৃষারূঢ়া মহাপ্রভাঃ ॥ ৭৭ ॥ নীলকণ্ঠা দশভুজাঃ পঞ্চবক্ত্রাস্ত্রিলোচনাঃ। কপর্দ্দিনঃ কুণ্ডলিনঃ শশাঙ্কাঙ্কিতমৌলয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় যমো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। পূজয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ মহেন্দ্রপ্রতিমাংস্তদা ॥ ৭৯ ॥ ত্বরিতেনৈব তে সর্ব্বে ঊচুর্বৈবস্বতং যমম্। অত্রাগতো মহাভাগ ইন্দ্রসেনোঽমিতদ্যুতিঃ। নাম্নঃ প্রবর্ত্তকো নিত্যং রুদ্রস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৮০ ॥ শ্রুত্বা চ বচনং তেষাং যমেন চ পুরস্কৃতঃ। ইন্দ্রসেনো বিমানস্থঃ প্রেষিতো হি শিবালয়ম্ ॥ ৮১ ॥ আনীতোঽয়ং তদা তৈশ্চ পার্ষদপ্রবরোত্তমৈঃ। শম্ভুনা হি তদা দৃষ্ট ইন্দ্রসেনোঽমিতদ্যুতিঃ ॥ ৮২ ॥ অভ্যুত্থায়াগতো রুদ্রঃ পরিষজ্য তদা নৃপম্। অর্দ্ধাসনগতং কৃত্বা ইন্দ্রসেনং ততোঽব্রবীৎ ॥ ৮৩ ॥ কিং দাতব্যং নৃপশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছামি তবেপ্সিতম্। ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মহেশস্য তদা নৃপঃ। আনন্দাশ্রুকণান্ মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৮৪ ॥ তদা কৃতো মহেশেন পার্ষদো হি মহাত্মনা। চণ্ডো নাম্না চ বিখ্যাতো মুণ্ডস্য চ সখা প্রিয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ নামোচ্চারণমাত্রেণ রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ। সিদ্ধিং প্রাপ্তো হি পাপিষ্ঠ ইন্দ্রসেনো নরাধিপঃ ॥ ৮৬ ॥ হরে হরেতি বৈ নাম্না শম্ভোশ্চক্রধরস্য চ। রক্ষিতা বহবো মর্ত্ত্যাঃ শিবেন পরমাত্মনা ॥ ৮৭ ॥ মহেশান্নাপরো দেবো

রাজা ইন্দ্রসেনকে যমপুরে লইয়া গেল। পাপী ইন্দ্রসেন যমের সম্মুখে নীত হইল। যম তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মধারীদিগের বরেণ্য যম অভ্যুত্থানপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা শিবকে নমস্কার এবং স্বীয় দূতগণকে ভর্ৎসনা করিলেন। ধর্ম্মরাজ তখন স্বয়ং ইন্দ্রসেনকে পাশমুক্ত করিয়া কহিলেন,—হে রাজন্! যাও তুমি গিয়া পুণ্যতম লোকসকল ভোগ কর। যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন এবং যাবৎকাল পঞ্চভূত বিরাজ করিবে, ততকাল তুমি সুখী হইয়া অবস্থান কর, হে মহারাজ! তুমি নিত্য শিবভক্ত সুকৃতিশালী পুরুষ। যমের কথা শুনিয়া ইন্দ্রসেন কহিলেন,—শিব কে, তাহা আমি জানি না; আমি সততই মৃগয়াশীল ছিলাম। যম তাঁহার কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তুমি তোমার রাজত্বকালে সর্ব্বদা 'আহর, প্রহর,' প্রভৃতি শব্দ করিতে; অর্থাৎ ঐ সকল শব্দে অংশতঃ তোমার মুখে হর নাম উচ্চারিত হইত; সেইজন্য তুমি পূত হইয়াছ, অতএব হে মানদ! কৈলাস-শৈলে শঙ্করসমীপে গমন কর। মহাত্মা যম এইরূপ আলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে শিবদূতগণ সমাগত হইলেন। ঐ দূতগণ সকলেই বৃষারূঢ়, মহাপ্রভ, নীলকণ্ঠ, দশভুজ, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, কপর্দ্দী, কুণ্ডলী ও সকলেই চন্দ্রাঙ্কিতমৌলি। ধর্ম্মধারীদিগের বরেণ্য যম সেই মহেন্দ্রপ্রতিম শিবদূতগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে সত্বর সূর্য্যনন্দন যমকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! যিনি নিত্য নিত্য মহাত্মা রুদ্রের নাম কীর্ত্তন করিতেন, সেই অমিতদ্যুতি মহাত্মা ইন্দ্রসেন এখানে আসিয়াছেন কি? অনন্তর তাঁহাদের কথা শুনিয়া যম সেই ইন্দ্রসেনকে পুরস্কৃত করিয়া বিমানযোগে শিব-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। শম্ভুর প্রধান প্রধান পারিষদ্‌গণ যখন সেই অমিতপ্রভ ইন্দ্রসেনকে আনয়ন করিলেন, তখন শম্ভু তাঁহাকে দেখিবামাত্র অভ্যুত্থান ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধাসনে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে নৃপবর! তোমায় আমি কোন্ ইষ্টবস্তু প্রদান করিব বল? সেই রাজা মহেশের এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রুকণা মোচনকরত প্রেমভরে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন মহাত্মা মহেশ তাঁহাকে স্বীয় পার্ষদমধ্যে পরিগণিত করিলেন। তিনি চণ্ড নাম ধারণপূর্ব্বক মুণ্ডের প্রিয় সখারূপে বিখ্যাত হইলেন। এইরূপে পাপাত্মা রাজা ইন্দ্রসেন পরমাত্মা রুদ্রের নামোচ্চারণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ৬৪—৮৬। এ কথা নিশ্চিতই যে, হে হর! হে হরে! শম্ভু ও চক্রধরের এই দুই নাম উচ্চারণ করিলে

ভূতে ভুবনত্রয়ে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ৮৮ ॥ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি জলৈর্বা বিমলৈঃ সদা। করবীরৈঃ পূজ্যমানঃ শঙ্করো বরদো ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ করবীরাদ্দশগুণমর্কপুষ্পং বিশিষ্যতে। বিভূত্যাদিকৃতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৯০ ॥ শিবস্যাঙ্গনলগ্না যা তস্মাত্তাং ধারয়েৎ সদা। তত্ত্রিপুণ্ড্রে যৎ পুণ্যং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯১ ॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ। স্তেনঃ কোঽপি মহাপাপো ঘাতিতো রাজদূতকৈঃ ॥ ৯২ ॥ তং খাদিতুং সমায়াতঃ শ্বা শিরস্যুপরি স্থিতঃ। নখান্তরালসংলগ্না রক্ষা তস্যৈব পাপিনঃ ॥ ৯৩ ॥ ললাটে পতিতা তস্য ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমুদ্রয়া। চৈতন্যেন বিনা তস্য দেহমাত্রৈকলগ্নয়া ॥ ৯৪ ॥ কৈলাসং তস্করো নীতো রুদ্রদূতৈস্ততস্তদা। বিভূতের্মহিমানস্তু কো বিশেষবিতুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥ বিভূত্যা মণ্ডিতাঙ্গানাং নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। মুখে পঞ্চাক্ষরো যেষাং রুদ্রাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ জটাকলাপিনো যে চ যে রুদ্রাক্ষবিভূষণাঃ। তে বৈ মনুষ্যরূপেণ রুদ্রা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মাৎ সদাশিবঃ পুম্ভিঃ পূজনীয়ো হি নিত্যশঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়ং সন্ধ্যা বিশিষ্যতে ॥ ৯৮ ॥ প্রাতস্তু দর্শনাচ্ছম্ভোর্নৈশমেনো ব্যপোহতি। মধ্যাহ্নে দর্শনাচ্ছম্ভোঃ সপ্তজন্মার্জ্জিতং নৃণাম্। পাপং প্রণাশমায়াতি নিশায়াং নৈব গণ্যতে ॥ ৯৯ ॥ শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম মহাপাপপ্রণাশনম্। যেষাং মুখোদ্গতং নৃণাং তৈরিদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১০০ ॥ শিবাঙ্গনে তু যা ভেরী স্থাপিতা পুণ্যকর্ম্মভিঃ। তস্যা নাদেন পূতা বৈ যে চ পাপরতা জনাঃ। পাষণ্ডিনোঽপ্যসদ্বাদাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১০১ ॥ পশোর্যস্য চ সম্বদ্ধা চর্ম্মণা চ শিবালয়ে। নৃভির্যা স্থাপিতা ভেরী মৃদঙ্গমুরজাদি চ। স পশুঃ শিবসান্নিধ্যমাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥ তস্মাত্ততঞ্চ বিততং ঘনং সুষিরমেব চ। চামরাণি মহার্হাণি মঞ্চকাঃ শয়নানি চ ॥ ১০৩ ॥ গাথাশ্চ ইতিহাসাশ্চ গায়নঞ্চ যথাবিধি। বহুরূপাদিকং শম্ভোঃ প্রিয়াণ্যেতানি কল্পয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ কল্পয়িত্বা চ গচ্ছন্তি শিবলোকং হি পাপিনঃ। সুধ-

---

পরমাত্মা শিব বহু মানবের রক্ষাকর্ত্তা হন। এই ত্রিভুবনে মহেশ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ দেব দখি নো। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে একমাত্র সদাশিবই পূজনীয়। পত্র, পুষ্প, ফল, বিমল জল ও করবীর দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিলে তিনি বরপ্রদ হইয়া থাকেন। করবীর হইতে অর্কপুষ্প দশগুণ অধিক ফলজনক। এই চরাচর সমস্ত জগৎ শিববিভূতি হইতে নির্ম্মিত। ঐ বিভূতি শিবের অঙ্গ-লগ্ন; সুতরাং উহা সর্ব্বদা ধারণীয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ বিভূতি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা শ্রবণ করুন। বলিতে কি, ঐরূপ ত্রিপুণ্ড্র-ধারণে সর্ব্বপাপ অপগত ও পুণ্য উপচিত হইয়া থাকে। শ্রবণ করুন,—একদা এক অতি বড় পাপাত্মা তস্কর রাজরক্ষি-গণের হস্তে নিহত হয়। ঐ নিহত তস্করকে ভক্ষণ করিবার জন্য একটা কুকুর তাহার মস্তকোপরি আরোহণ করে। তখন সেই কুকুরের নখান্তর-লগ্ন ধূলিরেখা সেই পাপীর ললাটে ত্রিপুণ্ড্রাকারে পতিত হয়। তস্করের চৈতন্য ছিল না। কুকুর-পদের ধূলিরেখা তাহার অচেতন দেহে ত্রিপুণ্ড্রের ন্যায় সংলগ্ন হইয়াছিল মাত্র। তাহাতেই সেই তস্কর রুদ্র-দূতগণ কর্ত্তৃক তৎকালে কৈলাসে নীত হইল। অতএব বিভূতির যে কি তাহা বিশেষ করিয়া কে বলিতে পারে? যে পুণ্যকর্ম্মা মানবের অঙ্গ বিভূতিমণ্ডিত এবং মুখে পঞ্চাক্ষর উচ্চারিত, তাঁহারা সাক্ষাৎ রুদ্র; এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যাঁহারা জটাজূটধারী, ও রুদ্রাক্ষশোভী, তাঁহারা সাক্ষাৎ মনুষ্যরূপী রুদ্র। এ বিষয়ে সংশয় কিছুই নাই। অতএব সদাশিব নিয়তই নরগণের পূজনীয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, এবং সায়াহ্ন, এই ত্রিবিধকাল শিবদর্শনে প্রশস্ত। প্রাতঃকালে শিবদর্শনে নৈশ পাপ নিরাকৃত হয়, মধ্যাহ্নে দর্শনে সপ্ত-জন্মার্জ্জিত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়, আর নিশামুখে শিবদর্শনে পাপ বলিয়া কোন কিছু গণ্য হইতেই পারে না। 'শিব' এই দ্ব্যক্ষর নাম মহাপাপের বিনাশক। ঐ নাম যাহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হয়, এ জগৎ তাহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল পুণ্যকর্ম্মা মানব শিবাঙ্গনে ভেরী স্থাপন করেন, সেই ভেরীর নাদে পূত হইয়া ও কত পাপিষ্ঠ, পাষণ্ডী, অসদ্বক্তা নরগণ পরম গতি লাভ করে। ৮৭—১০১। যে পশুর চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র শিবালয়ে স্থাপন করা হয়, নিশ্চয়, সেই পশুও শিব-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তত, বিতত, ঘন, শুষির, মহার্হ চামর, শয়নমঞ্চ, গাথা, ইতিহাস এবং বিবিধ গীতি, এ সকল যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে শম্ভুর প্রীতিকর হয়। অতএব এ সমস্ত কল্পনা করা একান্তই কর্ত্তব্য। যাহারা এই সকল কল্পনা করে,

র্যান্তি মহাত্মানঃ শিবপূজাবিশারদাঃ ॥ ১০৫ ॥ গুরো-র্মুখাচ্চ সম্প্রাপ্ত-শিবপূজারতাশ্চ যে। শিবরূপেণ যে বিশ্বং পশ্যন্তি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১০৬ ॥ সম্যক্ বুদ্ধ্যা সমাচারা বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে তথা নরাঃ ॥ ১০৭ ॥ শ্বপচোঽপি বরিষ্ঠঃ স শম্ভোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ। শম্ভুনাধিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১০৮। তস্মাৎ সর্ব্বং শিবময়ং জ্ঞাতব্যং সুবিশেষতঃ। বেদৈঃ পুরাণৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ তথোপনিষদৈরপি ॥ ১০৯ ॥ আগমৈর্বিবিধৈঃ শম্ভুর্জ্ঞাতব্যো নাত্র সংশয়ঃ। নিষ্কামৈশ্চ সকামৈশ্চ পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ১১০ ॥ লোমশ উবাচ। কথ-য়ামি পুরাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্। নন্দী নাম পুরা বৈশ্যো হ্যবন্তীপুরমাবসৎ ॥ ১১১ ॥ শিবধ্যানপরো ভূত্বা শিবপূজাং চকার সঃ। নিত্যং তপোবনস্থং হি লিঙ্গমেকং সমর্চ্চয়ৎ ॥ ১১২ ॥ উষস্যুষসি চোত্থায় প্রত্যহং শিববল্লভঃ। নন্দী লিঙ্গার্চ্চনরতো বভূবাতি-শয়েন হি ॥ ১১৩ ॥ লিঙ্গং পঞ্চামৃতেনৈব যথোক্তে-নাভ্যষেচয়ৎ। বিপ্রৈঃ সমাবৃতো নিত্যং বেদবেদাঙ্গ-পারগৈঃ ॥ ১১৪ ॥ যথাশাস্ত্রেণ বিধিনা লিঙ্গার্চ্চন-পরোঽভবৎ। স্নাপয়িত্বা ততঃ পুষ্পৈর্নানাশ্চর্য্যসম-ন্বিতৈঃ ॥ ১১৫ ॥ মুক্তাফলৈরিন্দ্রনীলৈর্গোমেদৈশ্চ নিরন্তরম্। বৈদূর্য্যৈশ্চৈব নীলৈশ্চ মাণিক্যৈশ্চ তথার্চ্চয়ৎ ॥ ১১৬ ॥ এবং নন্দী মহাভাগো বহু-ন্যব্দানি চার্চ্চয়ৎ। বিজনস্থং তদা লিঙ্গং নানাভোগ-সমন্বিতম্ ॥ ১১৭ ॥ একদা মৃগয়াসক্তঃ কিরাতো ভূতহিংসকঃ। অবিবেকপরো ভূত্বা মৃগয়ারসিকঃ সদা ॥ ১১৮ ॥ পাপী পাপসমাচারো বিচরন্ গিরি-কন্দরে। অনেকশ্বাপদাকীর্ণে হন্যমান ইতস্ততঃ ॥ ১১৯ ॥ এবং বিচরমাণোঽসৌ কিরাতো ভূত-হিংসকঃ। যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র যত্র লিঙ্গং সুপূজিতম্ ॥ ১২০ ॥ উদকং বীক্ষ্যমাণোঽসৌ তৃষয়া পীড়িতো ভৃশম্। ততো বনে সরঃ শীঘ্রং দৃষ্ট্বা তোয়ে সমা-বিশৎ ॥ ১২১ ॥ তীরে সংস্থাপ্য দুষ্টাত্মা তৎসর্ব্বং মৃগয়াদিকম্। গণ্ডূষোৎসর্জ্জনং কৃত্বা পীত্বা তোয়ঞ্চ নির্গতঃ ॥ ১২২ ॥ শিবালয়ং দদর্শাগ্রে অনেকাশ্চর্য্য-মণ্ডিতম্। দৃষ্টং সুপূজিতং লিঙ্গং নানারত্নৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৩ ॥ তথা লিঙ্গং সমালক্ষ্য যদা পূজাং সমাহরৎ। রত্নানি সর্ব্বভূতানি বিধূতানি ইতস্ততঃ ॥

তাহারা পাপিষ্ঠ হইলেও শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যাঁহারা শিবপূজায় অভিজ্ঞ, গুরুর মুখ হইতে যাঁহারা শিবপূজা-পদ্ধতি অবগত হইয়া পূজা-কার্য্যে নিরত, যে সকল কৃতনিশ্চয় পুরুষ সমস্ত বিশ্বই শিবরূপে দর্শন করেন এবং যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সদা-চার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিপালক, সেই সকল নর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য যে কোন জাতিই হউন, তাঁহারাই প্রকৃত সুধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা। অধিক কি, শিবপূজক শ্বপচ ব্যক্তিও বরিষ্ঠ ও শম্ভু-প্রিয়। এই চরাচর জগৎ সকলই শিবাধিষ্ঠিত; সুতরাং সমস্তই শিবময় বলিয়া জ্ঞাতব্য। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ ও বিবিধ আগম-বাক্যে একমাত্র শম্ভুই জ্ঞাতব্য। এ সম্বন্ধে সংশয় কিছুই নাই। নিষ্কাম কিম্বা সকাম, সকল ব্যক্তিরই সতত শিবার্চ্চনা বিধেয়। লোমশ কহিলেন,—আমি এই স্থানে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে অবন্তী-পুরে নন্দী নামে এক বৈশ্য বাস করিত। সে সর্ব্বদা শিবধ্যানে নিরত হইয়া শিবপূজায় নিবিষ্ট থাকিত। তাহার তপোবনে এক শিব-লিঙ্গ ছিল। সে নিত্যই সেই লিঙ্গার্চ্চনা করিত। ঐ শিববল্লভ বৈশ্য প্রত্যহ প্রতি উষায় উত্থিত হইয়া লিঙ্গার্চ্চনায় একান্ত নিবিষ্ট হইত। সে নিয়ত বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি লিঙ্গাভিষেক করিত এবং যথাশাস্ত্র লিঙ্গার্চ্চনায় নিরত হইত। অনন্তর শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া ঐ বৈশ্য নানাবিধ পুষ্প, মুক্তাফল, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, নীলকান্ত ও মাণিক্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিত। মহাভাগ নন্দী এইরূপে বহুবর্ষ যাবৎ সেই বিজনস্থ শিবলিঙ্গকে বিবিধ ভোগ দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একদা এক মৃগয়াসক্ত ব্যাধ সেই লিঙ্গপূজাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ ব্যাধ নিয়ত প্রাণি-হিংসক, অবিবেক-পর, ও সর্ব্বদাই পাপাচার। সে বহু শ্বাপদ-সমাকীর্ণ গিরি-কন্দরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বহু প্রাণীর হত্যা করিতে করিতে ঐ স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল। ব্যাধ তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াছিল। সে সেই বনমধ্যস্থ সরোবরের জল দেখিয়া শীঘ্র তাহাতে প্রবেশ করিল। ঐ দুষ্টাত্মা তাহার সমস্ত মৃগয়াসামগ্রী সরোবরের তীরে রাখিল এবং জলমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া গণ্ডূষ পরিত্যাগপূর্ব্বক জলপানান্তে তথা হইতে উত্তীর্ণ হইল। ১০২—১২২। তীরে উঠিয়াই সম্মুখে এক আশ্চর্য্যময় শিবালয় সন্দর্শন করিল। সে দেখিল, পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নানা রত্নের উপহার দিয়া কে যেন শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছে। ব্যাধ

১২৪॥ স্নপনং তস্য লিঙ্গস্য কৃতং গণ্ডূষবারিণা। করেণৈকেন পূজার্থং বিল্বপত্রাণি সোঽর্পয়ৎ॥ ১২৫॥ দ্বিতীয়েন করেণৈব মৃগমাংসং সমর্পয়ৎ। দণ্ডপ্রণাম-সংযুক্তঃ সঙ্কল্পং মনসাকরোৎ॥ ১২৬॥ অদ্যপ্রভৃতি পূজাং বৈ করিষ্যামি প্রযত্নতঃ। ত্বং মে স্বামী চ ভক্তোঽহমদ্যপ্রভৃতি শঙ্কর॥ ১২৭॥ এবং নৈয়মিকো ভূত্বা কিরাতো গৃহমাগতঃ। নন্দী দদর্শ তৎ সর্ব্বং কিরাতেন ইতস্ততঃ॥ ১২৮॥ চিন্তাযুক্তোঽভবন্নন্দী জাতং কিং ছিদ্রং মদা মে। কথিতানি চ বিঘ্নানি শিবপূজারতস্য চ। উপস্থিতানি তান্যেব মম ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ॥ ১২৯॥ এবং বিমৃশ্য সুচিরং প্রক্ষাল্য শিবমন্দিরম্। যথাগতেন মার্গেণ নন্দী স্বগৃহমাগতঃ॥ ১৩০॥ ততো নন্দিনমাগত্য পুরোধা গতমানসম্। অব্রবীদ্বচনং তস্য কস্মাত্ত্বং গতমানসঃ॥ ১৩১॥ পুরোহিতং প্রতি তদা নন্দী বচনমব্রবীৎ॥ ১৩২॥ অদ্য দৃষ্টং ময়া বিপ্র অমেধ্যং শিবসন্নিধৌ। কেনেদং কারিতং তত্র ন জানামি কথঞ্চন॥ ১৩৩॥ ততঃ পুরোধা বচনং নন্দিনং চাব্রবীত্তদা। যেন বিস্খলিতং তত্র রত্নাদীনাং প্রপূজনম্। সোঽপি মূঢ়ো ন সন্দেহঃ কার্য্যাকার্য্যেষু মন্দধীঃ॥ ১৩৪॥ তস্মাচ্চিন্তা ন কর্ত্তব্যা ত্বয়া অণুরপি প্রভো। প্রভাতে চ ময়া সার্দ্ধং গম্যতাং তচ্ছিবালয়ম্॥ ১৩৫॥ নিরীক্ষণার্থং দুষ্টস্য তৎ কার্য্যং বিদধাম্যহম্। এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নন্দী তস্য পুরোধসঃ। আস্থিতঃ স্বগৃহে নক্তং দূয়মানেন চেতসা॥ ১৩৬॥ তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামাহূয় চ পুরোধসম্॥ ১৩৭॥ গতঃ শিবালয়ং নন্দী সমং তেন মহাত্মনা। ততো দৃষ্টং পূর্ব্বদিনে কৃতং তেন দুরাত্মনা॥ ১৩৮॥ সম্যক্ প্রপূজনং কৃত্বা নানারত্নপরিচ্ছদম্। পঞ্চোপচারসংযুক্তং চৈকাদশগুণান্বিতং তথা॥ ১৩৯॥ অনেকস্তুতিভিঃ স্তুত্বা গিরিশং ব্রাহ্মণৈঃ সহ। তদা যামদ্বয়ং জাতং স্তুয়মানস্য নন্দিনঃ॥ ১৪০॥ আয়াতো হি মহাকালস্তথারূপো মহাবলঃ। কালরূপো মহারৌদ্রো ধনুষ্পাণিঃ প্রতাপবান্॥ ১৪১॥ তং দৃষ্ট্বা ভয়বিত্রস্তো নন্দী স বিললাপ হ। পুরোধা-

তদ্দর্শনে লিঙ্গপূজার আয়োজন করিল। সে ঐ সময় তত্রত্য উপহারীকৃত রত্ননিচয় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিল। অতঃপর সে নিজে লিঙ্গপূজায় প্রবৃত্ত হইল। ব্যাধ তাহার গণ্ডূষ-বারি দ্বারা সেই লিঙ্গের স্নপন করিল। এক হস্তে রাশি রাশি বিল্বপত্র অর্পণ করিতে লাগিল এবং অন্য হস্ত দ্বারা মৃগমাংস অর্পণ করিল। এইরূপে পূজা করিয়া সে শিবলিঙ্গসমীপে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া কহিল,—আমি অদ্য হইতে সযত্নে শিবপূজা করিব। হে শঙ্কর! অদ্য হইতে তুমি আমার স্বামী এবং আমি তোমার ভক্ত। সেই কিরাত এই প্রকার নিয়ম করিয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিল। কিরাত যেভাবে পূজা করিয়া আসিল, নন্দী আসিয়া সে সকলই প্রত্যক্ষ করিল। তখন নন্দী চিন্তা করিতে লাগিল,—এ কি হইল? আমার শিবপূজায় কি কোন ছিদ্র হইয়াছে? কথিত আছে, শিবপূজায় নিবিষ্ট ব্যক্তির বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সেই সকল বিঘ্নই কি এখন উপস্থিত হইল? নন্দী এইরূপে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবমন্দির প্রক্ষালনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পথে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর নন্দীর পুরোহিত নন্দীকে উন্মনা দেখিয়া কহিলেন,—কেন তুমি এরূপ বিমনস্ক হইয়াছ? নন্দী পুরোহিতকে বলিল,—হে বিপ্র! অদ্য আমি শিব-সান্নিধানে অমেধ্য বস্তু দেখিয়াছি; কে যে এই কার্য্য করিল, তাহা আমি কিছুই জানি না। তখন পুরোহিত নন্দীকে বলিলেন,—তুমি রত্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া আসিয়াছ; ঐ সকল পূজাদ্রব্য, যে ব্যক্তি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, সে মূঢ়, সন্দেহ নাই। কার্য্যাকার্য্যে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব হে প্রভো! তুমি এ সম্বন্ধে অণুমাত্র চিন্তা করিও না। রাত্রি প্রভাতে তুমি সেই দুষ্টের কৃত কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য আমার সহিত শিবালয়ে গমন করিবে। তার পর যেরূপ হয়, আমি তাহার বিধান করিব। নন্দী পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া ভগ্নমনে স্বীয় গৃহে রাত্রি যাপন করিল। ১২৩—১৩৬। রাত্রি প্রভাতে পুরোধাকে ডাকিয়া তৎসহ পুনরায় শিবালয়ে গমন করিল। তৎপূর্ব্ব দিনে দুরাত্মা ব্যাধ যাহা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইল। অনন্তর নন্দী নানা রত্নের উপহার দিয়া একাদশবিধ অভিষেক সহকারে পঞ্চোপচারে সম্যক্ শিবপূজা সমাধা করিল এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত গিরিশকে নানা প্রকার স্তুতিনতি করিল। এদিন নন্দীর স্তবে প্রায় দুই প্রহর কাল কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে এক মহাকালরূপী মহাবল ভীষণ পুরুষ ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই দিকে আসিতে লাগিল।

শৈচব সহসা ভয়ভীতস্তদাভবৎ ॥ ১৪২ ॥ কিরাতেন কৃতং তত্র যথাপূর্ব্বমবিস্খলম্। তাং পূজাং প্রপদাহত্য বিল্বপত্রং সমর্পয়ৎ ॥ ১৪৩॥ স্নপনং তস্য কৃত্বা চ ততো গণ্ডূষবারিণা। নৈবেদ্যং তৎ পলং চৈব কিরাতঃ শিবমর্পয়ৎ ॥ ১৪৪ ॥ দণ্ডবৎ পতিতো ভূমাবুত্থায় স্বগৃহং গতঃ। তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং চিন্তয়ামাস বৈ চিরম্ ॥ ১৪৫ ॥ পুরোধসা সহ তদা নন্দী ব্যাকুলচেতসা। তেন চাকারিতা বিপ্রা বহবো বেদবাদিনঃ ॥ ১৪৬ ॥ নিবেদ্য তেষু তৎ সর্ব্বং কিরাতেন চ যৎ কৃতম্। কিং কার্য্যমথ ভো বিপ্রাঃ কথ্যতাঞ্চ যথাতথম্ ॥ ১৪৭ ॥ সম্প্রধার্য্য ততঃ সর্ব্বে মিলিত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ। উচুঃ সর্ব্বে তদা বিপ্রা নন্দিনং চাতিশঙ্কিনম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইদং বিঘ্নং সমুৎপন্নং দুর্নিবার্য্যং সুরৈরপি। তস্মাদানয় লিঙ্গং ত্বং স্বগৃহং বৈশ্যসত্তম ॥ ১৪৯ ॥ তথেতি মত্বাসৌ নন্দী শিবস্যোৎপাটনং তদা। কৃত্বা স্বগৃহমানীয় প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি ॥ ১৫০ ॥ সুবর্ণপীঠিকাং কৃত্বা নবরত্নসুশোভিতাম্। উপচারৈরনেকৈশ্চ পূজয়ামাস বৈ তদা ॥ ১৫১ ॥ অথাপরেদ্যুরায়াতঃ কিরাতঃ শিবমন্দিরম্। যাবদ্বিলোকয়ামাস লিঙ্গমৈশং ন দৃষ্টবান্ ॥ ১৫২ ॥ মৌনং বিহায় সহসা হ্যাক্রোশন্নিদমব্রবীৎ। হে শম্ভো ক্ব গতোঽসি ত্বং দর্শয়াত্মানমদ্য বৈ ॥ ১৫৩ ॥ ন দৃষ্টোঽসি ময়া ত্বং হি ত্যজাম্যদ্য কলেবরম্। হে শম্ভো হে জগন্নাথ ত্রিপুরান্তকর প্রভো ॥ ১৫৪ ॥ হে রুদ্র হে মহাদেব দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥ ১৫৫ ॥ এবং সাক্ষেপমধুরৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্তঃ সদাশিবঃ। কিরাতেন ততো বরঙ্গৈর্বীরোঽসৌ জঠরং স্বকম্ ॥ ১৫৬ ॥ বিভেদাশু ততো বাহুনাস্ফোটৈয়ব রুষাব্রবীৎ। হে শম্ভো দর্শয়াত্মানং কুতো মাং ত্যজ্য যাস্যসি ॥ ১৫৭ ॥ ইতি ক্ষিপ্ত্বা ততোঽস্ত্রাণি মাংসমুৎকৃত্য সর্ব্বতঃ। তস্মিন্ গর্ত্তে করেণৈব কিরাতঃ সহসাক্ষিপৎ ॥ ১৫৮ ॥ স্বস্থং চ হৃদয়ং কৃত্বা সরো তৎসরসি প্লবম্। তথৈব জলমানীয় বিল্বপত্রং ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ পূজয়িত্বা যথান্যায়ং দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ১৬০ ॥ ধ্যানস্থিতস্ততস্তত্র কিরাতঃ শিবসন্নিধৌ। প্রাদুর্ভূতস্তদা রুদ্রঃ

তদ্দর্শনে নন্দী ভীতিবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং পুরোহিতও ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিরাত পূর্ব্ব দিন যাহা করিয়াছিল, এ দিনও অস্খলিতভাবে তাহাই করিল। নন্দী যে সকল সামগ্রী দিয়া পূজা করিয়াছিল, তাহা সে পদাগ্র দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজে লিঙ্গোপরি বিল্বপত্র দান করিতে লাগিল। অনন্তর গণ্ডূষবারি দ্বারা স্নান করাইয়া সেই কিরাত মাংস দ্বারা শিবকে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিল। অনন্তর দণ্ডবৎ পতিত ও ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থিত হইল। নন্দী পুরোহিতের সহিত ব্যাকুলচিত্তে সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বহুকাল চিন্তা করিল এবং পরক্ষণে বহু বেদবাদী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিল। অনন্তর তাঁহাদের নিকট কিরাত-কৃত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়া নন্দী কহিল,—হে বিপ্রগণ! আমি এক্ষণে কি করিব? তাহা আপনারা যথাযথ বলিয়া দিন। এই কথার পর ব্রাহ্মণেরা সকলে মিলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্ত নন্দীকে কহিলেন,—এই যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, সুরগণও ইহা নিবারণ করিতে অক্ষম। অতএব হে বৈশ্যসত্তম! তুমি স্বীয় গৃহে লিঙ্গ আনয়ন কর। নন্দী তাঁহাদের ঐ আদেশই শিরোধার্য্য করিয়া শিবলিঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক স্বগৃহে আনিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি নবরত্ন-মণ্ডিত সুবর্ণপীঠিকা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং অনেক উপচার দ্বারা তৎকালে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর পরদিন সেই কিরাত যথাসময়ে শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মন্দিরমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই শৈব লিঙ্গ আর দেখিতে পাইল না। তখন সে সহসা মৌনভাব পরিত্যাগ করিল এবং কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া কহিল,—হে শম্ভো! তুমি কোথায় গিয়াছ? অদ্য আমায় দর্শন দান কর। আমি যদি অদ্য তোমায় না দেখিতে পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ কলেবর পরিত্যাগ করিব। হে শম্ভো! হে জগন্নাথ! হে ত্রিপুরান্তক! হে রুদ্র! হে মহাদেব! তুমি নিজেই নিজেকে দেখাইয়া দাও। ১৩৭—১৫৫। এইরূপ আক্ষেপ-মধুর বাক্য বলিয়া সেই কিরাত সদাশিবকে দর্শনদানে উত্তেজিত করিতে লাগিল। অতঃপর উদ্দাম অনুরাগভরে বীর ব্যাধ স্বীয় জঠর ভেদ করিল এবং ক্রোধের সহিত বাহ্বাস্ফোটন করিয়া কহিল,—হে শম্ভো! তুমি তোমার স্বরূপ প্রদর্শন করাও। আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? এই বলিয়া কিরাত স্বীয় অন্ত্রমাংস কর্ত্তন করিয়া হস্ত দ্বারা সহসা সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল এবং স্বীয় হৃদয় সুস্থ করিয়া তত্রত্য সরোবরে স্নান করিল। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যগ্রভাবে বিল্বপত্র ও জল আনয়ন

প্রমথৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১ ॥ কর্পূরগৌরো দ্যুতিমান্ কপর্দী চন্দ্রশেখরঃ। তং গৃহীত্বা করে রুদ্র উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ১৬২ ॥ ভো ভো বীর মহাপ্রাজ্ঞ মদ্ভক্তোঽসি মহামতে। বরং বৃণীষ্বাত্মহিতং যত্তেঽভিলষিতং মহৎ ॥ ১৬৩ ॥ এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ মহাকালো মুদান্বিতঃ। পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ১৬৪ ॥ ততো রুদ্রং বভাষে স বরং সম্প্রার্থয়ামাহম্। অহং দাসোঽস্মি তে রুদ্র ত্বং মে স্বামী ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥ এতদ্বুদ্ধাত্মনো ভক্তিং দেহি জন্মনি জন্মনি। ত্বং মাতা চ পিতা ত্বঞ্চ ত্বং বন্ধুশ্চ সখা হি মে ॥ ১৬৬ ॥ ত্বং গুরুস্ত্বং মহামন্ত্রো মন্ত্রবেদ্যোঽসি সর্ব্বদা। তস্মাত্ত্বদপরং নাস্ত্যত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ১৬৭ ॥ নিষ্কামং বাক্যমাকর্ণ্য কিরাতস্য তদা ভবঃ। দদৌ পার্ষদমুখ্যত্বং দ্বারপালত্বমেব চ ॥ ১৬৯ ॥ তদা ডমরুনাদেন নাদিতং ভুবনত্রয়ম্। ভেরীভাঙ্কারশব্দেন শঙ্খানাং নিনদেন চ ॥ ১৬৯ ॥ তদা দুন্দুভয়ো নেদুঃ পটহাশ্চ

করিয়া যথাযথ অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল। অনন্তর কিরাত শিব সন্নিধানে ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই সময় প্রমথ-পরিবৃত রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার আকার কর্পূরবৎ গৌরবর্ণ ও প্রভাসমন্বিত; তিনি কপর্দ্দী চন্দ্রশেখর-রূপে বিরাজিত। এবম্ভূত রুদ্র সেই কিরাতকে কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহামতে! মহাপ্রাজ্ঞ, বীর! তুমিই আমার ভক্ত, অতএব তোমার যাহা মনোভীষ্ট বর, তাহা তুমি বরণ কর। রুদ্র এই কথা কহিলে মহাকালরূপী ব্যাধ মুদান্বিত ও পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল। অনন্তর রুদ্রদেবকে সে বলিল,—হে প্রভো! আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। হে রুদ্র! আমি আপনার দাস আর আপনি আমার প্রভু; এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আপনি ইহা বুঝিয়া জন্মে জন্মে আমার যাহাতে আপনার প্রতি ভক্তি হইতে পারে, আমাকে সেইরূপই বর প্রদান করুন। হে দেব! তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি মন্ত্র-বেদ্য এবং তুমি মহামন্ত্র। তোমা হইতে অন্য আর কিছুই ত্রিভুবনে নাই। ভগবান্ ভব কিরাতের ঈদৃশ নিষ্কাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বীর প্রধান পার্ষদ ও দ্বারপালের পদ প্রদান করিলেন। তখন ডমরুনাদে, ভেরীর ঝঙ্কার রবে ও শঙ্খনাদে ত্রিভুবন নিনাদিত হইয়া উঠিল। ঐ সময়

সহস্রশঃ। নন্দী তং নাদমাকর্ণ্য বিস্ময়াম্বিতো যযৌ ॥ ১৭০ ॥ তপোবনং যত্র শিবঃ স্থিতঃ প্রমথসংবৃতঃ। কিরাতো হি তথা দৃষ্টো নন্দিনা চ তদা ভৃশম্ ॥ ১৭১ ॥ উবাচ প্রশ্রিতো বাক্যং স নন্দী বিস্ময়ান্বিতঃ। কিরাতং স্তোতুকামোঽসৌ পরমেণ সমাধিনা ॥ ১৭২ ॥ ইহানীতস্ত্বয়া শম্ভুস্ত্বং ভক্তোঽসি পরন্তপ। ত্বং ভক্তোঽহমিহ প্রাপ্তো মাং নিবেদয় শঙ্করে ॥ ১৭৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কিরাতস্ত্বরয়ান্বিতঃ। নন্দিনঞ্চ করে গৃহ্য শঙ্করং সমুপাগতঃ ॥ ১৭৪ ॥ প্রহস্য ভগবান্ রুদ্রঃ কিরাতং বাক্যমব্রবীৎ। কোঽয়ং ত্বয়া সমানীতো গণানামীহ সন্নিধৌ ॥ ১৭৫ ॥ কিরাত উবাচ। বিজ্ঞপ্তোঽসৌ কিরাতেন শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। তব ভক্তঃ সদা দেব তব পূজারতো হ্যসৌ ॥ ১৭৬ ॥ প্রত্যহং রত্নমাণিক্যৈঃ পুষ্পৈশ্চোচ্চাবচৈরপি। জীবিতেন ধনেনাপি পূজিতোঽসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥ তস্মাজ্জানীহি মন্মিত্রং নন্দিনং ভক্তবৎসল ॥ ১৭৮ ॥ মহাদেব উবাচ। ন জানামি মহাভাগ নন্দিনং বৈশ্যচর্চ্চিতম্। ত্বং মে ভক্তঃ

সহস্র সহস্র দুন্দুভি ও পটহ ধ্বনিত হইতে লাগিল। নন্দী সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া যথায় প্রমথ-পরিবৃত শিব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই তপোবনে সবিস্ময়ে সত্বর গমন করিল। সেখানে গিয়া নন্দী কিরাতকেও দেখিতে পাইল এবং বিস্মিত হইয়া উত্তম সমাধিযোগে কিরাতকে স্তব করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিল,—হে পরন্তপ! তুমিই শম্ভুর প্রকৃত ভক্ত; তুমি শম্ভুকে এখানে আনয়ন করিয়াছ; অতএব তুমিই শম্ভুর ভক্ত ব্যক্তি, আমি যে এখানে আসিয়াছি, ইহা তুমিই শম্ভুর নিকট নিবেদন কর। কিরাত সেই কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর সেই নন্দীকে করে ধারণপূর্ব্বক শঙ্করসমীপে গমন করিল। ১৫৬—১৭৪। তখন ভগবান্ রুদ্র হাস্যপূর্ব্বক কিরাতকে কহিলেন,—এই মদীয়গণের সমীপে কাহাকে তুমি আনয়ন করিয়াছ? এই কথার পর কিরাত লোকশঙ্কর শঙ্করকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন এবং বলিলেন,—হে দেব! এই ব্যক্তি সর্ব্বদা তোমারই ভক্ত এবং তোমারই পূজায় নিরত; নানা রত্ন, মাণিক্য, উচ্চাবচ পুষ্প, ধন এমন কি জীবন প্রদান করিয়াও তোমার পূজা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে ভক্তবৎসল! অতএব এই নন্দীকে আমার মিত্র বলিয়াই আপনি বিদিত হইবেন। মহাদেব

সখা চেতি মহাকাল মহামতে ॥ ১৭৯ ॥ উপাধিরহিতা যে চ যেঽপি চৈব মনস্বিনঃ। তেঽতীব মে প্রিয়া ভক্তাস্তে বিশিষ্টা নরোত্তমাঃ ॥ ১৮০ ॥ কিরাত উবাচ। তব ভক্তো হ্যহং তাত স চ মে প্রিয়কৃত্তরঃ। তাবুভৌ স্বীকৃতৌ তেন পার্ষদত্বেন শম্ভুনা ॥ ১৮১ ॥ ততো বিমানানি বহূনি তত্র সমাগতান্যেব মহাপ্রভাণি। কিরাতবর্য্যেণ স বৈশ্যবর্য্য উদ্ধারিতস্তেন মহাপ্রভেণ ॥ ১৮২ ॥ কৈলাসং পর্ব্বতং প্রাপ্তৌ বিমানৈর্ব্বেগবত্তরৈঃ। সারূপ্যমেব সম্প্রাপ্তাবীশ্বরেণ মহাত্মনা ॥ ১৮৩ ॥ নীরাজিতৌ গিরিজয়া শিবেন সহিতৌ তদা। উবাচেদং ততো দেবী প্রহস্য গজগামিনী ॥ ১৮৪ ॥ যথা ত্বং হি মহাদেব তথা চৈতৌ ন সংশয়ঃ। স্বরূপেণ চ গত্যা চ হাস্যভাবৈঃ সুপূজিতৌ ॥ ১৮৫ ॥ ময়া ত্বমেক এবাসীঃ সেবিতো বৈ ন সংশয়ঃ। দেব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কিরাতো বৈশ্য এব চ ॥ ১৮৬ ॥ সদ্যঃ পরাঙ্মুখৌ ভূত্বা শঙ্করস্য চ পশ্যতঃ। ভবাবস্বনুকম্প্যৌ চ ভবতা হি ত্রিলোচন ॥ ১৮৭ ॥ তব দ্বারি স্থিতৌ নিত্যং ভবাবস্তে নমো নমঃ ॥ ১৮৮ ॥ তয়োর্ভাবং স ভগবান্ বিদিত্বা প্রহসন্ ভবঃ। উবাচ পরয়া ভক্ত্যা ভবতোরস্তু বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮৯ ॥ তদা প্রভৃতি তাবেতৌ দ্বারপালৌ বভূবতুঃ। শিবদ্বারি স্থিতৌ বিপ্রা মধ্যাহ্নে শিবদর্শিনৌ ॥ ১৯০ ॥ একো নন্দী মহাকালো দ্বাবেতৌ শিববল্লভৌ। উচতুস্তৌ মুদাযুক্তাবেক এব সদাশিবঃ ॥ ১৯১ ॥ একাঙ্গুলিং সমুদ্ধৃত্য মহাদেবোঽভ্যভাষত। তথা নন্দী উবাচেদমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গুলিদ্বয়ম্ ॥ ১৯২ ॥ এবং সংজ্ঞান্বিতৌ দ্বারি তিষ্ঠতস্তৌ মহাত্মনঃ। শঙ্করস্য মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তু ঋষয়ো হ্যমী ॥ ১৯৩ ॥ শৈলাদেন পুরা প্রোক্তং শিবধর্ম্মমনন্তকম্। প্রাণিনাং কৃপয়া বিপ্রাঃ সর্ব্বেষাং দুষ্কৃতাত্মনাম্ ॥ ১৯৪ ॥ যে পাপিনোঽপ্যধর্ম্মিষ্ঠা অন্ধা মূকাশ্চ পঙ্গবঃ। কুলহীনা দুরাত্মানঃ শ্বপচা অপি মানবাঃ ॥ ১৯৫ ॥ যাদৃশাস্তাদৃশাশ্চান্যে শিবভক্তিপুরস্কৃতাঃ। তেঽপি গচ্ছন্তি সান্নিধ্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১৯৬ ॥ লিঙ্গং সিকতাময়ং যে পূজয়ন্তি

কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি বৈশ্যজাতীয় নন্দীকে জানি না; হে মহামতে, মহাকাল! তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; যাঁহারা সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত মনস্বী পুরুষ, তাঁহারাই আমার প্রিয় ভক্ত এবং তাঁহারাই বিশিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ। কিরাত কহিল,—হে তাত! আমি তোমার ভক্ত এবং এই নন্দী আমার প্রিয় সখা। তৎশ্রবণে শম্ভু তখন সেই কিরাত ও নন্দী এই উভয়কেই স্বীয় পার্ষদমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। অনন্তর সেখানে মহোজ্জ্বল বিমানশ্রেণী সমাগত হইল। মহানুভব কিরাত কর্ত্তৃক সেই বৈশ্যবর্য্য উদ্ধারিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বেগগামী বিমানযোগে কৈলাস শৈলে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া মহাত্মা মহেশ্বরের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন গিরিজা শিবসহ তাঁহাদিগকে নীরাজিত করিলেন। অনন্তর সেই গজগামিনী দেবী হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাদেব! যেমন তুমি, তেমন ইহারা দুই জন; ইহাতে সন্দেহ কিছুই নাই। কি সারূপ্য, কি গতিভঙ্গী, কি হাস্য, কি আকার-ইঙ্গিত, সর্ব্বপ্রকারেই ইহারা তোমার ন্যায় সুশোভিত। যাহা হউক, আমি কিন্তু নিশ্চয়ই কেবল তোমাকেই সেবা করিতে আসিয়াছি। দেবীর সেই কথা শুনিয়া কিরাত এবং বৈশ্য উভয়েই তৎক্ষণাৎ শঙ্করাগ্রে পরাঙ্মুখ হইয়া কহিল,—হে দেব ত্রিলোচন! আমরা আপনার অনুকম্পার্হ হইতে ইচ্ছা করি। আমরা আপনার দ্বারপাল হইয়াই নিত্য অবস্থান করিব। হে দেব! তোমায় আমাদের পুনঃপুন নমস্কার। ভগবান্ ভব তাহাদের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের পরম ভক্তিগুণে বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হউক। মহাদেব এই কথা কহিলে সেই দিন হইতেই কিরাত এবং বৈশ্য তাঁহার দ্বারপালপদে বিরাজ করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! শিবের দ্বারদেশে থাকিয়া তখন হইতে তাহারা প্রতি মধ্যাহ্নে শিবদর্শন লাভ করিতে লাগিল। নন্দী এবং মহাকাল এই উভয়েই শিববল্লভ; উহারা প্রীতিভরে বলিতে লাগিল, আমরা উভয়েই সেই এক সদাশিব বৈ আর কিছুই নহি। তখন মহাদেব একটী অঙ্গুলি উন্নমিত করিয়া বলিলেন এবং নন্দী তাহার দুই অঙ্গুলী উন্নত করিয়া বলিল। এইরূপ সংজ্ঞান্বিত হইয়া তাহারা মহাত্মা মহাদেবের দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। হে মহাভাগ ঋষিগণ! শ্রবণ করুন, পুরাকালে শৈলাদ কর্ত্তৃক এই অনন্ত শিবধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ। শৈলাদ দুষ্কৃতাত্মা প্রাণিবর্গের প্রতি কৃপা করিয়াই এই সকল বিষয় বলিয়াছিলেন। যাহারা পাপী, অধার্ম্মিক, অন্ধ, মূক, পঙ্গু, অকুলীন, দুরাত্মা বা শ্বপচ মানব, কিংবা অন্যান্য যে কোন প্রকার লোকই হউক, শিবভক্তি-পুরস্কৃত হইয়া

বিপশ্চিতঃ। তে রুদ্রলোকং গচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবভক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। লিঙ্গে প্রতিষ্ঠা চ কথং শিবং হিত্বা প্রবর্ত্তিতা। তৎ কথ্যতাং মহাভাগ পরং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥ ১ ॥ লোমশ উবাচ। যদা দারুবনে শম্ভুর্ভিক্ষার্থং প্রাচরৎ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ দিগম্বরো মুক্তজটাকলাপো বেদান্তবেদ্যো ভুবনৈকভর্ত্তা। স ঈশ্বরো ব্রহ্মকলাপধারো যোগীশ্বরাণাং পরমঃ পরশ্চ ॥ ৩ ॥ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ মহানুভাবো ভুবনাধিপো মহান্। স ঈশ্বরো ভিক্ষুরূপী মহাত্মা ভিক্ষাটনং দারুবনে চকার ॥ ৪ ॥ মধ্যাহ্নে ঋষয়ো বিপ্রাস্তীর্থং জগ্মুঃ স্বকাশ্রমাৎ। তদনীমেব সর্ব্বাস্তা ঋষিভার্য্যাঃ সমাগতাঃ ॥ ৫ ॥ বিলোকয়ন্ত্যঃ শম্ভুং তমাচখ্যুশ্চ পরস্পরম্। কোঽসৌ ভিক্ষুকরূপোঽয়মাগতোঽপূর্ব্বদর্শনঃ ॥ ৬ ॥ অস্মৈ ভিক্ষাং প্রযচ্ছামো বয়ঞ্চ সখিভিঃ সহ। তথেতি গত্বা সর্ব্বাস্তা গৃহেভ্য আনয়ন্ মুদা ॥ ৭ ॥ ভিক্ষান্নং বিবিধং শ্রেষ্ঠং সোপচারঞ্চ শক্তিতঃ। প্রদত্তং ভিক্ষিতং তেন দেবদেবেন শূলিনা ॥ ৮ ॥ কাচিৎ প্রিয়তমং শম্ভুং বভাষে বিস্ময়ান্বিতা। কোঽসি ত্বং ভিক্ষুকো ভূত্বা আগতোঽত্র মহামতে ॥ ৯ ॥ ঋষীণামাশ্রমং শুদ্ধং কিমর্থং নো নিষীদসি। তথোক্তোঽপি তদা শম্ভুর্বভাষে প্রহসন্নিব ॥ ১১ ॥ ঈশ্বরোঽহং সুকেশান্তে পাবনং প্রাপ্তবানিমম্। ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষিভার্য্যা উবাচ তম্ ॥ ১১ ॥ ঈশ্বরোঽসি মহাভাগ কৈলাসপতিরেব চ। একাকিনঃ কথং দেব ভিক্ষার্থমটনং তব ॥ ১২ ॥ এবমুক্তস্তয়া শম্ভুঃ পুনস্তামব্রবীদ্বচঃ। দাক্ষায়ণ্যা বিরহিতো বিচরামি দিগম্বরঃ ॥ ১৩ ॥ ভিক্ষাটনার্থং সুশ্রোণি সঙ্কল্পরহিতঃ সদা। তয়া সত্যা বিনা কিঞ্চিৎ স্ত্রীমাত্রং মম ভামিনি। ন রোচতে বিশা-

---

তাঁহারা সকলেই দেবদেব শূলপাণির সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। যে সকল পণ্ডিত সিকতাময় লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আর বিচার আলোচনা কিছুই নাই। ১৭৫—১৯৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইল কিরূপে? তাহা আমাদের নিকট বলুন। আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। লোমশ কহিলেন,—যিনি বেদান্ত-বেদ্য, ভুবনৈকভর্ত্তা, বেদপ্রতিষ্ঠা এবং যোগীশ্বরদিগেরও পরমপুরুষ, সেই প্রভু শম্ভু ভিক্ষার নিমিত্ত যখন দারুবনে বিচরণ করেন, তখন তাঁহার পরিধানে বসন ছিল না; তাঁহার মস্তকের জটাকলাপ উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল; তিনি অণু হইতেও অণু; মহান্ হইতেও মহীয়ান; সর্ব্বভুবনের অধিপতি ও মহানুভব মহাপুরুষ। সেই ঈশ্বর একদা ভিক্ষুরূপে দারুবনমধ্যে ভিক্ষাটনে প্রবৃত্ত হন! তখন মধ্যাহ্ন কাল; ঋষিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে নানা তীর্থে গমন করিয়াছেন। কেবলমাত্র ঋষিপত্নীরাই সে সময় আশ্রমে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা শম্ভুকে তদবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—কে এই অপূর্ব্বদর্শন ভিক্ষুক এখানে আগমন করিলেন? যাহা হউক, আমরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ইঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করি। এই বলিয়া তাঁহারা গৃহে গিয়া তথা হইতে উপকরণান্বিত বিবিধ উত্তম ভিক্ষান্ন আনয়ন করিলেন এবং সাধ্যানুসারে সেই দেবদেব শূলীর প্রার্থনামত ভিক্ষা দান করিলেন। কোন রমণী প্রিয়দর্শন শম্ভুকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—হে মহামতে! কে আপনি ভিক্ষুকবেশে এখানে আগমন করিলেন? ঋষিগণের এই পবিত্র আশ্রম; এখানে উপবেশন করিতেছেন না কেন? রমণী এই কথা কহিলে শম্ভু হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুকেশি! আমি ঈশ্বর; এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ঋষিপত্নী কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি যদি ঈশ্বর হও, তবে নিশ্চয়ই কৈলাসপতি। কিন্তু হে দেব! একাকী তোমার এ ভিক্ষাচর্য্যা কেন? সেই কথার উত্তরে পুনরায় শম্ভু বলিলেন,—পত্নী দাক্ষায়ণীর সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে; তাই আমি দিগম্বর হইয়া বিচরণ করি। হে সুশ্রোণি! আমার এই ভিক্ষাটন, সদা আমি সঙ্কল্পরহিত হইয়াই করিয়া থাকি। হে ভামিনি! আমার পত্নী সেই সতী নাই! সতী বিনা অন্য কোন রমণীই আমার রুচিকরী নহে। হে

লাক্ষি সত্যং প্রতিবদামি তে॥ ১৪॥ তচ্ছোক্তং বচনং শ্রুত্বা উবাচ কমলেক্ষণা। স্ত্রিয়ো হি সুখ-সংস্পর্শাঃ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥ তাঃ স্ত্রিয়ো বর্জ্জিতাঃ শম্ভো ত্বাদৃশেন বিপশ্চিতা॥ ১৬॥ ইতি চ প্রমদাঃ সর্ব্বা মিলিতা যত্র শঙ্করঃ। ভিক্ষাপাত্রঞ্চ তচ্ছম্ভোঃ পূরিতঞ্চ মহাগুণৈঃ॥ ১৭॥ অন্নৈশ্চতুর্বিধৈঃ ষড়্ভী রসৈশ্চ পরিপূরিতম্। যদা শম্ভুর্গন্তুকামঃ কৈলাসং পর্ব্বতং প্রতি। তদা সর্ব্বা বিপ্রপত্ন্যো হ্যন্বগচ্ছন্ মুদান্বিতাঃ॥ ১৮॥ গৃহকার্য্যং পরিত্যজ্য চেরুস্তদ্গতমানসাঃ। গতাসু তাসু সর্ব্বাসু পত্নীষু ঋষিসত্তমাঃ॥ ১৯॥ যাবদাশ্রমমভ্যেত্য তাবচ্ছূন্যং ব্যলোকয়ন্। পরস্পরমথোচুস্তে পত্ন্যঃ সর্ব্বাঃ কুতো গতাঃ॥ ২০॥ ন বিদামোঽথ বৈ সর্ব্বাঃ কেন নষ্টেন চাহৃতাঃ। এবং বিমৃশ্যমানাস্তে বিচিন্বন্তস্ততস্ততঃ॥ ২১॥ সমপশ্যংস্ততঃ সর্ব্বে শিবস্যানুগতাশ্চ তাঃ। শিবং দৃষ্ট্বা তু সম্প্রাপ্তা ঋষয়স্তে রুষান্বিতাঃ॥ ২২॥ শিবস্যাথাগ্রতো ভূত্বা উচুঃ সর্ব্বে ত্বরান্বিতাঃ। কিং কৃতং হি ত্বয়া শম্ভো বিরক্তেন মহাত্মনা। পরদারাপহর্ত্তাসি ত্বমৃষীণাং ন সংশয়ঃ॥ ২৩॥ এবং ক্ষিপ্তঃ শিবো মৌনী গচ্ছমানোঽপি পর্ব্বতম্। তদা স ঋষিভিঃ শপ্তো মহাদেবোঽব্যয়স্তথা। যস্মাৎ কলত্রহর্ত্তা ত্বং তস্মাৎ ষণ্ঢো ভব ত্বরম্॥ ২৪॥ এবং শপ্তঃ স মুনিভির্লিঙ্গং তস্যাপতদ্ভুবি। ভূমিপ্রাপ্তঞ্চ তল্লিঙ্গং ববৃধে তরসা মহৎ॥ ২৫॥ আবৃত্য সপ্ত পাতালান্ ক্ষণাল্লিঙ্গমধোর্দ্ধতঃ। ব্যাপ্য পৃথ্বীং সমগ্রাঞ্চ অন্তরীক্ষং সমাবৃণোৎ॥ ২৬॥ স্বর্গাঃ সমাবৃতাঃ সর্ব্বে স্বর্গাতীতমথাভবৎ। ন মহী ন চ দিক্‌চক্রং ন তোয়ং ন চ পাবকঃ॥ ২৭॥ ন চ বায়ুর্ন বাকাশং নাহঙ্কারো ন বা মহৎ। ন চাব্যক্তং ন কালশ্চ ন মহাপ্রকৃতিস্তথা॥ ২৮॥ নাসীদ্দ্বৈতবিভাগঞ্চ সর্ব্বং লীনঞ্চ তৎক্ষণাৎ। যস্মাল্লীনং জগৎ সর্ব্বং তস্মিঁল্লিঙ্গে মহাত্মনঃ। লয়নাল্লিঙ্গমিত্যেবং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ২৯॥ তথাভূতং বর্দ্ধমানং দৃষ্ট্বা তেঽপি সুরর্ষয়ঃ॥ ৩০॥ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুবায়্বগ্নি-লোকপালাঃ

বিশালাক্ষি! এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।১—১৪। শম্ভুর সেই কথা শুনিয়া সেই কমলাক্ষী কামিনী কহিল,—হে শম্ভো! স্ত্রীজাতি পুরুষের নিকট নিশ্চয়ই সুখস্পর্শ; এ হেন স্ত্রীজাতিকে আপনার ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিল? এই বলিয়া প্রমদাকুল সকলেই শিবের সমীপে আগমন করিল এবং তাহারা উত্তম উত্তম ভিক্ষা দান করিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র পূরণ করিয়া দিল। চতুর্ব্বিধ অন্ন ও ষড়্‌বিধ রস দ্বারা তদীয় ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর শম্ভু যখন কৈলাসগমনে অভিলাষী হইলেন, তখন সমুদায় ঋষিপত্নীই প্রমোদভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা সমস্ত গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতমনে শম্ভুর পশ্চাতেই ধাবিত হইলেন। ক্রমে আশ্রম ছাড়িয়া সকল ঋষিপত্নীই চলিয়া গেলেন। এই সময় ঋষিগণ আশ্রমে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন,—আশ্রম শূন্য রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আমাদের পত্নী সকল কোথায় গেল, কিছুই জানিতেছি না! কোন নষ্ট লোক কি তাহাদের সকলকে হরণ করিল? এইরূপে তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া আশ্রমের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিগণ দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের পত্নীগণ দূরে শিবের অনুগমন করিতেছে। তখন শিবকে দেখিয়া উপস্থিত ঋষিগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শিবসমীপে গমন করিয়া সকলেই ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—হে শম্ভো! তুমি বিষয়বিরক্ত মহাত্মা; তোমার এ কি কার্য্য? নিশ্চয় তুমি পরদারহর্ত্তা। ঋষিগণ এইরূপ আক্ষেপ-উক্তি প্রয়োগ করিলে শিব মৌনী হইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ঋষিগণের ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল না; তাঁহারা তখন শিবকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, যেহেতু তুমি অব্যয় মহাদেব হইয়াও আমাদের কলত্রাপহর্ত্তা; এইজন্য সত্বর তোমাকে ক্লীব হইতে হইবে। মুনিগণ এইরূপ অভিসম্পাত করিলে তৎক্ষণাৎ তদীয় লিঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ঐ লিঙ্গ ভূতলপ্রাপ্ত হইয়া সবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যেই সপ্ত পাতাল, সমগ্র পৃথ্বী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি অধঃ ও ঊর্দ্ধবর্ত্তী সমস্ত স্থান আবৃত করিল। ক্রমে ঐ লিঙ্গ সমস্ত স্বর্গস্থান ব্যাপিয়া স্বর্গাতীত হইল। তখন না মহী, না দিঙ্মণ্ডল, না জল, না পাবক, না বায়ু, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহৎ, না অব্যক্ত, না কাল, না মহাপ্রকৃতি, কোন দ্বৈতবিভাগই রহিল না; সমস্তই তৎক্ষণাৎ লিঙ্গে লীন হইয়া গেল। যেহেতু মহাত্মা শিবের লিঙ্গে সমস্ত জগৎই লয় পাইল, এইজন্যই তখন মনীষিগণ উহাকে লিঙ্গ নামে নির্দ্দেশ করিলেন।১৫—২৯। ঐ সময় ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, অগ্নি ও

সপন্নগাঃ। বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ পরস্পরমথাব্রুবন্॥ ৩১॥ কিমায়ামঞ্চ বিস্তারং ক চান্তঃ ক চ পীঠিকা। ইতি চিন্তান্বিতা বিষ্ণুমূচুঃ সর্ব্বে সুরাস্তদা॥ ৩২॥ দেবা উচুঃ। অস্য মূলং ত্বয়া বিষ্ণো পদ্মোদ্ভব চ মস্তকম্। যুবাভ্যাঞ্চ বিলোক্যং স্যাৎ স্থানে স্যাৎ পরিপালকৌ॥ ৩৩॥ শ্রুত্বা তু তৌ মহাভাগৌ বৈকুণ্ঠ-কমলোদ্ভবৌ। বিষ্ণুর্গতো হি পাতালং ব্রহ্মা স্বর্গং জগাম হ॥ ৩৪॥ স্বর্গং গতস্তদা ব্রহ্মা অবলোকনতৎপরঃ। নাপশ্যত্তত্র লিঙ্গস্য মস্তকঞ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৩৫॥ তথা গতেন মার্গেণ প্রত্যাবৃত্যাব্জসম্ভবঃ। মেরুপৃষ্ঠমনুপ্রাপ্তঃ সুরভ্যা লক্ষিতস্ততঃ॥ ৩৬॥ স্থিতা যা কেতকীচ্ছায়ামুবাচ মধুরং বচঃ। তস্যা বচনমাকর্ণ্য সর্ব্বলোকপিতামহঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং ছলোক্ত্যা সুরভীং প্রতি॥ ৩৭॥ লিঙ্গং মহাদ্ভুতং দৃষ্টং যেন ব্যাপ্তং জগত্রয়ম্। দর্শনার্থং চ তস্যান্তং দেবৈঃ সম্প্রেষিতোঽস্ম্যহম্॥ ৩৮॥ ন দৃষ্টং মস্তকং তস্য ব্যাপকস্য মহাত্মনঃ। কিং বক্ষ্যেঽহঞ্চ দেবাগ্রে চিন্তা মে চাতি বর্ত্ততে॥ ৩৯॥ লিঙ্গস্য মস্তকং দৃষ্টং দেবানাঞ্চ মৃষা বদেঃ। তে সর্ব্বে যদি বক্ষ্যন্তি ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ॥ ৪০॥ তে সন্তি সাক্ষিণো দেবা অস্মিন্নর্থে বদ ত্বরম্। অর্থেঽস্মিন্ ভব সাক্ষী ত্বং কেতক্যা সহ সুব্রতে॥ ৪১॥ তদ্বচঃ শিরসা গৃহ্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। কেতকীসহিতা তত্র সুরভী তদমানয়ৎ॥ ৪২॥ এবং সমাগতো ব্রহ্মা দেবাগ্রে সমুবাচ হ॥ ৪৩॥ ব্রহ্মোবাচ। লিঙ্গস্য মস্তকং দেবা দৃষ্টবানহমদ্ভুতম্। সমীচীনং চার্চ্চিতঞ্চ কেতকীদলসংযুতম্॥ ৪৪॥ বিশালং বিমলং শ্লক্ষ্ণং প্রসন্নতরমদ্ভুতম্। রম্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ দর্শনীয়ং মহাপ্রভম্॥ ৪৫॥ এতাদৃশং ময়া দৃষ্টং ন দৃষ্টং তদ্বিনা ক্বচিৎ। ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা সুরা বিস্ময়মাযযুঃ॥ ৪৬॥ এবং বিস্ময়পূর্ণাস্তে ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ। তিষ্ঠন্তি তাবৎ সর্ব্বেশো বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপকঃ॥ ৪৭॥ পাতালাদাগতঃ

লোকপালপ্রমুখ সুরর্ষিগণ সেই বর্দ্ধিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এই লিঙ্গের আয়াম বা বিস্তার কত? এবং ইহার অন্ত বা পীঠিকা কোথায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন,—হে বিষ্ণো! এবং হে পদ্মোদ্ভব! এই লিঙ্গের মূল এবং মস্তক কোথায়? তাহা আপনাদিগের অবলোকন করা কর্ত্তব্য। কেন না, আপনারাই জগতের যোগ্য পরিপালক। সেই মহাভাগ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়ে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সেই লিঙ্গের পরিমাণ জানিবার জন্য স্বর্গ এবং পাতালাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু পাতালে এবং ব্রহ্মা স্বর্গে গেলেন। ব্রহ্মা স্বর্গে গিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তিনি লিঙ্গের মস্তক কোথায়, তাহা দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্রহ্মা মেরুপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন। সেখানে সুরভীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুরভী একটা কেতকীর ছায়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে দেখিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার বচন শ্রবণে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হাস্যপূর্ব্বক ছলোক্তি সহকারে বলিলেন;—সুরভি! যে মহাদ্ভুত লিঙ্গ এই জগত্রয় ব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ কি? লিঙ্গের অন্ত পরিদর্শনের জন্য দেবগণ আমায় প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপক মহীয়ান্ লিঙ্গের মস্তক আমি দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আমি দেবতাদিগের নিকট গিয়া কি বলিব? এই চিন্তাই আমার প্রবল হইয়াছে। আমি যদি দেবগণের নিকট গিয়া বলি যে, লিঙ্গের মস্তক আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আমায় মিথ্যাবাদী বলিবেন। তখন আমি বলিব;—আমার এই দর্শনব্যাপারে সুরভী প্রভৃতি দেবতারা সাক্ষী আছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলে তুমি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিও। হে সুব্রতে! তোমার নিকট আমার অনুরোধ—তুমি কেতকীর সহিত এই ব্যাপারে আমার পক্ষে সাক্ষী হইয়া থাক। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, সুরভী তাহা শিরে ধারণ করিলেন এবং কেতকীর সহিত একযোগে তাঁহার কথার প্রতি সম্মান দেখাইলেন। ৩০—৪২। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি লিঙ্গের অদ্ভুত মস্তক দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ লিঙ্গ-মস্তক বড়ই সুন্দর; উহা আমি কেতকী-দল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি—ঐ লিঙ্গ বিশাল, বিমল, মসৃণ, প্রসন্ন, অপূর্ব্ব, রম্য, সুদৃশ্য এবং মহাপ্রভ। আমি এইরূপ লিঙ্গ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সেই লিঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও কিছু আছে বলিয়া দেখি নাই। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া সুরগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেইক্ষণে

সদ্যঃ সর্ব্বেষামবদম্বরম্। তস্যাপ্যন্তো ন দৃষ্টো মে হ্যবলোকনতৎপরঃ॥ ৪৮॥ বিস্ময়ো মে মহান্ জাতঃ পাতালাৎ পরতশ্চরন্। অতলং সুতলং চাপি নিতলঞ্চ রসাতলম্ ॥ ৪৯ ॥ তথাগতস্তলঞ্চৈব পাতালঞ্চ তথাতলম্। তলাতলানি তান্যেবং শূন্যবদ্দৃষ্টি-ভাব্যতৈ॥ ৫০॥ শূন্যাদপি চ শূন্যঞ্চ তৎসর্ব্বং সুনিরীক্ষিতম্। ন মূলঞ্চ ন মধ্যঞ্চ ন চান্তো হ্যস্য বিদ্যতে॥ ৫১॥ লিঙ্গরূপী মহাদেবো যেনেদং ধার্য্যতে জগৎ। যস্য প্রসাদাদুৎপন্না যূয়ঞ্চ ঋষয়স্তথা॥ ৫২॥ শ্রুত্বা সুরাশ্চ ঋষয়স্তস্য বাক্যমপূজয়ন্। তদা বিষ্ণুরুবাচেদং ব্রহ্মাণং প্রহসন্নিব॥ ৫৩॥ দৃষ্টং হি চেত্ত্বয়া ব্রহ্মন্ মস্তকং পরমার্থতঃ। সাক্ষিণঃ কে ত্বয়া তত্র অস্মিন্নর্থে প্রকল্পিতাঃ॥ ৫৪॥ আকর্ণ্য বচনং বিষ্ণোর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উবাচ ত্বরিতেনৈব কেতকী সুরভীতি চ॥ ৫৫॥ তে দেবা মম সাক্ষিত্বে জানীহি পরমার্থতঃ। ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাস্ত্বরান্বিতাঃ॥ ৫৬॥ আহ্বানং চক্রিরে তস্যাঃ সুরভ্যাশ্চ তয়া সহ। আগতে তৎক্ষণাদেব কার্য্যার্থং ব্রহ্মণস্তদা॥ ৫৭॥ ইন্দ্রাদৈশ্চ তদা দেবৈরুক্তা চ সুরভী ততঃ। উবাচ কেতকীসার্দ্ধং দৃষ্টো বৈ ব্রহ্মণা সুরাঃ॥ ৫৮॥ লিঙ্গস্য মস্তকো দেবাঃ কেতকীদলপূজিতঃ। তদা নভোগতা বাণী সর্ব্বেষাং শৃণ্বতামভূৎ॥ ৫৯॥ সুরভ্যা চৈব যৎ প্রোক্তং কেতক্যা চ তথা সুরাঃ। তন্মৃষোক্তঞ্চ জানীধ্বং ন দৃষ্টো হ্যস্য মস্তকঃ॥ ৬০॥ তদা সর্ব্বেঽথ বিবুধাঃ সেন্দ্রা বৈ বিষ্ণুনা সহ। শেপুশ্চ সুরভীং রোষান্মৃষাবাদনতৎপরাম্॥ ৬১॥ মুখেনোক্তং ত্বয়াদৌবমনৃতঞ্চ তথা শুভে। অপবিত্রং মুখং তেঽস্তু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্॥৬২॥ সুগন্ধা কেতকী চাপি অযোগ্যা ত্বং শিবার্চ্চনে। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো অনৃতা চৈব ভামিনি॥ ৬৩॥ তদা নভোগতা বাণী ব্রহ্মাণঞ্চ শশাপ বৈ। মুধোক্তঞ্চ ত্বয়া মন্দ কিমর্থং বালিশেন হি॥ ৬৪॥ ভৃগুণা ঋষিভিঃ সাকং তথৈব চ পুরোধসা। তস্মাদ্যূয়ং ন পূজ্যাশ্চ ভবেযুঃ ক্লেশভাগিনঃ॥

বিস্মিতচিত্তে অবস্থান করিলেন। এদিকে পাতাল হইতে জ্ঞানদীপক, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুরগণসমীপে তাঁহার পরিদর্শন-প্রণালী বর্ণন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—আমি অনেক স্থান অবলোকন করিয়াছি; কিন্তু সেই লিঙ্গের অন্ত কোথাও দেখি নাই। এই ব্যাপারে মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি পাতাল হইতে ক্রমান্বয়ে অতল, সুতল, নিতল, রসাতল, ও তলাতল প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছি; তাহার পরবর্ত্তী স্থান আমার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইল। সেই শূন্য অপেক্ষাও যে কিছু শূন্য স্থান আছে, সে সকলও আমি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু সেই লিঙ্গের না মূল, না মধ্য, না অন্ত—কিছুই নাই। আমি বুঝিয়াছি, মহাদেবই লিঙ্গরূপী; তিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে দেব ও ঋষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন। সুর ও ঋষিগণ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া সে কথার অভিনন্দন করিলেন। তখন বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি সত্য সত্যই সেই লিঙ্গ-মস্তক দেখিয়া থাকেন, তবে বলুন,—আপনার এই দর্শনব্যাপারে কাহাদিগকে আপনি সাক্ষী কল্পনা করিয়াছেন? বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—আমার সাক্ষী কেতকী এবং সুরভী। হে দেবগণ! তাহারাই আমার সাক্ষী বলিয়া জানিবেন। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দেবগণ সত্বর সুরভী ও কেতকীকে আহ্বান করিলেন। ব্রহ্মার কার্য্যে সুরভী ও কেতকী তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সুরভি ও কেতকীর নিকট ব্রহ্ম-বাক্যের যাথার্থ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সুরভী, কেতকীসহ একযোগে বলিলেন,—হে সুরগণ! আমরা জানি,—ব্রহ্মা লিঙ্গের মস্তক দেখিয়াছেন এবং কেতকীদল দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ কথা কহিলে সহসা আকাশ-বাণী উত্থিত হইল। দেবগণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ আকাশ-বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে সুরগণ! সুরভী এবং কেতকী যাহা বলিয়াছে, সে কথা সত্য নহে। আপনারা জানিয়া রাখুন,—ব্রহ্মা ঐ লিঙ্গের মস্তক দেখিতে পান নাই। তখন বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ বিবুধগণ রোষবশে মিথ্যাবাদিনী সুরভীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—হে শুভে! যে মুখে অদ্য তুমি মিথ্যা বাক্য বলিয়াছ, তোমার সেই মুখ অপবিত্র ও সর্ব্বধর্ম্ম-গর্হিত হউক। আর হে কেতকি! তুমি বড় সুগন্ধশালিনী; কিন্তু অদ্য হইতে তুমিও শিবার্চ্চনের অযোগ্যা হইলে। আমাদের এ কথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। হে ভামিনি! তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া পরিচিতা হইলে। ৪৩—৬৩। অনন্তর সেই আকাশ-বাণী ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদান করিল; বলিল,—হে মূঢ়! তুমি কি নিমিত্ত মূর্খ ভৃগু ও অন্যান্য ঋষিগণ সহ মিথ্যা কথা কহিলে?

৬৫ ॥ ঋষয়োঽপি চ ধর্ম্মিষ্ঠাস্তত্ত্ববাক্যবহিষ্কৃতাঃ। বিবাদনিরতা মূঢ়া অতত্ত্বজ্ঞাঃ সমৎসরাঃ ॥ ৬৬ ॥ যাচকাশ্চাবদান্তাশ্চ নিত্যং স্বজ্ঞানঘাতকাঃ। আত্ম-সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ পরস্পরবিনিন্দকাঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং শপ্তাশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা। শিবেন শপ্তাস্তে সর্ব্বে লিঙ্গং শরণমাযযুঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীশিবলিঙ্গমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাদিশাপ-বৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ। তদা চ তে সুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়োঽপি ভয়ান্বিতাঃ। ঈড়িরে লিঙ্গমীশঞ্চ ব্রহ্মাদ্যা জ্ঞান-বিহ্বলাঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ত্বং লিঙ্গরূপী তু মহা-প্রভাবো বেদান্তবেদ্যোঽসি মহাত্মরূপী। যেনৈব সর্ব্বে জগদাত্মমূলং কৃতং সদানন্দপরেণ নিত্যম্ ॥ ২ ॥ ত্বং সাক্ষী সর্ব্বলোকানাং হর্ত্তা ত্বং চ বিচক্ষণঃ। রক্ষকোঽসি মহাদেব ভৈরবোঽসি জগৎপতে ॥ ৩ ॥ ত্বয়া লিঙ্গ-স্বরূপেণ ব্যাপ্তমেতজ্জগত্রয়ম্। ক্ষুদ্রাশ্চৈব বয়ং নাথ মায়ামোহিতচেতসঃ ॥ ৪ ॥ অহং সুরাসুরাঃ সর্ব্বে যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। পন্নগাশ্চ পিশাচাশ্চ তথা বিদ্যা-ধরা হ্যমী ॥ ৫ ॥ ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা ত্বং হি দেবো জগৎপতিঃ। কর্ত্তা ত্বং ভুবনস্যাস্য ত্বং হর্ত্তা পুরুষঃ পরঃ ॥ ৬ ॥ ত্রাহ্যস্মাকং মহাদেব দেবদেব নমোঽস্তু তে। এবং স্তুতো হি বৈ ধাত্রা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ ঋষয়ঃ স্তোতুকামাস্তে মহেশ্বরমকল্মষম্। অস্তুবন্ গীর্ভিরগ্র্যাভিঃ শ্রুতিগীতাভিরাদৃতাঃ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। অজ্ঞানিনো বয়ং কামান্ন বিদামোঽস্য সংস্থিতিম্। ত্বং হ্যাত্মা পরমাত্মা চ প্রকৃতিস্ত্বং বিভাবিনী ॥ ৯ ॥ ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমীশ্বরো বেদবিদেকরূপো মহানুভাবৈঃ পরিচিন্ত্য-মানঃ ॥ ১০ ॥ ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতি-রিবৈধসাম্। সর্ব্বং ভবতি যস্মাত্তস্মাৎ সর্ব্বোঽসি নিত্যদা ॥ ১১ ॥ যস্মাচ্চ সম্ভবত্যেতত্তস্মাচ্ছম্ভুরিতি প্রভুঃ ॥ ১২ ॥ ত্বৎপাদপঙ্কজং প্রাপ্তা বয়ং সর্ব্বে সুরা-দয়ঃ। ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধর-মহোরগাঃ ॥ ১৩ ॥ তস্মাচ্চ কৃপয়া শম্ভো পাহ্যস্মান্ জগতঃ পতে ॥ ১৪ ॥

যাহা হউক, এই অপরাধে তোমরা পূজ্য হইবে না; পরন্তু ক্লেশভাগী হইবে। আর এই ধর্ম্মিষ্ঠ ঋষিগণ তত্ত্ববাক্য হইতে বহিষ্কৃত, পরস্পর বিবাদে নিরত, মূঢ়চিত্ত, অতত্ত্বদর্শী, মাৎসর্য্য-সম্পন্ন, যাচক, অদাতা, জ্ঞানবিঘ্নকর, দেহাত্মবাদী, স্তব্ধ ও পরস্পর পর-স্পরের নিন্দুক হইবেন। এইরূপে সেই আকাশবাণী ব্রহ্মাদিদেব ও অন্যান্য মুনিগণকে অভিশাপ প্রদান করিল। তাঁহারা বুঝিলেন,—শিবই তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা সকলে সেই লিঙ্গেরই শরণাপন্ন হইলেন। ৬৪—৬৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—তৎকালে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেব ও সমস্ত ঋষিই জ্ঞান-বিহ্বল ও ভয়াকুল হইয়া সেই ঈশ লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহি-লেন,—হে মহাদেব! তুমিই বেদান্ত-বেদ্য, মহা-প্রভাবশালী, লিঙ্গরূপী মহাত্মা; তুমিই সদানন্দরূপে আপনা হইতেই এ জগৎ উৎপাদন করিয়াছ। তুমিই সমুদয় লোকের সাক্ষী। তুমিই হর্ত্তা, তুমিই বিচক্ষণ, তুমিই রক্ষক এবং তুমিই ভৈরব। হে জগৎপতে! তুমি লিঙ্গরূপে এই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছ। হে নাথ! আমরা মায়া-মোহিতচিত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি এবং সমুদয় সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, ও বিদ্যাধর, এই সকলই আপনার নিকট ক্ষুদ্রতম। তুমি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও স্রষ্টা এবং তুমিই দেব জগৎপতি। তুমিই এই ভুবনের কর্ত্তা ও হর্ত্তা এবং তুমিই দেব পরমপুরুষ। হে মহাদেব! তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তোমাকে আমাদের নমস্কার। বিধাতা এইরূপে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে স্তব করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উত্তম শ্রুতিগীতি দ্বারা সেই অকল্মষ মহেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—আমরা একান্তই অজ্ঞান; তোমার সংস্থানবার্ত্তা কিছুই আমাদের বিদিত নাই। হে দেব! তুমিই আত্মা, পরমাত্মা, ও বিশ্ববিভাবিনী প্রকৃতি। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু এবং তুমিই সখা। তুমি ঈশ্বর বেদবিদ্, একরূপ; মহানুভবগণ তোমারই চিন্তা করিয়া থাকেন। কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নির ন্যায় তুমিই সর্ব্বভূতের একমাত্র আত্মা। তোমা হইতে সর্ব্ব বস্তুর উদ্ভব; এই জন্য তুমি সর্ব্ব। তোমা হইতে সকলই সম্ভব হয়; এইজন্য তুমি শম্ভু। সুর,ঋষি,দেব, গন্ধর্ব্ব,বিদ্যাধর ও মহোরগগণ তোমারই পদপঙ্কজ পাইবার জন্য লালায়িত। অতএব হে জগৎপতি

মহাদেব উবাচ। শৃণুধ্বস্তবচো মেহদ্য ক্রিয়তাঞ্চ ত্বরান্বিতৈঃ। বিষ্ণুং সর্ব্বে প্রার্থয়ন্ত ত্বরিতেন তপোধনাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ। বিষ্ণুং সর্ব্বে নমস্কৃত্য ঈড়িরে চ তদা সুরাঃ ॥ ১৬ ॥ দেবা উচুঃ। বিদ্যাধরাঃ সুরগণা ঋষয়শ্চ সর্ব্বে ত্রাতাস্ত্বয়াদ্য সকলা জগদেকবন্ধো। তদ্বৎ কৃপাকর জনান্ পরিপালয়াদ্য ত্রৈলোক্যনাথ জগদীশ জগন্নিবাস ॥ ১৭ ॥ প্রহস্য ভগবান্ বিষ্ণুরুবাচেদং বচস্তদা। দৈত্যৈঃ প্রপীড়িতা যূয়ং রক্ষিতাশ্চ পুরা ময়া ॥ ১৮ ॥ অদ্যৈব ভয়মুৎপন্নং লিঙ্গাদস্মাচ্চিরন্তনম্। ন শক্যতে ময়া ত্রাতুমস্মাৎ লিঙ্গভবাৎ সুরাঃ ॥ ১৯ ॥ অচ্যুতেনৈবমুক্তাস্তে দেবাশ্চিন্তান্বিতাভবন্। তদা নভোগতা বাণী উবাচাশ্বাস্য বৈ সুরান্ ॥ ২০ ॥ এতল্লিঙ্গং সংবৃণুষ্ব পূজনায় জনার্দ্দন। পিণ্ডীভূত্বা মহাবাহো রক্ষস্ব সচরাচরম্। তথেতি মত্বা ভগবান্ বীরভদ্রোহভ্যপূজয়ৎ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরগণৈঃ সহিতৈস্তদানীং সম্পূজিতঃ শিববিধানরতো মহাত্মা। স বীরভদ্রঃ শশিশেখরোহসৌ শিবপ্রিয়ো রুদ্রসমস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২২ ॥ লিঙ্গস্যার্চ্চনযুক্তোহসৌ বীরভদ্রোহভবত্তদা। তদ্রূপস্যৈব লিঙ্গস্য যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ২৩ ॥ উৎপত্তিং স্থিতিমাপ্নোতি তথা বিলয়মেতি চ। তস্মিন্নিদং লিঙ্গমিত্যাহুর্ণয়নাস্তত্ত্ববিত্তমাঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডগোলকৈর্ব্যাপ্তং তথা রুদ্রাক্ষভূষিতম্। তথা লিঙ্গং মহজ্জাতং সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমম্ ॥ ২৫ ॥ তদা সর্ব্বেহথ বিবুধা ঋষয়ো বৈ মহাপ্রভাঃ। তুষ্টুবুশ্চ মহালিঙ্গং বেদবাদৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬ ॥ অণোরণীয়াংস্ত্বং দেব তথা ত্বং মহতো মহান্। তস্মাত্ত্বয়া বিধাতব্যং সর্ব্বেষাং লিঙ্গপূজনম্ ॥ ২৭ ॥ তদানীমেব সর্ব্বেণ লিঙ্গঞ্চ বহুশঃ কৃতম্। সত্যে ব্রহ্মেশ্বরং লিঙ্গং বৈকুণ্ঠে চ সদাশিবঃ ॥ ২৮ ॥ অমরাবত্যাং সুপ্রতিষ্ঠমমরেশ্বরসংজ্ঞকম্। বরুণেশ্বরঞ্চ বারুণ্যাং যাম্যাং কালেশ্বরং প্রভুম্ ॥ ২৯ ॥ নৈঋতেশ্বরঞ্চ নৈঋত্যাং বায়ব্যাং পাবনেশ্বরম্। কেদারং মৃত্যুলোকে চ তথৈব অমরেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥ ওঁকারং নর্ম্মদায়াঞ্চ মহাকালং তথৈব চ। কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরং দেবং প্রয়াগে

শম্ভো! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। ১—১৪। মহাদেব কহিলেন,—আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন এবং ত্বরান্বিত হইয়া অদ্য মদুপদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করুন। হে তপোধনগণ! আপনারা সত্বর বিষ্ণুর নিকট গিয়া প্রার্থনা করুন। মহাত্মা শঙ্করের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তখন বিষ্ণুকে নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে জগদেকনাথ! বিদ্যাধর সুর, ও ঋষি, সকলকেই আপনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে পরিত্রাণ করিয়াছেন, এক্ষণে হে ত্রিলোকনাথ, জগদীশ, জগন্নিবাস! আপনি কৃপা করিয়া পূর্ব্ববৎ জনগণকে পরিপালন করুন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—পূর্ব্বে দৈত্যগণ আপনাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। অদ্য লিঙ্গ হইতে এক চিরন্তন ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুরগন! এই লিঙ্গভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার শক্তি আমার নাই। অচ্যুত এই কথা কহিলে দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন সুরগণকে আশ্বাসিত করিয়া এইরূপ এক আকাশ-বাণী উত্থিত হইল যে, হে জনার্দ্দন! এই লিঙ্গ অর্চ্চনার জন্য বরণ কর। হে মহাবাহো! তুমি এই লিঙ্গের আধার-পিণ্ড হইয়া এই চরাচর রক্ষা কর। ভগবান্ বীরভদ্র এই আকাশবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অগ্রে লিঙ্গপূজা করিলেন। তিনি ব্রহ্মাদি সুরগণসহ তৎকালে শিব-ধ্যানে নিরত হইলেন। সেই বীরভদ্রের মস্তকে চন্দ্র, তিনি শিবপ্রিয়, এবং রুদ্রকলা। ঐ বীরভদ্র তৎকালে লিঙ্গার্চ্চনে নিরত হইলেন। ঐ লিঙ্গ তাঁহারই স্বরূপ। উহা হইতেই এই সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইতেছে, উহাতেই স্থান পাইতেছে এবং উহাতেই বিলীন হইতেছে। তত্ত্ববিদ্‌গণ এইজন্যই উহাকে লিঙ্গ নামে অভিহিত করেন। ঐ লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকে পরিব্যাপ্ত, রুদ্রাক্ষমালায় ভূষিত এবং অতি মহদাকারে প্রতিভাত বলিয়া সকলেরই দুরতিক্রম্য। তখন সমস্ত মহামতি দেব ও ঋষি বিভিন্ন বেদবাক্য দ্বারা ঐ মহালিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন। ১—২৬। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব! লিঙ্গরূপিন্! তুমি অণু হইতেও অণু, এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্। অতএব সকলে যাহাতে ঐ লিঙ্গ পূজা করিতে পারে, তুমি তাহার বিধান কর। দেব-ঋষিগণের এইরূপ প্রার্থনার পর তৎক্ষণাৎ শঙ্করদেব স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করিলেন। সত্যলোকে তাঁহার ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ, বৈকুণ্ঠে সদাশিব, অমরাবতীতে সুপ্রতিষ্ঠ অমরেশ্বর, বরুণালয়ে বরুণেশ্বর, যমালয়ে কালেশ্বর, নৈঋতীপুরে নৈঋতেশ্বর, বায়ুলোকে পাবনেশ্বর, মৃত্যুলোকে কেদার ও অমরেশ্বর, নর্ম্মদাতটে ওঙ্কার ও মহাকাল, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, প্রয়াগে

ললিতেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ ত্রিয়ম্বকং ব্রহ্মগিরৌ কলৌ ভদ্রেশ্বরং তথা। দ্রাক্ষারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৩২ ॥ সৌরাষ্ট্রে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতি স্মৃতম্। তথা সর্ব্বেশ্বরং বিন্ধ্যে শ্রীশৈলে শিখরেশ্বরম্। কান্ত্যামল্লালনাথঞ্চ সিংহনাথঞ্চ সিঙ্গলে ॥ ৩২ ॥ বিরূপাক্ষং তথা লিঙ্গং কোটিশঙ্করমেব চ। ত্রিপুরান্তকং ভীমেশমমরেশ্বরমেব চ ॥ ৩৪ ॥ ভোগেশ্বরঞ্চ পাতালে হাটকেশ্বরমেব চ। এবমাদীন্যনেকানি লিঙ্গানি ভুবনত্রয়ে। স্থাপিতানি তদা দেবৈর্বিশ্বোপকৃতিহেতবে ॥ ৩৫। লিঙ্গৈশ্চ তথা সর্ব্বৈঃ পূর্ণমাসীজ্জগত্রয়ম্। তথা চ বীরভদ্রাংশঃ পূজার্থমমরৈঃ কৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্র বিংশতিসংস্কারাস্তেবামষ্টাধিকাভবন্। কথিতাঃ শঙ্করেণৈব লিঙ্গস্যার্চ্চনসূচকাঃ ॥ ৩৭ ॥ সন্তি রুদ্রেণ কথিতাঃ শিবধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। বীরভদ্রো যথা রুদ্রস্তথান্যে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ গুরোর্জাতাশ্চ গুরবো বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে। লিঙ্গস্য মহিমানন্তু নন্দী জানাতি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯ ॥ তথা স্কন্দো হি ভগবানন্যে তে নামধারকাঃ। যথোক্তাঃ শিবধর্ম্মা হি নন্দিনা পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০ ॥ শৈলাদেন মহাভাগা বিচিত্রা লিঙ্গধারকাঃ। শবস্যোপরি লিঙ্গঞ্চ ধ্রিয়তে চ পুরাতনৈঃ ॥ ৪১ ॥ লিঙ্গেন সহ পঞ্চত্বং লিঙ্গেন সহ জীবিতম্। এতে ধর্ম্মাঃ সুপ্রতিষ্ঠাঃ শৈলাদেন প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মঃ পাশুপতঃ শ্রেষ্ঠঃ স্কন্দেন প্রতিপালিতঃ ॥ ৪৩ ॥ শুদ্ধা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা প্রাসাদী তদনন্তরম্। ষড়ক্ষরী তথা বিদ্যা প্রাসাদস্য চ দীপিকা ॥ ৪৪ ॥ স্কন্দাত্তৎসমনুপ্রাপ্তমগস্ত্যেন মহাত্মনা। পশ্চাদাচার্য্যভেদেন হ্যাগমা বহবোঽভবন্ ॥ ৪৫ ॥ কিং নু বৈ বহুনোক্তেন শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। উচ্চারয়ন্তি যে নিত্যং তে রুদ্রা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ সতাং মার্গং পুরস্কৃত্য যে সর্ব্বে তেপুরাস্তিকাঃ। বীরা মাহেশ্বরা জ্ঞেয়াঃ পাপক্ষয়করা নৃণাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রসঙ্গেনানুষঙ্গেণ শ্রদ্ধয়া চ যদৃচ্ছয়া। শিবভক্তিং প্রকুর্ব্বন্তি যে বৈ তে যান্তি সদ্গতিম্ ॥ ৪৮ ॥ শৃণুধ্বং কথয়ামীহ ইতিহাসং পুরাতনম্। কৃতং শিবালয়ে যচ্চ পতঙ্গ্যা মার্জ্জনং পুরা ॥ ৪৯ ॥ আগতা ভক্ষণার্থং হি নৈবেদ্যং কেন চার্পিতম্। মার্জ্জনং রজসস্তস্যাঃ পক্ষা-

ললিতেশ্বর, ব্রহ্মাচলে ত্রিয়ম্বক, কলিতে ভদ্রেশ্বর, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর, সৌরাষ্ট্রে সোমেশ্বর, বিন্ধ্যাচলে সর্ব্বেশ্বর, শ্রীশৈলে শিখরেশ্বর, কান্তিপুরে অল্লালনাথ, সিংহলে সিংহনাথ, বিরূপাক্ষ, কোটিশঙ্কর, ত্রিপুরান্তক, ভীমেশ, অমরেশ্বর ও ভোগেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে আরও অনেক লিঙ্গ তখন হইতে দেবগণ দ্বারা বিশ্বের উপকারের জন্য ত্রিভুবনে স্থাপিত হইল। তখন লিঙ্গেশ্বরগণ কর্ত্তৃক এ ত্রিজগৎ পূর্ণ হইয়া গেল। অমরগণ বীরভদ্রের বংশীয়দিগকে ঐ সকল লিঙ্গের পূজার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল লিঙ্গের অষ্টাধিক বিংশতি সংস্কার আছে। স্বয়ং শঙ্কর লিঙ্গার্চ্চন সম্বন্ধে ঐ সকল সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। রুদ্রকথিত সনাতন শিবধর্ম্ম অনেক আছে। বীরভদ্র রুদ্রসদৃশ, অন্যান্য গুরুগণও তদনুরূপ, এতদ্ভিন্ন গুরুপুত্রগণও ত্রিভুবনে গুরুপদবাচ্য; সুতরাং তাঁহারাও রুদ্রতুল্য। নন্দী লিঙ্গের মাহাত্ম্য যথাযথ বিদিত আছেন। তথা ভগবান্ স্কন্দ ও অন্যান্য প্রথিতনামা ব্যক্তিও লিঙ্গমাহাত্ম্য বিদিত আছেন। প্রচলিত শিবধর্ম্ম নন্দী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শিলাদনন্দন নন্দীর মুখে বিবিধ মহাভাগ্যশালী লিঙ্গধারকদিগের কথাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন শৈবগণ শবের উপর লিঙ্গ ধারণ করেন। লিঙ্গের সহিত পঞ্চত্ব এবং লিঙ্গ সহ জীবিত এই সকলই নন্দিপ্রতিষ্ঠিত শৈব ধর্ম্ম। স্কন্দ-প্রতিপালিত পাশুপত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা শুদ্ধা, অনন্তর প্রাসাদবীজ, তৎপর প্রাসাদবীজের দীপিকা ষড়ক্ষরী বিদ্যা; এই সকল বীজমন্ত্রই মহাত্মা অগস্ত্য স্কন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর আচার্য্যভেদে আগমশাস্ত্র বহুধা বিভক্ত হইয়াছে। অধিক বলিয়া কি হইবে? যাহারা 'শিব' এই অক্ষরদ্বয়ও নিত্য উচ্চারণ করে, তাহারাও সাক্ষাৎ রুদ্র, সন্দেহ নাই। যাহারা সাধুজনের আচরিত পথের অনুসরণ করিয়া আজীবন তপঃসাধনায় নিমগ্ন হয়, তাহারা মাহেশ্বর বীর বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সকল বীর জনসাধারণের পাপক্ষয়ে সক্ষম। ২৭—৪৭। প্রসঙ্গে, অনুষঙ্গে, শ্রদ্ধায় বা যদৃচ্ছায় শিবের প্রতি যাহারা ভক্তিযুক্ত হয়, তাহাদের সদ্গতি লাভ অনিবার্য্য। শ্রবণ করুন—এ সম্বন্ধে আমি এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে এক পতঙ্গী যে প্রকারে শিবালয়ের মার্জ্জন করিয়াছিল; আমি এক্ষণে তাহাই বলিব। একদা কোন এক ব্যক্তি শিবকে নৈবেদ্য দান করিয়াছিল। ঐ পতঙ্গী সেই নৈবেদ্য ভক্ষণার্থ আগমন করিলে

ভ্যামভবৎ পুরা ॥ ৫০ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ উত্তমং স্বর্গমাগতা। ভুক্ত্বা স্বর্গসুখং চোগ্রং পুনঃ সংসারমাগতা ॥ ৫১ ॥ কাশিরাজসুতা জাতা সুন্দরী নাম বিশ্রুতা। পূর্ব্বাভ্যাসাচ্চ কল্যাণী বভূব পরমা সতী ॥ ৫২ ॥ উষস্যুষসি তন্বঙ্গী শিবদ্বাররতা সদা। সম্মার্জ্জনঞ্চ কুরুতে ভক্ত্যা পরময়া যুতা ॥ ৫৩ ॥ স্বয়মেব তদা দেবী সুন্দরী রাজকন্যকা। তথাভূতাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥ সুকুমারী সতী বালে স্বয়মেব কথং শুভে। সম্মার্জ্জনঞ্চ কুরুষে কন্যকে ত্বং শুচিস্মিতে ॥ ৫৫ ॥ দাসী দাস্যশ্চ বহবঃ সন্তি দেবি তবাগ্রতঃ। তবাজ্ঞয়া করিষ্যন্তি সর্ব্বং সম্মার্জ্জনাদিকম্ ॥ ৫৬ ॥ ঋষেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥ ৫৭ ॥ শিবসেবাং প্রকুর্ব্বাণাঃ শিবভক্তিপুরস্কৃতাঃ। যে নরাশ্চৈব নার্য্যশ্চ শিবলোকং ব্রজন্তি বৈ ॥ ৫৮ ॥ সম্মার্জ্জনঞ্চ পাণিভ্যাং পদ্ভ্যাং যানং শিবালয়ে। তস্মান্ময়া চ ক্রিয়তে সম্মার্জ্জনমতন্দ্রিতম্ ॥ ৫৯ ॥

তাহার পক্ষবাতে শিবসন্নিহিত স্থানের রজোরাশি অপনীত হইয়াছিল। ইহা অতি অনেকদিনের ঘটনা। যাহা হউক, সেই কর্ম্মবিপাকে ঐ পতঙ্গীর উত্তম স্বর্গ লাভ হয়। সে উৎকট স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে আগমন করে। এইবার কাশীরাজের কন্যা হইয়া তাহাকে জন্মিতে হয়। এ জন্মে সে সুন্দরী নামে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করে। পূর্ব্ব অভ্যাসবশে ঐ সুন্দরী স্বভাবতই কল্যাণচারিণী হইয়া সতী-শিরোমণিরূপে পিতৃগৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। কৃশাঙ্গী সুন্দরী প্রতিদিন প্রতি উষাকালে শিব-মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া সর্ব্বদা পরম ভক্তি সহকারে সম্মার্জ্জন করিতে লাগিল। সুন্দরী রাজকন্যা হইয়াও স্বহস্তেই মার্জ্জন-কার্য্য করিতে লাগিল। একদা উদ্দালক ঋষি তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন,—হে শুভে! তুমি সুকুমারী সতী বালিকা; তুমি স্বহস্তে কেন এই সম্মার্জ্জন-কার্য্য করিতেছ? হে দেবি! শুচিস্মিতে! তোমার ত কত দাস-দাসী আছে; তাহারা তোমারই অগ্রে রহিয়াছে। তুমি আজ্ঞা করিলে তাহারাই ত এ সকল সম্মার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া দিবে। ঋষির বাক্য শুনিয়া রাজনন্দিনী সুন্দরী হাস্যপূর্ব্বক বলিল,—যে সকল নর কিম্বা নারী শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া শিবের সেবা করে, অন্তে তাহারা শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হস্ত দ্বারা শিব-মন্দিরের সম্মার্জ্জন এবং পদব্রজে শিবালয়ে গমন, ইহাই বটে প্রশস্ত বিধি।

অন্যৎ কিঞ্চিন্ন জানামি একং সম্মার্জ্জনং বিনা। ঋষিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনসা চ বিমৃশ্য হি ॥ ৬০ ॥ অনয়া কিং কৃতং পূর্ব্বং কেন্বং কস্য প্রসাদতঃ। তদা জ্ঞাতঞ্চ ঋষিণা তৎসর্ব্বং জ্ঞানচক্ষুষা। বিস্ময়েন সমাবিষ্টস্তূষ্ণীম্ভূতোঽভবত্তদা ॥ ৬১ ॥ সবিস্ময়োঽভূদথ তদ্বিদিত্বা উদ্দালকো জ্ঞানবতাং বরিষ্ঠঃ। শিবপ্রভাবং মনসা বিচিন্ত্য জ্ঞানাৎ পরং বোধমবাপ শান্তঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। তস্করোঽপি পুরা ব্রহ্মন্ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। ব্রহ্মঘ্নোঽসৌ সুরাপশ্চ সুবর্ণস্য চ তস্করঃ ॥ ১ ॥ লম্পটো হি মহাপাপ উত্তমস্ত্রীষু সর্ব্বদা। দ্যূতকারী সদা মন্দঃ কিতবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥২॥ একদা ক্রীড়তা তেন হারিতং দ্যূতমদ্ভুতম্। কিতবৈর্দ্দ্যমানো হি তদা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩ ॥ পীড়িতো-

এইজন্যই আমি স্বয়ং সতর্কতার সহিত শিবালয়ের সম্মার্জ্জন করিয়া থাকি। এক মাত্র সম্মার্জ্জন ভিন্ন আর কোনই বিশেষ ধর্ম্ম জানি না। ঋষি সেই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই রাজকন্যা পূর্ব্বে কি ছিল, কি কার্য্য করিয়াছে এবং কাহার প্রসাদেই বা এ প্রকার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? ঋষি এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞাননেত্রে সমস্তই বিদিত হইলেন। তখন তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তিনি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ উদ্দালক ঋষি ঐ সকল বিধি জানিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি মনে মনে শিবের প্রভাব চিন্তা করিয়া জ্ঞান হইতে পরম বোধ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরে শান্তি হইল। ৪৮—৬২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

লোমশ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরাকালে এক তস্কর ছিল। তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা বা ধর্ম্মজ্ঞান কিছুই ছিল না। সে ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপ, সুবর্ণচোর, উৎকট পাপনিষ্ঠ এবং উত্তম উত্তম নারীজনে সতত লম্পট ছিল। ঐ মন্দমতি তস্কর কিতবগণের সহিত মিলিয়া সতত দ্যূতক্রীড়া করিত। একদিন কিতবগণের সহিত খেলা করিয়া হারিয়া গেল। কিতবেরা প্রাপ্য দ্রব্য

হপ্যভবত্তুর্ণীং তৈস্কৃতঃ পাপকৃত্তমঃ। দ্যূতে ত্বয়া চ তদ্দ্রব্যং হারিতং কিং প্রযচ্ছসি ॥ ৪ ॥ নো বা তৎকথ্যতাং শীঘ্রং যাথাতথ্যেন দুর্ম্মতে। যদ্ধারিতং প্রযচ্ছামি রাত্রাবিত্যব্রবীচ্চ সঃ ॥ ৫ ॥ তৈর্ম্মুক্তস্তেন বাক্যেন গতাস্তে কিতবাদয়ঃ। তদা নিশীথসময়ে গতোহসৌ শিবমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥ শিরোধিরুহ্য শম্ভোশ্চ ঘণ্টামাদাতুমুদ্যতঃ। তাবৎ কৈলাসশিখরে শম্ভুঃ প্রোবাচ কিঙ্করান্ ॥ ৭ ॥ অনেন যৎ কৃতং চাদ্য সর্ব্বেষামধিকং ভুবি। সর্ব্বেষামেব ভক্তানাং বরিষ্ঠোহয়ঞ্চ মৎপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ ইতি প্রোক্তানয়ামাস বীরভদ্রাদিভির্গণৈঃ। তে সর্ব্বে ত্বরিতা জগ্মুঃ কৈলাসাচ্ছিববল্লভাৎ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বৈর্ডমরুনাদেন নাদিতং ভুবনত্রয়ম্। তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্তীর্য্য চৌরোহসৌ দুরাত্মবান্। লিঙ্গস্থ মস্তকাৎ সদ্যঃ পলায়নপরোহভবৎ ॥ ১০ ॥ পলায়মানং তং দৃষ্ট্বা বীরভদ্রঃ সমাহ্বয়ৎ ॥ ১১ ॥ কস্মাদ্বিভেষি রে মন্দ দেবদেবো মহেশ্বরঃ। প্রসন্নস্তব জাতোহদ্য উদারচরিতো হসৌ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্ত্বা তং বিমানে চ কৃত্বা কৈলাসমাযযৌ। পার্ষদো হি কৃতস্তেন তস্করো হি মহাত্মনা ॥ ১৩ ॥ তস্মাদ্ভাব্যা শিবে ভক্তিঃ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। পশবোহপি হি পূজ্যাঃ স্যুঃ কিং পুনর্মানবা ভুবি ॥ ১৪ ॥ যে তার্কিকাস্তর্কপরাস্তথা মীমাংসকাশ্চ যে। অন্যোন্যবাদিনশ্চান্যে চান্যে বাত্মবিতর্ককাঃ ॥ ১৫ ॥ একবাক্যং ন কুর্ব্বন্তি শিবার্চ্চনবহিষ্কৃতাঃ। তর্কো হি ক্রিয়তে যৈশ্চ তে সর্ব্বে কিং শিবং বিনা ॥ ১৬ ॥ তথা কিং বহুনোক্তেন সর্ব্বেহপি স্থিরজঙ্গমাঃ। প্রাণিনোহপি হি জায়ন্তে কেবলং লিঙ্গধারিণঃ ॥ ১৭ ॥ পিণ্ডীযুক্তং যথা লিঙ্গং স্থাপিতঞ্চ যথাভবৎ। তথা নরা লিঙ্গযুক্তাঃ পিণ্ডীভূতাস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ শিবশক্তিযুতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্। তং শিবং মৌঢ্যতস্ত্যক্ত্বা মূঢাশ্চান্যং ভজন্তি যে ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মমাত্যন্তিকং তুচ্ছং নশ্বরং ক্ষণভঙ্গুরম্। যো বিষ্ণুঃ স শিবো জ্ঞেয়ো যঃ শিবো বিষ্ণুরেব সঃ ॥ ২০ ॥ পীঠিকা বিষ্ণুরূপং স্যাল্লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মাল্লিঙ্গার্চ্চনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষামপি বৈ

পাইবার জন্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পীড়িত হইয়াও সে তখন কোন কথাই বলিল না; কেবল মৌনভাবেই রহিল। তখন কিতবেরা ঐ পাপাত্মাকে কহিল,—রে দুর্ম্মতে! তুই দ্যূতক্রীড়ায় যে দ্রব্য হারিয়াছিস্, তাহা আমাদিগকে দিবি কি না, সত্বর স্পষ্ট করিয়া বল্? তখন তস্কর উত্তর করিল,—হাঁ, যাহা হারিয়াছি, আমি রাত্রিযোগে তাহা প্রদান করিব। তাহার এই প্রতিশ্রুতিবাক্যে কিতবেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অনন্তর নিশীথকালে ঐ তস্কর এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরমধ্যস্থ শিবলিঙ্গের মস্তকে উঠিয়া তথাকার বিলম্বিত ঘণ্টা-যন্ত্রটী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে কৈলাস-শিখরে শঙ্কর তাঁহার কিঙ্করদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—ঐ তস্কর যাহা অদ্য করিল, জগতে, ঐরূপ কার্য্য অতি শ্রেয়স্কর; সুতরাং আমার যে সকল ভক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ তস্করই বরিষ্ঠ এবং আমার অতি প্রিয়পাত্র। শিব এই কথা কহিয়া তস্করকে নিজ ধামে আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। আজ্ঞামাত্র বীরভদ্রাদি প্রমথবৃন্দ ত্বরিতপদে শিবপ্রিয় কৈলাস হইতে প্রস্থান করিলেন। সহসা ডমরুবাদ্যে ত্রিভুবন ধ্বনিত হইল। দুরাত্মা তস্কর তাঁহাদিগকে দেখিয়া সহসা শিবলিঙ্গের মস্তক হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া বীরভদ্র ডাকিয়া বলিলেন,—রে মন্দ! তুই কাহার ভয়ে ভীত হইয়াছিস্? সাক্ষাৎ উদারকীর্ত্তি দেবদেব মহেশ্বর তোর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া বীরভদ্র সেই তস্করকে বিমানে আরোপিত করত কৈলাসধামে লইয়া আসিলেন। মহাত্মা মহেশ্বর তাহাকে স্বীয় পার্ষদপদ প্রদান করিলেন। অতএব সকল দেহীরই ভবের প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য। ভবভক্ত পশুগণও পূজ্য হইয়া থাকে; তাহাতে ভূতলচারী মানবদিগের কথা আর কি বলিব? ১—১৪। যাহারা তার্কিক—সতত তর্কপরায়ণ, আর যাহারা মীমাংসক অথবা যাহারা অন্যান্য মতবাদী কিম্বা যাহারা আত্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে বিতর্ক-পরায়ণ, তাহারা শিবার্চ্চনায় পরাঙ্মুখ হইয়া একটী বাক্যও কি শিব-সন্তোষে প্রয়োগ করে না? যাহারা তর্ক করে, তাহাদের তর্ক কি শিব-ভিন্ন? অধিক বলিয়া কি হইবে? এই চরাচর যে কিছু প্রাণী আছে, সকলেই নিয়ত লিঙ্গধারী। লিঙ্গ যেরূপে পিণ্ডীযুক্ত হয় এবং যেরূপে স্থাপিত হইয়া থাকে, নরগণও তেমনি লিঙ্গযুক্ত ও স্ত্রীগণ তেমনি পিণ্ডীভূত। এই চরাচর সমস্ত জগতই শিব-শক্তিযুক্ত। এ হেন শিবকে যাহারা পরিত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ অন্যের সেবা করে, তাহারা বাস্তবিকই মূঢ়। আত্যন্তিক যে কোন ধর্ম্মই তুচ্ছ এবং নশ্বর। যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব এবং যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু। মহেশ্বর লিঙ্গরূপী আর তাঁহার

দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা মণিময়ং লিঙ্গং পূজয়ত্যনিশং শুভম্। ইন্দ্রো রত্নময়ং লিঙ্গং চন্দ্রো মুক্তাময়ং তথা ॥ ২২ ॥ ভানুস্তাম্রময়ং লিঙ্গং পূজয়ত্যনিশং শুভম্। রৌক্মং লিঙ্গং কুবেরশ্চ পাশী চারক্তমেব চ ॥ ২৩ ॥ যমো নীলময়ং লিঙ্গং রাজতং নৈঋতস্তথা। কাশ্মীরং পবনো লিঙ্গমর্চ্চয়ত্যনিশং বিভোঃ ॥ ২৪ ॥ এবং তে লিঙ্গিতাঃ সর্ব্বে লোকপালাঃ সবাসবাঃ। তথা সর্ব্বেঽপি পাতালে গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥ দৈত্যানাং বৈষ্ণবাঃ কেচিৎ প্রহ্লাদপ্রমুখা দ্বিজাঃ। তথা হি রাক্ষসানাঞ্চ বিভীষণপুরোগমাঃ ॥ ২৬ ॥ বলিশ্চ নমুচিশ্চৈব হিরণ্যকশিপুস্তথা। বৃষপর্ব্বা বৃষশ্চৈব সংহ্রাদো বাণ এব চ ॥ ২৭ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ শিষ্যাঃ শুক্রস্য ধীমতঃ। এবং শিবার্চ্চনরতাঃ সর্ব্বে তে দৈত্যদানবাঃ ॥ ২৮ ॥ রাক্ষসা এব তে সর্ব্বে শিবপূজান্বিতাঃ সদা। হেতিঃ প্রহেতিঃ সংযাতিবিঘসঃ প্রঘসস্তথা ॥ ২৯ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্বস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ধূম্রাক্ষো ভীমবিক্রমঃ। মালী চৈব সুমালী চ মাল্যবানতিভীষণঃ ॥ ৩০ ॥ বিদ্যুৎকেশস্তড়িজ্জিহ্বো রাবণশ্চ মহাবলঃ। কুম্ভকর্ণো দুরাধর্ষো বেগদর্শী প্রতাপবান্ ॥ ৩১ ॥ এতে হি রাক্ষসাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিবার্চ্চনরতাঃ সদা। লিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য চ সদা সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ পুরা তু তে ॥ ৩২ ॥ রাবণেন তপস্তপ্তং সর্ব্বেষামপি দুঃসহম্। তপোঽধিপো মহাদেবস্তুতোষ চ তদা ভৃশম্ ॥ ৩৩ ॥ বরান্ প্রাযচ্ছত তদা সর্ব্বেষামপি দুর্লভান্। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং লব্ধং তেন সদাশিবাৎ ॥ ৩৪ ॥ অজেয়ত্বঞ্চ সংগ্রামে দ্বৈগুণ্যং শিরসামপি। পঞ্চবক্ত্রো মহাদেবো দশবক্ত্রোঽথ রাবণঃ ॥ ৩৫ ॥ দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব নির্জ্জিত্য তপসা বিভুঃ। মহেশস্য প্রসাদাচ্চ সর্ব্বেষামধিকোঽভবৎ ॥ ৩৬ ॥ রাজা ত্রিকূটাধিপতির্মহেশেন কৃতো মহান্। সর্ব্বেষাং রাক্ষসানাঞ্চ পরমাসনমাস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ তপস্বিনাং পরীক্ষায়ৈ যদৃষীণাং বিহিংসনম্। কৃতং তেন তদা বিপ্রা রাবণেন তপস্বিনা ॥ ৩৮ ॥ অজেয়ো হি মহান জাতো রাবণো লোকরাবণঃ। সৃষ্ট্যন্তরং কৃতং যেন প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৩৯ ॥ লোকপালা জিতাস্তেন প্রতাপেন তপস্বিনা। ব্রহ্মাপি বিজিতো যেন তপসা পরমেণ হি ॥ ৪০ ॥ অমৃতাংশুকরো ভূত্বা জিতো যেন শশী দ্বিজাঃ। দাহকত্বাজ্জিতো বহ্নিরীশঃ কৈলাসতোলনাৎ ॥ ৪১ ॥ ঐশ্বর্য্যেণ জিতশ্চেন্দ্রো বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতস্তথা। লিঙ্গার্চ্চন-

---

পীঠিকা বিষ্ণুরূপী, অতএব হে দ্বিজগণ! লিঙ্গার্চ্চনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ব্রহ্মা নিরন্তর শুভ মণিময় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপে ইন্দ্র রত্নময়, চন্দ্র মুক্তাময়, ভানু তাম্রময়, কুবের সুবর্ণময়, বরুণ ঈষৎ রক্তিমময়, যম নীলময়, নৈঋত রজতময় এবং পবন কাশ্মীর লিঙ্গ নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সকলেই লিঙ্গার্চ্চনায় নিরত। স্বর্গের ন্যায় পাতালেও গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দৈত্যগণ মধ্যে প্রহ্লাদপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ, বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসগণ, বলি, নমুচি, হিরণ্যকশিপু, বৃষপর্ব্বা, বৃষ, সংহ্রাদ, ও বাণ, ইহারা এবং ধীমান্ শুক্রের অন্যান্য আরও বহু শিষ্য শিবার্চ্চনে নিরত। বলিতে কি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সকলেই সদা শিবপূজায় নিবিষ্ট। হেতি, প্রহেতি, বিঘস, প্রঘস, বিদ্যুজ্জিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, মালী, সুমালী, মাল্যবান্, বিদ্যুৎকেশ, তড়িজ্জিহ্ব, মহাবল রাবণ, দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ, ও প্রতাপবান্ বেগদর্শী, এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদা শিবার্চ্চনায় নিরত। ইঁহারা শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাবণ সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপঃফলদাতা মহাদেব তাহাতে তুষ্ট হইয়া রাবণকে সর্ব্বজন-দুর্লভ বর সকল প্রদান করেন। রাবণ সদাশিবের নিকট হইতে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান, সংগ্রামে অজেয়ত্ব এবং স্বীয় দশশিরস্কত্ব লাভ করিয়াছিল। বরদাতা শিব পঞ্চবক্ত্র; রাবণ সেই বক্ত্রপঞ্চকের দ্বৈগুণ্য বরে দশবক্ত্র হইল। মহেশ্বরপ্রসাদে রাবণ দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে জয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। মহেশ্বর তাহাকে রাজা করিয়া ত্রিকূটগিরির আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সমস্ত রাক্ষস সমাজে শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল। হে বিপ্রগণ! তপস্বী রাবণ স্বীয় বরসাফল্য পরীক্ষার নিমিত্ত তপস্বী ঋষিগণের হিংসা করিত। লোকরাবণ রাবণ তাঁহারই প্রসাদে সর্ব্বত্র অজেয় ও মহৎ পদে উন্নীত হইয়াছিল; এমন কি শিবের প্রসাদে সে এক অভিনব সৃষ্টিরই প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল। তপস্বী রাবণ স্বীয় প্রতাপে লোকপালদিগকে জয় করে, এমন কি তাহার তীব্র তপস্যায় ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরাজিত হন। ১৫—৪০। হে দ্বিজগণ! শশধর তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অমৃতময় অংশুকরে বিরাজ করিতেন। রাবণ দাহকশক্তিবলে বহ্নিকে জয় করিয়াছিল; কৈলাস উত্তোলন করিয়া ঐশ্বর্য্যপদে অধিরূঢ় হইয়াছিল; ঐশ্বর্য্যগুণে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল এবং স্বয়ং সর্ব্বত্র গতিমান্ বলিয়া বিষ্ণুর ন্যায়

প্রসাদেন ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকৃতম্ ॥ ৪২ ॥ তদা সর্ব্বে সুরগণা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য সুমন্ত্রং চক্রিরে তদা ॥ ৪৩ ॥ পীড়িতাঃ স্মো রাবণেন তপসা দুষ্করেণ বৈ। গোকর্ণাখ্যে গিরৌ দেবাঃ শ্রূয়তাং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥ সাক্ষাল্লিঙ্গার্চ্চনং যেন কৃতমস্তি মহাত্মনা। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং যদ্‌যৎ পরমমদ্ভুতম্। তৎ কৃতং রাবণেনৈব সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমম্ ॥ ৪৫ ॥ বৈরাগ্যং পরমাস্থায় ঔদার্য্যঞ্চ ততোঽধিকম্। তেনৈব মমতা ত্যক্তা রাবণেন মহাত্মনা ॥ ৪৬ ॥ সংবৎসরসহস্রাচ্চ স্বশিরো হি মহাভুজঃ। কৃত্বা করেণ লিঙ্গস্য পূজনার্থং সমর্পয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ রাবণস্য কবন্ধঞ্চ তদগ্রে চ সমীপতঃ। যোগধারণয়া যুক্তং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪৮ ॥ লিঙ্গে লয়ং সমাধায় কয়াপি কলয়া স্থিতম্। অন্যচ্ছিরো বিধৃশ্চৈবং তেনাপি শিবপূজনম্। কৃতং নৈবান্যমুনিনা তথা চৈবাপরেণ হি ॥ ৪৯ ॥ এবং শিরাংস্যেব বহূনি তেন সমর্পিতান্যেব শিবার্চ্চনার্থে। ভূত্বা কবন্ধো হি পুনঃপুনশ্চ তদা শিবোঽসৌ বরদো বভূব ॥ ৫০ ॥ বরান্ বরয় পৌলস্ত্য যথেষ্টং তান্ দদাম্যহম্ ॥ ৫১ ॥ রাবণেন তদা চোক্তঃ শিবঃ পরমমঙ্গলঃ। যদি প্রসন্নো ভগবন্ দেয়ো মে বর উত্তমঃ ॥ ৫২ ॥ ন কাময়েঽন্যঞ্চ বরমাশ্রয়ে ত্বৎপদাম্বুজম্। যথা তথা প্রদাতব্যং যদ্যস্তি চ কৃপা ময়ি ॥ ৫৩ ॥ তদা সদাশিবেনোক্তো রাবণো লোকরাবণঃ। মৎপ্রসাদাচ্চ সর্ব্বং ত্বং প্রাপ্স্যসে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৫৪ ॥ এবং প্রাপ্তং শিবাৎ সর্ব্বং রাবণেন সুরেশ্বরাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিশ্চ তপসা পরমেণ হি ॥ ৫৫ ॥ বিজেতব্যো রাবণোঽয়মিতি মে মনসি স্থিতম্। অচ্যুতস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৫৬ ॥ চিন্তামাপেদিরে সর্ব্বে চিরং তে বিষয়ান্বিতাঃ। ব্রহ্মাপি চেন্দ্রিয়গ্রস্তঃ সুতাং রমিতুমুদ্যতঃ ॥ ৫৭ ॥ ইন্দ্রো হি জারভাবাচ্চ চন্দ্রো হি গুরুতল্পগঃ। যমঃ কদর্য্যভাবাচ্চ চঞ্চলত্বাৎ সদাগতিঃ ॥ ৫৮ ॥ পাবকঃ সর্ব্বভক্ষিত্বাত্তথান্যে দেবতাগণাঃ। অশক্তা রাবণং জেতুং

প্রতিভাত হইয়াছিল। এইরূপে সে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনাগুণে এই ত্রৈলোক্যকেই বশীভূত করিযাছিল। রাবণের তপশ্চরণ-সময়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রমুখ সুরগণ মেরুপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করেন যে, অহো! রাবণের দুষ্কর তপস্যায় আমরা পীড়িত হইয়াছি। হে দেবগণ! শ্রবণ করুন; গোকর্ণ শৈলে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। মহাত্মা রাবণ সেইখানে থাকিয়াই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছে! যাহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, সর্ব্বলোক-দুর্লভ, পরম অদ্ভুত পূজাকার্য্য, রাবণ তাহাই করিযাছে। মহাত্মা রাবণ পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিযাছে; ততোধিক ঔদার্য্যে অন্বিত হইয়াছে; এবং সকল প্রকার মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিযাছে। মহাতেজা রাবণ সহস্র সম্বৎসর যাবৎ স্বীয় মস্তক বার বার কর্ত্তন করিয়া শিবলিঙ্গের অর্চ্চনার্থ অর্পণ করিয়াছে। লিঙ্গপ্রান্তে রাবণের কবন্ধ অবস্থিত হইয়া পরম সমাধিবলে যোগধারণায় অন্বিত হইয়াছে। তাহার এক এক মস্তক লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়, আবার অন্য মস্তক কর্ত্তন করিয়া তাহা দ্বারাই সে শিবার্চ্চনা করে। রাবণ যে প্রকার কার্য্য করিয়াছে, অন্য কোন মুনিই তাহা করিতে পারেন নাই। এইরূপে রাবণ শিবার্চ্চনার জন্য কবন্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ তাহার বহু মস্তকই অর্পণ করিয়াছিল। তখন শিব তাহার প্রতি বর প্রদানে উদ্যত হন। শিব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—হে পৌলস্ত্য! তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমায় তাহা দান করিব। তখন রাবণ পরম মঙ্গলময় শিবকে জানাইল,—ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমায় বর দান করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি বলি—আমি আর অন্য বর চাহি না; আমি কেবল আপনার পদাম্বুজই প্রার্থনা করি। যদি আমার প্রতি অপনার কৃপা থাকে, তবে ঐ পদাম্বুজই যত্র তত্র আমায় অর্পণ করিবেন। তখন সদাশিব রাবণকে বলিয়াছিলেন,—তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত মনোভীষ্টই প্রাপ্ত হইবে। ৪১—৫৪। হে সুরেশ্বরগণ! এইরূপে রাবণ শিবের নিকট হইতে সমস্ত ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তোমরাও সকলে পরম তপস্যাবলেই ঐ রাবণকে জয় করিবে; ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। অচ্যুতের বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই নিজেদের বিষয়াসক্তি-নিবন্ধন চিন্তান্বিত হইলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়-বশ্য হইয়া স্বীয় সুতাকে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র জারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; চন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিয়াছিলেন; যম সতত কদর্য্যভাবেই অন্বিত; পবন সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং পাবক সর্ব্বভক্ষী। এইরূপে অন্যান্য দেবগণও বিষয়াসক্ত; সুতরাং সেই তপোবলোদ্দীপ্ত রাবণকে তপস্যা করিয়া জয় করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।

তপসা চ বিজৃম্ভিতম্ ॥ ৫৯ ॥ শৈলাদো হি মহাতেজা গণশ্রেষ্ঠঃ পুরাতনঃ। বুদ্ধিমান্ নীতিনিপুণো মহাবলপরাক্রমী ॥ ৬০ ॥ শিবপ্রিয়ো রুদ্ররূপী মহাত্মা হ্যুবাচ সর্ব্বানথ চেন্দ্রমুখ্যান্। কস্মাদ্‌যূয়ং সম্ভ্রমাদাগতাশ্চ এতৎ সর্ব্বং কথ্যতাং বিস্তরেণ ॥ ৬১ ॥ নন্দিনা চ তদা সর্ব্বে পৃষ্টাঃ প্রোচুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৬২ ॥ দেবা উচুঃ। রাবণেন বয়ং সর্ব্বে নির্জ্জিতা মুনিভিঃ সহ। প্রসাদয়িতুমায়াতাঃ শিবং লোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৬৩ ॥ প্রহস্য ভগবান্ নন্দী ব্রহ্মাণং বৈ হ্যুবাচ হ। ক যূয়ং ক শিবঃ শম্ভুস্তপসা পরমেণ হি। দ্রষ্টব্যো হৃদি মধ্যস্থঃ সোঽদ্য দ্রষ্টুং ন পার্য্যতে ॥ ৬৪ ॥ যাবন্তাবা হ্যনেকাশ্চ ইন্দ্রিয়ার্থাস্তথৈব চ। যাবচ্চ মমতাভাবস্তাবদীশো হি দুর্লভঃ ॥ ৬৫ ॥ জিতেন্দ্রিয়াণাং শান্তানাং তন্নিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্। সুলভো লিঙ্গরূপী স্যাত্তবতাং হি সুদুর্লভঃ ॥ ৬৬ ॥ তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ বিপশ্চিতঃ। প্রণম্য নন্দিনং প্রাহুঃ কস্মাত্ত্বং বানরাননঃ। তৎসর্ব্বং কথয়াস্মাকং রাবণস্য তপোবলম্ ॥ ৬৭ ॥

নন্দীশ্বর উবাচ। কুবেরোঽধিকৃতস্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা। ধনানামাধিপত্যে চ তং দ্রষ্টুং রাবণোঽত্র বৈ ॥ ৬৮ ॥ আগচ্ছত্ত্বরয়া যুক্তঃ সমারুহ্য স্ববাহনম্। মাং দৃষ্ট্বা চাব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ কুবেরো হ্যত্র আগতঃ ॥ ৬৯ ॥ ত্বয়া দৃষ্টোঽথবাত্রাসৌ কথ্যতামবিলম্বিতম্। কিং কার্য্যং ধনদেনাদ্য ইতি পৃষ্টো ময়া হি সঃ ॥ ৭০ ॥ তদোবাচ মহাতেজা রাবণো লোকরাবণঃ। ময্যশ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা বিষয়াত্মা সুদুর্মদঃ ॥ ৭১ ॥ শিক্ষাপয়িতুমারব্ধো মৈবং কার্য্যমিতি প্রভো। যথাহঞ্চ শ্রিয়া যুক্ত আঢ্যোঽহং বলবানহম্। তথা ত্বং ভব রে মূঢ় মা মূঢ়ত্বমুপার্জ্জয় ॥ ৭২ ॥ অহং মূঢ়ঃ কৃতস্তেন কুবেরেণ মহাত্মনা। ময়া নিরাকৃতো রোষাত্তপস্তেপে স গুহ্যকঃ ॥ ৭৩ ॥ কুবেরঃ স হি নন্দিন্ কিমাগতস্তব মন্দিরম্। দীয়তাঞ্চ কুবেরোঽদ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৪ ॥ রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা হ্যবোচং ত্বরিতোঽপ্যহম্। লিঙ্গকোঽসি মহাভাগ ত্বমহঞ্চ তথাবিধঃ ॥ ৭৫ ॥ উভয়োঃ সমতাং জ্ঞাত্বা বৃথা জল্পসি দুর্ম্মতে।

কাজেই তাঁহারা উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। মহাত্মা মহাতেজা শিলাদ-নন্দন নন্দী মহাদেবের একজন অতি প্রাচীন গণাধিপতি। তিনি বুদ্ধিমান্, নীতিনিপুণ, মহাবল, শিবপ্রিয় ও শিবস্বরূপ। মহাত্মা নন্দী ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—কেন তোমরা সসম্ভ্রমে এখানে আগমন করিয়াছ? যথাবৃত্তান্ত সবিস্তর ব্যক্ত কর। দেবগণ নন্দীর প্রশ্নে ত্বরান্বিত হইয়া কহিলেন,—রাবণ আমাদিগকে এবং মুনিগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছে; সেইজন্য লোকেশ্বর শিবকে প্রসাদিত করিবার জন্য আমরা আসিয়াছি। ভগবান্ নন্দী তৎশ্রবণে সহাস্য-আস্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—কোথায় তোমরা? আর কোথায়ই বা সেই মঙ্গলময় মহাদেব! তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত। পরম তপস্যা দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করা যায়; সুতরাং এ ভাবে এক্ষণে তাঁহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাবৎ প্রপঞ্চভাব ও বিষয়াসক্তি এবং যত দিন মমতার ভাব বিদ্যমান, তাবৎপর্য্যন্ত ঈশ্বরসাক্ষাৎকার সুদুর্লভ। যাহারা জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, তদ্গতচিত্ত, ও মহাত্মা, লিঙ্গরূপী ভগবান্ তাঁহাদেরই সুলভ; কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি একান্তই দুর্লভ। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিজ্ঞ ঋষিগণ নন্দীকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আপনি বানরানন হইলেন কিরূপে? আমরা আপনার নকট এই বৃত্তান্ত এবং রাবণের অন্য যে কিছু তপোবল শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি ব্যক্ত করুন। নন্দীশ্বর কহিলেন,—মহাত্মা শঙ্কর পূর্ব্বে কুবেরকে ধনাধিপত্যে নিযুক্ত করেন। একদা রাবণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করে। রাবণ স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া সত্বর আসিতেছিল। সে আমাকে দেখিয়া সক্রোধে বলিল,—বলিতে পার কুবের এখানে আসিয়াছে? অথবা তুমি তাহাকে অন্য কোথাও দেখিয়াছ? অবিলম্বে বল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কুবের দ্বারা প্রয়োজন কি? ৫৫—৭০। তখন মহাতেজা রাবণ আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিষয়সেবায় মদমত্ত হইয়া বলিল,—হে প্রভো! তুমি আমায় শিক্ষাদানে উদ্যত হইয়াছ? দেখ, এরূপ কার্য্য আর করিও না। আমি যেরূপ শ্রীমান্, আঢ্য এবং বলবান্, তুমিও এইরূপ হইতে পার; কিন্তু রে মূঢ়! মূঢ়ত্ব অর্জ্জন করিও না। মহাত্মা কুবের আমায় মূঢ় করিয়াছে। আমি তাহাকে বাধা দিলেও সেই গুহ্যক রোষবশে তপস্যা করিয়াছে। যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করি, হে নন্দিন্! সেই কুবের কি তোমার মন্দিরে আগমন করিয়াছে? তুমি কুবেরকে আমার করে অর্পণ কর। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ করিও না। রাবণের কথা শুনিয়া আমি ব্যগ্রভাবে তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ! তুমি লিঙ্গোপাসক, আমিও লিঙ্গোপাসক; হে দুর্ম্মতে!

যথোক্তঃ স ত্বয়াদীন্মাং বদনার্থে বলোদ্ধতঃ ॥ ৭৬ ॥ যথা ভবদ্ভিঃ পৃষ্টোহহং বদনার্থে মহাত্মভিঃ। পুরাবৃত্তং ময়া প্রোক্তং শিবার্চ্চনবিধেঃ ফলম্। শিবেন দত্তং সারূপ্যং ন গৃহীতং ময়া তদা ॥ ৭৭ ॥ যাচিতঞ্চ ময়া শম্ভোর্বদনং বানরস্য চ। শিবেন কৃপয়া দত্তং মম কারুণ্যশালিনা ॥ ৭৮ ॥ নিরভিমানিনো যে চ নির্দম্ভা নিষ্পরিগ্রহাঃ। শম্ভোঃ প্রিয়াস্তে বিজ্ঞেয়া হ্যন্যে শিববহিষ্কৃতাঃ ॥ ৭৯ ॥ তথাবদম্মযা সার্দ্ধং রাবণস্তপসো বলাৎ। ময়া চ যাচিতান্যেব দশ বক্ত্রাণি ধীমতা ॥ ৮০ ॥ উপহাসকরং বাক্যং পৌলস্ত্যস্য তদা সুরাঃ। ময়া তদা হি শপ্তোহসৌ রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৮১ ॥ ঈদৃশান্যেব বক্ত্রাণি যেষাং বৈ সম্ভবন্তি হি। তৈঃ সমেতো যদা কোহপি নরবর্য্যো মহাতপাঃ। মাং পুরস্কৃত্য সহসা হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ এবং শপ্তো ময়া ব্রহ্মন্ রাবণো লোকরাবণঃ। অর্চ্চিতং কেবলং লিঙ্গং বিনা তেন মহাত্মনা ॥ ৮৩ ॥ পীঠিকারূপসংস্থেন বিনা তেন সুরোত্তমাঃ। বিষ্ণুনা হি মহাভাগাস্তস্মাৎ সর্ব্বং বিধাস্যতি ॥ ৮৪ ॥ দেবদেবো মহাদেবো বিষ্ণুরূপী মহেশ্বরঃ। সর্ব্বে যূয়ং প্রার্থয়ন্তু বিষ্ণুং সর্ব্বগুহাশয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ অহং হি সর্ব্বদেবানাং পুরোবর্ত্তী ভবাম্যতঃ। তে সর্ব্বে নন্দিনো বাক্যং শ্রুত্বা মুদিতমানসাঃ। বৈকুণ্ঠমাগতা গীর্ভির্বিষ্ণুং স্তোতুং প্রচক্রিরে ॥ ৮৬ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমো ভগবতে তুভ্যং দেবদেব জগৎপতে। ত্বদাধারমিদং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৮৭ ॥ এতল্লিঙ্গং ত্বয়া বিষ্ণো ধৃতং বৈ পিণ্ডিরূপিণা। মহাবিষ্ণুস্বরূপেণ ঘাতিতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৮৮ ॥ তথা কমঠরূপেণ ধৃতো বৈ মন্দরাচলঃ। বরাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো হতস্ত্বয়া ॥ ৮৯ ॥ হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো হতো নৃহরিরূপিণা। ত্বয়া চৈব বলির্বদ্ধো দৈত্যো বামনরূপিণা ॥ ৯০ ॥ ভৃগূণামন্বয়ে ভূত্বা কৃতবীর্য্যাত্মজো হতঃ। ইতোহপ্যস্মান্ মহাবিষ্ণো তথৈব পরিপালয় ॥ ৯১ ॥ রাবণস্য ভয়াদস্মাংস্ত্রাতুং ভূয়োহর্হসি ত্বরম্ ॥ ৯২ ॥ এবং সম্প্রার্থিতো দেবৈর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ। উবাচ চ সুরান্ সর্ব্বান বাসুদেবো জগন্ময়ঃ ॥ ৯৩ ॥ হে

আমাদের উভয়ের সমস্ত জানিয়া বৃথা কেন জল্পনা করিতেছ? এইরূপে উক্ত হইয়া সেই বলগর্ব্বিত রাবণ আমার বদনের বিষয় বলিয়াছিল, ভবাদৃশ মহাত্মগণ যে বিষয় বলিবার জন্য আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাহাতে সেই পুরাবৃত্ত শিবার্চ্চন বিধির ফলবার্ত্তাই বলিয়াছিলাম। শিব আমাকে তাঁহার সারূপ্য দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তখন তাহা গ্রহণ করি নাই। আমি শম্ভুর নিকট বানরের বদন চাহিয়াছিলাম, কারুণ্যশালী শিব কৃপা করিয়া আমায় তাহাই দিয়াছিলেন। যাঁহারা নিরভিমান, দম্ভহীন ও অপরিগ্রহ, তাঁহারাই শম্ভুর প্রিয়। তদ্ব্যতীত অন্য সকলেই শিবকৃপা হইতে বঞ্চিত। যাহা হউক আমি যখন শিবসমীপে প্রার্থনা করি, তপোবলে রাবণও তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক দশ মুণ্ড প্রার্থনা করি। হে সুরগণ! আমি পৌলস্ত্যনন্দনের সেই বাক্য উপহাসজনক বলিয়া মনে করিলাম এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ এইরূপ অভিশাপ দিলাম যে, যাহাদের আমার ন্যায় মুণ্ড সকল সম্ভব হইবে, কোন এক মহাতপা নরবর তাহাদের সহিত আমাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নিশ্চয়ই তাহার সংহার-সাধন করিবেন। হে ব্রহ্মন্! আমি সেই লোক-রাবণ রাবণকে এইরূপ অভিশাপ দিলাম এবং সেই সাক্ষাৎ মহাত্মা শিব ব্যতীত [illegible] কেবল তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিলাম। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা মহাভাগ্যধর, বিষ্ণু আপনাদের সহায় আছেন। তিনি পীঠিকাস্থিত সাক্ষাৎ শিবের সন্নিধান বিনাও আপনাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আপনারা জানিবেন—দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরই বিষ্ণুরূপী, অতএব আপনারা সকলে সেই সর্ব্বগুহাশায়ী বিষ্ণুকেই আপনাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন। আমি নিজেই সকল দেবের অগ্রবর্ত্তী হইব। দেবগণ নন্দীর বাক্য শুনিয়া মুদিত মনে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন এবং বিবিধ বাক্যে বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৭১—৮৬। দেবগণ বলিলেন,—হে জগৎপতে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। এই চরাচর সমস্ত জগতের আপনিই একমাত্র অধিষ্ঠান। হে বিষ্ণো! আপনিই পিণ্ডরূপে এই লিঙ্গ ধারণ করিয়াছেন। আপনি মহাবিষ্ণুরূপে মধুকৈটভকে নিহত করিয়াছেন। আপনি কমঠরূপে মন্দরাচল ধারণ, বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষের নিধন, নরসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বিনাশন এবং বামনরূপে বলিকে বন্ধন করিয়াছেন। আপনি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে নিহত করিয়াছেন। হে মহাবিষ্ণো! এই রাবণ হইতেও আপনি আমাদিগকে সেইরূপ প্রতিপালন করুন। আমরা রাবণভয়ে ভীত হইয়াছি। আপনি সত্বর আমাদিগকে পুনঃ

দেবাঃ শ্রূয়তাং বাক্যং প্রস্তাবসদৃশং মহৎ। শৈলাদিঞ্চ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে যূয়ং ত্বরান্বিতাঃ। অবতারান্ প্রকুর্ব্বন্তু বানরীং তনুমাশ্রিতাঃ॥ ৯৪॥ অহং হি মানুষো ভূত্বা হ্যজ্ঞানেন সমাবৃতঃ। সম্ভবিষ্যাম্যযোধ্যায়াং গৃহে দশরথস্য চ। ব্রহ্মবিদ্যাসহায়োঽস্মি ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৯৫॥ জনকস্য গৃহে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা জনিষ্যতি। ভক্তো হি রাবণঃ সাক্ষাচ্ছিবধ্যানপরায়ণঃ॥ ৯৬॥ তপসা মহতা যুক্তো ব্রহ্মবিদ্যাং যদেচ্ছতি। তদা সুসাধ্যো ভবিতা পুরুষো ধর্ম্মনির্জ্জিতঃ॥ ৯৭॥ এবং সম্ভাষ্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমমঙ্গলঃ। বালী চেন্দ্রাংশসম্ভূতঃ সুগ্রীবোঽংশুমতঃ সুতঃ॥ ৯৮॥ তথা ব্রহ্মাংশসম্ভূতো জাম্ববান্ ঋক্ষকুঞ্জরঃ। শিলাদতনয়ো নন্দী শিবস্যানুচরঃ প্রিয়ঃ॥ ৯৯॥ যো বৈ চৈকাদশো রুদ্রো হনুমান স মহাকপিঃ। অবতীর্ণঃ সহায়ার্থং বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥ ১০০॥ মৈন্দাদয়োঽথ কপয়স্তে সর্ব্বে সুরসত্তমাঃ। এবং সর্ব্বে সুরগণা অবতেরুর্যথাতথম্॥ ১০১॥ তথৈব বিষ্ণুরুৎপন্নঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ। বিশ্বস্য রমণাচ্চৈব রাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ১০২॥ শেসোঽপি ভক্ত্যা বিষ্ণোশ্চ তপসাবাতরদ্ভুবি॥ ১০৩॥ দোর্দ্দণ্ডাবপি বিষ্ণোশ্চ অবতীর্ণৌ প্রতাপিনৌ। শত্রুঘ্নভরতাখ্যৌ চ বিখ্যাতৌ ভুবনত্রয়ে॥ ১০৪॥ মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ। সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। সীতা জাতা লাঙ্গলস্য ইয়ং ভূমিবিকর্ষণাৎ॥ ১০৫॥ তস্মাৎ সীতেতি বিখ্যাতা বিদ্যা সান্বীক্ষিকী তদা। মিথিলায়াং সমুৎপন্না মৈথিলীত্যভিধীয়তে॥ ১০৬॥ জনকস্য কুলে জাতা বিশ্রুতা জনকাত্মজা। খ্যাতা বেদবতী পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাঘনাশিনী॥ ১০৭॥ সা দত্তা জনকেনৈব বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥ ১০৮॥ তয়াথ বিদ্যয়া সার্দ্ধং দেবদেবো জগৎপতিঃ। উগ্রে তপসি লীনোঽসৌ বিষ্ণুঃ পরমমঙ্গলঃ॥ ১০৯॥ রাবণং জেতুকামো বৈ রামো রাজীবলোচনঃ। অরণ্যবাসমকরোদ্দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ১১০॥ শেষাবতারোঽপি মহাংস্তপঃ পরমদুষ্করম্। ততাপ পরয়া শক্ত্যা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ১১১॥ শত্রুঘ্নোভরতশ্চৈব তেপতুঃ পরমং তপঃ॥ ১১২॥ ততোঽসৌ

রায় পরিত্রাণ করুন। দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেব তাঁহাদিগের সকলকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের প্রস্তাবানুরূপ বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা সত্বর শিলাদ-নন্দনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বানরদেহে ভূতলে অবতীর্ণ হউন। আমি মানুষ হইয়া অজ্ঞানে আবৃত হইব এবং অযোধ্যায় দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হইব। আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি ব্রহ্মবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করিব। রাজর্ষি জনকের গৃহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইবেন। রাবণ ভক্তিযুক্ত হইয়া শিবধ্যানে নিরত; সে মহাতপস্যায় অন্বিত হইয়া যৎকালে ঐ ব্রহ্মবিদ্যাকে কামনা করিবে, তখন ধর্ম্মনির্জ্জিত হইয়া নিশ্চয়ই বধযোগ্য হইবে। পরম মঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিলে ইন্দ্রাংশ হইতে বালী, সূর্য্যবীর্য্য হইতে সুগ্রীব এবং ব্রহ্মাংশ হইতে ঋক্ষবর জাম্ববান্ উৎপন্ন হইলেন। যিনি শিবানুচর এবং একাদশ রুদ্রের অন্যতম, সেই শিলাদনন্দন নন্দী অমিততেজা বিষ্ণুর সাহায্য করিবার জন্য মহাকপি হনূমান্ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে অন্যান্য সুরগণও মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি কপিরূপে অবতার স্বীকার করিলেন। এদিকে কৌশল্যার আনন্দ-বর্দ্ধন বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি বিশ্বের আরাম-দাতা বলিয়া বুধগণ তাঁহাকে 'রাম' নামে অভিহিত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া অনন্তদেবও তপোবলে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিষ্ণুর দুই প্রতাপশালী বাহুদণ্ড ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া অবতার গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে মিথিলাধিপতির কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা,—সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা সীতা নামে বিখ্যাতা। ইনি লাঙ্গলদ্বারা ভূমিকর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; সেই জন্য ইঁহার সীতা নাম প্রথিত। ইনি আন্বীক্ষিকী বিদ্যারূপে তৎকালে মিথিলায় উৎপন্ন হন; এই কারণ ইঁহাকে মৈথিলী নামেও অভিহিত করা হয়। ইনি জনকের কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাই ইঁহার নাম জনকাত্মজা। পূর্ব্বে এই পাপহারিণী ব্রহ্মবিদ্যা বেদবতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন। রাজা জনক ঐ ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সম্প্রদান করেন।৮৭—১০৮। দেবদেব জগৎপতি সেই বিদ্যায় অন্বিত হইয়া উগ্রতপস্যায় নিবিষ্ট হন। অনন্তর পরম মঙ্গলময় রাজীবলোচন বিষ্ণু রাম নামে বিখ্যাত হইয়া রাবণকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য অরণ্যে বাস করেন। শেষাবতার লক্ষ্মণ পরম শক্তিসমন্বিত হইয়া দেবকার্য্যার্থ পরম দুষ্কর তপোনু-

তপসা যুক্তঃ সার্দ্ধং তৈর্দেবতাগণৈঃ। সগণং রাবণং রামঃ ষড়ভির্মাসৈরজীহনৎ। বিষ্ণুনা ঘাতিতঃ শত্রুঃ শিবসারূপ্যমাপ্তবান্॥ ১১৩॥ সগণঃ স পুনঃ সদ্যো বন্ধুভিঃ সহ সুব্রতাঃ॥ ১১৪॥ শিবপ্রসাদাৎ সকলং দ্বৈতাদ্বৈতমবাপ হ। দ্বৈতাদ্বৈতবিবেকার্থমৃষয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তৎসর্ব্বং প্রাপ্নুবন্তীহ শিবার্চ্চনরতা নরাঃ॥ ১১৫॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি শিবং নিত্যং লিঙ্গ-রূপিণমেব চ। স্ত্রিয়ো বাপ্যথ বা শূদ্রাঃ শ্বপচা হ্যন্ত্যবাসিনঃ। তং শিবং প্রাপ্নুবন্ত্যেব সর্ব্ব-দুঃখোপনাশনম্॥ ১১৬॥ পশবোঽপি পরং যাতাঃ কিং পুনর্মানুষাদয়ঃ॥ ১১৭॥ যে দ্বিজা ব্রহ্ম-চর্য্যেণ তপঃ পরমমাস্থিতাঃ। বর্ষৈরনেকৈর্যজ্ঞানা তেঽপি স্বর্গপরাভবন্॥ ১১৮॥ জ্যোতিষ্টোমো বাজপেযো হ্যতিরাত্রাদয়ো হ্যমী। যজ্ঞাঃ স্বর্গং প্রয-চ্ছন্তি সত্রিণাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৯॥ তত্র স্বর্গসুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষয়করং মহৎ। পুণ্যক্ষয়েঽপি যজ্ঞানো মর্ত্ত্যলোকং পতন্তি বৈ॥ ১২০॥ পতিতানাঞ্চ সংসারে দৈবাদ্বুদ্ধিঃ প্রজায়তে। গুণত্রয়ময়ী বিপ্রা-স্তাসু তাস্বিহ যোনিষু॥ ১২১॥ যথা সত্ত্ব সত্ত্ববাত সত্ত্বযুক্তভবং নরাঃ। রাজসাশ্চ তথা জ্ঞেয়াস্তামসাশ্চৈব তে দ্বিজাঃ॥ ১২২॥ এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমিতা বহবো জনাঃ। যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা শিবং সংসেবতে নরঃ॥ ১২৩॥ শিবধ্যানপরাণাঞ্চ নরাণাং যতচেতসাম্। মায়ানিরসনং সদ্যো ভবিষ্যতি ন চান্যথা॥ ১২৪॥ মায়ানিরসনাৎ সদ্যো নশ্যত্যেব গুণত্রয়ম্। যদা গুণত্রয়াতীতো ভবতীতি স মুক্তি-ভাক্॥ ১২৫॥ তস্মাল্লিঙ্গার্চ্চনং তাবৎ সর্বেষামপি দেহিনাম্। লিঙ্গরূপী শিবো ভূত্বা ত্রায়তে সচরা-চরম্॥ ১২৬॥ পুরা ভবদ্ভিঃ পৃষ্টোঽহং লিঙ্গরূপী কথং শিবঃ। তৎসর্ব্বং কথিতং বিপ্রা যাথাতথ্যেন সম্প্রতি॥ ১২৭॥ কথং গরং ভক্ষিতবাঞ্ছিবো লোকমহেশ্বরঃ। তৎসর্ব্বং শ্রূয়তাং বিপ্রা যথাবৎ কথয়ামি বঃ॥ ১২৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবলিঙ্গার্চ্চনমাহাত্ম্যকথনে শ্রীরামাব-তারকথাবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

ধ্যানে নিরত হন। শত্রুঘ্ন এবং ভরত ইঁহারাও উত্তম তপস্যাচরণ করিলেন। অনন্তর রাম পরম তপোবলে অন্বিত হইয়া দেবগণের সহায়তায় ক্রমা-গত ছয় মাস চেষ্টায় রাবণকে নিহত করেন। রাবণ বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়া শিবসারূপ্য লাভ করিল। হে সুব্রতগণ! রাবণ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ শিব-প্রসাদে সমুদায় দ্বৈতাদ্বৈত প্রাপ্ত হইল। দ্বৈতাদ্বৈত বিবেক-বিষয়ে ঋষিগণও মোহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু নরগণ শিবার্চ্চনায় রত হইয়া সেই সমুদায় তত্ত্বই অধিগত হইয়া থাকেন। যে সকল স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল বা অন্য অন্ত্যবাসী, নিত্য লিঙ্গরূপী শিবকে অর্চ্চনা করে, তাহারাই সেই সর্ব্বদুঃখহর শিবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, শিবভাবনায় পশুগণও পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মানুষ্যাদির কথা আর কি বলিব? যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যবলে পরম তপস্যা আচরণ ও বহুবর্ষসাধ্য যজ্ঞ সম্পা-দন করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয়, অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞ সকল যাজ্ঞিকদিগকে স্বর্গ প্রদান করে; সন্দেহ নাই। যাজ্ঞিকগণ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্য লোকে পতিত হইয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! তাদৃশ সংসারপতিত লোকদিগের হঠাৎ গুণত্রয়ময়ী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং তাহারা সেই সেই গুণোৎকর্ষে তদনুরূপ যোনিসমূহে পরিভ্রমণ করে। নরগণ সত্ত্বযুক্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বময় হইয়া থাকে। অপিচ তাহারা রাজস এবং তামস প্রকৃতি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সংসারচক্রে বহু জীব ভ্রামিত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কচিৎ কোন জন দৈবক্রমে যদৃচ্ছায় শিবসেবায় নিরত হয়। শিবধ্যান-পরায়ণ যতচিত্ত নরগণের মায়াপসারণ সদ্যই হইয়া থাকে; তাহার অন্যথা কখন হয় না। মায়া নিরস্ত হইলে সদ্যই তাহাদের গুণত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয়। মানব যখন গুণত্রয়ের অতীত হইতে পারে, তখনই সে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে; অতএব লিঙ্গার্চ্চন করা সকল দেহীরই কর্ত্তব্য। ঐরূপ অর্চ্চনার ফলে মানব লিঙ্গরূপী শিব হইয়া চরাচর সমস্ত জগৎ পরিত্রাণ করিয়া থাকে। কিরূপে শিব লিঙ্গরূপী হইলেন, এই কথা আপনারা পূর্ব্বে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, আমি সম্প্রতি সে সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রগণ! শিব কি জন্য বিষভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আপনাদের নিকট যথা-যথ কীর্ত্তন করিতেছি। ১০৯—১২৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো দেবরাট্ স্বয়ম্। লোকপালৈঃ পরিবৃতো দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা॥ ১॥ অপ্সরোগণসংবীতো গন্ধর্বৈশ্চ পুরস্কৃতঃ। উপগীয়মানবিজয়ঃ সিদ্ধবিদ্যাধরৈরপি॥ ২॥ তদা শিষ্যৈঃ পরিবৃতো দেবরাজগুরুঃ সুধীঃ। আগতোঽসৌ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ॥ ৩॥ তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবাঃ প্রণেমুঃ সমুপস্থিতাঃ। ইন্দ্রোঽপি দদৃশে তত্র প্রাপ্তং বাচস্পতিং তদা॥ ৪॥ নোবাচ কিঞ্চিদ্দুর্মেধা বচো মানপুরঃসরম্। নাহ্বানং নাসনং তস্য ন বিসর্জ্জনমেব চ॥ ৫॥ শক্রং প্রমত্তং জ্ঞাত্বাথ মদাদ্রাজ্যস্য দুর্মতিম্। তিরোধানমনুপ্রাপ্তো বৃহস্পতী রুষান্বিতঃ॥ ৬॥ গতে দেবগুরৌ তস্মিন্ বিমনস্কাভবন্ সুরাঃ। যক্ষা নাগাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়োঽপি তথা দ্বিজাঃ॥ ৭॥ গান্ধর্বস্যাবসানে তু লব্ধসংজ্ঞো হরিঃ সুরান্। পপ্রচ্ছ ত্বরিতেনৈব ক্ব গতো হি মহাতপাঃ॥ ৮॥ তদৈব নারদেনোক্তঃ শক্রো দেবাধিপস্তথা। ত্বয়া কৃতা হ্যবজ্ঞা চ গুরোর্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৯॥ গুরোরবজ্ঞয়া রাজ্যং গতং তে বলসূদন। তস্মাৎ ক্ষমাপনীয়োঽসৌ সর্ব্বভাবেন হি ত্বয়া॥ ১০॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য নারদস্য মহাত্মনঃ। আসনাৎ সহসোত্থায় তৈঃ সর্ব্বৈঃ পরিবারিতঃ। আগচ্ছত্ত্বরয়া শক্রো গুরোর্গেহমতন্দ্রিতঃ॥ ১১॥ পৃষ্টা তারাঃ প্রাণমাদৌ ক্ব গতো হি মহাতপাঃ। ন জানামীত্যুবাচেদং তারা শক্রং নিরীক্ষতী॥ ১২॥ তদা চিন্তান্বিতো ভূত্বা শক্রঃ স্বগৃহমাব্রজৎ। এতস্মিন্নন্তরে স্বর্গে হ্যনিষ্টান্যদ্ভুতানি চ॥ ১৩॥ অভবন্ সর্ব্বদুঃখার্থে শক্রস্য চ মহাত্মনঃ। পাতালস্থেন বলিনা জ্ঞাতং শক্রস্য চেষ্টিতম্॥ ১৪॥ যযৌ দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ পাতালাদমরাবতীম্। তদা যুদ্ধমতীবাসীদ্দেবানাং দানবৈঃ সহ॥ ১৫॥ দেবাঃ পরাজিতা দৈত্যৈ রাজ্যং শক্রস্য তৎক্ষণাৎ। সম্প্রাপ্তং সকলং তস্য মূঢ়স্য চ দুরাত্মনঃ॥ ১৬॥ নীতং সর্ব্বপ্রযত্নেন পাতালং ত্বরিতং গতাঃ। শুক্রপ্রসাদাত্তে সর্ব্বে তথা বিজয়িনোঽভবন্॥ ১৭॥ শক্রোঽপি নিঃশ্রিকো জাতো দেবৈস্ত্যক্তস্ততো ভৃশম্। দেবী তিরোধানগতা

নবম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—একদা দেবরাজ সভামধ্যে সমাসীন; লোকপাল ও ঋষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার বিজয় গীতিগানে তৎপর। এই সময় শিষ্য-পরিবৃত মহাভাগ ধীমান্ দেবগুরু বৃহস্পতি সেখানে আগমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা প্রণাম করিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই বৃহস্পতিকে আসিতে দেখিলেন; দেখিয়াও স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি ও অভিমানভরে তাঁহাকে কোন কথাই কহিলেন না এবং না আবাহন, না আসন, না বিসর্জ্জন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করিলেন না। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে প্রমত্ত ও মদভরে দুর্ম্মতিপ্রাপ্ত মনে করিয়া রোষভরে তদীয় রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন। দেবগুরু চলিয়া গেলে দেবগণ বিমনস্ক হইয়া পড়িলেন। যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণও এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইলেন। অনন্তর যখন সঙ্গীত সমাপ্ত হইল, তখন ইন্দ্র চৈতন্য লাভ করিয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাতপা বৃহস্পতি এত সত্বর এ স্থান হইতে কোথায় গেলেন? তখন নারদ দেবরাজকে বলিলেন,—তুমি দেবগুরুকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়াছ, সেই অপমানে গুরু তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হে বলসূদন! তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। ইন্দ্র মহাত্মা নারদের নিকট ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্বীয় সহচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সত্বর গুরুর গৃহে আগমন করিলেন। তথায় গিয়া তারাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মহাতপা বৃহস্পতি কোথায় গিয়াছেন? তারা ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—আমি সে সংবাদ জানি না। ১—১২। তখন ইন্দ্র চিন্তিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইত্যবসরে স্বর্গে নানাবিধ অভুতপূর্ব্ব উৎপাত সকল ইন্দ্রের অশেষ প্রকার অমঙ্গলের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন পাতালস্থ বলি ইন্দ্রের ঐ প্রকার অবস্থার বিষয় অবগত হইল এবং দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া পাতাল হইতে অভিযানপূর্ব্বক সত্বর অমরাবতী পুরী অবরোধ করিল। তৎকালে দেব ও দানবদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যহস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। হতবুদ্ধি মূঢ় ইন্দ্রের রাজ্য তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণের হস্তগত হইল। তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে রাজ্যের সার সর্ব্বস্ব পাতালে লইয়া গেল। দৈত্যগণ শুক্রের প্রসাদে এইরূপে বিজয়ী হইল। ইন্দ্র ভ্রষ্টশ্রী হইলেন।

বভূব কমলেক্ষণা ॥ ১৮ ॥ ঐরাবতো মহানাগস্তথৈ-বোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ। এবমাদীনি রত্নানি অনেকানি বহূন্যপি। নীতানি সহসা দৈত্যৈর্লোভাদসাধুবৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥ পুণ্যভাঞ্জি চ তান্যেব পতিতানি চ সাগরে। তদা স বিস্ময়াবিষ্টো বলিরাহ গুরুং প্রতি ॥ ২০ ॥ দেবান্নির্জিত্য চাস্মাভিরানীতানি বহূনি চ। রত্নানি তু সমুদ্রেহথ পতিতানি তদদ্ভুতম্ ॥ ২১ ॥ বলেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উশনা প্রত্যুবাচ তম্। অশ্বমেধশতেনৈব সুর-রাজ্যং ভবিষ্যতি। দীক্ষিতস্য ন সন্দেহস্তস্মাদ্ভোক্তা স এব চ ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধং বিনা কিঞ্চিৎ স্বর্গং ভোক্তুং ন পার্য্যতে ॥ ২৩ ॥ গুরোর্বচনমাজ্ঞায় তূষ্ণীম্ভূতো বলি-স্ততঃ। বভূব দেবৈঃ সার্দ্ধঞ্চ যথোচিতমকারয়ৎ ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্রোহপি শোচ্যতাং প্রাপ্তো জগাম পরমেষ্ঠিনম্। বিজ্ঞাপয়ামাস তথা সর্ব্বং রাজ্যভয়াদিকম্ ॥ ২৫ ॥ শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা পরমেষ্ঠী উবাচ হ ॥ ২৬ ॥ সম্মি-লিত্বা সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বয়া সাকং ত্বরান্বিতাঃ। আরা-ধনার্থং গচ্ছামো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥ তথেতি গত্বা তে সর্ব্বে শক্রাদ্যা লোকপালকাঃ। ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য তটং ক্ষীরার্ণবস্য চ। প্রাপ্যোপবিশ্য তে

দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। দেবী কমলালয়া তখন তিরোহিত হইলেন। মহানাগ ঐরা-বত ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ইত্যাদি করিয়া যত কিছু রত্ন ছিল, অসদ্বৃত্ত দৈত্যগণ লোভবশে সহসা সে সকল লইয়া গেল এবং অনেকানেক পবিত্র বস্তু সাগরগর্ভে পতিত হইল। তখন বলি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গুরুর নিকট বলিলেন,—গুরুদেব! দেবগণকে জয় করিয়া আমরা বহু রত্ন আনিয়াছি। আনয়ন কালে অনেক রত্ন সাগরগর্ভেও পড়িয়া গিয়াছে। বলির সেই কথা শুনিয়া শুক্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া শতাশ্বমেধ করিলে তবে সুর-রাজ্য লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাদৃশ ব্যক্তিই ঐ রাজ্য-ভোগের যোগ্য হইয়া থাকে। অশ্বমেধ ব্যতীত ঐ রাজ্য ভোগ করিতে কেহই পারে না। গুরুর বাক্য শুনিয়া বলি মৌনী হইয়া রহিলেন এবং দেবগণের সহিত যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহাই করিলেন। এদিকে ইন্দ্র শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় রাজ্য-ভয়াদির বিষয় সমস্তই তাঁহাকে বলিলেন। ইন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—তুমি এবং অন্যান্য সুর-গণ সকলে মিলিয়া চল আমরা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনার্থ গমন করি। ব্রহ্মার কথায় সম্মত হইয়া

সর্ব্বে হরিং স্তোতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। দেবদেব জগন্নাথ সুরাসুরনমস্কৃত। পুণ্যশ্লোকাব্যয়া-নন্ত পরমাত্মন্নমোহস্তু তে ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞোহসি যজ্ঞ-রূপোহসি যজ্ঞাঙ্গোহসি রমাপতে। ততোহদ্য কৃপয়া বিষ্ণো দেবানাং বরদো ভব ॥ ৩০ ॥ গুরোরবজ্ঞয়া চাদ্য ভ্রষ্টরাজ্যঃ শতক্রতুঃ। জাতঃ সুর্ষিভিঃ সাকং তস্মাদেনং সমুদ্ধর ॥ ৩১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। গুরো-রবজ্ঞয়া সর্ব্বং নশ্যতীতি কিমদ্ভুতম্। যে পাপিনো হ্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ কেবলং বিষয়াত্মকাঃ। পিতরৌ নিন্দিতৌ যৈশ্চ নির্দৈবাস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অনেন যৎকৃতং ব্রহ্মন সদ্যস্তৎফলমাগতম্। কর্ম্মণা চাস্য শক্রস্য সর্ব্বেষাং সঙ্কটাগমঃ ॥ ৩৩ ॥ বিপরীতো যদা কালঃ পুরুষস্য ভবেত্তদা। ভূতমৈত্রীং প্রকুর্ব্বন্তি সর্ব্ব-কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ তেন বৈ কারণেনেন্দ্র মদীয়ং বচনং কুরু। কার্য্যার্থে তোস্ত্বয়া কার্য্যো দৈত্যৈঃ সহ সমাগমঃ ॥ ৩৫ ॥ এবং ভগবতাদিষ্টঃ শক্রঃ পরম্-

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁহাকে অগ্রে লইয়া ক্ষীরা-র্ণবের তট-নিকটে গমন করিলেন এবং সেখানে উপবেশনপূর্ব্বক সকলেই বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগি-লেন। অগ্রে ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবদেব, হে জগ-ন্নাথ! হে সুরাসুরগণের নমস্কৃত! হে পুণ্যশ্লোক! হে অব্যয়, হে অনন্ত! হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমিই যজ্ঞ, যজ্ঞরূপ ও যজ্ঞাঙ্গ। হে রমাপতে! হে বিষ্ণো! তুমি অদ্য কৃপা করিয়া দেবগণের প্রতি বরপ্রদ হও। গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিয়া শতক্রতু অদ্য সুর ও ঋষিগণসহ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর। ১৩—৩১। ভগবান্ কহিলেন,—গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমস্তই যে নষ্ট হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহারা পাপী, অধার্ম্মিক ও কেবলই বিষয়নিষ্ঠ, এবং পিতামাতার যাহারা নিন্দা করে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দুরদৃষ্ট-শালী হইতে হয়। হে ব্রহ্মন্! এই ইন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। এই এক ইন্দ্রের কর্ম্মদোষে সমস্ত দেবেরই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। পুরুষের কাল যখন বিপরীত হয়, তখন কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেহী-দিগের সহিত মিত্রতা করাই তাহার কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর; প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তোমাকে দৈত্যদিগের সহিত মিলন করিতে হইবে। এই প্রকার ভগবদ্বাক্যে আদিষ্ট

বুদ্ধিমান্। অমরাবতীং যযৌ হিত্বা সুতলং দৈবতৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রং সমাগতং শ্রুত্বা ইন্দ্রসেনো রুষান্বিতঃ। বভূব সহ সৈন্যেন হন্তুকামঃ পুরন্দরম্ ॥৩৭॥ নারদেন তদা দৈত্যো বলিশ্চ বলিনাং বরঃ। নিবারিতস্তদ্বধাচ্চ বাক্যৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥ ৩৮ ॥ ঋষেস্তস্যৈব বচনাত্ত্যক্তমন্যুর্বলিস্তদা। বভূব সহ সৈন্যেন আগতো হি শতক্রতুঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রসেনেন দৃষ্টোঽসৌ লোকপালৈঃ সমাবৃতঃ। উবাচ ত্বরয়া যুক্তঃ প্রহসন্নিব দৈত্যরাট্ ॥ ৪০ ॥ কস্মাদিহাগতঃ শক্র সুতলং প্রতি কথ্যতাম্। তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা স্ময়মান উবাচ তম্ ॥ ৪১ ॥ বয়ং কশ্যপদায়াদা যূয়ং সর্ব্বে তথৈব চ। যথা বয়ং তথা যূয়ং বিগ্রহো হি নিরর্থকঃ ॥ ৪২ ॥ মম রাজ্যং ক্ষণেনৈব নীতং দৈববশাত্ত্বয়া। তথা হ্যেতানি তান্যেব রত্নানি সুবহূন্যপি। গতানি তৎক্ষণাদেব যত্নানীতানি বৈ ত্বয়া ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদ্বিমর্শঃ কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা। বিমর্শাজ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ কিন্তু মে বত উক্তেন জানে ন চ তবাগ্রতঃ। শরণার্থী হ্যহং প্রাপ্তঃ সুরৈঃ সহ তবান্তিকম্ ॥ ৪৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু শক্রস্য বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ। প্রহস্যোবাচ মতিমান্ শক্রং প্রতি বিদাং বরঃ ॥ ৪৬ ॥ হ্যমাগতোঽসি দেবেন্দ্র কিমর্থং তন্ন বেদ্ম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥ শক্রস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হ্যশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণঃ। কিঞ্চিন্নোবাচ তত্রৈনং নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৮ ॥ বলে ত্বং কিং ন জানাসি কার্য্যাকার্য্যবিচারণাম্। ধর্ম্মো হি মহতামেব শরণাগতপালনম্ ॥ ৪৯ ॥ শরণাগতঞ্চ বিপ্রঞ্চ রোগিণং বৃদ্ধমেব চ। য এতান্ন চ রক্ষন্তি তে বৈ ব্রহ্মহণো নরাঃ ॥ ৫০ ॥ শরণাগতশব্দেন আগতস্তব সন্নিধৌ। সংরক্ষণায় যোগ্যশ্চ ত্বয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। এবমুক্তো নারদেন তদা দৈত্যপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥ বিমৃশ্য পরয়া বুদ্ধ্যা কার্য্যাকার্য্যবিচারণাম্। শক্রং প্রপূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্। লোকপালৈঃ সমেতঞ্চ তথা সুরগণৈঃ সহ ॥ ৫২ ॥ প্রত্যয়ার্থঞ্চ সত্ত্বানি হ্যনেকানি ব্রতানি বৈ। বলিপ্রত্যয়ভূতানি স চকার পুরন্দরঃ ॥ ৫৩ ॥ এবং স সময়ং কৃত্বা শক্রঃ স্বার্থপরায়ণঃ। বলিনা সহ চানাৎসীদর্থশাস্ত্রপরো মহান্ ॥ ৫৪ ॥ এবং নিবসতস্তস্য সুতলেঽপি শতক্রতোঃ।

হইয়া বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র অমরাবতী পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবগণ সহ সুতলে প্রয়াণ করিলেন। ইন্দ্র সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া দৈত্য ইন্দ্রসেন সক্রোধে সৈন্যগণ সহ পুরন্দরকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তখন নারদ উচ্চাবচ বাক্য প্রয়োগ করিয়া দৈত্য এবং দৈত্যপতি বলিকে ইন্দ্রবধ হইতে নিবারিত করিলেন। তখন বলি ঋষির কথায় তাঁহার সমস্ত মন্যু পরিত্যাগ করিলেন। শতক্রতু সৈন্যবলে অন্বিত হইয়াই আসিয়াছিলেন। ইন্দ্রসেন দেখিল,—ইন্দ্র লোকপালগণে অন্বিত হইয়াছেন। তখন দৈত্যরাজ যেন হাস্য করিয়াই সত্বর এই কথা কহিলেন,—হে শক্র! কি জন্য এখন এই সুতলে আসিয়াছ, তাহা বল। তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা এবং আমরা সকলেই কশ্যপ-সন্তান। আমরা যেমন, তোমরাও তেমনই; সুতরাং আমাদের মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ নিরর্থক। দৈব-বশতঃ আচিরে আমার রাজ্য তোমার হস্তগত হইয়াছে। অপিচ আমার প্রভূত ধন রত্ন ছিল, সে সকলও ক্ষণমধ্যেই তুমি আনয়ন করিয়াছ; সুতরাং এ সকল ভাবিয়া বিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে বিবেক আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। বিবেক বা বিমর্ষ হইতে জ্ঞান জন্মে এবং জ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি অবশ্য তোমার অগ্রে জ্ঞানী নহি। আমি শরণার্থী হইয়া দেবগণ সহ তোমার নিকট আসিয়াছি। বাগ্মিবর বলি ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তুমি যে কি জন্য আসিয়াছ; তাহা আমি বুঝিলাম না। ইন্দ্র সেই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে আর বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তখন নারদ কহিলেন,—হে বলে! তুমি কি কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে জান না। দেখ, শরণাগতের পরিপালনই মহৎ লোকের ধর্ম্ম। যাহারা শরণাগতকে, ব্রাহ্মণকে, ব্যাধিগ্রস্তকে, এবং বৃদ্ধকে রক্ষা না করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী। যিনি শরণাগত বলিয়া তোমার সন্নিধানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তোমার রক্ষা করা একান্তই কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। নারদ এই কথা কহিলে দৈত্যপতি বলি বিশিষ্ট বুদ্ধিযোগে কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়া ইন্দ্রকে লোকপাল ও অন্যান্য সুরগণ সহ বহু মানপুরঃসর পূজা করিলেন। ৩২—৫৩। পুরন্দর সেখানে বলির প্রত্যয়ের নিমিত্ত অনেক সাত্ত্বিক ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ইন্দ্র স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রকার নিয়ম করিয়া বলির সহিত

বৎসরা বহবো হ্যাসংস্তদা বুদ্ধিমকল্পয়ৎ। সংস্মৃত্য বচনং বিষ্ণোর্বিমৃশ্য চ পুনঃপুনঃ॥ ৫৫॥ একদা তু সভামধ্য আসীনো দেবরাট্ স্বয়ম্। উবাচ প্রহসন বাক্যং বলিমুদ্দিশ্য নীতিমান্॥ ৫৬॥ প্রাপ্তব্যানি ত্বয়া বীর অস্মাকঞ্চ ত্বয়া বলে। গজাদীনি বহূন্যেব রত্নানি বিবিধানি চ॥ ৫৭॥ গতানি তৎক্ষণাদেব সাগরে পতিতানি বৈ। প্রযত্নো হি প্রকর্ত্তব্যো হ্যস্মাভিস্ত্বরয়ান্বিতৈঃ॥ ৫৮॥ তেষাং চোদ্ধরণে দৈত্য রত্নানামিহ সাগরাৎ। তর্হি নির্ম্মথনং কার্য্যং ভবতা কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৫৯॥ বলিঃ প্রবর্ত্তিতস্তেন শক্রেণ সুরসূদনঃ। উবাচ শক্রং ত্বরিতঃ কেনেদং মথনং ভবেৎ॥ ৬০॥ তদা নভোগতা বাণী মেঘগম্ভীর-নিঃস্বনা। উবাচ দেবা দৈত্যাশ্চ মন্থধ্বং ক্ষীরসাগরম্॥ ৬১॥ ভবতাং বলবৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬২॥ মন্দরঞ্চৈব মন্থানং রজ্জুং কুরুত বাসুকিম্। পশ্চাদ্দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ মেলয়িত্বা বিমথ্যতাম্॥ ৬৩॥ নভোগতাঞ্চ তাং বাণীং নিশম্যাথ তদা সুরাঃ। দৈত্যৈঃ সার্দ্ধং ততঃ সর্ব্ব উদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ॥ ৬৪॥ পাতালান্নির্গতাঃ সর্ব্বে তদা তেঽথ সুরাসুরাঃ। আজগ্মুরতুলং সর্ব্বে মন্দরং পর্ব্বতোত্তমম্॥ ৬৫॥ দৈত্যাশ্চ কোটিসংখ্যাকাস্তথা দেবা ন সংশয়ঃ। উদ্যুক্তাঃ সহসা প্রোয়ুর্মন্দরং কনকপ্রভম্॥ ৬৬॥ সরত্নং বর্ত্তুলাকারং স্থূলঞ্চৈব মহাপ্রভম্। অনেক-রত্নসংবীতং নানাদ্রুমনিষেবিতম্॥ ৬৭॥ চন্দনৈঃ পারিজাতৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ। নানামৃগ-গণাকীর্ণং সিংহশার্দ্দূলসেবিতম্॥ ৬৮॥ এবংবিধং মহাশৈলং দৃষ্ট্বা তে সুরসত্তমাঃ। ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে তদা তে সুরসত্তমাঃ॥ ৬৯॥ দেবা ঊচুঃ অদ্রে সুরা বয়ং সর্ব্বে বিজ্ঞপ্তুমিহ চাগতাঃ। তচ্ছৃণুষ্ব মহাশৈল পরেষামুপকারকঃ॥ ৭০॥ এবমুক্তস্তদা শৈলো দেবৈর্দৈত্যৈঃ স মন্দরঃ। উবাচ নিঃসৃতো ভূত্বা পরং বিগ্রহবান বচঃ॥ ৭১॥ তেন রূপেণ রূপী স পর্ব্বতো মন্দরাচলঃ। কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে মৎসমীপং তদুচ্যতাম্॥ ৭২॥ তদা বলিরুবাচেদং প্রস্তাবসদৃশং বচঃ। ইন্দ্রোঽপি ত্বরয়া যুক্তো বভাষে সুনৃতং বচঃ॥ ৭৩॥ অস্মাভিঃ সহ কার্য্যার্থে ভব

বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুতলে বাস করিতে করিতে ইন্দ্রের বহু বৎসর অতীত হইল। তখন তিনি বিষ্ণুর বাক্য স্মরণ করিয়া পুনঃপুন বিবেচনাপূর্ব্বক একটা বুদ্ধি কল্পনা করিলেন। একদিন নীতিজ্ঞ দেবরাজ বলির সভায় সমাসীন হইয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—হে বীর বলিরাজ! তুমি আমাদের গজাদি বহু বিবিধ রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলে; কিন্তু অচিরেই সে সকল সাগর-গর্ভে পতিত হইয়াছিল। অতএব হে দৈত্য! সাগর হইতেই সেই সকল রত্ন উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের পক্ষে সত্বর একটা কোন প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। আপনি এক কাজ করুন; স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হউন। ইন্দ্র সুরারি বলিকে এইরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলে, বলি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাহার দ্বারা এই মন্থন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে? তখন গভীর মেঘনির্ঘোষে আকাশবাণী কহিল,—হে দেব ও দৈত্যগণ! তোমরা ক্ষীরাব্ধিকে মন্থন কর। এ কার্য্যে তোমাদিগের বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু কল্পনা কর; পশ্চাৎ দেব-দৈত্য উভয় পক্ষ মিলিয়া সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হও। সুরগণ ও দৈত্যগণ তৎকালে সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই অব্ধিমন্থনে উদ্যত হইলেন। সুরাসুর সকলেই পাতাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুপম মন্দরাচলে আগমন করিলেন। দৈত্যগণের সংখ্যা এক কোটি, দেবগণের সংখ্যাও সেইরূপই। ইঁহারা সকলে সহসা কনকোজ্জ্বল মন্দরাচলে আসিলেন। এই মন্দরগিরি রত্নময়, বর্ত্তুলাকার, স্থূল, মহোজ্জ্বল; বিবিধ রত্ন-মণ্ডিত এবং বিবিধ দ্রুমরাজি দ্বারা বিরাজিত। চন্দন, পারিজাত, নাগ, পুন্নাগ, ও চম্পকাদি বিবিধ বৃক্ষ এ পর্ব্বতে অবস্থিত। ইহা নানা মৃগগণে আকীর্ণ এবং সিংহ-শার্দ্দূলপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার মহাগিরি দর্শনে দেবশ্রেষ্ঠগণ সকলেই তখন অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে অদ্রে! আমরা দেবগণ, তোমাকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। হে পরোপকারী মহাগিরি! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫৪—৭০। তখন মন্দরগিরি দেবদৈত্যগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশিষ্ট বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং স্বীয় প্রসিদ্ধ রূপে রূপবান হইয়া বলিলেন,—আপনারা কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন, বলুন? তখন প্রথমেই বলি প্রস্তাবানুরূপ বাক্য বলিলেন। অনন্তর দেবেন্দ্রও ব্যগ্রভাবে যথাবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; তিনি কহিলেন,—হে মন্দরগিরি! আমাদিগের সহিত একযোগে তুমি

ত্বং মন্দরাচল। অমৃতোৎপাদনার্থে ত্বং মন্থানং ভব সুব্রত॥ ৭৪॥ তথেতি মত্বা তদ্বাক্যং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। উচে দেবাসুরাংশ্চেদমিন্দ্রং প্রতি বিশেষতঃ॥ ৭৫॥ ছেদিতৌ চ ত্বয়া পক্ষৌ বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। গন্তুং কথং সমর্থোহহং ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৭৬॥ তদা দেবাসুরাঃ সর্ব্বে স্তূয়মানা মহাচলম্। উৎপাটয়েয়ুরতুলং মন্দরঞ্চ ততোহদ্ভুতম্॥ ৭৭॥ ক্ষীরার্ণবং নেতুকামা হ্যশক্তাস্তে ততোহভবন্। পর্ব্বতঃ পতিতঃ সদ্যো দেবদৈত্যোপরি ধ্রুবম্॥ ৭৮॥ কেচিদ্ভগ্না মৃতাঃ কেচিৎ কেচিন্মূর্চ্ছাপরাভবন্। পরীবাদরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ ক্লেশত্বমাগতাঃ॥ ৭৯॥ এবং ভগ্নোদ্যমা জাতা অসুরাঃ সুরদানবাঃ। চেতনাং পরমাং প্রাপ্তাস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্॥ ৮০॥ রক্ষ রক্ষ মহাবিষ্ণো শরণাগতবৎসল। ত্বয়া ততমিদং সর্ব্বং জঙ্গমাজঙ্গমঞ্চ যৎ॥ ৮১॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রাদুর্ভূতো হরিস্তদা। তান্ দৃষ্ট্বা সহসা বিষ্ণুর্গরুড়োপরি সংস্থিতঃ॥ ৮২॥ লীলয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমুত্তভ্যারোপ্য তৎক্ষণাৎ। গরুত্মতি তদা দেবঃ সর্ব্বেষামভয়ং দদৌ॥ ৮৩॥ তত উত্থায় তান্ দেবান্ ক্ষীরোদস্যোত্তরং তটম্। নীত্বা তং পর্ব্বতং বৃদ্ধং নিক্ষিপ্যাপ্সু ততো যযৌ॥ ৮৪॥ তদা সর্ব্বে সুরগণাঃ স্বাগতা অসুরৈঃ সহ। বাসুকিঞ্চ সমাদায় চক্রিরে সময়ঞ্চ তম্॥ ৮৫॥ মন্থানং মন্দরঞ্চৈব বাসুকিং রজ্জুমেব চ। কৃত্বা সুরাসুরাঃ সর্ব্বে মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্॥ ৮৬॥ ক্ষীরাব্ধের্মথ্যমানস্য পর্ব্বতো হি রসাতলম্। গতঃ স তৎক্ষণাদেব কূর্ম্মো ভূত্বা রমাপতিঃ। উদ্ধৃতস্তৎক্ষণাদেব তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৮৭॥ ভ্রাম্যমাণস্ততঃ শৈলো নোদিতঃ সুরদানবৈঃ। ভ্রমমাণো নিরাধারো বোধশ্চৈব গুরুং বিনা॥ ৮৮॥ পরমাত্মা তদা বিষ্ণুরাধারো মন্দরস্য চ। দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ সংগৃহ্য মমন্থাব্ধিং সুখাবহম্॥ ৮৯॥ তদা সুরাসুরাঃ সর্ব্বে মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্। একীভূত্বা বলেনৈব-মতিমাত্রং বলোৎকটাঃ॥ ৯০॥ পৃষ্ঠকঠোরুজান্বন্তঃ কমঠস্য মহাত্মনঃ। তথাসৌ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো বজ্রসার-

---

কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও। হে সুব্রত! অমৃতোৎপাদন বিষয়ে তুমি আমাদের মন্থন-দণ্ড হও। মন্দরগিরি দেব-কার্য্য-সাধনের জন্য ইন্দ্রের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং সমস্ত সুরাসুরকে বিশেষতঃ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি তোমার শতপর্ব্ব বজ্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বেই আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়াছ; সুতরাং তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য কিরূপে আমি গমনে সমর্থ হইব? তখন সুরাসুরেরা মহাচলকে স্তব করিলেন এবং সেই অপূর্ব্ব অনুপম মন্দর-ভূধরকে উৎপাটিত করিয়া লইলেন। মন্দরকে তাঁহারা ক্ষীরার্ণবে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় করিলেন; কিন্তু সামর্থ্যে কুলাইল না। পর্ব্বত সদ্যই দেব-দৈত্যগণের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতে কেহ কেহ ভগ্ন, কেহ কেহ মৃত, কেহ কেহ মূর্চ্ছাপন্ন, কেহ কেহ অপর কাহারও দোষখ্যাপনে নিরত এবং কেহ কেহ বা অত্যন্ত ক্লেশাপন্ন হইলেন। এইরূপে সুরাসুর ও দানবেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো! হে শরণাগত-বৎসল! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনিই এই চরাচর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন। সুরাসুরেরা এইরূপ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য হরি তখন প্রাদুর্ভূত হইলেন। গরুড়বাহন বিষ্ণু সহসা দেবগণকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লীলাবশে পর্ব্বতবর মন্দরকে উত্তোলিত করিয়া গরুড়োপরি স্থাপন করিলেন এবং ভীতিগ্রস্ত সুরাসুরদিগকে অভয় দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উঠাইয়া ক্ষীরাব্ধির উত্তর তটে লইয়া গেলেন এবং প্রবৃদ্ধ মন্দরগিরিকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন সুর ও অসুরগণ মিলিত হইয়া বাসুকিকে গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ সময় নিরূপণ করিলেন। অনন্তর মন্দরকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া তাঁহারা ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। ৭১—৮৬। ক্ষীরাব্ধি মথিত হইতে থাকিলে, সহসা মন্দরাচল রসাতলে প্রবেশ করিল। রমাপতি কূর্ম্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। সুর ও অসুরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মন্দরগিরি নিরাধার অবস্থায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃহস্পতি এই কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন না। তথাচ তাঁহাদের বুদ্ধির অভাব হয় নাই। পরমাত্মা বিষ্ণু মন্দরের আধার হইয়া স্বীয় বাহুচতুষ্টয় দ্বারা উহাকে ধারণপূর্ব্বক অনায়াসে অব্ধিমন্থনে সহায়তা করিলেন। তখন বলদৃপ্ত সুরাসুরেরা সম্মিলিতভাবে অতিমাত্র বলপ্রয়োগে ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর তখন মহাত্মা কমঠের পৃষ্ঠ, কক্ষ, উরু ও জানুর মধ্যে

ময়ো দৃঢ়ঃ। উভয়োর্দ্ধর্ষণাদেব বড়বাগ্নিঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৯১ ॥ হলাহলঞ্চ সঞ্জাতং তদ্দৃষ্ট্বা নারদেন হি। ততো দেবানুবাচেদং দেবর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯২ ॥ ন কার্য্যং মথনং চাব্ধের্ভবদ্ভিরধুনাখিলৈঃ। প্রার্থয়ধ্বং শিবং দেবাঃ সর্ব্বে দক্ষস্য যাজনম। তদ্বিস্মৃতঞ্চ বো যাতং বীরভদ্রেণ যৎকৃতম্ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাচ্ছিবঃ স্মর্য্যতাং চাশু দেবাঃ পরঃ পরানামপি বা পরশ্চ। পরাৎপরঃ পরমানন্দরূপো যোগিধ্যেয়ো নিষ্প্রপঞ্চো হ্যরূপঃ ॥ ৯৪ ॥ তে মথ্যমানাস্থিরতা দেবাঃ স্বার্থস্বার্থ-সাধকাঃ। অভিলাষপরাঃ সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি যতো জড়াঃ ॥ ৯৫ ॥ উপদেশৈশ্চ বহুভিস্তোপদেশ্যাঃ কদাচন। তে রাগদ্বেষসঙ্ঘাতাঃ সর্ব্বে শিবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯৬ ॥ কেবলোদ্যমসংবীতা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্। অতিনির্ম্মথনাজ্জাতং ক্ষীরাব্ধেশ্চ হলাহলম ॥ ৯৭ ॥ ত্রৈলোক্যদহনে প্রৌঢ়ং প্রাপ্তং হন্তং দিবৌকসঃ। অত উর্দ্ধং দিশঃ সর্ব্বা ব্যাপ্তং কৃৎস্নং নভস্তলম্। গ্রসিতুং সর্ব্বভূতানাং কালকূটং সমভ্যগাৎ ॥ ৯৮ ॥ দৃষ্ট্বা বৃহন্তং স্বকরস্থমোজসা তং সর্পরাজং সহ পর্ব্বতেন। তত্রৈব হিত্বাপযযুস্তদানীং পলায়মানা দৈত্যৈঃ সমেতাঃ ॥ ৯৯ ॥ তথৈব সর্ব্ব ঋষয়ো ভৃগ্বাদ্যাঃ শতশস্ততঃ। দক্ষস্য যজনং তেন যথা জাতং তথাভবৎ ॥ ১০০ ॥ সত্যলোকং গতাঃ সর্ব্বে ভৃগুণা নোদিতা ভৃশম্। বেদবাক্যৈশ্চ বিবিধৈঃ কালকূটং প্রশাম্যতি। দেবা নাস্ত্যত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং বদামি বঃ ॥ ১০১ ॥ ভৃগুণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা কালকূটবিবার্দ্দিতাঃ। সত্যলোকং সমাসাদ্য ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥ ১০২ ॥ তদা জাজ্বল্যমানং বৈ কালকূটং প্রভোজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাথ তান্ দৃষ্ট্বা হ্যকর্ম্মজ্ঞান সুরাসুরান। তেষাং শপিতুমারেভে নারদেন নিবারিতঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অকার্য্যং কিং কৃতং দেবাঃ কস্মাৎ ক্ষোভোহয়মুদ্যতঃ। ঈশ্বরস্য চ জ্ঞাতোহদ্য নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ১০৪ ॥ ততো দেবৈঃ পরিবৃতো বেদোপনিষদৈস্তথা। নানাগমৈঃ পরিবৃতঃ কালকূটভয়াদ্যযৌ ॥ ১০৫ ॥ ততশ্চিন্তা-

---

বজ্রসারের ন্যায় দৃঢ় হইল। উভয়ের ঘর্ষণে ঐ সময় বাড়বাগ্নি ও হলাহল উত্থিত হইল। তদ্দর্শনে অমিতপ্রভাব দেবর্ষি নারদ দেবগণকে কহিলেন,—তোমরা সকলে এখন আর অব্ধি মন্থন করিও না। এক্ষণে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা কর। দক্ষের যজ্ঞ আর সেই যজ্ঞে বীরভদ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? যাহা হউক, এক্ষণে সেই পরাৎপর, পরমানন্দময়, যোগিজন-ধ্যেয়, প্রপঞ্চাতীত, নিরাকার শিবকেই সত্বর স্মরণ কর। দেবগণ তখন স্বার্থসাধনে তৎপর, তাঁহারা কামনার বশীভূত হইয়া সকলেই নানাভাবে সাগরমন্থনে ব্যাপৃত. সুতরাং জড়ের ন্যায় তাঁহারা তখন নারদের সে কথা শুনিতেই পাইলেন না। বস্তুতঃ যাহারা রাগ-দ্বেষের বশীভূত ও শিবের প্রতি পরাঙ্মুখ, বহু উপদেশবাক্যে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। ক্ষীরাব্ধি মন্থনে দেবগণেরও ঐ অবস্থা হইয়াছিল। তাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশ হইয়াছিলেন। শিবে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। কেবল উদ্যমনিষ্ঠ হইয়াই তাঁহারা ক্ষীরসাগর মন্থন করিতেছিলেন। অত্যধিক মথনের ফলে ক্ষীরাব্ধি হইতে হলাহল প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ হলাহল ত্রৈলোক্যদহনেও সক্ষম এবং দেবগণকে গ্রাস করিবার জন্যই উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ঐ হলাহল কিঞ্চিৎ পরেই কৃৎস্ন নভস্তল ও সমগ্র দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। জগতের সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করিবার জন্যই ঐ কালকূট উপস্থিত হইল। সুরাসুরেরা তাহা দেখিয়া স্বীয় করস্থ বৃহৎ বাসুকি ও মন্দর পর্ব্বতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎকালে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভৃগু প্রভৃতি শত শত ঋষি পলায়নপর হইলেন। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, ঐ কালকূটের আবির্ভাবেও সুরাসুর ও ঋষিগণের তেমনি অবস্থা ঘটিল। তখন ভৃগুর প্রেরণায় সকলেই সত্যলোকে গমন করিলেন। ভৃগু বলিলেন,—বিবিধ বেদবাক্য প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই ঐ কালকূট প্রশমিত হইবে। হে দেবগণ! আমি সত্যই বলিতেছি; আমার এ বাক্যে সন্দেহমাত্র নাই। ৮৭—১০১। তখন কালকূট-বিষে জর্জ্জরিত দেব-ঋষিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণে সত্যলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা সেই প্রভাপটলোজ্জ্বল কালকূট ও অকর্ম্মজ্ঞ সুরাসুরদিগকে দেখিয়া একেবারে অভিশাপদানেই উদ্যত হইলেন। পরন্তু নারদ তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা কি অকার্য্য করিয়াছ? কিসের জন্য তোমাদের এই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তোমাদের এ ক্ষোভ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্য। আমার এ কথা অন্যথা হইবার নহে। এই বলিয়া ব্রহ্মা বেদ, বেদোপনিষদ্ ও নানা আগমে পরিবৃত হইয়া

ন্বিতা দেবা ইদমূচুঃ পরস্পরম্। অবিদ্যাকামসংবীতাঃ কুর্য্যামঃ শঙ্করঞ্চ কম্ ॥ ১০৬ ॥ ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য তদা দেবাস্ত্বরান্বিতাঃ। বৈকুণ্ঠমাব্রজন্ সর্ব্বে কালকূটভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ ব্রহ্মাদয়শ্চর্ষিগণাশ্চ তদা পরেশং বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমীশম্। বৈকুণ্ঠমাশ্রিতমধোক্ষজমাধবং তে সর্ব্বে সুরাসুরগণাঃ শরণং প্রযাতাঃ ॥ ১০৮ ॥ তাবৎ প্রবৃদ্ধং সুমহৎ কালকূটং সমভাযাৎ। দগ্ধাদৌ ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠঞ্চ দদাহ বৈ ॥ ১০৯ ॥ কালকূটাগ্নিনা দগ্ধো বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। পার্ষদৈঃ সহিতঃ সদ্যস্তমালসদৃশচ্ছবিঃ ॥ ১১০ ॥ বৈকুণ্ঠঞ্চ সুনীলঞ্চ সর্ব্বলোকৈঃ সমাবৃতম্। জলকল্মষসংবীতাঃ সর্ব্বে লোকাস্তদাভবন্ ॥ ১১১ ॥ অষ্টাবরণসংবীতং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণা সহ। ভস্মীভূতং চকারাশু জলকল্মষমদ্ভুতম্ ॥ ১১২ ॥ নো ভূমির্ন জলং চাগ্নির্ন বায়ুর্ন নভস্তদা। নাহঙ্কারো ন চ মহান্ মূলাবিদ্যা তথৈব চ। শিবস্য কোপাৎ সঞ্জাতং তদা ভস্মাকুলং জগৎ ॥ ১১৩

ইতি শ্রীস্কান্দে সমুদ্র মথনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ। যত্ত্বয়া কথিতং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। ভস্মীভূতং রুদ্রকোপাৎ কালকূটাগ্নিনাখিলম্। ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডান্তরতঃ কিং তু রুদ্রং মন্যামহে বয়ম্। তদা চরাচরং নষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমম্ ॥ ২ ॥ ভস্মীভূতং রুদ্রকোপাৎ কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্তিতা। কুতো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ কুতশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥৩॥ অন্যে সুরাসুরাঃ কুত্র ভস্মীভূতা লয়ং গতাঃ। অত ঊর্দ্ধং কিমভবৎ তৎসর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ ব্যাসপ্রসাদাৎ সকলং বেত্থ ত্বং নাপরো হি তৎ। তস্মাজ্জ্ঞানময়ং শাস্ত্রং তজ্জানাসি ন চাপরঃ ॥ ৫ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা সর্ব্বৈর্মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ। সূতো ব্যাসং নমস্কৃত্য বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ লোমশ উবাচ। যদা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যাস্থা ব্যাপ্তা দেবা বিষাগ্নিনা। হরিব্রহ্মাদয়ো হ্যেতে লোকপালাঃ সবাসবাঃ। তদা বিজ্ঞাপিতঃ

কালকূটভয়ে স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন দেবগণ চিন্তিত হইয়া পরস্পর বলিলেন,—আমরা অবিদ্যা ও কামাক্রান্ত হইয়া এক্ষণে কাহাকে আমাদের মঙ্গলকর বলিয়া আশ্রয় করি। দেবগণ কালকূটভয়ে কাতর হইয়া ঐ কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সত্বর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, দানবগণ ও ঋষিগণ সেই বৈকুণ্ঠপতি, পরাৎপর, পুরাণপুরুষ, অধোক্ষজ, মাধব, ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইতিমধ্যে সেই সুমহৎ কালকূট প্রবৃদ্ধবেগে উপস্থিত হইল। সেই কালকূটে ব্রহ্মলোক এবং বৈকুণ্ঠধামও দগ্ধ হইয়া গেল। এমন কি, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণু, তিনিও স্বীয় পার্ষদগণ সহ কালকূটানলে দগ্ধ হইলেন। বিষাগ্নিদগ্ধ বিষ্ণু সদ্যই তমালতুল্য কান্তি ধারণ করিলেন। সমগ্র বৈকুণ্ঠধাম ও অন্যান্য লোক সকলই বিষপ্রভাবে নীলবর্ণ হইল। বিষদগ্ধ সমস্ত লোক সেকালে জলকল্মষে সমাবৃত হইল। সেই অপূর্ব্ব জলকল্মষ ব্রহ্মার সহিত অষ্টাবরণান্বিত ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তখন না ভূমি, না জল, না অগ্নি, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহান্, না মূলঅবিদ্যা কিছুই রহিল না। শিবের কোপে সমস্ত জগৎই ভস্মীভূত হইয়া গেল। ১০২—১১৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন,—রুদ্রকোপে নিখিল কালকূটাগ্নির প্রভাবে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু রুদ্রকেও ত আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। তখন ব্রহ্মা গেলেন, বিষ্ণু গেলেন, চরাচর সমস্ত জগৎই রুদ্রকোপে ভস্মীভূত হইল। সেকালে এই সৃষ্টি রহিল কিরূপে? তখন ব্রহ্মা কোথায়? বিষ্ণু কোথায়? রুদ্র কোথায়? এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য সুরাসুরেরাই বা ভস্মীভূত হইয়া কোথায় লয় পাইলেন? তাদৃশ বিষাগ্নি-দাহের পর কি হইয়াছিল? তাহা আপনি আমাদের নিকট বলুন। ব্যাসের প্রসাদে সকলই আপনার বিদিত আছে। আপনার ন্যায় অন্য কেহ এ রহস্য জানে না। জ্ঞানময় শাস্ত্র আপনি যাহা জানেন, অন্যে তাহা জানে না। ভাবিতাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত তখন ব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক এইবাক্য বলিতে লাগিলেন। ১—৬। লোমশ কহিলেন,—যৎকালে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ হরি-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ

শম্ভুর্হেরম্বেন মহাত্মনা ॥ ৭ ॥ হেরম্ব উবাচ। হে রুদ্র হে মহাদেব হে স্থাণো হে জগৎপতে। ময়া বিঘ্নং বিনোদেন কৃতং তেষাং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ ৮ ॥ ভয়েন মতিমোহাত্বাং নার্চ্চয়ন্তি চ মামপি। উদ্যোগং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষাং ক্লেশোঽধিকো ভবেৎ ॥ ৯ ॥ এবমভ্যর্থিতস্তেন পিনাকী বৃষভধ্বজঃ। বিঘ্নান্ধকারসূর্য্যেণ গণাধিপতিনা তদা ॥ ১০ ॥ লিঙ্গরূপোঽব্রবীচ্ছম্ভুর্নিরাকারো নিরাময়ঃ। নিরঞ্জনো ব্যোমকেশঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ ॥ ১১ ॥ মহেশ্বর উবাচ। হেরম্ব শৃণু মে বাক্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। অহঙ্কারাত্মকং চৈব জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১২ ॥ স্থিতিং করোত্যহঙ্কারঃ প্রলয়োৎপত্তিমেব চ। জগদাদৌ গণপতে তদা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতঃ ॥ ১৩ ॥ মায়াবিরহিতং শান্তং দ্বৈতাদ্বৈতপরং সদা। জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপং তৎ সদানন্দৈকলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥ গণপতিরুবাচ। যদি ত্বং কেবলো হ্যাত্মা পরমানন্দলক্ষণঃ। তস্মাত্ত্বদপরং কিঞ্চিন্নাস্ত্যস্তি পরন্তপ ॥ ১৫ ॥ নানারূপং কথং জাতং সুরাসুরবিলক্ষণম্। বিচিত্রং মোহজননং ত্রিভির্দেবৈশ্চ লক্ষিতম্ ॥ ১৬ ॥ ভূতগ্রামৈশ্চতুর্ভিশ্চ নানাভেদৈঃ সমন্বিতৈঃ। জাতং সংসারচক্রং চ নিত্যানিত্যাবিলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥ পরস্পরবিরোধেন জ্ঞানবাদেন মোহিতাঃ। কর্ম্মবাদরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বগুণমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥ জ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ যে কেচিৎ পরস্পরবিরোধিনঃ। এবং সংশয়মাপন্নং ত্রাহি মাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৯ ॥ অহং গণশ্চ কুত্রত্যঃ ক চায়ং বৃষভঃ প্রভো। এতে চান্যে চ বহবঃ কুতো জাতাশ্চ কুত্র বৈ ॥ ২০ ॥ কৃতাঃ সর্ব্বে মহাভাগাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চ বৈ। প্রহস্য ভগবাঞ্ছম্ভুর্গণেশং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ২১ ॥ মহেশ্বর উবাচ। কালশক্ত্যা চ জাতানি রজঃসত্ত্বতমাংসি চ। তৈরাবৃতং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ২২ ॥ পরিদৃশ্যমানমেতচ্চানশ্বরং পরমার্থতঃ। বিদ্ধোতৎ সর্ব্বসিদ্ধৈব কৃতকত্বাচ্চ নশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥ লোমশ উবাচ। যাবদ্গণেশসংযুক্তো ভাষমাণঃ সদাশিবঃ। লিঙ্গরূপী বিশ্বরূপঃ প্রাদুর্ভূতা সদাশিবাৎ ॥ ২৪ ॥ শিবরূপা জগদ্যোনিঃ কার্য্যকারণরূপিণী। লিঙ্গরূপী স ভগবান্নিমগ্নস্তৎক্ষণাদভূৎ ॥ ২৫ ॥ একা স্থিতা পরা শক্তির্ব্রহ্মবিদ্যাত্মলক্ষণা। গণেশো

বিষাগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, তখন মহাত্মা হেরম্ব শম্ভুকে বলিলেন,—হে রুদ্র, হে মহাদেব, হে স্থাণু, হে জগৎপতে! আমি লীলাক্রমে দেবগণের এই সুদুর্জ্জয় বিঘ্ন বিধান করিয়াছি। যাহারা ভয়ে কিম্বা মতিমোহে আপনাকে ও আমাকে অর্চ্চনা করে না, তাহারা যে উদ্যোগই করুক, তাহাতে তাহাদের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। বিঘ্নরূপ তিমিররাশির বিভাকর গণাধিনাথ তৎকালে ঐ কথা কহিলে পিনাকপাণি, বৃষধ্বজ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিরাময়, নীললোহিত, কপর্দ্দী, লিঙ্গরূপী শম্ভু তাঁহাকে কহিলেন,—হে হেরম্ব! তুমি পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই যে চরাচর জগৎ দেখিতেছ, ইহা অহঙ্কারাত্মক; স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়, এ সমুদায়েরই কর্ত্তা ঐ এক অহঙ্কার। হে গণপতে! সৃষ্টির আদিতে আমার স্বরূপ জ্ঞপ্তিমাত্র; উহা মায়া-বিরহিত, শান্ত, সতত একমাত্র আনন্দস্বরূপ ও দ্বৈতাদ্বৈত-বর্জ্জিত। গণপতি কহিলেন,—আপনি যদি পরমানন্দময় কেবল আত্মাই হন, তবে ত আপনা অপেক্ষা অপর আর কিছুই নাই; সুতরাং এই যে সুরাসুরাদি বিবিধ রূপ—বিবিধ ভেদভিন্ন চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামময় ত্রিদেব-লক্ষিত বিচিত্র মোহজনক নিত্যানিত্য সংসার-চক্র, ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? এ সংসারচক্রে কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী জ্ঞানবাদে মোহিত, কেহ কেহ স্ব স্ব গুণানুসারে কর্ম্মবাদে নিরত এবং কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ, অথচ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন? হে বৃষধ্বজ! আমি এ প্রকার সংশয়াপন্ন হইয়াছি, আমায় পরিত্রাণ করুন। হে প্রভো! আমি গণপতি কোথা হইতে আসিলাম? এই বৃষভই বা কোথা হইতে? আর ঐ যে অন্য বহুবিধ ব্যক্তির উল্লেখ করিলাম, উঁহারাই বা কোথা হইতে জন্মিলেন? কোথায় আছেন? ঐ মহাভাগগণ সকলেই সাত্ত্বিক ও রাজসপ্রকৃতিরূপে উৎপাদিত। ভগবান্ শম্ভু তখন হাস্য করিয়া গণেশকে কহিতে লাগিলেন,—হে গণেশ! কালপ্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধগুণ আবির্ভূত হয়। উহারাই এই পরিদৃশ্যমান সুরাসুরনরপরিবৃত সমগ্র জগৎ আবৃত করিয়াছে। জানিবে—পরমার্থ জ্ঞানে এ জগৎ নশ্বর নহে; পরন্তু মায়া-বিরচিতরূপে ইহা নশ্বর। ৭—২৪। লোমশ কহিলেন,—লিঙ্গরূপী বিশ্বরূপ সদাশিব যে কালে গণেশের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় সদাশিব হইতে এক পরমা শক্তি প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই শক্তি শিবরূপা, জগদ্যোনি এবং নিখিল কার্য্য ও কারণরূপিণী। ইনি আবির্ভূত হইবা মাত্র লিঙ্গরূপী ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মবিদ্যাত্মরূপিণী একমাত্র পরমা শক্তিই অবস্থান

বিস্ময়াবিষ্টো হ্যবলোকনতৎপরঃ॥ ২৬॥ ঋষয় উচুঃ। প্রকৃত্যন্তর্গতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্। গণেশস্য পৃথক্ত্বঞ্চ কথং জাতং তদুচ্যতাম্॥ ২৭॥ লোমশ উবাচ। সাক্ষাৎ প্রকৃত্যাঃ সম্ভূতো গণেশো ভগবানভূৎ। যথারূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ তদ্রূপী হি গণেশ্বরঃ॥ ২৮॥ শিবেন সহ সংগ্রামো হ্যভূত্তস্য মহাত্মনঃ। অজ্ঞানাৎ প্রাকৃতো ভূত্বা বহুকালং নিরন্তরম্॥ ২৯॥ তস্য দৃষ্ট্বা হ্যজেয়ত্বং গজারূঢস্য তত্তদা। ত্রিশূলেনাহনচ্ছম্ভুঃ সগজং তমপাতয়ৎ॥ ৩০॥ তদা স্মতো মহাদেবঃ পরশক্ত্যা পরন্তপঃ। পরশক্তিমুবাচেদং বরং বরয় শোভনে॥ ৩১॥ তদা বৃতো মহাদেবো বরেণ পরমেণ হি। যোঽয়ং ত্বয়া হতো দেব মম পুত্রো ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥ ত্বাং ন জানাত্যয়ং মূঢ়ঃ প্রকৃত্যংশসমুদ্ভবঃ। তস্মাৎ পুত্রং জীবয়েমং মম তুষ্ট্যর্থমেব চ॥ ৩৩॥ প্রহস্য ভগবান রুদ্রো মায়াপুত্রমজীবয়ৎ। সিন্ধুরবদনেনৈব মুখে স সমযোজয়ৎ॥ ৩৪॥ তদা গজাননো জাতঃ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। মায়াপুত্রোঽপি নির্ম্মায়ো জ্ঞানবান্ সম্বভূব হ॥ ৩৫॥ আত্মজ্ঞানামৃতেনৈব নিত্যতৃপ্তো নিরাময়ঃ। সমাধিসংস্থিতো রৌদ্রঃ কালকালান্তকোঽভবৎ॥ ৩৬॥ যোগদণ্ডার্থমুৎপাট্য স্বকীয়ং দশনং মহৎ। করে গৃহ্য গণাধ্যক্ষঃ শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। ঋদ্ধিসিদ্ধিদ্বয়েনৈব একত্বেন বিরাজিতঃ॥ ৩৭॥ যে তে গণাশ্চ বিঘ্নাশ্চ যে চান্যেঽভ্যধিকা ভুবি। তেষামপি পতির্জাতঃ কৃতোঽসৌ শম্ভুনা তদা॥ ৩৮॥ তস্মাদ্বিলোকয়ামাস প্রকৃতিং বিশ্বরূপিণীম্। পৃথক্ স্থিত্বাগ্রতো জ্ঞানাল্লিঙ্গং প্রকৃতিমেব চ। দদর্শ বিমলং লিঙ্গং প্রকৃতিস্থং স্বভাবতঃ॥ ৩৯॥ আত্মানঞ্চ গণৈঃ সার্দ্ধং তথৈব চ জগত্রয়ম্। লীনং লিঙ্গে সমস্তং তদ্ধেরম্বো জ্ঞানবানপি॥ ৪০॥ মুমোহ চ পুনঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য প্রযত্নতঃ। ননাম শিরসা তাভ্যামীশাভ্যাং স গণেশ্বরঃ॥ ৪১॥ তদা দদর্শ তত্রৈব লোকসংহারকারকম্। ব্রহ্মাণঞ্চৈব রুদ্রঞ্চ বিষ্ণুঞ্চৈব সদাশিবম্॥ ৪২॥ দদর্শ প্রেততুল্যানি লিঙ্গশক্ত্যাত্মকানি চ। ব্রহ্মাণ্ডগোলোকান্যেব কোটিশঃ পরমাণুবৎ॥ ৪৩॥

করিতে লাগিলেন। গণেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—এই চরাচর জগৎ সমস্তই প্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু গণেশের পৃথক্ত্ব কিরূপে হইল? তাহা ব্যক্ত করুন। লোমশ কহিলেন,—ভগবান্ গণেশ সাক্ষাৎ প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত। তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। শিবের সহিত সেই মহাত্মা গণেশ্বরের সংগ্রাম হইয়াছিল। গণেশ্বর অজ্ঞানবশে বহুকাল প্রাকৃত জনবৎ অবস্থিত ছিলেন। শম্ভু গজারূঢ় অবস্থায় তদীয় অজেয়ত্ব অবলোকন করিয়া ত্রিশূল দ্বারা গজের সহিত তাঁহাকে নিপাতিত করেন। তখন সেই পরন্তপ মহাদেবকে পরমা শক্তি স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে শোভনে! তুমি বর গ্রহণ কর। তখন ঐ পরা শক্তি মহেশ্বরের নিকট উত্তম বর প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন,—হে দেব! তুমি এই যাহাকে নিহত করিলে, এ ব্যক্তি আমারই পুত্র সন্দেহ নাই। এই প্রকৃতির অংশজাত পুত্র মূঢ়তাবশতঃ আপনাকে জানিতে পারে নাই। অতএব আমার তুষ্টির জন্য আপনি ইহার জীবন দান করুন। তখন ভগবান্ রুদ্র হাস্য করিয়া সেই মায়া-পুত্রের জীবন দান করিলেন এবং তদীয় মুখে গজের মুখ যোজনা করিয়া দিলেন। তখন ঐ মায়া-নন্দন শঙ্করের প্রসাদে গজানন হইলেন। তিনি মায়ার পুত্র হইলেও মায়ামুক্ত ও জ্ঞানবান্ হইলেন। গজানন আত্মজ্ঞানরূপ অমৃতপানে নিত্য তৃপ্ত ও নিরাময়। তিনি সমাধি-অবস্থায় অবস্থিত রুদ্রাংশে কালেরও কালান্তকরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গণেশ যোগদণ্ডের জন্য স্বীয় দশন উৎপাটিত করিয়া স্বকরে গ্রহণপূর্ব্বক শব্দব্রহ্মেরও অতীত হইলেন। তিনি ঋদ্ধি ও সিদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভূতলে যে সকল বিঘ্ন ও গণ এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, শম্ভুর নিয়োগে তৎকালে তিনি সে সমুদয়ের অধিপতি হইলেন। এই জন্যই তিনি পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া সম্মুখে বিশ্বরূপিণী প্রকৃতিকে দেখিতেছিলেন। তিনি জানিলেন,—সেই প্রকৃতিই শিবলিঙ্গ; ঐ বিমল লিঙ্গ স্বভাবতই প্রকৃতিস্থ। ইহাই তিনি দর্শন করিলেন। ২৫—৩৯। হেরম্ব প্রমথগণসহ নিজেকে এবং এই জগত্রয়কেই লিঙ্গে লীন দেখিলেন; দেখিয়া জ্ঞানবান্ হইলেও তিনি মোহাপন্ন হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই গণেশ্বর মস্তক দ্বারা সেই ঈশ ও ঈশানীকে নমস্কার করিলেন। তখন তিনি সেই প্রকৃতিস্থ লিঙ্গমধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু ও সদাশিবকে দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—লিঙ্গ ও শিবশক্ত্যাত্মক প্রেতপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডগোলক সকল

লীয়ন্তে চ বিলীয়ন্তে মহেশে লিঙ্গরূপিণি। প্রকৃত্যন্তর্গতং লিঙ্গং লিঙ্গস্যান্তর্গতা চ সা॥ ৪৪॥ শক্ত্যা লিঙ্গঞ্চ সঞ্ছন্নং তদা সর্ব্বমদৃশ্যত। লিঙ্গেন শক্তিঃ সঞ্ছন্না পরস্পরমবর্ত্তত॥ ৪৫॥ শিবাভ্যাং সংশ্রিতং লোকং জগদেতচ্চরাচরম্। গণেশো বাপি তজ্‌জ্ঞানং ন পরেঽপি তথাবিদন্॥ ৪৬॥ তদোবাচ মহাতেজা গণাধ্যক্ষো গণৈঃ সহ। সশক্তিকং স্তূয়মানঃ শক্ত্যা চ পরয়া তদা॥ ৪৭॥ গণেশ উবাচ। নমামি দেবং শক্ত্যান্বিতং জ্ঞানরূপং প্রসন্নং জ্ঞানাৎপরং পরমং জ্যোতীরূপম্। রূপাৎপরং পরমং তত্ত্বরূপং তত্ত্বাৎপরং পরমং মঙ্গলঞ্চ আনন্দাখ্যং নিষ্কলং নির্ব্বিষাদম্॥ ৪৮॥ ধূমাৎ পরমযোবহ্নির্যথৈবং প্রতিভাসতে। প্রকৃত্যন্তর্গতস্ত্বং হি লক্ষ্যসে জ্ঞানসম্ভবঃ। প্রকৃত্যন্তর্গতস্ত্বং হি মায়াব্যক্তিরিতীয়সে॥ ৪৯॥ এবংবিধস্ত্বং ভগবন্ স্বমায়য়া সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বম্। অস্মাদ্গরাৎ সর্ব্বমিদং প্রনষ্টং সব্রহ্মবিপ্রেন্দ্রযুতং চরাচরম্॥ ৫০॥ যথা পুরাসীর্ভগবান্ মহেশস্ত্রৈলোক্যনাথোঽসি চরাচরাত্মা। কুরুষ শীঘ্রং সহজীবকোশং চরাচরং তৎসকলং প্রদগ্ধম্॥ ৫১॥ লোমশ উবাচ। এবং স্তুতো গণেশেন ভগবান্ ভূতভাবনঃ। যদুত্থিতং কালকূটং লোকসংহারকারকম্॥ ৫২॥ লিঙ্গরূপেণ তদ্‌গ্রস্তং বিমলঞ্চাকরোত্তদা। সদেবাসুরমর্ত্ত্যাশ্চ সর্ব্বাণি ত্রিজগন্তি চ। তৎক্ষণাদ্রক্ষিতান্যেব কৃপয়া পরয়া যুতঃ॥ ৫৩॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সুরেন্দ্রশ্চ লোকপালাঃ সহর্ষয়ঃ। যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ। উত্থিতাশ্চৈব তে সর্ব্বে নিদ্রাপরিগতা ইব॥ ৫৪॥ বিস্ময়েন সমাবিষ্টা বভূবুর্জাতসাধ্বসাঃ। সর্ব্বে দেবাসুরাশ্চৈব উচুরাশ্চর্য্যবত্তঃ॥ ৫৫॥ ক্ব কালকূটং সুমহদ্যেন বিদ্রাবিতা বয়ম্। মৃতপ্রায়াঃ কৃতাঃ সদাঃ সলোকপালকা হ্যমী॥ ৫৬॥ ইত্যাকর্ণ্য তদা দৈত্যাস্তূষ্ণীম্ভূতাস্তদা স্থিতাঃ। শক্রাদয়ো লোকপালা বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য ইদমূচুঃ সমেবিতাঃ॥ ৫৭॥ কেনেদং কারিতং বিষ্ণো ন বিদ্মোঽহ্নমেবসং। তদা প্রহস্য ভগবান ব্রহ্মণা সহ তৈঃ

কোটি কোটি পরমাণুর ন্যায় লিঙ্গরূপী মহেশে লীন ও বিলীন হইতেছে। দেখিলেন,—লিঙ্গ প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতিও লিঙ্গের অন্তর্গত। সেই পরা শক্তি দ্বারাই সমস্ত লিঙ্গ আচ্ছন্ন। আবার সেই লিঙ্গ দ্বারাই ঐ শক্তি আবৃত। এইরূপে লিঙ্গ ও শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া অবস্থিত। এই চরাচর সমস্ত লোক শিব ও শিবশক্তিযোগেই সংশ্রিত। একমাত্র গণেশই ঐ জ্ঞানে জ্ঞানবান্; পরন্তু অপর কেহই ঐরূপ জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা হউক, মহাতেজা গণাধিপতি তৎকালে স্বীয় গণসহ শক্তিযুক্ত শম্ভুকে আপনার অসাধারণ শক্তিবলে স্তব করিতে লাগিলেন। গণেশ কহিলেন,—যিনি জ্ঞানরূপ, শক্তিযুক্ত, প্রসন্ন, জ্ঞানাতীত, পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, রূপাতীত, পরম,তত্ত্বরূপ, তত্ত্বাতীত, পরমমঙ্গল, আনন্দময়, নিষ্কল, ও দুঃখবর্জ্জিত, আমি সেই দেবদেবকে নমস্কার করি। হে বিভো! লৌহাগ্নিতে বাস্তবিক ধূম নাই, অথচ উহা যেমন সাধারণ অগ্নিজ্ঞানে ধূমবান্ বলিয়া আপাতপ্রতিভাসিত হয়, তুমিও তেমনি বস্তুতঃ প্রকৃতির অন্তর্গত না হইলেও অসম্যক্ দর্শনে প্রকৃতির অন্তর্গতরূপে লক্ষিত হইয়া থাক, বস্তুতঃ তুমি জ্ঞানময়। তুমি প্রকৃতির অন্তর্গত হইয়া মায়াব্যক্তিরূপে প্রতীত হইয়া থাক। হে ভগবন্! তুমি এই প্রকারেই স্বীয় মায়ায় এ বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছ। এই দেখ, এই ব্রহ্মাদি দেবগণসহ সমস্ত জগৎ এই বিষম বিষে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে ভগবন! আপনি পূর্ব্বে যেমন এই চরাচরের আত্মস্বরূপে ত্রিলোকনাথ মহেশ হইয়া বিরাজ করিতেন, এক্ষণে সেইরূপে এই জীবকোষসহ চরাচর দগ্ধজগৎ পুনরায় পালন করুন। লোমশ কহিলেন,—গণেশ এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান্ ভূতভাবন সেই লোকসংহারী কালকূট লিঙ্গরূপে গ্রাস করিলেন এবং উহাকে তখন বিশুদ্ধ করিয়া দিলেন। সুর, অসুর, নর এমন কি সমস্ত ত্রিজগৎই তৎক্ষণাৎ শিবকৃপায় রক্ষিত হইল। ৪০—৫৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালগণ এবং ঋষি, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সকলেই তখন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইলেন। তাঁহাদের অন্তরে বিস্ময় এবং ভয় উভয়ই জন্মিল। সুরাসুরেরা আশ্চর্য্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন,—কৈ, সে প্রবল কালকূট—যাহা দ্বারা আমরা বিদ্রাবিত হইয়াছিলাম? —যে আমাদিগকে ঐ সকল লোকপাল সহ সদাই মৃতপ্রায় করিয়াছিল? দৈত্যগণ এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিল; কিন্তু ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এই ব্যাপারের কারণজিজ্ঞাসু হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ও ব্রহ্মার নিকট উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিষ্ণো! কে এই

সুরৈঃ ॥ ৫৮ ॥ সমাধিমগমন্ সর্ব্বেঽপ্যেকাগ্রমনসস্তদা। তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য কামক্রোধাদিকান্ দ্বিজাঃ ॥ ৫৯ ॥ তদাত্মনি স্থিতং লিঙ্গমপশ্যন্ বিবুধাদয়ঃ। বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য তদা তুষ্টুবুঃ পরমার্থতঃ ॥৬০ ॥ আত্মনা পরমাত্মানং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৬১ ॥ লিঙ্গমেব পরং জ্ঞানং লিঙ্গমেব পরং তপঃ। লিঙ্গমেব পরো ধর্ম্মো লিঙ্গমেব পরা গতিঃ। তস্মাল্লিঙ্গাৎ পরতরং যচ্চ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ৬২ ॥ এবং ব্রুবন্তো হি তদা সুরাসুরাঃ সলোকপালা ঋষিভিশ্চ সাকম্। বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য তমালবর্ণং শম্ভুং শরণ্যং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব কৃপালো পরমেশ্বর। পুরা ত্রাতা যথা সর্ব্বে তথা ত্বং ত্রাতুমর্হসি ॥৬৪॥ তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দং সেবানুবন্ধমহিমানমনন্তরূপম্। ত্বদাশ্রিতাঃ যৎপরমানুকম্পয়া নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ॥ ৬৫ ॥ লিঙ্গস্বরূপমধ্যস্থো ভগবান ভূতভাবনঃ। সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সাকং বভাষেদং রমাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥ ত্বং লিঙ্গরূপী ভগবান্ জগতামভয়প্রদঃ। বিষ্ণুনা সংস্তুতো দেবো লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ মৃতাস্ত্রাতা গরাৎ সর্ব্বে তস্মান্মৃত্যুঞ্জয় প্রভো। রক্ষ রক্ষ মহাকাল ত্রিপুরান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮ ॥ বিষ্ণুনা সংস্তুতো দেবো লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। প্রাদুর্ব্বভূব সাম্বোঽথ বোধয়ন্নিব তান সুরান ॥ ৬৯ ॥ হে বিষ্ণো হে সুরাঃ সর্ব্ব ঋষয়ঃ শ্রূয়তামিদম্। মন্যতেঽপি হি সংসারে অনিত্যে নিত্যতাকুলম্ ॥ ৭০ ॥ প্রবিলোকয়তাত্মানমাত্মনা বিবুধাদয়ঃ। কিং যজ্ঞৈঃ কিং তপোভিশ্চ কিমুদ্যোগেন কর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥ একত্বেন পৃথকত্বেন কিঞ্চিন্নৈব প্রয়োজনম্। যস্মাদ্ভবদ্ভির্মিলিতৈঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম দুষ্করম্ ॥ ৭২ ॥ ক্ষীরাব্ধের্মথনং তত্তু অমৃতার্থং কথং কৃতম্। মৃত্যুঞ্জয়ং নিরাকৃত্য অবজ্ঞায় চ মাং সদা ॥ ৭৩ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বে মৃত্যুমুখং পতিতা বৈ ন সংশয়ঃ। অস্মাভির্নির্ম্মিতো দেবো গণেশঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৭৪ ॥ ন নমন্তি গণেশং চ দুর্গাঞ্চৈব তথাবিধাম্। ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৫ ॥ যূয়ং সর্ব্বে স্বধর্ম্মিষ্ঠাঃ

কার্য্য করিয়াছেন? আমরা অল্পমেধা; তাই তাঁহাকে জানিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান্ বিষ্ণু হাস্যপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ সহ সমাধি অবলম্বন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবলে কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয় নিগৃহীত করিয়া একান্ত-মনে তখন সেই আত্মস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে বিষ্ণুপ্রমুখ বিবুধগণ পরমার্থবোধে ঐ লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—যোগিগণ আত্মা দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা করেন, এই লিঙ্গই, সেই পরমাত্মা। এই লিঙ্গই পরম জ্ঞান, ইহাই পরম তপ, ইহাই পরম ধর্ম্ম, এবং এই লিঙ্গই পরম গতি। অতএব লিঙ্গাপেক্ষা পরাৎপর আর কিছুই বিদ্যমান নাই। তমালবর্ণ বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং ঋষিগণ ও অসুরগণ এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ সেই সর্ব্ব-শরণ্য শম্ভুর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে কৃপালো! হে মহাদেব! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। পূর্ব্বে আপনি যেরূপে সকলকে ত্রাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপেই ত্রাণ করুন। অতএব হে দেবদেব! আপনার অনন্তরূপ চরণারবিন্দেই আমরা আশ্রয় লইলাম। হে দেববর! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ ভূতভাবন রমাপতি লিঙ্গস্বরূপের মধ্যগত হইয়া সুরগণের সহিত একযোগে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি জগতের অভয়প্রদ, লিঙ্গ-রূপধর। বিষ্ণু লিঙ্গরূপী মহেশ্বরের স্তব করিতে করিতে আরও বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি বিষাগ্নি-মৃত প্রাণীদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; এই জন্য আপনার নাম—মৃত্যুঞ্জয়। হে মহাকাল! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে ত্রিপুরান্তক! আপনাকে আমাদের নমস্কার, নমস্কার। ৫৪—৬৮। বিষ্ণু এই প্রকার স্তব করিলে লিঙ্গরূপী মহাদেব সেই সুরগণকে যেন প্রবোধিত করিয়াই প্রাদুর্ভূত হইলেন; বলিলেন,—হে বিষ্ণো! হে সুরগণ! হে ঋষিগণ! আমার এই কথা শ্রবণ কর। এই অনিত্য সংসারে একমাত্র আত্মাই নিত্যতাময়। বিবুধগণ এই আত্মাকে আত্মা দ্বারা অবলোকন করুন। কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, কি কর্ম্মারম্ভ, কি একত্ব বা পৃথক্ত্ব, এ সমুদয়ে কোনই প্রয়োজন নাই। তোমরা সকলে মিলিয়া অমৃত নিমিত্ত ক্ষীরাব্ধির মন্থনরূপ যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, আমি মৃত্যুঞ্জয়—আমাকে নিরাকৃত ও অবজ্ঞাত করিয়া কিরূপে তাহা করিলে? যাহা হউক, তোমাদের এই অপরাধের জন্য সকলেই তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি কার্য্যসিদ্ধির জন্য গণেশদেবকে প্রস্তুত করিয়াছি। যাহারা গণেশ ও দুর্গাকে নমস্কার করে না, তাহারা নিশ্চয় ক্লেশভাগী

স্তব্ধাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। কার্য্যাকার্য্যমবিজ্ঞায় কেবলং মানমোহিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ কালমুখে সর্ব্বে পতিতা নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বে শ্রুতিপরা যূয়মিন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৭৭ ॥ প্ররোচনপরাঃ সর্ব্বে ক্ষুদ্রাশ্চেন্দ্রাদয়ো বৃথা। নাত্মানঞ্চ প্রপশ্চেন বেৎসি ত্বং হি শচীপতে ॥ ৭৮ ॥ কৃতঃ প্রযত্নো হি মহানমৃতার্থং ত্বয়া শঠ। অশ্বমেধশতেনৈব যদ্রাজ্যং প্রাপ্তবানসি। অপি তচ্চ পরাধীনং তন্ন জানাসি দুর্ম্মতে ॥ ৭৯ ॥ যৈর্বেদবাক্যৈস্ত্বং মূঢ় সংস্তুতোঽসি তপস্বিভিঃ। তে মূঢ়াস্তোষয়ন্তি ত্বাং তত্তদ্ভাগপরায়ণাঃ ॥ ৮০ ॥ বিষ্ণো ত্বঞ্চ পক্ষপাতান্ন জানাসি হিতাহিতম্। কেচিদ্ধতাস্ত্বয়া বিষ্ণো রক্ষিতাশ্চৈব কেচন ॥ ৮১ ॥ ইচ্ছাযুক্তস্ত্বমত্রৈব সদা বালকচেষ্টিতঃ। যেঽন্যে চ লোকপাঃ সর্ব্বে তেষাং বার্ত্তা কুতস্ত্বিহ ॥ ৮২ ॥ অন্যথা হি কৃতে হ্যর্থে অন্যথা ত্বং ভবিষ্যতি। কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদ্যেন ভবদ্ভির্বিস্মৃতঞ্চ তৎ ॥ ৮৩ ॥ যেনাদ্য রক্ষিতাঃ সর্ব্বে কালকূটমহাভয়াৎ। যেন নীলীকৃতো বিষ্ণুর্যেন সর্ব্বে পরাজিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ লোকা ভস্মীকৃতা যেন তস্মাদ্যেনাপি রক্ষিতাঃ। তস্যার্চ্চনাবিধিঃ কার্য্যো গণেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৫ ॥ কর্ম্মারম্ভে তু বিঘ্নেশং যে নার্চ্চন্তি গণাধিপম্। কার্য্যসিদ্ধির্ন তেষাং বৈ ভবেত্তু ভবতাং যথা ॥ ৮৬ ॥ এতন্মহেশস্য বচো নিশম্য সুরাসুরাঃ কিন্নরচারণাশ্চ। পূজাবিধানং পরমার্থতোঽপি পপ্রচ্ছুরেনঞ্চ তদা গিরীশম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সমুদ্রমন্থনাখ্যানে শিবকৃতবিষভক্ষণবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর উবাচ। প্রতিপক্ষে চতুর্থ্যান্তু পূজনীয়ো গণাধিপঃ। স্নাত্বা শুক্লতিলৈঃ শুদ্ধৈঃ শুক্লপক্ষে সদা নৃভিঃ ॥ ১ ॥ কৃত্বা চাবশ্যকং সর্ব্বং গণেশস্যার্চ্চনক্রিয়াম্। প্রযত্নেনৈব কুর্ব্বীত গন্ধমাল্যাক্ষতাদিভিঃ ॥ ২ ॥ ধ্যানমাদৌ প্রকর্ত্তব্যং গণেশস্য যথাবিধি। আগমা বহবো জাতা গণেশস্য যথা মম ॥ ৩ ॥ বহু-

---

হয়। তোমরা অধর্ম্মনিষ্ঠ, পণ্ডিতাভিমানী, জড়প্রায়; কি কার্য্য, কি অকার্য্য, সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। তোমরা কেবল নিজের মানে নিজেই মোহিত। অতএব তোমাদের সকলকেই কালমুখে পতিত হইতে হইবে; ইহা নিশ্চয়ই। তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবলই বেদবোধিত কর্ম্মে নিরত। প্রলোভন বা প্ররোচনাতেই তোমাদের আসক্তি; সুতরাং তোমরা সকলেই ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্য। হে শচীপতে! আত্মা যে কি, তাহা তুমি বিশেষরূপে বিদিত নহ। হে শঠ! তুমি অমৃতের নিমিত্ত মহতী চেষ্টা করিয়াছ। হে দুর্ম্মতে! শত অশ্বমেধ করিয়া যে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু তাহা যে পরাধীন, সে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই। রে মূঢ়! যে সকল তপস্বী তোমায় বেদবাক্যে স্তব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মূঢ়। বিষয়াকৃষ্ট হইয়া অনর্থক তোমার তাঁহারা তুষ্টি উৎপাদন করেন। হে বিষ্ণো! তুমিও পক্ষপাত-দোষে হিতাহিত জ্ঞানরহিত হইয়াছ। তুমি কতকগুলিকে হত্যা করিয়াছ, আবার কতকগুলিকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি স্বেচ্ছাচার হইয়াই সর্ব্বদা বালকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া থাক। অন্যান্য যে সকল লোকপাল আছেন, তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখ করিয়া আর ফল কি আছে? অন্যায়রূপে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার পরিণাম ব্যর্থই হইয়া থাকে। দেখ, যাহা দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, তোমরা তাঁহাকে একেবারেই ভুলিয়াছ। যিনি অদ্য তোমাদিগকে কালকূটের মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যে কালকূট বিষ্ণুকে নীলীকৃত ও তোমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছে; অধিক কি, এই সকল লোকই যৎকর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই বিষ হইতে যিনি সকলকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা গণেশের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের আরম্ভে যাহারা বিঘ্নেশ্বর গণাধিপকে অর্চ্চনা না করে, তোমাদের ন্যায় তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় না। সুর-অসুর, কিন্নর, ও চারণ প্রভৃতি তৎকালে মহেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া গণেশপূজার যথাযথ বিবরণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৯—৮৭।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

মহেশ কহিলেন,—উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণাধিপকে অর্চ্চনা করিতে হয়। শুক্লপক্ষে বিশুদ্ধ শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের পর গন্ধ মাল্য ও অক্ষতাদি দ্বারা সযত্নে গণেশের পূজা করিতে হয়। পূজা আরম্ভ

ধ্যোপাসকা যস্মাত্তমঃসত্ত্বরজোঽন্বিতাঃ। গণভেদেন তান্যেব নামানি বহুধাভবন্॥ ৪॥ পঞ্চবক্ত্রো গণাধ্যক্ষো দশবাহুস্ত্রিলোচনঃ। কান্তস্ফটিকসঙ্কাশো নীলকণ্ঠো গজাননঃ॥ ৫॥ মুখানি তস্য পঞ্চৈব কথয়ামি যথাতথম্॥ ৬॥ মধ্যমন্তু মুখং গৌরং চতুর্দ্দন্তং ত্রিলোচনম্। শুণ্ডাদণ্ডমনোজ্ঞঞ্চ পুষ্করে মোদকান্বিতম্॥ ৭॥ তথান্যৎ পীতবর্ণঞ্চ নীলঞ্চ শুভলক্ষণম্। পিঙ্গলঞ্চ তথা শুভ্রং গণেশস্য শুভাননম্॥ ৮॥ তথা দশভুজেষ্বেব হ্যায়ুধানি ব্রবীমি বঃ। পাশং পরশুপদ্মে চ অঙ্কুশং দন্তমেব চ॥ ৯॥ অক্ষমালাং লাঙ্গলঞ্চ মুষলং বরদং তথা। পূর্ণঞ্চ মোদকৈঃ পাত্রং পাণিনা চ বিচিন্তয়েৎ॥ ১০॥ লম্বোদরং বিরূপাক্ষং নিবীতং মেখলান্বিতম্। যোগাসনে চোপবিষ্টং চন্দ্রলেখাঙ্কশেখরম্॥ ১১॥ ধ্যানঞ্চ সাত্ত্বিকং জ্ঞেয়ং রাজসং হি নৃণামিব। শুদ্ধচামীকরাভাসং গজাননমলৌকিকম্॥ ১২॥ চতুর্ভুজং ত্রিনয়নমেকদন্তং মহোদরম্। পাশাঙ্কুশধরং দেবং দন্তমোদকপাত্রকম্॥ ১৩॥ নীলঞ্চ তামসং ধ্যানমেবং ত্রিবিধমুচ্যতে। ততঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা ভবদ্ভিঃ শীঘ্রমেব চ॥ ১৪॥ একবিংশতিদূর্ব্বাভির্দ্বাভ্যাং নাম্না পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বনামভিরেকৈব দীয়তে গণনায়কে॥ ১৫॥ তথৈব নামভির্দেয়া একবিংশতিমোদকাঃ। দশনামান্যহং বক্ষ্যে পূজনার্থং পৃথক্ পৃথক্॥ ১৬॥ গণাধিপ নমস্তেঽস্তু উমাপুত্রাঘনাশন। বিনায়কেশপুত্রেতি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক॥ ১৭॥ একদন্তেভবক্ত্রেতি তথা মূষকবাহন। কুমারগুরবে তুভ্যং পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ১৮॥ এবমুক্ত্বা সুরান্ সদ্যঃ পরিষ্বজ্য চ সাদরম্। বিষ্ণুং গুহাশয়ং সদ্যো ব্রহ্মাণঞ্চ সদাশিবঃ॥ ১৯॥ তিরোধানং গতঃ সদ্যঃ শম্ভুঃ পরমশোভনঃ। প্রণম্য শম্ভুং তে সর্ব্বে গণাধ্যক্ষার্চ্চনে রতাঃ॥ ২০॥ ততঃ সম্পূজ্য বিধিবদ্গণাধ্যক্ষার্চ্চনে রতাঃ। উপচারৈরনেকৈশ্চ দূর্ব্বাভিশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ২১॥ সন্তুষ্টো হি গণাধ্যক্ষো দেবানাং বরদোঽভবৎ। প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তৈঃ সর্ব্বৈরভিতোষিতঃ॥ ২২॥ তমোগুণান্বিতাঃ সর্ব্বে হ্যসুরা নাভ্যপূজয়ন্। উপ-

---

করিয়া প্রথমে যথাবিধি গণেশের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। আমার ন্যায় গণেশেরও বহু আগম আছে; সেই জন্য সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-ভেদে বহুবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গণভেদে বহুবিধ নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে; যথা—পঞ্চবক্ত্র, গণাধ্যক্ষ, দশবাহু, ত্রিলোচন, কমনীয়, স্ফটিকনিভ, নীলকণ্ঠ, এবং গজানন। গণেশের মুখ পঞ্চবিধ; এক্ষণে সেই সকল মুখের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। তাঁহার মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ। উহা চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিলোচন। ঐ মুখের শুণ্ডাদণ্ড মনোজ্ঞ এবং পুষ্কর ও মোদকান্বিত। তাঁহার অন্য মুখ পীতবর্ণ এবং অন্যান্য মুখ যথাক্রমে নীল, পিঙ্গল, ও শুভ্রবর্ণ। এই সকল মুখই শুভ লক্ষণান্বিত। তাঁহার দশভুজে যে সকল আয়ুধ আছে, আপনাদের নিকট বলিতেছি। পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দন্ত, অক্ষমালা, লাঙ্গল, মুষল, বরদ, ও মোদকপূর্ণ পাত্র। এই সকল তিনি হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। এইরূপই তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি লম্বোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলান্বিত, যোগাসনে উপবিষ্ট ও মস্তকে চন্দ্রলেখাধর। তাঁহার সাত্ত্বিক ধ্যান নরগণের এইরূপই বিজ্ঞেয়। তদীয় রাজস ধ্যান যথা।—তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিভ, গজবক্ত্র, অলৌকিক রূপসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত, মহোদর, পাশাঙ্কুশধারী এবং দন্তে তাঁহার মোদকপাত্র। তাঁহার তামস ধ্যান নীলবর্ণ। এইরূপে গুণভেদে তদীয় ত্রিবিধ ধ্যান উল্লিখিত। এইরূপ ধ্যানের পর তোমরা তাঁহার পূজা করিবে। প্রথমে একবিংশতি গাছ দূর্ব্বা লইয়া তাহার দুই দুই গাছি দূর্ব্বা গণেশের বিভিন্ন দুই দুইটী নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিবে। পরে সকল নাম উচ্চারণ করিয়া গণনায়ককে অবশিষ্ট একগাছি দূর্ব্বা প্রদান করিবে। এইরূপে গণেশ-নাম উচ্চারণ করিয়া একবিংশতিটী মোদক দানও করিতে হইবে। এক্ষণে গণপতিপূজার পৃথক্ পৃথক্ দশ নাম আমি কীর্ত্তন করিতেছি; যথা—হে গণাধিপ, উমাপুত্র, অঘনাশন, বিনায়ক, ঈশপুত্র, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, একদন্ত, ইভবক্ত্র, ও মূষক-বাহন! তোমাকে নমস্কার। তুমি কুমার গুরু, তুমি সর্ব্বত্র সযত্নে পূজনীয়। সদাশিব সুরগণকে এই কথা কহিয়া গুহাশয় বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। দেবগণ পরমশোভন শম্ভুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গণাধ্যক্ষের অর্চ্চনায় তৎপর হইলেন। ১—২০। অনন্তর গণপতির অর্চ্চনায় নিরত হইয়া দেবগণ নানা উপচারে ও দূর্ব্বাসমূহ দ্বারা যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। দেবগণের ঐরূপ পূজায় গণাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি বরদানে উদ্যত হইলেন। দেবগণ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার দ্বারা তাঁহাকে

হাসপরাস্তে বৈ দেবান্ প্রত্যসুরোত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ পূজয়িত্বা শাঙ্করিং তে পুনঃ ক্ষীরার্ণবং যযুঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ঋষয়ো দেবদৈত্যাঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ মন্থানং মন্দরং কৃত্বা রজ্জুং কৃত্বাথ বাসুকিম্। মমন্থুশ্চ তদা দেবা বিষ্ণুং কৃত্বাথ সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥ মথ্যমানে তদাব্ধৌ চ নির্গতশ্চন্দ্র অগ্রতঃ। পীযুষপূর্ণঃ সর্ব্বেষাং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৬ ॥ শৌনক উবাচ। অর্ণবে কিং পুরা চন্দ্রো নিক্ষিপ্তঃ কেন সুব্রত। গজাদিকানি রত্নানি কথিতানি ত্বয়া পুরা ॥ ২৭ ॥ এতৎ সর্ব্বং সমাসেন আদৌ কথয় মে প্রভো। জ্ঞাত্বা সর্ব্বে বয়ং সূত পশ্চাদাবর্ণয়ামহে ॥ ২৮ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সূতো বাক্যমুপাদদে ॥ ২৯ ॥ চন্দ্র আপোময়ো বিপ্রা অত্রিপুত্রো গুণান্বিতঃ। উৎপন্নো হ্যনসূয়ায়াং ব্রহ্মণোহংশাৎ সমুদ্ভবঃ। রুদ্রস্যাংশাংশ্চি দুর্ব্বাসা বিষ্ণোরংশাত্তু দত্তকঃ ॥ ৩০ ॥ ক্ষীরাব্ধিং মথ্যমানন্ত দৃষ্ট্বা চন্দ্রো মুদান্বিতঃ। ক্ষীরাব্ধিরপি চন্দ্রঞ্চ দৃষ্ট্বা সোহপ্যুৎসুকোহভবৎ ॥ ৩১ ॥

আরও পরিতুষ্ট করিলেন, কিন্তু তমোগুণান্বিত অসুরেরা তাঁহার অর্চ্চনায় যোগদান করিল না; অধিকন্তু দেবগণের প্রতি তাহারা নানা প্রকার উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিল। যাহা হউক, দেবগণ শঙ্করসুতকে পূজা করিয়া ক্ষীরার্ণবে গমন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঋষি, দেব, দৈত্য, ও অন্যান্য সুরসত্তমগণ সকলেই চলিলেন। মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া বিষ্ণুর সান্নিধ্যে তখন ভীষণ জলধি মন্থন করিতে লাগিলেন। এইবার অব্ধি-মন্থনে প্রথমেই চন্দ্র উত্থিত হইলেন। ইঁনি পীযুষরসে পরিপূর্ণ এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি ইঁহার উদ্দেশ্য। শৌনক কহিলেন,—হে সুব্রত! পূর্ব্বকালে কে কি জন্য চন্দ্রকে সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? তুমি অগ্রে বলিয়াছ, সাগরে গজাদি বহু রত্ন আছে? হে প্রভো! সাগরে যাহা যাহা আছে; তুমি সংক্ষেপে তাহাদের বৃত্তান্ত প্রথমে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। হে সূত! আমরা ঐ সকল জানিয়া অন্যের নিকট বর্ণন করিব। সূত তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! অত্রিপুত্র গুণবান চন্দ্র জলময়; তিনি ব্রহ্মার অংশে অনসূয়ার গর্ভে সমুৎপন্ন হন। এইরূপে রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা এবং বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষীরাব্ধিকে মথিত হইতে দেখিয়া চন্দ্র মুদিত হন এবং চন্দ্রকে দেখিয়া ক্ষীরাব্ধিও উৎ-

প্রবিষ্টশ্চোভয়প্রীত্যা শৃণ্বতাং ভো দ্বিজোত্তমাঃ চন্দ্রো হ্যমৃতপূর্ণোহভূদগ্রতো দেবসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥ দৃষ্ট্বা চ কান্তিং ত্বরিতোহথ চন্দ্রো নীরাজিতো দেবগণৈস্তদানীম্। বাদিত্রঘোষৈস্তমুলৈরনেকৈর্ম্মৃদঙ্গশঙ্খৈঃ পটহৈরনেকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ নমশ্চক্রুশ্চ তে সর্ব্বে সসুরাসুরদানবাঃ। তদা গর্গং পৃচ্ছমানা বলং চন্দ্রস্য তত্ত্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ গর্গেণোক্তাস্তদা দেবাঃ সর্ব্বেষাং বলমদ্য বৈ। কেন্দ্রস্থানগতাঃ সর্ব্বে ভবতামুত্তমগ্রহাঃ ॥ ৩৫ ॥ চন্দ্রাদ্ গুরুঃ সমাযাতো বুধশ্চৈব সমাগতঃ। আদিত্যশ্চ তথা শুক্রঃ শনিরঙ্গারকো মহান্ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাচ্চন্দ্রবলং শ্রেষ্ঠং ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। গোমন্তসংজ্ঞকো নাম মুহূর্ত্তোহয়ং জয়প্রদঃ ॥ ৩৭ ॥ এবমাশ্বাসিতা দেবা গর্গেণৈব মহাত্মনা। মমন্থুরব্ধিং ত্বরিতা গর্জ্জমানা মহাবলাঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিগুণং বলমাপন্না মহাত্মানো দৃঢ়ব্রতাঃ। মহেশং স্মরমাণাস্তে গণেশঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৯ ॥ নির্ম্মথ্যমানাদুদধের্গর্জ্জমানাচ্চ সর্ব্বশঃ। নির্গতা সুরভিঃ সাক্ষাদ্দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪০ ॥ তুষ্টা কপিলবর্ণা সা উধোভারেণ

সুক হইয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উভয়ের প্রীতি বশতঃ চন্দ্র ক্ষীরাব্ধি মধ্যে প্রবেশ করেন। এক্ষণে অব্ধি হইতে চন্দ্রের উত্থানবার্ত্তা শ্রবণ করুন। চন্দ্র অব্ধি হইতে উত্থিত হইয়া দেবগণের অগ্রে অমৃতময়রূপে বিরাজ করেন। তাঁহার কান্তিদর্শনে দেবগণ তৎকালে তাঁহাকে নীরাজিত করিতে লাগিলেন। তুমুল বাদিত্র-নির্ঘোষ এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও পটহ-ধ্বনি সহকারে তাঁহার নীরাজনা কার্য্য হইল। সুর, অসুর ও দানবগণ চন্দ্রকে নমস্কার করিলেন এবং গর্গের নিকট চন্দ্রের যথাযথ বল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১—৩৪। গর্গ কহিলেন,—হে দেবগণ! অদ্য সকলের বল কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। আমাদিগের নিকট উত্তম গ্রহ সকল উপস্থিত হইয়াছেন। বৃহস্পতি, বুধ, আদিত্য, শুক্র, শনি এবং মঙ্গলগ্রহ চন্দ্রসহ মিলিত হওয়ায় আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চন্দ্রবল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তের নাম গোমন্ত। ইহা নিশ্চয়ই আপনাদের জয়প্রদ। মহাত্মা গর্গ দেবগণকে এই আশ্বাস প্রদান করিলে মহাবল দেবগণ গর্জ্জন করিতে করিতে অম্ভোনিধিকে মন্থন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দৃঢ়ব্রত দেবগণ—মহেশ এবং গণেশকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া দ্বিগুণ বল প্রাপ্ত হইলেন। গর্জ্জনশীল মথিত জলধি হইতে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত

ভূয়সা। তরঙ্গোপরি গচ্ছন্তী শনকৈঃ শনকৈস্ততঃ॥ ৪১॥ কামধেনুং সমায়ান্তীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে সুরাসুরাঃ। পুষ্পবর্ষেণ মহতা ববর্ষুরমিতপ্রভাম্॥ ৪২॥ তদা তূর্য্যাণ্যনেকানি নেদুর্বাদ্যান্যনেকশঃ। আনীতা জলমধ্যাচ্চ সংবৃতা গোশতৈরপি॥ ৪৩॥ তাসু নীলাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ কপিলাশ্চ কপিঙ্গলাঃ। বভ্রবঃ শ্যামকা রক্তা জম্বুবর্ণাশ্চ পিঙ্গলাঃ। আভির্যুক্তা তদা গোভিঃ সুরভিঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৪৪॥ অসুরাসুরসম্প্রীতাং কামধেনুং যযাচিরে। ঋষয়ো হর্ষসংযুক্তা দেবান্ দৈত্যাংশ্চ তৎক্ষণাৎ॥ ৪৫॥ সর্ব্বেভ্যশ্চৈব বিপ্রেভ্যো নানাগোত্রেভ্য এব চ। সুরভীসহিতা গাবো দাতব্যা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৬॥ তৈর্যাচিতাস্তেঽত্র সুরাসুরাশ্চ দদুশ্চ তা গাঃ শিবতোষণায়। তৈঃ স্বীকৃতাস্তা ঋষিভিঃ সুমঙ্গলৈর্ম্মহাত্মভিঃ পুণ্যতমৈঃ সুরভ্যঃ॥৪৭॥ পুণ্যাহং মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ কারিতাস্তে তদা সুরাঃ। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমসুরাণাং ক্ষয়ায় চ॥ ৪৮॥ পুনঃ সর্ব্বে সুসংরব্ধা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্। মথ্যমানাত্তদা তস্মাত্তুদধেশ্চ তথাভবৎ॥ ৪৯॥ কল্পবৃক্ষঃ পারিজাতশ্চূতঃ সন্তানকস্তথা। তান্ ক্রমানেকতঃ কৃত্বা গন্ধর্ব্বনগরোপমান্। মমন্থুরুগ্রং ত্বরিতাঃ পুনঃ ক্ষীরার্ণবং বুধাঃ॥ ৫০॥ নির্ম্মথ্যমানাদুদধেরভবৎ সূর্য্যবর্চ্চসম্। রত্নানামুত্তমং রত্নং কৌস্তুভাখ্যং মহাপ্রভম্॥ ৫১॥ স্বকীয়েন প্রকাশেন ভাসয়ন্তং জগত্রয়ম্। চিন্তামণিং পুরস্কৃত্য কৌস্তুভং দদৃশুর্হি তে॥ ৫২॥ সর্ব্বে সুরা দদুস্তং বৈ কৌস্তুভং বিষ্ণবে তদা। চিন্তামণিং ততঃ কৃত্বা মধ্যে চৈব সুরাসুরাঃ। মমন্থুঃ পুনরেবাব্ধিং গর্জ্জন্তস্তে বলোৎকটাঃ॥ ৫৩॥ মথ্যমানাত্ততস্তস্মাদুচ্চৈঃশ্রবাঃ সমদ্ভুতম্। বভূব অশ্বো রত্নানাং পুনশ্চৈরাবতো গজঃ॥ ৫৪॥ তথৈব গজরত্নঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা সমন্বিতম্। গজানাং পাণ্ডুরাণাঞ্চ চতুর্দ্দন্তং মদান্বিতম্॥ ৫৫॥ তান্ সর্ব্বান্ মধ্যতঃ কৃত্বা পুনশ্চৈব মমন্থিরে। নির্ম্মথ্যমানাদুদধের্নির্গতানি বহূন্যথ॥ ৫৬॥ মদিরা বিজয়া ভৃঙ্গী তথা লশুনগৃঞ্জনাঃ। অতীব উন্মাদকরো ধুস্তুরঃ পুষ্করস্তথা॥ ৫৭॥ স্থাপিতা নৈকপদ্যেন তীরে নদনদী-

---

সাক্ষাৎ সুরভি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি প্রসন্নমূর্ত্তি, তাঁহার বর্ণ কপিল। তিনি বিপুল উধোভারে আক্রান্ত হইয়া তরঙ্গরাজির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। সুর ও অসুরগণ তথাভূত কামধেনুকে আসিতে দেখিয়া তদুপরি মহতী পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন। তখন বহুবিধ তূর্য্য ও বহুল বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। গোশতাবৃতা কামধেনু জলমধ্য হইতে তীরে সমানীতা হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিণী গাভীগণের মধ্যে কেহ কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ কপিল, কেহ কপিঙ্গল, কেহ বভ্রু, কেহ শ্যাম, কেহ রক্ত, কেহ পিঙ্গল, এবং কেহ কেহ জম্বুবর্ণ। সেই সকল গাভী দ্বারা পরিবৃত হইয়া সুরভি সকলের দৃষ্টিপথে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তৎকালে ঋষিগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া দেব ও দৈত্যগণের নিকট সেই সুরাসুর-পূজিত কামধেনুকে যাচ্ঞা করিলেন। নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে সুরভিসহ গো দান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ঋষিগণ সুরভিকে প্রার্থনা করিলে সুর ও অসুরেরা শিবপ্রীতির জন্য তাঁহাদিগকে গোদান করিলেন। পুণ্যচেতা মহাত্মা ঋষিগণ সেই সকল সুরাসুর-প্রদত্ত সুরভি গ্রহণ করিলেন। মুনিগণ সকলেই তখন সুরগণ সম্বন্ধে পুণ্যাহ-বাচন করিলেন। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি ও অসুরদিগের বিনাশ, ইহাই তাঁহাদিগের পুণ্যাহ-বচনের উদ্দেশ্য। যাহা হউক, অনন্তর সকলেই আবার সবিক্রমে ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। মথ্যমান উদধি হইতে তৎকালে কল্পবৃক্ষ, পারিজাত, চূত ও সন্তানক নামক কতিপয় বৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ গন্ধর্ব্ব-নগরপ্রতিম সেই সকল বৃক্ষ একদিকে রাখিয়া পুনরায় ব্যগ্রভাবে উদধিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ম্মথ্যমান উদধি হইতে এইবার এক সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃসম্পন্ন কৌস্তুভনামধেয় মহাপ্রভ মহারত্ন উৎপন্ন হইল। ঐ রত্ন স্বীয় প্রভায় জগত্রয় উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। সুরগণ চিন্তামণিকে অগ্রে করিয়া ঐ কৌস্তুভ রত্ন দর্শন করিলেন; দেখিয়া তখন তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিলেন। সুরাসুরেরা অনন্তর চিন্তামণিকে মধ্যে রাখিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় সবলে সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। ৩৫—৫৩। মথ্যমান অব্ধি হইতে এইবার উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবতাখ্য গজ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐরাবতসহ ঐ সময় চতুঃষষ্টিসংখ্যক গজরত্ন উত্থিত হয়। ঐ গজগণ সকলেই পাণ্ডুরবর্ণ, চতুর্দ্দন্ত ও মদান্বিত। সেই সকল গজাশ্বদিগকে মধ্যে রাখিয়া সুরাসুরগণ পুনরায় সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মথ্যমান উদধি হইতে এইবার বহু বস্তু নির্গত হইল; যথা—মদিরা, বিজয়া, ভৃঙ্গী, লশুন, গৃঞ্জন, অত্যন্ত উন্মাদকর ধুস্তুর, ও পুষ্কর। ইহারা উত্থিত হইবামাত্র

পতেঃ। পুনশ্চ তে তত্র মহাসুরেন্দ্রা মমন্থুরব্ধিং সুরসত্তমৈঃ সহ॥ ৫৮॥ নির্ম্মথ্যমানাদুদধেস্তদাসীৎ সা দিব্যলক্ষ্মীর্ভুবনৈকনাথা। আন্বীক্ষিকীং ব্রহ্মবিদো বদন্তি তথা চান্যে মূলবিদ্যাং গৃণন্তি॥ ৫৯॥ ব্রহ্মবিদ্যাং কেচিদাহুঃ সমর্থাঃ কেচিৎ সিদ্ধিমৃদ্ধিমাজ্ঞামথাশাম্। যাং বৈষ্ণবীং যোগিনঃ কেচিদাহুস্তথা চ মায়াং মায়িনো নিত্যযুক্তাঃ॥ ৬০॥ বদন্তি সর্ব্বে কেনসিদ্ধান্তযুক্তাং যাং যোগমায়াং জ্ঞানশক্ত্যান্বিতা যে॥ ৬১॥ দদৃশুস্তাং মহালক্ষ্মীমায়ান্তীং শনকৈস্তদা। গৌরাঙ্গ যুবতীং স্নিগ্ধাং পদ্মকিঞ্জল্কভূষণাম্॥ ৬২॥ সুস্মিতাং সুদ্বিজাং শ্যামাং নবযৌবনভূষণাম্। বিচিত্রবস্ত্রাভরণরত্নানেকোদ্যতপ্রভাম্॥ ৬৩॥ বিম্বোষ্ঠীং সুনসাং তন্বীং সুগ্রীবাং চারুলোচনম্। সুমধ্যাং চারুজঘনাং বৃহৎকটিতটাং তথা॥ ৬৪॥ নানারত্নপ্রদীপৈশ্চ নীরাজিতমুখাম্বুজাম্। চারুপ্রসন্নবদনাং হারনূপুরশোভিতাম্॥ ৬৫॥ মূর্দ্ধনি ধ্রিয়মাণেন চ্ছত্রেণাপি বিরাজিতাম্। চামরৈর্বীজ্যমানাং তাং গঙ্গাকল্লোললোলিতৈঃ॥ ৬৬॥ পাণ্ডুরং গজমারূঢ়াং স্তূয়মানাং মহর্ষিভিঃ। সুরদ্রুমপুষ্পমালাং বিভ্রতীং মল্লিকাযুতাম্॥ ৬৭॥ করাগ্রে ধ্রিয়মাণাং তাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুৎসুকাঃ। আলোকনপরা যাবত্তাবত্তান্ দদৃশে হ্যসৌ ৬৮॥ দেবাংশ্চ দানবাংশ্চৈব সিদ্ধচারণপন্নগান্। যথা মাতা স্বপুত্রাংশ্চ মহালক্ষ্মীস্তথা সতী॥ ৬৯॥ আলোকিতাস্তথা দেবাস্তয়া লক্ষ্ম্যা শ্রিয়ান্বিতাঃ। সঞ্জাতাস্তৎক্ষণাদেব রাজ্যলক্ষণলক্ষিতাঃ। দৈত্যাস্তে নিঃশ্রিকা জাতা যে শ্রিয়ানবলোকিতাঃ॥ ৭০॥ নিরীক্ষ্যমাণা চ তদা মুকুন্দং তমালনীলং সুকপোলনাসম্। বিভ্রাজমানং বপুষা পরেণ শ্রীবৎসলক্ষ্মং সদয়াবলোকম্॥ ৭১॥ দৃষ্ট্বা তদৈব সহসা বনমালয়ান্বিতা লক্ষ্মীর্গজাদবততার সুবিস্ময়ন্তী। কণ্ঠে সসর্জ্জ পুরুষস্য পরস্য বিষ্ণোর্মালাং শ্রিয়া বিরচিতাং ভ্রমরৈরুপেতাম্॥ ৭২॥ বামাঙ্গমাশ্রিত্য তদা মহাত্মনঃ সোপাবিশত্তত্র সমীক্ষ্য তা উভৌ। সুরাঃ সদৈত্যা মুদমাপুরদ্ভুতাং সিদ্ধাপ্সরঃকিন্নরচারণাশ্চ॥ ৭৩॥ সর্ব্বেষামেব লোকানামৈকপদ্যেন সর্ব্বশঃ। হর্ষো মহানভূত্তত্র লক্ষ্মীনারায়ণাগমে॥ ৭৪॥ লক্ষ্ম্যা বৃতো

সুরাসুরেরা সাগরের তীরে ইঁহাদিগকে স্থাপন করিয়া পুনরায় তখন অব্ধিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ম্মথ্যমান উদধি হইতে এইবার ভুবনৈকপাবনী দিব্যলক্ষ্মী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে আন্বীক্ষিকী বলিয়া বর্ণন করেন। অন্য অনেকে যাঁহাকে মূল বিদ্যা বলিয়া স্তব করেন, যাঁহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যা এবং কেহ কেহ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, আজ্ঞা ও আশারূপে বর্ণন করেন, কোন কোন যোগী যাঁহাকে বৈষ্ণবী নামে অভিহিত করেন; নিত্যযুক্ত মায়িগণ যাঁহার মায়া নাম নিরূপণ করেন এবং অন্য অনেক জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যাঁহাকে 'কেনোপনিষৎ' প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়া বর্ণন করেন, সুরাসুরগণ সেই মহালক্ষ্মী দেবীকে তৎকালে ধীরে ধীরে আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ লক্ষ্মীদেবী গৌরাঙ্গী, যুবতী, স্নিগ্ধগাত্রী, পদ্মকিঞ্জল্ক-মণ্ডিতা, চারুহাসিনী, সুন্দর দন্তপংক্তিশালিনী, শ্যামা, নবযৌবন-ভূষণা, বিচিত্র-বস্ত্রাভরণা, অনেক রত্নরাজি দ্বারা উপচিত-প্রভা, বিম্বোষ্ঠী, সুনাসা, সুগ্রীবা, চারুলোচনা, তন্বঙ্গী, সুমধ্যা, সুন্দরজঘনা ও বিপুলনিতম্বা; বিবিধ রত্নপ্রদীপ দ্বারা তাঁহার মুখপঙ্কজ নীরাজিত; তিনি হারনূপুর-শোভিত; তাঁহার বদন সুন্দর ও সুপ্রসন্ন। তাঁহার মস্তকে সুন্দর ছত্র ধ্রিয়মাণ। তিনি গঙ্গাকল্লোল-লোলিত চামর দ্বারা বীজ্যমান। সেই লক্ষ্মীদেবী পাণ্ডুরবর্ণ গজে সমারূঢ়; মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। তিনি মল্লিকা ও কল্পলতার পুষ্পমালা করাগ্রে ধরিয়া আছেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া ঔৎসুক্য সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবীও তৎকালে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মাতা যেমন স্বীয় পুত্রকে দর্শন করেন, তেমনি সেই সতী লক্ষ্মী তখন দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ ও পন্নগাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতমাত্র দেবগণ তৎক্ষণাৎ শ্রীমান্ হইলেন। তাঁহারা সেই দণ্ডেই যেন রাজলক্ষণে লক্ষিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীদেবী দৈত্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না; কাজেই তাহারা ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িল।৫৪—৭০। এইবার তমালনীল সুকপোলনাস মুকুন্দের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িল। বনমালাধারিণী লক্ষ্মী সেই বিশিষ্ট বিগ্রহধারী শ্রীবৎস-চিহ্নিত সদয়-দৃষ্টি মুকুন্দকে দেখিয়া সবিস্ময়ে সহসা গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পরমপুরুষ বিষ্ণুর কণ্ঠে একগাছি স্বহস্ত-রচিত ভ্রমর-ব্যাপ্ত পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা বিষ্ণুর বামাঙ্গ আশ্রয় করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুর-অসুর, সিদ্ধকিন্নর, ও অপ্সরা-চারণ, সকলেই অদ্ভুত প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মী এবং নারায়ণের সমাগমে

মহাবিষ্ণুর্লক্ষ্মীস্তেনৈব সংবৃতা। এবং পরস্পরং প্রীত্যা হ্যবলোকনতৎপরৌ ॥ ৭৫ ॥ শঙ্খাশ্চ পটহাশ্চৈব মৃদঙ্গানকগোমুখাঃ। ভের্য্যশ্চ ঝর্ঝরীণাঞ্চ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ৭৬ ॥ বভূব গায়কানাঞ্চ গায়নং সুমহত্তদা। ততানি বিততান্যেব ঘনানি সুষিরাণি চ ॥ ৭৭ ॥ এবং বাদ্যপ্রভেদৈশ্চ বিষ্ণুং সর্ব্বাত্মনা হরিম্। অতোষয়ন্ সুগীতজ্ঞা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৭৮ ॥ তথা জগুর্নারদতুম্বুরাদয়ো গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ। সংসেবমানাঃ পরমাত্মরূপং নারায়ণং দেবমগাধবোধম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সমুদ্রমন্থনাখ্যানে লক্ষ্মীপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। প্রণম্য পরমাত্মানং রমাযুক্তং জনার্দ্দনম্। অমৃতার্থং মমন্থুস্তে সুরাসুরগণাঃ পুনঃ ॥ ১ ॥ উদধের্ম্মথ্যমানাচ্চ নির্গতঃ সুমহাযশাঃ। ধন্বন্তরিরিতি খ্যাতো যুবা মৃত্যুঞ্জয়ঃ পরঃ ॥ ২ ॥ পাণিভ্যাং পূর্ণকলশং সুধায়াঃ পরিগৃহ্য বৈ। যাবৎ সর্ব্বে সুরাঃ সর্ব্বে নিরীক্ষন্তে মনোহরম্ ॥ ৩ ॥ তদা দৈত্যাঃ সমং গত্বা হর্ত্তুকামা বলাদিব। সুধয়া পূর্ণকলশং ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্ ॥ ৪ ॥ যাবত্তরঙ্গমালাভিরাবৃতোঽভূচ্ছিষক্তমঃ। শনৈঃ শনৈঃ সমায়াতো দৃষ্টোঽসৌ বৃষপর্ব্বণা ॥ ৫ ॥ করস্থঃ কলশস্তস্য হৃতস্তেন বলাদিব। অসুরাশ্চ ততঃ সর্ব্বে জগর্জ্জুরতিভীষণম্ ॥ ৬ ॥ কলশং সুধয়া পূর্ণং গৃহীত্বা তে সমুৎসুকাঃ। দৈত্যাঃ পাতালমাজগ্মুস্তদা দেবা ভ্রমান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥ অনুজগ্মুঃ সুসন্নদ্ধা যোদ্ধুকামাশ্চ তৈঃ সহ। তদা দেবান্ সমালোক্য বলিরেবমভাষত ॥ ৮ ॥ বলিরুবাচ। বয়ন্তু কেবলং দেবাঃ সুধয়া পরিতোষিতাঃ। শীঘ্রমেব প্রগন্তব্যং ভবদ্ভিশ্চ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৯ ॥ ত্রিবিষ্টপং মুদা যুক্তৈঃ কিমস্মাভিঃ প্রয়োজনম্। পুরাস্মাভিঃ কৃতং মৈত্রং ভবদ্ভিঃ স্বার্থতৎপরৈঃ। অধুনা বিদিতং তত্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০ ॥ এবং নির্ভৎসিতাস্তেন বলিনা সুরসত্তমাঃ। যথাগতেন মার্গেণ জগ্মুর্নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১১ ॥ তং

তৎকালে সকল লোকেরই অবিসম্বাদী মহান্ হর্ষ উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী মহাবিষ্ণুকে, এবং মহাবিষ্ণু লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া লইলেন। তখন লক্ষ্মী ও নারায়ণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ, পটহ, মৃদঙ্গ, আনক, গোমুখ, ভেরী, ও ঝর্ঝরী প্রভৃতির তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। গায়কদিগের সুমহৎ সঙ্গীতধ্বনিও তৎকালে উত্থিত হইল। সঙ্গীতজ্ঞ অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তত, বিতত, ঘন, ও সুষির প্রভৃতি বাদ্যভেদে সর্ব্বপ্রকারে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। নারদ এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ এবং সুর ও সিদ্ধসম্প্রদায় পরমাত্ম-মূর্ত্তি, অগাধবুদ্ধি, নারায়ণ দেবের পরিতোষ জন্মাইবার জন্য গান করিতে লাগিলেন। ৭১—৭৯।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—রমান্বিত জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া সুর ও অসুরগণ পুনরায় অমৃত নিমিত্ত সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। এইবার মথ্যমান উদধি হইতে মহাযশা ধন্বন্তরি নির্গত হইলেন। ধন্বন্তরি যুবক এবং দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় বিরাজমান। তিনি স্বীয় পাণিযুগল দ্বারা সুধাপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। সুরগণ যখন সেই মনোহর পুরুষকে দেখিতে লাগিলেন, তখন দৈত্যগণ এককালে সকলে গিয়া সবলে সেই ধন্বন্তরি-করস্থিত সুধাপূর্ণ কলস হরণ করিতে ইচ্ছা করিল। ভিষগ্‌বর ধন্বন্তরি যে কালে তরঙ্গমালায় আবৃত হইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বা তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং সবলে তদীয় করস্থিত কলস হরণ করিয়া লইলেন। এইবার অসুরেরা সকলে মিলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দৈত্যগণ সুধাপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে পাতালে গমন করিল। দেবগণ তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধকামনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবিত হইলেন। তখন বলি দেবগণকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে দেবগণ! আমরা প্রচুর সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা মুদান্বিত হইয়া শীঘ্র স্বর্গধামে গমন কর। আমাদের দ্বারা আর তোমাদের প্রয়োজন কি আছে? তোমরা স্বার্থপর হইয়া পূর্ব্বে আমাদের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলে, অধুনা তোমাদের সকল অভিসন্ধিই আমরা জানিতে পারিয়াছি। আর কেন, এ সম্বন্ধে আর বিচার্য্য কিছুই নাই। ১—১০।

দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনা সর্ব্বে সুরা ভগ্নমনোরথাঃ। আশ্বাসিতা বচোভিশ্চ নানানুনয়কোবিদৈঃ ॥ ১২ ॥ মা ত্রাসং কুরুতাত্রার্থ আনয়িষ্যামি তাং সুধাম্। এবমাভাষ্য ভগবান মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥ স্থাপয়িত্বা সুরান্ সর্ব্বাংস্তত্রৈব মধুসূদনঃ। মোহনীরূপমাস্থায় দৈত্যানামগ্রতোঽভবৎ ॥১৪॥ তাবদ্দৈত্যাঃ সুসংরব্ধাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্। বিবাদঃ সর্ব্বদৈত্যানামমৃতার্থে তদাভবৎ ॥ ১৫ ॥ এবং প্রবর্ত্তমানে তু মোহিনী-রূপমাশ্রিতাম্। দৃষ্ট্বা যোষাং তদা দৈবাৎ সর্ব্বভূত-মনোরমাম্ ॥ ১৬ ॥ বিস্ময়েন সমাবিষ্টা বভূবুস্তৃষিতে-ক্ষণাঃ। তাং সম্মান্য তদা দৈত্যরাজো বলিরুবাচ হ ॥ ১৭ ॥ বলিরুবাচ। সুধা ত্বয়া বিভক্তব্যা সর্ব্বেষাং গতিহেতবে। শীঘ্রমেব মহাভাগে কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ১৮ ॥ এবমুক্তা তদাবাচেদং স্ময়মানা বলিং প্রতি। স্ত্রীণাং নৈব চ বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যো হি বিপশ্চিতা ॥ ১৯ ॥ অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতি-লোভতা। অশৌচং নির্ঘৃণত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ২০ ॥ নিঃস্নেহত্বঞ্চ বিজ্ঞেয়ং ধূর্ত্তত্বঞ্চৈব তত্ত্বতঃ। স্বস্ত্রীণাঞ্চৈব বিজ্ঞেয়া দোষা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ যথৈব শ্বাপদানাঞ্চ বৃকা হিংসাপরায়ণাঃ. কাকা যথাণ্ডজানাঞ্চ শ্বাপদানাঞ্চ জম্বুকাঃ। ধূর্ত্তা তথা মনুষ্যাণাং স্ত্রী জ্ঞেয়া সততং বুধৈঃ ॥ ২২ ॥ ময়া সহ ভবদ্ভিশ্চ কথং সখ্যং প্রবর্ত্ততে। সর্ব্বথাত্র ন বিজ্ঞেয়াঃ কে যূয়ঞ্চৈব কা হ্যহম্ ॥ ২৩ ॥ তস্মা-দ্ভবদ্ভিঃ সঞ্চিন্ত্য কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণৈঃ। কর্ত্তব্যং পরয়া বুদ্ধ্যা প্রয়াতাসুরসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ বলিরুবাচ যাস্ত্বয়া কথিতা নার্য্যো গ্রাম্যা গ্রাম্যজনপ্রিয়াঃ তাসাং ত্বং কথ্যমানানাং মধ্যগা নাসি শোভনে। ২৫ ॥ কিং ত্বয়া বহুনোক্তেন কুরুষ্ব বচনং হি নঃ। সা মোহিনীদং প্রোবাচ বলেৰ্বাক্যাদনন্তরম্। ২৬ ॥ করিষ্যামি চ তে বাক্যং যুক্তাযুক্তমিতি প্রভো ॥ ২৭ ॥ বলিরুবাচ। অদ্যামৃতঞ্চ সর্ব্বেষা বিভজস্ব যথার্থম্। ত্বয়া দত্তঞ্চ গৃহ্নীমঃ সত্যং সত্যং বদামি তে ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তা তদা দেবী মোহিনী সর্ব্বমঙ্গলা। উবাচাথাসুরান সর্ব্বান্ রোচয়

বলি সুরগণকে এই প্রকার ভর্ৎসনা করিলে তাঁহারা যথাযথ পথে ফিরিয়া গিয়া প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেখিলেন,—সুরগণ সকলেই ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন, বলিলেন,—তোমরা অতিমাত্র ত্রাস করিও না, আমি সেই সুধা আনয়ন করিব। অনাথ জনের আশ্রয় ভগ-বান্ মুকুন্দ ঐ কথা কহিয়া সুরগণকে সেই স্থানে রাখিয়া মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দৈত্যগণের অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দৈত্যগণ অমৃত নিমিত্ত পরস্পর বলাবলি করিতেছিল এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ প্রকার বিবাদ আরম্ভ হইলে সেই সর্ব্বভূত-মনোরমা মোহিনীমূর্ত্তি রমণীকে দেখিয়া সকল দৈত্যই সবিস্ময়ে তৃষিতনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। দৈত্যরাজ বলি তখন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলি-লেন,—হে মহাভাগে! তুমি আমার কথা রাখ। সকলের সুগতির জন্য সত্বর এই সুধা তুমি বিভাগ করিয়া দাও। বলি এই কথা কহিলে মোহিনী হাস্য করিয়া বলির প্রতি বলিলেন,—পণ্ডিতগণ স্ত্রীজাতির প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। অসত্য, সাহস, মায়া, মূর্খতা, অতিলোভ, অশৌচ, ও নির্ঘৃণতা, এই সকল স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ। নিঃস্নেহতা ও ধূর্ত্ততা, এই দুইটীও স্ত্রীজাতির দোষ বলিয়া বিজ্ঞেয়। বৃক যেমন শ্বাপদদিগের, কাক যেমন অণ্ডজমাত্রের, এবং জম্বুক যেমন অন্যান্য জন্তুগণের প্রতি স্বভাবতই হিংসাপরায়ণ, স্ত্রীজাতিও তেমনি মনুষ্যদিগের প্রতি কপটব্যবহারে নিরত; ইহাই বুধগণের অভিমত। সুতরাং আমার সহিত তোমাদের কিরূপে সখ্যসম্বন্ধ ঘটিবে? তোমরা কে? আর আমিই বা কে? ইহা তোমরা নিশ্চয়ই জান না। অতএব কার্য্যা-কার্য্য বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তোমরা কর, অথবা বিশিষ্ট বুদ্ধিযোগে বিচার করিয়া এখান হইতে তোমরা চলিয়া যাও।১১—২৪। বলি বলিলেন,—তুমি যে সকল নারীর কথা কহিলে, তাঁহারা গ্রাম্য নারী। গ্রাম্য জনেরাই তাহাদিগকে ভাল বাসে। পরন্তু হে শোভনে! তুমি তোমার কথিত সেই সকল নারীর মধ্যবর্ত্তিনী নহ। তোমার আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। তুমি আমাদের কথানু-সারে কার্য্য কর। বলির বাক্যাবসানে সেই মোহিনী বলিলেন,—হে প্রভো! তোমার বাক্য সঙ্গত বা অসঙ্গত, যাহাই হউক, আমি তাহা সর্ব্বথা প্রতিপালন করিব। বলি বলিলেন,—অদ্য তুমি সকলকে যথায় অমৃত ভাগ করিয়া দাও। তোমার দত্ত অমৃত আমরা গ্রহণ করিব। ইহা একান্তই সত্য কথা। বলি এই কথা কহিলে তখন সেই সর্ব্বমঙ্গলা মোহিনীদেবী

লৌকিকীং স্থিতিম্ ॥ ২৯ ॥ ভগবানুবাচ। যূয়ং সর্ব্বে কৃতার্থাশ্চ জাতা দৈবেন কেনচিৎ। অদ্যোপবাসসংযুক্তা অমৃতস্যাধিবাসনম্ ॥ ৩০ ॥ ক্রিয়তামসুরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শুভেচ্ছা কিঞ্চিদস্তি বঃ। শ্বোভূতে পারণং কুর্য্যাদ্ ব্রতার্চ্চনরতিশ্চ বঃ ॥ ৩১ ॥ ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন দশমাংশেন ধীমতা। কর্ত্তব্যো বিনিয়োগশ্চ ঈশপ্রীত্যর্থহেতবে ॥ ৩২ ॥ তথেতি মত্বা তে সর্ব্বে যথোক্তং দেবমায়য়া। চক্রুস্তথৈব দৈত্যেন্দ্রা মোহিতা নাতিকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥ ময়াসুরেণ চ তদা ভবনানি কৃতানি বৈ। মনোজ্ঞানি মহার্হাণি সুপ্রভাণি মহান্তি চ ॥ ৩৪ ॥ তেষূপবিষ্টাস্তে সর্ব্বে সুস্নাতাঃ সমলঙ্কৃতাঃ। স্থাপয়িত্বা সুসংরব্ধাঃ পূর্ণং কলশমগ্রতঃ ॥ ৩৫ ॥ রাত্রৌ জাগরণং সর্ব্বৈঃ কৃতং পরময়া মুদা। অথোষসি প্রবৃত্তে চ প্রাতঃস্নানযুতাভবন্ ॥ ৩৬ ॥ অসুরা বলিমুখ্যাশ্চ পঙক্তিভূতা যথাক্রমম্। সর্ব্বমাবশ্যকং কৃত্বা তদা পানরতাভবন্ ॥ ৩৭ ॥ বলিশ্চ বৃষপর্ব্বা চ নমুচিঃ শম্ব এব চ। সুদংষ্ট্রশ্চৈব সংহ্লাদী কালনেমির্বিভীষণঃ ॥ ৩৮ ॥ বাতাপিরিল্বলঃ কুম্ভো নিকুম্ভঃ প্রচ্ছদস্তথা। তথা সুন্দোপসুন্দৌ চ নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ ॥ ৩৯ ॥ মহিষো মহিষাক্ষশ্চ বিড়ালাক্ষঃ প্রতাপবান্। চিক্ষুরাখ্যো মহাবাহুর্জৃম্ভণোঽথ বৃষাসুরঃ ॥ ৪০ ॥ বিবাহুর্বাহুকো ঘোরস্তথা বৈ ঘোরদর্শনঃ। এতে চান্যে চ বহবো দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। যথাক্রমং চোপবিষ্টা রাহুঃ কেতুস্তথৈব চ ॥ ৪১ ॥ তেষাং তু কোটিসংখ্যানাং দৈত্যানাং পঙক্তিরাস্থিতা ॥ ৪২ ॥ ততস্তয়া তদা দেব্যা অমৃতার্থং হি বৈ দ্বিজাঃ। যজ্জাতং তচ্ছৃণুধ্বং হি তয়া দেব্যা কৃতং মহৎ ॥ ৪৩ ॥ সর্ব্বে বিজ্ঞাপিতাঃ সদ্যো গৃহীতকলশা তদা। শোভয়া পরয়া যুক্তা সাক্ষাৎ সা বিষ্ণুমোহিনী ॥ ৪৪ ॥ করস্থেন তদা দেবী কলশেন বিরাজিতা। শুশুভে পরয়া কান্ত্যা জগন্মঙ্গলমঙ্গলা ॥ ৪৫ ॥ পরিবেষধরাঃ সর্ব্বে সুরাস্তে হ্যসুরান্তিকম্। আগতাস্তৎক্ষণাদেব যত্র তে হ্যসুরোত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা মোহিনী সদা উবাচ প্রমদোত্তমা ॥ ৪৭ ॥ মোহিন্যুবাচ। এতে হ্যতিথয়ো জ্ঞেয়া ধর্ম্মসর্ব্বস্বসাধনাঃ। এভ্যো দেয়ং যথাশক্ত্যা যদি সত্যং বচো মম। প্রমাণং ভবতাং চাদ্য কুরুধ্বং মা বিলম্বথ ॥ ৪৮ ॥ পরেষামুপকারঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি স্বশক্তিতঃ। ধন্যাস্তে চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পবিত্রা লোকপালকাঃ ॥ ৪৯ ॥ কেবলাত্মোদরার্থায় উদ্যোগং

সমুদয় অসুরদিগকে লৌকিকী স্থিতি-বিষয়ে প্ররোচিত করিয়া কহিলেন,—তোমরা সকলেই কোন দৈবঘটনায় কৃতার্থ হইয়াছ। আজ তোমরা উপবাসী থাক। হে অসুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের যদি কিঞ্চিৎ সুখেচ্ছা থাকে, তবে ঐরূপ উপবাসী থাকিয়া এই অমৃতের অধিবাস কর। ব্রতার্চ্চনায় তোমাদের অনুরাগ আছে; সুতরাং আগামী দিনে উপবাসের পর পারণ করিও। দেখ, ধীমান্ ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তের দশমাংশ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিয়োগ করিবেন,—ইহাই বিধি। দেবমায়া যাহা বলিলেন,—অনভিজ্ঞ অসুরেরা মোহিত হইয়া তাহাই ভাল বিবেচনা করিয়া স্বীকার পাইল। তখন ময়াসুর মনোজ্ঞ, মহার্হ, মহাভবন সকল নির্ম্মাণ করিল। স্নাত ও অলঙ্কৃত হইয়া অসুরেরা সুধাকলস সম্মুখে রাখিয়া ময়নির্ম্মিত সেই সেই ভবনে সেদিন বাস করিল। পরম হর্ষ সহকারে সে রাত্রি তাহারা জাগিয়া রহিল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, বলিপ্রমুখ অসুরগণ প্রাতঃস্নান করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে যথাক্রমে উপবেশন করিল এবং সমুদয় আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া পান-কার্য্যে রত হইল। বলি, বৃষপর্ব্বা, নমুচি, শম্ব, সুদংষ্ট্র, সংহ্লাদি, কালনেমি, বিভীষণ, বাতাপি, ইল্বল, কুম্ভ, নিকুম্ভ, প্রচ্ছদ, সুন্দ, উপসুন্দ, নিশুম্ভ, শুম্ভ, মহিষ, মহিষাক্ষ, বিড়ালাক্ষ, চিক্ষুরাক্ষ, মহাবাহু জৃম্ভণ, বৃষাসুর, বিবাহু, বাহুক, ঘোর এবং ঘোরদর্শন, এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস যথাক্রমে অমৃত-পানার্থ উপবেশন করিল। রাহু এবং কেতু এই অসুরদ্বয়ও তন্মধ্যে স্থান পাইল। এইরূপে কোটি কোটি দৈত্য পঙক্তিবদ্ধ হইয়া বসিল। হে দ্বিজগণ! তৎকালে অমৃত নিমিত্ত দেবী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ২৯—৪৩। সেই মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুমোহিনী দেবী পরম শোভায় অন্বিত হইয়া করস্থ সুধাকলস দ্বারা বিরাজিত হইলেন। জগন্মঙ্গলের মঙ্গলভূতা দেবী পরম কান্তিচ্ছটায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় সুরগণ পরিবর্তিত-বেশে অসুরগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরবর্ণিনী মোহিনী তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—এই সকল অতিথি পরম ধর্ম্মের সাধক। আমি সত্যই বলিতেছি,—ইহাদিগকেও যথাশক্তি অমৃত দান করা কর্ত্তব্য। অসুরগণ! তোমরা এবিষয়ে এক্ষণে অনুমোদন কর, বিলম্ব করিও না। দেখ, যাহারা সাধ্যানুসারে পরের উপকার করে, তাহারাই ধন্য, পবিত্র ও

যে প্রকুর্ব্বতে। তে ক্লেশভাগিনো জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫০ ॥ তস্মাদ্বিভজনং কার্য্যং ময়ৈতস্য শুভব্রতাঃ। দেবেভ্যশ্চ প্রযচ্ছধ্বং যদ্ধি চাত্মপ্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ। আহ্বায়ামাসুরসুরাঃ সর্ব্বান্ দেবান্ সবাসবান্ ॥ ৫২ ॥ উপবিষ্টাশ্চ তে সর্ব্বে অমৃতার্থঞ্চ ভো দ্বিজাঃ। তেষূপবিশ্যমানেষু হ্যুবাচ পরমং বচঃ। মোহিনী সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা অসুরাণাং স্মরন্নিব ॥ ৫৩ ॥ মোহিন্যুবাচ। আদৌ অভ্যাগতাঃ পূজ্যা ইতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্‌যূয়ং বেদপরাঃ সর্ব্বে দেবপরায়ণাঃ। ব্রুবন্তু ত্বরিতেনৈব আদৌ কেষাং দদাম্যহম্। অমৃতং হি মহাভাগা বলিমুখ্যা বদন্তু ভোঃ ॥ ৫৫ ॥ বলিনোক্তা তদা দেবী যত্তে মনসি রোচতে। স্বামিনী ত্বং ন সন্দেহো হ্যস্মাকং সুন্দরাননে ॥ ৫৬ ॥ এবং সম্মানিতা তেন বলিনা ভাবিতাত্মনা। পরিবেষণকার্য্যার্থং কলশং গৃহ্য সত্বরা ॥ ৫৭ ॥ তস্মান্নরেন্দ্রকরভোরুলসদ্দুকূলা শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাঙ্গী। সা কূজতী কনকনূপুরশিঞ্জিতেন কুম্ভস্তনী কলশপাণিরথাবিবেশ ॥ ৫৮ ॥ তদা তু দেবী পরিবেষয়ন্তী সা মোহিনী দেবগণায় সাক্ষাৎ। ববর্ষ দেবেষু সুধারসং পুনঃপুনঃ সুধাহাররসামৃতং যথা ॥ ৫৯ ॥ পুনশ্চ তে দেবগণাঃ সুধারসং দত্তং তয়া পরয়া বিশ্বমূর্ত্ত্যা। দেবেন্দ্রমুখ্যাঃ সহ লোকপালা গন্ধর্ব্বযক্ষাপ্সরসাং গণাশ্চ ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বে দৈত্যা আসনস্থাস্তদানীং চিন্তান্বিতাঃ ক্ষুধয়া পীড়িতাশ্চ। তূষ্ণীম্ভূতা বলিমুখ্যা দ্বিজেন্দ্রা মনস্বিনো ধ্যানপরা বভূবুঃ ॥ ৬১ ॥ ততস্তথাবিধান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যাংস্তান্ মোহমাশ্রিতান্। তদা রাহুশ্চ কেতুশ্চ দ্বাবেতৌ দৈত্যপুঙ্গবৌ ॥ ৬২ ॥ দেবানাং রূপমাস্থায় অমৃতার্থং ত্বরান্বিতৌ। উপবিষ্টৌ তদা পঙ্‌ক্ত্যাং দেবানামমৃতার্থিনৌ ॥ ৬৩ ॥ যদামৃতং পাতুকামো রাহুঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ। চন্দ্রার্কাভ্যাং প্রকথিতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ৬৪ ॥ তদা তস্য শিরশ্ছিন্নং রাহোর্দুর্বিগ্রহস্য চ। শিরো গগনমাপেদে কবন্ধঞ্চ মহীতলে। ভ্রমমাণং তদা হ্যদ্রীংশ্চূর্ণয়ামাস

লোকশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা কেবল আত্মোদর পরিপূরণের জন্যই চেষ্টা করে, তাহারা ক্লেশভাগী; এ কথা নিশ্চয়ই। অতএব হে শুভব্রতগণ! আমি এই অমৃতের বিভাগ করিয়া অতিথিদিগকেও দান করিব। এই দান তোমাদের প্রিয় বা অপ্রিয় হউক, এই দেবগণকে ইহার ভাগ প্রদান কর। দেবী এই কথা কহিলে অসুরেরা নিরলসভাবে তাহাই করিল। অসুরগণ ইন্দ্রাদি সুরগণকে অমৃতপানার্থ আহ্বান করিল। হে দ্বিজগণ! সুরগণ অমৃতপানার্থ তখন উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে নিখিল ধর্ম্মজ্ঞা মোহিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া অসুরদিগকে বলিলেন,—দেখ, বেদের এইরূপ বিধান আছে যে, অভ্যাগতগণকেই অগ্রে পূজা করিতে হয়,—এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? তোমরাও ত বেদজ্ঞান-সম্পন্ন ও বেদাচারনিষ্ঠ; তোমরাই শীঘ্র বলিয়া দাও না, কাহাদিগকে আমি অগ্রে অমৃত দান করিব। হে বলিপ্রমুখ মহাভাগ অসুরগণ! সত্বর ব্যবস্থা করুন। তখন বলিই দেবীকে বলিলেন,—হে সুন্দরাননে! তুমি আমাদের স্বামিনী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর। ভাবিতাত্মা বলি এই প্রকারে তাঁহাকে সম্মানিত করিলে তিনি পরিবেষণ কার্য্যের জন্য সত্বর সুধাকলস লইয়া অগ্রসর হইলেন। কুম্ভস্তনী মোহিনী কলসহস্তে দেবদৈত্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তদীয় মদমত্ত করিকরোপম উরুদেশে বস্ত্রাঞ্চল বিলসিত হইতেছিল। তিনি নিতম্বভরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গসকল মদভরে বিহ্বল হইতেছিল। তিনি কনকনূপুরের শিঞ্জনে যেন কূজন করিতেছিলেন। সেই মোহিনী দেবী তখন সুধাপরিবেশন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পুনঃপুন দেবগণের প্রতিই সুধারস বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালগণ, অন্যান্য দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণ সকলেই সুধাপানার্থ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বমূর্ত্তিধারিণী মোহিনী দেবী তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ সুধারস দান করিতে লাগিলেন। দেবপক্ষের সকলকেই সুধা ভোজন করাইলেন, তৎকালে দৈত্যগণ সকলেই স্ব স্ব আসনে থাকিয়া চিন্তিত ও ক্ষুধাপীড়িত হইল। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! বলি প্রমুখ মনস্বিগণও তৎকালে ধ্যানস্থবৎ তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন ।৪৪—৬১। তখন রাহু এবং কেতুনামক দুই জন প্রধান দৈত্য অন্যান্য দৈত্যগণকে সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া দেবগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক অমৃতপানার্থ ব্যগ্রভাবে দেবপঙ্‌ক্তি মধ্যে উপবেশন করিল। পরমদুর্দ্ধর্ষ রাহু যখন অমৃত পানে উদ্যত হইয়াছিল, সূর্য্য এবং চন্দ্র তখন অমিততেজা বিষ্ণুর নিকট বলিয়া দেন। বিষ্ণু তখন সেই দুরাগ্রহ রাহুর মস্তক ছেদন করেন। মস্তক

বৈ তদা ॥ ৬৫ ॥ সাদ্রিশ্চ সর্বভূলোকশ্চূর্ণিতশ্চ তদাভবৎ। তয়া তেন চ দেহেন চূর্ণিতং সচরাচরম্ ॥ ৬৬ ॥ দৃষ্ট্বা তদা মহাদেবস্তস্যোপরি তু সংস্থিতঃ। নিবাসঃ সর্ব্বদেবানাং তস্যাঃ পাদতলেঽভবৎ ॥ ৬৭ ॥ পীড়নং তৎসমীপেঽথ নিবাস ইতি নাম বৈ ॥ ৬৮ ॥ মহতামালয়ং যস্মাদ্যস্যাস্তচ্চরণাম্বুজম্। মহালয়েতি বিখ্যাতা জগত্রয়বিমোহিনী ॥ ৬৯ ॥ কেতুশ্চ ধূম্ররূপোঽসাবাকাশে বিলয়ং গতঃ। সুধাং সমর্প্য চন্দ্রায় তিরোধানগতোঽভবৎ ॥ ৭০ ॥ বাসুদেবো জগদ্যোনির্জগতাং কারণং পরম্। বিষ্ণোঃ প্রসাদাত্তজ্জাতং সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধিদম্ ॥ ৭১ ॥ অসুরাণাং বিনাশায় জাতং দৈববিপর্য্যয়াৎ। বিনা দৈবেন জানীধ্বমুদ্যমো হি নিরর্থকঃ ॥ ৭২ ॥ যৌগপদ্যেন তৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষীরাব্ধের্মন্থনং কৃতম্। সিদ্ধির্জাতা হি দেবানামসিদ্ধিরসুরান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥ ততশ্চ তে দেববরান্ প্রকোপিতা দৈত্যাশ্চ মায়াপ্রবিমোহিতাঃ পুনঃ। অনেকশস্ত্রাস্ত্রধৃতাস্তদাভবন বিষ্ণৌ গতে গর্জ্জমানাস্তদানীম্ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবানামমৃতপ্রাশনবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ছিন্ন হইবা মাত্র গগনপথে প্রধাবিত হয় এবং কবন্ধ মহীতলে ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্রিসকল চূর্ণ করিয়া ফেলে। কেবল অদ্রি নহে, সমুদায় ভূর্লোকই তাহাতে চূর্ণিত হয়। বলা বাহুল্য, সেই মোহিনী দেবীই রাহুর দেহ দ্বারা এই চরাচর চূর্ণিত করেন। মহাদেব তদ্দর্শনে সেই দেহের উপর অবস্থান করেন। তখন মোহিনীর পাদতলে সকল দেবেরই নিবাস হইল। তাঁহার সমীপে জগতের নিপীড়ন ও পদতলে দেবগণের নিবাস হইল বলিয়া তদীয় পদাম্বুজ মহদ্গণের আলয়-রূপে বর্ণিত হয়। পাদপদ্ম মহতের আলয় বলিয়াই সেই ত্রিভুবনমোহিনী মহাদেবী মহালয়া নামে বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর কেতু ধূম্ররূপে আকাশে বিলয় প্রাপ্ত হইল। এদিকে জগদ্যোনি, জগৎ-কারণ বাসুদেব চন্দ্রকে সুধা সমর্পণ করিয়া তিরোহিত হইলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে সুরগণের কার্য্যসিদ্ধি হইল। দৈববিপর্য্যয়ে অসুরগণেরই বিনাশ সূচিত হইল। অতএব জানিবে—দৈব ব্যতীত সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক। দৃষ্টান্ত দেখ—সুর ও অসুর উভয় পক্ষই একযোগে ক্ষীরাব্ধির মন্থন করিলেন; কিন্তু দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি হইল; আর অসুরগণের সিদ্ধি হইল না। তখন দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ ও মায়ামোহিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ দেবগণকে আক্রমণ করিল। অসুরগণের এইরূপ আক্রমণ-কালে বিষ্ণু উপস্থিত ছিলেন না। ৬২—৭৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। ততস্তে গর্জ্জমানাশ্চ আক্ষিপন্তঃ সুরান্ রণে। শতক্রতুপ্রমুখ্যাংস্তান্ মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ১ ॥ বিমানমারুহ্য তদা মহাত্মা বৈরোচনিঃ সর্ব্ববলেন সার্দ্ধম্। দৈত্যৈঃ সমেতো বিবিধৈর্মহাবলৈঃ সুরান্ প্রদুদ্রাব মহাভয়াবহম্ ॥ ২ ॥ স্বানি রূপাণি বিভ্রন্তঃ সমাপেতুঃ সহস্রশঃ। কেচিদ্ব্যাঘ্রান্ সমারূঢ়া মহিষাংশ্চ তথা পরে ॥ ৩ ॥ অশ্বান্ কেচিৎ সমারূঢ়া দ্বিপান্ কেচিত্তথা পরে। সিংহাংস্তথা পরে রূঢ়াঃ শার্দ্দূলাঙ্কুরভাংস্তথা ॥ ৪ ॥ ময়ূরান্ রাজহংসাংশ্চ কুক্কুটাংশ্চ তথা পরে। কেচিদ্দ্বয়ান্ সমারূঢ়া উষ্ট্রানশ্বতরানপি ॥ ৫ ॥ গজান্ খরান্ পরে চৈব শকটাংশ্চ তথা পরে। পাদাতা বহবো দৈত্যাঃ খড়্গাশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥ ৬ ॥ পরিঘায়ুধিনঃ পাশ-শূলমুদ্গরপাণয়ঃ। অসিলোমান্বিতাঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর শতক্রতু প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রম সুরগণকে অসুরেরা রণক্ষেত্রে গর্জ্জন করিতে করিতে বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। বিরোচন-নন্দন মহাত্মা বলিই তখন মহাবল বহু দৈত্যে পরিবৃত হইয়া অতি ভীষণভাবে সুরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। অসুরগণ স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে আপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ মহিষে, কেহ অশ্বে, কেহ দ্বিপে, কেহ সিংহে, কেহ কেহ শার্দ্দূলে, কেহ শরভে, কেহ ময়ূরে, কেহ রাজহংসে, কেহ কেহ কুক্কুটে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অশ্বতরে, কেহ গজে, কেহ গর্দ্দভে, এবং কেহ কেহ শকটে সমারূঢ় হইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। বহু দৈত্য খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি,

কেচিদ্ভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধাঃ ॥ ৭ ॥ হয়নাগরথাশ্চান্যে সমারূঢ়াঃ প্রহারিণঃ। বিমানানি সমারূঢ়া বলিমুখ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥ স্পর্দ্ধমানাস্তথান্যোন্যং গর্জ্জন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ। বৃষপর্ব্বা হ্যবাচেদং বলিনং দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥ ৯ ॥ ত্বয়া কৃতং মহাবাহো ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গমম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যো দুর্হৃদা চ কথঞ্চন ॥ ১০ ॥ ঊনেনাপি হি তুচ্ছেন বৈরিণাপি কথঞ্চন। মৈত্রী বুদ্ধিমতা কার্য্যা আপদাপি নিবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥ ন বিশ্বসেৎ পূর্ব্ববিরোধিনা ক্বচিৎ পরাজিতাঃ স্মোহথ বলে ত্বয়াধুনা। পুরাণদুষ্টাঃ কথমদ্য বৈ পুনর্ম্মন্ত্রং বিকর্ত্তুং ন চ তে যতেরন্ ॥ ১২ ॥ ইত্যূচুস্তে তদাধর্ষা যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ। ধ্বজৈশ্ছত্রৈঃ পতাকৈশ্চ রণভূমিমগুণ্ঠন্ ॥ ১৩ ॥ চামরৈশ্চ দিশঃ সর্ব্বা লোপিতঞ্চ রণস্থলম্। তথা সর্ব্বে সুরাস্তত্র দৈত্যান্ প্রতি সমুৎসুকাঃ ॥ ১৪ ॥ পীত্বামৃতং মহাভাগা বাহান্যারুহ্য দংশিতাঃ। গজারূঢ়ো মহেন্দ্রোঽপি বজ্রপাণিঃ প্রতাপবান্। সূর্য্যশ্চোচ্চৈঃশ্রবারূঢ়ো মৃগারূঢ়শ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫ ॥ ছত্রচামরসংবীতাঃ শোভিতা বিজয়শ্রিয়া। প্রণম্য বিষ্ণুং তে সর্ব্ব ইন্দ্রাদ্যা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥ তে বিষ্ণুনা হ্যনুজ্ঞাতা অসুরান্ প্রতি বৈ রুষা। অসুরাশ্চ মহাকায়া ভীমাক্ষা ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১৭ ॥ তেষাং ঘোরমভূদ্যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। তুমুলঞ্চ মহাঘোরং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ॥ ১৮ ॥ শরধারান্বিতং সর্ব্বং বভূব পরমাদ্ভুতম্। ততশ্চটচটাশব্দা বভূবুশ্চ দিশো দশ ॥ ১৯ ॥ ততো নিমিষমাত্রেণ শরঘাতযুতা ভবন্। শরতোমর-নারাচৈরাহতাশ্চাপতন্ ভুবি ॥ ২০ ॥ বিধ্যমানাস্তথা কেচিদ্বিবিধুশ্চাপরান্ রণে। ভল্লৈর্ভগ্নাশ্চ পতিতা নারাচৈঃ শকলীকৃতাঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষুরপ্রহারিতাঃ কেচিদ্দৈত্যা দানবরাক্ষসাঃ। শিলীমুখৈর্ম্মারিতাশ্চ ভগ্নাঃ কেচিচ্চ দানবাঃ ॥ ২২ ॥ এবং ভগ্নং দানবানাঞ্চ সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবা গর্জ্জমানাঃ সমন্তাৎ। হৃষ্টাঃ সর্ব্বে

পরিঘ, পাশ, শূল ও মুদ্গার হস্তে পদব্রজে প্রধাবিত হইল এবং কতকগুলি পদাতি দৈত্য অসি, ভুশুণ্ডী ও পরিঘহস্তে যুদ্ধাভিযান করিল। অন্যান্য দৈত্য যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহ অশ্বে, কেহ গজে এবং কেহ কেহ বা রথারোহণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। বলিপ্রমুখ সহস্র সহস্র অসুরনেতৃগণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃষপর্ব্বা, দৈত্যবর বলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে মহাবাহো! তুমিই ত ইন্দ্রের সহিত সম্মিলন করিয়াছিলে; কিন্তু তুমি জান না যে, শত্রুকে কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে নাই। বৈরী যদি হীন বা তুচ্ছও হয়, তথাচ তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ফলে তাদৃশ মৈত্রী আপদেরই আকর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পূর্ব্ববৈরীর সহিত বিশ্বাস-স্থাপন কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। হে বলে! এই দেখ, সেইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলে বলিয়াই আমরা অধুনা পরাজিত হইলাম। দেবগণ প্রথম হইতেই দুষ্টবুদ্ধি; তাহারা পুনরায় আর কখনই আমাদের সহিত মন্ত্রণা করিবার চেষ্টা করিবে না। দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণ পরস্পর এই কথা কহিয়া যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, পতাকা ও চামর-সমূহে রণভূমি ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রণস্থল সকল প্রকারেই আবৃত হইল। এদিকে অমৃত পান করিয়া মহাভাগ দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরোহণ-পূর্ব্বক সুসজ্জিতভাবে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইলেন। বজ্রপাণি মহেন্দ্র গজারূঢ়, সূর্য্য অশ্বারূঢ় এবং চন্দ্রমা মৃগারূঢ় হইয়া ছত্র, চামর ও বিজয়লক্ষ্মী দ্বারা সুশোভিত হইলেন। ইন্দ্রাদিগণ জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র সক্রোধে অসুর-গণের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এদিকে অসুরেরাও হীন-বল নহে; তাহারাও সকলেই ভীমাকার, ভীমনেত্র ও ভীমবিক্রম। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ঘোর যুদ্ধ হইল। কেবল ঘোর নহে; সে যুদ্ধ তুমুল ও মহাঘোর; উহা সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক। রণভূমির সর্ব্বত্রই পরম আশ্চর্য্যরূপে শরধারায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দিকে দিকে ভয়ঙ্কর চট-চটা ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ১—১৯। অনন্তর নিমেষ মাত্রে শর, তোমর, ও নারাচ দ্বারা আহত হইয়া কত শত বীর ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিল এবং কেহ কেহ বা অপর অনেক যোদ্ধাকে বিদ্ধ করিল। যোদ্ধ-গণ ভল্ল দ্বারা ভগ্ন হইয়া এবং নারাচ-প্রহারে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইল। কতকগুলি দানব দৈত্য ও রাক্ষস—ক্ষুরাস্ত্রে প্রহারিত, শিলীমুখ দ্বারা মারিত ও অন্যান্য অস্ত্রপ্রহারে প্রভগ্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে দানবসৈন্য সম্পূর্ণ ভগ্ন হইল। দেবগণ চতুর্দ্দিক্

সম্মিলিত্বা তদানীং লব্ধা যুদ্ধে তে জয়ং শ্লাঘয়ন্তে ॥ ২৩ ॥ শঙ্খবাদিত্রঘোষেণ পূরিতঞ্চ জগত্রয়ম্। দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দানবাস্তে মহাবলাঃ ॥২৪॥ বলিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে সম্ভ্রমেণোত্থিতাঃ পুনঃ। বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈরনেকৈশ্চ সমন্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলং দেবানাং দানবৈঃ সহ। সম্প্রবৃত্তং পুনশ্চৈব পরস্পরজিগীষয়া ॥ ২৬ ॥ বলিনা দানবেন্দ্রেণ মহেন্দ্রো যুযুধে তদা। তথা যমো মহাবাহুর্নমুচ্যা সহ সঙ্গতঃ ॥ ২৭ ॥ নৈঋর্তঃ প্রঘসেনৈব পাশী কুম্ভেন সঙ্গতঃ। নিকুম্ভেনৈব সুমহদ্যুদ্ধং চক্রে সদাগ্নয়ঃ ॥ ২৮ ॥ সোমেন সহ রাহুশ্চ যুদ্ধং চক্রে সুদারুণম্। রাহুণা চন্দ্রদেহোত্থমমৃতং ভক্ষিতং তদা। সম্পর্কাদমৃতস্যৈব যথা রাহুস্তথাভবৎ ॥ ২৯ ॥ তানি সর্ব্বাণি দৃষ্টানি শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা। আশ্রয়োঽহঞ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানাং নাত্র সংশয়ঃ। অসুরাণাং সুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামপি বল্লভঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তস্তদা রাহুঃ প্রণম্য শিরসা শিবম্। মৌলৌ স্থিতস্তদা চন্দ্রো অমৃতং ব্যসৃজদ্ভয়াৎ ॥ ৩১ ॥ তেন তস্য হি জাতানি শিরাংসি সুবহূন্যপি। ঐকপদ্যেন তেষাঞ্চ স্রজং কৃত্বা মনোহরাম্। ববন্ধ শম্ভুঃ শিরসি শিরোভূষণবৎকৃতম্ ॥ ৩২ ॥ অশনাৎ কালকূটস্য নীলকণ্ঠোঽভবত্তদা। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং মুণ্ডমালা তথা কৃতা ॥ ৩৩ ॥ দধার শিরসা তাঞ্চ মুণ্ডমালাং মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ তয়া স্রজাসৌ শুশুভে মহাত্মা দেবাদিদেবস্ত্রিপুরান্তকো হরঃ। গজাসুরো যেন নিপাতিতো মহানথান্ধকো যেন কৃতশ্চ চূর্ণঃ ॥ ৩৫ ॥ গঙ্গা ধৃতা যেন শিরঃসুমধ্যে চন্দ্রঞ্চ চূড়ে কৃতবান্ ভয়াপহঃ। বেদাঃ পুরাণানি তথাগমাংশ্চ তথৈব নানাশ্রুতয়োঽথ শাস্ত্রম্ ॥ ৩৬ ॥ জল্পন্তি নানাগমভেদভেদৈর্মীমাংসমানাশ্চ ভবন্তি মূকাঃ। নানাগমাচার্য্যমতপ্রভেদৈর্নিরূপ্যমাণো জগদেকবন্ধুঃ ॥ ৩৭ ॥ শিবং হি নিত্যং পরমার্থদৈবং বেদৈকবেদ্যং পরমাত্মদিব্যম্। বিহায় তং মূঢ়জনাঃ প্রমত্তাঃ শিবং ন জানন্তি পরাত্মরূপম্ ॥ ৩৮ ॥ যেনৈব সৃষ্টং বিধৃতঞ্চ যেন যেন শ্রিতং যেন কৃতং সমগ্রম্। যস্যাংশভূতং হি জগৎ কদাচিদ্বেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা

হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সেই সময় দেবগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় হৃষ্টচিত্তে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শঙ্খ ও অন্যান্য বাদিত্র প্রভৃতির নির্ঘোষে ত্রিভুবন পরিপূরিত হইয়া গেল। বলিপ্রমুখ মহাবল দানবগণ দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সকলেই সসম্ভ্রমে উত্থিত হইল এবং সূর্য্যসন্নিভ বহু বিমানোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। তখন দানবগণের সহিত দেবগণের পরস্পর-জিগীষায় পুনরায় তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময় দানবেন্দ্র বলির সহিত দেবেন্দ্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু যম নমুচির সহিত, নৈঋর্ত প্রঘসের সহিত, বরুণ কুম্ভের সহিত এবং পবন নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। রাহু চন্দ্রের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল এবং চন্দ্রদেহোত্থিত অমৃত ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাহু অমৃতসম্পর্কেই এরই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। পরমেষ্ঠী শম্ভু এই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন এবং রাহুকে বলিলেন, জানিও—আমি সমস্ত ভূতের আশ্রয়। কি সুর, কি অসুর, সকলেরই আমি বল্লভ। শিব এই কথা কহিলে রাহু মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্র তখন ভয়ে অমৃত ক্ষরণ করিলেন। তাহাতে রাহুর বহু মস্তক উৎপন্ন হইল। সেই সকল মস্তকের একত্র সমাবেশে ভগবান্ শম্ভু একগাছি মনোরম মালা গ্রথিত করিয়া স্বীয় মস্তকে শিরোভূষণবৎ বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তিনি কালকূট ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই হইতে নীলকণ্ঠ হইলেন এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তথাবিধ মুণ্ডমালা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিলেন।২৮—৩৪। যিনি গজাসুরকে নিপাতিত ও প্রবল অন্ধকাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, যিনি মস্তক মধ্যে গঙ্গাকে এবং চূড়ায় চন্দ্রকে ধারণ করেন, বিবিধ শ্রুতি, পুরাণ, বেদ, আগম ও অন্যান্য শাস্ত্র, যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, মীমাংসকগণ বিবিধ আগমভেদে যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া পড়েন, যিনি জগতের একমাত্র বন্ধু, নানাবিধ আগমাচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক ভিন্ন ভিন্ন মতে যিনি নিরূপিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মা দেবাদিদেব ত্রিপুরহর হর, সেই মুণ্ডমালা দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিলেন। একমাত্র শিবই নিত্য পরমার্থ বস্তু; বেদবাক্যে তিনিই একমাত্র বেদ্য এবং তিনিই দিব্য পরমাত্মা। প্রমাদগ্রস্ত মূঢ়গণ সেই পরমাত্ম-মূর্ত্তি শিবকে জানিতে পারে না। তাহারা তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যিনি এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং যাঁর আশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন; এই জগৎ যাঁহার অংশরূপে প্রতিভাত হইতেছে, বেদান্তবাক্যে কদাচিৎ যিনি বেদ্য* হইয়া থাকেন, তিনিই সেই শিব;

শিবশ্চ ॥ ৩৯ ॥ আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা উত্তমো হ্যধমোঽপি বা। শিবভক্তিরতো নিত্যং শিব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ যো বা পরকৃতাং পূজাং শিবস্তোপরি শোভিতাম্। দৃষ্ট্বা সন্তোষমায়াতি দায়ং প্রাপ্নোতি তৎসমম্ ॥ ৪১ ॥ যে দীপমালাং কুর্ব্বন্তি কার্ত্তিক্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। যাবৎকালং প্রজ্বলন্তি দীপাস্তে লিঙ্গমগ্রতঃ। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪২ ॥ কৌসুম্ভতৈলসংযুক্তা দীপা দত্তাঃ শিবালয়ে। দাতারস্তেঽপি কৈলাসে মোদন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥ অতসীতৈলসংযুক্তা দীপা দত্তাঃ শিবালয়ে। দাতারস্তেঽপি কৈলাসে মোদন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞানিনোঽপি হি জায়ন্তে দীপদানফলেন হি ॥ ৪৫ ॥ তিলতৈলেন সংযুক্তা দীপা দত্তাঃ শিবালয়ে। তে শিবং যান্তি সংযুক্তাঃ কুলানাঞ্চ শতেন বৈ ॥ ৪৬ ॥ ঘৃতক্তা যৈঃ কৃতা দীপা দীপিতাশ্চ শিবালয়ে। তে যান্তি পরমং স্থানং কুললক্ষসমন্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ কর্পূরাগুরুধূপৈশ্চ যে যজন্তি সদাশিবম্। আরার্ত্তিকাং সকর্পূরাং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে। তে প্রাপ্নুবন্তি সাযুজ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৮ ॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং যে হ্যতন্দ্রিতাঃ। লিঙ্গার্চ্চনং প্রকুর্ব্বন্তি তে রুদ্রা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ রুদ্রাক্ষধারণং যে চ কুর্ব্বন্তি শিবপূজনে। দানে তপসি তীর্থে চ পর্ব্বকালে হ্যতন্দ্রিতাঃ। তেষাং যৎ সুকৃতং সর্ব্বমনন্তং ভবতি দ্বিজাঃ ॥ ৫০ ॥ রুদ্রাক্ষা যে শিবেনোক্তাস্তাঃ শৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ। আরভ্যৈকমুখং তাবদ্‌যাবদ্ বক্ত্রাণি ষোড়শ। এতেষাং দ্বৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ শ্রেষ্ঠৌ তারয়িতুং দ্বিজাঃ ॥ ৫১ ॥ রুদ্রাক্ষাণাং পঞ্চমুখস্তথা চৈকমুখঃ স্মৃতঃ। যে ধারয়ন্ত্যেকমুখং রুদ্রাক্ষমনিশং নরাঃ। রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছন্তি মোদন্তে রুদ্রসন্নিধৌ ॥ ৫২ ॥ জপস্তপঃ ক্রিয়া যোগঃ স্নানং দানার্চ্চনাদিকম্। ক্রিয়তে যচ্ছুভং কর্ম্ম হ্যনন্তং চাক্ষধারণাৎ ॥ ৫৩ ॥ শুনঃ কণ্ঠনিবদ্ধোঽপি রুদ্রাক্ষো যদি বর্ত্ততে। সোঽপি সন্তারিতস্তেন নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৪ ॥ তথা রুদ্রাক্ষসম্বন্ধাৎ পাপমপি ক্ষয়ং ব্রজেৎ। এবং জ্ঞাত্বা শুভং কর্ম্ম কার্য্যং রুদ্রাক্ষবন্ধনাৎ ॥ ৫৫ ॥ ত্রিপুণ্ড্রধারণং যেষাং বিভূত্যা মন্ত্রপূতয়া। তে রুদ্রলোকে রুদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

তিনিই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। আঢ্য হউক, দরিদ্র হউক, উত্তম হউক বা অধম হউক, নিত্য শিবভক্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবই, তাহাতে সংশয় নাই। অন্যথা যে ব্যক্তি পরকৃত পূজা শিবোপরি সুশোভিত দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হয়, তাহারও পূজকের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে কার্ত্তিক মাসে লিঙ্গপ্রান্তে দীপমালা দান করে, যতকাল ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, তত যুগসহস্র ঐ সকল দীপদাতা ব্যক্তি স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি শিবালয়ে কৌসুম্ভ তৈলযুক্ত দীপাবলী দান করে, সেই সকল দাতা কৈলাসে শিবসন্নিধানে মুদিতমনে কালাতিপাত করে। শিবালয়ে অতসী-তৈলযুক্ত দীপদাতাগণও কৈলাসে শিবসন্নিধানে প্রমোদ প্রাপ্ত হয়। আর কি, দীপদানের ফলে মানবগণ জ্ঞানী হইয়া থাকে। যাহারা শিবালয়ে তিল-তৈলান্বিত দীপাবলী দান করে, তাহারা তাহাদের কুলশতসহ শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা শিবালয়ে ঘৃতাক্ত দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেয়, তাহারা লক্ষ কুলসহ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা কর্পূর, অগুরু ও ধূপ দ্বারা সর্ব্বদা শিবার্চ্চনা করে, এবং প্রতিদিন কর্পূর দ্বারা শিবের আরতি করিয়া থাকে, তাহাদিগেরও শিবসাযুজ্য লাভ হয়। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যাহারা অতন্দ্রিত হইয়া এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকালে লিঙ্গার্চ্চনা করে, তাহারা সাক্ষাৎ রুদ্র, সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! যাহারা শিবপূজায়, দানে, তপস্যায়, তীর্থক্ষেত্রে, কিম্বা পর্ব্বকালে অতন্দ্রিত হইয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহাদের অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্যই অক্ষয় হইয়া থাকে। ৩৫—৫০। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে স্বয়ং শিব একমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শমুখ পর্য্যন্ত যে সকল রুদ্রাক্ষের বিবরণ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই ষোড়শ প্রকার রুদ্রাক্ষের মধ্যে পঞ্চমুখ ও একমুখবিশিষ্ট রুদ্রাক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিজ্ঞেয়। যে সকল নর নিরন্তর একমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহারা রুদ্রলোকে গমন করে এবং রুদ্রসন্নিধানে বিহার করিয়া থাকে। তপ, জপ, ক্রিয়া, যোগসাধনা, স্নান, দান, অর্চ্চনাদি যে কিছু শুভকর্ম্ম করা যায়, রুদ্রাক্ষধারণে সে সমস্তই অনন্ত হইয়া থাকে। রুদ্রাক্ষ যদি কুক্কুরের কণ্ঠেও নিবদ্ধ হয়, তথাপি সে কুক্কুরের সদগতি হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে বিচার্য্য আর কিছুই নাই। অপিচ রুদ্রাক্ষের সম্পর্কে পাপও ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই তত্ত্ব জানিয়া সকলেরই রুদ্রাক্ষ বন্ধনপূর্ব্বক শুভ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। যাহারা মন্ত্রপূত বিভূতি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহারা রুদ্রলোকে গিয়া রুদ্র হয়, এপক্ষে

৫৬॥ কপিলায়াশ্চ সংগৃহ্য গোময়ং চান্তরিক্ষগম্॥ শুষ্কং কৃত্বাথ সন্দাহং বিভূত্যর্থং শিবপ্রিয়ৈঃ॥ ৫৭॥ বিভূতীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। ললাটে-হঙ্গুষ্ঠরেখা চ আদৌ ভাব্যা প্রযত্নতঃ॥ ৫৮॥ মধ্যমাং বর্জ্জয়িত্বা তু অঙ্গুলীকদ্বয়েন চ। এবং ত্রিরেখাসংযুক্তো ললাটে যস্য দৃশ্যতে। স শৈবঃ শিববজ্জ্ঞেয়ো দর্শ-নাৎ পাপনাশনঃ॥ ৫৯॥ জটাধরাশ্চ যে শৈবাঃ সপ্ত পঞ্চ তথা নব। জটা যে স্থাপয়িষ্যন্তি শৈবেন বিধিনা যুতাঃ॥ ৬০॥ তে শিবং প্রাপ্নুবন্তীহ নাত্র কার্য্যা বিচারণা। রুদ্রাক্ষধারণং কার্য্যং শিবভক্তৈর্বিশেষতঃ॥ ৬১॥ অল্পেন বা মহত্ত্বেন পূজিতো বা সদাশিবঃ। কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য শিবেন সহ মোদতে॥ ৬২॥ তস্মাচ্ছিবাৎ পরতরং নাস্তি কিঞ্চিদ্দ্বিজোত্তমাঃ। যদেবমুচ্যতে শাস্ত্রে তৎসর্ব্বং শিবকারণম্॥ ৬৩॥ শিবো দাতা হি লোকানাং কর্ত্তা চৈবানুমোদিতা। শিবশক্ত্যাত্মকং বিশ্বং জানীধ্বং হি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬৪॥ শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। তস্মা-চ্ছিবশ্চিন্ত্যতাং বৈ স্মর্য্যতাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৬৫॥

সংশয় কিছুই নাই। কপিলা গাভীর গোময় মৃত্তি-কায় পতিত হইবার পূর্ব্বে শূন্যপথে গ্রহণ করিয়া শিব-প্রিয় ব্যক্তিগণ বিভূতির নিমিত্ত যে শুষ্ক ও দগ্ধ করিয়া লন, তাহাই বিভূতি আখ্যায় অভিহিত। এই বিভূতিই সর্ব্বপাপনাশিনী। অগ্রে যত্নসহকারে ললাটে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখা করিতে হয়, পরে মধ্যমা বর্জ্জন করিয়া অনামা ও তর্জ্জনী দ্বারা ললাটে দুইটী রেখা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে যাঁহার ললাটে তিনটী রেখা দেখা যায়, তিনিই শৈব; সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় পরিজ্ঞেয়। তিনি দর্শনমাত্রেই পাপাপনয়ন করিয়া থাকেন। যে সকল শৈব জটাধারী, যাঁহারা শৈব-বিধি অনুসারে সপ্ত, পঞ্চ বা নব জটা মস্তকে স্থাপন করেন, তাঁহারা ইহকালেই শিবসাযুজ্য লাভ করেন। এ কথা নিঃসন্দেহ। শিবভক্তগণ বিশেষরূপে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন। অল্প কিম্বা প্রচুর উপহার দ্বারা সদাশিব পূজিত হইলেও পূজক ব্যক্তি স্বীয় কুলকোটি উদ্ধার করিয়া শিবসহ বিহার করিয়া থাকে। অত-এব হে দ্বিজোত্তমগণ! শিব হইতে পরতর আর কিছুই নাই। শাস্ত্রে যে কিছু উক্ত হইয়াছে, সমস্তই [illegible]। শিবই সকল লোকের দাতা, কর্ত্তা, ও অনুমোদক। এই বিশ্ব শিবশক্ত্যাত্মক বলিয়াই জানিবেন। হে বিপ্রগণ! 'শিব' এই দ্ব্যক্ষর নাম মহৎভয় হইতেও ত্রাণ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি,

ঋষয় ঊচুঃ। সোমনাথস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞাতং তস্য প্রসাদতঃ। রাহোঃ শিরোভয়াৎ সর্ব্বে রক্ষিতাঃ পরমেষ্ঠিনা॥ ৬৬॥ সুরাশ্চেন্দ্রাদয়শ্চান্তে তস্মিন্ যুদ্ধে সুদারুণে। অত ঊর্দ্ধং সুরাঃ সর্ব্বে কিমকুর্ব্বত উচ্য-তাম্॥ ৬৭॥ শিবস্য মহিমা সর্ব্বঃ শ্রুতস্তব মুখোদ্গতঃ। অথ যুদ্ধস্য বৃত্তান্তঃ কথ্যতাং পরমার্থতঃ॥ ৬৮॥ লোমশ উবাচ। যদা হি দৈত্যৈশ্চ পরাজিতাঃ সুরাঃ শম্ভুঞ্চ সর্ব্বে শরণং প্রপন্নাঃ। শিবং প্রণেমুঃ সহসা সুরোত্তমা যুদ্ধায় সর্ব্বে চ মনো দধুস্তদা॥ ৬৯॥ তথৈব দৈত্যা অপি যুধ্যমানা উৎসাহযুক্তাতিবলাশ্চ সর্ব্বে। দেবৈঃ সমেতাশ্চ পুনঃপুনশ্চ যুদ্ধং প্রচক্রুঃ পরমাস্ত্র-যুক্তাঃ॥ ৭০॥ এবঞ্চ সর্ব্বে হ্যসুরাঃ সুরাশ্চ শক্ত্য-ষ্টিশূলৈঃ পরিঘৈঃ পরশ্বধৈঃ। জয়ার্থিনোঽমর্ষযুতাঃ পরস্পরং সিংহা যথা হৈমবতীং ত্বরত্যয়াঃ। নিহন্যমানা হ্যসুরাঃ সুরৈস্তদা নানাস্ত্রযোগৈঃ পরমৈর্নিপেতুঃ॥ ৭১॥ চক্রুস্তে সকলামুর্ব্বীং মাংসশোণিতকর্দ্দমাম্। মহীং বৃক্ষাদ্রিসংযুক্তাং সসাগরবনাকরাম্॥ ৭২॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শিবকেই স্মরণ করুন এবং শিবমূর্ত্তিই চিন্তা করুন।৫০—৬৫। ঋষিগণ কহি-লেন,—তাঁহারই প্রসাদে আমরা সোমনাথের মাহাত্ম্য জানিয়াছি। সেই সুদারুণ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সুরগণকে রাহুর শিরোভয় হইতে পরমেষ্ঠী মহাদেব যে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জ্ঞাত হইলাম। অতঃ-পর সুরগণ কি করিলেন? তাহা আমাদিগকে বলুন। আমরা আপনার মুখে সমস্ত শিবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, অনন্তর যথাযথ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। লোমশ কহিলেন,—যখন সুরগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শম্ভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শিবকে প্রণাম করিয়াই পুনরায় সহসা যুদ্ধার্থ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এদিকে দৈত্যগণও উৎসাহিত হইয়া অতি প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরমাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দেবগণসহ বারম্বার যুদ্ধ করিল। এইরূপে সুরাসুরগণ সকলেই শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পরিঘ ও পরশ্বধ দ্বারা পরস্পর জয়ার্থী হইয়া সক্রোধে পরস্পর হতাহত করিতে লাগিল। সুরগণ নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিলে অসুরেরা একে একে ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সেই যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া মনে হইল, হিমালয়-গুহাবাসী সিংহ সকল যেন পর-স্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সুরাসুরগণ যুদ্ধ করিয়া সমস্ত উর্ব্বী—মাংস ও শোণিতপ্রবাহে কর্দ্দমাক্ত

শিরাংসি চ কবন্ধানি কবচানি মহান্তি চ। ধ্বজা রথাঃ পতাকাশ্চ গজবাজিশিরাংসি চ॥ ৭৩॥ বহন্ত্যশ্চাপগা হ্যাসন্নদ্যো ভীরুভয়াবহাঃ। অগাধাঃ শোণিতোদাশ্চ তরন্তো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। তারয়ন্তি পরান্ ভূত-প্রেতপ্রমথরাক্ষসান্॥৭৪॥ শাকিনীডাকিনীসঙ্ঘা যক্ষিণ্যোঽথ সহস্রশঃ। নানাকেলিষু সংযুক্তাঃ পরস্পরমুদান্বিতাঃ॥ ৭৫॥ এবং সংক্রীড়মানাস্তে ভূতপ্রমথরাক্ষসাঃ। রণে তস্মিন্ মহারৌদ্রে দেবাসুরসমাগমে॥ ৭৬॥ বলিনা সহ দেবেন্দ্রো যুযুধেঽদ্ভুতবিক্রমঃ। শক্ত্যা জঘান দেবেন্দ্রং বৈরোচনিরমর্ষণঃ॥ ৭৭॥ তাং শক্তিং বঞ্চয়ামাস মহেন্দ্রো লঘুবিক্রমঃ। জঘান স বলিং বজ্রাদ্দৈত্যেন্দ্রং পরমেণ হি॥ ৭৮॥ বজ্রেণ শিতধারেণ বাহুং চিচ্ছেদ বিক্রমী। গতাসুরপতদ্ভূমৌ বিমানাৎ সূর্য্যসন্নিভাৎ॥ ৭৯॥ পতিতঞ্চ বলিং দৃষ্ট্বা বৃষপর্ব্বা রুষান্বিতঃ। ববর্ষ শরধারাভিঃ পয়োদ ইব পর্ব্বতম্॥ ৮০॥ মহেন্দ্রং সগজং চৈব সহমানং শিতাশুগান্। তদা যুদ্ধমভূদ্ঘোরং মহেন্দ্রবৃষপর্ব্বণোঃ॥ ৮১॥ নিপাত্য বৃষপর্ব্বাণমিন্দ্রঃ পরবলার্দ্দনঃ॥ ৮২॥ ততো বজ্রেণ মহতা দানবান্বধীদ্রণে। শিরসি চ্ছেদিতাঃ কৈচিৎ কেচিৎ কন্ধরতো হতাঃ॥ ৮৩॥ বিহ্বলাশ্চ কৃতাঃ কেচিদিন্দ্রেণ কুপিতেন চ। তথা যমেন নিহতা বায়ুনা বরুণেন চ॥ ৮৪॥ কুবেরেণ হতাশ্চান্যে নৈর্ঋতেন তথা পরে। অগ্নিনা নিহতাঃ কেচিদীশেনৈব বিদারিতাঃ॥ ৮৫॥ এবং তদা তৈর্নিহতা বলীয়সো মহাসুরা বিক্রমশালিনশ্চ। সুরৈস্তু সর্ব্বৈঃ সহ লোকপালৈঃ শিবপ্রসাদাভিহতাস্তদানীম্॥ ৮৬॥ ততো মহাদৈত্যবরো দুরাত্মা স কালনেমিঃ পরমাস্ত্রযুক্তঃ। যযৌ তদানীং সুরসত্তমাংস্তান্ হন্তুং সদা ক্রূরমতিঃ স একঃ॥ ৮৭॥ সিংহারূঢ়ো দংশিতশ্চ ত্রিশূলেন হি সংযুতঃ। দৈত্যানামর্ব্বুদেনৈব সিংহারূঢ়েন সংবৃতঃ॥ ৮৮॥ তে সিংহা দংশিতাঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ। তেষু সিংহেষু চারূঢ়া মহাদৈত্যাশ্চ তৎসমাঃ॥ ৮৯॥ আয়ান্তীং দৈত্যসেনাং তাং সর্ব্বাং সিংহবিভূষিতাম্। কালনেমিযুতাং দৃষ্ট্বা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। ভয়মা-

---

করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ সাগর, কানন, পর্ব্বত ও পাদপ-পরিবৃত মহী রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল। রক্তের স্রোতে তখন ভীরুজনের ভয়ঙ্করী মহানদী সকল প্রবাহিত হইল। ঐ সকল নদী অগাধ এবং মৃতগণের রুধির উহার জল। ব্রহ্মরাক্ষসেরা সেই সকল নদীর মধ্য দিয়া সাঁতার কাটিতেছিল। রাশি রাশি মস্তক, কবন্ধ, কবচ, রথ, ধ্বজ, পতাকা এবং গজবাজীর মস্তক সেই নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। সহস্র সহস্র শাকিনী ও ডাকিনীগণ পরস্পর মুদিতমনে নানা কেলি করিতে করিতে অন্যান্য ভূত, প্রেত, প্রমথ ও রাক্ষসদিগকে সেই সকল নদীর মধ্যে সাঁতার দেওয়াইতে লাগিল। ভূত, প্রমথ ও রাক্ষসেরা এইরূপে সেই মহাভীষণ সুরাসুর-যুদ্ধে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অদ্ভুতবীর্য্য ইন্দ্র বলির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলি অমর্ষ-পরবশ হইয়া শক্তি দ্বারা দেবেন্দ্রকে আহত করিলেন। লঘুবিক্রম মহেন্দ্র সেই শক্তি ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণধার বজ্র দ্বারা দৈত্যেন্দ্র বলিকে আহত করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বলির বাহু ছিন্ন হইল। বিক্রান্ত বলি মৃতপ্রায় হইয়া সূর্য্যসন্নিভ বিমান হইতে ভূপতিত হইলেন। বলিকে পতিত দেখিয়া বৃষপর্ব্বা রোষাবেশে শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে হইল, জলধর যেন ভূধরের উপর বৃষ্টিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। মহেন্দ্র তখন গজেন্দ্রসহ সেই সকল তীক্ষ্ণ শরপাত সহ্য করিতে লাগিলেন। তখন মহেন্দ্র ও বৃষপর্ব্বা উভয়ে তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইল। অরিন্দম ইন্দ্র মুহূর্ত্তমধ্যে বৃষপর্ব্বাকে নিপাতিত করিয়া স্বীয় বৃহৎ বজ্র দ্বারা অন্যান্য দানবদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে দানবদিগের মধ্যে কেহ কেহ ছিন্নশিরা, কেহ কেহ ছিন্নস্কন্ধ এবং কেহ কেহ বিহ্বলীকৃত হইল। কুপিত ইন্দ্রের হস্তে দানবপক্ষের এইরূপ অবস্থাই ঘটিল। ইন্দ্রের ন্যায় যম, বায়ু, বরুণ, কুবের, নিঋতি ও অগ্নি, ইহারাও অন্যান্য অসুরদিগকে নিহত, নিপাতিত ও বিদারিত করিতে লাগিলেন। বলবিক্রমশালী মহাসুরগণ এইরূপে তখন দেবগণের হস্তে নিহত হইল। ইন্দ্রাদি লোকপালসহ অন্যান্য সুরগণ শিবেরপ্রসাদেই তৎকালে অসুরদিগকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। ৬৬—৮৬। অনন্তর মহাদৈত্য দুরাত্মা কালনেমি পরমাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক একাকী সেই সুরসত্তমদিগকে নিহত করিতে ধাবিত হইল। ক্রূরমতি কালনেমি, সিংহারোহণে সুসজ্জিত হইয়া ত্রিশূলহস্তে অর্ব্বুদসংখ্যক সিংহারূঢ় দৈত্যসেনায় সমাবৃত ছিল। দৈত্যগণের বাহনভূত সেই সকল সিংহও সুসজ্জিত এবং মহাবলপরাক্রম; সিংহবিক্রান্ত মহাদৈত্যগণ ঐসকল সিংহোপরি আরোহণ করিয়াছিল। কালনেমি-পরিচালিত

জমতুলং তদা ধ্যানপরাভবন্॥ ৯০ ॥ কিং কুর্ম্মোঽদ্য বয়ং সর্ব্বে কথং জেষ্যাম চাদ্ভুতম্। এতাদৃশমসংখ্যাকমনীকং সিংহসংবৃতম্॥ ৯১ ॥ এবং বিচিন্তমানাস্তে হ্যাগতস্তত্র নারদঃ। নারদেন চ তৎসর্ব্বং পুরাবৃত্তং মহত্তরম্॥ ৯২ ॥ কথিতঞ্চ মহেন্দ্রায় কালনেমেস্তপোবলম্। অজেয়ত্বঞ্চ সংগ্রামে বরদানবলেন তু॥ ৯৩ ॥ বিষ্ণুং বিনা বয়ং দেবা অশক্তা রণমণ্ডলে। জেতুঞ্চ স ততো বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং পরমেশ্বরঃ। তমালনীলো বরদঃ সর্ব্বৈর্বিজয়কাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ৯৪ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তদা দেবাস্ত্বরান্বিতাঃ। ধ্যানেন চ মহাবিষ্ণুং ততঃ পরবলার্দ্দনম্। স্মরন্তঃ পরমাত্মানমিদমূচুশ্চ তং বিভুম্॥ ৯৫ ॥ দেবা ঊচুঃ। নমস্তুভ্যং ভগবতে নমস্তে বিশ্বমঙ্গল। শ্রীনিবাস নমস্তুভ্যং শ্রীপতে তে নমো নমঃ॥ ৯৬ ॥ অদ্যাস্মান্ ভয়ভীতাংস্ত্বং কালনেমি-ভয়ার্দ্দিতান্। ত্রাতুমর্হসি দৈত্যাচ্চ দেবানামভয়প্রদ॥ ৯৭ ॥ এবং ধ্যাতঃ সংস্মৃতশ্চ প্রাদুর্ভূতো হরিস্তদা। নীলো গরুড়মারুহ্য জগতামভয়প্রদঃ॥ ৯৮ ॥ চক্রপাণিস্তদায়াতো দেবানাং বিজয়ায় চ। গগনস্থং মহাবিষ্ণুং গরুড়োপরি সংস্থিতম্। শ্রীবাসমেনং তুর্দ্ধর্ষং যোদ্ধুকামং দদর্শিরে॥ ৯৯ ॥ তথা দৃষ্ট্বা কালনেমিস্তদানীং প্রহসমানোঽতিরুষা বলান্বিতঃ। কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপঃ শ্যামো যুবা বারণমত্তবিক্রমঃ। করে গৃহীতং নিশিতং মহাপ্রভং চক্রঞ্চ কস্মাৎ কথয়স্ব মে প্রভো॥ ১০০ ॥ শ্রীভবানুবাচ। যুদ্ধার্থমিহ চায়াতো দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। ত্বং স্থিরো ভব রে মন্দ দহাম্যদ্য ন সংশয়ঃ॥ ১০১ ॥ শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যং কালনেমিঃ প্রতাপবান্। উবাচ রুষিতো ভূত্বা ভগবন্তমধোক্ষজম্॥ ১০২ ॥ মূলভূতো হি দেবানাং ভগবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ। যুদ্ধং কুরু ময়া সার্দ্ধং যদি শূরোঽসি সম্প্রতি॥ ১০৩ ॥ প্রহস্য ভগবান্ বিষ্ণুরুবাচেদং মহাপ্রভঃ। গগনস্থো ভব ত্বং হি মহীস্থোঽহং ভবামি বৈ॥ ১০৪ ॥ অপ্রশস্তঞ্চ বিষমং যুদ্ধঞ্চেন্ন যথা ভবেৎ। তথা কুরু মহাবাহো গগনে বা মহীতলে॥ ১০৫ ॥ তথেতি মত্বা হি মহানুভাবো দৈত্যৈঃ সমেতোঽর্ব্বুদসংখ্যকৈশ্চ। সিংহোপরিষ্টৈশ্চ মহানুভাবৈর্ম্মহাবলৈঃ ক্রূরতরৈস্তদানীম্॥ ১০৬ ॥ গগন-

---

সেই সিংহারূঢ় বিশাল দৈত্যসেনা সমাগত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা অদ্য কি করিব? কিরূপে এই অসংখ্য সিংহসঙ্কুল অদ্ভুত দৈত্যবল পরাজিত করিব? তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে মহর্ষি নারদ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেবেন্দ্রের নিকট কালনেমি সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত বর্ণন করিলেন; কালনেমির তপোবল, এবং বরদান প্রভাবে সংগ্রামে তদীয় অজেয়ত্ব, সমস্তই নারদ কহিলেন। অবশেষে বলিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত কি আমরা, কি তোমরা, রণক্ষেত্রে কেহই তাহাকে জয় করিতে সক্ষম নহি। অতএব যিনি তমালবৎ নীলবর্ণ, বরদ ও পরমেশ, বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকেই স্মরণ কর। নারদের কথা শুনিয়া দেবগণ সত্বর অরিবলমর্দ্দন মহাবিষ্ণু পরমাত্মাকে স্মরণপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন,—ভগবন্! তোমাকে নমস্কার; হে শ্রীনিবাস! তুমি বিশ্বের মঙ্গল; তোমায় নমস্কার করি; হে শ্রীপতি! তোমাকে আমাদের বার বার নমস্কার; হে দেবগণের অভয়প্রদ! অদ্য আমরা কালনেমিভয়ে পীড়িত হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে দৈত্যভয় হইতে পরিত্রাণ কর। দেবগণ এইরূপে ধ্যান এবং স্মরণ করিলে জগতের অভয়দাতা নীলকান্তি হরি তখন গরুড়ারোহণে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণের বিজয়ের নিমিত্ত চক্রপাণি আগমন করিলে, দেবগণ দেখিলেন,—সেই শ্রীনিবাস সুদুর্দ্ধর্ষ মহাবিষ্ণু যুদ্ধকামনায় গগনে গরুড়োপরি অবস্থিত রহিয়াছেন। বলবান্ কালনেমি তাঁহাকে দেখিয়া তৎকালে হাসিতে হাসিতে রোষাবেশে বলিল,—হে মহাভাগ! কে আপনি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিক্রমশালী শ্যামবর্ণ বরেণ্য-মূর্ত্তি যুবাপুরুষ? কিজন্য আপনি মহাপ্রভ তীক্ষ্ণচক্র ধারণ করিতেছেন? তাহা আমায় বলুন।৮৭—১০০। ভগবান্ কহিলেন,—দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এখানে আমি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। রে মূঢ়! স্থির হইয়া থাক। অদ্য তোমায় দগ্ধ করিব নিশ্চয়ই। ভগবানের বাক্য শুনিয়া প্রতাপবান্ কালনেমি সক্রোধে সেই অধোক্ষজকে কহিল,—জানি আমি রণদুর্ম্মদ ভগবান্—দেবগণের আদিভূত। যাহা হউক, তুমি যদি শূর হও, তবে আমার সহিত সম্প্রতি যুদ্ধ কর। মহাপ্রভাব ভগবান্ বিষ্ণু তখন হাস্য করিয়া কহিলেন,—তুমি গগনস্থ হও; আর আমি মহীস্থ হইয়া যুদ্ধ করি। হে মহাবাহো! যাহাতে অপ্রশস্ত ও বিষম যুদ্ধ হয়, তুমি গগনে বা মহীতলে থাকিয়া তাহাই কর। মহানুভব কালনেমি তৎকালে তাঁহার কথাই মানিয়া লইয়া বিশ্বরূপী হরিকে হিংসা করিবার জন্য সিংহস্থ অর্ব্বুদ-

মথ জগাহে মন্দমন্দং মহাত্মা হ্যসুরগণসমেতো বিশ্বরূপং জিঘাংসুঃ। ত্রিশিখমপরমুগ্রং গৃহ্য সন্দেশচেষ্টাদশনবিকৃতবক্ত্রো যোদ্ধুকামো হরিং সঃ॥ ১০৭

ইতি শ্রীস্কান্দে সমুদ্র মন্থনাখ্যানে দেবাসুরসংগ্রাম বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। ততো যুদ্ধমতীবাসীদসুরৈর্বিষ্ণুনা সহ। ততঃ সিংহাঃ সপক্ষাস্তে দর্শিতাঃ পরমাদ্ভুতাঃ॥ ১॥ অসুরৈরুহ্যমানাস্তে গরুত্মন্তং ব্যদারয়ন্। সিংহাস্তে দারিতাস্তেন খণ্ডশশ্চ বিদারিতাঃ॥ ২॥ বিষ্ণুনা চ তদা দৈত্যাশ্চক্রেণ শকলীকৃতাঃ। হতাংস্তানসুরান্ দৃষ্ট্বা কালনেমিঃ প্রতাপবান্॥ ৩॥ ত্রিশূলেনাহনদ্বিষ্ণুং রোষপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। তমায়ান্তঞ্চ জগৃহে মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ॥ ৪॥ করেণ বামেন জঘান লীলয়া তং কালনেমিং হ্যসুরং মহাবলম্। তেনৈব শূলেন সমাহতোঽসৌ মূর্চ্ছান্বিতোঽসৌ সহসা পপাত॥ ৫॥ পতিতঃ পুনরুত্থায় শনৈরুন্মীল্য লোচনে। পুরতঃ স্থিতমালোক্য বিষ্ণুং সর্ব্বগুহাশয়ম্॥ ৬॥ লব্ধসংজ্ঞোঽব্রবীদ্বাক্যং কালনেমির্মহাবলঃ। তব যুদ্ধং ন দাস্যামি নাস্তি লোকে স্পৃহা মম॥ ৭॥ যে যেঽসুরা হতা যুদ্ধে অক্ষয়ং লোকমাপ্নুয়ুঃ। ব্রহ্মণো বচনাৎ সদ্য ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতাঃ॥৮॥ ভুঞ্জতো বিবিধান্ ভোগান্ দেববদ্বিচরন্তি তে। ইন্দ্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বে সংসারে চ পতন্ত্যথ॥ ৯॥ তস্মাদ্ যুদ্ধেন মরণং ন কাঙ্ক্ষে ক্ষণভঙ্গুরম্। অন্যজন্মনি মে বীর বৈরভাবান্ন সংশয়ঃ। দাতুমর্হসি মে নাথ কৈবল্যং কেবলং পরম্॥ ১০॥ তথেতি দৈত্যপ্রবরো নিপাতিতঃ পরেণ পুংসা পরমার্থদেন। দত্ত্বাভয়ং দেবতানাং তদানীং তথা সুধাং দেবতাভ্যঃ প্রদত্ত্বা॥ ১১॥ কালনেমিহতো দৈত্যো দেবা জাতা হ্যকণ্টকাঃ। শল্যরূপো মহান্ সদ্যো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১২॥ তিরোধানং গতঃ সদ্যো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ। ইন্দ্রোঽপি কদনং কৃত্বা দৈত্যানাং পরমাদ্ভুতম্॥ ১৩॥ পতিতানাং

সংখ্যক মহাবল ক্রূরতর দৈত্যসেনা সমভিব্যাহারে আকাশে মন্দ মন্দ প্রসর্পণ করিতে লাগিল। ঐ সময় দশন দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশনে তদীয় বক্ত্র বিকৃত হইয়াছিল। যুদ্ধকামনায় অপর ত্রিকূটশিখরের ন্যায় হরিকে সে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। ১০১—১০৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর বিষ্ণুর সহিত অসুরগণের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন পক্ষশালী সিংহগণ সুসজ্জিত হইয়া পরম অদ্ভুতাকারে অবস্থিত হইলে অসুরগণ তাহাদের উপর আরোহণ করিল। পরে প্রথমেই সিংহদল বিষ্ণুবাহন গরুত্মান্‌কে বিদারিত করিতে লাগিল। গরুত্মানও সিংহসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিল। অনন্তর বিষ্ণু চক্রপ্রহারে দৈত্যদলকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ কালনেমি অসুরদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া রোষকষায়িত-নেত্রে ত্রিশূল দ্বারা বিষ্ণুকে আহত করিল। দৈত্য-নিক্ষিপ্ত ত্রিশূল আসিতেছে দেখিয়া অনাথপাতা বিষ্ণু তাহা বামকরে গ্রহণ করিলেন এবং লীলাক্রমে সেই ত্রিশূল দ্বারাই মহাবল কালনেমি অসুরকে আহত করিলেন। শূলাহত হইয়া কালনেমি সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূপতিত হইল। মহাবল কালনেমি পতিত হইয়াই পুনরায় উত্থিত হইল এবং ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখস্থ সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুকে দেখিয়া সংজ্ঞা-লাভান্তে বলিল,—হে বিষ্ণো! আমি আর যুদ্ধ করিব না; সংসারে আমার স্পৃহা নাই। যে সকল অসুর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারা অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মার কথানুসারে সদ্যই সেই নিহত অসুরদল ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইবে এবং বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া, দেবতার ন্যায় তাহারা বিচরণ করিবে, আবার যখন সময় হইবে, তখন ইন্দ্রের সহিত সকলেই সংসারে পতিত হইবে। অতএব আমি আর যুদ্ধ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মরণ কামনা করি না। হে বীর! হে নাথ! আপনি বৈরভাবে জন্মান্তরে আমাকে পরম কৈবল্য পদ প্রদান করিবেন। ১—১০। প্রার্থনানুসারে সেই পরমার্থদাতা পরম পুরুষ দৈত্যবর কালনেমিকে নিপাতিত করিয়া তৎকালে দেবগণকে অভয় ও অমৃত দান করিলেন। এইরূপে কালনেমি নিহত হইলে, দেবগণ নিষ্কণ্টক হইলেন। কালনেমি দেবগণের শল্যস্বরূপ ছিল; প্রভবিষ্ণু মহাবিষ্ণু তাহাকে সদ্যই নিপাতিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য-

ক্লীবরূপাণাং ভগ্নানাং ভীতচেতসাম্। মুক্তকচ্ছশিখানাঞ্চ চক্রে স কদনক্রিয়াম্॥ ১৪॥ অর্থশাস্ত্রপরো ভূত্বা মহেন্দ্রো দুরতিক্রমঃ। দৈত্যানাং কালরূপোহসৌ শচীপতিরুদারধীঃ॥ ১৫॥ এবং নিহন্যমানানামসুরাণাং শচীপতেঃ। নিবারণার্থং ভগবানাগতো নারদস্তদা॥ ১৬॥ নারদ উবাচ। যুদ্ধে হতাশ্চ যে বীরা হ্যসুরা রণমণ্ডলে। তেষামনু কথং কর্ত্তা ভীতানাঞ্চ বিহিংসনম্॥ ১৭॥ যে ভীতাংশ্চ প্রপন্নাংশ্চ ঘাতয়ন্তি মদোদ্ধতাঃ। ব্রহ্মঘ্নাস্তেহপি বিজ্ঞেয়া মহাপাতকসংযুতাঃ॥ ১৮॥ তস্মাত্ত্বয়া ন কর্ত্তব্যং মনসাপি বিহিংসনম্। এবমুক্তস্তদা শক্রো নারদেন মহাত্মনা॥১৯॥ সুরসেনান্বিতঃ সদ্য আগতো হি ত্রিবিষ্টপম্। তদা সর্ব্বে সুরগণাঃ সুহৃদস্তাশ্চ পরস্পরম্। বভুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ২০॥ তদা ইন্দ্রোহমরাবত্যাং সহ শচ্যাভিষেচিতঃ॥ ২১॥ দেবর্ষিপ্রমুখৈশ্চৈব ব্রহ্মর্ষিপ্রমুখৈস্তথা। শক্রোহপি বিজয়ং প্রাপ্তঃ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ॥ ২২॥ তদা মহোৎসবো বিপ্রা দেবলোকে মহানভূৎ। শঙ্খাশ্চ পটহাশ্চৈব মৃদঙ্গা মুরজা অপি। তথানকাশ্চ ভের্য্যশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্॥ ২৩॥ গায়কাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ। ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ॥ ২৪॥ এবং বিজয়মাপন্নঃ শক্রো দেবেশ্বরস্তদা। দৈবৈর্হতাস্তদা দৈত্যা পতিতাস্তে মহীতলে॥ ২৫॥ গতাসবো মহাত্মানো বলিপ্রমুখতো হ্যমী। তপস্তপ্তুং পুরা বিপ্রো ভার্গবো মানসোত্তরম্॥ ২৬॥ গতঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তস্মাদ্যুদ্ধং ন বেদ তৎ। অবশেষাশ্চ যে দৈত্যাস্তে গতা ভার্গবং প্রতি॥ ২৭॥ কথিতং বৈ মহদ্বৃত্তমসুরাণাং ক্ষয়াবহম্। নিশম্য মন্যুমাবিষ্টো হ্যাগতো ভৃগুনন্দনঃ॥ ২৮॥ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো ভূত্বা মৃতাংস্তানসুরানপি। বিদ্যয়া মৃতজীবিন্যা পতিতান সমজীবয়ৎ॥ ২৯॥ নিদ্রাপায়গতা যদ্বদুত্থিতাস্তে তদাসুরাঃ। উত্থিতঃ স বলিঃ প্রাহ ভার্গবং হ্যমিতদ্যুতিম্॥ ৩০॥ জীবিতেন কিমদ্যৈব মম নাস্তি প্রয়োজনম্। পাতিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ যথা কাপুরুষস্তথা॥ ৩১॥ বলিনোক্তং বচঃ শ্রুত্বা শুক্রো বচনমব্রবীৎ। মনস্বিনো হি যে শূরাঃ পতন্তি সমরে বুধাঃ॥ ৩২॥ যে শস্ত্রেণ

গণের উপর দারুণ উৎপীড়ন করিয়া পতিত, ক্লীব, ভগ্ন, ভীতচিত্ত, মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখ অসুরদিগের উপরও বিষম উৎপীড়ন করিলেন। দুরন্তবীর্য্য শচীপতি মহেন্দ্র উদারবুদ্ধি হইলেও অর্থশাস্ত্রের মতানুবর্ত্তী হইয়া দৈত্যগণের কালস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শচীপতি ঐরূপে অসুরদিগকে নিহত করিতে লাগিলে ভগবান্ নারদ তখন তাঁহাকে নিবারণ করিতে আসিলেন। নারদ কহিলেন,—যে সকল অসুরবীর যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহাদের হত্যাসাধনের পর কেন আবার ভীতদিগের হিংসা করিতেছ? দেখ, যাহারা মদোদ্ধত হইয়া ভীত বা শরণাপন্নদিগকে বিনাশ করে, তাহারা মহাপাতকী ব্রহ্মঘ্ন বলিয়াই বিদিত। অতএব তুমি মন দ্বারাও ঐ সকল ব্যক্তির হিংসা করিও না। মহাত্মা নারদ ইন্দ্রকে এই কথা কহিলে, ইন্দ্র সুরসেনাদলে অন্বিত হইয়া অবিলম্বে স্বর্গে আগমন করিলেন। তখন সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ স্ব স্ব সুহৃদ্গণসহ পরস্পর পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর প্রধান প্রধান বিপ্রর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে শচীসহ অমরাবতীর সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। এইরূপে ইন্দ্র শঙ্করের প্রসাদে বিজয়ী হইলেন। হে বিপ্রগণ! তখন দেবলোকে এক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। শঙ্খ, পটহ, মৃদঙ্গ, মুরজ, আনক, ভেরী, ও দুন্দুভি সকল যুগপৎ বাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরা প্রভৃতি গায়কদল গীত ও নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সিদ্ধ,চারণ ও গুহ্যকগণ স্তব করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্র বিজয়ী হইয়া দেবগণের অধিপতি হইলেন। এদিকে সুরগণের হস্তে নিহত দৈত্যদল তখন মহীতলে পতিত হইয়া রহিল। ১১—২৫। বলিপ্রমুখ মহাত্মা অসুরগণ সকলেই প্রাণহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিপ্র শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মানসোত্তর শৈলে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং সেই দারুণ যুদ্ধের বিবরণ তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ ভার্গবের নিকট গিয়া সেই ভীষণ অসুরক্ষয়কর যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণন করিল। ভৃগুনন্দন শুক্র সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দৈন্যপূর্ণমনে শিষ্যগণসহ সত্বর রণক্ষেত্রে আসিলেন,—আসিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে মৃত পতিত অসুরদিগকে উজ্জীবিত করিলেন। লোক যেমন নিদ্রার অপগমে উত্থিত হয়, তেমনি সেই অসুরেরা তখন উত্থিত হইল। দৈত্যরাজ বলি উত্থিত হইয়া অমিতদ্যুতি ভার্গবকে কহিলেন,—বাঁচিয়া কি হইবে? আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। আজ কি না ত্রিদশপতি আমাকে কাপুরুষবৎ পাতিত করিল! বলির

হতাঃ সদ্যো ম্রিয়মাণা ব্রজন্তি বৈ। ত্রিবিষ্টপং ন সন্দেহ ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ এবমাশ্বাসয়ামাস বলিনং ভৃগুনন্দনঃ। তপস্তেপে বিবিধং দৈত্যানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৪ ॥ তথা দৈত্যা গতাঃ সর্ব্বে ভৃগুণা চ প্রচোদিতাঃ। পাতালমবসন্ সর্ব্বে বলিমুখ্যাঃ সুখেন বৈ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভার্গবেণ মৃতদৈত্যসঞ্জীবনবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। রাজ্যং প্রাপ্তো হি দেবেন্দ্রঃ কথিতস্তে গুরুং বিনা। গুরোরবজ্ঞয়া জাতো রাজ্যভ্রংশো হি তস্য তু ॥ ১ ॥ কেন প্রণোদিতশ্চেন্দ্রো বভূব চিরমাসনে। তৎসর্ব্বং কথয়াশু ত্বং পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২ ॥ লোমশ উবাচ। গুরুণাপি বিনা রাজ্যং কৃতবান্ স শচীপতিঃ। বিশ্বরূপোক্তবিধিনা ইন্দ্রো রাজ্যে স্থিতো মহান্ ॥ ৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মসুতো বিপ্রা বিশ্বরূপো মহানৃপঃ। পুরোহিতোঽথ শক্রস্য যাজকশ্চাভবত্তদা ॥ ৪ ॥ তস্মিন্ যজ্ঞেঽবদানৈশ্চ যজনে অসুরান্ সুরান্। মনুষ্যাংশ্চৈব ত্রিশিরা অপরোক্ষং শচীপতেঃ ॥ ৫ ॥ দেবান্ দদাতি সাক্রোশং দৈত্যাংস্তূষ্ণীমথাদরাৎ। মনুষ্যান্মধ্যপাতেন প্রত্যহং স গ্রহান্ দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥ একদা তু মহেন্দ্রেণ সূচিতো গুরুলাঘবাৎ। অলক্ষ্যমাণেন তদা জ্ঞাতং তস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ৭ ॥ দৈত্যানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমবদানং প্রযচ্ছতি। অসৌ পুরোহিতোঽস্মাকং পরেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ ॥ ৮ ॥ ইতি মত্বা তদা শক্রো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। চিচ্ছেদ তচ্ছিরাংস্যেব তৎক্ষণাদভবদ্বধঃ ॥ ৯ ॥ যেনাকরোৎ সোমপানমজায়ন্ত কপিঞ্জলাঃ। ততোঽন্যেন সুরাপানাৎ কলবিঙ্কাভবন্মুখাৎ ॥ ১০ ॥ অন্যাননাদজায়ন্ত তিত্তিরা বিশ্বরূপিণঃ। এবং হতো বিশ্বরূপঃ শক্রেণ মন্দভাগিনা ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মহত্যা তদোদ্ভূতা দুর্দ্ধর্ষা চ ভয়াবহা। দুর্দ্ধর্ষা দুর্ম্মুখা দুষ্টা চণ্ডালরজসা-

---

কথা শ্রবণ করিয়া শুক্র বলিলেন,—যাঁহারা মনস্বী, বিজ্ঞ, বীর, তাঁহারাই রণে শস্ত্রাহত হইয়া সদ্য মৃত্যুমুখে পতিত ও স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকেন। ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, ইহা বেদের অনুশাসন; ভার্গব শুক্র এইরূপে বলিকে আশ্বাসিত করিয়া দৈত্যগণের সিদ্ধিজনক বিবিধ তপোনুষ্ঠান করিলেন। এদিকে বলিপ্রমুখ দৈত্যগণ ভার্গবের প্রেরণায় পাতালে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২৬—৩৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—বৃহস্পতি না থাকিলেও ইন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুকে অবমাননা করার জন্যই তাঁহার রাজ্যভ্রংশ ঘটিয়াছিল—একথা তুমি বলিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বৃহস্পতির অনুপস্থিতিতে কাহার প্রেরণায় ইন্দ্র রাজাসনে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; ইহা শুনিবার জন্য আমাদের বড় কৌতুহল হইয়াছে। তুমি এ সকল প্রকাশ করিয়া বল। লোমশ কহিলেন,—বৃহস্পতির সাহায্য বিনাও ইন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের বর্ণিত বিধি অনুসারেই তিনি স্বরাজ্যে অবস্থিত হন। হে বিপ্রগণ! বিশ্বরূপ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। তিনি একজন প্রধান পুরুষ। বিশ্বরূপ ইন্দ্রের পুরোহিত এবং যাজক হইয়াছিলেন। ইন্দ্রভবনে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তিনি সেখানে সে যজ্ঞ করিতেন, তাহাতে ইন্দ্রের অগোচরে অসুর, সুর, ও নর সকলকেই সৎকার করিতেন। বিশ্বরূপের অপর নাম ত্রিশিরা। তিনি দেবগণকে আক্রোশের সহিত, দৈত্যগণকে মনে মনে সাদরে এবং মনুষ্যদিগকে না আক্রোশ, না শ্রদ্ধা, এইভাবেই প্রত্যহ যজ্ঞভাগ দান করিতেন। একদা মহেন্দ্র গুরুর এই ক্রিয়াচাতুর্য্য অনুমান করিলেন এবং অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া তাঁহার সমুদয় কার্য্যকলাপ অবগত হইলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন,—আমাদের পুরোহিত মহাশয় দৈত্যগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবদান অর্পণ করিতেছেন; সুতরাং তিনি পরকেই ফলপ্রদানে উদ্যত। এইরূপ মনে করিয়া ইন্দ্র তখন শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বধকার্য্য সাধিত হইল। ১—৯। ত্রিশিরা যে মুখ দ্বারা সোমপান করিতেন, সেই মুখ হইতে কপিঞ্জলগণ, অন্য যে মুখে সুরাপান করিতেন, তাহা হইতে কলবিঙ্কগণ এবং তাঁহার অপর আনন হইতে তিত্তিরগণ প্রাদুর্ভূত হইল। মন্দভাগ্য শক্র এইরূপে বিশ্বরূপকে নিহত করিলে ভীষণ ব্রহ্মহত্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ ব্রহ্মহত্যা দুর্দ্ধর্ষ, অতি ভীষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্ট ও চণ্ডালরজে অন্বিত।

ন্বিতা ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। ইত্যোষামপ্যঘবতামিদমেব চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৩ ॥ নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ। ত্রিশিরা ধূম্রহস্তা সা শক্রং গ্রস্তুমুপাযযৌ ॥ ১৪ ॥ ততো ভয়েন মহতা পলায়নপরোঽভবৎ। পলায়মানং তং দৃষ্ট্বা হ্যনুযাতা ভয়াবহা ॥ ১৫ ॥ যতো ধাবতি সাধাবত্তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠতি। অঙ্গকৃতা যথা চ্ছায়া শক্রস্য পরিবেষ্টিতুম্। আয়াতি তাবৎ সহসা ইন্দ্রোঽপাপ্সু ন্যমজ্জত ॥ ১৬ ॥ শীঘ্রন্ত্বেন যথা বিপ্রাশ্চিরন্তনজলেচরঃ ॥ ১৭ ॥ এবং দিব্যশতং পূর্ণং বর্ষাণাঞ্চ শচীপতেঃ। বসতস্তস্য দুঃখেন তথা চৈব শতদ্বয়ম্। অরাজকং তদা জাতং নাকপৃষ্ঠে ভয়াবহম্ ॥ ১৮ ॥ তদা চিন্তান্বিতা দেবা ঋষয়োঽপি তপস্বিনঃ। ত্রৈলোক্যং চাপদাগ্রস্তং বভূব চ তদা দ্বিজাঃ ॥ ১৯ ॥ একোঽপি ব্রহ্মহা যত্র রাষ্ট্রে বসতি নির্ভয়ঃ। অকালমরণং তত্র সাধুনামুপজায়তে ॥ ২০ ॥ রাজা পাপযুতো যস্মিন্ রাষ্ট্রে বসতি তত্র বৈ। দুর্ভিক্ষঞ্চৈব মরণং তথৈবোপদ্রবা দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ভবন্তি বহবোঽনর্থাঃ প্রজানাং নাশহেতবে। তস্মাদ্ রাজ্ঞা তু কর্ত্তব্যো ধর্ম্মঃ শ্রদ্ধাপরেণ হি ॥ ২২ ॥ তথা প্রকৃতয়ো রাজ্ঞঃ শুচিত্বেন প্রতিষ্ঠিতাঃ ইন্দ্রেণ চ কৃতং পাপং তেন পাপেন বৈ দ্বিজাঃ। নানাবিধৈর্মহাতাপৈঃ সোপদ্রবমভূজ্জগৎ ॥ ২৩ ॥ শৌনক উবাচ। অশ্বমেধশতৈনৈব প্রাপ্তং রাজ্যং মহত্তরম্। দেবানামখিলং সূত কস্মাদ্বিঘ্নমজায়ত। শক্রস্য চ মহাভাগ যথাবৎ কথয়স্ব নঃ ॥ ২৪ ॥ সূত উবাচ। দেবানাং দানবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ। কর্ম্মৈব সুখদুঃখানাং হেতুভূতং ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রেণ চ কৃতং বিপ্রা মহদ্ভুতং জুগুপ্সিতম্। গুরোরবজ্ঞা চ কৃতা বিশ্বরূপবধঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥ গৌতমস্য গুরোঃ পত্নী সেবিতা তস্য তৎফলম্। প্রাপ্তং মহেন্দ্রেণ চিরং যস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া ॥ ২৭ ॥ যে হি দুষ্কৃতকর্ম্মাণো ন কুর্ব্বন্তি চ নিষ্কৃতিম্। দুর্দ্দশাং প্রাপ্নুবন্ত্যেতে যথৈবেন্দ্রঃ শতক্রতুঃ ॥ ২৮ ॥ দুষ্কৃতোপার্জ্জিতস্যাতঃ প্রায়শ্চিত্তং হি

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় এবং গুরু-স্ত্রীগমন এই সকল পাপে পাতকীদিগের শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণেই নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। কেননা, নাম উচ্চারণে তাহাতেই মন নিবিষ্ট হয়। যাহা হউক, সেই ধূম্রহস্তা ত্রিশিরার ব্রহ্মহত্যা অচিরে ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র বিষম ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পলায়মান দেখিয়া ভীষণা ব্রহ্মহত্যা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ইন্দ্র যেদিকে যান, ব্রহ্মহত্যাও সেইদিকে যায় এবং তিনি অবস্থান করিলে ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। স্বীয় দেহকৃত ছায়ার ন্যায় ঐ ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে বেষ্টন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ইন্দ্র ভীতিবশত সহসা জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন। হে বিপ্রগণ! ইন্দ্র এত শীঘ্র জলপ্রবেশ করিলেন যে, তাঁহাকে যেন এক চিরন্তন জলচর বলিয়াই মনে হইল। এইরূপে জলবাসে শচীপতির দিব্য শতবর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দুঃখের সহিত আরও দুইশত বর্ষ জলমধ্যে বাস করিলেন। তখন নাকপৃষ্ঠে ভয়ানক অরাজকতা দেখা দিল। তখন দেব, ঋষি ও তপস্বিগণ সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! ঐ সময় ত্রৈলোক্য বিষম আপদ্‌গ্রস্ত হইল। বস্তুতঃ একজনমাত্র ব্রহ্মহত্যাকারীও যে রাজ্যে নির্ভয়ে বাস করে, সেখানে সাধুজনের অকাল-মরণ ঘটিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে রাজ্যে পাপযুক্ত রাজা বাস করেন, তথায় দুর্ভিক্ষ, মারীভয় ও অন্যান্য প্রজানাশকর বহু উপদ্রব-অনর্থ উপস্থিত হয়। অতএব শ্রদ্ধাশীল হইয়া রাজার ধর্ম্মাচরণ করাই কর্ত্তব্য। রাজা পবিত্র হইলে তাঁহার প্রকৃতিমণ্ডলীও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। হে দ্বিজগণ! ইন্দ্র পাপ করিলেন, সেই পাপের ফলে জগৎ নানাবিধ মহাতাপ ও মহান্ উপদ্রবে আকুল হইয়া উঠিল। ১০—২৩। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! ইন্দ্র শত অশ্বমেধ করিয়া বিপুল বিশাল দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতে তাঁহার সহসা এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল কেন? হে মহাভাগ! আমাদিগের নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—দেব, দানব, বিশেষতঃ নরগণের সম্বন্ধে একমাত্র কর্ম্মই সুখ-দুঃখের হেতুভূত, সন্দেহ নাই। বিপ্রগণ! ইন্দ্র মহৎ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর প্রতি অবজ্ঞা এবং বিশ্বরূপের বধসাধন করেন। গুরু গৌতমের পত্নী অহল্যার প্রতি ইন্দ্র যে অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি চিরদিনের জন্য পাইয়াছিলেন। সেই ফলপ্রাপ্তির আর প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবিধান নাই। যে সকল দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি স্বকৃত দুষ্কার্য্যের প্রতিক্রিয়া না করে, তাহারা শতক্রতু ইন্দ্রের ন্যায়ই দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই জন্যই বিধি আছে যে, সর্ব্বপাপ প্রশমনের নিমিত্ত অর্জ্জিত দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত তৎক্ষণাৎ বৈধ-

তৎক্ষণাৎ। কর্ত্তব্যং বিধিবদ্বিপ্রাঃ সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে ॥ ২৯ ॥ উপপাতকমধ্যস্তং মহাপাতকতাং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে তেষাং পাপং বিনশ্যতি ॥ ৩১ ॥ প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তমং লোকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তস্মাদসৌ দুরাচারঃ প্রাপ্তো বৈ কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৩২ ॥ সম্প্রধার্য্য তদা সর্ব্বে লোকপালাস্ত্বরান্বিতাঃ। বৃহস্পতিমুপাগম্য সর্ব্বমাত্মনি ধিষ্ঠিতম্। কথয়ামাসুরব্যগ্রা ইন্দ্রস্য চ গুরুং প্রতি ॥ ৩৩ ॥ দেবৈরুক্তং বচো বিপ্রা নিশম্য চ বৃহস্পতিঃ। অরাজকঞ্চ সম্প্রাপ্তং চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৪ ॥ কিং কার্য্যং চাদ্য কর্ত্তব্যং কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। দেবানাং চাদ্য লোকানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩৫ ॥ মনসৈব চ তৎসর্ব্বং কার্য্যাকার্য্যং বিচার্য্য চ। জগাম শক্রং ত্বরিতো দেবৈঃ সহ মহাযশাঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রাপ্তো জলাশয়ং তঞ্চ যত্রাস্তে হি পুরন্দরঃ। যস্য তীরে স্থিতা হত্যা চণ্ডালীব ভয়াবহা ॥ ৩৭ ॥ তত্রোপবিষ্টাস্তে সর্ব্বে দেবা ঋষিগণান্বিতাঃ। আহ্বানঞ্চ কৃতং তস্য শক্রস্য গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ সমুত্থিতস্ততঃ শক্রো দদর্শ স্বগুরুং তদা। বাষ্পপূরিতবক্ত্রো হি বৃহস্পতিমভাষত ॥ ৩৯ ॥ প্রণিপত্য চ তত্রত্যান্ কৃতাঞ্জলিরভাষত। তদা দীনমুখো ভূত্বা মনসা সংবিমৃশ্য চ ॥ ৪০ ॥ স্বয়মেব কৃতং পূর্ব্বমজ্ঞানলক্ষণং মহৎ। অধুনৈব ময়া কার্য্যং কিং কর্ত্তব্যং বদ প্রভো ॥ ৪১ ॥ প্রহস্যোবাচ ভগবান্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ। পুরা ত্বয়া কৃতং যচ্চ তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥ মাঞ্চ উদ্দিশ্য ভো ইন্দ্র তস্যোগাদেব সঙ্ক্ষয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তং হি হত্যায়া ন দৃষ্টং স্মৃতিকারিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ অজ্ঞানতো হি যজ্জাতং পাপং তস্য প্রতিক্রিয়া। কথিতা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ সকামস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ সকামেন কৃতং পাপমকামং নৈব জায়তে। তাভ্যাং বিষয়ভেদেন প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥ মরণান্তো বিধিঃ কার্য্যো কামেন হি কৃতেন হি। অজ্ঞানজনিতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥

ভাবে করা কর্ত্তব্য। কেননা, উপপাতক দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে মহাপাতক হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য বিধি আছে, যে সকল নর প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের পাপ নষ্ট হয়। তাহারা নিঃসন্দেহ উত্তমলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ দুরাচার ইন্দ্র স্বীয় কর্ম্মের ফলই প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য লোকপালেরা তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত মনোগত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহারা অবিচলভাবে, গুরুর প্রতি ইন্দ্রকৃত ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিলেন। হে বিপ্রগণ! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি দেবগণের কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত অরাজকতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আর অকর্ত্তব্যই বা কি? কি করিলে দেব, ঋষি ও লোকদিগের এখন মঙ্গল হইবে? তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত কার্য্যাকার্য্য বিচার করিলেন—করিয়া সত্বর দেবগণসহ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। যে জলাশয় মধ্যে পুরন্দর অবস্থান করিতেছিলেন, মহাযশা বৃহস্পতি সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চণ্ডালীর ন্যায় ভীষণ ব্রহ্মহত্যা সেই জলাশয়ের তীরেই অবস্থান করিতেছিল। দেব, ঋষি, এবং স্বয়ং বৃহস্পতি তখন জলাশয়ের তীরে উপবেশনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে ইন্দ্র উত্থিত হইয়াই স্বীয় গুরু বৃহস্পতিকে দর্শন করিলেন। তখন দেখিবামাত্র তাঁহার বক্ত্র বাষ্পে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বৃহস্পতিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তথাগত সকলকেই কৃতাঞ্জলিকরে কহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ সেকালে দৈন্যপূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে স্বীয় কৃতকার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি অজ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্বে এক গুরুতর কার্য্য করিয়াছিলাম। এখনও আমি আর এক গুরুতর কার্য্য করিয়াছি। হে প্রভো! এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বলুন? ২৪—৪১। উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথায় হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—তুমি আমার প্রতি পূর্ব্বে যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলে, সেই কর্ম্মেরই এই ফল। হে ইন্দ্র! একমাত্র ভোগ দ্বারাই ইহার ক্ষয় নিশ্চিত। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিকারগণের মতে কিছুই নাই। যে পাপ অজ্ঞানত উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাহারই প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তাহার আর প্রতিক্রিয়া নাই। জ্ঞানকৃত পাপ কখন অজ্ঞানকৃত পাপের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বিষয়ভেদে ঐ উভয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপের মরণান্তই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অজ্ঞান-জনিত পাপে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অতএব তুমি স্বয়ং যখন একজন ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ বিজ্ঞ পুরো-

তস্মাত্ত্বয়া কৃতং যচ্চ স্বয়মেব হতো দ্বিজঃ। পুরোহিতশ্চ বিদ্বাংশ্চ তস্মান্নাস্তি প্রতিক্রিয়া॥ ৪৭॥ যাবন্মরণমপ্নোতি তাবদপ্সু স্থিরো ভব॥ ৪৮॥ শতাশ্বমেধসংজ্ঞঞ্চ যৎফলং তব দুর্ম্মতে। তন্নষ্টং তৎক্ষণাদেব ঘাতিতো হি দ্বিজো যদা॥ ৪৯॥ সচ্ছিদ্রে চ যথা তোয়ং ন তিষ্ঠতি ঘটেঽণ্বপি। তথৈব সুকৃতং পাপে হীয়তে চ প্রদক্ষিণম্॥ ৫০॥ তস্মাচ্চ দৈবসংযোগাৎ প্রাপ্তং স্বর্গাদিকঞ্চ যৈঃ। যথোক্তং তদ্ভবেত্তেষাং ধর্ম্মিষ্ঠানাং ন সংশয়ঃ॥ ৫১॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শক্রো বচনমব্রবীৎ। কুকর্ম্মণা মদীয়েন প্রাপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৫২॥ অমরাবতীমাশু ত্বং গচ্ছ দেবর্ষিভিঃ সহ। লোকানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে দেবানাঞ্চ বৃহস্পতে। ইন্দ্রং কুরু মহাভাগ যস্তে মনসি রোচতে॥ ৫৩॥ যথা মৃতস্তথাহং বৈ ব্রহ্মহত্যাবৃতো মহান্। রাগদ্বেষসমুত্থেন পাপেনাস্মি পরিপ্লুতঃ॥ ৫৪॥ তস্মাত্ত্বরান্বিতা যূয়ং দেবরাজানমাশু বৈ। কুর্ব্বন্তু মদনুজ্ঞাতাঃ সত্যং প্রতিবদামি বঃ॥ ৫৫॥ এবমুক্তাস্তদা সর্ব্বে বৃহস্পতি-পুরোগমাঃ। এত্যামরাবতীং তূর্ণং পুরন্দরবিচেষ্টিতম্। কথয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শচীং প্রতি যথা তথা॥ ৫৬॥ রাজ্যস্য হেতোঃ কিং কার্য্যং বিমৃশন্তঃ পরস্পরম্॥ ৫৭॥ এবং বিমৃশ্যমানানাং দেবানাং তত্র নারদঃ। যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষিরমিতদ্যুতিঃ॥ ৫৮॥ উবাচ পূজিতো দেবান্ কস্মাদ্যূয়ং বিচেতসঃ। তেনোক্তাঃ কথয়ামাসুঃ সর্ব্বং শক্রস্য চেষ্টিতম্॥ ৫৯॥ গতমিন্দ্রস্য চেন্দ্রত্বমেনসা পরমেণ তু। ততঃ প্রোবাচ তান্ দেবান্ দেবর্ষির্নারদো বচঃ॥ ৬০॥ যূয়ং দেবাশ্চ সর্ব্বজ্ঞাস্তপসা বিক্রমেণ চ। তস্মাদিন্দ্রো হি কর্ত্তব্যো নহুষঃ সোমবংশজঃ॥ ৬১॥ সোঽস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাপ্যস্ত্বরিতেনৈব নির্জ্জরাঃ। একোনমশ্বমেধানাং শতং তেন মহাত্মনা। কৃতমস্তি মহাভাগা নহুষেণ চ যজ্বনা॥ ৬২॥ শচ্যা শ্রুতঞ্চ তদ্বাক্যং নারদস্য মুখোদ্গতম্। গতান্তঃপুরমব্যগ্রা বাষ্পপূরিতলোচনা॥ ৬৪॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবা হ্যমোদয়ন্॥ ৬৪॥ নহুষং রাজ্যমারোঢ়ুমৈকপদ্যেন তে যদা। আনীতো

হিতকে বিনাশ করিয়াছ, তখন এ পাপের আর প্রতিক্রিয়া নাই। যতদিনে না মরণ ঘটে, তাবৎ তুমি এই জলমধ্যেই স্থির হইয়া থাক। হে দুর্ম্মতে! তোমার যে শতাশ্বমেধসংজ্ঞক ফল ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হইয়াছে—যখন তুমি ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছ। যেমন সচ্ছিদ্র ঘটে একটুকুমাত্র জল থাকে না, তেমনি পাপাত্মার সকল সুকৃতই ক্ষয় পাইয়া যায়। অতএব দেখ, যাঁহারা দৈবঘটনায় স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়াই তাঁহাদের সে ফল বিহিত হইয়াছে—নিশ্চিতই। ইন্দ্র বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমার কুকর্ম্মবশেই এ ফল, আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে বৃহস্পতে! আপনি দেব ও ঋষিগণসহ সত্বর রাজধানী অমরাবতীতে গমন করুন। সেখানে গিয়া সুর ও নরলোকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত—হে মহাভাগ! আপনার যাঁহাকে অভিরুচি হয়, তাঁহাকেই ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি ব্রহ্মহত্যায় আচ্ছন্ন হইয়া মৃতব্যক্তির ন্যায়ই রহিয়াছি। রাগদ্বেষ-জনিত পাপতাপে সর্ব্বদাই আমি পরিতপ্ত আছি। অতএব আপনারা মদীয় অনুজ্ঞানুসারে সত্বর একজনকে দেবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করুন। এ কথা আমি আপনাদিগকে সত্যই বলিতেছি। ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবঋষিগণ সত্বর অমরাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অব্যগ্রভাবে পুরন্দরকৃত সমস্ত ব্যবহারই শচীর নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিলেন। এদিকে রাজ্যরক্ষার জন্য কি করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় লইয়া দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে অমিতদ্যুতি দেবর্ষি নারদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার সৎকার করিলেন। তিনি দেবগণকে কহিলেন,—কেন তোমরা বিমনা হইয়াছ? তাঁহার কথাবসানে দেবগণ ইন্দ্রকৃত সমস্ত কার্য্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন; বলিলেন,—উৎকট পাপে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গিয়াছে। তখন দেবর্ষি নারদ দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা সর্ব্বজ্ঞ এবং তপস্যায় ও বিক্রমে অতুলনীয়; অতএব তোমরা চন্দ্রবংশাবতংস নহুষকেই ইন্দ্রপদে বরণ কর। এ কার্য্যে বিলম্ব করিও না। এ রাজ্যে সত্বর তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। হে নির্জ্জরগণ! শ্রবণ করুন,—সেই মহাত্মা নহুষ একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।৪২—৬২। তখন নারদের মুখোচ্চারিত এই বাক্য শচীর কর্ণে প্রবেশ করিল। নারদের কথায় তাঁহার নেত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি ধীরভাবে অন্তঃপুরের দিকে গমন করিলেন। এদিকে কিন্তু নারদের সেই কথা শুনিয়া সমগ্র দেবমণ্ডলীই অনুমোদন করিলেন। অনন্তর যখন দেবগণ নহুষকেই রাজপদে স্থাপন

হি তদা রাজা নহুষো হ্যমরাবতীম্ ॥ ৬৫ ॥ রাজ্যং দত্তং মহেন্দ্রস্য সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ। তদাগস্ত্যাদয়ঃ সর্ব্বে নহুষং পর্য্যুপাসত ॥ ৬৬ ॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা বিদ্যাধরমহোরগাঃ। যক্ষাঃ সুপর্ণাঃ পতগা যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৬৭ ॥ তদা মহোৎসবো জাতো দেবপুর্য্যাং নিরন্তরঃ। শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ॥ ৬৮ ॥ গায়কাশ্চ জগুস্তত্র তথা বাদ্যানি বাদকাঃ। নর্ত্তকা ননৃতুস্তত্র তথা রাজা-মহোৎসবে ॥ ৬৯ ॥ অভিষিক্তস্তদা তত্র বৃহস্পতি-পুরোগমৈঃ ॥ ৭০ ॥ অর্চ্চিতো দেবসূক্তৈশ্চ যথা-বদ্গ্রহপূজনম্। কৃতবাংশ্চৈব ঋষিভির্বিদ্বদ্ভির্ভাবিতা-ত্মভিঃ ॥ ৭১ ॥ তথা চ সর্ব্বৈঃ পরিপূজিতো মহান্ রাজা সুরাণাং নহুষস্তদানীম্। ইন্দ্রাসনে চেন্দ্রসমান-রূপঃ সংস্তূয়মানঃ পরমেণ বর্চ্চসা ॥ ৭২ ॥ সুগন্ধ-দীপৈশ্চ সুবাসসা যুতোঽলঙ্কারভোগৈঃ সুবিরাজি-তাঙ্গঃ। বভৌ তদানীং নহুষো মুনীন্দ্রৈঃ সংস্তূয়মানো হি তথামরেন্দ্রৈঃ ॥ ৭৩ ॥ ইতি পরমকলান্বিতোঽসৌ সুরমুনিবরগণৈশ্চ পূজ্যমানঃ। নহুষনৃপবরোঽভব-ত্তদানীং হৃদি মহতা হৃচ্ছয়েন তপ্তঃ ॥ ৭৪ ॥ নহুষ উবাচ। ইন্দ্রাণী কথমদ্যৈব নায়াতি মম সন্নিধৌ। তামাহ্বয়ত শীঘ্রং ভো মা বিলম্বিতুমর্হথ ॥ ৭৫ ॥ নহুষস্য বচঃ শ্রুত্বা বৃহস্পতিরুদারধীঃ। শচীভবন-মাসাদ্য উবাচ চ সবিস্তরম্ ॥ ৭৬ ॥ শক্রস্য দুর্নিমি-ত্তেন হ্যানীতো নহুষোঽত্র বৈ। রাজ্যার্থে ভামিনি ত্বঞ্চ অর্দ্ধাসনগতা ভব ॥ ৭৭ ॥ শচী প্রহস্য প্রোবাচ বৃহস্পতিমকল্মষম্। অসৌ ন পরিপূর্ণো হি যজ্ঞৈঃ শক্রাসনে স্থিতঃ। একোনমশ্বমেধানাং শতং কৃত-মনেন বৈ ॥ ৭৮ ॥ তস্মান্ন যোগ্যো মাং প্রাপ্তুং তত্ত্বতো হি বিমৃশ্যতাম্। যদি মাং সাভিলাষো হি পরস্ত্রিয়মচেতনঃ। অবাহ্যবাহনেনৈব অত্রাগত্য লভেত মাম্ ॥ ৭৯ ॥ তথেতি গত্বা ত্বরিতো বৃহস্পতি-রুবাচ তম্। নহুষং কামসন্তপ্তং শচ্যোক্তঞ্চ যথা-

---

করিবার জন্য আনয়ন করিলেন, তখন রাজা নহুষ অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে সমস্ত সুর ও মহর্ষিরা মহেন্দ্রের রাজ্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তখন অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ সেই নহুষের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধর, মহোরগ, এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীরা সকলেই তাঁহার সেবাকার্য্যে নিরত হইল। সেই হইতে দেবনগরে নিরন্তর মহোৎসব চলিতে লাগিল। শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি সকল এককালে বাদিত হইতে লাগিল। গায়কেরা গান করিতে লাগিল, বাদক-দল বাজাইতে লাগিল এবং নর্ত্তকগণ নৃত্যকার্য্যে নিরত হইল। সেই রাজ্যমহোৎসবে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বৃহস্পতিপ্রমুখ প্রধান প্রধান স্বর্গবাসীরা নহুষের অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। তাঁহারা দেবসূক্ত দ্বারা নহুষের অর্চ্চনা করিলেন। নহুষ ভাবিতাত্মা বিধিজ্ঞ ঋষিগণ দ্বারা স্বীয় মঙ্গলার্থ যথাযথ গ্রহার্চ্চনাদি করাইলেন। অনন্তর নহুষ সুরগণের মহারাজ হইয়া সকলেরই নিকট পূজা পাইতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রাসনে ইন্দ্রতুল্যরূপে সমাসীন হইলে সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তিনি পরম প্রভাবে দেদীপ্যমান হইলেন। সুগন্ধ দীপপ্রভা, সুন্দর বস্ত্র ও নানা অলঙ্কার দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুশোভিত হইল। অমরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নহুষ তখন সমধিক বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি পরম কলায় অন্বিত হইলেন; সুর-মুনিগণ তাঁহার সৎকার করিতে লাগিলেন। নৃপবর নহুষ এই-ভাবে স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার হৃদয় প্রবল মন্মথানলে তপ্ত হইতে লাগিল। নহুষ কহিলেন,—ইন্দ্রাণী এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট আসিতেছেন না কেন? ওহে, তোমরা সত্বর তাঁহাকে আহ্বান কর, বিলম্ব করিও না; নহুষের বাক্য শুনিয়া উদারধী বৃহস্পতি শচীর আবাসে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সবিস্তর সমস্ত কথাই কহিলেন। তিনি বলিলেন,—হে ভামিনি! ইন্দ্রের দুর্লক্ষণ ঘটনায় রাজ্য রক্ষার্থ নহুষকে এইখানে আনয়ন করা হই-য়াছে। তুমি এক্ষণে তাঁহার অর্দ্ধাসনভাগিনী হও। ৬৩—৭৭। শচী হাস্যপূর্ব্বক অনঘ বৃহস্পতিকে বলিলেন,—এই যিনি এক্ষণে ইন্দ্রাসনে সমাসীন হইয়াছেন, ইঁহার সমস্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। ইনি মাত্র একোন শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব ঐ রাজা আমাকে পাইবার এখনও বাস্তবিক যোগ্য হন নাই। এ সম্বন্ধে তিনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। অথবা আমি পরস্ত্রী; অজ্ঞানবশে তিনি যদি আমার প্রতি একান্তই অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাহনের যাহা অযোগ্য, তাদৃশ বাহনযোগে এখানে আগমন করিলেই তিনি আমাকে লাভ করিতে পারি-বেন। বৃহস্পতি 'তথাস্তু' বলিয়া সত্বর নহুষের নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সেই কাম-সন্তপ্ত নহুষকে শচী-কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা

তথম্ ॥ ৮০ ॥ তথেতি মত্বা রাজাসৌ নহুষঃ কাম-মোহিতঃ। বিমৃশ্য পরয়া বুদ্ধ্যা অবাহ্যং কিং প্রশস্যতে ॥ ৮১ ॥ স বুদ্ধ্যা চ চিরং স্মৃত্বা ব্রাহ্মণাশ্চ তপস্বিনঃ। অবাহ্যাশ্চ ভবন্ত্যস্মাদাত্মানং বাহয়ামাহম্ ॥ ৮২ ॥ দ্বাভ্যাঞ্চ তস্যাঃ প্রাপ্ত্যর্থমিতি মে হৃদি বর্ত্ততে। শিবিকাঞ্চ দদৌ তাভ্যাং দ্বিজাভ্যাং কামমোহিতঃ ॥ ৮৩ ॥ উপবিশ্য তদা তস্যাং শিবিকায়াং সমাহিতঃ। সর্প সর্পেতি বচনান্নোদয়ামাস তৌ তদা ॥ ৮৪ ॥ অগস্ত্যঃ শিবিকাবাহী ততঃ ক্রুদ্ধোহশপন্নৃপম্। বিপ্রাণামবমন্তা ত্বমুন্মত্তোহজগরো ভব ॥ ৮৫ ॥ শাপোক্তিমাত্রতো রাজা পতিতো ব্রাহ্মণস্য হি। তত্রৈবাজগরো ভূত্বা বিপ্রশাপো দুরত্যয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ যথা হি নহুষো জাতস্তথা সর্ব্বেহপি তাদৃশাঃ। বিপ্রাণামবমানেন পতন্তি নিরয়েহশুচৌ ॥ ৮৭ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পদং প্রাপ্য বিচক্ষণৈঃ। অপ্রমত্তৈর্নরৈর্ভাব্যমিহামুত্র চ লব্ধয়ে ॥ ৮৮ ॥ তথৈব নহুষঃ সর্পো জাতোহরণ্যে মহাভয়ে। এবং চৈবাভবত্তত্র দেবলোকে হ্যরাজকম্ ॥ ৮৯ ॥ তথৈব তে সুরাঃ সর্ব্বে বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ। অহো বত মহৎ কষ্টং প্রাপ্তং রাজ্ঞা হ্যনেন বৈ ॥ ৯০ ॥ ন মর্ত্ত্যলোকো ন স্বর্গো জাতো হ্যস্য দুরাত্মনঃ। সতামবজ্ঞয়া সদ্যঃ সুকৃতং দগ্ধমেব হি ॥ ৯১ ॥ যাজ্ঞিকো হ্যপরো লোকে কথ্যতাঞ্চ মহামুনে। তদোবাচ মহাতেজা নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৯২ ॥ যযাতিঞ্চ মহাভাগা আনয়ধ্বং ত্বরান্বিতাঃ। দেবদূতাস্ত বৈ তূর্ণং যযাতিং ক্রতুমানয়ন্ ॥ ৯৩ ॥ বিমানমারুহ্য তদা মহাত্মা যযৌ দিবং দেবদূতৈঃ সমেতঃ। পুরস্কৃতো দেববরৈস্তদানীং তথোরগৈর্যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈঃ ॥ ৯৪ ॥ আয়াতঃ সোহমরাবত্যাং ত্রিদশৈরভিতোষিতঃ। ইন্দ্রাসনে চোপবিষ্টো বভাসে চ স সত্বরম্ ॥ ৯৫ ॥ নারদেনৈবমুক্তস্তু ত্বং রাজা যাজ্ঞিকো হ্যসি। সতামবজ্ঞয়া প্রাপ্তো নহুষো দন্দশূকতাম্ ॥ ৯৬ ॥ যে প্রাপ্নুবন্তি ধর্ম্মিষ্ঠা দৈবেন পরমং পদম্। প্রাক্তনে-

---

নহুষ কাম-মোহিত হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে সেই কথার অনুমোদন করিলেন এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিযোগে ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ যান অবাহ্য বলিয়া প্রশস্ত আছে? তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক বহুকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন,—তপস্বী ব্রাহ্মণেরাই অবাহ্য; অতএব তাঁহাদের দ্বারাই আমি নিজেকে বহন করাই। শচীকে পাইবার নিমিত্ত দুইটী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। এই বলিয়া কামমোহিত নহুষ দুইজন ব্রাহ্মণের স্কন্ধে শিবিকা দান করিলেন এবং সেই শিবিকায় নিরাকুলচিত্তে উপবেশন-পূর্ব্বক চল, চল, বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রণোদিত করিতে লাগিলেন। দুইজন শিবিকাবাহকের মধ্যে একজন বাহক অগস্ত্য মুনি। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎকালে নহুষকে এইরূপ অভিসম্পাত করিকরিলেন যে, তুমি মদমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা করিতেছ; অতএব অজগর হইয়া অবস্থান কর। ব্রাহ্মণের শাপোক্তি মাত্র রাজা স্বর্গ হইতে পতিত ও অজগররূপে পরিণত হইলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের শাপ একান্তই দুরপনেয়। রাজা নহুষের ন্যায় অন্যান্য লোকেরাও বিপ্রাবমাননায় অপবিত্র নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ নরগণ গৌরবের পদপ্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ প্রযত্ন সহকারে অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করিবেন। যাহা হৌক, ওদিকে ভীষণ মহারণ্যমধ্যে নহুষ সর্প হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্গে এই ঘটনায় অরাজকতা উপস্থিত হইল। সুরগণ সকলেই বিস্মিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—আহা! এই রাজা মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুরাত্মার না স্বর্গ, না মর্ত্ত্য, কোন লোকই ঘটিল না! বস্তুতঃ সৎলোকের অবমাননায় সুকৃতরাশি সদ্যই দগ্ধ হইয়া যায়।৭৮—৯১। যাহা হৌক, হে মহামুনে! মর্ত্ত্যলোকে অপর কোন যাজ্ঞিক আছেন কি না? আপনি এখন তাহা বলুন? মহাতেজা মুনিবর নারদ তখন বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা সত্বর যযাতিকে আনয়ন করুন। অনন্তর দেবদূতগণ সত্বর গিয়া সেই যযাতিকে লইয়া আসিল। মহাত্মা যযাতি দেবদূতগণ সহ মিলিত হইয়া তৎকালে বিমানারোহণে স্বর্গরাজ্যে আগমন করিলেন। সেখানে প্রধান প্রধান দেবগণ এবং উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ সে সময় তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনয়ন করিলেন। যযাতি অমরাবতীতে আগমন করিলে, দেবগণ নানারূপে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। যযাতি ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমধিক সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! তুমি একজন যাজ্ঞিক রাজা। সাধুগণের অবমাননা করিয়া এখনকার পূর্ব্বরাজা নহুষ সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি দৈবক্রমে উত্তম পদ প্রাপ্ত হন,

নৈব মূঢ়াস্তে ন পশ্যন্তি শুভাশুভম্ ॥ ৯৭ ॥ পতন্তি নরকে ঘোরে স্তব্ধা বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ যযাতিরুবাচ। যৈঃ কৃতং চামিতং পুণ্যং তেষাং বিঘ্নঃ প্রজায়তে। অল্পকম্বেন দেবর্ষে বিদ্ধি সর্ব্বং পরং মম ॥ ৯৯ ॥ মহাদানানি দত্তানি অন্নদানযুতানি চ। গোদানানি বহুন্যেব ভূমিদানযুতানি চ ॥ ১০০ ॥ তথৈব সর্ব্বাণ্যপি চোত্তমানি দানানি চোক্তানি মনীষিভির্যদা। এতানি সর্ব্বাণি ময়া তদৈব দত্তানি কালে চ মহাবিধানতঃ ॥ ১০১ ॥ যজ্ঞৈরিষ্টং বাজপেয়াতিরাত্রৈর্জ্যোতিষ্টোমৈ রাজসূয়াদিভিশ্চ। শাস্ত্রপ্রোক্তৈরশ্বমেধাদিভিশ্চ যূপৈরেষালঙ্কৃতা ভূঃ সমন্তাৎ ॥ ১০২ ॥ দেবদেবো জগন্নাথ ইষ্টো যজ্ঞৈরনেকশঃ। গালবায় পুরা দত্তা কন্যা স্বেষা চ মাধবী ॥ ১০৩ ॥ পত্নীত্বেন চতুর্ভ্যশ্চ দত্তাঃ কন্যা মুনে তদা। গালবস্য গুরোরর্থে বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১০৪ ॥ এবম্ভূতান্যনেকানি সুকৃতানি ময়া পুরা। মহান্তি চ বহুন্যেব তানি বক্তুং ন পার্য্যতে ॥ ১০৫ ॥ ভূয়ঃ পৃষ্টঃ সর্ব্বদেবৈঃ স রাজা কৃতং সর্ব্বং শুপ্তমেবং যথার্থম্। বিজ্ঞাতুমিচ্ছাম যথার্থতোঽপি সর্ব্বে বয়ং শ্রোতুকামা যযাতে ॥ ১০৬ ॥ বচো নিশম্য দেবানাং যযাতিরমিতদ্যুতিঃ। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং পুণ্যশেষং যথার্থতঃ ॥ ১০৭ ॥ কথিতং সর্ব্বমেতচ্চ নিঃশেষং ব্যাসবত্তদা। স্বপুণ্যকথনেনৈব যযাতিরপতদ্ভুবি ॥ ১০৮ ॥ তৎক্ষণাদেব সর্ব্বেষাং সুরাণাং তত্র পশ্যতাম্। এবমেব তথা জাতমরাজকমতন্দ্রিতম্ ॥ ১০৯ ॥ অন্যো ন দৃশ্যতে লোকে যাজ্ঞিকো যো হি তত্র বৈ। শক্রাসনেঽভিষেকার্থং শ্রূয়তাং হি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১০ ॥ সর্ব্বে সুরাশ্চ ঋষয়োঽথ মহাফণীন্দ্রা গন্ধর্ব্বযক্ষখগচারণকিন্নরাশ্চ। বিদ্যাধরাঃ সুরগণাপ্সরসাং গণাশ্চ চিন্তাপরাঃ সমভবন্ মনুজাস্তথৈব ॥ ১১১

ইতি শ্রীস্কান্দে নহুষশাপযযাতিভূপপুণ্যক্ষয়বৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। ততঃ শচী তান্ প্রোবাচ বাচং ধর্ম্মার্থসংযুতাম্। মা চিন্তা ক্রিয়তাং দেবা বৃহস্পতি-

---

তাঁহারা তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্মগুণেই বিমূঢ় হইয়া শুভাশুভ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন না। তাহাদিগকে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় ঘোর নরকেই নিপতিত হইতে হয়। যযাতি কহিলেন,—হে দেবর্ষে! যাঁহারা অপরিমিত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বল্প মাত্রেই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। জানিবেন—আমি যে কিছু করিয়াছি, সে সকলই উত্তম। আমি অন্নদান সহ মহাদান সকল এবং ভূমিদান সহ গোদান সকল, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল উত্তম দানের কথা মনীষিগণ বলিয়াছেন, সে সমস্ত দানই যথাকালে মহাসমারোহে করিয়াছি। বাজপেয়, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম, রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ এবং অসংখ্য যূপ দ্বারা এই ভূমি আমি অলঙ্কৃত করিয়াছি। দেবদেব জগন্নাথ আমার নিকট অনেকবার যজ্ঞানুষ্ঠানে অর্চ্চিত হইয়াছেন। আমি গালবের করে পুরাকালে মাধবীনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি। গালবের গুরু ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিমিত্ত চারিজন ঋষিকে চারিটী কন্যা তাঁহাদের পত্নীরূপে দান করিয়াছি। হে মুনে! পুরকালে আমি এইরূপ অনেক সুকৃত অর্জ্জন করিয়াছি। সেই সকল সুকৃত এত বহুল ও এত মহৎ যে, আমি সমস্ত বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সমুদয় দেবগণ পুনরায় রাজা যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! আপনার যে সকল গুপ্ত পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহাও আমরা যথাযথ জানিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করি। অমিতদ্যুতি যযাতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সমস্ত পুণ্যাবশেষ যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপে যযাতি স্বীয় অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্য বিস্তৃতরূপে নিজমুখে প্রকাশ করিলেন। তখন স্বীয় পুণ্য-কথনে যযাতি তৎক্ষণাৎ দেবগণের সমক্ষে স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে স্বর্গে আবার অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইন্দ্রাসনে অভিষেক করা যায়, এরূপ কোন যাজ্ঞিক ব্যক্তিকেই তখন আর ভূলোকে দেখিতে পাওয়া গেল না। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রবণ করুন,—তৎকালে সমস্ত সুর, ঋষি, নাগেন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, খগ, চারণ, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, এবং নরগণ, সকলেই রাজার অভাবে বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ৯২—১১১।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর শচী দেবগণকে এইরূপ ধর্ম্মার্থোচিত বাক্য বলিলেন যে, হে বৃহস্পতি-

পুরোগমাঃ ॥ ১ ॥ গচ্ছন্ত ত্বরিতাঃ সর্ব্বে শক্রং দ্রষ্টুং বিচক্ষণাঃ। ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহসৌ যত্রাস্তে সুর-সত্তমঃ ॥ ২ ॥ বহুনাং কারণেনৈব বিশ্বরূপো হি মন্দধীঃ। হতস্তেন মহেন্দ্রেণ সর্ব্বৈঃ সোহপি নিরা-কৃতঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিশ্চ গন্তব্যং যত্র স প্রভুঃ। অবজ্ঞা হি কৃতা পূর্ব্বং মহেন্দ্রেণ ভবানঘ ॥ ৪ ॥ অবজ্ঞামাত্রক্রুদ্ধেন ত্বয়া শপ্তঃ পুরন্দরঃ। তথৈব শাপিতশ্চাসি ময়া ত্বং হি বৃহস্পতে ॥ ৫ ॥ নির-স্তোহপি হি তস্মাত্ত্বমবসানপরো ভব ॥ ৬ ॥ যথা মদর্থ-মানীতৌ শক্রে জীবতি তাবুভৌ। ত্বয়ি জীবতি ভো ব্রহ্মন্ কার্য্যং তব করিষ্যতি ॥ ৭ ॥ কোহপি সৌভাগ্যবান্ লোকে তব ক্ষেত্রে জনিষ্যতি। পুত্রং বিখ্যাতনামানমত্র নৈবাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং সুরৈঃ সার্দ্ধং শক্রমানয় মা চিরম্। প্রয়াসি ত্বরিতো নো চেৎ পুনঃ শাপং দদামি তে ॥ ৯ ॥ শচ্যোক্তং বচনং শ্রুত্বা সুরৈঃ সার্দ্ধং জগাম সঃ। পুরন্দরং গতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহত্যাভিপীড়িতম্ ॥ ১০ ॥ সরসস্তীর-মাসাদ্য তে শক্রং চাভ্যবন্দয়ন্। দৃষ্টাঃ শক্রেণ তে সর্ব্বে তদা হ্যপ্সু স্থিতেন বৈ ॥ ১১ ॥ উবাচ দেবান্ দেবেশঃ কস্মাদ্যূয়মিহাগতাঃ। অহং হি পাতকগ্রস্তো ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতঃ। অপ্সু তিষ্ঠামি ভো দেবা একাকী তপসান্বিতঃ ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বে দেবাঃ শতক্রতোঃ। উচুর্বিহ্বলিতা এনং দেবরাজানমদ্ভুতম্ ॥ ১৩ ॥ এতাদৃশং ন বাচ্যং তে পরেষামুপকারতঃ। কৃতং ত্বয়ৈব যৎকর্ম্ম বিশ্বরূপবধাদিকম্ ॥ ১৪ ॥ বিশ্ব-কর্ম্মসুতেনৈব কৃতং যাজনমদ্ভুতম্। যেন দেবাঃ ক্ষয়ং যান্তি ঋষয়োহপি মহাপ্রভাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ধতস্ত্বয়া দেব পরেষামুপকারতঃ। ততঃ সর্ব্বে বয়ং প্রাপ্তাস্ত্বাং নেতুমমরাবতীম্ ॥ ১৬ ॥ এবং বিবদমানেষু দেবেষু চ তদাব্রবীৎ। ব্রহ্মহত্যা ত্বরাযুক্তা দেবেন্দ্রং বরয়া-ম্যহম্ ॥ ১৭ ॥ তদা বৃহস্পতির্বাক্যমুবাচ সহসৈব তু ॥ ১৮ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। বাসার্থঞ্চ করিষ্যামঃ স্থানানি

প্রমুখ দেবগণ! আপনারা চিন্তা করিবেন না। আপ-নারা সত্বর সকলেই ইন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করুন—যথায় সেই দেববর ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া আছেন। নানা কারণে মহেন্দ্র সেই মন্দবুদ্ধি বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেবগণও তাঁহাকে নিরাকৃত করিয়াছেন। অতএব যেখানে সেই প্রভু আছেন, আপনারা সকলেই তথায় গমন করুন। হে অনঘ বৃহস্পতে! মহেন্দ্র পূর্ব্বে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, অবজ্ঞা মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আপনি তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। হে বৃহস্পতে! এই কারণে আমিও আপনাকে শাপ দিয়াছিলাম। তাহাতে আপনি প্রত্যাখ্যাত ও অপ-মানিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, ইন্দ্র জীবিত সত্ত্বেও আমার নিমিত্ত দুইজন কল্পিত ইন্দ্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আমি এখন সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলি-তেছি, এ জগতে কোন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ আপ-নার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবেন। আপনার জীবদ্দশায় তিনিই আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আপনার সেই পুত্র যে একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি হইবেন, সে পক্ষে সন্দেহ কিছুই নাই। অতএব আপনি সুরগণ সহ গমন করুন—গিয়া, সত্বর ইন্দ্রকে আন-য়ন করুন। আপনি যদি ইন্দ্রকে আনিবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রয়াণ না করেন, তাহা হইলে পুনরায় আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব। বৃহস্পতি শচীর বাক্য শুনিয়া সুরগণ সহ সে স্থান পরিত্যাগ করি-লেন এবং যথায় সেই ব্রহ্মহত্যা-পীড়িত পুরন্দর অব-স্থান করিতেছিলেন, সেই সরোবরতীরে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রকে অভি-বাদন করিলেন। জলমধ্যগত ইন্দ্র ঐ সময় দেব-গণকে দেখিয়া বলিলেন,—কি জন্য তোমরা এ স্থানে আগমন করিয়াছ? পাপগ্রস্ত ও ব্রহ্মহত্যায় পরি-পীড়িত হইয়া একাকী আমি জলমধ্যে তপস্যাবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। দেবগণ শতক্রতুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিহ্বলভাবে দেবরাজকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। বিশ্ব-রূপের হত্যা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আপনি করিয়া-ছেন, তাহা পরের উপকারার্থই করা হইয়াছে। বিশ্ব-কর্ম্মনন্দন বিশ্বরূপ এক অদ্ভুত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভাব দেব ও ঋষিগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেন। আপনি দেব-ঋষিগণের ক্ষয় নিবা-রণের জন্যই বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছেন। হে দেব! এ কার্য্যে আপনার পরোপকারই হইয়াছে। যাহা হোক, সকলেই আমরা আপনাকে অমরাব-তীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।১—১৬। দেব-গণ এই প্রকার বলিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মহত্যা ত্বরান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—আমি দেবেন্দ্রকে বরণ করিয়াছি। তখন বৃহস্পতি সহসা এই বাক্য বলি-লেন যে, হে ব্রহ্মহত্যে! তোমার বাসের নিমিত্ত সম্প্রতি আমরা স্থান নিরূপণ করিয়া দিব। এই

তব সাম্প্রতম্। প্রসান্ত্বিতা তদা হত্যা দেবৈস্তৎ-কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥ বিমৃশ্য সর্ব্বে বিভজুশ্চতুর্দ্ধা হত্যাং সুরাস্তে ঋষয়ো মনীষিণঃ। যক্ষাঃ পিশাচা উরগাঃ পতঙ্গাস্তথা চ সর্ব্বে সুরসিদ্ধচারণাঃ ॥ ২০ ॥ আদৌ ক্ষমাং প্রতি তদা উচুঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ। হে ক্ষমেঽংশস্ত্বয়া গ্রাহ্যো হত্যায়াঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ২১ ॥ সুরাণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ধরিত্রী কম্পিতাবদৎ। কথং গ্রাহ্যো ময়া হ্যংশো হত্যায়াস্তদ্বিমৃশ্যতাম্ ॥ ২২ ॥ অহং হি সর্ব্বভূতানাং ধাত্রী বিশ্বং ধরাম্যহম্। অপবিত্রা ভবিষ্যামি এনসা সংবৃতা ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥ পৃথ্ব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃহস্পতিরুবাচ তাম্। মা ভৈষীশ্চারুসর্ব্বাঙ্গি নিষ্পাপাসি ন চান্যথা ॥ ২৪ ॥ যদা যদুকুলে শ্রীমান্ বাসুদেবো ভবিষ্যতি। তদা তৎপদবিন্যাসাৎ নিষ্পাপা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৫ ॥ কুরু বাক্যং ত্বমস্মাকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তা পৃথিবী তেষাং নিষ্পাপা সাকরোদ্বচঃ। ততো বৃক্ষান্ সমাহূয় সর্ব্বে দেবাব্রুবন্ বচঃ ॥ ২৭ ॥ হত্যাংশো হি গ্রহীতব্যো ভবদ্ভিঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে। এবমুক্তাব্রুবন্ বৃক্ষা দেবান্ সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ বয়ং সর্ব্বে তথাভূতাস্তাপসানাং ফলপ্রদাঃ। তদা হত্যান্বিতাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি তপস্বিনঃ ॥ ২৯ ॥ পাপিনো হি মহাভাগাস্তস্মাৎ সর্ব্বং বিমৃশ্যতাম্। তদা পুরোধসা চোক্তাঃ সর্ব্বে বৃক্ষাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥ মা চিন্তা ক্রিয়তাং সর্ব্বৈঃ প্রসাদাচ্চ শতক্রতোঃ। ছেদিতাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ হ্যনেকাংশত্ব-মাগতাঃ ॥ ৩১ ॥ ততো বিটপিনো নিত্যং যূয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ। ইত্যুক্তাস্তে তদা সর্ব্বৈর্গৃহ্নন্ হত্যাং বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥ ততো হ্যপঃ সমাহূয় উচুঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ। অস্তিশ্চ গৃহ্যতামদ্য হত্যাংশঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥ তদা হ্যাপো মিলিত্বাথ উচুঃ সর্ব্বাঃ পুরোধসম্। যানি কানি চ পাপানি তথা দুশ্চরিতানি চ ॥ ৩৪ ॥ অস্মৎসম্পর্কসম্বন্ধাৎ স্নান-শৌচাশনাদিভিঃ। পুনন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে পাপেন পরিবেষ্টিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তাসাং বচনমাকর্ণ্য বৃহস্পতি-রুবাচ হ। মা ভয়ং ক্রিয়তামাপ এনসা ত্বস্তরেণ হি ॥ ৩৬ ॥ আপঃ পুনন্তু সর্ব্বেষাং চরাচরনিবাসিনাম্। তদা স্ত্রিয়ঃ সমাহূয় বৃহস্পতিরুবাচ হ ॥ ৩৭ ॥ অদ্যৈব

বলিয়া দেবগণ আপনাদের কার্য্যগৌরবে ব্রহ্মহত্যাকে সান্ত্বনা দান করিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মহত্যাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন সমস্ত সুর, মনীষি-ঋষি, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, পতঙ্গ, সিদ্ধ ও চারণ—অগ্রে ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন,—হে ধরিত্রি! তুমি আমাদের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যার অংশ গ্রহণ কর। সুরগণের বাক্য শুনিয়া ধরিত্রী কম্পিতকায়ে কহিলেন,—আমি কিরূপে হত্যার অংশ গ্রহণ করিব? তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। আমি সর্ব্বভূতের ধরিত্রী, এই বিশ্ব ধারণ করি; আমার দেহ অত্যধিক পাপ-পরি-ব্যাপ্ত হইলে, আমি অপবিত্র হইব। পৃথিবীর সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে চারুগাত্রি! তুমি ভয় করিও না, তুমি নিষ্পাপ হইবে, এ কথার অন্যথা হইবে না। দেখ, যখন যদুকুলে শ্রীমান্ বাসুদেব আবির্ভূত হইবেন, তখন তাঁহার পদবিন্যাসে তুমি পবিত্র হইবে। অতএব আমাদের বাক্য রক্ষা কর, এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ করিও না। বৃহস্পতি এই কথা কহিলে, নিষ্পাপ পৃথিবী দেবী তাঁহাদের বাক্য পালন করিলেন। অনন্তর বৃক্ষগণকে আহ্বান করিয়া দেবগণ বলিলেন,—আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমাদিগকে হত্যার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবগণ এই কথা কহিলে, বৃক্ষ সকল আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিল,—আমরা সকলে তাপসদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকি, এক্ষণে যদি হত্যান্বিত হই, তাহা হইলে মহাভাগ তপস্বীরাও পাপস্পৃষ্ট হইবেন। অতএব এ সম্বন্ধে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তখন বৃহস্পতি সমস্ত সমাগত বৃক্ষদিগকে বলিলেন,—শতক্রতুর প্রসাদে তোমরা চিন্তা কিছুই করিও না। তোমরা যদিও ছেদিত হও, তথাপি বহুলাংশেই পরিণত হইবে, অনন্তর বিটপান্বিত হইয়া নিত্য তোমরা বিরাজ করিবে। বৃহস্পতির এই কথায় বৃক্ষগণ তখন আংশিকভাবে ব্রহ্মহত্যা গ্রহণ করিল। ১৭—৩২। অনন্তর দেবগণ জলরাশিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তোমরাও অদ্য হত্যার অংশ গ্রহণ কর। তখন সকল জল মিলিত হইয়া একযোগে ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া বৃহ-স্পতিকে বলিল,—যে কিছু পাপ বা যে কিছু দুষ্কার্য্য আছে, আমাদিগের সম্পর্কে—স্নান, শৌচ ও পানাদি দ্বারা পাপাক্রান্ত প্রাণিগণ সে সকল হইতে পরিত্রাত হইয়া পবিত্র হয়। জলরাশির বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে জলরাশে! তোমরা দুস্তর পাপ হইতে ভয় করিও না; চরাচরবাসী সকলকেই জলরাশি পবিত্র করিবে। অনন্তর বৃহস্পতি স্ত্রী-গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—সকলের কার্য্য

গ্রাহ্যো হত্যাংশঃ সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। নিশম্য তদ্‌গুরোর্ব্বাক্যমূচুঃ সর্ব্বাশ্চ যোষিতঃ॥ ৩৮॥ পাপমাচরতে যোষা তেন পাপেন নান্যথা। লিপ্যন্তে বহবঃ পক্ষা ইতি বেদানুশাসনম্॥ ৩৯॥ শ্রুতমস্তি ন তে কিঞ্চিদ্ধে পুরোধো বিমৃশ্যতাম্। যোষিদ্ভিঃ প্রোচ্যমানোঽপি উবাচাথ বৃহস্পতিঃ॥ ৪০॥ মা ভয়ং ক্রিয়তাং সর্ব্বাঃ পাপাদস্মাৎ সুলোচনাঃ। ভবিষ্যাণাং তথান্যেষাং ভবিষ্যতি ফলপ্রদঃ। হত্যাংশো যো হি সর্ব্বাসাং যথাকামিত্বমেব চ॥ ৪১॥ এবমংশাশ্চ হত্যায়াশ্চত্বারঃ কল্পিতাঃ সুরৈঃ। নিবাসমকরোৎ সদ্যস্তেষু তেষু দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪২॥ নিষ্পাপো হি তদা জাতো মহেন্দ্রো হ্যভিষেচিতঃ। দেবপুর্য্যাং সুরগণৈস্তথৈব ঋষিভিঃ সহ॥ ৪৩॥ শচ্যা সমেতো হি তদা পুরন্দরো বভূব বিশ্বাধিপতির্ম্মহাত্মা। দেবৈঃ সমেতো হি মহানুভাবৈর্ম্মুনীশ্বরৈঃ সিদ্ধগণৈস্তদানীম্॥ ৪৪॥ তদাগ্নয়ঃ শোভনা বায়বশ্চ সর্ব্বে গ্রহাঃ সুপ্রভাঃ শান্তিযুক্তাঃ। জাতাঃ সদ্যঃ পৃথিবী শোভমানা তথাদ্রয়ো মণিপ্রভবা বভূবুঃ॥ ৪৫॥ প্রসন্নানি তথা হ্যাসন্মনাংসি চ মনস্বিনাম্॥ ৪৬॥ নদ্যশ্চামৃতবাহিন্যো বৃক্ষা হ্যাসন্ সদাফলাঃ। অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো বভূবুশ্চামৃতোপমাঃ॥ ৪৭॥ ঐকপদ্যেন সর্ব্বেষামিন্দ্রলোকনিবাসিনাম্। বভূব পরমোৎসাহো মহামোদকরস্তথা॥ ৪৮॥ লোমশ উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে ত্বষ্টা দৃষ্ট্বা চেন্দ্রমহোৎসবম্। বভূব রুষিতোঽতীব পুত্রশোকপ্রপীড়িতঃ॥ ৪৯॥ জগাম নির্ব্বেদপরস্তপস্তপ্তুং সুদারুণম্। তপসা তেন সন্তুষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৫০॥ ত্বষ্টারমব্রবীত্তুষ্টো বরং বরয় সুব্রত। তদা বব্রে বরং ত্বষ্টা সর্ব্বলোকভয়াবহম্। বরং পুত্রো হি দাতব্যো দেবানাং হি ভয়াবহঃ॥ ৫১॥ তথেতি চ বরো দত্তো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। বরদানাৎ সদ্য এব বভূব পুরুষস্তদা॥ ৫২॥ বৃত্রনামাঙ্কিতস্তত্র দৈত্যো হি পরমাদ্ভুতঃ। ধনুষাং শতমাত্রং হি প্রত্যহং ববৃধেঽসুরঃ॥ ৫৩॥ পাতালান্নির্গতা দৈত্যা যে পুরামৃতমন্থনে। ঘাতিতাঃ সুরসঙ্ঘৈশ্চ ভৃগুণা জীবিতাস্তথা॥ ৫৪॥ সর্ব্বং মহীতলং ব্যাপ্তং তেনৈকেন মহাত্মনা॥ ৫৫॥ তদা সর্ব্বেঽপি ঋষয়ো

সিদ্ধির নিমিত্ত এখনি তোমরা হত্যাংশ গ্রহণ কর। গুরুবাক্য গ্রহণ করিয়া যোষিদ্‌বৃন্দ বলিল,—স্ত্রীলোক পাপাচরণ করে, সে পাপে বহু পুরুষই লিপ্ত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই বেদের অনুশাসন। হে সুরপুরোহিত! আপনি কি ইহার কিছুই শ্রবণ করেন নাই? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সুবিচার করুন। যোষিদ্‌গণ এই কথা কহিলে বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুলোচনাগণ! এই পাপ হইতে তোমরা ভয় করিও না। ইহা অন্যান্য ভবিষ্য পুরুষদিগের ফলপ্রদ হইবে। এই হত্যাংশই যোষিদ্‌গণের স্বেচ্ছাচারিত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্তিই শাস্ত্রবিধি। নারীগণ ঐ বিধি মানিয়া চলিলেই ভবিষ্য পুরুষদিগের মঙ্গল হইবে। উহাতে বর্ণসঙ্করতা নিবৃত্তি পাইবে। দেবগণ এইরূপে ব্রহ্মহত্যার চারি অংশ কল্পনা করিলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ সেই সেই আধারে বাস করিতে লাগিল। তখন মহেন্দ্র নিষ্পাপ হইয়া সুর ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক দেবপুরে অভিষিক্ত হইলেন। মহাত্মা পুরন্দর অনন্তর শচীসহ বিশ্বাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহানুভব দেব, মুনি ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তৎকালে অগ্নি ও বায়ু সুশোভন; গ্রহসকল সুপ্রভ ও শান্তিযুক্ত; পৃথিবী সমৃদ্ধিশালিনী; অদ্রিগণ মণিময়; মনস্বীদিগের মন প্রসন্ন; নদী সকল অমৃতবাহিনী; বৃক্ষ সকল সদা ফলজনক; এবং ওষধি সকল অকৃষ্টপচ্য হইয়া অমৃতোপম হইল। ইন্দ্রলোকনিবাসী সমস্ত ব্যক্তিই একযোগে পরমানন্দকর মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিল। ৩৩—৪৮। লোমশ কহিলেন,—ইত্যবসরে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রাভিষেকের মহোৎসব দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয় পুত্রশোকে নিপীড়িত হইতে লাগিল। তিনি নির্ব্বিণ্ণভাবে তীব্র তপস্যাচরণের জন্য গমন করিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ কর। তখন বিশ্বকর্ম্মা এক সর্ব্বলোকভীষণ বর প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—আমাকে আপনি পুত্রবর প্রদান করুন। আমার সেই পুত্র যেন দেবগণের ভয়ঙ্কর হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বর দান করিলেন। বরদানের ফলে সদ্যই এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষের নাম বৃত্র। এই বৃত্র এক পরমাদ্ভুত দৈত্য। সে প্রতিদিন শতধনু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে অমৃত মন্থনকালে যে সকল অসুর মৃত হইয়াছিল এবং শুক্রাচার্য্য যাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তখন সেই সমস্ত অসুরেরা পাতাল হইতে উত্থানপূর্ব্বক তৎসহ মিলিত হইল। এই মহাত্মা দৈত্য একাকী সমস্ত মহীতল ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ঋষি-তপস্বিদিগকে সে তখন

বধ্যমানাস্তপস্বিনঃ। ব্রহ্মাণং ত্বরিতাঃ সর্ব্বে উচু-র্ব্যসনমাগতম্ ॥ ৫৬ ॥ তদা চেন্দ্রাদয়ো দেবা গন্ধর্ব্বাঃ সমরুদ্গণাঃ। ব্রহ্মণা কথিতং সর্ব্বং ত্বষ্টুশ্চৈতচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫৭ ॥ ভবদ্বধার্থং জনিতস্তপসা পরমেণ তু। বৃত্রো নাম মহাতেজাঃ সর্ব্বদৈত্যাধিপো মহান্ ॥ ৫৮ ॥ তথাপি যত্নঃ ক্রিয়তাং যথা বধ্যো ভবেদসৌ। নিশম্য ব্রহ্মণো বাক্যমূচুর্দ্দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবা উচুঃ। যদা ইন্দ্রো হি হত্যায়া বিমুক্তঃ স্থাপিতো দিবি। তদাস্মাভিরকার্য্যং বৈ কৃতমস্তি দুরাসদম্ ॥ ৬০ ॥ শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণ্যনেকানি সঙ্ক্ষিপ্তানি হ্যবুদ্ধিতঃ। দধীচস্যাশ্রমে ব্রহ্মন্ কিং কার্য্যং করবামহে ॥ ৬১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্ বাক্যং দেবান্ ব্রহ্মা তদাব্রবীৎ। চিরং স্থিতানি বিজ্ঞায়াগচ্ছধ্বং তানি বৈ সুরাঃ ॥ ৬২ ॥ গত্বা দেবাস্তদা সর্ব্বে নাপশ্যন্ স্বং স্বমায়ুধম্। পপ্রচ্ছুশ্চ দধীচিং তে সোঽব্রবীন্নৈব বেদ্ম্যহম্ ॥ ৬৩ ॥ পুনর্ব্রহ্মাণমাগত্য উচুঃ সর্ব্বে মুনের্বচঃ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ তদা দেবান্ সর্ব্বেষাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। তস্যাস্থীন্যেব যাচধ্বং প্রদাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং শক্রো বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ বিশ্বরূপো হতো দেব দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। এক এব তদা ব্রহ্মন্ পাপিষ্ঠোঽহং কৃতঃ সুরৈঃ ॥ ৬৭ ॥ তথা পুরোধসা চৈব নিঃশ্রীকস্তৎক্ষণাৎ কৃতঃ। দিষ্ট্যা পরময়া চাহং প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্ ॥ ৬৮ ॥ দধীচং ঘাতয়িত্বা বৈ তস্যাস্থীনি বহূন্যপি। অস্ত্রাণি তানি ভগবন্ কৃতানি হ্যশুভানি বৈ ॥ ৬৯ ॥ ত্বষ্ট্রা হি জনিতো যো বৈ বৃত্রো নামৈষ দৈত্যরাট্। কথং তং ঘাতয়াম্যেবং সততং পাপভীরুণা। শক্রেণোক্তং নিশম্যাথ ব্রহ্মা বাক্যমুবাচ হ ॥ ৭০ ॥ অর্থশাস্ত্রপরে-ণৈব বিধিনা তমবোধয়ৎ। আততায়িনমায়ান্তং ব্রাহ্মণং বা তপস্বিনম্। হন্তুকামং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। দধীচস্য বধাদ্-ব্রহ্মন্নহং ভীতো ন সংশয়ঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবধাৎ সত্যং মহদেনো ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥ অতো ন কার্য্যমস্মাভি-র্ব্রাহ্মণানাস্তু হেলনম্। হেলনাদ্বহবো দোষা ভবি-

---

উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব্ব-গণ ও অন্যান্য দেবগণ মিলিত হইয়া সত্বর ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের ব্যসনবার্ত্তা নিবেদন লেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—এ সকল ব্যসনবিধান বিশ্বকর্ম্মারই কর্ম্ম। হে ইন্দ্র! তোমার বধের জন্য বিশ্বকর্ম্মা পরম তপস্যাবলে বৃত্র নামে এক মহা-তেজা মহাদৈত্যকে উৎপাদন করিয়াছেন। ঐ দৈত্যাধিপতি সহজে বধ্য না হইলেও তাহার বধের জন্য সর্ব্বথা যত্ন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিলেন,—যখন হত্যাবিমুক্ত ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তখন আমাদিগের এক অতি বড় অকার্য্য করা হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! আমরা অজ্ঞতাবশতঃ দধীচমুনির আশ্রমে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে সে সম্বন্ধে আমরা কি করিব? সেই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র অনেকদিন ধরিয়া সেস্থানে আছে, জানিয়া তোমরা সেখানে গমন কর। তৎ-শ্রবণে দেবগণ দধীচমুনির আশ্রমে গিয়া স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন দধীচমুনির নিকট তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি কিছুই জানি না। তখন দেবগণ পুনরায় ব্রহ্মার নিকট আসিয়া মুনির কথা কহিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন,—সকলের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমরা সেই দধীচমুনির অস্থি প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিবেন। ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া শক্র কহিলেন,—হে দেব! আমি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছিলাম, তাহাতেই দেবগণ আমায় তখন পাপিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমার পুরোহিত বৃহস্পতিও আমায় তৎক্ষণাৎ শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে আমি এক্ষণে নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে যদি দধীচ-মুনিকে বিনাশ করিয়া তাঁহার বহু অস্থি দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করি, তাহা হইলে হে ভগবন্! আমা দ্বারা অনেক পাপই অনুষ্ঠিত হইবে। এই দৈত্যরাজ বৃত্রকে বিশ্বকর্ম্মা উৎপাদন করিয়াছেন। ইহাকে আমি কি করিয়া বধ করি? সর্ব্বদা পাপভীরু ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তচ্ছ্রবণে অর্থশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে তাঁহাকে প্রবোধিত করি-লেন; বলিলেন,—আততায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা তপস্বী, যাহাই হউন, হত্যার অভিপ্রায়ে আগমন করিলে, তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। ৪৯—৭১। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দধীচমুনিকে বধ করিতে আমি নিশ্চিতই ভীত হই-তেছি। আমার মনে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মবধে আমার প্রচুর পাপ সঞ্চিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মণাবহেলন করা, আমাদের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণকে

ন্ত্যন্তি ন চান্যথা ॥ ৭৩ ॥ অদৃষ্টং পরমং ধর্ম্ম্যং বিধিনা পরমেণ হি। কর্ত্তব্যং মনসা চৈবং পুরুষেণ বিজানতা ॥ ৭৪ ॥ নিঃস্পৃহং তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মা হ্যুবাচ তম্। শক্র স্ববুদ্ধ্যা বর্ত্তস্ব দধীচিং গচ্ছ সত্বরম্ ॥ ৭৫ ॥ যাচস্ব তস্য চাস্থীনি দধীচেঃ কার্য্যগৌরবাৎ। গুরুণা সহিতঃ শক্রো দেবৈঃ সহ সমন্বিতঃ ॥ ৭৬ ॥ তথেতি গত্বা তে সর্ব্বে দধীচস্যাশ্রমং শুভম্। নানাসত্ত্বসমাযুক্তং বৈরভাববিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৭ ॥ মার্জ্জারমূষকাশ্চৈব পরস্পরমুদান্বিতাঃ। ঐকপদ্যেন সিংহাশ্চ গজিন্যঃ কলভৈঃ সহ ॥ ৭৮ ॥ তথা জাত্যশ্চ বিবিধাঃ ক্রীড়াযুক্তাঃ পরস্পরম্। নকুলৈঃ সহ সর্পাশ্চ ক্রীডাযুক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৭৯ ॥ এবংবিধান্যনেকানি হ্যাশ্চর্য্যাণি তদাশ্রমে। পশ্যন্তো বিবুধাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৮০ ॥ অথাসনে মুনিশ্রেষ্ঠং দদৃশুঃ পরমাস্থিতম্। তেজসা পরমেণৈব ভ্রাজমানং যথা রবিম্ ॥ ৮১ ॥ বিভাবসুং দ্বিতীয়ং বা সুবর্চ্চঃসহিতং তদা। যথা ব্রহ্মা হি সাবিত্র্যা তথাসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৮২ ॥ তং প্রণম্য ততো দেবা বচনং চেদমব্রুবন্। ত্বং দাতা ত্রিষু লোকেষু ত্বৎসকাশমিহাগতাঃ ॥ ৮৩ ॥ নিশম্য বচনং তেষাং দেবানাং মুনিরব্রবীৎ। কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে বদধ্বং তৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রযচ্ছামি ন সন্দেহো নান্যথা মম ভাষিতম্। তদোচুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে দধীচিং স্বার্থকামুকাঃ ॥ ৮৫ ॥ ভয়ভীতা বয়ং বিপ্র ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ত্রাতারং ত্বাং সমাকর্ণ্য ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্ ॥৮৬॥ সম্প্রাপ্তা বিদ্ধি তৎসর্ব্বং দাতুমর্হোহথ সুব্রত ॥ ৮৭ ॥ নিশম্য বচনং তেষাং কিং দাতব্যং তদুচ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥ ততো দেবাব্রুবন বিপ্র দৈত্যানাং নিধনায় নঃ। শস্ত্রনির্ম্মাণকার্য্যার্থং ভবাস্থীনি প্রযচ্ছ বৈ ॥ ৮৯ ॥ প্রহস্যোবাচ বিপ্রর্ষিস্তিষ্ঠধ্বং ক্ষণমেব হি। স্বয়মেব ত্বহং দেবাস্ত্যক্ষ্যাম্যদ্য কলেবরম্ ॥ ৯০ ॥ ইত্যুক্ত্বা তানথো পত্নীং সমাহূয় সুবর্চ্চসম্। প্রোবাচ স মহাতেজাঃ শৃণু দেবি শুচিস্মিতে ॥ ৯১ ॥ অস্থ্যর্থং যাচিতো দেবৈস্ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্। ব্রহ্মলোকং ব্রজাম্যদ্য

অবহেলা করিলে বহু দোষ ঘটিবে; অন্যথা কখন হইবে না। অতএব বিজ্ঞ পুরুষ মন দ্বারা পরম বিধিযোগে ধর্ম্মসঙ্গত পরম অদৃষ্টফলেরই সঞ্চয় করিবেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের সেই নিস্পৃহতাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে শক্র! বুদ্ধি স্থির কর। সত্বর দধীচির নিকট যাও। সেখানে গিয়া কার্য্যের গুরুত্বনিবন্ধন দধীচির অস্থি সকল প্রার্থনা কর। অনন্তর বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবগণসহ ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া দধীচির রম্য আশ্রমে গমন করিলেন; দেখিলেন,—ঐ আশ্রম নানাজাতীয় জন্তুসঙ্কুল, ঐ সকল জন্তুর মধ্যে বৈরিভাব নাই। মার্জ্জার এবং মূষিক, সিংহ এবং হস্তিনী ও হস্তি-শাবক, ইহারা পরস্পর মুদিতমনে বিবিধ ক্রীড়া করিতেছে। নকুলের সহিত সর্পগণ ও বিবিধ ক্রীড়ায় নিরত রহিয়াছে। দেবগণ দধীচির আশ্রমে এবম্বিধ বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি স্বীয় পরমাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ তেজে রবির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণের মনে হইল,—যেন দ্বিতীয় বিভাবসুই বিরাজ করিতেছেন। যেমন সাবিত্রী-সমভিব্যাহারী ব্রহ্মা, তেমনি পত্নী সুবর্চ্চার সহিত সেই মুনিসত্তম অবস্থিত। দেবগণ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—মুনিবর ত্রিলোকে আপনি বিখ্যাত দাতা; সেই জন্য আপনার নিকট আমরা আগমন করিলাম। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দধীচমুনি বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন, অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া বলুন; আপনাদের প্রার্থিত বস্তু আমি নিশ্চয়ই প্রদান করিব। আমার কথা অন্যথা হইবে না। তখন স্বার্থকামী দেবগণ সকলেই একযোগে দধীচিকে বলিলেন,—হে বিপ্র! আমরা শত্রুভয়ে ভীত হইয়াছি; তাই ভবদ্দর্শনে আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের এই ভয়ে আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে সুব্রত! জানিবেন,—আমরা সেই জন্যই আসিয়াছি। আপনি আমাদের প্রার্থিত বিষয় দান করুন।৭২—৮৭। দধীচি দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমাকে কি প্রদান করিতে হইবে বলুন! দেবগণ কহিলেন,—হে বিপ্র! দৈত্যগণের বধসাধনের জন্য আমরা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিব; সেই জন্য আপনি আমাদিগকে আপনার অস্থি সকল প্রদান করুন। বিপ্রর্ষি দধীচি তখন হাস্য করিয়া কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি নিজেই নিজের এই কলেবর পরিহার করিব। দেবগণকে এই কথা কহিয়া দধীচিমুনি পত্নী সুবর্চ্চাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবি! শুচিস্মিতে! দেবগণ আমার অস্থির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাই আমি

পরমেণ সমাধিনা ॥ ৯১ ॥ ময়ি যাতে ব্রহ্মলোকং ত্বং স্বধর্ম্মেণ তত্র মাম্। প্রাপ্স্যস্যেব ন সন্দেহো বৃথা চিন্তাঞ্চ মা কৃথাঃ ॥ ৯৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা তাং সপত্নীং স প্রেষয়ামাস চাশ্রমম্। ততো দেবাগ্রতো বিপ্রঃ সমাধিমগমত্তদা ॥ ৯৪ ॥ সমাধিনা পরেণৈব বিসৃজ্য স্বং কলেবরম্। ব্রহ্মলোকং গতঃ সদ্যঃ পুনর্নাবর্ত্ততে যতঃ ॥ ৯৫ ॥ দধীচিনামা মুনিবৃন্দবর্য্যঃ শিবপ্রিয়ঃ শিবদীক্ষাভিযুক্তঃ। পরোপকারার্থমিদং কলেবরং শীঘ্রং স বিপ্রোহত্যজদাত্মনা তদা ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবীভার্থনয়া দধীচের্যোগেন স্বদেহ-বর্জ্জনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ। ততঃ সর্ব্বে সুরগণা দৃষ্ট্বা তং বিলয়ং গতম্। চিন্তয়ন্তঃ সুরগণাঃ কথঞ্চ বিদধ্যামহে ॥ ১ ॥ সুরভীং চাহ্বয়িত্বাথ তদোবাচ শচীপতিঃ। কলেবরং দধীচস্য লিহাস্বং বচনান্মম ॥ ২ ॥ তথেতি চ বচো মত্বা তৎক্ষণাদেব লিহ্য তৎ। নির্ম্মাংসঞ্চ কৃতং সদ্যস্তয়া ধেন্বা কলেবরম্ ॥ ৩ ॥ জগৃহুস্তানি চাস্থীনি চক্রুঃ শস্ত্রাণি বৈ সুরাঃ। তস্য বংশোদ্ভবং বজ্রং শিরো ব্রহ্মশিরস্তথা ॥ ৪ ॥ অন্যানি চাস্থীনি বহূনি তস্য ঋষেস্তদানীং জগৃহুঃ সুরাশ্চ। তথা শিরাজালময়াংশ্চ পাশাংশ্চক্রুঃ সুরা বৈরযুতাশ্চ দৈত্যান ॥ ৫ ॥ শস্ত্রাণি কৃত্বা তে সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ। যযুর্দেবাস্ত্বরাযুক্তা বৃত্রঘাতনতৎপরাঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ সুবর্চ্চাশ্চ দধীচিপত্নী যা প্রেষিতা সা সুরকার্য্যসিদ্ধয়ে। ব্যলোকয়ৎ তত্র সমেত্য সর্ব্বং মৃতং পতিং দেহমথো দদর্শ তম্ ॥ ৭ ॥ জ্ঞাত্বা চ তৎ সর্ব্বমিদং সুরাণাং কৃত্যং তদানীঞ্চ চুকোপ সাধ্বী। দদৌ সতী শাপমতীব রুষ্টা তদা সুবর্চ্চা ঋষিবর্য্যপত্নী ॥ ৮ ॥ অহো সুরা দুষ্টতরাশ্চ সর্ব্বে সর্ব্বে হ্যশক্তাশ্চ তথৈব লুব্ধাঃ। তস্মাচ্চ সর্ব্বেঽপ্রজসো ভবন্তু দিবৌকসোঽদ্যপ্রভৃতীত্যুবাচ সা ॥ ৯ ॥ এবং শাপং দদৌ তেষাং সুরাণাং সা তপস্বিনী। প্রবিশ্যাশ্বত্থমূলে সা স্বোদরং দারয়ত্তদা ॥ ১০ ॥ নির্গতো জঠরাদ্গর্ভো দধীচস্য

আমার এই কলেবর পরিহার করিব এবং পরম সমাধিযোগে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইব। আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিলে স্বীয় ধর্ম্মগুণে তুমিও আমায় সেখানে প্রাপ্ত হইবে; ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বৃথা চিন্তা করিও না। দধীচিমুনি এই কথা কহিয়া স্বীয় পত্নীকে আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তিনি দেবগণের সমীপে সমাধিস্থ হইলেন এবং পরম সমাধিযোগে স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়া যেখানে গেলে সংসারে আর পতিত হইতে হয় না, সদ্যই সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দধীচিনামক মুনি মুনিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, শিবপ্রিয় ও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি পরোপকারার্থ স্বয়ংই স্বীয় কলেবর পরিহার করিলেন। ৮৮—৯৬।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর সুরগণ দধীচির সেই দেহাবসান দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে আমরা এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধি করি? এইরূপ চিন্তা করিয়া তখন শচীপতি সুরভীকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরভি! আমার কথানুসারে তুমি দধীচির দেহ লেহন কর। সুরভী 'তথাস্তু' বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই দেহ লেহন করিয়া মাংসহীন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুরগণ সে দেহের সেই অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। দধীচির মেরুদণ্ডের অস্থি হইতে বজ্র এবং মস্তকের অস্থি হইতে ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র নির্ম্মিত হইল। এতদ্ভিন্ন সুরগণ তাঁহার অন্যান্য অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা দধীচির শিরাজালে পাশাস্ত্র সকল প্রস্তুত করিলেন। মহাবলপরাক্রম দেবগণ দৈত্যগণের উদ্দেশে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সত্বর বৃত্রাসুরের বধসাধনার্থ যাত্রা করিলেন। অনন্তর সুরকার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়া দধীচিমুনি যাঁহাকে আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই মুনিপত্নী সুবর্চ্চা তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেখিলেন,—তাঁহার পতিদেহ মৃতাবস্থায় পতিত আছে। সাধ্বী সুবর্চ্চা তখন সমস্তই সুরগণের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুপিত হইলেন। সতী ঋষিপত্নী সুবর্চ্চা অতিক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে, আহা! দুষ্টতর সুরগণ! তোমরা অতি অক্ষম; অথচ লুব্ধপ্রকৃতি; অতএব অদ্য হইতে তোমরা সকলেই প্রজাহীন হও। ১—৯। সতীশিরোমণি সুবর্চ্চা সুরগণের প্রতি তখন এইরূপ শাপই প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার জঠর হইতে মহাত্মা

মহাত্মনঃ। সাক্ষাদ্রুদ্রাবতারোঽসৌ পিপ্পলাদো মহাপ্রভুঃ॥ ১১॥ প্রহস্য জননী গর্ভমুবাচ রুষিতেক্ষণা। সুবর্চ্চা তং পিপ্পলাদং চিরং তিষ্ঠাস্য সন্নিধৌ॥ ১২॥ অশ্বত্থস্য মহাভাগ সর্ব্বেষাং সফলো ভবেঃ। তথৈব ভাষমাণা সা সুবর্চ্চা তনয়ং প্রতি। পতিমন্বগমৎ সাধ্বী পরমেণ সমাধিনা॥ ১৩॥ এবং দধীচপত্নী সা পতিনা স্বর্গমাব্রজৎ॥ ১৪॥ তে দেবাঃ কৃতশস্ত্রাস্ত্রা দৈত্যান্ প্রতি সমুৎসুকাঃ। আজগ্মুশ্চেন্দ্রমুখ্যাস্তে মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ১৫॥ গুরুং পুরস্কৃত্য তদাজ্ঞয়া তে গণাঃ সুরাণাং বহবস্তদানীম্। ভুবং সমাগত্য চ মধ্যদেশমূচুশ্চ সর্ব্বে পরমাস্ত্রযুক্তাঃ॥ ১৫॥ সমাগতাংস্তপস্যতো দেবাংশ্চেন্দ্রপুরোগমান। যযৌ বৃত্রো মহাদৈত্যো দৈত্যবৃন্দসমাবৃতঃ॥ ১৭॥ যথা মেরোশ্চ শিখরং পরিপূর্ণং প্রদৃশ্যতে। তথা সোঽপি মহাতেজা বিশ্বকর্ম্মসুতো মহান্॥ ১৮॥ তেন দৃষ্টো মহেন্দ্রশ্চ মহেন্দ্রেণ মহাসুরঃ। দেবানাং দানবানাঞ্চ দর্শনং চ মহাদ্ভুতম্॥ ১৯॥ তদা তে বদ্ধবৈরাশ্চ দেবদৈত্যাঃ পরস্পরম্। অন্যোন্যমভিসংরব্ধা জগর্জ্জুঃ পরমাদ্ভুতম্॥ ২০॥ বাদিত্রাণি চ ভীমানি বাদ্যমানানি সর্ব্বশঃ। শ্রূয়ন্তেঽত্র গভীরাণি সুরাসুরসমাগমে॥ ২১॥ বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু তে সর্ব্বে ত্বরয়ান্বিতাঃ। অনেকৈঃ শস্ত্রসঙ্ঘাতৈর্জঘ্নুরন্যোন্যমোজসা॥ ২২॥ তদা দেবাসুরে যুদ্ধে ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। ভয়েন মহতা যুক্তং বভূব গতচেতনম্॥ ২৩॥ ছেদিতাঃ স্ফোটিতাশ্চৈব কেচিচ্ছস্ত্রৈর্দ্বিধা কৃতাঃ। নারাচৈশ্চ তথা কেচিচ্ছস্ত্রাস্ত্রৈঃ শকলীকৃতাঃ॥ ২৪॥ ভল্লৈশ্চৈরুর্হতাঃ কেচিদ্ব্যঙ্গভূতা দিবৌকসঃ। রশ্ময়ো মেঘসম্ভূতাঃ প্রকাশন্তে নভঃস্বিব॥ ২৫॥ শিরাংসি পতিতান্যেব বহুনি চ নভস্তলাৎ। নক্ষত্রাণীব চ যথা মহাপ্রলয়সঙ্কুলম্॥ ২৬॥ প্রবর্ত্তিতং মধ্যদেশে সর্ব্বভূতক্ষয়াবহম্। শক্রেণ সহ সংগ্রামং চকার নমুচিস্তদা॥ ২৭॥ বজ্রেণ জঘ্নে তরসা নমুচিং দেবরাট্ স্বয়ম্। ন রোমৈকঞ্চ ত্রুটিতং নমুচেরসুরস্য চ॥ ২৮॥ বজ্রেণাপি তদা সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ। অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব মহেন্দ্রো ব্রীড়িতস্তদা॥ ২৯॥

দধীচির উৎপাদিত গর্ভ তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ গর্ভ-নিষ্ক্রান্ত মহাপ্রভাব বালকের নাম—পিপ্পলাদ; ইঁনি সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার। রুষিত-নয়না জননী সুবর্চ্চা হাস্যপূর্ব্বক সেই পিপ্পলাদাখ্য বালককে বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি এই অশ্বত্থপাদপের সমীপে সর্ব্বদা অবস্থান কর। এবং সকলের প্রতি ফলপ্রদ হও। সাধ্বী সুবর্চ্চা স্বীয় পুত্রের প্রতি এই কথা কহিয়া পরম সমাধিযোগে পতি-দেবতার অনুসরণ করিলেন। এইরূপে সেই দধীচপত্নী পতির প্রভাবে স্বর্গধামে উপনীত হইয়াছিলেন। এদিকে ইন্দ্রপ্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সোৎসাহে দৈত্যগণের প্রতি যুদ্ধাভিযান করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার আদেশে অন্যান্য সুরগণ তখন পরমাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ভূতলে থাকিয়া বলিলেন,—এই ত বটে মধ্যদেশ। এদিকে মহাদৈত্য বৃত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া অন্যান্য অসুরবৃন্দে পরিবৃত হইল। মেরুর শিখর যেমন পরিপূর্ণ পরিদৃষ্ট হয়, সেই মহাতেজা বিশ্বকর্ম্মপুত্রকেও তেমনি মহান আকারে দেখা যাইতে লাগিল। বৃত্রাসুর মহেন্দ্রকে দেখিল এবং মহেন্দ্রও তাহাকে দেখিলেন। এইরূপে দেব ও দানবগণেরও অপূর্ব্ব দর্শন সঙ্ঘটিত হইল। তখন বদ্ধবৈর সুরাসুরগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধিত হইয়া অতিভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই ভীষণ সুরাসুরসংগ্রামে ভয়ঙ্কর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। আর চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদের গম্ভীরধ্বনি কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তূর্য্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। তখন উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সুরাসুরসংগ্রামে এই চরাচর ত্রৈলোক্য তখন মহাভয়ে ভীত হইয়া গতচেতনবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ছেদিত, কেহ কেহ স্ফোটিত, কেহ কেহ শস্ত্রাঘাতে দ্বিধাকৃত, কেহ কেহ নারাচাদি অস্ত্রশস্ত্রে শকলীকৃত, এবং কেহ কেহ ভল্লাস্ত্রে হতাহত হইল। দেবগণের মধ্যে অনেকে বিকলাঙ্গ হইলেন। তখন অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা এরূপে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল যে, যেন শ্রাবণের ধারাধরসকল গগনাঙ্গনে প্রকাশ পাইল। মহাপ্রলয়ে যেমন নক্ষত্রবৃন্দ পতিত হয়, তেমনি বীরগণের বহু শির তখন নভস্থল হইতে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে মধ্যদেশে সর্ব্বভূত-ক্ষয়ঙ্কর মহাসমর প্রবর্ত্তিত হইল। তখন নমুচি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। ১০—২৭। দেবরাজ স্বয়ং বজ্রদ্বারা নমুচিকে আহত করিলেন; কিন্তু তাহাতে নমুচির একগাছি লোমও উৎপাটিত হইল না। তখন সুরাসুর সকলেই সে ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহেন্দ্র লজ্জিত হই-

গদয়া নমুচিং জঘ্নে গদা সাপি বিচূর্ণিতা। নমুচেরঙ্গলগ্নাপি পপাত বসুধাতলে॥ ৩০॥ তথা শূলেন মহতা তং জঘান পুরন্দরঃ। তচ্ছূলং শতধা চূর্ণং নমুচেরঙ্গমাশ্রিতম্॥ ৩১॥ এবং তং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈরাজঘান সুরারিহা। প্রহস্যমানো নমুচির্ন জঘান পুরন্দরম্॥ তূষ্ণীভূতস্তদা চেন্দ্রশ্চিন্তয়া পরয়া যুতঃ। কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা ইতীন্দ্রো নাবিদত্তদা॥ ৩৩॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহাযুদ্ধে মহাভয়ে। জাতা নভোগতা বাণী ইন্দ্রমুদ্দিশ্য সত্বরম্॥ ৩৪॥ জহ্যেনমদ্যাশু মহেন্দ্র দৈত্যং দিবৌকসাং ঘোরতরং ভয়াবহম্। ফেনেন চৈবাশু মহাসুরেন্দ্রমপাং সমীপেন দুরাসদেন॥ ৩৫॥ অন্যেন শস্ত্রেণ চ আহতোঽসৌ বধ্যঃ কদাচিন্ন ভবত্যয়ন্তু। তস্মাচ্চ দেবেশ বধার্থমস্য কুরু প্রযত্নং নমুচের্দুরাত্মনঃ॥ ৩৬॥ নিশম্য বাচং পরমার্থযুক্তাং দৈবীং সদানন্দকরীং শুভাবহাম্। চক্রে পরং যত্নবতাং বরিষ্ঠো গত্বোদধেঃ পারমনন্তবীর্য্যঃ॥ ৩৭॥ তত্রাগতং সমীক্ষ্যাথ নমুচিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। হত্বা শূলেন দেবেন্দ্রং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥৩৮॥ সমুদ্রস্য তটঃ কস্মাৎ সেবিতঃ সুরসত্তম। বিহায় রণভূমিঞ্চ ত্যক্তশস্ত্রোঽভবত্ভবান্॥ ৩৯॥ ত্বদীয়েনৈব বজ্রেণ কিং কৃতং মম দুর্ম্মতে॥ ৪০॥ তথান্যানি চ শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি সুবহূনি চ। গৃহীতানি পুরা মন্দ হন্তুং মামেব চাধুনা॥ ৪১॥ কিং করিষ্যসি মাং হন্তুং যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ। কেন শস্ত্রেণ রে মন্দ যোদ্ধুমিচ্ছসি সংযুগে॥ ৪২॥ তাং ঘাতয়ামি চাদ্যৈব যদি তিষ্ঠসি সংযুগে। নো চেদ্গচ্ছ ময়া মুক্তশ্চিরং জীব সুখী ভব॥ ৪৩॥ এবং স গর্ব্বিতং তস্য বাক্যমাহবশোভিনঃ। শ্রুত্বা মহেন্দ্রোঽপি রুষা জগৃহে ফেনমদ্ভুতম্। ফেনং করস্থং দৃষ্ট্বা তু অসুরা জহসুস্তদা॥ ৪৫॥ ক্ষয়ং গতানি চাস্ত্রাণি ফেনেনৈব পুরন্দরঃ। হন্তুমিচ্ছতি মামদ্য শতক্রতুরুদারধীঃ॥ ৪৬॥ এবং প্রহস্য নমুচিরবজ্ঞায় পুরন্দরম্। সাবজ্ঞং পুরতস্তস্থৌ নমুচির্দৈত্যপুঙ্গবঃ॥ ৪৭॥ তদৈব তং স ফেনেন শীঘ্রমিন্দ্রো জঘান হ॥ ৪৮॥ হতে তু নমুচৌ দেবাঃ সর্ব্বে চৈব মুদান্বিতাঃ। সাধু সাধ্বিতি শব্দেন ঋষয়-

লেন। তিনি পুনরায় গদা দ্বারা নমুচিকে প্রহার করিলেন; কিন্তু সে গদা চূর্ণ হইয়া গেল; নমুচির অঙ্গলগ্ন হইয়াই তাহা বসুধাপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর পুরন্দর তাঁহাকে শূলদ্বারা আহত করিলেন, কিন্তু নমুচির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সে শূলও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সুরারিঘাতী ইন্দ্র এইরূপে নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা নমুচিকে আহত করিলেন; কিন্তু নমুচি পুরন্দরকে কোনই আঘাত প্রদান করিল না। সে কেবল হাসিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তুষ্ণীভাবে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন; কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও কি কার্য্য আর কি অকার্য্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময় সেই ভীষণ মহাযুদ্ধে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সত্বর এক আকাশবাণী উত্থিত হইল। সে বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে মহেন্দ্র! এই স্বর্গবাসীদিগের ভয়াবহ মহাদৈত্যকে জলসমীপে কঠিন ফেনপুঞ্জ দ্বারা শীঘ্র নিহত কর। এই মহাসুর, ইহা ভিন্ন অন্য কোন শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে কদাচ বধ্য হইবে না। অতএব হে দেবেশ! এই দুরাত্মা নমুচির বধ সাধনার্থ তুমি সচেষ্ট হও। অনন্তবীর্য্য যত্নশীলদিগের বরিষ্ঠ বাসব তখন সেই পরমার্থময়ী শুভজননী আনন্দকরী দৈববাণী শ্রবণ করিয়া উদধির তীরে গমন করিলেন। নমুচি ইন্দ্রকে তথাগত দর্শনে ক্রোধমূর্চ্ছিত হইল এবং তাঁহাকে শূল দ্বারা সমাহত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—হে সুরবর! রণাঙ্গন পরিহার করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রের তট আশ্রয় করিয়াছ কেন? হে দুর্ম্মতে! তোমার বজ্র দ্বারা আমার কি করিতে পারিয়াছ? রে মন্দ! পূর্ব্বে তুমি আমাকে বধ করিবার জন্য বজ্রব্যতীত অন্যান্য আরও অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে। অধুনা আবার আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কি করিবে? যুদ্ধের জন্য এখানে আসিয়াছ?—রে মন্দ! কোন্ অস্ত্র দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? যদি তুমি রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত না হও, তাহা হইলে অদ্যই আমি তোমাকে নিহত করিব; অথবা যদি যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকে, তবে যাও—আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া তুমি চিরজীবী ও সুখী হইয়া থাক। ২৮—৪৩। যুদ্ধোদ্যত নমুচির এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া মহেন্দ্র অতি রোষভরে অদ্ভুত ফেনপুঞ্জ গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রের করে ফেন দর্শনে অসুরেরা হাস্য করিয়া উঠিল। নমুচি ভাবিল,—অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়াছে; এক্ষণে শত যজ্ঞযাজী মহাবুদ্ধি পুরন্দর আমাকে ফেনদ্বারা বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দৈত্যবর নমুচি পুরন্দরের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া হাস্য করিল এবং অবজ্ঞা সহকারেই ইন্দ্রসমীপে অবস্থান করিতে লাগিল। ইন্দ্র বিলম্ব না করিয়া সেই দণ্ডেই নমুচিকে ফেন দ্বারা নিহত করিলেন। নমুচি নিহত হইলে দেবগণ মুদিত হইলেন এবং

শ্চাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৪৯ ॥ তদা সর্ব্বে জয়ং প্রাপ্তা হত্বা নমুচিমাহবে। দৈত্যাস্তে কোপসংরব্ধা যোদ্ধুকামা মুদান্বিতা ॥ ৫০ ॥ পুনঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং দেবানাং দানবৈঃ সহ। শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈঃ পরস্পরবধৈ-র্বিভিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তে হ্যসুরা দেবৈঃ পাতিতাশ্চ পুনঃপুনঃ। তদা বৃত্রো মহাতেজাঃ শতক্রতুমুপা-দ্রবৎ ॥ ৫২ ॥ বৃত্রং দৃষ্ট্বা তদা সর্ব্বে সসুরাসুর-মানবাঃ। ভয়েন মহতাবিষ্টাঃ পতিতা ভুবি শেরতে ॥ ৫৩ ॥ এবং ভীতেষু সর্ব্বেষু সুরসিদ্ধেষু বৈ তদা। ইন্দ্রশ্চৈরাবণারূঢো বজ্রপাণিঃ প্রতাপবান ॥ ৫৪ ॥ ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন চামরেণ বিরাজিতঃ। তদা সর্ব্বৈঃ সমেতো হি লোকপালৈঃ প্রতাপিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বৃত্রং বিলোক্য তে সর্ব্বে লোকপালা মহেশ্বরাঃ। ভয়-ভীতাশ্চ তে সর্ব্বে শিবং শরণমন্বয়ুঃ ॥ ৫৬ ॥ মনসা-চিন্তয়ন্ সর্ব্বে শঙ্করং লোকশঙ্করম্। লিঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবন্মহেন্দ্রো জয়কামুকঃ ॥ ৫৭ ॥ গুরুণা বিদিতঃ সদ্যো বিশ্বাসেন পরেণ হি। উবাচ চ তদা শক্রং বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ৫৮ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু মন্দবারে ত্রয়োদশী। সমগ্রা যদি লভ্যেত সর্ব্বপ্রাপ্ত্যৈ ন সংশয়ঃ ॥৫৯॥ তস্যাং প্রদোষ-সময়ে লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ। পূজনীয়ো হি দেবেন্দ্র সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬০ ॥ স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে তিলা-মলকসংযুতম্। শিবস্য চার্চ্চনং কুর্য্যাদ্গন্ধপুষ্প-ফলাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥ পশ্চাৎপ্রদোষবেলায়াং স্থাবরং লিঙ্গমর্চ্চয়েৎ। স্বয়ম্ভু স্থাপিতং চাপি পৌরুষেয়ম-পৌরুষম্ ॥ ৬২ ॥ জনে বা বিজনে বাপি অরণ্যে বা তপোবনে। তল্লিঙ্গমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা প্রদোষে তু বিশে-ষতঃ ॥ ৬৩ ॥ গ্রামাদ্বহিঃ স্থিতং লিঙ্গং গ্রামাচ্ছতগুণং ফলম্। বাহ্যাচ্ছতগুণং পুণ্যমরণ্যে লিঙ্গমদ্ভুতম্ ॥ ৬৪ ॥ আরণ্যাচ্ছতগুণং পুণ্যমর্চ্চিতং পার্ব্বতং যথা। পার্ব্বতাচ্চৈব লিঙ্গাচ্চ ফলং চাযুতসংজ্ঞিতম্। তপো-বনাশ্রিতং লিঙ্গং পূজিতং বা মহাফলম্ ॥ ৬৫ ॥ তস্মাদেতদ্বিভাগেন শিবপূজার্চ্চনং বুধৈঃ। কর্ত্তব্যং নিপুণত্বেন তীর্থস্নানাদিকং তথা ॥ ৬৬ ॥ পঞ্চপিণ্ডান্ সমুদ্ধৃত্য স্নানমাত্রেণ শোভনম্। কূপে স্নানং প্রকুর্ব্বীত উদ্ধৃতেন বিশেষতঃ ॥ ৬৭ ॥ তড়াগে দশ পিণ্ডাংশ্চ উদ্ধৃত্য স্নানমাচরেৎ। নদীস্নানং বিশিষ্টঞ্চ মহানদ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥ সর্ব্বেষামপি তীর্থানাং

ঋষিগণ সাধু সাধু শব্দে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। নমুচি যুদ্ধে নিহত হইলে দেবগণ বিজয়ী হইলেন। তখন দৈত্যগণ কোপাকুল হইল এবং যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিল। অনন্তর পুনরায় দেব-দানবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর বধৈষণায় শস্ত্রাস্ত্র বহুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। যখন দেবগণ পুনঃপুনঃ অসুরদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন, তখন মহাতেজা বৃত্র শতক্রতুর দিকে ধাবিত হইল। সুর, অসুর, নর সেকালে সকলেই বৃত্রাসুরকে দেখিয়া মহাভয়ে ভূশায়ী হইতে লাগিল। সুর ও সিদ্ধগণ এইরূপে ভীত হইলে তখন ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক বজ্রহস্তে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র বিধৃত হইল এবং পার্শ্বে চামর চালিত হইতে লাগিল। সমস্ত লোকপালবর্গ তাঁহার সহিত আসিয়া যোগদান করিলেন। তাঁহারা সকলে বৃত্রকে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই শিবের শরণাপন্ন হইলেন। সকলেই লোকশঙ্কর শঙ্করকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন। মহেন্দ্র জয়কামনায় বৃহস্পতির উপদেশে পরম বিশ্বাস সহকারে তখন বিধিমতে লিঙ্গপূজা করি-লেন। তখন উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহিলেন,— কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের শনিবারে যদি সমগ্র ত্রয়োদশী তিথি লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ দিন শিব-প্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। হে দেবেন্দ্র! ঐ দিবস প্রদোষকালে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত লিঙ্গরূপী সদাশিবকে পূজা করিতে হয়। মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা তিল ও আমলকসহ শিবার্চ্চনা বিধেয়। অনন্তর প্রদোষ বেলায় স্থাবর লিঙ্গ অর্চ্চনীয়। লোকালয়ে, নির্জ্জনে, অরণ্যে বা তপোবনে স্থাপিত পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় শিবলিঙ্গ প্রদোষে ভক্তিসহকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। গ্রামের বাহিরে যে লিঙ্গ অবস্থিত, তাহার অর্চ্চনায় গ্রাম্য লিঙ্গার্চ্চনার ফল হইতে শত-গুণ অধিক ফল। এইরূপে গ্রামবহিঃস্থ লিঙ্গার্চ্চনা-পেক্ষা অরণ্যস্থ লিঙ্গার্চ্চনায় শতগুণ; অরণ্যস্থ অপেক্ষা পর্ব্বতস্থ শিবার্চ্চনায় শতগুণ; পার্ব্বত্য লিঙ্গা-র্চ্চনাপেক্ষা তপোবনাশ্রিত লিঙ্গার্চ্চনায় অযুত-সংখ্যক পুণ্যফল হইয়া থাকে। ৪৪—৬৫। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ বিভাগক্রমে নিপুণতার সহিত শিবা-র্চ্চনা ও তীর্থস্নানাদি করিবেন। কূপে স্নান করিবা-মাত্র তথা হইতে পঞ্চ মৃত্তিকাপিণ্ড এবং তড়াগে স্নান করিলে দশ মৃত্তিকাপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নানাচরণ করিতে হইবে। স্নানমধ্যে নদীস্নানই বিশিষ্ট। বিশেষতঃ মহানদী প্রভৃতিতে স্নান আরও প্রশস্ত।

গঙ্গাস্নানং বিশিষ্যতে। দেবখাতে চ তত্তুল্যং প্রশস্তং স্নানমাচরেৎ ॥ ৬৯ ॥ প্রদীপানাং সহস্রেণ দীপনীয়ঃ সদাশিবঃ। তথা দীপশতেনাপি দ্বাত্রিংশদ্দীপমালয়া ॥ ৭০ ॥ ঘৃতেন দীপয়েদ্দীপান্ শিবস্য পরিতুষ্টয়ে। তথা ফলৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্গন্ধধূপকৈঃ ॥ ৭১ ॥ উপচারৈঃ ষোড়শভির্লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ। পূজ্যঃ প্রদোষবেলায়াং নৃভিঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭২ ॥ প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত শতমষ্টোত্তরং তথা। নমস্কারান্ প্রকুর্ব্বীত তাবৎ সংখ্যান্ প্রযত্নতঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ। নাম্নাং শতেন রুদ্রোঽসৌ স্তবনীয়ো যথাবিধি ॥ ৭৪ ॥ নমো রুদ্রায় ভীমায় নীলকণ্ঠায় বেধসে। কপর্দ্দিনে সুরেশায় ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ ॥৭৫ ॥ বৃষধ্বজায় সোমায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ। দিগম্বরায় ভর্গায় উমাকান্তকপর্দ্দিনে ॥ ৭৬ ॥ তপোময়ায় ব্যাপ্তায় শিপিবিষ্টায় বৈ নমঃ। ব্যালপ্রিয়ায় ব্যালায় ব্যালানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭৭ ॥ মহীধরায় ব্যাঘ্রায় পশূনাং পতয়ে নমঃ। ত্রিপুরান্তকসিংহায় শার্দ্দূলোগ্ররবায় চ ॥ ৭৮ ॥ মীনায় মীননাথায় সিদ্ধায় পরমেষ্ঠিনে। কামান্তকায় বুদ্ধায় বুদ্ধীনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭৯ ॥ কপোতায় বিশিষ্টায় শিষ্টায় পরমাত্মনে। বেদায় বেদবীজায় দেবগুহ্যায় বৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥ দীর্ঘায় দীর্ঘদীর্ঘায় দীর্ঘার্ঘায় মহায় চ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় ব্যোমরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৮১ ॥ গজাসুরবিনাশায় হ্যন্ধকাসুরভেদিনে। নীললোহিতশুক্লায় চণ্ডমুণ্ডপ্রিয়ায় চ ॥ ৮২ ॥ ভক্তিপ্রিয়ায় দেবায় জ্ঞানাজ্ঞানাব্যয়ায় চ। মহেশায় নমস্তুভ্যং মহাদেবহরায় চ ॥ ৮৩ ॥ ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায় বেদাঙ্গায় নমো নমঃ। অর্থায় অর্থরূপায় পরমার্থায় বৈ নমঃ ॥ ৮৪ ॥ বিশ্বরূপায় বিশ্বায় বিশ্বনাথায় বৈ নমঃ। শঙ্করায় চ কালায় কালাবয়বরূপিণে ॥ ৮৫ ॥ অরূপায় চ সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মসূক্ষ্মায় বৈ নমঃ। শ্মশানবাসিনে তুভ্যং নমস্তে কৃত্তিবাসসে ॥ ৮৬ ॥ শশাঙ্কশেখরায়ৈব রুদ্রবিশ্বাশ্রয়ায় চ। দুর্গায় দুর্গসারায় দুর্গাবয়বসাক্ষিণে ॥ ৮৭ ॥ লিঙ্গরূপায় লিঙ্গায় লিঙ্গানাং পতয়ে নমঃ। নমঃ প্রণবরূপায় প্রণবার্থায় বৈ নমঃ ॥ ৮৮ ॥ নমো নমঃ কারণকারণায় তে মৃত্যুঞ্জয়ায়াত্মভবস্বরূপিণে। ত্রিয়ম্বকায়াসিতকণ্ঠ ভর্গ গৌরীপতে সকলমঙ্গলহেতবে নমঃ ॥ ৮৯ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। নাম্নাং শতং মহেশস্য উচ্চার্য্যং ব্রতিনা তদা। প্রদক্ষিণনমস্কারৈরেতৎসংখ্যৈঃ প্রযত্নতঃ। কার্য্যং প্রদোষসময়ে তুষ্ট্যর্থং শঙ্করস্য চ ॥

সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা গঙ্গাস্নান আরও প্রশস্ত। দেবখাতাদিতে স্নান গঙ্গাস্নানেরই তুল্য ফলজনক। অতএব সে সমুদয়ে স্নানাচরণ করিবে। সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়া শিবলিঙ্গ উদ্ভাসিত করিবে। এইরূপ শত দীপ, দ্বাত্রিংশৎ দীপমালা, এবং শিবসন্তোষের জন্য ঘৃতদীপ দ্বারাও শিবালয় আলোকিত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ দীপ এবং বিবিধ ফল, নৈবেদ্য ও গন্ধধূপাদি ষোড়শ উপচার দ্বারা প্রদোষকালে সদাশিবকে পূজা করা নরগণের পক্ষে সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একান্তই কর্ত্তব্য। অনন্তর অষ্টোত্তর শতবার প্রদক্ষিণান্তে উক্ত সংখ্যক নমস্কার করিবে। এইরূপে প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার দ্বারা সদাশিবের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর শতনাম দ্বারা রুদ্রদেবকে যথাবিধি স্তব করিবে; যথা—রুদ্র, ভীম, নীলকণ্ঠ, এবং বেধাকে নমস্কার করি। যিনি কপর্দ্দী, সুরেশ ও ব্যোমকেশ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি বৃষধ্বজ, সোম, নীলকণ্ঠ, দিগম্বর, ভর্গ ও উমাকান্ত, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি তমোময়, ব্যাপ্ত ও শিপিবিষ্ট, তাঁহাকে নমস্কার। অপিচ ব্যালপ্রিয়, ব্যাল ও ব্যালপতিকে নমস্কার। মহীধর, ব্যাঘ্র, এবং পশুপতিকে নমস্কার। যিনি ত্রিপুরান্তক, সিংহ ও শার্দ্দূলবৎ উগ্ররব এবং যিনি মীন, মীননাথ, সিদ্ধ, পরমেষ্ঠী, কামান্তক, বুদ্ধ এবং বুদ্ধিপতি, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি কপোত, বিশিষ্ট, শিষ্ট, পরমাত্মা, বেদ, বেদবীজ ও বেদগুহ্য, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি দীর্ঘ, দীর্ঘ-দীর্ঘ, দীর্ঘার্ঘ, ও মহ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি জগৎপ্রতিষ্ঠ, ব্যোমরূপ, গজাসুরবিনাশন, অন্ধকাসুরঘাতী, নীললোহিত, শুক্ল, চণ্ডমুণ্ডপ্রিয়, ভক্তিপ্রিয়, দেব, জ্ঞানাজ্ঞানাব্যয়, মহেশ, মহাদেব, হর, ত্রিনেত্র, ত্রিদেব ও বেদাঙ্গ, তাঁহাকে বার-বার নমস্কার। যিনি অর্থ, অর্থরূপ, পরমার্থ, বিশ্বরূপ, বিশ্ব, বিশ্বনাথ, শঙ্কর, কাল, কালাবয়বরূপী, অরূপ, সূক্ষ্ম, ও সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, তাঁহাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি শ্মশানবাসী, কৃত্তিবাস, তোমায় নমস্কার। তুমি শশাঙ্কশেখর, রুদ্র, বিশ্বাশ্রয়, দুর্গ, দুর্গসার, দুর্গাবয়বসাক্ষী, লিঙ্গরূপ ও লিঙ্গপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রণবরূপ, মৃত্যুঞ্জয়, আত্ম-ভবস্বরূপী, ত্রিয়ম্বক, অসিতকণ্ঠ, ভর্গ, গৌরীপতি, ও সকল মঙ্গলহেতু, তোমাকে বার বার নমস্কার।৬৬—৮৯। বৃহস্পতি কহিলেন,—ব্রতী ব্যক্তি মহেশের এই শতনাম উচ্চারণ করিবেন এবং অসংখ্য প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত দ্বারা শঙ্করের তুষ্টি নিমিত্ত প্রদোষকালে সযত্নে

৯০॥ এবং ব্রতং সমুদ্দিষ্টং তব শক্র মহামতে। শীঘ্রং কুরু মহাভাগ পশ্চাদ্যুদ্ধং কুরু প্রভো॥ ৯১॥ শম্ভোঃ প্রসাদাৎ সর্ব্বং তে ভবিষ্যতি জয়াদিকম্॥ ৯২॥ বৃত্রো হ্যয়ং মহাতেজা দৈতেয়স্তপসা পুরা। শিবং প্রসাদয়ামাস পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥ ৯৩॥ নাম্না চিত্ররথো রাজা বনং চিত্ররথস্য তৎ। এতজ্জানীহি ভো ইন্দ্র শিবপুর্য্যাঃ সমীপতঃ॥ ৯৪॥ যস্মিন বনে মহাভাগ ন সন্তি চ ষড়ূর্ম্ময়ঃ। তস্মাচ্চৈত্ররথং নাম বনং পরমমঙ্গলম্। তস্য রাজ্ঞঃ শিবেনৈব দত্তং যানং মহাদ্ভুতম্॥ ৯৫॥ কামগং কিঙ্কিণীযুক্তং সিদ্ধচারণসেবিতম্। গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোযক্ষৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্॥ ৯৬॥ ততস্তেনৈব যানেন পৃথিবীং পর্য্যটন্ পুরা। তথা গিরীশমুখ্যাংশ্চ দ্বীপাংশ্চ বিবিধাংস্তথা॥ ৯৭॥ একদা পর্য্যটন্ রাজা নাম্না চিত্ররথো মহান্। কৈলাসমাগতস্তত্র স দদর্শ পরাদ্ভুতম্॥ ৯৮॥ সভাতলং মহেশস্য গণৈশ্চৈব বিরাজিতম্। অর্দ্ধাঙ্গলগ্নয়া দেব্যা শোভিতঞ্চ মহেশ্বরম্॥ ৯৯॥ নিরীক্ষ্য দেব্যা সহিতং সদাশিবং দেব্যান্বিতং বাক্যমিদং বভাষে॥ ১০০॥ বয়ঞ্চ শম্ভো বিষয়াবিতাশ্চ মন্ত্র্যাদয়ঃ স্ত্রীজিতাশ্চাপি চান্যে। ন লোকমধ্যে বয়মেব চাজ্ঞাঃ স্ত্রীসেবনং লজ্জয়া নৈব কুর্ম্মঃ॥ এতদ্বাক্যং নিশম্যাথ মহেশঃ প্রহসন্নিব। উবাচ ন্যায়সংযুক্তং সর্ব্বেষামপি শৃণ্বতাম্॥ ১০২॥ ভয়ং লোকাপবাদাচ্চ সর্ব্বেষামপি নান্যথা। গ্রাসিতং কালকূটঞ্চ সর্ব্বেষামপি দুর্জ্জরম্। তথাপি উপহাসো মে কৃতো রাজ্ঞা হি দুর্জ্জরঃ॥ ১০৩॥ তং চিত্ররথমাহুয় গিরিজা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১০৪॥ গিরিজোবাচ। রে দুরাত্মন্ কথং ত্বঞ্চ শঙ্করশ্চোপহাসিতঃ। ময়া সহৈব মন্দাত্মন্ দ্রক্ষ্যসে কর্ম্মণঃ ফলম্॥ ১০৫॥ সাধুনাং সমচিত্তানামুপহাসং করোতি যঃ। দেবো বাপ্যথ বা মর্ত্ত্যঃ স বিজ্ঞেয়োঽধমাধমঃ॥ ১০৬॥ এতে মুনীন্দ্রাশ্চ মহানুভাবাস্তথা হ্যমী ঋষয়ো বেদগর্ভাঃ। তথৈব সর্ব্বে সনকাদয়ো হ্যমী অজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে শিবমর্চ্চয়ন্তে॥ ১০৭॥ রে মূঢ় সর্ব্বেষু জনেষ্বভিজ্ঞস্ত্বমেক এবাদ্য ন চাপরে জনাঃ। তস্মাদভিজ্ঞং হি করোমি দৈত্যং দেবৈর্দ্বিজৈশ্চাপি বহিষ্কৃতং ত্বাম্॥ ১০৮॥

অর্চ্চনা করিবেন। হে মহামতে ইন্দ্র! এই ব্রত তোমার উদ্দেশেই কীর্ত্তিত হইল। হে মহাভাগ! শীঘ্র ইহা আচরণ কর; পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। শম্ভুর প্রসাদে তোমার বিজয়লাভাদি সর্ব্বাভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। এই যে মহাতেজা বৃত্রাসুরকে দেখিতেছ, এই অসুর পুরাকালে গন্ধমাদনশৈলে তপস্যা করিয়া শিবের প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিল। চিত্ররথ নামে প্রসিদ্ধ বন, রাজা চিত্ররথের অধিকৃত। হে ইন্দ্র! জানিবে, ঐ বন শিবপুরীর সমীপে অবস্থিত। হে মহাভাগ! সে বনে ষড়ূর্ম্মি নাই; সুতরাং চিত্ররথ বন পরম মঙ্গলের নিকেতন। ভগবান্ শিব রাজা চৈত্ররথকে এক অদ্ভুত কামগামী যান প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যান কিঙ্কিণীক্বণিত, সিদ্ধচারণ-সেবিত, এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ ও কিন্নরগণ দ্বারা উপশোভিত। রাজা চিত্ররথ ঐ যানারোহণে প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও বিবিধ দ্বীপাদি পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মহারাজ চিত্ররথ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা কৈলাসে আসিলেন—আসিয়া মহেশের পরমাদ্ভুত সভাতল নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন,—ঐ সভায় অসংখ্য প্রমথ বিরাজ করিতেছে। অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে মহেশ্বর শোভিত হইতেছেন। চিত্ররথ দেবীসহ সদাশিবকে দেখিয়া এই বাক্য বলিলেন যে, হে শম্ভো! আমরা এবং আমাদের মন্ত্রিগণ সকলেই বিষয়াসক্ত; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেক স্ত্রীজিত ব্যক্তি আছে; আমরা অজ্ঞ হইলেও, লজ্জায় লোকমধ্যে স্ত্রীসেবা করি না। মহেশ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য সকলকে শুনাইয়া হাসিতে হাসিতে এই ন্যায্য বাক্য বলিলেন যে, লোকাপবাদে সকলেরই ভয় আছে, একথা নিশ্চয়ই। কিন্তু সকলের দুর্জ্জর কালকূট আমি গ্রাস করিয়াছি; তথাচ রাজা চিত্ররথ আমায় উপহাস করিল! ৯০—১০৩। তখন গিরিজা চিত্ররথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—রে মূর্খ দুরাত্মন্! তুমি আমার সহিত শঙ্করকে কেন উপহাস করিতেছ? রে মন্দাত্মন্! এই দুষ্কর্ম্মের ফল তুই এখনই প্রত্যক্ষ করিবি। সুরই হউক, আর নরই হউক, যে ব্যক্তি সমচেতা সাধুদিগকে উপহাস করে, সে অধম অপেক্ষাও অধম। এই সকল মহানুভব মুনীন্দ্র এবং ঐ সমস্ত বেদবাদী সৌনকাদি ঋষি, ইহাঁরা কি সকলেই অজ্ঞ? ইহাঁদের অজ্ঞতার জন্যই কি ইহাঁরা শিবার্চ্চনা করিয়া থাকেন? রে মূঢ়! সর্ব্বলোকের মধ্যে তুমিই কি এখন একমাত্র অভিজ্ঞ? আর আর সকলে অভিজ্ঞ নহে? অতএব তোমাকে আমি দেব-দ্বিজের বহিষ্কৃত জনৈক অভিজ্ঞ দৈত্য

এবং শপ্তস্তয়া দেব্যা ভবান্যা রাজসত্তমঃ। রাজা চিত্ররথঃ সদ্যঃ পপাত সহসা দিবঃ ॥ ১০৯ ॥ আসুরীং যোনিমাসাদ্য বৃত্রো নাম্নাভবত্তদা। তপসা পরমেণৈব ত্বষ্ট্রা সংযোজিতঃ ক্রমাৎ ॥ ১১০ ॥ তপসা তেন মহতা অজেয়ো বৃত্র উচ্যতে। তস্মাচ্ছম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য প্রদোষে বিধিনাধুনা ॥ ১১১ ॥ জহি বৃত্রং মহাদৈত্যং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। গুরোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উবাচাথ শতক্রতুঃ। সোদ্যাপনবিধিং ব্রূহি প্রদোষস্য চ মেঽধুনা ॥ ১১২ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে মন্দবারে ত্রয়োদশী। সম্পূর্ত্তিস্তু ভবেত্তত্র সম্পূর্ণব্রতসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥ বৃষভো রাজতঃ কার্য্যঃ পৃষ্ঠে তস্য সুপীঠকম্। তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবমুমাকান্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ১১৪ ॥ পঞ্চবক্ত্রং দশভুজমর্দ্ধাঙ্গে গিরিজাং সতীম্। এবং চোমামহেশঞ্চ সৌবর্ণং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ১১৫ ॥ সবৃষং তাম্রপাত্রে চ বস্ত্রেণ পরিগুণ্ঠিতে। স্থাপয়িত্বোময়া সার্দ্ধং নানাভোগসমন্বিতম্ ॥ ১১৬ ॥ বিধিনা জাগরং কুর্য্যাদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। পঞ্চামৃতেন স্নপনং কার্য্যমাদৌ প্রযত্নতঃ ॥ ১১৭ ॥ গোক্ষীরস্নানং দেবেশ গোক্ষীরেণ ময়া কৃতম্। স্নপনং দেবদেবেশ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ১১৮ ॥ দধ্না চৈব ময়া দেব স্নপনং ক্রিয়তেঽধুনা। গৃহাণ চ ময়া দত্তং সুপ্রসন্নো ভবাদ্য বৈ ॥ ১১৯ ॥ সর্পিষা চ ময়া দেব স্নপনং ক্রিয়তেঽধুনা। গৃহাণ শ্রদ্ধয়া দত্তং তব প্রীত্যর্থমেব চ ॥ ১২০ ॥ ইদং মধু ময়া দত্তং তব প্রীত্যর্থমেব চ। গৃহাণ ত্বং হি দেবেশ মম শান্তিপ্রদো ভব ॥ ১২১ ॥ সিতয়া দেবদেবেশ স্নপনং ক্রিয়তেঽধুনা। গৃহাণ শ্রদ্ধয়া দত্তাং সুপ্রসন্নো ভব প্রভো ॥ ১২২ ॥ এবং পঞ্চামৃতেনৈব স্নপনীয়ো বৃষধ্বজঃ। পশ্চাদর্ঘ্যং প্রদাতব্যং তাম্রপাত্রেণ ধীমতা। অনেনৈব চ মন্ত্রেণ উমাকান্তস্য তুষ্টয়ে ॥ ১২৩ ॥ অর্ঘ্যোঽসি ত্বমুমাকান্ত অর্ঘেণানেন বৈ প্রভো। গৃহাণ ত্বং ময়া দত্তং প্রসন্নো ভব শঙ্কর ॥ ১২৪ ॥ ময়া দত্তঞ্চ তে পাদ্যং পুষ্পগন্ধসমন্বিতম্। গৃহাণ দেবদেবেশ প্রসন্নো বরদো ভব ॥ ১২৫ ॥ বিষ্টরং বিষ্টরেণৈব ময়া দত্তঞ্চ বৈ প্রভো। শান্ত্যর্থং তব দেবেশ বরদো ভব মে সদা ॥ ১২৬ ॥ আচমনীয়ং ময়া

করিয়া দিতেছি। এইরূপে সেই রাজশ্রেষ্ঠ চিত্ররথ দেবী ভবানীর নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া সহসা স্বর্গ হইতে পতিত হইল এবং আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া বৃত্র নামে খ্যাতিলাভ করিল। বৃত্র বিশ্বকর্ম্মার তপঃফলে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল এবং সেই মহাতপস্যার প্রভাবে সর্ব্বত্র অজেয় হইয়া উঠিল। অতএব প্রদোষে যথাবিধি শম্ভুকে অর্চ্চনা করিয়া দেবকার্য্যার্থ মহাদৈত্য বৃত্রকে বিনাশ কর। বৃহস্পতির সেই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র কহিলেন,—আপনি উদ্‌যাপন বিধিসহ প্রদোষপূজার বিবরণ ব্যক্ত করুন। বৃহস্পতি কহিলেন,—কার্ত্তিক মাসে শনিবার ত্রয়োদশীতেই সম্পূর্ণ ব্রত সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রত সাঙ্গ করিতে হইবে। ইহাতে এক রজতময় বৃষভ প্রস্তুত করিবে; তদুপরি সুপীঠ—তাহার উপর উমাকান্ত-মূর্ত্তি; গিরিজা তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গিনী। অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইভাবে সুবর্ণময় উমা-মহেশ্বর প্রস্তুত করিবেন। মহেশ ত্রিলোচন, পঞ্চবক্ত্র ও দশভুজ হইবেন। সবৃষ উমা-মহেশ্বরকে বস্ত্রাবৃত তাম্রপাত্রে বিবিধ ভোগ্যবস্তু সহ স্থাপনপূর্ব্বক বিধিমত রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চামৃত দ্বারা অগ্রে সযত্নে স্নান করাইবে; বলিবে—হে দেবেশ! গোক্ষীর দ্বারা আমি তোমার গোক্ষীর-স্নান করাইতেছি। হে পরমেশ্বর! তুমি ইহা গ্রহণ কর। হে দেব! আমি অধুনা দধি দ্বারা তোমার স্নান করাই, আমার দত্ত এই স্নানীয় তুমি গ্রহণ কর—করিয়া, মৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হও। হে দেব! আমি ঘৃত দ্বারাও অদ্য তোমার স্নান করাইতেছি। ভবদীয় প্রীতির নিমিত্ত আমি যাহা শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করিলাম, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। হে দেবেশ! তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মধু দান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং আমার প্রতি শান্তিপ্রদ হও। হে দেবদেব! আমি এই শর্করা দ্বারা তোমায় স্নান করাইতেছি, আমার এই শ্রদ্ধাদত্ত বস্তু আপনি গ্রহণ করিয়া সুপ্রসন্ন হউন। এইরূপে পঞ্চামৃত দ্বারা বৃষধ্বজকে স্নান করাইতে হয়। পশ্চাৎ তাম্রপাত্রে করিয়া তদীয় তুষ্টির নিমিত্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করা কর্ত্তব্য। ১০৪—১২৩। মন্ত্র যথা—হে প্রভো উমাকান্ত! তুমিই অর্ঘ্য; এই অর্ঘ্য দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতেছি। হে শঙ্কর! তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হও। হে দেব-দেবেশ! এই পুষ্প-গন্ধান্বিত পাদ্য তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর—করিয়া প্রসন্ন ও বরপ্রদ হও। হে প্রভো! তোমার শান্তির নিমিত্ত আমি এই আসন দান করিতেছি; আমার প্রতি তুমি সদা

দত্তং তব বিশ্বেশ্বর প্রভো। গৃহাণ পরমেশান তুষ্টো ভব মমাদ্য বৈ ॥১২৭॥ ব্রহ্মগ্রন্থিসমাযুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মপ্রবর্ত্তকম্। যজ্ঞোপবীতং সৌবর্ণং ময়া দত্তং তব প্রভো॥ ১২৮॥ সুগন্ধং চন্দনং দেব ময়া দত্তঞ্চ বৈ প্রভো। ভক্ত্যা পরময়া শম্ভো সুগন্ধং কুরু মাং ভব ॥ ১২৯॥ দীপং হি পরমং শম্ভো ঘৃতপ্রজ্বলিতং ময়া। দত্তং গৃহাণ দেবেশ মম জ্ঞানপ্রদো ভব॥ ১৩০॥ দীপং বিশিষ্টং পরমং সর্ব্বৌষধিবিজৃম্ভিতম্। গৃহাণ পরমেশান মম শান্ত্যর্থমেব চ॥ ১৩১॥ দীপাবলিং ময়া দত্তাং গৃহাণ পরমেশ্বর। আরাত্রিকপ্রদানেন মম তেজঃপ্রদো ভব॥ ১৩২॥ ফলদীপাদিনৈবেদ্যতাম্বুলাদিক্রমেণ চ। পূজনীয়ো বিধানজ্ঞৈস্তস্যাং রাত্রৌ প্রযত্নতঃ॥ ১৩৩॥ পশ্চাজ্জাগরণং কার্য্যং গৃহে বা দেবতালয়ে। বিতানমণ্ডপং কৃত্বা নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্। গীতবাদিত্রনৃত্যেন অর্চ্চনীয়ঃ সদাশিবঃ॥ ১৩৪॥ অনেনৈব বিধানেন প্রদোষোদ্‌যাপনে বিধিঃ। কার্য্যো বিধিমতা শক্র সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৩৫॥ গুরুণা কথিতং সর্ব্বং তচ্চকার শতক্রতুঃ। তেনৈব চ সহায়েন ইন্দ্রো যুদ্ধপরায়ণঃ॥ ১৩৬॥

বরপ্রদ হও। হে বিশ্বেশ্বর। আমি তোমায় আচমনীয় দান করিলাম। হে পরমেশ! ইহা তুমি গ্রহণ কর; করিয়া আমার প্রতি তুষ্ট হও। হে প্রভো! এই সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত—ইহা ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত এবং ব্রহ্মকর্ম্মের প্রবর্ত্তক; তুমি এই মৎপ্রদত্ত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর। হে দেব! এই সুগন্ধ চন্দন, আমি পরম ভক্তিযোগে আপনাকে অর্পণ করিলাম। হে ভব শম্ভো! তুমি আমায় সুগন্ধ কর। হে শম্ভো! এই ঘৃত-প্রজ্বলিত পরম দীপ তোমায় দান করিলাম। ইহা গ্রহণ কর—করিয়া মদীয় জ্ঞানপ্রদ হও। হে পরমেশ! আপনার শান্তির নিমিত্ত আমি এই সর্ব্বৌষধি-সমুদ্ভাসিত বিশিষ্ট দীপ দান করিলাম। তুমি ইহা গ্রহণ কর। হে পরমেশ্বর! মৎপ্রদত্ত দীপাবলী গ্রহণ কর এবং আরাত্রিক দানে মদীয় তেজঃপ্রদ হও। এইরূপে সেই রাত্রে শ্রদ্ধার সহিত ফল, দীপ, নৈবেদ্য, ও তাম্বুলাদি দ্বারা বিধিজ্ঞ ব্যক্তি বৃষধ্বজকে পূজা করিবেন। অনন্তর গৃহে বা দেবালয়ে থাকিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। বিবিধ আশ্চর্য্য বস্তুযোগে এক বিতানমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেখানে গীত, নৃত্য ও বাদিত্র সহযোগে সদাশিবের অর্চ্চনা করিবে। হে ইন্দ্র! সকল কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানে বিধিজ্ঞ

বৃত্রং প্রতি সুরৈঃ সার্দ্ধং যুযুধে চ শতক্রতুঃ। যুদ্ধমভবদ্দেবানাং দানবৈঃ সহ॥ ১৩৭॥ তস্মিন্ সুতুমুলে গাঢে দেবদৈত্যক্ষয়াবহে। সুতুমুলমতিবেলং ভয়াবহম্॥ ১৩৮॥ ব্যোমো যমেন যুযুধে হ্যগ্নিনা তীক্ষ্ণকোপনঃ। বরুণেন মহাদংষ্ট্রো বায়ুনা চ মহাবলঃ॥ ১৩৯॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধরতাঃ সর্ব্বে অন্যান্যবলকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৪০॥ তথৈব তে দেববরা মহাভুজাঃ সংগ্রামশূরা জয়িনস্তদাভবন্। পরাজয়ং দৈত্যবরাশ্চ সর্ব্বে প্রাপ্তাস্তদানীং পরমং সমন্তাৎ॥ ১৪১॥ দৃষ্ট্বা সুরৈর্দৈত্যবরান্ পরাজিতান্ পালয়মানানথ কান্দিশীকান্। তদৈব বৃত্রঃ পরমেণ মন্যুনা মহাবলো বাক্যমিদং বভাষে॥ ১৪২॥ বৃত্র উবাচ। হে দৈত্যাঃ পরমার্ত্তাশ্চ কস্মাদ্‌যূয়ং ভয়াতুরাঃ। পলায়নপরাঃ সর্ব্বে বিসৃজ্য রণমদ্ভুতম্॥ ১৪৩॥ স্বং স্বং পরাক্রমং বীরা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়াঃ দর্শয়ধ্বং সুরগণাঃ সূদয়ধ্বং মহাবলাঃ॥ ১৪৪॥ গদাভিঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ। অসিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ পাশতোমর-

---

ব্যক্তি প্রদোষোদ্‌যাপন সাঙ্গ করিবেন। বৃহস্পতি এই কথা কহিলে ইন্দ্র তাঁহার উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন। তিনি বৃহস্পতির সহায়তায় যুদ্ধোদ্যত হইয়া অন্যান্য সুরগণসহ বৃত্রাসুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে যুদ্ধ যখন ভীষণাকারে পরিণত হইয়া সুরাসুরপক্ষ ক্ষয় করিতে লাগিল, তখন আবার অতি ভীষণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যমের সহিত ব্যোম, অগ্নির সহিত তীক্ষ্ণকোপন, বরুণের সহিত [মহাদংষ্ট্র] এবং বায়ুর সহিত মহাবল নামক অসুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বলাধিক্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সংগ্রাম-শূর দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং দৈত্যপক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। ১২৪—১৪১। সুরগণের হস্তে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যগণ দিগ্‌ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল বৃত্রাসুর তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধের সহিত এই কথা কহিল,—হে দৈত্যগণ! কেন তোমরা আর্ত্ত ও ভয়াতুর হইয়া রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পলায়ন করিতেছ? হে বীরগণ! তোমরা যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন কর। হে মহাবলগণ! গদা, পট্টিশ, খড়্গ, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, অসি, ভিন্দিপাল, ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের

ভঃ॥ ১৪৫॥ তদা দেবাশ্চ যুযুধুর্দধীচাস্থিসমুদ্ভবৈঃ। শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ পরমৈরসুরান্ সমদারয়ন্॥ ১৪৬॥ পুনর্দৈত্যা হতা দেবৈঃ প্রাপ্তাস্তেঽপি পরাজয়ম্। পুনশ্চ তেন বৃত্রেণ নোদ্যমানাঃ সুরান্ প্রতি॥ ১৪৭॥ যদা হি তে দৈত্যবরাঃ সুরৈঃশৈর্নিহন্যমানাশ্চ বিদ্রুবুর্দিশঃ। কেচিদ্দৃষ্ট্বা দানবাস্তে তদানীং ভীতিত্রস্তাঃ ক্লীবরূপাঃ ক্রমেণ॥ ১৪৮॥ বৃত্রেণ কোপিনা চৈবং ধিক্কৃতা দৈত্যপুঙ্গবাঃ। হে পুলোমন্ মহাভাগ বৃষপর্ব্বন্নমোঽস্তু তে॥ ১৪৯॥ হে ধূম্রাক্ষ মহাকাল মহাদৈত্য বৃকাসুর। স্থূলাক্ষ হে মহাদৈত্য স্থূলদংষ্ট্র নমোঽস্তু তে॥ ১৫০॥ স্বর্গদ্বারং বিহায়ৈব ক্ষত্রিয়াণাং মনস্বিনাম্। পলায়ধ্বে কিমর্থং বা সংগ্রামাঙ্গনমুত্তমম্॥ ১৫১॥ সঙ্গরে মরণং যেষাং তে যান্তি পরমং পদম্। যত্র তত্র চ লিপ্সেত সংগ্রামে মরণং বুধঃ॥ ১৫২॥ ত্যজন্তি সঙ্গরং যে বৈ তে যান্তি নিরয়ং ধ্রুবম্॥ ১৫৩॥ যে ব্রাহ্মণার্থে ভৃত্যার্থে স্বার্থে বৈ শস্ত্রপাণয়ঃ। সংগ্রামং যে প্রকুর্ব্বন্তি মহাপাতকিনো নরাঃ॥ ১৫৪॥ শস্ত্রঘাতহতা যে বৈ মৃতা বা সঙ্গরে তথা। তে যান্তি পরমং স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৫৫॥ শস্ত্রৈর্বিচ্ছিন্নদেহা যে গবার্থে স্বামিকারণাৎ। রণে মৃতাঃ ক্ষতাঃ যে বৈ তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ১৫৬॥ তস্মাদ্রণেঽপি যে শূরাঃ পাপিনো নিহতাঃ পুরঃ। প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং দুর্লভং জ্ঞানিনামপি॥ ১৫৭॥ অথবা তীর্থগমনং বেদাধ্যয়নমেব চ। দেবতার্চ্চনযজ্ঞাদিশ্রেয়াংসি বিবিধানি চ॥ ১৫৮॥ ঐকপদ্যেন তান্যেব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। সংগ্রামে পতিতানাঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রেম্বয়ং বিধিঃ॥ ১৫৯॥ তস্মাদযুদ্ধাবদানঞ্চ কর্ত্তব্যমবিশঙ্কিতৈঃ। ভবদ্ভির্নান্যথা কার্য্যং বেদবাক্যপ্রমাণতঃ॥ ১৬০॥ যূয়ং সর্ব্বে শৌরবৃত্ত্যা সমেতাঃ কুলেন শীলেন মহানুভাবাঃ। পদানি তান্যেব পলায়মানা গচ্ছন্ত্যশূরা রণমণ্ডলাচ্চ॥ ১৬১॥ ত এব সর্ব্বে খলু পাপলোকান্ গচ্ছন্তি নূনং বচনাৎ

দ্বারা দেবগণকে সংহার কর। তখন দেবগণ দধীচির অস্থিসম্ভূত উত্তম উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক অস্ত্রাঘাতে অসুর-সৈন্য ধ্বংসমুখে পতিত হইতে লাগিল। এবারও দেবগণের হস্তে বহু দৈত্য নিহত হইল এবং দৈত্যপক্ষেরই পরাজয় ঘটিল। বৃত্রাসুর পুনরায় অসুরদিগকে সুরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। অসুরেরা সুরগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যখন ঘোর যুদ্ধে দৈত্যপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীর সুরপতিগণের শস্ত্রে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, যখন কোন কোন কাপুরুষ দানব সমরে ভীত-ত্রস্ত হইয়া পড়িল, তখন বৃত্রাসুর কুপিত হইয়া দৈত্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ প্রধান প্রধান দৈত্যদিগকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল; বলিল,—হে মহাভাগ! পুলোমন্! ওহে বৃষপর্ব্বন্! তোমাদিগকে নমস্কার। হে ধূম্রাক্ষ! হে মহাকাল! হে মহাদৈত্য বৃকাসুর! হে মহাদৈত্য স্থূলাক্ষ ও স্থূলদংষ্ট্র! তোমরাও আমার নমস্কার লও। মনস্বী ক্ষত্রিয়দিগের যাহা স্বর্গদ্বার, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রাম হইতে কিজন্য তোমরা পলায়ন করিতেছ? জানিও, সংগ্রামে যাহাদের মরণ, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন স্থানে সংগ্রাম-মৃত্যুই কামনা করিয়া থাকেন। যাহারা সংগ্রাম পরিত্যাগ করে, নিশ্চয়ই নরকে তাহাদের গতি হইয়া থাকে। যাহারা ব্রাহ্মণার্থে, সেবকার্থে ও স্বার্থে শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করে, সেই সকল নর মহাপাতকী হইলেও সংগ্রামে শস্ত্রাহত বা মৃত হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যাহারা গো-নিমিত্ত বা প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে শস্ত্রদ্বারা ছিন্নদেহ, ক্ষতবিক্ষত বা মৃত হয়, তাহাদেরও পরমগতি হইয়া থাকে। এইজন্য বলা যায়,—সমরে নিহত পাপিষ্ঠগণও পরম স্থান লাভ করে। তাহাদের লব্ধ স্থান জ্ঞানিগণের পক্ষেও দুর্লভ। অথবা তীর্থগমন, বেদাধ্যয়ন, দেবার্চ্চন এবং যজ্ঞাদি অন্যান্য যে সকল মঙ্গলজনক কার্য্য আছে, তৎসমস্ত এক হইলেও সংগ্রামপতিত ব্যক্তিদিগের যে সুকৃত সঞ্চয় হয়, তাহার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারে না। সকল শাস্ত্রেই এই বিধি। ১৪২—১৫৯। অতএব অশঙ্কিতচিত্তে যুদ্ধরূপ অবদানকার্য্যে সকলেরই লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তোমরাও বেদবাক্যের প্রমাণ অনুসারে এ বিধির অন্যথা করিও না। দেখ, তোমরা সকলে কুলে শীলে সমুন্নত মহানুভব বীরপুরুষ; যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন-তৎপর হইয়া চরণচালন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমাদের পক্ষে এরূপ কার্য্য কখনই যোগ্য নহে। রণক্ষেত্র হইতে পলায়মান ব্যক্তিরাই পাপলোকে

স্মৃতেশ্চ ॥ ১৬২ ॥ যে পাপিষ্ঠাস্ত্বধর্ম্মস্থা ব্রহ্মঘ্না গুরুতল্পগাঃ। নরকং যান্তি তে পাপং তথৈব রণবিচ্যুতাঃ ॥ ১৬৩ ॥ তস্মাদ্ভবদ্ভির্যোদ্ধব্যং স্বামিকার্য্যভরক্ষমৈঃ। এবমুক্তাস্তদা তেন বৃত্রেণাপি মহাত্মনা ॥ ১৬৪ ॥ চক্রুস্তে বচনং তস্য অসুরাশ্চ সুরান্ প্রতি। চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৬৫ ॥ তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিগাঢ়ে বৃত্রো মহাদৈত্যপতিঃ স একঃ। উবাচ রোষেণ মহাদ্ভুতেন শতক্রতুং দেববরৈঃ সমেতম্ ॥ ১৬৬ ॥ বৃত্র উবাচ। শৃণু বাক্যং ময়া চোক্তং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্। ত্বং দেবানাং পতির্ভূত্বা ন জানাসি হিতাহিতম্ ॥ ১৬৭ ॥ কিম্বলার্থপরো ভূত্বা বিশ্বরূপো হতস্ত্বয়া। প্রাপ্তমদ্যৈব ভো ইন্দ্র তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ১৬৮ ॥ যেঽদীর্ঘদর্শিনো মন্দা মূঢা ধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। অকল্পাঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যৎ কুর্ব্বন্তি চ নিষ্ফলম্। তৎসর্ব্বং বিদ্ধি দেবেন্দ্র মনসা সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥ ১৬৯ ॥ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভূত্বা যুধ্যস্ব গতকল্মষঃ। ভ্রাতৃহা ত্বং মমেবেন্দ্র তস্মাত্ত্বাং ঘাতয়াম্যহম্ ॥ ১৭০ ॥ মা প্রয়াহি স্থিরো ভূত্বা দেবৈশ্চ পরিবারিতঃ। এবমুক্তস্তু বৃত্রেণ শক্রোঽতীব রুষান্বিতঃ। ঐরাবতং সমারুহ্য যযৌ বৃত্রজিঘাংসয়া ॥ ১৭১ ॥ ইন্দ্রমায়ান্তমালোক্য বৃত্রো বলবতাং বরঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বেষাং শৃণ্বতামপি ॥ ১৭২ ॥ আদৌ মাং প্রহরস্বেতি তস্মাত্ত্বাং ঘাতয়াম্যহম্ ॥ ১৭৩ ॥ ইত্যেবমুক্তো দেবেন্দ্রো জঘান গদয়া ভৃশম্। বৃত্রং বলবতাং শ্রেষ্ঠং জানুদেশে মহাবলম্ ॥ ১৭৪ ॥ তামাপতন্তীং জগ্রাহ করেণৈকেন লীলয়া। তয়ৈবৈনং জঘানাশু গদয়া ত্রিদিবেশ্বরম্ ॥ ১৭৫ ॥ সা গদা পাতয়ামাস সবজ্রঞ্চ পুরন্দরম্। পতিতং শক্রমালোক্য বৃত্র উচে সুরান্ প্রতি ॥ ১৭৬ ॥ নয়ধ্বং স্বামিনং দেবাঃ স্বপুরীমমরাবতীম্ ॥ ১৭৭ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ সত্যং বৃত্রস্য চ মহাত্মনঃ। তথা চক্রুঃ সুরাঃ সর্ব্বে রণাচ্ছেন্দ্রং সমুৎসুকাঃ ॥ ১৭৮ ॥ অপোবাহ্য গজস্থং হি পরিবার্য্য ভয়াতুরাঃ। সুরাঃ সর্ব্বে রণং হিত্বা জগ্মুস্তে ত্রিদিবং প্রতি ॥ ১৭৯ ॥ ততো গতেষু দেবেষু ননর্ত্ত চ মহাসুরঃ। বৃত্রো জহাস চ পরং তেনাপূর্য্যত দিক্তটম্ ॥ ১৮০ ॥ চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈলবনকাননা। চুক্ষুভে চ তদা সর্ব্বং জঙ্গমং

গমন করে। ইহাই স্মৃতিবাক্যের নির্দ্দেশ। যাহারা পাপিষ্ঠ, অধার্ম্মিক, ব্রহ্মঘাতী ও রণবিমুখ, তাহারাই পাপ-নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব স্বামিকার্য্যের গুরুভার ধারণে সক্ষম হইয়া এক্ষণে তোমাদিগের সকলেরই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা বৃত্র এই কথা কহিলে অসুরগণ সুরসমূহের প্রতি তৎকালে তাহার বচনানুযায়ী ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহারা সকল-লোক-ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাদৈত্যাধিপতি বৃত্র একাকী অসাধারণ রোষাবেশে সুরগণ-সমাবৃত শতক্রতুকে কহিল,—ওহে, তুমি আমার ধর্ম্মার্থময় হিত বাক্য শ্রবণ কর। দেবগণের পতি হইয়াও তুমি হিতাহিত জান না। তুমি কিরূপ বল ও স্বার্থপর হইয়া বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছিলে? হে ইন্দ্র! আজ তোমার সেই কর্ম্মের ফল উপস্থিত। যাহারা অদূরদর্শী, অন্ধ, মূঢ, ধর্ম্মবহিষ্কৃত, তাহারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা যাহা করে, তৎসমস্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে দেবেন্দ্র! তুমি এই সমস্ত জানিয়া রাখ এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও। অপিচ তুমি ধর্ম্মসঙ্গতভাবে নিষ্পাপ হইয়া যুদ্ধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ভ্রাতৃঘাতী; সুতরাং তোমাকে আমি নিহত করিব। পলায়ন করিও না। দেবগণ সহ সমরে স্থির হইয়া অবস্থান কর। বৃত্র এই কথা কহিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন। বলবান্ বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া সর্ব্ব সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিল,—তুমি অগ্রে আমায় প্রহার কর; পশ্চাৎ আমি তোমায় প্রহার করিব। বৃত্রাসুর এই কথা কহিলে দেবেন্দ্র জানুদেশ লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃত্রাসুরের প্রতি বিষম গদাঘাত করিলেন। বৃত্রাসুর সেই গদা আপতিত হইবামাত্র অবলীলাক্রমে এক হস্তে গ্রহণ করিল এবং তাহার দ্বারাই ত্রিদশপতিকে সত্বর আহত করিল। ১৬০—১৭৬। বৃত্র-নিক্ষিপ্ত সেই গদা বজ্রহস্ত পুরন্দরকে ভূপাতিত করিল। ইন্দ্র পতিত হইলেন দেখিয়া বৃত্র সুরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে দেবগণ! তোমাদের প্রভুকে তোমরা তাঁহার স্বীয় পুরী অমরাবতীতে লইয়া যাও। মহাত্মা বৃত্রের এই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ তাহাই করিলেন। তাঁহারা সমুৎসুক হইয়া ও ইন্দ্রকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া তাঁহার অচৈতন্য দেহ ভীতভীতভাবে পরিরক্ষণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র হইতে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে মহাসুর বৃত্র নৃত্য করিল এবং হাসিতে লাগিল। তাহার সে হাস্যে

স্থাবরং তথা ॥ ১৮১ ॥ শ্রুত্বা প্রয়াতং দেবেন্দ্রং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উপয়াতোঽথ দেবেন্দ্রং স্বকমণ্ডলু-বারিণা। অস্পৃশচ্ছক্রসংজ্ঞোঽভূত্তৎক্ষণাচ্চ পুরন্দরঃ ॥ ১৮২ ॥ দৃষ্ট্বা পিতামহং চাগ্রে ব্রীড়াযুক্তোঽভবত্তদা। মহেন্দ্রং ত্রপয়া যুক্তং ব্রহ্মোবাচ পিতামহঃ ॥ ১৮৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। বৃত্রো হি তপসা যুক্তো ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ। ত্বষ্টুশ্চ তপসা যুক্তো বৃত্রশ্চায়ং মহাযশাঃ। অজেয়স্তপসোগ্রেণ তস্মাত্ত্বং তপসা জয় ॥ ১৮৪ ॥ বৃত্রাসুরো দৈত্যপতিশ্চ শক্র তে সমাধিনা পরমেণৈব যজ্যঃ। নিশম্য বাক্যং পরমেষ্ঠিনো হরিঃ সস্মার দেবং বৃষভধ্বজং তদা ॥ ১৮৫ ॥ স্তুত্যা তদা তং স্তুবমানো মহাত্মা পুরন্দরো গুরুণা নোদিতো হি ॥ ১৮৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ। নমো ভর্গায় দেবায় দেবানা-মতিদুর্গম। বরদো ভব দেবেশ দেবানাং কার্য্য-সিদ্ধয়ে ॥ ১৮৭ ॥ এবং স্তুতিপরো ভূত্বা শচীপতিরু-দারধীঃ। স্বকার্য্যদক্ষো মন্দাত্মা প্রপঞ্চাভিরতঃ খলু ॥ ১৮৮ ॥ প্রপঞ্চাভিরতা মূঢ়াঃ শিবভক্তিপরা অপি। ন প্রাপ্নুবন্তি তে স্থানং পরমীশস্য রাগিণঃ ॥ ১৮৯ ॥ নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। মৃড়ং জ্ঞানপ্রদং চেশং পরেশং শম্ভুমেব চ ॥ ১৯০ ॥ তেষাং পরেষাং বরদ ইহামুত্র চ শঙ্করঃ। মহেন্দ্রেণ স্তুতঃ শর্ব্বো রাগিণা পরমেণ হি ॥ ১৯১ ॥ রাগিণাং হি সদা শম্ভুর্দুর্লভো নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাদ্বিরাগিণাং নিত্যং সম্মুখো হি সদাশিবঃ ॥ ১৯২ ॥ রাজা সুরাণাং হি মহানুরাগী স্বকর্ম্মসংসিদ্ধিমহাপ্রবীণঃ। তস্মাৎ সদা ক্লেশপরঃ শচীপতিঃ স্বকামভাবাত্মপরো হি নিত্যম্ ॥ ১৯৩ ॥ স্তবমানং তদা চেন্দ্রমব্রবীৎ কার্য্য-গৌরবাৎ। বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্দ্রষ্টা মহেশো লিঙ্গ-রূপবান্ ॥ ১৯৪ ॥ ইন্দ্র গচ্ছ সুরৈঃ সার্দ্ধং বৃত্রং বৈ দানবং প্রতি। তপসৈব চ সাধ্যোঽয়ং রণে জেতুং শতক্রতো ॥ ১৯৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ। কেনোপায়েন সাধ্যোঽয়ং বৃত্রো দৈত্যবরো মহান্। তচ্ছীঘ্রং কথ্যতাং শম্ভো যেন মে বিজয়ো ভবেৎ ॥ ১৯৬ ॥ রুদ্র উবাচ। রণে ন শক্যতে হন্তুমপি দেববরৈ-রপি। তস্মাত্ত্বয়া হি কর্ত্তব্যং কুৎসিতং কর্ম্ম চাদ্য

দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। শৈল-কানন-পরিবৃতা পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল এবং চরাচর সমস্ত জগৎ ক্ষুব্ধ হইল। এই সময় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের অপমানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রালয়ে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া স্বীয় কমণ্ডলু-জল ইন্দ্রের গাত্রে স্পর্শ করাইলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। মহেন্দ্রকে সলজ্জ দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,—বৃত্রাসুর তপস্বী এবং ব্রহ্মচারী। ঐ মহাযশা, বিশ্বকর্ম্মার তপস্যার ফলভাগী এবং তাঁহারই তীব্র তপস্যার প্রভাবে সমরে অজেয়; সুতরাং তুমিও উহাকে তপস্যা দ্বারাই জয় কর। হে ইন্দ্র! দৈত্যাধিপতি বৃত্রাসুর পরম সমাধি দ্বারাই জয্য। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র তখন বৃষধ্বজকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতির উপদেশে মহাত্মা পুরন্দর শম্ভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবগণের অতি দুর্জ্ঞেয় ভব! তুমি ভর্গদেব; তোমায় নমস্কার। হে দেবেশ! দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি বরপ্রদ হও। উদারবুদ্ধি শচীপতি এইরূপ স্তবকার্য্যে তৎপর হইলেও তিনি স্বীয় কর্ম্ম সাধনে উদ্যত; মূঢ়চিত্ত ও প্রপঞ্চরত, সুতরাং শিবের সান্নিধ্য লাভে তাঁহার অধিকার নাই। যে সকল মূঢ়লোক শিবভক্তিযুক্ত হইয়াও প্রপঞ্চাভিরত, তাহারা পরমেশ্বরের পরম স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে সকল নির্ম্মল, নিরহঙ্কার লোক, জ্ঞান-দাতা পরমেশ শম্ভুর উপাসনা করে, শঙ্কর তাহা-দিগকে ইহ-পরকালে বরদান করিয়া থাকেন। মহেন্দ্র পরম বিষয়ানুরক্ত; তিনি ভবদেবকে স্তব করিলেন; কাজেই শম্ভু তাঁহার পক্ষে দুর্লভ বস্তু হইলেন। বস্তুতঃ বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট শম্ভুদেব অতীব দুর্লভ; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। দেব সদাশিব বিরাগীদিগের প্রতিই নিত্য প্রসন্ন। ইন্দ্র সুরগণের রাজা, স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে সবিশেষ ব্যগ্র; কাজেই তিনি সতত ক্লেশ-পর; তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা কামনায় সমাকুল; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সদাশিব সুলভ হইতে পারেন না, কিন্তু ইন্দ্রকে স্তব করিতে দেখিয়া অখিলদর্শী লিঙ্গ-রূপী মহেশ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় কার্য্য-গৌরবে তাঁহাকে কহিলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি সুরগণ সহ দানব বৃত্রের অভিমুখে গমন কর। হে শত-মন্যো! একমাত্র তপঃপ্রভাবেই ইহাকে তুমি জয় করিতে পারিবে।১৭৭—১৯৫। ইন্দ্র কহিলেন,—এই প্রবল দৈত্য বৃত্রকে কোন্ উপায়ে আয়ত্ত করা যায়? হে শম্ভো! যাহাতে আমার বিজয় লাভ হইতে পারে, আপনি তাহা বলুন। রুদ্র কহিলেন,—সমগ্র প্রধান প্রধান দেব মিলিত হইয়া শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও সমরে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। অতএব

বৈ॥ ১৯৭॥ অস্য শাপঃ পুরা দত্তঃ পার্ব্বত্যা মম সন্নিধৌ। অসৌ চিত্ররথো নাম্না বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে॥ ১৯৮॥ পর্য্যটন্ স বিমানেন ময়া দত্তেন ভাস্বতা। উপহাসাদিমাং যোনিং সম্প্রাপ্তো দৈত্যপুঙ্গবঃ॥ ১৯৯॥ তস্মাদজেয়ং জানীহি রণে রণবিদাং বর। এবমুক্তো মহেন্দ্রোঽয়ং শম্ভুনা যোগিনা ভৃশম্॥ ২০০॥ তথেতি মত্বা শক্রোঽসৌ নিয়মং তমুপাদদে॥ ২০১॥ রন্ধ্রং প্রতীক্ষ্য বৃত্রস্য তৎসমীপে সহস্রকম্। বৎসরাণাং মহাভাগা বসন্ হন্তুং মনো দধে॥ ২০২॥ অন্তর্ব্বেদ্যাং বহিঃ স্থিত্বা বজ্রপাণিরনুজ্ঞয়া। গুরোঃ পুরোধসশ্চৈব স্বকার্য্যমকরোদ্‌ভৃশম্॥ ২০৩॥ একদা নর্ম্মদায়াং বৈ বৃত্রো দানবপুঙ্গবঃ। দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ সমাযাতো যদৃচ্ছয়া॥ ২০৪॥ ইন্দ্রঃ পরাভবং প্রাপ্তো নীতো দেবৈর্দ্দিবং প্রতি। অহমেব হতারিশ্চ নান্যোঽস্তি সদৃশো মম॥ ২০৫॥ মন্যমানঃ সদা বৃত্রঃ পৌরুষেণ সমন্বিতঃ। প্রদোষসময়ে বিপ্রা নর্ম্মদায়ামুপস্থিতঃ॥ ২০৬॥ দৃষ্টশ্চেন্দ্রেণ সুমহানসুরৈঃ পরিবারিতঃ। বৃত্রো বলবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্রদোষসময়ে তদা॥ ২০৭॥ তস্মিন্ প্রদোষে সংযুক্তা মন্দবারে ত্রয়োদশী। নোদিতো গুরুণা চেন্দ্রং করে গৃহ্য বৃহস্পতিঃ॥ ২০৮॥ প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্যথোক্তবিধিনা তদা। পূজিতো লিঙ্গরূপী চ ওঙ্কারো নর্ম্মদাতটে॥ ২০৯॥ প্রদোষব্রতমাহাত্ম্যাদ্বজ্রপাণিঃ প্রতাপবান্। সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদেব প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ॥ ২১০॥ বৃত্রোঽপি তপসা যুক্তঃ প্রদোষসময়ে মহান্। নিদ্রাসক্তোঽভবত্তত্র গুপ্তেন প্রতিবোধিতঃ॥ ২১১॥ স্বাপাৎ প্রদোষবেলায়াং তপসা চাৰ্জ্জিতং ফলম্। প্রনষ্টং তৎক্ষণাদেব নিঃশ্রীকত্বমুপাগতঃ॥ ২১২॥ দেব্যাঃ শাপাচ্চ সঞ্জাতো বৃত্রো ভগ্নমনোরথঃ॥ ২১৩॥ সন্ধ্যাপাদো গতো যাবদ্‌বৃত্রস্তীর্থমুপাবিশৎ। পরীতো বিবিধৈর্দ্দৈত্যৈর্নানায়ুধসমন্বিতৈঃ॥ ২১৪॥ তস্য তৎ কর্ম্মণশ্ছিদ্রং ছিদ্রান্বেষী শচীপতিঃ। জ্ঞাত্বা গতঃ শনৈর্হন্তুমাত্মশত্রুং শতক্রতুঃ॥ ২১৫॥ তাবদ্দৈত্যাঃ সুসংরব্ধা ভীমা ভীমপরাক্রমাঃ। উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বে দুঃসহাশ্চ শত-

---

এ উপলক্ষে তোমাকে এক কুৎসিত কার্য্য করিতে হইবে। দেবী পার্ব্বতী পূর্ব্বে আমারই সমক্ষে ইহাকে এক অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই বৃত্র পূর্ব্বে চিত্ররথ নামে ভুবনে বিখ্যাত ছিল। আমি ইহাকে এক উজ্জ্বল বিমান দিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা কৈলাসে গিয়া আমায় উপহাস করিয়াছিল। সেই অপরাধে পার্ব্বতীর শাপে ইহার এই দৈত্যযোনি প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব হে রণপণ্ডিত! রণে ইহাকে অজেয় জানিও। যোগিবর শম্ভু এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র শিববাক্যই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া নিয়মাবলম্বন করিলেন। হে মহাভাগগণ! অনন্তর বৃত্রাসুরের ছিদ্রপ্রতীক্ষায় ইন্দ্র সহস্র বর্ষ যাপন করত তাহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন। বজ্রপাণি স্বীয় পুরোহিত গুরুর আজ্ঞায় অন্তরে বাহিরে অবস্থিত হইয়া স্বীয় কার্য্যসাধন করিতে লাগিলেন। এদিকে একদা বৃত্রাসুর অন্যান্য দানবগণে পরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে নর্ম্মদাতটে আগমন করিল এবং ভাবিতে লাগিল,— ইন্দ্র আমার হস্তে পরাজিত হইয়াছে; দেবগণ তাহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; আমার শত্রু নষ্ট হইয়াছে; আমি নিঃশত্রু হইয়াছি। আমার তুল্য অন্য আর কে আছে? এইরূপে বৃত্র সর্ব্বদাই আপনাকে পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ!' সে যখন নর্ম্মদায় আসিল, তখন প্রদোষ সময় উপস্থিত। ইন্দ্র সে সময়ে বলবান্ বৃত্রকে মহাসুরগণে পরিবৃত দেখিলেন। ঐ দিন শনিবার; ত্রয়োদশী তিথি; তদ্দর্শনে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দেবার্চ্চনায় উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র সেই নর্ম্মদার তটে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারাদি দ্বারা যথাবিধি লিঙ্গরূপী ওঙ্কারকে পূজা করিলেন। প্রদোষব্রতের প্রভাবে শঙ্করের প্রসন্নতায় ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা বৃত্র তপোবলে অন্বিত হইলেও সেই প্রদোষকালে নিদ্রাসক্ত হইয়াছিল। পরে সে গুপ্ত দ্বারা প্রবোধ প্রাপ্ত হইল। প্রদোষ-সময়ে নিদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার তপস্যার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হইয়া গেল; তৎক্ষণাৎ তাহার ভ্রষ্টশ্রীকতা ঘটিল। ও দিকে দেবীর শাপেও বৃত্রাসুর ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছিল। ১৯৬—২১৩। অনন্তর সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হইল। বৃত্রাসুর নানায়ুধধর বিবিধ দৈত্য-পরিবৃত হইয়া তীর্থক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইল। ছিদ্রান্বেষী শচীপতি তাহার কর্ম্মের ছিদ্র অবগত হইয়া সেই শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তখন ভীমপরাক্রম দৈত্যগণ সকলেই এককালে শতক্রতুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। অনন্তর সেই

ক্রতুম্ ॥ ২১৬ ॥ ততস্তৈরভবদ্‌যুদ্ধমতিপ্রবলদর্পিভিঃ। সর্ব্বে দেবাঃ সহায়ার্থং তদাজগ্মুঃ শতক্রতোঃ ॥ ২১৭ ॥ তদা দৈত্যাশ্চ দেবাশ্চ যুযুধুস্তে তরস্বিনঃ। রাত্রৌ যুদ্ধং সমভবৎ সুরাসুরবিমর্দ্দনম্ ॥ ২১৮ ॥ অনেকশস্ত্রসঙ্গীতং মহারৌদ্রমবর্ত্তত। এবং প্রবর্ত্তমানে তু সংগ্রামে রৌদ্রদারুণে। তদা বৃত্রোঽথ সন্নদ্ধো গৃহীত্বা শূলমুল্বণম্ ॥ ২১৯ ॥ ইন্দ্রং প্রত্যথতো গত্বা জগর্জ্জাতি বিভীষণম্। তস্য নাদপ্রণাদেন ত্রাসিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২২০ ॥ ঐরাবণং সমারুহ্য মহেন্দ্রঃ শুশুভে তদা। ধ্রিয়মানেন চ্ছত্ত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলশোভিনা ॥ ২২১ ॥ চামরৈর্বীজ্যমানোঽথ বভাষে দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥ ২২২ ॥ ইন্দ্র উবাচ। সংগ্রামং কুরু মে বৃত্র বলেন মহতা বৃতঃ। শূরস্ত্বমসি শূরাণাং তপসা পরমেণ হি ॥২২৩॥ এবমুক্তস্তদা তেন বৃত্রো বাক্যমুবাচ হ। আদৌ প্রহর মামিন্দ্র পশ্চাত্ত্বাং ঘাতয়াম্যহম্ ॥ ২২৪ ॥ তথেতি মত্বা তদতীব দুঃসহং বজ্রং তদানীং শতধারমেব। স মোক্তুকামো হি তদা পুরন্দরো নিবারিতস্তেন মহাপ্রভেণ। পুরোধসা বুদ্ধিমতাং বরেণ তথেতি মত্বা স চকার চেন্দ্রঃ ॥ ২২৫ ॥ গদাং প্রগৃহ্য দেবেন্দ্রো বৃত্রং বিব্যাধ তাং গদাম্। বারয়ামাস বৃত্রোঽপ্যসাবতিথিং কৃপণো যথা ॥ ২২৬ ॥ ব্যর্থাঞ্চ স্বগদাং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রশ্চিন্তামবাপ হ ॥ ২২৭ ॥ তং চিন্তমানং স তদা পুরন্দরং বৃত্রো বভাষে পরিভর্ৎসমানঃ। পুরাকৃতং শক্র মহাদ্ভুতং ত্বয়া জুগুপ্সিতং কর্ম্ম চ বিস্মৃতং কিম্। যেনৈব জাতোঽসি সহস্রনেত্রঃ শাপান্মহর্ষেরথ গৌতমস্য ॥ ২২৮ ॥ যে শূরাশ্চেন্দ্রিয়গ্রামং বর্ত্তন্তে হি নিয়ম্য তু। তে জয়ং প্রাপ্নুবন্তীহ নেতরে হি ভবাদৃশাঃ ॥ ২২৯। রণাজিরং মহাঘোরং পাপিনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩০ ॥ এবং নির্ভৎর্সয়ামাস দেবেন্দ্রং দৈত্যপুঙ্গবঃ। ত্রিশূলং ধুনয়ামাস দেবেন্দ্রো হি তড়িৎসমম্ ॥ ২৩১ ॥ তেন শূলেন মহতা বৃত্রোঽদ্ভুতপরাক্রমঃ। বভৌ তীব্রেণ তপসা যথা রুদ্রো যুগান্তকৃৎ ॥ ২৩২ ॥ তথাভূতং সমালক্ষ্য দেবরাজঃ শতক্রতুঃ। অভ্যুদ্যযৌ হন্তুকামো বৃত্রং দানবপুঙ্গবম্ ॥ ২৩৩ ॥ তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য হন্তুকামং

অতিপ্রবল দৈত্যসেনার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধারম্ভ হইল। ইন্দ্রের সাহায্যার্থ সমুদয় দেবসেনা তৎকালে আগমন করিলেন। তখন বলবান্ দেব-দৈত্য মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সেই সুরাসুরবিমর্দ্দী দারুণ যুদ্ধ রাত্রিকালে আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অগণিত অস্ত্রশস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে ঐ যুদ্ধ অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল। এই প্রকারে সেই দারুণ সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হইলে বৃত্রাসুর সুসজ্জিত হইয়া এক ভীষণ শূল গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রাভিমুখে ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সেই গভীর গর্জ্জনে ত্রিভুবন ত্রাসান্বিত হইল। মহেন্দ্র তৎকালে ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি চন্দ্রমণ্ডলবৎ শোভা-সম্পন্ন রাজচ্ছত্র পরিধৃত হইল। তিনি চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া দৈত্যপুঙ্গবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বৃত্র! তুমি মহাবল-পরিবৃত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম কর। বস্তুতঃ পরম তপস্যাবলে শূরগণমধ্যে তুমি একজন প্রধান শূর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃত্র এই বাক্য বলিল যে, হে ইন্দ্র! অগ্রে তুমি আমায় প্রহার কর, পশ্চাৎ তোমার প্রতি আমি অস্ত্রাঘাত করিব। তখন পুরন্দর 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার সেই অতিদুঃসহ শতধার বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভাব ধীমান্ বৃহস্পতি তাঁহাকে সেরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির বাক্যই রক্ষা করিলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র গদা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বৃত্রকে আঘাত করিলেন। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি যেমন অতিথিকে বিমুখ করে, তেমনি সেই বৃত্রাসুরও ইন্দ্রগদা নিবারণ করিল। স্বীয় গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। পুরন্দরকে চিন্তিত দেখিয়া তৎকালে বৃত্রাসুর ভৎর্সনার সহিত বলিল,—হে শক্র! তুমি পূর্ব্বে যে সকল অতি অদ্ভুত জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা কি এক্ষণে ভুলিয়া গেলে? তোমার মনে নাই কি,—কি জন্য তুমি মহর্ষি গৌতমের শাপে সহস্রনেত্র হইয়াছ? জানিও, যে সকল শূর ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই জয়ী হইয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন ভবাদৃশ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখন জয়লাভে সক্ষম নহে। জানিও, মহাঘোর রণাঙ্গন পাপীদিগের অবস্থিতির স্থান নহে; ইহা নিশ্চয়ই। ২১৪—২৩০। দৈত্যশ্রেষ্ঠ বৃত্র এই ভাবে দেবেন্দ্রকে ভৎর্সনা করিল। দেবেন্দ্র তখন এক তড়িৎ-প্রভ ত্রিশূল ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতপরাক্রম বৃত্র সেই বিশাল শূলের প্রভায় সুশোভিত হইল। মনে হইতে লাগিল,—যেন যুগান্তকর্ত্তা রুদ্র তীব্র তপস্যায় প্রতিভাত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রকে তথাবিধ দেখিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য

পুরন্দরম্। জহাস পরমং তত্র শক্রস্য চ ভয়াবহম্। মুখং প্রসার্য্য সুমহদাগতো হি পুরন্দরম্ ॥ ২৩৪ ॥ গ্রস্তকামো মহাতেজা দৈত্যানামধিপস্তদা। আগত্য সহসা শক্রং গ্রাসয়িত্বা সকুঞ্জরম্ ॥ ২৩৫ ॥ সবজ্রং সকিরীটঞ্চ ননর্ত্ত চ জগর্জ্জ চ। নিমিষান্তরমাত্রেণ গ্রসিতোঽভবৎসৌ পুরন্দরঃ ॥ ২৩৬ ॥ হাহাকারো মহা-নাসীদ্দেবানাং তত্র পশ্যতাম্। ভূকম্পো হি তদা হ্যাসীদুল্কাপাতঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩৭ ॥ তিমিরেণাবৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। নর্ত্তমানস্তদা বৃত্রো বভূব পরমদ্যুতিঃ ॥ ২৩৮ ॥ বিধ্যমানাস্তদা সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মাণমাগতাঃ। শশংসুঃ সর্ব্বমেবৈতদ্‌বৃত্রাসুরবিচেষ্টিতম্ ॥ ২৩৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা ব্যথিতোঽতীব বিস্মিতঃ। কথং জাতং মহেন্দ্রস্য ব্যসনং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৪০ ॥ দেবৈঃ সহ তদা ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ। তুষ্টাব গিরিশং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৪১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ওঁ নমো লিঙ্গরূপায় মহাদেবায় বৈ নমঃ। বিশ্বরূপায় দেবায় বিরূপাক্ষায় বৈ নমঃ ॥ ২৪২ ॥ ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বৃত্রগ্রস্তং পুরন্দরম্। তদা নভোগতা বাণী সর্ব্বেষামেব শৃণ্বতাম্ ॥ ২৪৩ ॥ উবাচ হিতকামায় বিধিং লিঙ্গার্চ্চনে সতী। প্রদোষ-ব্রতযুক্তেন ইন্দ্রেণ বিকৃতং কৃতম্ ॥ ২৪৪ ॥ নির্ম্মাল্যং পীঠিকাঞ্চৈব চ্ছায়াপ্রাসাদমেব চ। প্রদক্ষিণাং কৃত-বতা পীঠিকালঙ্ঘনং কৃতম্ ॥ ২৪৫ ॥ লঙ্ঘয়ন্তি চ যে মূঢ়াস্তে বৈ দণ্ড্যা ন সংশয়ঃ। চণ্ডস্য গণমুখ্যস্য তস্মাৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। প্রদক্ষিণানমস্কারৌ লিঙ্গার্চ্চনসমন্বিতঃ ॥ ২৪৬ ॥ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যেকবুদ্ধ্যা বৈ প্রযত্নাল্লিঙ্গপূজনম্। কার্য্যং দীক্ষাপরৈর্নিত্যং সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে ॥ ২৪৭ ॥ আশরীরঞ্চ তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। পপ্রচ্ছুস্তে প্রাঞ্জলয়ো নভো-বাণীং শুভাবহাম্ ॥ ২৪৮ ॥ কথমর্চ্চামহে লিঙ্গং কেনৈব বিধিনা ততঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্নসময়ে সায়ং কালে তথৈব চ ॥ ২৪৯ ॥ কানি পুষ্পাণি সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে চ তথৈব হি। প্রাতঃকালে তু তান্যেব কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২৫০ ॥ তদা নভোগতা বাণী কথয়ামাস বিস্তরম্ ॥ ২৫১ ॥ করবীরং চার্কপুষ্পং

ধাবিত হইলেন। দানবপুঙ্গব বৃত্র পুরন্দরকে বিনাশ-বাসনায় আসিতে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে অতি বিকট হাস্য করিল এবং স্বীয় বদন ব্যাদান করিয়া পুরন্দরের অভিমুখে ধাবিত হইল। মহাতেজা দৈত্যাধিপতি, ইন্দ্রকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় আগমন-পূর্ব্বক সহসা কুঞ্জর, বজ্র, ও কিরীট সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া নর্ত্তন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। নিমেষমধ্যে পুরন্দর কবলিত হইলেন! উপস্থিত দেবগণের মধ্যে তখন মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল! ভূ-কম্প হইল! সহস্র সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল! এই চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ তিমিরে আবৃত হইয়া গেল! বৃত্র আপনার অতুল প্রভায় অন্বিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন দেবগণ ব্যথিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্ব্বক বৃত্রাসুরের কার্য্যকলাপ সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তৎশ্রবণে ব্যথিত ও অতীব বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—কিরূপে মহেন্দ্রের এই অভাবনীয় ব্যসন উপস্থিত হইল? এই-রূপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া নিখিল লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তখন দেবগণসহ পরম সমাধি সহকারে দেব-দেব গিরিশকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহি-লেন,—লিঙ্গরূপী মহাদেবকে নমস্কার নমস্কার। তিনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, দেবদেব, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। হে ত্রিলোকেশ! বৃত্র-কবলিত পুরন্দরকে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর। অনন্তর এক আকাশ-বাণী উত্থিত হইল। সে বাণী সকলেই শুনিতে পাইল। ঐ সত্যবাণী দেবগণের হিতকাম-নায় কহিল,—ইন্দ্র প্রদোষব্রত অবলম্বন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে লিঙ্গার্চ্চন-বিধি ভঙ্গ করিয়াছেন। শিবলিঙ্গের নির্ম্মাল্য, পীঠিকা ও ছায়া-প্রাসাদ সকই তৎকর্ত্তৃক বিকৃত হইয়াছে। তিনি লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া পীঠিকা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি পীঠিকা লঙ্ঘন করে, তাহারা গণনায়ক চণ্ডের হস্তে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব লিঙ্গার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া অতিযত্নের সহিত প্রদক্ষিণ ও নমস্কারকার্য্য করা কর্ত্তব্য। মঙ্গলপ্রাপিকা একনিষ্ঠা-বুদ্ধি সহযোগে অতি যত্নে লিঙ্গপূজা করিতে হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত আজীবন অহরহ লিঙ্গপূজা করিবেন। ২৩০—২৪৭। ব্রহ্মাদি সুরগণ ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক সেই শুভজননী নভোবাণীর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা কি প্রকারে কোন্ বিধি অনুসারে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে লিঙ্গার্চ্চনা করিব? উক্ত কালত্রয়ে কি কি পুষ্প লিঙ্গপূজায় প্রশস্ত? তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। তখন সেই

বৃহতীপুষ্পমেব চ। ধুস্তুরকুসুমঞ্চৈব শতপত্রং তথৈব চ॥ ২৫২॥ আরগ্বধঞ্চ পুন্নাগং বকুলং নাগকেশরম্। ব্রধ্নোৎপলং কদম্বঞ্চ মন্দারকুসুমং তথা॥ ২৫৩॥ বহূনি বরপুষ্পাণি বহূনি কমলান্যপি। ত্রিকালে চ পবিত্রাণি জ্ঞেয়ানি সততং বুধৈঃ॥ ২৫৪॥ জাতীপুষ্পং মল্লিকায়াশ্চ পুষ্পং পুষ্পং মোগরকং নীলপুষ্পং তথৈব। তথা পুষ্পং কুটজং কর্ণিকারং কৌসুম্ভাখ্যং বারিজং রক্তবর্ণম্॥ ২৫৫॥ এতান্যেব চ পুষ্পাণি মধ্যাহ্নে লিঙ্গপূজনে। বিশিষ্টানি ময়োক্তানি সায়াহ্নে কথয়াম্যহম্॥ ২৫৬॥ চম্পকানি ত্রিকালে চ পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ। রাত্রৌ মোগরকাণ্যেব পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ॥ ২৫৭॥ এবমর্চ্চনভেদাংশ্চ জ্ঞাত্বা তল্লিঙ্গপূজনে। কার্য্যো বিধিবিধিজ্ঞৈশ্চ সততঞ্চ শিবালয়ে॥ ২৫৮॥ বৃষভান্তরিতো ভূত্বা পীঠিকান্তরমেব চ। প্রদক্ষিণাং ন কুর্ব্বীত কুর্ব্বন্ কিল্বিষমশ্নুতে॥ ২৫৯॥ তথা হ্যনেন শক্রেণ কৃতঞ্চৈব প্রদক্ষিণম্। রাজসং ভাবমাশ্রিত্য তস্মাজ্জাতং চ নিষ্ফলম্॥ ২৬০॥ গ্রসিতোঽদ্যৈব বৃত্রেণ সগজো হি পুরন্দরঃ। ভবদ্ভিরেব তৎ কার্য্যং যেন ইন্দ্রঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৬১॥ মহারুদ্রবিধানেন মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ। পুরন্দরো হ্যয়ং দেবা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৬২॥ তেনৈব তপসা দেবা রুদ্রমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ। যথোক্তেন বিধানেন রুদ্রসূক্তেন যত্নতঃ॥ ২৬৩॥ তথা চৈকাদশীরুদ্র্যা রুদ্রমভ্যর্চ্চ্য বৈ সুরাঃ। হবনং প্রত্যহং চক্রুর্দ্দশাংশেন দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৬৪॥ জপঞ্চ পূজাং হবনঞ্চ চক্রুর্বিমোক্তুকামাঃ সহসা পুরন্দরম্। শম্ভোঃ প্রসাদাৎ সহসা বিনির্গতঃ কুক্ষিং ভিত্ত্বা দেবরাজস্তদানীম্॥ ২৬৫॥ তং নির্গতং সমীক্ষ্যাথ দেবদেবেন্দ্রমোজসা। সগজঞ্চ সবজ্রঞ্চ সকিরীটং সকুণ্ডলম্। শ্রিয়া পরময়া যুক্তং পুরন্দরং মহৌজসম্॥ ২৬৬॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুস্তথা শঙ্খা হ্যনেকশঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা ঋষয়শ্চ মুদান্বিতাঃ॥ ২৬৭॥ ঐকপদ্যেন সর্ব্বেষাং মহাহর্ষো দিবৌকসাম্। সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদেব যদা মুক্তঃ পুরন্দরঃ। তদা শচী সমায়াতা যত্র মুক্তঃ পুরন্দরঃ॥ ২৬৮॥ তত্র শচ্যা সমেতোঽসাবভিষিক্তো মহর্ষিভিঃ। পুণ্যাহবাচনং তস্য কৃতং সর্ব্বৈঃ প্রযত্নতঃ॥ ২৬৯॥

নভোবাণী তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন; বলিলেন,—করবীর, অর্কপুষ্প, বৃহতীপুষ্প, ধুস্তুর, শতপত্র, আরগ্বধ, পুন্নাগ, বকুল, নাগকেশর, সূর্য্যোদ্ভাসিত কমল, কদম্ব, এবং মন্দারকুসুম,—এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রশস্ত পুষ্প ও বহুবিধ কমলদল লিঙ্গার্চ্চনে প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে, এই কালত্রয়েই পবিত্র; ইহাই বুধগণের অভিমত। জাতীপুষ্প, মল্লিকাপুষ্প, মোগরকপুষ্প, নীলপুষ্প, কুটজ, কর্ণিকার, কৌসুম্ভ, এবং রক্ত পদ্ম, এই সকল পুষ্প মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে লিঙ্গপূজায় প্রশস্ত বলিয়া আমি কীর্ত্তন করিতেছি। সকল প্রকার চম্পক পুষ্প তিনকালেই প্রশস্ত এবং পবিত্র। রাত্রিকালে লিঙ্গার্চ্চনায় মোগরক পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। লিঙ্গপূজার এই সকল পূজাভেদ জানিয়া বিধিজ্ঞ ব্যক্তি শিবমন্দিরে সতত পূজা ব্যবস্থা করিবেন। বৃষভান্তরিত হইয়া পীঠিকান্তরে প্রদক্ষিণ করিবে না; করিলে কিল্বিষ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইন্দ্র রাজস ভাব আশ্রয় করিয়া এইরূপ প্রদক্ষিণ ব্যাপার করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার সেই পূজাকার্য্য নিষ্ফল হইয়াছে এবং বৃত্রাসুর তদীয় বাহন ঐরাবত সহ তাঁহাকে এক্ষণে গ্রাস করিয়াছে। বৃত্রাসুরের কবল হইতে ইন্দ্র যাহাতে মুক্ত হইতে পারেন, তোমরা সকলে মিলিয়া সেইরূপ কার্য্য কর। হে দেবগণ! এই পুরন্দর যথাবিধি মহারুদ্রের পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবেন; তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। সেই আকাশবাণী শ্রবণে দেবগণ রুদ্রসূক্ত পাঠ করিয়া যথোক্ত বিধি অনুসারে সযত্নে রুদ্রদেবের অর্চ্চনা করিলেন। হে দ্বিজগণ! সুরগণ একাদশ রুদ্রসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক রুদ্রের অর্চ্চনা, এবং তাহার দশাংশ দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। পুরন্দরের মোচনকামনায় রুদ্রের উদ্দেশে তাঁহারা জপ, হোম, পূজা সমস্তই সত্বর নির্ব্বাহ করিলেন। তখন শম্ভুর প্রসাদে দেবরাজ সহসা বৃত্রের কুক্ষি ভেদ করিয়া নির্গত হইলেন। ২৭৮—২৬৫। গজ, বজ্র, কিরীট ও কুণ্ডলসহ দেবেন্দ্র সবলে বহির্গত হইয়া পরম শোভায় অন্বিত ও মহাতেজে দেদীপ্যমান হইলে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল। শঙ্খসমূহ শব্দিত হইল এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও ঋষিগণ প্রীত হইলেন। এইরূপে সমস্ত স্বর্গবাসীরই যুগপৎ মহান্ হর্ষ উপস্থিত হইল। যখন ইন্দ্র মুক্ত হইলেন, তখন শচী তাঁহার মুক্তির স্থানে আগমন করিলেন। সেখানে শচী সহ ইন্দ্র মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলেম। সকলেই সযত্নে তাঁহার পুণ্যাহবাচন করি-

এবং তদাভিষিক্তোঽসৌ মহেন্দ্রঃ ঋষিভিঃ পুনঃ॥ মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠা তদা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৭০॥ দিশঃ প্রসন্নতাং যাতা নির্ম্মলং চাভবন্নভঃ। শান্তাস্তদাগ্নয়ো হ্যাসন্ মনাংসি চ মহাত্মনাম্॥ ২৭১॥ এবমাদীন্যনেকানি মঙ্গলানি ততোঽভবন্। মুক্তে শতক্রতৌ তস্মিন্ বভূব পরমাদ্ভুতম্॥ ২৭২॥ এবং প্রবর্ত্তমানে তু মহতাঞ্চ মহোৎসবে। তাবদ্‌বৃত্রস্য পতিতং শরীরঞ্চ ভয়ানকম্॥ ২৭৩॥ তত্রৈব ব্রহ্ম-হত্যা চ পাপিষ্ঠা পতিতা ভুবি। গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে অন্তর্ব্বেদীতি কথ্যতে॥ ২৭৪॥ পুণ্যভূমিরিতি খ্যাতা প্রসিদ্ধা লোকপাবনী। বৃত্রহত্যাপ্রতিষ্ঠা সা যস্মিন্ দেশে স পাপবান্॥ ২৭৫॥ মলস্য বহু সম্ভূত্যা মালবেতি প্রকীর্ত্তিতা। তস্যাং তু মল-ভূম্যাং বৈ বৃত্রস্য চ মহচ্ছিরঃ॥ ২৭৬॥ বণ্মাসেষ্ব-পতৎ সর্ব্বৈঃ কৃত্তং দেবৈঃ সবাসবৈঃ। এবং বৃত্রবধং কৃত্বা শক্রো জয়মবাপ হ॥ ২৭৭॥ ইন্দ্রাসনে চোপ-বিষ্টো নিরাতঙ্কঃ শচীপতিঃ। এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যাঃ পাতালবাসিনং বলিম্। শশংসুঃ সর্ব্বমাগত্য শক্রস্য চ বিচেষ্টিতম্॥ ২৭৮॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বৈরোচনী রুষান্বিতঃ। শুক্রং পপ্রচ্ছ স তদা কথ-মিন্দ্রো বশীভবেৎ॥ ২৭৯॥ তেনোক্তং বলয়ে রাজন্ জয়-স্যন্দনলব্ধয়ে। মহাযজ্ঞং কুরুষ্বাদ্য তেন তে বিজয়ো ভবেৎ॥ ২৮০॥ তেনোক্তো ভৃগুণা চৈবং বলির্যজ্ঞার্থমুদ্যতঃ। দধৌ যানীহ দ্রব্যাণি যজ্ঞযোগ্যানি তানি বৈ। মেলয়িত্বা ত্বরেণৈব বৈরোচনিরুদারধীঃ॥ ২৮২॥ প্রবর্ত্তিতো মহাযজ্ঞো ভার্গবেণ মহাত্মনা। দীক্ষাযুক্তো বলিরভূজ্জুহুবে হব্যবাহনম্॥ ২৮২॥ হূয়মানে তদাগ্নৌ তু কর্ম্মণা বিধিহেতুনা। তস্মাদ্বলেঃ সমুৎপন্নঃ স্যন্দনঃ পরমা-দ্ভুতঃ॥ ২৮৩॥ হয়ৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তো ধ্বজে সিংহো মহাপ্রভঃ। শস্ত্রাস্ত্রৈঃ সংযুতঃ শ্রীমান্ হয়ৈঃ শ্বেতৈ-রলঙ্কৃতঃ॥ ২৮৪॥ ততশ্চাবভৃথস্নানং চক্রে শুক্র-প্রণোদিতঃ। স্যন্দনং পূজয়িত্বাথ আরুরোহ বলি-স্তদা॥ ২৮৫॥ দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ সদ্যো যোদ্ধুকামঃ পুরন্দরম্। সদ্য এব দিবং প্রাপ্তো বলির্বৈরোচনো মহান্॥ ২৮৬॥ আগত্য সেনয়া সার্দ্ধমারুরোহামরা-বতীম্। সংরুদ্ধাং তাং পুরীং দৃষ্ট্বা তদা তে সুর-

---

লেন। এইরূপে মহেন্দ্র তৎকালে ঋষিগণ কর্ত্তৃক পুনরায় অভিষিক্ত হইলে মহী মঙ্গলময়ী হইল, দিক্ সকল প্রসন্ন এবং নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। অগ্নিসকল শান্তভাব ধারণ করিল এবং মহাত্মগণের মন প্রসন্ন হইল। শতক্রতুর মুক্তি হইলে এই প্রকার অনেক মঙ্গল আবির্ভূত এবং পরম অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। এইরূপে মহৎ ব্যক্তি-দিগের মহোৎসব প্রবত্তিত হইতে লাগিল। এদিকে বৃত্রাসুরের ভীষণ দেহ সেখানে পতিত ছিল, পাপিষ্ঠ ব্রহ্মহত্যাও সেইখানেই পড়িয়া রহিল। ঐ স্থান গঙ্গা-যমুনার মধ্যে অন্তর্ব্বেদী নামে কথিত। উহা লোক-পাবনী পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে দেশে ব্রহ্ম-হত্যার প্রতিষ্ঠা, উহা পাপময় দেশ; বহু মলের সমা-বেশে ঐ দেশ মালব আখ্যায় অভিহিত হইল। সেই মলভূমির সমীপে বৃত্রাসুরের বৃহৎ শির ছয় মাসে পতিত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে মিলিয়া সেই মস্তক কর্ত্তন করিলেন। এই প্রকারে বৃত্র-বধ সমাধা করিয়া শচীপতি ইন্দ্র জয়শ্রী লাভ করি-লেন এবং নিরাতঙ্কচিত্তে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে দৈত্যগণ সকলে আসিয়া পাতালবাসী বলির নিকট ইন্দ্রের কার্য্যকলাপের বিষয় বর্ণন করি-লেন। দৈত্যগণের বাক্য শুনিয়া বিরোচননন্দন বলি রোষাবেশে শুক্রাচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইন্দ্র আমার বশীভূত হইবে কিরূপে? শুক্রা-চার্য্য বলিকে বলিলেন,—রাজন্! জয়রথ লাভ করি-বার জন্য এক্ষণে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। তাহাতেই আপনার জয় হইবে। শুক্রাচার্য্য এই কথা কহিলে বলি যজ্ঞ নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। শুক্র যে সকল দ্রব্য যজ্ঞযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, উদারবুদ্ধি বৈরোচনি সত্বর সেই সমস্ত সমাহার-পূর্ব্বক মহাত্মা ভার্গবের সাহায্যে মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ-দীক্ষিত বলি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ২৬৬—২৮২। বিধি-বোধিত কর্ম্মানুসারে অগ্নি হূয়মান হইলে তন্মধ্য হইতে বলির নিমিত্ত এক পরমোত্তম রথ প্রাদুর্ভুত হইল। ঐ রথ অশ্বচতুষ্টয়ে অন্বিত। উহার ধ্বজে এক মহাপ্রতাপ সিংহ। উহা অস্ত্র-শস্ত্রে পরিবৃত, শ্রীসম্পন্ন, এবং শ্বেতাশ্বগণে সমলঙ্কৃত। অনন্তর শুক্রের আদেশে বলি অবভৃথ-স্নান করিলেন এবং সেই রথের পূজা করিয়া তখন তাহাতে আরোহণ করিলেন। বলি দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দরের সহিত যুদ্ধ-কামনায় অবিলম্বে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইলেন। মহাবল বিরোচননন্দন বহুলী দৈত্যসেনা-সমভিব্যাহারে স্বর্গে আসিয়া অমরাবতীপুরী অবরোধ করিলেন। পুরী

সত্তমাঃ। বিমর্শয়িত্বা সুচিরমূচুঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিম্॥ ২৮৭॥ কিং কুর্ম্মোঽহদ্য মহাভাগ আগতা দৈত্য-পুঙ্গবাঃ। যোদ্ধুকামা মহাঘোরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ২৮৮॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃহস্পতিরভাষত॥ ২৮৯॥ এতে মৃত্যুমুখা ঘোরা ভৃগুণা নোদিতাঃ সুরাঃ। অজেয়াশ্চৈব তে সর্ব্বে তপসা বিক্রমেণ চ॥ ২৯০॥ এতন্নিশম্য বচনঞ্চ গুর্ব্বাভিযুক্তং সর্ব্বে সুরাঃ সমভবংস্ত্রপয়াভিযুক্তাঃ। ইন্দ্রোঽপি বুদ্ধিবিকলঃ পরিচিন্তয়া চ ব্রীড়াযুতঃ সমভবৎ পরিভর্ৎস্যমানঃ॥ ২৯১

ইতি শ্রীস্কান্দে বলিদৈত্যস্য সংগ্রামোদ্যোগবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। কর্ম্মণা পরিভূতো হি মহেন্দ্রো গুরুমব্রবীৎ। বিনা যত্নেন সংক্লেশান্নর্ত্তুং কর্ম্ম কিমুচ্যতাম্॥ ১॥ বৃহস্পতিরুবাচেদং ত্যক্ত্বা চৈবামরাবতীম্। যাস্যামোঽন্যত্র সর্ব্বে বৈ সকুটুম্বা জিগীষবঃ॥ ২॥ তথা চক্রুঃ সুরাঃ সর্ব্বে হিত্বা চৈবামরাবতীম্। বর্হিণো রূপমাস্থায় গতঃ সদ্যঃ পুরন্দরঃ॥ ৩॥ কাকো ভূত্বা যমঃ সাক্ষাৎ কৃকলাসো ধনাধিপঃ। অগ্নিঃ কপোতকো ভূত্বা ভেকো ভূত্বা মহেশ্বরঃ॥ ৪॥ নৈর্ঋতস্তৎক্ষণাদেব কপোতোঽভূত্ততো গতঃ। পাশী কপিঞ্জলো ভূত্বা বায়ুঃ পারাবতোঽভবৎ॥ ৫॥ এবং নানাতনুভৃতো হিত্বা তে ত্রিদিবং গতাঃ। কশ্যপস্যাশ্রমং পুণ্যং সম্প্রাপ্তাস্তে ভয়াতুরাঃ॥ ৬॥ অদিতিং মাতরং সর্ব্বে শশংসুর্দৈত্যচেষ্টিতম্॥ ৭॥ অপ্রিয়ং তদুপাকর্ণ্য হ্যদিতিঃ পুত্রলালসা। উবাচ কশ্যপং সা তু সুরাণাং ব্যসনং মহৎ। মহর্ষে শ্রূয়তাং বাক্যং শ্রুত্বা তৎ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৮॥ দৈত্যৈঃ পরাজিতা দেবা হিত্বা চৈবামরাবতীম্। ত্বদীয়মাশ্রমং প্রাপ্তাস্তান রক্ষস্ব প্রজাপতে॥ ৯॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ। তপসা মহতা তন্বি জানীহি ত্বঞ্চ ভামিনি। অজেয়া অসুরাঃ সাধ্বি ভৃগুণা হ্যনুমোদিতাঃ॥ ১০॥ তেষাং জয়ো হি তপসা উগ্রেণা-

---

অবরুদ্ধ হইল দেখিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলেন। পরে সকলেই একবাক্যে বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! প্রবল দৈত্যসৈন্য আগমন করিয়াছে। তাহারা সকলেই রণপণ্ডিত, মহাঘোর ও যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক! এক্ষণে আমরা কি করিব? দেবগণের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরগণ! এই সকল ভীষণ দৈত্য মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবপ্রাপ্য যজ্ঞিয় হবির লালসায় শুক্রাচার্য্যের নেতৃত্বে এই স্থানে আগমন করিয়াছে। সুতরাং কি তপস্যা, কি বিক্রম, সর্ব্ব উপায়েই ইহারা তোমাদের অজেয়। বৃহস্পতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সকলেই লজ্জিত হইলেন; চিন্তায় চিন্তায় ইন্দ্রের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিল। তিনি বৃহস্পতির নিকট ঐরূপে ভৎসিত হইয়া লজ্জাভারে আক্রান্ত হইলেন।২৮৩—২৯১।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—মহেন্দ্র স্বীয় কর্ম্মবশে পরাভূত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—অনায়াসে ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এমন কি কর্ম্ম আছে বলুন? বৃহস্পতি কহিলেন,—আমরা অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব সহ জয় লাভার্থ অন্যত্র গমন করি। সুরগণ তাহাই করিলেন। তাঁহারা অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া একে একে সকলেই প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পুরন্দর ময়ূররূপে, যম কাকরূপে, ধনাধিপ কৃকলাসরূপে, অগ্নি কপোতকরূপে, ঈশান ভেকরূপে, নৈর্ঋত কপোতরূপে, বরুণ কপিঞ্জলরূপে, এবং বায়ু পারাবতরূপে তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এইরূপে ভয়াতুর দেবগণ নানা তির্য্যক্‌যোনি ধারণ করিয়া ত্রিদিবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র কশ্যপাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মাতা অদিতির নিকট সকলেই দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। পুত্রবৎসলা অদিতি সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্যপের নিকট সুরগণের বিপুল ব্যসনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন,—হে মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। এই সকল দৈত্য-পরাজিত দেবগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া ভবদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে! হে প্রজাপতে! আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন।১—৯। তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া কশ্যপ কহিলেন,—হে তন্বি! হে ভামিনি! জানিও মহৎ তপস্যাবলে অসুরেরা অজেয় হইয়াছে। হে সাধ্বি! ক্ষ্যং ভৃগু তাহাদিগের অজেয়ত্ব অনুমোদন

দ্যেন ভামিনি। কুরু শীঘ্রতরেণৈব সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ১১॥ ব্রতমেতন্মহাভাগে কথয়াম্যর্থসিদ্ধয়ে। তৎ কুরুষ প্রযত্নেন যথোক্তবিধিনা শুভে॥ ১২॥ মাসি ভাদ্রপদে দেবি দশম্যাং নিয়তা শুচিঃ। একভক্তং প্রকুর্ব্বীত বিষ্ণোঃ প্রীত্যর্থমেব চ॥ ১৩॥ প্রার্থনীয়ো হরিঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ। মন্ত্রেণানেন সুভগে তদ্ভক্তৈর্ব্বরবর্ণিনি॥ ১৪॥ তব ভক্তোস্ম্যহং নাথ দশম্যাদিদিনত্রয়ম্। ব্রতং চরাম্যহং বিষ্ণো অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥ ১৫॥ অনেনৈব চ মন্ত্রেণ প্রার্থনীয়ো জগৎপতিঃ। একভক্তং প্রকুর্ব্বীত তচ্চ ভক্তঞ্চ কেবলম্॥ ১৬॥ রম্ভাপত্রে চ ভোক্তব্যং বর্জ্জিতং লবণেন হি। একাদশ্যাং চোপবাসং প্রকুর্ব্বীত প্রযত্নতঃ॥ ১৭॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সুমধ্যমে। দ্বাদশ্যাং নিপুণত্বেন পারণা তু বিধানতঃ। কর্ত্তব্যা জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্॥ ১৮॥ এবং দ্বাদশমাসাংস্তু কুর্য্যাদ্‌ব্রতমতন্দ্রিতঃ। মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে একাদশ্যাং প্রযত্নতঃ। বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য যত্নেন কলশোপরি সংস্থিতম্॥ ১৯॥ সৌবর্ণং রাজতং বাপি যথাশক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ। শ্রবণেন তু সংযুক্তাং দ্বাদশীং পাপনাশনীম্। ব্রতী উপবসেদ্‌যত্নাৎ সর্ব্বদোষপ্রশান্তয়ে॥ ২০॥ এবং হি কশ্যপেনোক্তং শ্রুত্বাদিতিরথাচরৎ। ব্রতং সংবৎসরং যাবন্নিয়মেন সমন্বিতা॥ ২১॥ বর্ষান্তেন ব্রতেনৈব পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ। প্রাদুর্বভূব দ্বাদশ্যাং শ্রবণেন তদা দ্বিজাঃ॥ ২২॥ বটুরূপধরঃ শ্রীশো দ্বিভুজঃ কমলেক্ষণঃ। অতসীপুষ্পসঙ্কাশো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ২৩॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টা পূজামধ্যেঽদিতিস্তদা। কশ্যপেন সমাযুক্তা সাস্তৌষীৎ কমলেক্ষণা॥ ২৪॥ অদিতিরুবাচ। নমো নমঃ কারণকারণায় তে বিশ্বাত্মনে বিশ্বসৃজে চিদাত্মনে। বরেণ্যরূপায় পরাবরাত্মনে হ্যকুণ্ঠবোধায় নমো নমস্তে॥ ২৫॥ ইতি স্তুতস্তদাদিত্যা দেবানাং পতিরচ্যুতঃ। প্রহস্য ভগবানাহ অদিতিং দেবমাতরম্॥ ২৬॥ শ্রীভগবানুবাচ। তপসা পরমেণৈব প্রসন্নোঽহং তবানঘে। অমুনা বপুষা চৈব দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ২৭॥ শ্রুত্বা ভগবতো

করিয়াছেন। হে ভামিনি! অসুরগণের তপোবল অপেক্ষা অধিক তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই দেবগণের জয়লাভ হইতে পারে। হে মহাভাগে! দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি সত্বর এই মদুপদিষ্ট ব্রতাচরণ কর। হে শুভে! যথোক্ত বিধি অনুসারে অতি যত্নের সহিত এ ব্রতের তুমি অনুষ্ঠান করিতে থাক। এই ব্রতের অনুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ;—ভাদ্রমাস, দশমী তিথি; এই দিন শুচি ও নিয়ত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত একাহার করিতে হয়। হে সুভগে! হে বরবর্ণিনি! অনন্তর বক্ষ্যমান মন্ত্রে সর্ব্ব কামাধিপতি হরির নিকট হরিভক্ত ব্রতী ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, হে নাথ! আমি আপনার ভক্ত; দশমী হইতে তিন দিন যাবৎ আমি আপনার ব্রতাচরণ করিব। হে বিষ্ণো! আপনি আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। এইরূপ মন্ত্রে জগৎপতি হরিকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে। পরে একভক্ত করিবে। ঐ ভক্ত কেবল হইবে অর্থাৎ উহার সঙ্গে কোন বস্তুই আহার করিবে না। রম্ভাপত্রে করিয়া অলবণ ভোজন করিবে এবং একাদশী দিনে সযত্নে উপবাস ও রাত্রিতে জাগরণ করিবে। দ্বাদশীতে নিপুণভাবে যথাবিধি পারণ করিবে। ঐ দিন জ্ঞাতিগণ সহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত নিয়তভাবে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ভাদ্রমাসের একাদশীর দিন কলসোপরি সাধ্যানুসারে সৌবর্ণ বা রাজত বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সযত্নে অর্চ্চনা করিবে। শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী পাপনাশিনী। সকল দোষ শান্তির নিমিত্ত এই দিন ব্রতী ব্যক্তি সাগ্রহে উপবাস করিবে। অদিতি কশ্যপোক্ত এবম্বিধ ব্রতবিধি শ্রবণ করিয়া সম্বৎসর যাবৎ নিয়মপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর বর্ষশেষে জনার্দ্দন ব্রতাচরণে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীর দিন প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজগণ! শ্রীপতি পুণ্ডরীকাক্ষ, দ্বিভুজধর বটুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায়; তিনি বনমালায় মণ্ডিত। অদিতি পূজাকালে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর কমললোচনা অদিতি কশ্যপ সমভিব্যাহারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১০—৪। অদিতি কহিলেন,—তুমি কারণ-কারণ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, চিদাত্মা, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি বরেণ্যরূপ, পরাবরাত্মা, অকুণ্ঠ বোধ, তোমাকে আমার বার বার নমস্কার। অদিতি এইরূপে স্তব করিলে তখন দেবপতি ভগবান্ অচ্যুত হাস্যপূর্ব্বক দেবমাতা অদিতিকে কহিলেন,—হে অনঘে! তোমার পরম তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি এইরূপ দেহেই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব।

বাক্যমদিতিস্তমুবাচ হ। ভগবন্ পরাজিতা দেবা অসুরৈর্বলবত্তরৈঃ। তান্ রক্ষ শরণাপন্নান্ সুরান্ সর্ব্বান্ জনার্দ্দন ॥ ২৮ ॥ নিশম্য বাক্যং কিল তচ্চ তস্যা বিষ্ণুর্বিকুণ্ঠাধিপতিঃ স একঃ। জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বং সুরচেষ্টিতং তদা বলেশ্চ সর্ব্বঞ্চ চিকীর্ষিতঞ্চ ॥ ২৯ ॥ কিং কার্য্যমদ্যৈব ময়া হি কার্য্যং যেনৈব দেবা জয়মাপ্নুবন্তি। পরাজয়ং দৈত্যবরাশ্চ সর্ব্বে বিষ্ণুঃ পরাত্মৈব বিচিন্ত্য সর্ব্বম্ ॥ ৩০ ॥ গদামুবাচ ভগবান্ গচ্ছস্বাদ্য বধং প্রতি। বৈরোচনিং মহাভাগে ঘাতয়স্ব ত্বরান্বিতা ॥ ৩১ ॥ গদোবাচ হৃষীকেশং প্রহসন্তীব ভামিনী। ময়া হ্যশক্যো বধিতুং ব্রহ্মণ্যো হি বলির্মহান্ ॥ ৩২ ॥ চক্রং প্রতি তদা বিষ্ণুরুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্। ত্বং গচ্ছ বলিনং হন্তুং শীঘ্রমেব সুদর্শন ॥ ৩৩ ॥ তদোবাচ ত্বরেণৈব চক্রপাণিং সুদর্শনম্। ন শক্যতে ময়া হন্তুং বলিনং তং মহাপ্রভো ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মণ্যোহসি যথা বিষ্ণো তথাসৌ দৈত্যপুঙ্গবঃ। ধনুষা চ তথৈবোক্তঃ শার্ঙ্গপাণিশ্চ বিস্মিতঃ। চিন্তয়ামাস বহুধা বিমৃশ্য সুচিরং বহু ॥ ৩৫ ॥ অত্রিরুবাচ। তদা তে হ্যসুরাঃ সর্ব্বে কিমকুর্ব্বংস্তদুচ্যতাম্ ॥ ৩৬ ॥ লোমশ উবাচ। তদা তে হ্যসুরাঃ সর্ব্বে বলিপ্রভৃতয়ো দিবি। রুরুধুর্নগরীং রম্যাং যোদ্ধুকামাঃ পুরন্দরম্ ॥ ৩৭ ॥ ন বিদুর্হ্যসুরাঃ সর্ব্বে গতান্ দেবাংস্ত্রিবিষ্টপাৎ। নানারূপধরাংস্তস্মাৎ কশ্যপস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ৩৮ ॥ প্রাকারমারুহ্য তদা হি সম্ভ্রমাদ্দৈত্যাঃ সুরেশং প্রতি হন্তুকামাঃ। যাবৎ প্রবিষ্টা হ্যমরাবতীং তাং শূন্যামপশ্যন্ পরিতুষ্টমানসাঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রাসনে চ শুক্রেণ হ্যভিষিক্তো বলিস্তদা। সহাভিষেকবিধিনা হ্যসুরৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪০ ॥ তথৈবাধিষ্ঠিতো রাজ্যে বলির্বৈরোচনো মহান্। শুশুভে পরয়া ভূত্যা মহেন্দ্রাধিকৃতস্তদা ॥ ৪১ ॥ নাগৈশ্চাসুরসঙ্ঘৈশ্চ সেব্যমানো মহেন্দ্রবৎ। সুরদ্রুমো জিতস্তেন কামধেনুর্মণিস্তথা ॥ ৪২ ॥ দানৈর্দাতা চ সর্ব্বেষাং যেহন্যে দানিত্বমাগতাঃ। সর্ব্বেষামেব ভূতানাং দানৈর্দাতা

অদিতি ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে ভগবন্! বলবান্ অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! আপনি সেই অসুর-পরাজিত শরণাপন্ন সুরগণকে রক্ষা করুন। বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণের ও বলির সমস্ত কার্য্য ও কার্য্যাভিপ্রায় অবগত হইলেন। অনন্তর ভাবিলেন,—আমি একাকী অদ্য এমন কি কার্য্য করিব, যাহা দ্বারা দেবগণ জয় প্রাপ্ত হইবেন এবং দৈত্যগন পরাজিত হইবে? পরমাত্মা বিষ্ণু এইরূপে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় গদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি বৈরোচনির বধ-সাধনের জন্য সত্বর গমন কর; যাইয়া তাহাকে বধ কর। গদা হাসিতে হাসিতে হৃষীকেশকে কহিল,—আমি তাহাকে বধ করিতে অক্ষম; কেন না, মহাত্মা বলি ব্রহ্মতেজের আধার। অনন্তর চক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিষ্ণু বলিলেন—হে সুদর্শন! তুমি শীঘ্র বলিকে বিনাশ করিবার জন্য গমন কর। তখন সুদর্শন সত্বর চক্রপানিকে কহিল,—হে মহাপ্রভো! আমি বলিকে বিনাশ করিতে পারিব না; হে বিষ্ণো! আপনি যেরূপ ব্রহ্মণ্য, ঐ দৈত্যরাজ বলিও তেমনি ব্রহ্মণ্য। তখন শার্ঙ্গপানি ধনুকে আদেশ করিলে, ধনুও তাঁহাকে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিল। ইহাতে বিষ্ণু বিস্ময়াপন্ন হইয়া বহুকাল বহু প্রকার চিন্তাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ২৪—৩৫। এই সময় অত্রি লোমশকে জিজ্ঞাসিলেন,—সেই সকল অসুর তখন কি কার্য্য করিল, তাহা আপনি বলুন। লোমশ কহিলেন,—ঐ সময় বলিপ্রমুখ অসুরেরা পুরন্দরের সহিত যুদ্ধকামনায় স্বর্গে গিয়া রম্য অমরাবতী নগরী অবরোধ করিল; কিন্তু তাহারা তখনও জানিতে পারে নাই যে, সুরগন নানারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে কশ্যপাশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দৈত্যগণ তখন সুরপুরীর প্রাকারে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রকে উৎপীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে যেমন সেই পুরীমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি দেখিল—সেই অমরাবতী শূন্য; সেখানে দেবগণের একটী প্রাণীও নাই—দেখিয়া অসুরগণের মন আনন্দিত হইল। তখন শুক্রাচার্য্য অসুরগণের সহিত একযোগে অভিষেকবিধি অনুসারে ইন্দ্রের আসনে বলিকে অভিষিক্ত করিলেন। বিরোচন-নন্দন মহাত্মা বলি অভিষেকের পর স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যশোভায় সুশোভিত হইলেন। তিনি মহেন্দ্রের সমস্ত পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। নাগ ও অসুরেরা তাঁহাকে মহেন্দ্রের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল। তিনি কল্পতরু ও কামধেনু জয় করিয়া লইলেন। দাতা হইয়া দানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। সর্ব্বভূতবৃন্দ মধ্যে যাহারা দাতা বলিয়া প্রখ্যাত, বলি সে সকল দাতা অপেক্ষা দান

বলির্মহান্॥ ৪৩॥ যান্ যান্ কাময়তে কামাংস্তান্ সর্ব্বান্ বিতরত্যসৌ। সর্ব্বেভ্যোঽপি স চার্থিভ্যো দানবানামধীশ্বরঃ॥ ৪৪॥ শৌনক উবাচ। দেবেন্দ্রো হি মহাভাগ ন দদাতি কদাচন। কথং বলিরসৌ দাতা কথয়স্ব যথাতথম্॥ ৪৫॥ লোমশ উবাচ। যত্নতো যেন যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সুকৃতং নরৈঃ। শুভং বাপ্যশুভং বাপি জ্ঞাতব্যং হি বিপশ্চিতা॥ ৪৬॥ শক্রো হি যাজ্ঞিকো বিপ্রা অশ্বমেধশতেন বৈ। প্রাপ্তরাজ্যোঽমরাবত্যাং কেবলং ভোগলোলুপঃ॥ ৪৭॥ অর্থিতঃ তৎফলং বিদ্ধি পুনঃ কার্পণ্যমাবিশৎ; পুনর্মরণমাবিশ্য ক্ষীণপুণ্যো ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥ য ইন্দ্র কৃমিরেব স্যাৎ কৃমিরিন্দ্রো হি জায়তে। তস্মাদ্দানাৎ পরতরং নান্যদস্তীহ মোচনম্॥ ৪৯॥ দানাদ্ধি প্রাপ্যতে জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষো ন সংশয়ঃ। মোক্ষাৎ পরতরা ভক্তিঃ শূলপাণৌ হি বৈ দ্বিজাঃ॥ ৫০॥ দদাতি সর্ব্বং সর্ব্বেশঃ প্রসন্নাত্মা সদাশিবঃ। কিঞ্চিদল্পেন তোয়েন পরিতুষ্যতি শঙ্করঃ॥ ৫১॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। বিরোচনসুতেনেদং কৃতমস্তি ন সংশয়ঃ॥ ৫২॥ কিতবো হি মহাপাপো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ। নিকৃত্যা পরয়োপেতঃ পরদাররতো মহান্॥ ৫৩॥ একদা তু মহাপাপাৎ কৈতবাচ্চ জিতং ধনম্। গণিকার্থে চ পুষ্পাণি তাম্বূলং চন্দনং তথা॥ ৫৪॥ কৌপীনমাত্রং তস্যৈব কিতবস্য প্রদৃশ্যতে। করাভ্যাং স্বস্তিকং কৃত্বা গন্ধমাল্যাদিকঞ্চ যৎ॥ ৫৫॥ গণিকার্থমুপাদায় ধাবমানো গৃহং প্রতি। তদা প্রস্খলিতো ভূমৌ নিপপাত চ তৎক্ষণাৎ॥ ৫৬॥ পতনান্মূর্চ্ছয়া যুক্তঃ ক্ষণমাত্রং তদাভবৎ। ততো মূর্চ্ছাগতস্যাস্য পাপিনোঽনিষ্টকারিণঃ॥ ৫৭॥ বুদ্ধিঃ সদ্যঃ সমুৎপন্না কর্ম্মণা প্রাক্তনেন হি। নির্ব্বেদং পরমাপন্নঃ কিতবো দুঃখসংযুতঃ॥ ৫৮॥ ভূম্যাং নিপতিতং যচ্চ গন্ধপুষ্পাদিকং মহৎ সমর্পিতং শিবায়েতি কিতবেনাপ্যবুদ্ধিনা॥ ৫৯॥ তেনৈব সুকৃতেনৈব যাম্যৈর্নীতো যমালয়ম্। তং

দ্বারা প্রধান দাতা বলিয়া গণ্য হইলেন। দানবাধিপতি বলি অর্থিগণের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিত, তিনি তাহাকে তাহাই অর্পণ করিতেন। শৌনক কহিলেন,—হে মহাভাগ! দেবেন্দ্র কখন কিছু দান করিতেন না; কিন্তু তাঁহার পদাভিষিক্ত বলি কিরূপ দাতা হইলেন? তাহা আমার নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। লোমশ কহিলেন,—নরগণ সুকৃত মনে করিয়া যত্নের সহিত যে কোন কার্য্য করে, তাহার শুভ বা অশুভপরিণাম বিজ্ঞ ব্যক্তিই বিদিত হইতে পারেন। হে বিপ্রগণ! ইন্দ্র যাজ্ঞিক হইয়া শতাশ্বমেধের অনুষ্ঠানে অমরাবতী-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কেবল ভোগলোলুপ হইয়া পড়েন। জানিবেন,—এইরূপে তাঁহার রাজ্যফল লব্ধ হওয়ায় পশ্চাৎ তাঁহাতে কার্পণ্য আবিষ্ট হয়। পুনরায় তাঁহার মরণ ঘটে। তিনি ক্ষীণপুণ্য হইয়া পড়েন। যিনি ইন্দ্র, তাঁহাকে কৃমি হইতে হয়। আবার কৃমিও ইন্দ্র হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায়,—দানের পরতর মোক্ষোপায় আর অন্য কিছুই নাই। দান হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে; সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! শূলপাণির প্রতি ভক্তি মোক্ষ হইতেও পরতরা। প্রসন্নাত্মা সদাশিব সমস্তই দান করিয়া থাকেন। যৎকিঞ্চিৎ জল দানেও শঙ্কর পরিতুষ্ট হন। এ সম্বন্ধে এই এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিরোচন-নন্দন বলি নিশ্চয়ই এই ইতিহাসানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৬—৫২। পূর্ব্বে এক মহাপাপী কিতব ছিল। সে দেব ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিত; যতদূর নিকৃষ্ট কার্য্য থাকিতে পারে, তাহার কিছুই ঐ কিতবের অকৃত ছিল না। সে একজন প্রধান পারদারিক ছিল। একদা ঐ কিতব অতি ঘৃণিত পাপ কার্য্যে ও অন্যায় কৈতব দ্বারা ধন অর্জন করিল—এবং কোন গণিকার নিমিত্ত পুষ্প, তাম্বূল ও চন্দনাদি লইয়া সেই গণিকার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। একমাত্র কৌপীন ব্যতীত ঐ কিতবের অন্য সম্বল কিছুই দেখা যাইত না। সে গণিকার জন্য স্বীয় করদ্বয়ে স্বস্তিক ও গন্ধমাল্যাদি গ্রহণ করিয়া তদীয় গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল; হঠাৎ পদস্খলনে ঐ কিতব ভূতলে পড়িয়া গেল এবং পতনাঘাতে তৎক্ষণাৎ সে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। ক্ষণমাত্র মূর্চ্ছা যাইবার পর ঐ অনিষ্টকারী পাপাত্মা কিতবের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তখন প্রাক্তন কর্ম্মবশে সহসা তাহার সদ্বুদ্ধি জন্মিল। কিতব পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও দুঃখিত হইল। ভূতলে যে কিছু গন্ধ-পুষ্পাদি পতিত হইয়াছিল, অবোধ কিতব, তৎসমস্তই 'শিবকে সমর্পণ করিলাম' বলিয়া শঙ্করকে সমর্পণ করিল। ইহাতে কিতবের অপূর্ব্ব সুকৃতি হইল। অনন্তর কালবশে যমদূতেরা তাহাকে

পাপীতি যমোঽব্রবীৎ সর্ব্বলোকভয়াবহঃ ॥ ৬০ ॥ পচনীয়োঽসি মে মন্দ নরকেষু মহৎসু চ। ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন কিতবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬১ ॥ পাপাচারো হি ভগবন্ কশ্চিন্নৈব ময়া কৃতঃ। বিমৃশ্যতাং মে সুকৃতং যাথাতথ্যেন ভো যম ॥ ৬২ ॥ চিত্রগুপ্তেন চাখ্যাতং দত্তমস্তি ত্বয়া পুনঃ। পতিতং চৈব দেহান্তে শিবায় পরমাত্মনে ॥ ৬৩ ॥ তেন কর্ম্মবিপাকেন ঘটিকাত্রয়মেব চ। শচীপতেঃ পদং বিদ্ধি প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥ আগতস্তৎক্ষণাদেবঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতঃ। ঐরাবতং সমারূঢ়ো নীতোঽসৌ শক্রমন্দিরম্। শক্রঃ প্রবোধিতস্তেন গুরুণা ভাবিতাত্মনা ॥ ৬৫ ॥ ঘটিকাত্রিতয়ং যাবত্তাবৎকালং পুরন্দর। নিজাসনেঽপি সংস্থাপ্যঃ কিতবোঽপি মমাজ্ঞয়া ॥ ৬৬ ॥ গুরোর্বচনমাকর্ণ্য ধৃত্বা শিরসি তৎক্ষণাৎ। গতোঽন্যত্রৈব শক্রোঽসৌ কিতবো হি প্রবেশিতঃ। ভবনং দেবরাজস্য নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ শক্রাসনেঽভিষিক্তোঽসৌ রাজ্যং প্রাপ্তঃ শতক্রতোঃ। শম্ভোর্গন্ধপ্রদানাচ্চ পুষ্পতাম্বুলসংযুতম্ ॥ ৬৮॥ কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ শিবায় পরমাত্মনে। অর্পয়ন্তি সদা ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিকং মহৎ ॥৬৯॥ শিবসাযুজ্যমায়াতাঃ শিবসেনাসমন্বিতাঃ। প্রাপ্নুবন্তি মহামোদং শক্রো হ্যেষাঞ্চ কিঙ্করঃ ॥ ৭০ ॥ শিবপূজারতানাঞ্চ যৎ সুখং শান্তচেতসাম্। ব্রহ্মশক্রাদিকানাঞ্চ তৎসুখং দুর্লভং মহৎ ॥ ৭১ ॥ বরাকাস্তে ন জানন্তি মূঢা বিষয়লোলুপাঃ। বন্দনীয়ো মহাদেবো হ্যর্চ্চনীয়ঃ সদা শিবঃ ॥ ৭২ ॥ পূজনীয়ো মহাদেবঃ প্রাণিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ। তস্মাদিন্দ্রত্বমগমৎ কিতবো ঘটিকাত্রয়ম্ ॥ ৭৩ ॥ পুরোধসাভিষিক্তোঽসৌ পুরন্দরপদে স্থিতঃ। তদানীং নারদেনোক্তঃ কিতবোঽসৌ মহাযশাঃ ॥৭৪॥ ইন্দ্রাণীমানয়স্বেতি যথা রাজ্যং সুশোভিতম্। ততঃ প্রহস্য চোবাচ কিতবঃ শিববল্লভঃ ॥ ৭৫ ॥ ইন্দ্রাণ্যা নাস্তি মে কার্য্যং ন বাচ্যং তে মহামতে। এবমুক্ত্বাথ কিতবঃ প্রদাতুমুপচক্রমে ॥ ৭৬ ॥ ঐরাবতমগস্ত্যায় প্রদদৌ শিববল্লভঃ। বিশ্বামিত্রায় কিতবো দদৌ হয়মুদারধীঃ ॥ ৭৭ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞঞ্চ কামধেনুং

পাপী বোধে যমালয়ে লইয়া গেল। সকল-লোক-ভয়ঙ্কর যম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—রে মন্দ! তোকে মহানরকে পচিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে কিতব কহিল,—হে ভগবন! আমি কস্মিন্‌কালেও পাপাচারণ করি নাই। আপনি যথাযথ মদীয় সুকৃত বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। এই সময় চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—হাঁ, তোমার দেহ অবসানের পূর্ব্বে পরমাত্মা শিবকে তুমি ভূপতিত গন্ধমাল্যাদি দান করিয়াছিলে। জানিবে—সেই কর্ম্মবিপাকে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত তুমি শচীপতির পদ প্রাপ্ত হইবে। এই কথার পর তৎক্ষণাৎ সুরগণ-পরিবৃত সুরেশ ঐরাবতে সমারূঢ় হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই কিতবকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া গেলেন। ভাবিতাত্মা বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে বুঝাইলেন যে, হে পুরন্দর! তুমি আমার আদেশে এই কিতবকে তিন ঘটিকা যাবৎ নিজাসনে স্থাপন কর। গুরুর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র তাহা শিরোধার্য্য করিলেন এবং অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এইবার সেই কিতব নানাশ্চর্য্যময় দেবেন্দ্রভবনে প্রবেশিত হইল এবং ইন্দ্রাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্ররাজ্য প্রাপ্ত হইল। শম্ভুকে গন্ধ-পুষ্প ও তাম্বুলাদি দান করিয়াছিল বলিয়াই কিতবের এই সৌভাগ্যসম্পৎ ঘটিল। কিন্তু যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমাত্মা শিবকে প্রচুর গন্ধ-পুষ্পাদি দান করে, তাঁহাদের যে কি সৌভাগ্য, তাহা আর কি বলিব? তাঁহারা শিব-সাযুজ্য লাভ করেন; শিব-সেনায় অন্বিত হন; এবং মহানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাদের কিঙ্কর হন।৫৩—৭০। শিবপূজা-রত শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণের যে সুখ হইয়া থাকে, ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদির পক্ষে তাদৃশ সুখ একান্তই দুর্লভ। কিন্তু যাহারা বিষয়াসক্ত মূঢ়, তাহারা এ তত্ত্ব জানে না। এই সকল অজ্ঞ ব্যক্তি নিতান্তই দীন বলিয়া গণ্য। তত্ত্বদর্শী প্রাণিগণের পক্ষে মহাদেব সদাশিব সর্ব্বদাই বন্দনীয় এবং অর্চ্চনীয়। এদিকে সেই কিতব ঘটিকাত্রয় যাবৎ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। বৃহস্পতি তাহাকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন নারদ সেই মহাযশা কিতবকে কহিলেন,—ওহে ইন্দ্র! তুমি ইন্দ্রাণীকে আনয়ন কর। তাহাতে তোমার এ রাজ্য আরও সুখময় হইবে। তখন শিব-বল্লভ কিতব হাস্য করিয়া কহিল,—হে মহামতে! ইন্দ্রাণী দ্বারা আমার কার্য্য নাই। আপনি এরূপ কথা আমায় বলিবেনও না। এই কথা কহিয়া কিতব দানকার্য্যে উদ্যত হইল। ঐ শিবানুরক্ত ব্যক্তি প্রথমেই অগস্ত্য মুনিকে ঐরাবত হস্তী দান করিল। পরে উদার-বুদ্ধি কিতব বিশ্বামিত্রকে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, বশিষ্ঠকে

মহাযশাঃ। দদৌ বশিষ্ঠায় তদা চিন্তামণিং মহাপ্রভম্॥ ৭৮॥ গালবায় মহাতেজাস্তদা কল্পতরুঞ্চ সঃ। কৌণ্ডিন্যায় মহাভাগঃ কিতবোঽপি গৃহং তদা॥ ৭৯॥ এবমাদীন্যনেকানি রত্নানি বিবিধানি চ। দদাবৃষিভ্যো মুদিতঃ শিবপ্রীত্যর্থমেব চ॥ ৮০॥ ঘটিকাত্রিতয়ং যাবত্তাবৎকালং দদৌ প্রভুঃ। ঘটিকাত্রিতয়াদূর্দ্ধং পূর্ব্বস্বামী সমাগতঃ॥ ৮১॥ পুরন্দরোঽমরাবত্যামুপবিশ্য নিজাসনে। ঋষিভিঃ সংস্তুতশ্চৈব শচ্যা সহ তদাভবৎ॥ ৮২॥ শচীমুবাচ দুর্ম্মেধাঃ কিতবেনাসি ভামিনি। ভুক্তা হ্যস্থৈব কথয় যাথাতথ্যেন শোভনে॥ ৮৩॥ তদা প্রহস্য চোবাচ পুরন্দরমকল্মষা। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র পশ্যসি ত্বং পুরন্দর॥ ৮৪॥ অসৌ মহাত্মা কিতবস্বরূপী শিবপ্রসাদাৎ পরমার্থবিজ্ঞঃ। বৈরাগ্যযুক্তো হি মহানুভাবো যেনাপি সর্ব্বং পরমং প্রপন্নম্॥ ৮৫॥ রাজ্যাদিকং মোহময়ঞ্চ পাশং ত্যক্ত্বা পরেভ্যো বিজয়ী স জাতঃ॥ ৮৬॥ বচো নিশম্য দেবেশ ইন্দ্রাণ্যাঃ স পুরন্দরঃ। ব্রীড়াযুক্তোঽভবৎ তূষ্ণীমিন্দ্রাসনগতস্তদা॥ ৮৭॥ বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ। ঐরাবতো ন দৃশ্যেত তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥ ৮৮॥ পারিজাতাদয়ঃ সর্ব্বে পদার্থাঃ কেন বা হৃতাঃ। ততো গুরুরুবাচেদং কিতবেন কৃতং মহৎ॥ ৮৯॥ ঋষিভ্যো দত্তমদ্যৈব যাবৎ সত্তা হি তস্য বৈ। স্বসত্তায়াং মহত্যাঞ্চ স্বসত্তা যে ভবন্তি চ॥ ৯০॥ অপ্রমত্তাশ্চ যে নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণাঃ। তে প্রিয়াঃ শঙ্করস্যৈব হিত্বা কর্ম্মফলানি বৈ। কেবলং জ্ঞানমাশ্রিত্য তে যান্তি পরমং পদম্॥ ৯১॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য চেন্দ্রো বৃহস্পতের্বাক্যমিদং বভাষে। প্রায়ো যমো বক্ষ্যতি সর্ব্বমেতৎ সমৃদ্ধয়ে হ্যাত্মনশ্চৈব শক্র॥ ৯২॥ তথেতি মত্বা গুরুণা সহৈব রাজা সুরাণাং সহসা জগাম। স্বকার্য্যকামো হি তথা পুরন্দরো যযৌ পুরীং সংযমনীং তদানীম্॥ ৯৩॥ যমেন পূজ্যমানো হি শক্রো বাক্যমুবাচ হ। ত্বয়া দত্তং মম পদং কিতবায় দুরাত্মনে॥ ৯৪॥ অনেনৈতৎ কৃতং কর্ম্ম জুগুপ্সিতং মহত্তরম্। মদীয়ানি চ রত্নানি

কামধেনু, গালবকে মহাপ্রভ চিন্তামণি, এবং কৌণ্ডিন্য ঋষিকে কল্পতরু দান করিলেন। এই সকল দানকার্য্য করিয়া সেই মহাতেজা মহাভাগ কিতব স্বীয় গৃহ পর্য্যন্ত দান করিলেন। শিবের প্রীতির নিমিত্তই তৎকর্ত্তৃক মুদিতচিত্তে এই সকল বিবিধ রত্ন ঋষিদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিতব তিন ঘটিকাকাল স্বর্গরাজ্যের অধিস্বামী হইয়া দানকার্য্য করিলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানে রাজ্যের পূর্ব্বস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরন্দর অমরাবতীতে আসিয়া নিজাসনে শচীসহ উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন অসঙ্গত ধারণার ফলে ইন্দ্র শচীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভামিনি! কিতব তোমায় ভোগ করিয়া গিয়াছে। হে সুন্দরি! এক্ষণে সেই কিতবসহ সম্ভোগ-বিবরণ যথাযথ বল। অনন্তর, পূতচরিতা শচী হাস্য করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন,—পুরন্দর! তুমি নিজের তুলনায় সকলকেই দর্শন কর। নতুবা এমন কথা কহিবে কেন? দেখ, ঐ মহাত্মা কিতব শিবের প্রসাদে পরমার্থ-তত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন।—তিনি বৈরাগ্যযুক্ত ও মহানুভব পুরুষ। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী সকল সাধনই তাঁহার উপপন্ন হইয়াছে। তিনি এই রাজ্যাদি মোহময় পাশ পরিত্যাগ করিয়া রিপুজয়ী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দেবেন্দ্র ইন্দ্রাণীর মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তুষ্ণীম্ভাবে স্বীয় আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বাক্যজ্ঞ বাসব বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আমার ঐরাবত বা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিতে পাইতেছি না এবং পারিজাতাদি অন্যান্য পদার্থগুলিই বা কে হরণ করিল? তখন বৃহস্পতি বলিলেন,—সেই কিতব এই সকল হরণ করিয়াছে। তাহার যতক্ষণ স্বামিত্ব ছিল, সে সেকাল মধ্যে ঋষিগণকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়া গিয়াছে। যাহারা স্বীয় মহতী সত্তায় স্বত্ববান্ হয়, এবং যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া নিত্য শিবধ্যানে তৎপর হইয়া থাকে, তাহারাই শঙ্করের প্রিয়পাত্র। তাহারা কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল জ্ঞানাশ্রয় করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ৭১—৯১। ইন্দ্র বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—যম আমায় প্রায়শই বলিয়া থাকেন যে, হে শক্র! এই সমস্তই আত্মার সমৃদ্ধি নিমিত্ত। ইন্দ্র এই কথা মনে করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির কামনায় তৎকালে বৃহস্পতির সহিত সংযমনী পুরীতে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র যম তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর পূজিত হইয়া ইন্দ্র যমকে বলিলেন,—তুমি আমার পদ দুরাত্মা কিতবকে দান করিয়াছিলে, ঐ কিতব অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে। আমার যত

যানি সর্ব্বাণ্যনেন বৈ। এভ্য এভ্যঃ প্রদত্তানি ধর্ম্ম জানীহি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫ ॥ ত্বং ধর্ম্মনামাসি কথং কিতবায় প্রদত্তবান্। মম রাজ্যবিনাশায় কৃতমস্তি ত্বয়াধুনা ॥ ৯৬ ॥ আনয়স্ব মহাভাগ গজাদীনি চ সত্বরম্। অন্যানি চৈব রত্নানি দত্তানি চ যতস্ততঃ ॥ ৯৭ ॥ নিশম্য বাক্যং শক্রস্য যমো বচনমব্রবীৎ। কিতবঞ্চ রুষাবিষ্টঃ কিং ত্বয়া পাপিনা কৃতম্ ॥ ৯৮ ॥ ভোগার্থঞ্চৈব যদ্দত্তং শক্ররাজ্যং ত্বয়াধুনা। প্রদত্তঞ্চ দ্বিজাতিভ্যো হ্যন্যথা বৈ কৃতং মহৎ ॥ ৯৯ ॥ অকার্য্যং বৈ ত্বয়া মূঢ় পরদ্রব্যাপহারণম্। তেন পাপেন মহতা নিরয়ং প্রতিগচ্ছসি ॥ ১০০ ॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা কিতবো বাক্যমব্রবীৎ। অহং নিরয়গামী চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০১ ॥ যাবৎ স্বত্বং মম বিভো জাতা শক্রাসনে তথা। তাবদ্দত্তং হি যৎ কিঞ্চিদ্দ্বিজেভ্যো হি যথাতথম্ ॥ ১০২ ॥ যম উবাচ। দানং প্রশস্তং ভূম্যাঞ্চ দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্। স্বর্গে দানং ন দাতব্যং কেনচিৎ কস্যচিৎ ক্বচিৎ। তস্মাদ্দণ্ড্যোঽসি রে মূঢ় অশাস্ত্রীয়ং কৃতং ত্বয়া ॥ ১০৩ ॥ গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাম্। সর্ব্বেষাং পাপশীলানাং শাস্তাহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ এবং নির্ভর্ৎসয়িত্বা তং কিতবং ধর্ম্মরাট্ স্বয়ম্। উবাচ চিত্রগুপ্তঞ্চ নরকে পচ্যতাময়ম্। তদা প্রহস্য প্রোবাচ চিত্রগুপ্তো যমং প্রতি ॥ ১০৫ ॥ কথং নিরয়গামিত্বং কিতবস্য ভবিষ্যতি। যেন দত্তো হ্যগস্ত্যায় গজ ঐরাবতো মহান্ ॥ ১০৬ ॥ তথাশ্বো হ্যুচ্চৈঃশ্রবা গালবায় মহাত্মনে। বিশ্বামিত্রায় ভদ্রং তে চিন্তামণির্মহাপ্রভঃ ॥ ১০৭ ॥ এবমাদীনি রত্নানি দত্তানি কিতবেন হি। তেন কর্ম্মবিপাকেন পূজনীয়ো জগত্রয়ে ॥ ১০৮ ॥ শিবমুদ্দিশ্য যদ্দত্তং স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ যৈর্নরৈঃ। তৎসর্ব্বং ত্বক্ষয়ং বিদ্যান্নিশ্ছিদ্রং কর্ম্ম চোচ্যতে। তস্মান্নরকগামিত্বং কিতবস্য ন বিদ্যতে ॥ ১০৯ ॥ যানি যানি চ পাপানি কিতবস্য মহাত্মনঃ। ভস্মীভূতানি সর্ব্বাণি জাতানি স্মরণাচ্চ বৈ ॥ ১১০ ॥ শম্ভোঃ প্রসাদাৎ সর্ব্বাণি সুকৃতানি চ তৎক্ষণাৎ। তদ্বচশ্চিত্রগুপ্তস্য নিশম্য প্রেতরাট্ স্বয়ম্ ॥ ১১১ ॥ প্রহস্যাবাঙ্মুখো

কিছু রত্ন ছিল, তাহা সমস্তই সে বিশেষ বিশেষ মুনি-ঋষিকে দান করিয়া গিয়াছে। হে ধর্ম্ম! এ সকল সংবাদ সত্য বলিয়াই অবগত হইবে। তুমি ধর্ম্ম হইয়া কেন কিতবকে আমার পদ প্রদান করিলে? তুমি এক্ষণে আমার রাজ্যবিনাশের জন্যই কি কার্য্য করিতেছ? যাহা হউক, হে মহাভাগ! আমার যে সকল গজাদি ও অন্যান্য রত্নরাজি সেই কিতব যাহাকে-তাহাকে দান করিয়া গিয়াছে, তুমি সত্বর সেই সকল আনিয়া দাও। যম ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন। কিতব তাঁহার পুরেই বাস করিতেছিল, তিনি রোষভরে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—পাপী তুমি, এ কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ? তোমাকে ভোগের নিমিত্ত যে ইন্দ্ররাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা তুমি দ্বিজাতিগণকে দান করিয়া আসিয়াছ, একার্য্য তোমার অন্যায় হইয়াছে। রে মূঢ়! পরদ্রব্যের অপহরণরূপ অকার্য্য তুমি করিয়াছ; সেজন্য তোমার মহাপাপ সঞ্চিত হইয়াছে; তুমি নিরয়ে নিমগ্ন হইবে। যমের বাক্য শুনিয়া কিতব কহিল,—আমি নিরয়গামী সন্দেহ নাই। হে বিভো! ইন্দ্রাসনে আমার যতক্ষণ স্বত্ব ছিল, ততক্ষণ যাবৎ আমি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া আসিয়াছি মাত্র। যম কহিলেন,—দানকার্য্য ভূতলেই প্রশস্ত হয় এবং এইখানেই কর্ম্মফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গে কখন কাহারও কোন বস্তু দান করিতে নাই। অতএব রে মূঢ়! তুমি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াছ বলিয়া আমার নিকট দণ্ডার্হ। গুরু আত্মবান্দিগের শাস্তা, রাজা দুরাত্মগণের শাসনকর্ত্তা, আর আমি সমস্ত পাপাচারীদিগের শাস্তিদাতা; এ নিয়মে সংশয় কিছুই নাই। ৯২—১০৪। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ কিতবকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া চিত্রগুপ্তকে কহিলেন,—এই ব্যক্তিকে নরকে পাচিত কর। চিত্রগুপ্ত তৎশ্রবণে হাস্য করিয়া যমের প্রতি কহিলেন,—এই কিতবের নিরয়ে বাস কেন হইবে? এই ব্যক্তি অগস্ত্যকে মহাগজ ঐরাবত, বিশ্বামিত্রকে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এবং মহাত্মা গালবকে মহাপ্রভ চিন্তামণি দান করিয়াছে। এইরূপে কিতবের কর্ত্তৃত্বে রত্নাদি অনেক বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে। সেই কর্ম্মের ফলে এই কিতব এক্ষণে ত্রিজগতের পূজনীয়। স্বর্গে হউক, আর মর্ত্ত্যে হউক, শিবের উদ্দেশে নরগণ যাহা দান করে, বা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই অক্ষয় ও অচ্ছিদ্র বলিয়া জানিবে। অতএব কিতবের ভাগ্যে নরকভোগ নাই। মহাত্মা কিতবের যত যত পাপ ছিল, সকলই শিবস্মরণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার সে সকল পাপ শম্ভুর প্রসাদে সেই দণ্ডেই পুণ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্তের সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেতাধিপতি হাস্যপূর্ব্বক

ভূত্বা ইদমাহ শতক্রতুম্। ত্বং হি রাজা সুরেন্দ্রাণাং স্থবিরো রাজ্যলম্পটঃ॥ ১১২॥ অশ্বমেধশতেনৈব একং জন্মার্জ্জিতং কৃতম্। ত্বয়া নাস্ত্যত্র সন্দেহো হ্যর্জ্জিতং তেন বৈ মহৎ॥ ১১৩॥ প্রার্থয়িত্বা হ্যগস্ত্যাদীন্ মুনীন্ সর্ব্বান্ বিশেষতঃ। অর্থেন প্রণিপাতেন ত্বয়া লভ্যানি তানি চ। গজাদিকানি রত্নানি যেন ত্বঞ্চ সুখী স্মরন্॥ ১১৪॥ তথেতি মত্বা বচনং পুরন্দরো গতঃ পুরীং স্বামবিবেকদৃষ্টিঃ। অভ্যর্থয়ামাস বিনম্রকন্ধরশ্চর্ষীংস্ততো লব্ধবান্ পারিজাতম্॥ ১১৫॥ অনেনৈব প্রকারেণ লব্ধরাজ্যঃ পুরন্দরঃ। জাতস্তদামরাবত্যাং রাজা সহ মহাত্মভিঃ॥ ১১৬॥ কিতবস্য পুনর্জন্ম দত্তং বৈবস্বতেন হি। কিঞ্চিৎ কর্ম্মবিপাকেন বিরোচনসুতোঽভবৎ॥ ১১৭॥ সুরুচিজননী তস্য কিতবস্যাভবত্তদা। বিরোচনস্য মহিষী দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ। তস্যৌ জঠরমাস্থায় তস্যাঃ সোঽপি মহাত্মনঃ॥ ১১৮॥ তদাপ্রভৃতি তস্যৈব প্রহ্লাদস্যাত্মজাৎ স বৈ। সুরুচেশ্চ তথাপ্যাসীদ্ধর্ম্মে দানে মহামতিঃ॥ ১১৯॥ তেনৈব জঠরস্থেন কৃত্বা মতিরত্নুত্তমা। কিতবেন কৃতা বিপ্রা দুর্লভা যা মনীষিণাম্॥ ১২০॥ একদা বৈ তদা শক্রো যযৌ বৈরোচনং প্রতি। হন্তুকামো হি দৈত্যেন্দ্রং বিপ্রো ভূত্বাথ যাচকঃ॥ ১২১॥ বিরোচনগৃহং প্রাপ্য ইন্দ্রো বাক্যমুবাচ হ। স্থবিরো ব্রাহ্মণো ভূত্বা দেহীতি মম সুব্রত। মনস্বী ত্বঞ্চ দৈত্যেন্দ্র দাতা চ ভুবনত্রয়ে॥ ১২২॥ তব বিপ্রা মহাভাগ চরিতং পরমাদ্ভুতম্। বর্ণয়ন্তি সমাজেষু স্থিত্বা কীর্ত্তিঞ্চ নির্ম্মলাম্। যাচকোঽহঞ্চ দৈত্যেন্দ্র দাতুমর্হসি সুব্রত॥ ১২৩॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ। কিং দাতব্যং তব বিভো বদ শীঘ্রং মমাধুনা॥ ১২৪॥ ইন্দ্রো হি বিপ্ররূপেণ বিরোচনমুবাচ হ। যাচয়ামি চ দৈত্যেন্দ্র যদহং পরিভাবিতঃ॥ ১২৫॥ আত্মপ্রীত্যা দাতব্যং মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং প্রহ্লাদস্যাত্মজোঽসুরঃ॥ ১২৬॥ দদাম্যাত্মশিরো বিপ্র যদি কাময়সেঽধুনা। ইদং রাজ্যমনায়াসমিয়ং শ্রীর্নান্যগামিনী। অহং সমর্পয়িষ্যামি

অবনতমুখে ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি সুরেন্দ্রগণের মধ্যে স্থবির ও ভোগ-লম্পট রাজা। শতাশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া এক জন্মেই এ রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, ঐ শক্রদনুষ্ঠিত শতাশ্বমেধ দ্বারা তোমার মহৎ ফলই অর্জ্জিত হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি অগস্ত্যাদি মুনিবৃন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া অর্থ এবং প্রণিপাত দ্বারা সেই সেই গজ-রত্নাদি লাভ করিতে পারিবে এবং তাহাতে তুমি সুখী হইবে। অদূরদর্শী পুরন্দর সেই যমবাক্যই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে ঋষিদিগের নিকট স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। অনন্তর পারিজাতাদি সমস্ত বস্তুই তাঁহার হস্তগত হইল। পুরন্দর এই প্রকারেই তৎকালে মহাত্মগণ সহ অমরাবতীতে রাজা হইয়াছিলেন। এদিকে যম কিতবকে পুনর্জ্জন্ম প্রদান করিলেন। কিঞ্চিৎ কর্ম্মবিপাকে তাহাকে বিরোচন-নন্দন বলি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইল। কিতবের জননীর নাম সুরুচি। সুরুচি বিরোচনের মহিষী ও বৃষপর্ব্বার দুহিতা। কিতব বিরোচন হইতে জন্ম লইয়া সেই সুরুচির জঠর অবলম্বনে অবস্থিত হইল। তাহার জঠরস্থিতিকালে সুরুচির দানধর্ম্মে প্রশস্ত-মতি হইল। কিতব জঠরে থাকিয়াই মাতার এই মতি উৎপাদন করিল। হে বিপ্রগণ! কিতবের কার্য্য মনীষিগণের পক্ষেও দুর্লভ হইল। একদা ইন্দ্র বিরোচনকে নষ্ট করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি দৈত্যেন্দ্রকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে জনৈক যাচক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিরোচনালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া স্থবির ব্রাহ্মণ হইয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সুব্রত! আমাকে কিঞ্চিৎ দান কর। হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি মনস্বী দাতা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত। হে মহাভাগ! বিপ্রগণ সমাজ-সমিতিতে তোমার অপূর্ব্ব চরিত্র ও নির্ম্মল কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন। হে সুব্রত দৈত্যরাজ! আমি যাচক, আমায় কিঞ্চিৎ দান কর। ১০৫—১২৩। তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া দৈত্যেন্দ্র বলিলেন,—হে বিভো! আপনাকে আমি কি দান করিব? তাহা শীঘ্র বলুন। ইন্দ্র বিপ্ররূপে বিরোচনকে বলিলেন,—আমার যাহা মনোভীষ্ট, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তাহাই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তোমার আত্মপ্রীতি অনুসারেই তুমি আমায় দান করিবে, সন্দেহ নাই। তখন অসুরবর বিরোচন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে বিপ্র! যদি আপনি প্রার্থনা করেন, তবে এখন আমি স্বীয় শির পর্য্যন্ত আপনাকে দান করিতে পারি। এই নিষ্কণ্টক রাজ্য আছে, এই অনন্যগামিনী রাজলক্ষ্মী আছেন, আপনি যাহা

তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৭ ॥ ইত্যুক্তস্তেন দৈত্যেন বিমৃশ্য চ তদা হরিঃ। উবাচ দেহি মে শীঘ্রং শিরো মুকুটসেবিতম্ ॥ ১২৮ ॥ এবমুক্তে তু বচনে শক্রেণ দ্বিজরূপিণা। স্বরম্মহেন্দ্রায় তদা শির উৎকৃত্য বৈ মুদা। স্বকরেণ দদৌ তস্মৈ প্রহ্লাদস্যাত্মজো-হসুরঃ ॥ ১২৯ ॥ প্রহ্লাদেন পুরা যস্য কৃতো ধর্ম্মঃ সুদুষ্করঃ। কেবলাং ভক্তিমাশ্রিত্য বিষ্ণোস্তৎ-পরচেতসা ॥ ১৩০ ॥ দানাৎ পরতরং চান্যৎ কচিদ্বস্তু ন বিদ্যতে। তদ্দানঞ্চ মহাপুণ্যমার্ত্তেভ্যো যৎ প্রদীয়তে ॥ ১৩১ ॥ স্বশক্ত্যা যচ্চ কিঞ্চিচ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে। দানাৎ পরতরং নাস্ত্যৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥ সাত্ত্বিকং রাজসং চৈব তামসঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্। তথা কৃতমনেনৈব দানং সাত্ত্বিকলক্ষণম্ ॥ ১৩৩ ॥ শির উৎকৃত্য চেন্দ্রায় প্রদত্তং বিপ্ররূপিণে। কিরীটঃ পতিতস্তত্র মণয়ো হি মহাপ্রভাঃ ॥ ১৩৪ ॥ ঐকপদ্যেন পতিতাস্তে জাতা মণ্ডনায় বৈ। দৈত্যানাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং পন্নগানাং তথৈব চ ॥১৩৫ ॥ বিরোচনস্য তদ্দানং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥১৩৬॥ বিরোচনস্য পুত্রোহভূৎ কিতবোহসৌ মহাপ্রভঃ। মৃতে পিতরি জাতোহসৌ মাতা তস্য পতিব্রতা ॥ ১৩৭ ॥ কলেবরঞ্চ তত্যাজ পতিলোকং গতা ততঃ। ভার্গবেণাভিষিক্তোহসৌ জনকস্য নিজাসনে ॥ ১৩৮ ॥ নাম্না বলিরিতি খ্যাতো বভূব চ মহাযশাঃ। তেন সর্ব্বে সুরগণাস্ত্রাসিতাঃ সু-মহাবলাঃ ॥ ১৩৯ ॥ গতাস্তে কথিতাঃ পূর্ব্বং কশ্যপ-স্যাশ্রমং শুভম্। তদা বলিরভূদিন্দ্রো দেবপুর্য্যাং মহাযশাঃ ॥ ১৪০ ॥ স্বয়ং ততাপ তপসা সূর্য্যো ভূত্বা তদাসুরঃ। ঈশো ভূত্বা স্বয়ঞ্চাস্তে ঐশান্যাং দিশি পালয়ন্ ॥ ১৪১ ॥ তথা চ নৈঋর্তো ভূত্বা তথা ত্বম্বুপতিঃ স্বয়ম্। ধনাধ্যক্ষ উদীচ্যাং বৈ স্বয়মাস্তে বলিস্তদা। এবমাস্তে বলিঃ সাক্ষাৎ স্বয়মেব ত্রিলোক-ভুক্ ॥ ১৪২ ॥ শিবার্চ্চনরতেনৈব কিতবেন বলি-দ্বিজাঃ। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব মহাদানরতোহভবৎ ॥ ১৪৩ ॥ একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো ভৃগুণা সহ। দৈত্যেন্দ্রৈঃ সংবৃতঃ শ্রীমান্ ষণ্ডামর্কৌ বচোহব্রবীৎ ॥ ১৪৪ ॥ আবাসঃ ক্রিয়তামত্র অসুরৈর্মম সন্নিধৌ।

চাহিবেন, আমি নিঃসন্দেহে তাহাই সমর্পণ করিব। সেই দৈত্য এই কথা কহিলে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া কহিলেন,—তুমি তোমার এই মুকুট-মণ্ডিত মস্তক আমায় অর্পণ কর। দ্বিজরূপী শক্র এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন স্বীয় করে আপন মস্তক ছেদন করিয়া সহর্ষে মহেন্দ্রহস্তে সমর্পণ করি-লেন। পুরাকালে প্রহ্লাদ একাগ্রমনে কেবল বিষ্ণু-ভক্তি আশ্রয় করিয়া দুষ্কর ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিরোচন স্বীয় মস্তক দান করিলেন। দেখা যায়, দান হইতে পরতর বস্তু আর কিছুই নাই। যাহা আর্ত্ত জনকে প্রদত্ত হয়, সেই দানই মহাপুণ্য-জনক। স্বীয় সাধ্যানুসারে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহাই অনন্ত হইয়া থাকে। দানের পরতর ত্রিলোকে অন্য কিছুই নাই। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে দান ত্রিবিধ বলিয়া উল্লিখিত। এই বিরোচননন্দন সাত্ত্বিক দানই করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় মস্তক কর্ত্তন করিয়া বিপ্ররূপী ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁহার কিরীট পতিত হয় এবং মহাপ্রভ মুকুটমণি সকল একযোগে ভূপতিত হইয়া দৈত্য, নরেন্দ্র, ও পন্নগদিগের মণ্ডনসামগ্রী হয়। বিরো-চনের সেই দানের কথা তিন লোকেই বিখ্যাত হইয়া পড়ে। আজও মহাত্মা দৈত্যেন্দ্রের সেই দানকাহিনী কবিগণ গান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভাব কিতব ঐ বিরোচনেরই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বিরোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা অতি পতিব্রতা ছিলেন। তিনি কিয়ৎ দিনের মধ্যেই কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিলোকে গমন করি-লেন। অনন্তর ভার্গব সেই বিরোচন-পুত্রকে তদীয় জনকের পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১২৪—১৩৮। এই পুত্র মহাযশা বলি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার ভয়ে সমস্ত মহাবল সুরগণ ত্রাসান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যখন ভীত হইয়া শুভ কশ্যপাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, তখন দেবপুরে মহাযশা বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তিনিই তখন তপোবলে নিজেই সূর্য্য হইয়া সর্ব্বত্র তাপ দান করিতে লাগি-লেন। এইরূপে বলি নিজেই ঈশান হইয়া ঐশানী দিক্ পালন এবং নিজেই নৈঋর্ত, ও বরুণমূর্ত্তি এবং ধনাধ্যক্ষ হইয়া উত্তরদিকে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ত্রিলোকভুক্ বলি এইরূপে নিজেই সর্ব্বাধিকারে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ-গণ! শিবার্চ্চনরত কিতবই বলি হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব অভ্যাসক্রমে বিপুল দান-ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। একদা সভামধ্যে শুক্রাচার্য্যসহ সমাসীন হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণ-পরিবৃত শ্রীমান্ বলি ষণ্ডামর্ককে বলিলেন,—অসুরেরা এখানে আমার সন্নিধানেই

হিত্বা পাতালমদ্যৈব মা বিলম্বিতুমর্হথ ॥ ১৪৫ ॥ ভার্গবস্তমুপশ্রুত্য প্রহস্যেদমুবাচ হ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈশ্চৈব স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৪৬ ॥ যাজ্ঞিকৈশ্চ মহারাজ নান্যথা স্বর্গমেব হি। ভোক্তুং হি পার্য্যতে রাজন্নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ১৪৭ ॥ গুরোর্বচনমাজ্ঞায় দৈত্যেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ। ময়া কৃতঞ্চ যৎ কর্ম্ম তেন সর্ব্বে মহাসুরাঃ। স্বর্গে বসন্ত সুচিরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪৮ ॥ প্রহস্যোবাচ ভগবান্ ভার্গবাণাং মহাতপাঃ। বলিনং বালিশং মত্বা শুক্রো বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ১৪৯ ॥ যত্ত্বয়োক্তঞ্চ বচনং বলে মম ন রোচতে। ইহৈব ত্বং সমাগত্য বস্তুং চেচ্ছসি সুব্রত ॥ ১৫০ ॥ অশ্বমেধশতেনৈব যজ ত্বং জাতবেদসম্। কর্ম্মভূমিং গতো ভূত্বা মা বিলম্বিতুমর্হসি ॥ ১৫১ ॥ তথেতি মত্বা স বলির্মহাত্মা হিত্বা তদানীং ত্রিদিবং মনস্বী। দৈত্যৈঃ সমেতো গুরুণা চ সঙ্গতো যযৌ ভুবং সোঽনুচরৈঃ সমেতঃ ॥ ১৫২ ॥ তন্নর্ম্মদায়া গুরুকুল্যসংজ্ঞকং তীরে মহাতীর্থমুদারশোভম্। গত্বা তদা দৈত্যপতির্মহাত্মা জিত্বা সমগ্রাং বসুধাতলঞ্চ ॥ ১৫৩ ॥ ততোঽশ্বমেধৈর্বহুভির্বিচক্ষণো গুরুপ্রযুক্তঃ স মহাযশা বলিঃ। ঈজে চ দীক্ষাং পরমামুপেতো বৈরোচনিঃ সত্যবতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ১৫৪ ॥ কৃত্বা ব্রহ্মাণমাচার্য্যমৃত্বিজঃ ষোড়শাভবৎ ॥ সুপরীক্ষিতেন তেনৈব ভার্গবেণ মহাত্মনা ॥ ১৫৫ ॥ যজ্ঞানামূনমেকেন শতং দীক্ষাপরেণ হি। বলিনা চাশ্বমেধানাং পূর্ণং কর্ত্তুং সমাদধে ॥ ১৫৬ ॥ যাবদ্যজ্ঞশতং পূর্ণং তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি। পুরা প্রোক্তং ময়া চাত্র হ্যদিত্যা ব্রতমুত্তমম্ ॥ ১৫৭ ॥ ব্রতেন তেন সন্তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। বটুরূপেণ মহতা পুত্রভূতো বভূব হ ॥ ১৫৮ ॥ অদিত্যাঃ কশ্যপেনৈব উপনীতস্তদা প্রভুঃ। উপনীতেঽথ সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৫৯ ॥ দত্তং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। দণ্ডকাষ্ঠং প্রদত্তং হি সোমেন চ মহাত্মনা ॥ ১৬০ ॥ মেখলা চ সমানীতা অজিনঞ্চ মহাদ্ভুতম্। তথা চ পাদুকে চৈব মহ্যা দত্তে মহাত্মনঃ ॥ ১৬১ ॥ তত্র ভিক্ষা সমানীতা ভবান্যা চার্থসিদ্ধয়ে। এবং ভগবতে দত্তং বিষ্ণবে বটুরূপিণে ॥ ১৬২ ॥ অভিবন্দ্য তথা শ্রীশো বামনো

বাস করিতে থাকুক। তাহারা অদ্যই পাতাল পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই আগমন করুক। এ কার্য্যে তাহাদের যেন বিলম্ব হয় না। শুক্রাচার্য্য তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—লোকে বিবিধ যজ্ঞ করিয়াই স্বর্গধামে বিহার করিয়া থাকে। মহারাজ! যাজ্ঞিক ব্যতীত আর কাহারও স্বর্গভোগের অধিকার নাই। আমার এ বাক্য অন্যথা হইবার নহে। গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র উত্তর করিলেন,—আমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, তাহারই ফলে মহাসুরগণ দীর্ঘ কালের জন্য স্বর্গে আসিয়া বাস করুক। এ বিষয়ে ত আর বিচার্য্য কিছুই নাই। তৎশ্রবণে ভার্গবদিগের বরেণ্য মহাতপা শুক্রাচার্য্য বলিকে মূর্খ মনে করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বলে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার ভাল বোধ হইতেছে না। হে সুব্রত! তুমি যদি এই স্থানে আসিয়াই বাস করিতে চাও, তবে কর্ম্মভূমিতে গমন করিয়া শতাশ্বমেধে জাতবেদাকে পূজা কর; বিলম্ব করিও না। মহাত্মা মনস্বী বলি তৎকালে গুরুর কথাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া গুরু ও অন্যান্য দৈত্যগণ সহ সত্বর ভূতলে আগমন করিলেন। ভূতলে আসিয়া মহাত্মা দৈত্যাধিপতি সমগ্র বসুধা-মণ্ডল জয় করিলেন এবং নর্ম্মদাতীরস্থ গুরুকুল্যনামক সুরম্য মহাতীর্থে গমনপূর্ব্বক সেইস্থানকেই যজ্ঞের নিমিত্ত কল্পনা করিয়া লইলেন। অনন্তর সত্যবাদিগণের বরেণ্য মহাযশা বিজ্ঞ বলি গুরুর অনুজ্ঞায় যজ্ঞ-দীক্ষিত হইয়া বহুবিধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে আচার্য্য করিলেন এবং ষোড়শ জন ঋত্বিক্ মহাত্মা ভার্গবের নির্ব্বাচনক্রমে সেই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। যজ্ঞদীক্ষিত বলি একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া শতযজ্ঞপূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৩৯—১৫৬। সেই রাজার শত যজ্ঞ যখন পূর্ণ হইতে চলিল, পূর্ব্বে আমি যে অদিতির উত্তম ব্রতের কথা কহিয়াছি, ভগবান্ হরি তখন সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া বটু-বামনাকারে তদীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। কশ্যপ তখন সেই পুত্রের উপনয়নসংস্কার করিলেন। সেই সংস্কার-ব্যাপারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপস্থিত ছিলেন। পরমেষ্ঠী স্বহস্তে তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত দিলেন। এইরূপ মহাত্মা সোম সেই কশ্যপ-নন্দনকে দণ্ডকাষ্ঠ, পৃথিবী মেখলা, অজিন ও পাদুকাদ্বয় এবং সাক্ষাৎ ভবানী ভিক্ষা প্রদান করিলেন। এইরূপে বটুরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে সংস্কারযোগ্য সমস্ত বস্তু প্রদত্ত হইল। মহাতেজা

হ্যদিতিং তথা। কশ্যপঞ্চ মহাতেজা যজ্ঞবাটং জগাম চ। যাজ্ঞিকস্য বলেরাহ চ্ছলনার্থং স্বয়ং প্রভুঃ॥ ১৬৩॥ তদা মহেশঃ স জগাম স্বর্গং প্রকম্পয়ন্ গাং প্রপদাভরেণ। স বামনো বটুরূপী চ সাক্ষাদ্বিষ্ণুঃ পরাত্মা সুরকার্য্যহেতোঃ॥ ১৬৪॥ গীর্ভির্যথার্থাভিরভিষ্টুতো জনৈর্মুনীশ্বরৈর্দেবগণৈর্মহাত্মা। ত্বরেণ গচ্ছন্ স চ যজ্ঞবাটং প্রাপ্তস্তদানীং জগদেকবন্ধুঃ॥ ১৬৫॥ উদ্গাপয়ন্ সাম যতো হি সাক্ষাচ্চকার দেবো বটুরূপবেশঃ। উদ্গীয়মানো ভগবান্ স ঈশ্বরো বেদান্তবেদ্যো হরিরীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ১৬৬॥ দদর্শ তং মহাযজ্ঞমশ্বমেধং বলেস্তদা। দ্বারি স্থিতো মহাতেজা বামনো বটুরূপধৃক্॥ ১৬৭॥ ব্রহ্মরূপেণ মহতা ব্যাপ্তমাসীদ্দিগন্তরম্। পবমানস্য চ বটোর্বামনস্য মহাত্মনঃ॥ ১৬৮॥ তচ্ছ্রুত্বা চ বলিঃ প্রাহ ষণ্ডামর্কৌ চ বুদ্ধিমান্। ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ আগতাঃ সন্তি ঈক্ষ্যতাম্॥ ১৬৯॥ তথেতি মত্বা ত্বরিতাবুত্থিতৌ তৌ তদা দ্বিজাঃ। ষণ্ডামর্কৌ সমাগম্য মণ্ডপদ্বারি সংস্থিতো॥ ১৭০॥ দদৃশাতে মহাত্মানং শ্রীহরিং বটুরূপিণম্। ত্বরিতৌ পুনরায়াতৌ বলেঃ শংসয়িতুং তদা॥ ১৭১॥ ব্রহ্মচারী সমায়াত এক এব ন চাপরঃ। পঠনাদৌ মহারাজ চাগতস্তব সন্নিধৌ। কিমর্থং তন্ন জানীমো জানীহি ত্বং মহামতে॥ ১৭২॥ এবমুক্তে তু বচনে তাভ্যাং স চ মহামনাঃ। উত্থিতস্তৎক্ষণাদেব দর্শনার্থে বটুং প্রতি॥ ১৭৩॥ স দদর্শ মহাতেজা বিরোচনসুতো মহান্। দণ্ডবৎ পতিতো ভূমৌ ননাম শিরসা বটুম্॥ ১৭৪॥ আনয়িত্বা বটুং সদ্যঃ সন্নিবেশ্য নিজাসনে। অর্ঘ্যপাদ্যেন মহতাভ্যর্চ্চয়ামাস তং বটুম্॥ ১৭৫॥ বিনম্রকন্ধরো ভূত্বা উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। কুতঃ কস্মাচ্চ কস্যাসি তচ্ছীঘ্রং কথ্যতাং প্রভো॥ ১৭৬॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিরোচনসুতস্য বৈ। মনসা হৃষিতশ্চাসৌ বামনো বক্তুমারভৎ॥ ১৭৭॥ ভগবানুবাচ। ত্বং হি রাজা ত্রিলোকেশো নান্যো ভবিতুমর্হতি। স্বকুলং ন্যূনতাং গচ্ছেদ্‌যো বৈ কাপুরুষঃ স্মৃতঃ॥ ১৭৮॥ সমং বা চাধিকো বাপি যো গচ্ছেৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥ ত্বয়া কৃতঞ্চ যৎ কর্ম্ম ন কৃতং পূর্ব্বজৈস্তব॥ ১৭৯॥

শ্রীপতি তখন বামন আখ্যায় অভিহিত হইয়া কশ্যপ এবং অদিতিকে অভিবাদনপূর্ব্বক যাজ্ঞিক বলিকে ছলনা করিবার জন্য তদীয় যজ্ঞক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তৎকালে বটুরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু-বামন পদভরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য প্রকম্পিত করিয়া সুরকার্য্য সাধনার্থ বলির যজ্ঞস্থানে গমনে উদ্যত হইলে সুর, ঋষি ও নরগণ কর্ত্তৃক বিবিধ যথার্থ বাক্যে তিনি অভিষ্টুত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই জগদেক-বন্ধু বামন সত্বর গমনে তৎকালে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। বটুবেশী বিষ্ণু সেখানে সামগান গাহিতে গাহিতে গমন করিলেন; গিয়া সেই যজ্ঞভূমি দেখিতে পাইলেন। বেদান্তবেদ্য ভগবান্ হরি স্তুত-গীত হইয়া সেখানে গমনপূর্ব্বক বলির সেই অশ্বমেধাখ্য মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিলেন। পবিত্রমূর্ত্তি মহাত্মা বামনের সুমহৎ ব্রহ্মতেজে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বলি জানিতে পাইলেন, তাঁহার দ্বারদেশে বটুরূপধারী মহাতেজা বামন অবস্থান করিতেছেন। তৎশ্রবণে বুদ্ধিমান্ বলি ষণ্ডামর্ককে কহিলেন,—আপনারা উভয়ে একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন, —কতিসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন? হে দ্বিজগণ! বলি এই কথা বলিবামাত্র ষণ্ডামর্ক 'আচ্ছা' বলিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং মণ্ডপদ্বারে আসিয়া অবস্থানপূর্ব্বক বটুরূপী শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই তাঁহারা সেই সংবাদ বলির নিকট বলিতে আসিলেন; আসিয়া বলিলেন, —দ্বারে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন, আর কেহই আসেন নাই। হে মহারাজ! ঐ ব্রহ্মচারী মুখে বেদপাঠ করিতে করিতে আপনার সন্নিধানে কি জন্য আসিতেছেন? হে মহামতে! আমরা তাহা জানি না। আপনি এ রহস্য অবগত হউন। ১৫৭—১৭২। ষণ্ডামর্ক এই কথা কহিলে, মহামনা বলি তৎক্ষণাৎ সেই বটুকে দেখিবার জন্য উত্থিত হইলেন। বিরোচন-নন্দন মহাতেজা বলি তাঁহাকে দেখিলেন—দেখিয়া যুক্তকরে ভূপতিত হইয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া আনিয়া নিজাসনে স্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর বলি বিনম্র-কন্ধরে মধুর সম্ভাষে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। বলির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বামন হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ কহিলেন,—তুমি রাজা, ত্রিলোকের অধিপতি; তোমার ন্যায় অন্য কেহই নাই। যে ব্যক্তি কাপুরুষ, তাহারই স্বীয় কুল ন্যূন হইয়া থাকে। আর যাহার জন্মে কুল সমাবস্থায় থাকে বা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয়,

দৈত্যানাঞ্চ বরিষ্ঠা যেহিরণ্যকশিপাদয়ঃ। কৃতং মহত্তপো যেন দিব্যং বর্ষসহস্রকম্॥ ১৮০॥ শরীরং ভক্ষিতং যস্য জুষাণস্য তপো মহৎ। পিপীলিকাভির্বহুভির্দংশৈশ্চৈব সমাবৃতম্॥ ১৮১॥ অভবত্তস্য তজ্জ্ঞাত্বা সুরেন্দ্রো হ্যগমৎ পুরা। নগরং তস্য চ তদা সৈন্যেন মহতা বৃতঃ॥ ১৮২॥ তৎসন্নিধৌ হতাঃ সর্ব্বে অসুরা দৈত্যশত্রুণা। বিন্ধ্যা তু মহিষী তস্য নীয়মানা নিবারিতা॥ ১৮৩॥ নারদেন পুরা রাজন্ কিঞ্চিৎ কার্য্যং চিকীর্ষুণা। শম্ভোঃ প্রসাদাদখিলং মনসা যৎ সমীক্ষিতম্। দৈত্যেন্দ্রেণ চ তৎ সর্ব্বং তপসৈব বশীকৃতম্॥ ১৮৪॥ তস্য পুত্রো মহাতেজা যেন নীতোঽভবং সভাম্। তস্য পুত্রো মহাভাগ পিতা তে পিতৃবৎসলঃ। নাম্না বিরোচনো বিদ্বানিন্দ্রো যেন মহাত্মনা॥ ১৮৫॥ দানেন তোষিতো রাজন্ স্বেনৈব শিরসা তদা। তস্যাত্মজোঽসি ভো রাজন্ কৃতং তে পরমং যশঃ॥ ১৮৬॥ যশোদীপেন মহতা দগ্ধাঃ শলভবৎ সুরাঃ। ইন্দ্রোঽপি নির্জ্জিতো যেন স্বয়ং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ১৮৭॥ শ্রুতমস্তি ময়া সর্ব্বং চরিতং তব সুব্রত। অল্পকোঽহমিহায়াতো ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ॥ ১৮৮॥ উটজার্থে চ মে দেহি ভূমিং ভূমিভৃতাংবর। বটোস্তস্যৈব তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বলিরভাষত॥ ১৮৯॥ হে বটো পণ্ডিতো ভূত্বা যদুক্তং বচনং পুরা। শিশুত্বাত্তন্ন জানাসি শ্রুত্বা মন্যে যথার্থতঃ॥ ১৯০॥ বদ শীঘ্রং মহাভাগ কিয়ন্মাত্রাং মহীং তব। দাস্যামি ত্বরিতেনৈব মনসা তদ্বিমৃশ্যতাম্॥ ১৯১॥ তদাহ বামনো বাক্যং স্ময়ন্মধুরয়া গিরা। অসন্তোষপরা যে চ বিপ্রা নষ্টা ন সংশয়ঃ॥ ১৯২॥ সন্তুষ্টা যে হি বিপ্রাস্তে নান্যে বেশধরা ভুবি। স্বধর্ম্মনিরতা রাজন্নির্দম্ভা নিরবগ্রহাঃ॥ ১৯৩॥ নির্ম্মৎসরা জিতক্রোধা বদান্যা হি মহামতে। বিপ্রাস্তে হি মহাভাগ তৈরিয়ং ধার্য্যতে মহী॥ ১৯৪॥ মনস্বী ত্বং বহুত্বাচ্চ দাতাসি ভুবনত্রয়ে। তথাপি মে প্রদাতব্যা মহী ত্রিপদসম্মিতা॥ ১৯৫॥ বহুত্বে নাস্তি

তাহাকেই যথার্থ পুরুষাখ্যায় অভিহিত করা হয়। তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যশ্রেষ্ঠগণও করিতে পারেন নাই। তোমার প্রপিতামহ পূর্ব্বে দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চল ভাবে বহুকাল তপস্যা করিতে থাকিলে পিপীলিকা এবং অনেক দংশাদি তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে জানিতে পারিয়া সুরেন্দ্র মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক তদীয় নগর অবরোধ করেন এবং সেই দৈত্যারি তাঁহার সন্নিধানেই অনেক অসুরকে নিহত করিয়া ফেলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল বিন্ধ্যা; ইন্দ্র বিন্ধ্যাকে অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে, হে রাজন্! কিঞ্চিৎ কর্ম্মচিকীর্ষু নারদ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখেন। তোমার প্রপিতামহ দৈত্যেন্দ্র মনে মনে যাহা কিছু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তপোবলে শম্ভুর প্রসাদে বশীভূত করেন। তাঁহার পুত্র মহাতেজা প্রহ্লাদ আমার সভাক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেন। হে মহাভাগ! তোমার পিতা বিরোচন পিতৃবৎসল ছিলেন; তুমি সেই পিতৃবৎসল পিতার পুত্র। তিনি বিদ্বান্ ছিলেন। সেই মহাত্মা স্বীয় মস্তক দান করিয়া ইন্দ্রের পরিতোষ জন্মাইয়াছিলেন। হে রাজন্! তুমি তাঁহার পুত্র; তোমারও অপার যশ বিস্তৃত। তুমি যশোরূপ মহাদীপ দ্বারা সুরগণকে শলভবৎ দগ্ধ করিয়াছ। অধিক কি, তোমার নিকট ইন্দ্রও নির্জ্জিত হইয়াছেন, সংশয় নাই। হে সুব্রত! তোমার চরিত আমার সমস্তই শ্রুত আছে। আমি বামনাকৃতি ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়াছি। হে ভূস্বামিগণের অগ্রণী! আমি কুটীর-নির্ম্মাণার্থ একটু ভূমি প্রার্থনা করিতেছি, আমায় তাহা দান করুন। বলি সেই বটুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে বটো! ইতিপূর্ব্বে তুমি পণ্ডিতের ন্যায় যে সকল কথা কহিলে, তাহা শুনিয়া আমার মনে হয়, তোমার ঐ অভিজ্ঞতা শৈশবসম্ভূত নহে। যাহা হৌক, হে মহাভাগ! তুমি শীঘ্র বল, তোমাকে কতটুকু ভূমি আমি দান করিব? তুমি প্রার্থনাবাক্য বলিবার পূর্ব্বে মনে মনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া লও। ১৭৩—১৯১। তখন বামন ঈষৎহাস্যে মধুর বাক্যে বলিলেন,—যে সকল ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই নষ্ট। পরন্তু যাহারা সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহারাই ব্রাহ্মণ; অন্যে কেবল বেশধারী মাত্র। হে মহামতে! যাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত, অদম্ভ, অপ্রতিগ্রহ, অমৎসর, জিতক্রোধ ও বদান্য, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। হে মহাভাগ! সেই সকল ব্রাহ্মণ দ্বারাই এই পৃথিবী পরিরক্ষিত। জানি আমি, ত্রিভুবনে আপনি মনস্বী ও ভূরিদাতা; তথাচ, আমি আপনার নিকট মাত্র ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করি; আপনি তাহাই আমায় দান

যে কার্য্যং মহ্যা বৈ সুরসূদন। প্রবেশমাত্রমুটজং তথা মম ভবিষ্যতি॥ ১৯৬। ত্রিপদং পূর্য্যতে-হস্মাকং বস্তং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। দেহি মে ক্রমতো রাজন্ যাবদ্ভূমির্ভবিষ্যতি। তাবৎসংখ্যা প্রদাতব্যা যদি দাতাসি ভো বলে॥ ১৯৭॥ প্রহস্য তমুবাচেদং বলির্বৈরোচনাত্মজঃ। দাস্যামি তে মহীং কৃৎস্নাং সশৈলবনকাননাম্॥ ১৯৮। মদীয়াং বৈ মহাভাগ ময়া দত্তাং গৃহাণ বৈ। যাচকো-হসি বটো পশ্য দানং দৈত্যাৎ প্রযাচসে॥ ১৯৯॥ যাবকো হ্যল্পকো বাস্ত দাতা সর্ব্বং বিমৃশ্য বৈ। তথা বিলোক্য চাত্মানং হ্যর্থিভ্যশ্চ দদাতি বৈ ॥ ২০০॥ আত্মোপমোন সর্ব্বত্র যো দদাতি হ্যুদারধীঃ। তস্মান্ন যাচিতব্যং হি অর্থিনা মন্দভাগিনা॥ ২০১॥ বটো দদাম্যহং তেহদ্য সশৈলবনকাননাম্। পৃথ্বীং সপর্ব্বতাং সাব্ধিং নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ২০২॥ পুনঃ প্রোবাচ স বটুর্বিরোচনসুতং প্রতি। পূর্য্যতে মম দৈত্যেন্দ্র ক্রমতো হি পদৈস্ত্রিভিঃ॥ ২০৩॥ বটোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অসুরেন্দ্রো বলি-স্তদা। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং মন্যমানো বলির্ভৃশম্। গৃহাণাশু ময়া দত্তাং পদৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতাম্॥ ২০৪॥ ইত্যুক্তো বামনঃ প্রাহ প্রহসন্নসুরং প্রতি। সঙ্কল্প্য সকলাং পৃথ্বীং দাতুমর্হসি সুব্রত॥ ২০৫॥ তথেতি মত্বা বলিনা সুপূজিতঃ স বামনঃ কশ্যপনন্দনো মহান্। বলিস্তদানীং সহসা নিতান্তং সংস্তূয়মান-স্ত্বৃষিভির্মুনীন্দ্রৈঃ॥ ২০৬॥ তং পূজয়িত্বা স বলির্যাব-দ্দাতুং সমুদ্যতঃ। গুরুণা বারিতস্তাবদ্বিরোচনসুতো মহান ॥ ২০৭॥ ন দাতব্যং ত্বয়া দানং বিষ্ণবে বটুরূপিণে। ইন্দ্রার্থমাগতঃ সদ্যো যজ্ঞবিঘ্নং করোতি তে। তস্মাত্ত্বয়া ন পূজ্যো হি বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপকঃ॥ ২০৮॥ পুরা কৃতমনেনৈব মোহিনীরূপধারিণা। দেবেভ্যশ্চামৃতং দত্তং রাহুর্যেন হতো মহান্॥ ২০৯॥ যেন বিদ্রাবিতা দৈত্যাঃ কালনেমির্হতো বলী॥ ২১০॥ এবংবিধোহয়ং পুরুষো মহাত্মা স ঈশ্বরো বিশ্বপতিঃ

করুন। হে সুরারে! বহুবিস্তৃত ভূভাগ দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। এই প্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমিতেই আমার কুটীর প্রবেশ-যোগ্য হইবে এবং ইহাতেই বাস করা চলিবে। ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব হে রাজন! আমার পাদত্রয়ানু-যায়ী ভূমি আমায় দান করুন। হে বলে! আপনি যদি সত্য সত্যই দান করিতে বসিয়া থাকেন, তবে আমি যে পরিমাণ ভূমি চাহিলাম, তাহাই আমায় দান করিতে হইবে। বিরোচন-নন্দন বলি হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি গ্রহণ কর, আমি আমার এই সশৈল-কাননা সমগ্র বসুধা দান করিতেছি। হে বটো! ভাবিয়া দেখ, তুমি যাচক; দৈত্যের নিকট দান প্রার্থনা করিতেছ। সুতরাং যাচক ক্ষুদ্র হইলেও দাতা ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং নিজের সামর্থ্য দেখিয়াই অর্থীদিগকে দান করা কর্ত্তব্য। যে উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সর্ব্বত্র নিজের সামর্থ্যানুসারে দান কার্য্য করিয়া থাকেন, মন্দভাগ্য প্রার্থীর পক্ষে তাঁহার নিকট পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া যাচ্ঞা করা বিধেয় নহে। যাহা হউক, হে বটো! আমি তোমাকে অদ্য শৈল-সাগর-কাননশালিনী সমগ্র পৃথ্বীই দান করিতেছি। আমার কথা অন্যথা হইবে না। অনন্তর বামন পুনরায় বলির প্রতি বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইলেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। অসুরেন্দ্র বলি বামনের সেই বাক্য শুনিয়া সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি তবে মৎপ্রদত্ত ত্রিপাদ ভূমিই গ্রহণ কর। বলি এই কথা বলিলে বামন প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি যে ভূমি দান করিবে, তাহা সঙ্কল্প করিয়া আমায় এক্ষণে দান কর। বলি 'তথাস্তু' বাক্যে কশ্যপাত্মজ বামনকে পূজা করিলেন। তখন সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে মুনি-ঋষিগণ বলির স্তব করিয়া উঠিলেন।১৯২—২০৬। বলি বামনকে পূজা করিয়া এইবার সেই প্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু গুরু শুক্রাচার্য্য এইরূপ দানকার্য্যে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—রাজন্! আপনি বটুরূপী বিষ্ণুকে দান করিবেন না। ইনি ইন্দ্রের উপকারার্থ আসিয়াছেন। এই যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করাই এক্ষণে ইহাঁর উদ্দেশ্য। অতএব এই অধ্যাত্মদীপক বিষ্ণুকে তোমার পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। জান না কি, ইনিই পূর্ব্বে মোহিনীরূপ ধরিয়া দেবতাদিগকে অমৃত অর্পণ ও রাহুকে নিহত করিয়াছিলেন। ইনিই দৈত্য-দিগকে তাড়াইয়াছিলেন। কালনেমি ইহাঁরই হস্তে নিহত হইয়াছিল। ইনি এইরূপই ব্যক্তি; ইনি মহাত্মা এবং ইনিই বিশ্বপতি ঈশ্বর। হে

স এব। বিমৃশ্য সর্ব্বং মনসা মহামতে হিতাহিতং কর্ত্তুমিহার্হসি ত্বম্ ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে বলিযজ্ঞে বামনগমনবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। এবং সম্বোধিতো দৈত্যো গুরুণা ভার্গবেণ হি। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং মেঘ-গম্ভীরয়া গিরা ॥ ১ ॥ ত্বয়োক্তোঽহং হিতার্থায় যৈর্বাক্যৈ-শ্চালিতোঽস্ম্যহম্। তব বাক্যং মম প্রীত্যৈ হিত-মপ্যহিতং ভবেৎ ॥ ২ ॥ দাস্যামি ভিক্ষিতং চাস্মৈ বিষ্ণবে বটুরূপিণে। পাত্রীভূতো হ্যয়ং বিষ্ণুঃ সর্ব্ব-কর্ম্মফলেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ যেষাং হৃদি স্থিতো বিষ্ণুস্তে বৈ পাত্রতমা ধ্রুবম্। যস্য নাম্না সর্ব্বমিদং পবিত্রমিব চোচ্যতে ॥ ৪ ॥ যেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মন্ত্রতন্ত্রাদয়ো হ্যমী। সর্ব্বে সম্পূর্ণতাং যান্তি সোঽয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ৫ ॥ আগতঃ কৃপয়া মেঽদ্য সর্ব্বাত্মা হরিরী-শ্বরঃ। উদ্ধর্ত্তুং মাং ন সন্দেহ এতজ্জানীহি তত্ত্বতঃ। ৬ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপ চ রুষান্বিতঃ। ভার্গবঃ শপ্তুমারেভে দৈত্যেন্দ্রং ধর্ম্মবৎসলম্ ॥ ৭ ॥ মম বাক্যমতিক্রম্য দাতুমিচ্ছস্যরিন্দম। বিগুণো ভব রে মন্দ তস্মাত্ত্বং নিঃশ্রিকো ভব ॥ ৮ ॥ এবং শশাপ চ তদা পরমার্থবিজ্ঞং শিষ্যং মহাত্মানমগাধবোধম্। স বৈ জগামাথ মহাকবিস্ত্বরাৎ স্বমাশ্রমং ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥ গতে তু ভার্গবে তস্মিন্ বলির্বিরো-চনাত্মজঃ। বামনং চার্চ্চয়িত্বা স মহীং দাতুং প্রচক্রমে ॥ ১০ ॥ বিন্ধ্যাবলিঃ সমাগত্য বলেরর্দ্ধাঙ্গ-শোভিতা। অবনিজ্য বটোঃ পাদৌ প্রদদৌ বিষ্ণবে মহীম্ ॥ ১১ ॥ সঙ্কল্পপূর্ব্বেণ তদা বিধিনা বিধি-কোবিদঃ। সঙ্কল্পেনৈব মহতা ববৃধে ভগবানজঃ ॥ ১২ ॥ যদৈকেন মহী ব্যাপ্তা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। সর্ব্বে স্বর্গা দ্বিতীয়েন ব্যাপ্তাস্তেন মহাত্মনা ॥ ১৩ ॥ সত্যলোকগতো বিষ্ণোশ্চরণঃ পরমেষ্ঠিনা। কমণ্ডলুগতেনৈব অম্ভসা চাবনেনিজে ॥ ১৪ ॥ তৎপাদসম্পর্কজলাচ্চ

মহামতে! তুমি এই সকল মনে মনে বিবেচনা করিয়া অধুনা হিতাহিত যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিতে পার। ১০৭—২১১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—বলি গুরু-ভার্গবের বাক্যে এইরূপে সম্বোধিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—আপনার কথা হিতের নিমিত্ত সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আপনার বাক্যেই আমি চালিত হইয়া থাকি। প্রীতির নিমিত্ত প্রযুক্ত আপনার এই বাক্য হিতকর হইলেও এক্ষণে উহা অহিতকর হইতেছে। আমি এই বটুরূপী বিষ্ণুকে ভিক্ষা দান করিব। সমস্ত কর্ম্মফলের ঈশ্বর এই বিষ্ণুই দানের যোগ্য পাত্র। বলা বাহুল্য, যাঁহাদিগের হৃদয়ে বিষ্ণু বিরাজিত, তাঁহারাও পাত্রতম। যাঁহার নামে এই সমস্তই পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং বেদ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র—এই সমস্তই যাঁহার নামোচ্চারণে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ইনিই সেই বিশ্বেশ্বর হরি। এই সর্ব্বাত্মা হরি আমার প্রতি কৃপা করিয়াই অদ্য এখানে আসিয়াছেন। আমাকে উদ্ধার করাই ইহাঁর এই আগমনের উদ্দেশ্য। আপনি জানিবেন,—আমার এ সকল কথায় সন্দেহ মাত্র নাই। ভার্গব বলির সেই বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। এমন কি, তিনি সেই ধর্ম্মবৎসল বলিকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, হে অরিন্দম! আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া তুমি দান করিতে উদ্যত হইয়াছ, এইজন্য বলিতেছি, রে মন্দ! তুমি বিগুণ ও শ্রীভ্রষ্ট হও। মহাকবি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ অগাধবুদ্ধিশালী মহাত্মা শিষ্যকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন এবং সত্বর সে স্থান হইতে নিজাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ভার্গব চলিয়া গেলে বিরোচন-নন্দন বলি বামনকে অর্চ্চনা করিয়া মহী দানে উদ্যত হইলেন। বলির অর্দ্ধাঙ্গ-শোভিনী বিন্ধ্যা-বলী আসিয়া বামনের পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিলেন। বিধিজ্ঞ বলি এইবার সঙ্কল্পপূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুকে মহী দান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় মহৎ সঙ্কল্প দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ১—১২। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তখন একপাদ দ্বারা মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পাদ দ্বারা সমস্ত স্বর্গলোক পরিব্যাপ্ত হইল। এই বিষ্ণুপদ সত্যলোক পর্য্যন্ত পেঁছিল। পরমেষ্ঠী সেখানে কমণ্ডলু-জল দ্বারা এ পদের অর্চ্চনা করিলেন। সেই পাদ-

জাতা ভাগীরথী সর্ব্বসুমঙ্গলা চ। যয়া ত্রিলোকী চ কৃতা পবিত্রা যয়া চ সর্ব্বে সগরাঃ সমুদ্ধৃতাঃ। যয়া কপর্দ্দঃ পরিপূরিতো বৈ শম্ভোস্তদানীঞ্চ ভগীরথেন॥ ১৫ ॥ তীর্থানাং তীর্থমাদ্যঞ্চ গঙ্গাখ্যমবতারিতম্। তদ্বিষ্ণোশ্চরণেনৈব সমেতং ব্রহ্মণা কৃতম্॥ ১৬॥ ত্রিবিক্রমাৎ পরো হ্যাত্মা নাম্না ত্রিবিক্রমোঽভবৎ। ত্রিবিক্রমক্রমাক্রান্তং ত্রৈলোক্যঞ্চ তদাভবৎ॥ ১৭॥ পদদ্বয়েন বা পূর্ণং জগদেতচ্চরাচরম্। বিহায় তৎ স্বরূপঞ্চ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। পুনশ্চ বটুরূপোঽসাবুপবিষ্ট নিজাসনে॥ ১৮॥ তদা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। আগতাশ্চ বলের্যজ্ঞং দ্রষ্টুং যজ্ঞপতিং প্রভুম্॥১৯॥ তত্র ব্রহ্মা সমাগত্য স্তুতিং চক্রে পরমাত্মনঃ। বলেস্তত্রৈব চান্যে চ দৈত্যেন্দ্রাশ্চাগতা স্বরম্॥ ২০ ॥ এভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো বামনো বলিসদ্মনি॥ উপবিষ্টাসনে সোঽথ উবাচ গরুড়ং প্রতি॥ ২১॥ দৈত্যোঽসৌ বালিশো ভূত্বা দত্তবানেন মহী মম। ত্রিপদক্রমণেনৈব গৃহীতঞ্চ পদদ্বয়ম্॥ ২২॥ পদমেকং প্রতিশ্রুত্য ন দদাতি হি দুর্ম্মতিঃ। তস্মাত্ত্বয়া গৃহীতব্যং তৃতীয়ং পদমেব চ॥ ২৩॥ ইত্যুক্তো গরুড়স্তেন বামনেন মহাত্মনা। বৈরোচনিং বিনির্ভর্ৎস্য বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ২৪॥ রে বলে কিং ত্বয়া মূঢ় কৃতমস্তি জুগুপ্সিতম্। অবিদ্যমানে স্বর্থে হি কিং দদাসি পরাত্মনে। ঔদার্য্যেণ হি কিং কার্য্যমল্পকেন ত্বয়াধুনা॥ ২৫॥ ইত্যুক্তো বলিরাবিষ্টঃ স্ময়মানঃ খগেশ্বরম্। বক্ষ্যমাণমিদং বাক্যং গরুত্মন্তং তদাব্রবীৎ॥ ১৬॥ সমর্থোঽস্মি মহাপক্ষ কৃপণো ন ভবাম্যহম্। যেনেদং কারিতং সর্ব্বং তস্মৈ কিং প্রদদাম্যহম্॥ ২৭॥ অসমর্থো হ্যহং তাত কৃতোঽহনেন মহাত্মনা। তদোবাচ বলিং সোঽপি তার্ক্ষ্যপুত্রো মহামনাঃ॥ ২৮॥ জানন্নপি চ দৈত্যেন্দ্র গুরুণাপি নিবারিতঃ। বিষ্ণবেঽপি মহীং প্রাদাস্ত্বয়া কিং বিস্মৃতং মহৎ॥ ২৯॥ দাতব্যং তৎপদং বিষ্ণোস্তৃতীয়ং যৎ প্রতিশ্রুতম্। ন দদাসি কথং বীর নিরয়ে চ পতিষ্যসি॥ ৩০॥ ন দদাসি তৃতীয়ঞ্চ পদং মে স্বামিনঃ কথম্। বলাৎ গৃহ্নামি রে মূঢ়

সংস্পৃষ্ট জলে নিখিলমঙ্গলালয়া ভাগীরথী জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই ভাগীরথী ত্রিলোক পবিত্র করিয়া আছেন। ইঁহা দ্বারাই সমস্ত সগর-সন্তান উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইনিই শম্ভুর জটা প্লাবিত করিয়াছেন। এই গঙ্গানামক আদি তীর্থ ভ মর্ত্ত্যে অবতারিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুপদসহ ইঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেন। ত্রিপাদ-ক্রমের পর বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নামে অভিহিত হন। এই ত্রৈলোক্য তখন ত্রিবিক্রমের পদক্রমে আক্রান্ত হইয়াছিল। অথবা তাঁহার দ্বিপাদ ক্রমেই এই চরাচর সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়। দেবদেব জনার্দ্দন এই সময় তাঁহার স্বরূপ পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার বটুরূপে নিজাসনে উপবেশন করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই বলির যজ্ঞ এবং যজ্ঞেশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া পরমাত্মার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় অন্যান্য দৈত্যেন্দ্রগণও সত্বর বলির পার্শ্বে আগমন করিলেন। এই সকল সমাগত দর্শকগণে পরিবৃত হইয়া বামন বলি-গৃহে নিজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক গরুড়ের প্রতি বলিলেন,—এই মূর্খ দৈত্য আমাকে আমার ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দান করিয়াছে। তাহার দ্বিপাদ-পরিমিত ভূমি মাত্র আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই দুর্ম্মতি প্রতিশ্রুত হইয়া এখনও একপাদ ভূমি আমাকে দান করিতেছে না। অতএব তুমি সেই তৃতীয় পাদ-পরিমিত ভূমি ইঁহার নিকট হইতে গ্রহণ কর। মহাত্মা বামন গরুড়কে এই কথা কহিলে গরুড় বলিকে ভর্ৎসনা করিয়া এই বাক্য বলিল যে, মূঢ় বলে! তুমি এ কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ? তোমার অর্থ নাই, অথচ তুমি পরমাত্মাকে কি দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তোমার এখন এ ঔদার্য্যের কি প্রয়োজন ছিল? গরুড় এই কথা কহিলে বলি হাস্য করিয়া খগেশ্বরকে তখন এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে মহাবিহঙ্গ! দানে আমি সমর্থ; আমি কৃপণ নহি। যিনি এই সমস্তই উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকে আর আমি কি প্রদান করিব? তথাপি হে তাত! আমি যে কিছু দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহাতে এই মহাত্মাই আমাকে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছেন। তখন মহামনা গরুড় বলিকে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি জানিয়াও গুরু কর্তৃক নিবারিত হইয়াছিলে। বিষ্ণুকে যে মহী প্রদান করিতে হইবে, এ কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ১৩—২৯। তুমি যে তৃতীয় পদ-পরিমিত স্থান বিষ্ণুকে দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা তোমাকে দিতেই হইবে। হে বীর! তুমি ইহা কেনই বা না দান করিবে? না দিলে তোমাকে যে নরকে যাইতে

ইত্যুক্ত্বা তং মহাসুরম্। ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বিরোচনসুতং তদা ॥ ৩১ ॥ নিতরাং নিষ্ঠুরো ভূত্বা গরুড়ো জয়তাং বরঃ। বদ্ধং স্বপতিমালোক্য বিন্ধ্যাবলিঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ৩২ ॥ বাণমেকং সমারোপ্য বামনস্যাগ্রতঃ স্থিতা। বামনেন তদা পৃষ্টা কেয়ং চাত্রাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ৩৩ ॥ তদোবাচ মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো হ্যসুরাধিপঃ। বলে পত্নীতি স্বাং প্রাপ্তা ইয়ং বিন্ধ্যাবলঃ সতী ॥ ৩৪ ॥ প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা বামনো বাক্যমব্রবীৎ। ব্রূহি বিন্ধ্যাবলে বাক্যং কিং কার্য্যং তে করোম্যহম্। এবমুক্তা ভগবতা বিন্ধ্যাবলিরভাষত ॥ ৩৫ ॥ বিন্ধ্যাবলিরুবাচ। কস্মাদ্বদ্ধো মম পতির্গরুড়েন মহাত্মনা; তৎ কথ্যতাং মহাভাগ ত্বরয়ৈব জনার্দ্দন। তদোবাচ মহাতেজা বটুবেশধরো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অনেনৈব প্রদত্তা মে মহী ত্রিপদলক্ষণা। পদদ্বয়েন ৮ ময়াক্রান্তং ত্রৈলোক্যমদ্য বৈ ॥ ৩৭ ॥ অনেন মম দাতব্যং তৃতীয়ং পদমেব চ। তস্মাদ্বদ্ধো ময়া সাধ্বি গরুড়েনৈব তে পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যমুবাচ পরমং বচঃ। প্রতিশ্রুতমনেনৈব ন দত্তং হি তব প্রভো ॥ ৩৯ ॥ ক্রান্তং ত্রিভুবনঞ্চাদ্য ত্বয়া বিক্রমরূপিণা। তদস্মাকং বিজয়ীথাঃ স্বর্গে বাপ্যথবা ভুবি ॥ ৪০ ॥ কিঞ্চিন্ন দত্তা হি বিভো দেবদেব জগৎপতে। প্রহস্য ভগবানাহ তদা বিন্ধ্যাবলিং প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥ পদানি ত্রীণি মে চাদ্য দাতব্যানি কুতোঽধুনা। শীঘ্রং বদ বিশালাক্ষি যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তদোবাচ চ সা সাধ্বী হ্যুরুক্রমমবস্থিতা ॥ স্বয়া কুতো বেবমুরুক্রমেণ ক্রান্তা ত্রিলোকী ভুবনৈকনাথ। তথৈব সর্ব্বং জগদেকবন্ধো দেয়ং কিমস্মাভিরতুল্যরূপিণে ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদ্বিহায় তদ্বিভো ত্বমেবং কুরু সম্প্রতি। প্রতিশ্রুতানি মে ভর্ত্রা পদানি ত্রীণি চাধুনা। দদাতি মে পতিস্তেঽদ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥ নিধেহি মে পদং ত্বং হি শীঘ্রং দেববর প্রভো। দ্বিতীয়ং মে শিশোস্ত্বং হি কুরু মূর্দ্ধ্নি জগৎ-

---

হইবে। আমার প্রভুর তৃতীয় পাদ-পরিমিত স্থান কি জন্য দিতেছ না? রে মূঢ়! তুমি প্রতিশ্রুত স্থান দিলে না, আমি তাহা সবলে গ্রহণ করিব। এই বলিয়া বিজয়ী গরুড় নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় বারুণ পাশ দ্বারা বিরোচননন্দন মহাসুর বলিকে বন্ধন করেন। স্বীয় পতিকে আবদ্ধ দেখিয়া বিন্ধ্যাবলী পুত্র বাণকে ক্রোড়ে লইয়া বামনের অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বামন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কে আমার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল? অসুরাধিপতি মহাতেজা প্রহ্লাদ তখন বলিলেন,—ইনি বলির পত্নী, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই সতীর নাম বিন্ধ্যাবলী। প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া বামন বলিলেন,—অয়ি বিন্ধ্যাবলি! বল তুমি, তোমার কি কার্য্য আমি করিব? ভগবান্ এই কথা কহিলে বিন্ধ্যাবলী তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাভাগ জনার্দ্দন! আমার এই পতিকে মহাত্মা গরুড় কেন আবদ্ধ করিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। তখন সেই বটুবেশধারী মহাতেজা হরি কহিলেন,—ইনি আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দ্বিপাদ দ্বারা আমি এই ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে ইঁহাকে তৃতীয় পাদ-পরিমিত স্থান দান করিতে হইবে। এই দানকার্য্যে অক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই—হে সাধ্বি! গরুড় তোমার পতিকে বন্ধন করিয়াছে। ভগবানের বাক্য শুনিয়া বিন্ধ্যাবলী এই পরম বাক্য বলিলেন,—হে প্রভো! আমার পতি প্রতিশ্রুত স্থান দান করেন নাই, অথচ আপনি ত্রিবিক্রমরূপে অদ্য ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদিগের স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে স্থান নাই; তাহা আপনি রোধ করিয়াছেন। অথচ, কিছুই দান করা হয় নাই—হে বিভো! দেবদেব জগৎপতে! এ কেমন কথা? ভগবান্ তখন হাস্য করিয়া বিন্ধ্যাবলীকে বলিলেন,—দ্বিপাদ স্থান পাইয়াছি। ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি অদ্য কৈ, কোথা হইতে দান করিবে? হে বিশালাক্ষি! তোমার মনে যাহা আছে, শীঘ্র করিয়া বল। তখন সাধ্বী বিন্ধ্যাবলী উরুক্রম বামনকে বলিলেন,—হে ভুবনৈকপালক! কেন আপনি এই ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিলেন? হে জগদেকবন্ধো! আপনি অতুল্যরূপী সর্ব্বস্বরূপ; আপনাকে আমাদের কি দেয় আছে? ৩০—৪৩। হে বিভো! আপনি এই রূঢ়ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আমি যাহা বলি, তাহাই করুন। আমার ভর্ত্তা আপনাকে ত্রিপাদ-পরিমিত স্থান দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তিনি তাহা অবশ্যই দিবেন, সন্দেহ নাই। হে প্রভো! দেববর! আপনি আমার মস্তকে একপদ স্থাপন করুন। হে জগৎপতে!

পতে ॥ ৪৫ ॥ তৃতীয়ঞ্চ জগন্নাথ কুরু শীর্ষ্ণি পতে-
র্মম। এবং ত্রীণি পদানীশ তব দাস্যামি কেশব ॥
৪৬ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বিরোচনসুতং প্রতি ॥ ৪৭ ॥
ভগবানুবাচ। সুতলং গচ্ছ দৈত্যেন্দ্র মা বিল-
ম্বিতুমর্হসি। সর্ব্বৈশ্চাসুরসঙ্ঘৈশ্চ চিরঞ্জীব সুখী ভব ॥
৪৮ ॥ পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং তাত কিং কার্য্যং করবাণি
তে। সর্ব্বেষামপি দাতৃণাং বরিষ্ঠোঽসি মহামতে ॥
বরং বরয় ভদ্রন্তে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
ত্রিবিক্রমেণৈবমুক্তো বিরোচনসুতস্তদা ॥৫০॥ বিমুক্তো
হি পরিষ্বক্তো দেবদেবেন চক্রিণা। তদা বলিরুবা-
চেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৫১ ॥ ত্বয়া কৃতমিদং
সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্। তস্মান্ন কাময়ে কিঞ্চি-
ত্বৎপদাব্জং বিনা প্রভো ॥ ৫২ ॥ ভক্তিরস্তু পদাম্ভোজে
তব দেব জনার্দ্দন। ভূয়োভূয়শ্চ দেবেশ ভক্তি-
র্ভবতু শাশ্বতী ॥ ৫৩ ॥ এবমভ্যর্থিতস্তেন ভগবান্
ভূতভাবনঃ। উবাচ পরমপ্রীতো বিরোচনসুতং
তদা ॥ ৫৪ ॥ ভগবানুবাচ। বলে ত্বং সুতলং যাহি
জ্ঞাতিসম্বন্ধিভির্বৃতঃ। এবমুক্তস্তদা তেন অসুরো
বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥ সুতলে কিং নু মে কার্য্যং দেব-
দেব বদস্ব মে। তিষ্ঠামি তব সান্নিধ্যে নান্যথা
বক্তুমর্হসি ॥ ৫৬ ॥ তদোবাচ হৃষীকেশো বলিং তং
কৃপয়ান্বিতঃ। অহং তব সমীপস্থো ভবামি সততং
নৃপ ॥ ৫৭ ॥ দ্বারি স্থিতস্তব বিভো নিবসামি নিত্যং
মা খিদ্যতামসুরবর্য্য বলে শৃণুষ্ব। বাক্যন্তু মে বর-
মহো বরদস্তবাদ্য বৈকুণ্ঠবাসিভিরলঞ্চ ভজামি
গেহম্ ॥ ৫৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিষ্ণোরতুল-
তেজসঃ। জগাম সুতলং দৈত্যো হ্যসুরৈঃ পরি-
বারিতঃ ॥ ৫৯ ॥ তদা পুত্রশতেনৈব বাণমুখ্যেন
সত্বরম্। বসমানো মহাবাহুর্দাতৃণাঞ্চ পরা গতিঃ ॥
৬০ ॥ ত্রৈলোক্যে যাচকা যে চ সর্ব্বে যান্তি বলিং
প্রতি। দ্বারি স্থিতস্তস্য বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি যথেপ্সিতম্ ॥
৬১ ॥ ভুক্তিকামাশ্চ যে কেচিন্মুক্তিকামাস্তথা পরে।
যেষাং যজ্ঞে চ তে বিপ্রাস্তেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥

ভবদীয় দ্বিতীয় পদ মদীয় শিশুর মস্তকে দান করুন! হে জগন্নাথ! আপনার যাহা তৃতীয় পদ, তাহা আমার পতির মস্তকে পাতিত করুন। হে কেশব! এইরূপে আমি আপনাকে ত্রিপাদ স্থান দান করিব। জনার্দ্দন বিন্ধ্যাবলীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া বলির প্রতি মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি সুতলে গমন কর; বিলম্ব করিও না। তুমি সেখানে গিয়া সকল অসুরের সহিত একত্র বাসে জীবন যাপন কর এবং সুখী হও। হে তাত! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার কোন্ কার্য্য আমাকে করিতে হইবে? হে মহামতে! দাতৃ ব্যক্তিগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, অতএব বর গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিব। ত্রিবিক্রম বিরোচন-নন্দন বলিকে এই কথা বলিয়া তদীয় বন্ধন মোচন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। দেবদেব চক্রপাণি কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সুবক্তা বলি তখন বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি এই চরাচর বিশ্বের বিধাতা। অতএব আপনার পাদ-পঙ্কজ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করি না। হে দেব জনার্দ্দন! আপনার পাদপদ্মে আমার ভক্তি হউক। হে দেবেশ! আপনাতে আমার শাশ্বতী ভক্তি ভূয়োভূয় বর্দ্ধিত হউক। ভূতভাবন ভগবান্ এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে বিরোচন-নন্দনকে বলিলেন,—হে বলে! তুমি জ্ঞাতি এবং সম্বন্ধিগণে পরিবৃত হইয়া সুতলে গমন কর। ভগবান্ এই কথা কহিলে অসুরেন্দ্র বলি বলিলেন,—হে দেবদেব! সুতলে আমার কি কার্য্য হইবে? আমি আপনার সন্নিধানেই থাকিতে ইচ্ছা করি। আপনি ইহার অন্যথা বলিবেন না। তখন হৃষীকেশ কৃপা-পরবশ হইয়া বলিকে বলিলেন,—হে নৃপ! আমি তোমার সমীপে সততই অবস্থান করিব। হে বিভো! হে অসুরবর্য্য বলে! শ্রবণ কর। আমি নিত্যই তোমার দ্বারে বাস করিব। তুমি খেদ করিও না। আমি বরদ, আমার এই বাক্যই অদ্য তোমার বর হইল। আমি বৈকুণ্ঠবাসীদিগের সহিত বিশেষ-রূপে তোমার গৃহে বাস করিব। ৪৫—৫৮। অমিত-তেজা বিষ্ণুর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র বলি অসুরগণ সহ সুতলে গমন করিলেন। এইরূপে সেই দাতৃপ্রবর মহাবাহু বলি, বাণপ্রমুখ শত পুত্র সহ সুতলে বাস করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনস্থ সমস্ত যাচক বলির নিকট গমন করিয়াছিল। বলির দ্বারস্থিত বিষ্ণু বলিকে যথেপ্সিত বর দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভুক্তিকামী কিম্বা যাঁহারা মুক্তিকামী, তাঁহারাও বলির নিকট গমন করিতেন। বলির যজ্ঞে যাঁহারা ব্রতী ছিলেন, সেই সকল

৬২॥ এবংবিধো বলির্জাতঃ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। পুরা হি কিতবত্বেন যদ্দত্তং পরমাত্মনে॥ ৬৩॥ অশুচিং ভূমিমাসাদ্য গন্ধপুষ্পাদিকং মহৎ। পতিতং চার্পিতং তেন শিবায় পরমাত্মনে॥ ৬৪॥ কিং পুনঃ পরয়া ভক্ত্যা চার্চ্চয়ন্তি মহেশ্বরম্। গন্ধং পুষ্পং ফলং তোয়ং তে যান্তি শিবসন্নিধিম্॥ ৬৫॥ শিবাৎ পরতরো নাস্তি পূজনীয়ো হি ভো দ্বিজাঃ। যে হি মূকাস্তথান্ধাশ্চ পঙ্গবো যে জড়াস্তথা॥ ৬৬॥ জাতিহীনাশ্চ চণ্ডালাঃ শ্বপচা হ্যন্ত্যজা হ্যমী। শিবভক্তিপরা নিত্যং তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৬৭॥ তস্মাৎ সদাশিবঃ পূজ্যঃ সর্ব্বৈরেব মনীষিভিঃ। পূজনীয়ো হি সম্পূজ্যো হ্যর্চ্চনীয়ঃ সদাশিবঃ॥ ৬৮॥ মহেশং পরমার্থজ্ঞাশ্চিন্তয়ন্তি হৃদি স্থিতম্। যত্র জীবো ভবত্যেব শিবস্তত্রৈব তিষ্ঠতি॥ ৬৯॥ বিনা শিবেন যৎকিঞ্চিদশিবং ভবতি ক্ষণাৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ গুণকার্য্যকরা হ্যমী॥ ৭০॥ রজোগুণান্বিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণান্বিতঃ। তমোগুণাশ্রিতো রুদ্রো গুণাতীতো মহেশ্বরঃ॥ ৭১॥ লিঙ্গরূপো মহাদেবো হ্যর্চ্চনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ। শিবাৎ পরতরো নাস্তি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥ ৭২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলয়ে বরপ্রদানবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সগুণাঃ কীর্ত্তিতাস্ত্বয়া। লিঙ্গরূপী তথৈবেশো নির্গুণোঽসৌ কথং বদ॥১॥ ত্রিভির্গুণৈর্ব্যাপ্তমিদং চরাচরং জগন্মহদ্‌ব্যাপ্যাথ বাল্পকং বা। মায়াময়ং সর্ব্বমিদং বিভাতি লিঙ্গং বিনা কেন কুতো বিভাতি॥ ২॥ যদ্দৃশ্যমানং মহদল্পকঞ্চ তং নশ্বরং কৃতকত্বাচ্চ সূত॥ ৩॥ তস্মাদ্ বিমৃশ্য ভোঃ সূত সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি। ব্যাসপ্রসাদাৎ সকলং জানাসি ত্বং ন চাপরঃ॥ ৪॥ সূত উবাচ। ব্যাসেন কথিতং সর্ব্বমস্মিন্নর্থে শুকং প্রতি। শুক উবাচ। লিঙ্গ-

ব্রাহ্মণদিগকেও বলি যথেষ্ট বস্তু দান করিয়াছিলেন। বলি এইরূপই দানশীল হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কিতব-অবস্থায় ভূতলপতিত অশুচি গন্ধ-পুষ্পাদি পরমাত্মা শিবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর দানের ফলেই কিতব যখন বলি হেন দানশীল হইয়া জন্মিয়াছিল, তখন যাহারা পরম ভক্তিসহকারে শিবকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের যে কি সৌভাগ্য লাভ হয়,—তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কি? শিবভক্তগণ গন্ধ-পুষ্প-ফল-জল—যাহা কিছু শিবকে অর্পণ করেন, তৎসমস্তই শিবসন্নিধানে উপনীত হয়। অতএব হে দ্বিজগণ! শিবাপেক্ষা পরতর পূজনীয় অন্য কেহই নাই। যাহারা মূক, অন্ধ, পঙ্গু, জড়, জাতিহীন, অথবা অন্ত্যজ, শ্বপচ, চণ্ডাল, তাহারাও নিত্য শিব-ভক্তিযুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সকল মনীষী ব্যক্তিরই সর্ব্বদা সদাশিবের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। একমাত্র পূজনীয়, সদাশিবই সম্পূজ্য ও অর্চ্চনীয়। পরমার্থজ্ঞ পণ্ডিতগণ হৃদিস্থিত মহেশকেই চিন্তা করেন। যেখানে জীব অবস্থিত, সেইখানেই শিব বিরাজিত। শিব বিনা যে কোন বস্তুই তৎক্ষণাৎ অশিব হইয়া পড়ে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই দেবত্রয় গুণকর্ম্ম-তৎপর। তন্মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণান্বিত, বিষ্ণু সত্ত্বগুণান্বিত এবং রুদ্র তমোগুণান্বিত। কিন্তু যিনি মহেশ্বর, তিনি গুণাতীত। লিঙ্গরূপী মহাদেব মুমুক্ষুগণেরও অর্চ্চনীয়। শিব ভুক্তি ও মুক্তিদাতা; তাঁহা অপেক্ষা পরতর দেব অপর কেহই নাই। ৫৯—৭২।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, এই তিন দেবকে আপনি সগুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন; যিনি লিঙ্গরূপী দেবদেব, তিনি নির্গুণ হইলেন কিরূপে, তাহা বলুন? এই চরাচর জগৎ মহৎ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত সকলই গুণত্রয়ে পরিব্যাপ্ত। এই সমস্তই মায়াময়। লিঙ্গ ব্যতীত, মায়া ব্যতীত, এ সকল কেমন করিয়া বিভাত হয়? হে সূত! মহৎ বা অল্প যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সমস্তই কৃত্রিম বলিয়া নশ্বর। সুতরাং তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদের সংশয়জাল ছেদন কর। হে সূত! ব্যাসের প্রসাদে সকলই তুমি বিদিত আছ; তোমার ন্যায় অপর কেহই এ তত্ত্বে অভিজ্ঞ নাই। সূত কহিলেন,—আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় ব্যাসদেব শুকের নিকট সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ

শূলী কথং শম্ভুর্নির্গুণঃ কথ্যতে ত্বয়া। এতন্মে সংশয়ং তাত চ্ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ॥ ৫॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু বৎস ব্রবীম্যেতৎ পুরা প্রোক্তঞ্চ নন্দিনা। অগস্ত্যং পৃচ্ছমানঞ্চ যেন সর্ব্বং শ্রুতং শুক॥ ৬॥ নির্গুণং পরমাত্মানং বিদ্ধি লিঙ্গস্বরূপিণম্। পরা শক্তিস্তথা জ্ঞেয়া নির্গুণা শাশ্বতী সতী॥ ৭॥ যয়া কৃতমিদং সর্ব্বং গুণত্রয়বিভাবিতম্। এতচ্চরাচরং বিশ্বং নশ্বরং পরমার্থতঃ॥ ৮॥ এক এব পরো হ্যাত্মা লিঙ্গরূপী নিরঞ্জনঃ। প্রকৃত্যা সহ তে সর্ব্বে ত্রিগুণা বিলয়ং গতাঃ॥ ৯॥ যস্মিন্নেব ততো লিঙ্গং লয়নাৎ কথিতং পুরা। তস্মাল্লিঙ্গে লয়ং প্রাপ্তা পরা শক্তিঃ কুতোঽপরে॥ ১০॥ লীনা গুণাশ্চ রুদ্রোক্ত্যা যৈরিদং বদ্ধমেব চ। চরাচরং মহাভাগ তস্মাল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ॥ ১১॥ লিঙ্গঞ্চ নির্গুণং সাক্ষাজ্জানীধ্বং ভো দ্বিজোত্তমাঃ। লয়াল্লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং গুণানাং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ১২॥ শঙ্করঃ সুখদাতা হি উচ্যমানো মনীষিভিঃ। সর্ব্বো হি কথ্যতে বিপ্রাঃ সর্ব্বেষামাশ্রয়ো হি সঃ॥ ১৩॥ শম্ভুর্হি কথ্যতে বিপ্রা যস্মাচ্চ শুভসম্ভবঃ॥ ১৪॥ এবং সর্ব্বাণি নামানি সার্থকানি মহাত্মনঃ। তেনাবৃতং জগৎ সর্ব্বং শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা॥ ১৫॥ ঋষয় উচুঃ। যদা দাক্ষায়ণী চাগ্নৌ পতিতা যজ্ঞকর্ম্মণি। দক্ষস্য চ মহাভাগা তিরোধানগতা সতী॥ ১৬॥ প্রাদুর্ভূতা কদা সূত কথ্যতাং তত্ত্বয়াধুনা। পরা শক্তির্মহেশস্য মিলিতা চ কথং পুনঃ॥ ১৭॥ এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ তত্ত্বতঃ। কথনীয়ঞ্চ অস্মাকং নান্যো বক্তাস্তি কশ্চন॥ ১৮॥ সূত উবাচ। জজ্ঞে দাক্ষায়ণী ব্রহ্মন্ বিদগ্ধাবয়বা যদা। বিনা শক্ত্যা মহেশোঽপি ততাপ পরমং তপঃ॥ ১৯॥ লীলাগৃহীতবপুষা পর্ব্বতে হিমবদ্গিরৌ। ভৃঙ্গিণা সহ বিশ্বেন নন্দিনা চ তথৈব চ॥ ২০॥ তথা চণ্ডেন মুণ্ডেন তথান্যৈর্বহুভির্বৃতঃ। দশভিঃ কোটিগুণিতৈর্গণৈশ্চ পরিবারিতঃ॥ ২১॥ গণানাঞ্চৈব কোট্যা চ তথা ষষ্টিসহস্রকৈঃ। এবং তত্র গণৈর্দেব আবৃতো বৃষভধ্বজঃ॥ ২২॥ তপো জুষাণঃ সহসা মহাত্মা হিমালয়স্যাগ্রগতস্তথৈব। গণৈর্বৃতো বীরভদ্রপ্রধানৈঃ স কেবলো মূলবিদ্যাবিহীনঃ॥

করিয়াছিলেন। একদা শুকদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসিয়াছিলেন,—পিতঃ! লিঙ্গরূপী শম্ভুকে আপনি কিরূপে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করেন? আমার এ বিষয়ে সংশয় আছে, আপনি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন। ব্যাস বলিলেন,—শুন, বৎস শুক! এ সম্বন্ধে অগস্ত্য মুনি জিজ্ঞাসা করিলে নন্দী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সমস্তই শ্রুত আছে। আমি সে সমস্তই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। তুমি লিঙ্গরূপী পরমাত্মাকে নির্গুণ বলিয়াই বিদিত হও। তাঁহার যে শাশ্বতী সতী পরা শক্তি, তাহাও নির্গুণ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। তিনি এই সমস্ত জগৎ ত্রিগুণাত্মকরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যে চরাচর বিশ্ব পবিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহা বাস্তব পক্ষে বিনশ্বর। একমাত্র লিঙ্গরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মাই সত্য। প্রকৃতির সহিত ঐ সমস্ত ত্রিগুণ লিঙ্গরূপী পরমাত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই লয়ন জন্যই লিঙ্গ নাম নিরূপিত হইয়া থাকে। অতএব লিঙ্গে যখন পরা শক্তি পর্য্যন্ত লীন হন, তখন অপর কাহার অস্তিত্ব কিরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যে সকল গুণ দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব আবদ্ধ, তাহারাও লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব হে মহাভাগ! লিঙ্গকেই সর্ব্বদা পূজা করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! লিঙ্গকেই সাক্ষাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। গুণসমূহের লয় হেতুই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনীষিগণ সুখদাতা বলিয়া সেই লিঙ্গকে শঙ্কর নামে নির্দ্দেশ করেন। হে বিপ্রগণ! সকলের আশ্রয় বলিয়া তিনি সর্ব্ব নামে নির্দ্দিষ্ট এবং শুভসম্ভব বলিয়া তাঁহার শম্ভু নাম নিরূপিত। এইরূপে সেই মহাত্মার সমস্ত নামই সার্থক। সেই পরমেষ্ঠী শম্ভুর মূর্ত্তি দ্বারাই এই জগৎ আবৃত। ঋষিগণ কহিলেন,—পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞে মহাভাগা সতী দাক্ষায়ণী অগ্নিমধ্যে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তিনি কবে আবার প্রাদুর্ভূত হইলেন? হে সূত! অধুনা তাহা তুমি কীর্ত্তন কর। মহেশের সেই পরাশক্তি পুনরায় মহেশ সহ মিলিত হইলেন কিরূপে? তাহাই আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! এই সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত, তুমি আমাদিগের নিকট যথাযথ বর্ণন কর। তুমি ব্যতীত অন্য বক্তা কেহই নাই।১—১৮। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দাক্ষায়ণী যজ্ঞানলে দগ্ধদেহ হইয়া পুনরায় যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন শক্তি ব্যতীত মহেশও হিমালয়ে পরম তপস্যায় নিবিষ্ট হন। নন্দী, ভৃঙ্গী, বিশ্ব, চণ্ড, মুণ্ড এবং অন্যান্য আরও দশকোটি ষষ্টিসহস্র গণে পরিবৃত হইয়া সেই লীলা-গৃহীতদেহ দেবদেব বৃষভধ্বজ তপস্যা করিতে লাগিলেন। বীরভদ্রপ্রমুখ

২৩॥ এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যাঃ প্রাদুর্ভূতা হ্যবিদ্যয়া। বিষ্ণুনা হি বলির্বদ্ধস্তথা তে বৈ মহাবলাঃ॥ ২৪॥ জাতা দৈত্যাস্ততো বিপ্রা ইন্দ্রোপদ্রবকারকাঃ কালখঞ্জা মহারৌদ্রাঃ কালকেয়াস্তথাপরে॥ ২৫॥ নিবাতকবচাঃ সর্ব্বে রবরাবকসংজ্ঞকাঃ। অন্যে চ বহবো দৈত্যাঃ প্রজাসংহারকারকাঃ॥ ২৬॥ তারকো নমুচেঃ পুত্রস্তপসা পরমেণ হি। ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস ব্রহ্মা তস্য ততোষ বৈ। ২৭॥ বরান্ দদৌ যথেষ্টাংশ্চ তারকায় দুরাত্মনে। বরং বৃণীষ ভদ্রং তে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে॥ ২৮॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বরয়ামাস চ তদা বরং লোকভয়াবহম্॥ ২৯॥ যদি মে ত্বং প্রসন্নোঽসি অজরামরতাং প্রভো। দেহি মে যদ্বিজানাসি অজেয়ত্বং তথৈব চ॥ ৩০॥ এবমুক্তস্তদা তেন তারকেণ দুরাত্মনা। উবাচ প্রহসন্ বাক্যমমরত্বং কুতস্তব॥ ৩১॥ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুরেতজ্জানীহি তত্ত্বতঃ। প্রহস্য তারকঃ প্রাহ অজেয়ত্বঞ্চ দেহি মে॥ ৩২॥ ব্রহ্মোবাচ তদা দৈত্যমজেয়ত্বং তবানঘ। বিনার্ভকেণ দত্তং বৈ হ্যর্ভকস্ত্বাং বিজেষ্যতে॥ ৩৩॥ তদা স তারকঃ প্রাহ ব্রহ্মাণং প্রণতঃ প্রভো। কৃতার্থোঽহং হি দেবেশ প্রসাদাত্তব সম্প্রতি॥ ৩৪॥ এবং লব্ধবরো ভূত্বা তারকো হি মহাবলঃ। দেবান্ যুদ্ধার্থমাহূয় যুযুধে তৈঃ সহাসুরঃ॥ ৩৫॥ মুচুকুন্দং সমাশ্রিত্য দেবাস্তে জয়িনোঽভবন্। পুনঃপুনর্ব্বিকুর্ব্বাণা দেবাস্তে তারকেণ হি॥ ৩৬॥ মুচুকুন্দবলেনৈব জয়মাপুঃ সুরাস্তদা। কিং কর্ত্তব্যং হি চাস্মাকং যুধ্যমানৈর্নিরন্তরম্॥ ৩৭॥ ভবিতব্যমিতি স্মৃত্বা গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্। ব্রহ্মণশ্চাগ্রতো ভূত্বা হ্যব্রুবংস্তে সবাসবাঃ॥ ৩৮॥ দেবা ঊচুঃ। বলিনা সহ পাতালমাস্তেঽসৌ মধুসূদনঃ। বিষ্ণুং বিনা হি তে সর্ব্বে বৃষাদ্যাঃ পাতিতাঃ পরৈঃ॥ ৩৯॥ দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ মহাভাগ ত্রাতুমর্হসি নঃ প্রভো। তদা নভোগতা বাণী হ্যুবাচ পরিসান্ত্ব্য বৈ॥ ৪০॥ হে দেবাঃ ক্রিয়তামাশু মম বাক্যং হি তত্ত্বতঃ।

গণসমূহে পরিবৃত হইয়া সেই মহাত্মা হিমালয়ের উন্নত প্রদেশস্থ স্বীয় আশ্রমে মূলবিদ্যার অভাবে কেবলীভাবে তপোমগ্ন হইলেন। এ দিকে ঐ সময় অবিদ্যার প্রভাবে দৈত্যগণ প্রাদুর্ভূত হইল। বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিলেন। সেই সকল উৎপন্ন মহাবল দৈত্য দেবেন্দ্রের প্রতি উপদ্রব অত্যাচার করিতে লাগিল। কালখঞ্জগণ, মহারৌদ্র কালকেয়গণ, নিবাতকবচগণ, রবরাবকগণ এবং এইরূপ অন্যান্য আরও অসংখ্য দৈত্যগণ প্রজা সংহার করিতে লাগিল। তখন নমুচি-নন্দন তারক পরম তপস্যায় ব্রহ্মার পরিতোষ জন্মাইল। ব্রহ্মা তুষ্ট হইলেন এবং দুরাত্মা তারকাসুরকে তাহার ইষ্ট বর সকল দান করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্য! তুমি বর গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমায় সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতেছি। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া তারক এই লোকভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল। বলিল, দেব। তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে হে প্রভো! আমাকে অজর-অমরত্ব এবং অজেয়ত্ব বর প্রদান করুন। দুরাত্মা তারকাসুর এই কথা কহিলে ব্রহ্মা হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—অমরত্ব তোমায় কি করিয়া হইবে? জানিবে, জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত। তখন তারক হাস্য করিয়া কহিল, তবে, আমায় অজেয়ত্ব বর দান করুন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন;—হাঁ, তোমার এই অজেয়ত্ব বর রহিল; কিন্তু বালকের সহিত যুদ্ধ করিলে সে বালক তোমায় জয় করিবে। তখন তারক ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল,—হে দেবেশ! সম্প্রতি আপনার প্রসাদে আমি কৃতার্থ হইলাম। মহাবল তারক এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৯—৩৫। দেবগণ তখন মুচুকুন্দকে আশ্রয় করিয়া জয়লাভ করিলেন। তারকাসুর বার বার দেবগণের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবগণ মুচুকুন্দের প্রভাবেই প্রত্যেক বার জয়ী হইতে লাগিলেন। দেবগণ তখন ভাবিলেন,—আমাদিগকে নিরন্তর যুদ্ধ করিতে হইতেছে, আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য? বার বার এরূপ যুদ্ধে ভবিষ্যতেই বা আমাদের কি হইবে? ইন্দ্রাদি দেবগণ এই বিষয় আলোচনা করিয়া ব্রহ্মালয়ে গমন করিলেন এবং তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ভগবান্ মধুসূদন এক্ষণে বলি সহ পাতালে বাস করিতেছেন। বিষ্ণুর অনুপস্থিতিতে শত্রু-দৈত্যগণ ইন্দ্রাদি সমস্ত পরাজিত করিয়াছে। হে মহাভাগ! এক্ষণে আপনিই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। দেবগণ এই কথা কহিলে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তৎকালে এক নভোবাণী উত্থিত হইল। ঐ বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে দেবগণ! তোমরা সত্বর আমার বাক্য প্রতিপালন

শিবাত্মজো যদা দেবা ভবিষ্যতি মহাবলঃ॥ ৪১॥ যুদ্ধে পুনস্তারকঞ্চ বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ যেনোপায়েন ভগবান্ শম্ভুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ॥ ৪২॥ দারাপরিগ্রহী দেবাস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্। ক্রিয়তাঞ্চ পরো যত্নো ভবদ্ভির্নান্যথা বচঃ॥ ৪৩॥ যূয়ং দেবা বিজানীধ্বমিত্যুবাচাশরীরবাক্। পরং বিস্ময়মাপন্না উচুর্দেবাঃ পরস্পরম্॥ ৪৪॥ শ্রুত্বা নভোগতাং বাণীমাজগ্মুস্তে হিমালয়ম্। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে দেবা বচোঽব্রুবন্॥ ৪৫॥ হিমালয়ং মহাভাগাঃ সর্ব্বে কার্য্যার্থগৌরবাৎ। হিমালয় মহাভাগ শ্রূয়তাং নোঽধুনা বচঃ॥ ৪৬॥ তারকস্ত্রাসয়ত্যস্মান্ সাহায্যং তদ্বধে কুরু। ত্বং শরণ্যো ভবাস্মাকং সর্ব্বেষাঞ্চ তপস্বিনাম্। তস্মাৎ সর্ব্বে বয়ং যাতা মহেন্দ্রসহিতা বিভো॥ ৪৭॥ লোমশ উবাচ। এবমভ্যর্থিতো দেবৈর্হিমবান্ গিরিসত্তমঃ। উবাচ দেবান্ প্রহসন বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ॥ ৪৮॥ মহেন্দ্রমুদ্দিশ্য তদা হ্যপহাসসমন্বিতঃ। অক্ষমাশ্চ বয়ং সর্ব্বে মহেন্দ্রেণ কৃতাঃ সুরাঃ॥ ৪৯॥ কিং কুর্ম্মঃ সুরকার্য্যঞ্চ তারকস্য বধং প্রতি। পক্ষযুক্তা বয়ং সর্ব্বে যদি স্যাম সুরোত্তমাঃ॥ ৫০॥ তদা বয়ং ঘাতয়ামস্তারকং সহ বান্ধবৈঃ। অচলোঽহং বিপক্ষশ্চ কিং কার্য্যং করবাণি বঃ॥ ৫১॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাস্তমব্রুবন্। সর্ব্বে যূয়ং বয়ঞ্চৈব অসমর্থা বধং প্রতি। তারকস্য মহাভাগ এতৎ কার্য্যং বিচিন্ত্যতাম্॥ ৫২॥ যেন সাধ্যো ভবে চ্ছক্রুস্তারকো হি মহাবলঃ। তদোবাচ মহাতেজা হিমবান্ স সুরান্ প্রতি॥ ৫৩॥ কেনোপায়েন ভো দেবাস্তারকং হন্তুমিচ্ছথ। কথয়ন্তু ত্বরেণৈব কার্য্যং বেত্তুং মমৈব হি॥ ৫৪॥ তদা সুরৈঃ কথিতং সর্ব্বমেতদ্বাণ্যা চোক্তং যৎ পুরা কার্য্যহেতোঃ। শ্রুতং তদা গিরিণা বাক্যমেতৎ প্রোবাচেদং হিমবান্ পর্ব্বতো হি॥ ৫৫॥ শিবস্য পুত্রেণ চ ধীমতা যদা বধ্যো দৈত্যস্তারকো বৈ মহাত্মা। তদা সর্ব্বং সুরকার্য্যং শুভং স্যাদ্বাণ্যা চোক্তং সত্যমেতদ্ভবেচ্চ॥ ৫৬॥ তস্মাত্ত-

কর। হে দেবগণ! যখন মহাবল শিব-নন্দন প্রাদুর্ভূত হইবেন, তখন তিনিই যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শম্ভু যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তোমরা এক্ষণে সেই নীতি অবলম্বন কর। এই বিষয়েই তোমরা প্রযত্ন করিতে থাক। হে দেবগণ! জানিবে, আমার এ বাক্য কখন অন্যথা হইবে না। অশরীরিণী বাণী এই কথা কহিলে দেবগণ পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। নভোবাণী শ্রবণ করিবার পর দেবগণ সকলেই বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হিমালয়ে আগমন করিলেন এবং আপনাদের কার্য্যের গুরুত্ব নিবন্ধন সেই মহাভাগগণ হিমালয়কে বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—হে মহাভাগ হিমালয়! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। তারকাসুর আমাদিগকে উপদ্রুত করিতেছে। তাহার বিনাশব্যাপারে তুমি আমাদিগকে সাহায্য দান কর। আমরা সকলেই সম্প্রতি দৈন্যগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি আমাদের শরণ্য হও। হে বিভো! আমরা আমাদের ঈদৃশ দীনতার জন্যই মহেন্দ্রাদি দেবগণ সহ সকলেই এখানে আগমন করিয়াছি। লোমশ কহিলেন,—গিরিবর হিমবান্ দেবগণের এইরূপ প্রার্থনায় হাস্য করিলেন। অনন্তর সেই বাগ্মী গিরিবর উপহাসপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া তৎকালে বলিলেন,—হে সুরগণ! মহেন্দ্র আমাদের যেরূপ অবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই অক্ষম হইয়াছি। সুতরাং তারকাসুরের বিনাশের জন্য দেবকার্য্য আমরা কি করিব? হে সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলে যদি পুনর্ব্বার পক্ষবিশিষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলে তারকাসুরকে বান্ধবগণ সহ আমরা বিনাশ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমি অচল; তাহাতে আবার পক্ষহীন; সুতরাং আপনাদের কি কার্য্য করিব? ৩৬—৫১। হিমালয়ের সেই বাক্য শুনিয়া দেবগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তারকাসুরকে বধ করিতে —কি তোমরা, কি আমরা, কেহই সক্ষম নহি। মহাবল তারক যাহাতে বধ্য হইতে পারে, সে বিষয় তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। তখন মহাতেজা হিমবান্ সুরগণের প্রতি বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা কোন্ উপায়ে তারকাসুরকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমার অবগতির জন্য তাহা সত্বর প্রকাশ করিয়া বল। তখন আকাশবাণী যে কার্য্যোদ্ধারের উপায় বলিয়াছিল, দেবগণ তৎসমস্ত বৃত্তান্ত হিমালয়ের নিকট বলিলেন। হিমবান্ তখন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যখন ধীমান্ শিব-নন্দন মহাত্মা তারকাসুরকে বধ করিবেন, তখন সুরকার্য্য সুসম্পাদিত হইবে। আকাশবাণী এই যে

দৈতৎ ক্রিয়তাং ভবদ্ভির্যথা মহেশঃ কুরুতে পরিগ্রহম্। কন্যা যথা তস্য শিবস্য যোগ্যা নিরীক্ষ্যতামাশু সুরৈরিদানীম্॥ ৫৭ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যোচুঃ সুরাস্তদা। জনিতব্যা ত্বয়া কন্যা শিবার্থং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৫৮॥ সুরাণাঞ্চ গিরে বাক্যং কুরু শীঘ্রং মহামতে। আধারস্ত্বং তু দেবানাং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ৫৯ ॥ ইত্যুক্তো গিরিরাজোঽথ দেবৈঃ স্বগৃহমাবিশৎ। পত্নীং মেনাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুরকার্য্যং সমাগতম্॥ ৬০ ॥ জনিতব্যা সুকন্যৈকা সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথৈব চ তপস্বিনাম্॥ ৬১ ॥ প্রিয়ং ন ভবতি স্ত্রীণাং কন্যাজননমেব চ। তথাপি জনিতব্যা চ কন্যৈকা চ বরাননে॥ ৬২ ॥ প্রহস্য মেনা প্রোবাচ স্বপতিঞ্চ হিমালয়ম্। যদুক্তং ভবতা বাক্যং শ্রূয়তাং মে ত্বয়াধুনা॥ ৬৩॥ কন্যা সদা দুঃখকরী নৃণাং পতে স্ত্রীণাং তথা শোককরী মহামতে। তস্মাদ্বিমৃশ্য সুচিরং স্বয়মেব বুদ্ধ্যা যথা হিতং শৈলপতে তদুচ্যতাম্॥ ৬৪ ॥ হিমবাংস্তদুপশ্রুত্য প্রিয়ায়া বচনং তদা। উবাচ বাক্যং মেধাবী পরোপকরণান্বিতম্॥ ৬৫ ॥ যেন যেন প্রকারেণ পরেষামুপজীবনম্। ভবিষ্যতি চ তৎ কার্য্যং ধীমতা পুরুষেণ হি॥ ৬৬॥ স্ত্রিয়াপি চৈব তৎকার্য্যং পরোপকরণান্বিতম্। এবং প্রবর্ত্তিতা তেন গিরিণা মহিষী তদা। দধার জঠরে কন্যাং মেনা ভাগ্যবতী তদা॥ ৬৭॥ মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধাস্বরূপিণী। রুদ্রকালী চ অম্বা চ সতী দাক্ষায়ণী পরা॥ ৬৮॥ তাং বিভূতিং বিশালাক্ষী জঠরে পরমাং সতী। বভার সা মহাভাগা মেনা চারুবিলোচনা॥ ৬৯॥ স্তুতিং চক্রুস্তদা দেবা ঋষয়ো যক্ষকিন্নরাঃ। মেনায়া ভূরিভাগ্যায়াস্তথা হিমবতো গিরেঃ॥ ৭০॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতা গিরিজা নাম নামতঃ। প্রাদুর্ভূতা যদা দেবী সর্ব্বেষাং চ সুখপ্রদা॥ ৭১॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৭২॥ পুষ্পবর্ষেণ মহতা ববৃষুর্বিবুধাস্তথা। তদা প্রসন্নমভবৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমেব চ॥ ৭৩॥ যদাব-

কথা কহিয়াছেন, ইহা অতি সত্য কথা। অতএব মহেশ যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহার চেষ্টা কর। সেই শিবের যোগ্য কোন কন্যা আছে কি না, তাহা এক্ষণে তোমরা সত্বর পর্য্যবেক্ষণ কর। হিমালয়ের সেই কথা শুনিয়া দেবগণ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহামতে! আমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শিবের উদ্দেশে তুমি এক কন্যা উৎপাদন কর। হে গিরে! এই দেববাক্য তোমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। তুমিই দেবগণের আধার হইবে; সন্দেহ নাই। দেবগণ এই কথা কহিলে গিরিরাজ স্বীয় গৃহে আসিলেন এবং পত্নী মেনার নিকট উপস্থিত সুরকার্য্য ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,—সুরগণের কার্য্যসিদ্ধি, নিমিত্ত দেব, ঋষি ও তপস্বিগণের উপকারের জন্য একটী শোভনা কন্যা উৎপাদন করিতে হইবে। হে বরাননে! জানি আমি কন্যাজন্ম স্ত্রীজাতির প্রিয়কর হয় না; তথাচ একটী কন্যা উৎপাদন করিতে হইবে। মেনকা তখন হাস্যপূর্ব্বক স্বীয় পতি হিমালয়কে বলিলেন,—তুমি এখন যে কথা কহিলে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছি; শ্রবণ কর। হে মহামতে! কন্যা নরগণের সর্ব্বদাই দুঃখকরী এবং স্ত্রীগণের শোককরী। ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া যাহা হিত হয়, তাহা বলুন।৫২—৬৪। মেধাবী হিমালয় প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে পরোপকারমূলক এই বাক্য বলিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক, পরের উপকার যাহাতে হইতে পারে, এমন কার্য্য করা ধীমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য। এইরূপে স্ত্রীলোকদিগেরও পরোপকারময় কার্য্য করা বিধেয়। গিরি হিমালয় এইরূপে স্বীয় মহিষীকে প্রবর্ত্তিত করিলে, ভাগ্যবতী মেনা তখন স্বীয় জঠরে এক কন্যা ধারণ করিলেন। ঐ কন্যা মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধাস্বরূপিণী, রুদ্রকালী, অম্বা এবং সাক্ষাৎ পরা শক্তি সতী দাক্ষায়ণী। বিশালাক্ষী চারুনেত্রা মহাভাগা সতী শৈলপত্নী মেনকা সেই পরম বিভূতি জঠরে ধারণ করিলে, দেবগণ, ঋষিগণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ তখন হিমালয়মহিষী মহাভাগ্যবতী মেনকার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গিরিজা-নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই দেবী যখন প্রাদুর্ভূত হইলেন, তখন সকলেরই সুখোদয় হইল। দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ নৃত্য করিল, এবং গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন। দেবগণ অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমস্ত ত্রৈলোক্যই তখন প্রসন্নভাব ধারণ করিল।

তীর্ণা গিরিজা মহাসতী তদৈব দৈত্যা ভয়মাবিশংস্তে। প্রাপ্তা মুদং দেবগণা মহর্ষয়ঃ সচারণাঃ সিদ্ধগণাস্তথৈব॥ ৭৪

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীভবান্যুৎপত্তিবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। বর্দ্ধমানা তদা সাধ্বী ররাজ প্রতিবাসরম্। অষ্টবর্ষা যদা জাতা হিমালয়গৃহে সতী॥ ১॥ মহেশো হিমবদ্দ্রোণ্যাং ততাপ পরমং তপঃ। সর্ব্বৈর্গণৈঃ পরিবৃতো বীরভদ্রাদিভিস্তদা॥২॥ এতত্তপো জুষাণং তং মহেশং হিমবান্ যযৌ। তৎপাদপল্লবং দ্রষ্টুং পার্ব্বত্যা সহ বুদ্ধিমান্॥ ৩॥ যাবৎ সমাগতো দ্রষ্টুং নন্দিনাসৌ নিবারিতঃ। দ্বারি স্থিতেন চ তদা ক্ষণমেকং স্থিরোঽভবৎ॥ ৪॥ পুনর্বিজ্ঞাপয়ামাস নন্দিনা হিমবান্ গিরিঃ। বিজ্ঞপ্তো নন্দিনা শম্ভুরচলো দ্রষ্টুমাগতঃ॥ ৫॥ তদাকর্ণ্য বচস্তস্য নন্দিনঃ পরমেশ্বরঃ। আনয়স্ব গিরিং চাত্র নন্দিনং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬॥ তথেতি মত্বা নন্দী তং পর্ব্বতঞ্চ হিমাচলম্। আনয়ামাস স তথা শঙ্করং লোকশঙ্করম্॥ ৭॥ দৃষ্ট্বা তদানীং সকলেশ্বরং প্রভুং তপো জুষাণং বিনিমীলিতেক্ষণম্॥ ৮॥ কপর্দ্দিনং চন্দ্রকলাবিভূষণং বেদান্তবেদ্যং পরমাত্মনি স্থিতম্। ববন্দ শীর্ষ্ণা চ তদা হিমাচলঃ পরাং মুদং প্রাপদহীনসত্ত্বঃ॥ ৯॥ উবাচ বাক্যং জগদেকমঙ্গলং হিমালয়ো বাক্যবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ১০॥ সভাগ্যোঽহং মহাদেব প্রসাদাত্তব শঙ্কর। প্রত্যহং চাগমিষ্যামি দর্শনার্থং তব প্রভো॥ ১১॥ অনয়া সহ দেবেশ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি। শ্রুত্বা তু বচনং তস্য দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥ ১২॥ আগন্তব্যং ত্বয়া নিত্যং দর্শনার্থং মমাচল। কুমারীং চ গৃহে স্থাপ্য নান্যথা মম দর্শনম্॥ ১৩॥ অচলঃ প্রত্যুবাচেদং গিরিশং নতকন্ধরঃ। কস্মান্ময়ানয়া সার্দ্ধং নাগন্তব্যং তদুচ্যতাম্। অচলঞ্চ ব্রতী শম্ভুঃ প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৪॥ ইয়ং কুমারী

মহাসতী গিরিজা যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন দৈত্যগণ ভয়াবিষ্ট হইল। দেব, মহর্ষি, চারণ ও সিদ্ধগণ সকলেই প্রীতিযুক্ত হইলেন। ৬৫—৭৪।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—সতী হিমালয়নন্দিনী প্রতিদিন পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি হিমালয়গৃহে অষ্টবর্ষবয়স্কা হইলেন, তখন মহাদেব বীরভদ্রাদি গণাধ্যক্ষসমূহে পরিবৃত হইয়া হিমগিরি-দ্রোণীতে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন। ঐ সময় বুদ্ধিমান্ হিমালয় তপস্বী মহেশের পাদপল্লব দর্শন করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতী সহ তৎসমীপে গমন করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎলাভের জন্য হিমালয় যখন আসিতে লাগিলেন, তখন মহাদেবের আশ্রমদ্বারস্থিত নন্দী তাঁহাকে আশ্রমপ্রবেশে নিবারণ করিলেন। হিমালয় নন্দীর নিষেধে ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন। অনন্তর নন্দী গিয়া শম্ভুর নিকট নিবেদন করিলেন যে, অচলেশ্বর হিমবান্ আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগমন করিয়াছেন। পরমেশ্বর নন্দীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—গিরিবরকে এইখানে আনয়ন কর। নন্দী 'তথাস্তু' বলিয়া লোকশঙ্কর শঙ্করসমীপে হিমালয়-গিরিকে আনয়ন করিলেন। হিমালয় সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সকল লোকপতি ভগবান্ নিমীলিত-নয়নে তপস্যা করিতেছেন; তাঁহার জটাভার লম্বিত রহিয়াছে; মস্তক চন্দ্রকলায় বিভূষিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং বেদান্তবেদ্য হইয়া পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছেন। হিমাচল মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন এবং পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই অদীনসত্ত্ব বাগ্মিবর হিমালয় জগদেকমঙ্গল মহাদেবকে বলিলেন,—হে শঙ্কর! হে মহাদেব! আপনার প্রসাদে আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি। হে প্রভো! আপনার দর্শনার্থ এই কন্যা সহ প্রত্যহই আমি আগমন করিব। হে দেবেশ! আপনি এ সম্বন্ধে আমায় অনুজ্ঞা প্রদান করুন। দেবদেব মহেশ্বর হিমালয়ের বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—হে অচল! তুমি আমার দর্শনার্থ নিত্য আগমন করিবে; কিন্তু আসিবার কালে কুমারীকে গৃহে রাখিয়া আসিবে; নতুবা আমার দর্শনলাভ ঘটিবে না।১—১৩। অচলরাজ নতমস্তকে মহাদেবকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—কেন আমি ইহার সহিত আগমন করিব না? ব্রতনিষ্ঠ শম্ভু হাস্যপূর্ব্বক

সুশ্রোণী তন্বী চারুপ্রভাষিণী। নানেতব্যা মৎসমীপে বারয়ামি পুনঃপুনঃ॥ ১৫॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শম্ভোর্নিরাময়ং নিঃস্পৃহনিষ্ঠুরং বা। তপস্বিনোক্তং বচনং নিশম্য উবাচ গৌরী চ বিহস্য শম্ভুম্॥ ১৬॥ গৌর্য্যুবাচ। তপঃশক্ত্যান্বিতঃ শম্ভো করোষি বিপুলং তপঃ। তব বুদ্ধিরিয়ং জাতা তপস্তপ্তুং মহাত্মনঃ॥ ১৭॥ কস্ত্বং কা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা ভগবংস্তদ্বিমৃশ্যতাম্। পার্ব্বত্যাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা মহেশো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮॥ তপসা পরমেণৈব প্রকৃতিং নাশয়াম্যহম্। প্রকৃত্যা রহিতঃ সুভ্রু অহং তিষ্ঠামি তত্ত্বতঃ। তস্মাচ্চ প্রকৃতেঃ সিদ্ধৈর্ন কার্য্যঃ সংগ্রহঃ ক্বচিৎ॥ ১৯॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যদুক্তং পরয়া বাচা বচনং শঙ্কর ত্বয়া। সা কিং প্রকৃতির্নৈব স্যাদতীতস্তাং ভবান্ কথম্॥ ২০॥ যচ্ছৃণোষি যদশ্নাসি যচ্চ পশ্যসি শঙ্কর। বাগ্বাদেন চ কিং কার্য্যমস্মাকং চাধুনা প্রভো॥ ২১॥ তৎসর্ব্বং প্রকৃতেঃ কার্য্যং মিথ্যাবাদো নিরর্থকঃ। প্রকৃতেঃ পরতো ভূত্বা কিমর্থং তপ্যতে তপঃ॥ ২২॥ ত্বয়া শম্ভোঽধুনা হ্যস্মিন্ গিরৌ হিমবতি প্রভো। প্রকৃত্যা মিলিতোঽসি ত্বং ন জানাসি হি শঙ্কর॥ ২৩॥ বাগ্বাদেন চ কিং কার্য্যমস্মাকং চাধুনা প্রভো। প্রকৃতেঃ পরস্ত্বঞ্চ যদি সত্যং বচস্তব। তর্হি ত্বয়া ন ভেতব্যং মম শঙ্কর সম্প্রতি॥ ২৪॥ প্রহস্য ভগবান্ দেবো গিরিজাং প্রত্যুবাচ হ॥ ২৫॥ মহাদেব উবাচ। প্রত্যহং কুরু মে সেবাং গিরিজে সাধুভাষিণি॥ ২৬॥ ইত্যেবমুক্ত্বা গিরিজাং মহেশো হিমালয়ং বাক্যমথো বভাষে। অত্রৈব সোঽহং তপসা পরেণ চরামি ভূম্যাং পরমার্থভাবঃ॥ ২৭॥ তপস্তপ্তুমনুজ্ঞা মে দাতব্যা পর্ব্বতাধিপ। অনুজ্ঞয়া বিনা কিঞ্চিত্তপঃ কর্ত্তুং ন পার্য্যতে॥ ২৮॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দেবদেবস্য শূলিনঃ। প্রহস্য হিমবাংস্তমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৯॥ ত্বদীয়ং হি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্। কিমহং তু মহাদেব তুচ্ছো ভূত্বা দদামি তে॥ ৩০॥ এবমুক্তো হিমবতা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। প্রহস্য গিরিরাজং তং যাহীতি প্রাহ সাদরম্॥ ৩১॥ শঙ্করেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ স্বগৃহং হিমবান যযৌ। সার্দ্ধং গিরিজয়া সোঽপি প্রত্যহং

অচলকে বলিলেন,—এই সুশ্রোণী চারুভাষিণী তন্বী কুমারীকে আমার সমীপে আনয়ন করিবে না। আমি বারংবার নিষেধ করিতেছি। সেই তপস্বী শম্ভুর এবম্বিধ নিস্পৃহ-নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া গৌরী হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে শম্ভো! তুমি তপঃপ্রভাবে অন্বিত হইয়া বিপুল তপস্যা করিতেছ, মহাত্মা তুমি, তোমার বুদ্ধি তপঃ-সাধনায় নিবিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু হে ভগবন্! তুমি কে এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতিই বা কে? ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ। পার্ব্বতীর সেই বাক্য শুনিয়া মহেশ কহিলেন,—হে সুভ্রু! আমি পরম তপস্যাবলে প্রকৃতিকে নাশ করিব, পরে প্রকৃতিরহিত হইয়া তত্ত্বতঃ অবস্থান করিব। অতএব প্রকৃতি নিমিত্ত সাধকগণ ক্বচিৎ কখন চেষ্টা করিবেন না। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে শঙ্কর! তুমি যে পরম বাণীর প্রসাদে এই বাক্য বলিলে, তাহা কি প্রকৃতি নহে? সেই প্রকৃতিরে অতিক্রম করিয়া তুমি কিরূপে অবস্থান করিবে? তুমি যাহা শুনিতেছ, যাহা ভক্ষণ করিতেছ, বা যাহা দেখিতেছ, হে শঙ্কর! তৎসমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। হে প্রভো! আমাদের বাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন কি? মিথ্যা বাক্য সর্ব্বথা নিরর্থক। প্রকৃতির পরপারবর্ত্তী হইয়া—কি জন্যই বা হে শম্ভো! তুমি অধুনা এই হিমবান্ পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছ? হে শঙ্কর! তুমি প্রকৃতির সহিত যে যথার্থই মিলিত আছ, ইহা জানিতে পারিতেছ না। হে প্রভো! আমাদের অধুনা বাক্যবাদে প্রয়োজন কি? তুমি প্রকৃতির পরপারবর্ত্তী, একথা যদি সত্যই হয়, তবে হে শঙ্কর! সম্প্রতি তোমার ভয়ের কারণ কিছুই নাই। তখন ভগবান্ মহাদেব হাস্যপূর্ব্বক গিরিজাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—অয়ি সাধুভাষিণি! গিরিজে! তুমি প্রত্যহই আমার সেবা করিতে থাক।১৪—২৬। মহেশ গিরিজাকে এই কথা কহিয়া পরে হিমালয়কে কহিলেন,—আমি পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া এইখানেই প্রত্যহ পরম তপস্যা আচরণ করিব। হে পর্ব্বতাধিপ! আমাকে তপস্যা করিতে আদেশ করুন। আপনার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমি কিছুমাত্র তপস্যা করিতে সক্ষম নহি। দেবদেব শূলপাণির এই কথা শ্রবণ করিয়া হিমালয় হাস্যপূর্ব্বক শম্ভুকে বলিলেন,—এই সুরাসুর-নর-পরিবৃত সমস্ত জগৎ আপনারই। হে মহাদেব! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি আপনাকে কি দান করিব? হিমালয় লোকশঙ্কর শঙ্করকে এই কথা কহিলে শঙ্কর গিরিরাজকে শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন,—আপনি গমন করুন। হিমাবান্ শঙ্করের অনুজ্ঞাক্রমে স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পরে গিরিজার সহিত প্রত্যহই

দর্শনে স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ এবং কতিপয়ঃ কালো গত-শ্চোপাসনাৎ তয়োঃ ॥ ৩৩ ॥ সুতাপিত্রোশ্চ তত্রৈব শঙ্করো দুরতিক্রমঃ। পার্ব্বতীং প্রতি তত্রৈব চিন্তামাপেদিরে সুরাঃ ॥ ৩৪ ॥ তে চিন্তমানাশ্চ সুরাস্তদানীং কথং মহেশো গিরিজাং সমেস্যতি। কিং কার্য্যমদ্যৈব বয়ঞ্চ কুর্ম্মো বৃহস্পতে তৎ কথয়স্ব মা চিরম্ ॥ ৩৫ ॥ বৃহস্পতিরুবাচেদং মহেন্দ্রং প্রতি সদ্বচঃ। এবমেতত্ত্বয়া কার্য্যং মহেন্দ্র শ্রূয়তাং তদা ॥ ৩৬ ॥ এতৎ কার্য্যং মদনেনৈব রাজন্ নান্যঃ সমর্থো ভবিতা ত্রিলোকে। বিপ্লাবিতং তাপসানাং তপো হি তস্মাৎ ত্বযাৎ প্রার্থনীয়ো হি মারঃ ॥ ৩৭ ॥ গুরোর্ব্বচনমাকর্ণ্য আহ্বয়ন মদনং হরিঃ। আহ্বানাদাজগামাথ মদনঃ কার্য্যসাধকঃ ॥৩৮॥ রত্যা সমেতঃ সহ মাধবেন স পুষ্পধন্বা পুরতঃ সভায়াম্। মহেন্দ্রমাগম্য উবাচ বাক্যং সগর্ব্বিতং লোকমনোহরঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ অহমাকারিতঃ কস্মাদ্ব্রূহি মেহদ্য শচীপতে। কিং কার্য্যং করবাণ্যদ্য কথ্যতাং মা বিলম্বিতম্ ॥ ৪০ ॥ মম স্মরণমাত্রেণ বিভ্রষ্টা হি তপস্বিনঃ। ত্বমেব জানাসি হরে মম বীর্য্যপরাক্রমৌ ॥ ৪১ ॥ মম বীর্য্যঞ্চ জানাতি শক্তেঃ পুত্রঃ পরাশরঃ। এবং চান্যে চ বহবো ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়ো হ্যমী ॥ ৪২ ॥ গুরুরপ্যভিজানাতি ভার্য্যোতথ্যস্য চৈব হি। তস্মাৎ জাতো ভরদ্বাজং গুরুণা সঙ্করো হি সঃ ॥ ৪৩ ॥ ভরদ্বাজো মহাভাগ ইত্যুবাচ গুরুস্তদা। জানাতি মম বীর্য্যঞ্চ শৌর্য্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রোধো হি মম বন্ধুশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ। উভাভ্যাং দ্রাবিতং বিশ্বং জঙ্গমাজঙ্গমং মহৎ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং প্লাবিতং সচরাচরম্ ॥ ৪৫ ॥ দেবা উচুঃ। মদন ত্বং সমর্থো-হসি অস্মান্ জেতুং সদৈব হি। মহেশং প্রতি গচ্ছাশু সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। পার্ব্বত্যা সহিতং শম্ভুং কুরুষ্বাদ্য মহামতে ॥ ৪৬ ॥ এবমভ্যর্থিতো দেবৈর্মদনো বিশ্বমোহনঃ। জগাম ত্বরিতো ভূত্বা অপ্সরোভিঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥ ততো জগামাশু মহাধনুর্দ্ধরো বিস্ফার্য্য চাপং কুসুমান্বিতং মহৎ। তথৈব বাণাংশ্চ

তিনি শিবদর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিবোপসনায় সেই পিতা-পুত্রীর কিয়ৎকাল অতীত হইল, কিন্তু শঙ্কর দুরতিক্রম্য;. তিনি পার্ব্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন না। তখন সুরগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—কিরূপে মহেশ গিরিজার সহিত মিলিত হইবেন? আমরা অদ্য কি কার্য্য করিব? হে বৃহস্পতে! আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন। বৃহস্পতি তখন মহেন্দ্রের প্রতি বলিলেন,—হে মহেন্দ্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ কার্য্য করিতে থাক। হে দেবরাজ! এই কার্য্য মদনেরই সাধ্য; মদন ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কেহই ইহা করিতে সক্ষম নহে। মদন আপনা-দিগেরও তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। অতএব এ কার্য্যে তাহাকেই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। গুরুর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র মদনকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রের আহ্বানে কর্ম্মক্ষম মদন সমাগত হইলেন। পুষ্পধন্বা রতি ও বসন্ত সহ মহেন্দ্রের সভায় আসিয়া গর্ব্বিত অথচ মনোহর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। মদন কহিলেন,—হে শচীপতে! আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, বলুন! আমি নায় কোন্ কার্য্য করিব? অবিলম্বে আদেশ করুন। আমার স্মরণমাত্রেই তপস্বিগণ তপোভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। হে ইন্দ্র! আমার বীর্য্য এবং পরাক্রম কত, তাহা আপনি নিজেই বিদিত আছেন। শক্তির পুত্র পরাশরও আমার বীর্য্যতত্ত্ব বিলক্ষণ জানেন। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণও আমায় বিলক্ষণ বিদিত আছেন। বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধূ উতথ্যপত্নীও আমায় বিলক্ষণ জানেন। বৃহস্পতি হইতে তদীয় ভ্রাতৃবধূর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। এইরূপ উৎপত্তির ফলে ভরদ্বাজ সঙ্করবর্ণ হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ জন্মিলে বৃহস্পতি তদীয় ভ্রাতৃবধূকে বলিয়াছিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি এই দ্বাজ অর্থাৎ দ্বিপিতৃক সন্তানকে ভরণ কর। যাহা হউক, স্বয়ং প্রজাপতিও আমার শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় অবগত আছেন। মহাবলপরাক্রম ক্রোধ আমার বন্ধু। আমি এবং আমার বন্ধু, আমরা এই উভয়েই এই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিখিল চরাচর বিশ্ব উপদ্রুত-উপপ্লুত করিয়া থাকি। ২৭—৪৫। দেবগণ কহিলেন,—হে মদন! স্বীকার করি, তুমি আমাদিগকেও জয় করিতে সর্ব্বদাই সমর্থ। এক্ষণে সুর-কার্য্য সিদ্ধির জন্য একবার মহেশের সমীপে গমন কর। হে মহামতে! সেখানে গিয়া পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুকে সম্মিলিত করাইয়া দাও। বিশ্ববিমোহন মদন এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অপ্সরাগণ সমভিব্যাহারে হরের অভিমুখে গমন করিলেন।

মনোরমাংশ্চ প্রগৃহ্য বীরো ভুবনৈকজেতা। তস্মিন হিমাদ্রৌ পরিদৃশ্যমানোঽবনৌ স্মরো যোধবতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪৮ ॥ তত্রাগতা তদা রম্ভা উর্ব্বশী পুঞ্জিকস্থলী ॥ সুম্লোচা মিশ্রকেশী চ সুভগা চ তিলোত্তমা ॥ ৪৯ ॥ অন্যাশ্চ বিবিধা জাতাঃ সাহায্যে মদনস্য চ। অপ্সরসো গণৈর্দ্দৃষ্টা মদনেন সহৈব তাঃ ॥ ৫০ ॥ সর্ব্বে গণাশ্চ সহসা মদনেন বিমোহিতাঃ। ভৃঙ্গিণা চ তদা রম্ভা চণ্ডেন সহ চোর্ব্বশী ॥ ৫১ ॥ মেনকা বীরভদ্রেণ চণ্ডেন পুঞ্জিকস্থলী। তিলোত্তমাদয়স্তত্র সংবৃতাশ্চ গণৈস্তদা ॥ ৫২ ॥ উন্মত্তভূতৈর্বহুভিস্ত্রপাং ত্যক্ত্বা মনীষিভিঃ। অকালে কোকিলাভিশ্চ ব্যাপ্তমাসীন্মহীতলম্ ॥ ৫৩ ॥ অশোকাশ্চম্পকশ্চূতা যূথ্যশ্চৈব কদম্বকাঃ। নীপাঃ প্রিয়ালাঃ পনসা রাজবৃক্ষাশ্চরায়ণাঃ ॥ ৫৪ ॥ দ্রাক্ষাবল্ল্যঃ প্রদৃশ্যন্তে বহুলা নাগকেশরাঃ। তথা কদল্যঃ কেতক্যো ভ্রমরৈরুপশোভিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ মত্তা মদনসঙ্গেন হংসীভিঃ কলহংসকাঃ। করেণুভির্গজা হ্যাসন্ শিখণ্ডীভিঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৫৬ ॥ নিষ্কামা হ্যাতুরা হ্যাসন্ শিবসম্পর্কজৈর্গুণৈঃ। অকস্মাচ্চ তথাভূতং কথং জাতং বিমৃশ্য চ ॥ ৫৭ ॥ শৈলাদো হি মহাতেজা নন্দী হ্যমিতবিক্রমঃ। রক্ষসাং বিবুধানাং বা কৃত্যমস্তীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র মদনো হি ধনুর্দ্ধরঃ। পঞ্চ বাণান সমারোপ্য স্বকীয়ে ধনুষি দ্বিজাঃ। তরোশ্ছায়াং সমাশ্রিত্য দেবদারুগতাং তদা ॥ ৫৯ ॥ নিরীক্ষ্য শম্ভুং পরমাসনে স্থিতং তপো জুষাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্। গঙ্গাধরং নীলতমালকণ্ঠং কপর্দ্দিনং চন্দ্রকলাসমেতম্ ॥ ৬০ ॥ ভুজঙ্গভোগাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং পঞ্চাননং সিংহবিশালবিক্রমম্। কর্পূরগৌরং পরমান্বিতঞ্চ স বেদ্ধুকামো মদনস্তপাসনম ॥ ৬১ ॥ দুরাসদং দীপ্তিমতাং বরিষ্ঠং মহেশ্বরং সহ মাধবেন। যাবচ্ছিবং বেদ্ধুকামঃ শরৈঃ। তাবদ্‌যাতা গিরিজা বিশ্বমাতা সখীজনৈঃ সংবৃতা পূজনার্থং সদাশিবং মঙ্গলং মঙ্গলানাম্ ॥ ৬২ ॥ কনককুসুমমালাং সন্দধে নীলকণ্ঠে সিতকিরণমনোজ্ঞা দুর্লভা সা তদানীম্।

সেই ভুবনবিজয়ী বীরবর মহারথ মন্মথ স্বীয় কুসুমময় মনোরম বাণরাজি গ্রহণপূর্ব্বক পুষ্পচাপ বিস্ফারিত করিয়া হিমালয়ে হরাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোদ্ধৃবর মদনের সহিত তদীয় সাহায্য করিবার জন্য রম্ভা, উর্ব্বশী, পুঞ্জিকস্থলী, সুম্লোচা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, এবং অন্যান্য আরও অনেক সুর-সুন্দরী সেখানে সমাগত হইল। তত্রত্য প্রমথগণ মদন সহ সেই সকল অপ্সরাকে দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা মদনাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তখন ভৃঙ্গীর সহিত রম্ভা, চণ্ডের সহিত উর্ব্বশী, বীরভদ্রের সহিত মেনকা, এবং চণ্ডাখ্য অপর এক প্রমথ সহ পুঞ্জিকস্থলী মিলিত হইল। তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণও অন্যান্য উন্মত্তপ্রায় নির্লজ্জ গণনায়কদিগের সহিত মিলিত হইল। অকালে কোকিলকুলে মহীতল ব্যাপ্ত হইয়া গেল। হঠাৎ অশোক, চম্পক, চূত, যূথী, কদম্ব, নীপ, পিয়াল, পনস, রাজবৃক্ষ, দ্রাক্ষাবল্লী, নাগকেশর এবং কদলী, কেতকী প্রভৃতি তরুরাজি ভ্রমর-পরিশোভিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইল। হংসীগণ সহ কলহংসকুল, করেণুগণ সহ গজরাজ সকল এবং শিখণ্ডিনীগণ সহ শিখণ্ডিকুল, সহসা মদনাবেশে মত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই আশ্রমে যাহারা সর্ব্বথা কামনাহীন ছিলেন, তাঁহারাও তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন শিলাদনন্দন মহাতেজা নন্দী 'হঠাৎ এরূপ কেন হইল?' এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—হয় দেব, না হয় রাক্ষসগণই বা এইরূপ কার্য্য করিতেছে। নন্দী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে ধনুর্দ্ধর মদন স্বীয় ধনুকে পঞ্চবাণ আরোপণ করিল। হে দ্বিজগণ! দেবদারুতরুর ছায়া আশ্রয় করিয়া দেখিল, পরমেষ্ঠিগণের পতি দেবদেব শম্ভু তপস্বীর বেশে পরমাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; তিনি গঙ্গাধর; কণ্ঠ তাঁহার তমালবৎ নীলবর্ণ, তিনি কপর্দ্দী; ললাটে তাঁহার চন্দ্রকলা; তদীয় সর্ব্বাঙ্গ ভুজঙ্গভোগে অঙ্কিত; তিনি পঞ্চানন ও সিংহের ন্যায় বিশাল-বিক্রম; তাঁহার আকৃতি কর্পূরের ন্যায় গৌরপ্রভ। মদন মাধবের সহিত একযোগ সেই মহাদীপ্তিশালী তপোমগ্ন দুরাসদ মহাদেবকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। মদন স্বীয় শরাঘাতে শিবকে যখন বিদ্ধ করিতে অভিলাষী হয়, তখন বিশ্বজননী গিরিনন্দিনী সখীজন সঙ্গে সকল মঙ্গলের মঙ্গলভূত সদাশিবকে পূজা করিতে আসিলেন।৪৬—৬২। তিনি নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কনক-কুসুমমালা অর্পণ করিলেন। অনন্তর

স্মিতবিকসিতনেত্রা চারুবক্ত্রং শিবস্য সকলজনজনিত্রী বীক্ষমাণা বভূব ॥ ৬৩ ॥ তাবদ্বিদ্ধঃ শরেণৈব মোহনাখ্যেন চ স্বরাৎ। বিধ্যমানস্তদা শম্ভুঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে। দদর্শ গিরিজাং দেবো-হব্ধির্যথা শশিনঃ কলাম্ ॥ ৬৪ ॥ চারুপ্রসন্নবদনাং বিম্বোষ্ঠীং সস্মিতেক্ষণাম্। সুস্নিজামদ্রিজাং তন্বীং বিশালবদনোৎসবাম্ ॥ ৬৫ ॥ গৌরীং প্রসন্নমুদ্রাঙ্ক বিশ্বমোহনমোহনাম্। যয়া ত্রিলোকরচনা কৃতা ব্রহ্মাদিভিঃ সহ ॥ ৬৬ ॥ উৎপত্তিপালনবিনাশকরী চ যা বৈ কৃত্বাগ্রতঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। সা চেতনেন দদৃশে পুরতো হরেণ সম্মোহনী সকলমঙ্গলমঙ্গলৈকা ॥ ৬৭ ॥ তাং নিরীক্ষ্য ভবো দেবো গিরিজাং লোকপাবনীম্। মুমোহ দর্শনাত্তস্যা মদনেনাতুরীকৃতঃ। বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো বভূব সহসা শিবঃ ॥৬৮॥ এবং বিলোকমানোহসৌ দেবদেবো জগৎপতিঃ। মনসা দূয়মানেন ইদমাহ সদাশিবঃ ॥ ৬৯ ॥ অনয়া মোহিতঃ কস্মাত্তপঃস্বোহহং নিরাময়ঃ। কুতঃ কস্মাচ্চ কেনেদং কৃতমস্তি মমাপ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥ ততো ব্যালোকয়চ্চতুর্দিক্ষু সর্ব্বাসু সাদরম্। তাবদ্দৃষ্টো দক্ষিণস্যাং দিশি হ্যাত্তশরাসনঃ ॥ ৭১ ॥ চক্রীকৃতধনুঃ সজ্জঃ চক্রে বেদ্ধুং সদাশিবম্। যাবৎ পুনঃ সন্ধয়তি মদনো মদনান্তকম্। তাবদ্দৃষ্টো মহেশেন সরোষেণ তদা দ্বিজাঃ ॥ ৭২ ॥ নিরীক্ষিতস্তৃতীয়েন চক্ষুষা পরমেণ হি। মদনস্তৎক্ষণাদেব জ্বালামালাবৃতোহভবৎ। হাহাকারো মহানাসীদ্দেবানাং তত্র পশ্যতাম্ ॥ ৭৩ ॥ দেবা উচুঃ। দেবদেব মহাদেব দেবানাং বরদো ভব। গিরিজায়াঃ সহায়ার্থং প্রেষিতো মদনোহধুনা ॥ ৭৪ ॥ বৃথা ত্বয়াথ দগ্ধোহসৌ মদনো হি মহাপ্রভঃ। ৭৫ ॥ ত্বয়া হি কার্য্যং জগদেকবন্ধো কার্য্যং সুরাণাং পরমেণ বর্চ্চসা। অস্যাং সমুৎপৎস্যতি দেব শম্ভো তেনৈব সর্ব্বং ভবতীহ কার্য্যম্ ॥ ৭৬ ॥ তারকেণ মহাদেব দেবাঃ সম্পীড়িতা ভৃশম্। তদর্থং জীবিতং চাস্য দত্বা চ গিরিজাং প্রভো ॥ ৭৭ ॥ বরয়স্ব মহাভাগ দেবকার্য্যে ভব ক্ষমঃ। গজাসুরাত্ত্বয়া ত্রাতা বয়ং

সেই সকল লোক-জননী সতী স্মিত-বিকসিত নেত্রে শিবের চারু বক্ত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মদন এই সময়েই স্বীয় মোহনাখ্য শর দ্বারা সত্বর শিবকে বিদ্ধ করিল। স্মর-শরে বিদ্ধ হইয়া শিব ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অব্ধি যেমন শশিকলা সন্দর্শন করে, তেমনি সম্মুখে গিরিজাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—তাঁহার বদন প্রসন্ন, ওষ্ঠ বিম্বতুলা, নয়ন স্মিত-সমুজ্জ্বল, দশনরাজি সুন্দর, এবং বদনসৌন্দর্য্য অনুপম। তিনি গৌরী,—বিশ্বমোহনেরও মোহিনী। যিনি ব্রহ্মাদির সহিত ত্রিলোক রচনা করিয়াছেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপুরঃসর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ যাঁহার কার্য্য, সেই সকলমঙ্গলের মঙ্গলভূতা ভগবতীকে হর অবলোকন করিলেন। ভবদেব সেই লোকপাবনী গিরিজাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন; তাঁহার দর্শনে তিনি একেবারেই মদনাতুর হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়বশে শিবের নয়ন সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জগৎপতি সদাশিব দেবদেব তাঁহাকে দেখিয়া দূয়মান-হৃদয়ে এই কথা কহিলেন,—আমি তপস্বী ও নিরাময়; এই রমণী দ্বারা আমি মোহিত হইলাম কিরূপে? কে কোথা হইতে কেন আমার এই অপ্রিয়াচরণ করিল? এই বলিয়া শম্ভু সাদরে সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন—দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মদন তাহার শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহা চক্রীকৃত করত সদাশিবকে বিদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। হে দ্বিজগণ! মদন যখন মদনারিকে শরাহত করিবার জন্য বাণ সন্ধান করিতেছিল, মহেশ রোষভরে তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার তৃতীয় নয়ন দ্বারা তিনি মদনকে যেমন দেখিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ মদন জ্বালামালায় পরিবৃত হইল। তখন দর্শক-দেবগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! তুমি দেবগণের প্রতি বরপ্রদ হও। গিরিনন্দিনীর সহায়তার নিমিত্তই মদনকে অধুনা প্রেরণ করা হইয়াছিল। আপনি অনর্থক সেই মহাপ্রভ মদনকে কেন দগ্ধ করিলেন? হে জগতের একমাত্র বন্ধু! তোমার পরম তেজোদ্বারা তুমিই তো সুরগণের কার্য্য উদ্ধার করিবে। হে দেব শম্ভো! এই গিরিজার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারই সাহায্যে সুরগণের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। হে মহাদেব! তারকাসুর দেবগণকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতেছে। হে প্রভো! আপনি সেই জন্য মদনকে জীবনদান করুন এবং গিরিজাকে বরণ করিয়া লউন। হে মহাভাগ! এইরূপ করিয়া আপনি দেবকার্য্য সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে আপনি

সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৭৮ ॥ কালকূটাচ্চ নূনং হি রক্ষিতাঃ
স্মো ন চান্যথা। ভস্মাসুরাচ্চ সর্ব্বেশ ত্বয়া ত্রাতা ন
সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ মদনোহয়ং সমায়াতঃ সুরাণাং কার্য্য-
সিদ্ধয়ে। তস্মাৎ ত্বয়া রক্ষণীয় উপকারঃ পরো হি নঃ ॥
বিনা তেন জগৎ সর্ব্বং নাশমেষ্যতি শঙ্কর। নিষ্কামস্ত্বং
কথং শম্ভো স্ববুদ্ধ্যা চ বিমৃশ্যতাম্‌ ॥ ৮১ ॥ তদোবাচ
রুষাবিষ্টো দেবান্‌ প্রতি মহেশ্বরঃ। বিনা কামেন
ভো দেবা ভবিতব্যং ন চান্যথা ॥ ৮২ ॥ যদা কামং
পুরস্কৃত্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। পদভ্রষ্টাশ্চ দুঃখেন
ব্যাপ্তা দৈন্যং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮৩ ॥ কামো হি নরকায়ৈব
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধ্রুবম্‌। দুঃখরূপী হ্যনঙ্গোহয়ং
জানীধ্বং মম ভাষিতম্‌ ॥ ৮৪ ॥ তারকোঽপি
দুরাচারো নিষ্কামোহদ্য ভবিষ্যতি। বিনা কামেন চ
কথং পাপমাচরতে নরঃ ॥ ৮৫ ॥ তস্মাৎ কামো ময়া
দগ্ধঃ সর্ব্বেষাং শান্তিহেতবে। যুষ্মাভিশ্চ সুরৈঃ
সর্ব্বৈরসুরৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৮৬ ॥ অন্যৈঃ প্রাণিভি-
রেবাত্র তপসে ধীয়তাং মনঃ। কামক্রোধবিহীনং
চ জগৎ সর্ব্বং ময়া কৃতম্‌ ॥ ৮৭ ॥ তস্মাদেনং পাপিনং
দুঃখমূলং ন জীবয়িষ্যামি সুরাঃ প্রতীক্ষ্যতাম্‌।
নিরন্তরং চাত্মসুখপ্রবোধমানন্দলক্ষণমগাধমনন্তরূপম্‌ ॥
৮৮ ॥ এবমুক্তাস্তদা তেন শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা।
উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে শঙ্করং লোকশঙ্করম্‌ ॥ ৮৯ ॥ যদুক্তং
ভবতা শম্ভো পরং শ্রেয়স্করং হি নঃ। কিন্তু
বক্ষ্যাম দেবেশ শ্রূয়তাং চাবধার্য্যতাম্‌ ॥ ৯০ ॥ যথা
সৃষ্টমিদং বিশ্বং কামক্রোধসমন্বিতম্‌। তৎসর্ব্বং কাম-
রূপং হি স কামো ন তু হন্যতে ॥ ৯১ ॥ ধর্ম্মার্থ-
কামমোক্ষাশ্চ চত্বারো হ্যেকরূপতাম্‌। নীতা যেন
মহাদেব স কামোহয়ং ন হন্যতে ॥ ৯২ ॥ কথং ত্বয়া
হি সন্দগ্ধঃ কামো হি দুরতিক্রমঃ। যেন সঙ্ঘটিতং
বিশ্বমাব্রহ্মস্থাবরাত্মকম্‌ ॥ ৯৩ ॥ কামেন হীয়তে বিশ্বং
বিশ্বং কামেন পাল্যতে। কামেনোৎপদ্যতে বিশ্বং
তস্মাৎ কামো মহাবলঃ ॥ ৯৪ ॥ যস্মাৎ ক্রোধোদ্ভব-
স্ত্বগ্রো যেন ত্বং চ বশীকৃতঃ। তস্মাৎ কামং মহাদেব
সম্বোধয়িতুমর্হসি ॥ ৯৫ ॥ ত্বয়া সম্পাদিতো দেব
মদনো হি মহাবলঃ। সমর্থো হি সমর্থত্বাত্তৎ সামর্থ্যং

গজাসুর ও কালকূট হইতে সমস্ত দেবসমাজকে
রক্ষা করিয়াছেন। হে সর্ব্বেশ! ভস্মাসুর হইতেও
আপনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।
এই মদন আমাদের অর্থাৎ সুরগণেরই কার্য্য-
সাধনার্থ আসিয়াছিল; অতএব আপনি ইহাকে
রক্ষা করুন, এইরূপ করিলে আমাদের যথেষ্ট
উপকার করা হয়। হে শঙ্কর! মদন ব্যতীত
সকল জগৎই নাশ প্রাপ্ত হইবে। আর আপনি
নিষ্কাম হইয়াই বা কেমন করিয়া থাকিবেন, তাহা
নিজের বুদ্ধিযোগেই বিচার করিয়া দেখুন? মহেশ্বর
তখন রোষাবিষ্ট হইয়া দেবগণকে কহিলেন,
—দেবগণ! কাম ব্যতীত তোমাদের অবস্থিতি
অসম্ভব হইবে না, দেখ, ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন
কামের অনুসরণ করেন, তখনই স্বপদ-ভ্রষ্ট, দুঃখযুক্ত
ও দৈন্যগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কাম সকল প্রাণীরই
নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই অনঙ্গই দুঃখময়,
ইহাই আমার সত্য বাক্য জানিবে। দুরাচার
তারকও অদ্য নিষ্কাম হইবে। কাম যদি না
থাকিল, তবে আর নরগণ কিরূপে পাপাচরণ
করিবে? এইজন্যই আমি সকলের শান্তির নিমিত্ত
কামকে দগ্ধ করিয়াছি। তোমরা দেব, ঋষি, সুর,
নর, সকল প্রাণীই এখন তপস্যায় মনঃসমাধান
কর। আমি এই সমস্ত জগৎই কাম-ক্রোধহীন
করিয়া দিলাম। হে সুরগণ! আমি এই দুঃখ-
নিদান পাপী কামকে কখনই উজ্জীবিত করিব না।
তোমরা কেবল নিরন্তর আত্মসুখ-প্রবোধ অগাধ অনন্ত
আনন্দময়েরই প্রতীক্ষায় ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান
কর। ৭৮—৮৮। পরমেষ্ঠী শম্ভু এই কথা কহিলে, তখন
মহর্ষিগণ সেই লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন,—হে
শম্ভো! আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা আমাদের
পরম মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু হে দেবেশ! এ
সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি, আপনি শুনুন এবং
অবধারণ করুন। এই বিশ্বকে কাম-ক্রোধাদিময়
করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই বিশ্ব সমস্তই
কামরূপ, সুতরাং কামকে হরণ করা বিধেয় নহে।
হে মহাদেব! যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই
চতুর্ব্বর্গকে একরূপতায় উপনীত করিয়াছেন, সেই
কামকে হনন করা উচিত নহে। আপনি কেমন
করিয়া কামকে দগ্ধ করিলেন? কাম দুরতিক্রম;
এই আব্রহ্ম চরাচর বিশ্ব কাম হইতেই উদ্ভূত। কা
হইতেই বিশ্বের বিনাশ হয় এবং কামই
বিশ্বকে পালন করে। আবার কাম দ্বারাই
বিশ্ব উৎপন্ন হয়। অতএব কাম মহাবল!
যাহা হইতে উগ্র ক্রোধ উৎপন্ন হয়, যাহার প্রভাবে
আপনিও বশীভূত হইয়াছেন, হে মহাদেব! সেই
কামকে আপনি উদ্বোধিত করুন। হে দেব! মহাবল
মদন ভবৎকর্ত্তৃক সমুৎপাদিত হইয়া কার্য্যক্ষম হইবে।

করিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥ ঋষিভিশ্চৈবমুক্তোঽপি দ্বিগুণং রূপমাস্থিতঃ। চক্ষুষা হি তৃতীয়েন দগ্ধুকামো হরস্তদা ॥ ৯৭ ॥ মুনিভিশ্চারণৈঃ সিদ্ধৈর্গণৈশ্চাপি সদাশিবঃ। স্তুতশ্চ বন্দিতো রুদ্রঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ ॥ ৯৮ ॥ মদনং চ তথা দগ্ধা ত্যক্ত্বা তং পর্ব্বতং রুষা। হিমবন্তাভিধং সদ্যস্তিরোধানগতোঽভবৎ ॥ ৯৯ ॥ তিরোধানগতং দেবী বীক্ষ্য দগ্ধং চ মন্মথম্। সকোকিলং সচূতঞ্চ সভৃঙ্গং সহচম্পকম্ ॥ ১০০ ॥ তথৈব দগ্ধং মদনং বিলোক্য রত্যা বিলাপং চ তদা মনস্বিনী। সবাষ্পদীর্ঘং বিমনা বিমৃশ্য কথং স রুদ্রো বশগো ভবেন্মম ॥ ১০১ ॥ এবং বিমৃশ্য সুচিরং গিরিজা তদানীং সম্মোহমাপ চ সতী হি তথা বভাষে। সম্মুহ্যমানা রুদতীং নিরীক্ষ্য রতির্মহা-রূপবতীং মনস্বিনীম্ ॥ ১০২ ॥ মা বিষাদং কুরু সখি মদনং জীবয়াম্যহম্। ত্বদর্থং ভো বিশালাক্ষি তপসা-রাধয়াম্যহম্ ॥ ১০৩ ॥ হরং রুদ্রং বিরূপাক্ষং দেব-দেবং জগদ্গুরুম্। মা চিন্তাং কুরু সুশ্রোণি মদনং জীবয়াম্যহম্ ॥ ১০৪ ॥ এবমাশ্বাস্য তাং সাধ্বী গিরিজাং রতিরঞ্জসা। তপস্তেপে চ সুমহৎ পতিং প্রাপ্তুং সুমধ্যমা ॥ ১০৫ ॥ মদনো যত্র দগ্ধশ্চ রুদ্রেণ পরমাত্মনা। তপ্যমানাং তপস্তত্র নারদো দদৃশে তদা ॥ ১০৬ ॥ উবাচ গত্বা সহসা ভামিনীং রতি-মন্তিকে। কস্যাসি ত্বং বিশালাক্ষি কেন বা তপ্যতে তপঃ ॥ ১০৭ ॥ তরুণী রূপসম্পন্না সৌভাগ্যেন পরেণ হি। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রোষেণ মহতা তদা। উবাচ বাক্যং মধুরং কিঞ্চিন্নিষ্ঠুরমেব চ ॥ ১০৮ ॥ রতিরুবাচ। নারদোঽসি ময়া জ্ঞাতঃ কুমারস্ত্বং ন সংশয়ঃ। স্বস্বরূপাদর্শনং চ কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত ॥ ১০৯ ॥ যথাগতেন মার্গেণ গচ্ছ ত্বং মা বিলম্বিতম্। বটো ন কিঞ্চিজ্জানাসি কেবলং কলি-কৃন্মহান্ ॥ ১১০ ॥ পরস্ত্রীকামুকাঃ ক্ষুদ্রা বিটা ব্যসনি-নশ্চ যে। তথা হ্যকর্ম্মিণঃ স্তব্ধাস্তেষাং মধ্যে ত্বম-গ্রণীঃ ॥ ১১১ ॥ এবং নির্ভর্ৎসিতো রত্যা নারদো মুনিসত্তমঃ। স্বয়ং জগাম ত্বরিতঃ শম্বরং দৈত্য-পুঙ্গবম্ ॥ ১১২ ॥ শশংস দৈত্যরাজায় দগ্ধং মদনমেব চ। রুদ্রেণ ক্রোধযুক্তেন তস্য ভার্য্যা মনস্বিনী ॥১১৩॥

মদন কার্য্যক্ষম হইলেই সর্ব্বত্র স্বীয় সামর্থ্য বিস্তার করিতে পারিবে। ঋষিগণ যখন হরকে এই কথা কহেন, তখন তিনি দ্বিগুণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় নয়ন দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সদাশিব পিনাকপাণি বৃষবাহন রুদ্র—মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও বন্দিত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধে সেই হিমালয় পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া সহসা তিরোহিত হইলেন। দেবী গিরিনন্দিনী তখন মহাদেবকে তিরোহিত এবং চূত, ভৃঙ্গ ও পঞ্চবাণ সহ মদনকে ভস্মীভূত দেখিয়া রতির সহিত একযোগে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই মনস্বিনী বিমনা হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—সেই রুদ্র আমার বশীভূত হইবেন কিরূপে? সতী গিরিজা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বিবেচনা করিয়া অব-শেষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সাধ্বী রতি সেই মহারূপবতী মনস্বিনী গিরিনন্দিনীকে কান্দিয়া কান্দিয়া মুহ্যমান হইতে দেখিয়া বলিলেন,—সখি! তুমি বিষাদ করিও না। আমি মদনকে উজ্জীবিত করিব। অয়ি বিশালাক্ষি! আমি তোমার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া হর রুদ্র বিরূপাক্ষ দেবদেব জগৎপতির আরাধনা করিব। হে সুশ্রোণি! তুমি চিন্তা করিও না। আমি মদনকে উজ্জীবিত করিব। সাধ্বী রতি সেই গিরিজাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া পতিকে পাইবার নিমিত্ত মহৎ তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পরমাত্মা রুদ্র যেখানে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভামিনী রতিকে তখন তপস্যা করিতে দেখিয়া ভগবান্ নারদ সহসা তাঁহার সমীপে গিয়া কহিলেন,—অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি কাহার নন্দিনী? কেন তপস্যা করিতেছ? তুমি তরুণী, রূপবতী, সৌভাগ্যের তোমার সীমা নাই। রতি নারদের বাক্য শুনিয়া সমধিক রোষ-ভরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মধুর নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।৮৯—১০৮। রতি কহিলেন,—হে সুব্রত! জানি আমি—তুমি নারদ; তুমি নিশ্চয়ই বালক। তোমার স্বীয় স্বরূপ আবরণ করিয়া তুমি রূপান্তর দেখাইবার উদ্‌যোগী হইয়াছ। অতএব যে পথে আসিয়াছ, সেই পথেই ফিরিয়া যাও; বিলম্ব করিও না। হে বটো! তুমি অন্য কিছুই জান না; কেবল কলহই তুমি করিয়া থাক। তোমাকে আমরা এক জন প্রধান কলহ-কারী বলিয়াই জানি। যাহারা পরনারী-কামুক, ক্ষুদ্র, বিট, ব্যসনী, অকর্ম্মকারী ও স্তব্ধ, তুমি তাহাদিগেরই অগ্রণী। মুনিবর নারদ রতির নিকট এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া দৈত্যবর শম্বরের নিকট সত্বর গমন করিলেন। সেখানে

ভর্ম্মানয় মহাভাগ ভার্য্যাং কুরু মহাবল। অতীব রূপসম্পন্না যা আনীতাস্ত্বয়ানঘ। তাসাং মধ্যে রূপবতী রতিঃ সা মদনপ্রিয়া॥ ১১৪॥ এবমাকর্ণ্য বচনং দেবর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। জগাম সহসা তত্র যত্রাস্তে সা সুশোভনা॥ ১১৫॥ তাং দৃষ্ট্বা সুবিশালাক্ষীং রতিং মদনমোহিনীম্। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং শম্বরো দেবসঙ্কটঃ॥ ১১৬॥ এহি তন্বি ময়া সার্দ্ধং রাজ্যং ভোগান্ যথেষ্টতঃ। ভুঙ্‌ক্ষ্ব দেবি প্রসাদান্মে তপসা কিং প্রয়োজনম্॥ ১১৭॥ এবমুক্তা তদা তেন শম্বরেণ মহাত্মনা। উবাচ তন্বী মধুরং মহিষী মদনস্য সা॥ ১১৮॥ বিধবাহং মহাবাহো নৈবং ভাষিতুমর্হসি। রাজা ত্বং সর্ব্বদৈত্যানাং লক্ষণৈঃ পরিবারিতঃ॥১১৯॥ এতত্তদ্বচনং শ্রুত্বা শম্বরঃ কামমোহিতঃ। করে গ্রহীতুকামোঽসৌ তদা রত্যা নিবারিতঃ॥ ১২০॥ বিমৃশ্য মনসা সর্ব্বমজেয়ত্বঞ্চ তস্য বৈ। মা স্পৃশ ত্বঞ্চ রে মূঢ় মম স স্পর্শজেন বৈ॥ ১২১॥ সম্পর্কেণ চ দগ্ধোঽসি নান্যথা মম ভাষিতম্। তদোবাচ মহাতেজাঃ শম্বরঃ প্রহসন্নিব॥ ১২২॥ বিভীষিকাভির্বহ্বীভির্মাং ভীষয়সি মানিনি। গচ্ছ শীঘ্রং মম গৃহং বহূক্ত্যা কিং প্রয়োজনম্॥ ১২৩॥ ইত্যুচ্যমানেন তদা নীতা সা প্রসভং তথা। স্বপুরং পরমং তন্বী শম্বরেণ মনস্বিনী॥ ১২৪॥ কৃতা মহানসেঽধ্যক্ষা নাম্না মায়াবতীতি চ॥ ১২৫॥ ঋষয় উচুঃ। পার্ব্বত্যাধিকৃতং সর্ব্বং মদনানয়নং প্রতি। শম্বরেণ হৃতা তন্বী মদনস্য প্রিয়া সতী। অত ঊর্দ্ধং তদা সূত কিং জাতং তত্র বর্ণ্যতাম্॥ ১২৬॥ সূত উবাচ। গতং তদা শিবং দৃষ্ট্বা দগ্ধা মদনমোজসা। পার্ব্বতী তপসা যুক্তা স্থিতা তত্রৈব ভামিনী॥ ১২৭॥ পিত্রা তেন তদা তন্বী মাত্রা চৈব বিচারিতা। বালে এহি গৃহে শীঘ্রং মা শ্রমং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১২৮॥ উক্তা তাভ্যাং তদা সাধ্বী গিরিজা বাক্যমব্রবীৎ॥ ১২৯॥ পার্ব্বত্যুবাচ। নাগচ্ছামি গৃহং মাতস্তাত মে শৃণু

গিয়া দৈত্যরাজকে বলিলেন,—রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছেন। সেই মদনের এক মনস্বিনী ভার্য্যা আছে। হে মহাবল, মহাভাগ! তুমি তাঁহাকে আনিয়া ভার্য্যা কর। হে অনঘ! তুমি যে সকল অতি রূপবতী যুবতীদিগকে আনিয়াছ, সেই মদনপ্রিয়া রতি তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রূপবতী। ভাবিতাত্মা দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্বর সহসা সেই সুশোভনা রতির তপস্যা-স্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া সেই বিশালাক্ষী মদনমোহিনী রতিকে দেখিয়া সুরশত্রু শম্বর হাস্য-পূর্ব্বক বলিল,—অয়ি তন্বি! তুমি আমার সঙ্গে আগমন কর। হে দেবি! তপস্যায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আসিয়া আমার প্রসাদে রাজ্য এবং অন্যান্য ভোগ-সুখ যথেষ্ট ভোগ কর। সুর-বৈরী শম্বর এই কথা কহিলে, তখন তন্বঙ্গী মদন-মহিষী তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমি বিধবা নারী, আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। তুমি সকল দৈত্যের রাজা; এবং সমুদয় রাজ-লক্ষণে লক্ষিত। সুতরাং এ কথা তোমার অনুচিত। রতির এই কথা শুনিয়া শম্বর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সে তাঁহার হস্তধারণে উদ্যত হইল। রতি তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে সেই শম্বরের অজেয়ত্ব অবধারণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—রে মূঢ়! আমায় স্পর্শ করিস্ না; আমায় স্পর্শ করিলে অচিরেই তুই দগ্ধ হইবি। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। মহাতেজা শম্বর তখন হাস্য করিয়া কহিল,—অয়ি মানিনি! বহু বিভীষিকা দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছ কেন? শীঘ্র আমার গৃহে চল। আর অধিক বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। শম্বর এই কথা কহিয়া সেই মনস্বিনী রতিকে সবলে স্বীয় সুন্দর পুরে লইয়া গেল। স্বীয় পুরে আনয়ন করিয়া রতিকে শম্বর আপনার পাকশালার অধ্যক্ষ করিয়া দিল। রতি সেখানে মায়াবতী নামে প্রথিতা হইলেন।১০৯—১২৫। ঋষি-গণ কহিলেন,—মদনকে আনয়ন করিবার জন্য পার্ব্বতীও অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। এদিকে তপঃ-সাধনা করিতে গিয়া মদনপ্রিয়া রতি শম্বর কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন। যাহা হউক, হে সূত! অতঃপর কি হইল, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—মদনকে দগ্ধ করিয়া শিব অন্তর্হিত হইলেন দেখিয়া ভামিনী পার্ব্বতী তখন হইতে তপোনিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর পিতা এবং মাতা উভয়েই আসিয়া তখন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—হে বালে! তুমি গৃহে আইস; এরূপ শ্রম করিবার তুমি যোগ্য নও। তাঁহারা এই কথা কহিলে সাধ্বী পার্ব্বতী কহিলেন,—হে মাতঃ! হে পিতঃ। আমি গৃহে যাইব না; আমার এই

তত্ত্বতঃ। বাক্যং ধর্ম্মার্থযুক্তঞ্চ যেন ত্বং তোষমেষ্যসি॥ ১৩০॥ শম্ভুঃ পরেষাং পরমো দগ্ধো যেন মহাবলঃ। মদনো মম সান্নিধ্যমানয়েহত্রৈব তং শিবম্॥ ১৩১॥ দুর্লভো হি তদা শম্ভুঃ প্রাণিনাং গৃহমিচ্ছতাম্। নাগচ্ছামি গৃহং মাতস্তস্মাৎ সর্ব্বং বিমৃশ্যতাম্॥ ১৩২॥ তদোবাচ মহাতেজা হিমবান্ স্বসুতাং প্রতি। দুরারাধ্যঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। ত্বয়া প্রাপ্তুমশক্যো হি তস্মাত্ত্বং স্বগৃহং ব্রজ॥ ১৩৩॥ সা বাষ্পপূরিতেনৈব কণ্ঠেন স্বসুতাং প্রতি। উবাচ মেনা তন্বঙ্গি যাহি শীঘ্রং গৃহং প্রতি॥ ১৩৪॥ তদা প্রহস্য প্রোবাচ মাতরং প্রতি পার্ব্বতী। প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে মাতস্তপসা পরমেণ হি॥ ১৩৫॥ অত্রৈব তং সমানীয় বরয়ামি বিচক্ষণম্। নাশয়ামি চ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং বরবর্ণিনি॥ ১৩৬॥ সুখরূপং পরিত্যজ্য গিরিজা চ মনস্বিনী। শম্ভোরারাধনঞ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা॥ ১৩৭॥ জয়া চ বিজয়া চৈব মাধবী চ সুলোচনা। সুশ্রুতা চ শ্রুতা চৈব তথৈব চ শুকী পরা॥ ১৩৮॥ প্রম্লোচা সুভগা শ্যামা চিত্রাঙ্গী চারুণী স্বধা। এতাশ্চান্যাশ্চ বহবঃ সখ্যস্তা গিরিজাং প্রতি। উপাসাঞ্চক্রিরে সা চ দেবগর্ভা চ ভামিনী॥ ১৩৯॥ তপসা পরমোগ্রেণ চরন্তী চারুহাসিনী। মদনো যত্র দগ্ধশ্চ রুদ্রেণ চ মহাত্মনা। তত্রৈব বেদিং কৃত্বা চ তস্যোপরি সুসংস্থিতা॥ ১৪০॥ ত্যক্ত্বা জলাশনং বালা পর্ণাদা হ্যভবচ্চ সা। ততঃ সার্দ্রাণি পর্ণানি ত্যক্ত্বা শুষ্কাণি চাদদে॥ ১৪১॥ শুষ্কাণি চৈব পর্ণানি নাশিতানি তয়া যদা। অপর্ণেতি চ বিখ্যাতা বভূব তনুমধ্যমা॥ ১৪২॥ বায়ুপানরতা জাতা অম্বুপানাদনন্তরম্। কালক্রমেণ মহতা বভূব গিরিজা সতী। একাঙ্গুষ্ঠেন চ তদা দধার চ নিজং বপুঃ॥ ১৪৩॥ এবমুগ্রেণ তপসা শঙ্করারাধনং সতী। চকার পরয়া তুষ্ট্যা শম্ভোঃ প্রীত্যর্থমেব চ॥ ১৪৪॥ পরং ভাবং সমাশ্রিত্য জগন্মঙ্গলমঙ্গলা। তুষ্ট্যর্থং চ মহেশস্য ততাপ পরমং তপঃ॥ ১৪৫॥ এবং দিব্যসহস্রাণি বর্ষাণি চ ততাপ বৈ। হিমালয়স্তদাগত্য পার্ব্বতীং কৃতনিশ্চয়াম্॥ ১৪৬॥ সভার্য্যঃ স সুতামাপ্য

ধর্ম্মার্থময় যথার্থ বাক্য শ্রবণ করুন। এই বাক্য শ্রবণে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। শম্ভু পরাৎপর; তিনি মহাবল মদনকে দগ্ধ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার সন্নিধানে আনয়ন করিব। যাহারা গৃহমেধী প্রাণী, তাহাদের পক্ষে শম্ভু সুলভ নহেন। সুতরাং হে মাতঃ। আমি গৃহে আসিব না। আপনি এসকল বিবেচনা করিয়া দেখুন। তখন মহাতেজা হিমবান্ স্বীয় কন্যার প্রতি বলিলেন,—সুরসমূহ-নমস্কৃত শিব দুরারাধ্য; তাঁহাকে তুমি সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। অতএব স্বীয় গৃহে গমন কর। অনন্তর মেনকা বাষ্পপূর্ণ-কণ্ঠে স্বীয় সুতাকে বলিলেন,—হে তন্বঙ্গি! শীঘ্র গৃহে গমন কর। তখন পার্ব্বতী হাস্য করিয়া মাতার প্রতি বলিলেন,—হে মাতঃ আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। আমি পরম তপস্যাবলে সেই বিচক্ষণ শিবকে এখানে আনয়ন করিয়া বরণ করিব। হে বরবর্ণিনি! আমি রুদ্রের রুদ্রত্ব অপনয়ন করিব। এই বলিয়া মনস্বিনী গিরিজা সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরম সমাধিযোগে শম্ভুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। জয়া, বিজয়া, মাধবী, সুলোচনা, সুশ্রুতা, শ্রুতা, শুকী, প্রম্লোচা, সুভগা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গী, চারুণী, ও স্বধা এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক সখী গিরিজার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ভামিনী চারুহাসিনী দেবী শৈলজা কঠোর তপঃসাধনায় তৎপর হইলেন। মহাত্মা রুদ্র মদনকে যেখানে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই এক বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। বালিকা পার্ব্বতী জলাহার পরিত্যাগ করিয়া মাত্র পর্ণাশিনী হইলেন। অনন্তর আর্দ্র পত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শুষ্ক পত্র সকল গ্রহণ করিলেন। কালক্রমে সেই সকল শুষ্ক পত্রও ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে সরস, নীরস-সমস্ত পত্র পরিত্যাগ করায় সেই তনুমধ্যা পার্ব্বতী অপর্ণা নামে বিখ্যাতা হইলেন। ১২৬—১৪২। সতী গিরিজা বহুকাল পরে ক্রমশ অম্বুপান পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র বায়ু পান করিতে লাগিলেন এবং একটী অঙ্গুষ্ঠভরে স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে সতী শম্ভুর প্রীতির নিমিত্ত পরম সন্তোষ সহকারে তীব্র তপস্যায় শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী নিখিল বিশ্ব-মঙ্গলের মঙ্গলভূতা হইয়াও পরমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মহেশের তুষ্টির নিমিত্ত পরম তপস্যা করিলেন। এইরূপে দিব্য সহস্র বর্ষ তপস্যা করিলে একদা হিমালয় সস্ত্রীক সেই কৃতনিশ্চয় পার্ব্বতীর নিকট আগমন

উবাচ চ মহাসতীম্। মা খিদ্যতাং মহাদেবি তপসানেন ভামিনি ॥ ১৪৭ ॥ ক রুদ্রো দৃশ্যতে বালে বিরক্তো নাত্র সংশয়ঃ। ত্বং তন্বী তরুণী বালা তপসা চ বিমোহিতা ॥ ১৪৮ ॥ ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সত্যং প্রতিবদামি তে। তস্মাদুত্তিষ্ঠ যাহ্যাশু স্বগৃহং বরবর্ণিনি ॥ ১৪৯ ॥ কিং তেন তব রুদ্রেণ যেন দগ্ধঃ পুরানঘে। মদনো নির্ব্বিকারিত্বাত্তং কথং প্রার্থয়িষ্যসি ॥ ১৫০ ॥ গগনস্থো যথা চন্দ্রো গ্রহীতুং ন হি শক্যতে। তথৈব দুর্গমঃ শম্ভুর্জানীহি ত্বং শুচিস্মিতে ॥ ১৫১ ॥ তথৈব মেনয়া চোক্তা তথা সহ্যাদ্রিণা সতী। মেরুণা মন্দরেণৈব মৈনাকেন তথৈব চ ॥ ১৫২ ॥ এভিরুক্তা তদা তন্বী পার্ব্বতী তপসি স্থিতা। উবাচ প্রহসন্ত্যেব হিমবন্তং শুচিস্মিতা ॥১৫৩॥ পুরা প্রোক্তং ত্বয়া তাত অম্ব কিং বিস্মৃতং ত্বয়া। অধুনৈব প্রতিজ্ঞাঞ্চ শৃণুধ্বং মম বান্ধবাঃ ॥ ১৫৪ ॥ বিরক্তোঽসৌ মহাদেবো মদনো যেন বৈ হতঃ। তং তোষয়ামি তপসা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১৫৫ ॥ সর্ব্বে যূয়ঞ্চ গচ্ছন্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা। দগ্ধো হি মদনো যেন যেন দগ্ধং গিরের্বনম্ ॥ ১৫৬ ॥ তমানয়ামি চাত্রৈব তপসা কেবলেন হি। তপোবলেন মহতা সুসেব্যো হি সদাশিবঃ ॥ ১৫৭ ॥ ত্বং জানীধ্বং মহাভাগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৫৮ ॥ সম্ভাষমাণা জননীং তদানীং হিমালয়ঞ্চৈব তথা চ মেনাম্। তথৈব মেরুং মিতভাষিণী তদা সা মন্দরং পর্ব্বতরাজকন্যা। জগ্মুস্তদা তেন পথা চ পর্ব্বতা যথাগতেনাপি বিচক্ষমাণাঃ ॥ ১৫৯ ॥ গতেষু তেষু সর্ব্বেষু সখীভিঃ পরিবারিতা। তত্রৈব চ তপস্তেপে পরমার্থা সতী তদা ॥ ১৬০ ॥ তপসা তেন মহতা তপ্তমাসীচ্চরাচরম্। তদা সুরাসুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥ ১৬১ ॥ দেবা উচুঃ। ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগদ্দেব চরাচরম্। ত্রাতুমর্হসি দেবাংস্ত্বদন্যো নোপপদ্যতে ॥ ১৬২ ॥ অস্মাকং রক্ষণে শক্ত ইত্যাকর্ণ্য বচস্তদা। বিমৃশ্য চ তদা ব্রহ্মা মনসা পরমেণ হি ॥ ১৬৩ ॥ গিরিজাতপসোদ্ভূতং দাবাগ্নিং পরমং মহৎ। জ্ঞাত্বা ব্রহ্মা

করিয়া স্বীয় সুতা মহাসতীকে কহিলেন,—হে ভামিনি মহাদেবী! তুমি এইরূপে তপস্যা করিয়া খিন্ন হইও না। হে বালে! সেই রুদ্রকে তুমি কোথায় দেখিবে? তিনি নিশ্চয়ই বিষয়-বিরক্ত হইয়াছেন। তুমি তন্বী তরুণী বালা; তপস্যা করিয়া ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তুমি বিমোহিতা হইবে। একথা আমি সত্যই বলিলাম। অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি উত্থিত হও; সত্বর স্বীয় গৃহে গমন কর। হে অনঘে! যিনি নিজে নির্ব্বিকার বলিয়া পূর্ব্বে মদনকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই রুদ্র দ্বারা তোমার কি হইবে? কিরূপেই বা তুমি তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইবে? হে শুচিস্মিতে! যেমন গগনগত চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না,—জানিবে, সেই শম্ভুও সেইরূপ সুদুর্লভ। অনন্তর মেনকাও তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেন। পরে, ক্রমশঃ সহ্যাদ্রি, মেরু, মন্দর ও মৈনাক, সকলেই পার্ব্বতীকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন। তপোনিষ্ঠা তন্বী পার্ব্বতীকে তাঁহারা ঐরূপ কহিলে শুচিস্মিতা পার্ব্বতী হাস্যপূর্ব্বক হিমালয়কে কহিলেন,—হে তাত! হে অম্ব! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তোমরা উভয়েই বিস্মৃত হইলে? হে বান্ধবগণ! এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন, যিনি মদনকে নিহত করিয়াছেন, সেই মহাদেব বিরক্ত পুরুষ হইলেও তিনি লোক-শঙ্কর শঙ্কর; তাঁহাকে আমি তপস্যা করিয়া তুষ্ট করিব। আপনারা সকলেই গমন করুন। এ বিষয়ে আর বিচারণা করিবেন না। যিনি মদন ও গিরিকানন দগ্ধ করিয়াছেন, কেবল তপস্যা দ্বারাই তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিব। ভগবান্ সদাশিব প্রকৃষ্ট তপস্যাবলেই সুসেব্য; হে মহাভাগগণ! আপনারা তাঁহাকে এইরূপই জানিবেন। আমি এই সত্য বাক্যই বলিলাম। মিতভাষিণী পর্ব্বতরাজ-নন্দিনী তৎকালে জনক হিমালয় ও জননী মেনকা এবং বান্ধব—মেরু-মন্দরপ্রভৃতিকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা তখন যথাস্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে সখীগণপরিবৃতা পরমার্থতৎপরা সতী সেইখানে থাকিয়াই তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৪৩—১৬০। তাঁহার সেই তীব্র তপঃপ্রভাবে চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হইল। তখন সুরাসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই চরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন। দেবগণও আপনারই সৃষ্টি, অতএব ইহাঁদিগকে আপনি রক্ষা করুন। আপনি ব্যতীত আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই। তখন ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে জানিলেন—

জগামাশু ক্ষীরাব্ধিং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৬৪ ॥ তত্র সুপ্তং সুপল্যঙ্কে শেষাখ্যে চাতিশোভনে। লক্ষ্যা পাদোপযুগলং সেব্যমানং নিরন্তরম্ ॥ ১৬৫ ॥ দূরস্থেনাপি তার্ক্ষ্যেণ নতকন্ধরধারিণা। সেব্যমানং শ্রিয়া কান্ত্যা ক্ষান্ত্যা বৃত্ত্যা দয়াদিভিঃ ॥ ১৬৬ ॥ নবশক্তিযুতং বিষ্ণুং পার্ষদৈঃ পরিবারিতম্। কুমুদোহথ কুমুদ্বাংশ্চ সনকশ্চ সনন্দনঃ ॥ ১৬৭ ॥ সনাতনো মহাভাগঃ প্রসুপ্তো বিজয়োঽরিজিৎ। জয়ন্তশ্চ জয়ৎসেনো জয়শ্চৈব মহাপ্রভঃ ॥ ১৬৮ ॥ সনৎকুমারঃ সুতপা নারদশ্চৈব তুম্বুরুঃ। পাঞ্চজন্যো মহাশঙ্খো গদা কৌমোদকী তথা ॥ ১৬৯ ॥ সুদর্শনং তথা চাপং শার্ঙ্গং পরমাদ্ভুতম্। এতানি বৈ রূপাণি দৃষ্টানি পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৭০ ॥ বিষ্ণোঃ সমীপে পরমাসনে ভৃশং সমেত্য সর্ব্বে সুরদানবাস্তদা। বিষ্ণুঞ্চাস্তুঃ পরমেষ্ঠিনাং পতিং তীরে তদানীমুদধের্মহাত্মনঃ ॥ ১৭১ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহাবিষ্ণো তপ্তান্নঃ শরণাগতান্। তপসোগ্রেণ মহতা পার্ব্বত্যাঃ পরমেণ হি। শেষাসনে চোপবিষ্ট উবাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৭২ ॥ যুষ্মাভিঃ সহিতশ্চাপি ব্রজামি পরমেশ্বরম্। মহাদেবং প্রার্থয়ামো গিরিজাং প্রতি বৈ সুরাঃ ॥ ১৭৩ ॥ পাণিগ্রহার্থমধুনা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্। যথা নেষ্যতি তত্রৈব করিষ্যামোঽধুনা বয়ম্ ॥ ১৭৪ ॥ তস্মাদ্বয়ং গমিষ্যামো যত্র রুদ্রো মহাপ্রভুঃ। তপসোগ্রেণ সংযুক্তো হ্যাস্তে পরমমঙ্গলঃ ॥ ১৭৫ ॥ বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উচুঃ সর্ব্বে সুরাসুরাঃ। ন যাস্যামো বয়ং সর্ব্বে বিরূপাক্ষং মহাপ্রভম্ ॥ ১৭৬ ॥ যথা দগ্ধঃ পুরা তেন মদনো দুরতিক্রমঃ। তথৈব ধক্ষ্যত্যস্মাকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭৭ ॥ প্রহস্য ভগবান্ বিষ্ণুরুবাচ পরমেশ্বরঃ। মা ভয়ং ক্রিয়তাং সর্ব্বৈঃ শিবরূপী সদাশিবঃ ॥ ১৭৮ ॥ স ন ধক্ষ্যতি সর্ব্বেষাং দেবানাং ভয়নাশনঃ। তস্মাদ্ভবদ্ভির্গন্তব্যং ময়া সার্দ্ধং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৭৯ ॥ শম্ভুং পুরাণং পুরুষং হ্যধীশং বরেণ্যরূপঞ্চ পরং পরাণাম্। তপো জুষাণং পরমার্থরূপং পরাৎপরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ১৮০

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীতপশ্চর্য্যাবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

গিরিজার অদ্ভুত তপস্যা হইতে পরম মহৎ দাবাগ্নি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা জানিয়া ব্রহ্মা ক্ষীরাব্ধি-তীরে গমন করিলেন, সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন—পার্ষদগণ-পরিবৃত নবশক্তিশালী ভগবান্ বিষ্ণু পরম সুন্দর শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁহার পাদপঙ্কজ সেবা করিতেছে; দূরে থাকিয়া গরুড় নতকন্ধরে তাহাঁর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। শ্রী, কান্তি, ক্ষান্তি, বৃত্তি ও দয়াদি দ্বারা তিনি সেব্যমান হইতেছেন। কুমুদ, কুমুদ্বান্, সনক, সনন্দন, সনাতন, বিজয়, অরিজিৎ, জয়ন্ত, জয়ৎসেন, জয়, সনৎকুমার, সুতপা, নারদ ও তম্বুরু এবং মূর্ত্তিমান মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পরমাদ্ভুত শার্ঙ্গ চাপ তথায় বিরাজমান। অনন্তর সুরাসুরগণ সকলে মিলিয়া উদধিতীরবাসী পরমেষ্ঠিগণের প্রভু সেই বিষ্ণুকে তৎকালে বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো! আমরা আপনার শরণাগত; আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; পরিত্রাণ করুন। আমরা পার্ব্বতীর উগ্র তপস্যায় পরিতপ্ত হইয়াছি, তখন শেষাসনে সমাসীন পরমেশ হরি দেবগণকে কহিলেন—হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের সহিত মহাদেবের নিকট গিয়া পার্ব্বতীর জন্য প্রার্থনা জানাইব। দেবদেব পিনাকপাণি যাহাতে পার্ব্বতীর পাণিপীড়নার্থ তৎসমীপে উপনীত হন, আমরা অধুনা সেইরূপ কার্য্যই করিব। অতএব চল, মহাপ্রভু পরম মঙ্গলময় রুদ্র যেখানে উগ্র তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেইখানে গমন করি। বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সকলেই বলিলেন,—আমরা সেই বিরূপাক্ষ মহাপ্রভুর নিকট যাইব না। তিনি পূর্ব্বে দুরতিক্রম মদনকে যেরূপে করিয়াছেন, আমাদিগকেও নিশ্চয় সেইরূপেই দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তখন পরমেশ ভগবান্ বিষ্ণু হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা সকলে ভয় করিও না। সেই সদাশিব সর্ব্বদাই শিবরূপী। তিনি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন না; তিনিই সমস্ত দেবতার ভয়হারী। অতএব বিজ্ঞগণ! তোমরা আমার সহিত তথায় চল। যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্ব্বাধিপতি, বরেণ্যমূর্ত্তি, পরাৎপর, তপস্বী, পরমার্থরূপী, সেই শম্ভুর আমি শরণ গ্রহণ করিব। ১৬১—১৮০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবমুক্তাস্তদা দেবা বিষ্ণুনা পরমেষ্ঠিনা। জগ্মুঃ সর্ব্বে মহেশঞ্চ দ্রষ্টুকামাঃ পিনাকিনম্॥ ১॥ পরে পারে সমুদ্রস্য পরমেণ সমাধিনা। যোগপীঠে স্থিতং শম্ভুং গণৈশ্চ পরিবারিতম্॥ ২॥ যজ্ঞোপবীতবিধিনা উরসা বিভ্রতং বৃতম্। বাসুকিং সর্পরাজঞ্চ কম্বলাশ্বতরৌ তথা॥ ৩॥ কর্ণদ্বয়ে ধারয়ন্তং তথা কর্কোটকেন হি। পুলহেন চ বাহুভ্যাং ধারয়ন্তঞ্চ কঙ্কণে॥ ৪॥ সন্নূপুরে শঙ্খকপদ্মকাভ্যাং সন্ধারয়ন্তঞ্চ বিরাজমানম্। কর্পূরগৌরং শিতিকণ্ঠমদ্ভুতং বৃষান্বিতং দেববরং দদর্শুঃ॥ ৫॥ তদা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ঋষয়ো দেবদানবাঃ। তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ সূক্তৈর্ব্বেদোপনিষদন্বিতৈঃ॥ ৬॥ ব্রহ্মোবাচ। নমো রুদ্রায় দেবায় মদনান্তকরায় চ। ভর্গায় ভূরিভাগায় ত্রিনেত্রায় ত্রিবিষ্টপে॥ ৭॥ শিপিবিষ্টায় ভীমায় শেষশায়িন্নমো নমঃ। ত্র্যম্বকায় জগদ্ধাত্রে বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ॥ ৮॥ ত্বং ধাতা সর্ব্বলোকানাং পিতা মাতা ত্বমীশ্বরঃ। কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ পাহ্যস্মাংস্ত্বং মহেশ্বর॥ ইত্থং স্তুবৎসু দেবেষু নন্দী প্রোবাচ তান্ প্রতি। কিমর্থমাগতা যূয়ং কিংবা মনসি বর্ত্ততে॥ ১১॥ তে প্রোচুর্দেবকার্য্যার্থং বিজ্ঞপ্তুং শম্ভুমাগতাঃ। বিজ্ঞাপ্তো নন্দিনা তেন শৈলাদেন মহাত্মনা। ধ্যানস্থিতো মহাদেবঃ সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১১॥ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাস্ত্বং দ্রষ্টুমেব সুরবর্য্য বিশেষনার্থ। কার্য্যার্থিনোঽসুরবরৈঃ পরিভর্ৎসমানা অভ্যাগতাঃ সপদি শক্রভিরর্দ্দিতাশ্চ॥ ১২॥ তস্মাত্ত্বয়া হি দেবেশ ত্রাতব্যাশ্চাধুনা সুরাঃ। এবং তেন তদা শম্ভুর্বিজ্ঞপ্তো নন্দিনা দ্বিজাঃ॥ ১৩॥ শনৈঃশনৈরুপরমচ্ছম্ভুঃ পরমকোপণঃ। সমাধেঃ পরমাত্মাসাবুবাচ পরমেশ্বরঃ॥ ১৪॥ মহাদেব উবাচ। কস্মাদ্‌যূয়ং মহাভাগা হ্যাগতা মৎসমীপগাঃ। ব্রহ্মাদয়ো হ্যমী দেবা ব্রূত কারণমদ্য বৈ॥ ১৫॥ তদা ব্রহ্মা হ্যবাচেদং সুরকার্য্যং মহত্তরম্। তারকেণ কৃতং

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন—পরমেষ্ঠী বিষ্ণু এই কথা কহিলে দেবগণ সকলেই তখন পিনাকপাণি মহেশকে দেখিবার অভিপ্রায়ে গমন করিলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন,—ভগবান্ শম্ভু সমুদ্রের পরপারে পরম সমাধি অবলম্বনে যোগপীঠে অবস্থান করিতেছেন। প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। সর্পরাজ বাসুকিরে তিনি যজ্ঞোপবীতবৎ বক্ষঃস্থলে, কম্বল ও অশ্বতর নাগকে কর্ণযুগে, কর্কোটক ও পুলহ নাগকে বাহুদ্বয়ে কঙ্কণাকারে এবং শঙ্খ ও পদ্মক নাগকে নূপুর স্থানে ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কর্পূরের ন্যায় গৌর; তিনি বৃষবাহন, শিতিকণ্ঠ ও দেবশ্রেষ্ঠ। দেবগণ যখন তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেব, দানব ও ঋষিগণ বিবিধ সূক্ত ও উপনিষদ্ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—যিনি রুদ্র, মদনবিনাশন দেবদেব, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ভর্গ, ভূরিভাগা, ত্রিনেত্র, ত্রিপিষ্টপ, শিপিবিষ্ট, ভীম, ও শেষশায়ী, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। যিনি ত্র্যম্বক, জগদ্বিধাতা, বিশ্বরূপ, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! তুমি সকল লোকের ধাতা, পিতা, মাতা ও ঈশ্বর; তুমি পরম কৃপালু হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। দেবগণ এই প্রকার স্তব করিলে, নন্দী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তোমাদের মনোভীষ্ট কি? দেবগণ কহিলেন,—আমরা উপস্থিত দেবকার্য্য নিবেদন করিবার জন্য শম্ভুর নিকট আসিয়াছি। তখন শিলাদ-নন্দন মহাত্মা নন্দী সুরকার্য্য সিদ্ধির জন্য ধ্যানস্থিত মহাদেবের নিকট দেবগণের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন; বলিলেন,—হে সুরবর! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্যান্য সিদ্ধগণ বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, শত্রু অসুরেন্দ্রগণ তাঁহাদিগকে অবমানিত ও উৎপীড়িত করিয়াছে; সেই জন্যই তাঁহারা সহসা আগমন করিয়াছেন। অতএব হে দেবেশ! আপনি অধুনা সুরগণকে পরিত্রাণ করুন। হে দ্বিজগণ! নন্দী এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পরমশোভন শম্ভু তখন ধীরে ধীরে সমাধি হইতে উপরত হইলেন। অনন্তর সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর মহাদেব দেবগণের প্রতি বলিতে লাগিলেন,—ওহে মহাভাগ ব্রহ্মাদি দেবগণ! তোমরা এক্ষণে কোথা হইতে আমার সমীপে আগমন করিলে? তোমাদের অদ্যকার এই আগমনের কারণ কি?১—১৫। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—হে শম্ভো! এক্ষণে এক অতিমহৎ

শম্ভো দেবানাং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৬ ॥ কষ্টাৎ কষ্টতরং দেব তদ্বিজ্ঞপ্তুমিহাগতাঃ। হে শম্ভো তব পুত্রেণ ঔরসেন হতো ভবেৎ। তারকো দেবশত্রুশ্চ নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাত্ত্বয়া গিরিজা দেব শম্ভো গৃহীতব্যা পাণিনা দক্ষিণেন। পাণি-গ্রহেণৈব মহানুভাব দত্তা গিরীন্দ্রেণ চ তাং কুরুষ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্নব্রবীচ্ছিবঃ। যদা ময়াকৃতা দেবী গিরিজা সর্ব্বসুন্দরী ॥ ১৯ ॥ তদা সর্ব্বে সুরেন্দ্রাশ্চ ঋষয়ো মুনয়স্তথা। সকামাশ্চ ভবিষ্যন্তি অক্ষমাশ্চ পরে পথি ॥ ২০ ॥ মদনো হি ময়া দগ্ধঃ সর্ব্বেষাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। ময়া হ্যধিকৃতা তন্বী গিরিজা চ সুমধ্যমা ॥ ২১ ॥ তদানীমেব ভো দেবাঃ পার্ব্বতী মদনঞ্চ সা। জীবয়িষ্যতি ভো অত্রমাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২২ ॥ এবং বিমৃশ্য ভো দেবাঃ কার্য্যাকার্য্যবিচারণা। মদনেনৈব দগ্ধেন সুরকার্য্যং মহৎ কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ যূয়ং সর্ব্বে চ নিষ্কামা ময়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। যথাহঞ্চ সুরাঃ সর্ব্বে তথা যূয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ তপঃ পরমসংযুক্তাঃ কারয়ামঃ সুদুষ্করম্। পরমানন্দসংযুক্তাঃ সুখিনঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ২৫ ॥ যূয়ং সমাধিনা তেন মদনেন চ বিস্মৃতম্। কামো হি নরকায়ৈব তস্মাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২৬ ॥ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাদ্ভ্রমতে মনঃ। কাম-ক্রোধৌ পরিত্যজ্য ভবদ্ভিঃ সুরসত্তমৈঃ। সর্ব্বৈরেব চ মন্তব্যং মদ্বাক্যং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥ এবং বিশ্রাব্য ভগবান স হি দেবো বৃষধ্বজঃ। সুরান্ প্রবোধয়ামাস তথা ঋষিগণান মুনীন্ ॥ ২৮ ॥ তুষ্ণী-ভূতোঽভবচ্ছম্ভুর্ধ্যানমাশ্রিত্য বৈ পুনঃ। আস্তে পুরা যথাবচ্চ গণৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ২৯ ॥ ধ্যান-স্থিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নন্দীং সর্ব্বান্ বিসৃজ্য তান্। সব্রহ্মসেন্দ্রান্ বিবুধানুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৩০ ॥ যথা-গতেন মার্গেণ গচ্ছধ্বং মা বিলম্বিতম্। তথেতি মত্বা তে সর্ব্বে স্বং স্বং স্থানমথাব্রজন্ ॥ ৩১ ॥ গতেষু

সুরকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। তারকাসুর দেবগণকে কষ্ট হইতেও কষ্টতর দশায় উপনীত করিয়াছে। দেবগণের ঈদৃশ কষ্ট পূর্ব্বে আর কখনই হয় নাই; সুতরাং আপনার নিকট আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে আসিলাম যে, হে শম্ভো! আপনার যদি ঔরস পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তবে তাহারই হস্তে সেই সুরশত্রু তারকাসুর নিহত হইতে পারে। আমার এ কথা অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে দেব শম্ভো! আপনি দক্ষিণ পাণি দ্বারা গিরি-জারে গ্রহণ করুন। হে মহানুভব! আপনি পাণিগ্রহণ করিলেই গিরীন্দ্র তাঁহাকে দান করিবেন। আমাদের অনুরোধে আপনাকে এক্ষণে এইরূপ কার্য্যই করিতে হইবে। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সদাশিব সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—আমি যখন সেই সকল-লোক-সুন্দরী গিরিজা দেবীর পাণিগ্রহণ করিব, তখন সমস্ত সুরেন্দ্র, ঋষি, ও মুনিগণ সকাম হইবেন। তাঁহারা আবার কদাচ পরমার্থপথে বিচরণ করিতে পারিবেন না। সকলের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মদনকে আমি দগ্ধ করিয়াছি। আবার আমি যখন সেই সুমধ্যমা গিরিনন্দিনীকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইব, হে দেবগণ! তখনই পার্ব্বতী সেই মদনকে উজ্জীবিত করিয়া লইবেন। হে ব্রহ্মন্! আমার এ কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। হে দেবগণ! আপনারাও এ সম্বন্ধে বিচারা-লোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হউন যে, মদন দগ্ধ হইয়া মহৎ সুরকার্য্যই করিয়াছে। আপনারা সকলে আমার দ্বারাই নিষ্কাম হইয়াছেন সন্দেহ নাই; অতএব হে সুরগণ! আমি যেমন নিষ্কাম তপস্যা আশ্রয় করিয়াছি, তোমরাও তেমনি সযত্নে তপস্যাচরণ কর। এইরূপ হইলে সকলেই আমরা সুদুষ্কর কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারিব এবং পরমানন্দময় হইয়া সকলেই পরম সুখে বিচরণ করিব। দেবগণ! মদন তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ যে, কাম—নরকের দ্বার; তাহা হইতেই ক্রোধ জন্মিয়া থাকে; ক্রোধ হইতে সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে মন ভ্রান্তিযুক্ত হয়। অতএব তোমরা প্রধান প্রধান সুরগণ সকলেই কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া মদ্বাক্যের অনুবর্ত্তী হও। আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবে না। ভগবান্ বৃষধ্বজ সুরগণ এবং মুনি-ঋষিগণকে এই কথা শুনাইয়া প্রবোধ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ধ্যানাবলম্বনে তুষ্ণীম্ভূত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রমথবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ১৬—২৯। শম্ভুকে ধ্যানস্থ দেখিয়া নন্দী ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বিদায় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আপনারা যথাস্থানে গমন করুন; বিলম্ব করিবেন না। দেবগণ সকলেই 'তথাস্তু' বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ

তেষু সর্ব্বেষু সমাধিস্থোঽভবত্তবঃ। আত্মানমাত্মনা কৃত্বা আত্মন্যেব বিচিন্তয়ন্॥ ৩২॥ পরাৎপরতরং স্বচ্ছং নির্ম্মলং নিরবগ্রহম্। নিরঞ্জনং নিরাভাসং যস্মিন্ মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৩৩॥ ভানুর্ন ভাত্যগ্নিরথো শশী বা ন জ্যোতিরেবং ন চ মারুতো ন হি। যং কেবলং বস্তুবিচারতোঽপি সূক্ষ্মাৎ পরং সূক্ষ্মতরাৎ পরঞ্চ॥ ৩৪॥ অনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যঞ্চ নির্ব্বিকারং নিরাময়ম্। জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপঞ্চ ন্যাসিনো যান্তি তত্র বৈ॥ ৩৫॥ শব্দাতীতং নির্গুণং নির্ব্বিকারং সত্তামাত্রং জ্ঞানগম্যং স্বগম্যম্। যত্তদ্বস্তু সর্ব্বদা কথ্যতে বৈ বেদাতীতৈশ্চাগমৈর্মন্ত্রভূতৈঃ॥ ৩৬॥ তদ্বস্তুভূতো ভগবান্ স ঈশ্বরঃ পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষধ্বজঃ॥ যেনৈব সাক্ষান্মকরধ্বজো হতস্তপো জুষাণঃ পরমেশ্বরঃ সঃ॥ ৩৭॥ লোমশ উবাচ। গিরিজা হি তদা দেবী ততাপ পরমং তপঃ। তপসা তেন রুদ্রোঽপি উত্তমং ভয়মাগতঃ॥ ৩৮॥ বিজিত্য তপসা দেবী পার্ব্বতী পরমেণ হি। শম্ভুং সর্ব্বার্থদং স্থাণুং কেবলং স্বস্বরূপিণম্॥ ৩৯॥ যদা জিতস্তয়া দেব্যা তপসা বৃষভধ্বজঃ। সমাধেশ্চলিতো ভূত্বা যত্র সা পার্ব্বতী স্থিতা॥ ৪০॥ জগাম ত্বরিতেনৈব দেবদেবঃ পিনাকধৃক্। তত্রাপশ্যৎ স্থিতাং দেবীং সখীভিঃ পরিবারিতাম্॥ ৪১॥ বেদিকোপরি বিন্যস্তাং যথৈব শশিনঃ কলাম্। স দেবস্তাং নিরীক্ষ্যাথ বটুর্ভূত্বাথ তৎক্ষণাৎ॥ ৪২॥ ব্রহ্মচারিস্বরূপেণ মহেশো ভগবান্ ভবঃ। সখীনাং মধ্যমাশ্রিত্য হ্যুবাচ বটুরূপবান্॥ কিমর্থমালিমধ্যস্থা তন্বী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী॥ ৪৩॥ কেয়ং কস্য কুতো যাতা কিমর্থং তপ্যতে তপঃ। সর্ব্বং মে কথ্যতাং সখ্যো যাথাতথ্যেন সম্প্রতি॥ ৪৪॥ তদোবাচ জয়া রুদ্রং তপসঃ কারণং পরম্॥ ৪৫॥ হিমাদ্রের্দুহিতেয়ং বৈ তপসা রুদ্রমীশ্বরম্। প্রাপ্তুকামা পতিত্বেন সেবমত্রোপবিশ্য চ॥ ৪৬॥ তপস্তেপে সুমহৎ সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমম্। বটো জানীহি মে বাক্যং নান্যথা মম ভাবিতম্॥ ৪৭॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ প্রহস্যেদমুবাচ হ। শৃণ্বতীনাং সখীনাং বৈ মহেশো বটুরূপবান্॥ ৪৮॥ মূঢ়েয়ং পার্ব্বতী সখ্যো ন জানাতি হিতাহিতম্। কিমর্থং চ তপঃ কার্য্যং রুদ্র-

করিলেন। দেবগণ প্রস্থান করিলে, ভবদেব সমাধিস্থ হইলেন। তখন তিনি আত্মা দ্বারা আত্মায় আত্মাকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। যাহা পরাৎপর, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, নিরবগ্রহ, নিরঞ্জন, নিরাভাস; যাহাতে পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন; যাহার অপ্রকাশে না ভানু, না অগ্নি, না শশী, অন্য কোন জ্যোতি, কাহারই প্রকাশ হয় না; কিম্বা মারুতের গতিও সম্ভবে না, বস্তু বিচারে যাহাকে কেবল সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম হইতেও অতীত বলিয়া অবধারণ করা হয় এবং যাহা অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার, নিরাময় ও জ্ঞপ্তিমাত্র-স্বরূপ; সন্ন্যাসিগণ সেই পরম পদেই প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যে বস্তু শব্দাতীত, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সত্তামাত্র, জ্ঞানগম্য ও অগম্য বলিয়া মন্ত্রময় বেদ ও আগমে সতত উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ পিনাকপাণি ঈশ্বর বৃষধ্বজই সেই বস্তুস্বরূপ। সেই সাক্ষাৎ বৃষধ্বজই তপস্বীর বেশে মকরধ্বজকে নিহত করিয়াছেন। লোমশ কহিলেন,—তৎকালে গিরিজা দেবী পরম তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই তপস্যায় স্বয়ং রুদ্রও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। দেবী পার্ব্বতী সর্ব্বার্থপ্রদ কেবল স্বস্বরূপ শম্ভুকে তপস্যায় জয় করিয়াছিলেন। দেবী যখন তপস্যায় তাঁহাকে জয় করিলেন, তখন তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া যথায় পার্ব্বতী ছিলেন, সেইখানে সত্বর গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেবদেব পিনাকপাণি দেখিলেন,—পার্ব্বতী সখিগণে পরিবৃত হইয়া শশিকলার ন্যায় তত্রত্য বেদীর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর তখন বটুরূপ ধারণ করিলেন এবং ব্রহ্মচারিবেশে সেই সখীগণের মধ্যে গিয়া বলিলেন,—হে সখীগণ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশাঙ্গী কি নিমিত্ত সখীগণ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন? ইনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কেনই বা তপস্যা করিতেছেন? তোমরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ আমার নিকট বর্ণন কর। ৩০—৪৪। তখন জয়ানাম্নী সখী রুদ্রের নিকট পার্ব্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণন করিলেন। তিনি কহিলেন,—ইনি হিমালয়ের দুহিতা; তপস্যা করিয়া রুদ্রকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্যই এইখানে উপবেশনপূর্ব্বক অন্যের অসাধ্য তীব্র তপস্যা করিতেছেন। হে বটো! তোমার প্রশ্ন বিষয়ে আমার এই সত্য বাক্য অবগত হও। জয়ার সেই বাক্য শুনিয়া বটুরূপী মহেশ হাস্যপূর্ব্বক অন্যান্য সখীগণের সমক্ষে এই কথা কহিলেন যে, হে সখীগণ! জানিলাম,—এই পার্ব্বতী নিতান্তই মূঢ়-স্বভাবা; ইহার হিতাহিত কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। এই বালিকা

প্রাপ্ত্যর্থমেব চ ॥ ৪৯ ॥ সোঽমঙ্গলঃ কপালী চ শ্মশানালয় এব চ। অশিবঃ শিবশব্দেন ভণ্যতে চ বৃথাথ বৈ ॥ ৫০ ॥ অনয়া হি বৃতো রুদ্রো যদা সখ্যঃ সমেষ্যতি। তদেয়মশুভা তন্বী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ যো দক্ষশাপাদ্বিকৃতো যজ্ঞবাহ্যো-ঽভবদ্বিটঃ। যে হ্যঙ্গভূতাঃ সর্ব্বস্য সর্পা হ্যাসন্মহাবিষাঃ ॥ ৫২ ॥ শবভস্মান্বিতো রুদ্রঃ কৃত্তিবাসা হ্যমঙ্গলঃ। পিশাচৈঃ প্রমথৈর্ভূতৈরাবৃতো হি নিরন্তরম্ ॥ ৫৩ ॥ তেন রুদ্রেণ কিং কার্য্যমনয়া সুকুমারয়া। নিবার্য্যতাং সখীভিশ্চ মর্ত্তুকামা পিশাচবৎ ॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্রং হিত্বা মনোজ্ঞং চ যমং চৈব মহাপ্রভম্। নৈর্ঋতং চ বিশালাক্ষং বরুণং চ অপাং পতিম্ ॥ ৫৫ ॥ কুবেরং পবনং চৈব তথৈব চ বিভাবসুম্। এবমাদীনি বাক্যানি উবাচ পরমেশ্বরঃ। সখীনাং শৃণ্বতীনাঞ্চ যত্র সা তপসি স্থিতা ॥ ৫৬ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রুদ্রস্য বটুরূপিণঃ। চুকোপ চ শিবা সাধ্বী মহেশং বটুরূপিণম্ ॥ ৫৭ ॥ জয়ে ত্বং বিজয়ে সাধ্বি প্রম্লোচে-ঽপ্যথ সুন্দরি। সুলোচনে মহাভাগে সমীচীনং কৃতং হি মে ॥ ৫৮ ॥ কিমেতস্য বটোঃ কার্য্যং ভবতীনামিহাধুনা। বটুস্বরূপমাস্থায় আগতো দেবনিন্দকঃ ॥ ৫৯ ॥ অয়ং বিসৃজ্যতাং সখ্যঃ কিমনেন প্রয়োজনম্। বটুস্বরূপিণং রুদ্রং কুপিতা সা ততোঽব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ বটো গচ্ছাশু ত্বরিতো ন স্থেয়ঞ্চ ত্বয়াধুনা। কিমনেন প্রলাপেন তব নাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৬১ ॥ বটুর্নির্ভৎসিতস্তত্র তয়া চৈবং তদা পুনঃ। প্রহস্য বৈ স্থিরো ভূত্বা পুনর্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ শনৈঃশনৈরবিতথং বিজয়াং প্রতি সত্বরম্। কস্মাৎ কোপস্তয়া তন্বি কৃতঃ কেনৈব হেতুনা ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বেষামপি তদ্বাচ্যং বচনং সূক্তমেব যৎ। যথোক্তেন চ বাক্যেন কস্মাত্তন্বী প্রকোপিতা ॥ ৬৪ ॥ যঃ শম্ভুরুচ্যতে লোকে ভিক্ষুকো ভিক্ষুকপ্রিয়ঃ। যদি মে হ্যনৃতং প্রোক্তং তদা কোপ ইহোচিতঃ ॥ ৬৫ ॥ ইয়ং তাবৎ সুরূপা চ বিরূপোঽসৌ সদাশিবঃ। বিশালাক্ষী ত্বিয়ং বালা বিরূপাক্ষো

সেই রুদ্রকে পাইবার জন্য কেন বৃথা তপস্যা করিতেছে? সেই রুদ্র অমঙ্গল, কপালী, শ্মশানবাসী, ও অশিব; বৃথাই তাহাকে শিবশব্দে অভিহিত করা হয়। সখীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ—এই বালা যেমন সেই রুদ্রকে পতিত্বে বরণ করিবে, অমনি অমঙ্গলরূপিণী হইবে! এ কথা নিশ্চয়ই। যে বিটস্বভাব ব্যক্তি দক্ষশাপে যজ্ঞবাহ্য হইয়াছিল, মহাবিষ সর্প সকল যাহার অঙ্গে বিরাজ করিতেছে, যে অমঙ্গলমূর্ত্তি কৃত্তিবাস রুদ্র চিতাভস্মে সমাবৃত এবং পিশাচ ভূত ও প্রমথবৃন্দে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত; সুকুমারী এই বালা সেই কঠোর রুদ্রকে লইয়া কি করিবে? তোমরা সব সখী আছ, পিশাচের ন্যায় মরণাকাঙ্ক্ষিণী তোমাদের সখীকে তোমরা নিবারণ কর। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, মহাপ্রভ যম, বিশালনয়ন নৈর্ঋত, জলপতি বরুণ, যক্ষরাজ কুবের, মহাবল পবন কিম্বা মহাপ্রভাব অগ্নি আছেন, ইহাঁদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোরকর্ম্মা রুদ্রের প্রতি ইহার আসক্তি হইতেছে কেন? যেখানে পার্ব্বতী তপস্যা করিতেছিলেন, পরমেশ্বর তথায় সখীদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া এবম্বিধ বাক্য বলিলেন। বটুরূপী রুদ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সাধ্বী শিবা তখন তৎপ্রতি কুপিতা হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—হে জয়ে! হে বিজয়ে! হে সাধ্বি সুন্দরি প্রম্লোচে! আর হে মহাভাগে সুলোচনে! তোমরা আমার বড় ভাল কার্য্যই করিতেছ! এই বটুর উপস্থিতিতে তোমাদের এখন এখানে কি প্রয়োজন আছে? এই দেবনিন্দক ব্যক্তি বটুরূপ ধরিয়া এখানে আগমন করিয়াছে। হে সখীগণ! ইহাকে বিদায় দাও; ইহা দ্বারা প্রয়োজন কি? অনন্তর পার্ব্বতী কুপিতা হইয়া বটুরূপী রুদ্রের প্রতি বলিলেন—হে বটো! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান কর; তোমার এ স্থানে এখন স্থান হইবে না। তুমি যে প্রলাপ বকিতেছ, সেরূপ প্রলাপেরও কোন আবশ্যক নাই ।৪৫—৬১। পার্ব্বতী বটুকে এইরূপ তিরস্কার করিলে তখন সেই বটু পুনরায় স্থিরভাবে বিজয়ার নিকট ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর উদ্দেশে এই অবিতথ বাক্য বলিলেন যে, হে তন্বি! কেন—কিজন্য তুমি কোপ করিতেছ? যাহা যথার্থ বাক্য, তাহা সকলের প্রতিই বলা যাইতে পারে। আমি যথার্থ বাক্যই বলিয়াছি; সে জন্য তুমি কুপিতা হইতেছ কেন? জগতে যিনি শম্ভুনামে নিরূপিত, তিনি ভিক্ষুক এবং ভিক্ষুকপ্রিয়। যদি আমার এই বাক্য অসত্য হইত, তাহা হইলে তোমার কোপ করা অনুচিত হইত না। এই তুমি সুরূপা নারী, আর সদাশিব হইলেন বিরূপ; তুমি বিশালাক্ষী বালা, আর

ভবস্তথা ॥ ৬৬ ॥ এবম্ভূতেন রুদ্রেণ মোহিতেয়ং কথং ভবেৎ। সভাগ্যো হি পতিঃ স্ত্রীণাং সদা ভাব্যো রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ ইয়ং কথং মোহিতাস্তি নির্গুণেন গুণাত্মিকা। ন শ্রুতো ন চ বিজ্ঞাতো ন দৃষ্টঃ কেন বা শিবঃ ॥ ৬৮ ॥ সকামানাঞ্চ ভূতানাং দুর্লভো হি সদাশিবঃ। তপসা পরমেণৈব গর্ব্বিতেয়ং সুমধ্যমা ॥ ৬৯ ॥ নিঃস্তম্ভো হি সদা স্থাণুঃ কথং প্রাপ্স্যতি তং পতিম্। ময়োক্তং কিং বিশালাক্ষি কস্মান্নো রুষিতাধুনা ॥ ৭০ ॥ যাবদ্রোষো ভবেন্নৃণাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ। তেন রোষেণ তৎ সর্ব্বং ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ সুকৃতং চাৰ্জ্জিতং তন্বি সত্যমেবোদিতং সতি। কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দম্ভো মাৎসর্য্যমেব চ ॥ ৭২ ॥ হিংসের্ষ্যা চ প্রপঞ্চশ্চ তেন সর্ব্বং বিনশ্যতি। তস্মাত্তপস্বিভির্যুক্তং কামক্রোধাদিবৰ্জ্জনম্ ॥ ৭৩ ॥ যদীশ্বরো হৃদি মধ্যে বিভাব্যো মনীষিভিঃ সর্ব্বদা জ্ঞপ্তিমাত্রঃ। তদা সর্ব্বৈর্মুনিবৃত্ত্যা বিভাব্যস্তপস্বিভির্নান্যথা চিন্তনীয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শম্ভোস্তদাব্রবীদ্বিজয়া তচ্চ সর্ব্বম্। গচ্ছাত্র কিঞ্চিত্তব নাস্তি কার্য্যং ন বক্তব্যং বচনং বালিশাস্তৎ ॥ ৭৫ ॥ এবং বিবদমানং তং বটুরূপং সদাশিবম্। বিসৰ্জ্জয়ামাস তদা বিজয়া বাক্যকোবিদা ॥ ৭৬ ॥ তিরোধানং গতঃ সদ্যো মহেশো গিরিজাং প্রতি। অলক্ষ্যমাণঃ সর্ব্বাসাং সখীনাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রাদুর্বভূব সহসা নিজরূপধরস্তদা। যদা ধ্যানস্থিতা দেবী নিজধ্যানপরা সতী ॥ ৭৮ ॥ তদা হৃদিস্থো দেবেশো বহির্দৃষ্টিচরোঽভবৎ। নেত্রে উন্মীল্য সা সাধ্বী গিরিজায়তলোচনা। অপশ্যদ্দেবদেবেশং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ৭৯॥ দ্বিভুজং চৈকবক্ত্রঞ্চ কৃত্তিবাসসমদ্ভুতম্। কপৰ্দ্দং চন্দ্ররেখাঙ্কং নিবীতং গজচর্ম্মণা ॥ ৮০ ॥ কর্ণস্থৌ হি মহানাগৌ কম্বলাশ্বতরৌ তদা। বাসুকিঃ সর্পরাজশ্চ কৃতাহারো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৮১ ॥ বলয়ানি মহার্হাণি তদা সর্পময়ানি চ। কৃতানি তেন রুদ্রেণ তথা শোভাকরাণি চ ॥ ৮২ ॥ এবম্ভূতস্তদা শম্ভুঃ পাৰ্ব্বতীং প্রতি চাগ্রতঃ। উবাচ ত্বরয়া যুক্তো বরং বরয় ভামিনি ॥ ৮৩ ॥

ভবদেব হইলেন বিরূপাক্ষ; এবম্বিধ বিষমাকৃতি রুদ্রকে পতিরূপে বরণ করিবার মোহ তোমার কেন হইল? দেখ বিজয়ে! ভাগ্যবান্ পতিই রমণীগণের সতত রতিপ্রিয় হইয়া থাকে। সদাশিব নির্গুণ, আর গুণশালিনী বালা কিরূপে তাঁহার দ্বারা মোহিত হইল? শিব কাহারই শ্রুত, বিজ্ঞাত বা দৃষ্ট নহে। যে সকল প্রাণী সকাম, সদাশিবকে পাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই তোমাদের সখী সুমধ্যমা বালা তপস্যায় গর্ব্বিত হইয়াছেন; কিন্তু স্থাণু সর্ব্বদাই অনভিগম্য; সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে পতিরূপে ইনি প্রাপ্ত হইবেন? অয়ি বিশালাক্ষি! আমার এই উক্তি কি অসত্য? যদি না হয়, তবে কেন আমার প্রতি কুপিতা হইয়াছ? নরগণের বিশেষতঃ নারীদিগের যদি কোপ জন্মে, তবে সেই কোপে তাহাদের সকল সুকৃতই ভস্মীভূত হইয়া যায়। হে তন্বি! হে সতি! তুমি সুকৃত অর্জ্জন করিয়াছ, এ কথা সত্যই বলিতেছি। তোমার এই সুকৃতের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ঈর্ষা, ও প্রপঞ্চ, সকলই বিনষ্ট হইবে। অতএব কাম-ক্রোধাদির বৰ্জ্জন তপস্বিগণের পক্ষে যখন একান্তই বিধেয়, মনীষিগণের যখন হৃদয়মধ্যে জ্ঞপ্তিমাত্র ঈশ্বরকেই ভাবনা করা উচিত, তখন তপস্বিমাত্রেরই মুনিবৃত্তি অবলম্বনীয় এবং সেই ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তাঁহাদের ভাবনা করা অবৈধ। তৎকালে শম্ভুর এই কথা শুনিয়া বিজয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে অবোধ! তুমি এ স্থান হইতে অন্যত্র যাও; তোমা দ্বারা প্রয়োজন নাই। তুমি আর ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। সদাশিব বটুরূপে ঐরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে বাক্যাভিজ্ঞা বিজয়া তাঁহাকে তখন বিদায় দিলেন। মহেশ তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। পাৰ্ব্বতীর সখীগণ সেই পরমেশ্বরকে আর লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।৬২—৭৭। তিনি অনন্তর সহসা স্বীয় রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। সতী ধ্যানাবলম্বনে যে দেবদেবকে হৃদয়ে অবস্থিত দেখিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, আয়তনয়না গিরিজা নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া বাহিরেও দেখিলেন,—তাঁহার সেই আরাধ্য দেবদেব বিরাজ করিতেছেন। পাৰ্ব্বতী দেখিলেন,—সেই সর্ব্বলোকমহেশ্বর দেবদেব দ্বিভুজ, একবক্ত্র, কৃত্তিবাস, অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন, চন্দ্ররেখাঙ্কিত, ও গজচর্ম্ম-ধারী; তাঁহার উভয় কর্ণে কম্বল ও অশ্বতর নামক সর্পদ্বয় বিরাজিত। সর্পরাজ মহাপ্রভ বাসুকি তদীয় হারস্থানীয় হইয়া সুশোভিত; তাঁহার মহার্হ বলয়গুলি সকলই সর্পময়। সেই রুদ্রদেব সেই সকল সুন্দরবলয় ধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ আকৃতি-সম্পন্ন শম্ভু তখন পাৰ্ব্বতীর প্রতি বলিলেন,—অয়ি ভামিনি! তুমি

ব্রীড়য়া পরয়া যুক্তা সাধ্বী প্রোবাচ শঙ্করম্। ত্বং নাথো মম দেবেশ ত্বয়া কিং বিস্মৃতং পুরা॥ ৮৪॥ দক্ষযজ্ঞবিনাশঞ্চ যদর্থং কৃতবান্ প্রভো। স ত্বং সাহং সমুৎপন্না মেনায়াং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৮৫॥ দেবানাং দেবদেবেশ তারকস্ত বধং প্রতি। ভবতো হি ময়া দেব ভবিষ্যতি কুমারকঃ॥ ৮৬॥ তস্মাত্ত্বয়া হি কর্ত্তব্যং মম বাক্যং মহেশ্বর। গন্তব্যং হিমবৎপার্শ্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮৭॥ যাচস্ব মাং মহাদেব ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ। করিষ্যতি ন সন্দেহস্তব বাক্যঞ্চ মে পিতা॥ ৮৮॥ দক্ষকন্যা পুরাহং বৈ পিত্রা দত্তা যদা তব। যথোক্তবিধিনা তত্র বিবাহো ন কৃতস্ত্বয়া॥ ৮৯॥ ন গ্রহাঃ পূজিতাস্তেন দক্ষেণ চ মহাত্মনা। গ্রহাণাং বিষয়ত্বেন সচ্ছিদ্রোহয়ং মহানভূৎ॥ ৯০॥ তস্মাদ্‌-যথোক্তবিধিনা কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত। বিবাহং স্বং মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৯১॥ তদোবাচ মহাবাহু গিরিজাং প্রহসন্নিব। স্বভাবেনৈব তৎ-সর্ব্বং জঙ্গমাজঙ্গমং মহৎ। জাতং ত্বয়া মোহিতঞ্চ ত্রিগুণৈঃ পরিবেষ্টিতম্॥ ৯২॥ অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নং মহত্তত্ত্বঞ্চ পার্ব্বতি। মহত্তত্ত্বাত্তমো জাতং তমসা বেষ্টিতং নভঃ॥ ৯৩॥ নভসো বায়ুরুৎপন্নো বায়ো-রগ্নিরজায়ত। অগ্নেরাপঃ সমুৎপন্না অম্ভ্যো জাতা মহী তদা॥ ৯৪॥ মহ্যাদিকানি স্থাণুনি চরাণি চ বরাননে। দৃশ্যং যৎ সর্ব্বমেবৈতন্নশ্বরং বিদ্ধি মানিনি॥ ৯৫॥ একোঽনেকত্বমাপন্নো নির্গুণো হি গুণাবৃতঃ। সজ্যোতির্ভাতি যো নিত্যং পরজ্যোৎস্নান্বিতো-ঽভবৎ। স্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্রশ্চ ত্বয়া দেবি মহৎ কৃতম্॥ ৯৬॥ মায়াময়ং কৃতমিদঞ্চ জগৎ সমগ্রং সর্ব্বাত্মনা অবধৃতং পরয়া চ বুদ্ধ্যা। সর্ব্বাত্মভিঃ সুকৃতিভিঃ পরমার্থভাবৈঃ সংসক্তিরিন্দ্রিয়গণৈঃ পরিবেষ্টিতঞ্চ॥ ৯৭॥ কে গ্রহাঃ কে উড়ুগণাঃ কে বাধ্যন্তে ত্বয়া কৃতাঃ। বিমুক্তং চাধুনা দেবি সর্ব্বার্থং বরবর্ণিনি॥৯৮॥ গুণকার্য্যপ্রসঙ্গেন আবাং প্রাদুর্ভবং কৃতঃ। ত্বং হি বৈ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী॥ ৯৯॥ ব্যাপার-দক্ষা সততমলকৈব সুমধ্যমে। হিমালয়ং ন গচ্ছামি

সত্বর বর গ্রহণ কর। তখন সাধ্বী পার্ব্বতী লজ্জিতা হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে দেবেশ! তুমিই আমার নাথ; এ কথা কি তুমি ভুলিয়াছিলে? হে প্রভো! পূর্ব্বে তুমি আমারই জন্য দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলে; সেই তুমি, সেই আমি, আমি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মেনার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। হে দেবদেবেশ! তারকাসুরের বধের নিমিত্ত তোমা হইতে আমার গর্ভে এক কুমার উৎপন্ন হইবে। অতএব হে মহেশ্বর! আমার বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে হিমালয়সমীপে গমন কর; এ কার্য্যে আর সংশয় করিও না। হে মহাদেব! আমার পিতার নিকট গিয়া তুমি আমায় প্রার্থনা কর; পিতা ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে আমি যখন দক্ষকন্যা ছিলাম, সেই অবস্থায় পিতা আমায় তোমার করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সে বিবাহ যথাবিধি নির্ব্বাহিত হয় নাই। মহাত্মা দক্ষ সেই বিবাহে গ্রহগণের পূজা করেন নাই। তাহাতে গ্রহের কোপদৃষ্টিতে সে বিবাহ বিশেষরূপে সচ্ছিদ্র হইয়াছিল। অতএব হে সুব্রত। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি এক্ষণে যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ কর। তখন মহাবাহু মহাদেব হাস্যপূর্ব্বক গিরিজাকে কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! স্বভাববশেই এই চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, মোহিত ও ত্রিগুণাক্রান্ত হইয়া আছে। অহঙ্কার হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে তমোগুণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আকাশ তমো দ্বারা আবৃত; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে। হে বরাননে! এই দৃশ্য-মান ক্ষিতি প্রভৃতি যে কিছু স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু আছে, এতৎসমস্তই নশ্বর বলিয়া বিদিত হইবে। ৭৮—৯৫। একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশ পরম প্রভাসম্পন্ন পদার্থই নিত্য বিভাত হইতেছেন। তিনি এক হইয়াও অনেক এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তাঁহাকে স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র উভয় আখ্যায়ই অভিহিত করা যায়। হে দেবি! তুমিই প্রকৃতিরূপে এই মায়াময় বিশাল বিশ্ব বিস্তার করিয়াছ এবং পরম বুদ্ধিযোগে সর্ব্ব-প্রকারে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। সর্ব্বাত্মদর্শী সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ পরমার্থদৃষ্টিতে এই বিশ্বকে কেবল একটা ইন্দ্রিয়বেষ্টিত সমষ্টি বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এক পরমার্থ ই বিদ্যমান; সুতরাং কেই বা গ্রহগণ এবং কেই বা উড়ুগণ? এই সকলই তোমার কৃত; কে কাহার বাধা জন্মাইবে? বিশেষতঃ হে বর-বর্ণিনি! শিবের নিমিত্ত সমস্তই অধুনা বাধামুক্ত। আমরা গুণকার্য্যপ্রসঙ্গে অবতার গ্রহণ করিয়াছি। তুমি প্রকৃতি সূক্ষ্মা, সত্ত্ব রজ ও তমোময়ী, সর্ব্বদা

ন যাচামি কথঞ্চন ॥ ১০০ ॥ দেহীতি বচনাৎ সদ্যঃ পুরুষো যাতি লাঘবম্। ইত্থং জ্ঞাত্বা চ ভো দেবি কিমস্মাকং বদস্ব বৈ ॥ ১০১ ॥ কার্য্যং তদাজ্ঞয়া ভদ্রে তৎসর্ব্বং বক্তুমর্হসি। তেনোক্তাত্র তদা সাধ্বী উবাচ কমলেক্ষণা ॥১০২॥ ত্বমাত্মা প্রকৃতিশ্চাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তথাপি শম্ভো কর্ত্তব্যং মম চোদ্বহনং মহৎ ॥ ১০৩ ॥ দেহো হ্যবিদ্যয়াক্ষিপ্তো বিদেহো হি ভবান্ পরঃ। তথাপ্যেবং মহাদেব শরীরাবরণং কুরু ॥ ১০৪ ॥ প্রপঞ্চরচনাং শম্ভো কুরু বাক্যান্মম প্রভো। যাচস্ব মাং মহাদেব সৌভাগ্যং চৈব দেহি মে ॥ ১০৫ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ স তয়া মহাত্মা মহেশ্বরো লোকবিড়ম্বনায়। তথেতি মত্বা প্রহসন জগাম স্বমালয়ং দেববরৈঃ সুপূজিতঃ ॥ ১০৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র হিমবান্ গিরিভিঃ সহ। মেনয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধমাজগাম ত্বরান্বিতঃ ॥ ১০৭ ॥ পার্ব্বতীদর্শনার্থঞ্চ সুতৈশ্চ পরিবারিতঃ। তেন দৃষ্টা মহাদেবী সখীভিঃ

সর্ব্ব ব্যাপারে দক্ষ। অতএব হে সুমধ্যমে! আমি হিমালয়ে যাইব না; বা তাহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিব না। কেন না, 'দেহি দেহি' বাক্যে পুরুষ সত্বরই লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! তুমি এইরূপ অবগত হইয়া আমাদিগের সম্বন্ধে আর কি বলিতে চাও? হে ভদ্রে! তোমার আদেশে সমস্ত কার্য্য আমার করণীয়; অতএব তুমি বল। তখন শম্ভুর কথায় সাধ্বী কমলাক্ষী পার্ব্বতী কহিলেন,—তুমি আত্মা; আমি প্রকৃতি। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি হে শম্ভো! আমাকে বিবাহ করা আপনার এখন কর্ত্তব্য হইতেছে। যাহা দেহ—তাহা অবিদ্যায় আবৃত; কিন্তু আপনি বিদেহ পরম পুরুষ, তথাচ হে মহাদেব! আপনি দেহাবরণ ধারণ করুন। হে প্রভো! শম্ভো! আমার কথানুসারে আপনি প্রপঞ্চ রচনা করুন। হে মহাদেব! আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন,—করিয়া আমায় সৌভাগ্য দান করুন। দেবী পার্ব্বতী মহাত্মা মহেশ্বরকে এই কথা কহিলে, লোকবিড়ম্বনার নিমিত্ত তিনি সেই কথায়ই 'তথাস্তু' বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। গমনকালীন প্রধান প্রধান দেবগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে হিমালয় স্বীয় ভার্য্যা মেনকা, অন্যান্য গিরিবৃন্দও স্বীয় সুতগণসহ সত্বর পার্ব্বতীকে দেখিবার জন্য সেইখানে আগমন করিলেন; আসিয়া সেই

পরিবারিতা ॥ ১০৮ ॥ পার্ব্বত্যা চ তদা দৃষ্টো হিমবান্ গিরিভিঃ সহ। অভ্যুত্থানপরা সাধ্বী প্রণম্য শিরসা তদা। পিতরৌ চ তদা ভ্রাতৄন্ বন্ধূংশ্চৈব চ সর্ব্বশঃ ॥ ১০৯ ॥ স্বমঙ্কমারোপ্য মহাযশাস্তদা সুতাং পরিষ্বজ্য চ বাষ্পপূরিতঃ। উবাচ বাক্যং মধুরং হিমালয়ঃ কিং বৈ কৃতং সাধ্বি যথাতথেন ॥ ১১০ ॥ তৎ কথ্যতাং মহাভাগে সর্ব্বং শুশ্রূষতাং হি নঃ। তচ্ছ্রুত্বা মধুরং বাক্যমুবাচ পিতরং প্রতি ॥ ১১১ ॥ তপসা পরমেণৈব প্রার্থিতো মদনান্তকঃ। শাস্তঞ্চ মে মহৎ কার্য্যং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্ ॥ ১১২ ॥ তত্র তুষ্টো মহাদেবো বরণার্থং সমাগতঃ। স ময়োক্তস্তদা শম্ভুর্মম পাণিগ্রহঃ কথম্ ॥ ১১৩ ॥ ক্রিয়তে চ তদা শম্ভো মম পিত্রা বিনাধুনা। যথাগতেন মার্গেণ গতোহসৌ ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ১১৪ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অবাপ পরমাং মুদম্ ॥ বন্ধুভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা উবাচ স্বসুতাং পুনঃ ॥ ১১৫ ॥ স্বগৃহং চাদ্য গচ্ছামো বয়ং সর্ব্বে চ ভূধরাঃ। অনয়ারাধিতো দেবঃ পিনাকী বৃষভধ্বজঃ ॥ ১১৬ ॥ ইত্যুচুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হিমালয়পুরোগমাঃ।

সখীগণ-পরিবৃতা পার্ব্বতীকে দেখিলেন। সাধ্বী পার্ব্বতীও অন্যান্য পর্ব্বতবৃন্দ সহ হিমালয়কে দর্শন করিলেন—দেখিয়াই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা পিতা মাতা ও বন্ধুগণের পাদ বন্দনা করিলেন। মহাযশা হিমালয় তখন কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে সাধ্বি! হে মহাভাগে! তুমি এতকাল কি করিয়াছ, তাহা যথাযথ বর্ণন কর; আমরা শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। তৎশ্রবণে পার্ব্বতী পিতাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—আমি কঠোর তপস্যা করিয়া মদনারিকে প্রার্থনা করিযাছি। আমার সেই সর্ব্বজন-দুর্লভ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, মহাদেব আমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাকে বরিয়া লইতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—হে শম্ভো! মদীয় পিতার অনুপস্থিতিতে আপনি আমার পাণিপীড়ন করিবেন কিরূপে? আমার এই কথার পর ত্রিপুরহর যথাস্থানে গমন করিয়াছেন। ৯৬—১১৪। ধর্ম্মাত্মা হিমালয় কন্যার সেই বাক্য শুনিয়া বন্ধুগণ সহ পরম প্রীত হইলেন এবং স্বীয় কন্যাকে পুনরায় কহিলেন,—হে ভূধরগণ! আইস, এখন আমরা স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করি। আমার এই কন্যা বৃষধ্বজ পিনাকপাণিকে আরাধনা করিয়াছেন।

পার্ব্বতীসহিতাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুর্বাগ্‌ভিরাদৃতাঃ ॥ ১১৭ ॥ তাং স্তূয়মানাঞ্চ তদা হিমালয়ো হ্যারোপ্য চাংসং বর-বর্ণিনীঞ্চ। সর্ব্বেঽথ শৈলাঃ পরিবার্য্য চোৎসুকাঃ সমানয়ামাসুরথ স্বমালয়ম্ ॥ ১১৮ ॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ শঙ্খতূর্য্যাণ্যনেকশঃ। বাদিত্রাণি বহূন্যেব বাদ্যমানানি সর্ব্বশঃ ॥ ১১৯ ॥ পুষ্পবর্ষেণ মহতা তেনানীতা গৃহং প্রতি ॥ ১২০ ॥ সা পূজ্যমানা বহুভি-স্তদানীং মহাবিভূত্যুল্লসিতা তপস্বিনী। তথৈব দেবৈঃ সহ চারণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ সিদ্ধগণৈশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১২১ ॥ পূজ্যমানা তদা দেবী উবাচ কমলাসনম্। দেবানৃষীন্ পিতৄন্ যক্ষানন্যান্ সর্ব্বান্ সমাগতান্ ॥১২২॥ গচ্ছধ্বং সর্ব্ব এবৈতে যেঽন্যে হ্যত্র সমাগতাঃ। স্বং স্বং স্থানং যথাজোষং সেব্যতাং পরমেশ্বরঃ ॥ ১২৩ ॥ এবং তদানীং স্বপিতুর্গৃহং গতা সংশোভমানা পরমেণ বর্চ্চসা। সা পার্ব্বতী দেববরৈঃ সুপূজিতা সঞ্চিন্তয়ন্তী মনসা সদাশিবম্ ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বত্যৈ শঙ্করেণ স্বরূপদর্শনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহেশেন প্রণোদিতাঃ। আজগ্মুঃ সহসা সদ্য ঋষয়োঽপি হিমালয়ম্ ॥ ১ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় হিমাদ্রিঃ প্রীতমানসঃ। পূজয়ামাস তান্ সর্ব্বানুবাচ নতকন্ধরঃ ॥ ২ ॥ কিমর্থমাগতা যূয়ং ক্রূতাগমনকারণম্। তদোচুঃ সপ্ত ঋষয়ো মহেশপ্রেরিতা বয়ম্ ॥ ৩ ॥ সমাগতাস্ত্বৎ-সকাশং কন্যায়াশ্চ বিলোকনে। তানস্মান্ বিদ্ধি ভোঃ শৈল স্বাং কন্যাং দর্শয়াশু বৈ ॥ ৪ ॥ তথেত্যুক্ত্বা ঋষিগণানানীতা তত্র পার্ব্বতী। স্বোৎসঙ্গে পরি-গৃহ্যাশু গিরীন্দ্রঃ পুত্রবৎসলঃ। হিমবান্ গিরিরাজোঽথ উবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৫ ॥ ইয়ং সুতা মদীয়া হি বাক্যং শৃণুত মে পুনঃ। তপস্বিনাং বরিষ্ঠোঽসৌ বিরক্তো মদনান্তকঃ ॥ ৬ ॥ কথমুদ্বহনার্থী চ যেনানঙ্গঃ কৃতঃ স্মরঃ। অত্যাসন্নে চাতিদূরে আঢ্যে ধনবিবর্জ্জিতে। বৃত্তিহীনে চ মূর্খে চ কন্যাদানং ন শস্যতে ॥ ৭ ॥

হিমালয়প্রমুখ সুরগণ এই কথা কহিলেন এবং সকলেই পার্ব্বতী সহ মিলিত হইয়া সমাদর সহকারে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিমালয় সেই বরবর্ণিনী গিরিনন্দিনীকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া হিমালয়ে উপনীত হইলেন। সমস্ত শৈলগণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পার্ব্বতীর স্তব করিতে করিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক চলিলেন। তখন দেবদুন্দুভি, শঙ্খ, তূর্য্য ও অন্যান্য বহু বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। প্রবল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হিমালয় স্বীয় নন্দিনীকে গৃহে লইয়া আসি-লেন। সে কালে পার্ব্বতী বহুজনের নিকট পূজিত হইলেন। তপস্বিনী মহাবিভূতিযোগে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও চারণগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তখন দেবী গিরিজা সমাগত ব্রহ্মা, অন্যান্য দেব, ঋষি, পিতৃ, যক্ষ ও নাগগণকে কহিলেন,—আপনারা এবং অন্য যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন এবং যথাসাধ্য সকলেই সেই মহেশ্বরকে সেবা করিতে থাকুন। এই বলিয়া পার্ব্বতী স্বীয় পিত্রালয়ে গিয়া পরম শোভায় সুশোভিত হইলেন। দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মনে মনে মহাদেবকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১৫—১২৪।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—ইত্যবসরে মহেশ-প্রেরিত ঋষিগণ সহসা হিমালয়ের নিকট আগমন করিলেন। হিমালয় তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সত্বর উত্থিত হইয়া নতশিরে প্রীতিপূর্ণ-মনে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন—আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন? আপনাদের আগমন-কারণ ব্যক্ত করুন। তখন মহেশ-প্রেরিত সপ্তর্ষি বলিলেন,—আমরা তোমার কন্যাদর্শনার্থ আগমন করিয়াছি; অতএব হে শৈলরাজ! আমাদিগকে তোমার কন্যা প্রদর্শন কর। হিমালয় তৎশ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় কন্যা পার্ব্বতীকে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল গিরিরাজ কন্যাকে স্বীয় উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া হাসি-হাসি-মুখে কহিলেন,—ঋষিগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; এই আমার কন্যা দেখুন। তপস্বিগণের গরিষ্ঠ বিষয়-বিরক্ত হর—যিনি মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, তিনি কিরূপে আমার কন্যার পাণিপীড়নার্থী হইতে পারেন? আপনারা জানেন—

মূঢ়ায় চ বিরক্তায় আত্মসম্ভাবিতায় চ। আতুরায় প্রমত্তায় কন্যাদানং ন কারয়েৎ ॥ ৮ ॥ তস্মান্ময়া বিচার্য্যৈব ভবদ্ভির্ম্মুনিসত্তমাঃ। প্রদাতব্যা মহেশায় এতন্মে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা গিরিরাজস্য বচনং তে মহর্ষয়ঃ। ঐকপদ্যেন উচুস্তে প্রহস্য চ হিমালয়ম্ ॥ ১০ ॥ যয়া কৃতং তপস্তীব্রং যয়া চারাধিতঃ শিবঃ। তপসা তেন সন্তুষ্টঃ প্রসন্নোঽদ্য সদাশিবঃ ॥ ১১ ॥ অস্যাস্তস্য চ ভোঃ শৈল ন জানাসি চ কিঞ্চন। মহিমানং পরঞ্চৈব তস্মাদেনাং প্রযচ্ছ বৈ ॥ ১২ ॥ শিবায় গিরিজামেনাং কুরুষ্ব বচনং হি নঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥ উবাচ ত্বরয়া যুক্তঃ পর্ব্বতান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ। হে মেরো হে নিষধ কিং গন্ধমাদন মন্দর। মৈনাক ক্রিয়তামদ্য সংসদ্ধঞ্চ যথাতথম্ ॥ ১৪ ॥ মেনা তদা উবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদা। অধুনা কিং বিমর্শেন কৃতং কার্য্যং তদৈব হি ॥ ১৫ ॥ উৎপন্নেয়ং মহাভাগা দেবকার্য্যার্থমেব চ। প্রদাতব্যা শিবায়েতি শিবস্যার্থেঽবতারিতা ॥ ১৬ ॥ অনয়ারাধিতো রুদ্রো রুদ্রেণ পরিভাবিতা। ইয়ং সতী মহাভাগা শিবায় প্রতিদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥ নিমিত্তমাত্রঞ্চ কৃতং তয়া বৈ শিবপূজনে। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যা মেনায়াঃ পরিভাষিতম্ ॥ ১৮ ॥ পরিতুষ্টো হিমাদ্রিশ্চ বাক্যং চেদমুবাচ হ। ঋষীন্ প্রতি নিরীক্ষ্যংস্তাং কন্যেয়ং মম সম্প্রতি ॥ ১৯ ॥ ততঃ সমানীয় সুলোচনাং তাং শ্যামাং নিতম্বার্পিতমেখলাং শুভাম্। বৈদূর্য্যমুক্তাবলয়ান্ দধানাং ভাস্বৎপ্রভাং চান্দ্রমসীং ব রেখাম্ ॥ ২০ ॥ লাবণ্যামৃতবাপিকাং সুবদনাং গৌরীং সুবাসাং শুভাং দৃষ্ট্বা তে হ্যবয়োঽপি মোদমগমন ভ্রান্তাস্পদা সম্ভ্রমাৎ। নোচুঃ কিঞ্চন বাক্যমেব সুধিয়ো হ্যাসন্ প্রমত্তা ইব স্তব্ধাঃ কান্তিমতীমতীব রুচিরাং ত্রৈলোক্যনাথপ্রিয়াম্ ॥ ২১ ॥ এবং তদা তে হ্যষয়োঽপি মোহিতা রূপেণ তস্যাঃ কিমুতাথ

অতি নিকটে অতি দূরে অথবা আঢ্য, নির্দ্ধন, বৃত্তিহীন, বা মূর্খ লোকের করে কন্যা সম্প্রদান প্রশস্ত নহে। অপিচ মূঢ়, বিরক্ত, আত্মাভিমানী, আতুর ও প্রমত্ত, ব্যক্তিকেও কন্যাদান করা বিধেয় নহে। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মহেশের করে কন্যা সম্প্রদান করিব; ইহাই আমার উত্তম ব্রত। গিরিরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ হাস্যপূর্ব্বক একবাক্যে বলিলেন,—যিনি তীব্র তপস্যা করিয়াছেন, শিব যাঁহার আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন, এবং তপস্যায় তুষ্ট হইয়া অধুনা সদাশিব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, হে শৈল! তুমি তাঁহার এবং তদারাধ্য শিবের মহিমা কিছুই জান না। যাহা হউক আমরা বলিতেছি, তুমি এই গিরিনন্দিনীকে শিবের করে সম্প্রদান কর। আমাদের বাক্য রক্ষা কর। ভাবিতাত্মা ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতরাজ সত্বর অন্যান্য পর্ব্বতগণকে বলিলেন,—হে মেরো! হে নিষধ! হে গন্ধমাদন! হে মন্দর! হে মৈনাক! এক্ষণে তোমরা এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির কর এবং এ সম্বন্ধে যাহা উচিত, তাহা পরামর্শ করিয়া যথাযথ বল। তখন বাক্য-বিশারদা মেনা কহিলেন,—অধুনা আর বিচার আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহা ত পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে। এই ভাগ্যবতী কন্যা দেবকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে। এ কন্যা শিবের নিমিত্তই জন্মিয়াছে; সুতরাং ইহা শিবের করেই প্রদাতব্য। ইনি রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছেন, রুদ্রও ইহার জন্য চিন্তিত আছেন; সুতরাং এই ভাগ্যবতী সতীকে শিবের করেই সম্প্রদান করুন। ১—১৭। ইনি শিবপূজায় তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র করিয়াছেন। হিমালয় মেনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং ঋষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন;—এই আমার কন্যা উপস্থিত, ইহাকে এখন দর্শন করুন। অনন্তর কন্যা আনীত হইলে ঋষিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সেই হিমালয়-দুহিতা সুলোচনা নবযৌবনা সুশোভনা ও নিতম্বনিহিত-মেখলা। তিনি যেন চান্দ্রমসী লেখার ন্যায় দেদীপ্যমানা; তাঁহার দেহের প্রভা সমধিক সমুজ্জ্বলা। তিনি বৈদূর্য্য ও মুক্তাবলয় ধারণ করিতেছেন এবং লাবণ্য-রসের বাপিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি সুবদনা, গৌরবর্ণা, সুবসনা, ও শোভনা! ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া কি-যেন কি-এক সম্ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া মোহাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না। তাঁহারা ধী-সম্পন্ন হইলেও সেই কান্তিমতী অতীব রুচিরা ত্রিলোকনাথ-দয়িতাকে দেখিয়া যেন প্রমত্তের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এইরূপে সেই

দেবতাঃ। তথৈব সর্ব্বে চ নিরীক্ষ্য তন্বীং সতীং গিরীন্দ্রস্য সুতাং শিবপ্রিয়াম্ ॥ ২২ ॥ ততঃ পুনশ্চেত্য শিবং শিবপ্রিয়াঃ শসংস্মুরস্মা ঋষয়স্তদানীম্ ॥ ২৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। ভূষিতা হি গিরীন্দ্রেণ স্বসুতা নাস্তি সংশয়ঃ। উদ্বোঢ়ুং গচ্ছ দেবেশ দেবৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ২৪ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাদেব পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥ বিবাহো হি মহাভাগা ন দৃষ্টো ন শ্রুতোঽপি বা। ময়া পুরা চ ঋষয়ঃ কথ্যতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ তদোচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রহসন্তঃ সদাশিবম্। বিষ্ণুমাহ্বয় বৈ দেব ব্রহ্মাণঞ্চ শতক্রতুম্ ॥ ২৭ ॥ তথা ঋষিগণাংশ্চৈব যক্ষগান্ধর্ব্বপন্নগান্। সিদ্ধবিদ্যাধরাংশ্চৈব কিন্নরাংশ্চাপ্সরোগণান ॥ ২৮ ॥ এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূনানয়স্বেতি সত্বরম্। তদাকর্ণ্য ঋষিপ্রোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ২৯ ॥ উবাচ নারদং দেবো বিষ্ণুমানয় সত্বরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ মহেন্দ্রঞ্চ অন্যাংশ্চৈব সমানয় ॥ ৩০ ॥ শম্ভোর্বচনমাদায় শিরসা লোকপাবনঃ। জগাম ত্বরিতো ভূত্বা বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ৩১ ॥ দদর্শ দেবং পরমাসনে স্থিতং শ্রিয়া চ দেব্যা পরিসেব্যমানম্। চতুর্ভুজং দেববরং মহাপ্রভং নীলোৎপলশ্যামতনুং বরেণ্যম্ ॥ ৩২ ॥ মহার্হরত্নাবৃতচারুকুণ্ডলং মহাকিরীটোত্তমরত্নভাস্বরম্। সুবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়া বৃতং স নারদস্তং ভুবনৈকসুন্দরম্ ॥ ৩৩ ॥ উবাচ নারদোঽভ্যেত্য শম্ভোর্বাক্যমথাদরাৎ। ব্রহ্মবীণাং বাদ্যমানঃ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ এহ্যেহি ত্বং মহাবিষ্ণো মহাদেবং ত্বরান্বিতঃ। উদ্বাহনার্থং শম্ভোশ্চ ত্বমেকঃ কার্য্যসাধকঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রহস্য ভগবান্ প্রাহ নারদং প্রতি বৈ তদা। কথমুদ্বহনে বুদ্ধিরুৎপন্না তস্য শূলিনঃ। বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবান্নারদং পরিপৃষ্টবান্ ॥ ৩৬ ॥ নারদ উবাচ। তপসা মহতা রুদ্রঃ পার্ব্বত্যা পরিতোষিতঃ। স্বয়মেবাগতস্তত্র যত্রাস্তে গিরিজা সতী ॥

পার্ব্বতীর রূপে ঋষিগণও যখন মোহিত হইলেন, তখন দেবগণের কথা আর কি বলিব? যাহা হউক, অনন্তর সেই শিবপ্রিয় ঋষিগণ শিবপ্রিয়া সতী নগেন্দ্র-নন্দিনীকে দেখিয়া পুনরায় শিবসমীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে দেবেশ! গিরীন্দ্র স্বীয় কন্যাকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, সংশয় নাই। অতএব দেবগণে পরিবৃত হইয়া আপনি গিরি-তনয়ার পাণিপীড়নার্থ গমন করুন। হে মহাদেব! পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত সত্বর আপনি গিরিজার সহিত সঙ্গত হউন। মহাদেব ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! বিবাহ যে কি, তাহা আমি পূর্ব্বে কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই; অতএব আপনারা তাহা বিশেষরূপ বর্ণন করুন। তখন ঋষিগণ হাসিতে হাসিতে সদাশিবকে কহিলেন,—হে দেব! আপনি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাকে, এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করুন। ঋষিগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, ও অপ্সরোগণকে এবং অন্যান্য আরও অনেককে সত্বর আনয়ন করুন। বাক্যবিশারদ সদাশিব তৎকালে সেই ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া নারদের নিকট বলিলেন,—দেবর্ষে! আপনি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রকে, এবং অন্যান্য সকলকে সত্বর আহ্বান করিয়া আনয়ন করুন। লোকপাবন নারদ শম্ভুর আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্বর বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সেই বিষ্ণুবল্লভ দেবর্ষি দেখিলেন—সেই ভুবনৈকসুন্দর নীলোৎপলদলশ্যামল বরেণ্য বিষ্ণু পরমাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; শ্রীদেবী তাঁহার পাদসেবা করিতেছেন; তিনি চতুর্ভুজ ও মহাপ্রভাব শালী; তাঁহার সুচারু কর্ণকুণ্ডল মহার্হ রত্নচ্ছটায় আবৃত; তাঁহার মস্তকস্থিত মহাকিরীটের মহারত্নপ্রভায় তিনি দেদীপ্যমান; বিজয়িনী বনমালায় তাঁহার বক্ষঃস্থল আবৃত। নারদ তাদৃশ বিষ্ণুকে দেখিয়া তদীয় সমীপে আগমন করিলেন—আসিয়া সাদরে শম্ভুর বাক্য বলিলেন। ঋষিপ্রবর সর্ব্বজ্ঞ নারদ বিষ্ণুপার্শ্বে আসিবার সময় তদীয় ব্রহ্মবীণা বাজাইতে ছিলেন। তিনি গিয়া বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো! আসুন, আসুন, সত্বর মহাদেবসমীপে আগমন করুন। শম্ভু গিরিজাকে বিবাহ করিবেন; সে বিবাহে আপনিই একমাত্র কার্য্যসাধক। ভগবান্ বিষ্ণু তখন নারদের নিকট হাসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শূলপাণির বিবাহে বুদ্ধি জন্মিল কিরূপে? ভগবান্ বিষ্ণু সকল বিষয়ই বিদিত ছিলেন; তথাচ নারদের নিকট ঐ বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮—৩৬। নারদ কহিলেন—পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিয়া রুদ্রকে তুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার তপোবলে এতদূর হইয়াছে যে, সতী গিরিকুমারী যেখানে থাকিয়া তপস্যা করিতে

৩৭॥ দাসোঽহমবদচ্ছম্ভুঃ পার্ব্বত্যা পরিতোষিতঃ। পার্ব্বতীঞ্চ সমভ্যর্থ্য বরয়স্ব চ ভামিনি ॥ ৩৮॥ ত্বরিতেনাবদচ্ছম্ভুস্ত্বামাহ্বয়তি সম্প্রতি। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। নারদেন সমাযুক্তঃ পার্ষদৈঃ পরিবারিতঃ॥ ৩৯॥ সুপর্ণমারুহ্য তদা মহাত্মা যোগীশ্বরাণাং প্রভুরচ্যুতো মহান্। যযৌ তদাকাশপথা হরিঃ স্বয়ং সনারদো দেববরৈঃ সমেতঃ॥ ৪০॥ তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং দেবো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি-পঙ্কজঃ। অভ্যুত্থায় মুদা যুক্তঃ পরিষ্বজ্য চ শার্ঙ্গিণম্॥ ৪১॥ তদা হরিহরৌ দেবাবৈকপদ্যেন তিষ্ঠতঃ। উচতুঃ স্ম তদান্যোন্যং ক্ষেমং কুশলমেব চ ॥ ৪২॥ ঈশ্বর উবাচ। গিরিজাতপসা বিষ্ণো জিতোঽহং নাত্র সংশয়ঃ। পাণিগ্রহার্থমেবাদ্য গন্তুকামো হিমালয়ম্॥ ৪৩॥ যথার্থেন চ ভো বিষ্ণো কথয়ামি তবাগ্রতঃ। যদা দক্ষেণ ভো বিষ্ণো প্রদত্তা চ পুরা সতী॥ ৪৪॥ ন চ সঙ্কল্পবিধিনা ময়া পাণিগ্রহঃ কৃতঃ। অধুনৈব ময়া কার্য্যং কর্ম্মবিস্তারণং বহু॥ ৪৫॥ যৎ কার্য্যং তন্ন জানামি সর্ব্বং পাণিগ্রহোচিতম্। শম্ভোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ॥ ৪৬॥ যাবদ্বক্তুং সমারেভে তাবদ্ব্রহ্মা সমাগতঃ। ইন্দ্রেণ সহ সর্ব্বৈশ্চ লোকপালৈস্ত্বরান্বিতঃ॥ ৪৭॥ তথৈব দেবাসুরযক্ষদানবা নাগাঃ পতঙ্গাপ্সরসো মহর্ষয়ঃ। সমেত্য সর্ব্বে পরিবব্রুমীশমূচুস্তদানীং শিরসা প্রণম্য॥ ৪৮॥ গচ্ছগচ্ছ মহাদেব অস্মাভিঃ সহিতঃ প্রভো। ততো বিষ্ণুরুবাচেদং প্রস্তাবসদৃশং বচঃ॥ ৪৯॥ গৃহ্যোক্তবিধিনা শম্ভো কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ৫০॥ নান্দীমুখং মণ্ডপস্থাপনঞ্চ তথা চৈতৎ কুরু ধর্ম্মেণ যুক্তম্। মহানদীসঙ্গমং বর্জ্জয়িত্বা কুর্ব্বন্তি কেচিদ্বেদমনীষিণশ্চ॥ ৫১॥ মণ্ডপস্থাপনঞ্চৈব ক্রিয়তাং হ্যধুনা বিভো। তথোক্তো বিষ্ণুনা শম্ভুশ্চকারাত্মহিতায় বৈ॥ ৫২॥ ব্রহ্মাদিভিঃ কৃতং তেন সর্ব্বমভ্যুদয়োচিতম্। গ্রহাণাং পূজনং চক্রে কশ্যপো ব্রহ্মণা যুতঃ॥ ৫৩॥ তথাত্রিশ্চ বসিষ্ঠশ্চ গৌতমোঽথ গুরুর্ভৃগুঃ। কণ্বো বৃহস্পতিঃ শক্তি-

ছিলেন, মহাদেব স্বয়ং সেই স্থানেই গিয়া উপস্থিত হন এবং পার্ব্বতীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া এই কথা বলেন যে, হে দেবি! আমি তোমার দাস; হে ভামিনি! আমায় তুমি পতিত্বে বরণ কর। এইরূপে শম্ভু পার্ব্বতীকে প্রার্থনা করিয়া পরে অবিলম্বে আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। নারদ বিষ্ণুর নিকট বিস্তৃতরূপে সকল ঘটনাই কহিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন নারদের মুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নারদ এবং স্বীয় পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে শম্ভুসদনে প্রয়াণ করিলেন। যোগীশ্বরগণেরও প্রভু মহাত্মা অচ্যুত হরি, গরুড়ারোহণে নারদ ও অন্যান্য দেবশ্রেষ্ঠগণের সহিত আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। যোগিজন যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, সেই দেবদেব তখন শার্ঙ্গপাণিকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থানপূর্ব্বক প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। দেব হরিহর এইবার একযোগে একাসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বিষ্ণো! আমি পার্ব্বতীর তপস্যায় পরাজিত হইয়াছি; সন্দেহ নাই। সুতরাং অদ্য তাঁহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত হিমালয় গমনে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বিষ্ণো! তোমার নিকট এই যথাবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বে দক্ষ যখন তাঁহার কন্যা সতীকে আমার করে সম্প্রদান করেন, তখন আমি যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমি বিস্তৃতরূপে বৈধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিব। পরন্তু পাণিপীড়নোচিত কর্ম্ম যে কি, কি, সে সকল আমি কিছুই জানি না। শম্ভুর বাক্য শুনিয়া মধুসূদন হাস্যপূর্ব্বক যখন বলিবার উপক্রম করিতেছেন, ঐ সময় ইন্দ্র ও অন্যান্য লোকপাল সহ ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সুর, অসুর, যক্ষ, দানব, নাগ, পতঙ্গ, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ আগমন করিলেন এবং মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎকালে শিবকে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! মহাদেব! চলুন চলুন; আমাদের সহিত চলুন। তখন বিষ্ণু প্রস্তাবানুরূপ এই বাক্য বলিলেন যে, হে শম্ভো! স্বীয় গৃহ্যোক্ত বিধি-অনুসারে আপনাকে এখন কর্ম্ম করিতে হইবে।৩৭—৫০। আপনি ধর্ম্ম-সঙ্গত নান্দীমুখ ও মণ্ডপস্থাপন করুন। কোন কোন বেদবাদী মনীষিগণ মহানদীর সঙ্গম পরিত্যাগ করিয়াই ঐ দুই কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক, হে বিভো! আপনি অধুনা মণ্ডপ স্থাপন করুন। বিষ্ণু যাহা বলিলেন, শম্ভু আত্মহিতের নিমিত্ত তাহাই করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তখন অভ্যুদয়োচিত সমস্ত কার্য্য করিলেন। কশ্যপ ব্রহ্মার সহিত গ্রহগণের অর্চ্চনা করিলেন। এই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ

জমদগ্নিঃ পরাশরঃ॥ ৫৪ ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শিলাবাকঃ শূন্যপালোঽক্ষতশ্রমঃ। অগস্ত্যশ্চ্যবনো গর্গঃ শিলাদোঽথ মহামুনিঃ॥ ৫৫ ॥ এতে চান্যে চ বহবো হ্যাগতাঃ শিবসন্নিধৌ। ব্রহ্মণা নোদিতাস্তত্র চক্রুস্তে বিধিবৎ ক্রিয়াম্॥ ৫৬॥ বেদোক্তবিধিনা সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। চক্রু রক্ষাং মহেশস্য কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্॥ ৫৭ ॥ ঋগযজুঃসামসহিতৈঃ সূক্তৈর্নানাবিধৈস্তথা। মঙ্গলানি চ ভূরীণি ঋষয়স্তত্ত্ববেদিনঃ॥ ৫৮॥ অভ্যঞ্জনাদিকং সর্ব্বং চক্রুস্তস্য পরাত্মনঃ। খ্যাতঃ কপর্দ্দস্তস্যৈব শিবস্য পরমাত্মনঃ॥ ৫৯॥ অনেকৈর্মৌক্তিকৈর্যুক্তো মুণ্ডমালাভবত্তদা। যে সর্পা হ্যঙ্গভূতাশ্চ তে সর্ব্বে তৎক্ষণাদিব। বভূবুর্ভূষণান্যেব জাতরূপময়ানি চ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বভূষণসম্পন্নো দেবদেবো মহেশ্বরঃ। যযৌ দেবৈঃ পরিবৃতঃ শৈলরাজপুরং প্রতি॥ ৬১॥ চণ্ডিকা বরভগিনী তদা জাতা ভয়াবহা। প্রেতাসনাগতা চণ্ডী সর্পাভরণভূষিতা॥ ৬২ ॥ হৈমং কলশমাদায় পূর্ণং মূর্দ্ধ্না মহাপ্রভা। পরিবারৈর্মহাচণ্ডী দীপ্তাস্যা হ্যগ্রলোচনা॥ ৬৩॥ তত্র ভূতান্যনেকানি বিরূপাণি সহস্রশঃ। তৈঃ সমেতাগ্রতশ্চণ্ডী জগাম বিকৃতাননা॥ ৬৪॥ তস্যাঃ সর্ব্বে পৃষ্ঠতশ্চ গণাঃ পরমদারুণাঃ। কোট্যেকাদশসংখ্যাকা রৌদ্রা রুদ্রপ্রিয়াশ্চ যে॥ ৬৫॥ তদা ডমরুনির্ঘোষব্যাপ্তমাসীজ্জগত্রয়ম্। ভেরীভাঙ্কারশব্দেন শঙ্খানাং নিনদেন চ॥ ৬৬॥ তথা দুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ শব্দঃ কোলাহলোঽভবৎ। গণানাং পৃষ্ঠতো ভূত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সমুৎসুকাঃ। অন্বয়ুঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ লোকপালৈঃ সুমন্বিতাঃ॥ ৬৭॥ মধ্যে ব্রজন্মহেন্দ্রোঽথ ঐরাবতমুপাস্থিতঃ। শুভ্রেণোচ্ছ্রিয়মাণেন ছত্রেণ পরমেণ হি॥ ৬৮॥ চামরৈর্বীজ্যমানোঽসৌ সুরৈর্বহুভিরাবৃতঃ। তদা তু ব্রজমানাস্তু ঋষয়ো বহবো হ্যমী॥ ৬৯॥ ভরদ্বাজাদয়ো বিপ্রাঃ শিবস্যোদ্বহনং প্রতি। শাকিন্যো যাতুধানাশ্চ বেতালা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥ ৭০॥ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তথান্যে প্রমথাদয়ঃ। পৃচ্ছমানাস্তদা চণ্ডীং পৃষ্ঠতোঽন্বগমংস্তদা॥ ৭১॥ ক্ব গতা সাধুনা চণ্ডী ধাবমানাস্তদা ভৃশম্। প্রাপ্তা গতা ব্রজন্তীং তাং

গৌতম, বৃহস্পতি, ভৃগু, কণ্ব, শক্তি, জমদগ্নি, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, শিলাবাক, শূন্যপাল, অক্ষতশ্রম, অগস্ত্য, চ্যবন, গর্গ, এবং মহামুনি শিলাদ, এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু মুনিঋষি শিব-সন্নিধানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মার প্রেরণায় তাঁহারা সকলেই তখন বিধি-সঙ্গত ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সমাগত ঋষিগণ সকলেই বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী; তাঁহারা বৈদিক বিধি অনুসারে মহেশের কৃতকৌতুক-মঙ্গলা রক্ষা বিধান করিলেন। তত্ত্ববেদী ঋষিগণ নানাবিধ ঋক্ যজুঃ ও সাম-সূক্ত দ্বারা সেই পরমাত্মার অভ্যঞ্জনাদি মঙ্গলক্রিয়া সমাধা করিলেন। পরমাত্মা শিবের যে বিখ্যাত কপর্দ্দ ছিল, তাহা তখন অনেক মৌক্তিক-মালায় যুক্ত হইয়া মুণ্ডমালাকারে পরিণত হইল; তদীয় অঙ্গভূত যে সকল সর্প ছিল, তাহারা তখন জাতরূপময় ভূষণ হইল। এইরূপে দেবদেব মহেশ্বর সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া সুরগণ সহ শৈলরাজপুরে প্রয়াণ করিলেন। শিব বর হইলেন। বরের ভগিনী চণ্ডিকা তখন ভীষণাকার ধারণ করিলেন। তিনি সর্পাভরণে ভূষিত হইয়া প্রেতাসনে অবস্থান করিলেন। ঐ মহাপ্রভা মহাচণ্ডী পরিবারগণে অন্বিত হইয়া মস্তকে এক পূর্ণ স্বর্ণকলস ধারণ করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিদ্যোতিত হইল এবং নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু সহস্র বিকৃতাকার ভূত চলিল। বিকৃতাননা চণ্ডী তাঁহাদিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠভাগে পরম দারুণ প্রমথগণ এবং একাদশ কোটি রুদ্রপ্রিয় রুদ্রগণ প্রয়াণ করিল। তখন ডমরুনির্ঘোষে ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত হইল। ভেরীর ভাঙ্কারশব্দ, শঙ্খসমূহের নিনাদ ও দুন্দুভিগণের নির্ঘোষের সহিত ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। প্রমথগণের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণও সিদ্ধগণ লোকপালদিগের সহিত সমুৎসুকচিত্তে যাত্রা করিলেন। দেবগণের মধ্যে মহেন্দ্র ঐরাবতে সমাসীন হইয়া চলিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি শুভ্র ছত্র উচ্ছ্রিত হইল। তিনি চামর দ্বারা বীজিত ও সুরগণে পরিবৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন। সেই শিবের বিবাহে ভরদ্বাজাদি বহু ঋষি মুনি ও বিপ্রগণ গমন করিলেন। শাকিনী, যাতুধান, বেতাল, ব্রহ্মরাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং অন্যান্য প্রমথবৃন্দ চণ্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াও চণ্ডী কত দূরে গিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ধাবিত হইল। অনন্তর সেই ধাবমানা মহাপ্রভা ভৈরবসহচারিণী চণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল,—হে চণ্ডি! আমাদিগকে ছাড়িয়া

প্রণিপত্য মহাপ্রভাম্‌॥ ৭২॥ অথ প্রোচুস্তদা সর্ব্বে চণ্ডীং ভৈরবসংযুতাম্‌। বিনাস্মাভিঃ ক্বতো যাসি বদ চণ্ডি যথা তথা॥ ৭৩॥ প্রহস্যোবাচ সা চণ্ডী ভূতানাং তত্র শৃণ্বতাম্‌। শম্ভোরুদ্বহনার্থায় প্রেতারূঢ়া ব্রজাম্যহম্‌॥ ৭৪॥ হৈমং কলশমাদায় শিরসা বিভ্রতী স্বয়ম্‌। করবালীস্বরূপেণ চণ্ডী জাতা ততঃ স্বয়ম্‌॥ ৭৫॥ ভূতৈঃ পরিবৃতা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেষামগ্রতোঽব্রজৎ। গণাস্তামনুজগ্মুস্তে গণানাং পৃষ্ঠতঃ সুরাঃ॥ ৭৬॥ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা ঋষয়স্তেঽগ্রপৃষ্ঠতঃ। ঋষীণাং পৃষ্ঠতো ভূত্বা পার্ষদাশ্চ মহাপ্রভাঃ॥ ৭৭॥ বিষ্ণোরমিতভাবজ্ঞা মুকুন্দাচ্ছ মনোরমাঃ। সর্ব্বে পয়োদসঙ্কাশাঃ স্রগ্বিণো বনমালিনঃ। শ্রীবৎসাঙ্কবরাঃ সর্ব্বে পীতবাসোন্বিতাশ্চ তে॥ ৭৮॥ চতুর্ভুজাঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ। হারনূপুরসূত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ। শোভিতাঃ সর্ব্ব এবৈতে মহাপুরুষলক্ষণাঃ॥ ৭৯॥ তেষাং মধ্যগতো বিষ্ণুঃ শ্রিয়োপেতঃ সুরারিহা॥ ৮০॥ বভৌ ত্রিলোকীকৃতবিশ্বমঙ্গলো মহানুভাবৈর্হৃদি কৃত্বা ধিষ্ঠিতঃ। শিবেন সাকং পরমার্থদস্তদা হরিঃ পরাত্মা জগদেকবন্ধুঃ॥ ৮১॥ স তার্ক্ষ্যপুত্রোপরি সংস্থিতো মহালক্ষ্যা সমেতো ভুবনৈকভর্ত্তা। স চামরৈর্বীজ্যমানো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেতো হরিরীশ্বরো মহান্‌॥ ৮২॥ তথা বিরিঞ্চির্নিজবাহনস্থো বেদৈঃ সমেতঃ সহ বড়ুভিরঙ্গৈঃ। তথাগমৈঃ সেতিহাসৈঃ পুরাণৈঃ স সংবৃতো হেমগর্ভো বভূব॥ ৮৩॥ বেধোহরিভ্যাঞ্চ তদা সুরেন্দ্রৈঃ সমাবৃতশ্চর্ষিভিঃ সম্পরীতঃ। বৃষারূঢ়ো বৃষকেতুর্হরাপো যোগীশ্বরৈরপি সর্ব্বৈরগম্যঃ॥ ৮৪॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বৃষভং ধর্ম্মবৎসলম্‌। সমেতো মাতৃভিশ্চৈব গোভিশ্চ কৃতলক্ষণম্‌॥ ৮৫॥ এভিঃ সমেতোঽসুরদানবৈঃ সহ যযৌ মহেশো বিবুধৈরলঙ্কৃতঃ। হিমালয়ং গিরিবর্য্যং তদানীং পাণিগ্রহার্থং প্রমদোত্তমায়াঃ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীশিবস্য বিবাহযাত্রাবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। তথৈব সর্ব্বং পরয়া মুদান্বিতশ্চক্রে গিরীন্দ্রঃ স্বসুতার্থমেব। গর্গং পুরস্কৃত্য

তুমি একাকিনীই কোথায় যাইতেছ? তাহা বল। তখন চণ্ডী সর্ব্বভূতকে শুনাইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি শম্ভুর বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ং মস্তকে হৈম-কলশ ধারণ করিয়া প্রেতারোহণে গমন করিতেছি। অনন্তর চণ্ডী নিজেই করবালীস্বরূপ ধারণ করিলেন এবং ভূতবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। প্রমথগণ তাঁহার অনুগমন করিল এবং সুরগণ প্রমথগণের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, তাঁহাদের পশ্চাতে ঋষিগণ এবং ঋষিগণের পশ্চাতে বিষ্ণুর অমিততত্ত্বজ্ঞ মহাদ্যুতি পার্ষদগণ প্রয়াণ করিলেন। ঐ সকল পার্ষদ মুকুন্দ হইতেও মনোরম; সকলেই নীরদনিভ, মাল্যমণ্ডিত, বনমালী, শ্রীবৎসধারী, পীতবাসা, চতুর্ভুজ, কুণ্ডলী, এবং কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হারসূত্র, মুকুর, কটীসূত্র, এবং অঙ্গুলীয়কসমূহে সুশোভিত। তাহারা সকলেই মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত; তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীপতি বিষ্ণু সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তিনি ত্রিলোকীর নিখিল মঙ্গলস্বরূপ; মহানুভবগণ তাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন। তিনি তাঁহাদের হৃদয়াধিষ্ঠিত অভীষ্ট দেব। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু, পরমার্থপ্রদ পরমাত্মা হরি; সেই ভুবনপালক মহালক্ষ্মী-লাঞ্ছিত হরি তখন গরুড়োপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।—তাঁহার দেহ চামরে বীজ্যমান হইতে লাগিল। প্রভু হরি সমস্ত মুনীন্দ্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া চলিলেন। এইরূপে হেমগর্ভ বিরিঞ্চিও নিজ বাহন হংসে সমাসীন হইয়া বেদসকল, বেদাঙ্গসমূহ এবং আগম, ইতিহাস ও [illegible] সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত যোগীশ্বরেরা নিরন্তর ধ্যান করিয়াও যাঁহাকে প্রা[illegible] [illegible], সেই বৃষকেতু তৎকালে ব্রহ্মা, হরি, [illegible] ও [illegible]গণে পরিবৃত হইয়া [illegible] করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবৎসল বৃষভ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্যমান। তিনি মাতৃগণে, সুরভিগণে এবং অন্যান্য সুর, অসুর ও দানবগণে পরিবৃত হইয়া বরবর্ণিনী পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণার্থ গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। ৭১—৮৬।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—এদিকে মহানুভব গিরীন্দ্র হিমালয় পরম প্রহৃষ্ট হইয়া, পুরোহিতবর্গের সহিত

মহানুভাবো মঙ্গল্যভূমিং পরয়া বিভূত্যা॥ ১॥ আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং কারয়ামাস সাদরম্। মণ্ডপঞ্চ সুবিস্তীর্ণং বেদিকাভির্মনোরমম্॥ ২॥ অযুতেনৈব বিস্তারং যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ। মণ্ডপঞ্চ গুণোপেতং নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্॥ ৩॥ স্থাবরং জঙ্গমং চৈব সদৃশঞ্চ মনোহরম্। জঙ্গমঞ্চ জিতং তত্র স্থাবরেণ তথৈব চ॥ ৪॥ জঙ্গমেন চ তত্রৈব জিতং স্থাবরমেব চ। পয়সা চ জিতা তত্র স্থলভূমিরভূত্তদা॥ ৫॥ জলং কিং নু স্থলং তত্র ন বিদুস্তত্ততো জনাঃ। ক্বচিৎ সিংহাঃ ক্বচিদ্ধংসাঃ সারসাশ্চ মহাপ্রভাঃ॥ ৬॥ ক্বচিচ্ছিখণ্ডিনস্তত্র কৃত্রিমাঃ সুমনোহরাঃ। তথা নাগাঃ কৃত্রিমাশ্চ হয়াশ্চৈব তথা মৃগাঃ॥ ৭॥ কে সত্যাঃ কে অসত্যাশ্চ সংস্কৃতা বিশ্বকর্ম্মণা। তথৈব চৈব বিধিনা দ্বাবপা অদ্ভুতাঃ কৃতাঃ॥ ৮॥ পুরুষো ধনুর্ধরী চোৎকৃষ্টা স্থাবরা জঙ্গমোপমাঃ। তথাশ্বাঃ সাদিভিশ্চৈব গজাশ্চ গজসাদিভিঃ॥ ৯॥ চামরৈর্বীজ্যমানাশ্চ কেচিৎ পুষ্পাস্তুরান্বিতাঃ। কেচিচ্চ পুরুষাস্তত্র বিরেজুঃ স্রগ্বিণস্তথা॥ ১০॥ কৃত্রিমাশ্চ তথা বহ্ব্যঃ পতাকাঃ কল্পিতাস্তথা। দ্বারি স্থিতা মহালক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদধিসমুদ্ভবা॥ ১১॥ গজাঃ স্বলঙ্কৃতা হ্যাসন্ কৃত্রিমা হ্যকৃতোপমাঃ। তথাশ্বাঃ সাদিভিশ্চৈব গজাশ্চ গজসাদিভিঃ॥ ১২॥ রথা রথিযুতা হ্যাসন্ কৃত্রিমা হ্যকৃতোপমাঃ। সর্ব্বেষাং মোহনার্থায় তথা চ সংসদঃ কৃতাঃ॥ ১৩॥ মহাদ্বারি স্থিতো নন্দী কৃতস্তেন হি মণ্ডপে। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো যথা নন্দী তথৈব সঃ॥ ১৪॥ তস্যোপরি মহদ্দিব্যং পুষ্পকং রত্নভূষিতম্। রাজিতং পল্লবচ্ছত্রৈশ্চামরৈশ্চ সুশোভিতম্॥ ১৫॥ বামপার্শ্বে গজৌ দ্বৌ চ শুদ্ধকাশ্মীরসন্নিভৌ। চতুর্দ্দন্তৌ ষষ্টিবর্ষৌ মহাত্মানৌ মহাপ্রভৌ॥ ১৬॥ তথৈব দক্ষিণে পার্শ্বে দ্বাবশ্বৌ দংশিতৌ কৃতৌ। রত্নালঙ্কারসংযুক্তান লোকপালাংস্তথৈব চ॥ ১৭॥ ষোড়শ প্রকৃতীস্তেন যাথাতথ্যেন ধীমতা। সর্ব্বে দেবা যথার্থেন কৃতা বৈ বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১৮॥ তথৈব ঋষয়ঃ সর্ব্বে ভৃগ্বাদ্যাশ্চ

পরামর্শপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া পরম বিভূতি দ্বারা স্বীয় দুহিতার নিমিত্ত মঙ্গল্য ভূমি প্রস্তুত করাইলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ঐ মণ্ডপ অযুতযোজন বিস্তীর্ণ ও মনোরম বেদিকায় অন্বিত হইল। উহা নানা গুণের আকর হইয়া দর্শকদিগের মন বিবিধ বিস্ময়রসে আপ্লুত করিতে লাগিল। ঐ মণ্ডপ স্থাবর এবং জঙ্গম এই উভয়বিধ হইয়া বড়ই মনোরম হইল। তথায় স্থাবর এবং জঙ্গম ইহারা পরস্পর পরস্পরকে জয় করিয়া বিরাজিত হইল। তথায় জল স্থলভূমিকে জয় করিল। জনগণ স্থল কি জল, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিল না। ঐ বিশাল মণ্ডপের কোথাও সিংহ, কোথাও হংস, কোথাও সারস, কোথাও ময়ূর, কোথাও লতা, কোথাও অশ্ব, এবং কোথাও বা মনোহর মৃগগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ঐ সমস্ত পশু-পক্ষীই কৃত্রিম। উহারা কৃত্রিম হইলেও বিশ্বকর্ম্মা উহাদের সংস্কর্ত্তা বলিয়া কে সত্য, কে অসত্য, কিছুই বুঝা গেল না। এইরূপে অসংখ্য অদ্ভুত দ্বারপালও সে মণ্ডপে নির্ম্মিত হইল। ঐ সকল দ্বাররক্ষী পুরুষ ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত। তাহারা স্থাবর হইলেও জঙ্গমের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অশ্বগণ অশ্বারোহী ও গজগণ গজারোহীদিগের সহিত বিরাজ করিতে লাগিল। কতকগুলি কৃত্রিম পুরুষ নির্ম্মিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চামরে বীজ্যমান, কেহ কেহ পুষ্পমুকুলে সুশোভন এবং কেহ কেহ মালামণ্ডিত হইয়া বিরাজমান। সেখানে বহু কৃত্রিম পতাকা কল্পিত হইল। ক্ষীরাব্ধি-সম্ভূতা মহালক্ষ্মী দ্বারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অলঙ্কৃত গজগণ কৃত্রিম হইলেও অকৃত্রিমের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। স্ব স্ব আরোহী সহ অশ্ব ও গজগণ এবং রথিযুত রথগণ কৃত্রিম হইয়াও তথায় অকৃত্রিমবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। সকলের সম্মোহনের নিমিত্ত অনেক সভাসমিতিও সেই মণ্ডপে প্রস্তুত হইল। মণ্ডপের প্রশস্ত দ্বারে শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ নন্দীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। এই কৃত্রিম নন্দী অকৃত্রিম নন্দীর ন্যায়ই প্রতিভাত হইতে লাগিল। এক রত্ন-মণ্ডিত দিব্য পুষ্পক বিরাজিত হইল। উহা পল্লব, ছত্র ও চামর দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। ১—১৫। বামপার্শ্বে শুদ্ধ কাশ্মীরকান্তি দুই গজ বিরাজমান হইল। তাহারা চতুর্দ্দন্ত, ষষ্টিবর্ষীয়, বিশালকায় ও মহাপ্রভ। এইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী সুসজ্জিত অশ্ব নির্ম্মিত হইল। ধীমান্ বিশ্বকর্ম্মা সেখানে রত্নালঙ্কারযুত লোকপাল, ষোড়শ প্রকৃতি ও সমস্ত দেবতাদিগকে যথাযথ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে ভৃগুপ্রভৃতি তপোধন ঋষিগণ, বিশ্বেদেবগণ এবং পার্ষদগণ-পরিবৃত হইয়া স্বয়ং তথায় নির্ম্মিত হইলেন। ধীমান বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত স্বর্গীয় মহাত্মার

তপোধনাঃ। বিশ্বে চ পার্ষদৈঃ সাকমিন্দ্রো হি পরমার্থতঃ॥ ১৯॥ কৃতাঃ সর্ব্বে মহাত্মানো যাথাতথ্যেন ধীমতা। এবম্ভূতঃ কৃতস্তেন মণ্ডপো দিব্যরূপবান্॥ ২০॥ অনেকাশ্চর্য্যসম্ভূতো দিব্যো দিব্যবিমোহনঃ। এতস্মিন্নন্তরে তত্র আগতো নারদোঽগ্রতঃ॥ ২১॥ ব্রহ্মণা নোদিতস্তত্র হিমালয়গৃহং প্রতি। নারদোঽথ দদর্শাগ্রে আত্মানং বিনয়ান্বিতম্॥ ২২॥ ভ্রান্তো হি নারদস্তেন কৃত্রিমেণ মহাযশাঃ। অবলোকপরস্তত্র চরিতং বিশ্বকর্ম্মণঃ॥ ২৩॥ প্রবিষ্টো মণ্ডপং তস্য হিমাদ্রে রত্নচিত্রিতম্। সুবর্ণকলশৈর্জুষ্টং রম্ভাদ্যৈরূপশোভিতম্॥ ২৪॥ সহস্রস্তম্ভসংযুক্তং ততোঽদ্রিঃ স্বগণৈর্বৃতঃ। তমৃষিং পূজয়ামাস কিং কার্য্যমিতি পৃষ্টবান্॥ ২৫॥ নারদ উবাচ। আগতাস্তে মহাত্মানো দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। তথা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে গণৈশ্চ পরিবারিতাঃ। মহাদেবো বৃষারূঢ়ো হ্যাগতোঽদ্বহনং প্রতি॥ ২৬॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হিমবান্ গিরিসত্তমঃ। উবাচ নারদং বাক্যং প্রশস্তমধুরং মহৎ॥ ২৭॥ পূজয়িত্বা যথান্যায়ং গচ্ছ ত্বং শঙ্করং প্রতি॥ ২৮॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনিহিমবতো গিরেঃ তথৈব মত্বা বচনং শৈলরাজানমব্রবীৎ। মৈনাকেন চ সহ্যেন মেরুণা গিরিণা সহ॥ ॥ এভিঃ সমেতো হ্যধুনা মহামতে যতস্ব শীঘ্রং শিবমত্র চানয়। দেবৈঃ সমেতঞ্চ মহর্ষিবর্য্যৈঃ সুরাসুরৈরর্চ্চিতপাদপঙ্কজম্॥ ৩০॥ তথেতি মত্বা স জগাম তূর্ণং সহৈব তৈঃ পর্ব্বতরাজভিশ্চ। ত্বরাগতশ্চৈকপদেন শম্ভুং প্রাপ্নোদ্গিরীণাং প্রবরো মহাত্মা॥ ৩১॥ তাবদ্দৃষ্টো মহাদেবো দেবৈশ্চ পরিবারিতঃ। তদা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব সুরৈঃ সহ॥ ৩২॥ প্রপচ্ছুর্নারদং সর্ব্বে যেঽন্যে রুদ্রচরা ভৃশম্। কথ্যতাং পৃচ্ছমানানামস্মাকং কথ্যতে ন হি॥ ৩৩॥ একৈকস্যাত্মজাঃ স্বাঃ স্বাঃ সহ্যমৈনাকমেরবঃ। কন্যাং দাস্যন্তি বা শম্ভোঃ কিং হিদানীং প্রবর্ত্ততে॥ ৩৪॥ ততোঽব্রবীন্মহাতেজা নারদশ্চর্ষিসত্তমঃ। ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ণুং প্রতি সহেতুকম্॥ ৩৫॥ একান্তমাশ্রিত্য তদা সুরেন্দ্রং স নারদো বাক্যমিদং বভাষে। ত্বষ্টা কৃতং যৈ ভবনং মহত্তরং যেনৈব সর্ব্বে চ বিমোহিতা বয়ম্॥ ৩৬॥ পুরা কৃতং

মূর্ত্তিই যথাযথ প্রস্তুত করিলেন। তখন তৎকর্ত্তৃক এইরূপ দিব্য মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া বহু আশ্চর্য্য রূপে দিব্য লোকদিগকে বিমোহিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রেরণায় নারদ হিমালয়গৃহে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া প্রবেশ করিবা মাত্র সম্মুখে স্বীয় বিনীত মূর্ত্তি দেখিলেন। মহাযশা নারদ সেই কৃত্রিমরচনায় ভ্রান্ত হইলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্ব দেখিতে দেখিতে হিমাদ্রির রত্নরঞ্জিত মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন সেই মণ্ডপ সুবর্ণকলসে সুশোভিত, রম্ভাপ্রভৃতি সুরনারীনিচয়ে সমলঙ্কৃত, এবং সহস্র স্তম্ভে অন্বিত, অনন্তর অদ্রিরাজ হিমালয় স্বীয় সহচরগণে পরিবৃত হইয়া সেই ঋষিবরের পূজা করিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য কি, কি জন্য তিনি আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, ওহে গিরিরাজ! ইন্দ্রপ্রমুখ মহাত্মা দেবগণ এবং প্রমথবৃন্দ সহ সমস্ত মহর্ষিগণ আগমন করিতেছেন। মহাদেব বৃষারূঢ় হইয়া বিবাহ করিতে আসিতেছেন। অনন্তর গিরিবর হিমালয় সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদকে উদার মধুর বচন বলিলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আবার শঙ্করসমীপে গমন করুন। তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নারদ মুনি তাহাই হইবে স্থির করিয়া শৈলরাজকে বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি মৈনাক, সহ্য ও সুমেরু প্রভৃতির সহিত অধুনা সযত্নে শিবকে এখানে আনয়ন কর। সুর ও অসুরগণ যাঁহার পাদপঙ্কজের অর্চ্চনা করেন, সেই শিবকে দেব ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে শীঘ্র লইয়া আইস। হিমালয় নারদের বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া অন্যান্য পর্ব্বতরাজের সহিত যাত্রা করিলেন। এদিকে ঋষিবর মহাত্মা নারদও সত্বর-গমনে শম্ভুসমীপে উপনীত হইলেন। তিনি যখন দেবগণ সহ শম্ভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অন্যান্য সুরগণের সহিত একযোগে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন; রুদ্রের অন্যান্য অনুচরগণও বারম্বার জিজ্ঞাসিল যে, হে ঋষে! আমরা প্রশ্ন করিতেছি, আপনি আমাদের নিকট বলুন। কেন বলিতেছেন না? আমরা জানিতে চাই, সহ্য মৈনাক ও মেরু প্রভৃতি গিরিগণ কি প্রত্যেকেই স্ব স্ব কন্যা শম্ভুর করে সম্প্রদান করিবেন? এ সম্বন্ধে এক্ষণে কি হইতেছে, বলুন।১৬—৩৪। অনন্তর মহাতেজা ঋষিপ্রবর নারদ—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সম্মুখে হেতুগর্ভ বাক্য বলিলেন। দেবেন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নারদ তাঁহাকেও একান্তে লইয়া গিয়া এই বাক্য বলিলেন যে, বিশ্বকর্ম্মা হিমালয়ের নিমিত্ত এক মহাভবন নির্ম্মাণ

তস্য মহাত্মনস্ত্বয়া কিং বিস্মৃতং তৎসকলং শচীপতে। তস্মাদসৌ ত্বাং বিজিগীষুকামো গৃহে বসংস্তস্য গিরের্মহাত্মনঃ॥ ৩৭॥ অহো বিমোহিতস্তেন প্রতিরূপেণ ভাস্বতা। তথা বিষ্ণুঃ কৃতস্তেন শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ॥ ৩৮॥ ব্রহ্মা চৈব তথাভূতস্তং চৈব কৃতবানসৌ॥ ৩৯॥ মায়াময়ো বৃষভস্তেন বেশাৎ কৃতো হি নাগোঽশ্বতরস্তথৈব। তথা চান্যান্যপ্যনেনামরেন্দ্র সর্ব্বাণ্যেবোল্লিখিতান্যত্র বিদ্ধি॥ ৪০॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দেবেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪১॥ বিষ্ণুং প্রতি তদা শীঘ্রং দ্রষ্টাস্মি বসাত্র ভোঃ। পুত্রশোকেন তপ্তোঽসৌ ব্যাজেনান্যেন বাকরোৎ॥ ৪২॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং শক্রমাপ্তভয়ং তদা॥ ৪৩॥ নিবাতকবচৈঃ পূর্ব্বং মোহিতোঽসি শচীপতে। বিদ্যামৃতা তত্র ময়া সমানীতোপসত্তয়ে॥ ৪৪॥ মহাবিদ্যাবলেনৈব প্রবিশ মণ্ডপেঽধুনা। পর্ব্বতো হিমবানেব তথান্যে পর্ব্বতোত্তমাঃ॥ ৪৫॥ বিপক্ষা হি কৃতাঃ সর্ব্বে মম বাক্যাচ্চ বাসব। হেতুং স্মৃত্বাথ বৈ ত্বষ্টা মায়য়া হ্যকরোদিদম্॥ ৪৬॥ জয়মিচ্ছন্তি বৈ মূঢ়া ন চ ভেতব্যমণ্বপি॥ ৪৭॥ এবং বিবদমানাংস্তান্ দেবাঞ্ছক্রপুরোগমান্। সান্ত্বয়ামাস বৈ বিষ্ণুর্নারদং তে ততোঽব্রুবন॥ ৪৮॥ দদাতি বা ন দদাতি কন্যাং গিরীন্দ্রঃ স্বাং বৈ কথ্যতাং শীঘ্রমেব। কিং তেন দৃষ্টং কিং কৃতং চাদ্য শংস তৎসর্ব্বং ভো নারদ তে নমোঽস্তু॥৪৯॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রহসঞ্ছম্ভুরুবাচ বচনং তদা। কন্যাং দাস্যতি চেন্মহ্যং পর্ব্বতো হি হিমালয়ঃ। মায়য়া মম কিং কার্য্যং বদ বিষ্ণো যথাতথম্॥ ৫০॥ কেনাপ্যুপায়েন ফলং হি সাধ্যমিত্যুচ্যতে পণ্ডিতৈর্ন্যায়বিদ্ভিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈর্গম্যতাং শীঘ্রমেব কার্য্যার্থিভিশ্চেন্দ্রপুরোগমৈশ্চ॥ ৫১॥ তদা শিবোঽপি বিশ্বাত্মা পঞ্চবাণেন মোহিতঃ। মহাভূতেন ভূতেশস্ত্বন্যেষাঞ্চৈব কা কথা॥ ৫২॥ এবঞ্চ বিদ্যমানোঽসৌ শম্ভুঃ পরমশোভনঃ। কৃতো হ্যনঙ্গেন বশে যথান্যঃ প্রাকৃতো

করিয়াছেন, তাহা দর্শনে আমরা মোহিত হইয়াছি। হে শচীপতে! পূর্ব্বে তুমি সেই মহাত্মা ত্বষ্টার জন্য যে কিছু করিয়াছ, তৎসমস্তই কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? নিশ্চয়ই ভুলিয়াছেন, সেইজন্যই তিনি তোমাকে জয় করিতে সমুৎসুক হইয়া গিরিগৃহে বাস করিতেছেন। আহা! সেই বিশ্বকর্ম্মা সেখানে যে সকল ভাস্বর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি একেবারেই মোহিত হইয়াছি। তিনি তথায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু, সবাহন ব্রহ্মা, মায়াময় বৃষ ও অশ্বতর নাগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে অমরেন্দ্র! জানিবে—এ সকল ব্যতীত অন্যান্য আরও অনেক প্রতিকৃতি তথায় তৎকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিষ্ণুর প্রতি বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি এইখানে অবস্থান করুন। আমি শীঘ্র গিয়া দেখিয়া আইসি, সেই বিশ্বকর্ম্মা পুত্রশোকে পরিতপ্ত হইয়া অথবা অন্য ছল আশ্রয় করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন কি না। দেবদেব জনার্দ্দন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক ভীতিগ্রস্ত ইন্দ্রকে তখন কহিলেন,—হে শচীপতে! পূর্ব্বে তুমি নিবাতকবচগণের মায়ায় মোহিত হইয়াছিলে। আমি তখন অমৃতবিদ্যা আনয়ন করিয়াছিলাম। তুমি অধুনা সেই মহাবিদ্যাবলে গিরিমণ্ডপে প্রবেশ কর। এই হিমবান্ পর্ব্বত এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পর্ব্বতগণকে আমার কথানুসারে পূর্ব্বে তুমি পক্ষহীন করিয়াছিলে; হে বাসব! সেই হেতু স্মরণ করিয়াই বিশ্বকর্ম্মা মায়াবলে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, মূঢ় লোকেরাই জয় ইচ্ছা করিয়া থাকে; ইহাতে তুমি অণুমাত্র ভীত হইও না। এইরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন পরস্পর জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন। অনন্তর তিনি নারদকে জিজ্ঞাসিলেন,—গিরীন্দ্র তাঁহার কন্যা দান করিবেন কি না, তাহা আপনি শীঘ্র বলুন। তিনি কি দেখিয়াছেন, কি করিয়াছেন, সে সকল আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। হে নারদ! আপনাকে আমাদের নমস্কার।৩৫—৪৯। শম্ভু সেই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে বিষ্ণো! মায়ায় আর প্রয়োজন কি? হিমালয় আমাকে তাঁহার কন্যা দান করিবেন কি না তাহা তুমি সত্য করিয়াই বল না! ন্যায়দর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যে কোন উপায়ে কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। অতএব ইন্দ্রপ্রমুখ আপনারা সকলেই কার্য্যসাধনার্থ শীঘ্র তথায় গমন করুন। ভূতাধিপতি শিব বিশ্বাত্মা হইয়াও এইরূপে যখন পঞ্চবাণে বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর অন্যের কথা কি আছে? যাহা হউক, পরম-শোভন শম্ভু তখন এইরূপে কিঞ্চিৎ খিন্ন হইলেন। প্রাকৃত জনের

জনঃ ॥ ৫৩ ॥ মদনো হি বলী লোকে যেন সর্ব্বমিদং জগৎ। জিতমস্তি নিজপ্রৌঢ়্যা সদেবর্ষিসমন্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বেষামেব ভূতানাং দেবানাঞ্চ বিশেষতঃ। রাজা হ্যনঙ্গো বলবান্ যস্য চাজ্ঞা বলীয়সী ॥ ৫৫ ॥ পার্ব্বতীস্ত্রীস্বরূপেণ অজেয়ো ভুবনত্রয়ে। তাং দৃষ্ট্বা হি স্ত্রিয়ং সর্ব্বে ঋষয়োঽপি বিচক্ষণাঃ ॥ ৫৬ ॥ দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ। আজ্ঞানুলঙ্ঘিনঃ সর্ব্বে মদনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥ তপোবলেন মহতা তথা দানবলেন চ। বেত্তুং ন শক্যো মদনো বিনয়েন বিনা দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥ তস্মাদনঙ্গস্য মহান্ ক্রোধো হি বলবত্তরঃ। ঈশ্বরং মদনেনৈবং মোহিতং বীক্ষ্য মাধবঃ ॥৫৯॥ উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো মা চিন্তাং কুরু বৈ প্রভো। যদুক্তং নারদেনৈব মণ্ডপং প্রতি সর্ব্বশঃ ॥ ৬০ ॥ ত্বষ্ট্রা কৃতং বিচিত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং মদনাৎ, প্রভোঃ। তদানীং শঙ্করো বাক্যমুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ৬১ ॥ অবিদ্যাবৃতং তেন কৃতং ত্বষ্ট্রা হি মণ্ডপম্। কিন্তু বক্ষ্যামহে বিষ্ণো মণ্ডপঃ কেবলেন হি ॥ ৬২ ॥ বিবাহো হি মহাভাগ অবিদ্যামূল এব চ। তস্মাৎ সর্ব্বে বয়ং যাম উদ্বাহার্থঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৬৩ ॥ নারদঞ্চ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। হিমাদ্রিসহিতা জগ্মুর্মন্দিরং পরমাদ্ভুতম্। অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তং বিচিত্রং বিশ্বকর্ম্মণা ॥৬৪॥ কৃতঞ্চ তেনাদ্য পবিত্রমুত্তমং তং যজ্ঞবাটং বহুভিঃ পুরস্কৃতম্। বিচিত্রচিত্রং মনসো হরঞ্চ তং যজ্ঞবাটং স চকার বুদ্ধিমান্ ॥ ৬৫ ॥ প্রবেক্ষ্যমাণাস্তে সর্ব্বে সুরেন্দ্রা ঋষিভিঃ সহ। দৃষ্টাঃ হিমাদ্রিণা তত্র অভ্যুত্থানগতোঽভবৎ ॥ ৬৬ ॥ তথৈব তেষাং চ মনোহরাণি হর্ম্ম্যাণি তেন প্রতিকল্পিতানি গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ প্রমথাশ্চ সিদ্ধা দেবাশ্চ নাগাপ্সরসাং গণাশ্চ। বসন্তি যত্রৈব সুখেন তেভ্যঃ স তত্রতত্রো-পবনং চকার ॥৬৭॥ তেসামর্থে মহার্হাণি ধারাজিরগৃহাণি চ। অত্যদ্ভুতানি শোভন্তে কৃতান্যেব মহাত্মনা ॥ ৬৮ ॥ নিবাসার্থে কল্পিতানি সাবকাশানি তত্র বৈ। দেবানাঞ্চৈব সর্ব্বেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৬৯ ॥ এবং বিস্তারয়ামাস বিশ্বকর্ম্মা বহূন্যপি। মন্দিরাণি

স্যায় অনঙ্গ তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলিল। এ জগতে মদন অতি বলবান্; এই দেবঋষিগণ-সমন্বিত সমস্ত জগৎ সেই মদনই জয় করিয়াছেন। সকল দেব, বিশেষতঃ সকল প্রাণী,—সকলেরই রাজা সেই অনঙ্গ। এই অনঙ্গের আজ্ঞা অতি বলবতী। মদন পার্ব্বতীরূপিণী রমণীর রূপে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়াছে। পার্ব্বতীকে দেখিয়া বিচক্ষণ ঋষিগণও মহাত্মা মদনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস ইহাঁরাও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। হে দ্বিজগণ! একমাত্র বিনয় ব্যতীত বিপুল তপোবল বা দানবল দ্বারা মদনকে বিদিত হইবার উপায় নাই। সুতরাং অনঙ্গের রোষ যে অতি প্রবল, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। মাধব দেখিলেন,—ঈশ্বর মদনাবেশে মোহিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি চিন্তা করিবেন না; নারদ মণ্ডপ-সম্বন্ধে বিশ্বকর্ম্মার যে কিছু বিচিত্র কার্য্যাবলীর বিষয় বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বলবান্ মদন হইতেই ঘটিয়াছে। তখন শঙ্কর মধুসূদনকে কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা এক অবিদ্যাবৃত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু হে বিষ্ণো! কেবল সেই মণ্ডপই যে অবিদ্যা-ময়, তাহা আমি বলিতেছি না। হে মহাভাগ! এই যে বিবাহব্যাপার, ইহাও অবিদ্যামূলক। অত-এব চল, আমরা সকলেই সম্প্রতি বিবাহার্থ গমন করিব। শঙ্কর এই কথা কহিলে, নারদকে অগ্র-বর্ত্তী করিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ হিমাদ্রির সহিত তদীয় পরমাশ্চর্য্যময় মন্দিরে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ মন্দির পবিত্র, উত্তম, বহুজন-পুরস্কৃত, বিচিত্র-চিত্র, মনোহর যজ্ঞবাটরূপে নির্ম্মিত। বুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্ম্মা এইরূপেই উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ৫০—৬৫। ঋষিগণ সহ সুরেন্দ্রগণ যখন সেই যজ্ঞ বাটে প্রবেশ করেন, তখন হিমাদ্রি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই অভ্যুত্থান করিলেন। হিমালয় অভ্যাগত ব্যক্তি-বর্গের নিমিত্ত মনোহর হর্ম্ম্য সকল প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, প্রমথ, সিদ্ধ, দেব, নাগ ও অপ্সরোগণ সেই সেই গৃহে গিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয় তাঁহা-দিগের প্রত্যেক বাসভবনের নিকটে নিকটে এক একটী উপবনও বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সেই সকল আগন্তুকদিগের নিমিত্ত মহামূল্য 'ধারাগৃহরাজি' নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা মহাশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতে লাগিল। সমুদায় দেব ও ভাবিতাত্মা ঋষিগণের বাসের নিমিত্তও সেখানে অনেক সাব-কাশ গৃহ কল্পিত হইয়াছিল। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা সেখানে যথাযোগ্য বহু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যথাযোগ্যং যত্র তত্রৈব তিষ্ঠতাম্ ॥ ৭০ ॥ ভৈরবাঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ যেঽন্যে চ ক্ষেত্রবাসিনঃ। শ্মশানবাসিনশ্চান্যে যেঽন্যে ন্যগ্রোধবাসিনঃ ॥ ৭১ ॥ অশ্বত্থসেবিনশ্চান্যে খেচরাশ্চ তথা পরে। যে যে যত্রোপবিষ্টাশ্চ তত্রতত্রৈব তেন বৈ ॥ ৭২ ॥ কৃতানি চ মনোজ্ঞানি ভবনানি মহান্তি বৈ তেষামেবানুকূলানি ভূতানাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৭৩ ॥ তত্রৈব তে সর্ব্বগণৈঃ সমেতা নিবাসিতাস্তেন হিমাদ্রিণা স্বয়ম্। সেন্দ্রাঃ সুরা যক্ষপিশাচরক্ষসাং গন্ধর্ব্ববিদ্যাপ্সরসাং সমূহাঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীপরিণয়নে হিমাদ্রিণা দেবানাং নিবাসস্থানকরণবর্ণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। তত্রোপবিবিশুঃ সর্ব্বে সৎকৃতাশ্চ হিমাদ্রিণা। তে দেবাঃ সপরীবারাঃ সহর্ষাশ্চ সবাহনাঃ ॥ ১ ॥ তত্রৈব চ মহামাত্রং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। দীপ্ত্যা পরময়া যুক্তং নিবাসার্থং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২ ॥ তথৈব বিষ্ণোস্ত্বপরং ভবনং স্বয়মেব হি। ভাস্বরং সুবিচিত্রং চ কৃতং ত্বষ্ট্রা মনোরমম্। বর্ণাগৃহং মনোজ্ঞং চ তথৈব কৃতবান্ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ তথৈব শ্বেতং পরমং মনোজ্ঞং মহাপ্রভং দেববরৈঃ সুপূজিতম্। কৈলাসলক্ষ্মীপ্রভয়া মহত্যা সুশোভিতং তত্ত্ববনং চকার ॥ ৪ ॥ তত্রৈব শম্ভুঃ পরয়া বিভূত্যা স স্থাপিতস্তেন হিমাদ্রিণা বৈ ॥ ৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে মেনা সমায়াতা সখীগণৈঃ। নীরাজনার্থং শম্ভুং চ ঋষিভিঃ পরিবারিতা ॥ ৬ ॥ তদা বাদিত্রনির্ঘোষৈর্নাদিতং ভুবনত্রয়ম্। নীরাজনং কৃতং তস্য মেনয়া চ তপস্বিনঃ ॥ ৭ ॥ অবলোক্য পরা সাধ্বী মেনাজানাদ্ধরং তদা। গিরিজোক্তমনুস্মৃত্য মেনা বিস্ময়মাগতা ॥৮॥ যদ্ধে পুরোক্তঞ্চ তয়া পার্ব্বত্যা মম সন্নিধৌ। ততোঽধিকং প্রপশ্যামি সৌন্দর্য্যং পরমেষ্ঠিনঃ। মহেশস্য ময়া দৃষ্টমনির্বাচ্যঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৯ ॥ এবং বিস্ময়মাপন্না বিপ্রপত্নীভিরাবৃতা। অহতাম্বরযুগ্মেন শোভিতা বরবর্ণিনী ॥ ১০ ॥ কঞ্চুকী পরমা দিব্যা নানারত্নৈশ্চ শোভিতা। অঙ্গীকৃতা তদা

অভ্যাগতগণ সেই সেই মন্দিরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহারা ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল, এবং যাহারা ক্ষেত্রবাসী, শ্মশানবাসী, ন্যগ্রোধবাসী, অশ্বত্থসেবী বা আকাশচারী, এইরূপে যাহারা যেখানে উপবেশনে অভ্যস্ত, বিশ্বকর্ম্মা সেই সেই ভূতবৃন্দেরও অনুকূল মনোহর মহাভবনরাজি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিমাদ্রি নিজেই তখন অভ্যাগত ইন্দ্রাদি সুরগণ এবং যক্ষ পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও অপ্সরাদিগকে প্রমথবৃন্দ সহ সেই সেই বাসভবন অর্পণ করিলেন। ৬৬-৭৪।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—হিমালয় কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সুরগণ সপরিবারে সবাহনে সেই সেই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা তথায় এক পরম দীপ্তিসম্পন্ন বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর জন্যও সেইরূপ অন্য এক ভবন বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ ভবন আপনা হইতেই দীপ্তমান, সুচিত্রিত ও মনোরম। বিশ্বকর্ম্মা স্বহস্তে যেখানে বহুজনের বসিবার যোগ্য আরও একটী সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গৃহ আরও মনোরম। এইরূপে অন্য আরও একটী শ্বেতবর্ণ গৃহ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গৃহ পরম মনোহর, মহাপ্রভ, প্রধান প্রধান দেবগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত এবং মহতী কৈলাসশৈলশোভায় সুশোভিত। হিমাদ্রি সেই পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহেই শম্ভুকে স্থাপন করিলেন। ইত্যবসরে মেনকা শম্ভুকে নীরাজনা করিবার নিমিত্ত সখীগণ ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সেইখানে আগমন করিলেন। তখন ত্রিভুবন বাদিত্র-নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া উঠিল। মেনকা সেই তপস্বী শম্ভুর নীরাজনা করিলেন। পরম সাধ্বী মেনা সেকালে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হরের আকৃতি জানিতে পারিলেন। তিনি গিরিজার উক্তি স্মরণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মেনা ভাবিলেন,—গিরিজা আমার নিকট হরের রূপ যে ভাবে বর্ণন করিয়াছিল, এ যে তদপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যই দেখিতেছি। আমি এক্ষণে পরমেষ্ঠী মহেশের যাদৃশ রূপ দেখিলাম, ইহা অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে বরবর্ণিনী মেনা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেক বিপ্রপত্নী ছিলেন। তিনি অচ্ছিন্ন বস্ত্রযুগলে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ১—১০। তাঁহার অঙ্গে নানা

দেব্যা রত্নরাজ পরয়া শ্রিয়া ॥ ১১ ॥ বিভ্রতী চ তদা হারং দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ॥ বলয়ানি মহার্হাণি শুদ্ধচামীকরাণি চ ॥ ১২ ॥ তত্রোপবিষ্টা সুভগা ধ্যায়ন্তী পরমেশ্বরীম্। সখীভিঃ সেব্যমানা সা বিপ্রপত্নীভিরেব চ ॥ ১৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র গর্গো বাক্যমভাষত। পাণিগ্রহার্থং শম্ভুঞ্চ আনয়ধ্বং স্বমন্দিরম্। ত্বরিতেনৈব বেলায়ামস্যামেব বিচক্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গর্গস্য চ মহাত্মনঃ। অভ্যুত্থানপরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাঃ সকলত্রকাঃ ॥ ১৫ ॥ মহাবিভূত্যা সংযুক্তাঃ সর্ব্বে মঙ্গলপাণয়ঃ। সালঙ্কৃতাস্তদা তেষাং পত্ন্যোহলঙ্কারমণ্ডিতাঃ ॥ ১৬ ॥ উপায়নান্যনেকানি জগৃহুঃ স্নিগ্ধলোচনাঃ। তদা বাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ॥ ১৭ ॥ আজগ্মুঃ সকলত্রাস্তে যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। প্রমথৈরাবৃতস্তত্র চণ্ড্যা চৈবাভিসেবিতঃ ॥ ১৮ ॥ তথা মহর্ষিভিস্তত্র তথা দেবগণৈঃ সহ। এভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রুত্বা বাদিত্রনির্ঘোষং সর্ব্বে শঙ্করসেবকাঃ। উত্থিতা ঐকপদ্যেন দেবৈর্ঋষিভিরাবৃতাঃ ॥ ২০ ॥ তথোদ্যতো যোগিনীচক্রযুক্তো গণো গণানাং পতিরেকবর্চ্চসাম্। শিবং পুরস্কৃত্য তদানুভাবাস্তথৈব সর্ব্বে গণনায়কাশ্চ ॥ ২১ ॥ তদ্‌যোগিনীচক্রমতিপ্রচণ্ড টঙ্কারভেরীরবনিস্বনেন। চণ্ডীং পুরস্কৃত্য ভয়ানকাং তদা মহাবিভূত্যা সমলঙ্কৃতাং তদা ॥ ২২ ॥ কণ্ঠে কর্কোটকং নাগং হারভূতং চকার সা। পদকং বৃশ্চিকানাঞ্চ দন্দশূকাশ্চ বিভ্রতী ॥ ২৩ ॥ কর্ণাবতংসান সা দধ্রে পাণিপাদময়াংস্তথা। রণে হতানাং বীরাণাং শিরাংস্যুরসি চাপরান্ ॥ ২৪ ॥ দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা যোগিনীচক্রসংযুতা। ক্ষেত্রপালাবৃতা তদ্বদ্ভৈরবৈঃ পরিবারিতা ॥ ২৫ ॥ তথা প্রেতৈশ্চ ভূতৈশ্চ কপটৈঃ পরিবারিতা। বীরভদ্রাদয়শ্চৈব গণাঃ পরমদারুণাঃ। যে দক্ষযজ্ঞনাশার্থে শিবেনাজ্ঞাপিতাস্তদা ॥ ২৬ ॥ তথা কালী ভৈরবী চ মায়া চৈব ভয়াবহা। ত্রিপুরা চ জয়া চৈব তথা ক্ষেমকরী শুভা ॥ ২৭ ॥ অন্যাশ্চৈব তথা সর্ব্বাঃ পুরস্কৃত্য সদাশিবম্। গন্তুকামাশ্চোগ্রতরা ভূতৈঃ প্রেতৈঃ সমাবৃতাঃ ॥ ২৮ ॥ এতাঃ সর্ব্বা বিলোক্যাথ শিবভক্তো জনার্দ্দনঃ। মহর্ষীংশ্চ পুরস্কৃত্য হ্যমরাংশ্চ তথৈব চ। অনসূয়াং পুরস্কৃত্য তথৈব চ হ্যরুন্ধতীম্ ॥ ২৯ ॥ বিষ্ণুরুবাচ।

রত্ন-খচিত দিব্য কঞ্চুকাবরণ। মেনা দেবী সেই কঞ্চুক পরিধান করিয়া পরম শোভায় দেদীপ্যমান। তিনি দিব্য রত্নরাজিত হার এবং বিশুদ্ধ চামীকরময় মহামূল্য বলয় ধারণ করিতেছিলেন। সুভগা মেনা বিপ্রপত্নীগণে পরিবৃতা ও সখীজন কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে গর্গ মুনি বলিলেন,—হে বিচক্ষণগণ! পাণিগ্রহণার্থ এই বেলায় শীঘ্র শম্ভুকে স্বীয় মন্দিরে আনয়ন কর। মহাত্মা গর্গের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলত্র সমস্ত পর্ব্বত অভ্যুত্থিত হইল। পর্ব্বতগণ সকলেই মহৈশ্বর্য্যশালী, মঙ্গলপাণি, ও অলঙ্কারধারী; তাহাদের পত্নীগণও সকলেই সমলঙ্কৃত। তাহারা স্নিগ্ধ নয়নে সকলেই উপায়ন সকল গ্রহণ করিল। তখন সমস্ত বাদিত্রঘোষ ও ব্রহ্মঘোষ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই মহেশ্বরাধিষ্ঠিত স্থানে সস্ত্রীক সমাগত হইলেন। এখানে মহেশ্বর প্রমথ বৃন্দে পরিবৃত, চণ্ডী কর্ত্তৃক অভিসেবিত এবং মহর্ষি ও ও দেবর্ষিগণে পরিবৃত। লোকশঙ্কর শ্রীমান্ শঙ্কর এই সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ঐ সময় শঙ্কর-সেবকেরা বাদিত্র-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেব ও ঋষিগণ সহ একযোগে অভ্যুত্থিত হইলেন। তখন শিবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত যোগিনীচক্র তুল্যতেজা গণপতিগণ এবং অন্যান্য মহানুভব গণনায়কগণও সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতি প্রচণ্ড যোগিনীচক্র টঙ্কার ও ভেরী ধ্বনি করিতে করিতে মহাবিভূতি-ভূষিতা ভীষণা চণ্ডীকে অগ্রগামিনী করিয়া লইল। সেই চণ্ডী স্কন্ধে কর্কোটক নাগকে হাররূপে এবং বৃশ্চিক ও দংশকদিগকে পদকরূপে ধারণ করিলেন। রণাহত বীরগণের পাণিপদ তদীয় কর্ণাবতংস এবং মস্তক সকল তাঁহার বক্ষোলম্বিনী মালা হইল। তাঁহার পরিধানে দ্বীপিচর্ম্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগিনীচক্র! তিনি ক্ষেত্রপাল, ভৈরব, প্রেত ও কপট ভৃত্যবর্গে পরিবৃত। এতদ্ভিন্ন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য শিব যাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল পরম দারুণ বীরভদ্রাদিগণ তাঁহার অনুগত। এইরূপে কালী, ভৈরবী, মায়া, ভয়াবহা, ত্রিপুরা, জয়া, শুভা ও ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি অন্যান্য উগ্রতর দেবীগণও ভূতপ্রেতে পরিবৃত হইয়া সদাশিবের অনুগামিনী হইলেন। ১১—২৮। শিবভক্ত জনার্দ্দন—চণ্ডীকে দর্শনপূর্ব্বক মহর্ষিও সুরগণকে এবং অরুন্ধতীও অনসূয়াকে পুর-

চণ্ডীং কুরু সমীপস্থাং লোকপালনতাং প্রভো॥ ৩০॥ তদুক্তং বিষ্ণুনা বাক্যং নিশম্য জগদীশ্বরঃ। উবাচ প্রহসন্নেব চণ্ডীং প্রতি সদাশিবঃ॥ ৩১॥ অত্রৈব স্থীয়তাং চণ্ডি যাবদুদ্বহনং ভবেৎ। মম ভাবান্ বিজানাসি কার্য্যাকার্য্যে সুশোভনে॥ ৩২॥ এবমাকর্ণ্য বচনং শম্ভোরমিততেজসঃ। উবাচ কুপিতা চণ্ডী বিষ্ণুমুদ্দিশ্য সাদরম্॥ ৩৩॥ তথান্যে প্রমথাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমূচুঃ প্রকোপিতাঃ। যত্রযত্র শিবো ভাতি তত্রতত্র বয়ং প্রভো॥ ৩৪॥ ত্বয়া নিবারিতাঃ কস্মাদ্বয়মাভ্যুদয়ে পরে। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কেশবো বাক্যমব্রবীৎ॥ চণ্ডীমুদ্দিশ্য প্রমথানন্যাংশ্চৈব তথাবিধান্। যুয়ং চৈব ময়া প্রোক্তা মা কোপং কর্ত্তুমর্হথ॥ ৩৬॥ এবমুক্তাস্তদা তেন চণ্ডীমুখ্যা গণাস্তদা। একান্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুবাক্যাজ্জ্বলদ্ধৃদঃ॥ ৩৭॥ তাবৎ সর্ব্বে সমায়াতাঃ পর্ব্বতেন্দ্রস্য মন্ত্রিণঃ। সকলত্রাঃ সম্ভ্রমেণ মহেশং প্রতি সত্বরম্॥ ৩৮॥ পঞ্চবাদ্যপ্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। যোষিদ্ভিঃ সংবৃতাস্তত্র গীতশব্দেন ভূয়সা॥ ৩৯॥ এবং প্রাপ্তা যত্র শম্ভুঃ সকলৈঃ পরিবারিতঃ। আগত্য কলশৈঃ সাকং স্নাপিতো হি সদাশিবঃ। স্ত্রীভির্মঙ্গলগীতেন সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ৪০॥ ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বাস্তথান্যে পর্ব্বতোত্তমাঃ। শম্ভুপ্রোগাস্তদা জগ্মুঃ স্ত্রিয়শ্চৈব সুপূজিতাঃ। বভৌ ছত্রেণ মহতা ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি॥ ৪১॥ চামরৈর্বীজ্যমানোঽসৌ মুকুটেন বিরাজিতঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা চেন্দ্রো লোকপালাস্তথৈব চ॥ ৪২॥ অগ্রগা হ্যপি শোভন্তঃ শ্রিয়া পরময়া যুতাঃ। তথা শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পটহানকগোমুখাঃ॥ ৪৩॥ তথৈব গায়কাঃ সর্ব্বে জগুঃ পরমমঙ্গলম্। পুনঃপুনরবাদ্যন্ত বাদিত্রাণি মহোৎসবে॥ ৪৪॥ অরুন্ধতী মহাভাগা অনসূয়া তথৈব চ। সাবিত্রী চ তথা লক্ষ্মীর্মাতৃভিঃ পরিবারিতাঃ॥ ৪৫॥ এভিঃ সমেতো জগদেকবন্ধুর্বভৌ তদানীং পরমেণ বর্চ্চসা। সচন্দ্রসূর্য্যানলবায়ুনা বৃতঃ সলোকপালপ্রবরৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ৪৬॥ স বীজ্যমানঃ পবনেন সাক্ষাচ্ছত্রং চ তস্মৈ শশিনা হ্যধিষ্ঠিতম্। সূর্য্যঃ পুরস্তাদভবৎ প্রকাশকঃ

স্তুত করিয়া সদাশিবকে কহিলেন,—প্রভো! আপনি লোকপাল-নমস্কৃতা চণ্ডীকে আপনার সম্মুখে স্থাপন করুন। যগদীশ সদাশিব বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক চণ্ডীর প্রতি বলিলেন,—হে চণ্ডিকে! যাবৎ উদ্বাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তাবৎ তুমি এইখানেই অবস্থান কর। হে সুশোভনে! তুমি আমার ভাবাভাব এবং কার্য্যাকার্য্য সকলই অবগত আছ। অমিততেজা শম্ভুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডী কুপিতভাবে বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন এবং অন্যান্য প্রমথগণও কুপিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল,—হে প্রভো! যেখানে যেখানে শিব, সেই সেইখানেই আমরা; কিন্তু আপনি এই পরম অভ্যুদয়ব্যাপারে আমাদিগকে নিবারিত করিতেছেন কেন? তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব চণ্ডী ও অন্যান্য প্রমথবৃন্দের উদ্দেশে বলিলেন—আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা কোপ করিও না। বিষ্ণুর এই কথায় চণ্ডী ও গণসম্প্রদায় সকলেই তৎকালে দগ্ধহৃদয়ে একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় পর্ব্বতকরাজের মন্ত্রিগণ সকলেই স্ব স্ব কলত্র সমভিব্যাহারে সসম্ভ্রমে শিবের সাক্ষাৎকার লাভার্থ সত্বর আগমন করিলেন। তখন পঞ্চবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সমুচ্চ ব্রহ্মঘোষ ও গীতধ্বনি উত্থিত হইল। যোষিদ্‌গণ সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। সপারিষদ্ শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, অঙ্গনাগণ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া কলশ-জলে সদাশিবকে স্নান করাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলগীতি গাইতে লাগিলেন। স্নানান্তে শিব সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইলেন। এদিকে ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য পর্ব্বতগণ শম্ভুর অগ্রে আগমন করিলেন। রমণীগণ সুসৎকৃত হইয়া আসিলেন। তখন শিবের মস্তকে এক বিপুল ছত্র ধ্রিয়মাণ হইল। তিনি মুকুটে মণ্ডিত হইলেন এবং চামরনিচয়ে বীজিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া পরম শোভায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তখন শঙ্খ, ভেরী, পটহ, আনকও গোমুখাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল এবং গায়ক দল পরম মঙ্গলগান আরম্ভ করিল। সেই বিবাহমহোৎসবে পুনঃপুন বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। ২৯—৪৪। মহাভাগা অরুন্ধতী, অনসূয়া ও সাবিত্রী, ইহাঁরা অন্যান্য মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সেই উৎসবে যোগদান করিলেন। এ সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া সেই জগদেক বন্ধু শম্ভু তৎকালে পরম প্রভায় প্রতিভাত হইলেন। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, অন্যান্য লোকপালগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার চারিদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ পবন তাঁহাকে বীজন

শ্রিয়ান্বিতো বিষ্ণুরভূচ্চ সন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥ পুষ্পৈর্ববর্ষুর্হর্ষবকীর্য্যমাণা দেবাস্তদানীং মুনিভিঃ সমেতাঃ। যযৌ গৃহং কাঞ্চনকুট্টিমং মহন্মহাবিভূত্যা পরিশোভিতং তদা। বিবেশ শম্ভুঃ পরয়া সপর্য্যয়া সম্পূজ্যমানো নরদেবদানবৈঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং সমাগতঃ শম্ভুঃ প্রবিষ্টো যজ্ঞমণ্ডপম্। সংস্তূয়মানো বিবুধৈঃ স্তুতিভিঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥ গজাদুত্তারয়ামাস মহেশং পর্ব্বতোত্তমঃ। উপবিশ্য ততঃ পীঠে কৃত্বা নীরাজনং মহৎ ॥ ৫০ ॥ মেনয়া সখিভিঃ সাকং তথৈব চ পুরোধসা। মধুপর্কাদিকং সর্ব্বং যৎকৃতং চৈব তত্র বৈ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মণা নোদিতঃ সদ্যঃ পুরোধাঃ কৃতবান্ প্রভুঃ। মঙ্গলং শুভকল্যাণং প্রস্তাবসদৃশং বহু ॥ ৫২ ॥ অন্তর্বেদ্যাং সম্প্রবেশ্য যত্র সা পার্ব্বতী স্থিতা। বেদিকোপরি তন্বঙ্গী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫৩ ॥ তত্রানীতো হরঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা সহ। লগ্নং নিরীক্ষমাণাস্তে বাচস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৫৪ ॥ গর্গো মুনিশ্চোপবিষ্টস্তত্রৈব ঘটিকালয়ে। যাবৎ পূর্ণা ঘটী জাতা তাবৎ প্রণবভাষণম্ ॥ ৫৫ ॥ ওঁ পুণ্যেতি প্রনিগদন্ গর্গো বধ্বঞ্জলিং দধে। পার্ব্বতাক্ষতপূর্ণং চ শিবোপরি ববর্ষ বৈ ॥ ৫৬ ॥ তয়া সম্পূজিতো রুদ্রো দধ্যক্ষতকুশাদিভিঃ। মুদা পরময়া যুক্তা পার্ব্বতী রুচিরাননা ॥ ৫৭ ॥ বিলোকয়ন্তী শম্ভুং তং যদর্থে পরমং তপঃ। কৃতং পুরা মহাদেব্যা পরেষাং পরমং মহৎ ॥ ৫৮ ॥ তপসা তেন সম্প্রাপ্তো জগজ্জীবনজীবনঃ। নারদেন ততঃ প্রোক্তো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ ॥ ৫৯ ॥ তথা গঙ্গাদিভিশ্চান্যৈর্মুনিভিঃ সনকাদিভিঃ। প্রতিপূজাং কুরু ক্ষিপ্রং পার্ব্বত্যাশ্চ ত্রিলোচন। তদা শিবেন সা তন্বী পূজিতার্ঘ্যাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৬০ ॥ এবং পরস্পরং তৌ চ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। অর্চ্চ্যমানৌ তদানীঞ্চ শুশুভাতে জগন্ময়ৌ ॥ ৬১ ॥ ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা সন্দীতৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্। তদা নীরাজিতৌ লক্ষ্ম্যা সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ। অরুন্ধত্যা তদা তৌ চ দম্পতী পরমেশ্বরৌ ॥ ৬২ ॥ অনসূয়া

এবং শশী তাঁহার ছত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহার শোভা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সূর্য্য তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন এবং বিষ্ণু তাঁহার সন্নিধানে শ্রীসমন্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে মুনিগণসহ সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর মহাবিভূতি-মণ্ডিত মহাদেব কাঞ্চনকুট্টিমময় গৃহে গমন করিলেন। সুর, নর, দানব সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পূজিত হইয়া শম্ভু সেই যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তখন বিবুধবৃন্দ সেই পরমেশ্বরকে বিবিধ স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর পর্ব্বতরাজ শম্ভুকে গজ হইতে অবতারিত করিলেন এবং যজ্ঞমণ্ডপস্থ নির্দ্দিষ্ট পীঠে উপবিষ্ট হইলেন। মেনকা স্বীয় সখীগণ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে শম্ভুর সবিশেষ নীরাজনা করিলেন অনন্তর সেখানে মধুপর্কাদি যে কিছু দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ব্রহ্মার প্রেরণায় ভগবান পুরোহিত তখন প্রস্তাবানুরূপ বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য করিলেন। এদিকে অন্তর্বেদিকায় তনুগাত্রী পার্ব্বতীকে আনয়ন করা হইল। তিনি সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া বেদিকার উপর উপবেশন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে মিলিয়া মূর্ত্তিমান্ হরকে তথায় আনয়ন করিলেন। বাচস্পতিপ্রমুখ পুরোহিতবর্গ বিবাহের লগ্নকাল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গর্গ মুনি ঘটিকাগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। যেমন ঘটিকা পূর্ণ হইল অমনি তিনি ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিলেন, গর্গ ‘ওঁ পুণ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূকে অঞ্জলি প্রদান করাইলেন। পার্ব্বতী অক্ষতপূর্ণ অঞ্জলি শিবের উপর বর্ষণ করিলেন। দধি, অক্ষত ও কুশাদি দ্বারা রুদ্রদেব পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইলেন। রুচিরাননা পার্ব্বতী পরম প্রীতি সহকারে শম্ভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরাৎপরা মহাদেবী পূর্ব্বে যাঁহার জন্য পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই জগৎজীবনের জীবনস্বরূপ মহাদেবকে এত দিনে সেই তপস্যার ফলে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নারদ এবং গর্গ ও সনকাদি অন্যান্য মুনিগণ বৃষধ্বজকে বলিলেন,—হে ত্রিলোচন! আপনিও শীঘ্র পার্ব্বতীর প্রতিপূজা করুন। তখন সেই তনুগাত্রী গিরিজা শিব কর্ত্তৃক অক্ষতাদি দ্বারা পূজিতা হইলেন। ৪৫—৬০। এইরূপে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। সেই বিশ্বমূর্ত্তি দেব-দেবী ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও অরুন্ধতী, ইঁহারা একযোগে সেই পরমেশ-দম্পতির নীরাজনা করিলেন। সাধ্বী

তথা শম্ভুং পার্ব্বতীং চ যশস্বিনীম্। দৃষ্ট্বা নীরাজয়ামাস প্রীত্যুৎকলিতলোচনা॥ ৬৩॥ তথৈব সর্ব্বা দ্বিজযোষিতশ্চ নীরাজয়ামাসুরহো পুনঃপুনঃ। সতীঞ্চ শম্ভুঞ্চ বিলোকয়ন্ত্যস্তথৈব সর্ব্বা মুদিতা হসন্ত্যঃ॥৬৪॥ লোমশ উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে তত্র গর্গাচার্য্যপ্রণোদিতঃ। হিমবান্মেনয়া সার্দ্ধং কন্যাং দাতুং প্রচক্রমে॥ ৬৫॥ হৈমং কলশমাদায় মেনা চার্দ্ধাঙ্গমাশ্রিতা। হিমাদ্রেশ্চ মহাভাগা সর্ব্বাভরণভূষিতা॥ ৬৬॥ তদা হিমাদ্রিণা প্রোক্তো বিশ্বনাথো বরপ্রদঃ। ব্রহ্মণা সহ সঙ্গত্য বিষ্ণুনা চ তথৈব চ॥ ৬৭॥ সার্দ্ধং পুরোধসা চৈব গর্গেণ সুমহাত্মনা। কন্যাদানং করোম্যদ্য দেবদেবস্য শূলিনঃ॥ ৬৮॥ প্রয়োগো ভণ্যতাং ব্রহ্মন্নস্মিন্ সময় আগতে। তথেতি মত্বা তে সর্ব্বে কালজ্ঞা দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬৯॥ কথ্যতাং তাত গোত্রং স্বং কুলং চৈব বিশেষতঃ। কথয়স্ব মহাভাগ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তথা। সুমুখো বিমুখঃ সদ্যো হ্যশোচ্যঃ শোচ্যতাং গতঃ॥ ৭০॥ এবংবিধঃ সুরবরৈর্ঋষিভিস্তদানীং গন্ধর্ব্বযক্ষমুনিসিদ্ধগণৈস্তথৈব। দৃষ্টো নিরুত্তরমুখো ভগবান্ মহেশো হাস্যং চকার সুভৃশং ত্বথ নারদশ্চ॥ ৭১॥ বীণাং প্রকটয়ামাস ব্রহ্মপুত্রোঽথ নারদঃ। তদানীং বারিতো ধীমান্ বীণাং মা বাদয় প্রভো॥ ৭২॥ ইত্যুক্তঃ পর্ব্বতেনৈব নারদো বাক্যমব্রবীৎ। ত্বয়া পৃষ্টো ভবঃ সাক্ষাৎ স্বগোত্রকথনং প্রতি॥ ৭৩॥ অস্য গোত্রং কুলং চৈব নাদ এব পরং গিরে। নাদে প্রতিষ্ঠিতঃ শম্ভুর্নাদো হ্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৭৪॥ তস্মান্নাদময়ঃ শম্ভুর্নাদাচ্চ প্রতিলভ্যতে। তস্মাদ্বীণা ময়া চাদ্য বাদিতা হি পরন্তপ॥ ৭৫॥ অস্য গোত্রং কুলং নাম ন জানন্তি হি পর্ব্বত। ব্রহ্মাদয়ো হি বিবুধা অন্যেষাং চৈব কা কথা॥ ৭৬॥ ত্বং হি মূঢ়ত্বমাপন্নো ন জানাসি হি কিঞ্চন। বাচ্যাবাচ্যং মহেশস্য বিবরা হি বহির্ম্মুখাঃ॥ ৭৭॥ যে যে আগমিকাশ্চাদ্যে নষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ। অরূপোঽয়ং বিরূপাক্ষো হ্যকুলীনোঽয়মুচ্যতে॥ ৭৮॥ অগোত্রোঽয়ং গিরিশ্রেষ্ঠ জামাতা তে ন সংশয়ঃ। ন কর্ত্তব্যো বিমর্শোঽহত্র ভবতা বিবুধেন হি॥ ৭৯॥

অনসূয়া যশস্বিনী পার্ব্বতীকে ও শম্ভুকে দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্রে নীরাজনা করিলেন। এইরূপে অন্যান্য দ্বিজপত্নীগণও পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে নীরাজনা করিতে লাগিলেন। সতী ও শম্ভুকে দেখিয়া সকল রমণীই মোহিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে হাস্যচ্ছটা বিকাশিত হইতে লাগিল। লোমশ কহিলেন,—এই সময় আচার্য্য গর্গের অনুমোদনক্রমে হিমালয় মেনকার সহিত একযোগে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। মহাভাগা মেনকা সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া হৈমকলশ গ্রহণপূর্ব্বক হিমাদ্রির অঙ্গ-সঙ্গিনী হইলেন। তখন হিমালয় বরদাতা বিশ্বনাথকে বলিলেন,—আমি অদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সুমহাত্মা পুরোহিত গর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবদেব শূলপাণির করে কন্যা দান করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! এই ত শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি এখন এতৎসম্বন্ধে মন্ত্রাদি প্রয়োগ করুন। তখন কালজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই মহেশকে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ, সময় হইয়াছে; অতএব হে তাত! তোমার গোত্র বল; হে মহাভাগ! নিজের কুল কি, তাহাও বিশেষ করিয়া প্রকাশ কর। এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ তখন সুমুখ হইয়াও বিমুখ হইলেন এবং অশোচ্য হইয়াও শোচ্যতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুর, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মুনি ও সিদ্ধগণ সকলেই দেখিলেন,—ভগবান্ হর নিরুত্তর হইয়াছেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মপুত্র নারদ সাতিশয় হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং স্বীয় বীণাযন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন। তখন ধীমান্ হিমবান্ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি বীণা বাজাইবেন না। ৬১—৭২। পার্ব্বতরাজের এই কথায় নারদ কহিলেন,—তুমি সাক্ষাৎ ভবদেবকে স্বীয় গোত্রপ্রবর বলিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছ; কিন্তু ইঁহার গোত্র বা কুল সকলই এই নাদ, নাদেই শম্ভু প্রতিষ্ঠিত এবং নাদও তাঁহাতেই অবস্থিত। অতএব শম্ভু নাদময়, ইহাই নিশ্চয় এবং নাদবলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্যই হে পরন্তপ! আমি অদ্য বীণাধ্বনি করিয়াছি। হে পর্ব্বত! ব্রহ্মাদি বিবুধগণও ইঁহার গোত্র বা কুলের তত্ত্ব জানেন না, তাহাতে অন্যে পরে কা কথা? তুমিও মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; তাই মহেশবিষয়ক বাচ্যাবাচ্য কিছুই জান না। বিবর সকল বহির্ম্মুখ; যে যে বস্তু আগমশীল, সে সমস্ত নিশ্চয়ই বিনশ্বর। হে অদ্রে! ইহাই নিশ্চয় জানিও, এই বিরূপাক্ষ রূপহীন ও অকুলীন বলিয়া কথিত। হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তোমার এই জামাতা গোত্রহীন, তাহাতে সংশয় কিছুই নাই। তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি, তোমার এ

ন জানন্তি হরং সর্ব্বে কিং বহূক্ত্যা মম প্রভো। যস্মাজ্জ্ঞানান্মহাভাগ মোহিতা ঋষয়ো হ্যমী ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মাপি তং ন জানাতি মস্তকং পরমেষ্ঠিনঃ। বিষ্ণুর্গতো হি পাতালং ন দৃষ্টো হি তথৈব চ ॥ ৮১ ॥ তেন লিঙ্গেন মহতা হ্যগাধেন জগত্রয়ম্। ব্যাপ্ত-মস্তীতি তদ্বিদ্ধি কিমনেন প্রয়োজনম্ ॥ ৮২ ॥ অনয়া-রাধিতং নূনং তব পুত্র্যা হিমালয়। তত্ত্বতো হি ন জানাসি কথং চৈব মহাগিরে ॥ ৮৩ ॥ আভ্যামুৎ-পদ্যতে বিশ্বমাভ্যাং চৈব প্রতিষ্ঠিতম্। এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য নারদস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৪ ॥ হিমাদ্রিপ্রমুখাঃ সর্ব্বে তথা চেন্দ্রপুরোগমাঃ। সাধুসাধ্বিতি তে সর্ব্বে উচুর্বিস্মিতমানসাঃ ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বরস্য তু গাম্ভীর্য্যং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে বিচক্ষণাঃ। বিস্ময়েন সমাশ্লিষ্টা উচুঃ সর্ব্বে পরস্পরম্ ॥ ৮৬ ॥ ঋষয় উচুঃ। যস্যাজ্ঞয়া জগদিদঞ্চ বিশালমেব জাতং পরাৎপরমিদং নিজ-বোধরূপম্। সর্ব্বং স্বতন্ত্রপরমেশ্বরভাবগমাং সোঽহসৌ ত্রিলোকনিজরূপযুতো মহাত্মা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবপার্ব্বতীবিবাহবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। অথ তে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠা মের্ব্বাদ্যা জাতসম্ভ্রমাঃ উচুস্তে চৈকপদ্যেন হিমবন্তং মহা-গিরিম্ ॥ ১ ॥ পর্ব্বতা উচুঃ। কন্যাদানং ক্রিয়তাং চাদ্য শৈল শ্রীমাঞ্ছম্ভুর্ভাগ্যতস্তেহদ্য লব্ধঃ। হৃন্মধ্যে বৈ নাত্র কার্য্যো বিমর্শস্তস্মাদেষা দীয়তামীশ্বরায় ॥ ২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং সুহৃদাং বৈ হিমালয়ঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পমকরোদ্‌ব্রহ্মণা নোদিতস্তদা। ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদামি পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥ ভার্য্যার্থং প্রতি-গৃহ্নীষ মন্ত্রেণানেন দত্তবান্। অস্মৈ রুদ্রায় মহতে দেবদেবায় শম্ভবে। কন্যা দত্তা মহেশায় গিরীন্দ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৪ ॥ বেদ্যাঞ্চ বহিরানীতৌ দম্পতী কমলেক্ষণৌ। উপবেশিতৌ বহির্বেদ্যাং পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ৫ ॥ আচার্য্যেণাথ তত্রৈব কশ্যপেন মহাত্মনা। আহ্বানং হবনার্থায় কৃতমগ্নেস্তদা দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্মাসনগতো বভূব শিবসন্নিধৌ। প্রবর্ত্ত-

---

বিষয়ে আর মতদ্বৈধ করা কর্ত্তব্য নহে। হে প্রভো! এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি কহিব, হরের তত্ত্ব সকলে জানে না। হে মহাভাগ! যাঁহাকে না জানিতে পারিয়া ঋষিগণও মোহিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মাও তাঁহাকে জানেন না; তিনি সেই পরমেষ্ঠীর মস্তক দেখিতে পান নাই এবং বিষ্ণুও পাতালে গিয়া তদীয় অন্ত সীমা দেখিতে পারেন নাই। জানিবে—সেই মহান্ অগাধ লিঙ্গ দ্বারাই এই জগত্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। একথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? হে হিমালয়! তোমার এই দুহিতা নিশ্চয় তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছেন। হে মহাগিরে! তুমি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না কেন? এই হরপার্ব্বতী হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং ইহাঁতেই বিশ্বের স্থিতি। মহাত্মা নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমাদ্রিপ্রমুখ কন্যাপক্ষ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ বর-পক্ষগণ সকলেই বিস্মিতমনে সাধু সাধু রব করিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরের গাম্ভীর্য্যের বিষয় বিদিত হইয়া বিচক্ষণগণ বিস্ময় সহকারে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—যাঁহার আজ্ঞায় এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; তিনিই ঐ ত্রিলোকমূর্ত্তি মহাত্মা। উনি পরাৎপর ও নিজ বোধস্বরূপ। ৭৩—৮৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর মেরু-মন্দর প্রমুখ প্রধান প্রধান পর্ব্বতগণ সসম্ভ্রমে মহাগিরি হিমালয়কে কহিলেন,—হে গিরে! তুমি এক্ষণে কন্যা দান কর। এই শ্রীমান্ শম্ভু তোমার ভাগ্যবশেই লব্ধ হইয়াছেন। এ বিষয়ে হৃদয়ে আর অন্যথাভাব পোষণ করিও না। তুমি তোমার এই কন্যাকে ঈশ্বরকরে সম্প্রদান কর। হিমালয় সুহৃদ্‌গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার অনুমোদনক্রমে সম্যক্ সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! তোমাকে আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ভার্য্যার্থ ইহাকে গ্রহণ কর। এই মন্ত্র পড়িয়া মহাত্মা হিমালয় দেবদেব ভগবান্ রুদ্রের করে কন্যা দান করিলেন। অনন্তর সেই দম্পতি পার্ব্বতী ও পর-মেশ্বর অন্তর্বেদী হইতে বহির্বেদীতে আনীত ও উপ-বেশিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন মহাত্মা কশ্যপ হবনের নিমিত্ত অগ্নির আহ্বান করিলেন। ব্রহ্মা শিবের সমীপে ব্রহ্মাসনেই উপবিষ্ট হইলেন। অন-

মানে হবন ঋষয়শ্চ বিচক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥ ঊচুঃ পরস্পরং তত্র নানাদর্শনবেদিনঃ। বেদবাদরতাঃ কেচিদ্‌-বদন্ সম্মতেন বৈ ॥ ৮ ॥ এবমেব ন চাপ্যেবমেবমেব ন চান্যথা। কার্য্যমেব ন বা কার্য্যং কার্য্যাকার্য্যং তথা পরে ॥ ৯ ॥ ইত্যেবং কুর্ব্বতাং শব্দঃ শ্রূয়তে শিব-সন্নিধৌ। স্বকীয়ং মতমাস্থায় হ্যব্রুবংস্তে পরস্পরম্। তত্ত্বজ্ঞানবিহীনাস্তে কেবলং ভেদবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পরস্পরজয়ৈষিণাম্। প্রহস্য নারদো বাক্যমুবাচ শিবসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ যূয়ং সর্ব্বে বাদিনশ্চ বেদবাদরতাস্তথা। মৌনমাস্থায় ভো বিপ্রা হৃদি কৃত্য সদাশিবম্ ॥ ১২ ॥ আত্মানং পরমাত্মানং পরাণাং পরমঞ্চ তৎ। যেনেদং কারিতং বিশ্বং যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। যস্মিন্নিলীয়তে বিশ্বং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ১৩ ॥ সোহয়মাস্তেহধুনা গেহে পর্ব্বতেন্দ্রস্য ভো দ্বিজাঃ। মুখাদস্যৈব সঞ্জাতাঃ সর্ব্বে যূয়ং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তাস্তদা তেন নারদেন দ্বিজোত্তমাঃ। উপদেশকরৈর্বাক্যৈর্বোধিতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ত্তমানে চ যজ্ঞে চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। দদর্শ চরণৌ দেব্যা নখেন্দুঞ্চ মনোহরম্ ॥ ১৬ ॥ দর্শনাৎ স্খলিতঃ সদ্যো বভূবাম্বুজসম্ভবঃ। মদনেন সমাবিষ্টো বীর্য্যঞ্চ প্রাচ্যবদ্ভুবি ॥ ১৭ ॥ রেতসা ক্ষরমাণেন লজ্জিতোহভূৎ পিতামহঃ। চরণাভ্যাং মমর্দ্দাথ মহদ্গোপ্যং দুরত্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥ বহবশ্চর্ষয়ো জাতা বালখিল্যাঃ সহস্রশঃ। উপতস্থুস্তদা সর্ব্বে তাত-তাতেতি চাব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥ নারদেন তদোক্তাস্তে বালখিল্যাঃ প্রকোপিণা। গচ্ছন্তু বটবো যূয়ং পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ২০ ॥ ন স্থাতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ভবতাং ন প্রয়োজনম্। ইত্যেবমুক্তাস্তে সর্ব্বে বালখিল্যাশ্চ পর্ব্বতম্। নারদেন সমাদিষ্টা যযুঃ সর্ব্বে ত্বরান্বিতাঃ ॥ ২১ ॥ নারদেন ততো ব্রহ্মাশ্বাসিতো বচনৈঃ শুভৈঃ। তাবচ্চ হবনং পূর্ণং জাতং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥ মহেশস্য তথা বিপ্রা শান্তিপাঠরতা বভুঃ। ব্রহ্মঘোষেণ মহতা ব্যাপ্তমাসীদ্দিগন্তরম্ ॥ ২৩ ॥ ততো নীরাজিতো দেবো দেবপত্নীভিরুত্তমঃ। তথৈব ঋষিপত্নীভিরর্চ্চিতঃ পূজিতস্তথা ॥ ২৪ ॥ তথা গিরীন্দ্রস্য

ন্তর হোমক্রিয়া আরম্ভ হইলে নানা দর্শনবেদী বিচক্ষণ ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। কতিপয় ঋষি বেদবাদে নিরত হইলেন। ইহা এই রূপই; ইহা এইরূপ নহে; ইহা এই এইরূপ, ইহার অন্যথা হইবার নহে। কার্য্যই বটে, কার্য্য নহে; কার্য্যাকার্য্যই; এইরূপে বিভিন্ন মতবাদী বাদ-প্রতিবাদকারী ঋষিগণের শাস্ত্রীয় আলাপ-ধ্বনি শিব-সন্নিধানে শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়া পরস্পর তাঁহারা বাদ-প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সকল বিবদমান ঋষি তত্ত্বজ্ঞানহীন; তাঁহারা কেবলই বেদবাদে নিরত। সেই পরস্পর-জয়ৈষী ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ হাস্যপূর্ব্বক শিব-সমীপে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা সকলে বেদবাদে নিরত হইয়া কেবলই বিবাদ বিতর্ক করিতেছ। এক্ষণে মৌনাবলম্বনে সদাশিবকে হৃদয়ে ধ্যান কর। জানিবে—ঐ সদাশিবই আত্মা, পরমাত্মা ও পরাৎপর। উনিই এই বিশ্ব বিরচন করিয়াছেন, উহাঁ হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। উহাঁতেই এই বিশ্ব বিলয় পাইয়া থাকে; অতএব ঐ সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার। হে দ্বিজগণ! এই সেই সদাশিব অধুনা পর্ব্বতরাজের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। তোমাদের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহাঁরই মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। নারদ তখন সেই দ্বিজবরদিগকে এই কথা কহিলে তাঁহারা সেই সেই উপদেশজনক বাক্যসমূহে প্রবোধিত হইলেন। —১৫। তখন বিবাহযজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবীর মনোহর নখচন্দ্রের প্রতি লোক-পিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হইল। দৃষ্টিমাত্র কমলযোনি সদ্যই স্খলিতবীর্য্য হইলেন। মদনাবেশে তাঁহার বীর্য্য ভূতলে পতিত হইল। রেতঃক্ষরণ হওয়ায় পিতামহ তখন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই অতি গোপ্য দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্য তখন চরণ দ্বারা মর্দ্দিত করিলেন। তাহাতে সহস্র সহস্র বালখিল্য ঋষির উৎপত্তি হইল। তাঁহারা সকলেই তখন হে তাত, হে পিতঃ, বলিয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর নারদ প্রকুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—ওহে বটুগণ! তোমরা গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর। তোমরা এখানে থাকিও না; তোমাদের দ্বারা কোনই প্রয়োজন নাই। বালখিল্যগণ নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর নারদ সুন্দর বচন বিন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্যবকাশে মহাত্মা মহেশের হোমকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। বিপ্রগণ তখন তদীয় শান্তিমন্ত্র পাঠে নিরত হইলেন। বিপুল ব্রহ্মঘোষে দিগ দিগন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দেবপত্নীগণ দেবদেবের নীরাজনা করিলেন এবং ঋষিপত্নীগণ তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিলেন। গিরি-

মনোরমাঃ শুভা নীরাজয়ামাসুস্তথৈব যোষিতঃ। গীতৈঃ সুগীতজ্ঞবিশারদাশ্চ তথৈব চান্যে স্তুতিভি-র্মহর্ষয়ঃ॥ ২৫॥ রত্নানি চ মহার্হাণি দদৌ তেভ্যো মহামনাঃ। হিমালয়ো মহাশৈলঃ সংহৃষ্টঃ পরিতো-ষয়ন্॥ ২৬॥ বভৌ তদানীং সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈর্বেদ্যাং স্থিতোঽসৌ সকলত্রকো বিভুঃ। সর্ব্বৈরুপেতো নিজপার্ষদৈর্গণৈঃ প্রহৃষ্টচেতা জগদেকসুন্দরঃ॥ ২৭॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। ঋষিগন্ধর্ব্ব-যক্ষাশ্চ যেঽন্যে তত্র সমাগতাঃ॥ ২৮॥ সর্ব্বান সমভ্যর্চ্চ্য তদা মহাত্মা মহান্ গিরীশঃ পরমেণ বর্চ্চসা। সদ্রত্নবস্ত্রাভরণানি সম্যগ্ দদৌ চ তাম্বূল-সুগন্ধবার্য্যপি॥ ২৯॥ তদা শিবং পুরস্কৃত্যাভ্যব-জহ্রুঃ সুরেশ্বরাঃ। তথা সর্ব্বে মিলিত্বা তু ঐক-পদ্যেন মোহিতাঃ॥ ৩০॥ পঙ্‌ক্তীভূতাশ্চ বুভুজু-র্লিঙ্গিনা শৃঙ্গিণা সহ। কেচিদ্‌গণাঃ পৃথগ্‌ভূতা নানা হাস্যরসৈর্বিভুম্॥ ৩১॥ অতোষয়ন্নারদাদ্যা অনেকা-লীকসংযুতাঃ। তথা চণ্ডীগণাঃ সর্ব্বে বভুজুঃ কৃত-ভাজনাঃ॥ ৩২॥ বৈতালাঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ। শাকিনী ডাকিনী চৈব যক্ষিণ্যো মাতৃকাদয়ঃ॥ ৩৩॥ যোগিন্যোঽথ চতুঃষষ্টির্যোগিনো হি তথা পরে। দশ কোট্যো গণানাঞ্চ কোট্যেকা চ মহাত্মনাম্॥ ৩৪॥ এবঞ্চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে তথান্যে বিবুধাদয়ঃ। যোগিনো হি ময়া চান্যে কথিতাঃ পূর্ব্ব-মেব হি। যোগিন্যশ্চৈব কথিতাস্তাসাং ভক্ষ্যং বদামি বঃ॥৩৫॥ খড়্গানাং কেচিদানীয় ক্রব্যং পবিত্র-মেব চ॥ ৩৬॥ ভুঞ্জন্তি চাস্থিসংযুক্তং তথান্যানি বুভু-ক্ষিতাঃ। আনীয় কেচিচ্ছীর্ষাণি মহিষাণাং গুরূণি চ॥ ৩৭॥ তথা কেচিন্নৃত্যমানাস্তদানীং রোরূয়মাণাঃ প্রমথাশ্চৈব চান্যে। কেচিত্তূষ্ণীমাস্থিতা রুদ্ররূপাঃ পরে চান্যান্ লোকমানাস্তথৈব॥ ৩৮॥ যোগিনী-চক্রমধ্যস্থো ভৈরবো হি ননর্ত্ত চ। তথান্যে ভূত-বেতালা মামেত্যেবং প্রলাপিনঃ॥ ৩৯॥ এবং তেষাম্যুদ্ধবং হি নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ। উবাচ প্রহসন বাক্যং শঙ্করং লোকশঙ্করম্॥ ৪০॥ এতান্ গণান্ বারয় ভো অত্র মত্তাংশ্চ সম্প্রতি। অস্মিন্ কালে চ

রাজের যে সকল মনোহারিণী সুন্দরী পত্নী ছিলেন, তাঁহারাও শিবের নীরাজনা করিলেন। অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞ সুনিপুণ মহর্ষিগণ স্তুতিগীতি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ জন্মাইলেন। মহামনা মহাশৈল হিমালয় হৃষ্ট হইয়া জামাতাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য মহামূল্য রত্নরাজি দান করিলেন। তখন সেই জগদেকসুন্দর ভগবান্ ভবদেবর্ষ—সুর, সিদ্ধ ও পার্ষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বেদীর উপর উপবেশনপূর্ব্বক সস্ত্রীক সমধিক সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাত্মা মহাগিরি হিমালয় ব্রহ্মা, ও বিষ্ণুপ্রমুখ অভ্যাগত দেব এবং ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ এবং তাম্বূল ও সুগন্ধি সলিল প্রদান করিলেন। তখন শিবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরেশ্বরগণ আহার করিতে বসি-লেন; এবং সকলেই একযোগে মিলিত হইয়া মুদিত-মনে আহার করিতে লাগিলেন। লিঙ্গী ও শৃঙ্গী অর্থাৎ প্রমথ ও পর্ব্বতবৃন্দ সকলেই একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলেন। কোন কোন দল স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া নানাবিধ হাস্যরসের অবতারণায় সদাশিবকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনেক অলীক বাক্যকুশল নারদাদি ঋষিগণ এই সকল দলে যোগদান করিলেন। এইরূপে চণ্ডীগণ, বেতাল ও ক্ষেত্রপালগণ, শাকিনী, ডাকিনী যক্ষিণী, মাতৃকাদি চতুঃষষ্টি যোগিনী ও যোগিগণ একাদশ কোটি মহাত্মা প্রমথগণ, ঋষিগণ, অন্যান্য বিবুধগণ ও অন্যান্য যোগিগণ সকলেই ভোজন করিলেন। চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের ভক্ষ্য সামগ্রীর কথা আপনাদের নিকট বলিতেছি।১৬—৩৫। ঐ সকল যোগিনীর মধ্যে কোন কোন যোগিণী খড়্গানামক মহাবল পশুর ক্রব্য আনিয়া পবিত্র জ্ঞানে অস্থির সহিত ভোজন করিতে লাগিল; কোন কোন যোগিনীগণ বুভুক্ষিত হইয়া অন্ত্র-জাল ভক্ষণ করিল; কোন কোন যোগী মহিষ-দিগের বৃহৎ বৃহৎ মস্তক আনিয়া খাইতে লাগিল। অন্যান্য প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন নর্ত্তন ও কেহ কেহ অতিমাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিল। কোন কোন রুদ্ররূপী প্রমথ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল এবং অন্যান্য প্রমথেরা অপর কতকগুলি প্রমথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যোগিনী-চক্রের মধ্যে থাকিয়া ভৈরব নৃত্য করিতে লাগি-লেন। অন্যান্য ভূত-বেতালগণ 'মা' 'মা' রবে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের সেইরূপ উৎসবব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মধুসূদন হাস্যপূর্ব্বক লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন,—হে দেব! আপনি প্রমত্ত প্রমথগণকে সম্প্রতি বারণ করুন। হে মহা-

যৎ কার্য্যং সর্ব্বৈস্তৎ কার্য্যমেব চ ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডিতোন মহাদেব তস্মাদেতান নিবারয়। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান রুদ্রো বীরভদ্রমুবাচ হ ॥ ৪২ ॥ রুদ্র উবাচ। বারয়স্ব প্রমত্তাংশ্চ ক্ষীবাংশ্চৈব বিশেষতঃ। তেনোক্তো বীরভদ্রশ্চ শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৩ ॥ আজ্ঞাপিতাঃ প্রমত্তাশ্চ বীরভদ্রেণ ধীমতা। প্রমথা বারিতাস্তেন তুষ্ণীমাশ্রিতা তে স্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ নিশ্চলা যোগিনীমধ্যে ভূতপ্রমথগুহ্যকাঃ। শাকিন্যো যাতুধানাশ্চ কুষ্মাণ্ডাঃ কোপিকর্পটাঃ ॥ ৪৫ ॥ তথান্যে ভূতবেতালাঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ ভৈরবাঃ। সর্ব্বে শান্তাঃ প্রমত্তাশ্চ বভূবুঃ প্রমথাদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ এবং বিস্তারসংযুক্তং কৃতমুদ্বহনং তদা। হিমাদ্রিণা পরং বিপ্রাঃ সুমঙ্গলং সুশোভনম্ ॥ ৪৭ ॥ চত্বারো দিবসা জাতাঃ পরিপূর্ণেন চেতসা। হিমাদ্রিণা কৃতা পূজা দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ৪৮ ॥ বস্ত্রালঙ্কারভরণৈঃ রত্নৈরুচ্চাবচৈস্ততঃ। পূজয়িত্বা মহাদেবং বিষ্ণোরর্চ্চাপরোহভবৎ ॥ ৪৯ ॥ লক্ষ্মীসমেতং বিষ্ণুঞ্চ বস্ত্রালঙ্করণৈঃ শুভৈঃ। পূজয়ামাস হিমবাংস্তথা ব্রহ্মাণমেব চ ॥ ৫০ ॥ ইন্দ্রং পুরোধসা সার্দ্ধমিন্দ্রাণ্যা সহিতং বিভুম্। তথৈব লোকপালাংশ্চ পূজয়িত্বা পৃথকপৃথক ॥ ৫১ ॥ তথৈব পূজিতা চণ্ডী ভূতপ্রমথগুহ্যকৈঃ। বস্ত্রালঙ্করণৈশ্চৈব রত্নৈর্নানাবিধৈরপি। যে চান্যা আগতাস্তত্র তে চ সর্ব্বে প্রপূজিতাঃ ॥ ৫২ ॥ এবং তদানীং প্রতিপূজিতাশ্চ দেবাশ্চ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ যক্ষাঃ। গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাস্তথৈব মর্ত্ত্যাপ্সরসাং গণাশ্চ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবপার্ব্বতীবিবাহমঙ্গলোৎসববর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। তথৈব বিষ্ণুনা সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ প্রপূজিতাঃ। সহ্যাচলশ্চ বিন্ধ্যশ্চ মৈনাকো গন্ধমাদনঃ ॥ ১ ॥ মাল্যবান্ মলয়শ্চৈব মহেন্দ্রো মন্দরস্তথা। মেরুশ্চৈব প্রযত্নেন পূজিতো বিষ্ণুনা তদা ॥ ২ ॥ শ্বেতঃ কৃতঃ শ্বেতগিরির্নীলাদ্রিশ্চ তথৈব চ। উদয়াদ্রিশ্চ শৃঙ্গশ্চ অস্তাচলবরো মহান ॥ ৩ ॥ মানসাদ্রিস্তথা শৈলঃ কৈলাসঃ পর্ব্বতোত্তমঃ। লোকালোকস্তথা শৈলঃ পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪ ॥ এবং তে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাঃ পূজিতাঃ সর্ব্ব এব হি। তথান্যে পূজিতাস্তেন সর্ব্বে পর্ব্বতবাসিনঃ ॥ ৫ ॥

দেব! এই সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সকলকেই বিচক্ষণতার সহিত করিতে হইবে; অতএব ইহাদিগকে এক্ষণে নিবারণ করাই কর্ত্তব্য। ভগবান রুদ্র সেই কথা শুনিয়া বীরভদ্রকে কহিলেন,—এই সকল প্রমত্ত প্রমথদিগকে নিষেধ কর। পরমেষ্ঠী শম্ভু ঐ কথা কহিলে, ধীমান বীরভদ্র প্রমত্ত প্রমথদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধাজ্ঞা করিলেন। বীরভদ্র কর্ত্তৃক বারিত হইয়া প্রমথগণ তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিল। যোগিমধ্যে ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, শাকিনী, যাতুধান, কুষ্মাণ্ড, কোপিকর্পট অন্যান্য ভূত বেতাল, ক্ষেত্রপাল, ভৈরব ও প্রমত্ত প্রমথগণ সকলেই শান্তভাব ধারণ করিল। হে বিপ্রগণ! এই হিমালয় এইরূপে বহু আড়ম্বর সহকারে পরম মঙ্গল বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিলেন। চারিদিন যাবৎ হিমাদ্রি পরিপূর্ণ-মনে দেবদেব শূলপাণির অর্চ্চনা করিলেন। বস্ত্রালঙ্কার, নানা আভরণ, ও বিবিধ রত্ন দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া পরে তিনি বিষ্ণুর অর্চ্চনায় তৎপর হইলেন। হিমবান্ শুভ বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা লক্ষ্মী সহ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাকে, বৃহস্পতি ও সহ ইন্দ্রকে এবং অন্যান্য লোকপালদিগকেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিনি অর্চ্চনা করিলেন। ভগবতী চণ্ডী এবং অপরাপর অভ্যাগতগণ সকলেই হিমালয়ের নিকট বস্ত্রালঙ্কার ও নানাবিধ রত্ন দ্বারা যথাবিধি পূজিত হইলেন। এইরূপে তখন দেব, ঋষি যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ, মর্ত্ত্য ও অপ্সরোগণ সকলেই তথায় যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন। ৩৬—৫৩।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—এদিকে ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু ও পর্ব্বতগণকে পূজা করিলেন। সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য, মৈনাক, গন্ধমাদন, মাল্যবান্, মলয়, মহেন্দ্র, মন্দর ও মেরুকে বিষ্ণু পূজা করিলেন। শ্বেতগিরি, নীলাদ্রি, উদয়াদ্রি, শৃঙ্গবান্, মহেন্দ্র, অস্তাচল, মানসাদ্রি, পর্ব্বতবর কৈলাস ও লোকালোক, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট পূজিত হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান পর্ব্বতগণ সকলেই পূজা পাইলেন। ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু ও অন্যান্য পর্ব্বতবাসীকেও

ঙ্না ব্রহ্মণা সার্দ্ধং কৃতং সর্ব্বং যথোচিতম্। অন্যেহহনি চ সম্প্রাপ্তে বরযাত্রা কৃতা তথা ॥ ৬ ॥ হিমাদ্রিণা বন্ধুভিশ্চ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্। যযুঃ সর্ব্বে সুরগণা গণাশ্চ বহবস্তথা ॥ ৭ ॥ প্রমথাশ্চ তথা সর্ব্বে তথা চণ্ডীগণাঃ পরে। যে চান্যে বহবস্তত্র সমায়াতা হিমালয়ম্ ॥ ৮ ॥ শিবস্যোদ্বহনং বিপ্রাঃ শিবেন পরিভাবিতাঃ। পরং হর্ষং সমাপন্না দৃষ্ট্বা তৌ দম্পতী তদা ॥ ৯ ॥ পার্ব্বতীসহিতঃ শম্ভুঃ শম্ভুনা সহ পার্ব্বতী। পুষ্পগন্ধৌ যথা স্যাতাং বাগর্থাবিব তত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥ তথা প্রকৃতিপুংসৌ চ ঐকপদ্যেন নান্যথা। দম্পতী তৌ গজারূঢৌ শুশুভাতে মহাপ্রভৌ ॥ ১১ ॥ বিমানস্থস্তদা ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ গরুড়োপরি। ঐরাবতগতশ্চেন্দ্রঃ কুবেরঃ পুষ্পকোপরি ॥ ১২ ॥ পাশী চ মকরারূঢো যমো মহিষমেব চ। প্রেতারূঢো নৈর্ঋতঃ স্যাদগ্নিবস্তগতো মহান্ ॥ ১৩ ॥ মৃগারূঢোঽথ পবন ঈশো বৃষভমেব চ। ইত্যেবং লোকপালাশ্চ সগ্রহাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৪ ॥ স্বৈঃ স্বৈর্ব্বলৈঃ পরিক্রান্তাস্তথান্যে প্রমথাদয়ঃ। হিমাদ্রিশ্চ মহাশৈল ঋষভো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৫ ॥ সহ্যাচলো নীলগিরির্ম্মন্দরো মলয়াচলঃ। কৈলাসো হি মহাতেজা মৈনাকশ্চ মহাপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥ এতে চান্যে চ গিরয়ঃ শ্রীমন্তো হি মহাপ্রভাঃ। সকলত্রাশ্চ তে সর্ব্বে সুসুতাশ্চ মনোরমাঃ ॥ ১৭ ॥ বলিনো রূপিণঃ সর্ব্বে মের্ব্বাদ্যাস্তত্র পর্ব্বতাঃ। বরযাত্রাপ্রসঙ্গেন শিবার্চ্চনপরাভবন্ ॥ ১৮ ॥ নন্দিনা হ্যুপবিষ্টাস্তে মের্ব্বাদ্যাস্তত্র পর্ব্বতাঃ। বরযাত্রা কৃতা তেন যথোক্তা চ হিমাদ্রিণা। সর্ব্বৈস্তৈর্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পুনরাগমনং কৃতম্ ॥ ১৯ ॥ স্বকালয়স্থো হিমবান্ স রেজে হি মহাযশাঃ। শিবসম্পর্কজেনৈব মহসা পরমেণ চ। বিখ্যাতো হি মহাশৈলস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ২০ ॥ কন্যাদানেন মহতা তুষ্টো যস্য চ শঙ্করঃ। তে ধন্যাস্তে মহাত্মানঃ কৃতকৃত্যাস্তথৈব চ ॥ ২১ ॥ দ্ব্যক্ষরং নাম যেষাঞ্চ জিহ্বাগ্রে সংস্থিতং সদা। শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যৈরুদীরিতমদ্য বৈ। তে বৈ মনুষ্যরূপেণ রুদ্রা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ কিঞ্চিদ্দানেন সন্তুষ্টঃ পত্রেণাপি তথৈব চ। তোয়েনাপি হি সন্তুষ্টো মহাদেবো নিরন্তরম্ ॥ ২৩ ॥ পত্রেণ পুষ্পেণ তথা জলেন প্রীতো ভবত্যেব সদাশিবো হি। তস্মাচ্চ সর্ব্বৈঃ প্রতিপূজনীয়ঃ শিবো মহাভাগ্যকরো নৃণামিহ ॥ ২৪ ॥ একো মহান্ জ্যোতিরজঃ পরেশঃ পরাপরাণাং পরমো মহাত্মা। নিরন্তরো

যথাযোগ্য পূজা করিলেন। পরদিন বন্ধুগণ সহ হিমালয় গন্ধমাদন গিরি পর্য্যন্ত বরের অনুগমন করিলেন। সুরগণ, প্রমথগণ, চণ্ডীগণ ও হিমালয়গণ অন্যান্য সমস্ত সুরাসুরগণ সেই সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। শিব-সম্মানিত ব্রাহ্মণগণ শিবের বিবাহোপলক্ষে সেই নব-দম্পতি শিব-শিবাকে দেখিয়া তৎকালে পরম হৃষ্ট হইলেন। পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুর এবং শম্ভুর সহিত পার্ব্বতীর বস্তুগত্যা কোনই ভেদ নাই। যেমন পুষ্প ও গন্ধ এবং যেমন বাক্য ও অর্থ, তেমনি প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সেই মহাপ্রভ দম্পতি গজারোহণে সমধিক সুশোভিত হইলেন। ব্রহ্মা বিমানস্থ, বিষ্ণু গরুড়স্থ, ইন্দ্র ঐরাবতস্থ, কুবের পুষ্পকারূঢ়, বরুণ মকরারূঢ়, যম মহিষস্থিত, নির্ঋতি প্রেতারূঢ়, অগ্নি ছাগারূঢ়, পবন মৃগারূঢ় এবং ঈশান বৃষারূঢ় হইয়া চলিলেন। এইরূপে গ্রহগণ সমভিব্যাহারে লোকপালগণ স্ব স্ব বলে অন্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রমথগণ এবং মহাগিরি হিমাদ্রি, ঋষভ, গন্ধমাদন, সহ্য, নীলগিরি, মন্দর, মলয়াচল, কৈলাস ও মহাতেজা মৈনাক, এই সকল পর্ব্বত এবং অন্যান্য আরও বহুশ্রীমান্ বলবান্ রূপবান্ মহাপ্রভ মেরু প্রভৃতি মনোরম পর্ব্বত পুত্রকলত্রাদি সহ বরযাত্রা প্রসঙ্গে শিবার্চ্চনায় তৎপর হইলেন। মেরু প্রমুখ পর্ব্বতগণ নন্দীর সহিত উপবেশন করিলেন, হিমাদ্রি উল্লিখিতরূপে বরযাত্রা করিলেন। পরে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবসহ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহামনা হিমবান্ স্বীয় গৃহে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। মহাসমাদরে কন্যাদান করায় শঙ্কর যাহার প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই মহাগিরি হিমাদ্রি শিবসম্পর্ক-জনিত তেজঃপ্রকর্ষে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন। যাঁহাদের জিহ্বাগ্রে 'শিব' এই দ্ব্যক্ষর নাম সর্ব্বদা বিদ্যমান, এ জগতে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতকৃত্য এবং তাঁহারাই মহাত্মা। শিব এই দ্ব্যক্ষর নাম যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা সমুচ্চারিত হয়, তাঁহারাই মনুষ্যরূপে রুদ্র, সন্দেহ নাই। ১—২২। মহাদেব কিঞ্চিন্মাত্র দানেই সন্তুষ্ট; কিছু বিল্বপত্র দাও, বা কিঞ্চিৎ জল দাও, তাহাতেই তাঁহার মহা সন্তোষ। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, এই সকল দ্বারাই সদাশিব প্রীতি হইয়া থাকেন। অতএব সেই সুবিপুল ভাগ্যবিধাতা শিব নরগণের সর্ব্বদাই পূজনীয়। তিনি অদ্বিতীয়, মহান্ জ্যোতিঃস্বরূপ,

নির্ব্বিকারো নিরীশো নিরাবাধো নির্ব্বিকল্পো নিরীহঃ ॥ ২৫ ॥ নিরঞ্জনো নিত্যরূপো নিরোধো নিত্যানন্দো নিত্যমুক্তঃ সদৈব। এবম্ভূতো দেবদেবোঽর্চ্চিতশ্চ তৈর্দেবাদ্যৈর্বিশ্ববেদ্যো ভবশ্চ। স্তুতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চিন্তিতশ্চ সর্ব্বজ্ঞোঽসৌ সর্ব্বদা সর্ব্বদশ্চ ॥ ২৬ ॥ যথা বরিষ্ঠো হিমবান্ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সর্ব্বগুণো মহাত্মা। বিশ্বেশবন্দ্যো হি তদা হিমালয়ো জাতো গিরীণাং প্রবরস্তদানীম্ ॥ ২৭ ॥ মেনয়া সহ ধর্ম্মাত্মা যথাস্থানগতস্ততঃ। সর্ব্বান্ বিসর্জ্জয়ামাস পর্ব্বতান্ পর্ব্বতেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥ গতেষু তেষু হিমবান্ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রকৈঃ। রাজা গিরীণাং প্রবরো মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ অথো গিরিজয়া সার্দ্ধং মহেশো গন্ধমাদনে। একান্তে চ মতিঞ্চক্রে পরমার্থঃ স্বরূপবান্ ॥ ৩০ ॥ সুরতেনৈব মহতা তপসা হি সমাগমে। দ্বয়োঃ সুরতমারব্ধং তদ্দ্বয়োশ্চ তদাভবৎ ॥ ৩১ ॥ অনিষ্টং মহদাশ্চর্য্যং প্রলয়োপমমেব চ। তস্মিন্মহারতে প্রাপ্তে নাবিন্দন্ত সুখং পরম্ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। রেতসা চ জগৎ সর্ব্বং নষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৩ ॥ সস্মার চাগ্নিং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চাধ্যাত্মদায়কঃ। মনসা সংস্মৃতঃ সদ্যো জগামাগ্নিস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ তাভ্যাং সম্প্রেরিতোঽপশ্যদ্রুচিরং শিবমন্দিরম্। দ্বারি স্থিতং নন্দিনঞ্চ দদর্শাগ্রে মহাপ্রভম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নির্হ্রস্বস্তদা ভূত্বা কাশ্মীরসদৃশচ্ছবিঃ। প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং শম্ভোর্নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ৩৬ ॥ অনেকরত্নসম্বীতং প্রাসাদৈশ্চ স্বলঙ্কৃতম্। তদঙ্গনমনুপ্রাপ্য উপবিশ্যাহ হব্যবাট্ ॥ ৩৭ ॥ পাণিপাত্রস্য মে হ্যম্ব ভিক্ষাং দেহি বরোরতঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পাণিপাত্রস্য বালিকা ॥ ৩৮ ॥ যাবদ্দাতুঞ্চ সারেভে ভিক্ষাং তস্মৈ ততঃ স্বয়ম্। উত্থায় সুরতাত্তস্মাচ্ছিবো হি কুপিতো ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥ রুদ্রস্ত্রিশূলমুদ্যম্য ভৈরবো হ্যভবত্তদা। নিবারিতো গিরিজয়া বধাত্তস্মাচ্ছিবঃ স্বয়ম্। ভিক্ষাং তস্মৈ দদৌ বাচা অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ৪০ ॥ পাণৌ ভিক্ষাং গৃহীত্বাথ প্রত্যক্ষং তেন চাগ্নিনা। ভিক্ষিতা কুপিতা তং বৈ শশাপ গিরিজা ততঃ ॥ ৪১ ॥ রে ভিক্ষো ভবিতা শাপাৎ সর্ব্বভক্ষো মমাশু বৈ।

অজ, পরেশ, পরাপরদিগের পরম, মহাত্মা, চিদ্ঘন, নির্ব্বিকার, নিরীশ, নিরাবাধ, নির্ব্বিকল্প, নিরীহ, নিরঞ্জন, নিত্যরূপ, নিত্যানন্দ, ও নিত্যমুক্ত। এবম্বিধ বিশ্ববেদ্য দেবদেব, ভবদেব, দেবগণের সর্ব্বদাই অর্চ্চিত, স্তুত, ধ্যাত, পূজিত ও চিন্তিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রদ। সর্ব্বগুণাধার মহাত্মা হিমালয় পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত গুণে প্রসিদ্ধ ও বরিষ্ঠ ছিলেন। তৎকালে সেই বিশ্বেশ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া তিনি গিরিগণের মধ্যে গরীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা পর্ব্বতরাজ স্বীয় আবাসে অবস্থিত হইয়া অন্যান্য সমস্ত পর্ব্বতকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে বরেণ্য গিরিরাজ মহাদেবের প্রসাদে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ সহ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর বসন্তাগমে মহেশ্বর গন্ধমাদন শৈলে মহাসুরত ব্যাপারে গিরিজার সহিত একান্তে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা মাত্র তাঁহাদের উভয়ের সুরতক্রীড়া আরব্ধ হইল। ঐ সুরতলীলা মহান্ আশ্চর্য্যজনক ; তাহাতে যেন জগতের প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। সেই মহারতি ক্রীড়া আরব্ধ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থায় শান্তি পাইতে পারিলেন না। মহেশের রেতঃপাতে সমস্ত চরাচর জগৎ নষ্ট হইয়া গেল। ব্রহ্মা এবং অধ্যাত্মদাতা বিষ্ণু উভয়ে তখন অগ্নিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র অগ্নি সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রেরণায় অগ্নি শিবমন্দির দর্শন করিলেন ; দেখিলেন—তাহার দ্বারদেশে মহাপ্রভাব নন্দী অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে অগ্নি কাশ্মীর তুল্য কান্তিশালী হ্রস্ব কলেবর ধারণ করিলেন এবং শম্ভুর নানা আশ্চর্য্যময় অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন—সেই অন্তঃপুর নানা রত্নচ্ছটায় পরিব্যাপ্ত এবং প্রাসাদমালায় সমলঙ্কৃত। সেই অন্তঃপুরের অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া অগ্নি উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন—মাতঃ! এই অন্তঃপুর হইতে আমার পাণিরূপ পাত্রে আপনি ভিক্ষা দান করুন। সেই কথা শুনিয়া বালা অম্বিকা স্বয়ং তাঁহাকে ভিক্ষা দান করিতে যখন উদ্যত হইলেন, তখন শিব সুরতক্রীড়া হইতে উত্থিত হইয়া অতিকোপে শূল উত্তোলনপূর্ব্বক রুদ্র ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু গিরিজা তাঁহাকে তৎকালে সেই হিংসাব্যাপার হইতে নিবারিত রাখিলেন। পরে গিরিজা জাতবেদা অগ্নিকে ভিক্ষা দান করিলেন। ২৪—৪০। তখন অগ্নি স্বীয় পাণিতলে ভিক্ষা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গিরিজা কুপিতা হইয়া তাঁহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে, রে ভিক্ষো! তুমি আমার শাপে সর্ব্বভক্ষ হইবে

অনেন রেতসা সদ্যঃ পীড়াং প্রাপ্স্যসি সর্ব্বতঃ ॥৪২॥ ইত্যুক্তো ভক্ষয়িত্বাগ্নী রেত ঈশস্য হব্যবাট্। যত্র দেবাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ৪৩॥ আগত্যাকথয়ৎ সর্ব্বং তদ্রেতোভক্ষণাদিকম্। সর্ব্বে সগর্ভা হ্যভবন্নিন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ॥ ৪৪॥ অগ্নের্যথা হবিশ্চৈব সর্ব্বেবাযুপতিষ্ঠতি। অগ্নের্মুখোদ্ভবেনৈব রেতসা তে সুরেশ্বরাঃ॥ ৪৫॥ সগর্ভা হ্যভবন্ সর্ব্বে চিন্তয়া চ প্রপীড়িতাঃ। বিষ্ণুং শরণমাজগ্মুর্দ্দেবদেবেশ্বরং প্রভুম্॥ ৪৬॥ দেবা উচুঃ। ত্বং ত্রাতা সর্ব্বদেবানাং লোকানাং প্রভুরেব চ। তস্মাদ্রক্ষা বিধাতব্যা শরণাগতবৎসল॥ ৪৭॥ বয়ং সর্ব্বে মর্ত্তুকামা রেতসানেন পীড়িতাঃ। অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তা বয়ং সর্ব্বে দিবৌকসঃ॥ ৪৮॥ শরণং শঙ্করং যাতাঃ পরিত্রাতুং কৃতোদ্যমাঃ। যদা পুত্রো হি রুদ্রস্য ভবিষ্যতি তদা বয়ম্। সুখিনঃ স্যাম সর্ব্বে বৈ নির্ভয়াশ্চ ত্রিবিষ্টপে॥ ৪৯॥ এবং বিষ্টভ্যমানানাং সর্ব্বেষাং ভয়মাগতম্। অনেন রেতসা বিষ্ণো জীবিতুং শক্যতে কথম্॥ ৫০॥ ত্রিবর্গো হি যথা পুংসাং কৃতো হি সুপরিষ্কৃতঃ। বিপরীতো ভবতোব বিনা দেবেন নান্যথা॥ ৫১॥ তস্মাত্ত্বৈ বলং মত্বা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থায়াং সর্ব্বে মন্যামহে বয়ম্॥ ৫২॥ তথা নিশম্য দেবানাং পরেশঃ পরিদেবনম্। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং দেবানাং দেবতারিহা॥ ৫৩॥ স্তূয়তাং বৈ মহাদেবো মহেশঃ কার্য্যগৌরবাৎ॥ ৫৪॥ তথেতি গত্বা তে সর্ব্বে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ। তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্ব ঈড়িরে ঋষয়ো হরম্॥ ৫৫॥ ওঁ নমো ভর্গায় দেবায় নীলকণ্ঠায় মীঢ়ুষে। ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায় লোকত্রিতয়ধারিণে॥ ৫৬॥ ত্রিস্বরায় ত্রিমাত্রায় ত্রিবেদায় ত্রিমূর্ত্তয়ে। ত্রিবর্গায় ত্রিধামায় ত্রিপদায় ত্রিশূলিনে॥ ৫৭॥ ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব রেতসো জগতঃ পতে॥ ৫৮॥ ব্রহ্মণা তু স্তুতো যাবত্তাবদ্দেবো বৃষধ্বজঃ। প্রাদুর্ব্বভূব তত্রৈব সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৫৯॥ দৃষ্টস্তদানীং জগদেকবন্ধুর্মহাত্মভির্দেববরৈঃ সুপূজিতঃ। সংস্তূয়মানো বিবিধৈর্বচোভিঃ প্রত্যগ্রপৈঃ শ্রুতিসম্মিতৈশ্চ॥ ৬০॥ স্তবতাঞ্চৈব দেবানামুবাচ পরমেশ্বরঃ। ত্রাসং কুর্ব্বন্তু মা সর্ব্বে রেতসানেন

এবং এই রেতোদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পীড়া প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। গিরিজা এই কথা কহিলে হব্যবাহন অগ্নি সেই রেতঃপান করিয়া যথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থিত ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রেতোভক্ষণাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে কহিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই সগর্ভ হইলেন। তাঁহাদের গর্ভ হইবার কারণ এই যে, অগ্নিনিহিত হবিই সমস্ত দেবের ভক্ষ্য। ফলে অগ্নিমুখোদ্ভব রেতোদ্বারাই দেবসকল সগর্ভ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এইরূপে গর্ভসম্ভাবনায় তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন চিন্তাগ্রস্ত দেবগণ দেবদেবপতি ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি সর্ব্বলোকের প্রভু, ও সর্ব্ব দেবের ত্রাণকর্ত্তা। অতএব হে শরণাগতবৎসল! আপনি আমাদিগের রক্ষা বিধান করুন। আমরা সকলেই এই রেতঃপ্রবাহে পীড়িত হইয়া মরিতে বসিয়াছি। সকলেই আমরা অসুরগণের ভয়ে ভীত হইতেছি। পরিত্রাণ পাইবার আশায় প্রথমে আমরা শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, রুদ্রের যখন পুত্র হইবে, তখন আমরা নির্ভয় হইয়া সুখে স্বর্গে বাস করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইল না; আমাদের সকলেরই এখন ভয় হইয়াছে। হে বিষ্ণো! এই রেতঃপ্রবাহ হইতে কিরূপে আমরা বাঁচিতে পারিব? ত্রিবর্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়া শুভকর হয় বটে; কিন্তু তাহাও দেবদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত হইবার উপায় নাই; ইহা নিশ্চয়ই। অতএব সমস্ত প্রাণীর বলাবল বুঝিয়া সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থায় আমরা সকলে আপনাকেই নির্ব্বাচন করিতেছি। পরমেশ্বর বিষ্ণু দেবগণের তথাবিধ পরিদেবন শ্রবণ করিয়া সহাস্য-আস্যে দেবগণকে কহিলেন,—কার্য্যের গুরুত্ব বশতঃ তোমরা মহাদেব মহেশ্বরকেই স্তব কর। তৎশ্রবণে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই শম্ভুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।৪১—৫৫। তাঁহারা কহিলেন—যিনি ভর্গদেব, নীলকণ্ঠ, মীঢ়ুষ, ত্রিনেত্র, ত্রিদেব, লোকত্রয়ধারী, ত্রিস্বর, ত্রিমাত্র, ত্রিদেব, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবর্গ, ত্রিধাম, ত্রিপদ ও ত্রিশূলী, তাঁহাকে নমস্কার। হে জগৎপতে, মহেশ্বর! এই রেতঃপাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর ব্রহ্মাও তাঁহাকে স্তব করিলেন। তখন দেবদেব বৃষধ্বজ সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহাত্মা দেবগণ তখন সেই জগদেকবন্ধু মহাদেবকে দর্শন ও পূজন করিলেন এবং শ্রুতি-সম্মত বিবিধ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্তব করিতে থাকিলে, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে সুর-

পীড়িতাঃ ॥ ৬১ ॥ বমনং বৈ ভবদ্ভিশ্চ কার্য্যমদ্যৈব ভোঃ সুরাঃ। তথেতি মত্বা তে সর্ব্বে ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ। বেমুঃ সর্ব্বে তদা বিপ্রাস্তদ্রেতঃ শঙ্করস্য চ ॥ ৬২ ॥ ঐকপদ্যেন তদ্রেতো মহাপর্ব্বত-সন্নিভম্। তপ্তচামীকরপ্রখ্যং বভূব পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বে চ সুখিনো জাতা ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ। বিনা হ্যগ্নিঞ্চ তে সর্ব্বে পরিতুষ্টাস্তদাভবন্ ॥ ৬৪ ॥ তেনাগ্নিনাপি চোক্তস্তু শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। কিং ময়াদ্য মহাদেব কর্ত্তব্যং দেবতাবর ॥ ৬৫ ॥ তদ্‌ব্রূহি মে প্রভোহদ্য ত্বং যেনাহং সর্ব্বদা সুখী। ভবিষ্যামি চন্দ্র যেনাহং দেবানাং হব্যবাহকঃ ॥ ৬৬ ॥ তদোবাচ শিবঃ সাক্ষাদ্দেবানামিহ শৃণ্বতাম্! রেতো বিসৃজ্যতাং যোনৌ তদাগ্নিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৬৭ ॥ উবাচ শঙ্করং দেবং ভবত্তেজো দুরাসদম্। ইদমুল্বণবত্তেজো ধার্য্যতে প্রাকৃতৈঃ কথম্ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবানগ্নিং প্রতি মহেশ্বরঃ। মাঘে মাসি প্রতপ্তানাং দেহে তেজো বিসৃজ্যতাম্ ॥ ৬৯ ॥ তথেতি মত্বা বচনং মহাপ্রভোঃ স জাতবেদাঃ পরমেণ বর্চ্চসা। সমুজ্জ্বলংস্তত্র মহাপ্রভাবো ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে হি স চোপবিষ্টঃ ॥ ৭০ ॥ তদা প্রাতঃ সমুত্থায় প্রাতঃ স্নানপরাঃ স্ত্রিয়ঃ। যযুঃ সদা ঋষীণাঞ্চ সত্যস্তা জাত-বেদসম্ ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা প্রজ্বলিতং তত্র সর্ব্বাস্তাঃ শীতকর্ষিতাঃ। তপ্তুকামাস্তদা সর্ব্বা হ্যরুন্ধত্যা নিবা-রিতাঃ ॥ ৭২ ॥ তয়া নিবারিতাশ্চাপি তাস্তেপুঃ কৃত্তিকাঃ স্বয়ম্। যাবত্তেপুশ্চ তাঃ সর্ব্বা রেতসঃ পরমাণবঃ। বিবিশূ রোমকূপেষু তাসাং তত্রৈব সত্বরম্ ॥ ৭৩ ॥ নীরেতোহগ্নিস্তদা জাতো বিশ্রান্তঃ স্বয়মেব হি ॥ ৭৪ ॥ ততস্তা ঋষিভার্য্যা হি যযুঃ স্বভবনং প্রতি। ঋষিভিস্তু তদা শপ্তাঃ কৃত্তিকাঃ খেচরাভবন্ ॥ ৭৫ ॥ তদানীমেব তাঃ সর্ব্বা ব্যভি-চারেণ দুঃখিতাঃ। তৎ সসর্জ্জুস্তদা রেতঃ পৃষ্ঠে হিমবতো গিরেঃ ॥ ৭৬ ॥ ঐকপদ্যেন তদ্রেতস্তপ্ত-চামীকরপ্রভম্। গঙ্গায়াঞ্চ তদা ক্ষিপ্তং কীচকৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৭৭ ॥ ষণ্মুখং বালকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দেবা মুদান্বিতাঃ। গর্গেণোক্তাস্তদন্তে বৈ সুখেন

গণ! এই রেতোদ্বারা পীড়িত হইয়া তোমরা ভয় করিও না; তোমরা অদ্য সকলেই উহা বমন করিয়া ফেলো। হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাই ভাল মনে করিয়া শঙ্করের সেই বীর্য্য তখন বমন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই বীর্য্য একযোগে মহান পর্ব্বতাকার হইয়া প্রতপ্ত চামীকরবৎ পরম অদ্ভুতরূপে পরিণত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সকলেই সেকালে সুখী হইলেন। একমাত্র অগ্নি সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি ভিন্ন আর সকল দেবই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর অগ্নি লোকশঙ্কর শঙ্করকে বলিলেন,—হে দেববর! আমি অদ্য কি করিব? হে প্রভো! আমি যাহাতে সর্ব্বদা সুখী হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় নিরূপণ করুন। আমি যাহাতে দেবগণের হব্যবাহন হইতে পারি, আপনি তাহাই করুন। সাক্ষাৎ শিব তখন দেবগণকে শুনাইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি এই তেজ যোনিমুখে নিক্ষেপ কর। তখন অগ্নি হাস্য-পূর্ব্বক শঙ্করকে বলিলেন,—আপনার এই তেজ অতি দুর্দ্ধর্ষ; এই উল্বণবৎ তেজ প্রাকৃত প্রাণীরা ধারণ করিবে কিরূপে? অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর অগ্নিকে বলিলেন,—মাঘ মাসে যাহারা শীতক্লিষ্ট হইবে, তাহা-দের দেহে এই তেজ নিক্ষেপ কর। মহাপ্রভাব জাতবেদা শিববাক্যই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া পরম তেজে জ্বলিত হইলেন এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কোন এক জলাশয়তীরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভাতে সতী ঋষিপত্নীগণ প্রাতঃস্নানে গমন করিলেন। স্নানান্তে তাহারা শীতক্লিষ্ট হইয়া সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে তাপ লইবার জন্য তদভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অরুন্ধতী তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। অরুন্ধতীর নিষেধ সত্ত্বেও ঋষি-পত্নী কৃত্তিকাগণ স্বেই অগ্নির তাপ লইতে লাগিলেন। তাহারা যখন তাপ লইতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহাদের রোমকূপ-সমূহে অগ্নিধৃত সেই রেতোরাশির পরমাণু সকল অতি দ্রুত প্রবেশ করিল। তাহাতে অগ্নি তখন সম্পূর্ণ রেতোহীন হইয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন।৫৬—৭৪। অনন্তর ঋষিপত্নীগণ স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলে, ঋষিগণ তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সেই শাপে তাঁহাদিগকে আকাশস্থ নক্ষত্র হইতে হইল। ব্যভিচার-দোষে কৃত্তিকাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎকালে হিমগিরির পৃষ্ঠে সেই রেতঃ বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রমে সকলের রেতঃ একীভূত হইয়া তপ্ত চামীকরাকার ধারণ করিল এবং ঘটনাক্রমে সত্বরই তাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া কীচকসমূহে পরিবেষ্টিত হইল। দেবগণ তখন সেই রেতঃকে ষণ্মুখ বালকরূপে অবগত হইয়া মুদা-ন্বিত হইলেন। অনন্তর গর্গ বলিলেন,—ঐ বালককে

হ্রিয়তামিতি ॥ ৭৮ ॥ শম্ভোঃ পুত্রঃ প্রসাদেন সর্ব্বো ভবতি শাশ্বতঃ। গঙ্গায়াঃ পুলিনে জাতঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ ॥ ৭৯ ॥ উপবিষ্টোঽথ গাঙ্গেয়ো হ্যহোরাত্রো- ষিতস্তদা। শাখো বিশাখোঽতিবলঃ ষণ্মুখোঽসৌ মহাবলঃ ॥ ৮০ ॥ জাতো যদাথ গঙ্গায়াং ষণ্মুখঃ শঙ্করাত্মজঃ। তদানীমেব গিরিজা সঞ্জাতা প্রস্নুত- স্তনী ॥ ৮১॥ শিবং নিরীক্ষ্য সা প্রাহ হে শম্ভো প্রস্নবো মহান্। সঞ্জাতো মে মহাদেব কিমর্থস্তন্নিরীক্ষ্যতাম্। সর্ব্বজ্ঞোঽপি মহাদেবো হ্যব্রবীত্তামথাজ্ঞবৎ ॥ ৮২ ॥ নারদস্তত্র চাগত্য প্রোক্তবান্ জন্ম তস্য তৎ। শিবায় চ শিবায়ৈ চ পুত্রো জাতো হি সুন্দরঃ ॥ ৮৩ ॥ তদাকর্ণ্য বচো বিপ্রা হর্ষনির্ভরমানসাঃ। বভূবুঃ প্রমথাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বা গীততৎপরাঃ ॥ ৮৪ ॥ অনেকাভিঃ পতাকাভিশ্চৈলপল্লবতোরণৈঃ। তথা বিমানৈর্বহুভির্বভৌ প্রজ্বলিতো মহান্। পর্ব্বতঃ পুত্রজননাচ্ছঙ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৫॥ তদা সর্ব্বে সুরগণা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। রক্ষোগন্ধর্ব্বযক্ষাশ্চ অপ্সরো- গণসেবিতাঃ ॥ ৮৬ ॥ ঐকপদ্যেন তে সর্ব্বে সহিতাঃ শঙ্করেণ তু। দ্রষ্টুং গাঙ্গেয়মধিকং জন্মঃ পুলিনসংস্থি- তম্ ॥ ৮৭ ॥ ততো বৃষভমারুহ্য যযৌ গিরিজয়া সহ। অন্যৈঃ সমেতো ভগবান সুরৈরিন্দ্রাদিভিস্তথা ॥ ৮৮ ॥ তদা শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ নেদুস্তূর্য্যাণ্যনেকশঃ ॥ ৮৯ ॥ তদানীমেব সর্ব্বেশং বীরভদ্রাদয়ো গণাঃ। অন্বযুঃ কেলিসংরব্ধা নানাবাদিত্রবাদকাঃ। বাদয়ন্তশ্চ বাদ্যানি ততানি বিততানি চ ॥ ৯০ ॥ কেচিন্নৃত্যপরাস্তত্র গায়কাশ্চ তথা পরে। স্তাবকাঃ স্তূয়মানাশ্চ চক্রুস্তে গুণকীর্ত্তনম্ ॥ ৯১ ॥ এবংবিধাস্তে সুরসিদ্ধযক্ষা গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরপন্নগা হ্যমী। শিবেন সার্দ্ধং পরি- হৃষ্টচিত্তা দ্রষ্টুং যযুস্তং বরদঞ্চ শাঙ্করিম্ ॥ ৯২ ॥ যাবৎ সমীক্ষয়ামাসুর্গাঙ্গেয়ং শঙ্করোপমম্। দদৃশুস্তে মহ- ত্তেজো ব্যাপ্তমাসীজ্জগত্রয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ তত্তেজসাবৃতং বালং তপ্তচামীকরপ্রভম্। সুমুখং সুশ্রিয়া যুক্তং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥ ৯৪ ॥ চারুপ্রসন্নবদনং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্। তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং গাঙ্গেয়ং প্রথিতাত্মকম্ ॥ ৯৫ ॥ ববন্দিরে তদা বালং কুমারং সূর্য্যবর্চ্চসম্। প্রমথাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে বীরভদ্রাদয়- স্তথা ॥ ৯৬ ॥ পরিবার্য্যোপতস্থুস্তে বামদক্ষিণভাগতঃ। তথা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ইন্দ্রশ্চাপি সুরৈর্বৃতঃ ॥ ৯৭ ॥

অনায়াসে আনয়ন কর। ঐ বালক শম্ভুর পুত্র; উহাঁর প্রসাদে সমস্তই সুসম্পন্ন হইবে। এই মহা- বল বালক গঙ্গাপুলিনে জন্মিয়াছেন, ইহাঁর নাম কার্ত্তিকেয়। অনন্তর গাঙ্গেয় অহোরাত্র তথায় বাস করিলেন। সেই মহাবল বালক শাখ, বিশাখ, অতিবল, ও ষণ্মুখ নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করা- ত্মজ ষণ্মুখ যৎকালে গঙ্গাগর্ভে জন্মিলেন, তখনই গিরিজার স্তন্য ক্ষরণ হইতে লাগিল। গিরিজা শিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে শম্ভো! হে মহাদেব! কি জন্য আমার মহান্ প্রস্নব হইতেছে, তাহা অবলোকন করুন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব অজ্ঞের ন্যায় তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিলেন। এই সময় নারদ তথায় আসিয়া শিব ও শিবার নিকট কার্ত্তিকেয়-জন্মের সংবাদ জানাইলেন; বলিলেন— একটী সুন্দর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হে বিপ্র- গণ! নারদের মুখে সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রমথ- গণ হর্ষনির্ভর-মনে অবস্থান করিল। গন্ধর্ব্বগণ গীত- তৎপর হইল। মহাত্মা শঙ্করের পুত্র জন্ম নিবন্ধন মহাগিরি পতাকা, চেল, পল্লব, তোরণ ও বহু বিমান দ্বারা সুশোভিত হইল। তখন মহাত্মা শঙ্কর—সমস্ত সুর, সিদ্ধ, ঋষি, চারণ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণসহ একযোগে গঙ্গাপুলিনস্থিত সেই পুত্রকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। শঙ্কর বৃষভারোহণে গিরিজার সহিত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবগণও যোগদান করিলেন। তৎকালে বিবিধ শঙ্খ, ভেরী ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। দর্শক দলের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ সঙ্গীতে তৎপর হইল, কেহ কেহ স্তব কার্য্যে নিরত হইল এবং অনেকে স্তূয়মান হইতেল লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সক- লেই গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগগণ শিবের সহিত হৃষ্টচিত্তে বরপ্রদ শঙ্কর-সুতকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৫—৯২। সেই শঙ্করতুল্য গাঙ্গেয়কে দেখিবার জন্য যেমন তাঁহারা দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, অমনি দেখিলেন—একটা মহাতেজে জগত্রয় ব্যাপ্ত করিয়াছে। বালক সেই তেজে আবৃত হইয়াছে। তাঁহার আকৃতি তপ্ত চামীকরনিভ; তিনি সুমুখ, শ্রীমান্, সুনস, সুস্মিতনেত্র, চারু ও প্রসন্নবদন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সেই মহাশ্চর্য্য গাঙ্গেয় নামে প্রথিত, সূর্য্যসম তেজস্বী কুমারকে দেখিয়া সকলেই বন্দনা করিলেন। বীরভদ্রাদি প্রমথগণ সেই বাল- কের বাম ও দক্ষিণ ভাগ বেষ্টনপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ

ঋষয়ো যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ পরিবার্য্য কুমারকম্। দণ্ডবৎ পতিতা ভূমৌ কেচিচ্চ নতকন্ধরাঃ॥ ৯৮॥ প্রণেমুঃ শিরসা চান্যে মত্বা স্বামিনমব্যয়ম্। অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে। এবমভ্যুদয়ে তস্মিন ঋষয়ঃ শান্তিমাপঠন্॥ ৯৯॥ এতস্মিন্নন্তরে যাতঃ শঙ্করো গিরিজাপতিঃ। অবতীর্য্য বৃষাচ্ছীঘ্রং পার্ব্বত্যা সহ সুব্রতাঃ॥ ১০০॥ পুত্রং নিরৈক্ষত তদা জগদেকবন্ধুঃ প্রীত্যা যুতঃ. পরময়া সহ বৈ ভবান্যা। স্নেহান্বিতো ভুজগভোগযুতো হি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরঃ পরিবৃতঃ প্রমথৈঃ প্রহৃষ্টঃ॥ ১০১॥ উপগুহ্য গুহং তত্র পার্ব্বতী জাতসম্ভ্রমা। প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥ ১০২॥ তদা নীরাজিতো দেবৈঃ সকলত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ। জয়শব্দেন মহতা ব্যাপ্তমাসীন্নভস্তলম্॥ ১০৩॥ ঋষয়ো ব্রহ্মঘোষেণ গীতেনৈব চ গায়কাঃ। বাদ্যৈশ্চ বাদকাশ্চৈব উপতস্থুঃ কুমারকম্॥ ১০৪॥ স্বমঙ্কমারোপ্য তদা গিরীশঃ কুমারকং তং প্রভয়া মহাপ্রভম্। বভৌ ভবানীপতিরেব সাক্ষাচ্ছ্রিয়া যুতঃ পুত্রবতাং বরিষ্ঠঃ॥ ১০৫॥ দম্পতী তৌ তদা তত্র ঐকপদ্যেন নন্দতুঃ। অভিষিচ্যমান ঋষিভিরাবৃতঃ সুরসত্তমৈঃ॥ ১০৬॥ কুমারঃ ক্রীড়য়ামাস উৎসঙ্গে শঙ্করস্য চ। কণ্ঠে স্থিতং বাসুকিঞ্চ পাণিভ্যাং সমপীড়য়ৎ॥ ১০৭॥ মুখং প্রপীড়য়িত্বাসৌ পাণীনগণয়ত্তদা। একং ত্রীণি দশাষ্টৌ চ বিপরীতক্রমেণ চ॥ ১০৮॥ প্রহস্য ভগবান্ শম্ভুরুবাচ গিরিজাং তদা॥ ১০৯॥ মন্দস্মিতেন চ তদা ভগবান্ মহেশঃ প্রাপ্তো মুদঞ্চ পরমাং গিরিজাসমেতঃ। প্রেম্ণা সগদ্গদগিরা জগদেকবন্ধুর্নোবাচ কিঞ্চন তদা ভুবনৈকভর্ত্তা॥১১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকেয়স্বামিকুমারোৎপত্তিবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। কুমারং স্বাঙ্কমারোপ্য উবাচ জগদীশ্বরঃ। দেবান প্রতি তদা রুদ্রঃ সেন্দ্রান ভর্গঃ প্রতাপবান্॥ ১॥ কিং কার্য্যং কথ্যতাং দেবাঃ

তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই কুমারকে ঘিরিয়া দণ্ডবৎ নতকন্ধরে ভূতলে পতিত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে অব্যয় পুরুষ মনে করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। সেই কুমার-দর্শনমহোৎসবে বিচিত্র বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। ঐ অভ্যুদয়-ব্যাপারে ঋষিগণ শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে শঙ্কর বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পার্ব্বতীর সহিত পুত্রদর্শনে গমন করিলেন। তখন জগদেকবন্ধু শিব ভবানীর সহিত প্রীতি-পূর্ণ মনে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভুজগ-ভোগ-পরিবৃত ভবদেব পুত্র দর্শনে স্নেহান্বিত হইয়া প্রমথসহ প্রহৃষ্ট হইলেন। পার্ব্বতী তখন সসম্ভ্রমে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ-পরিপ্লুতচিত্তে স্তন পান করাইলেন। তৎকালে দেবগণ স্ব স্ব কলত্র-পরিবৃত হইয়া মুদিতমনে তাঁহাদিগকে নীরাজিত করিতে লাগিলেন। মহান্ জয়শব্দে নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ঋষিগণ ব্রহ্মঘোষে, গায়কগণ গীতরবে, এবং বাদকদল বাদ্য-বাদনে কুমারকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর গিরিশ মহাপ্রভ কুমারকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া সমধিক সুশোভিত হইলেন। ভবানীপতি সেকালে পুত্রবানগণের মধ্যে বরিষ্ঠ ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। সেই দম্পতি হরপার্ব্বতী তখন যুগপৎ আনন্দিত হইলেন। কুমার ঋষিগণ কর্তৃক অভিষিচ্যমান ও সুরসত্তমগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শঙ্করের উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এবং ঐ ক্রীড়াচ্ছলে শিবকণ্ঠ-স্থিত বাসুকিকে তৎকালে পাণিযুগ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলেন। কুমার মুখদেশ পীড়ন করিয়া অনন্তর এক, তিন, দশ, আট, এইরূপ বিপরীত ক্রমে পাণি গণনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শম্ভু তাহাতে হাস্য করিয়া গিরিজাকে তাহা বলিলেন। এইরূপে প্রভু মহেশ্বর গিরিজার সহিত মন্দ হাস্যে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই ভুবনৈকবন্ধু ভুবনৈকপাতা শিব তখন প্রেমভরে সগদ্গদ বাক্যে কিছুই স্পষ্ট বলিতে সক্ষম হইলেন না।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—প্রতাপবান্ জগদীশ ভর্গ, কুমারকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি বলিলেন,—হে দেবগণ! এই আমার

কুমারেণাধুনা মম। তদোচুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে দেবং পশুপতিং প্রতি ॥ ২ ॥ তারকাত্তয়মুৎপন্নং সর্ব্বেষাং জগতাং বিভো। ত্রাতা ত্বং জগতাং স্বামী তস্মাৎ ত্রাণং বিধীয়তাম্ ॥ ৩॥ কুমারেণ হতোঽদ্যৈব তারকো ভবিতা প্রভো। তস্মাদদ্যৈব যাস্যামস্তারকং হন্তুমুদ্যতাঃ ॥ ৪ ॥ তথেতি মত্বা সহসা নির্জ্জগ্মুস্তে তদা সুরাঃ। কার্ত্তিকেয়ং পুরস্কৃত্য শঙ্করাত্মজমেব হি ॥ ৫ ॥ সর্ব্বে মিলিত্বা সহসা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ। দেবানামুদ্যমং শ্রুত্বা তারকোঽপি মহাবলঃ ॥ ৬ ॥ সৈন্যেন মহতা চৈব যযৌ যোদ্ধুং সুরান্ প্রতি, দেবৈর্দৃষ্টং সমায়াতং তারকস্য মহদ্বলম্ ॥ ৭ ॥ তদা নভোগতা বাণী হ্যুবাচ পরিসান্ত্ব্য তান্। শাঙ্করিং চ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে যূয়ং প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৮ ॥ দৈত্যান্ বিজিত্য সংগ্রামে জয়িনো হি ভবিষ্যথ ॥ ৯ ॥ বাচং তু খেচরীং শ্রুত্বা দেবাঃ সর্ব্বে সমুৎসুকাঃ। কুমারং চ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে তে গতসাধ্বসাঃ ॥ ১০ ॥ যুদ্ধকামাঃ সুরা যাবত্তাবৎ সর্ব্বে সমাগতাঃ। বরণার্থং কুমারস্য সুতা মৃত্যোর্হ্যুরত্যয়া ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণা নোদিতা পূর্ব্বং তপঃ পরমমাশ্রিতা। তপসা তেন মহতা কুমারং প্রতি বৈ তদা। আগতা দুহিতা মৃত্যোঃ সেনা নাম্নৈকসুন্দরী ॥ ১২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা তেঽব্রুবন্ সর্ব্বে দেবং পশুপতিং প্রতি। এনং কুমারমুদ্দিশ্য আগতা হ্যতিসুন্দরী ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণো বচনাচ্চৈব কুমারেণ তদা বৃতা। অথ সেনাপতির্জাতঃ কুমারঃ শাঙ্করিস্তদা ॥ ১৪ ॥ তদা শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পটহানকগোমুখাঃ। তথা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গাশ্চ মহাস্বনাঃ ॥ ১৫ ॥ তেন নাদেন মহতা পূরিতং চ নভস্তলম্। তদা গৌরী চ গঙ্গা চ কৃত্তিকা মাতরস্তথা। পরস্পরমথোচুস্তাঃ সুতো মম মমেতি চ ॥ ১৬ ॥ এবং বিবাদমাপন্নাঃ সর্ব্বাস্তা মাতৃকাদয়ঃ। নিবারিতা নারদেন মৌঢ্যং মা কুরুতেতি চ ॥ ১৭ ॥ পার্ব্বত্যাং শঙ্করাজ্জাতো দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। তুষ্ণীম্ভূতাস্তদা সর্ব্বাঃ কৃত্তিকা মাতৃভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥ গুহেনোক্তস্তদা সর্ব্বা ঋষিপত্ন্যশ্চ কৃত্তিকাঃ। নক্ষত্রাণি সমাশ্রিত্য ভবন্তিঃ স্থায়িতাং চিরম্ ॥ ১৯ ॥ তথা মাতৃগণস্তেন স্বামিনা স্থাপিতো

কুমার এক্ষণে কি কার্য্য করিবেন, তোমরা তাহা বল। তখন দেবগণ সকলেই সেই পশুপতির নিকট বলিলেন,—হে বিভো। তারকাসুর হইতে আমাদের সকলের এমন কি এই সমগ্র জগতের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনিই ত্রাণকর্ত্তা জগৎস্বামী; অতএব আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে প্রভো! তারকাসুর অদ্য এই কুমারের হস্তে নিহত হইবে। অতএব এখনই আমরা উদ্যম সহকারে তারককে নিহত করিতে গমন করিব। অনন্তর দেবগণ তাহাই স্থির করিয়া কার্ত্তিকেয়কে অগ্রবর্ত্তী করত সহসা সেই স্থান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ সকলেই সে যাত্রায় মিলিত হইলেন। এদিকে মহাবল তারক দেবগণের উদ্যমকাহিনী শ্রবণ করিয়া মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে সুরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। দেবগণ তারকাসুরের বিপুল সেনাদলকে আগমন করিতে দেখিলেন। তখন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া এক আকাশবাণী বলিল,—দেবগণ! তোমরা শঙ্কর-নন্দনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রস্থান কর; সংগ্রামে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া অচিরেই বিজয়ী হইতে পারিবে। দেবগণ সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে কুমারকে পুরস্কৃত করত নির্ভয় হইলেন এবং সকলেই যুদ্ধকামনায় কুমার-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেনা নাম্নী দুরত্যয়া মৃত্যুসুতা কুমারকে পতিত্বে বরিবার নিমিত্ত আসিলেন। এই সুন্দরী সেনা ব্রহ্মার প্রেরণায় পূর্ব্বে কুমারকে পাইবার জন্য মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে পশুপতির প্রতি বলিলেন,—এই অতি সুন্দরী সেনা কুমারকে বরিবার উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মার বাক্যে কুমার সেই সেনাকে বরণ করিলেন। তখন শঙ্করাত্মজ কুমার সেনাপতি নামে প্রথিত হইলেন। ১—১৪। তৎকালে শঙ্খ, ভেরী, পটহ, আনক, গোমুখ, দুন্দুভি ও মহাস্বন মৃদঙ্গ সকল একযোগে নিনাদিত হইয়া উঠিল। সেই মহানাদে নভস্তল পূরিত হইয়া গেল। তখন গৌরী, গঙ্গা ও কৃত্তিকা প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই পরস্পর 'এই পুত্র আমার' 'এই পুত্র আমার' বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মাতৃকা সকল পরস্পর বিবাদ-নিরত হইলে, মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে নিবারিত করিয়া বলিলেন,—আপনারা এইরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করিবেন না। দেবকার্য্য সাধনার্থ এই কুমার শঙ্কর হইতে পার্ব্বতীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। তৎশ্রবণে কৃত্তিকা প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই তুষ্ণীম্ভূত হইলেন।

দিবি। মৃত্যোঃ কন্যাঞ্চ সংগৃহ্য কার্ত্তিকেয়স্ত্বরান্বিতঃ ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রং প্রোবাচ ভগবান্ কুমারঃ শঙ্করাত্মজঃ। দিবং যাহি সুরৈঃ সার্দ্ধং রাজ্যং কুরু নিরন্তরম্ ॥ ২১ ॥ ইন্দ্রেণোক্তঃ কুমারো হি তারকেণ প্রপীড়িতাঃ। স্বর্গাদ্বিদ্রাবিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশো দশ ॥ ২২ ॥ কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ অস্মান পদপরিচ্যুতান। এবমুক্তস্তদা তেন বজ্রিণা শঙ্করাত্মজঃ। প্রহস্যেন্দ্র প্রতি তদা মা ভৈরিত্যভয় দদৌ ॥ ২৩ ॥ যাবৎ কথয়তস্তস্য শঙ্করেশ্চ মহাত্মনঃ। কৈলাসস্থ গতে রুদ্রে পার্ব্বত্যা প্রমথৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥ আজগাম মহাদৈত্যো দৈত্যসেনাভিরাবৃতঃ। রণদুন্দুভয়ো নেদুস্তথা প্রলয়ভীষণাঃ ॥ ২৫ ॥ রণকর্কশতূর্য্যাণি ডিণ্ডিমান্যদ্ভুতানি চ। গোমুখাঃ খরশৃঙ্গাণি কাহলান্যেব ভূরিশঃ ॥ ২৬ ॥ বাদ্যভেদা অবাদ্যন্ত তস্মিন্ দৈত্যসমাগমে। গর্জ্জমানাস্তদা বীরাস্তার-কেণ সহৈব তু ॥ ২৭ ॥ উবাচ নারদো বাক্যং তারকং দেবকণ্টকম্ ॥ ২৮ ॥ নারদ উবাচ। পুরা দেবৈঃ কৃতো যত্নো বধার্থং নাত্র সংশয়ঃ। তবৈব চাসুরশ্রেষ্ঠ ময়োক্তং নান্যথা ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ কুমারোহয়ঞ্চ শর্ব্বস্য তবার্থং চোপপাদিতঃ। এবং জ্ঞাত্বা মহাবাহো কুরু যত্নং সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥ নার-দোক্তং নিশম্যাথ তারকঃ প্রহসন্নিব। উবাচ বাক্যং মেধাবী গচ্ছ ত্বঞ্চ পুরন্দরম্ ॥ ৩১ ॥ মম বাক্যং মহর্ষে ত্বং বদ শীঘ্রং যথাতথম্। কুমারঞ্চ পুরস্কৃত্য ময়া যোদ্ধুং ত্বমিচ্ছসি ॥ ৩২ ॥ মূঢভাবং সমাশ্রিত্য কর্ত্তুমিচ্ছসি নান্যথা। মনুষ্যমেকমাশ্রিত্য মুচুকুন্দা-খ্যমেব চ ॥ ৩৩ ॥ তৎপ্রভাবেহমরাবত্যাং স্থিতোহসি ত্বং ন চান্যথা। কৌমারং বলমাশ্রিত্য তিষ্ঠসে ত্বং মমাগ্রতঃ ॥ ৩৪ ॥ ত্বাং হনিষ্যাম্যহং মন্দ লোকপালৈঃ সহৈব হি। এবং কথয় দেবেন্দ্রং দেবর্ষে নান্যথা বদ। তথেতি মত্বা ভগবান্ স নারদো যযৌ সুরাঞ্চক্রপুরোগমাংশ্চ আচষ্ট সর্ব্বং হ্যসুরেন্দ্রভাষিতং সহোপহাসং মতিমাংস্তথৈব ॥ ৩৬ ॥ নারদ উবাচ। ভবদ্ভিঃ শ্রূয়তাং দেবা বচনং

তখন গুহ ঋষিপত্নী কৃত্তিকাগণকে কহিলেন,—আপনারা নক্ষত্রনিচয়ের আশ্রয় লইয়া চিরদিন অবস্থান করুন। এইরূপে প্রভু গুহ মাতৃগণকেও স্বর্গে স্থাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সত্বর মৃত্যুকন্যাকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে কহি-লেন,—আপনি সুরগণ সহ স্বর্গে গমনপূর্ব্বক চিরকাল রাজ্য ভোগ করুন। ইন্দ্র কুমারকে কহি-লেন,—আমরা তারকাসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত অবস্থায় দশ দিকে ছুটাছুটি করিতেছি। হে মহাভাগ! আমরা স্ব স্ব পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আমাদের অবস্থার বিষয়ে আর কি জিজ্ঞাসিতেছেন? বজ্রপাণি শঙ্করাত্মজকে এই কথা কহিলে, তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন,—'ভয় নাই' কুমার এই বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতিকে অভয় দান করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় যখন এই সকল কথা কহিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতী ও প্রমথবৃন্দ সহ ভগবান্ রুদ্র কৈলাসধামে উপনীত হইয়াছিলেন। এদিকে মহাদৈত্য তারক দৈত্যসেনায় পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন প্রলয়ভীষণ রণদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। সেই দৈত্য-সেনার সমাগমে রণকর্কশ তূর্য্য, অদ্ভুত ডিণ্ডিম, গোমুখ, খরশৃঙ্গ, কহল প্রভৃতি ভূরি ভূরি বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। তারকাসুরের সহিত তৎপক্ষীয় বীরগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন নারদ সেই দেবকণ্টক তারকাসুরকে কহি-লেন,—দেবগণ তোমাকে বধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যত্ন করিতেছেন। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমার এ কথা মিথ্যা নহে। ঐ যে শঙ্করনন্দনকে উনি তোমার বধার্থেই উৎপাদিত হইয়াছেন। হে মহাভুজ! ইহা বুঝিয়া তুমি সাবধানে যুদ্ধের আয়োজন করিবে। ১৫—৩০। নারদের বাক্য শুনিয়া তারক হাস্যসহকারে কহিল,—মহর্ষে! আপনি পুরন্দরের নিকট গমন করুন। সেখানে গিয়া মৎকথিত এই বাক্য তাহাকে যথাযথ বলুন যে,' হে পুরন্দর! তুমি কুমারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ, তোমার এই চিকীর্ষা মূঢ়তার আশ্রয়েই সমুদিত হইয়াছে, এ কথা নিশ্চিতই, মুচুকুন্দ নামক একজন মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া তাহারই প্রভাবে তুমি অমরাবতীতে অবস্থান করিতেছ। এক্ষণে কৌমার বলের আশ্রয়ে আমার সম্মুখে অবস্থিত থাকিবে! যাহা হউক রে মন্দ! লোকপালগণের সহিত এক্ষণে তোমাকে আমি হনন করিব! হে দেবর্ষে! আপনি দেবেন্দ্রকে গিয়া এই সকল কথা বলুন। ইহার অন্যথা করিবেন না! ভগবান্ নারদ 'তথাস্ত' বাক্যে সম্মত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে গিয়া অসুরোক্ত সমস্ত উপহাসবাক্য বলিলেন। নারদ কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা

মম নান্যথা। তারকেন যদুক্তঞ্চ সানুগেনাবধার্য্যতাম্ ॥ ৩৭॥ তারক উবাচ। ত্বাং হনিষ্যামি রে মূঢ় নান্যথা মম ভাষিতম্ ॥ ৩৮॥ মুচুকুন্দং সমাসাদ্য লোকপালৈশ্চ পূজিতঃ। ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে দেবো ভূত্বা নরাশ্রিতঃ ॥ ৩৯॥ তস্য বাক্যং নিশম্যোচুঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ। কুমারঞ্চ পুরস্কৃত্য নারদং চর্ষিসত্তমম্ ॥ ৪০॥ জানাসি ত্বং হি দেবর্ষে কুমারস্য বলাবলম। অজ্ঞো ভূত্বা কথং বাক্যমুক্তং তস্য মমাগ্রতঃ॥ ৪১॥ প্রহস্য নারদো বাক্যমব্রবীৎ তস্য সন্নিধৌ। অহমপ্যুপহাসঞ্চ বাক্যং তারকমুক্তবান্ ॥ ৪২॥ জানীধ্বমমরাঃ সর্ব্বে কুমারং জয়িনং সুরাঃ। ভবিষ্যতাত্র মে বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৩॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবা মুদান্বিতাঃ। ঐকপদ্যেন চোত্তস্থুর্যোদ্ধুকামাশ্চ তারকম্ ॥ ৪৪॥ কুমারং গজমারোপ্য দেবেন্দ্রো হ্যগ্রগোঽভবৎ। সুরসৈন্যেন মহতা লোকপালৈঃ সমাবৃতঃ॥ ৪৫॥ তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গানি তথা গন্ধর্ব্বনিস্বনাঃ॥ ৪৬॥ গজং দত্ত্বা মহেন্দ্রায় কুমারো যানমারুহৎ। অনেকরত্নসংবীতং নানাশ্চর্য্যসমন্বিতম্। বিচিত্রচিত্রং সুমহত্তথাশ্চর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ৪৭॥ বিমানমারুহ্য তদা মহাযশাঃ স শাঙ্করিঃ সর্ব্বগণৈরুপেতঃ। শ্রিয়া সমেতঃ পরয়া বভৌ মহান্ স বীজ্যমানশ্চমরৈর্ম্মহাপ্রভৈঃ॥৪৮॥ প্রাচেতসং ছত্রমহামণিপ্রভং রত্নৈরুপেতং বহুভির্ব্বিরাজিতম্। ধৃতং তদা তেন কুমারমূর্দ্ধনি চন্দ্রেণ চান্দ্রৈঃ কিরণৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ৪৯॥ সম্মীলিতাস্তদা সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। বলৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ পরিক্রান্তা যোদ্ধুকামা মহাবলাঃ॥ ৫০॥ যমোঽপি স্বগণৈঃ সার্দ্ধং মরুদ্ভিশ্চ সদাগতিঃ। পাথোভির্বরুণস্তত্র কুবেরো গুহ্যকৈঃ সহ। ঈশোঽপি প্রমথৈঃ সার্দ্ধং নৈঋর্তো ব্যাধিভিঃ সহ ॥ ৫১॥ এবং তেঽষ্টৌ লোকপা যোদ্ধুকামাঃ সর্ব্বে মিলিত্বা তারকং হন্তুমেব। পুরস্কৃত্বা শাঙ্করিং বিশ্ববন্দ্যং সেনাপতিং চাত্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৫২॥ এবং তে যোদ্ধুকামা হি অবতেরুশ্চ ভূতলম্। অন্তর্ব্বেদ্যাং স্থিতাঃ সর্ব্বে গঙ্গাযমুনমধ্যগাঃ॥ ৫৩॥ পাতালাচ্চ সমায়াতাস্তারকস্যোপজীবিনঃ। চেরুরঙ্গ-

---

করুন, সানুচর তারকাসুর যাহা বলিয়াছে, তাহার তদ্‌বিষয়ে অবধান করুন। তারক বলিয়াছে—রে মূঢ় ইন্দ্র! তোমাকে আমি হনন করিব; আমার কথা অন্যথা হইবে না। তুমি মুচুকুন্দকে আশ্রয় করিয়া লোকপালদিগের নিকট পূজিত হইয়াছ, ভীরু তুমি দেব হইয়া নরকে আশ্রয় করিয়াছ; তোমার সহিত যথারীতি যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। তারকের সেই বাক্য ঋষির মুখে শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের সমক্ষে ঋষিসত্তম নারদকে বলিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনি কুমারের বলাবল সকলই জানেন, তথাচ অজ্ঞের ন্যায় তাহার তাদৃশ বাক্য আমার সম্মুখে কিরূপে ব্যক্ত করিলেন? তখন নারদ হাস্যপূর্ব্বক তৎসমীপে বলিলেন,—আমিও তারককে উপহাস-বাক্য বলিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, সুরগণ! আপনারা কুমারকে এই যুদ্ধে জয়ী বলিয়া জানিবেন, আমার বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে। নারদের বাক্য শুনিয়া সমস্ত দেব মুদান্বিত হইলেন এবং সকলেই একযোগে তারকের সহিত যুদ্ধ কামনায় উত্থিত হইলেন। দেবেন্দ্র কুমারকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া স্বয়ং মহতী সুরসেনা ও লোকপালগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন দুন্দুভি, ভেরী, তুরী, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল।৩১—৪৬। গন্ধর্ব্বগণের কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইল। কুমার মহেন্দ্রকে গজ দান করিয়া স্বয়ং যানারোহণ করিলেন। ঐ যান —বহু রত্নে বিরাজিত, নানা আশ্চর্য্যময়, নানা চিত্রে চিত্রিত এবং সুমহৎ আশ্চর্য্যযুক্ত। মহাযশা শঙ্করাত্মজ তৎকালে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গণসমূহে অন্বিত ও পরম শ্রীযুক্ত হইয়া মহাপ্রভ চামর দ্বারা বীজ্যমান হইতে লাগিলেন। চন্দ্র কুমারের মস্তকে স্বীয় করোদ্ভাসিত প্রাচেতস ছত্র ধারণ করিলেন। ঐ ছত্র মহামণিগণে মণ্ডিত ও নানারত্নে রঞ্জিত। এইরূপে ইন্দ্রাদি মহাবল সুরগণ স্ব স্ব বলে পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধকামনায় সম্মিলিত হইলেন। স্বীয় গণের সহিত যম, মরুদ্‌গণের সহিত সদাগতি, জলরাশির সহিত বরুণ, গুহ্যকগণের সহিত কুবের, প্রমথগণের সহিত ঈশান এবং ব্যাধিগণ সহ নৈঋর্ত এইরূপে অষ্টলোকপাল যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করিবার জন্য সম্মিলিত হইলেন। আত্মবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ বিশ্ববন্দ্য সেনাপতি শঙ্করাত্মজকে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী করিয়া লইলেন। এইরূপে যুদ্ধকামনায় দেবগণ গগন হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে অন্তর্ব্বেদীতে অবস্থিত হইলেন। তারকের অনুচরগণ পাতাল হইতে

বলোপেতা হন্তুকামাঃ সুরান্ রণে ॥ ৫৪ ॥ তারকো হি সমায়াতো বিমানেন বিরাজিতঃ। ছত্রেণ চ মহাতেজা ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি ॥ ৫৫ ॥ চামরৈর্ব্বীজ্যমানো হি শুশুভে দৈত্যরাট্ স্বয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ এবং দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ অন্তর্ব্বেদ্যাং স্থিতাস্তদা। সৈন্যেন মহতা তত্র ব্যুহান্ কৃত্বা পৃথক্পৃথক্ ॥৫৭॥ গজান্ কৃত্বা হ্যেকতশ্চ হয়াংশ্চ বিবিধাংস্তথা। স্যন্দনানি বিচিত্রাণি নানারত্নযুতানি চ ॥ ৫৮ ॥ পাদাতা বহবস্তত্র শক্তিশূলপরশ্বধৈঃ। খড়্গতোমরনারাচৈঃ পাশমুদ্গরশোভিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তে সেনে সুরদৈত্যানাং শুশুভাতে পরস্পরম্। হন্তুকামাস্তদা তে বৈ স্তূয়মানাশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকাসুরসংগ্রামে দেবদৈত্যসেনাসন্নাহবর্ণনং নামাষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। উভে সেনে তদা তেষাং সুরাণাং চামরদ্বিষাম্। অনেকাশ্চর্য্যসন্ধীতে চতুরঙ্গবলান্বিতে। বিরেজতুস্তদাত্যুগ্রং গর্জ্জতো বাম্বুদাগমে ॥ ১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র বল্গমানাঃ পরস্পরম্। দেবাসুরাস্তদা সর্ব্বে যুযুধুশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২॥ যুদ্ধং সুতুমুলং হ্যাসীদ্দেবদৈত্যসমাকুলম্। রুণ্ডমুণ্ডাঙ্কিতং সর্ব্বং ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৩ ॥ ভূমৌ নিপতিতাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ। কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাঃ খড়্গপাতৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৪ ॥ মুচুকুন্দো হি বলবাংস্ত্রৈলোক্যেঽমিতবিক্রমঃ ॥ ৫ ॥ তারকো হি তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা। খড়্গেন চাহতস্তত্র সর্ব্বপ্রাণেন বক্ষসি। প্রসহ্য তৎপ্রহারঞ্চ প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ কিং রে মূঢ় ত্বয়া চাদ্য কৃতমস্তি বলাদিদম্। ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি মানুষেণৈব লজ্জয়া ॥ ৭ ॥ তারকস্য বচঃ শ্রুত্বা মুচুকুন্দোঽভ্যভাষত। ময়া হতোঽসি দৈত্যেন্দ্র নান্যো ভবিষ্যসি ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা মে খড়্গসম্পাতং ন ত্বং তিষ্ঠসি চাগ্রতঃ। ত্বাং হন্মি পশ্য মে শৌর্য্যং দৈত্যরাজ স্থিরো ভব ॥ ৯ ॥ এবমুক্ত্বা তদা বীরো মুচুকুন্দো মহাবলঃ। যাবজ্জঘান খড়্গেন তাবচ্ছক্ত্যা সমা-

---

আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সুরগণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সবলে বিচরণ করিতে লাগিল। মহাতেজা তারকাসুর বিমানোপরি বিরাজিত হইল। তাহার মস্তকে এক ছত্র সুশোভিত হইল। দৈত্যরাজ চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে দেব ও দৈত্যগণ তখন বিপুল সৈন্যদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অন্তর্ব্বেদীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিকে গজগণ, অন্যদিকে বিবিধ অশ্ব সকল ও নানা রত্নযুত বিচিত্র স্যন্দনরাজি স্থাপিত হইল। বহু পদাতি সৈন্য—শক্তি, শূল,পরশ্বধ, খড়্গ, তোমর, নারাচ, পাশ ও মুদ্গরাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইল। সুর ও অসুর উভয় পক্ষীয় সেনাদল এইরূপে পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছায় অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের নিজ নিজ বন্ধুগণ তাহাদিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। ৪৭—৬০।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—সুর ও অসুর পক্ষীয় চতুরঙ্গ বলান্বিত সেনা তখন বহু আশ্চর্য্য-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া বর্ষাকালীন অম্বুধরের ন্যায় পরস্পর গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর পরস্পর স্পর্দ্ধমান মহাবল দেবাসুরগণ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ক্রমে সেই দেবদৈত্য-সমাকুল যুদ্ধ অতীব তুমুল হইয়া উঠিল। ক্ষণমধ্যেই সমগ্র সমরক্ষেত্র ছিন্ন ভিন্ন মুণ্ডমালায় পরিব্যাপ্ত হইল। শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সুদারুণ খড়্গপাতে বহু সৈন্যের বাহু সকল ছিন্ন হইল। ত্রিলোক মধ্যে অতি বলবান্ ও অমিতপরাক্রম ধীমান্ মুচুকুন্দ তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে খড়্গ দ্বারা তদীয় বক্ষে যথাশক্তি আঘাত করিলেন। তারক সেই খড়্গাঘাত সহ্য করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল—রে মূঢ়! তুই অদ্য আর কিই বা শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিস্? মানুষ তুই; তোর সহিত লজ্জায় আমি আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। তারকের বাক্য শুনিয়া মুচুকুন্দ বলিলেন,—দৈত্যেন্দ্র! আমার হস্তেই তোমাকে হত হইতে হইবে; ইহার অন্যথা হইবে না। আমার খড়্গ সম্পাত অবলোকন করিয়া তুমি আর অধিকক্ষণ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে না। হে দৈত্যরাজ! তুমি স্থির হও, দেখ; এখনই আমি তোমায় হনন করি।১—৯। মহাবল বীর মুচুকুন্দ এই কথা কহিয়া খড়্গ দ্বারা যেমন তারককে

হতঃ। মান্ধাতুস্তনয়স্তত্র পপাত রণমণ্ডলে॥ ১০॥ পতিতস্তৎক্ষণাদেব চোত্থিতঃ পরবীরহা॥ ১১॥ স সজ্জমানোঽতিমহাবলো বৈ হন্তুং তদা দৈত্যপতিঞ্চ তারকম্। ব্রহ্মাস্ত্রমুদ্যম্য ধনুর্গৃহীত্বা মান্ধাতৃপুত্রো ভুবনৈকজেতা॥ ১২॥ স তারকং যোদ্ধুকামস্তরস্বী রূপান্বিতোৎফুল্লবিলোচনো মহান্। স নারদো ব্রহ্মসুতো বভাষে তদা নৃবীরং মুচুকুন্দমেবম্॥ ১৩॥ ন তারকো হন্যতে মানুষেণ তস্মাদেতন্মা বিমোচীর্মহাস্ত্রম্॥ ১৪॥ নিশম্য বচনং তস্য দেবর্ষের্নারদস্য চ। মুচুকুন্দ উবাচেদং ভবিতা কোঽস্য মারকঃ॥ ১৫॥ তদোবাচ মহাতেজা নারদো দিব্যদর্শনঃ। এনং হন্তা কুমারশ্চ কুমারোঽয়ং শিবাত্মজঃ॥ ১৬॥ তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ স্থাতব্যমেকপদ্যেন যুধ্যতাম্। তিষ্ঠ ত্বঞ্চাযতো ভূত্বা মুচুকুন্দ মহামতে॥ ১৭॥ নিশম্য বাক্যঞ্চ মনোহরং শুভং হ্যুদীরিতং তেন মহাপ্রভেণ। সর্ব্বে সুরাঃ শান্তিপরা বভূবুস্তেনৈব সাকং নৃবরেণ যত্নাৎ॥ ১৮॥ ততো দুন্দুভয়ো নেদুঃ শঙ্খাশ্চ কৃতনিশ্চয়াঃ। তাড়িতা বিবিধৈর্বাদ্যৈঃ সুরাসুরসমন্বিতৈঃ॥ ১৯॥ জগর্জ্জুরসুরাস্তত্র দেবান্ প্রতি কৃতোদ্যমাঃ। শিবকোপোদ্ভবো বীরো বীরভদ্রো রুষান্বিতঃ॥ ২০॥ গণৈর্বহুভিরাসাদ্য তারকঞ্চ মহাবলম্। মুচুকুন্দং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তথৈব চ সুরানপি॥ ২১॥ তদা তে প্রমথাঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্য কুমারকম্। যুযুধুঃ সংযুগে তত্র বীরভদ্রাদয়ো গণাঃ॥ ২২॥ ত্রিশূলৈশ্চর্ষ্টিভিঃ পাশৈঃ খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ। নিজঘ্নুঃ সমরেঽন্যোঽন্যং সুরাসুরবিমর্দ্দনে॥ ২৩॥ তারকো বীরভদ্রেণ ত্রিশূলেন হতো ভৃশম্। পপাত সহসা তত্র ক্ষণং মূর্চ্ছাপরিপ্লুতঃ॥ ২৪॥ উত্থায় চ মুহূর্ত্তাচ্চ তারকো দৈত্যপুঙ্গবঃ। লব্ধসংজ্ঞো বলাবিষ্টো বীরভদ্রং জঘান চ॥ ২৫॥ স শক্তিঞ্চ মহাতেজা বীরভদ্রো হি তারকম্। ত্রিশূলেন চ ঘোরেণ শিবস্যানুচরো বলী॥ ২৬॥ এবং সংযুধ্যমানৌ তৌ জঘ্নতুশ্চেতরেতরম্। দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলং তয়োর্জাতং মহাত্মনোঃ॥ ২৭॥ সুরাস্তত্রৈব সময়ে প্রেক্ষকা হ্যভবংস্তদা। তয়োর্ভেরীমৃদঙ্গাশ্চ পটহানকগোমুখাঃ॥ ২৮॥ তথা ডমরুনাদেন ব্যাপ্তমাসীজ্জগত্রয়ম্। তেন

আঘাত করিলেন, অমনি তিনিও শক্তি দ্বারা সমাহত হইলেন। মান্ধাতার তনয় মুচুকুন্দ ঐ অবস্থায় রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু পতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি উত্থিত হইলেন। অনন্তর ভুবনৈক-বিজেতা অতি বলবান্ মান্ধাতৃনন্দন ব্রহ্মাস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দৈত্যপতি তারককে তখন হনন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই তরস্বী উৎফুল্ল-নেত্র নরবীর, মুচুকুন্দ তারকের সহিত পুনরায় যুদ্ধোদ্যত হইতে ব্রহ্মনন্দন নারদ তাঁহাকে কহিলেন,—হে বীর! এই তারকাসুর মানুষের বধ্য নহে; সুতরাং আপনি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন না। দেবর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে এই তারকের মৃত্যুবিধাতা কে হইবেন? দিব্যদৃষ্টি মহাতেজা নারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই শিবনন্দন কুমারই উহার হন্তা। অতএব আপনারা সকলে একযোগে থাকিয়া যুদ্ধ করুন। হে মহামতে! মুচুকুন্দ! আপনি এক্ষণে সুসজ্জিত ভাবে থাকুন। মহাপ্রভাব নারদের মুখে সেই মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মুচুকুন্দ সহ সমস্ত সুরসমাজ শান্তিসম্পন্ন হইলেন। অনন্তর দুন্দুভি ও শঙ্খ সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। সুরাসুর সৈন্যমধ্যে বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। অসুরগণ যুদ্ধোৎসাহে মত্ত হইয়া সুরগণের দিকে ধাবিত হইল। এ দিকে শিবকোপ হইতে সমুদ্ভূত বীর বীরভদ্র ক্রোধান্বিত হইয়া রাজা মুচুকুন্দ ও সুরবীরদিগকে পৃষ্ঠে রাখিয়া প্রমথগণের সহিত একযোগে মহাবল তারকাসুরের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র প্রমুখ প্রমথগণ সকলেই কুমারকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহারা ত্রিশূল, ঋষ্টি, পাশ, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশ দ্বারা বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সুরাসুরসমূহের সঙ্ঘর্ষে বলবান্ তারক বীরভদ্রের ত্রিশূলপ্রহারে অতিমাত্র আহত হইল এবং ক্ষণকাল মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে দৈত্যবর তারক লব্ধসংজ্ঞ ও উত্থিত হইয়া বীরভদ্রের গাত্রে শক্তি প্রহার করিল। শিবানুচর মহাতেজা বীরভদ্রও ভয়ঙ্কর ত্রিশূল দ্বারা তারককে আহত করিলেন।১০—২৬। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে লগিলেন। সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সুরগণ সে সময়ে দর্শক মাত্র হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, গোমুখ ও ডমরু নাদে জগত্রয় ব্যাপ্ত হইল। সেই মহাশব্দে সমুৎসাহিত হইয়া

ঘোষেণ মহতা যুধ্যমানৌ মহাবলৌ ॥ ২৯ ॥ শুশুভাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতৌ। অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ তৌ বুধাঙ্গারকাবিব ॥ ৩০ ॥ নারদেন তদা খ্যাতো বীরভদ্রস্য তদ্বধঃ। ন রোচতে চ তদ্বাক্যং বীরভদ্রস্য বৈ তদা ॥ ৩১ ॥ নারদেন যদুক্তং হি তারকস্য বধং প্রতি। যথা রুদ্রস্তথা সোঽপি বীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৩২ ॥ এবং প্রযুধ্যমানৌ তৌ জঘ্নতুশ্চেতরেতরম্। অন্যোন্যং স্পর্দ্ধমানৌ তৌ গর্জ্জন্তৌ সিংহয়োরিব ॥ ৩৩ ॥ এবং তদা তৌ ভুবি যুধ্যমানৌ মহাত্মনা জ্ঞানবতাং বরেণ। স বীরভদ্রো হি তদা নিবারিতো বাক্যৈরনেকৈরথ নারদেন ॥ ৩৪ ॥ তথা নিশম্য তদ্বাক্যং নারদস্য মুখোদ্গতম্। বীরভদ্রো ক্রুধাবিষ্টো নারদং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৩৫ ॥ তারকঞ্চ বধিষ্যামি পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্। আনযন্তি চ যে বীরাঃ স্বামিনং রণসংসদি। তে পাপিনো হ্যধর্ম্মিষ্ঠা বিশন্তি রণং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ভীরবস্তে তু বিজ্ঞেয়া ন বাচ্যাস্তে কদাচন। ত্বং ন জানাসি দেবর্ষে যোধানাঞ্চ প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৩৭ ॥ মৃত্যুঞ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা রণভূমৌ গতব্যথাঃ। শস্ত্রাস্ত্রৈর্ভিন্নগাত্রাস্তে প্রশস্তানাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা চাবদদ্দেবান বীরভদ্রো মহাবলঃ। শৃণ্বন্তু মম বাক্যানি দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩৯ ॥ অতারকাং মহীং চাদ্য করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ অথ ত্রিশূলমাদায় তারকেণ যুযোধ সঃ। বৃষারূঢ়ৈরনেকৈশ্চ ত্রিশূলবরধারিভিঃ ॥ ৪১ ॥ কপর্দ্দিনো বৃষাঙ্কাশ্চ গণাস্তেঽতিপ্রহারিণঃ। বীরভদ্রং পুরস্কৃত্য বীরভদ্রপরাক্রমাঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রিশূলধারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্পাঙ্গভূষণাঃ। সচন্দ্রশেখরাঃ সর্ব্বে জটাজূটবিভূষিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ নীলকণ্ঠা দশভুজাঃ পঞ্চবক্ত্রাস্ত্রিলোচনাঃ। ছত্রচামরসম্বীতাঃ সর্ব্বে তেঽত্যুগ্রবাহবঃ ॥ ৪৪ ॥ বীরভদ্রং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে হরপরাক্রমাঃ। যুযুধুস্তে তদা দৈত্যাস্তারকাসুরজীবিনঃ ॥ ৪৫ ॥ পুনঃপুনস্তৈশ্চ তদা বহুবর্গৈর্জিতাস্তে হ্যসুরাঃ পরাঙ্মুখাঃ। বভূব তেষাঞ্চ তদাতিসঙ্গরো মহাভয়ো দৈত্যবরৈস্তদানীম্ ॥ ৪৬ অমৃষ্যমাণাঃ পরমাস্ত্র-

---

সেই মহাবল সুসংরব্ধ যোদ্ধযুগল যুদ্ধ করিতে করিতে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া সুশোভিত হইল। অতিরোষে পরস্পর যুদ্ধ করিবার কালীন তাহারা বুধ ও অঙ্গারকের শোভা ধারণ করিলেন। তখন নারদ বীরভদ্রের নিকট তারকের বধের কারণ কীর্ত্তন করিলে, বীরভদ্র সে বাক্যে আস্থা স্থাপন করিলেন না। তারকের বধ বিষয়ে নারদের উক্তি বীরভদ্রের রুচিকর হইল না। তাহা না হইবারই কথা ; কেননা, যেমন রুদ্র, তেমনি মহাবল বীরভদ্র। এইরূপে সেই বীরদ্বয় বীরভদ্র ও তারক পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই উভয়কে আহত করিল। উভয়েই সিংহযুগলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল। এই ভাবে তারক ও বীরভদ্র যুদ্ধাসক্ত হইলে জ্ঞানিপ্রবর মহাত্মা নারদ অনেক বলিয়া কহিয়া অবশেষে বীরভদ্রকে নিবারিত করিলেন। নারদের মুখে তারকসহ-যুদ্ধ-নিষেধবাণী শ্রবণ করিয়া বীরভদ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে বলিলেন,—আমিই অদ্য তারককে বধ করিব ; অদ্য আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন! যে সকল বীর প্রভুকে রণক্ষেত্রে আনয়ন করে, তাঁহারা পাপী এবং অধর্ম্মিষ্ঠ; প্রকৃত যোদ্ধারা এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, তাহারা ভীরু এবং তাহারা বীরজনের আক্ষেপের অযোগ্য। হে দেবর্ষে! আপনি যোদ্ধাদিগের কার্য্যপ্রণালী জানেন না ; তাহারা মৃত্যুকেও পশ্চাতে রাখিয়া রণক্ষেত্রে ব্যথা-বিরহিত ভাবে অবস্থান করে এবং শস্ত্রাস্ত্রে ভিন্নগাত্র হইয়া থাকে। এইরূপ যোদ্ধগণই নিশ্চয় প্রশস্তির পাত্র হয়। এই বলিয়া মহাবল বীরভদ্র দেবগণকে বলিলেন,—হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি অদ্য নিশ্চয়ই এ মহী তারকহীন করিব। ২৭—৪০। এই বলিয়া ত্রিশূল লইয়া বীরভদ্র তারকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরভদ্রের স্বপক্ষে তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যে সকল প্রমথ যোদ্ধা যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৃষারূঢ় ও উৎকৃষ্ট শূলধারী। ঐ যোদ্ধগণ কপর্দ্দী, বৃষাঙ্ক, তীব্রপ্রহারী, বীরভদ্রবৎ পরাক্রমশালী, ত্রিশূলধারী, সর্প-ভূষিতাঙ্গ, জটাজূটমণ্ডিত, নীলকণ্ঠ, দশভুজ, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, ছত্রচামর-পরিবৃত ও দীর্ঘবাহু। ঐ হরতুল্য পরাক্রমী প্রমথ সৈন্যগণ বীরভদ্রকে অগ্রণী করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে তারকাসুরের অনুজায়ী অসুরসৈন্যগণও যথাশক্তি যুদ্ধারম্ভ করিল। অসুরগণ প্রমথগণের হস্তে পুনঃপুন পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই পরমাস্ত্রপণ্ডিত

কোবিদৈস্ততো গণাস্তে জয়িনো বভূবুঃ। গণৈর্জিতাস্তে হ্যসুরাঃ পরাভবং তং তারকং তে ব্যথিতাঃ শশংসুঃ॥ ৪৭॥ বিনাম্য চাপং হি তথা চ তারকঃ স যোদ্ধুকামঃ প্রবিবেশ সেনাম্। যথা ঝষো বৈ প্রবিবেশ সাগরং তথা হ্যসৌ দৈত্যবরো মহাত্মা॥ ৪৮॥ গণৈঃ সমেতো যুযুধে তদানীং স বীরভদ্রো হি মহাবলশ্চ। সর্ব্বান্ সুরাংশ্চেন্দ্রমুখান্ মহাবলস্তথা গণান্ যক্ষপিশাচগুহ্যকান্। স দৈত্যবর্য্যোহতিরুষং প্রবিষ্টঃ সম্মর্দ্দয়ামাস মহাবলো হি॥ ৪৯॥ ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেবদানবসঙ্কুলম্। দেবদানবযক্ষাণাং সন্নিপাতকরং মহৎ॥ ৫০॥ তথা বৃষা গর্জ্জমানা অশ্বান জঘ্নুশ্চ সাদিভিঃ। রথিভিশ্চ রথান্ জঘ্নুঃ কুঞ্জরান্ সাদিভিঃ সহ॥ ৫১॥ বৃষারূঢৈঃ সরথৈস্তে চ সর্ব্বে নিষ্পাটিতা হ্যসুরাঃ পোথিতাশ্চ॥ ৫২॥ ক্ষয়ং প্রণীতা বহবস্তদানীং পেতুঃ পৃথিব্যাং নিহতাশ্চ কেচিৎ। কেচিৎ প্রবিষ্টা হি রসাতলঞ্চ পলায়মানা বহবস্তথৈব॥ ৫৩॥ কেচিচ্চ শরণং প্রাপ্তা রুদ্রানুচরকিঙ্করান্। এবং নষ্টং তদা সৈন্যং বিলোক্যাসুরপালকঃ। তারকো হি রুষাবিষ্টো হন্তুং দেবগণান্ যযৌ॥ ৫৪॥ ভুজানাময়ুতং কৃত্বা দৈত্যরাজো হি তারকঃ। আরুহ্য সিংহং সহসা ঘাতয়ামাস তান্ রণে॥ ৫৫॥ দংশিতেন চ সিংহেন বৃষাঃ কেচিদ্বিদারিতাঃ। তথৈব তারকেণৈব ঘাতিতা বহবো গণাঃ॥ ৫৬॥ এবং কৃতং তদা তেন তারকেণ মহাত্মনা। সর্ব্বেষামেব দেবানামশক্যস্তারকো মহান্॥ ৫৭॥ জাতস্তদা মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকঃ। তারকস্যানুগা দৈত্যা অজেয়া বলবত্তরাঃ॥ ৫৮॥ মহারূঢ়া দংশিতাশ্চ করালাস্তে প্রহারিণঃ। তৈরাহতা গণাঃ সর্ব্বে সিংহৈশ্চ বৃষভা হতাঃ॥ ৫৯॥ এবং নিহন্যমানা বৈ গণাস্তে রণমণ্ডলে। প্রহস্য বিষ্ণুঃ প্রোবাচ কুমারং শিববল্লভম্॥ ৬০॥ বিষ্ণুরুবাচ। নান্যো হন্তাস্য পাপস্য ত্বদ্বিনা কৃত্তিকাসুত। তস্মাত্ত্বয়া হি কর্ত্তব্যং বচনঞ্চ মহাভুজ॥ ৬১॥ তারকস্য বধার্থায় উৎপন্নোহসি শিবাত্মজ। তস্মাত্ত্বয়ৈব কর্ত্তব্যং নিধনং তারকস্য চ॥ ৬২॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ পার্ব্বতী-

দৈত্যগণের সহিত দৈত্যবৈরিগণের অতি ভয়ঙ্কর বিষম সমর সংঘটিত হইল। অমর্ষপরবশ প্রমথবৃন্দ সেই সমরে জয়লক্ষ্মী লাভ করিল। প্রমথপরাজিত অসুরেরা ব্যথিত হইয়া তারকাসুরের নিকট তাহাদের পরাভববার্ত্তা জানাইল। দৈত্যাগ্রণী মহাত্মা তারকাসুর চাপ আনমিত করিয়া যুদ্ধকামনায় বিপক্ষসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, মহামৎস্য যেন সাগর-সলিলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবল বীরভদ্র প্রমথ সৈন্যসহ একযোগে তারকাসুরের বিপক্ষে যুদ্ধারম্ভ করিল। অনন্তর সেই মহাবল তারকাসুর অতি ক্রোধে সমরে প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ, প্রমথবৃন্দ এবং যক্ষ পিশাচ ও গুহ্যকগণকে একে একে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন দেব-দানবগণের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ দেব-দানব, ও যক্ষগণের বিষম বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল। বৃষগণ গর্জ্জন করিয়া সাদী সহ অশ্বগণকে, রথিবৃন্দসহ রথসমূহকে এবং আরোহী সহ কুঞ্জরদিগকে নিহত করিতে লাগিল। বৃষারোহী ও রথী প্রমথদল অসুরদিগকে নিষ্পাটিত ও পোথিত করিল। বহু সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত, কেহ কেহ একেবারেই নিহত, কেহ কেহ রসাতলে প্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ হইল। কতকগুলি অসুরসৈন্য রুদ্রানুচর কিঙ্করদিগের শরণ গ্রহণ করিল। এইরূপে সেনাবল নষ্ট হইতে দেখিয়া অসুরাধিপতি তারক রোষাবেশে দেবগণকে হনন করিবার জন্য ধাবিত হইল। দৈত্যরাজ তারক, অযুত ভুজ ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সহসা দেবগণকে সমরে সংহার করিতে লাগিল। সুসজ্জিত সিংহ সমরে বহুসংখ্যক বৃষকে বিদারিত করিল। তারকাসুর অনেক প্রমথ সৈন্যের সংহার সাধন করিল। মহাত্মা তারক এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত দেবই তাহার নিকট পরাজিত হইলেন। মহাবাহু তারক তখন ত্রৈলোক্যের ক্ষয়কারক হইয়া উঠিল। তারকের অনুগামী প্রবলতর দৈত্য সকল দেবগণের পক্ষে অজেয় হইয়া দাঁড়াইল।৪৭—৫৮। ঐ দৈত্যগণ সকলেই রণকর্কশ, করাল ও প্রহারপটু; উহারা গণ-সমূহকে বিতাড়িত করিল এবং সিংহগণ বৃষভদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমরক্ষেত্রে গণসমূহ নিহত হইতে থাকিলে, বিষ্ণু হাস্যপূর্ব্বক শিববল্লভ কুমারকে কহিলেন, হে কৃত্তিকাসুত। তুমি বিনা অন্য কেহই এই পাপাত্মার নিধনকর্ত্তা নাই। অতএব হে মহাভুজ! এক্ষণে আমাদের বাক্য রক্ষা কর। হে শিবাত্মজ! তারকের বধের জন্যই তুমি উৎপন্ন হইয়াছ; সুতরাং ইহার নিধন সাধন করা তোমারই

নন্দনো মহান্। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং বিষ্ণুং প্রতি যথোচিতম্ ॥ ৬৩ ॥ ময়া নিরীক্ষ্যতে সম্যক্ চিত্রযুদ্ধং মহাত্মনাম্। অনভিজ্ঞোঽস্ম্যহং বিভো কার্য্যাকার্য্য-বিচারণে ॥ ৬৪ ॥ কেঽস্মদীয়াঃ পরে চৈব ন জানামি কথঞ্চন। কিমর্থং যুধ্যমানা বৈ পরস্পরবধে স্থিতাঃ ॥ ৬৫ ॥ কুমারস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ নারদ উবাচ। কুমারোঽসি মহাবাহো শঙ্কর-স্যাংশসম্ভবঃ। ত্বং ত্রাতা জগতাং স্বামী দেবানাঞ্চ পরা গতিঃ ॥ ৬৭ ॥ তারকেণ পুরা বীর তপস্তপ্তং সুদারুণম্। যেনৈব বিজিতা দেবা যেন স্বর্গস্তথা জিতঃ ॥৬৮ ॥ তপসা তেন চোগ্রেণ অজেয়ত্বমবাপ্তবান্ অনেনাপি জিতশ্চেন্দ্রো লোকপালাস্তথৈব চ ॥ ৬৯ ॥ ত্রৈলোক্যঞ্চ জিতং সর্ব্বং হ্যনেনৈব দুরাত্মনা। তস্মাত্ত্বয়া নিহন্তব্যস্তারকঃ পাপপুরুষঃ ॥ ৭০ ॥ সর্ব্বেষাং সংবিধাতব্যং ত্বয়া নাথেন চাদ্য বৈ। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কুমারঃ প্রহসন্ মহান্। বিমানা-দবতীর্য্যাথ পদাতিঃ পরমোঽভবৎ ॥ ৭১ ॥ পদ্ভ্যাং তদাসৌ পরিধাবমানঃ শিবাত্মজোঽয়ঞ্চ কুমাররূপী। করে সমাদায় মহাপ্রভাবাং শক্তিং মহোল্কামিব দীপ্তি-যুক্তাম্ ॥ ৭২ ॥ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তমতীব চণ্ডমব্যক্তরূপং বলিনাং বরিষ্ঠম্। দৈত্যো বভাষে সুরসত্তমানামসৌ কুমারো দ্বিষতাং নিহন্তা ॥ ৭৩ ॥ অনেন সার্দ্ধং হ্যহমেব বীরো যোৎস্যামি সর্ব্বানহমেব বীরান্। গণাংশ্চ সর্ব্বানপি ঘাতয়ামি মাহেশ্বরান্ লোকপালাংশ্চ সদ্যঃ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা সততং মহাবলঃ কুমার-মুদ্দিশ্য যযৌ চ যোদ্ধুম্। জগ্রাহ শক্তিং পরমাদ্ভুতাঞ্চ স তারকো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৭৫ ॥ তারক উবাচ। কুমারো মেঽগ্রতশ্চাদ্য ভবদ্ভিশ্চ কথং কৃতঃ। যুয়ং গতত্রপা দেবা যেষাং রাজা পুরন্দরঃ ॥ ৭৬ ॥ পুরা যেন কৃতং কর্ম্ম বিদিতং সর্ব্বমেব তৎ। প্রসুপ্তাশ্চাদিতা গর্ভে জঠরস্থা নিপাতিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ কশ্যপস্যাত্মজেনৈব বহুরূপো হতোঽসুরঃ। নমুচিশ্চ হতো বীরো বৃত্রশ্চৈব তথা হতঃ ॥ ৭৮ ॥ কুমারং হন্তুকামোঽসৌ দেবেন্দ্রো বলঘাতকঃ। কুমারোঽয়ং ময়া দেবা ঘাতিতোঽদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ পুরা হতাস্ত্বয়া বিপ্রা দক্ষযজ্ঞে হ্যনেকশঃ। তৎকর্ম্মণঃ ফলং চাদ্য বীরভদ্র মহামতে। দর্শয়িষ্যামি তে

এক্ষণে কর্ত্তব্য। পার্ব্বতীনন্দন প্রভু কার্ত্তিকেয় তৎ-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রতি যথোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন; বলিলেন,—আমি মহাত্মা-দিগের বিচিত্র যুদ্ধ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছি। হে বিভো! কার্য্যাকার্য্য বিচারণে আমি অভিজ্ঞ নহি। এ সময়ে কাহারা অস্মৎপক্ষীয় এবং কাহা-রাই বা শত্রুপক্ষীয়, তাহাও আমি জানিতে পারি-তেছি না। ইঁহারা পরস্পরের বধের জন্য কি জন্যই বা যুদ্ধ করিতেছেন? কুমারের কথা শুনিয়া নারদ কহিলেন,—হে মহাবাহো! আপনি শঙ্করের অংশ-সম্ভূত কুমার; আপনিই জগতের পরিত্রাতা, প্রভু এবং পরম গতি। হে বীর! তারকাসুর পূর্ব্বে সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে সে স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীদিগকে পরাজয় করিয়াছে। উগ্র তপস্যার ফলেই তারক অজেয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুরাত্মা তারকই ইন্দ্রকে, অন্যান্য লোকপালদিগকে, বলিতে কি এই সমস্ত ত্রৈলোক্যকেই জয় করিয়াছে। অতএব এই পাপাত্মা তারকাসুরকে নিহত করা তোমারই কর্ত্তব্য। তুমি নাথ হইয়া অদ্য সমস্তেরই মঙ্গল বিধান কর। নারদের বাক্য শুনিয়া কুমার হাস্যপূর্ব্বক বিমান হইতে অবতরণ করিয়া পদাতিরূপে অবস্থান করিলেন। শিবাত্মজ কুমার তখন মহাপ্রভাবশালিনী মহোল্কার ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তি স্বীয় করে ধারণ করিয়া ধাবিত হইলেন। সেই অব্যক্তরূপী অতি প্রচণ্ড বলবান্ কুমারকে আসিতে দেখিয়া দৈত্যরাজ তারক কহিল,—এই কুমার নিশ্চয়ই দেবশত্রুগণের নিহন্তা। আমি বীর; এই কুমারের সহিত আমিই যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধ করিয়া মাহেশ্বর বীর প্রমথবৃন্দ ও অন্যান্য লোকপালদিগকে সদ্যই শমনসদনের অতিথি করিয়া দিব।৫৯—৭৪। এই বলিয়া মহাবল তারক কুমারের উদ্দেশে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল এবং পরমাদ্ভুত শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে এই বাক্য বলিল,—ওহে দেবগণ! তোমরা একটী কুমারকে অদ্য আমার অগ্রে প্রেরণ করিয়াছ কেন? পুরন্দর তোমাদের রাজা কি না, তাই তোমরা এমন নির্লজ্জ! পুরন্দর পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা সকলেরই বিদিত। দিতির গর্ভস্থ সুপ্ত সন্তান-দিগকে ঐ পুরন্দরই নিপাতিত করিয়াছিল। কশ্যপাত্মজ বহুরূপ বীর নমুচি ও বীর বৃত্র উহারই হস্তে হত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র এখানে এই কুমারকেও হনন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে। যাহা হউক, হে দেবগণ! আমি অদ্য এই কুমারকে নিহত করিব। তারক এই বলিয়া বীরভদ্রকে

বীর্য রণে রণবিশারদ ॥ ৮০ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স তদা মহাত্মা দৈত্যাধিপো বীরবরঃ স একঃ। জগ্রাহ শক্তিং পরমাদ্ভুতাঞ্চ স তারকো যুদ্ধবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৮১॥ ইতি পরমরুষাভিভূতো দিতিতনয়ঃ পরীবৃতোঽস্বরেন্দ্রৈঃ। যুধি মতিমকরোত্তদা নিহন্তুং সমরবিজয়ী স তারকো বলীয়ান্‌ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুরতারকাসুরসংগ্রামবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। বল্গমানং তমায়ান্তং তারকাসুরমোজসা। আজঘান চ বজ্রেণ ইন্দ্রো মতিমতাং বরঃ ॥ ১ ॥ তেন বজ্রপ্রহারেণ তারকো বিহ্বলীকৃতঃ। পতিতোঽপি সমুত্থায় শক্ত্যা তং প্রাহরদ্দ্বিপম্‌ ॥২॥ পুরন্দরং গজস্থং হি অপাতয়ত ভূতলে। হাহাকারো মহানাসীৎ পতিতে চ পুরন্দরে ॥ ৩ ॥ তারকেণাপি তত্রৈব যৎ কৃতং তচ্ছৃণু প্রভো। পতিতং চ পদাক্রম্য হস্তাদ্বজ্রং প্রগৃহ্য চ ॥ ৪ ॥ হতং দেবেন্দ্রমালোক্য তারকো রিপুসূদনঃ। বজ্রঘাতেন মহতাঽতাড়য়ত্তু পুরন্দরম্‌ ॥ ৫ ॥ ত্রিশূলমুদ্যম্য মহাবলস্তদা স বীরভদ্রো কুপিতঃ পুরন্দরম্‌। সংরক্ষমাণো হি জঘান তারকং শূলেন দৈত্যঞ্চ মহাপ্রভেণ ॥ ৬ ॥ শূলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে। পতিতোঽপি মহাতেজাস্তারকঃ পুনরুত্থিতঃ ॥ ৭ ॥ জঘান পরয়া শক্ত্যা বীরভদ্রং তদোরসি। বীরভদ্রোঽপি পতিতঃ শক্তিঘাতেন তস্য বৈ ॥ ৮ ॥ সগণাশ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ ॥ হাহাকারেণ মহতা চুক্রুশুশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ তদোত্থিতঃ সহসা মহাবলঃ স বীরভদ্রো দ্বিষতাং নিহন্তা। ত্রিশূলমুদ্যম্য তড়িৎপ্রকাশং জাজ্বল্যমানং প্রভয়া নিরন্তরম্‌। স্বরোচিষা ভাসিতদিগ্বিতানং সূর্যেন্দুবিম্বাগ্নিমুদ্রমণ্ডলাভম্‌ ॥ ১০ ॥ ত্রিশূলেন তদা যাবদ্ধন্তুকামো মহাবলঃ। নিবারিতঃ কুমারেণ মা বধীস্ত্বং মহামতে ॥ ১১ ॥ জগর্জ্জ চ মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ

বলিল,—বীরভদ্র! পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞে তুমি বহু বীরকে নিহত করিয়াছ, হে মহামতে! রণপণ্ডিত! সেই কর্ম্মের ফল অদ্য এ রণে আমি তোমায় দেখাইব। যোধশ্রেষ্ঠ বীরবর মহাত্মা তারকাসুর এই কথা কহিয়া একাকী এক পরমাদ্ভুত শক্তি গ্রহণ করিল। ঐ দিতিনন্দন তখন পরম রোষে অভিভূত হইল। অসুরেন্দ্রগণ তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিল। সমরবিজয়ী তারক এইরূপে বলীয়ান্‌ হইয়া শত্রুদল বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইল। ৭৫—৮২।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—সেই স্পর্দ্ধমান তারকাসুরকে আসিতে দেখিয়া প্রশস্তমতি ইন্দ্র তাহাকে সবলে বজ্র দ্বারা আহত করিলেন। সেই বজ্রপ্রহারে তারক বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং ভূপতিত হইবামাত্র পুনরায় উত্থিত হইয়া শক্তি দ্বারা ঐরাবতকে প্রহার করিল। তাহাতে গজস্থিত পুরন্দরও ভূতলে পতিত হইলেন। পুরন্দরের পতনে তখন একটা মহান্‌ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ সময় তারকাসুর যাহা করিল, বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরন্দর পতিত হইলে, তারক পদ দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় বজ্র সবলে গ্রহণ করিল। রিপুসংহারক তারক দেখিল,—দেবেন্দ্র নিহত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়াও সে পুনরপি মহান্‌ বজ্রাঘাতে পুরন্দরকে তাড়িত করিল। তখন ত্রিশূল উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবল বীরভদ্র সক্রোধে ইন্দ্রকে রক্ষা করিতে গিয়া মহাপ্রভ শূল দ্বারা দৈত্যবর তারককে আহত করিলেন। মহাতেজা তারক শূলপ্রহারে অভিহত হইয়া মহীতলে পতিত হইল এবং পতিত হইবামাত্র পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া বীরভদ্রের বক্ষঃস্থলে পরম শক্তি দ্বারা প্রহার করিল। তদীয় শক্তিঘাতে বীরভদ্র পতিত হইলেন। তখন দেব, প্রমথ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ মহান্‌ হাহাকার রবে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। পরে শত্রুসূদন মহাবল বীরভদ্র অচিরেই উত্থিত হইলেন এবং এক ভীষণ ত্রিশূল উত্তোলন করিলেন। ঐ ত্রিশূল বিদ্যুৎপ্রভ, প্রভাপুঞ্জে নিয়ত দেদীপ্যমান, স্বীয় প্রভায় দিগ্‌ দিগন্তের উদ্ভাসক এবং সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও নক্ষত্রমণ্ডলবৎ প্রভাপুঞ্জশালী। বীরভদ্র ঐরূপ ত্রিশূল লইয়া তারককে যখন হনন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কুমার তাঁহাকে বারণ করিলেন; বলিলেন,—হে মহামতে! আপনি উহাকে বধ করিবেন না। ১—১১। এই বলিয়া মহাবল কার্ত্তিকেয়

॥ ১২ ॥ তদা জয়েত্যভিহিতো ভূতৈরাকাশসংস্থিতৈঃ। শক্ত্যা পরময়া বীরস্তারকং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥ তারকস্য কুমারস্য সংগ্রামস্তত্র দুঃসহ। জাতস্ততো মহাঘোরঃ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥ শক্তিহস্তৌ চ তৌ বীরৌ যুযুধাতে পরস্পরম্। শক্তিভ্যাং ভিন্নহস্তৌ তৌ মহাসাহসসংযুতৌ ॥ ১৫ ॥ পরস্পরং বঞ্চয়ন্তৌ সিংহাবিব মহাবলৌ। বৈতালিকীং সমাশ্রিত্য তথা বৈ খেচরীং গতিম্ ॥ ১৬ ॥ পার্ব্বতং মতমাশ্রিত্য শক্ত্যা শক্তিং নিজঘ্নতুঃ। এভির্মতৈর্মহাবীরৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্ ॥ অন্যোন্যসাধকৌ ভূত্বা মহাবলপরাক্রমৌ। জঘ্নতুঃ শক্তিধারাভী রণে রণবিশারদৌ ॥ ১৮ ॥ মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে তথা বাহ্বোর্জান্বোশ্চৈব কটীতটে। বক্ষস্যুরসি পৃষ্ঠে চ চিচ্ছিদতুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৯ ॥ তদা তৌ যুধ্যমানৌ চ হন্তুকামৌ মহাবলৌ। প্রেক্ষকা হ্যভবন্ সর্ব্বে দেবগন্ধর্ব্বগুহ্যকাঃ ॥ ২০ ॥ ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে কোঽস্মিন্ যুদ্ধে বিজেষ্যতে। তদা নভোগতা বাণী উবাচ পরিসান্ত্ব্য বৈ ॥ ২১ ॥ তারকং হি সুরাঃশ্চাদ্য কুমারোঽয়ং হনিষ্যতি। মা শোচ্যতাং সুরাঃ সর্ব্বৈঃ সুখেন স্থীয়তাং দিবি ॥ ২২ ॥ শ্রুত্বা তদা তাং গগনে সমীরিতাং তদৈব বাচং প্রমথৈঃ পরীতঃ। কুমারকস্তং প্রতি হন্তুকামো দৈত্যাধিপং তারকমুগ্ররূপম্ ॥ ২৩ ॥ শক্ত্যা তয়া মহাবাহুরাজঘান স্তনান্তরে। তারকং হ্যসুরশ্রেষ্ঠং কুমারো বলবত্তরঃ ॥ ২৪ ॥ তং প্রহারমনাদৃত্য তারকো দৈত্যপুঙ্গবঃ। কুমারং চাপি সংক্রুদ্ধঃ স্বশক্ত্যা চাজঘান বৈ ॥ ২৫ ॥ তেন শক্তিপ্রহারেণ শাঙ্করির্মূর্চ্ছিতোঽভবৎ। মুহূর্ত্তাচ্চেতনাং প্রাপ্তঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ২৬ ॥ যথা সিংহো মদোন্মত্তো হন্তুকামস্তথৈব চ। কুমারস্তারকং দৈত্যমাজঘান প্রতাপবান্ ॥ ২৭ ॥ এবং পরস্পরেণৈব কুমারশ্চৈব তারকঃ। যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ শক্তিযুদ্ধপরায়ণৌ ॥ ২৮ ॥ অভ্যাসপরমাবাস্তামন্যোন্যবিজিগীষয়া। তথা তৌ যুধ্যমানৌ চ চিত্ররূপৌ তরস্বিনৌ ॥ ২৯ ॥ ধারাভিশ্চ অনীভিশ্চ

গর্জ্জন করিলেন। তখন আকাশস্থ ভূতবৃন্দ তাঁহার জয় শব্দ উচ্চারণ করিল। বীর কুমার পরম শক্তি গ্রহণ করিয়া তারককে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তারক ও কুমার উভয়ের মধ্যে দুঃসহ সমরের সূচনা হইল। সেই মহাসমর সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেই দুই শক্তিহস্ত বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই হস্ত শক্তি দ্বারা মণ্ডিত এবং উভয়েই মহাসাহস-সম্পন্ন, তাঁহারা মহাবল সিংহযুগলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে রক্ষিত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বৈতালিকী তথা খেচরীগতি আশ্রয় করিয়া এবং কখন বা পর্ব্বতরূপ গ্রহণপূর্ব্বক শক্তি দ্বারা একে অপরের শক্তি আহত করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরদ্বয় উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই দুই রণবিশারদ মহাবল-পরাক্রম বীর পরস্পর পরস্পরের স্বার্থসাধক হইয়া সমরে শক্তিধারাসমূহে পরস্পরকে প্রহার করিলেন; মস্তকে, কণ্ঠে, বাহুযুগলে, জানুদ্বয়ে কটীতটে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে পরস্পর পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবল কুমার ও তারক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ দর্শকরূপে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—এই রণে কে জয়ী হইবেন? তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এক আকাশবাণী কহিল,—হে সুরগণ! এই কুমার অদ্য তারকাসুরকে বিনাশ করিবেন, আপনারা শোক করিবেন না; সকলেই সুখে স্বর্গে বাস করিতে থাকুন, তখন সেই গগনোচ্চারিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাবাহু কুমার প্রমথবৃন্দে পরিবৃত হইয়া দৈত্যাধিপ ভীষণ তারকাসুরকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় শক্তি দ্বারা তদীয় স্তনান্তর আহত করিলেন। প্রবলতর কুমার অসুরবর তারককে প্রহার করিলে সেই দৈত্যপুঙ্গব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা কুমারকেও আহত করিল। সেই শক্তিপ্রহারে শঙ্করনন্দন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতে লাগিলেন। তখন প্রতাপবান কুমার মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় জিঘাংসু হইয়া তারক দৈত্যকে আঘাত করিলেন। এইরূপে কুমার ও তারক শক্তিযুদ্ধে তৎপর হইয়া অতীব সংরম্ভ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভ্যাসপটু বীরদ্বয় পরস্পর জিগীষাবশে বিচিত্র ভাবে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ১২—২৯। তাহারা ধারা ও অনী প্রভৃতি সামরিক রীতি অনুসারে সুপ্রযুক্ত হইয়া পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাহাদের সমরক্রীড়া সন্দর্শনে তৎপর হইয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদের মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। তখন বায়ুর

সুপ্রযুক্তো চ জন্তবঃ। অবলোকপরাঃ সর্ব্বে দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ৩০ ॥ বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা নোচুঃ কিঞ্চন তস্য বৈ। ন ববৌ চ তদা বায়ুর্নিষ্প্রভোহভূদ্দিবাকরঃ॥ ৩১ ॥ হিমালয়োহথ মেরুশ্চ শ্বেতকূটশ্চ দর্দ্দুরঃ। মলয়োহথ মহাশৈলো মৈনাকো বিন্ধ্যপর্ব্বতঃ॥ ৩২ ॥ লোকালোকো মহাশৈলো মানসোত্তরপর্ব্বতঃ। কৈলাসো মন্দরো মাল্যো গন্ধমাদন এব চ॥ ৩৩ ॥ উদয়াদ্রির্মহেন্দ্রশ্চ তথৈবাস্তগিরির্মহান্॥ ৩৪ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ পর্ব্বতাশ্চ মহাপ্রভাঃ। স্নেহার্দ্দিতাস্তদাজগ্মুঃ কুমারঞ্চ পরীপ্সবঃ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স দৃষ্ট্বা তান্ সর্ব্বান্ ভয়ভীতাংশ্চ শাঙ্করিঃ। পর্ব্বতান্ গিরিজাপুত্রো বভাষে প্রতিবোধয়ন্॥ ৩৬ ॥ কুমার উবাচ। মা খিদ্যত মহাভাগা মা চিন্তা ক্রিয়তাং নগাঃ। ঘাতয়াম্যদ্য পাপিষ্ঠং সর্ব্বেষামিহ পশ্যতাম্॥ ৩৭ ॥ এবং সমাশ্বাস্য তদা মনস্বী তান্ পর্ব্বতান দেবগণৈঃ সমেতান প্রণম্য শম্ভুং মনসা হরিপ্রিয়ঃ স্বাং মাতরঞ্চৈব নতঃ কুমারঃ॥ ৩৮ ॥ কার্ত্তিকেয়স্ততঃ শক্ত্যা চিচ্ছেদ রিপোঃ শিরঃ। তচ্ছিরো নিপপাতোর্ব্ব্যাং তারকস্য চ তৎক্ষণাৎ। এবং স জয়মাপেদে কার্ত্তিকেয়ো মহাপ্রভুঃ॥ ৩৯ ॥ দদৃশুস্তং সুরগণা ঋষয়ো গুহ্যকাঃ খগাঃ। কিন্নরাশ্চারণাঃ সর্পাস্তথা চৈবাপ্সরোগণাঃ॥ ৪০ ॥ হর্ষেণ মহতাবিষ্টাস্তুষ্টুবুস্তং কুমারকম্। বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুর্গায়কাশ্চ জগুস্তদা॥ ৪১ ॥ এবং বিজয়মাপন্নং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে মুদা যুতাঃ। ততো হর্ষাৎ সমাগম্য স্বাঙ্কমারোপ্য চাত্মজম্॥ ৪২ ॥ পরিষ্বজ্য তু গাঢ়েন গিরিজাপি তুতোষ বৈ। স্বোৎসঙ্গে চ সমারোপ্য কুমারং সূর্য্যবর্চ্চসম্॥ ৪৩ ॥ লালয়ামাস তন্বঙ্গী পার্ব্বতী রুচিরেক্ষণা। ঋষিভিঃ সৎকৃতঃ শম্ভুঃ পার্ব্বত্যা সহিতস্তদা॥ ৪৪ ॥ আর্য্যাসনগতা সাধ্বী শুশুভে মিতভাষিণী। সংস্তূয়মানা মুনিভিঃ সিদ্ধচারণপন্নগৈঃ॥ ৪৫ ॥ নীরাজিতা তদা দেবৈঃ পার্ব্বতী শম্ভুনা সহ। কুমারেণ সহৈবাথ শোভমানা তদা সতী॥ ৪৬ ॥ হিমালয়স্তদাগত্য পুত্রৈশ্চ পরিবারিতঃ। মেরুবাদ্যৈঃ পর্ব্বতৈশ্চৈব স্তূয়মানঃ পরোহভবৎ॥ ৪৭ ॥ তদা দেবগণাঃ সর্ব্ব ইন্দ্রাদ্যা ঋষিভিঃ সহ। পুষ্পবর্ষেণ মহতা ববর্ষুরমিতদ্যুতিম্। কুমারমগ্রতঃ কৃত্বা নীরাজনপরা বভুঃ॥ ৪৮ ॥ গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। সংস্তূয়মানো বিবিধৈঃ সূক্তৈর্বেদ-

গতি রুদ্ধ হইল। দিবাকর নিষ্প্রভ হইলেন। হিমালয়, মেরু, শ্বেতকূট, দর্দ্দুর, মলয়, মহাশৈল, মৈনাক, বিন্ধ্যাচল, মহাগিরি লোকালোক, মানসোত্তর, কৈলাস, মন্দর, মাল্যবান, গন্ধমাদন উদয়াচল, মহেন্দ্র ও অস্তগিরি এই সকল এবং অন্যান্য মহাপ্রভ বহু পর্ব্বত স্নেহপ্রবণ হইয়া কুমারকে, সাহায্য করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। অনন্তর গিরিজানন্দন কুমার ভয়ভীত পর্ব্বতগণকে দেখিয়া তাহাদিগকে প্রবোধিত করত বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা খিন্ন হইবেন না; চিন্তা করিবেন না। আমি অদ্য সর্ব্বসমক্ষে এই পাপিষ্ঠ তারকাসুরকে হনন করিব। মনস্বী কুমার তখন দেবগণ সহ পর্ব্বতগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া মনে মনে শম্ভুকে ও স্বীয় জননীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় শক্তি অস্ত্র দ্বারা শত্রু তারকের মস্তক কর্ত্তন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তারকের মস্তক উর্ব্বীতলে পতিত হইল। মহাপ্রভু কার্ত্তিকেয় এইরূপে জয়লক্ষ্মী লাভ করিলেন। সুর, ঋষি, গুহ্যক, বিমানচর, কিন্নর, চারণ, উরগ ও অপ্সরোগণ কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিতে আসিলেন এবং মহাহর্ষে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। এবং গায়কদল গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কুমার বিজয় প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া সুরগণ সকলেই মুদান্বিত হইলেন। অনন্তর গিরিজা হর্ষভরে স্বীয় পুত্র কুমারকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। রুচিরনয়না তনুগাত্রী পার্ব্বতী এইরূপে সেই সূর্য্যপ্রভ কুমারকে লালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ পার্ব্বতী সহ শম্ভুকে তখন সৎকার করিলেন। মিতভাষিণী পার্ব্বতী বরাসনে সমাসীন হইয়া সমধিক সুশোভিত হইলেন। সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ ও মুনিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।২৭—৪৫। দেবগণ পার্ব্বতী ও পার্ব্বতীপতির নীরাজনা করিলেন। তখন সতী কুমার সহ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর হিমালয় তথায় আগমন করিলেন। তিনি তথায় পুত্র ও মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া সাতিশয় সৎকৃত হইলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ঋষিবৃন্দ সহ একযোগে অমিতপ্রভ কুমারের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রে রাখিয়া নীরাজনা করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্গণ গীত-বাদিত্র-ধ্বনি ও সমুচ্চ ব্রহ্মঘোষ সহ বিবিধ সূক্ত

বিদাং .বরৈঃ ॥ ৪৯ ॥ কুমারবিজয়ং নাম চরিত্রং পরমাদ্ভুতম্। সর্ব্বপাপহরং দিব্যং সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥ যে কীর্ত্তয়ন্তি শুচয়োঽমিতভাগ্যাযুক্তাশ্চানন্তরূপমজরামরমাদধানাঃ। কৌমারবিক্রমমহাত্ম্যমুদারমেতদানন্দদায়কমনোঽর্থকরং নৃণাং হি ॥ ৫১ ॥ যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কুমারস্য মহাত্মনঃ। চরিতং তারকাখ্যঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকাসুরবধপূর্ব্বকং
কার্ত্তিকেয়বিজয়োৎসববর্ণনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। হত্বা তং তারকং সংখ্যে কুমারেণ মহাত্মনা। কিং কৃতং সুমহদ্বিপ্র তৎসর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥ কুমারো হ্যপরঃ শম্ভুর্যেন সর্ব্বমিদং ততম্। তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্দদাতি পরমং পদম্ ॥ কুমারো দর্শনাৎ সদ্যঃ সফলো হি নৃণাং সদা। যে পাপিনে হ্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ শ্বপচা অপি লোমশ। দর্শনাৎকৃতপাপাস্তে ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ শৌনকস্য বচঃ শ্রুত্বা উবাচ চরিতং তদা। ব্যাসশিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ কুমারস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ লোমশ উবাচ। হত্বা ত্বং তারকং সংখ্যে দেবানামজয়ং ততঃ। অবধ্যঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কুমারো জয়মাপ্তবান্ ॥ ৫ ॥ মহিমা হি কুমারস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু কথ্যতে। বেদৈশ্চ স্বাগমৈশ্চাপি পুরাণৈশ্চ তথৈব চ ॥ ৬ ॥ তথোপনিষদৈশ্চৈব মীমাংসাদ্বিতয়েন তু। এবম্ভূতঃ কুমারোঽপ্যমশক্যো বর্ণিতুং দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ যো হি দর্শনমাত্রেণ পুনাতি সকলং জগৎ। ত্রাতারং ভুবনস্যাস্য নিশম্য পিতৃরাট্ স্বয়ম্ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য বিষ্ণুঞ্চৈব সবাসবম্। স যযৌ ত্বরিতেনৈব শঙ্করং লোকশঙ্করম্। তুষ্টাব প্রযতো ভূত্বা দক্ষিণাশাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥ নমো ভর্গায় দেবায় দেবানাং পতয়ে নমঃ। মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় ঈশানায় কপর্দ্দিনে ॥ ১০ ॥ নীলকণ্ঠায় শর্ব্বায় ব্যোমাবয়বরূপিণে। কালায় কালনাথায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ ১১ ॥ যমেন স্তূয়মানো হি উবাচ প্রভুরীশ্বরঃ। কিমর্থমাগতো-

পাঠ করিয়া কুমারকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কুমারবিজয়নামক চরিত্র পরমাদ্ভুত, সর্ব্বপাপহর, দিব্য ও নরগণের সর্ব্বকামপ্রদ। যে সকল মহাভাগ শুচি ব্যক্তি এই চরিত্র কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অজর অমর হইয়া থাকেন। এই উদার কৌমার বিক্রমপ্রভাব নরগণের আনন্দদায়ক ও মনোরথ-সাধক। যে মানব মহাত্মা কুমারের তারকসহ যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ ও পাঠ করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—মহাত্মা কুমার সমরে তারকাসুরকে নিহত করিয়া পরে কোন্ মহদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত কর। কুমার অপর শম্ভু; তিনিই এই সকল জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শম্ভু পরমপদ প্রদান করিয়া থাকেন। কুমার দর্শনমাত্রেই নরগণকে সদ্য শুভ ফল প্রদান করেন। লোমশ! যাঁহারা পাপী অধর্ম্মিষ্ঠ, শ্বপচ, তাঁহারাও দর্শনমাত্রেই মুক্তপাপ হইয়া থাকে; সংশয় নাই। ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ সূত শৌনকের বাক্য শুনিয়া মহাত্মা কুমারের চরিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোমশ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের অজেয় ও অবধ্য তারকাসুরকে সংগ্রামে সংহার করিয়া কুমার জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন। কুমারের মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বেদ, আগম, পুরাণ, উপনিষদ, উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসা, সর্ব্বত্রই কুমারমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত। হে দ্বিজগণ! কুমার এমনই মাহাত্ম্যশালী। ইহাঁর চরিতবর্ণনে শক্তি কাহারও নাই। তিনি দর্শন মাত্রেই সর্ব্ব জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। একদা পিতৃপতি লোকশঙ্কর শঙ্করকে এই ত্রিভুবনের পরিত্রাতা বলিয়া শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করত সত্বর তৎসমীপে গমন করিলেন এবং প্রযত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দক্ষিণাশাপতি যম বলিলেন,—আমি দেবাধিপ ভর্গদেবকে নমস্কার করি। যিনি মৃত্যুঞ্জয়, রুদ্র, ঈশান, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, শর্ব্ব, ব্যোমমূর্ত্তি, কাল, কালনাথ, ও কালরূপ, তাঁহাকে আমার নমস্কার। ১—১১। যম এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্ ঈশ্বর কহিলেন—যম! তুমি কি জন্য আসিয়াছ,

ছসি ত্বং তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ॥ ১২॥ যম উবাচ। শ্রূয়তাং দেবদেবেশ বাক্যং বাক্যবিশারদ। তপসা পরমেণৈব তুষ্টিং প্রাপ্তোঽসি শঙ্কর॥ ১৩॥ কর্ম্মণা পরমেণৈব ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তুষ্টিমেতি ন সন্দেহো বরাণাং হি সদা প্রভুঃ॥ ১৪॥ তথা বিষ্ণুর্হি ভগবান্ বেদবেদ্যঃ সনাতনঃ। যজ্ঞৈরনেকৈঃ সন্তুষ্ট উপবাসব্রতৈস্তথা॥ ১৫॥ দদাতি কেবলং ভাবং যেন কৈবল্যমাপ্নুয়ুঃ। নরাঃ সর্ব্বে মম মতং নান্যথা হি বচো মম॥ ১৬॥ দদাতি তুষ্টো বৈ ভোগং তথা স্বর্গাদিসম্পদঃ। সূর্য্যো নমস্যয়ারোগ্যং দদাতীহ ন চান্যথা॥ ১৭॥ গণেশো হি মহাদেব অর্ঘ্যপাদ্যাদিচন্দনৈঃ। মন্ত্রাবৃত্ত্যা তথা শম্ভো নির্ব্বিঘ্নঞ্চ করিষ্যতি॥ ১৮॥ তথান্যে লোকপাঃ সর্ব্বে যথাশক্ত্যা ফলপ্রদাঃ। যজ্ঞাধ্যয়নদানাদ্যৈঃ পরিতুষ্টাশ্চ শঙ্কর॥ ১৯॥ মহদাশ্চর্য্যসম্ভূতং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ। কৃতঞ্চ তব পুত্রেণ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্॥ ২০॥ দর্শনাচ্চ কুমারস্য সর্ব্বে স্বর্গৌকসো নরাঃ। পাপিনোঽপি মহাদেব জাতা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২১॥ ময়া কিং ক্রিয়তাং দেব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। যে সত্যশীলাঃ শান্তাশ্চ বদান্যা নিগ্রহাঃ॥ ২২॥ জিতেন্দ্রিয়া অলুব্ধাশ্চ কামরাগবিবর্জ্জিতাঃ। যাজ্ঞিকা ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ২৩॥ যাং গতিং যান্তি বৈ শম্ভো সর্ব্বে সুকৃতিনোঽপি হি। তাং গতিং দর্শনাৎ সর্ব্বে শ্বপচা অধমা অপি॥ ২৪॥ কুমারস্য চ দেবেশ মহদাশ্চর্য্যকর্ম্মণঃ। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগসহিতায়াং শিবস্য চ॥ ২৫॥ শিবস্য তনয়ং দৃষ্ট্বা তে যান্তি স্বকুলৈঃ সহ। কোটিভির্বহুভিশ্চৈব মৎস্থানং পরিমুচ্য বৈ॥ ২৬॥ কুমারদর্শনাৎ সর্ব্বে শ্বপচা অপি যান্তি বৈ। সদ্গতিং ত্বরিতেনৈব কিং ক্রিয়েত ময়াধুনা॥ ২৭॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২৮॥ শঙ্কর উবাচ। যেষাং ত্বন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। বিশুদ্ধভাবো ভো ধর্ম্ম তেষাং মনসি বর্ত্ততে॥ ২৯॥ সত্তীর্থগমনাদ্যৈব দর্শনার্থং সতামিহ। বাঞ্ছা চ মহতী তেষাং জায়তে পূর্ব্বকারিতা॥ ৩০॥ বহূনাং জন্মনামন্তে ময়ি ভাবোঽনুবর্ত্ততে। প্রাণিনাং সর্ব্বভাবেন জন্মাভ্যাসেন ভো যম॥ ৩১॥ তস্মাৎ সুকৃতিনঃ সর্ব্বে যেষাং ভাবোঽনুবর্ত্ততে। জন্মজন্মানুবৃত্তানাং বিস্ময়ং নৈব

তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যম কহিলেন,—হে বাক্যবিশারদ, দেবদেব! আমার কথা শ্রবন করুন। হে শঙ্কর! আপনি পরম তপস্যাযোগেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা উত্তম কর্ম্মযোগেই তুষ্ট হইযা সতত বরপ্রদ হইয়া থাকেন, আর বেদবেদ্য সনাতন বিষ্ণু বিবিধ যজ্ঞ, উপবাস ও ব্রত দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া কেবলীভাব প্রদান করেন। নরগন তাহাতেই কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই আমার মত; আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া স্বর্গাদিভোগ সম্পদ প্রদান করেন। সূর্য্য নমস্কারাদি দ্বারা উপাসিত হইয়া আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে মহাদেব, গণেশ অর্ঘ্য, পাদ্য ও চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চিত ও মন্ত্রবলে আরাধিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নতা উৎপাদন করেন। হে শঙ্কর! অন্যান্য লোকপালগন যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যথাশক্তি ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাণিগণের পক্ষে এই এক মহৎ আশ্চর্য্য ঘটনা যে, আপনার পুত্র কুমার স্বর্গদ্বার নিরর্গল করিয়া দিয়াছেন। কুমারের দর্শনমাত্রেই সকল পাপিষ্ঠ নর স্বর্গবাসী হইতেছে। ইহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই। হে দেব! কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে আমি এখন কি করিব? যাহারা সত্যশীল, শান্ত, বদান্য, নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, কাম-রাগ-বর্জ্জিত, যাজ্ঞিক, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, সুকৃতিশালী ব্যক্তি, তাঁহারাও যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে শম্ভো! যাহারা চণ্ডালবৎ অধম, তাহারাও অদ্ভুতকর্ম্মা কুমারের দর্শনলাভে সেই গতি প্রাপ্ত হইতেছে। কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবসুত কুমারকে সন্দর্শন করিয়া ঐ সকল অধমেরাও আমার স্থান পরিহারপূর্ব্বক বহু কোটি স্বকুল্যের সহিত পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২—২৬। কুমারের দর্শনলাভে শ্বপচগণও সত্বর সদ্গতি লাভ করে। আমি এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে কোন্ উপায় করিব? যমের বাক্য শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ! যে সকল পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিবর্গের পাপ অন্তর্গত হয়, তাঁহাদের অন্তরে বিশুদ্ধভাব সমুদিত হইয়া থাকে; সাধু তীর্থনিষেবণে ও সাধু সন্দর্শনে তাঁহাদের মহতী আকাঙ্ক্ষা হয়। পরে বহুজন্মের অবসানে মৎপ্রতি প্রাণিগণের সর্ব্বথা একাগ্রভাব জন্মিয়া থাকে। জন্মপরম্পরার অনুবর্ত্তী হইবার পর আমাতেই নরগণের ভাববন্ধন হয়। সেই মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই সুকৃতিশালী হইয়া থাকেন। অতএব

কারয়েৎ ॥ ৩২ ॥ স্ত্রীবালশূদ্রাঃ শ্বপচাধমাশ্চ প্রাগ্-জন্মসংস্কারবশাদ্ধি ধর্ম্ম। যোনিং গতাঃ পাপিষু বর্ত্তমানাস্তথাপি শুদ্ধা মনুজা ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥ তথা সিতেন মনসা চ ভবন্তি সুব্বে সর্ব্বেষু চৈব বিষয়েষু ভবন্তি তত্ত্বজ্ঞাঃ। দৈবেন পুরাচরিতেন ভবন্তি সর্ব্বে সুরাশ্চেন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ প্রাক্তনেন ॥ ৩৪ ॥ জাতা অমী ভূতগণাশ্চ সর্ব্বে হ্যমী ঋষয়ো হ্যমী দেবতাশ্চ ॥ ৩৫ ॥ বিস্ময়ো নৈব কর্ত্তব্যস্ত্বয়া বাপি কুমারকে। কুমারদর্শনে চৈব ধর্ম্মরাজ নিবোধ মে ॥ ৩৬ ॥ বচনং কর্ম্মসংযুক্তং সর্ব্বেষাং ফলদায়কম্। সর্ব্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ দানানি বিবিধানি চ। কার্য্যাণি মনঃশুদ্ধ্যর্থং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৭ ॥ মনসা ভাবিতো হ্যাত্মা আত্মনাত্মানমেব চ। আত্মা অহঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হি ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ অহং সদা ভাবযুক্ত আত্মসংস্থো নিরন্তরঃ। জঙ্গমাজঙ্গমানাঞ্চ সত্যং প্রতিবদামি তে ॥ ৩৯ ॥ দ্বন্দ্বাতীতো নির্ব্বিকল্পো হি সাক্ষাৎ স্বস্থো নিতে। নিত্যযুক্তো নিরীহঃ। কূটস্থো বৈ কল্পভেদপ্রবাদৈর্বহিষ্কৃতো বোধবোধ্যো হ্যনন্তঃ ॥ ৪০ ॥ বিস্মৃত্য চৈবং স্বাত্মানং কেবলং বোধলক্ষণম্। সংসারিণো হি দৃশ্যন্তে সমস্তা জীবরাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্রয়োহমী গুণকারিণঃ। সৃষ্টিপালনসংহার-কারকা নান্যথা ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ অহঙ্কারবৃতেনৈব কর্ম্মণা কারিতা বয়ম্। যূয়ঞ্চ সর্ব্বে বিবুধা মনুষ্যাশ্চ খগাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ পশ্বাদয়ঃ পৃথগ্‌ভূতাস্তথান্যে বহবো হ্যমী। পৃথক্ পৃথক্ সমীচীনা গুণবন্তশ্চ সংস্থিতৌ ॥ ৪৪ ॥ পতিতা মৃগতৃষ্ণায়াং মায়য়া চ বশীকৃতাঃ। বয়ং সর্ব্বে চ বিবুধাঃ প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৪৫ ॥ পরস্পরং দূষয়ন্তো মিথ্যাবাদরতাঃ খলাঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রৈগুণ্যা ভবসম্পন্না অতত্ত্বজ্ঞাশ্চ রাগিণঃ। কামক্রোধভয়দ্বেষমদমাৎসর্য্যসংযুতাঃ ॥ ৪৭ ॥ পরস্পরং দূষয়ন্তো হ্যতত্ত্বজ্ঞা বহির্ম্মুখাঃ। তস্মাদেবং বিদিত্বাথ অসত্যং গুণভেদতঃ ॥ ৪৮ ॥ গুণাতীতে চ বস্ত্বর্থে পরমার্থৈকদর্শনম্ ॥ ৪৯ ॥ যস্মিন্ ভেদো হ্যভেদঞ্চ যস্মিন্ রাগো বিরাগতাম্। ক্রোধো হ্যক্রোধতাং যাতি তদ্ধাম পরমং শৃণু ॥ ৫০ ॥ ন তদ্ভাসয়তে শব্দঃ কৃতকত্বাদ্‌যথা ঘটঃ। শব্দো হি জায়তে ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিপরমো যতঃ ॥ ৫১ ॥ প্রবৃত্তিশ্চ

এ বিষয়ে বিস্ময় করিবার কিছুই নাই। হে ধর্ম্ম! স্ত্রী, বালক, শূদ্র বা শ্বপচাধম, সকলেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে পাপযোনিগতি ও পাপাচারে নিরত হইলেও মনের মালিন্য নষ্ট হইলে সমস্ত মানবই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মনের বিশুদ্ধতা জন্মিলে সর্ব্ববিষয়ে অনুরক্ত হইয়াও লোক সকল তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে। পূর্ব্বাচরিত অদৃষ্টবশে সকল লোকই ইন্দ্রাদি সুরলোকপালগণের পদেও সমাসীন হইয়া থাকে। এই যে ভূতগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ, ইঁহারাও প্রাক্তনের ফলে এই এইরূপে বিরাজমান। তুমি কুমারের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করিও না। হে ধর্ম্মরাজ! কুমারের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সর্ব্বজনের ফলদায়ক মদীয় কর্ম্মময় বাক্য শ্রবণ কর। মনঃশুদ্ধির জন্য সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বযজ্ঞ ও বিবিধ দান কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মনোভাবিত আত্মা—আমি আত্মা দ্বারাই আত্মভাবনায় নিমগ্ন; আমিই সর্ব্বপ্রাণীর আত্মরূপে অবস্থিত। আমি সর্ব্বদাই ভাবযুক্ত হইয়া চরাচর সমুদায় প্রাণীর আত্মা হইয়া রহিয়াছি। এ কথা তোমায় আমি সত্যই বলিতেছি। আত্মা দ্বন্দ্বাতীত, নির্ব্বিকল্প, স্বস্থ, নিত্য, নিত্যযুক্ত, নিরীহ, কূটস্থ, কল্পভেদে বচনের অতীত, বোধ-বোধ্য ও অনন্ত। এই বোধরূপ স্বীয় আত্মার বিস্মরণেই এই সমস্ত সংসারস্থ জীবরাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি, ব্রহ্মা, ও বিষ্ণু, আমরা এই তিনজনই ত্রিবিধ গুণময় হইয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছি। অহঙ্কারাবৃত কর্ম্মবশেই আমরা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। তোমরা সমস্ত দেবগণ আর এ সকল মনুষ্য, খগ, ও পশু প্রভৃতি প্রাণিবর্গ, এ সংসারে পৃথক্ পৃথক্ গুণে অন্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিরাজমান। এই সকলই মায়ার বশে মৃগতৃষ্ণায় পতিত আছে; দেব—আমরা, প্রাজ্ঞ এবং পণ্ডিতমানী হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষার্পণ করিয়া মিথ্যাবাদে নিরত আছি। ২৭—৪৬। যাহারা ত্রিগুণময়, উপদ্রবশীল, অতত্ত্বজ্ঞ, বিষয়ানুরাগী ও কাম-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষ-মদ মাৎসর্য্য- শালী, তাহারাই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি লইয়া তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন পরস্পরকে দোষ দিয়া থাকে। অতএব এই গুণভেদময় সকলই অসত্য জানিয়া যাহা গুণাতীত বস্তু, যাহাতে ভেদ—অভেদ, রাগ—বিরাগ এবং ক্রোধ—অক্রোধ হইয়া যায়, সেই ধামই পরম ধাম; তাহাই এক্ষণে শ্রবণ কর। কৃত্রিম বলিয়া ঘট যেমন শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য, তেমনি শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; কেন না

নিবৃত্তিশ্চ তথা দ্বন্দ্বানি সর্ব্বশঃ। বিলয়ং যান্তি যত্রৈব তৎস্থানং শাশ্বতং মতম্ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং নির্গুণং জ্ঞপ্তিমাত্রং নিরঞ্জনং নির্ব্বিকারং নিরীহম্। সত্তামাত্রং জ্ঞানগম্যং স্বসিদ্ধং স্বয়ম্প্রভং সুপ্রভং বোধগম্যম্ ॥ ৫৩ ॥ এতজ্জ্ঞানং জ্ঞানবিদো বদন্তি সর্ব্বাত্মভাবেন নিরীক্ষয়ন্তি। সর্ব্বাতীতং জ্ঞানগম্যং বিদিত্বা যেন স্বস্থাঃ সমবুদ্ধ্যা চরন্তি ॥ ৫৪ ॥ অতীত্য সংসারমনাদিমূলং মায়াময়ং মায়য়া দুর্ব্বিচার্য্যম্। মায়াং ত্যক্ত্বা নির্ম্মমা বীতরাগা গচ্ছন্তি তে প্রেত্যহার্নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ৫৫ ॥ সংসৃতিঃ কল্পনামূলং কল্পনা হ্যমৃতোপমা। যৈঃ কল্পনা পরিত্যক্তা তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৬ ॥ শুক্ত্যাং রজতবুদ্ধিশ্চ রজ্জুবুদ্ধির্যথোরগে। মরীচৌ জলবুদ্ধিশ্চ মিথ্যা মিথ্যৈব নান্যথা ॥ ৫৭ ॥ সিদ্ধিঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিত্বং পারতন্ত্র্যং হি বৈ মৃষা। বদ্ধো হি পরতান্ত্রাখ্যো মুক্তঃ স্বাতন্ত্র্যভাবনঃ ॥ ৫৮ ॥ একো হ্যাত্মা বিদিত্বাথ নির্ম্মমো নিরবগ্রহঃ। কুতস্তেষাং বন্ধনঞ্চ যথা খে পুষ্পমেব চ ॥ ৫৯ ॥ শশবিষাণমেবৈতজ্জ্ঞানং সংসার এব চ। কিং কার্য্যং বহুনোক্তেন বচসা নিষ্ফলেন হি ॥ ৬০ ॥ মমতাঞ্চ নিরাকৃত্য প্রাপ্তকামাঃ পরং পদম্। জ্ঞানিনস্তে হি বিদ্বাংসো বীতরাগা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬১ ॥ যৈস্ত্যক্তো মমতাভাবো লোভকোপৌ নিরাকৃতৌ। তে যান্তি পরমং স্থানং কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬২ ॥ যাবৎ কামশ্চ লোভশ্চ রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। নাপ্নুবন্তি চ তাং সিদ্ধিং শব্দমাত্রৈকবোধকাঃ ॥ ৬৩ ॥ যম উবাচ। শব্দাচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্তেত নিঃশব্দং জ্ঞানমেব চ। অনিত্যত্বং হি শব্দস্য কথং প্রোক্তং ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৪ ॥ অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং শব্দো বৈ হ্যক্ষরাত্মকঃ। তস্মাচ্ছব্দস্ত্বয়া প্রোক্তো নিরীক্ষক ইতি শ্রুতম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রতিপাদ্যং হি যৎ কিঞ্চিচ্ছব্দেনৈব বিনা কথম্। তৎসর্ব্বং কথ্যতাং শম্ভো কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ॥ ৬৬ ॥ শঙ্কর উবাচ। শৃণুষাবহিতো ভূত্বা পরমার্থযুতং বচঃ। যস্য শ্রবণমাত্রেণ জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৬৭ ॥ জ্ঞানপ্রবাদিনঃ সর্ব্বে ঋষয়ো বীতকল্মষাঃ। জ্ঞানাভ্যাসেন বর্ত্তন্তে জ্ঞানং জ্ঞানবিদো বিদুঃ ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং

তিনি অকৃত্রিম। পরন্তু প্রবৃত্তিপ্রবণ শব্দই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি এবং সর্ব্বদ্বন্দ্ব যাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই ধামই শাশ্বত বলিয়া নিরূপিত। যাহা নিরন্তর, নির্গুণ, জ্ঞপ্তিমাত্র, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিরীহ, সত্তামাত্র, জ্ঞানগম্য, স্বসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রভ, সুপ্রভ ও বোধগম্য, জ্ঞানবিদ্‌গণ তাহাকেই জ্ঞান বলেন এবং সর্ব্বাত্মভাবে নিরীক্ষণ করেন। যাঁহারা সর্ব্বাতীত জ্ঞানগম্য বস্তু বিদিত হইয়া সমবুদ্ধিযোগে স্বচ্ছভাবে বিচরণ করেন, তাঁহারা মায়াবশে দুর্ব্বিচার্য্য এই অনাদিমূল মায়াময় সংসারকে অতিক্রম করিয়া মায়াপরিহারান্তে নির্ম্মল ও বীতরাগ হইয়া নির্ব্বিকল্প ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সংসার কল্পনামূল; কল্পনা অমৃতোপমা। এই কল্পনাকে যাঁহারা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শুক্তিতে রজত, উরগে রজ্জু এবং মরীচিকায় যেমন জলবুদ্ধি মিথ্যা জ্ঞান বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এ জগৎপ্রপঞ্চও তত্ত্বদর্শনে মিথ্যা। ইহার অন্যথা হইবার নহে। স্বচ্ছন্দবর্ত্তিত্বই সিদ্ধি; যাহা পারতন্ত্র্য, তাহা মিথ্যা। পরতন্ত্রকে বদ্ধ বলা হয় আর যিনি স্বাতন্ত্র্যভাগী, তিনিই মুক্ত পুরুষ। আত্মা নির্ম্মম, নিরবগ্রহ, একাত্মা, তাঁহাকে জানিলে বন্ধন সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ খপুষ্পের ন্যায় তাহা অলীকই। বহু নিষ্ফল বাক্য বলিয়া আর কি হইবে? জানিবে—এ সংসারের অস্তিত্ব জ্ঞান শশ-বিষাণের ন্যায় একান্তই অলীক। যাহারা মমত্ব বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া পরম পদ পাইবার নিমিত্ত বীতরাগ জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বদর্শী হইয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী। লোভ, কোপ ও মমতা এই সকল যাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাদৃশ কামক্রোধ-বিরহিত সাধুগণই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতদিন কাম, লোভ, রাগ ও দ্বেষ বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আর সিদ্ধিলাভ ঘটে না।৪৭—৬৩। যম কহিলেন—হে প্রভো! শব্দ হইতেই শব্দের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান নিঃশব্দ; এরূপে আপনি শব্দের অনিত্যত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন কেন? পরব্রহ্ম অক্ষর; শব্দই অক্ষরাত্মক এইজন্য শুনিলাম—শব্দকে আপনি নিরক্ষর বলিয়াই উল্লেখ করিলেন। যে কিছু প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা শব্দ ব্যতীত কিরূপে হইতে পারে? হে শম্ভো! কার্য্যাকার্য্য ব্যবহার নিমিত্ত এ সকল আপনি ব্যক্ত করুন। শঙ্কর কহিলেন,—অবহিত হইয়া পরমার্থযুত বাক্য শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণ মাত্রেই কোন জ্ঞাতব্য বিষয় আর অবশিষ্ট থাকিবে না। জ্ঞানবাদী নিষ্পাপ ঋষিগণ জ্ঞানাভ্যাসেই বর্ত্তমান। জ্ঞানকেই তাঁহারা পরম বস্তু বলিয়া বিদিত আছেন।

জ্ঞানগম্যং জ্ঞাত্বা চ পরিগীয়তে। কথং কেন চ জ্ঞাতব্যং কিং তত্ত্বজ্ঞং বিবিক্ষিতম্ ॥ ৬৯ ॥ এতৎ সর্ব্বং সমাসেন কথয়ামি নিবোধ মে। একো হ্যনেকধা চৈব দৃশ্যতে ভেদভাবনঃ ॥ ৭০ ॥ যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রম্যতে চ মহী যম। তথাত্মা ভেদবুদ্ধ্যা চ প্রতিভাতি হ্যনেকধা ॥ ৭১ ॥ তস্মাদ্বিমৃশ্য তেনৈব জ্ঞাতব্যঃ শ্রবণেন চ। মন্তব্যঃ সুপ্রয়োগেণ মননেন বিশেষতঃ ॥ ৭২ ॥ নির্দ্ধার্য্য চাত্মনাত্মানং সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে। মায়াজালমিদং সর্ব্বং জগদেতচ্চরা-চরম্ ॥ ৭৩ ॥ মায়াময়োহয়ং সংসারো মমতা-লক্ষণো মহান্। মমতাং চ বহিঃ কৃত্বা সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৪ ॥ কোহহং কস্ত্বং কুতশ্চান্যে মহা-মায়াবলম্বিনঃ। অজাগলস্তনস্যেব প্রপঞ্চোহয়ং নিরর্থকঃ ॥ ৭৫ ॥ নিষ্ফলোহয়ং নিরাভাসো নিঃসারো ধূমডম্বরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন আত্মানং স্মর বৈ যম ॥ ৭৬ ॥ লোমশ উবাচ। এবং প্রচোদিতস্তেন শম্ভুনা প্রেতরাট্ স্বয়ম্। বুদ্ধো ভূত্বা যমঃ সাক্ষাদাত্ম-ভূতোহভবত্তদা ॥ ৭৭ ॥ কর্ম্মণাং হি চ সর্ব্বেষাং শাস্তা কর্ম্মানুসারতঃ। বভূব ভগবান্ নৃণাং ভূতানাং চ সমাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। হত্বা তু তারকং যুদ্ধে কুমারেণ মহাত্মনা। অত ঊর্দ্ধং কথ্যতাং ভোঃ কিং কৃতং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৭৯ ॥ সূত উবাচ। হতে তু তারকে দৈত্যে হিমবৎপ্রমুখাদ্রয়ঃ। কার্ত্তিকেয়ং সমাগত্য গীর্ভী রম্যাভিরৈড়য়ন্ ॥ ৮০ ॥ গিরয় ঊচুঃ। নমঃ কল্যাণরূপায় নমস্তে বিশ্বমঙ্গল। বিশ্ববন্ধো নমস্তেহস্তু নমস্তে বিশ্বভাবন ॥ ৮১ ॥ বরিষ্ঠাঃ শ্বপচা যেন কৃতা বৈ দর্শনাত্ত্বয়া। ত্বাং নমামো জগদ্-বন্ধুং ত্বাং বয়ং শরণাগতাঃ ॥ ৮২ ॥ নমস্তে পার্ব্বতী-পুত্র শঙ্করাত্মজ তে নমঃ। নমস্তে কৃত্তিকাসূনো অগ্নিভূত নমোহস্তু তে ॥৮৩ ॥ নমোহস্তু তে দেববরৈঃ সুপূজ্য নমোহস্তু তে জ্ঞানবিদাং বরিষ্ঠ। নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ শরণ্য সর্ব্বার্ত্তিবিনাশদক্ষ ॥ ৮৪ ॥ এবং স্তুতো গিরিভিঃ কার্ত্তিকেয়ো হ্যুমাসুতঃ। তান্ গিরীন্ সুপ্রসন্নাত্মা বরং দাতুং সমুৎসুকঃ ॥ ৮৫ ॥ কার্ত্তিকেয় উবাচ। ভোভো গিরিবরা যূয়ং শৃণুধ্বং মদ্বচোহধুনা। কর্ম্মিভির্জ্ঞানিভিশ্চৈব সেব্যমানা

যাহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং যাহা অনুভব দ্বারা বিদিত হইয়া পরিব্যক্ত করা হয়, তাহা কিরূপে কাহার পরিজ্ঞাতব্য, সেই বিবক্ষিত বস্তু কি, এ সকল আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আত্মা একাদ্বয়; ভেদবুদ্ধি যোগে তিনি অনেকধা পরিদৃশ্যমান। হে যম! ভ্রম দর্শনে মহী যেমন ভ্রাম্যমাণ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভেদবুদ্ধিযোগেই এক আত্মা অনেকধা প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অতএব বিশেষ বিচার করিয়া সেই আত্মাকে সর্ব্বথা শ্রবণ ও মনন করা কর্ত্তব্য, তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য; আত্মা দ্বারা আত্ম-স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে অনায়াসেই বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই চরাচর জগৎ সকলই মায়াজালে আবৃত। এ সংসার মায়াময়; ইহা মহান্ মমতারূপ; মমতাকে নিরাকৃত করিয়া অনায়াসেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। কে আমি? তুমি কে? অন্যান্য মহামায়াবলম্বীরাই বা কে? অজাগল-স্তনের ন্যায় এই সমস্ত প্রপঞ্চই নিরর্থক। ইহা নিষ্ফল, নিরাভাস ও নিঃসার ধূমস্তোমস্বরূপ। অতএব হে যম! সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকেই স্মরণ কর। লোমশ কহিলেন,—শম্ভু কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া প্রেতরাজ যম প্রবুদ্ধ হইলেন এবং সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়ন্তা ও কর্ম্মানুসারে নরাদি নিখিল প্রাণীর প্রধান শাস্তা হইলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—মহাত্মা কুমার সমরে তারককে নিহত করিয়া পরে কোন্ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, তাহা আমাদের নিকট বল। সূত কহিলেন—তারক দৈত্য নিহত হইলে হিমালয়প্রমুখ অদ্রিগণ সমাগত হইয়া রম্য বাক্য-বিন্যাসে কার্ত্তিকেয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৪—৮০। গিরিগণ কহিলেন,—তুমি কল্যাণমূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বমঙ্গল! হে বিশ্ববন্ধো! হে বিশ্বভাবন! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। তুমি দর্শনপাতে শ্বপচদিগকেও গরিষ্ঠ করিয়াছ। আমরা তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি জগদ্বন্ধু; তোমাকে আমরা নমস্কার করি। হে পার্ব্বতীপুত্র! হে শঙ্করাত্মজ! আপনাকে নমস্কার। হে কৃত্তিকানন্দন, হে অগ্নিজ! তোমায় আমরা নম-স্কার করি। হে দেববরগণের পূজনীয়! হে জ্ঞানবিদ্‌গণের বরিষ্ঠ তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! হে শরণ্য! হে সর্ব্বার্ত্তিনাশনক্ষম! তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হও। উমাসুত কার্ত্তিকেয় এইরূপে স্তুত হইয়া প্রসন্নমনে গিরিগণকে বর প্রদানে সমুৎসুক হইলেন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে গিরিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি

ভবিষ্যথ ॥ ৮৬ ॥ ভবৎস্বেব হি বর্ত্তন্তে দৃষদো যত্নসেবিতাঃ। পুনন্তু বিশ্বং বচনান্মম তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ পার্ব্বতীয়ানি তীর্থানি ভবিষ্যন্তি ন চান্যথা। শিবালয়ানি দিব্যানি দিব্যান্যায়তনানি চ ॥ ৮৮ ॥ অয়নানি বিচিত্রাণি শোভনানি মহান্তি চ। ভবিষ্যন্তু ন সন্দেহঃ পর্ব্বতা বচনান্মম ॥ ৮৯ ॥ যোঽয়ং মাতামহো মেঽদ্য হিমবান্ পর্ব্বতোত্তমঃ। তপস্বিনাং মহাভাগঃ ফলদো হি ভবিষ্যতি ॥ ৯০ ॥ মেরুশ্চ গিরিরাজোঽয়মাশ্রয়ো হি ভবিষ্যতি। লোকালোকো গিরিবর উদয়াদ্রির্মহাযশঃ ॥ ৯১ ॥ লিঙ্গরূপো হি ভগবান্ ভবিষ্যতি ন চান্যথা। শ্রীশৈলো হি মহেন্দ্রশ্চ তথা সহ্যাচলো গিরিঃ ॥ ৯২ ॥ মাল্যবান্ মলয়ো বিন্ধ্যস্তথাসৌ গন্ধমাদনঃ। শ্বেতকূটস্ত্রিকূটো হি তথা দর্দ্দুরপর্ব্বতঃ ॥ ৯৩ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ পর্ব্বতা লিঙ্গরূপিণঃ। মম বাক্যাদ্ভবিষ্যন্তি পাপক্ষয়করা হ্যমী ॥ ৯৪ ॥ এবং বরং দদৌ তেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যশ্চ শাঙ্করিঃ। ততো নন্দী হ্যুবাচাথ সর্ব্বাগমপুরস্কৃতম্ ॥ ৯৫ ॥ নন্দ্যুবাচ। ত্বয়া কৃতা হি গিরয়ো লিঙ্গরূপিণ এব তে। শিবালয়াঃ কথং নাথ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৯৬ ॥ কুমার উবাচ। লিঙ্গং শিবালয়ং জ্ঞেয়ং দেবদেবস্য শূলিনঃ। সর্ব্বৈর্নৃভির্দৈবতৈশ্চ ব্রহ্মাদিভিরতন্দ্রিতৈঃ ॥ ৯৭ ॥ নীলং মুক্তা প্রবালং চ বৈদূর্য্যং চন্দ্রমেব চ। গোমেদং পদ্মরাগঞ্চ মারতং কাঞ্চনং তথা ॥ ৯৮ ॥ রাজতং তাম্রমারঞ্চ তথা নাগময়ং পরম্। রত্নধাতুময়ান্যেব লিঙ্গানি কথিতানি তে ॥ ৯৯ ॥ পবিত্রাণ্যেব পূজ্যানি সর্ব্বকামপ্রদানি চ। এতেষামপি সর্ব্বেষাং কাশ্মীরং হি বিশিষ্যতে ॥ ১০০ ॥ ঐহিকামুষ্মিকং সর্ব্বং পূজাকর্ত্তুঃ প্রযচ্ছতি ॥ ১০১ ॥ নন্দ্যুবাচ। লিঙ্গানামপি পূজ্যং স্যাদ্বাণলিঙ্গং ত্বয়া কথম্। কথিতং চোত্তমত্বেন তৎ সর্ব্বং বদ সুব্রত ॥ ১০২ ॥ কুমার উবাচ। রেবায়াং তোয়মধ্যে চ দৃশ্যন্তে দৃষদো হি যাঃ। শিবপ্রসাদাত্তাস্তু স্যুর্লিঙ্গরূপা ন চান্যথা ॥ ১০৩ ॥ শ্লক্ষ্মমূলাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ পিণ্ডিকোপরি সংস্থিতাঃ। পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন শিবদীক্ষাযুতেন হি ॥ ১০৪ ॥ পিণ্ডীযুক্তঞ্চ শাস্ত্রেণ বিধিনা চ যজেচ্ছিবম্। বরদো হি জগন্নাথঃ পূজকস্য ন চান্যথা ॥ ১০৫ ॥ পঞ্চাক্ষরী যস্য

বলিতেছি, তোমরা কর্ম্মী এবং জ্ঞানিগণ দ্বারা সেবিত হইবে। তোমাদের উপর যে সকল শিলা আছে, তাহারাও সযত্নে সেবিত হইয়া আমার বাক্যে এই বিশ্ব পবিত্র করিবে; সংশয় নাই। সেই শিলা সকল পূত পার্ব্বতীয় তীর্থ হইবে। হে পর্ব্বতগণ! আমার বাক্যে তাহারা দিব্য শিবালয়, দিব্য আয়তন ও বিচিত্র অয়ন হইয়া সমধিক সুশোভন হইবে। এই যে আমার মাতামহ পর্ব্বতরাজ হিমালয় আছেন, এই মহাভাগ তপস্বিগণের ফলপ্রদ হইবেন। এই গিরিরাজ মেরু আমাদের আশ্রয় হইবেন। গিরিবর লোকালোক ও মহাযশা উদয়াদ্রি, ইঁহারা ভগবান্ লিঙ্গরূপী হইয়া বিরাজ করিবেন। শ্রীশৈল, মহেন্দ্র, সহ্যাদ্রি, মাল্যবান, মলয়, বিন্ধ্য, গন্ধমাদন, শ্বেতকূট, ত্রিকূট ও দর্দ্দুর এই সকল এবং অন্যান্য বহু পর্ব্বতই লিঙ্গরূপধারী হইবেন। আমার বাক্যে ইঁহারা সকলেই পাপক্ষয়কর হইবেন। শঙ্করাত্মজ পর্ব্বতদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর নন্দী কার্ত্তিকেয়কে সমস্ত আগম-সম্মত এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, হে নাথ! আপনি তো সর্ব্বগিরিকে লিঙ্গরূপী হইবার বর প্রদান করিলেন; কিন্তু শিবালয় সকল দেবগণের পূজ্য হইবে কিরূপে? কুমার কহিলেন,—দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গই শিবালয় বলিয়া বিদিত। সমস্ত নর ও ব্রহ্মাদি দেব, সকলেরই ইহা নিত্য নীরলসভাবে পূজনীয়। নীলমণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, চন্দ্র, গোমেদ, পদ্মরাগ, মরকত, কাঞ্চন, রজত, তাম্র, পিত্তল ও সীসকাদি নানা রত্ন-ধাতুময় লিঙ্গ উক্ত হইয়া থাকে। এই সকল পবিত্র সর্ব্বকামপ্রদ লিঙ্গই পূজনীয়। ইহাদিগের মধ্যে কাশ্মীর লিঙ্গই প্রশস্ত। এই লিঙ্গ পূজাকর্ত্তাকে ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত সম্পদই প্রদান করিয়া থাকে। নন্দী কহিলেন,—লিঙ্গসমূহের মধ্যে আপনি বাণলিঙ্গকেই বিশেষ পূজ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? হে সুব্রত! ঐ লিঙ্গের উত্তমত্ব কীর্ত্তন করুন। কুমার কহিলেন,—রেবানদীর জল মধ্যে যে সকল উপল দেখা যায়, শিবের প্রসাদে তাহারাই লিঙ্গরূপী হইয়া থাকে। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল উপলের মূল শ্লক্ষ্ণ করিয়া পিণ্ডিকার উপর স্থাপনপূর্ব্বক সযত্নে পূজা করিবেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পিণ্ডীযুক্ত শিবলিঙ্গই পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় জগন্নাথ শিবপূজকের প্রতি বরপ্রদ হইয়া থাকেন। যাঁহার মুখে সতত পঞ্চাক্ষরী শৈব মন্ত্র, শিবচিন্তাতেই যাঁহার

মুখে স্থিতা সদা চেতোনিবৃত্তিঃ শিবচিন্তনে চ। ভূতেষু সাম্যং পরিবাদভূতকা ষণ্ডত্বমেবং পরযোষিতাসু॥ ১০৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকেয়প্রোক্তশিবলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। এবং তে শিবধর্ম্মাশ্চ কথিতাস্তেন বৈ দ্বিজাঃ। সবিশেষাঃ পাশুপতাঃ প্রসাদাচ্চৈব বিস্তরাৎ॥ ১॥ অনেকাগমসংবীতা যথা তত্ত্বমুদাহৃতাঃ। কাপালিকানাং ভেদাশ্চ প্রোক্তা ব্যাসসমাসতঃ॥ ২॥ ধর্ম্মা নানাবিধাঃ প্রোক্তা নন্দিনং প্রতি বৈ তদা॥ ৩॥ ঋষয় ঊচুঃ। শ্রুতং কুমারচরিতমবিশেষং সুমঙ্গলম্। অস্মাভিশ্চ মহাভাগ কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামহে বয়ম্॥ ৪॥ শ্বেতস্য রাজসিংহস্য চরিতং পরমাদ্ভুতম্। যেন সন্তোষিতো রুদ্রঃ শিবো ভক্ত্যাপ্রমেয়য়া॥ ৫॥ তে ভক্তাস্তে মহাত্মানো জ্ঞানিনস্তে চ কর্ম্মিণঃ। যেহর্চ্চয়ন্তি মহাশম্ভুং দেবং ভক্ত্যা সমাবৃতাঃ॥ ৬॥ তস্মাৎ পৃচ্ছামহে সর্ব্বে চরিতং শঙ্করস্য চ। ব্যাসপ্রসাদাৎ সর্ব্বং যজ্জানাসি ত্বং ন চাপরঃ॥ ৭॥ নিশম্য বচনং তেষাং মুনীনাং লোমশোঽব্রবীৎ॥ ৮॥ লোমশ উবাচ। আকর্ণ্যতাং মহাভাগাশ্চরিতং পরমাদ্ভুতম্। তস্য রাজ্ঞো হি ভক্তস্য রাজভোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ। মতির্ধর্ম্মে সমুৎপন্না শ্বেতস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৯॥ পৃথিবীং পালয়ামাস প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শূরঃ শিবভক্তো নিরন্তরম্॥ ১০॥ রাজ্যং শশাসাথ স শক্তিতো নৃপো ভক্ত্যা তদা চৈব সমর্চ্চয়ৎ সদা। শম্ভুং পরেশং পরমং পরাৎপরং শান্তং পুরাণং পরমাত্মরূপম্॥ ১১॥ আয়ুস্তস্য পরিক্ষীণমর্চ্চতঃ পরমেশ্বরম্। অথৈতচ্চ মহাভাগ চরিতং শ্রূয়তাং মম॥ ১২॥ বাণী শিবকথাযুক্তা পরমাশ্চর্য্যসংযুতা। ন বাধয়ো হি তস্যৈব ব্যাধয়ো হি মহীপতেঃ॥ ১৩॥ তস্য রাজ্ঞো হি বাধন্তে তথা চোপদ্রবাস্তথা। নিরীতিকো জনো হ্যাসীন্নিরুপদ্রব এব চ॥ ১৪॥ অকৃষ্টপচ্যৌষধয়স্তস্য রাজ্ঞোঽভবন্ ভুবি। তপস্বিনো ব্রাহ্মণাশ্চ বর্ণাশ্রমযুতা জনাঃ॥ ১৫॥ ন পুত্রমরণে দুঃখং নাপমানং ন মারকাঃ। ম

চিত্ত সমাসক্ত, যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, পরিবাদে যাঁহার মৌন ভাব, এবং পরনারীতে যিনি অনাসক্ত, তথাবিধ পূজকের প্রতিই শিব বরপ্রদ।৮১—১০৬।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! এইরূপে কার্ত্তিকেয় নন্দীর নিকট শিবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি প্রাঞ্জল ও বিস্তর ক্রমে অনেক আগম-সম্মত সমস্ত পাশুপত ধর্ম্ম এবং সমস্ত ও ব্যস্তভাবে বিভিন্ন কাপালিক রহস্য যথাযথ ব্যক্ত করিলেন। ফলে নন্দীর নিকট কার্ত্তিকেয় নানাবিধ ধর্ম্মকথাই কহিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমরা সুমঙ্গল কুমারচরিত অশেষরূপে শ্রবণ করিলাম। পুনশ্চ, এক্ষণে আমাদের কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে। যিনি অসাধারণ ভক্তিবলে মঙ্গলময় রুদ্রদেবকে তোষিত করিয়াছিলেন, সেই শ্বেত নৃপতির পরমাদ্ভুত চরিতই আমাদের জিজ্ঞাস্য। যাহারা ভক্তির সহিত দেবদেব শম্ভুকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই জ্ঞানী এবং তাঁহারাই কর্ম্মী; অতএব আমরা শঙ্করের চরিত্রই জানিতে ইচ্ছা করি। ব্যাসের প্রসাদে তুমি সমস্তই জান। তোমার যাহা বিদিত আছে, অন্যের তাহা অবিদিত। মুনিগণের বাক্য শুনিয়া লোমশ কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! সেই রাজভোগভাগী শ্বেতরাজার পরমাদ্ভুত চরিত শ্রবণ করুন। মহাত্মা শ্বেত রাজার ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রজামণ্ডলীর পালন করিতেন। ঐ রাজা ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী, শূর ও সতত শিবভক্ত ছিলেন। তিনি যথাশক্তি রাজ্য শাসন করিতেন। অন্তাদিকে পরেশ পরাৎপর পরম পুরাণ-পুরুষ পরমাত্মরূপ শান্ত শম্ভুকে ভক্তির সহিত সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিতেন। পরমেশ্বরের অর্চনা করিতে করিতে তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হইল। হে মহাভাগগণ। আমার নিকট সেই রাজার অপূর্ব্ব চরিত শ্রবণ করুন। ১—১২। সেই রাজার বাণী পরমাশ্চর্য্য শিবকথায় ব্যাপৃত ছিল। আধি, ব্যাধি বা অন্য কোনরূপ উপদ্রব তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে পারিত না। তাঁহার প্রজাপুঞ্জ ঈতিবাধাহীন ও নিরুপদ্রব ছিল। তদীয় রাজ্যস্থ ওষধি সকল অকৃষ্টপচ্য হইয়াছিল। রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ তপস্বী, ও জনগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিরত ছিল। তাহারা কখন পুত্র মরণ

দারিদ্র্যঞ্চ তে সর্ব্বে প্রাপ্নুবন্তি কদাচন ॥ ১৬ ॥ এবং বহুতরঃ কালস্তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ। গতো হি সকলো বিপ্রাঃ শিবপূজারতস্য বৈ ॥ ১৭ ॥ একদা পূজমানং তং শঙ্করং পরমার্থদম্। যমো হি প্রেষয়ামাস যমদূতান্ নৃপং প্রতি ॥ ১৮ ॥ বচনাচ্চিত্রগুপ্তস্য শ্বেত আনীয়তামিতি। তথেতি মত্বা তে দূতা আগতাঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ১৯ ॥ রাজানং নেতুকামাস্তে পাশহস্তা মহাভয়াঃ। যাবৎ সমাগতা যাম্যা রাজানং দদৃশুস্তরাং ॥ ২০ ॥ ন চক্রিরে তদা দূতা আজ্ঞাং ধর্ম্মস্য চৈব হি। জ্ঞাত্বা সর্ব্বং যমশ্চৈব আগতঃ স্বয়মেব হি ॥ ২১ ॥ উদ্যত্য দণ্ডং সহসা নেতুকামস্তদা নৃপম্। দদর্শ চ মহাবাহুঃ শিবধ্যানপরায়ণম্ ॥ ২২ ॥ শিবভক্তিযুতং শান্তং কেবলং জ্ঞানসংযুতম্। যমোঽপি দৃষ্ট্বা রাজানং পরং ক্ষোভমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥ চিত্রস্থো হ্যভবৎ সদ্যঃ প্রেতরাজোঽতিবিহ্বলঃ। কালরূপশ্চ যো নিত্যং প্রজানাং ক্ষয়কারকঃ ॥ ২৪ ॥ আগতস্তৎক্ষণাদেব নৃপং প্রতি রুষান্বিতঃ। খড়্গেন সিতধারেণ চর্ম্মণা পরমেণ হি ॥ ২৫ ॥ তারস্তং দদৃশে সোঽপি স্থিতং দ্বারি ভয়াবৃতম্। উবাচ কালো হি তদা যমং বৈবস্বতং প্রতি ॥ ২৬ ॥ কস্মাত্ত্বয়া ধর্ম্মরাজ নো নীতোঽয়ং নৃপো মহান্। যম দূতসহায়শ্চ ভীতবৎ প্রতিভাসি মে ॥ ২৭ ॥ কালাত্যয়ো ন কর্ত্তব্যো বচনান্মম সুব্রত। কালেনোক্তস্তদা ধর্ম্ম উবাচ প্রশ্রিতং বচঃ ॥ ২৮ ॥ তবাজ্ঞাঞ্চ করিষ্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অসৌ দুরত্যয়োঽস্মাকং শিবভক্তো নিরন্তরম্। চিত্রস্থা ইব তিষ্ঠাম ভয়াদ্দেবস্য শূলিনঃ ॥ ২৯ ॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা কালঃ ক্রোধসমন্বিতঃ। রাজানং হন্তুমারেভে ত্বরিতঃ খড়্গমাদদে ॥ ৩০ ॥ ত্রিগুণাষ্টার্কসঙ্কাশং প্রবিবেশ শিবালয়ম্। যাবৎ কোপেন মহতা তাবদ্দৃষ্টঃ পিনাকিনা। স্বভক্তং হন্তুকামোঽসৌ শ্বেতরাজানমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ ধ্যানস্থিতং চাত্মনি তং বিশুদ্ধ-জ্ঞানপ্রদীপেন বিশুদ্ধচিত্তম্। আত্মানমাত্মাত্মতয়া নিরন্তরং স্বয়ং প্রকাশং পরমং পুরস্তাৎ ॥ ৩১ ॥ এবংবিধং তং প্রসমীক্ষ্য কালং সঞ্চিন্তমানং মনসাচলেন। শৈবং পদং যৎ পরমার্থরূপং কৈবল্যসাযুজ্যকরং স্বরূপতঃ ॥

জনিত দুঃখানুভব করিত না; কোথাও অপমানিত হইত না; কেহই তাহাদের মারক ছিল না এবং কেহই কদাচ দারিদ্র্য ভোগ করিত না। এইরূপে সেই মহাত্মা রাজার বহুতর কাল অতীত হইয়া গেল। হে বিপ্রগণ! শিবার্চ্চনায় নিরত থাকায় সেই রাজার সর্ব্বকাল সকল হইয়াই অতীত হইল। একদিন তিনি পরমার্থপ্রদ শিবপূজায় নিরত আছেন, এমন সময় যম তাঁহাকে আনিবার জন্য স্বীয় দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। 'শ্বেতরাজাকে লইয়া আইস' যমমন্ত্রী চিত্রগুপ্তও দূতগণকে এইরূপ আদেশ দিলেন। তখন ভয়ঙ্কর দূতগণ 'তথাস্তু' বলিয়া পাশহস্তে রাজাকে লইবার জন্য শিবমন্দিরে আগমন করিল, যমদূতেরা আসিয়া রাজার দিকেই তাকাইয়া রহিল। তাহারা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা আর পালন করিতে পারিল না। যম সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন—বুঝিয়া নিজেই দণ্ড ধারণপূর্ব্বক রাজাকে লইতে আসিলেন। মহাবাহু যম আসিবামাত্র দেখিলেন,—রাজা শিবধ্যানে নিরত, সতত শিবভক্তিযুত, শান্ত, কেবল ও জ্ঞানযুক্ত। যম রাজাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। প্রেতরাজ অতি বিহ্বল হইয়া সহসা চিত্রলিখিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে যিনি প্রজাগণের ক্ষয়কারী কাল, তিনিও রোষভরে তীক্ষ খড়্গ ও উত্তম চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া যমকে দ্বারদেশে ভীতিসঙ্কুল-ভাবে অবস্থিত দেখিলেন। তখন কাল সেই বৈবস্বত যমকে বলিলেন,—ওহে ধর্ম্মরাজ! তুমি কি জন্য এই মহীপতিকে গ্রহণ করিতেছ না? যম! তুমি দূতসহায়; তথাচ তোমাকে ভীত বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে। হে সুব্রত! তুমি আমার কথানুসারে আর কালাত্যয় করিও না। কাল এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ কহিলেন, দেব! আমি আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নিত্য শিবভক্ত ব্যক্তি আমাদের নিকট এক্ষণে দুরাক্রম্য হইয়া উঠিয়াছে। দেবদেব শূলপাণির ভয়ে আমরা সকলে চিত্রলিখিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।১৩—২৯। যমের কথা শুনিয়া কাল ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সত্বর খড়্গ ধারণ করিয়া রাজাকে বিনাশ করিবার উপক্রম করিলেন। চতুর্ব্বিংশতি দিবাকরবৎ দেদীপ্যমান কাল যখন শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন পিনাকপাণি তাঁহার প্রতি মহাকোপভরে দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্বেতরাজ শিবের ভক্ত; তিনি বিশুদ্ধ মনে ধ্যানস্থ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপ দ্বারা আত্মায় আত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ পরাৎপর পরমাত্মরূপে চিন্তা করিতেছিলেন। কাল তথাবিধ উত্তম শিবভক্তকে বিনাশ

॥৩৩॥ সদাশিবেন দৃষ্টোঽসৌ কালঃ কালান্তকেন চ। উচ্ছৃঙ্খলঃ খলো দর্পাদ্বিশমানো নিজান্তিকে॥ ৩৪॥ নন্দিকেশ্বরমধ্যস্থো যাবদ্দৃষ্টো নিজান্তিকে। শিবেন জগদীশেন ভক্তবৎসলবন্ধুনা॥ ৩৫॥ নিরীক্ষিত-স্তৃতীয়েন চক্ষুষা পরমেষ্ঠিনা। স্বভক্তং রক্ষমাণেন ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ॥ ৩৬॥ দদাহ তং কালমনেক-বর্ণং ব্যাত্তাননং ভীমবহুগ্ররূপম্। জ্বালাবলীভিঃ পরিদহ্যমানমতিপ্রচণ্ডং ভুবনৈকভক্ষণম্ ॥ ৩৭॥ দদর্শিরে দেবগণাঃ সমেতাঃ সযক্ষগন্ধর্ব্বপিশাচ-গুহ্যকাঃ। সিদ্ধাপ্সরঃসর্ব্বখগাশ্চ পন্নগাঃ পতত্রিণো লোকপালাস্তথৈব॥ ৩৮॥ জ্বালামালাবৃতং কালমী-শ্বরস্যাগ্রতঃ স্থিতম্। লব্ধসংজ্ঞস্তদা রাজা কালং স্বং হস্তমাগতম্॥ ৩৯॥ পুনঃপুনর্দদর্শাথ দহ্যমানং কৃশা-নুনা। প্রার্থয়ামাস স ব্যগ্রো রুদ্রং কালাগ্নিসম্ভবম্॥ ৪০॥ রাজোবাচ। নমো রুদ্রায় শান্তায় স্বজ্যোৎ-স্নায়াত্মবেধসে। নিরন্তরায় সূক্ষ্মায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥ ৪১॥ ত্রাতা ত্বং হি জগন্নাথ পিতা মাতা সুহৃৎ সখা। ত্বমেব বন্ধুঃ স্বজনো লোকানাং প্রভু-রীশ্বরঃ॥ ৪২॥ কিং কৃতং হি ত্বয়া শম্ভো কোঽসৌ দগ্ধো মমাগ্রতঃ। ন জানামি চ কিং জাতং কৃতং কেন মহত্তরম্॥ ৪৩॥ এবং প্রার্থয়তস্তস্য শ্রুত্বা চ পরিবেদনম্। উবাচ শঙ্করো বাক্যং বোধয়ন্নিব তং নৃপম্॥ ৪৪॥ রুদ্র উবাচ। ময়া দগ্ধো হ্যয়ং কাল-স্তবার্থে চ তবাগ্রতঃ। দহ্যমানো হি দৃষ্টস্তে জ্বালা-মালাকুলো মহান্॥ ৪৫॥ এবমুক্তস্তদা তেন শম্ভুনা রাজসত্তমঃ। উবাচ প্রশ্রিতো ভূত্বা বচনং শিব-মগ্রতঃ॥ ৪৬॥ কিমনেন কৃতং শম্ভো অকৃত্যং বদ তত্ত্বতঃ। য ইমাং প্রাপিতোঽবস্থাং প্রাণাত্যয়করীং ভব॥ ৪৭॥ এবং বিজ্ঞাপিতস্তেন হ্যুবাচ পরমেশ্বরঃ। ভক্ষকোঽয়ং মহারাজ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ॥ ৪৮॥ ভক্ষণার্থং তব বিভো সোঽয়ং ক্রূরোঽধুনাগতঃ। মমান্তিকং মহারাজ তস্মাদ্দগ্ধো ময়া বিভো॥ ৪৯॥ বহূনাং ক্ষেমবাঞ্ছিচ্ছংস্তবার্থেঽহং বিশেষতঃ॥ ৫০॥ যে পাপিনো হ্যধর্ম্মিষ্ঠা লোকসংহারকারকাঃ। পাষণ্ডবাদ-সংযুক্তা বধ্যাস্তে মম চৈব হি। বাক্যং নিশম্য রুদ্রস্য শ্বেতো বচনমব্রবীৎ॥ ৫১॥ কালেনৈব হি লোকো-

---

করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কৈবল্য ও সাযুজ্যপ্রদ পরমার্থস্বরূপ শৈবপদের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে কাল ঐরূপে আক্রমণ করিলেন। কালকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া কালান্তক সদাশিব তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেন। উচ্ছৃঙ্খল খলপ্রকৃতি কাল দম্ভভরে তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন ভক্তবৎসল জগদীশ শিব কালকে স্বীয় সমীপে নন্দিকেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া স্বীয় ভক্ত রক্ষার নিমিত্ত তৎপ্রতি তৃতীয় নয়ন নিপাতিত করিলেন। কাল তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনেকবর্ণ, ব্যাদিতবদন, ভীমবাহু, উগ্রাকৃতি, প্রচণ্ডস্বভাব ও জগতের এক-মাত্র গ্রাসকর্ত্তা কাল তখন শিবের নেত্রানলের জ্বালাবলী দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, অপ্সরা, বিমানচর, পন্নগ, পতত্রী ও লোকপালগণ ঈশ্বরের সমীপে সেই কালকে জ্বালামালায় আবৃত দেখিলেন। অনন্তর শ্বেতরাজা বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া দেখি-লেন,—কাল তাঁহাকে হনন করিতে আসিয়া হর-নয়নানলে দগ্ধ হইতেছে। তিনি পুনঃপুন এই ঘটনা দেখিলেন—দেখিয়া ব্যগ্রভাবে সেই কালাগ্নি-সদৃশ রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন—হে জগন্নাথ! তুমি রুদ্র, শান্ত, স্বপ্রকাশ, আত্মযোনি, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য সূক্ষ্ম জ্যোতিঃপতি; তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমিই ত্রাতা, পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও সখা। তুমিই জগতের প্রভু, বন্ধু, আত্মীয় ও ঈশ্বর! হে শম্ভো! আপনি কি করিয়াছেন? কাহাকে আমার সমক্ষে দগ্ধ করিলেন? কে কি দুর্ব্যবহার করিল, তাহা আমি জানি না। এইরূপ প্রার্থনাকারী রাজার পরিদেবন শ্রবণ করিয়া প্রভুশঙ্কর রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—আমিই তোমার সম্মুখে এই কালকে দগ্ধ করিয়াছি। দগ্ধ হইবার কালে তুমি ইহাকে জ্বালামালায় সমাকুল দেখিয়াছ। ৩০—৪৫। তখন শম্ভু এই কথা কহিলে রাজশ্রেষ্ঠ বিনীতভাবে শিবসমীপে বলিলেন,—হে শম্ভো! এই কাল প্রাণি-বৃন্দের কি অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, যাহাতে ইনি এই প্রাণান্তকরী দশা প্রাপ্ত হইলেন? রাজা এই কথা কহিলে, পরমেশ্বর কহিলেন,—মহারাজ! এই কাল সর্ব্ব প্রাণীরই ভক্ষক। অধুনা এই ক্রূরস্বভাব কাল আমার সমীপে তোমাকেই ভক্ষণ করিতে আসিয়া-ছিল। হে মহারাজ! সেই জন্যই আমি ইহাকে দগ্ধ করিয়াছি। বহু লোকের মঙ্গলকামনায় বিশেষতঃ তোমারই রক্ষার নিমিত্ত এই কালকে বিনাশ করা হইয়াছে। যাহারা পাপী, অধার্ম্মিক, লোকসংহারক, ও পাষণ্ডবাদী, তাহারা আমার বধ্য। শম্ভুর বাক্য শুনিয়া শ্বেতরাজ বলিলেন,—কালবশেই এই লোকেরা

স্বয়ং পুণ্যমাচরন্তে সদা ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ কেচিত্তু ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৫২ ॥ উপাসনারতাঃ কেচিজ্জ্ঞানিনো হি তথা পরে। কেচিদধ্যাত্মসংযুক্তাশ্চান্যে মুক্তাশ্চ কেচন ॥ ৫৩ ॥ কালো হি হর্ত্তা চ চরাচরাণাং তথা হ্যসৌ পালকোঽপ্যদ্বিতীয়ঃ। স স্রষ্টা বৈ প্রাণিনাং প্রাণভূতস্তস্মাদেনং জীবয়স্বাশু ভূয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ যদি সৃষ্টিপরোঽসি ত্বং কালং জীবয় সত্বরম্। যদি সংহারভূতোঽসি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ৫৫ ॥ তর্হ্যেবং কুরু শম্ভো ত্বং কালস্য চ মহাত্মনঃ। বিনা কালেন যৎকিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ন শঙ্কর ॥ ৫৬ ॥ ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন রাজ্ঞা শম্ভুঃ প্রতাপিনা। চকার বচনং তস্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫৭ ॥ শম্ভুঃ প্রহস্যাথ তদা মহেশঃ সঞ্জীবয়ামাস পিনাকপাণিঃ। চকার রূপঞ্চ যথা পুরাসীদালিঙ্গিতোঽসৌ যমদূতমধ্যে ॥ ৫৮ ॥ উপস্থিতোঽসৌ ত্বথ লজ্জমান স্তুষ্টাব দেবং বৃষভধ্বজং তম্। নত্বা পুরঃস্থাগ্নিময়ং হি কালঃ সবিস্ময়ো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৫৯ ॥ কাল উবাচ। কালান্তক ত্রিপুরেশ ত্রিপুরান্তকর প্রভো। মদনো হি ত্বয়া দেব কৃতোঽনঙ্গো জগৎপতে ॥ ৬০ ॥ দক্ষযজ্ঞবিনাশশ্চ কৃতো হি পরমাদ্ভুতঃ। কালকূটং জুগুপ্সসহং সর্ব্বেষাং ক্ষয়কৃন্মহৎ ॥ ৬১ ॥ গ্রসিতং তত্ত্বয়া শম্ভো অন্যেষামপি দুর্দ্ধরম্। লিঙ্গরূপেণ মহতা ব্যাপ্তমাসীজ্জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৬২ ॥ লয়নাল্লিঙ্গমিত্যুক্তং সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। যস্যান্তং ন বিদুর্দ্দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ৬৩ ॥ লিঙ্গস্য দেবদেবস্য মহিমানং পরস্য চ। নমস্তে পরমেশায় নমস্তে বিশ্বমঙ্গল। নমস্তে শিতিকণ্ঠায় নমস্তস্মৈ কপর্দ্দিনে ॥ ৬৪ ॥ নমো নমঃ কারণকারণায় তে নমো নমো মঙ্গলমঙ্গলাত্মনে। জ্ঞানাত্মনে জ্ঞানবিদাং মনীষিণাং ত্বমাদিদেবোঽসি পুমান্ পুরাণঃ ॥ ৬৫ ॥ ত্বমেব সর্ব্বং জগদেকবন্ধো বেদান্তবেদ্যোঽসি মহানুভাবঃ। মহানুভাবৈঃ পরিকীর্ত্তনীয়স্ত্বমেব বিশ্বেশ্বর বিশ্বমান্যঃ ॥ ৬৬ ॥ ত্বং পাসি লুম্পসি জগত্ত্রিতয়ং মহেশ স্রষ্টাসি ভূতপতিরেব ন কশ্চিদন্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ইতি স্তুতস্তদা তেন কালেন জগদীশ্বরঃ। উবাচ কালো রাজানং শ্বেতং সম্বোধয়ন্নিব ॥ ৬৮ ॥ কাল উবাচ। মনুষ্যলোকে

পুণ্যাচরণ করে; কালক্রমেই কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ পরম ভক্তিযুত, কেহ কেহ জ্ঞানী, কেহ উপাসক; কেহ কেহ অধ্যাত্মনিষ্ঠ এবং কেহ কেহ মুক্ত হইয়া থাকে। কালই চরাচরের হর্ত্তা এবং অদ্বিতীয় পালনকর্ত্তা। তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ; অতএব এই কালকে আপনি সত্বর উজ্জীবিত করুন। হে প্রভো! যদি সৃষ্টিরক্ষায় তৎপর হইয়া থাকেন, তবে কালকে জীবিত করুন। আর যদি আপনি সকল প্রাণীর সংহারস্বরূপ হইয়া থাকেন, তবে হে শম্ভো! আপনি মাহাত্মা কালের উপর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই উচিত হইয়াছে। কিন্তু একথা স্থিরই যে, কাল বিনা কিছুই থাকিবার নহে। রাজা এইরূপ নিবেদন করিলে শম্ভু তখন ভক্তের ঈপ্সিত বাক্য রক্ষা করিলেন। পিনাকপাণি শম্ভু তখন হাস্য করিয়া কালকে জীবিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে কালের যাদৃশ আকৃতি ছিল, মহেশ তাহার সেইরূপ আকৃতিই করিলেন। কালকে দেখিয়া যমদূতগণ আলিঙ্গন করিল। কাল উত্থিত হইয়া লজ্জিতভাবে দেবদেব বৃষধ্বজকে স্তব করিলেন। তিনি সম্মুখস্থ অগ্নিময় রুদ্রদেবকে নমস্কার করিয়া সবিস্ময়ে এই বাক্য বলিলেন,—হে কালান্তক! ত্রিপুরহর! ত্রিপুরেশ! বিভো! জগৎপতে! আপনিই পূর্ব্বে মদনকে অনঙ্গ করিয়াছেন। পরমাদ্ভুত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসব্যাপার আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়াছে। হে শম্ভো! সর্ব্বলোকক্ষয়কারী অন্য দুর্দ্ধর্ষ দুঃসহ কালকূটকে আপনিই পান করিয়াছিলেন। মহান্! লিঙ্গরূপ ধরিয়া আপনিই এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সুরাসুরগণ লয়নহেতুই লিঙ্গ নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ ঐ লিঙ্গের অন্ত ও লিঙ্গ মূর্ত্তি পরম দেবের মাহাত্ম্য অবগত নহেন। হে বিশ্বমঙ্গল! পরমেশ! নমস্তে নমস্তে! তুমি শিতিকণ্ঠ, তুমি কপর্দ্দী, তোমায় আমার বার বার নমস্কার। যিনি নিখিল কারণের কারণ, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং জ্ঞানী মনীষিগণের মতে জ্ঞানাত্মা, তুমিই সেই আদিদেব পুরাণ পুরুষ; তোমাকে আমরা পুনঃপুন নমস্কার। হে জগদেকবন্ধো! তুমিই সকল; তুমিই বেদান্তমহানুভব! হে বিশ্বেশ্বর! বেদান্তবিদ্গণ তোমাকেই বিশ্বমান্য বিশ্বেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে মহেশ! তুমিই এই ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য করিতেছ। ভূতপতি বলিতে তুমি ব্যতীত অন্য কেহই নহে। ৪৬—৬৬। কাল এইরূপে জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া, পরে কাল শ্বেতরাজকে বুঝাইয়া

সকলে নাস্তস্বত্তো হি বিদাতে। যেন ত্বয়া জিতো দেবো হ্যজেয়ো ভুবনত্রয়ে॥ ৬৯॥ ময়া হতমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। জেতাহং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমঃ॥ ৭০॥ স হি তে চানুগো জাতো মহারাজ প্রযচ্ছ মে। অভয়ং দেবদেবাচ্চ শূলিনঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৭১॥ এবমুক্তস্তদা তেন শ্বেতঃ কালেন চৈব হি। উবাচ প্রহসন্ বাচা মেঘনাদ-গম্ভীরয়া॥ ৭২॥ রাজোবাচ। শিবস্য পরমং রূপং ত্বমেকো নাস্তি সংশয়ঃ। কালস্ত্বমপি ভূতানাং স্থিতিসংহাররূপবান্॥ ৭৩॥ তস্মাৎ পূজ্যতমোঽসি ত্বং সর্ব্বেষাং চ নিয়ামকঃ। ত্বদ্ভয়াৎ কৃতিনঃ সর্ব্বে শরণং পরমেশ্বরম্। ব্রজন্তি বিবিধৈর্ভাবৈরাত্ম-লক্ষণতৎপরাঃ॥ ৭৪॥ সূত উবাচ। তেনৈবং রক্ষিতঃ কালো রাজ্ঞা পরমধর্ম্মিণা। শিবপ্রসাদ-মাত্রেণ লব্ধসংজ্ঞো বভূব হ॥ ৭৫॥ তদা যমেন সংস্তবিতো মৃত্যুনা যমদূতকৈঃ। শিবং প্রণম্য সংস্তুত্য শ্বেতরাজানমেব চ। যযৌ স্বমালয়ং বিপ্রা মেনে স্বং জনিতং পুনঃ॥ ৭৬॥ মায়য়া সহ পত্ন্যা চ শিবস্য চরিতং মহৎ। অনু সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য বিস্ময়ং পরমং যযৌ॥ ৭৭॥ কথয়ামাস সর্ব্বেষাং দূতানাং স্বয়মেব হি। আকর্ণ্যতাং মম বচো হে দূতাস্ত্বরিতেন হি॥ ৭৮॥ কর্ত্তব্যং চ প্রযত্নেন নান্যথা মম ভাষিতম্॥ ৭৯॥ কাল উবাচ। যে ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়ন্তি তথা যে বৈ জটাধরাঃ। যে রুদ্রাক্ষধরাশ্চৈব তথা যে শিব-নামিনঃ॥ ৮০॥ উপজীবনহেতোশ্চ ভিয়া যে হ্যপি মানবাঃ। পাপিনোঽপি দুরাচারাঃ শিববেশধরা হ্যমী॥ ৮১॥ নানেতব্যা ভবদ্ভিশ্চ মম লোকং কদাচন। বর্জ্জ্যাস্তে হি প্রযত্নেন পাপিনোঽপি সদৈব হি॥ ৮২॥ অন্যেষাং কা কথা দূতা যেঽর্চ্চয়ন্তি সদাশিবম্। ভক্ত্যা পরময়া শম্ভুং রুদ্রাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৩॥ রুদ্রাক্ষমেকং শিরসা বিভর্ত্তি যস্তথা ত্রিপুণ্ড্রং চ ললাটমধ্যকে। পঞ্চাক্ষরীং যে প্রজপন্তি সাধবঃ পূজ্যা ভবদ্ভিশ্চ ন চান্যথা ক্বচিৎ॥ ৮৪॥ যস্মিন্ রাষ্ট্রেঽথ বা দেশে গ্রামে চাপি বিচক্ষণঃ। শিবভক্তো ন দৃশ্যেত শ্মশানাত্তু বিশিষ্যতে। তদ্রাষ্ট্রং দেশমিত্যাহুঃ সত্যং প্রতিবদামি বঃ॥ ৮৫॥ যস্মিন্ন সন্তি নিত্যং হি শিবভক্তিসমন্বিতাঃ। তদ্গ্রামস্থা

বলিলেন—সমুদায় মনুষ্য লোকে তুমি ব্যতীত আর কাহারও অস্তিত্ব নাই। ত্রিভুবনের অজেয় দেবদেবকে তুমিই ভক্তিবলে জয় করিয়াছ! আমি এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিয়া থাকি! আমিই জেতা, আমিই সর্ব্ব দেবের দুরতিক্রম্য। মহারাজ! সেই আমিই আপনার অনুগত হইলাম। আপনি আমায় পরমেষ্ঠী দেবদেব শূলপাণি হইতে অভয়-দান করুন। তৎকালে কাল শ্বেতরাজকে এই কথা কহিলে তিনি হাস্যপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর-বাক্যে বলিলেন,—হে কাল! আপনি একমাত্র শিবের পরম রূপ; আপনিই ভূতবৃন্দের স্থিতিসংহাররূপী। সুতরাং সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বনিয়ামক। আত্মনিষ্ঠ কৃতিগণ আপনার ভয়ে বিবিধভাবে শিবেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—পরম ধার্ম্মিক রাজা এইরূপে কালকে রক্ষা করিলেন। কাল শিবপ্রসাদ পাইবা মাত্র লব্ধসংজ্ঞ হইলেন। তখন মৃত্যু ও দূতগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং যমও শ্বেতরাজের স্তব করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! যম শ্বেতরাজকে প্রণাম ও স্তব করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। কাল স্বীয় মায়ার সহিত উদার শিবচরিত বারম্বার স্মরণ করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দূত-বৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—দূতগণ! আমার কথা সত্বর শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিব, তাহা তোমরা সর্ব্বযত্নে সম্পাদন করিবে। এই বলিয়া কাল কহিলেন,—যাহারা ত্রিপুণ্ড্র জটা বা রুদ্রাক্ষ ধারণ করে কিম্বা যে সকল মানব ভয়ে বা জীবিকার জন্য শিব নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা শত পাপী বা দুরাচারী হইলেও সাক্ষাৎ শিবরূপধারী, সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগকে আমার লোকে কদাচ আনয়ন করিবে না। তাহারা পাপী হইলেও সর্ব্বথা তোমাদের বর্জ্জনীয়। ৬৮—৮২। হে দূতগণ! অন্যের কথা কি, যাহারা পরম ভক্তিযোগে সদাশিব শম্ভুকে অর্চ্চনা করে, তাহারা নিশ্চয় রুদ্র বৈ আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি মস্তকে একটী মাত্র রুদ্রাক্ষ বা ললাট মধ্যে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে কিম্বা যাহারা পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করে, তাহারা সকলেই সাধুপদ-বাচ্য। তোমরা তাহাদিগকে পূজাই করিবে, কদাচ অন্যথা করিবে না। যে রাজ্যে, যে দেশে, বা যে গ্রামে একজনও বিজ্ঞ শিবভক্ত দেখা যায় না, আমি সত্যই বলিতেছি, সে দেশ শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণ। যে গ্রামে নিয়ত শিবভক্তিরত লোক বিদ্যমান নাই, সেই

জনাঃ সর্ব্বে শাসনীয়া ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ এবমাজ্ঞাপয়ামাস যমোঽপি নিজকিঙ্করান্। তথেতি মত্বা তে সর্ব্বেতুষ্ণী মাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৮৭ ॥ এবং বিধোঽয়ং ভুবনৈকভর্ত্তা সদাশিবো লোকগুরুঃ স একঃ। দাতা প্রহর্ত্তা নিজভাবযুক্তঃ সনাতনোঽয়ং জগদেকবন্ধুঃ ॥ ৮৮ ॥ দগ্ধা কালং মহাদেবো নির্ভয়ঞ্চ দদৌ বিভুঃ। শ্বেতস্য রাজরাজস্য মহীপালবরস্য চ ॥ ৮৯ ॥ তদা নির্ভয়মাপন্নঃ শ্বেতরাজো মহামনাঃ। ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তো বভূব কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৯০ ॥ তদা দেবৈঃ পূজ্যমান ঋষিভিঃ পন্নগৈস্তথা। শ্বেতো রাজন্যবর্য্যোঽসৌ শিবসাযুজ্যমাপ্তবান্ ॥ ৯১ ॥ এবং ভক্তিপরাণাঞ্চ মহেশে চ জগদ্গুরৌ। সিদ্ধিঃ করতলে তেষাং সত্যং প্রতিবদামি বঃ ॥ ৯২ ॥ শ্বপচোঽপি বরিষ্ঠঃ স্যাৎ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য চ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজনীয়ো হি শঙ্করঃ ॥ ৯৩ ॥ বহুনাং জন্মনামন্তে শিবভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৯৪ ॥ জ্ঞানিনাং কৃতবুদ্ধীনাং জন্মজন্মনি শঙ্করঃ। কিং ময়া বহুনোক্তেন পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ৯৫ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। কিরাতেন কৃতং যচ্চ ব্রতঞ্চ পরমাদ্ভুতম্। যেনৈব তারিতং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কালদহনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

গ্রামবাসী লোক সকল নিশ্চয় তোমাদেরই দণ্ডনীয়। যম নিজের কিঙ্করদিগকে ঐরূপই আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা সকলেই 'তথাস্তু' বলিয়া সবিস্ময়ে মৌনী হইয়া রহিল। সেই ভুবনৈকভর্ত্তা সদাশিব এইরূপই। তিনিই একমাত্র লোকগুরু, দাতা, প্রহর্ত্তা, স্বস্বভাবসম্পন্ন, সনাতন, জগদ্বন্ধু। সেই বিভু মহাদেব কালকে দগ্ধ করিয়া রাজরাজ শ্বেতরাজকে অভয় দিয়াছিলেন। মহামনা শ্বেত নরপতি সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়াছিলেন। তিনি পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া শিবসেবনেই কৃতনিশ্চয় ছিলেন। ঋষি ও পন্নগগণ সে কালে তাঁহার পূজা করেন। রাজন্যগণের বরেণ্য শ্বেত অন্তে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি সত্যই বলিতেছি, এইরূপে যাহারা জগদ্গুরু মহেশে ভক্তিমান্ হয়, তাহাদের সিদ্ধি করতলগত, সন্দেহ নাই। শঙ্করের প্রসাদে একজন চণ্ডালও বরিষ্ঠ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে একমাত্র শঙ্করই পূজনীয়। বহুজন্মভোগের পর তবে কাহারও অদৃষ্টে শিবভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা কৃতবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহারা প্রতিজন্মেই শঙ্করে ভক্তিমান্ হইয়া থাকেন। আমি অধিক আর কি বলিব, একমাত্র সদাশিব শঙ্করই পূজনীয়। পূর্ব্বে একজন কিরাত যে পরম অদ্ভুত ব্রত করিয়াছিল, এ বিষয়ে তাহাই পুরাতন ইতিহাসরূপে উদাহৃত হইয়া থাকে। কিরাত ঐ ব্রত দ্বারাই এই নিখিল ভুবন পবিত্র করিয়াছিল। ৮৩—৯৬।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। কিংনামা চ কিরাতোঽভূৎ কিং তেন ব্রতমাহিতম্। তত্ত্ব কথয় বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১ ॥ তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো যাথাতথ্যেন কথ্যতাম্। ন হ্যন্যো বিদ্যতে লোকে ত্বদ্বিনা বদতাং বরঃ। তস্মাৎ কথয় ভো বিপ্র সর্ব্বং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥ ২ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন শৌনকেন মহাত্মনা। কথযামাস তৎ সর্ব্বং পুরুসেন কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৩ ॥ লোমশ উবাচ। আসীৎ পুরা মহারৌদ্রশ্চণ্ডো নাম দুরাত্মবান্। ক্রূরসঙ্গো নিষ্কৃতিকো ভূতানাং ভয়বাহকঃ ॥ ৪ ॥ জালেন মৎস্যান্ দুষ্টাত্মা ঘাতয়ত্যনিশং খলু। ভল্লৈর্মৃগান

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—সেই কিরাতের কি নাম ছিল? সে কোন্ ব্রত করিয়াছিল? হে বিপ্রেন্দ্র! তাহাই আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। তাহা শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল; অতএব সেই সকলই যথাযথ ব্যক্ত কর। তুমি বিনা এ সকল কথা বলিতে কে পারে? অন্য কে আছে? অতএব হে বিপ্র! আমাদের শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে; সমস্তই তুমি কীর্ত্তন কর। মহাত্মা শৌনক এই কথা কহিলে, সূত, সমগ্র পুরুসচরিত বর্ণন করিলেন। লোমশ কহিলেন,—পূর্ব্বকালে চণ্ড নামে এক দুরাত্মা চণ্ডালজাতীয় ব্যাধ ছিল। ঐ ব্যাধ ক্রূরসঙ্গী, পাপাচারী ও ভূতগণের ভয়াবহ ছিল। ঐ দুরাত্মা নিত্য নিত্য জাল দ্বারা মৎস্য এবং ভল্ল দ্বারা মৃগ, শ্বাপদ,

শ্বাপদাংশ্চ কৃষ্ণসারাংশ্চ শল্লকান্ ॥ ৫ ॥ খড়্গাংশ্চৈব চ দুষ্টাত্মা দৃষ্ট্বা কাংশ্চিচ্চ পাপবান্। পক্ষিণোহঘাতয়ৎ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ লুব্ধকো হি মহাপাপো দুষ্টো দুষ্টজনপ্রিয়ঃ। ভার্য্যা তথাবিধা তস্য পুক্কসস্য মহাভয়া ॥ ৭ ॥ এবং বিহরতস্তস্য বহুকালোহত্যবর্ত্তত। গতে বহুতিথে কালে পাপৌঘনিরতস্য চ ॥ ৮ ॥ নিবঙ্গে জলমাদায় ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতো ভৃশম্। একদা নিশি পাপীয়ান্ শ্রীবৃক্ষোপরি সংস্থিতঃ। কোলং হন্তুং ধনুষ্পাণির্জাগ্রচ্চানিমিষেণ হি ॥ ৯ ॥ মাঘমাসেঽসিতায়াং বৈ চতুর্দ্দশ্যামথাগ্রতঃ। মৃগমার্গবিলোকার্থী বিল্বপত্রাণ্যপাতয়ৎ ॥ ১০ ॥ শ্রীবৃক্ষপর্ণানি বহূনি তত্র স চ্ছেদয়ামাস রুষান্বিতোপি। শ্রীবৃক্ষমূলে পরিবর্ত্তমানো লিঙ্গঞ্চ তস্যোপরি দুষ্টভাবঃ ॥ ১১ ॥ ববর্ষ গণ্ডূষজলং দুরাত্মা যদৃচ্ছয়া তানি শিবে পতন্তি। শ্রীবৃক্ষপর্ণানি চ দৈবযোগাজ্জাতঞ্চ সর্ব্বং শিবপূজনং তৎ ॥ ১২ ॥ গণ্ডূষবারিণা তেন স্নপনঞ্চ কৃতং মহৎ। বিল্বপত্রৈরসংখ্যাতৈরর্চ্চনঞ্চ মহৎ কৃতম্ ॥ ১৩ ॥ অজ্ঞানেনাপি ভো বিপ্রাঃ পুক্কসেন দুরাত্মনা। মাঘমাসেঽসিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে ॥ ১৪ ॥ পুক্কসোঽথ দুরাচারো বৃক্ষাদবততার সঃ। আগত্য জলসঙ্কাশং মৎস্যান্ হন্তুং প্রচক্রমে ॥ ১৫ ॥ লুব্ধকস্যাপি ভার্য্যাভূন্নাম্না চৈব ঘনোদরী। দুষ্টা সা পাপনিরতা পরদ্রব্যাপহারিণী ॥ ১৬ ॥ গৃহান্নির্গত্য সায়াহ্নে পুরদ্বারবহিঃ স্থিতা। বনমার্গং প্রপশ্যন্তী পত্যুরাগমনেচ্ছয়া ॥ ১৭ ॥ চিরান্তর্ত্তরি নায়াতে চিন্তয়ামাস লুব্ধকী। অদ্য সায়াহ্নবেলায়ামাগতাঃ সর্ব্বলুব্ধকাঃ ॥ তমঃস্তোমেন সঞ্ছন্নাশ্চতস্রো বিদিশো দিশঃ। রাত্রৌ যামদ্বয়ং যাতং কিং মতঙ্গঃ সমাগতঃ ॥ ১৯ ॥ কিম্বা কেশবলোভেন সিংহেনৈব বিদারিতঃ। কিং ভুজঙ্গফণারত্নহারী সর্পবিষার্দ্দিতঃ ॥ ২০ ॥ কিংবা বরাহদংষ্ট্রাগ্রঘাতৈঃ পঞ্চত্বমাগতঃ। মধুলোভেন বৃক্ষাগ্রাৎ স বৈ প্রপতিতো ভুবি ॥ ২১ ॥ কান্বেষয়ামি পৃচ্ছামি ক্ব গচ্ছামি চ কং প্রতি। এবং বিলপ্য বহুধা নিবৃত্তা স্বং গৃহং প্রতি ॥ ২২ ॥ নৈবান্নং নো জলং কিঞ্চিন্ন ভুক্তং তদ্দিনে তয়া। চিন্তয়ন্তী পতিঞ্চাপি

কৃষ্ণসার, শল্লক ও খড়্গ নামক প্রাণীদিগকে বিনাশ করিত। ঐ পাপাত্মা পক্ষীদিগকে দেখিবামাত্র বধ করিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকেও হিংসা করিত। ঐ লুব্ধক মহাপাপী ছিল; নিজে দুষ্ট এবং যত দুষ্টলোক সকলই তাহার প্রিয় হইয়াছিল। সেই পুক্কস যেমন ভীষণ, তাহার ভার্য্যাও তেমনি ভীষণা ছিল। ঐরূপ হিংসাচরণ করিতে করিতে পুক্কসের বহুকাল অতীত হইল; পাপাচারেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। একদা রাত্রিকালে ঐ পাপাত্মা লুব্ধক ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত হইয়া জাল-স্কন্ধে একটা শ্রীফলবৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করিল। শূকর বিনাশ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাই হস্তে ধনুক লইয়া সমস্ত রাত্রি নির্নিমিষ নয়নে জাগিয়া রহিল। সে দিন মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি; ব্যাধ মৃগমার্গ আলোকনের নিমিত্ত সম্মুখস্থ শাখাসমূহের বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। একটী দুইটী নয়, লুব্ধক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বিল্ববৃক্ষের বহু পত্র ছেদন করিল। সেই বিল্ববৃক্ষমূলে এক লিঙ্গ ছিল। সেই দুষ্টস্বভাব দুরাত্মা লুব্ধক তদুপরি এক গণ্ডূষ জল ফেলিল। যদৃচ্ছাক্রমে সেই জল ও বিল্বপত্র সকলই শিবোপরি পতিত হইল। দৈবক্রমে তাহাতেই শিবপূজা নিষ্পন্ন হইল। আর সেই যে গণ্ডূষজল, তাহা দ্বারাই ঐ শিবের মহাস্নান সম্পাদিত হইল। হে বিপ্রগণ! দুরাত্মা পুক্কস অজ্ঞানক্রমে অসংখ্য বিল্বপত্র দ্বারা শিবের মহাপূজা করিল। অনন্তর মাঘমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রোদয়ে অর্থাৎ প্রভাতকালে দুরাচার পুক্কস বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং জলসমীপে আগমন করিয়া তত্রত্য মৎস্যদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল ।১--১৫। লুব্ধকের ভার্য্যার নাম ঘনোদরী। পতির আসিতে বিলম্ব হওয়ায় লুব্ধকী ঘনোদরী ভাবিতে লাগিল,--অদ্য সায়ংকালে সমস্ত লুব্ধকই গৃহে আসিয়াছে। অন্ধকারপুঞ্জে সমস্ত দিক্ই আচ্ছন্ন হইয়াছে। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল; তথাচ আমার পতি মতঙ্গ কেন আসিল না? তবে কি পতি আমার সিংহের কেসরানয়নে লুব্ধ হওয়ায় কোন সিংহের হস্তে নিহত হইল! কিম্বা ভুজঙ্গফণার রত্ন আনিতে গিয়া সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইল? অথবা কোন বরাহের দশনাগ্রে আহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল? কিম্বা পতি আমার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। কি করি? কোথায় অন্বেষণ করি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? কোন্দিকেই বা যাই! ব্যাধপত্নী এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া স্বীয় গৃহেই রহিল। কিন্তু সে দিবস সে অন্ন বা জল কিছুই ভোজন করিল না। লুব্ধকী পতির বিষয়

লুব্ধকী হ্যনয়ন্নিশাম্ ॥ ২৩॥ অথ প্রভাতে বিমলে পুক্কসী বনমাযযৌ। অশনার্থঞ্চ তস্যান্নমাদায় ত্বরিতা সতী॥ ২৪॥ ভ্রমমাণা বনে তস্মিন্ দদর্শ মহতীং নদীম্। তস্যাস্তীরে সমাসীনং স্বপতিং প্রেক্ষ্য হর্ষিতা॥ ২৫॥ তদন্নং কূলতঃ স্থাপ্য নদীং তর্ত্তুং প্রচক্রমে। নিরীক্ষ্য চাথ মৎস্যান স জালপ্রোতান সমানয়ৎ॥ ২৬॥ তাবত্তয়োক্তশ্চণ্ডোঽহসাবেহি শীঘ্রঞ্চ ভক্ষয়। অন্নং ত্বদর্থমানীতমুপোষ্য দিবসং ময়া॥ ২৭॥ কৃতং কিমদ্য রে মন্দ গতেঽহনি চ কিং কৃতম্। নাশিতঞ্চ ত্বয়া মূঢ লঙ্ঘিতেনাদ্য পাপিনা॥ ২৮॥ নদ্যাং স্নাতৌ তথা তৌ চ দম্পতী চ শুচিব্রতৌ। যাবদ্গতশ্চ ভোক্তুং স তাবচ্ছ্বা স্বয়মাগতঃ॥ ২৯॥ তেন সর্ব্বং ভক্ষিতঞ্চ তদন্নং স্বয়মেব হি। চণ্ডী প্রকুপিতা চৈব শ্বানং হন্তুমুপস্থিতা॥ ৩০॥ আবয়োর্ভক্ষিতং চান্নমনেনৈব চ পাপিনা। কিং চ ভক্ষয়সে মূঢ ভবিতাদ্য বুভুক্ষিতঃ॥ ৩১॥ এবং তয়োক্তশ্চণ্ডোঽহসৌ বভাষে তাং শিবপ্রিয়ঃ। যচ্ছুনা ভক্ষিতং চান্নং তেনাহং পরিতোষিতঃ॥ ৩২॥ কিমনেন শরীরেণ নশ্বরেণ গতায়ুষা। শরীরং দুর্লভং লোকে পূজ্যতে ক্ষণভঙ্গুরম্॥ ৩৩॥ যে পুষ্ণন্তি নিজং দেহং সর্ব্বভাবেন চাহতাঃ। মূঢাস্তে পাপিনো জ্ঞেয়া লোকদ্বয়বহিষ্কৃতাঃ॥ ৩৪॥ তস্মান্মানং পরিত্যজ্য ক্রোধঞ্চ দুরবগ্রহম্। স্বস্থা ভব বিমর্শেন তত্ত্ববুদ্ধ্যা স্থিরা ভব॥ ৩৫॥ বোধিতা তেন চণ্ডী সা পুক্কসেন তদা ভৃশম্। জাগরাদি চ সম্প্রাপ্তঃ পুক্কসোঽপি চতুর্দ্দশীম্॥ ৩৬॥ শিবরাত্রিপ্রসঙ্গাচ্চ জায়তে যচ্চাস্য শর্ম্ম। তজ্‌জ্ঞানং পরমং প্রাপ্তঃ শিবরাত্রিপ্রসঙ্গতঃ॥ ৩৭॥ যামদ্বয়ঞ্চ সঞ্জাতমমাবাস্যাং তু তত্র বৈ। আগতাশ্চ গণাস্তত্র বহবঃ শিবনোদিতাঃ॥৩৮॥ বিমানানি বহূন্যত্র আগতানি তদন্তিকম্। দৃষ্টানি তেন তান্যেব বিমানানি গণাস্তথা॥ ৩৯॥ উবাচ পরয়া ভক্ত্যা পুক্কসোঽপি চ তান প্রতি। কস্মাৎ সমাগতা যূয়ং সর্ব্বে রুদ্রাক্ষধারিণঃ॥ ৪০॥ বিমানস্থাশ্চ কেচিচ্চ বৃষারূঢাশ্চ কেচন। সর্ব্বে স্ফটিকসঙ্কাশাঃ সর্ব্বে চন্দ্রার্দ্ধশেখরাঃ॥ ৪১॥ কপর্দ্দিনশ্চর্ম্ম-

চিন্তা করিতে করিতেই সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। অনন্তর প্রভাত হইলে ব্যাধের ভক্ষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া লুব্ধকী সত্বর বনে গমন করিল। সে ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে এক মহা নদী দেখিল। পরে সেই নদীর পরপারে স্বীয় পতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং যে কিছু অন্ন ব্যাধের জন্য লইয়া গিয়াছিল, লুব্ধকী তাহা নদীর কূলে রাখিয়া নদী সন্তরণ করিতে সমুদ্যত হইল। দেখিল, ব্যাধ জালবদ্ধ বহু মৎস্য লইয়া আসিতেছে। তদ্দর্শনে লুব্ধকী চণ্ড ব্যাধকে কহিল, তুমি সত্বর আহার কর। আমি সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া তোমার জন্য এই অন্ন আনিয়াছি। ওরে মন্দ! তুমি অদ্য কি করিয়াছ? গত দিবসই বা কি করিয়াছিলে? রে মূঢ! তুমি কল্য সমস্ত দিন আহার কর নাই? এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেই ব্যাধদম্পতি সেই নদীজলে স্নান করিয়া শুচি হইল। এদিকে তাহারা যেমন স্নানাসক্ত হইল, অমনি কোথা হইতে একটা কুক্কুর আসিয়া তাহাদের সেই প্রস্তুত অন্ন সমস্তই খাইয়া ফেলিল। তখন চণ্ডী ব্যাধপত্নী কুপিত হইয়া সেই কুক্কুরকে মারিতে উদ্যত হইল; এবং চণ্ডকে বলিল,—এই পাপী আমাদের অন্ন ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। রে মূঢ! অদ্য বুভুক্ষিত হইয়া কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? চণ্ডী ব্যাধপত্নী এই কথা কহিলে সেই শিবপ্রিয় ব্যাধ প্রত্যুত্তরে বলিল—এই কুক্কুর যে অন্ন ভক্ষণ করিল, ইহাতেই আমি পরিতোষ পাইয়াছি। এই নশ্বর গতপ্রায় জীবনে আর প্রয়োজন কি? জগতে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকেই দুর্লভ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। যে সকল মূঢলোক দেহকেই সর্ব্বরূপে পোষণ করে, তাহারা ইহ-পরকাল-বর্জ্জিত পাপী বলিয়াই বিদিত। অতএব মান অভিমান ও দুরবগ্রহ ক্রোধ পরিহার করিয়া বিবেকগুণে স্বচ্ছ হও এবং তত্ত্ববোধের উদয়ে স্থির হইয়া থাক। পুক্কস স্বীয় পত্নীকে এইরূপে বহুবার প্রবোধ প্রদান করিল। পুক্কস গত চতুর্দ্দশীর রাত্রি সমস্তই জাগিয়া ছিল; সুতরাং নিশ্চয় শিবরাত্রির প্রসঙ্গেই তাহার ঐরূপ পরম জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। ১৬—৩৭। পরদিন অমাবস্যার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শিব-প্রেরিত দূতগণ তাহার সমীপে আগমন করিল। তখন একে একে বহু বিমান সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লুব্ধক সেই সকল বিমান ও শিবানুচর প্রমথদিগকে দেখিয়া পরম ভক্তি সহকারে বলিল,—মহাশয়গণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আপনাদের কেহ কেহ রুদ্রাক্ষধারী, কেহ কেহ বিমানচারী এবং কেহ কেহ বৃষারূঢ়। আপনারা সকলেই স্ফটিকসন্নিভ এবং সকলেই

পরীতবাসসো ভুজঙ্গভোগৈঃ কৃতহারভূষণাঃ। শ্রিয়ান্বিতা রুদ্রসমানবীর্য্যা যথাতথং ভো বদতাত্মনোচিতম্॥ ৪২॥ পুক্কসেন তদা পৃষ্টা ঊচুঃ সর্ব্বে চ পার্ষদাঃ। রুদ্রস্য দেবদেবস্য সন্নম্রাঃ কমলেক্ষণাঃ॥ ৪৩॥ গণা ঊচুঃ। প্রেষিতাঃ স্মো বয়ং চণ্ড শিবেন পরমেষ্ঠিনা। আগচ্ছ ত্বরিতো ভদ্র সস্ত্রীকো যানমারুহ॥ ৪৪॥ লিঙ্গার্চ্চনং কৃতং যচ্চ ত্বয়া রাত্রৌ শিবস্য চ। তেন কর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্তোঽসি শিবসন্নিধিম্॥ ৪৫॥ তথোক্তো বীরভদ্রেণ উবাচ প্রহৃসন্নিব। পুক্কসোঽপি স্বয়া বুদ্ধ্যা প্রস্তাবসদৃশং বচঃ॥ ৪৬॥ পুক্কস উবাচ। কিং ময়া কৃতমদ্যৈব পাপিনা হিংসকেন চ। মৃগয়ারসিকেনৈব পুক্কসেন দুরাত্মনা॥ ৪৭॥ পাপাচারো হ্যহং নিত্যং কথং স্বর্গং ব্রজাম্যহম্। কথং লিঙ্গার্চ্চনমিদং কৃতমস্তি তদুচ্যতাম্॥ ৪৮॥ পরং কৌতুকমাপন্নঃ পৃচ্ছামি ত্বাং যথাতথম্। কথয়স্ব মহাভাগ সর্ব্বঞ্চৈব যথাবিধি॥ ৪৯॥ ইত্যেবং পৃচ্ছতস্তস্য পুক্কসস্য যথাবিধি। কথয়ামাস তৎসর্ব্বং শিবধর্ম্মং মুদান্বিতঃ॥ ৫০॥ বীরভদ্র উবাচ। দেবদেবো মহাদেবো দেবানাং পতিরীশ্বরঃ। পরিতুষ্টোঽদ্য হে চণ্ড স মহেশ উমাপতিঃ॥ ৫১॥ প্রাসঙ্গিকতয়া মাঘে কৃতং লিঙ্গার্চ্চনং ত্বয়া। শিবতুষ্টিকরং চাদ্য পূতোঽসি ত্বং ন সংশয়ঃ। শিবরাত্র্যাং প্রসঙ্গেন কৃতমর্চ্চনমেব চ॥ ৫২॥ কোলং নিরীক্ষমাণেন বিল্বপত্রাণি চৈব হি। ছেদিতানি ত্বয়া চণ্ড পতিতানি তদৈব হি। লিঙ্গস্য মস্তকে তানি তেন ত্বং সুকৃতী প্রভো॥ ৫৩॥ ততশ্চ জাগরো জাতো মহান্ বৃক্ষোপরি ধ্রুবম্। তেনৈব জাগরেণৈব তুতোষ জগদীশ্বরঃ॥ ৫৪॥ ছলেনৈব মহাভাগ কোলসন্দর্শনেন হি। শিবরাত্রিদিনে চাত্র স্বপ্নস্তে ন চ যোষিতঃ॥ ৫৫॥ তেনোপবাসেন চ জাগরেণ তুষ্টো হ্যসৌ দেববরো মহাত্মা। তব প্রসাদায় মহানুভাবো দদাতি সর্ব্বান্ বরদো মহাংশ্চ॥ ৫৬॥ এবমুক্তস্তদা তেন বীরভদ্রেণ ধীমতা। পুক্কসোঽপি বিমানাগ্রমারুরোহ চ পশ্যতাম্॥ ৫৭॥ গণানাং দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং

চন্দ্রার্দ্ধ-শেখর, কপর্দ্দী, চর্ম্মবাসা, ভুজগভোগরূপ হারভূষণে ভূষিত, শ্রীসম্পন্ন এবং রুদ্রসম বীর্য্যশালী। হে দেবগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন, সত্বর যথাবৃত্তান্ত ব্যক্ত করুন। পুক্কস এইরূপ প্রশ্ন করিলে দেবদেব রুদ্রের পার্ষদগণ সকলেই একবাক্যে নম্রভাবে বলিলেন,—হে চণ্ড! আমরা পরমেষ্ঠী শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আইস; সত্বর সস্ত্রীক এই যানারোহণ কর। তুমি গত রাত্রিযোগে যে লিঙ্গার্চ্চন করিয়াছিলে, সেই কর্ম্মের বিপাকেই তোমার এখন শিবসন্নিধি লাভ ঘটিল। গণাধিনায়ক বীরভদ্র এই কথা কহিলে পুক্কস প্রহর্ষান্বিত হইয়াই স্বীয় বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তাবানুরূপ বাক্য বলিল। পুক্কস কহিল,—পাপী আমি, হিংসক আমি, মৃগয়ারসিক দুরাত্মা, পুক্কস আমি; আমি নিত্যই পাপাচারণ করি; সুতরাং কিরূপে আমি স্বর্গে গমন করিব? আর কিরূপেই বা আমার দ্বারা লিঙ্গার্চ্চন করা হইল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি এ সংবাদে পরম কৌতুকান্বিত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে মহাভাগ! আপনি যথাযথ বৃত্তান্ত বলুন। পুক্কস এইরূপ প্রশ্ন করিলে শিবধর্ম্মবর্ণনে মুদিত হইয়া বীরভদ্র যথাবিধি সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন। বীরভদ্র কহিলেন,—দেবদেব মহাদেব দেবগণের পতি; তিনিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। হে চণ্ড! সেই উমাপতি মহেশ অদ্য তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন। তুমি প্রসঙ্গক্রমে মাঘমাসে শিবতুষ্টিপ্রদ লিঙ্গার্চ্চন করিয়াছ, তাই পবিত্র হইয়াছ, সংশয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে শিবরাত্রিতেই তোমার দ্বারা লিঙ্গার্চ্চন করা হইয়াছে। বধ্য শূকর দেখিবার জন্য হে চণ্ড! তুমি যে সমস্ত বিল্বপত্র ছেদিত করিয়াছিলে; ছেদন মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সকল পত্র শিবলিঙ্গোপরি পতিত হইয়াছিল। হে প্রভো! তাহাতেই সুকৃত হইয়াছে। সে রাত্রি সেই বৃক্ষের উপর তুমি জাগিয়াছিলে, সেই জাগরণে জগদীশ্বর তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন। হে মহাভাগ! শূকরদর্শনের ছলেই সেই শিবরাত্রি দিনে তোমার এবং তোমার অনাগমনে তোমার পত্নীরও নিদ্রা হয় নাই। তোমাদের সেইদিনকার সেই উপবাস ও জাগরণ প্রভৃতি আচরণ দ্বারা মহাত্মা দেবদেব তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই বরদ মহানুভব দেবদেব সমস্ত ভোগ্য বস্তুই দান করিতে প্রস্তুত আছেন।৩৮—৫৬। ধীমান্ বীরভদ্র এই কথা কহিলে, পুক্কস তখন সমগ্র প্রমথ, দেব ও অন্যান্য প্রাণিগণের সমক্ষে বিমানাগ্রে আরোহণ করিল। তখন বারম্বার

প্রাণিনামপি। তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্ভের্য্যস্তূর্য্যাণ্যনেকশঃ॥ ৫৮ ॥ বীণাবেণুমৃদঙ্গানি তস্য চাগ্রে গতানি চ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৫৯॥ বিদ্যাধরগণাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ। চামরৈর্ব্বীজ্যমানো হি চ্ছত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি। মহোৎসবেন মহতা আনীতো গন্ধমাদনম্॥ ৬০॥ শিবসান্নিধ্যমগমচ্চণ্ডোঽসৌ তেন কর্ম্মণা। শিবরাত্র্যুপবাসেন পরং স্থানং সমাগমৎ॥ ৬১॥ পুক্কসোঽপি তথা প্রাপ্তঃ প্রসঙ্গেন সদাশিবম্। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ শিবায় পরমাত্মনে॥ ৬২॥ পুষ্পাদিকং ফলং গন্ধং তাম্বূলং ভক্ষ্যমৃদ্ধিমৎ। যে প্রযচ্ছন্তি লোকেঽস্মিন্ রুদ্রাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৩॥ চণ্ডেন বৈ পুক্কসেন সকলং তস্য চাভবৎ। প্রসঙ্গেনাপি তেনৈব কৃতং তচ্চাল্পবুদ্ধিনা॥ ৬৪॥ ঋষয় ঊচুঃ। কিং ফলং তস্য চোদ্দেশঃ কেন চৈব পুরা কৃতম্। কস্মাদ্ব্রতমিদং জাতং কৃতং কেন পুরা বিভো॥৬৫॥ লোমশ উবাচ। যদা সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। কালচক্রং তদা জাতং পুরা রাশিসমন্বিতম্॥ ৬৬॥ দ্বাদশ রাশয়স্তত্র নক্ষত্রাণি তথৈব চ। সপ্তবিংশতিসংখ্যানি মুখ্যানি কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৬৭॥ এভিঃ সর্ব্বং প্রচণ্ডঞ্চ রাশিভিশ্চ ভুভিস্তথা। কালচক্রান্বিতঃ কালঃ ক্রীড়য়ন্ সৃজতে জগৎ॥ ৬৮॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সৃজত্যবতি হন্তি চ। নিবদ্ধমস্তি তেনৈব কালেনৈকেন ভো দ্বিজাঃ॥ ৬৯॥ কালো হি বলবান্ লোকে এক এব ন চাপরঃ। তস্মাৎ কালাত্মকং সর্ব্বমিদং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৭০॥ আদৌ কালঃ কালনাচ্চ লোকনায়কনায়কঃ। ততো লোকা হি সঞ্জাতাঃ সৃষ্টিশ্চ তদনন্তরম্॥ ৭১॥ সৃষ্টের্লবো হি সঞ্জাতো লবাচ্চ ক্ষণমেব চ। ক্ষণাচ্চ নিমিষং জাতং প্রাণিনাং হি নিরন্তরম্॥ ৭২॥ নিমিষাণাঞ্চ ষষ্ট্যা বৈ পল ইত্যভিধীয়তে। পঞ্চদশ অহোরাত্রৈঃ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥ ৭৩॥ পক্ষাভ্যাং মাস এব স্যান্মাসা দ্বাদশ বৎসরঃ। তং কালং জ্ঞাতুকামেন কার্য্যং জ্ঞানং বিচক্ষণৈঃ॥ ৭৪॥ প্রতিপদ্দিনমারভ্য পৌর্ণমাস্যন্তমেব চ। পক্ষঃ পূর্ণো হি যস্মাচ্চ পূর্ণিমেত্যভিধীয়তে॥ ৭৫॥ পূর্ণচন্দ্রমসী যা তু সা পূর্ণা দেবতাপ্রিয়া। নষ্টশ্চ চন্দ্রো যস্যাং বা অমা সা

দুন্দুভি, ভেরী ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির মধুর শব্দ উত্থিত হইল। গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সেই ব্যাধকে স্তব করিতে লাগিল। ব্যাধ চামরসমূহে বীজ্যমান ও বিবিধ ছত্রে ভূষিত হইয়া মহামহোৎসবে গন্ধমানশৈলে আনীত হইল। চণ্ড শিবরাত্রি দিনের উপবাসাদি কর্ম্ম দ্বারা শিবসান্নিধ্যরূপ পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে সদাশিবকে অর্চ্চনা করিয়া একটা পুক্কসও যখন তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধার সহিত পরমাত্মা শিবকে যাঁহারা পুষ্প, ফল, গন্ধ, তাম্বূল ও বহুমূল্য ভক্ষ্যবস্তু প্রদান করেন, এ জগতে তাঁহারা নিশ্চিতই রুদ্র বৈ আর কিছুই নহেন। চণ্ড নামক পুক্কস অতি অল্পবুদ্ধি ছিল। সে প্রসঙ্গক্রমে যে শুভকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা তাহার সকল হইয়াছিল। ঋষিগণ কহিলেন,—হে বিভো! পুরাকালে কে কি উদ্দেশে কিরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষায় কিজন্য এই ব্রত করিয়াছিল? লোমশ কহিলেন,—"পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন এই জগৎ সৃজন করেন, তখন রাশি-সমন্বিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। রাশির সংখ্যা দ্বাদশ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক। ইহারা সকলে কার্য্যসাধনের প্রধান সহায়। এই সমস্ত রাশি-নক্ষত্রের সহিত কালচক্রান্বিত কাল অবলীলাক্রমে এই জগৎ সৃজন করেন। কালই এই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকর্ত্তা। হে দ্বিজগণ! লোকসকল সেই একমাত্র কালেরই আয়ত্তীভূত। এ জগতে কালই একমাত্র বলবান্; তদপেক্ষা প্রবল আর কেহই নাই। অতএব এই সমস্তই কালাত্মক; সন্দেহ নাই। কাল কালনহেতু লোকনায়ক-নায়ক হয়। কাল প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। অনন্তর লোকসকলের উৎপত্তি হয়, তদনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি ঘটে। ৫৭—৭১। সৃষ্টির পর লব, লব হইতে ক্ষণ এবং ক্ষণ হইতে প্রাণীদিগের নিয়ত নিমিষ সৃষ্টি হয়। ষষ্টি নিমিষে এক পল হইয়া থাকে। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। এই কালতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলে বিচক্ষণদিগের জ্ঞানার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী যাবৎ একটী পক্ষ পূর্ণ হয়। এই জন্য সেই পূর্ণা তিথি পূর্ণিমা নামে অভিহিত। পূর্ণচন্দ্রমসী নাম্নী পূর্ণা তিথি দেবতাপ্রিয়া। যে তিথিতে চন্দ্রদর্শন একেবারেই ঘটে না, তাহার নাম অমা-

কথিতা বুধৈঃ ॥ ৭৬ ॥ অগ্নিষ্বাত্তাদিপিতৃণাং প্রিয়াতীব বভূব হ। ত্রিংশদ্দিনানি হ্যেতানি পুণ্যকালযুতানি চ। তেষাং মধ্যে বিশেষো যস্তং শৃণ্বন্ত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৭ ॥ যোগানাং বা ব্যতীপাত উড়ূনাং শ্রবণস্তথা। অমাবাস্যা তিথীনাঞ্চ পূর্ণিমা বৈ তথৈব চ ॥ ৭৮ ॥ সংক্রান্তয়স্তথা জ্ঞেয়াঃ পবিত্রা দানকর্ম্মণি। তথাষ্টমী প্রিয়া শম্ভোর্গণেশস্য চতুর্থিকা ॥ ৭৯ ॥ পঞ্চমী নাগরাজস্য কুমারস্য চ ষষ্ঠিকা। ভানোশ্চ সপ্তমী জ্ঞেয়া নবমী চণ্ডিকাপ্রিয়া ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মণো দশমী জ্ঞেয়া রুদ্রস্যৈকাদশী তথা। বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বাদশী চ অন্তকস্য ত্রয়োদশী ॥ ৮১ ॥ চতুর্দ্দশী তথা শম্ভোঃ প্রিয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। নিশীথসংযুতা যা তু কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। উপোষ্যা সা তিথিঃ শ্রেষ্ঠা শিবসাযুজ্যকারিণী ॥ ৮২ ॥ শিবরাত্রিতিথিঃ খ্যাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৮৩ ॥ ব্রাহ্মণী বিধবা কাচিৎ পুরা হ্যাসীচ্চ চঞ্চলা। শ্বপচাভিরতা সা চ কামুকী কামহেতুতঃ ॥৮৪॥ তস্যাং তস্য সুতো জাতঃ শ্বপচস্য দুরাত্মনঃ। দুঃসহো নাম দুষ্টাত্মা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৮৫ ॥ মহাপাপপ্রসক্তশ্চ পাপমারভতে সদা। কিতবশ্চ সুরাপায়ী স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ॥ ৮৬ ॥ মৃগয়ুশ্চ দুরাত্মাসৌ কর্ম্মচণ্ডাল এব সঃ। অধর্ম্মিষ্ঠো হ্যসদ্বৃত্তঃ কদাচিচ্চ শিবালয়ম্। শিবরাত্র্যাঞ্চ সম্প্রাপ্তো হ্যনিতঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ৮৭ ॥ শ্রবণং শৈবশাস্ত্রস্য যদৃচ্ছাজাতমন্তিকে। শিবস্য লিঙ্গরূপস্য স্বয়ম্ভুবো যদা তদা ॥ ৮৮ ॥ স একত্রোষিতো দুষ্টঃ শিবরাত্র্যাস্তু জাগরাৎ। তেন কর্ম্মবিপাকেণ পুণ্যাং যোনিমবাপ্তবান্ ॥ ৮৯ ॥ ভুক্তা পুণ্যতমাঁল্লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। চিত্রাঙ্গদস্য পুত্রোঽভূদ্ভূপালেশ্বরলক্ষণঃ ॥ ৯০ ॥ নাম্না বিচিত্রবীর্য্যোঽসৌ সুভগঃ সুন্দরীপ্রিয়ঃ। রাজ্যং মহত্তরং প্রাপ্য নিষিক্তো হি মহানভূৎ ॥ ৯১ ॥ শিবভক্তিং প্রকুর্ব্বাণঃ শিবকর্ম্মপরোঽভবৎ। শৈবশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য শিবপূজনতৎপরঃ। রাত্রৌ জাগরণং যত্নাৎ করোতি শিবসন্নিধৌ ॥ ৯২ ॥ শিবস্য গাথা গায়ংস্তু আনন্দাশ্রুকণান্বিতঃ। প্রমুঞ্চংশ্চৈব নেত্রাভ্যাং

বস্থা। এই তিথি অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের অতীব প্রিয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বসমেত এই ত্রিশটী দিনই পুণ্যকালযুত। ইহাদের মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যোগসমূহের মধ্যে ব্যতীপাত, নক্ষত্র মধ্যে শ্রবণা, তিথিসমূহের মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং সমস্ত সংক্রান্তিই দানকর্ম্মে পবিত্র ও প্রশস্ত বলিয়া বিজ্ঞেয়। এইরূপে শম্ভুর অষ্টমী, গণেশের চতুর্থী, নাগরাজের পঞ্চমী, কুমারের ষষ্ঠী, ভানুর সপ্তমী, চণ্ডিকার নবমী, ব্রহ্মার দশমী, রুদ্রের একাদশী, বিষ্ণুর দ্বাদশী, যমের ত্রয়োদশী, এবং শম্ভুর চতুর্দ্দশী প্রিয়া তিথি। ইহাতে আর সংশয়মাত্র নাই; কৃষ্ণপক্ষের নিশীথকালব্যাপিনী চতুর্দ্দশী শিব-সাযুজ্যকারিণী, এই শ্রেষ্ঠ তিথিতে উপবাস করা কর্ত্তব্য। শিবরাত্রিনাম্নী তিথি সর্ব্বপাপহারিণী। এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কোন এক চঞ্চলস্বভাবা ব্রাহ্মণবিধবা ছিল। ঐ কামুকী বিধবা কামহেতু এক চণ্ডালের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা চণ্ডালের সংসর্গে তাহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম দুঃসহ; দুঃসহ দুষ্টস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মহাপাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রত্যহ পাপকার্য্যই করিতে লাগিল। ক্রমে সে কিতব, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগামী, মৃগয়াশীল, দুরাত্মা, কর্ম্মচণ্ডাল, অধর্ম্মনিষ্ঠ, অসদ্বৃত্তিশালী হইয়া উঠিল। একদা ঐ দুর্ব্বৃত্ত শিবরাত্রি দিনে কোন এক শিবমন্দিরে উপনীত হইয়া সে রাত্রি সেই শিবসন্নিধানে বাস করিল। নিকটে শিবশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল। যদৃচ্ছাক্রমে তাহার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল। এইভাবে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু শিবের সমীপে সেই দুর্ব্বৃত্তের এক রাত্রি অতিবাহিত হইল। সমস্ত শিবরাত্রিতেই তাহার জাগরণ ঘটিল। সেই জাগরণরূপ কর্ম্মের বিপাকে অন্তে তাহার কোন পুণ্যযোনি লাভ হইল। অনন্তর সে বহু বর্ষ বহুবিধ ভোগসুখে অতিবাহিত করিয়া এবং পুণ্যতম লোকসমূহে বাস করিয়া চিত্রাঙ্গদের পুত্ররূপে সমস্ত ভূপালদিগের অগ্রণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। ৭২—৯০। তাহার নাম হইল বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্য দেখিতে সুপুরুষ, সুন্দর ও সুন্দরীজনের প্রিয়তম। তিনি মহত্তর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহারাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। শিবে তাঁহার অচলা ভক্তি; শিবার্চ্চনে তিনি সতত নিরত। বিচিত্রবীর্য্য শিবশাস্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শিবপূজায় তৎপর হইয়াছিলেন। তিনি যত্নপূর্ব্বক শিবসমীপে রাত্রিজাগরণ করিতেন। শিবগাথা গান করিতে করিতে তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইত। তিনি নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রুকণা মোচন করিতেন। শিবের ধ্যানে

রোমকঞ্চুলকাবৃতঃ ॥ ৯৩ ॥ আয়ুষ্যঞ্চ গতং তস্য শিবধ্যানপরস্য চ। শিবো হি সুলভো লোকে পশূনাং জ্ঞানিনামপি ॥ ৯৪ ॥ সংসেবিতুং সুখপ্রাপ্ত্যৈ হ্যেক এব সদাশিবঃ। শিবরাত্র্যুপবাসেন প্রাপ্তো জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ জ্ঞানাৎ সর্ব্বমনুপ্রাপ্তং ভূতসাম্যং নিরন্তরম্। সর্ব্বভূতাত্মকং জ্ঞাত্বা কেবলঞ্চ সদাশিবম্। বিনা শিবেন যৎকিঞ্চিন্নাস্তি বস্তুত্র ন কচিৎ ॥ ৯৬ ॥ এবং পূর্ণং নিষ্প্রপঞ্চং জ্ঞানং প্রাপ্তোঽতিদুর্লভম্। প্রাপ্তজ্ঞানস্তদা রাজা জাতো হি শিববল্লভঃ ॥ ৯৭ ॥ মুক্তিং সাযুজ্যতাং প্রাপ্তঃ শিবরাত্রেরুপোষণাৎ। তেন লব্ধং শিবাজ্জন্ম পুরা যৎকথিতং ময়া ॥ ৯৮ ॥ দাক্ষায়ণীবিয়োগাচ্চ জটাজূটেন বিস্তরাৎ। য উৎপন্নো মস্তকাচ্চ শিবস্য পরমাত্মনঃ। বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥ শিবরাত্রিব্রতেনৈব তারিতা বহবঃ পুরা। প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিং পুরা বিপ্রা ভরতাদ্যাশ্চ দেহিনঃ ॥ ১০০ ॥ মান্ধাতা ধুন্ধুমারিশ্চ হরিশ্চন্দ্রাদয়ো নৃপাঃ। প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমনেনৈব ব্রতেন পরমেণ হি ॥ ১০১ ॥ ততো গিরীশো গিরিজাসমেতঃ ক্রীড়াম্বিতোঽসৌ গিরিরাজমস্তকে। দ্যূতং তথৈবাক্ষযুতং পরেশো যুক্তো ভবান্যা স ভৃশং চকার ॥ ১০২

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবরাত্রিব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

—

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। রাজ্যং চকার কৈলাসে দেবদেবো জগৎপতিঃ। গণৈঃ সমেতো বহুভির্বীরভদ্রাদিভিতো মহান্ ॥ ১ ॥ ঋষিভিঃ সহিতো রুদ্রো দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ। ব্রহ্মা যস্য স্তুতিপরো বিষ্ণুঃ প্রেষ্যবদাস্থিতঃ ॥ ২ ॥ ইন্দ্রো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সেবাধর্ম্মপরোঽভবৎ। যস্য চ্ছত্রধরশ্চন্দ্রো বায়ুশ্চামরধৃক্ তথা ॥ ৩ ॥ সূপান্নকর্ত্তা সততং জাতবেদো নিরন্তরম্। গন্ধর্ব্বা গায়কা যস্য স্তাবকাশ্চ পিনাকিনঃ ॥ ৪ ॥ বিদ্যাধরাশ্চ বহবস্তথা চাপ্সরসাং গণাঃ। ননৃতুশ্চাগ্রগা যস্য সোঽসৌ কৈলাসপর্ব্বতে ॥ ৫ ॥ পুত্রৈর্গণেশস্কন্দাদ্যৈস্তথা গিরিজয়া

নিবিষ্ট থাকিতে থাকিতে তাঁহার আয়ুষ্কাল অতীত হইল। বস্তুতঃ পশুই হউক, বা জ্ঞানীই হউক, শিব সকলেরই সুলভ। সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবা করিতে হইলে একমাত্র সদাশিবই সেবনীয়। বিচিত্রবীর্য্য শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। সেই জ্ঞান হইতেই তাঁহার সতত সর্ব্বভূতমৈত্রী লাভ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র সদাশিবকেই সর্ব্বভূতাত্মক বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। শিব ব্যতীত কুত্রাপি কিছুই নাই। জগতে তিনি ভিন্ন আর সমস্তই অসৎ। এইরূপে সেই রাজা সুদুর্লভ নিষ্প্রপঞ্চ পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পরে শিববল্লভ হইয়াছিলেন। রাজা শিবরাত্রে উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া অবশেষে শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, চণ্ডালাত্মজ জ্ঞানী রাজা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, সে জন্ম তাহার শিব হইতেই লব্ধ হইয়াছিল। পুরাকালে দাক্ষায়ণীর বিয়োগে পরমাত্মা শিবের মস্তকস্থ বিস্তৃত জটাজূট হইতে দক্ষযজ্ঞধ্বংসী বিখ্যাত বীরভদ্ররূপে সেই ব্যাধের উৎপত্তি হইয়াছিল। শিবরাত্রির প্রসাদে পূর্ব্বে বহুলোক উদ্ধার পাইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধি লাভ করেন। এই পরম ব্রতের প্রভাবেই মান্ধাতা, ধুন্ধুমারি, ও হরিশ্চন্দ্রাদি নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই গিরিশ গিরিজার সহিত ক্রীড়ান্বিত হইয়া গিরিরাজ-শিখরে উপবেশনপূর্ব্বক অক্ষক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৯১—১০২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩

—

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—দেবদেব জগৎপতি রুদ্র—বীরভদ্র ও অন্যান্য প্রমথগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত কৈলাসশৈলে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাব স্তুতিগায়ক হইলেন। বিষ্ণু ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র দেবগণ সহ তদীয় সেবাধর্ম্মে নিরত হইলেন। এইরূপে চন্দ্র ছত্রধারী, বায়ু চামরধারী, জাতবেদা সূপান্নকর্ত্তা, এবং গন্ধর্ব্বগণ গায়ক ও স্তাবক হইলেন। বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ কৈলাসে ভগবান্ মহাদেবের সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রিয়তমা গিরিজা এবং প্রতাপশালী পুত্র গণেশ ও স্কন্দাদির সহিত শঙ্কর নিঃশঙ্কভাবে

সহ। রাজ্যং প্রত্যপিপিভিশ্চক্রেঽশক্রশ্চঙ্ক্রমণেন চ ॥ ৬॥ যেনান্ধকো মহাদৈত্যঃ স দেবানামরির্নিহান্। তুষ্টো বিদ্ধস্ত্রিশূলেন গগনে স্থাপিতশ্চিরম্ ॥ ৭ ॥ হত্বা গজাসুরং যেন উৎকৃত্য চর্ম্ম বৈ কৃতম্। চিরং প্রাবরণং দিব্যং তথা ত্রিপুরদীপনম্। বিষ্ণুনা পাল্যভূতেন রেজে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥ ৮॥ তং দ্রষ্টু-কামো ভগবান্নারদো দিব্যদর্শনঃ। যযৌ চ পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠং কৈলাসং চন্দ্রপাণ্ডুরম্ ॥ ৯॥ সুধয়া পরয়া চাপি সেবিতং পরমাদ্ভুতম্। কর্পূরগৌরঞ্চ তদা দৃষ্টা তং সুমহাবলম্। নারদো বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রবিষ্টো গন্ধমাদনম্ ॥ ১০॥ অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তং তপনৈশ্চ সুশোভিতম্। গান্ধর্ব্ববিদ্যাধরীভিশ্চ পূরিতঞ্চ মহা-প্রভম্ ॥ ১১॥ কল্পদ্রুমাশ্চ বহবো লতাভিঃ পরি-বেষ্টিতাঃ। ঘনচ্ছায়াসু তাস্বেব বিশিষ্টাঃ কামধেনবঃ ॥ ১২॥ পারিজাতবনামোদলম্পটা বহবোঽলয়ঃ। কলহংসাশ্চ বহবঃ ক্রীড়মানাঃ সরঃসু চ ॥ ১৩॥ শিখণ্ডিনো মহচ্চক্রুস্তত্র কেকারবং মুদা। পঞ্চ-মালাপিনঃ সর্ব্বে বিহঙ্গাঃ সুমদান্বিতাঃ ॥ ১৪ ॥ করিণঃ করিণীভিশ্চ মোদমানাঃ সুবর্চ্চসঃ। সিংহাস্তু গর্জ্জমানাঃ শার্দ্দূলৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১৫॥ বৃষভ নন্দিমুখ্যাশ্চ রেভমাণা নিরন্তরম্। দেবদ্রুমাশ্চ বহবস্তথা চন্দনবাটিকাঃ ॥ ১৬॥ নাগপুন্নাগবকুলাশ্চ-ম্পকা নাগকেসরাঃ। তথা চ বনজম্বশ্চ তথা কনককেতকাঃ ॥ ১৭॥ কহ্লরাঃ করবীরাশ্চ কুমুদানি হ্যনেকশঃ। মন্দারাশ্চ বদর্য্যশ্চ ক্রমুকাঃ পাটলাস্তথা ॥ তথান্যে বহবো বৃক্ষাঃ শম্ভোস্তোষকরা হ্যমী। ঐক-পদ্যেন দৃষ্টাস্তে নানাক্রমলতান্বিতাঃ। আরামা বহবস্তত্র দ্বিগুণাশ্চ বভূবিরে ॥ ১৯॥ গগনান্নিস্মৃতঃ সদ্যো গঙ্গৌঘঃ পরমাদ্ভুতঃ। পতিতো মস্তকে তস্য পর্ব্বতস্য সুশোভিতে ॥ ২০॥ কৃপো হি পয়সাং যেন পবিত্রং বর্ত্ততে জগৎ। সোঽপি দ্বিধা তদা দৃষ্টো নারদেন মহাত্মনা ॥ ২১॥ সর্ব্বং তদা দ্বিধাভূতং দৃষ্টং তেন মহাত্মনা। নারদেন তদা বিপ্রাঃ পরমেণ নিরীক্ষিতঃ ॥ ২২॥ এবং বিলোকমানোঽসৌ নারদো ভগবানৃষিঃ। ত্বরিতেন তথা যাতঃ শিবালোকন-তৎপরঃ ॥ ২৩॥ যাবদ্দ্বারি স্থিতোঽপশ্যন্মহদাশ্চর্য্যমেব চ। দ্বারপালৌ তদা দৃষ্টৌ কৃতকৌ বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৪॥

রাজ্যসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। যিনি সুরশত্রু মহাদৈত্য দুর্ব্বৃত্ত অন্ধককে শূলবিদ্ধ করিয়া চিরদিনের জন্য গগনে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি গজাসুরকে বধ করিয়া তদীয় চর্ম্ম উৎখননপূর্ব্বক স্বীয় চির প্রাবরণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রভাবে ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে এবং যিনি প্রতিপাল্যস্থানীয় বিষ্ণুর সহিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিরাজ করেন, দিব্যদর্শন ভগবান্ নারদ তাঁহাকে দেখিবার জন্য চন্দ্রবৎ পাণ্ডুরাভ পর্ব্বতবর কৈলাসে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি সেই পরম সুধাসেবিত পরমাদ্ভুত কর্পূরবৎ গৌরবর্ণ সুমহাবল মহাদেবকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর নারদ গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—ঐ পর্ব্বত অনেক আশ্চর্য্যময়, সুবর্ণ-সমূহে সমুজ্জ্বল, গীতরতা বিদ্যাধরীবৃন্দে পরিব্যাপ্ত ও মহপ্রভ; সেখানে লতারাজি-বেষ্টিত বহুল কল্পদ্রুম বিরাজমান। তাঁহাদের ঘনচ্ছায়ায় কামধেনুগণ কৃতবিশ্রাম। পারিজাত-বনের আমোদ-লম্পট অলিকুলে সে গিরি সমাকুল। বহুল কলহংস তথাকার সরোবরসমূহে ক্রীড়াশীল। সেখানে যত শিখণ্ডী আছে, তাহারা প্রীতিভরে সুন্দর কেকারব করিতেছে। মদমত্ত বিহঙ্গমেরা সতত পঞ্চমস্বরে আলাপ করিতেছে; করিণীসহ করিগণ ক্রীড়া করিতেছে; শার্দ্দুলসহ সম্মিলিত হইয়া সিংহ সকল গর্জ্জন করিতেছে, নন্দিপ্রমুখ প্রমথগণ ও বৃষভগণ নিরন্তর মদভরে আস্ফালন ও কুর্দ্দন করি-তেছে; কত দেবদ্রুম, কত চন্দনবাটিকা, কত নাগ, পুন্নাগ, বকুল, চম্পক, নাগকেশর, বনজম্বু, কনককেতক, কহ্লার, করবীর, কুমুদ, মন্দার, বদরী, ক্রমুক, পাটল, এবং শম্ভুর পরিতোষজনক আরও কত শত শত বৃক্ষ সেখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে লক্ষিত হইতেছে; নানাবিধ দ্রুমলতাচিত উপবন সকল তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে পরমা-দ্ভুত গঙ্গাপ্রবাহ গগন হইতে সদ্য নিঃসৃত হইয়া সেই সুশোভিত পর্ব্বতশিখরে নিপতিত হইতেছে। ঐ জগৎপাবন গঙ্গাজলরাশিকে মহাত্মা নারদ তথায় দ্বিধাভিন্নরূপে অবলোকন করিলেন। ১—২১। হে বিপ্রগণ সেই মহাত্মা নারদ দেখিলেন,—সেখানকার সমস্তই দ্বিধাভূতভাবে বিরাজিত, এইরূপে ভগবান্ নারদ-ঋষি গন্ধমাদনের শোভা দেখিতে দেখিতে শিবসন্দর্শনার্থ সত্বর গমন করি-লেন। তিনি আসিয়া যেমন দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, অমনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—বিশ্বকর্ম্মকৃত দুইজন কৃত্রিম দ্বারপাল তথায় দণ্ডায়মান। নারদ মোহিত

নারদো মোহিতো হ্যাসীৎ পপ্রচ্ছ চ স তৌ তদা। অহং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি শিবদর্শনলালসঃ॥ ২৫ ॥ তস্মাদনুজ্ঞা দাতব্যা দর্শনার্থং শিবস্য চ। অশ্রুবন্তৌ তদা দৃষ্ট্বা নারদো বিস্মিতোঽভবৎ॥ ২৬॥ জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিলোক্যাথ তুষ্ণীভূতোঽভবত্তদা। কৃত্রিমৌ হি চ তৌ জ্ঞাত্বা প্রবিষ্টো হি মহামনাঃ॥ ২৭॥ তথান্যে তৎস্বরূপাশ্চ দৃষ্টাস্তেন মহাত্মনা। ঋষিঃ প্রণমিতস্তৈশ্চ নারদো ভগবান্মুদা॥ ২৮॥ এবমাদীন্যনেকানি আশ্চর্য্যাণি দদর্শ সঃ। দদর্শাথ চ সুব্যক্তং ত্র্যম্বকং গিরিজান্বিতম্॥ ২৯॥ অর্দ্ধাসনগতা সাধ্বী শঙ্করস্য মহাত্মনঃ। তনয়া গিরিরাজস্য যয়া ব্যাপ্তং জগত্রয়ম্॥ ৩০॥ গৌরী সিতেক্ষণা বালা তন্বঙ্গী চারুলোচনা। যয়া রূপী কৃতঃ শম্ভুরুপাদেয়ঃ কৃতো মহান্॥ ৩১॥ নির্ব্বিকারো বিকারৈশ্চ বহুভির্বিকলীকৃতঃ। অর্দ্ধাঙ্গলগ্না সা দেবী দৃষ্টা তেন শিবস্য চ॥ ৩২॥ নারদেন তথা শম্ভুর্দৃষ্টস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ। শুদ্ধচামীকরপ্রখ্যঃ সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৩৩॥

হইয়াছিলেন, তাই তাহাদিগের নিকটই প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন—আমি শিবসন্দর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রবেশ করিতেছি, অতএব শিব দর্শনার্থ আমাকে তোমরা অনুমতি প্রদান কর। নারদের এই প্রশ্নে তাহারা কোন উত্তর করিল না, দেখিয়া তিনি তখন বিস্মিত হইলেন। নারদ অনন্তর জ্ঞাননেত্রে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। মহামনা নারদ সেই দুই দ্বারপালকে কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, নিজে নিজেই সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন—তথায় তত্তুল্য আরও অনেকে অবস্থিত আছেন। তাঁহারা ভগবান্ নারদ ঋষিকে প্রীতিভরে প্রণাম করিলেন। এইরূপ অনেকানেক আশ্চর্য্য ব্যাপার নারদ তথায় দর্শন করিলেন। অনন্তর দেখিলেন—ব্যক্তমূর্ত্তি ত্র্যম্বক গিরজা সহ সেখানে বিরাজ করিতেছেন; সাধ্বী গৌরী মহাত্মা শঙ্করের অর্দ্ধাসনে সমাসীনা; তিনি গিরিরাজের তনয়া; তিনিই এই ত্রিজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমানা। তিনি চারুলোচনা তনুগাত্রী ও প্রসন্নানা; তিনিই মহাদেবকে রূপবান্ ও উপদেয় করিয়া লইয়াছেন। মহাদেব নির্ব্বিকার; কিন্তু ঐ দেবী গিরিজাই তাঁহাকে বহু বিকারে বিকলীকৃত করিয়াছেন। নারদ দেখিলেন,—দেবী গৌরী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ-সঙ্গিনী হইয়া অবস্থিত। অনন্তর নারদ দেখিলেন,—ত্রিভুবনেশ্বর শম্ভু বিরাজ

শঙ্খেন ভোগিবর্য্যেণ সেবিতং চাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্। ধৃতরাষ্ট্রেণ চ তথা তক্ষকেণ বিশেষতঃ। তথা পদ্মেন মহতা শেষেণাপি বিশেষতঃ॥ ৩৪॥ অন্যৈশ্চ নাগবর্য্যৈশ্চ সেবিতো হি নিরন্তরম্। বাসুকিঃ কণ্ঠলগ্নো হি হারভূতো মহাপ্রভঃ॥ ৩৫॥ কম্বলাশ্বতরৌ নিত্যং কর্ণভূষণভূষিতৌ। জটামূলগতাশ্চান্যে মহাফণিবরা হ্যমী॥ ৩৬॥ অনেকজাতিসংবীতা নানাবর্ণাশ্চ পদ্মিনঃ। তক্ষকঃ কুলিকঃ শঙ্খো ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রভঃ॥৩৭॥ পদ্মো দন্তঃ সুদন্তশ্চ করালো ভীষণস্তথা। এতে চান্যে চ বহবো নাগাশ্চাশীবিষা হ্যমী॥ অঙ্গভূতা হরস্যাসন্ পূজ্যাস্যাস্য জগত্রয়ে। ফণৈকয়া শোভমানাঃ কেচিদ্ধি পন্নগোত্তমাঃ॥ ৩৯॥ ফণানাং দ্বিতয়ং কেষাং ত্রিতয়ং চ মহাপ্রভম্। চতুষ্কং পঞ্চকং ষট্কং সাপ্তকঞ্চাষ্টকং তথা॥৪০॥ নবকং দশকঞ্চৈব তথৈকাদশকং তথা। দ্বাদশকং চাষ্টাদশকমেকোনবিংশকং তথা॥ ৪১॥ চত্বারিংশৎফণাঃ কেঽপি পঞ্চাশৎকঞ্চ ষষ্টিকম্। সপ্ততিশ্চাপ্যশীতিশ্চ নবতিশ্চ তথৈব চ॥ ৪২॥ তথা শতসহস্রাণি হ্যযুতপ্রযুতানি চ। অর্ব্বুদানি চ রত্নানি তথা শঙ্খমিতানি চ॥ ৪৩॥ অনন্তাশ্চ ফণা যেষাং তে সর্পাঃ শিবভূষণাঃ। দৃষ্টাস্তদানীং তে সর্ব্বে নারদেন মহাত্মনা॥

করিতেছেন। তাঁহার দেহপ্রভা শুদ্ধ চামীকরসদৃশ; সুরাসুরগণ তদীয় সেবাকার্য্যে নিরত। সর্পরাজ শঙ্খ তাঁহার অঙ্ঘ্রিপঙ্কজ সেবা করিতেছেন। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র, তক্ষক, মহাপদ্ম, অনন্ত ও অন্যান্য নাগশ্রেষ্ঠগণও বিশেষভাবে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিরন্তর নিরত। মহাপ্রভ বাসুকি তদীয় কণ্ঠলগ্ন হইয়া হারস্বরূপে বিরাজমান।২২—৩৫। কম্বল এবং অশ্বতর নামক নাগদ্বয় নিত্য তাঁহার কর্ণভূষণরূপে দেদীপ্যমান। অন্যান্য বহু মহাসর্প তদীয় জটামূলে অবস্থিত। তক্ষক, কুলীরক, শঙ্খ, ধৃতরাষ্ট্র, পদ্ম, দন্ত, সুদন্ত, করাল ও ভীষণ নামক অনেকজাতীয় নানাবর্ণ-বিশিষ্ট, পদ্মচিহ্নিত আশীবিষ নাগগণ সেই ত্রিজগৎপূজ্য হরের অঙ্গভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি একফণাবিশিষ্ট, কেহ কেহ দ্বিফণ, কেহ ত্রিফণ এবং কেহ কেহ চতুঃ, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, নব, দশ, একাদশ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশতি, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, শত, সহস্র, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ বা শঙ্খপরিমিত ফণা-বিশিষ্ট। যাহাদের ফণা অনন্ত সেই সকল সর্প শিবের ভূষণস্বরূপ।

৪৪॥ বিদ্যাবন্তোঽপি তে সর্ব্বে ভোগিনোঽপি সুশোভিতাঃ। হারভূষণভূতাস্তে মণিমন্তোঽমিতপ্রভাঃ॥ ৪৫ ॥ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতো যস্য কপর্দ্দস্থিতিসুন্দরঃ। চক্ষুষা চ তৃতীয়েন ভালস্থেন বিরাজিতঃ॥ ৪৬॥ পঞ্চবক্ত্রো মহাদেবো বাহুভির্দশভির্বৃতঃ। তথা মরকতশ্যামকন্ধরোঽতীবসুন্দরম্ ॥ ৪৭ ॥ উরো যস্য বিশালঞ্চ তথোরুজঘনং পরম্। চরণদ্বয়ঞ্চ রুদ্রস্য শোভিতং পরমং মহৎ॥ ৪৮॥ তদ্দৃষ্টং চরণারবিন্দমতুলং তেজোময়ং সুন্দরং সন্ধ্যারাগসুমঙ্গলঞ্চ পরমং তাপাপনুত্তিঙ্করম্। তেজোরাশিকরং পরাৎপরমিদং লাবণ্যলীলাস্পদং সর্ব্বেষাং সুখর্দ্ধিকারণপরং শম্ভোঃ পদং পাবনম্॥ ৪৯॥ তথৈব দৃষ্টা পরমং পরাণাং পরা সতী রূপবতী চ সুন্দরী। সৌভাগ্যলাবণ্যমহাবিভূত্যা বিরাজমানা হ্যতিসুন্দরী শুভা॥ ৫০॥ দৃষ্টা তৌ দম্পতী শুদ্ধৌ রাজমানৌ জগত্ত্রয়ে। অভিন্নৌ ভেদমাপন্নৌ নির্গুণৌ গুণিনৌ চ তৌ॥৫১॥ সাকারৌ চ নিরাকারৌ নিরাতঙ্কৌ সুখপ্রদৌ। ববন্দে চ মুদা তৌ স নারদো ভগবৎপ্রিয়ঃ। উত্থায়োত্থায় চ তদা তুষ্টাব জগদীশ্বরৌ॥ ৫২॥ নারদ উবাচ। নতোঽস্ম্যহং দেববরৌ যুবাভ্যাং পরাৎপরাভ্যাং কলয়া তথাপি। দৃষ্টৌ ময়া দম্পতী রাজমানৌ যৌ বীজভূতৌ সচরাচরস্য॥ ৫৩॥ পিতরৌ সর্ব্বলোকস্য জ্ঞাতৌ চাদ্যৈব তত্ত্বতঃ। ময়া নাস্ত্যত্র সন্দেহো ভবতোঃ কৃপয়া তথা॥ ৫৪॥ এবং স্তুতৌ তদা তেন নারদেন মহাত্মনা। তুতোষ ভগবাঞ্ছম্ভুঃ পার্ব্বত্যা সহিতস্তদা॥ ৫৫॥ মহাদেব উবাচ। সুখেন স্থীয়তে ব্রহ্মন্ কিং কার্য্যং করবাণি তে। তচ্ছ্রুত্বা বচনং শম্ভোর্নারদো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫৬॥ দর্শনং জাতমদ্যৈব তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং বিভো। দর্শনাৎ সর্ব্বমেবাদ্য শম্ভো মম ন সংশয়ঃ॥ ॥ ৫৮॥ ক্রীড়নার্থমিহায়াতঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্। হৃদিস্থো হি সদা নৃণামাস্থিতো ভগবন্ প্রভো॥ ৫৮॥ তথাপি দর্শনং ভাব্যং সততং প্রাণিনামিহ॥ ৫৯॥ গিরিজোবাচ। কা ক্রীড়া হি ত্বয়া ভাব্যা বদ শীঘ্রং

মহাত্মা নারদ তৎকালে সেই সকল সর্প অবলোকন করিলেন। ঐ সর্পগণ সকলেই, বিদ্বান্, সুশোভন, অমিতপ্রভ ও মণিমণ্ডিত হইয়া শঙ্করের হারভূষণরূপে দেদীপ্যমান। যাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত জটাজুট অতি সুন্দর, যিনি ললাটস্থ তৃতীয় নয়নে বিরাজমান, যাঁহার বদন পঞ্চসংখ্যক, যিনি দশ বাহু-পরিবৃত দেবাধিদেব মহাদেব, যাঁহার কন্ধর মরকতবৎ শ্যামবর্ণ, বক্ষঃস্থল সুন্দর, উরু সুবিশাল, জঘন ও চরণযুগল অতি সুন্দর; সেই দেবদেবের তেজঃপুঞ্জময় নিরুপম চরণারবিন্দ—নারদ দর্শন করিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন,—সেই চরণপদ্ম সন্ধ্যারাগের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সুমঙ্গল, পরমোত্তম ও নিখিল পাপতাপের অপনোদনকর। শম্ভুর সেই পবিত্র পদ তেজঃপুঞ্জের উদ্ভাবক, পরাৎপর, লাবণ্যলীলার সম্পদ এবং সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধিকর। অনন্তর পরাৎপরা রূপবতী সুন্দরী গৌরী নারদের দৃষ্টিগোচর হইলেন। নারদ দেখিলেন—শিবসীমন্তিনী সতী সৌভাগ্য ও লাবণ্যরূপ মহাবিভূতি দ্বারা পরম শোভায় সুশোভিত হইতেছেন। সেই ত্রিজগতের ভূষণভূত পরম পূত, দেবদম্পতিকে দেখিয়া ভগবৎপ্রিয় নারদ তাঁহাদিগকে প্রীতিভরে বন্দনা করিলেন। সেই দম্পতি অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন ভাবাপন্ন, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সাকার হইয়াও নিরাকার এবং নিরাতঙ্ক হইয়াও সুখবিধায়ক। নারদ বারম্বার উত্থিত হইয়া সেই জগদীশ্বর ও জগদীশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ দেবদম্পতি! আপনারা পরাৎপর নিরাকার হইয়াও অংশতঃ সাকারভাবে বিরাজ করত মদীয় নয়নপথে নিপতিত হইয়াছেন; আপনারাই এই চরাচরের বীজস্বরূপ; আপনাদিগকে আমি নমস্কার করি। আপনারাই যে এই নিখিল জগতের বীজভূত পিতামাতা, এ তত্ত্ব আমার অদ্য যথাযথরূপেই বিদিত হইল। আপনাদের কৃপাবলেই আমার এ জ্ঞান জন্মিল, সন্দেহ নাই। মহাত্মা নারদ এইরূপে স্তব করিলে পার্ব্বতী সহ ভগবান্ শঙ্কর পরিতুষ্ট হইলেন।৩৬—৫৫। তখন মহাদেব কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সুখে আছেন তো? বলুন আপনার কোন্ কার্য্য করিব? শম্ভুর বাক্য শুনিয়া নারদ কহিলেন,—হে বিভো! অদ্য যে আপনার দর্শন লাভ ঘটিল, ইহাতেই আমি পরিতুষ্ট, হে শম্ভো! আপনার দর্শনে অদ্য আমার সমস্তই লব্ধ হইল; সন্দেহ নাই। আমি ক্রীড়া নিমিত্তই অদ্য এই শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে আগমন করিয়াছি। হে প্রভো! হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বদাই নরগণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; তথাচ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ প্রাণিগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। গিরিজা কহিলেন,—মুনে! আপনি

মমাগ্রতঃ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উবাচ প্রহসন্নিব। ৬০॥ দ্যূতক্রীড়া মহাদেবি দৃশ্যতে বিবিধাত্র চ। ভবেদ্দ্বাভ্যাঞ্চ দ্যূতে হি রমণাচ্চ মহৎ সুখম্॥ ৬১॥ ইত্যেবমুক্তোপরতং সতী ভৃশমুবাচ বাক্যং কুপিতা ঋষিং প্রতি। কথং বিজানাসি পরং প্রসিদ্ধং দ্যূতঞ্চ দুষ্টোদরকং মনস্বিনাম্॥ ৬২॥ ত্বং ব্রহ্মপুত্রোঽসি মুনির্মনীষিণাং শাস্তা হি বাক্যং বিবিধৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ। চরিষ্যমাণো ভুবনত্রয়ে সদা ন হি ত্বদন্যো হ্যপরো মনস্বী॥ ৬৩॥ এবমুক্তস্তদা দেব্যা নারদো দেবদর্শনঃ। উবাচ বাক্যং প্রহসন্ গিরিজাং শিবসন্নিধৌ॥ ৬৪॥ নারদ উবাচ। দ্যূতং ন জানামি ন চাশ্রয়ামি হ্যহং তপস্বী শিবকিঙ্করশ্চ। কথঞ্চ মাং পৃচ্ছসি রাজকন্যকে যোগীশ্বরাণাং পরমং পবিত্রে॥ ৬৫॥ নিশম্য বাক্যং গিরিজা সতী তদা হ্যুবাচ বাক্যঞ্চ বিহস্য তং প্রতি। জানাসি সর্ব্বঞ্চ বটোঽদ্য পশ্য মে দ্যূতং মহেশেন করোমি তেঽগ্রতঃ॥ ৬৬॥ ইত্যেবমুক্ত্বা গিরিরাজকন্যকা জগ্রাহ চাক্ষান ভুবনৈকসুন্দরী। ক্রীড়াং চকারাথ মহর্ষিসাক্ষ্যকে তত্রাস্থিতা সা হি ভবেন সংযুতা॥ ৬৭॥ তৌ দম্পতী ক্রীড়য়া সজ্জমানৌ দৃষ্টৌ তদা ঋষিণা নারদেন। সবিস্ময়োৎফুল্লমনা মনস্বী বিলোকমানোঽতিতরাং তুতোষ॥ ৬৮॥ সখীজনেন সংবীতা তদা দ্যূতপরা সতী। শিবেন সহ সঙ্গম্য চ্ছলাদ্দ্যূতমকারয়ৎ॥৬৯॥ স পণঞ্চ তদা চক্রে ছলেন মহতা বৃতঃ। জিতা ভবানী চ তদা শিবেন প্রহসন্নিব॥ ৭০॥ নারদোঽস্যাঃ শিবেনাথ উপহাসকরোঽভবৎ। নিশম্য হারিতং দ্যূতমুপহাসং নিশম্য চ॥ ৭১॥ নারদস্য দুরুক্তৈশ্চ কুপিতা পার্ব্বতী ভৃশম্। উবাচ ত্বরিতা চৈব দত্ত্বা চৈবার্দ্ধচন্দ্রকম্॥ ৭২॥ তথা শিরোমণী চৈব তরলে চ মনোহরে। মুখং সুশোভনঞ্চৈব তথা কুপিতসুন্দরম্। দৃষ্টং হরেণ চ পুনঃ পুনর্দ্যূতমকারয়ৎ॥ ৭৩॥ তথা গিরিজয়া প্রোক্তঃ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। হারিতঞ্চ ময়া দত্তঃ পণ এব চ নান্যথা॥

কিরূপ ক্রীড়া করিবার পক্ষপাতী, তাহা সত্বর আমার নিকট বলুন। তাঁহার বাক্য শুনিয়া নারদ হাসিয়া বলিলেন,—মহাদেবি! জগতে বিবিধ দ্যূত ক্রীড়াই দেখা যায়। দুই ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে রমণ অপেক্ষাও মহাসুখ হইয়া থাকে। নারদ মুনি এই কথা কহিয়া বিরত হইলে সতী পার্ব্বতী ঋষির প্রতি কুপিতা হইয়া কহিলেন,—কিরূপে আপনি দ্যূতকেই প্রসিদ্ধ ক্রীড়া বলিয়া জানিলেন? মনস্বীরা উহাকে দুরোদর বলিয়াই জানেন! আপনি ব্রহ্মার পুত্র মুনিবর; এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া আপনি বিবিধ প্রশস্ত বাক্যবিন্যাসে মনীষিগণকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপনা অপেক্ষা প্রধান মনস্বী ব্যক্তি অপর কে আছেন? দেবী এই কথা কহিলে, দেবদর্শন নারদ হাস্যপূর্ব্বক শিবসমীপে গিরিজাকে বলিলেন,—আমি তপস্বী—শিবকিঙ্কর; দ্যূত কি, তাহা আমি জানিনা; তাহা কখন আশ্রয়ও করি না। হে গিরিরাজকন্যে! হে যোগীন্দ্রগণের পরম পবিত্রে! আমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সতী গিরিজা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক নারদের প্রতি বলিলেন,—হে বটো! তুমি সকলই জান; আমি তোমার সমক্ষে মহেশসহ দ্যূত ক্রীড়া করি। তুমি অদ্য এখানে তাহা দর্শন কর। এই কথা কহিয়া ভুবনৈকসুন্দরী গিরিরাজকন্যা অক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক তথায় ভবসহ একযোগে মহর্ষিসমক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই দেবদম্পতি ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে নারদ ঋষি তাঁহাদিগের সেই ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। বিস্ময়ে তাঁহার অন্তর উৎফুল্ল হইল। মনস্বী নারদ সেই ক্রীড়াব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। সতী তখন সখীজনসঙ্গিনী হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিবসহ সঙ্গত হইয়া ছলক্রমে দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এ দিকে শিবও বিপুল ছলে ক্রীড়াব্যাপারে পণ ধরিলেন। অনন্তর তিনি হাসিতে হাসিতে ভবানীকে পরাজয় করিলেন। ৫৬—৭০। শিবসহ একযোগে নারদও সে উপহাসে যোগ দান করিলেন। পার্ব্বতী দ্যূতে হারিয়াছেন, শিব উপহাস করিতেছেন এবং তৎসহ নারদও উপহাস কথা কহিতেছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পার্ব্বতী অতিকুপিতা হইলেন এবং সত্বর নারদকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন। সে কালে তাঁহার মনোহর শিরোমণি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুন্দর মুখখানি কোপভরে আরও সুন্দর শোভা ধারণ করিল। হর, গৌরীর সেই মুখশ্রী দেখিয়া পুনঃপুন দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর গিরিজা লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন, আমি দ্যূতে হারিয়াছি; পণ প্রদান করিয়াছি। হে শম্ভো! তুমি এক্ষণে

৭৪ ॥ ক্রিয়তে চ ত্বয়া শম্ভো কঃ পণো হি তদুচ্যতাম্ । ততঃ প্রহস্য চোবাচ পার্ব্বতীঞ্চ ত্রিলোচনঃ ॥ ৭৫ ॥ ময়া পণোঽয়ং ক্রিয়তে ভবানি ত্বদর্থমেতচ্চ বিভূষণং মহৎ । সা চন্দ্রলেখা হি মহান্ হি হারস্তথৈব কর্ণোৎপলভূষণদ্বয়ম্ ॥ ৭৬ ॥ ইদমেব ত্বয়া তন্বি মাং জিত্বা গৃহ্যতাং সুখম্ । ততঃ প্রবর্ত্তিতং দ্যূতং শঙ্করেণ সহৈব চ ॥ ৭৭ ॥ এবং বিক্রীড়মানৌ তাবক্ষবিদ্যাবিশারদৌ । তদা জিতো ভবান্যাথ শঙ্করো বহুভূষণঃ ॥ ৭৮ ॥ প্রহস্য গৌরী প্রোবাচ শঙ্করং ত্রিপুরসুন্দরী । হারিতঞ্চ পণং দেহি মম চাদ্যৈব শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥ তদা মহেশঃ প্রহসন্ সত্যং বাক্যমুবাচ হ । ন জিতোঽহং ত্বয়া তন্বি তত্ত্বতো হি বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৮০ ॥ অজেয়োঽহং প্রাণিনাং সর্ব্বথৈব তস্মান্ন বাচ্যং তু বচো হি সাধ্বি । দ্যূতং কুরুষ্বাদ্য যথেষ্টমেব জেষ্যামি চাহঞ্চ পুনঃ প্রপশ্য ॥ ৮১ ॥ তদাম্বিকাহ স্বপতিং মহেশং ময়া জিতোঽস্যদ্য ন বিস্ময়োঽত্র । এবমুক্ত্বা তদা শম্ভুং করে গৃহ্য বরাননা । জিতোঽসি ত্বং ন সন্দেহস্ত্বং ন জানাসি শঙ্কর ॥ ৮২ ॥ এবং প্রহস্য রুচিরং গিরিজা তু শম্ভুং সা প্রেক্ষ্য নর্ম্মবচসা স তয়াভিভূতঃ । দেহীতি মে সকলমঙ্গলমঙ্গলেশ যদ্ধারিতং স্মররিপো বচসানুমোদিতম্ ॥ ৮৩ ॥ শিব উবাচ । অজেয়োঽহং বিশালাক্ষি তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । অহঙ্কারেণ যৎ প্রোক্তং তত্ত্বতস্তদ্বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ চ বিহস্য সা । অজেয়ো হি মহাদেবঃ সর্ব্বেষামপি বৈ প্রভো ॥ ৮৫ ॥ ময়ৈকয়া জিতোঽসি ত্বং দ্যূতেন বিমলেন হি । ন জানাসি চ কিঞ্চিচ্চ কার্য্যাকার্য্যং বিবক্ষিতম্ ॥ ৮৬ ॥ এবং বিবদমানৌ তৌ দম্পতী পরমেশ্বরৌ । নারদঃ প্রহসন বাক্যমুবাচ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮৭ ॥ নারদ উবাচ । আকর্ণযাকর্ণবিশালনেত্রে বাক্যং তদেকং জগদেকমঙ্গলম্ । অসৌ মহাভাগ্যবতাং বরেণ্যস্ত্বয়া জিতঃ কিং চ মৃষা ব্রবীষি ॥ ৮৮ ॥ অজিতো হি মহাদেবো দেবানাং পরমো গুরুঃ । অরূপোঽয়ং স্বরূপোঽয়ং

কিরূপ পণ ধরিবে, তাহা বল। অনন্তর ত্রিলোচন হাস্য করিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন,—অয়ি ভবানি ! আমি তোমার নিমিত্ত এই মহাভূষণ পণস্বরূপে ধরিলাম। এই প্রসিদ্ধ চন্দ্রলেখা, এই মহাহার এবং এই দুই কর্ণোৎপল ভূষণ—আমি এই সকল পণস্বরূপ ধরিলাম, হে তন্বি ! তুমি আমাকে জয় করিয়া এই সমস্ত ভূষণ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর। এই কথার পর পুনরায় হরপার্ব্বতীর দ্যূতক্রীড়া আরব্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই অক্ষবিদ্যায় পরমপণ্ডিত, সুতরাং সেই ক্রীড়া ঐরূপে অতি দক্ষতার সহিতই চলিতে লাগিল। তখন ভবানী বহুভূষণ শঙ্করকে জয় করিলেন। এইবার সুন্দরী গৌরী হাস্যপূর্ব্বক শঙ্করকে কহিলেন,—হে শঙ্কর। আমি তোমায় খেলায় পরাস্ত করিয়াছি; অতএব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পণ এক্ষণে দান কর। তখন মহেশ হাস্য করিয়া কহিলেন,—অয়ি তন্বি ! তত্ত্বতঃ বিচার করিয়া দেখ, আমি তোমার কাছে হারি নাই। হে সাধ্বি ! এই ত্রিভুবনে সকল প্রাণীরই আমি সর্ব্বথা অজেয়; অতএব ঐ প্রকার বাক্য তুমি আর বলিও না। তুমি পুনরায় দ্যূতকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; দেখিবে—আমিই তোমায় পরাজয় করিয়াছি। তখন অম্বিকা স্বীয় পতি মহেশকে বলিলেন—আমি যে আপনাকে অদ্য জয় করিয়াছি, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই বলিয়া বরাননা গৌরী শঙ্করকে করে ধরিয়া কহিলেন,—হে শঙ্কর ! তুমি জান না, তুমিই আমার কাছে জিত হইয়াছ, সন্দেহ নাই। এইরূপে গিরিজা শম্ভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর হাস্য সহকারে নর্ম্মবাক্যে তাঁহাকে অভিভূত করিলেন এবং বলিলেন,—হে সকল মঙ্গল-মঙ্গল ! স্মররিপো ! তুমি বাক্য দ্বারা অনুমোদনপূর্ব্বক আমার যাহা ধারিতেছ, তাহা আমায় অর্পণ কর। শিব কহিলেন,—অয়ি বিশালাক্ষি ! আমি তোমার অজেয়; সন্দেহ নাই। তুমি অহঙ্কার সহকারে যাহা বলিতেছ, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ। তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতী বিস্ময়সহকারে হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো ! মহাদেব সকলেরই অজেয়, এ কথা সত্য। এ দিকে একমাত্র আমিই যে তোমার বিশুদ্ধ দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়াছি, তাহাও মিথ্যা নহে। যাহা হউক, আমি আর এ সম্বন্ধে বিবক্ষিত কার্য্যাকার্য্য কিছুই জানি না। ৭১—৮৬। এইরূপে সেই পরমেশ দেবদম্পতি বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিবর নারদ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেবি আকর্ণবিশালনেত্রে ! আমার একটী জগন্মঙ্গল বাক্য শ্রবণ করুন। এই দেব শঙ্কর মহাভাগ্যশালীদিগের বরেণ্য; আপনি ইহাঁকে জয় করিয়াছেন, এরূপ মিথ্যাবাক্য বলিতেছেন কেন ? মহাদেবকে আপনি জয় করিতে পারেন নাই। তিনি দেবগণেরও পরম গুরু;

রূপাতীতোহয়মুচ্যতে ॥ ৮৯ ॥ এক এব পরং জ্যোতিস্তেষামপি চ সম্মহঃ। ত্রৈলোক্যনাথো বিশ্বাত্মা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥ কথং ত্বয়া জিতো দেবি হ্যজেয়ো ভুবনত্রয়ে। শিবমেনং ন জানাসি স্ত্রীভাবাচ্চ বরাননে ॥ ৯১ ॥ নারদেনৈবমুক্তা সা কুপিতা পার্ব্বতী ভৃশম্। বভাষে মৎসরগ্রস্তা সাক্ষেপং বচনং সতী ॥ ৯২ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। চাপল্যাচ্চ ন বক্তব্যং ব্রহ্মপুত্র নমোঽস্তু তে। তব ভীতাস্মি ভদ্রং তে দেবর্ষে মৌনমাবহ ॥ ৯৩ ॥ কথং শিবো হি দেবর্ষ উক্তোহতো হি ত্বয়া বহু। মৎপ্রসাদাচ্ছিবো জাত ঈশ্বরো যো হি পঠ্যতে ॥ ৯৪ ॥ ময়া লব্ধপ্রতিষ্ঠোঽয়ং জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ এবং বহুবিধং শ্রুত্বা নারদো মৌনমাশ্রয়ৎ। উপস্থিতঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা ভৃঙ্গী বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৯৬ ॥ ভৃঙ্গ্যুবাচ। ত্বয়া বহু ন বক্তব্যং পুনরেব চ ভামিনি। অজেয়ো নির্ব্বিকারো হি স্বামী মম সুমধ্যমে ॥ ৯৭ ॥ স্ত্রীভাবযুক্তাসি বরাননে ত্বং দেবং ন জানাসি পরং পরাণাম্। কামং পুরস্কৃত্য পুরা ভবানি সমাগতাস্যেব মহেশমুগ্রম্ ॥ ৯৮ ॥ যদা কৃতং তেন পিনাকিনা পুরা এতৎ স্মৃতং কিং সুভগে বদস্ব মা। কৃতো হ্যনঙ্গো হি তদা হ্যনেন দগ্ধং বনং তস্য গিরেঃ পিতুস্তে ॥ ৯৯ ॥ পশ্চাৎ ত্বয়ারাধিত এব এষ শিবঃ পরাণাং পরমঃ পরাত্মা ॥ ১০০ ॥ ভৃঙ্গিণেত্যেবমুক্তা সা হ্যুবাচ কুপিতা ভৃশম্। ধ্রুবতো হি মহেশস্য বাক্যং রুষ্টা চ ভৃঙ্গিণম্ ॥ ১০১ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। হে ভৃঙ্গিন পক্ষপাতিত্বাদযুক্তং বচনং মম। শিবপ্রিয়োঽসি রে মন্দ ভেদবুদ্ধিরতো হ্যসি ॥ ১০২ ॥ অহং শিবাত্মিকা মূঢ় শিবো নিত্যং ময়ি স্থিতঃ। কথং শিবাভ্যাং ভিন্নত্বং ত্বয়োক্তং বাগ্বলেন হি ॥ ১০৩ ॥ শ্রুতঞ্চ বাক্যং শুভদং পার্ব্বত্যা ভৃঙ্গিণা তদা। উবাচ পার্ব্বতীং ভৃঙ্গী রুষিতঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ১০৪ ॥ পিতুর্যজ্ঞে চ দক্ষস্য শিবনিন্দা ত্বয়া শ্রুতা। অপ্রিয়শ্রবণাৎ সদ্যস্ত্বয়া ত্যক্তং কলেবরম্ ॥ ১০৫ ॥ তৎক্ষণাদেব তন্বঙ্গি হ্যধুনা কিং কৃতং ত্বয়া। সম্ভ্রমাৎ কিং ন জানাসি শিবনিন্দকমেব চ ॥ ১০৬ ॥ কথং বা পর্ব্বত-

---

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইনি অরূপ, সুরূপ এবং রূপাতীত। ইনি একমাত্র পরম জ্যোতিঃ এবং দেবগণের যে তেজঃসমষ্টি, তাহাও ইনি। ইনিই ত্রৈলোক্যনাথ, বিশ্বাত্মা, লোকশঙ্কর শঙ্কর। হে দেবি! ইনি ত্রিভুবনের অজেয়, ইহাঁকে আপনি জয় করিলেন কিরূপে? হে বরাননে! আপনি স্ত্রীত্ব বশতঃ এই শিবকে সম্যক্ জানিতে পারিতেছেন না। নারদ এই কথা কহিলে, সতী পার্ব্বতী অতি কুপিতা হইলেন এবং মাৎসর্য্যবশে সাক্ষেপে বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র! আপনাকে নমস্কার; কিন্তু আপনি চাপল্যবশে কোন কিছুই বলিবেন না। আমি আপনার কথায় বড়ই ভয় পাইতেছি; অতএব হে দেবর্ষে! আপনি মৌনাবলম্বী হউন। ঋষে! শিবকে আপনি এত মাহাত্ম্যশালী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন কেন? যাহাকে আপনি ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই শিব তো আমারই প্রসাদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইনি আমারই প্রসাদে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সংশয় নাই। নারদ এইরূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন শিবানুচর ভৃঙ্গী উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিলেন,—হে ভামিনি! আপনি পুনরায় আর এরূপ বহু বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। হে সুমধ্যমে! আমার প্রভু শিব অজেয় ও নির্ব্বিকার। হে বরাননে! তুমি স্ত্রীভাবযুক্তা; তাই পরাৎপর দেবকে জানিতে পারিতেছ না। হে ভবানি! পূর্ব্বে কামকে পুরস্কৃত করিয়া তুমি উগ্র মহেশকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে। হে সুভগে! পূর্ব্বে পিনাকপাণি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? ইনিই পূর্ব্বে মদনকে অনঙ্গ করিয়াছিলেন। তোমার পিতা গিরির বন ইহাঁ কর্ত্তৃকই দগ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর তুমি পরাৎপর পরাত্মা শিবকে আরাধনা করিয়াছিলে। ভৃঙ্গী এই কথা কহিলে ভবানী কুপিতা হইয়া মহেশকে শুনাইয়া শুনাইয়া ভৃঙ্গীকে কহিতে লাগিলেন। ৮৭—১০১। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে ভৃঙ্গিন্! তুমি পক্ষপাতিত্ব বশে আমার প্রতি অতি অযুক্ত বাক্যই বলিলে। রে মন্দ! তুমি শিবপ্রিয়; তুমি ভেদবুদ্ধিশালী; রে মূঢ়! আমি শিবাত্মিকা; এবং শিবও আমাতে নিত্য অবস্থিত। তুমি কিরূপে বাক্যবলে শিব-শিবার ভিন্নত্ব ব্যক্ত করিলে? তখন ভৃঙ্গী পার্ব্বতীর সেই শুভদ বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং রুষিত হইয়া শিব-সন্নিধানে পার্ব্বতীকে বলিতে লাগিলেন। ভৃঙ্গী কহিলেন,—পিতা দক্ষের যজ্ঞে তুমি শিবনিন্দা শুনিয়াছিলে। সেই অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলে। কিন্তু হে তন্বঙ্গি!

শ্রেষ্ঠা জাতাসি বরবর্ণিনি। কথং বা তপসোগ্রেন সন্তপ্তাসি সুমধ্যমে॥ ১০৭॥ সপ্রেমা চ শিবে ভক্তিস্তব নাস্তীহ সাম্প্রতম্। শিবপ্রিয়াসি তন্বঙ্গি তস্মাদেবং ব্রবীমি তে॥ ১০৮॥ শিবাৎ পরতরং নাস্তৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। শিবে ভক্তিস্ত্বয়া কার্য্যা সপ্রেমা বরবর্ণিনি॥ ১০৯॥ ভক্তাসি ত্বং মহাদেবি মহাভাগ্যবতাং বরে। সংসেব্যতাং প্রযত্নেন তপসোপার্জ্জিতস্ত্বয়া॥ ১১০॥ শিবো বরেণ্যঃ সর্ব্বেশো নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি। ভৃঙ্গিণো বচনং শ্রুত্বা গিরিজা তমুবাচ হ॥ ১১১॥ গিরিজোবাচ। রে ভৃঙ্গিন্মৌনমালম্ব্য স্থিরো ভবাথ বা ব্রজ। বাচ্যাবাচ্যং ন জানাসি কিং ব্রবীষি পিশাচবৎ॥ ১১২॥ তপসা কেন চানীতঃ কয়া চাপি শিবো হ্যয়ম্। কাহং কোঽসৌ ত্বয়া জ্ঞাতো ভেদবুদ্ধ্যা ব্রবীষি মে॥ ১১৩॥ কোঽসি ত্বং কেন যুক্তোঽসি কস্মাচ্চ বহু ভাষসে। শাপং তব প্রদাস্যামি শিবঃ কিং কুরুতেঽধুনা॥১১৪॥ ভৃঙ্গিণোক্তা তিরস্কৃত্য তদা শাপং দদৌ সতী

নির্ম্মাংসো ভব রে মন্দ রে ভৃঙ্গিঞ্ছঙ্করপ্রিয়॥ ১১৫॥ এবমুক্ত্বা তদা দেবী পার্ব্বতী শঙ্করপ্রিয়া। অথ কোপেন সংযুক্তা পার্ব্বতী শঙ্করং তদা॥ ১১৬॥ করে গৃহ্য চ তন্বঙ্গী ভুজঙ্গং বাসুকিং তথা। উদতারয়ৎ কণ্ঠাৎ সা তথান্যানি বহূনি চ॥ ১১৭॥ শম্ভোর্জগ্রাহ কুপিতা ভূষণানি ত্বরান্বিতা। হৃতা চন্দ্রকলা তস্য গজাজিনমনুত্তমম্॥ ১১৮॥ কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ মহেশকৃতভূষণৌ। হৃতৌ তয়া মহাদেব্যা ছলোক্ত্যা চ প্রহস্য বৈ॥ ১১৯॥ কৌপীনাচ্ছাদনং তস্য চ্ছলোক্ত্যা চ প্রহস্য বৈ। তদা গণাশ্চ সখাশ্চ ত্রপয়া পীড়িতাভবন্॥ ১২০॥ পরাঙ্মুখশ্চ সঞ্জাতা ভৃঙ্গী চৈব মহাতপাঃ। তথা চণ্ডো হি মুণ্ডশ্চ মহালোমা মহোদরঃ॥ ১২১॥ এতে চান্যে চ বহবো গণাস্তে দুঃখিনোঽভবন্। তাংশ্চ দৃষ্ট্বা তথাভূতান্মহেশো লজ্জিতোঽভবৎ॥ ১২২॥ উবাচ বাক্যং কুপিতঃ পার্ব্বতীং প্রতি শঙ্করঃ॥১২৩॥ রুদ্র উবাচ। উপহাসং প্রকুর্ব্বন্তি সর্ব্বে হি ঋষয়ো ভৃশম্। তথা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ তথা চেন্দ্রাদয়ো হ্যমী॥ ১২৪॥ উপহাসপরাঃ সর্ব্বে

এক্ষণে তুমি কি করিলে? সম্ভ্রমবশে তুমি কি শিবনিন্দক কে, তাহা জানিতে পারিতেছ না? হে বরবর্ণিনি! তুমি কিরূপে পর্ব্বতপ্রবর হইতে জন্ম গ্রহণ করিলে? হে সুমধ্যে! কিরূপেই বা উগ্র তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়াছিলে? এখন দেখিতেছি, শিবে তোমার প্রেম-সহকৃত ভক্তি নাই। হে তনুগাত্রি! তুমি শিবপ্রিয়া; তাই তোমায় আমি এ সকল কথা কহিলাম। শিব হইতে পরতর ত্রিলোকে কিছুই নাই। হে বরবর্ণিনি! তুমি প্রেম-সহকৃত ভক্তি স্থাপন কর। হে মহাদেবি! তুমি ভক্তা। হে মহাভাগ্যশালিনীদিগের অগ্রগণ্যে! তুমি তপস্যার্জ্জিত শিবকে সেবা কর; শিব—বরেণ্য, এবং সর্ব্বেশ্বর; ইহা ভিন্ন তাঁহাকে অন্যথা জ্ঞান করিও না। ভৃঙ্গীর বাক্য শুনিয়া গিরিজা তাঁহাকে কহিলেন,—রে ভৃঙ্গিন্! তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া স্থির হও বা এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান না; পিশাচের ন্যায় কি বলিতেছ? কোন্ তপস্যাবলে এই শিব আনীত হইয়াছেন? কে আমি, ঐ শিবই বা কে? তুমি ভেদবুদ্ধি দ্বারা আমাদের তত্ত্ব কি জানিতেছ? আমাকে বল, কে তুমি কাহার সহিত যুক্ত হইয়াছ? কেনই বা বহু বাক্য বলিতেছ? তোমাকে আমি শাপ প্রদান করিব; দেখি তোমাদের শিব এক্ষণে কি করিতে পারেন? এইরূপে ভৃঙ্গীর প্রতি কুপিতা সতী তাহাকে তিরস্কার করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, বলিলেন, রে মন্দ! রে শঙ্করপ্রিয়, ভৃঙ্গিন্! তুই নির্ম্মাংস হইবি। শঙ্করপ্রিয়া পার্ব্বতী তৎকালে এই কথা কহিয়া সত্বর সকোপে শম্ভুর ভূষণ সকল গ্রহণ করিলেন। তনুগাত্রী গিরিজা স্বীয় করে ভুজঙ্গ বাসুকিরে গ্রহণ করিয়া শিবের কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিলেন। এইরূপে অন্যান্য বহু ভুজঙ্গ-ভূষণ শিবদেহ হইতে উন্মোচিত করিলেন। তাঁহার চন্দ্রকলা, উত্তম গজাজিন, কম্বল ও অশ্বতর নামক মহেশভূষণ নাগযুগল সকলই সেই মহাদেবী ছলোক্তি করিয়া হাসিতে হাসিতে হরণ করিলেন। শিবের যাহা কৌপীনাচ্ছাদন ছিল, তাহাও তিনি সহাস-আস্যে হরিয়া লইলেন। তখন প্রমথগণ ও সখীগণ সকলেই লজ্জায় নিপীড়িত হইয়া পরাঙ্মুখ হইল। ১০২—১২০। তৎকালে মহাতপা ভৃঙ্গী, চণ্ড, মুণ্ড, মহালোমা ও মহোদর এই সকল এবং অন্যান্য সমস্ত গণ বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া মহেশ লজ্জিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি বলিতে লাগিলেন। রুদ্র কহিলেন,—হে শুভে! তুমি কি করিলে? ঋষিগণ সকলেই উপহাস করিতেছেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবই অদ্য উপহাসতৎপর। হে তনু-গাত্রি! তুমি সৎকুলে জন্মিয়া অদ্য কেন এম

কিং ত্বয়াদ্য কৃতং শুভ। কুলে জাতাসি তন্বঙ্গি কথমেবং করিষ্যসি ॥ ১২৫ ॥ ত্বয়া জিতো হ্যহং সুভ্রু যদি জানাসি তত্ত্বতঃ। তর্হ্যেবং কুরু মে দেহি কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্। দেহি কৌপীনমাত্রং মে নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২৬ ॥ এবমুক্তা সতী তেন শম্ভুনা যোগিনা তদা। প্রহস্য বাক্যং প্রোবাচ পার্ব্বতী রুচিরাননা ॥ ১২৭ ॥ কিং কৌপীনেন তে কার্য্যং মুনিনা ভাবিতাত্মনা। দিগম্বরেণৈব তদা কৃতং দারুবনং তথা ॥ ১২৮ ॥ ভিক্ষাটনমিষেণৈব ঋষিপত্ন্যো বিমোহিতাঃ। গচ্ছতস্তে তদা শম্ভো পূজনং তৈর্মহৎ কৃতম্ ॥ ১২৯ ॥ কৌপীনং পতিতং তত্র মুনিভির্নান্যথোদিতম্। তস্মাত্ত্বয়া প্রণাতব্যং দ্যূতে হারিতমেব তৎ ॥ ১৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রুদ্রঃ পার্ব্বতীং পরমেশ্বরঃ। নিরীক্ষমাণোঽতিরুষা তৃতীয়েনৈব চক্ষুষা ॥ ১৩১ ॥ কুপিতং শঙ্করং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবগণাস্তদা। ভয়েন মহতাবিষ্টাস্তথা গণকুমারকাঃ ॥ ১৩২ ॥ উচুঃ সর্ব্বে শনৈস্তত্র শঙ্কিতেন পরস্পরম্। অদ্যায়ং কুপিতো রুদ্রো গিরিজাং প্রতি সম্প্রতি ॥ ১৩৩ ॥ যথা হি মদনো দগ্ধস্তথেয়ং নান্যথা বচঃ। এবং মীমাংসমানাস্তে গণা দেবর্ষয়স্তদা ॥ ১৩৪ ॥ বিলোকিতাস্তয়া দেব্যা সর্ব্বে সৌভাগ্যমুদ্রয়া। উবাচ প্রহসন্নেব সতী সৎপুরুষং তদা ॥ ১৩৫ ॥ কিমালোকপরো ভূত্বা চক্ষুষা পরমেণ হি। নাহং কালো ন কামোঽহং নাহং দক্ষস্য বৈ মখঃ ॥ ১৩৬ ॥ ত্রিপুরো নৈব বৈ শম্ভো নান্ধকো বৃষভধ্বজ। বীক্ষিতেনৈব, কিং তেন তব চাদ্য ভবিষ্যতি। বৃথৈব ত্বং বিরূপাক্ষো জাতোঽসি মম চাগ্রতঃ ॥ ১৩৭ ॥ এবমাদীন্যনেকানি হ্যুবাচ পরমেশ্বরী। নিশম্য দেবো বাক্যানি গমনায় মনো দধে ॥ ১৩৮ ॥ বনমেব বরং চাদ্য বিজনং পরমার্থতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ॥ ১৩৯ ॥ স সুখী পরমার্থজ্ঞঃ স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ। যেন মুক্তৌ কামরাগৌ স মুক্তঃ স সুখী ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ এবং বিমৃশ্য চ তদা গিরিজাং বিহায় শ্রীশঙ্করঃ পরমকারুণিকস্তদানীম্। যাতঃ প্রিয়াবিরহিতো বনমদ্ভুতঞ্চ সিদ্ধাটবীং পরমহংসযুতাং তথৈব ॥ ১৪১ ॥ নির্গতং শঙ্করং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে কৈলাস-

করিলে? হে সুভ্রু! তুমি আমাকে জয় করিয়াছ, ইহা যদি যথার্থ তোমার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এইরূপ কর; কিন্তু আমার কৌপীনাচ্ছাদন ফিরাইয়া দাও। ইহার অন্যথা করিওনা। যোগী শম্ভু সেকালে এই কথা কহিলে রুচিরাননা সতী হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—হে শম্ভো! তোমার কৌপীন দিয়া কি হইবে? তুমি ভাবিতাত্মা মুনি—দিগম্বরবেশেই দারুবনে ভিক্ষাটন করিয়াছিলে। ভিক্ষাটনচ্ছলে ঋষিপত্নীদিগকে মোহিত করিয়াছিলে। হে শম্ভো! তুমি যাইতে থাকিলে তত্রত্য মুনিগণ তোমার মহাপূজা করিয়াছিলেন। কৌপীন তোমার তখন পড়িয়া গিয়াছিল। এ কথা আমার বৃথা নহে। অতএব তুমি দ্যূতক্রীড়ায় যাহা হারিয়াছ, তাহা এখন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। একথা শুনিয়া মহেশ রুদ্র কুপিত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি ক্রোধোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করকে কুপিত দেখিয়া সমস্ত দেব ও প্রমথগণ মহাভয়ে আবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই শঙ্কিত ভাবে পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অদ্য রুদ্র গিরিজার প্রতি কুপিত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে মদনকে যেমন দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই পার্ব্বতীকেও বোধ হয় তেমনি ভাবে দগ্ধ করিবেন। দেবর্ষিগণ ও প্রমথগণ তৎকালে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, দেবী পার্ব্বতী তাঁহাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তিনি হাস্য সহকারে পরম পুরুষ মহাদেবকে কহিলেন,—আপনি তৃতীয় নয়ন দ্বারা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন কেন? হে শম্ভো! হে বৃষধ্বজ! আপনি জানিবেন,—আমি কাল নহি, কাম নহি, দক্ষের যজ্ঞ নহি, কিম্বা ত্রিপুর বা অন্ধকও নহি। অতএব তোমার দর্শনে অদ্য আমার কি হইবে? তুমি আমার সম্মুখে এক্ষণে বিরূপাক্ষ নাম বৃথাই ধারণ করিতেছ। ১২১—১৩৭। পরমেশ্বরী সতী মহেশ্বরকে এই প্রকার অনেক বাক্য বলিলেন। দেবদেব তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন,—বাস্তবপক্ষে বিজন বনই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যিনি একাকী সর্ব্ব পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যতচিত্তে বনাশ্রয়ে বাস করেন, তিনিই সুখী, তিনিই পরমার্থজ্ঞ, এবং তিনিই পণ্ডিত। যিনি কাম ও রাগ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনি মুক্ত এবং তিনিই সুখী। পরমকারুণিক শঙ্কর তৎকালে এইরূপ স্থির করিয়া গিরিজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধাটবীনামক পরমহংসপরি-

বাসিনঃ। নির্যযুস্তে গণাঃ সর্ব্বে বীরভদ্রাদয়োহনু তম্‌॥ ১৪২ ॥ ছত্রং ভৃঙ্গী সমাদায় জগাম তস্য পৃষ্ঠতঃ। চামরে বীজ্যমানে চ গঙ্গাযমুনসন্নিভে॥ ১৪৩॥ তাভ্যাং যুক্তস্তদা নন্দী পৃষ্ঠতোহন্বগমৎ সুধীঃ। বৃষভো হ্যগ্রতো ভূত্বা পুষ্পকেণ বিরাজিতঃ॥ ১৪৪॥ শোভমানো মহাদেব এভিঃ সর্ব্বৈঃ সুশোভনৈঃ। অন্তঃপুরগতা দেবী পার্ব্বতী সা হি দুর্ম্মনাঃ॥ সখীভির্বহুভিস্তত্র তথান্যাভিঃ সুসংবৃতা। গিরিজা চিন্তয়ামাস মনসা পরমেশ্বরম্‌॥ ১৪৬॥ ততো দূরং গত্বঃ শম্ভুর্বিসৃজ্য চ গণাংস্তদা। গণেশঞ্চ কুমারঞ্চ বীরভদ্রং তথাপরান্‌॥ ১৪৭॥ ভৃঙ্গিণং নন্দিনং চণ্ডং সোমনন্দিনমেব চ। এতানন্যাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চ কৈলাসপুরবাসিনঃ॥ ১৪৮ ॥ বিসৃজ্য চ মহাদেব এক এব মহাতপাঃ। গতো দূরং বনস্যান্তে তথা সিদ্ধবটং শিবঃ॥ ১৪৯॥ কাশ্মীররত্নোপলসিদ্ধরত্ন-বৈদূর্য্যচিত্রসুধয়া পরিষ্কৃতম্‌। দিব্যাসনং তস্য চ কল্পিতং ভুবা তত্রাস্থিতো যোগপতির্মহেশঃ॥ ১৫০॥ পদ্মাসনে চোপবিষ্টো মহেশো যোগবিত্তমঃ। কেবলং চাত্মনাত্মানং দধ্যৌ মীলিতলোচনঃ॥ ১৫১॥ শুশুভে স মহাদেবঃ সমাধৌ চন্দ্রশেখরঃ। যোগপট্টঃ কৃতস্তেন শেষস্য চ মহাত্মনঃ। বাসুকিঃ সর্পরাজশ্চ কটিবন্ধঃ কৃতো মহান্‌॥ ১৫২॥ আত্মানমাত্মাত্মতয়া চ সংস্তুতো বেদান্তবেদ্যো ন হি বিশ্বচেষ্টিতঃ। একো হ্যনেকো হি দুরন্তপারস্তথা হ্যতর্ক্যো নিজবোধরূপঃ। স্থিতস্তদানীং পরমং পরাণাং নিরীক্ষমাণো ভুবনৈকভর্ত্তা॥ ১৫৩

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীপরাজিতশিবস্য তপোবনগমনবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। বনং গতে মহাদেবে গিরিজা বিরহাতুরা। সুখং ন লেভে তন্বঙ্গী হর্ম্ম্যেষ্বায়তনেষু বা॥ ১॥ চিন্তয়ন্তী শিবং তন্বী সর্ব্বভাবেন শোভনা। চিন্তমানাং শিবাং জ্ঞাত্বা হ্যুবাচ বিজয়া সখী॥ ২॥ বিজয়োবাচ। তপসা মহতা চৈব শিবং প্রাপ্তাসি

ব্যাপ্ত কোন এক অদ্ভুত বনে গমন করিলেন। শঙ্করকে নির্গত দেখিয়া কৈলাসবাসী বীরভদ্রাদি সমস্ত প্রমথ তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল। ভৃঙ্গী ছত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সুধী নন্দী গঙ্গা ও যমুনাসন্নিভ চামরদ্বয় বীজন করিতে করিতে শঙ্করের অনুসরণ করিলেন। শঙ্করের বৃষ পুষ্পক পরিশোভিত হইয়া তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইল। মহাদেব এই সকল শোভন বস্তু দ্বারা সুশোভিত হইলেন। এদিকে অন্তঃপুরে দেবী পার্ব্বতী অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলেন। গিরিজা স্বীয় সখী ও অন্যান্য বহু পরিচারিকায় পরিবৃত হইয়া অন্তরে মহেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শম্ভু অতিদূরদেশে গমন করিলেন। গণসমূহ, গণেশ, কুমার, কার্ত্তিকেয়, গণাধিপতি বীরভদ্র, ভৃঙ্গী, নন্দী, চণ্ড, সোমনন্দী ও অন্যান্য কৈলাসপুরবাসী সমস্তকেই পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাতপা মহাদেব একাকী দূর বনাভ্যন্তরে এক সিদ্ধ-বট-সমীপে গমন করিলেন। সেখানে কাশ্মীর-রত্নোপম, ও সিদ্ধ রত্ন বৈদূর্য্য প্রভৃতি দ্বারা চিত্রিত সুধা-ধবলিত এক দিব্য আসন তাঁহার জন্য স্বয়ং পৃথিবীই যেন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগপতি মহেশ তদুপরি অবস্থানপূর্ব্বক বদ্ধ-পদ্মাসনে নিমীলিতনয়নে আত্মাযোগে কেবল পরমাত্মদেবকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর মহাদেব সমাধি অবস্থায় সমধিক সুশোভিত হইলেন। মহাত্মা শেষ নাগকে তিনি যোগপট্টরূপে ব্যবহার করিলেন। সর্পরাজ বাসুকি তাঁহার কটিবন্ধন হইলেন। তিনি বেদান্তবেদ্য বিশ্বরূপী আত্মাকেই আত্মরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। ভুবনৈকপতি মহাদেব এক হইয়াও অনেক, দুরধিগম, অবিতর্ক্য ও নিজ বোধরূপে অবস্থানপূর্ব্বক তৎকালে পরাৎপর পরমাত্মদর্শনেই নিরত রহিলেন। ১৩৮—১৫৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—মহাদেব বনগমন করিলে বিরহাতুরা তনুগাত্রী গিরিজা হর্ম্ম্যে বা অন্য কোন রম্য আয়তনে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারিলেন না। শোভনা সতী তখন সর্ব্বভাবে শিবকেই কেবল ভাবিতে লাগিলেন। সখী বিজয়া শিবকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন,—হে শোভনে! তুমি মহাতপস্যায় শিবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে; সেই তপস্যা

শোভনে। মৃষা দ্যূতং কৃতং তেন শঙ্করেণ তপস্বিনা ॥ ৩॥ দ্যূতে হি বহবো দোষা ন শ্রুতাঃ কিং ত্বয়ানঘে। ক্ষমাপয় শিবং তন্বি ত্বরেণৈব বিচক্ষণে ॥ ৪॥ অস্মাভিঃ সহিতা দেবি গচ্ছগচ্ছ বরাননে ॥৫॥ যাবচ্ছম্ভুর্দূরতো নাভিগচ্ছেত্তাবদ্গত্বা শঙ্করং ক্ষাময়স্ব। নো চেত্তন্বি ক্ষাময়েথাঃ শিবং ত্বং দুঃখং পশ্চাত্তে ভবিষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ৬॥ নিশম্য বাক্যং বিজয়াপ্রযুক্তং প্রহস্যমানা সমবীরচেতাঃ। উবাচ বাক্যং বিজয়াং সখীঞ্চ আশ্চর্যভূতং পরমার্থযুক্তম্ ॥ ৭॥ ময়া জিতোঽসৌ নিরপত্রপশ্চ পুরাবৃতো বৈ পরয়া বিভূত্যা। কিঞ্চিচ্চ কৃত্যং মম নাস্তি সদ্যো ময়া বিনাসৌ চ বিরূপ আস্থিতঃ ॥ ৮॥ রূপীকৃতো ময়া দেবো মহেশো নান্যথা বদ। ময়া তেন বিয়োগশ্চ সংযোগো নৈব জায়তে ॥ ৯॥ সাকারো হি নিরাকারো মহেশো হি ময়া কৃতঃ ॥ ১০॥ কৃতং ময়া বিশ্বমিদং সমগ্রং চরাচরং দেববরৈঃ সমেতম্। ক্রীড়ার্থমস্যোদ্ভববৃত্তিহেতুভিশ্চিক্রীড়িতং মে বিজয়ে প্রপশ্য ॥ ১১॥ এবমুক্ত্বা তদা দেবী গিরিজা সর্বমঙ্গলা। শবরীরূপমাস্থায় গন্তুকামা মহেশ্বরম্ ॥ ১২॥ শ্যামা তন্বী শিখরদশনা বিম্ববিম্বাধরোষ্ঠী সুগ্রীবাঢ্যা কুচভরনতা বর্দ্ধিতস্নিগ্ধকেশী। মধ্যে ক্ষামা পৃথুকটিতটা হেমরম্ভোরুগৌরী পল্লীযুক্তা বরবলয়িনী বর্হিবর্হাবতংসা ॥ ১৩॥ পাণৌ মৃণালসদৃশং দধতী চ চাপং পৃষ্ঠে লসৎকৃতককেতকিবাণকোম্। সা তং নিরীশমবলোকয়তে স্ম তত্র সংসেবিতা সুবদনা বহুভিঃ সখীভিঃ ॥ ১৪॥ ভৃঙ্গীনাদেন মহতা নাদয়ন্তী জগত্রয়ম্। গিরিজা মন্মথং সদ্যো জীবয়ন্তী পুনঃপুনঃ ॥১৫॥ সকামনা রাজহংসা বভূবুস্তৎক্ষণাদপি। দ্বিরেফা বর্হিণশ্চৈব সর্বে তে হৃচ্ছয়ান্বিতাঃ ॥ ১৬॥ একাকী সংস্থিতো যত্র সমাধিস্থো মহেশ্বরঃ। দৃষ্টস্তত্রস্থয়া দেব্যা ভৃঙ্গীনাদেন মোহিতঃ ॥ ১৭॥ প্রবুদ্ধো কি মহাদেবো নিরীক্ষ্য শবরীং তদা। সমাধেরুত্থিতঃ সদ্যো মহেশো মদনান্বিতঃ ॥ ১৮ ॥ যাবৎ করে গৃহ্যমাণো গিরিজাং স সমীপগঃ। তাবত্তস্য পুরঃ সদ্যস্তিরোধানং

শঙ্করের সহিত তুমি বৃথা দ্যূত ক্রীড়া করিলে! হে অনঘে! তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, দ্যূতে বহু দোষ বিদ্যমান। হে বিচক্ষণে! তুমি সত্বর শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। হে দেবি বরাননে! তুমি আমাদিগের সহিত শীঘ্র চল। শম্ভু যে পর্য্যন্ত না আরও দূরে গমন করেন, তাবৎ গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাও। হে তন্বি! তুমি যদি শিবসন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তবে পরে তোমার আরও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। গিরিজা বিজয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরচিত্তে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই এক পরমার্থময় আশ্চর্য্য বাক্য বলিলেন যে, ঐ নির্লজ্জ মহাদেবকে পুরাকালে আমিই পরম বিভূতিযোগে বরণ করিয়াছি।—এবং আমিই উহাঁকে জয় করিয়াছি। এক্ষণে আমার আর কোনই কর্ত্তব্য নাই। আমা ভিন্ন উহাঁকে সদ্যই বিরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। আমিই দেবদেব মহেশকে রূপবান্ করিয়াছিলাম, অতএব এক্ষণে আর অন্য কিছু বলিও না। আমার সহিত শিবের সংযোগ বা বিয়োগ কখনই ঘটে না। আমিই মহেশকে সাকার এবং নিরাকার করিয়াছি। দেব-সমন্বিত এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব আমিই ক্রীড়ানিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছি। এই জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হেতুযোগে—হে বিজয়ে! তুমি আমারই ক্রীড়া অবলোকন কর। সর্ব্বমঙ্গলা গিরিজা দেবী এই কথা কহিয়া তৎকালে এক শবরীরূপ ধারণপূর্ব্বক মহেশাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি শ্যামা, শিখরদশনা, বিম্বোষ্ঠী, সুগ্রীবা, কুচভরনতা, স্নিগ্ধকেশী, ক্ষীণমধ্যা, পৃথুকটিতটা, হেমরম্ভোরু, গৌরী, পল্লীযুক্তা, বর বলয়ধারিণী, এবং বর্হি-বর্হাবতংসিতা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে মৃণাল সদৃশ চাপ, এবং পৃষ্ঠে কৃত্রিম কেতকীতূণীর। সেই সুবদনা বহু সখীজনে সেবিত হইয়া তখন গিরীশ মহেশকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কৃত ভীষণ ভৃঙ্গীনাদে ত্রিজগৎ নাদিত হইল। গিরিজা যেন সদ্য সদ্যই মন্মথকে পুনরুজ্জীবিত করিতে লাগিলেন। ১—১৫। মহেশ্বর যথায় একাকী সমাধিস্থ ছিলেন, তথাকার রাজহংস, দ্বিরেফ এবং ময়ূরেরা পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ মদনান্বিত হইয়া উঠিল। ভৃঙ্গী-নাদমোহিত মহাদেবকে তখন দেবী অবলোকন করিলেন। শবরী সন্দর্শনে মহাদেব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মহেশ মদনান্বিত হইয়াই, সদ্য সমাধি হইতে উত্থানপূর্ব্বক গিরিজার সমীপস্থ হইয়া যেমন তাঁহার হস্ত ধারণ করিবেন, অমনি সেই সতী তিরোহিত হইয়া গেলেন। দেবদেব স্বয়ং ভ্রান্তিহর হইয়াও সে দৃশ্য দর্শনে তৎক্ষণাৎ ভ্রান্তচিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে কুত্রাপি সেই অসিতেক্ষণার সাক্ষাৎ পাই-

গতা সতী ॥ ১৯ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা তৎক্ষণাদেব দেবো ভ্রান্তিবিনাশনঃ। ভ্রমমাণস্তদা শম্ভুর্নাপশ্যদসিতেক্ষণাম্ ॥ ২০ ॥ বিরহেণ সমাযুক্তো হৃচ্ছয়েন সমন্বিতঃ। মদনারিস্তদা শম্ভুর্জ্ঞানরূপো নিরন্তরম্ ॥২১॥ নির্ম্মোহো মোহমাপন্নো দদর্শ গিরিজাং পুনঃ। উবাচ বাক্যং শবরীং প্রস্তাবসদৃশং মহৎ ॥ ২২ ॥ শিব উবাচ। বাক্যং মে শৃণু তন্বঙ্গি শ্রুত্বা তৎকর্ত্তুমর্হসি। কাসি কস্যাসি তন্বঙ্গি কিমর্থমটনং বনে। তৎ কথ্যতাং মহাভাগে যাথাতথ্যং সুমধ্যমে ॥ ২৩ ॥ শিবোবাচ। পতিমন্বেষয়িষ্যামি সর্ব্বজ্ঞং সকলার্থদম্। স্বতন্ত্রং নির্ব্বিকারঞ্চ জগতামীশ্বরং বরম্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং গিরিজাং বৃষভধ্বজঃ। অহং তবোচিতো ভদ্রে পতির্নান্যো হি ভামিনি ॥ ২৫ ॥ বিমৃশ্যতাং বরারোহে তত্ত্বতো হি বরাননে। বচো নিশম্য রুদ্রস্য স্মিতপূর্ব্বমভাবত ॥ ২৬ ॥ ময়ার্থিতো মহাভাগ পতিস্ত্বং নান্যথা বদ। কিন্তু বক্ষ্যামি ভদ্রং তে নির্গুণোঽসি পরন্তপঃ ॥ ২৭ ॥ যয়া পুরা বৃতোঽসি ত্বং তপসা চ পরেণ হি। পরিত্যক্তা ত্বয়ারণ্যে ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী ॥ ২৮ ॥ দুরারাধ্যোঽসি সততং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি। তস্মান্ন বাচ্যং হি পুনর্যদুক্তং তে মমাগ্রতঃ ॥ ২৯ ॥ শবর্য্যা বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বৃষধ্বজঃ। মৈবং বদ বিশালাক্ষি ন ত্যক্তা সা তপস্বিনী। যদি ত্যক্তা ময়া তন্বি কিং বক্তুমিহ পার্য্যতে ॥ ৩০ ॥ এবং জ্ঞাত্বা বিশালাক্ষি কৃপণং কৃপণপ্রিয়ম্। তস্মাত্ত্বয়া হি কর্ত্তব্যং বচনং মে সুমধ্যমে ॥ ৩১ ॥ এবমভ্যর্থিতা তেন বহুধা শূলপাণিনা। প্রহস্য গিরিজা প্রাহ উপহাসপরং বচঃ ॥ ৩২ ॥ তপোধনোঽসি যোগীশ বিরক্তোঽসি নিরঞ্জনঃ। আত্মারামো হি নির্দ্বন্দ্বো মদনো যেন ঘাতিতঃ ॥ ৩৩ ॥ স ত্বং সাক্ষাদ্বিরূপাক্ষো ময়া দৃষ্টোঽসি চাদ্য বৈ। অশক্যো হি ময়া প্রাপ্তুং সর্ব্বেষাং দুরতিক্রমঃ। তস্মাত্ত্বয়া ন বক্তব্যং যদুক্তঞ্চ পুরা মম ॥ ৩৪ ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ মদনান্তকঃ। মম ভার্য্যা ভব ত্বং হি নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা তাং করেঽগৃহ্ণাচ্ছবরীং মদনাতুরঃ।

লেন না। তখন জ্ঞান-স্বরূপ শম্ভু স্বয়ং মদনারি হইয়াও সেই শবরী-বিরহে নিরন্তর মদনাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি নির্ম্মোহ হইয়াও মোহাপন্ন হইলেন। অনন্তর শিব পুনরায় সেই শবরীরূপিণী গিরিজাকে দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে বলিলেন,—অয়ি তন্বঙ্গি! আমার কথা শুন—শুনিয়া সেই অনুসারে কার্য্য কর। অয়ি সুমধ্যমে! কে তুমি? কাহার তুমি? কিজন্য এ বনে তোমার আগমন? হে মহাভাগে! তাহা যথাযথ আমার নিকট কীর্ত্তন কর। শিবা কহিলেন,—আমি এক, সর্ব্বজ্ঞ, সকলার্থপ্রদ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার, জগদীশ, বরেণ্য পতির অনুসন্ধান করিকরিতেছি। বৃষধ্বজ গিরিজার ঐ কথায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমিই তোমার উপযুক্ত পতি। হে ভামিনি! মদ্ব্যতীত পত্যন্তর নাই। হে বরারোহে! এ কথা যথার্থবোধে বিচার করিয়া দেখ। পার্ব্বতী রুদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—যাহা ইচ্ছা বল, কিন্তু হে মহাভাগ! তুমি আমার প্রার্থিত পতি নহ। পক্ষান্তরে হে মহাভাগ! তুমি যে আমার প্রার্থিত পতি, ইহার আর অন্যথা বলিও না। তোমার মঙ্গল হউক, পরন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নির্গুণ এবং পরন্তপ; তোমাকে পরম তপস্যা করিয়া যে ভামিনী পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, তাহাকে তুমি ক্ষণমধ্যেই অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছ। বুঝিলাম,—তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীরই দুরারাধ্য। অতএব তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার নিকট বলিও না। শবরীর বাক্য শুনিয়া বৃষধ্বজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি! তুমি এমন কথা বলিও না। আমি সেই তপস্বিনীকে পরিত্যাগ করি নাই! হে তন্বি! আমি যদি তাহাকে ত্যাগই করিব, তবে কি এখন এমন কথা বলিতে পারি? হে বিশালাক্ষি! আমাকে এইরূপে কৃপণেন্দ্রিয় কৃপণ জানিয়া তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। হে সুমধ্যমে! ইহাই আমার কথা। ১৬—৩১। শূলপাণি এইরূপে বহুবার অভ্যর্থনা করিলে গিরিজা হাস্য করিয়া সোপহাস বাক্যে বলিলেন,—হে যোগীশ! তুমি তপোধন, তুমি সংসারবিরাগী, নিরঞ্জন, তুমি আত্মারাম, দ্বন্দ্বাতীত, তুমিই মদনকে হনন করিয়াছ। সেই তুমি সাক্ষাৎ বিরূপাক্ষ অদ্য আমার অক্ষিগোচর হইলে। তুমি সকলের দুরধিগম; তোমাকে আমি কিছুতেই পাইতে পারি না। সুতরাং তুমি যাহা আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছ, তাহা আর বলিও না। শবরীরূপিণী শঙ্করীর বাক্য শুনিয়া স্মরহর বলিলেন,—তুমি আমার ভার্য্যা হও। ইহার অন্যথা করিও না। এই বলিয়া মদনাতুর মদনারি শবরীর

উবাচ তং স্ময়ন্তী সা মুঞ্চমুঞ্চেতি সাদরম্ ॥ ৩৭ ॥ নোচিতং ভগবন্ কর্ত্তুং তাপসেন বলাদিদম্। যাচস্বৈব পিতুর্মে ত্বং নান্যথাভিভবিষ্যসি ॥ ৩৭ ॥ মহাদেব উবাচ। পিতরং কথয়াশু ত্বং স্থিতঃ কুত্র শুভাননে। দ্রক্ষ্যামি তং বিশালাক্ষি প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ৩৮ ॥ এতদুক্তং তদা তেন নিশম্যাসিতনেত্রয়া। আনীতো হি তয়া তন্ব্যা পিতরং বৃষভধ্বজঃ ॥৩৯॥ স্থিতং কৈলাসশিখরে হিমবন্তং নগোত্তমম্। অদ্রিভির্বহুভিশ্চৈব সংবৃতং চ মহাপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥ দ্বারি স্থিতং তয়া দেব্যা দর্শিতং শঙ্করস্য চ। অসৌ মম পিতা দেব যাচস্ব বিগতত্রপঃ। দদাতি মাং ন সন্দেহস্তপস্বিন্ মা বিলম্বিতম্ ॥ ৪১ ॥ তথেতি মত্বা সহসা প্রণম্য হিমালয়ং বাক্যমিদং বভাষে। প্রযচ্ছ তাং চাদ্য গিরীশবর্য্য হার্ত্তায় কন্যাং সুভগাং মহামতে ॥ ৪২ ॥ কৃপণং বাক্যমাকর্ণ্য সমুত্থায় হিমালয়ঃ। মহেশং চ সমাদায় হ্যুবাচ গিরিরাট্ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ কিং জল্পসি হি ভো দেব তবাযুক্তং চ সাম্প্রতম্। ত্বং দাতা ত্রিষু লোকেষু ত্বং স্বামী জগতাং বিভো ॥ ৪৪ ॥ ত্বয়া ততমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। এবং স্তুতিপরোঽভূচ্চ হিমালয়গিরির্মহান্। আগতো নারদস্তত্র ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥ উবাচ প্রহসন্ বাক্যং শূলপাণে নমঃ প্রভো। হে শম্ভো শৃণু মে বাক্যং তত্ত্বসারময়ং পরম্ ॥ ৪৬ ॥ যোষিদ্ভিঃ সঙ্গতিঃ পুংসাং বিড়ম্বায়োপকল্পতে। ত্বং স্বামী জগতাং নাথঃ পরাণাং পরমঃ পরঃ। বিমৃশ্য সর্ব্বং দেবেশ যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪৭ ॥ এবং প্রবোধিতস্তেন নারদেন মহাত্মনা। প্রবোধমগমচ্ছম্ভুর্জহাস পরমেশ্বরঃ ॥৪৮॥ শিব উবাচ। সত্যমুক্তং ত্বয়া চাত্র নান্যথা নারদ ক্বচিৎ। যোষিৎসঙ্গতিমাত্রেণ নৃণাং পতনমেব চ ॥ ৪৯ ॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নান্যথা বচনং তব। অনয়া মোহিতোঽদ্যাহমানীতো গন্ধমাদনম্ ॥ ৫০ ॥ পিশাচবৎ কৃতমিদং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫১ ॥ তস্মান্ন তিষ্ঠামি গিরেঃ সমীপে ব্রজামি চাদ্যৈব বনান্তরং পুনঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা স জগাম মার্গং দুরত্যয়ং যোগিনামপ্যগম্যম্ ॥ ৫২ ॥ নিরালম্বং স বিজ্ঞায় নারদো বাক্যমব্রবীৎ। গিরিজাং চ গিরীন্দ্রং

করগ্রহণ করিলেন। তখন শবরী হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমায় ছাড়িয়া দিউন, ছাড়িয়া দিউন। হে ভগবন! তাপস আপনি, সবলে এরূপ কার্য্য করা আপনার উচিত হয় না। আমার পিতা আছেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন, অন্যথা আমায় এরূপে গ্রথাভিভূত করিবেন না। মহাদেব বলিলেন,—হে শুভাননে! তোমার পিতা কোথায় থাকেন, তাহা সত্বর বল? হে বিশালাক্ষি! আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্দর্শন করিব। মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই অসিতনয়না শবরী বৃষধ্বজকে স্বীয় সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং কৈলাশশিখরস্থ বহু-অদ্রি-পরিবৃত মহাপ্রভ নগবর হিমালয়কে দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—হে দেব! এই আমার পিতা। আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ইহার নিকট আমার জন্য প্রার্থনা করুন। হে তপস্বিন্! ইনি নিশ্চয়ই আমাকে ভবৎকরে অচিরে সম্প্রদান করিবেন। শিব 'তথাস্তু' বলিয়া সহসা হিমালয়কে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে গিরীশবর, হে মহামতে! আমার করে ভবদীয় সৌভাগ্যবতী কন্যাকে অদ্য সম্প্রদান করুন। গিরিরাজ হিমালয় সেই কৃপণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশকে স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দেব! তুমি সম্প্রতি একি অসাম্প্রত কথা কহিতেছ। হে বিভো! এ ত্রিলোকে তুমিই দাতা, তুমিই জগতের স্বামী; এই চরাচর বিশ্ব তুমিই ব্যাপিয়া রহিয়াছ। গিরিবর হিমালয় এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে ঋষিগণ-পরিবৃত নারদ তথায় সমাগত হইলেন। তিনি আসিয়া সহাস্য-আস্যে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো শূলপাণে! তোমাকে আমার নমস্কার। হে শম্ভো! মদীয় তত্ত্বসারময় পরমবাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, নারীসঙ্গ পুরুষদিগের বিড়ম্বনারই কারণ হইয়া থাকে। আপনি জগতের পতি, পরাৎপর জগন্নাথ। হে দেবেশ! আপনি এ সকল বিবেচনা করিয়া যাহা যোগ্য হয় বলুন। মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া শম্ভুর প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইল। পরমেশ্বর তখন হাস্য করিলেন। ৩২—৪৮। শিব কহিলেন,—নারদ! তুমি সত্য কথাই কহিয়াছ। তোমার কথা কখনই অন্যথা হইবার নহে। নারীগণের সঙ্গতিমাত্রেই নরগণের পতন অবশ্যম্ভাবী। তোমার এ কথা অন্যথা হইবার নহে; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই নারীর মোহে পড়িয়াই অদ্য আমি গন্ধমাদন-শৈলে আনীত হইয়াছি, এই পরমাদ্ভুত কার্য্য পিশাচবৎ আচরিত হইয়াছে। অতএব আমি আর গিরিসমীপে থাকিব না। অদ্য পুনরায়

চ পার্ষদান্ প্রতি সত্বরম্ ॥ ৫৩ ॥ বন্দনীয়শ্চ স্তুতাশ্চ ক্ষাম্যতাং পরমার্থতঃ। মহেশোঽয়ং জগন্নাথস্ত্রিপুরারির্মহাযশাঃ ॥ ৫৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নারদস্য মুখোদ্গতম্। গিরিজাং পুরতঃ কৃত্বা গিরয়ো হি মহাপ্রভাঃ ॥ ৫৫ ॥ দণ্ডবৎ পতিতাঃ সর্ব্বে শঙ্করং লোকশঙ্করম্। তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে প্রমথা গুহকাদয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ স্তূয়মানো হি ভগবানাগতো গন্ধমাদনম্। অঙ্গিরসা হি সর্ব্বেশো হ্যভিষিক্তো মহাত্মভিঃ ॥ ৫৭ ॥ তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্বাদিত্রাণি বহূনি চ। ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে পুষ্পবর্ষং ববর্ষিরে ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরগণৈর্বহুভিঃ পরীতো যোগীশ্বরো গিরিজয়া সহ বিশ্ববন্দ্যঃ। অভ্যর্থিতঃ পরমমঙ্গলমঙ্গলৈশ্চ দিব্যাসনোপরি ররাজ মহাবিভূত্যা ॥ ৫৯ ॥ এবংবিধান্যনেকানি চরিতানি মহাত্মনঃ। মহেশস্য চ ভো বিপ্রাঃ পাপহারীণি শৃণ্বতাম্ ॥ ৬০ ॥ যানি যানীহ রুদ্রস্য চরিতানি মহান্ত্যপি। শ্রুতানি পরমাণ্যেব ভূয়ঃ কিং কথয়ামি বঃ ॥ ৬১ ॥ ঋষয় উচুঃ। এবমুক্তং ত্বয়া সূত চরিতং শঙ্করস্য চ। অনেন চরিতেনৈব সন্তৃপ্তাঃ স্মো ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ সূত উবাচ। ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতমস্তি সর্ব্বং ময়া তত্তং শঙ্কররূপমদ্ভুতম্। সুবিস্তৃতং চাদ্ভুতবেদগর্ভং জ্ঞানাত্মকং পরমং চেদমুক্তম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ শ্রাবয়ন্তি শিবপ্রিয়ম্। শৃণ্বন্তি চৈব যে ভক্ত্যা শম্ভোর্মাহাত্ম্যমদ্ভুতম্। শিবশাস্ত্রমিদং প্রীত্যা তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ডে অঙ্গিরঃকৃতশিবরাজ্যাভিষেকবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বনান্তরে প্রয়াণ করিব। মহাদেব এই কথা কহিয়া এক দুর্গম পথে গমন করিলেন। সে পথ যোগিগণেরও অগম্য। নারদ সেই নিরালম্ব দেবের তত্ত্ব জানিয়া গিরিজা, গিরীন্দ্র ও পার্ষদগণের প্রতি বলিলেন,—ঐ মহাযশা ত্রিপুরারি, জগন্নাথ, সর্ব্বদা সকলেরই বন্দনীয় ও স্তবনীয়। অতএব উঁহার নিকট প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য। নারদের মুখোচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভাব গিরি সকল গিরিজাকে অগ্রবর্ত্তিনী করতঃ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিল। সমস্ত প্রমথ ও গুহকাদিও প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিল। ভগবান্ মহাদেব ঐ অবস্থায় গন্ধমাদনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন স্বয়ং অঙ্গিরা ও অন্যান্য মহাত্মা মহর্ষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বেশপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন দুন্দুভি ও অন্যান্য বহু বাদিত্র নিনাদিত হইল। ইন্দ্রাদি সুরগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্ববন্দিত গিরিজা ও যোগীশ্বর ব্রহ্মাদি বহু সুরগণে পরিবৃত হইলেন এবং পরম মঙ্গলময় বাক্যে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি দিব্যাসনোপরি মহাবিভূতি যোগে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! মহাত্মা মহেশের এবম্বিধ অসংখ্য চরিত আছে। আপনারা যে সকল পবিত্র রুদ্রচরিত শ্রবণ করিলেন, ঐ সমস্ত চরিতই পরমোত্তম। এক্ষণে অপর আর কি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিব? ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! শঙ্করের এই প্রকার চরিত আপনি কীর্ত্তন করিলেন। এই চরিত শ্রবণে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, সংশয় নাই। সূত কহিলেন,—ব্যাসদেবের প্রসাদে আমার যাহা শুনা ছিল, তাহা সমস্তই আমি কীর্ত্তন করিলাম। শঙ্করস্বরূপ অদ্ভুত, অতিবিস্তৃত, বেদবোধিত, জ্ঞানাত্মক ও পরমোত্তম; এই আমি সেই পরম রূপ বর্ণন করিলাম। যাহারা পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তির সহিত শিবপ্রিয় শ্রোতাকে শম্ভুর এই অদ্ভুত মাহাত্ম্যময় শিবশাস্ত্র শ্রবণ করায় বা স্বয়ং শ্রবণ করে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৯—৬৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তমিদং কেদারখণ্ডম্। ১

মাহেশ্বরখণ্ডম্।

কুমারিকাখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। দক্ষিণার্ণবতীরেষু যানি তীর্থানি পঞ্চ চ। তানি ব্রূহি বিশালাক্ষ বর্ণয়ন্ত্যতি তানি চ॥ ১॥ সর্ব্বতীর্থফলং যেষু নারদাদ্যা বদন্তি চ। তেষাং চরিতমাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥ ২॥ উগ্রশ্রবা উবাচ। শৃণুধ্বমত্যদ্ভুতপুণ্যসৎকথং কুমারনাথস্য মহাপ্রভাবম্। দ্বৈপায়নো যন্মম চাহ পূর্ব্বং হর্ষাশ্রুরোমোদ্গমচর্চ্চিতাঙ্গঃ॥ ৩॥ কুমারগীতা গাথাত্র শ্রূয়তাং মুনিসত্তমাঃ। যা সর্ব্বদেবৈর্মুনিভিঃ পিতৃভিশ্চ প্রপূজিতা॥ ৪॥ সাধ্বাচারঃ স্তম্ভতীর্থং যো নিষেবেত মানবঃ। নিয়তং তস্য বাসঃ স্যাদ্ব্রহ্মলোকে যথা মম॥ ৫॥ ব্রহ্মলোকাদ্বিষ্ণুলোকস্তস্মাদপি শিবস্য চ। পুত্রপ্রিয়ত্বাত্তস্যাপি গুহলোকো মহত্তমঃ॥ ৬॥ অত্রাশ্চর্য্যকথা যা চ ফাল্গুনস্য পুরেরিতা। নারদেন মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাং বো বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ॥ ৭॥ পুরা নিমিত্তে কস্মিংশ্চিৎ কিরীটী মণিকূটতঃ॥ সমুদ্রে দক্ষিণেঽভ্যাগাৎ স্নাতুং তীর্থানি পঞ্চ চ॥ ৮॥ বর্জ্জয়ন্তি সদা যানি ভয়াত্তীর্থানি তাপসাঃ। কুমারেশস্য পূর্ব্বঞ্চ তীর্থমস্তি মুনেঃ প্রিয়ম্॥ ৯॥ স্তম্ভেশস্য দ্বিতীয়ঞ্চ সৌভদ্রস্য মুনেঃ প্রিয়ম্। বর্করেশ্বরমন্যচ্চ পৌলোমীপ্রিয়মুত্তমম্॥ ১০॥ চতুর্থঞ্চ মহাকালং করন্ধমনৃপপ্রিয়ম্। ভরদ্বাজস্য তীর্থঞ্চ সিদ্ধেশাখ্যং হি পঞ্চমম্॥ ১১॥ এতানি পঞ্চ তীর্থানি দদর্শ কুরুপুঙ্গবঃ। তপস্বিভির্বর্জ্জিতানি মহাপুণ্যানি তানি চ॥ ১২॥ দৃষ্ট্বা পার্শ্বে নারদীয়ানপৃচ্ছত মহামুনীন্। তীর্থানীমানি রম্যাণি প্রভাবাদ্ভুতবন্তি চ॥ ১৩॥ কিমর্থং ব্রূত বর্জ্জ্যন্তে সদৈব ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ১৪॥ তাপসা উচুঃ। গ্রাহাঃ পঞ্চ বসন্ত্যেষু হরন্তি চ

প্রথম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বিশালাক্ষ! দক্ষিণ সাগরের তীরে যে পাঁচটী তীর্থ আছে, সাধারণে যাহাদিগের অতীব প্রশংসা করিয়া থাকে, আপনি সেই সকল তীর্থের বিবরণ বর্ণন করুন। নারদাদি মহর্ষিগণ ঐ সমস্ত তীর্থকে সর্ব্বতীর্থফলদায়ক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। আমরা সেই সকল তীর্থের চরিত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি। উগ্রশ্রবা কহিলেন, পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যাহার বর্ণনকালে হর্ষবশে রোমাঞ্চিতকায়ে আনন্দাশ্রু দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিলেন, সেই কুমারনাথের সুপ্রভাবশালী সাধু অত্যদ্ভুত পুণ্য কাহিনী আপনারা শ্রবণ করুন। হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা সর্ব্বদেব-মুনি-পিতৃলোক-পূজিত কুমারগীতা গাথা শ্রবণ করুন। যে মানব সদাচারে স্তম্ভতীর্থের সেবা করে, আমার ন্যায় তাহারও নিয়ত ব্রহ্মলোকে বাস হয়। পরে ব্রহ্মলোক হইতে বিষ্ণুলোকে, তথা হইতে শিবলোকে এবং শিব অত্যন্ত পুত্রপ্রিয় বলিয়া সেখান হইতে অত্যুত্তম গুহলোকেও সেই মানব বাস করিয়া থাকে। হে মুনিগণ! এবিষয়ে দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যে আশ্চর্য্যকথা বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে তাহা সবিস্তরে বলিতেছি। পুরাকালে কোনও কারণে অর্জ্জুন মণিকূট হইতে দক্ষিণসাগরতীরে পঞ্চতীর্থে স্নানার্থ গমন করেন। তাপসগণ ভয়বশতঃ সেই সকল তীর্থ সতত বর্জ্জন করিতেন। প্রথম কুমারেশ তীর্থ, উহা মুনিজনের অতীব প্রিয়। দ্বিতীয় স্তম্ভেশ তীর্থ, উহা সৌভদ্র মুনির অতিপ্রিয়। তৃতীয় উত্তম বর্করেশ্বর তীর্থ; উহা পৌলোমীর প্রীতিকর। চতুর্থ মহাকাল তীর্থ, উহা করন্ধম নৃপতির প্রীতিবিধায়ক, এবং ভরদ্বাজের সিদ্ধেশনামক তীর্থই পঞ্চতীর্থ। কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন তপস্বিজনবর্জ্জিত এই পাঁচটী মহাপুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থ নারদীয় মহামুনিদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে মহর্ষিগণ! এই সকল অদ্ভুতপ্রভাব রম্য তীর্থ, ব্রহ্মবাদী তপস্বিগণ কি জন্য বর্জ্জন করেন?—আমাকে তদ্বিবরণ বলুন। ১—১৪। তাপসগণ কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! এই পঞ্চতীর্থে পাঁচটী

তপোধনান্। অত এতানি বর্জ্জ্যন্তে তীর্থানি কুরুনন্দন। ইতি শ্রুত্বা মহাবাহুর্গমনায় মনো দধে ॥১৫॥ ততস্তং তাপসাঃ প্রোচুর্গন্তুং নার্হসি ফাল্গুন। বহবো ভক্ষিতা গ্রাহৈ রাজানো মুনয়স্তথা ॥ ১৬॥ ত্বঞ্চ দ্বাদশ বর্ষাণি তীর্থানামর্ব্বুদেষ্বপি। স্নাতঃ কিমেতৈস্তীর্থৈস্তে মা পতঙ্গব্রতো ভব ॥ ১৭॥ অর্জ্জুন উবাচ। যদুক্তং করুণাসারৈঃ সারং কিং তদিহোচ্যতাম্। ধর্ম্মার্থী মনুজো যশ্চ ন স বার্য্যো মহাত্মভিঃ ॥ ১৮॥ ধর্ম্মকামং হি মনুজং যো বারয়তি মন্দধীঃ। তদাশ্রিতস্য জগতো নিঃশ্বাসৈর্ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥ ১৯॥ যজ্জীবিতং চাচিরাংশুসমানক্ষণভঙ্গুরম্। তচ্চেদ্ধর্ম্মকৃতে যাতি যাতু দোষোঽস্তি কো ননু ॥ ২০॥ জীবিতঞ্চ ধনং দারাঃ পুত্রাঃ ক্ষেত্রগৃহাণি চ। যান্তি যেষাং ধর্ম্মকৃতে ত এব ভুবি মানবাঃ ॥ ২১॥ তাপসা উচুঃ। এবং তে ব্রুবতঃ পার্থ দীর্ঘমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতাম। সদা ধর্ম্মে রতির্ভূয়াদ্‌যাহি স্বং কুরু বাঞ্ছিতম্ ॥ ২২॥ এবমুক্তঃ প্রণম্যৈতানাশীর্ভিরভিসংস্কৃতঃ। জগাম তানি তীর্থানি দ্রষ্টুং ভরতসত্তমঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ সৌভদ্রমাসাদ্য মহর্ষেস্তীর্থমুত্তমম্। বিগাহ্য তরসা বীরঃ স্নানং চক্রে পরন্তপঃ ॥ ২৪ ॥ অথ তং পুরুষব্যাঘ্রমন্তর্জ্জলচরো মহান্। নিজগ্রাহ জলে গ্রাহঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৫ ॥ তমাদায়ৈব কৌন্তেয়ো বিস্ফুরন্তং জলেচরম্। উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্বলেন বলিনাং বরঃ ॥ ২৬ ॥ উদ্ধৃতশ্চৈব তু গ্রাহঃ সোঽর্জ্জুনেন যশস্বিনা। বভূব নারী কল্যাণী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ২৭ ॥ দীপ্যমানশিখা বিপ্রা দিব্যরূপা মনোরমা। তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥ তাং স্ত্রিয়ং পরমপ্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ। কা বৈ ত্বমসি কল্যাণি কুতো বা জলচারিণী ॥ ২৯ ॥ কিমর্থঞ্চ মহৎ পাপমিদং কৃতবতী হ্যসি ॥ ৩০ ॥ নার্য্যুবাচ। অপ্সরা হ্যস্মি কৌন্তেয় দেবারণ্যনিবাসিনী। ইষ্টা ধনপতেনিত্যং বর্চ্চা নাম মহাবল। মম সখ্যশ্চতস্রোঽন্যাঃ সর্ব্বাঃ কামগমাঃ শুভাঃ ॥ ৩১ ॥ তাভিঃ সার্দ্ধং প্রযা-

---

গ্রহে বাস করে; তাহারা জলমগ্ন তাপসগণকে বিনাশ করিয়া থাকে; সেইজন্য এই তীর্থ কয়টী বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাবাহু অর্জ্জুন এই কথা শুনিয়া সেই সকল তীর্থে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। তাপসগণ তাহাকে কহিলেন,—হে ফাল্গুন! সেই গ্রাহগণ কর্ত্তৃক অনেকানেক রাজা ও মুনি ভক্ষিত হইয়াছে। অতএব তুমি এই সকল তীর্থে যাইও না। তুমি দ্বাদশ বর্ষ কাল অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তীর্থে স্নান করিয়াছ; সুতরাং এ কয়টী তীর্থে স্নান না করিলে তোমার ক্ষতি কি? তুমি পতঙ্গবৎ স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে যাইও না। অর্জ্জুন বলিলেন,—হে করুণাপরায়ণ মহর্ষিগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা আপনাদিগের সদয়-হৃদয়তার অভিব্যঞ্জক মাত্র, পরন্তু জগতে সার কি? তাহা বলুন। মহাত্মা জনগণের পক্ষে ধর্ম্মার্থী মানবকে ধর্ম্মকার্য্যে বারণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে মন্দবুদ্ধি মানব ধর্ম্মাচরণাভিলাষী ব্যক্তিকে নিবারণ করে, তদীয় নিশ্বাস দ্বারা তদাশ্রিত জনগণও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জীবন যদি ধর্ম্মকর্ম্মার্থ বিনষ্ট হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? যাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, জীবন, ধন, এসকল ধর্ম্মার্থে ব্যয়িত হয়, ভূমণ্ডলে তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য। তাপসগণ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি যে এরূপ কথা বলিলে, ইহাতে তোমার দীর্ঘ আয়ু আরও দীর্ঘ হউক, এবং ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাউক; যাও আপন অভিপ্রায় সাধন কর। ভরতসত্তম অর্জ্জুন এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া সেই মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া সেই সকল তীর্থ দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন। পরে পরন্তপ বীর অর্জ্জুন সৌভদ্র মহর্ষির উত্তম স্বস্তেশতীর্থে যাইয়া সোৎসাহে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলেন। তখন জলমধ্যবাসী মহান গ্রাহ সেই পুরুষব্যাঘ্র কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়কে আসিয়া গ্রাস করিল। বলিপ্রধান মহাবাহু কুন্তীনন্দন সবলে সেই স্ফুরমাণ জলচরকে লইয়াই তীরে উত্থান করিলেন। হে বিপ্রগণ! যশস্বী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই গ্রাহ উদ্ধৃত হইয়া সহসা দিব্যরূপা মনোরমা অতিদীপ্তিমতী সর্ব্বাভরণভূষিতা কল্যাণী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় সেই পরম অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সুপ্রীতিসহকারে সেই নারীকে এইরূপ জিজ্ঞাসিলেন,—অয়ি কল্যাণি! তুমি কে? কেনই বা জলচারিণী হইয়াছিলে? তুমি কেনই বা এমন পাপ করিয়াছিলে, যাহার ফলে তোমার এমন দুর্গতি ঘটিয়াছিল? ১৫—৩০। সেই রমণী কহিল,—হে কৌন্তেয়! আমি দেবারণ্যনিবাসিনী অপ্সরা। হে মহাবল! আমার নাম বর্চ্চা; আমি ধনপতির নিয়ত অভিমতা। একদা আমি আমার কামগামিনী শুভদর্শনা অপর চারিজন

তাস্মি দেবরাজনিবেশনাৎ। ততঃ পশ্যামহে সর্ব্বা ব্রাহ্মণঞ্চানিকেতনম্ ॥ ৩২ ॥ রূপবন্তমধীয়ানমেকমেকান্তচারিণম্। তস্য বৈ তপসা বীর তদ্বনং তেজসাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্য ইব তং দেশং কৃৎস্নমেবাবভাসয়ৎ। তস্য দৃষ্ট্বা তপস্তাদৃগ্রূপঞ্চাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৩৪ ॥ অবতীর্ণাস্মি তং দেশং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া। অহঞ্চ সৌরভেয়ী চ সামেয়ী বুদ্বুদা লতা ॥ ৩৫ ॥ যৌগপদ্যেন তং বিপ্রমভ্যগচ্ছাম ভারত। গায়ন্ত্যো ললমানাশ্চ লোভয়ন্ত্যশ্চ তং দ্বিজম্ ॥ ৩৬ ॥ স চ নাস্মাসু কৃতবান্ মনো বীরঃ কথঞ্চন। নাকম্পত মহাতেজাঃ স্থিতস্তপসি নির্ম্মলে ॥ ৩৭ ॥ সোঽশপৎ কুপিতোঽস্মাসু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ। গ্রাহভূতা জলে যূয়ং ভবিষ্যথ শতং সমাঃ ॥ ৩৮ ॥ ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ সর্ব্বা ভরতসত্তম। আয়াতাঃ শরণং বিপ্রং তপোধনমকল্মষম্ ॥ ৩৯ ॥ রূপেণ বয়সা চৈব কন্দর্পেণ চ দর্পিতাঃ। অযুক্তং কৃতবত্যঃ স্ম ক্ষন্তুমর্হসি নো দ্বিজ ॥ ৪০ ॥ এষ এব বধোঽস্মাকং স পর্য্যাপ্তস্তপোধন। যদ্বয়ং শংসিতাত্মানং প্রলোব্ধুং ত্বামুপাগতাঃ ॥ ৪১ ॥ অবধ্যাস্তু স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা মন্যন্তে ধর্ম্মচিন্তকাঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ এষ বাদো মনীষিণাম্ ॥ ৪২ ॥ শরণঞ্চ প্রপন্নানাং শিষ্টাঃ কুর্ব্বন্তি পালনম্। শরণ্যং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মস্তস্মাত্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণঃ শুভকর্ম্মকৃৎ। প্রসাদং কৃতবান্ বীর রবিসোমসমপ্রভঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। ভবতীনাং চরিত্রেণ পরিমুহ্যামি চেতসি। অহো ধার্ষ্ট্যমহো মোহো যৎ পাপায় প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৪৫ ॥ মস্তকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদয়ং জনঃ। আহারোঽপি ন রোচেত কিমুতাকার্য্যকারিতা ॥ ৪৬ ॥ অহো মানুষ্যকং জন্ম সর্ব্বজন্মসু দুর্লভম্। তৃণবৎ ক্রিয়তে কৈশ্চিদ্‌যোষিন্মূঢ়ৈর্হ্যধরৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তান্ বয়ং সম্পৃচ্ছামো জনির্বঃ কিং নিমিত্ততঃ। কো বা লাভো বিচার্য্যৈতন্মনসা সহ প্রোচ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ ন চৈতাঃ পরিনিন্দামো জনির্যাভ্যঃ প্রবর্ত্ততে। কেবলং তান্ বিনিন্দামো যে চ তাসু নিরর্গলাঃ ॥ ৪৯ ॥ যতঃ পদ্মভুবা সৃষ্টং

সখী লইয়া দেবরাজভবন হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক পথিমধ্যে এক নিকেতন-হীন, রূপবান্, একাকী বিচরণ-পরায়ণ, অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণকে দর্শন করি। হে বীর! সেই ব্রাহ্মণ আদিত্যতুল্য তেজে সেই বন সমুদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন। আমরা তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব ও রূপ দেখিয়া তদীয় তপস্যার বিঘ্নাচরণ কামনায় সেই স্থানে অবতরণ করিলাম এবং হে ভরতনন্দন! আমি, সৌরভেয়ী, সামেয়ী, বুদ্বুদা ও লতা,—আমরা পাঁচ সখী মিলিত ভাবে গান করিতে করিতে বিবিধ হাবভাব বিকাশসহকারে সেই ব্রাহ্মণের লোভ জন্মাইবার জন্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। পরন্তু হে বীর! সেই মহাতেজা মুনি, নির্ম্মল তপস্যায়ই নিবিষ্ট রহিলেন; কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না কিম্বা অণুমাত্র আসক্তি প্রকাশ করিলেন না। হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ! পরে সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া আমাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে,—তোমরা শতবর্ষকাল গ্রাহরূপে জলমধ্যে বাস করিবে। হে ভরতসত্তম! আমরা তাহাতে ব্যথিতচিত্তে সেই অকল্মষ তপোধন ব্রাহ্মণের শরণাগত হইয়া কহিলাম,—হে তপোধন ব্রাহ্মণ! আমরা রূপে, বয়সে ও কন্দর্পে দর্পিত হইয়া যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমরা যে আপনার ন্যায় বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছি, ইহাই আমাদিগের মৃত্যুতুল্য। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মনীষিগণের এই উক্তি প্রচলিত আছে যে, ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীগণ অবধ্য বলিয়াই গণনীয়! আরও দেখুন, সাধুজনেরা শরণাগতের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি শরণাগতপালক; অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন! হে বীর! আমরা এইরূপ বলিলে সেই রবি-শশিসমকান্তি ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মকারী বিপ্র আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।৩১—৪৪। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তোমাদিগের চরিত্রে আমি মনে মনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতেছি; ওঃ! কি ধৃষ্টতা! মোহের কি প্রভাব! —যাহার ফলে অধঃপাতে যাইতে হয়! মৃত্যু যে সকলেরই মস্তকে অধিষ্ঠিত,জনগণ ইহা যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের আহারেও রুচি হয় না, অকার্য্য করণের কথা আর কি বলিব? আহা! সর্ব্বজন্মের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া সেই মানবজন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া ফেলে! ঐ সকল মূঢ়দিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদিগের জন্ম কি জন্য? আর জন্মের লাভই বা কি? অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিয়া তাহা বলিতে পার? নারীগণ হইতে জীবজগতের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি না; পরন্তু

মিথুনং বিশ্ববৃদ্ধয়ে। তত্তথা পরিপাল্যং বৈ নাত্র দোষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৫০ ॥ যা বান্ধবৈঃ প্রদত্তা স্যাদ্বহ্নিদ্বিজসমাগমে। গার্হস্থ্যপালনং ধর্ম্মং তয়া সাকং হি সর্ব্বদম্ ॥ ৫১ ॥ যথাপ্রকৃতিপুংযোগো যত্নেনাপি পরস্পরম্। সাধ্যমানো গুণায় স্যাদগুণায়াপ্যসাধিতঃ ॥ ৫২ ॥ এবং যত্নাৎ সাধ্যমানং স্বকং গার্হস্থ্যমুত্তমম্। গুণায় মহতে ভূয়াদগুণায়াপ্যসাধিতম্ ॥ ৫৩ ॥ পুরে পঞ্চমুখে হ্যাস্থ একাদশভটৈর্যুতঃ সাকং নার্য্যা বহুপত্যাঃ স কথং স্যাদচেতনঃ ॥ ৫৪ ॥ যশ্চ স্ত্রিয়া সমাযোগঃ পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ম্মভিঃ। বিশ্বোপকৃতয়ে সৃষ্টো মূঢৈর্ঘ্না সাধ্যতেঽন্যথা ॥ ৫৫ ॥ অহো শৃণুধ্বং নো চেদ্বঃ শুশ্রূষা জায়তে শুভা। তথাপি বাহ্বাক্রন্দং। বোক্রম্যামঃ শৃণোতি কঃ ॥ ৫৬ ॥ ষড়্ধাতুসারং তদ্বীর্য্যং সমানং পাবহায় চ। বিনিক্ষেপে কুযোনৌ তু তস্মেদং প্রোক্তবান্ যমঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রথমং চৌষধীদ্রোগ্ধা আত্মদ্রোগ্ধা ততঃ সমাঃ ॥ ৫৮ ॥ মনুষ্যং পিতরো দেবা মুনয়ো মানবাপুনঃ। পিতৃদ্রোগ্ধা বিশ্বদ্রোগ্ধা যাত্যন্ধং শাশ্বতীঃ স্তথা। ভূতানি চোপজীবন্তি তদর্থং নিয়তো ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ বচসা মনসা চৈব জিহ্বয়া করশ্রোত্রকৈঃ। দান্তমাহুর্হি সত্তীর্থং কাকতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৬০ ॥ কাকপ্রায়ে নরে যস্মিন্ রমন্তে তামসা জনাঃ। হংসোঽয়মিতি দেবানাং কোঽর্থস্তেন বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৬১ ॥ এবংবিধং হি বিশ্বস্য নির্ম্মাণং স্মরতো হৃদি। অপি কৃতে ত্রিলোক্যাশ্চ কথং পাপে রমেন্মনঃ ॥ ৬২ ॥ তদিদং চান্যমর্ত্ত্যানাং শাস্ত্রদৃষ্টমহো স্ত্রিয়ঃ। যমলোকে ময়া দৃষ্টং মুহে প্রত্যক্ষতঃ কথম্ ॥ ৬৩ ॥ ভবতীষু চ কঃ কোপো যে যদর্থে হি নির্ম্মিতাঃ। তে তমর্থং প্রকুর্ব্বন্তি সত্যমস্ত্বভমেব চ ॥ ৬৪ ॥ শতং সহস্রং বিশ্বঞ্চ সর্ব্বমক্ষয়বাচকম্। পরিমাণং শতত্বেব নৈতদক্ষয্যবাচকম্ ॥ ৬৫ ॥ যদা চ বো গ্রাহভূতা গৃহ্নতীঃ পুরুষান্ জলে। উৎকর্ষতি জলাৎ কশ্চিৎ স্থলে পুরুষসত্তমঃ ॥

যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জভাবে আসক্ত হয়, কেবল তাহাদিগকেই নিন্দা করি। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা জগতের বৃদ্ধি নিমিত্ত মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। বহ্নির ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বান্ধব কর্ত্তৃক যে নারী প্রদত্তা হয়, তাহার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই প্রশংসাজনক এবং সর্ব্বসুখ-সম্পাদক। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ পরস্পরের যত্নে সাধিত হইলেই সুফলপ্রদ হয়; নচেৎ অনিষ্টসাধকই হইয়া থাকে। উত্তম গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও স্বকীয় প্রযত্নে সম্পাদিত হইলেই উত্তম ফলদায়ক হয়, অন্যথা অহিতকরই হইয়া থাকে। পঞ্চমুখপুরে সস্ত্রীক হইয়া বহু সন্ততি-সম্পন্ন যে দ্বারী একাদশজন অনুচরের সহিত অবস্থান করে, সে অনবধান হইবে কি প্রকারে? জগতের উপকারার্থ পঞ্চ-যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা যে স্ত্রীসংযোগের বিধান সৃষ্ট হইয়াছে, হায়! হায়! মূঢ়গণ তাহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। আহা! জনগণ! তোমরা শ্রবণ কর। আর যদি তোমাদিগের শ্রবণাভিলাষ না থাকে, তথাপি আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক চিৎকার করিতে নিবৃত্ত হইব না! হায়! কাহাকেই বা বলি, আর কেই বা শুনে! রস-রক্তাদি ছয়টী ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্য্য যে মূঢ় যোগ্য যোনি পরিহারপূর্ব্বক কুযোনিতে নিক্ষেপ করে, যমদেব তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে ওষধিদ্রোহী, আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী; সুদীর্ঘকালের জন্য তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। পিতৃ, দেব, মুনি, মানব ও অপরাপর প্রাণীরা মনুষ্যকেই উপজীব্য করিয়া থাকে; সুতরাং সন্তানোৎপাদনার্থ সকলেরই বৈধ যত্ন করা আবশ্যক। যিনি বাক্য, মন, জিহ্বা, হস্ত ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন, তাঁহাকেই সত্তীর্থ বলা যায়; অপর সমস্ত কাকতীর্থ-পদবাচ্য।৪৫—৬০। যে কাক-সদৃশ মনুষ্যে তামস জনগণ হংসসদৃশ বোধে অনুরক্ত হয়, তাদৃশ মানব-দ্বারা দেবগণের কি উপকার? ইহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশ্বের এবম্বিধ নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য হৃদয়ে স্মরণ করিলে ত্রৈলোক্যলাভনিমিত্তও কি পাপে অনুরক্তি জন্মে? হে রমণীগণ! অপরাপর মর্ত্ত্যগণের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দুর্গতি সকল আমি যমলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সুতরাং আমার তাহাতে মোহ জন্মিবে কিরূপে? আর তোমাদিগের প্রতিই বা কোপ হইবে কেন? শুভই হউক আর অশুভই হউক, যাহারা যাহার জন্য নির্ম্মিত, তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। শত সহস্রাদি যত কিছু অনন্ত পরিমাণবাচক শব্দ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা অনন্ত পরিমাণ-বাচক নহে। সুদীর্ঘ পরিমাণ-বাচক মাত্র; সুতরাং তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছি, তাহা অনন্তকালের জন্য নহে, পরন্তু দীর্ঘকালের নিমিত্ত; এইরূপই বুঝিও। তোমরা গ্রাহরূপে জলে থাকিয়া

৬৬॥ তদা যূয়ং পুনঃ সর্ব্বাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্যথ। অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে হসতাপি কদাচন। কল্যাণস্য সুপূজ্যস্য শুদ্ধিস্তদ্বরা হি বঃ॥ ৬৭॥ নার্য্যূচুঃ। ততোঽভিবাদ্য তং বিপ্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্॥ ৬৮॥ অচিন্তয়ামাপস্থত্য তস্মাদ্দেশাৎ সুদুঃখিতাঃ। ক স্থ নাম বয়ং সর্ব্বাঃ কালেনাল্পেন তং নরম্॥ ৬৯॥ সমাগচ্ছেম যো নঃ স্বং রূপমাপাদযেৎ পুনঃ। তা বয়ং চিন্তয়িত্বেহ মুহূর্ত্তাদিব ভারত॥ ৭০॥ দৃষ্টবত্যো মহাভাগং দেবর্ষিমথ নারদম্। সর্ব্বা হৃষ্টাঃ স্ম তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমমিতদ্যুতিম্॥ ৭১॥ অভিবাদ্য চ তং পার্থ স্থিতাঃ স্মো দুঃখিতাননাঃ। স নোঽপৃচ্ছদ্দুঃখমূলমুক্তবত্যো বয়ঞ্চ তম্॥ ৭২॥ শ্রুত্বা তচ্চ যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ। দক্ষিণে সাগরেঽনূপে পঞ্চ তীর্থানি সন্তি বৈ॥ ৭৩॥ পুণ্যানি রমণীয়ানি তানি গচ্ছত মা চিরম্। তত্রস্থাঃ পুরুষ-ব্যাঘ্রঃ পাণ্ডবো বো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৭৪॥ মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাত্মা দুঃখাদস্মান্ন সংশয়ঃ। তস্য সর্ব্বা বয়ং বীর শ্রুত্বা বাক্যমিহাগতাঃ॥ ৭৫॥ ত্বমিদং সত্যবচনং কর্ত্তুমর্হসি পাণ্ডব। ত্বদ্বিধানাং হি সাধূনাং জন্ম দীনোপকারকম্॥ ৭৬॥ শ্রুত্বেতি বচনং তস্যাঃ সপ্নৌ তীর্থেষ্বনুক্রমাৎ। গ্রাহভূতাশ্চোজ্জহার যথাপূর্ব্বাঃ স পাণ্ডবঃ॥ ৭৭॥ ততঃ প্রণম্য তা বীরং প্রোচ্যমানা জয়াশিষঃ। গন্তুং কৃতাভিলাষাশ্চ প্রাহ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৭৮॥ এষ মে হৃদি সন্দেহঃ সুদৃঢ়ঃ পরিবর্ত্ততে। কস্মাদ্বো নারদমুনিরনুজজ্ঞে প্রবাসিতুম্॥ ৭৯॥ সর্ব্বঃ কোঽপ্যতিহীনোঽপি স্বপূজাস্বার্থসাধকঃ। স্বপূজাতীর্থেঽধিবাসং প্রোক্তবান্নারদঃ কথম্॥ ৮০॥ তথৈব নবদুর্গাসু সতীর্থভিলাসু চ। সিদ্ধেশে সিদ্ধগণপে চাপি লোহত্র স্থিতিঃ কথম্॥ ৮১॥ একৈক এষাং শক্তো হি অপি দেবান্নিবারিতুম্। তীর্থসংরোধকারিণ্যঃ সর্ব্বা নানাবাৎ কথম্॥ ৮২॥ ইতি চিন্তয়তো মহ্যং ভৃশং দোলায়তে মনঃ। মহন্মে কৌতুকং জাতং সত্যং বা বক্তুমর্হথ॥ ৮৩॥ অপ্সরস উচুঃ।

পুরুষগণকে গ্রহণ করিতে থাকিলে যখন কোনও পুরুষসত্তম তোমাদিগকে জল হইতে স্থলে উঠাইবেন, তখন আবার তোমরা নিজ নিজ রূপ প্রাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে পরিহাসক্রমেও কখনও মিথ্যা বলি নাই; সুতরাং এই প্রকারে শুদ্ধিলাভ করিয়াই তোমরা পরম কল্যাণভাজন হইবে। ৬১—৬৭। সেই রমণী বলিল,—অতঃপর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সুদুঃখিত-চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোন্ স্থানে থাকিলে আমরা অল্পকালে তেমন মানবের সমাগম লাভ করিতে পারিব,—যিনি আমাদিগের স্বীয়রূপ লাভ করাইবেন। হে ভারত! আমরা মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই মহাভাগ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলাম। হে পার্থ! সেই অমিতদ্যুতি দেবর্ষিকে দেখিয়া আমরা হৃষ্টচিত্তে সকলেই তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক দুঃখ-ম্লানমুখে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিলাম। তিনি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসিলে আমরা যথাযথ দুঃখহেতু বর্ণন করিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—দক্ষিণ সাগরের তীরে পাঁচটী রমণীয় পুণ্য তীর্থ আছে। তোমরা অবিলম্বে তথায় যাও। সেখানে থাকিলে শুদ্ধাত্মা পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। হে বীর! আমরা সেই নারদের কথামতই এখানে আসিয়াছি। হে পাণ্ডব! আপনি সেই মহর্ষিবাক্যের সত্যতা সম্পাদন করুন।—যেহেতু আপনাদিগের মত সাধুজনগণের জন্মই দীনগণের উপকারার্থ। ৬৮—৭৬। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সেই রমণীর কথা শুনিয়া যথাক্রমে সেই সকল তীর্থে স্নানপূর্ব্বক গ্রাহরূপিণী নারীগণকে উদ্ধার করিলেন। পরে সেই নারীগণ বীরবর অর্জ্জুনকে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় জয়াশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যম করিলে পৃথানন্দন ধনঞ্জয় তাহাদিগকে কহিলেন,—নারীগণ! আমার হৃদয়ে এই একটী ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, নারদ মুনি তোমাদিগকে এই সকল তীর্থে বাস করিতে অনুমতি করিলেন কেন? নীচ বা উচ্চ সকলেই আপন আপন পূজাদিগের উৎকর্ষবিধানেই যত্ন করে, পরন্তু নারদ মুনি, তদীয় পূজাতীর্থে তোমাদিগকে বাস করিতে কেন বলিলেন? আরও বিশেষ, এখানে অতি প্রভাববতী নবদুর্গা বিরাজমানা রহিয়াছেন; আর সিদ্ধেশ নামক সিদ্ধ গণেশও এখানে বিরাজমান; সুতরাং তোমরা এখানে বাস করিলেই বা কি প্রকারে? অতত্রা দেবগণ প্রত্যেকেই অপর সমস্ত দেবগণকেই নিবারণ করিতে সমর্থ; অথচ তোমরা তীর্থের সংরোধ ঘটাইলেও তোমাদিগকে ইহারা বারণ করিলেন না কেন? এই চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে; ইহার

যোগ্যং পৃচ্ছসি কৌন্তেয় পুনঃ পশ্চোত্তরাং দিশম্ ॥ ৮৪ ॥ এষ ঋষিবিপ্রৈরভিসংবৃতোঽর্চ্চ্যো মুনিঃ সমায়াতি তথেতি নারদঃ। সর্ব্বং হি পৃষ্টং তব বৈ স বক্তা প্রোচ্যৈবমাকাশতলং গতাস্তাঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্থেন পঞ্চাপ্সরঃসমুদ্ধরণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততো দ্বিজৈঃ পরিবৃতং নারদং দেবপূজিতম্। অভিগম্যোপজগ্রাহ সর্ব্বানথ স পাণ্ডবঃ ॥ ১ ॥ ততস্তং নারদঃ প্রাহ জয়ারাতিধনঞ্জয়। ধর্ম্মে ভবতি তে বুদ্ধির্দেবেষু ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ২ ॥ কচ্চিদেতাং মহাযাত্রাং বীর দ্বাদশবার্ষিকীম্। আচরন্ খিদ্যসে নৈবমথ বা কুপ্যসে ন চ ॥ ৩ ॥ মুনীনামপি চেতাংসি তীর্থযাত্রাসু পাণ্ডব। খিদ্যন্তি পরিকুপ্যন্তি শ্রেয়সাং বিঘ্নমূলতঃ ॥ ৪ ॥ কচ্চিন্নৈতেন দোষেণ সমাশ্লিষ্টোঽসি পাণ্ডব। অত্র চাঙ্গিরসা গীতাং গাথামেতাং হি শুশ্রুম ॥ ৫ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। নির্ব্বিকারাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৬ ॥ তদিদং হৃদি ধার্য্যং তে কিং বা ত্বং তাত মন্যসে। ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরো যস্য সখা যস্য স কেশবঃ ॥ ৭ ॥ পুনরেতৎ সমুচিতং যদ্বিপ্রৈঃ শিক্ষণং নৃণাম্। বয়ং হি ধর্ম্মগুরবঃ স্থাপিতাস্তেন বিষ্ণুনা ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুনা চাত্র শৃণুমো গীতাং গাথাং দ্বিজান্ প্রতি ॥ ৯ ॥ যস্যামলামৃতযশঃশ্রবণাবগাহঃ সদ্যঃ পুনাতি জগদা শ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ। সোঽহং ভবদ্ভিরুপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিশ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি যঃ প্রতিকূলবর্ত্তী ॥ ১০ ॥ প্রিয়ঞ্চ পার্থ তে ব্রূমো যেষাং কুশলকামুকঃ। সর্ব্বে কুশলিনস্তে চ যাদবাঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ১১ ॥ অধুনা ভীমসেনেন কুরূণামুপতাপকঃ। শাসনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য বীরবর্ম্মা নৃপো হতঃ ॥ ১২ ॥ স হি রাজ্ঞামজেয়োঽভূদ্‌যথা পূর্ব্বং বলির্বলী। কণ্টকং কণ্টকেনৈব ধৃতরাষ্ট্রো জিগায় তম্ ॥ ১৩ ॥ ইত্যাদি-

---

কারণ সত্যরূপে ব্যক্ত কর; এ বিষয়ে আমার অতীব কৌতুক জন্মিয়াছে। অপ্সরারা কহিল,—হে কৌন্তেয়! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। পরন্তু উত্তর দিক্ অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, স্বীয় অনুচর বিপ্রগণে সমাবৃত হইয়া পূজনীয় নারদ মুনি আগমন করিতেছেন। আপনার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বৃত্তান্তই তিনি আপনাকে বলিবেন। এই বলিয়া সেই অপ্সরারা গগনাবলম্বনে প্রস্থান করিল। ৭৭—৮৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অতঃপর দ্বিজগণ-পরিবৃত দেবপূজিত নারদ মুনিকে ও তৎসহচর অপরাপর মুনিগণকে অভিগমনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। নারদ তাঁহাকে কহিলেন,—হে রিপু-ধনঞ্জয়ী অর্জ্জুন! তোমার জয় হউক! তোমার মতি পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মে, দেবে ও ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত আছে তো? হে বীর! তুমি এই দ্বাদশবার্ষিকী মহাযাত্রা আচরণ করিয়া খেদযুক্ত বা ক্ষুব্ধ হইতেছ না ত? হে পাণ্ডব! তীর্থযাত্রায় শ্রেয়স্কর কর্ম্মের বিঘ্নবাহুল্য দর্শনে মুনিগণেরও মন খিন্ন ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। হে পাণ্ডব! তোমার তো এ সকল দোষ ঘটে নাই? এবিষয়ে বৃহস্পতি-গীত এই গাথাটী শুনিতে পাই যে—যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মন সুসংযত থাকে এবং ক্রিয়া সকল নির্ব্বিকার ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল পাইয়া থাকে। ইহা তোমার হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য। হে তাত! যুধিষ্ঠির তোমার ভ্রাতা, আর কেশব তোমার সখা; সুতরাং তোমারই বা এবিষয়ে মত কি? বিপ্রগণ যে নরগণকে শিক্ষা দান করেন, ইহা তাঁহাদিগের সমুচিত কার্য্য; যেহেতু আমরা সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধর্ম্মগুরুরূপেই স্থাপিত হইয়াছি। দ্বিজগণের সম্বন্ধে সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক গীত একটী গাথা আমরা শুনিতে পাই!—যাহার অমল যশোবার্ত্তা-শ্রবণরূপ অমৃতাবগাহন নিঃসন্দিগ্ধরূপে চণ্ডাল পর্য্যন্তকেও পবিত্র করে, সেই আমিও আপনাদিগের তিরস্কারে কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকি; আমি প্রতিকূলাচরণকারী স্ববাহু ছেদনেও অপরাঙ্মুখ। হে পার্থ! তোমাকে একটী প্রিয় সংবাদ বলিতেছি। তুমি যাহাদিগের কুশল কামনা কর, সেই যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই কুশলে আছেন। সম্প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ভীমসেন কুরুবর্গের উপতাপকারী বীরবর্ম্মা নৃপতিকে নিহত করিয়াছেন। সেই বলী বীরবর্ম্মা, পুরাকালীন বলিরাজার ন্যায় রাজগণের অজেয় হইয়া ছিলেন; পরন্তু রাজা

নারদপ্রোক্তাং বাচমাকর্ণ্য ফাল্গুনঃ। অতীব মুদিতঃ প্রাহ তেষামকুশলং কুতঃ ॥ ১৪ ॥ যে ব্রাহ্মণমতে নিত্যং যে চ ব্রাহ্মণপূজকাঃ। অহং চ শক্ত্যা নিয়তস্তীর্থানি বিচরন্নহ্ ॥ ১৫ ॥ আগতস্তীর্থমেতদ্ধি প্রমোদোঽতীব মে হৃদি। তীর্থানাং দর্শনং ধন্যমবগাহস্ততোঽধিকঃ ॥১৬॥ মহাত্ম্যশ্রবণং তস্মাদৌর্ব্বোঽপি মুনিরব্রবীৎ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থস্যাস্য গুণান্মুনে ॥ ১৭ ॥ এতেনৈব শ্রাব্যমেতদ্যত্ত্বয়াঙ্গীকৃতং মুনে। ত্বং হি ত্রিলোকীং বিচরন্ বেৎসি সর্ব্বাং হি সারতাম্ ॥ ১৮ ॥ তদেতৎ সর্ব্বতীর্থেভ্যোঽধিকং মন্যে ত্বদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥ নারদ উবাচ। উচিতং তব পার্থৈতদ্যৎ পৃচ্ছসি গুণিন্ গুণান্। গুণিনামেব যুজ্যন্তে শ্রোতুং ধর্ম্মোত্তবা গুণাঃ। সাধূনাং ধর্ম্মশ্রবণৈঃ কীর্ত্তনৈর্যাতি চাঘহম্ ॥ ২০ ॥ পাপানামসদালাপৈরায়ুর্যাতি যথাঘহম্। তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি তীর্থস্যাস্য গুণান্ বহূন্ ॥ ২১ ॥ যথা শ্রুত্বা বিজানাসি যুক্তমঙ্গীকৃতং ময়া। পুরাহং বিচরন্ পার্থ ত্রিলোকীং কপিলানুগঃ ॥ ২২ ॥ গতবান্ ব্রহ্মণো লোকং তত্রাপশ্যং পিতামহম্। স হি রাজর্ষিদেবর্ষিমূর্ত্তামূর্ত্তৈঃ সুসংবৃতঃ ॥ ২৩ ॥ বিভাতি বিমলো ব্রহ্মা নক্ষত্রৈরুডুরাড়িব। তমহং প্রণিপত্যাথ চক্ষুষা কৃতস্বাগতঃ ॥ ২৪ ॥ উপবিষ্টঃ প্রমুদিতঃ কপিলেন সহৈব চ। এতস্মিন্নন্তরে তত্র বার্ত্তিকাঃ সমুপাগতাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রদীয়ন্তে হি তে নিত্যং জগদ্দ্রষ্টুং হি ব্রহ্মণা। কৃতপ্রণামানথ তান্ সমাসীনান্ পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ চক্ষুষামৃতকল্পেন প্লাবয়ন্নিব চাব্রবীৎ। কুত্র কুত্র বিচীর্ণং বো দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥ ২৭ ॥ কিঞ্চিদেবাদ্ভুতং ব্রূত শ্রবণাদ্যেন পুণ্যতা। এবমুক্তে ভগবতা তেষাং যঃ প্রবরো মতঃ ॥ ২৮ ॥ সুশ্রবা নাম ব্রহ্মাণং প্রণিপত্যেদমুচিবান্। প্রভোরগ্রে চ বিজ্ঞপ্তির্যথা দীপো রবেস্তথা ॥ ২৯ ॥ তথাপি খলু বাচ্যং মে পরার্থং প্রেরিতেন তে। মুনিঃ কাত্যায়নো নাম শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ পুনর্বহূন্ ॥ ৩০ ॥ সারজিজ্ঞাসয়া তস্থাবেকাঙ্গুষ্ঠঃ শতং

ধৃতরাষ্ট্র কণ্টকদ্বারা কণ্টকোদ্ধারের ন্যায় তাঁহাকে জয় করিয়াছেন। ১—১৩। নারদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনাপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণগণের মতানুবর্ত্তী, তাহাদিগের অকুশল হইবে কিরূপে? আমিও যথাশক্তি নানাতীর্থে বিচরণ করিয়া এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতে আমার অন্তঃকরণে অতীব প্রসাদ জন্মিয়াছে। তীর্থের দর্শনই ধন্যতা-সাধক, অবগাহন তদপেক্ষাও অধিক, মাহাত্ম্য শ্রবণ তদপেক্ষাও সমধিক ফলদায়ক। একথা ঔর্ব্ব মুনি বলিয়াছেন। হে মুনিবর! সেই জন্য আমি এই তীর্থের গুণশ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি এ তীর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই ইহার গুণ শ্রবণ করা আমার আবশ্যক। আপনি ত্রিলোকে বিচরণ করেন বলিয়া সকলেরই সার জ্ঞাত আছেন। এই তীর্থ আপনারই আহৃত, এজন্য বোধ হয়, এই তীর্থ সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।১৪—১৯। নারদ কহিলেন, হে গুণবান্ পার্থ! তুমি যে তীর্থের গুণ জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা তোমার উচিতই বটে! ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা গুণিগণেরই যোগ্য। যেমন অসদালাপে দিন দিন পাপীদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়, প্রতিদিন ধর্ম্মকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনেও তেমনি সাধুজনগণের পাপ-ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব আমি এই তীর্থের বিশেষ গুণ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আমার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার যে সত্য, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। হে পৃথানন্দন! আমি পুরাকালে কপিল মুনির সহিত ত্রিলোকে বিচরণ করিতে করিতে একদা ব্রহ্মলোকে যাইয়া দেখিলাম, ব্রহ্মা-মূর্ত্তামূর্ত্ত রাজর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্ররাজি-রাজিত বিমল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কপিলের সহিত আমি তাঁহাকে প্রণিপাত করিলাম। তিনি নয়নেঙ্গিত দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিলে আমরা সানন্দমনে উপবেশন করিলাম। ইত্যবসরে সেখানে বার্ত্তাহরগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা প্রতিদিন তাহাদিগকে জগৎপরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাহারা প্রণাম করিয়া সমাসীন হইলে পিতামহ অমৃতকল্প নেত্রপাতে তাহাদিগকে প্লাবিত করিয়াই যেন বলিলেন, তোমরা কোথায় কোথায় বিচরণ করিয়াছ? দৃষ্ট ও শ্রুত যাহা কিছু অদ্ভুত বৃত্তান্ত, এবং যাহা শ্রবণে পুণ্যলাভ হয়, তাহা বল। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে তাহাদের মধ্য হইতে সুশ্রবা নামক প্রধান ব্যক্তি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার অগ্রে বিজ্ঞাপন করা সূর্য্যোদয়ে দীপের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও যখন আদিষ্ট হইয়াছি, তখন পরকীয় বার্ত্তা আমায় বলিতেই হইবে। কাত্যায়ন নামক মুনি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

সমাঃ। ততঃ প্রোবাচ তং দিব্যা বাণী কাত্যায়ন শৃণু॥ ৩১॥ পুণ্যে সরস্বতীতীরে পৃচ্ছ সারস্বতং মুনিম্। স তে সারং ধর্ম্মসাধ্যং ধর্ম্মজ্ঞোঽভিবদিষ্যতি॥ ৩২॥ ইতি শ্রুত্বা মুনিবরো মুনিশ্রেষ্ঠমুপেত্য তম্। প্রণম্য শিরসা ভূমৌ পপ্রচ্ছেদং হৃদি স্থিতম্॥ ৩৩॥ সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথা পরে সাঙ্খ্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি যোগমন্যে প্রচক্ষতে॥ ৩৪॥ ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব ভূশমার্জ্জবম্ কেচিন্মৌনং প্রশংসন্তি কেচিদাহুঃ পরং শ্রুতম্॥ ৩৫॥ সম্যগ্দানং প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমম্। অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মাণি তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ॥ ৩৬॥ আত্মদানং পরং কেচিৎ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনম্। ইত্থং ব্যবস্থিতে লোকে কৃত্যাকৃত্যবিধৌ জনাঃ॥ ৩৭॥ ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি কিং শ্রেয় ইতিবাদিনঃ। যদেতেষু পরং কৃত্যমনুষ্ঠেয়ং মহাত্মভিঃ॥ ৩৮॥ বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ মম সর্ব্বার্থসাধকম্॥ ৩৯॥ সারস্বত উবাচ। যন্মাং সরস্বতী প্রাহ সারং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু। ছায়াকারং জগৎ সর্ব্বমুৎপত্তিক্ষয়ধর্ম্মি চ। বারাঙ্গনানেত্রভঙ্গস্তদ্বদ্ভঙ্গুরমেব তৎ॥ ৪০॥ ধনায়ুর্যৌবনং ভোগান্ জলচন্দ্রবদস্থিরান্। বুদ্ধ্যা সম্যক্ পরামৃশ্য স্থাণুদানং সমাশ্রয়েৎ॥ ৪১॥ দানবান্ পুরুষঃ পাপং নালং কর্ত্তুমিতি শ্রুতিঃ। স্থাণুভক্তো জন্মমৃত্যু নাপ্নোতীতি শ্রুতিস্তথা॥ ৪২॥ সাবর্ণিনা চ গাথে দ্বে কীর্ত্তিতে শৃণু যে পুরা। বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মো বৃষভো যস্য বাহনম্॥ ৪৩॥ পূজ্যতে স মহাদেবঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে। দুঃখাবর্ত্তে তমোদ্বারে ধর্ম্মাধর্ম্মজলে তথা॥ ৪৪॥ ক্রোধপঙ্কে মদগ্রাহে লোভবুদ্বুদসঙ্কটে। মানগম্ভীরপাতালে সত্ত্বযানবিভূষিতে॥ ৪৫॥ মজ্জন্তং তারয়ত্যেকো হরঃ সংসারসাগরাৎ। দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ॥ ৪৬॥ পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমুদ্ধরেৎ। ধর্ম্মে রাগঃ শ্রুতৌ চিন্তা দানে ব্যসনমুত্তমম্॥ ৪৭॥ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্। দেশেঽস্মিন্ ভারতে জন্ম প্রাপ্য মানুষ্যমধ্রুবম্॥ ৪৮॥ ন

তন্মধ্যে সারধর্ম্ম জানিবার জন্য একাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া শত বৎসর যাবৎ তপস্যা করিতেছিলেন। পরে তাঁহার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হয় যে, হে কাত্যায়ন। শ্রবণ কর। তুমি পুণ্য সরস্বতীতীরে যাইয়া তত্রত্য সারস্বত মুনিকে জিজ্ঞাসা কর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি, তোমাকে সাধন-যোগ্য সার-ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন। মুনিবর কাত্যায়ন এই কথা শুনিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহাকে মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণামপূর্ব্বক হৃদয়স্থ জিজ্ঞাস্য সকল বলিতে লাগিলেন। কাত্যায়ন কহিলেন,— হে মুনিবর! কেহ সত্য, কেহ তপস্যা, কেহ শৌচ, কেহ সাংখ্য, কেহ যোগ, কেহ ক্ষমা, কেহ সরলতা, কেহ মৌন, কেহ শাস্ত্রাভ্যাস, কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য, কেহ অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম, এবং কেহ বা লোষ্ট্র-প্রস্তর-কাঞ্চনাদিতে সমবুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন; পরন্তু এইরূপ বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হওয়ায় জনগণ কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কি যে শ্রেয়স্কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এ সকলের মধ্যে যাহা পরম শ্রেয়ঃসাধন, যাহা সর্ব্বার্থসাধক, মহাত্মা জনগণেরও যাহা সযত্নে অনুষ্ঠেয়, সেই সার-ধর্ম্ম আমাকে উপদেশ করুন। সারস্বত কহিলেন,—হে মুনে। এ সম্বন্ধে দেবী সরস্বতী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই সার-বার্ত্তা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সমগ্র জগৎ ছায়ার ন্যায় উৎপত্তি-ক্ষয়যুক্ত; ধন আয়ু ও যৌবন বারনারীর ভ্রূবিলাস সদৃশ ক্ষণস্থায়ী; ভোগ্যসমূহ জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র সম অস্থির; বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিচার করিয়া শিবসেবা ও দান করা কর্ত্তব্য। দানবান্ পুরুষ পাপে লিপ্ত হয় না, এইরূপ শ্রুতি আছে। আর শিবভক্ত মানব জন্ম-মৃত্যুভাগী হয় না, এরূপও শ্রুতি আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাবর্ণি যে দুইটী গাথা গান করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ ধর্ম্মই বৃষ, সেই বৃষ যাহার বাহন, সেই মহাদেব পরম ধর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি পরম পূজ্য। দুঃখ যাহার আবর্ত্ত, অজ্ঞান যাহার প্রবেশপথ, ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার জল, ক্রোধ যাহার পঙ্ক, মদ যাহার গ্রাহ, লোভ যাহার বুদ্বুদ, অভিমান যাহার পাতালসম গভীরতা, এবং প্রাণিবর্গ যাহার শোভাসম্পাদক যানশ্রেণী, তাদৃশ সংসারসাগর-মগ্ন জনগণকে এক মাত্র হরদেবই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। বিত্ত, বাক্য, আয়ু ও কলেবর এই চারিটী অসার বস্তু; এই সকল অসার বস্তু হইতে যথাক্রমে দান, সত্য, কীর্ত্তি-ধর্ম্ম এবং পরোপকার এই সারচতুষ্টয় উদ্ধার করিবে। ধর্ম্মে অনুরাগ, শাস্ত্রে চিন্তা, দানে অত্যাসক্তি, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য,—এই কয়টীই জন্মগ্রহণের ফল। এই ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া

কুর্য্যাদাত্মনঃ শ্রেয়স্তেনাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্। দেবাসুরাণাং সর্ব্বেষাং মানুষ্যমতিদুর্লভম্॥ ৪৯॥ তৎ সম্প্রাপ্য তথা কুর্য্যান্ন গচ্ছেন্নরকং যথা। সর্ব্বস্য মূলং মানুষ্যং তথা সর্ব্বার্থসাধকম্॥ ৫০॥ যদি লাভে ন যত্নস্তে মূলং রক্ষ্যং প্রযত্নতঃ। মহতা পুণ্যমূল্যেন ক্রীয়তে কায়নৌস্ত্বয়া॥ ৫১॥ গন্তুং দুঃখোদধেঃ পারং তর যাবন্ন ভিদ্যতে। অবিকারিশরীরত্বং দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য বৈ ততঃ॥ ৫২॥ নাপক্রামতি সংসারাদাত্মহা স নরাধমঃ। তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ। দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥ ৫৩॥ কাত্যায়ন উবাচ। দানস্য তপসো বাপি ভগবন্ কিঞ্চ দুষ্করম্। কিং বা মহৎ ফলং প্রেত্য সারস্বত ব্রবীহি তৎ॥ ৫৪॥ সারস্বত উবাচ। ন দানাদ্দুষ্করতরং পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন। মুনে প্রত্যক্ষমেবৈতদ্দৃশ্যতে লোকসাক্ষিকম্॥ ৫৫॥ পরিত্যজ্য প্রিয়ান প্রাণান ধনার্থে হি মহাভয়ম্। প্রবিশন্তি মহালোভাৎ সমুদ্রমটবীং গিরিম্॥ ৫৬॥ সেবামন্যে প্রপদ্যন্তে শ্ববৃত্তিরিতি যা স্মৃতা। হিংসাপ্রায়াং বহুক্লেশাং কৃষিঞ্চৈব তথা পরে॥ ৫৭॥ তস্য দুঃখার্জ্জিতস্যেহ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ। আয়াসশতলব্ধস্য পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ॥ ৫৮॥ যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্। অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি॥ ৫৯॥ অহন্যহনি যাচন্তমহং মন্যে গুরুং যথা। মার্জ্জনং দর্পণস্যেব যঃ করোতি দিনেদিনে॥ ৬০॥ দীয়মানং হি নাপৈতি ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। কূপ উৎসিচ্যমানো হি ভবেচ্ছুদ্ধো বহূদকঃ॥ ৬১॥ একজন্মসুখস্যার্থে সহস্রাণি বিলাপয়েৎ। প্রাজ্ঞো জন্মসহস্রেষু সঞ্চিনোত্যেকজন্মনি॥ ৬২॥ মূর্খো হি ন দদাত্যর্থানিহ দারিদ্র্যশঙ্কয়া। প্রাজ্ঞস্তু বিসৃজত্যর্থানমুত্র তস্য শঙ্কয়া॥ ৬৩॥ কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনো ভঙ্গুরাশ্রয়াঃ। যদর্থং ধনমিচ্ছন্তি তচ্ছরীরমশাশ্বতম্॥ ৬৪॥ অক্ষরদ্বয়মভ্যস্তং নাস্তিনাস্তীতি যৎ পুরা। তদিদং দেহিদেহীতি বিপরীতমুপস্থিতম্॥৬৫॥ বোধয়ন্তি চ যাচন্তো

যে ব্যক্তি আত্মকল্যাণ-সাধনে যত্ন না করে, সে প্রকৃতই আত্মবঞ্চনাকারী। দেবাসুরাদি সকলের পক্ষেই মনুষ্য জন্ম অতীব দুর্লভ; সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এমন আচরণ করিবে, যাহাতে নরকে যাইতে না হয়। মনুষ্যজন্মই সর্ব্ববিধ স্বার্থসাধনের মূলধনস্বরূপ; তদ্দ্বারা যদি লাভের লালসা নাও কর, তথাপি সযত্নে মূলধন রক্ষা করিও। তুমি দুঃখসাগর পার হইবার জন্য মহান্ পুণ্যরূপ মূল্য দ্বারা দেহরূপ নৌকা ক্রয় করিয়াছ, অতএব ইহা যাবৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, তাবৎ ইহা দ্বারা দুঃখসাগর পার হইবার চেষ্টা কর। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম এবং শরীরের অবৈকল্য লাভ করিয়াও যে নরাধম সংসার হইতে অপক্রান্ত না হয়, সে আত্মঘাতী। এই সংসারে পরলোক-হিতবিধানার্থ যতিগণ তপশ্চরণ করেন, যাজ্ঞিকগণ হোমানুষ্ঠান করেন এবং দাতারা দান করিয়া থাকেন। ৩৪—৫৩। কাত্যায়ন কহিলেন,—হে সারস্বত মুনিবর! দান ও তপস্যার মধ্যে কোন্‌টী দুষ্কর? আর ইহাদিগের কোন্‌টী দ্বারাই বা পরলোকে অধিক ফল জন্মে? হে ভগবন্! তাহা আমাকে বলুন। সারস্বত কহিলেন, পৃথিবীতে দান অপেক্ষা অপর কোনও দুষ্কর কার্য্য নাই। হে মুনে! লোক সমক্ষে ইহা ত' প্রত্যক্ষই দেখা যায়। জনগণ ধনলাভার্থ লোভবশে প্রিয় প্রাণের মমতা পরিহার করিয়াও সাগরে, গিরিতে ও অরণ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যাহা শ্ববৃত্তি নামে প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ সেই সেবাবৃত্তির আশ্রয় করে; আবার অপরে হিংসাবহুল অনেক ক্লেশযুক্ত কৃষিবৃত্তির অবলম্বন করিয়া থাকে। এবম্বিধ দুঃখোপার্জ্জিত, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, শত সহস্র আয়াসে লব্ধ ধনের পরিত্যাগ সুদুষ্কর। যাহা দান করে এবং যাহা উপভোগ করে, ধনী মানবের তাহাই ধন; ধনীর মৃত্যুর পর তদীয় ধন ও দারা দ্বারা অপরেই ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে প্রতিদিন যাচন করে, আমি তাহাকে গুরুতুল্য মনে করি; কারণ, সে দিনে দিনে দর্পণপ্রায় পাপীর কলুষমোচন করিয়া থাকে। ৫৪—৬০। দান করিলে ধন ক্ষয় হয় না; পরন্তু তাহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।—কূপের জল সেচন করিলে পর উহা বহু নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। একটী জন্মে সুখলাভের নিমিত্ত সহস্র সহস্র জন্ম বৃথা ব্যয়িত হয়; পরন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্মের ফল এক জন্মেই লাভ করিয়া থাকে। মূর্খ মানব ইহ জন্ম দরিদ্রতার আশঙ্কায় ধন দান করে না; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কালে দারিদ্রের আশঙ্কায় ধন দান করিয়া থাকেন। ক্ষণস্থায়ী আশার বশীভূত দেহিগণ ধন দ্বারা কি করিবে? যে জন্য ধন কামনা করে, সেই শরীরই ত অস্থায়ী। পূর্ব্ব জন্মে যাহারা 'নাই, নাই'

দেহীতি কৃপণং জনাঃ। অবস্থেয়মদানস্য মা ভূদেবং ভবানপি ॥ ৬৬ ॥ দাতুরেবোপকারায় বদত্যর্থীতি দেহি মে। যস্মাদ্দাতা প্রয়াত্যূর্দ্ধমধস্তিষ্ঠেৎ প্রতীগ্রহী ॥ ৬৭ ॥ দরিদ্রা ব্যাধিতা মূর্খাঃ পরপ্রেষ্যকরাঃ সদা। অদত্তদানাজ্জায়ন্তে দুঃখস্যৈব হি ভাজনাঃ ॥ ৬৮ ॥ ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রং বাতপস্বিনম্। উভাবম্ভসি মোক্তব্যৌ কণ্ঠে বদ্ধা মহাশিলাম্ ॥ ৬৯ ॥ শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ। বক্তা শতসহস্রেষু দাতা জায়েত বা ন বা ॥ ৭০ ॥ গোভির্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ। অলুব্ধৈর্দানশীলৈশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী ॥ ৭১ ॥ শিবিরৌশীনরোঽঙ্গানি সুতং চ প্রিয়মৌরসম্। ব্রাহ্মণার্থমুপাকৃত্য নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ ॥ ৭২ ॥ প্রতর্দ্দনঃ কাশিপতিঃ প্রদায় নয়নে স্বকে। ব্রাহ্মণায়াতুলাং কীর্ত্তিমিহ চামুত্র চাশ্নুতে ॥ ৭৩ ॥ নিমী রাষ্ট্রং চ বৈদেহো জামদগ্ন্যো বসুন্ধরাম্। ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চাপি গয়শ্চোর্ব্বীং সপত্তনাম্ ॥ ৭৪ ॥ অবর্ষতি চ পর্জ্জন্যে সর্ব্বভূতনিবাসকৃৎ। বসিষ্ঠো জীবয়ামাস প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥ ৭৫ ॥ ব্রহ্মদত্তশ্চ পাঞ্চাল্যো রাজা বুদ্ধিমতাং বরঃ। নিধিং শঙ্খং দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দত্বা স্বর্গমবাপ্তবান্ ॥ ৭৬ ॥ সহস্রজিচ্চ রাজর্ষিঃ প্রাণানিষ্টান্ মহাযশাঃ। ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য গতো লোকানমুত্তমান্ ॥ ৭৭ ॥ এতে চান্যে চ বহবঃ স্থাণোর্দানেন ভক্তিতঃ। রুদ্রলোকং গতা নিত্যং শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৮ ॥ এষাং প্রতিষ্ঠিতা কীর্ত্তির্যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী। ইতি সঞ্চিন্ত্য সারার্থী স্থাণুদানপরো ভব ॥ ৭৯ ॥ সোঽপি মোহং পরিত্যজ্য তথা কাত্যায়নোঽভবৎ ॥ ৮০ ॥ নারদ উবাচ। এবং সুশ্রবসা প্রোক্তাং কথামাকর্ণ্য পদ্মভূঃ। হর্ষাশ্রুসংযুতোঽতীব প্রশশংস মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮১ ॥ সাধু তে ব্যাহৃতং বৎস এবমেতন্ন চান্যথা। সত্যং সারস্বতঃ প্রাহ সত্যা চৈবং তথা শ্রুতিঃ ॥ ৮২ ॥ দানং যজ্ঞানাং

এই যে হ্যঙ্কর শব্দ অভ্যাস করে, পরজন্মে তাহাই "দেও দেও" এইরূপ বিপরীতাকার ধারণ করিয়া তাহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। যাচকেরা কৃপণের নিকট যাইয়া "দেও দেও" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে "আপনি যেন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন না।" এই কথাই বুঝাইয়া দেয়। যাচক ব্যক্তি দাতার উপকারের জন্যই "আমাকে দেও" এ কথা বলে; যে হেতু দাতা উর্দ্ধগত ও প্রতিগ্রহীতা অধোগত হয়। যাহারা দান না করে, তাহারাই জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূর্খ, ও পরাধীনরূপে বিবিধ দুঃখভাজন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ধনবান্ হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্যা না করে; তবে তাহাদিগকে কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জল মধ্যে নিমজ্জিত করা কর্ত্তব্য। শত ব্যক্তির মধ্যে একজন শূর জন্মে, সহস্রের মধ্যে একজন পণ্ডিত জন্মে, শত সহস্রের মধ্যে একজন বক্তা জন্মে; পরন্তু দাতা জন্মে কি না সন্দেহ। গো, বিপ্র, বেদ, সতী, সত্যবাদী, লোভহীন, ও দানশীল এই সাতটী দ্বারা পৃথিবী পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। উশীনরনন্দন শিবি রাজা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রিয় ঔরস পুত্র এবং স্বীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া দান করিয়াছিলেন; তাহারই ফলে ইহ লোক হইতে স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। কাশিপতি প্রতর্দ্দন রাজা, ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় দান করিয়া ইহ-পর উভয় লোকে অতুলনীয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। বৈদেহ নিমি রাজা স্বীয় রাজ্য, জামদগ্ন্য রাম সমগ্রা পৃথিবী, এবং গয় রাজা পুরাদি-শোভিতা সমগ্রা মহী, ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। প্রজাবর্গ অনাবৃষ্টিবশে নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে প্রজাপতির ন্যায় মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাদিগকে সুখ-নিবাস সম্পাদন দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন। ধীমান্‌গণের অগ্রণী পাঞ্চাল্য ব্রহ্মদত্ত রাজা, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদিগকে নিধি দান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। মহাযশাঃ রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণের জন্য প্রিয় প্রাণ পরিহার করিয়া অনুত্তম লোক লাভ করিয়াছেন। এই সকল এবং অপরাপর অনেকানেক শান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শিবভক্তি ও দান-মহিমায় নিয়ত রুদ্রলোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬১—৭৮। পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অতএব হে কাত্যায়ন! তুমি শিব সেবায় ও দানকার্য্যে অনুরক্ত হও। সারস্বত মুনির উপদেশ অনুসারে কাত্যায়ন মুনিও মোহহীন হইয়া ঈশানে ও দানে সমাসক্ত হইলেন। নারদ কহিলেন,—সুশ্রবার কথিত এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দাশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে বারম্বার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! তুমি অতি উত্তম সংবাদ কহিলে; ইহা সত্যই বটে; সারস্বত মুনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আর উক্ত-

বরূথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্ব্বভূতান্যুপজীবন্তি দানেনারাতীনপানুদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্দানং পরমং বদন্তীতি ॥ ৮৩ ॥ সংসারসাগরে ঘোরে ধর্ম্মাধর্ম্মোর্ম্মিসঙ্কুলে। দানং তত্র নিষেবেত তচ্চ নৌরিব নির্ম্মিতম্ ॥ ৮৪ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য চ ময়া পুষ্করে স্থাপিতা দ্বিজাঃ। গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে মধ্যদেশে দ্বিজাঃ কৃতে ॥ ৮৫ ॥ স্থাপিতাঃ শ্রীহরিভ্যাং তু শ্রীগৌর্য্যা বেদবিত্তমাঃ। রুদ্রেণ নাগরাশ্চৈব পার্ব্বত্যা শক্তিপূর্ভবাঃ ॥ ৮৬ ॥ শ্রীমালে চ তথা লক্ষ্ম্যা হ্যেবমাদিসুরোত্তমৈঃ। নানাগ্রহারাঃ সন্দত্তা লোকোদ্ধরণকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮৭ ॥ ন হি দানফলে কাঙ্ক্ষা কাচিন্নোঽস্তি সুরোত্তমাঃ। সাধুসংরক্ষণার্থং হি দানং নঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৮ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ কৃতস্থানা নানাধর্ম্মোপদেশনৈঃ। সমুদ্ধরন্তি বর্ণাংস্ত্রীংস্ততঃ পূজ্যতমা দ্বিজাঃ ॥ ৮৯ ॥ দানং চতুর্ব্বিধং দানমুৎসর্গঃ কল্পিতং তথা। সংশ্রুতং চেতি বিবিধং তৎক্রমাৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯০ ॥ বাপীকূপ-তড়াগানাং বৃক্ষবিদ্যাসুরৌকসাম্। মঠপ্রপাগৃহ-ক্ষেত্রদানমুৎসর্গ ইত্যসৌ ॥ ৯১ ॥ উপজীবন্নিমান্ যশ্চ পুণ্যং কোঽপি চরেন্নরঃ। ষষ্ঠমংশং স লভতে যাবদ্দযো বিস্থজেদ্দ্বিজঃ ॥ ৯২ ॥ তদেষামেব সর্ব্বেষাং বিপ্রসংস্থাপনং পরম্। দেবসংস্থাপনং চৈব ধর্ম্মস্ত-মূল এব যৎ ॥ ৯৩ ॥ দেবতায়তনং যাবদ্যাবচ্চ ব্রাহ্মণগৃহম্। তাবদ্দাতুঃ পূর্ব্বজানাং পুণ্যাংশশ্চো-পতিষ্ঠতি ॥ ৯৪ ॥ এতৎ স্বল্পং হি বাণিজ্যং পুনর্বহু-ফলপ্রদম্। জীর্ণোদ্ধারে চ দ্বিগুণমেতদেব প্রকীর্ত্তি-তম্ ॥ ৯৫ ॥ তস্মাদিদং ত্বহমপি ব্রবীমি সুরসত্তমাঃ। নাস্তি দানসমং কিঞ্চিৎ সত্যং সারস্বতো জগৌ ॥৯৬॥ নারদ উবাচ। ইতি সারস্বতপ্রোক্তাং তথা পদ্ম-ভূবেরিতাম্। সাধুসাধ্বিত্যমোদন্ত সুরাশ্চাহং সুবিস্মিতঃ ॥ ৯৭ ॥ ততঃ সভাবিসর্গান্তে সুরম্যে মেরুমূর্দ্ধনি। উপবিশ্য শিলাপৃষ্ঠে অহমেতদচিন্তয়ম্ ॥ ৯৮ ॥ সত্যমাহ বিরিঞ্চিশ্চ স কিমর্থং তু জীবতি।

রূপ সত্যশ্রুতিও আছে সত্য; সে শ্রুতি যথা—দানই যজ্ঞসমূহের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, যেহেতু দক্ষিণা দান ব্যতিরেকে যজ্ঞ বিফল হইয়া যায়। সকল প্রাণীই জীবিকার্থ দাতার অনুগত হয়, দান দ্বারা শত্রুসকল নিরাকৃত হয়; দানের ফলে বিদ্বেষীরাও মিত্রতা করে; এমন কি দানে সকল কামনাই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ তরঙ্গ-সমাকুল ঘোর সংসারসাগরে দানই নৌকাস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব দানের সেবা করিবে। আমি ইহা চিন্তা করিয়াই পুষ্করক্ষেত্রে দ্বিজগণকে স্থাপন করিয়াছি। শ্রী ও হরি—ইঁহারা সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে—ভারতের মধ্যদেশে দ্বিজগণকে স্থাপন করিয়াছেন। গৌরী ও রুদ্রদেবও নাগর-বিপ্রবর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পার্ব্বতী কর্তৃক শক্তিপুরবাসী দ্বিজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমাল প্রদেশে লক্ষ্মী দেবী দ্বিজগণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপ অনেকানেক সুরোত্তম, জনগণের উদ্ধার কামনায় নানাবিধ অগ্রহার-জীবিকা বিধানপূর্ব্বক নানাদেশে দ্বিজগণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে নরোত্তমগণ! সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ আমরা সাধু-সংরক্ষণ জন্যই দানের বিধান করিয়াছি। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণও সেই সেই স্থানে থাকিয়া বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা বর্ণত্রয়েরই উদ্ধার সাধন করেন; সেই জন্যই দ্বিজগণ পূজ্যতম। দান চতুর্ব্বিধ,—দান, উৎসর্গ, কল্পিত ও সংশ্রুত। ইহাদিগের লক্ষণ যথাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাপী, কূপ, তড়াগ, বৃক্ষ, বিদ্যা, দেবালয়, পানীয়শালা, মঠ, গৃহ ও ক্ষেত্র,—এই সমস্ত দান উৎসর্গ নামে অভিহিত। এতৎসমস্ত উপজীবিকা করিয়া যে কোন মানব পুণ্যাচরণ করে, দাতা দ্বিজ সেই মানবের অধিকার-কাল পর্য্যন্ত তদাচরিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করে। অতএব এ সকলের মধ্যেও আবার বিপ্র সংস্থাপন ও দেবসংস্থাপনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু উহা ধর্ম্মের মূলীভূত। দেবতায়তন ও ব্রাহ্মণভবন যাবৎকাল বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল ঐ সকল ভবনদাতার পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যাংশ সঞ্চিত থাকে। এই সৎকার্য্যরূপ অল্প বাণিজ্য বহুফলদায়ক। জীর্ণো-দ্ধারে ইহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে সুরসত্তমগণ! সেই জন্য আমিও বলি যে, সারস্বত মুনি যে বলিয়াছেন, দানসম আর পুণ্য নাই; তাহা সত্য। ৭৯—৯৬। নারদ কহিলেন,—সারস্বত মুনি-কথিত এই কথা ব্রহ্মার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা-মাত্র সুরগণ সাধু সাধু বলিয়া অনুমোদন করিলেন। আমিও সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। পরে সভাভঙ্গ হইলে আমি সুরম্য সুমেরুমস্তকে শিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগি-লাম। ভাবিলাম, ব্রহ্মা সত্যই বলিয়াছেন; যে

যেনৈকমপি তদ্বৃত্তং নৈব যেন কৃতার্থতা ॥ ৯৯ ॥ তদহং দানপুণ্যং হি করিষ্যামি কথং স্ফুটম্। কৌপীন-দণ্ডাস্বধনো ধনং স্বল্পং হি নাস্তি মে ॥ ১০০ ॥ অনর্হতে যদ্দদাতি ন দদাতি তথার্হতে। অর্হানর্হপরিজ্ঞানাদ্দান-ধর্ম্মো হি দুষ্করঃ ॥ ১০১ ॥ দেশে কালে চ পাত্রে চ শুদ্ধেন মনসা তথা। ন্যায়ার্জ্জিতং চ যো দদ্যাদ্যৌবনে স তদশ্নুতে ॥ ১০২ ॥ তমোবৃতস্তু যো দদ্যাদ্ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ। ভুঙ্ক্তে দানফলং তদ্ধি গর্ভস্থো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ বালত্বেঽপি চ সোঽশ্নাতি যদ্দত্তং দম্ভকারণাৎ। দত্তমন্যায়তো বিত্তং তথা বৈ চার্থকারণম্ ॥ ১০৪ ॥ বৃদ্ধত্বে হি সমশ্নাতি নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ। তস্মাদ্দেশে চ কালে চ সুপাত্রে বিধিনা নরঃ। শুভার্জ্জিতং প্রযচ্ছেত শ্রদ্ধয়া শাঠ্যবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥ তদেতন্নির্ধনত্বাচ্চ কথং নাম ভবিষ্যতি। সত্যমাহুঃ পুরা বাক্যং পুরাণমুনয়োঽমলাঃ ॥ ১০৬ ॥ নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকো ন পরশ্চ কথঞ্চন। অভিশস্তং প্রপশ্যন্তি দরিদ্রং পার্শ্বতঃ স্থিতম্ ॥ ১০৭ ॥ দারিদ্র্যং পাতকং লোকে কস্তচ্ছং-সিতুমর্হতি। পতিতঃ শোচ্যতে সর্ব্বৈর্নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে ॥ ১০৮ ॥ যঃ কৃশাশ্বঃ কৃশধনঃ কৃশভৃত্যঃ কৃশাতিথিঃ। স বৈ প্রোক্তঃ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ কৃশঃ ॥ ১০৯ ॥ অর্থবান্ দুষ্কুলীনোঽপি লোকে পূজ্যতমো নরঃ। শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ১১০ জ্ঞানবৃদ্ধাস্তপোবৃদ্ধা যে চ বৃদ্ধা বহুশ্রুতাঃ। তে সর্ব্বে ধনবৃদ্ধস্য দ্বারি তিষ্ঠন্তি কিঙ্করাঃ ॥ ১১১ ॥ যদ্যপ্যয়ং ত্রিভুবনে অর্থোঽস্মাকং পরাঙ্ নহি। তথাপ্যন্য-প্রার্থিতো হি তস্যৈব ফলদো ভবেৎ ॥ ১১২ ॥ অথবৈতৎ পুরা সর্ব্বং চিন্তয়িষ্যামি সুস্ফুটম্। বিলোকয়ামি পূর্ব্বং তু কিঞ্চিদ্যোগ্যং হি স্থানকম্ ॥ ১১৩ ॥ স চিন্তয়িত্বেতি বহুপ্রকারং দেশাংশ্চ গ্রামান্ন-গরাণি চাশ্রমান্। বহূনহং পর্য্যটন্নাপ্তবান্ হি স্থানং হিতং স্থাপয়ে যত্র বিপ্রান্ ॥ ১১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদার্জ্জুনসংবাদে দানপ্রশংসাবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ব্যক্তি উক্ত সদাচারসমূহের কোনও একটীরই অনুষ্ঠান করে না; সে কিজন্য জীবন ধারণ করে? তাদৃশ জীবনের ত কিছুমাত্র সার্থকতা নাই! কিন্তু আমি সেই দানপুণ্য কি প্রকারে উপার্জ্জন করিব? আমার ত কৌপীন ও দণ্ড ব্যতীত আর অল্পমাত্রও স্বীয় ধন নাই! অযোগ্য জনে দান করিতে নাই, আবার যোগ্য জনে দান না করাও দূষণীয়; সুতরাং যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দুঃসাধ্য। যোগ্য দেশে যোগ্য কালে যোগ্য পাত্রে বিশুদ্ধান্তঃকরণে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন যে জন দান করে, সে যৌবনকালে সেই ধনের উপভোগে সমর্থ হয়। যে জন তমোযুক্ত হইয়া ভয় কিম্বা ক্রোধবশে দান করে, সে সেই দানের ফল গর্ভে থাকিয়াই ভোগ করে; ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মানব যোগ্য দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া শুভকর্ম্মার্জ্জিত ধন, শঠতাহীন-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি দান করিবে। পরন্তু আমি নির্দ্ধন, সুতরাং আমার এই দান-ধর্ম্ম কি প্রকারে লাভ হইবে? পুরাকালে পুরাতন অমলাত্মা ঋষিগণ সত্যই বলিয়াছেন যে, অধন জনের ইহলোক বা পরলোক নাই। পার্শ্বস্থ দরিদ্রকে জনগণ অভিশাপগ্রস্ত বলিয়া বোধ করে। দারিদ্র্য যে কি পাতক, লোকে কেহই তাহা সম্যক্ বলিতে পারে না। পতিত ব্যক্তি ও নির্দ্ধন মানব —ইহারা জগতে সকলেরই শোকার্হ। যাহার অশ্ব কৃশ, ধন কৃশ, ভৃত্য কৃশ ও অতিথি কৃশ,— তাহাকেই কৃশ বলা যায়, যাহার শরীর মাত্র কৃশ, তাহাকে কৃশ বলা সঙ্গত নহে। অসৎ কুলজাত ব্যক্তিও যদি ধনবান্ হয়, তবে সে লোকে পূজ্যতম হইয়া থাকে; পরন্তু চন্দ্রসম নির্ম্মল বংশজাত ব্যক্তিও নির্দ্ধন হইলে সর্ব্বত্র পরিভব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ কিম্বা যাহারা বহু শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃত বৃদ্ধ, তাহারা সকলেই ধনবৃদ্ধ জনের দ্বারদেশে কিঙ্করের ন্যায় অবস্থান করে। যদিও আমাদিগের পক্ষে ত্রিভুবনে ধন দুর্লভ নহে, তথাপি অপরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা লব্ধ ধন দাতারই ফল-সাধক হইবে। অথবা এ সকল চিন্তা পরে বিশেষরূপে করা যাইবে; প্রথমতঃ কোন যোগ্যস্থান অবলোকন করা যাউক। আমি ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিবিধ দেশ, নগর, গ্রাম, আশ্রমাদি পর্য্যটন করিলাম; পরন্তু এমন কোনও যোগ্য স্থান পাইলাম না, যেখানে ব্রাহ্মণ স্থাপন করা যাইতে পারে। ৯৭—১১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্থত উবাচ। এবং স্থানানি পুণ্যানি যানি যানীহ বৈ ভুবি। নিরীক্ষংস্তত্র তত্রাহং নারদো বীরসত্তম॥ ১॥ বিচরন্মেদিনীং সর্ব্বাং প্রাপ্তোঽহমাশ্রমং ভৃগোঃ। যত্র রেবানদী পুণ্যা সপ্তকল্পস্মরা বরা॥২॥ মহাপুণ্যা পবিত্রা চ সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা।৹ পুনাতি কীর্ত্তনেনৈব দর্শনেন বিশেষতঃ॥ ৩॥ তত্রাবগাহনাৎ পার্থ মুচ্যতে জন্তুরংহসা। যথা সা পিঙ্গলা নাড়ী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতা॥ ৪ ॥ ইয়ং ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডস্থ স্থানে তস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতা। তত্রাস্তে শুক্রতীর্থাখ্যং রেবায়াং পাপনাশনম্॥ ৫ ॥ যত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি। তস্যাপি সন্নিধৌ পার্থ রেবায়া উত্তরে তটে॥ ৬॥ নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং লতাগুল্মোপশোভিতম্। নানাপুষ্পফলোপেতং কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥ অনেকশ্বাপদাকীর্ণং বিহগৈরনুনাদিতম্। সুগন্ধপুষ্পশোভাঢ্যং ময়ূররবনাদিতম্ ॥ ৮॥ ভ্রমরৈঃ সর্ব্বমুৎসৃজ্য নিলীনং রাবসংযুতম্। যথা সংসারমুৎসৃজ্য ভক্তেন হরপাদয়োঃ॥ ৯॥ কোকিলা মধুরৈঃ স্বানৈর্নাদয়ন্তি তথা মুনীন। যথা কথামৃতাখ্যানৈর্ব্রাহ্মণা ভবভীরুকান্॥ ১০ ॥ যত্র বৃক্ষা হ্লাদয়ন্তি ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ পত্রকৈঃ। ছায়াভিরপি কাষ্ঠৈশ্চ লোকানিব হরব্রতাঃ॥ ১১॥ পুত্রপুত্রেতি বাশন্তে যত্র পুত্রপ্রিয়াঃ খগাঃ। যথা শিবপ্রিয়াঃ শৈবা নিত্যং শিবশিবেতি চ॥ ১২॥ এবংবিধং মুনেস্তস্য ভৃগোরাশ্রমমণ্ডলম্। বিপ্রৈস্ত্রৈবিদ্যসংযুক্তৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ১৩॥ ঋগ্‌যজুঃসামনির্ঘোষৈরাপূরিতদিগন্তরম্। রুদ্রভক্তেন ধীরেণ যথৈব ভুবনত্রয়ম্॥ ১৪॥ তত্রাহং পার্থ সম্প্রাপ্তো যত্রাস্তে মুনিসত্তমঃ। ভৃগুঃ পরমধর্ম্মাত্মা তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ॥ ১৫॥ আগচ্ছন্তং তু মাং দৃষ্ট্বা দীনং চ মুদিতং তথা। অভ্যুত্থানং কৃতং সর্ব্বৈর্বিপ্রৈর্ভৃগুপুরোগমৈঃ॥ ১৬॥ কৃত্বা স্বাগতং দত্ত্বা অর্ঘ্যাদ্যং ভৃগুণা সহ। আসনেষূপবিষ্টাস্তে মুনীন্দ্রা প্রার্থিতা ময়া॥ ১৭॥ বিশ্রান্তং তু ততো জ্ঞাত্বা ভৃগুর্মামপ্যুবাচ হ। ক গন্তব্যং মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাদিহ সমাগতঃ॥ ১৮॥ আগমনকারণং সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব পরিস্ফুটম্। ততস্তং

তৃতীয় অধ্যায়।

স্থত কহিলেন,—নারদ বলিতেছেন, হে বীরসত্তম! ভূতলে এইরূপ যত যত পুণ্য স্থান আছে, আমি বিচরণ করিতে করিতে তৎসমস্ত নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভৃগু মুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে সপ্তকল্পান্ত যাবৎ পুণ্যফলদায়িনী মহাপুণ্যা পবিত্রা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা রেবা নদী বিরাজমানা। সেই নদীর দর্শনে এমন কি নামকীর্ত্তনেও মানব পবিত্রতা লাভ করে। হে পার্থ! সেখানে অবগাহন করিলে প্রাণিগণ পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয়। দেহমধ্যে যেমন পিঙ্গলা নাড়ী, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেও রেবা নদী তদ্রূপই প্রতিষ্ঠিত। সেই রেবাতে পাপনাশক শুক্র তীর্থ বিরাজমান। তথায় স্নান মাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাতকও বিনষ্ট হয়। হে পৃথাতনয়! সেই রেবার উত্তরতীরে অদূরে নানাবিধ তরুলতা-গুল্মাকীর্ণ, বিবিধ পুষ্প-ফলশোভিত, কদলীবন-মণ্ডিত, বহু শ্বাপদ-ব্যাপ্ত, বিহঙ্গগণে অনুনাদিত, সুগন্ধকুসুম-শোভাঢ্য, ময়ূরকূজিত ভৃগু মুনির আশ্রমে ভ্রমরগণ ভ্রমণ বর্জ্জনপূর্ব্বক কুসুমে লীন হইয়া গুঞ্জন করে। দেখিলে মনে হয়, যেন ভক্তগণ সংসার পরিহার করিয়া হরচরণে লীন হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ যেমন কথামৃত কীর্ত্তন দ্বারা ভবভীরুগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তদ্রূপ কোকিলগণ মধুরকূজন দ্বারা মুনিগণের সন্তোষ বিধান করে। বৃক্ষগণ ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া ও কাষ্ঠাদি দ্বারা শিব-ভক্ত জনগণবৎ লোকসকলের আহ্লাদোৎপাদন করে। শিবপ্রিয় শৈবগণ যেমন নিয়ত 'শিব শিব' শব্দোচ্চারণ করে, তদ্রূপ পুত্রপ্রিয় পক্ষিগণ নিরন্তর "পুত্র পুত্র" শব্দ করিয়া থাকে। সেই আশ্রম বিদ্যা-ত্রয়বৃদ্ধ বিপ্রগণ দ্বারা পরিমণ্ডিত এবং রুদ্রভক্ত ধীরগণ দ্বারা যেমন ভুবনত্রয় পরিপূরিত, তদ্রূপ ঋক্-যজুঃ-সাম-নির্ঘোষে দশ দিক্ আপূরিত। ১—১৪। হে পৃথানন্দন! সেই আশ্রমে যেখানে তপঃসমুজ্জ্বল-কান্তি পরম ধর্ম্মাত্মা মুনিসত্তম ভৃগু অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ভৃগুপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ আমাকে দীনবেশে অথচ মুদিতচিত্তে সমীপস্থ হইতে দেখিয়া সকলেই অভ্যুত্থান, স্বাগত প্রশ্ন, ও অর্ঘ্যাদি দানপূর্ব্বক সৎকার করিলে পর আমার আগ্রহে তাঁহারাও আসনে উপবেশন করিলেন। পরে আমাকে বিশ্রান্ত জানিয়া ভৃগু কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কোথায় যাইবেন? এইখানেই বা কিজন্য আগমন করিয়াছেন। তাহার কারণ

চিন্তয়াবিষ্টো ভৃগুং পার্শ্বাহমব্রুবম্ ॥১৯॥ শ্রূয়তামভিধাস্যামি যদর্থমহমাগতঃ। ময়া পর্য্যটিতা সর্ব্বা সমুদ্রান্তা চ মেদিনী ॥ ২০ ॥ দ্বিজানাং ভূমিদানার্থং মার্গমাণঃ পদেপদে। নির্দ্দোষাঞ্চ পবিত্রাঞ্চ তীর্থৈরপি সমন্বিতাম্ ॥ ২১ ॥ রম্যাং মনোরমাং ভূমিং ন পশ্যামি কথঞ্চন ॥ ২২ ॥ ভৃগুরুবাচ। বিপ্রাণাং স্থাপনার্থায ময়াপি ভ্রমতা পুরা। পৃথ্বী সাগরপর্য্যন্তা দৃষ্টা সর্ব্বা তদানঘ। মহী নাম নদী পুণ্যা সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা ॥ ২৩ ॥ দিব্যা মনোরমা সৌম্যা মহাপাপপ্রণাশিনী। নদীরূপেণ তত্রৈব পৃথ্বী সা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি নারদ। তানি সর্ব্বাণি তত্রৈব নিবসন্তি মহীতলে ॥ ২৫ ॥ সা সমুদ্রেণ সম্প্রাপ্তা পুণ্যতোয়া মহানদী। সঞ্জাতস্তত্র দেবর্ষে মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ২৬ ॥ স্তম্ভাখ্যং তত্র তীর্থং তু ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। তত্র যে মনুজাঃ স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি বিপশ্চিতঃ ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা নোপসর্পন্তি বৈ যমম্। তত্রাদ্ভুতং হি দৃষ্টং মে পুরা স্নাতুং গতেন বৈ ॥ ২৮ ॥ তদহং কীর্ত্তয়িষ্যামি মুনে শৃণু মহাদ্ভুতম্। যাবৎ স্নাতুং ব্রজাম্যস্মিন্মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ২৯ ॥ তীরে স্থিতং প্রপশ্যামি মুনীন্দ্রং পাবকোপমম্। প্রাংশুং বৃদ্ধং চাস্থিশেষং তপোলক্ষ্ম্যা বিভূষিতম্ ॥ ৩০ ॥ ভুজাবূর্দ্ধ্বৌ ততঃ কৃত্বা প্ররুদন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ। তং তথা দুঃখিতং দৃষ্ট্বা দুঃখিতোঽহমথাভবম্ ॥ ৩১ ॥ সতাং লক্ষণমেতদ্ধি যদ্দৃষ্ট্বা দুঃখিতং জনম্। শতসংখ্যং তস্য ভবেত্তথাহং বিললাপ হ ॥ ৩২ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং মানুষ্যে সতি দুর্লভম্। ততস্তমুপসঙ্গম্য পর্য্যপৃচ্ছমহং তদা ॥ ৩৩ ॥ কিমর্থং রোদিষি মুনে শোকে কিং কারণং তব। সুগুহ্যমপি চেদ্ব্রূহি জিজ্ঞাসা মহতী হি মে ॥ ৩৪ ॥ মুনিস্ততো মামবদদ্ভৃগো নির্ভাগ্যবানহম্। তেন রোদিমি মা পৃচ্ছ দুর্ভাগ্যং চালপেদ্ধি কঃ ॥ ৩৫ ॥ তমহং বিস্ময়াবিষ্টঃ পুনরেবেদমব্রুবম্। দুর্লভং ভারতে জন্ম তত্রাপি চ মনুষ্যতা ॥ ৩৬ ॥ মনুষ্যত্বে ব্রাহ্মণত্বং মুনিত্বং তত্র দুর্লভম্। তত্রাপি চ তপঃসিদ্ধিঃ প্রাপ্যৈতৎপঞ্চকং

আমার নিকট যথাযথ বলুন। হে পার্থ! অতঃপর আমি চিন্তাবিষ্টচিত্তে ভৃগুকে কহিলাম,—হে মুনিবর! আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি দ্বিজগণকে ভূমিদানার্থ যোগ্য ভূমি-নির্ব্বাচন মানসে সমুদ্রান্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছি; পরন্তু নির্দ্দোষ পবিত্র তীর্থযুক্ত রম্য মনোরম ভূমি আমি কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না।১৫—২২। ভৃগু কহিলেন,—হে অনঘ! পূর্ব্বে আমিও বিপ্রস্থাপনার্থ সাগরান্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিদর্শন করিয়াছিলাম; তাহাতে দেখিয়াছি,—মহী নামে পুণ্যা শুভা সর্ব্বতীর্থময়ী সৌম্যা মনোরমা মহাপাপনাশিনী এক দিব্যা নদী আছে। পৃথিবীই সেই নদীরূপ ধারণ করিয়াছেন, সংশয় নাই। হে নারদ! পৃথিবীতে দৃষ্ট অদৃষ্ট যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সেই মহানদীর জলমধ্যে অবস্থিত। সেই পুণ্যতোয়া মহানদী সাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সাগরের সহিত তাহার যেস্থানে সঙ্গম ঘটিয়াছে, হে দেবর্ষে! সেখানে ত্রিলোকবিখ্যাত স্তম্ভাখ্য তীর্থ বিরাজমান। যে সকল ধীমান্ মানব তথায় স্নান করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এবং কদাচ তাহারা যমসমীপে যায় না। হে মুনে! পুরাকালে আমি তথায় স্নান করিতে যাইয়া যে এক অতীব অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যখন সেই মহী-সাগরসঙ্গম স্থলে স্নানার্থ উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম,—উহার তীরে তপঃকান্তি-বিভূষিত পাবকসম এক তেজস্বী দীর্ঘকায় অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধ মুনি, ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতেছেন। সেই মুনিকে তাদৃশ ভাবে দুঃখ করিতে দেখিয়া আমিও দুঃখিত হইলাম। সাধুদিগের ইহাই লক্ষণ যে, কাহাকেও দুঃখিত দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ দুঃখ বোধ করেন। বলিতে কি, সে দুঃখে আমি বিলাপ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলাম। ফলতঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি গুণ মনুষ্যজন্মে দুর্লভ। যাহা হউক, পরে আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে মুনে! আপনি রোদন করিতেছেন কেন? আপনার দুঃখের কারণ কি? যদি তাহা নিতান্ত গোপনীয়ও হয়, তথাপি তাহা আমাকে বলুন; আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সেই মুনি কহিলেন,—হে ভৃগু মুনে! আমি অতীব হতভাগ্য, সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি। আপনি তাহা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। দুর্ভাগ্যশালীর সহিত কেই বা আলাপ করে? ইহা শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে পুনরায় কহিলাম,—হে মুনে! ভারতভূমিতে জন্মই দুর্লভ; তাহাতে আবার মনুষ্যত্ব, তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব, এবং তন্মধ্যেও মুনিত্ব বিশেষ দুর্লভ।

পরম্ ॥ ৩৭ ॥ কিমর্থং রোদিষি মুনে বিস্ময়োঽত্র মহান্ মম। এবং সম্পৃচ্ছতে মহ্যামেতস্মিন্নেব চান্তরে ॥ ৩৮ ॥ সুভদ্রো নাম নাম্না চ মুনিস্তত্রাভ্যুপাযযৌ। স হি মেরুং পরিত্যজ্য জ্ঞাত্বা তীর্থস্য সারতাম্ ॥৩৯॥ কৃতাশ্রমঃ পূজয়তি সদা স্তম্ভেশ্বরং মুনিঃ। সোঽপ্যেবং মামিবাপৃচ্ছন্মুনিং রোদনকারণম্ ॥ ৪০ ॥ অথাহাচম্য স মুনিঃ শ্রূয়তাং কারণং মুনী। অহং হি দেবশর্ম্মাখ্যো মুনিঃ সংযতবাঙ্মনাঃ ॥ ৪১ ॥ নিবসামি কৃতস্থানো গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। তত্র দর্শে তর্পয়ামি সদৈব চ পিতৃনহম্ ॥ ৪২ ॥ শ্রাদ্ধান্তে তে চ প্রত্যক্ষা হ্যাশিষো মে বদন্তি চ। ততঃ কদাচিৎপিতরঃ প্রহৃষ্টা মামথাব্রুবন্ ॥ ৪৩ ॥ বয়ং সদাত্র চায়ামো দেবশর্ম্মং-স্তবান্তিকে। স্থানেঽস্মাকং কদাচিত্ত্বং ন চায়াসি কুতঃ সুত ॥ ৪৪ ॥ স্থানং দিদৃক্ষুস্তচ্চাহং ন শক্তোঽস্মি নিবেদিতুম্। ততঃ পরমমিত্যুক্ত্বা গতবান্ পিতৃভিঃ সহ ॥ ৪৫ ॥ পিতৄণাং মন্দিরং পুণ্যং ভৌমলোক-সমাস্থিতম্। তত্রতত্র স্থিতশ্চাহং তেজোমণ্ডলবর্দ্ধশান্ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টাগ্রতঃ পূজয়াদ্যানপৃচ্ছং স্বান্ পিতৄনিতি। কে হ্যমী সমুপায়ান্তি ভৃশং তৃপ্তা ভৃশার্চ্চিতাঃ। ভৃশং প্রমুদিতা নৈব তথা যূয়ং যথা হ্যমী ॥ ৪৭ ॥ পিতর ঊচুঃ। ভদ্রং তে পিতরঃ পুণ্যাঃ সুভদ্রস্য মহামুনেঃ। তর্পিতাস্তেন মুনিনা মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বতীর্থময়ী যত্র নিলীনা হ্যাদধৌ মহী। তত্র দর্শে তর্পয়তি সুভদ্রস্তানমুন্ সুত ॥ ৪৯ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং লজ্জিতো-ঽহং ভৃশং তদা। বিস্মিতশ্চ প্রণম্যৈতান্ পতৄন্ স্বং স্থানমাগতঃ ॥ ৫০ ॥ যথা তথা চিন্তিতঞ্চ তত্র যাস্যাম্যহং স্ফুটম্। পুণ্যো যত্রাপি বিখ্যাতো মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৫১ ॥ কৃতাশ্রমশ্চ তত্রৈব তর্পয়িষ্যে নিজান্ পিতৄন্। দর্শেদর্শে যথা চাসৌ স্বত্যনামা সুভদ্রকঃ ॥ ৫২ ॥ কিং তেন ননু জাতেন কুলাঙ্গারেণ পাপিনা। যস্মিন্ জীবত্যপি নিজাঃ পিতরোঽন্য-স্পৃহাকরাঃ ॥ ৫৩ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মুদিতো রুচিং ভার্য্যামথাব্রুবম্। রুচে ত্বয়া সমাযুক্তো মহীসাগর-

তাহাতে আবার তপঃসিদ্ধি অতীব দুর্লভ। আপনি এই পাঁচটী পরম ধন লাভ করিয়াও কিজন্য রোদন করিতেছেন? ইহাতে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি-তেছি, ইতিমধ্যে শুভদ্রনামক এক মুনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মুনি, স্তম্ভেশ্বর তীর্থের সারবত্তা জানিয়া মেরুগিরি পরিহারপূর্ব্বক সেখানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া নিয়ত স্তম্ভেশ্বরেরই অর্চ্চনায় নিরত। তিনি আসিয়াও আমার ন্যায় সেই মুনিকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।২৩—৪০। অন-ন্তর সেই মুনি আচমনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মুনিদ্বয়! আপনারা রোদনের কারণ শ্রবণ করুন। আমি বাক্য-মনঃসংযমী দেবশর্ম্মা নামক মুনি। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করি। সেখানে থাকিয়া আমি প্রতি অমাবস্যায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকি; পিতৃগণও প্রত্যক্ষ হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। একদা পিতৃগণ হৃষ্টভাবে আমাকে কহিলেন,—হে দেব-শর্ম্মন্! আমরা সর্ব্বদাই তোমার এখানে আসিয়া থাকি; কিন্তু তুমি তো কখনই আমাদের স্থানে যাও না। বৎস! ইহার কারণ কি? আমি কহিলাম, আমিও সেই স্থানেরই দর্শনার্থী; কিন্তু তাহা নিবেদন করিতে সাহস করি নাই। পিতৃগণ "তবে ভাল" বলিয়া অনুমোদন করিলে আমি সেই পিতৃগণের সহিত ভৌমলোকস্থ পুণ্য পিতৃমন্দিরে গমন-করিলাম। সেখানে যাইয়া পুরোভাগে স্থানে স্থানে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, বিবিধ উপচার-ভূষিত জনগণকে দর্শন করিয়া স্বীয় পিতৃগণকে জিজ্ঞাসি-লাম,—হে পিতৃগণ! এই যে অতি তৃপ্ত, সমধিক বিভূষিত ও অতীব প্রমুদিত জনগণ দৃষ্ট হইতেছেন, ইহাঁরা তো আপনাদিগের মত নহেন; ইহাঁরা কে? ৪১—৪৭। পিতৃগণ কহিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। ইহাঁরা সুভদ্র মহামুনির পিতৃগণ! মহী-সাগরসঙ্গম-স্থলে সেই মুনি কর্ত্তৃক ইহাঁরা তর্পিত হইয়াছেন। হে পুত্র! সর্ব্বতীর্থময়ী মহী-নদী যেখানে সাগর সহ মিলিত হইয়াছেন; সুভদ্র মুনি সেই স্থানে প্রতি অমাবস্যায় ইহাঁদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া আমি অতিশয় লজ্জিত ও বিস্মিত হইয়া পিতৃগণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে আগমন করিলাম,—আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, সেই বিখ্যাত পুণ্যপ্রদ মহী-সাগর-সঙ্গম স্থলে আমি নিশ্চয়ই যাইব; এবং আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিয়া প্রতি অমাবস্যায় সেই সুগৃহীতনামা সুভদ্র মুনির ন্যায় নিজ পিতৃগণের তর্পণ করিব। যে বংশধর বাঁচিয়া থাকিতেও পিতৃগণ অপর বংশধরে কামনা করেন, সেই পাপী কুলাঙ্গার সন্তানের এই জন্মগ্রহণে ফল কি? আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ভার্য্যা রুচিকে কহিলাম, অয়ি রুচে!

সঙ্গমম্॥ ৫৪॥ গত্বা স্থাস্যামি তত্রৈব শীঘ্রং ত্বং সম্মুখীভব। পতিব্রতাসি শুদ্ধাসি কুলীনাসি যশস্বিনি। তস্মাদেতন্মম শুভে কর্ত্তুমর্হসি চিন্তিতম্॥ রুচিরুবাচ। হতা তস্য জনির্নাভূৎ কথং পাপ দুরাত্মনা॥ ৫৬॥ শ্মশানস্তম্ভ যেনাহং দত্তা তুভ্যং কৃতং ত্বয়া। ইহ কন্দফলাহারৈর্নৈবং কিং তেন ন পূর্য্যতে॥ ৫৭॥ নেতুমিচ্ছসি মাং তত্র যত্র ক্ষারোদকং সদা। ত্বমেব তত্র সংযাহি নন্দন্তু তব পূর্ব্বজাঃ॥ ৫৮॥ গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা বৃদ্ধ বস বা কাকবচ্চিরম্। তথা ব্রুবন্ত্যাং তস্যাং তু কর্ণাবস্মি পিধায় চ॥ ৫৯॥ বিপুলং শিষ্যমাদিশ্য গৃহ একোহত্র আগতঃ। সোহহং স্নাত্বাত্র সন্তর্প্য পিতৄন শ্রদ্ধাপরায়ণঃ॥ ৬০॥ চিন্তাং সুবিপুলাং প্রাপ্তো নরকে দুষ্কৃতী যথা। যদি তিষ্ঠামি চাত্রৈব অর্দ্ধদেহবরো হ্যহম্॥ নরো হি গৃহিণীহীনো অর্দ্ধদেহ ইতি স্মৃতঃ। যথাত্মনা বিনা দেহে কার্য্যং কিঞ্চিন্ন সিধ্যতি॥ ৬২॥ এবং গৃহিণ্যা হীনো হি ন স কর্ম্মসু শস্যতে। যো নরঃ স্ত্রীষু দেহেষু অনুরক্তস্তসৌ পশুঃ॥ ৬৩॥ অনয়োর্হি ফলং গ্রাহ্যং সারতা নাত্র কাচন। অর্দ্ধদেহী চ মনুজস্ত্বসংস্পৃশ্যঃ সতাং মতঃ॥ ৬৪॥ ঔত্তানপাদিরস্পৃশ্য উত্তমো হি সুরৈঃ কৃতঃ। অথ চেত্তত্র সংযামি ন মহীসাগরস্ততঃ॥ ৬৫॥ যামি বা তৎ কথং পাদৌ চলতো মে কথঞ্চন। এতস্মিন্মে মনো বিদ্ধং খিদ্যতেহজ্ঞানসঙ্কটে॥ ৬৬॥ অতোহহমতিমুহ্যামি ভৃশং শোচামি রোদিমি। ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভৃশং রোমাঞ্চপূরিতম্॥ ৬৭॥ সাধুসাধ্বিত্যথোবাচ তং সুভদ্রোহপ্যহং তথা। দণ্ডবচ্চ প্রণমিতো মহীসাগরসঙ্গমম্॥ ৬৮॥ চিন্তয়াবঞ্চ মনসি প্রতীকারং মুনেরুভৌ। যো হি মানুষ্যমাসাদ্য জলবুদ্বুদভঙ্গুরম্॥ পরার্থায় ভবত্যেষ পুরুষোহন্যে পুরীষকাঃ। ততঃ সঞ্চিন্ত্য প্রাহেদং সুভদ্রো মুনিসত্তমম্॥ ৭০॥ মা মুনে পরিখিদাস্ব দেবশর্ম্মন্ স্থিরো ভব। অহং তে

আমি তোমার সহিত মহী-সাগরসঙ্গম স্থলে যাইয়া বাস করিব; অতএব তুমি সত্বর গমনের উদ্‌যোগ কর। অয়ি যশস্বিনি। তুমি পতিব্রতা, শুদ্ধা, ও কুলীনা; সুতরাং হে শুভে। আমার এই অভিপ্রায় সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য।৪৮—৫৫। রুচি কহিল,—হায়! আমি মরিলাম! ওহে শ্মশানস্তম্ভ, পাপিষ্ঠ। যে দুরাত্মা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছে, তাহার জন্ম হইয়াছিল কিজন্য? তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই। যেখানে সর্ব্বদাই ক্ষারোদক, তুমি আমাকে তথায় লইয়া যাইতে চাহিতেছ? এইখানে কন্দ মূল ফল আছে তদ্দ্বারা কি উদর পূরণ হয় না? তুমিই তথায় যাও, তোমার পিতৃপুরুষগণ আনন্দিত হউন। হে বৃদ্ধ! তুমি যাও, থাক, কিম্বা সেখানে যাইয়া কাকবৎ চিরকাল বাস কর; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। রুচি এইরূপ বলিতে থাকিলে আমি কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক বিপুলনামক শিষ্যকে গৃহরক্ষার্থ আদেশ করিয়া একাকী বহির্গত হইলাম এবং এখানে আসিয়া শ্রদ্ধাপরায়ণ-মানসে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া এক্ষণে নরক-গত দুষ্কৃতকারীর ন্যায় সুবিপুল চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি। চিন্তা এই যে, আমি যদি এখানে থাকি, তবে অর্দ্ধদেহই থাকিতে হয়; যেহেতু গৃহিণীহীন মানব অর্দ্ধদেহ মাত্র। এইরূপই স্মৃতি আছে। আত্মা দেহে যেরূপ কোনও কার্য্য সাধনে সক্ষম নহে, তদ্রূপ গৃহিণীহীন জনও কোন কার্য্য সাধনে প্রশংসাভাজন হয় না। পরন্তু যে নর স্ত্রীতে ও দেহে অনুরক্ত, সে পশুতুল্য; এই দুইটীর ফলই গ্রাহ্য; নচেৎ ইহাতে কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। অর্দ্ধদেহী মানব অস্পৃশ্য; সাধুগণের ইহাই মত। উত্তানপাদনন্দন উত্তম, সুরগণ কর্ত্তৃক অস্পৃশ্য হইয়াছেন। আর আমি যদি সেই পূর্ব্ব বাসস্থানে যাই, তবে মহী-সাগরসঙ্গম পরিত্যাগ করিতে হয়; আর যাইবই বা কেমন করিয়া? আমার মন ও চরণযুগল সে দিকে অগ্রসর হইতেছে না। এখানেই আমার মন আবদ্ধ হইয়াছে। এই অজ্ঞানসঙ্কটে পড়িয়াই আমার মন খিন্ন হইতেছে, সেইজন্যই আমি অতিশয় মোহাচ্ছন্ন, শোকমগ্ন ও রোদনপরায়ণ হইতেছি। সেই দেবশর্ম্মার এইরূপ উক্তি শুনিয়া আমি ও সুভদ্র,—উভয়েই অতীব রোমাঞ্চিত-কলেবরে 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলাম। পরে সেই মহী-সাগর-সঙ্গম ক্ষেত্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেই মুনির উপকার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—জলবুদ্বুদসম-ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে জন পরোপকার করে, সে-ই পুরুষ; তদ্ভিন্ন অপর সকলেই পুরীষপদবাচ্য। অনন্তর সুভদ্রমুনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া সেই মুনিবরকে কহিলেন,—হে মুনে, দেবশর্ম্মন্! আপনি খেদ করিবেন না। স্থির

নাশয়িষ্যামি শোকং সূর্য্যস্তমো যথা ॥ ৭১ ॥ গমিষ্যাম্যাশ্রমং স্বঞ্চ নাত্রাপি পরিহাস্যতে। শৃণু তৎকারণন্তুভ্যং তর্পয়িষ্যে পিতৄনহম্ ॥ ৭২ ॥ দেবশর্ম্মোবাচ। এবং তে বদমানস্য আয়ুরস্তু শতং সমাঃ। যদশক্যং মহৎকর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছসি মৎকৃতে ॥ ৭৩ ॥ হর্ষস্থানে বিষাদশ্চ পুনর্ম্মাং বাধতে শৃণু। অপি বাক্যং শুভং সন্তো ন গৃহ্ণন্তি মুধা মুনে ॥ ৭৪ ॥ কথমেতন্মহৎকর্ম্ম কারয়ামি মুধা বদ। পুনঃ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি যথা মে নিষ্কৃতির্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ শাপিতোহসি ময়া প্রাণৈর্যথা বচ্মি তথা কুরু। অহং সদা করিষ্যামি দর্শে চোদ্দিশ্য তে পিতৄন ॥ ৭৬ ॥ শ্রাদ্ধং গঙ্গার্ণবে চাত্র মৎপিতৄণাং ত্বমাচর। অহং চৈবাপি তপসঃ সঞ্চিতস্যাপি জন্মনা। চতুর্ভাগং প্রদাস্যামি এবমেবৈতদাচর ॥ ৭৭ ॥ সুভদ্র উবাচ। যদ্যেবং তব সন্তোষস্ত্বেবমস্তু মুনীশ্বর। সাধূনাং চ যথা হর্ষস্তথা কার্য্যং বিজানতা ॥ ৭৮ ॥ ভৃগুরুবাচ দেবশর্ম্মা ততো হৃষ্টো দত্বা পুণ্যং ত্রিবাচিকম্। চতুর্থাংশং যযৌ ধাম স্বং সুভদ্রোহপি চ স্থিতঃ ॥ ৭৯ ॥ এবংবিধো নারদাসৌ মহীসাগরসঙ্গমঃ। যমনুস্মরতো মহ্যং রোমাঞ্চোহদ্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৮০ ॥ নারদ উবাচ। ইতি শ্রুত্বা ফাল্গুনাহং হর্ষগদ্গদয়া গিরা। মৃতোহমৃত ইবাবোচং সাধুসাধ্বিতি তং ভৃগুম্ ॥ ৮১ ॥ যূয়ং বয়ং গমিষ্যামো মহীতীরং সুশোভনম্। আবামীক্ষাবহে সর্ব্বং স্থানকং তদনুত্তমম্ ॥ ৮২ ॥ মম চৈবং বচঃ শ্রুত্বা ভৃগুঃ সহ ময়া যযৌ। সমস্তং তু মহাপুণ্যং মহীকূলং নিরীক্ষিতম্ ॥ ৮৩ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা চাতিহৃষ্টোঽহমাসং রোমাঞ্চকঞ্চুকঃ। অব্রবং মুনিশার্দ্দূলং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৮৪ ॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ করিষ্যামি ভৃগো স্থানমনুত্তমম্। স্বস্থানং গম্যতাং ব্রহ্মন্নতঃ কৃত্যং বিচিন্তয়ে ॥ ৮৫ ॥ এবং ভৃগুং চাস্মি বিসর্জ্জয়িত্বা কল্লোলকোলাহলকৌতুকী তটে। অথোপবিশ্যেদমচিন্তয়ং তদা কিং কৃত্যমাত্মানমিবৈকযোগী ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদার্জ্জুনসংবাদে মহীসাগরসঙ্গমতীর্থমাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

হউন। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, আমি তদ্রূপ আপনার শোক নিবারণ করিব। আমি আমার আশ্রমে যাই; আপনিও আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করুন। আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না; তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আমিই আপনার পিতৃগণের তর্পণ করিব।৫৫—৭২। দেবশর্ম্মা কহিলেন,—হে সুভদ্র! আপনি যে এমন কথা কহিলেন, তজ্জন্য আপনার আয়ুষ্কাল শতবর্ষব্যাপী হউক। আপনি আমার জন্য মহাদুষ্কর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পরন্তু আমার এবম্বিধ হর্ষহেতুতেও, বিষাদ জন্মিয়া মনঃপীড়া উৎপাদন করিতেছে। শ্রবণ করুন। হে মুনিবর। সাধুজনগণ একটী শুভ বাক্যও বিনা বিনিময়ে গ্রহণ করেন না; সুতরাং আমি আপনাকে এমন একটী বৃথা মহৎ কার্য্য করাইব কিরূপে? তবে আমি এমন একটী উপায় বলিতেছি, যাহাতে আমার নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে। আমি আমার প্রাণ দ্বারা শপথ করাইতেছি, আমি যেমন বলি, আপনি তদ্রূপ করুন। আমি প্রতি অমাবস্যায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আপনার পিতৃলোকের তর্পণ করিব, আর আপনি এখানে আমার পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। আর আমি জন্মাবধি যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার চারিভাগের একভাগ আপনাকে দান করিব; তাহা হইলেই একার্য্য হইবে। সুভদ্র কহিলেন,—হে মুনিবর! এরূপ করিলে যদি আপনার সন্তোষ হয়, তবে তাহাই করুন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে সাধুদিগের আনন্দ জন্মে, তদ্রূপই করা কর্ত্তব্য। ভৃগু কহিলেন,—অতঃপর দেবশর্ম্মা হৃষ্টচিত্তে বারত্রয় বাক্য করিয়া সঞ্চিত পুণ্যের চতুর্থাংশ সুভদ্রকে দানপূর্ব্বক নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন। সুভদ্র মুনি সেখানেই রহিলেন। হে নারদ! মহীসাগরসঙ্গম স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপই;—উহা স্মরণে অদ্যাপি আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ৮০। নারদ কহিলেন,—হে ফাল্গুন। আমি এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া যেন মৃতপ্রায় দেহে জীবন লাভ করিলাম। হর্ষ গদ্গদ স্বরে সেই ভৃগুকে 'সাধু সাধু' বাক্যে প্রশংসা করিলাম। বলিলাম,—তোমরা ও আমরা সকলেই সুশোভন মহীতীরে যাইয়া সেই অনুত্তম স্থান পরিদর্শন করিব। ভৃগু আমার সেই কথা শুনিয়া আমার সহিত সেই মহীনদীতীরে গমন করিলেন। আমরা সেখানে যাইয়া সেই মহাপুণ্যজনক সমগ্র নদীকূল দর্শন করিলাম। আমি তাহা দেখিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে রোমাঞ্চিত-গাত্রে হর্ষগদ্গদবাক্যে সেই মুনিশার্দ্দুলকে কহিলাম,—হে ভৃগু মুনিবর! আপনার প্রসাদে আমি এখানে একটু উত্তম স্থান করিব। ব্রহ্মন্! অতঃপর আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন; আমিও নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করি।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততস্ত্বহং চিন্তয়ামি কথং স্থানমিদং ভবেৎ। মমায়ত্তং যতো রাজ্ঞাং ভূমিরেবা সদা বশে॥ ১॥ যদ্যহং ধর্ম্মবর্ম্মাণং গত্বা যাচে হ মেদিনীম্। অর্পয়ত্যেব স চ মে যাচিতো ন পুনঃ পরঃ॥ ২॥ তথা হি মুনিভিঃ প্রোক্তং দ্রব্যং ত্রিবিধমুত্তমম্। শুক্লং মধ্যং চ শবলমধমং কৃষ্ণমুচ্যতে॥ ৩॥ শ্রুতেঃ সম্পাদনাচ্ছিষ্যাৎ প্রাপ্তং শুক্লং চ কন্যয়া। তথা কুসীদবাণিজ্যকৃষিযাচিতমেব চ॥ ৪॥ শবলং প্রোচ্যতে সদ্ভির্দ্যূতচৌর্য্যেণ সাহসৈঃ। ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥৫॥ শুক্লবিত্তেন যো ধর্ম্মং প্রকুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তীর্থং পাত্রং সমাসাদ্য দেবত্বে তৎ সমশ্নুতে॥ ৬॥ রাজসেন চ ভাবেন বিত্তেন শবলেন চ। প্রদদ্যাদ্দানমর্থিভ্যো মানুষ্যত্বে তদশ্নুতে॥ ৭॥ তমোবৃতস্তু যো দদ্যাৎ কৃষ্ণবিত্তেন মানবঃ। তির্য্যক্ত্বে তৎফলং প্রেত্য সমশ্নাতি নরাধমঃ॥ ৮॥ তত্তু যাচিতদ্রব্যং মে রাজসং হি স্ফুটং ভবেৎ। অথ ব্রাহ্মণভাবেন নৃপং যাচে প্রতিগ্রহম্॥ ৯॥ তদপ্যহো চাতিকষ্টং হেতুনা তেন মে মতম্। অয়ং প্রতিগ্রহো ঘোরো মধ্বাস্বাদো বিষোপমঃ॥ ১০॥ প্রতিগ্রহেণ সংযুক্তং হ্মীবমাবিশেদ্দ্বিজম্। তস্মাদহং নিবৃত্তশ্চ পাপাদস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ॥ ১১॥ ততঃ কেনাপ্যুপায়েন দ্বয়োরন্তরেণ তু। স্বায়ত্তং স্থানকং কুর্য্যা এতৎ সঞ্চিন্তয়ে মুহুঃ॥ ১২॥ যথা কুভার্য্যঃ পুরুষশ্চিন্তান্তং ন প্রপদ্যতে। তথৈব বিমৃশংশ্চাহং চিন্তান্তং ন লভাম্যণু॥ ১৩॥ এতস্মিন্নন্তরে পার্থ স্নাতুং তত্র সমাগতাঃ। বহুবো মুনয়ঃ পুণ্যে মহীসাগরসঙ্গমে॥ ১৪॥ অহং তানাব্রবং সর্ব্বান্ কুতো যূয়ং সমাগতাঃ। তে মামূচুঃ প্রণম্যাথ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে মুনে॥ ১৫॥ ধর্ম্মবর্ম্মেতি নৃপতির্যোঽস্য দেশস্য ভূপতিঃ। স তু দানস্য তত্ত্বার্থী

আমি এই বলিয়া ভৃগুকে প্রস্থাপিত করিয়া সেই নদীর তটদেশে কল্লোল-কোলাহলে কৌতুক উপভোগ করত আত্মনিষ্ঠ যোগীর ন্যায় একাগ্রমনে "কর্ত্তব্য কি ?"—ইহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ৮১—৮৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এই ভূভাগ তো রাজাদিগের আয়ত্ত; সুতরাং কি প্রকারে এখানকার একটু স্থান আমার আয়ত্ত হইতে পারে? আমি যাইয়া যদি ধর্ম্মবর্ম্মা রাজাকে প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমার প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করিবেন; কিন্তু আমি আর কখনও কাহারও নিকট কোনরূপ প্রার্থনা করি নাই। বিশেষতঃ মুনিগণ প্রাপ্তদ্রব্য ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। যথা—শুক্ল, শবল, আর কৃষ্ণ; ইহারা পর পর উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রাপ্ত দ্রব্য বলিয়া অভিহিত। শ্রুত্যুক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিষ্য হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা শুক্লপদবাচ্য। কন্যাশুল্ক, কুসীদ (মহাজনী), বাণিজ্য, কৃষি ও যাচনদ্বারা যাহা লাভ হয়, তাহা শবল নামে প্রসিদ্ধ। দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য বা তাদৃশ অপর কোনও সাহসের কার্য্য কিম্বা শঠতা দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহাই কৃষ্ণ বা তামস বলিয়া সজ্জন কর্ত্তৃক অভিহিত। মানব তীর্থে যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শুক্ল ধন দ্বারা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, দেবত্ব লাভ করিয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। রাজসভাবে শবল ধন দ্বারা যাচকজনে দান করিলে সেই দানফল মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াই ভোগ করিয়া থাকে। যে তমোগুণাচ্ছন্ন মানব কৃষ্ণ বিত্ত দ্বারা দানকর্ম্ম করে, সেই নরাধম জন্মান্তরে তির্য্যগ্ভাবে ঐ দান-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজার নিকট প্রতিগ্রহ প্রার্থনা করি, তাহাও আমার অতিশয় কষ্টদায়কই হইবে। এই প্রতিগ্রহের আস্বাদ মধুবৎ মধুর বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম বিষসদৃশ; কারণ প্রতিগ্রহযুক্ত ব্রাহ্মণের শরীরে পাপ প্রবেশ করে। এই জন্যই আমি এই পাপকর প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। ১—১১। পরন্তু আমি প্রথমোক্ত উপায়দ্বয়ের কোনটীর দ্বারা এখানে একটু স্থান নিজায়ত্ত করিব, তাহাই পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতেছি। কুপত্নীক পুরুষের ন্যায় আমি এ চিন্তার অন্ত পাইতেছি না। হে পৃথা-নন্দন! এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে সেই পুণ্যদায়ক মহীসাগর-সঙ্গমে অনেকানেক মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলাম,—আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে মুনে! সৌরাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মবর্ম্মা নামে এক নৃপতি আছেন। তিনি দান-তত্ত্বজ্ঞানার্থ বহুবর্ষ যাবৎ

স্তেপে বর্ষগণান্ বহূন্ ॥ ১৬॥ ততস্তং প্রাহ খে বাণী শ্লোকমেকং নৃপ শৃণু। দ্বিহেতু ষড়ধিষ্ঠানং ষড়ঙ্গঞ্চ দ্বিপাকযুক্ ॥ ১৭॥ চতুঃপ্রকারং ত্রিবিধং ত্রিনাশং দানমুচ্যতে। ইত্যেকং শ্লোকমাভাষ্য খে বাণী বিররাম হ ॥ ১৮॥ শ্লোকস্যার্থং নাবভাষে পৃচ্ছমানাপি নারদ। ততো রাজা ধর্ম্মবর্ম্মা পটহেনাম্বঘোষয়ৎ ॥ ১৯॥ যস্ত শ্লোকস্য চৈবাস্য লব্ধস্য তপসা ময়া। করোতি সম্যক্ ব্যাখ্যানং তস্য চৈতদ্দদা ম্যহম্ ॥২০॥ গবাং চ সপ্ত নিযুতং সুবর্ণং তাবদেব তু। সপ্ত গ্রামান্ প্রযচ্ছামি শ্লোকব্যাখ্যাং করোতি যঃ ॥ ২১॥ পটহেনেতি নৃপতেঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞো বচো মহৎ। আজগ্মুর্বহুদেশীয়া ব্রাহ্মণাঃ কোটিশো মুনে ॥ ২২॥ পুনর্দুর্বোধবিন্যাসঃ শ্লোকস্তৈর্বিপ্রপুঙ্গবৈঃ। আখ্যাতুং শক্যতে নৈব গুড়ো মূকৈর্যথা মুনে ॥ ২৩॥ বয়ঞ্চ তত্র যাতাঃ স্মো ধনলোভেন নারদ। দুর্বোধত্বান্নমস্কৃত্য শ্লোকং চাত্র সমাগতাঃ ॥ ২৪॥ দুর্ব্যাখ্যেয়স্ত্বয়ং শ্লোকো ধনং লভ্যং ন চৈব নঃ। তীর্থযাত্রাং কথং যামীত্যেবাচিন্ত্যাত্র চাগতাঃ ॥ ২৫॥ এবং ফাল্গুন তেষাং তু বচঃ শ্রুত্বা মহাত্মনাম্ অতীব সম্প্রহৃষ্টো-হহং তান্ বিসৃজ্যেত্যচিন্তয়ম্ ॥ ২৬॥ অহো প্রাপ্ত উপায়ো মে স্থানপ্রাপ্তৌ ন সংশয়ঃ। শ্লোকং ব্যাখ্যায় নৃপতের্লপ্স্যে স্থানং ধনং তথা ॥ ২৭॥ বিদ্যামূল্যেন নৈবঞ্চ যাচিতঃ স্যাৎ প্রতিগ্রহঃ। সত্যমাহ পুরাণর্ষির্বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥ ২৮॥ ধর্ম্মস্য যস্য শ্রদ্ধা স্যান্ন চ সা নৈব পূর্য্যতে। পাপস্য যস্য শ্রদ্ধা স্যান্ন চ সাপি ন পূর্য্যতে ॥ ২৯॥ এবং বিচিন্ত্য বিদ্বাংসঃ প্রকুর্ব্বন্তি যথারুচি। সত্যমেতদ্বিভো-র্বাক্যং দুর্লভোহপি যথা হি মে ॥ ৩০॥ মনোরথোহয়ং সফলঃ সম্ভূতোঙ্কুরিতঃ স্ফুটম্। এনং চ দুর্বিদং শ্লোকমহং জানামি সুস্ফুটম্ ॥ ৩১॥ অমূর্ত্তৈঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমেষ খ্যাতো হি মে পুরা। এবং হর্ষান্বিতঃ পার্থ সঞ্চিন্ত্যাহং ততো মুহুঃ ॥ ৩২॥ প্রণম্য তীর্থং চলিতো মহীসাগরসঙ্গমম্। বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ ততোহহং যাতবান্নৃপম্ ॥ ৩৩॥ ইদং ভণিতবানস্মি শ্লোকব্যাখ্যাং নৃপ শৃণু। যত্তে পটহবিখ্যাতং দানঞ্চ প্রগুণীকুরু ॥ ৩৪॥ এবমুক্তে নৃপঃ প্রাহ প্রোচুরেবং হি কোটিশঃ।

তপস্যাচরণ করেন। পরে তাঁহার প্রতি আকাশবাণী হইল যে,—হে নৃপ! একটী শ্লোক শ্রবণ করুন।—দান কার্য্য দুইটী হেতু, ছয়টী অধিষ্ঠান, ছয় অঙ্গ, দ্বিবিধ পাক, চতুঃপ্রকার, ত্রিবিধ, ও নাশত্রিতয়-সম্বিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আকাশবাণী এই একটী মাত্র শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বিরত হইল; হে নারদ! রাজা শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেও আর কিছুই কহিল না। অতঃ-পর রাজা পটহ দ্বারা ঘোষণা করাইলেন যে,—আমি যে তপস্যা দ্বারা এই শ্লোকটী লাভ করিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহার যথাশ্রুত ব্যাখ্যা করিতে পারিবে, তাহাকে আমি সপ্ত নিযুত গাভী, সপ্ত নিযুত সুবর্ণ এবং সাতখানি গ্রাম দান করিব। হে মুনে! সেই রাজার এবম্বিধ পটহঘোষণা শ্রবণে নানা দেশীয় কোটি কোটি ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন; পরন্তু কোন দ্বিজবরই মূক জনের সুস্পষ্ট স্বরবিন্যাস-সম্বিত শব্দোচ্চারণবৎ সেই দুর্বোধ পদবিন্যাস ময় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। হে নারদ! আমরাও ধনলোভে সেখানে গিয়া-ছিলাম; পরন্তু সেই শ্লোক দুর্বোধ বলিয়া নমস্কার করিয়া এখানে আসিয়াছি। শ্লোক দুর্বোধ; সুতরাং আমরা ধন পাইব না; অতএব কি প্রকারে তীর্থযাত্রা করিব? এই চিন্তা করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।১২—২৫। হে ফাল্গুন! সেই মহাত্মা দ্বিজগণের এই কথা শুনিয়া আমি অতীব হৃষ্ট হইলাম এবং তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে,—অহো! আমার স্থানপ্রাপ্তি বিষয়ে এই উপায় লাভ হইল! আমি সেই নৃপতির নিকট শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া স্থান ও ধন লাভ করিতে পারিব, তাহা আমার বিদ্যামূল্যে লাভ হইবে। সুতরাং উহাতে প্রার্থনা-প্রতিগ্রহ-দোষ ঘটিবে না। পুরাণ ঋষি জগদ্‌গুরু বাসুদেব সত্যই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মে যদি কাহারও শ্রদ্ধা জন্মে, তবে তাহা তাহার অপূর্ণ থাকে না; আর পাপে শ্রদ্ধা জন্মিলে, তাহাও যে অপূর্ণ থাকে এমন নহে। বিদ্বান্ জনগণ এইরূপ বিচার করিয়া যথারুচি আচরণ করিয়া থাকেন। সেই বিভুর উক্ত বাক্য সত্যই বটে। যেহেতু আমার মনোরথ দুর্লভ হইলেও সফল হইবার সুস্পষ্ট অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। আমি এই দুর্বোধ শ্লোক সুস্পষ্টরূপেই জ্ঞাত আছি। পূর্ব্বে অমূর্ত্ত পিতৃগণ ইহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হে পার্থ! আমি বারম্বার এইরূপ চিন্তা করিয়া হর্ষান্বিতচিত্তে সেই মহী-সাগরসঙ্গম তীর্থকে প্রণামপূর্ব্বক বৃদ্ধব্রাহ্মণ-বেশে সেই নৃপসকাশে যাইয়া কহিলাম,—হে মহা-রাজ! শ্লোকব্যাখ্যা শ্রবণ করুন; পরন্তু তজ্জন্য

দ্বিজোত্তমাঃ পুনর্নাস্য প্রোক্তুমর্থো হি শক্যতে ॥ ৩৫ ॥ কে দ্বিহেতূ ষড়াধ্যাতান্যধিষ্ঠানানি কানি চ। কানি চৈব ষড়ঙ্গানি কৌ দ্বৌ পাকৌ তথা স্মৃতৌ ॥ ৩৬ ॥ কে চ প্রকারাশ্চত্বারঃ কিংস্বিত্ত্রিবিধং দ্বিজ। ত্রয়ো নাশাশ্চ কে প্রোক্তা দানস্যৈতৎ স্ফুটং বদ ॥ ৩৭ ॥ স্ফুটান্ প্রশ্নানিমান্ সপ্ত যদি বক্ষ্যসি ব্রাহ্মণ। ততো গবাং সপ্তনিযুতং সুবর্ণং তাবদেব তু ॥ ৩৮ ॥ সপ্ত গ্রামাংশ্চ দাস্যামি নো চেদ্যাস্যসি স্বং গৃহম্। ইত্যুক্তবচনং পার্থ সৌরাষ্ট্রস্বামিনং নৃপম্ ॥ ৩৯ ॥ ধর্ম্মবর্ম্মাণমস্ত্বেবং প্রাবোচমবধারয়। শ্লোকব্যাখ্যাং স্ফুটাং বক্ষ্যে দানেহতূ চ তৌ শৃণু ॥ ৪০ ॥ অল্পত্বং বা বহুত্বং বা দানস্যাভ্যুদয়াবহম্। শ্রদ্ধা শক্তিশ্চ দানানাং বৃদ্ধ্যক্ষয়করে হি তে ॥ ৪১ ॥ তত্র শ্রদ্ধাবিষয়ে শ্লোকা ভবন্তি। কায়ক্লেশৈশ্চ বহুভির্ন চৈবার্থস্য রাশিভিঃ ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মঃ সম্প্রাপ্যতে সূক্ষ্মঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মোঽহদ্ভুতং তপঃ। শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৪৩ ॥ সর্ব্বস্বং জীবিতং চাপি দদ্যাদশ্রদ্ধয়া যদি। নাপ্নুয়াৎ স ফলং কিঞ্চিচ্ছ্রদ্দধানস্ততো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্মো মহদ্ভির্নার্থরাশিভিঃ। অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবং গতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ৪৬ ॥ যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতপিশাচাংশ্চ যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাচ্ছ্রদ্ধাবতা পাত্রে দত্তং ন্যায়ার্জ্জিতং হি যৎ। তেনৈব ভগবান রুদ্রঃ স্বল্পকেনাপি তুষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ শক্তিবিষয়ে চ শ্লোকা ভবন্তি। কুটুম্বভুক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে। মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাদ্দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ শক্তে পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি। মধ্বাপাতবিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মাণাং প্রতিরূপকঃ ॥ ৫০ ॥ ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্। তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতোঽস্য মৃতস্য চ ॥ ৫১ ॥

দেয় দ্রব্যেরও পরিমাণ দ্বিগুণিত করুন। আমার কথা শুনিয়া নৃপতি কহিলেন,—অপর কোটি কোটি দ্বিজোত্তমও এরূপ উক্তি করিয়াছেন, পরন্তু কেহই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। দুইটী হেতু কি? ছয়টী অধিষ্ঠান কাহার নাম? ছয় অঙ্গ কাহাকে বলে? দুইটী পাক কি? চারিটী প্রকার কিসের নাম? হে দ্বিজ! ত্রিবিধই বা কিসের নাম? নাশত্রয়ই বা কাহাকে বলে? দান-সম্বন্ধীয় এ সকল তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করুন। হে ব্রাহ্মণ! আপনি যদি এই সাতটী প্রশ্ন সুস্পষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে সপ্ত নিযুত গাভী, সপ্তনিযুত সুবর্ণ এবং সাতখানি গ্রাম দান করিব; আর না পারিলে নিজগৃহে ফিরিয়া যাইবেন। হে পার্থ! সৌরাষ্ট্র-নৃপতি ধর্ম্মবর্ম্মা এইরূপ বলিলে আমি তাঁহাকে "তাহাই হউক" বলিয়া কহিলাম,—হে মহারাজ! আপনি অবধান করুন; আমি সুস্পষ্টরূপে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রথমতঃ দানের হেতুদ্বয় শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধা ও শক্তি দানসম্বন্ধে এই দুইটীই বৃদ্ধি ও অক্ষয়ত্ব সাধক; এই দুইটী অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, দানবিষয়ে ইহারা অভ্যুদয়কর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাবিষয়ে এই সকল শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে। বহু বহু কায়ক্লেশ কিম্বা রাশি রাশি অর্থ দ্বারাও অণুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না; পরন্তু শ্রদ্ধাত্মক তপস্যাই অদ্ভুত ধর্ম্ম। শ্রদ্ধাই স্বর্গ-মোক্ষ-স্বরূপ; শ্রদ্ধাই এই সমগ্র জগৎ, শ্রদ্ধাহীন মানব সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিলেও কিছুমাত্র ফলপ্রাপ্ত হয় না; অতএব শ্রদ্ধাবান হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা দ্বারাই ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, কিন্তু রাশি রাশি অর্থ দ্বারা হয় না; নির্ধন মুনিগণ শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া স্বর্গগমনে সমর্থ হইয়াছেন। দেহিগণের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত, ইহা সাত্ত্বিকী, রাজসী, ও তামসী,—এই ত্রিবিধ। ইহার বিবরণ শ্রবণ করুন। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধালু জনগণ দেবগণের, রাজস-শ্রদ্ধাবানগণ যক্ষ-রাক্ষসাদির এবং তামসশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরা ভূত-প্রেত-পিশাচাদির যজন করিয়া থাকে। অতএব শ্রদ্ধার সহিত ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত অল্প হইলেও যদি যোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ২৬—৪৮। শক্তি বিষয়েও শ্লোক উক্ত আছে; যথা,—পোষ্য-বর্গের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত যে ধন থাকে, দান সম্বন্ধে তাহাই মধুস্বরূপ, তাহা দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ হয়; অন্যথা দান বিষবৎ কুফলদায়ক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির স্বজনগণ দুঃখে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, অথচ স্বয়ং সমর্থ পরজনকে দান করে, সে বিষগুণ-সম্পন্ন মধুপানের ন্যায় ধর্ম্মের বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হয়। পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া যদি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও করা যায়, তবে তাহার পরিণাম

সামান্যং যাচিতং ন্যাসমাধির্দারাশ্চ দর্শনম্। অন্বাহিতং চ নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বং চান্বয়ে সতি ॥ ৫২ ॥ আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি পণ্ডিতৈঃ। যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥ ৫৩ ॥ ইতি তে গদিতৌ রাজন্ দ্বৌ হেতূ শ্রূয়তামতঃ। অধিষ্ঠানানি বক্ষ্যামি ষড়েব শৃণু তান্যপি ॥ ৫৪ ॥ ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ব্রীড়াহর্ষভয়ানি চ। অধিষ্ঠানানি দানানাং ষড়েতানি প্রচক্ষতে ॥ ৫৫ ॥ পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্। কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ধর্ম্মদানং তদুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ ধনিনং ধন-লোভেন লোভয়িত্বার্থমাহরেৎ। তদর্থদানমিত্যাহুঃ কামদানমতঃ শৃণু ॥ ৫৭ ॥ প্রযোজনমপেক্ষ্যৈব প্রসঙ্গাদ্‌যৎ প্রদীয়তে। অনর্হেষু সরাগেণ কামদানং তদুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ সংসদি ব্রীড়য়াশ্রুত্য অর্থিভ্যঃ প্রদদাতি চ। প্রতিদীয়তে চ যদ্দানং ব্রীড়াদানমিতি শ্রুতম্ ॥ ৫৯ ॥ দৃষ্ট্বা প্রিয়াণি শ্রুত্বা বা হর্ষবদ্‌যৎ প্রদীয়তে। হর্ষদানমিতি প্রোক্তং দানং তদ্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ ॥ ৬০ ॥ আক্রোশানর্থহিংসানাং প্রতীকারায় যদ্ভবেৎ। দীয়তেঽনুপকর্ত্তৃভ্যো ভয়দানং তদুচ্যতে ॥ ৬১ ॥ প্রোক্তানি ষডধিষ্ঠানান্যঙ্গান্যপি চ ষট্‌ শৃণু। দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শুদ্ধির্দেয়ঞ্চ ধর্ম্মযুক্ ॥ ৬২ ॥ দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্‌বিদুঃ। অপরোগী চ ধর্ম্মাত্মা দিৎসুরব্যসনঃ শুচিঃ ॥ ৬৩ ॥ অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা চ ষড়্‌ভির্দাতা প্রশস্যতে। অনৃজুশ্চাশ্রদ্দধানোঽশান্তাত্মা ধৃষ্টভীরুকঃ ॥ ৬৪ ॥ অসত্যসন্ধো নিদ্রালুর্দাতায়ং তামসোঽধমঃ। ত্রিশুক্লঃ কৃশবৃত্তিশ্চ ঘৃণালুঃ সকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ বিমুক্তো যোনিদোষেভ্যো ব্রাহ্মণঃ পাত্রমুচ্যতে। সৌমুখ্যাদভিসম্প্রীতিরর্থিনাং দর্শনে সদা। সৎকৃতিশ্চানসূয়া চ তদা শুদ্ধিরিতি স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥ অপরাবাধমক্লেশং স্বযত্নেনার্জ্জিতং ধনম্। স্বল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীযতে ॥ ৬৭ ॥ তেনাপি কিল ধর্ম্মেণ উদ্দিশ্য কিল কিঞ্চন। দেয়ং তদ্ধর্ম্মযুগিতি শূন্যে শূন্যং ফলং মতম্ ॥ ৬৮ ॥ যাযেন দুর্লভং দ্রব্যং দেশে কালেঽপি বা পুনঃ। দানার্হৌ দেশকালৌ তৌ স্যাতাং

ফল কি জীবিত কালে, কি মরণান্তে, কোন কালেই সুখকর হয় না। প্রার্থনালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকদ্রব্য, এবং যে সমস্ত অস্বামিক দ্রব্য দর্শনাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ সমস্ত দ্রব্যে সমস্ত পরিজনেরই সমান অধিকার, আর বংশধর থাকিলে সমস্ত ধনেই তাহাদিগের স্বত্ব বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞাতব্য। উক্ত দ্রব্য সকল এবং ভার্য্যা,—ইহাদিগকে পণ্ডিত ব্যক্তি আপৎকালেও দান করিবেন না। হে রাজন! এই আমি আপনার নিকট দানের হেতুদ্বয় বর্ণন করিলাম; অতঃপর ছয়টী অধিষ্ঠান কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লজ্জা, হর্ষ, ভয়,—এই ছয়টীই দানের অধিষ্ঠান বলিয়া কীর্ত্তিত। প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া সৎপাত্রে যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিদিন দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান বলে। ধনলোভে ধনীকে প্রলোভিত করিয়া তাহার নিকট হইতে যে ধন আহরণ করা যায়, তাহাকে অর্থদান বলে। অতঃপর কাম-দান শ্রবণ করুন। কোনও প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে যে প্রসঙ্গক্রমে অনুরাগবশে অযোগ্য পাত্রে দান করা যায়, তাহাকে কামদান বলে। সভামধ্যে "ইনি খুব দাতা" ইত্যাদি প্রশংসাবাক্যে লজ্জিত হইয়া যে দান করা যায়, তাহাকে লজ্জাদান বলে। প্রিয় বিষয়ের দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা হর্ষবশে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞগণ হর্ষদান বলেন। আক্রোশ, অনর্থপাত ও হিংসার প্রতীকারার্থ অনুপকারীকে যে দান করা যায়, তাহাকে ভয়দান বলে। ৪৯—৬১। ষড়্‌বিধ অধিষ্ঠান বিবরণ এই কহিলাম। এক্ষণে অঙ্গসকলের উল্লেখ করিতেছি। দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শুদ্ধতা, ধর্ম্মানুমত দেয় দ্রব্য, দেশ ও কাল,—এই ছয়টী দানের অঙ্গ। রোগহীন, ধর্ম্মাত্মা, দানোৎসুক, অব্যসনী, শুচি ও অনিন্দ্য জীবিকাবান্,—এই ষড়্‌বিধ দাতাই প্রশস্ত। সরলতাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য, অশান্তাত্মা, নির্লজ্জ, ভীরু, সত্যপালন রহিত, ও নিদ্রালু,—ইহারা তামস—অধম দাতা। অন্তরে বাহিরে ও কর্ম্মে শুদ্ধতাসম্পন্ন, দরিদ্র, দয়াবান্, সমস্তেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ও যোনিদোষরহিত ব্রাহ্মণকে পাত্র বলা যায়। যাচকের দর্শনে সতত প্রীতিবশে প্রসন্নমুখতা, সৎকার, অনসূয়া, এ সকল দানবিষয়ে শুদ্ধি বলিয়া জ্ঞাতব্য। স্বল্পই হউক আর অধিকই হউক, অপরের ক্লেশ না জন্মে, এমন ভাবে অক্লেশে স্বীয় পরিশ্রমে উপার্জ্জিত যে ধন, তাহাই দেয় পদবাচ্য। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দাতা তাদৃশ ধন ও ধর্ম্মানুসারে কোনও কামনা করিয়া দান করিলেই তজ্জন্য ধর্ম্ম লাভ হয়; কামনা না করিলে কোনও ফল হয় না। ন্যায়ানুসারে যে দ্রব্য যে দেশে যে কালে দুর্লভ, সেই দেশ ও সেই কালই দান-

শ্রেষ্ঠৌ ন চান্যথা ॥ ৬৯ ॥ ষড়ঙ্গানীতি চোক্তানি দ্বৌ চ পাকাবতঃ শৃণু। দ্বৌ পাকৌ দানজৌ প্রাহুঃ পরত্রাথ ত্বিহোচ্যতে ॥ ৭০ ॥ সদ্ভ্যো যদ্দীয়তে কিঞ্চিত্তৎ পরত্রোপতিষ্ঠতি। অসৎসু দীয়তে কিঞ্চিত্তদ্দানমিহ ভুজ্যতে ॥ ৭১ ॥ দ্বৌ পাকাবিতি নির্দ্দিষ্টৌ প্রকারাংশ্চতুরঃ শৃণু। ধ্রুবমাহুস্ত্রিকং কাম্যং নৈমিত্তিকমিতি ক্রমাৎ ॥৭২॥ বৈদিকো দানমার্গো-হয়ং চতুর্দ্ধা বর্ণ্যতে দ্বিজৈঃ। প্রপারামতড়াগাদি সর্ব্বকামফলং ধ্রুবম্ ॥ ৭৩ ॥ তদাহুস্ত্রিকমিত্যাহুর্দীয়তে যদ্দিনে দিনে। অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্ত্রীবালার্থং প্রদীয়তে ॥ ৭৪ ॥ ইচ্ছাসংস্থং চ যদ্দানং কাম্যমিত্যভিধীয়তে। কালাপেক্ষং ক্রিয়াপেক্ষং গুণাপেক্ষমিতি স্মৃতৌ ॥৭৫॥ ত্রিধা নৈমিত্তিকং প্রোক্তং সদা হোমবিবর্জ্জিতম্। ইতি প্রোক্তাঃ প্রকারাস্তে ত্রৈবিধ্যমভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥ অষ্টোত্তমানি চত্বারি মধ্যমানি বিধানতঃ। কানীয়সানি শেষাণি ত্রিবিধত্বমিদং বিদুঃ ॥ ৭৭ ॥ গৃহপ্রাসাদ-বিদ্যাভূগোকূপপ্রাণহাটকম্। এতান্যুত্তমদানানি উত্তমদ্রব্যদানতঃ ॥ ৭৮ ॥ অন্নারামং চ বাসাংসি হয়প্রভৃতিবাহনম্। দানানি মধ্যমানীতি মধ্যমদ্রব্য-দানতঃ ॥ ৭৯ ॥ উপানচ্ছত্রপাত্রাদিদধিমধ্বাসনানি চ ॥ ৮০ ॥ দীপকাষ্ঠোপলাদীনি চরমং বহুবার্ষিকম্। ইতি কানীয়সান্যাহুর্দাননাশত্রয়ং শৃণু ॥ ৮১ ॥ যদ্দত্ত্বা তপ্যতে পশ্চাদাসুরং তদ্বৃথা মতম্। অশ্রদ্ধয়া যদ্দ-দাতি রাক্ষসং স্যাদ্বৃথৈব তৎ ॥ ৮২ ॥ যচ্চাক্রুশ্য দদাত্যঙ্গ দত্ত্বা বাক্রোশতি দ্বিজম্। পৈশাচং তদ্বৃথা দানং দাননাশাস্ত্রয়স্ত্বমী ॥ ৮৩ ॥ ইতি সপ্তপদৈর্বদ্ধং দানমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শক্ত্যা তে কীর্ত্তিতং রাজন্ সাধু বাসাধু বা বদ ॥৮৪॥ ধর্ম্মবর্ম্মোবাচ। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ। অদ্য তে কৃতকৃত্যো-হস্মি কৃতঃ কৃতিমতাং বর ॥ ৮৫ ॥ পঠিত্বা সকলং জন্ম ব্রহ্মচারী যথা বৃথা। বহুক্লেশাৎ প্রাপ্তভার্য্যাঃ সা বৃথাপ্রিয়বাদিনী ॥ ৮৬ ॥ ক্লেশেন কৃত্বা কূপং বা স চ ক্ষারোদকো বৃথা। বহুক্লেশৈর্জন্ম নীতং বিনা ধর্ম্মং তথা বৃথা ॥ ৮৭ ॥ এবং মে যদ্বৃথা নায় জাতং

যোগ্য ও প্রশস্ত; ইহার ব্যত্যয়ে দেশকাল অপ্রশস্ত বলিয়া জানিবে। এই ছয়টী অঙ্গের কথা কহিলাম; এক্ষণে পাকদ্বয়ের বিবরণ শ্রবণ করুন। দানজন্ত দুইটী পাক অর্থাৎ ফল জন্মে; একটী ইহকালে অপরটী পরকালে। সাধু জনে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা পরকালে ফলপ্রদ, আর অসজ্জনে যাহা দেওয়া যায়, তাহার ফল ইহকালেই ভোগ হইয়া থাকে।—৭১। দুইটী পাকের কথা এইরূপই নির্দ্দিষ্ট; এক্ষণে চারিটী প্রকার বলি-তেছি শ্রবণ করুন; ধ্রুব, ত্রিক, কাম্য ও নৈমি-ত্তিক,—দানের এই চারিটী প্রকার নির্দ্দিষ্ট; তন্মধ্যে পানীয়শালা, উপবন, তড়াগ প্রভৃতি সাধারণের কামনা-সাধক দান ধ্রুব; সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী ও বালকাদির জন্য যাহা দান করা যায়, তাহা ত্রিক; স্বেচ্ছাবশে যে দান করা যায় তাহা কাম্য এবং কাল, ক্রিয়া ও গুণ উপলক্ষ্য করিয়া যাহা দান করা যায়, সেই হোমাদিবর্জ্জিত ত্রিবিধ দানই নৈমিত্তিক বলিয়া অভিহিত। প্রকারচতুষ্টয় এই কথিত হইল; এক্ষণে ত্রিবিধত্ব বলিতেছি। উত্তম আটটী এবং মধ্যম চারিটী; এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত দানই অধম। ইহাই দানের ত্রিবিধত্ব। গৃহ, প্রাসাদ, বিদ্যা, ভূমি, গো, কূপ, প্রাণ ও স্বর্ণ,—এই কয়টী উত্তম দ্রব্যের দানই উত্তমদান। অন্ন, আরাম, বসন ও অশ্বাদি বাহন,—এ সকল মধ্যম দ্রব্যের দান মধ্যম। পাদুকা, ছত্র, পাত্র, দধি, মধু, আসন, দীপ, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরাদি দীর্ঘকাল ব্যবহার্য্য দ্রব্য,—এ সকলের দান অধম। এক্ষণে দানসম্বন্ধীয় নাশত্রয় শ্রবণ করুন।৭২—৮১। যাহা দান করিয়া পরে অনু-তাপ করিতে হয়, তাহা আসুর দান; সে দান বৃথা। যাহা অশ্রদ্ধাসহকারে দেওয়া যায়, তাহা রাক্ষস দান; তাহাও বৃথা। হে রাজন্! যাহা আক্রোশ সহকারে দত্ত হয়, কিম্বা দানান্তে যদি সম্প্রদান ব্রাহ্মণকে আক্রোশ করা হয়, তবে সেই দান পৈশাচ; তাহাও বৃথা। দানের নাশত্রয় এই কথিত হইল। হে রাজন্ সপ্ত-পদনিবদ্ধ উত্তম দানমাহাত্ম্য, এই আমি আপনার নিকট শক্ত্যনুসারে ব্যাখ্যা করিলাম; ভাল বা মন্দ—যাহা হয় বলুন। ধর্ম্মবর্ম্মা কহিলেন, আজি আমার জন্ম সফল, আজি আমার তপস্যা সফল! হে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য! আপনি আজি আমাকে কৃতকৃত্য করিলেন। ব্রহ্মচারী আজন্ম বেদাধ্যয়ন করিয়া শেষে অনেক ক্লেশে ভার্য্যা লাভ করিলে তাহার সেই অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য যেমন বৃথা; ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সেই ভার্য্যাও যেমন বৃথা; ক্লেশে কূপ খনন করিলে সেই কূপ লবণজল-পূর্ণ হইলে তাহা যেমন বৃথা; বহু-ক্লেশলব্ধ মানব-জন্মও তদ্রূপ ধর্ম্মব্যতীত নিষ্ফল। এইরূপ আমার এই জন্ম এযাবৎ বিফলে গিয়াছে, পরন্তু অদ্য

তৎ সফলং ত্বয়া। কৃতং তস্মান্নমস্তভ্যং দ্বিজেভ্যশ্চ নমো নমঃ॥ ৮৮॥ সত্যমাহ পুরা বিষ্ণুঃ কুমারান্ বিষ্ণুসদ্মনি॥ ৮৯॥ নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতান-শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন। যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং তুষ্টস্য মষ্যবহিতৈর্নিজকর্ম্ম-পাকৈঃ॥ ৯০॥ তন্ময়াশর্ম্মণা বাপি যদ্বিপ্রেষ্বপ্রিয়ং কৃতম্। সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাস্তৎ ক্ষমন্তাং প্রসাদয়ে॥ ৯১॥ ত্বঞ্চ কোঽসি ন সামান্যঃ প্রণম্যাহং প্রসাদয়ে। আত্মানং খ্যাপয মুনে প্রোক্তশ্চেত্যব্রবং তদা॥ ৯২॥ নারদ উবাচ। নারদোঽস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ স্থানকার্থী সমাগতঃ। প্রোক্তঞ্চ দেহি মে দ্রব্যং ভূমিঞ্চ স্থানহেতবে॥ ৯৩॥ যদ্যপীয়ং দেবতানাং ভূমির্দ্রব্যং চ পার্থিব। তথাপি যস্মিন যঃ কালে রাজা প্রার্থ্যঃ স নিশ্চিতম্॥ ৯৪॥ মহীশ্বরস্যাবতারো ভর্ত্তা দাতা-ভয়স্য সঃ। তথৈব ত্বামহং যাচে দ্রব্যশুদ্ধি-পরীপ্সয়া। পূর্ব্বং মমালয়ং দেহি দেয়ার্থে প্রার্থনাপরঃ॥ ৯৫॥ রাজোবাচ। যদি ত্বং নারদো বিপ্র রাজ্য-মস্ত্বখিলং তব। অহং হি ব্রাহ্মণানাং তে দাস্যং কর্ত্তা ন সংশয়ঃ॥ ৯৬॥ নারদ উবাচ। যদ্যস্মাকং ভবান্ ভক্তস্তত্তে কার্য্যঞ্চ নো বচঃ॥ ৯৭॥ সর্ব্বং যত্তদ্দেহি মে দ্রব্যমুক্তং ভুবঞ্চ মে সপ্তগব্যূতি-মাত্রাম্। ভূয়াস্ত্বত্তোঽপ্যস্য রক্ষেতি সোঽপি মেনে ত্বহং চিন্তয়ে চার্থশেষম্॥ ৯৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদর্জ্জুনসংবাদে দানভেদপ্রশংসা-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততোঽহং ধর্ম্মবর্ম্মাণং প্রোচ্য তিষ্ঠেদ্ধনং ত্বয়ি। কৃত্যকালে গ্রহীষ্যামীত্যাগমং রৈবতং গিরিম্॥ ১॥ আসং প্রমুদিতশ্চাহং পশ্যংস্তং গিরিসত্তমম্। আহ্বয়ানং নরান্ সাধূন্ ভূমের্ভূজমি-

---

আপনি তাহা সফল করিলেন। অতএব আপনাকে নমস্কার; আর দ্বিজগণকেও নমস্কার, নমস্কার! পুরাকালে বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু, সনৎকুমারাদিকে সত্যই বলিয়াছিলেন যে, আমাতে নিবেশিতচিত্ত ও নিজ কর্ম্মফলানুরূপ সুখ-দুঃখে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের মুখদ্বারা আমি যেমন তৃপ্তিসহকারে ভোজন করি, যজমানের যাগভূমে অগ্নিমুখ দ্বারা প্রচুর ঘৃতপ্লুত হুত হবিও তাদৃশ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করি না! অতএব আমি দুর্ভাগ্যবশে বিপ্রগণের যদি কিছু অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকি, হে সর্ব্বপ্রভু বিপ্রগণ! আপনাদিগকে আমি প্রসাদিত করিতেছি; আপনারা তাহা ক্ষমা করুন। আপনিই বা কে? আপনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। আপনাকেও আমি প্রসাদিত করিতেছি। হে মুনিবর! আপনি নিজ পরিচয় প্রদান করুন। রাজার এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি নারদ! আমি একটু স্থানপ্রার্থী; তজ্জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি; আর আপনার প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছি; অতএব আমাকে কথিত ধন ও স্থানের জন্য ভূমি দান করুন। হে রাজন্! যদিও এই ভূমি ও দ্রব্য—সমস্তই দেবতাদিগের, তথাপি যেকালে যিনি রাজা, তাঁহার নিকটই ঐ সকল প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই রাজাই ঈশ্বরের অবতার। তিনিই ভরণকর্ত্তা ও অভয়-দাতা। তাহাতেও আবার দ্রব্যশুদ্ধি কামনায় আপনার নিকটই আমি প্রার্থনা করিতেছি। দেয় বিষয় মধ্যে প্রথমতঃ আমাকে একটী আলয় দান করুন। ইহাই আমার প্রার্থনা। ৮২—৯৫। রাজা কহিলেন,—আপনি যদি নারদ, তবে হে বিপ্র! এই রাজ্যই আপনার হউক। আমি ব্রাহ্মণগণের বিশেষতঃ আপনার দাস্য করিয়াই জীবন যাপন করিব। এ বিষয়ে সংশয় নাই। নারদ কহিলেন,—রাজন্! আপনি যদি আমাদিগের ভক্ত হয়েন, তবে আমাদিগের বাক্যও প্রতিপালন করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি আমাকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য এবং সপ্ত গব্যূতি-পরিমিত ভূমি দান করুন। তাহা হইলে আপনার শেষোক্ত বাক্যেরও পালন হইবে। এই কথায় সেই রাজাও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর আমি পরকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। ৯৬—৯৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অতঃপর আমি রাজা ধর্ম্ম-বর্ম্মাকে "আমার ধনসমূহ আপনার নিকটেই থাকুক; কার্য্যকালে গ্রহণ করিব।" এই কথা বলিয়া রৈবত পর্ব্বতে আগমন করিলাম। সেখানে আসিয়া সাধুগণকে আহ্বান করিবার জন্য ভূমির

বোচ্ছ্রিতম্। ২ ॥ **যস্মিন্নানাবিধা বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ।** সাধুং গৃহপতিং প্রাপ্য পুত্রভার্য্যাদয়ো যথা ॥ ৩ ॥ মুদিতা যত্র সন্তৃপ্তা বাশন্তে কোকিলাদয়ঃ। সদ্গুরোর্জ্ঞানসম্পন্না যথা শিষ্যগণা ভুবি ॥ ৪ ॥ যত্র তপ্ত্বা তপো মর্ত্ত্যা যথেপ্সিতমবাপ্নুয়ুঃ। শ্রীমহাদেবমাসাদ্য ভক্তো যদ্বন্মনোরথম্ ॥ তস্যাহং চ গিরেঃ পার্থ সমাসাদ্য মহাশিলাম্। শীতসৌরভ্যমন্দেন প্রীণিতোঽচিন্তয়ং হৃদি ॥ ৬ ॥ তাবন্ময়া স্থানমাপ্তং যদতীব সুদুর্লভম্। ইদানীং ব্রাহ্মণার্থেঽহং কুর্ব্বে তাবদুপক্রমম্ ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণাংশ্চ বিলোক্যা মে যে হি পাত্রতমা মতাঃ। তথা হি চাত্র শ্রূয়ন্তে বচাংসি শ্রুতিবাদিনাম্ ॥ ৮ ॥ ন জলোত্তরণে শক্তা যদ্বন্নৌঃ কর্ণবর্জ্জিতা। তদ্বচ্ছ্রেষ্ঠোঽপ্যনাচারো বিপ্রো নোদ্ধরণক্ষমঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণো হ্যনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি। তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥ ১০ ॥ দানপাত্রমতিক্রম্য যদপাত্রে প্রদীয়তে। তদ্দত্তং গামতিক্রম্য গর্দ্দভস্য গবাহ্নিকম্ ॥ ১১ ॥ উষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডে চ গোদুহম্। ভস্মনীব হুতং হব্যং মূর্খে দানমশাশ্বতম্ ॥ ১২ ॥ বিধিহীনে তথাপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্। ন কেবলং হি তদ্যাতি শেষং পুণ্যং প্রণশ্যতি ॥ ১৩ ॥ ভূরাপ্তা গোস্তথা ভোগাঃ সুবর্ণং দেহমেব চ। অশ্বশ্চক্ষুস্তথা বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥ ঘ্নন্তি তস্মাদবিদ্বাংস্তু বিভিয়াচ্চ প্রতিগ্রহাৎ। স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বাংস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ যে গূঢতপসো গূঢস্বাধ্যায়সাধকাঃ। স্বদারনিরতাঃ শান্তাস্তেষু দত্তং সদাক্ষয়ম্ ॥ ১৬ ॥ দেশে কাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্। পাত্রে প্রদীয়তে যৎ তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥ ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা। যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥ তেষাং ত্রয়াণাং মধ্যে চ বিদ্যা মুখ্যো মহাগুণঃ। বিদ্যাং বিনান্ধবদ্বিপ্রাশ্চক্ষুষ্মন্তো হি তে মতাঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাচ্চক্ষুষ্মতো বিদ্বান দেশে দেশে পরীক্ষয়েৎ। প্রশ্নান যে মম বক্ষ্যন্তি

উত্তোলিত বাহুসম সেই গিরিবরের শোভা দর্শনে আমি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। সেই গিরি, পুত্রভার্য্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত সাধু গৃহপতির ন্যায় বিবিধ তরুনিকরে চতুর্দ্দিকে সুশোভিত। সেখানে কোকিলগণ, সদ্গুরুসমীপে জ্ঞানসম্পন্ন শিষ্যগণের ন্যায় মুদিত ও তৃপ্তচিত্তে নিরন্তর বিবিধ রব করিয়া থাকে। মানবগণ, সেখানে তপস্যা করিয়া, মহাদেবের সেবাফলে ভক্ত ব্যক্তির কামনালাভের ন্যায়, যথেচ্ছ ফললাভে সমর্থ হয়। হে অর্জ্জুন! আমি সেই পর্ব্বতের একটী মহতী শিলায় উপবেশন করিয়া শীতল-সুরভি মন্দ বায়ু দ্বারা পরিসেবিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম।—আমি তো অতি দুর্লভ স্থানই প্রাপ্ত হইয়াছি ; পরন্তু এক্ষণে সদ্ব্রাহ্মণ প্রাপ্তি নিমিত্ত চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। এমন ব্রাহ্মণ দেখিতে হইবে, যাহারা উত্তম দানপাত্র। এ বিষয়ে শ্রুতিবাদিগণের এইরূপ বাক্য সকল শুনা যায় যে,—কর্ণবিহীনা নৌকা যেমন জলোত্তরণে সমর্থা হয় না, তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও যদি আচারহীন হন, তবে তিনি উদ্ধার করিতে পারেন না। বেদাধ্যয়ন-হীন ব্রাহ্মণ, তৃণাগ্নির ন্যায় ক্ষণমাত্রে উপশম প্রাপ্ত হয়। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণকে হব্য দান করিতে নাই ; বস্তুতঃ ভস্মে কেহই হোম করে না। ১—১০। যোগ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপাত্রে দান, গো পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্দ্দভকে ঘাস দানের সমান। মরুক্ষেত্রে বীজ বপন, ভগ্নপাত্রে গোদোহন, ও ভস্মে হোম করার ন্যায় মূর্খে দান নিষ্ফল। শাস্ত্রাচার-পালনহীন অপাত্রে দান করিলে কেবল যে সেই দত্ত দ্রব্য বৃথা যায়, তাহা নহে, দাতার অবশিষ্ট পুণ্যও নষ্ট হয়। নিরুপদ্রব ভূমি, গো, ভোগ্য, সুবর্ণ, দেহ, অশ্ব, চক্ষু, বসন, ঘৃত, তেজঃ, তিল, সন্তান, এ সকল দ্রব্য অবিদ্বানকে দান করিতে নাই ; আর অবিদ্বান ব্যক্তি এ সকল প্রতিগ্রহ করিলেও কুফল প্রাপ্ত হন। সুতরাং প্রতিগ্রহেও অবিদ্বানের ভয় করা কর্ত্তব্য। কারণ অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্পমাত্র প্রতিগ্রহ-দোষেও পঙ্কমগ্ন গাভীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত যাহারা গুপ্তভাবে তপস্যাচরণ, স্বাধ্যায়ানুষ্ঠান ও স্বপত্নীসঙ্গ করেন, অথচ শান্তাত্মা,—তাঁহাদিগকেই সতত দান করা কর্ত্তব্য ; সেই দান অক্ষয় ফলপ্রদ। যোগ্য দেশে কালে ও পাত্রে সদুপার্জ্জিত যে দ্রব্য দান করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মসাধক হইয়া থাকে। কেবল বিদ্যা বা তপস্যা দ্বারা পাত্রতা হয় না ; যাঁহাতে এই দুইটী ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই পাত্র বলা যায়। উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যেও বিদ্যাই মুখ্যতম মহাগুণ ; বিপ্রগণের বিদ্যাই চক্ষুঃস্বরূপ ; বিপ্রগণ বিদ্যাহীন হইলে অন্ধসদৃশ হন। বিপ্রগণের চক্ষুষ্মান হওয়াই আবশ্যক ; অতএব চক্ষুষ্মান দ্বিজগণকে

তেভ্যো দাস্যাম্যহং ততঃ ॥ ২০ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তস্মাদ্দেশাৎ সমুত্থিতঃ। আশ্রমেষু মহর্ষীণাং বিচরাম্যস্মি ফাল্গুন ॥ ২১ ॥ ইমান্ শ্লোকান্ গায়মানঃ প্রশ্নরূপান্ শৃণুষ্ব তান্। মাতৃকাং কো বিজানাতি কতিধা কীদৃশাক্ষরাম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গেহং কো বিজানাতি বা দ্বিজঃ। বহুরূপাং স্ত্রিয়ং কর্ত্তুমেকরূপাঞ্চ বেত্তি কঃ ॥ ২৩ ॥ কো বা চিত্রকথাবন্ধং বেত্তি সংসারগোচরঃ। কো বার্ণবমহাগ্রাহং বেত্তি বিদ্যাপরায়ণঃ ॥২৪॥ কো বাষ্টবিধং ব্রাহ্মণ্যং বেত্তি ব্রাহ্মণসত্তমঃ। যুগানাঞ্চ চতুর্ণাং বা কো মূলদিবসান্ বদেৎ ॥ ২৫ ॥ চতুর্দ্দশমনূনাং বা মূলবাসরং বেত্তি কঃ। কস্মিংশ্চৈব দিনে প্রাপ পূর্ব্বং বা ভাস্করো রথম্ ॥ ২৬ ॥ উদ্বেজয়তি ভূতানি কৃষ্ণাহিরিব বেত্তি কঃ। কো বাস্মিন্ ঘোরসংসারে দক্ষদক্ষতমো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ পন্থানাবপি দ্বৌ কশ্চিদ্বেত্তি বক্তি চ ব্রাহ্মণঃ। ইতি মে দ্বাদশ প্রশ্নান্ যে বিদুর্ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥ তে মে পূজ্যতমাস্তেষামহমারাধকশ্চিরম্।

ইত্যহং গায়মানো বৈ ভ্রমিতঃ সকলাং মহীম্ ॥ ২৯ ॥ তে চাহুর্দুঃখদাঃ খ্যাতাঃ প্রশ্নাস্তে কুর্ম্মহে নমঃ। ইত্যহং সকলাং পৃথ্বীং বিচিন্ত্যালব্ধব্রাহ্মণঃ ॥ ৩০ ॥ হিমাদ্রিশিখরাসীনো ভূয়শ্চিন্তামবাপ্তবান্। সর্ব্বে বিলোকিতা বিপ্রাঃ কিমতঃ কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ৩১ ॥ ততো মে চিন্তয়ানস্য পুনর্জাতা মতিস্ত্বিয়ম্। অদ্যাপি ন গতশ্চাহং কলাপগ্রামমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ যস্মিন্ বিপ্রাঃ সংবসন্তি মূর্ত্তানীব তপাংসি চ। চতুরাশীতিসাহস্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ ॥ ৩৩ ॥ স্থানে তস্মিন্ গমিষ্যামীত্যুক্ত্বাহং চলিতস্তদা। খেচরো হিমমাক্রম্য পরং পারং গতস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ অদ্রাক্ষং পুণ্যভূমিস্থং গ্রামরত্নমহং মহৎ। শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাবৃক্ষসমাকুলম্ ॥ ৩৫ ॥ যত্র পুণ্যবতাং সন্তি শতশঃ প্রবরাশ্রমাঃ। সর্ব্বেষামপি জীবানাং যত্রান্যোন্যং ন দুষ্টতা ॥ ৩৬ ॥ যজ্ঞভাজাং মুনীনাং যত্নপকারকরং সদা। সতাং ধর্ম্মবতাং যদ্বদুপকারো ন শাম্যতি ॥ ৩৭ ॥ মুনীনাং যত্র পরমং স্থানং চাপ্যবিনাশকৃৎ। স্বাহাস্বধাবষট্কারহন্তকারো ন নশ্যতি ॥ ৩৮ ॥ যত্র

দেশে দেশে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এজন্য যাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাদিগকেই দান করিব। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। হে অর্জ্জুন! পরে আমি এই সকল প্রশ্নাত্মক শ্লোক গান করিতে করিতে মহর্ষিগণের আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তুমি সেই সকল শ্লোক শ্রবণ কর। মাতৃকা কত প্রকার? উহার অক্ষর সকল কিরূপ?—উহা কে জানে? কোন দ্বিজই বা পঞ্চপঞ্চাত্মক অদ্ভুত গৃহ জ্ঞাত আছেন? বহুরূপা রমণীকে একরূপা করিতে জানে কে? সংসারমধ্যে কেই বা বিচিত্র কথাবন্ধ অবগত আছেন? কোন্ বিদ্যাপরায়ণ মানব অর্ণবগত মহাগ্রাহ জানেন? কোন্ ব্রাহ্মণসত্তম অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ্য জ্ঞাত আছেন? কেই বা যুগচতুষ্টয়ের মূল দিবসের কথা বলিতে পারে? চতুর্দ্দশ মনুর মূল দিবসই বা কে জানে? ভাস্কর সর্ব্বপ্রথম কোন্ দিন রথ লাভ করিয়াছেন? আর কেই বা কৃষ্ণসর্পসম ভূতগণের উদ্বেগ জন্মায়?—এই সকল তত্ত্ব কে জানে? এই ঘোর সংসারে দক্ষ অপেক্ষাও দক্ষতম কে? কোন্ ব্রাহ্মণ দুইটী পথ জানেন এবং তাহা বলিতে সক্ষম হন? হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার এই দ্বাদশটী প্রশ্ন যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমার পূজ্যতম; আমি চিরকাল তাঁহাদিগের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব।

আমি এইরূপ গান করিতে করিতে সমগ্র মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম; পরন্তু কেহই আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। সকলেই কহিল,—আপনার প্রশ্নগুলি অতি ক্লেশদায়ক; আপনাকে নমস্কার। আমি এইরূপে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও যোগ্য ব্রাহ্মণ না পাইয়া হিমাদ্রিশিখরে উপবেশনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলাম যে,—আমি তো সকল ব্রাহ্মণকেই দেখিলাম, এক্ষণে কি করা যায়! ১১—৩১। তারপর চিন্তা করিতে করিতে আমার আবার এই বুদ্ধি জন্মিল যে, আমি তো অদ্যাপি সর্ব্বোত্তম কলাপগ্রামে যাই নাই; সেখানে তো মূর্ত্তিমান তপস্যার ন্যায় অধ্যয়নসম্পন্ন চতুরশীতি সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করেন। আমি সেখানেই যাইব। এইরূপ স্থির করিয়া আমি সেই কলাপগ্রামে যাইবার জন্য আকাশপথে হিমরাশি অতিক্রম করিয়া ক্রমে পুণ্যভূমিগত সেই গ্রামরত্ন অবলোকন করিলাম। ঐ গ্রাম শতযোজন-বিস্তীর্ণ ও বিবিধ তরুরাজিসমাকীর্ণ। সেখানে পুণ্যবানদিগের শত শত প্রধান আশ্রম বিদ্যমান। তথায় সকল জীবই পরস্পর হিংসা পরিহারপূর্ব্বক বর্ত্তমান। ধর্ম্মাত্মা সাধুগণ যেমন কদাচ উপকার করিতে বিরত হন না; তদ্রূপ সেই স্থানও সতত যজ্ঞানুষ্ঠানপর সাধু-সজ্জনের উপকারে নিরত। সেখানে মুনিগণের অবিনশ্বর স্থান সকল

কৃতযুগস্যার্থং বীজং পার্থাবশিষ্যতে। সূর্য্যস্য সোমবংশস্য ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ স্থানকং তৎ সমাসাদ্য প্রবিষ্টোঽহং দ্বিজাশ্রমম্। তত্র তে বিবিধান্ বাদান্ বিবদন্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ পরস্পরং চিন্তয়ানা বেদা মূর্ত্তিধরা যথা। তত্র মেধাবিনঃ কেচিদর্থমন্যৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ৪১ ॥ বিচিক্ষিপুর্মহাত্মানো নভোগতমিবামিষম্। তত্রাহং করমুদ্যম্য প্রাবোচং পূর্য্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৪২ ॥ কাকারাবৈঃ কিমেতৈর্বো যদ্যস্তি জ্ঞানশালিতা। ব্যাকুরুধ্বং ততঃ প্রশ্নান মম দুর্ব্বিষহান্ বহূন্ ॥ ৪৩ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। বদ ব্রাহ্মণ প্রশ্নান্ স্বান্ শ্রুত্বাধাস্যামহে বয়ম। পরমো হ্যেব নো লাভঃ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতি যদ্ভবান্ ॥ ৪৪ ॥ অহম্পূর্ব্বিকয়া তে বৈ ন্যষেধন্ত পরস্পরম্। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি বীরা যথা রণে ॥ ৪৫ ॥ ততস্তানব্রবং প্রশ্নানহং দ্বাদশ পূর্ব্বকান্। শ্রুত্বা তে মামবোচন্ত লীলায়ন্তো মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥ কিং তে দ্বিজ বালপ্রশ্নৈরমীভিঃ স্বল্পকৈরপি। অস্মাকং যন্নিহীনং ত্বং মন্যসে স ব্রবীত্বমূন্ ॥ ৪৭ ॥ ততোঽহমিতি বিস্মিতশ্চাহং মন্যমানঃ কৃতার্থতাম্। তেষাং নিহীনং সঞ্চিন্ত্য প্রাবোচং প্রব্রবীত্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ সুতনুনামা স বালোঽবালোঽভ্যুবাচ মাম্। মম মন্দায়তে বাণী প্রশ্নৈঃ স্বল্পৈস্তব দ্বিজ। তথাপি বচ্মি মাং যস্মান্নিহীনং মন্যতে ভবান্ ॥ ৪৯ ॥ সুতনুরুবাচ। অক্ষরাস্তু দ্বিপঞ্চাশন্মাতৃকায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ওঙ্কারঃ প্রথমস্তত্র চতুর্দ্দশ স্বরাস্তথা। স্পর্শাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশদনুস্বারস্তথৈব চ ॥ ৫১ ॥ বিসর্জ্জনীয়শ্চ পরো জিহ্বামূলীয এব চ। উপধ্মানীয় এবাপি দ্বিপঞ্চাশদমী স্মৃতাঃ ॥ ৫২ ॥ ইতি তে কথিতা সংখ্যা অর্থমেষাং শৃণু দ্বিজ। অস্মিন্নর্থে চেতিহাসং তব বক্ষ্যামি যং পুরা ॥ ৫৩ ॥ মিথিলায়াং প্রবৃত্তোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে। মিথিলায়াং পুরা পুর্য্যাং ব্রাহ্মণঃ কৌথুমাভিধঃ ॥ ৫৪ ॥ যেন বিদ্যা প্রপঠিতা বর্ত্তন্তে ভুবি যা দ্বিজ। একত্রিংশৎসহস্রাণি বর্ষাণাং স কৃতাদরঃ ॥ ৫৫ ॥ ক্ষণমপ্যনবচ্ছিন্নং পঠিত্বা গেহবানভূৎ।

বিরাজমান। তথায় কদাচ স্বাহা স্বধা বষট্‌কার ও হন্তকারাদি শব্দ নিবৃত্ত হয় না। হে পার্থ! সেখানে সত্যযুগের নিমিত্ত সূর্য্য সোম ও ব্রাহ্মণ বংশের বীজ বিদ্যমান। আমি সেই স্থানে যাইয়া দ্বিজগণের আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—মূর্ত্তিমান বেদের ন্যায় দ্বিজোত্তমগণ পরস্পর চিন্তাপূর্ব্বক বিবিধ বাদ-বিচারে প্রবৃত্ত; কোন কোন মহাত্মা ধীমান দ্বিজ আকাশগত মাংসখণ্ডবৎ অপরকৃত ব্যাখ্যা নিরাকৃত করিতেছেন। আমি সেখানে হস্ত উদ্যত করিয়া বলিলাম,—হে দ্বিজগণ! আমার সমস্যা পূরণ করুন। এ 'কা কা' রবে ফল কি? যদি জ্ঞানগর্ব্ব থাকে, তবে আমার অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্ন আছে, তাহার ব্যাখ্যা করুন। ৩২—৪৩। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি আপনার প্রশ্ন সকল বলুন। আমরা শ্রবণ করিয়া তাহার সমাধান করিব। আপনি প্রশ্ন করিতেছেন; ইহা আমাদিগের পরম লাভ। রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বীরগণের ন্যায় তাঁহারা পরস্পর "আমি অগ্রে, আমি অগ্রে" ইত্যাকার বলিয়া অপরের নিষেধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী প্রশ্ন বলিলাম। সেই মুনীশ্রগণ আমার প্রশ্ন শুনিয়া লীলাসহকারে কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনার এ সকল বালকোচিত সামান্য প্রশ্ন; আমাদিগের মধ্যে আপনি যাহাকে অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মনে করেন, সে-ই এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিউক। তাঁহাদিগের এবম্বিধ উক্তিতে আমি সবিস্ময়ে মনে মনে কৃতার্থ হইলাম এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে অল্প জ্ঞানবান্ মনে করিলাম, তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া কহিলাম যে,—ইনি বলুন। আমি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলাম, তিনি বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বালক নহেন। তাঁহার নাম সুতনু। তিনি কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনার সামান্য প্রশ্নে আমার তাদৃশ বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তথাপি আমি আপনার প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিব; যেহেতু আপনি আমাকে ইঁহাদিগের মধ্যে অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মনে করিতেছেন। ৪৪—৪৯। সুতনু কহিলেন,—মাতৃকার অক্ষর দ্বিপঞ্চাশৎসংখ্যক। তন্মধ্যে প্রথম ওঙ্কার, পরে চতুর্দ্দশ স্বর, ত্রয়স্ত্রিংশ স্পর্শ বর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়,—সমুদায়ে এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণ। মাতৃকার সংখ্যা এই কথিত হইল। হে দ্বিজ! এক্ষণে ইহাদিগের অর্থ শ্রবণ করুন। এ বিষয়ে পুরাকালে মিথিলানগরে এক ব্রাহ্মণ-নিকেতনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সেই ইতিহাস বলিতেছি। পুরাকালে মিথিলা নগরে কৌথুম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একত্রিংশৎ সহস্র বৎসর যাবৎ অতিযত্নে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া পৃথিবীতে যত বিদ্যা আছে, তৎসমস্তই

ততঃ কেনাপি কালেন কৌথুমস্তাভবৎ সুতঃ ॥ ৫৬ ॥ জড়বদ্বর্ত্তমানঃ স মাতৃকাং প্রত্যপদ্যত। পঠিত্বা মাতৃকামস্তন্নাধ্যেতি স কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥ ততঃ পিতা খিন্নরূপী জড়ং তং সমভাষত। অধীষ পুত্রকাধীষ তব দাস্যামি মোদকান্ ॥ ৫৮ ॥ অথান্যস্মৈ প্রদাস্যামি কর্ণাবুৎপাটয়ামি তে ॥ ৫৯ ॥ পুত্র উবাচ। তাত কিং মোদকার্থায় পঠ্যতে লোভহেতবে। পঠনং নাম যৎ পুংসাং পরমার্থং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ৬০ ॥ কৌথুম উবাচ। এবং তে বদমানস্য আয়ুর্ভবতু ব্রহ্মণঃ। সাধ্বী বুদ্ধিরিয়ং তেহস্য কুতো নাধ্যেষ্যতঃপরম্ ॥ ৬১ ॥ পুত্র উবাচ। তাত সর্ব্বং পরিজ্ঞেয়ং জ্ঞাতমত্রৈব বৈ যতঃ। ততঃ পরং কণ্ঠশোষঃ কিমর্থং ক্রিয়তে বদ ॥ ৬২ ॥ পিতোবাচ। বিচিত্রং ভাষসে বাল জ্ঞাতোহত্রার্থশ্চ কস্ত্বয়া। ব্রূহি ব্রূহি পুনর্বৎস শ্রোতুমিচ্ছামি তে গিরম্ ॥ ৬৩ ॥ পুত্র উবাচ। একত্রিংশৎসহস্রাণি পঠিত্বাপি ত্বয়া পিতঃ। নানা-তর্কান্ ভ্রান্তিরেব সন্ধিতা মনসি স্বকে ॥ ৬৪ ॥ অয়ময়ং চায়মিতি ধর্ম্মো যো দর্শনোদিতঃ। তেষু বাতায়তে চেতস্তব তন্নাশয়ামি তে ॥ ৬৫ ॥ উপদেশং পঠস্ত্বেব নৈবার্থজ্ঞোহসি তত্ত্বতঃ। পাঠমাত্রা হি যে বিপ্রা দ্বিপদাঃ পশবো হি তে ॥ ৬৬ ॥ ততস্তে ব্রবীমি তত্ত্বাক্যং মোহমার্ত্তণ্ডমদ্ভুতম্ ॥ ৬৭ ॥ অকারঃ কথিতো ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। মকারশ্চ স্মৃতো রুদ্রস্ত্রয়শ্চৈতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৮ ॥ অর্দ্ধমাত্রা চ যা মূর্দ্ধ্নি পরমঃ স সদাশিবঃ। এবমোঙ্কার-মাহাত্ম্যং শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ৬৯ ॥ ওঙ্কারস্য চ মহাত্ম্যং যাথাত্ম্যেন ন শক্যতে। বর্ষাণামযুতেনাপি গ্রন্থকোটিভিরেব বা ॥ ৭০ ॥ পুনর্বৎ সারসর্ব্বস্বং প্রোক্তং তৎ শ্রূয়তাং পরম্। অকারাদ্যা ঔকারাদ্যা মনবস্তে চতুর্দ্দশ ॥ ৭১ ॥ স্বায়ম্ভুবশ্চ স্বারোচিরৌত্তমো রৈবতস্তথা। তামসশ্চাক্ষুষঃ ষষ্ঠস্তথা বৈবস্বতো-হধুনা ॥ ৭২ ॥ সাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণী রুদ্রসাবর্ণিরেব চ। দক্ষসাবর্ণিরেবাপি ধর্ম্মসাবর্ণিরেব চ ॥ ৭৩ ॥ রৌচ্যো ভৌত্যস্তথা চাপি মনবোহমী চতুর্দ্দশ।

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পাঠ সমাপ্তি করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পর কিয়ৎকালান্তে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। সেই বালক জড়বৎ অবস্থান করিত; পরন্তু মাতৃকা অভ্যাস করিয়াছিল। সে মাতৃকা অভ্যাস করিয়া অপর কিছুই আর অধ্যয়ন করিতে চাহে না, দেখিয়া তদীয় পিতা দুঃখিতচিত্তে সেই জড় বালককে কহিলেন,—হে পুত্র! 'পড় পড়' পড়িলে তোমাকে মোদক দিব, নচেৎ অপরকে মোদক দিব আর তোমার কর্ণদ্বয় উৎপাটন করিব। ৪৪—৫৯। পুত্র কহিল,—হে তাত! লোভজনক মোদকের জন্য কি পড়া হয়?—জনগণ যে অধ্যয়ন করে, তাহাতো পরমার্থের জন্য। কৌথুম কহি-লেন,—বৎস! তুমি যখন এরূপ কথা বলিলে, তখন তোমার ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু লাভ হউক। পরন্তু তুমি তো অধ্যয়ন কর নাই, তবে তোমার এরূপ সাধ্বী বুদ্ধি কিরূপে হইল? পুত্র কহিলেন,—হে তাত! যাহা কিছু জ্ঞেয়, আমি তৎসমস্তই যখন এই মাতৃকাতে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তখন আর বৃথা কণ্ঠশোষ জন্মাইবার প্রয়োজন কি? পিতা কহিলেন—হে বালক। তুমি বিচিত্র কথা বলিতেছ, ইহাতে কি অর্থ জ্ঞাত হইয়াছ? বল' বল' বৎস! আমি তোমার কথা শুনিতে চাই। পুত্র কহিলেন,—পিতঃ! আপনি একত্রিংশৎ সহস্র বৎসর যাবৎ নানা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ মনে ভ্রান্তিরই স্থাপন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে যে 'ইহা' 'ইহা' 'ইহা' ইত্যাদি রূপে ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ আছে, আপনার চিত্ত তাহাতে বায়ুবৎ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আপনার সেই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করিতেছি। আপনি শাস্ত্রোপদেশ পাঠ করিয়াছেন মাত্র, পরন্তু তাহার অর্থতত্ত্বজ্ঞ নহেন। যাঁহারা কেবলমাত্র শাস্ত্র পাঠই করিয়াছেন,তাঁহারা তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন; তাঁহারা দ্বিপদ পশু বলিয়াই উল্লেখ্য। অতএব আমি আপনাকে মোহান্ধকারের মার্ত্তণ্ড-সদৃশ সেই অদ্ভুত তত্ত্ব বাক্য বলিতেছি। ওঁকারের অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, এবং মকার রুদ্র; ইহারা প্রকৃতির গুণত্রয়াত্মক। আর মস্তকস্থ অর্দ্ধ মাত্রা পরম শিব। সুতরাং ওঙ্কার ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও পরম শিবের সমন্বয়বোধক। নিত্য শ্রুতি বাক্যে ওঁকারের মাহাত্ম্য এইরূপই উক্ত আছে। অযুত অযুত বৎসরে কোটী কোটী গ্রন্থ দ্বারাও ওঁকারের সম্পূর্ণ মহিমা যথাযথ প্রকাশ করা যায়না।৬০—৭০। সুতরাং যাহা সর্ব্বস্বভূত সার, তাহাই আপনি শ্রবণ করুন। অকার অবধি ঔকার পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অক্ষর চতুর্দ্দশ মনু। তাহাদিগের নাম যথা,—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, রৈবত, তামস, চাক্ষুষ, এই ছয় এবং বর্ত্তমান বৈবস্বত মনু, আর সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য;—এই

শ্বেতঃ পাণ্ডুস্তথা রক্তস্তাম্রঃ পীতশ্চ কাপিলঃ ॥ ৭৪ ॥ কৃষ্ণঃ শ্যামস্তথা ধূম্রঃ সুপিশঙ্গঃ পিশঙ্গকঃ। ত্রিবর্ণঃ শবলো বর্ণৈঃ কর্কন্ধুর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৭৫ ॥ বৈবস্বত ঋকারশ্চ তাত কৃষ্ণঃ প্রদৃশ্যতে। ককারাদ্যা হকারান্তা ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ ॥ ৭৬ ॥ ককারাদ্যা-ঠকারান্তা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণশ্চাংশুরেব চ ॥ ৭৭ ॥ ভর্গো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥ ৭৮ ॥ জঘন্যজঃ স সর্ব্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ। ডকারাদ্যা বকারান্তা রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তু ॥ ৭৯ ॥ কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ। অজকঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুশ্চণ্ডো ভবস্তথা ॥ ৮০ ॥ ভকারাদ্যাঃ ষকারান্তা অষ্টৌ হি বসবো মতাঃ। ধ্রুবো ঘোরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈব নলোঽনিলঃ ॥ ৮১ ॥ প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ অষ্টৌ তে বসবঃ স্মৃতাঃ। সো হশ্চেতাশ্বিনৌ খ্যাতৌ ত্রয়স্ত্রিংশ-দিমে স্মৃতাঃ ॥ ৮২ ॥ অনুস্বারো বিসর্গশ্চ জিহ্বা মূলীয় এব চ। উপধ্মানীয় ইত্যেতে জরায়ুজাস্তথা-গুজাঃ ॥ ৮৩ ॥ স্বেদজাশ্চোদ্ভিজ্জাশ্চেতি ততো জীবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভাবার্থঃ কথিতশ্চায়ং তত্ত্বার্থং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮৪ ॥ যে পুমাংসস্ত্বমূন দেবান সমাশ্রিত্য ক্রিয়াপরাঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকে নিত্যে পদে লীনাস্ত এব হি ॥ ৮৫ ॥ চতুর্ণাং জীবযোনীনাং তদৈব পরি-মুচ্যতে। যদাভ্যুন্মনসা বাচা কর্ম্মণা চ যজেৎ সুরান্ ॥ ৮৬ ॥ যস্মিঞ্ছাস্ত্রে ত্বমী দেবা মানিতা নৈব পাপিভিঃ। তচ্ছাস্ত্রং হি ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥ ৮৭ ॥ অমী চ দেবাঃ সর্ব্বত্র শ্রৌতে মার্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ। পাষণ্ডশাস্ত্রে সর্ব্বত্র নিষিদ্ধাঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৮৮ ॥ তদমূন্ যে ব্যতিক্রম্য তপো দানমথো জপম্। প্রকুর্ব্বন্তি দুরাত্মানো বেপন্তে মরুতঃ পথি ॥ ৮৯ ॥ অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং পশ্যতাবিজিতাত্মনাম্। পঠন্তি মাতৃকাং পাপা মন্যন্তে ন সুরানিহ ॥ ৯০ ॥ সুতনুরুবাচ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পিতাভূদতি-বিস্মিতঃ। পপ্রচ্ছ চ বহূন্ প্রশ্নান্ সোঽপ্যা-বাদীত্তথাতথা ॥ ৯১ ॥ ময়াপি তব প্রোক্তোঽয়ং মাতৃকাপ্রশ্ন উত্তমঃ। দ্বিতীয়ং শৃণু তং প্রশ্নং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্ ॥ ৯২ ॥ পঞ্চভূতানি পঞ্চৈব কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চাপি বিষয়া মনোবুদ্ধ্যহ-

---

চতুর্দ্দশ মনু। ইঁহারা শ্বেত, পাণ্ডু, রক্ত, তাম্র, পীত, কপিল, কৃষ্ণ, শ্যাম, ধূম্র, সুপিশঙ্গ, পিশঙ্গ, ত্রিবর্ণ, শবল ও কর্ব্বুর,—যথাক্রমে এই সকল বর্ণশালী। হে তাত! ঋকাররূপী বৈবস্বত মনু কৃষ্ণবর্ণ। ককারাবধি হকারান্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ণই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। তন্মধ্যে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশবর্ণ, দ্বাদশ আদিত্য। ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশু, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বকনিষ্ঠ, পরন্তু ইনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান। ডকারাদি বকারান্ত একাদশ বর্ণই একাদশ রুদ্র। যথা,—কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড ও ভব। ভকারাদি ষকারান্ত আটটী বর্ণই অষ্টবসু। ধ্রুব, ঘোর, সোম, আপ, নল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস, ইঁহারা অষ্টবসু। স ও হ,—এই দুইটী বর্ণই অশ্বিনীকুমারদ্বয়।—সমষ্টিতে এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা-রূপী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ণ। অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়,—ইঁহারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ,—এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিরূপী। মাতৃকার ভাবার্থ এই কহিলাম; এক্ষণে তত্ত্বার্থ শ্রবণ করুন। ৭১—৮৪। যে সকল মানব এই সকল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহারা অর্দ্ধমাত্রাত্মক নিত্য পরম পদে লীন হয়। চতুর্ব্বিধ প্রাণী যখন কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা এই দেবগণের আরাধনা করে, তখনই তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে শাস্ত্রে পাপিগণ কর্ত্তৃক উক্ত দেবগণ মানিত হন নাই, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি বক্তা হন, তথাপি সে শাস্ত্র মান্য উচিত নহে। এই দেবগণ শ্রৌত পথে সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু পাষণ্ড-শাস্ত্রে পাপিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছেন। তজ্জন্য যাহারা উক্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়া তপ, জপ ও দানাদির অনুষ্ঠান করে, সেই সকল দুরাত্মা বায়ু-মার্গে অবস্থানপূর্ব্বক কম্পিত হইয়া থাকে। অহো! মোহের কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য! দেখুন, অজিতাত্মা পাপী জনগণ মাতৃকা পাঠ করে, অথচ তৎ-প্রতিপাদ্য দেবগণকে মানে না। ৮৫—৯০। সুতনু কহিলেন,—পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আরও অনেকানেক প্রশ্ন করিলেন, পরন্তু পুত্রও তৎসমস্তের সদুত্তর প্রদান করিলেন। হে মুনে! আমিও আপনাকে উত্তম মাতৃকা-প্রশ্নোত্তর এই বলিলাম; এক্ষণে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন—পঞ্চপঞ্চ অদ্ভুত গৃহের কথা শ্রবণ করুন। পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়,

মেব চ ॥ ৯৩ ॥ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব পঞ্চবিংশঃ সদাশিবঃ। পঞ্চপঞ্চভিরেতৈস্তু নিষ্পন্নং গৃহমুচ্যতে ॥ দেহমেতদিদং বেদ তত্ত্বতো যাত্যসৌ শিবম্। বহুরূপাং স্ত্রিয়ং প্রাহুর্বুদ্ধিং বেদান্তবাদিনঃ ॥ ৯৫ ॥ সা হি নানার্থভজনান্নানারূপং প্রপদ্যতে। ধর্ম্মৈস্ত্বেকস্য সংযোগাদ্বহুধাপ্যেকিকৈব সা ॥ ৯৬ ॥ ইতি যো বেদ তত্ত্বার্থং নাসৌ নরকমাপ্নুয়াৎ। মুনিভির্যচ্চ ন প্রোক্তং যন্ন মন্যেত দৈবতান্ ॥ ৯৭ ॥ বচনং তদ্বুধাঃ প্রাহুর্বন্ধং চিত্রকথং স্থিতি। যচ্চ কামান্বিতং বাক্যং পঞ্চমং বাপ্যতঃ শৃণু ॥ ৯৮ ॥ একো লোভো মহান্ গ্রাহো লোভাৎ পাপং প্রবর্ত্ততে। লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৯ ॥ লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানঃ স্তম্ভঃ পরেপ্সুতা। অবিদ্যাপ্রজ্ঞতা চৈব সর্ব্বং লোভাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১০০ ॥ হরণং পরবিত্তানাং পরদারাভিমর্শনম্। সাহসানাঞ্চ সর্ব্বেষামকার্য্যাণাং ক্রিয়াস্তথা ॥ ১০১ ॥ স লোভঃ সহ মোহেন বিজেতব্যো জিতাত্মনা। দম্ভো দ্রোহশ্চ নিন্দা চ পৈশুন্যং মৎসরস্তথা ॥ ১০২ ॥ ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি লুব্ধানামকৃতাত্মনাম্। সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তি বহুশ্রুতাঃ ॥ ১০৩ ॥ ছেত্তারঃ সংশয়ানাঞ্চ লোভগ্রস্তা ব্রজন্ত্যধঃ। লোভক্রোধপ্রসক্তাশ্চ শিষ্টাচারবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১০৪ ॥ অন্তঃক্ষুরা বাঙ্মধুরাঃকূপাশ্ছন্নাস্তৃণৈরিব। কুর্ব্বতে যে বহূন্ মার্গাংস্তাংস্তান্ হেতুবলান্বিতাঃ ॥ ১০৫ ॥ সর্ব্বমার্গং বিলুম্পন্তি লোভাজ্জাতিষু নিষ্ঠুরাঃ। ধর্ম্মাবতংসকাঃ ক্ষুদ্রা মুষ্ণন্তি ধ্বজিনো জগৎ ॥ ১০৬ ॥ এতেঽতিপাপিনো জ্ঞেয়া নিত্যং লোভসমন্বিতাঃ। জনকো যুবনাশ্বশ্চ বৃষাদর্ভিঃ প্রসেনজিৎ ॥ ১০৭ ॥ লোভক্ষয়াদ্দিবং প্রাপ্তাস্তথৈবান্যে জনাধিপাঃ। তস্মাত্ত্যজন্তি যে লোভং তেঽতিক্রামন্তি সাগরম্ ॥ ১০৮ ॥ সংসারাখ্যমতোঽন্যে যে গ্রাহগ্রস্তা ন সংশয়ঃ। অথ ব্রাহ্মণভেদাংস্ত্বমষ্টৌ বিপ্রাবধারয় ॥ ১০৯ ॥ মাত্রশ্চ ব্রাহ্মণশ্চৈব শ্রোত্রিয়শ্চ ততঃ পরম্। অনূচানস্তথা ভ্রূণ ঋষিকল্প ঋষির্মুনিঃ ॥ ১১০ ॥ এতে হ্যষ্টৌ সমুদ্দিষ্টা ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং শ্রুতৌ। তেষাং পরঃ পরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যাবৃত্তবিশেষতঃ ॥ ১১১ ॥ ব্রাহ্মণানাং কুলে

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পরম পুরুষ সদাশিব,—এই পঞ্চপঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব দ্বারা নিষ্পন্ন দেহই গৃহপদবাচ্য। যিনি এই দেহকে যথাযথ জানিতে পারেন তিনি সেই শিবে লয় প্রাপ্ত হন। বেদান্তবাদীরা বুদ্ধিকেই বহুরূপা রমণী বলিয়া বর্ণন করেন; যে হেতু সেই বুদ্ধি নানা বিষয় ভজনা করিয়া নানা রূপ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু একমাত্র ধর্ম্মের সংযোগে সে বহু প্রকার হইয়াও আবার একরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহার নরকপ্রাপ্তি হয় না। যে বাক্য মুণিগণপ্রোক্ত নহে, এবং যাহাতে দেবগণের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; বুধগণ তাহাকেই চিত্রকথাবন্ধ বলেন। অধুনা আপনার কামান্বিত পঞ্চম প্রশ্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একমাত্র লোভই মহান্ গ্রাহস্বরূপ; লোভ হইতেই পাপ, ক্রোধ,কাম, মোহ, শঠতা, অভিমান, স্তব্ধতা, পরধনে স্পৃহা,অবিদ্যা, নির্ব্বুদ্ধিতা, ইত্যাদি সমস্ত দোষ জন্মে। লোভ হইতেই পরবিত্তাপহরণ, পরদারগমনাদি সাহস-সাধ্য সমস্ত অকার্য্য সজ্ঘটিত হয়। অতএব জিতাত্মা ব্যক্তি মোহের সহিত সেই লোভকে জয় করিবেন। দম্ভ, দ্রোহ, নিন্দা, খলতা, পরশ্রী-কাতরতা, অজিতাত্মা মোহাচ্ছন্ন মানবগণের এইসকল দোষই জন্মিয়া থাকে। যাহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থও সম্যক্ অভ্যাস করিয়াছেন, এবং সংশয়সমূহের নিরাসে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতও লোভগ্রস্ত হইয়া অধঃপাতে যাইয়া থাকেন। যাহারা লোভে ও ক্রোধে আসক্ত, তাহারা শিষ্টাচারবহির্ভূত, এবং অন্তরে ক্ষুরতুল্য, কিন্তু মুখে মধুরভাষী; সুতরাং তৃণাচ্ছন্ন কূপসদৃশ। তর্কজাল দ্বারা তাহারাই সেই সেই বিভিন্ন ধর্ম্মপথের সৃষ্টি করিয়া থাকে। লোভবশেই ধর্ম্মধ্বজী ক্ষুদ্রচেতা নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা সমস্ত ধর্ম্মপথের বিনাশ করে। উহারা ধর্ম্মকে লোকবঞ্চনার্থই শিরোভূষণরূপে প্রকটিত করে, পরন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের অপহরণই করিয়া থাকে। সেই সকল লোভাক্রান্ত জনগণ সতত অতিশয় পাপানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকে। জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ, ইহাঁরা এবং আরও অনেক রাজা, লোভ বর্জ্জন করিয়াই স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব যাঁহারা লোভ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই সংসারসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারাই গ্রাহগ্রস্ত; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হে বিপ্র! এক্ষণে ব্রাহ্মণের অষ্টবিধ ভেদ শ্রবণ করুন।৯১—১০৯। মাত্র, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, অনূচান, ভ্রূণ, ঋষিকল্প, ঋষি ও মুনি, শ্রুতিতে প্রথমে এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ আছে। বিদ্যা ও চরিত্র দ্বারা ইহাঁরা পর পর শ্রেষ্ঠ।

জতো জাতিমাত্রো যদা ভবেৎ। অনুপেতঃ ক্রিয়াহীনো মাত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ একোদ্দেশ্যমতিক্রম্য বেদস্যাচারবানৃজুঃ। স ব্রাহ্মণ ইতি প্রোক্তো নিভৃতঃ সত্যবাগ্ ঘৃণী ॥ ১১৩ ॥ একাং শাখাং সকল্পাঞ্চ ষড়ুভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥ ১১৪ ॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা পাপবর্জ্জিতঃ। শ্রেষ্ঠঃ শ্রোত্রিয়বান্ প্রাজ্ঞঃ সোঽনূচান ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৬ ॥ অনূচানগুণোপেতো যজ্ঞস্বাধ্যায়যন্ত্রিতঃ। ভ্রূণ ইত্যুচ্যতে শিষ্টৈঃ শেষভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১৬ ॥ বৈদিকং লৌকিকং চৈব সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্য যঃ। আশ্রমস্থো বশী নিত্যমৃষিকল্প ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৭ ॥ ঊর্দ্ধরেতা ভবত্যগ্র্যো নিয়তাশী ন সংশয়ী। শাপানুগ্রহয়োঃ শক্তঃ সত্যসন্ধো ভবেদৃষিঃ ॥ ১১৮ ॥ নিবৃত্তঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ। ধ্যানস্থো নিষ্ক্রিয়ো দান্তস্তুল্যমৃৎকাঞ্চনো মুনিঃ ॥ ১১৯ ॥ এবমন্বয়বিদ্যাভ্যাং বৃত্তেন চ সমুচ্ছ্রিতাঃ। ত্রিশুক্লা নাম বিপ্রেন্দ্রাঃ পূজ্যন্তে সবনাদিষু ॥ ১২০॥ ইত্যেবং বিধবিপ্রত্বমুক্তং শৃণু যুগাদয়ঃ। নবমী কার্ত্তিকে শুক্লা কৃতাদিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১২১ ॥ বৈশাখস্য তৃতীয়া যা শুক্লা ত্রেতাদিরুচ্যতে। মাঘে পঞ্চদশী নাম দ্বাপরাদিঃ স্মৃতা বুধৈঃ ॥ ১২২ ॥ ত্রয়োদশী নভস্যে চ কৃষ্ণা সা হি কলেঃ স্মৃতা। যুগাদয়ঃ স্মৃতা হ্যেতা দত্তস্যাক্ষয়কারকাঃ ॥ ১২৩ ॥ এতাশ্চতস্রস্তিথয়ো যুগাদ্যা দত্তং হুতং চাক্ষয়মাশু বিদ্যাৎ। যুগেযুগে বর্ষশতেন দানং যুগাদিকালে দিবসেন তৎফলম্ ॥ ১২৪ ॥ যুগাদ্যাঃ কথিতা হ্যেতা মন্বাদ্যাঃ শৃণু সাম্প্রতম্। অশ্বযুক্‌শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকে তথা ॥ ১২৫ ॥ তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ। ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা ॥ ১২৬ ॥ আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী। শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢী চ পূর্ণিমা ॥ ১২৭ ॥ কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা। মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারকাঃ ॥ ১২৮ ॥ যস্যাং তিথৌ রথং পূর্ব্বং

যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মাত্র ; কিন্তু উপনয়নহীন ও অপরাপর বিপ্রকর্ত্তব্য আচার-পালনে পরাঙ্মুখ, সেই জাতিমাত্র ব্রাহ্মণকে 'মাত্র' বলা হয়, যিনি বিবিধ কামনাবশে বিবিধ বেদাচার প্রতিপালন করেন, এবং যিনি সরল, সত্যবাদী, দয়াবান্ ও একান্ত রাসপ্রিয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলে। ছয়টী অঙ্গ ও কল্পশাস্ত্র সহ বেদের কোনও একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়া যিনি ষট্‌কর্ম্মাচরণে নিরত, সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিপ্র শ্রোত্রিয়-পদ-বাচ্য। যিনি বেদ-বেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ, শুদ্ধাত্মা, নিষ্পাপ, জ্ঞানবান্ ও শ্রোত্রিয়-চ্ছাত্রসম্পন্ন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই অনূচান বলা যায়। অনূচান গুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়বান্, ও যজ্ঞশেষভোজী দ্বিজকে শিষ্ট জনগণ ভ্রূণ বলেন। যিনি লৌকিক বৈদিক সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক নিয়ত আশ্রমে বাস করেন, তাঁহাকে ঋষিকল্প বলা যায়। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, সংশয়হীন, ভোজন ব্যাপারে সংযমবান্, সত্যবাদী, ও শাপদানে বা অনুগ্রহ করণে সমর্থ, সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ ঋষিপদবাচ্য। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, কামক্রোধহীন, সংসারবিরক্ত, ধ্যাননিষ্ঠ, নিষ্ক্রিয়, দমযুক্ত, মৃৎকাঞ্চনে তুল্যদর্শী বিপ্রকে মুনি বলে। এইরূপ বংশ, বিদ্যা ও চরিত্র দ্বারা সমুন্নত বিপ্রগণ ত্রিশুক্ল পদবাচ্য ; ইহাঁরাই যাগাদিতে পূজনীয়।১১০—১২০। বিপ্রত্বের বিবরণ এই কহিলাম, এক্ষণে যুগাদির কথা শ্রবণ করুন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী সত্যযুগের আদি, বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া ত্রেতাযুগের আদি, মাঘমাসের পূর্ণিমা দ্বাপরযুগের আদি, আর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী কলিযুগের আদি বলিয়া জ্ঞাতব্য *। এই সকল যুগাদি তিথিতে দানকার্য্য অক্ষয় ফলজনক হয়। এই চারিটী যুগাদি তিথিতে দান বা হোম করিলে তাহা অক্ষয় ফলসাধক হইয়া থাকে। সেই সকল যুগে শত বর্ষ যাবৎ দান করিলে যে ফল হয়, যুগাদি কালে দান করিলে এক দিনেই তৎসম ফল প্রাপ্তি ঘটে। ১২১—১২৪। যুগাদ্যা তিথি কহিলাম। এক্ষণে মন্বাদির উল্লেখ করিতেছি। আশ্বিনের শুক্ল নবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া, ফাল্গুনমাসের অমাবস্যা, পৌষ মাসের একাদশী, আষাঢ় মাসের দশমী, মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা, কার্ত্তিক ফাল্গুন চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথি মন্বন্তরের আদি তিথি ; ইহাতে দান করিলে

---

* মতান্তরে ভাদ্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর-যুগাদ্যা, এবং মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই মতই বঙ্গ-দেশানুমোদিত। মুহূর্ত্ত চিন্তামণি-গ্রন্থে মাঘী পূর্ণিমাস্থলে অমাবস্যা লিখিত আছে।

প্রাপ দেবো দিবাকরঃ। সা তিথিঃ কথিতা বিপ্রৈর্মাঘে যা রথসপ্তমী॥ ১২৯॥ তস্যাং দত্তং হুতং চেষ্টং সর্ব্বমেবাক্ষয়ং মতম্। সর্ব্বদারিদ্র্যশমনং ভাস্কর-প্রীতয়ে মতম্॥ ১৩০॥ নিত্যোদ্বেজকমাহুর্যং বুধাস্তং শৃণু তত্ত্বতঃ। যশ্চ যাচনিকো নিত্যং ন স স্বর্গস্য ভাজনম্॥ ১৩১॥ উদ্বেজয়তি ভূতানি যথা চৌর-স্তথৈব সঃ। নরকং যাতি পাপাত্মা নিত্যোদ্বেগ-করস্ত্বসৌ॥ ১৩২॥ ইহোপপত্তির্মম কেন কর্ম্মণা ক্ব চ প্রয়াতব্যমিতো ময়েতি। বিচার্য্য চৈবং প্রতিকার-কারী বুধৈঃ স চোক্তো দ্বিজ দক্ষদক্ষঃ॥ ১৩৩॥ মাসৈরষ্টভিরহ্না চ পূর্ব্বেণ বয়সায়ুষা। তৎ কর্ম্ম পুরুষঃ কুর্য্যাদ্যেনান্তে সুখমেধতে॥ ১৩৪॥ অর্চ্চি-র্ধূমশ্চ মার্গৌ দ্বাবাহুর্বেদান্তবাদিনঃ। অর্চ্চিষা যাতি মোক্ষঞ্চ ধূমেনাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ১৩৫॥ যজ্ঞৈরাসাদ্যতে ধূমো নৈষ্কর্ম্ম্যেণার্চ্চিরাপ্যতে। এতয়োরপরো মার্গঃ পাষণ্ড ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১৩৬॥ যো দেবান্ মন্যতে

তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। পুরাকালে যে তিথিতে দিবাকরদেব তদীয় রথখানি পাইয়াছিলেন, বিপ্রগণ মাঘ মাসের সপ্তমীকেই সেই তিথি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উহা রথসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে দান, হোম পূজাদি করিলে তৎসমস্ত অক্ষয় ফলপ্রদ হয় এবং উহা দ্বারা সর্ব্ববিধ দারি-দ্র্যের প্রশমন ও ভাস্করের প্রীতিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ জনগণ যাহাকে নিত্যোদ্বেজক বলেন, তাহার বিবরণ যথার্থতঃ শ্রবণ করুন। যে জন নিয়ত যাচ্ঞা করে, তাহার স্বর্গলাভ হয় না। চোরের স্থায় সেই ব্যক্তি দ্বারা সকলের উদ্বেগ জন্মে; এজন্য সেই নিত্যোদ্বেগজনক পাপাত্মা ব্যক্তি নরকে বাস করে।১২৫—১৩১। হে দ্বিজ! "ইহলোকে আমার কোন্ কর্ম্ম দ্বারা অভ্যুদয় লাভ হইবে?—আর মরণান্তে এখান হইতে কোন্ স্থানেই বা যাইতে হইবে?"—ইহা বিচার করিয়া যে ব্যক্তি ভাবিক্লেশের প্রতিকারার্থ কর্ম্মাচরণ করে; ধীমানগণ তাহাকেই দক্ষদক্ষ বলেন। পুরুষ, আটমাস বয়স হইতে যাবজ্জীবন প্রতিদিন এমন কার্য্য করিবে, যাহাতে অন্তকালে সুখ লাভ করিতে পারে। পথ দুই প্রকার,—অর্চ্চিঃ ও ধূম, বেদান্তবাদিগণ এইরূপ বলেন। অর্চ্চিঃ পথ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; আর ধূম পথ দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ধূমপথ এবং নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারা অর্চ্চিঃ পথ প্রাপ্তি হয়। এই দুই পথ ব্যতীত

নৈব ধর্ম্মাংশ্চ মনুসূচিতান্। নৈতৌ স যাতি পন্থানৌ তত্ত্বার্থোঽয়ং নিরূপিতঃ॥ ১৩৭॥ ইতি তে কীর্ত্তিতাঃ প্রশ্নাঃ শক্ত্যা ব্রাহ্মণসত্তম। সাধু বা সাধু বা ব্রূহি খ্যাপয়াত্মানমেব চ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদপ্রশ্নোত্তরকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ। ইতি শ্রুত্বা ফাল্গুনাহং রোমাঞ্চ-পুলকীকৃতঃ। স্বরূপং প্রকটীকৃত্য ব্রাহ্মণানিদমব্রবম্॥ ১॥ অহো ধন্যঃ পিতাস্মাকং যস্য সৃষ্টস্য পালকাঃ। যুষ্মদ্বিধা ব্রাহ্মণেন্দ্রাঃ সত্যমাহ পুরা হরিঃ॥ ২॥ মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ সমস্তভূতাধিপতের্ন্ন কিঞ্চিৎ। তেষাং কিমু স্যাদিতরেণ যেষাং দ্বিজে-শ্বরাণাং মম মার্গবাদিনাম্॥ ৩॥ তৎ সর্ব্বথাদ্য ধন্যো-ঽস্মি সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্। যদ্ভবন্তো ময়া দৃষ্টাঃ পাপোপদ্রববর্জ্জিতাঃ॥ ৪॥ ততস্তে সহসোত্থায়

আর যে পথ, তাহাই পাষণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত। যে জন দেবগণকে মানে না, কিম্বা মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মের পালন করে না, সে এই পথে যাইতে পারে না, ইহাই নিরূপিত তত্ত্বার্থ! হে ব্রাহ্মণসত্তম! এই আমি আপনার প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর প্রদান করিলাম। ভাল হইল; কি মন্দ হইল, বলুন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করুন। ১৩২—১৩৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ফাল্গুন! আমি এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে স্বরূপ প্রকটন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিলাম যে, অহো! আমার পিতা ধন্য!—যাঁহার সৃষ্টির পালক-রূপে আপনাদিগের ন্যায় বিপ্রেন্দ্রগণ বর্ত্তমান। পূর্ব্বে হরি সত্যই বলিয়াছেন যে,—আমি পরেরও পরবর্ত্তী, সমস্ত ভূতাধিপতি, অনন্ত; আমার পর আর কিছুই নাই। যে দ্বিজেশ্বরগণ আমার সেবাপথানুবর্ত্তী, তাঁহাদিগের অপর ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? অতএব আমি অদ্য সর্ব্বথা ধন্য হইলাম; জন্মগ্রহণের ফল পাইলাম।—

শাতাতপপুরোগমাঃ। অর্ঘ্যপাদ্যাদিসৎকারৈঃ পূজয়ামাসুর্মাং দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ প্রোক্তবন্তশ্চ মাং পার্থ বচঃ সাধুজনোচিতম্। ধন্যা বয়ং হি দেবর্ষে ত্বমস্মান্ যদিহাগতঃ ॥ ৬ ॥ কুতো বাগমনং তুভ্যং গন্তব্যং বা ক্ব সাম্প্রতম্। অত্রাপ্যাগমনৈঃ কার্য্যমুচ্যতাং মুনিসত্তম ॥ ৭ ॥ শ্রুত্বা প্রীতিকরং বাক্যং দ্বিজানামিতি পাণ্ডব। প্রত্যবোচং মুনীন্দ্রাংস্তান শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ অহং হি ব্রহ্মণো বাক্যাদ্বিপ্রাণাং স্থানকং শুভম্। দাতুকামো মহাতীর্থে মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৯ ॥ পরীক্ষন্ ব্রাহ্মণানত্র প্রাপ্তো যূয়ং পরীক্ষিতাঃ। অহং বঃ স্থাপয়িষ্যামি চানুজানীত তদ্দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তো বিলোক্যৈব দ্বিজান্ শাতাতপোঽব্রবীৎ। দেবানামপি দুষ্প্রাপ্যং সত্যং নারদ ভারতম্ ॥ ১১ ॥ কিং পুনশ্চাপি তত্রৈব মহীসাগরসঙ্গমঃ। যত্র স্নাতো মহাতীর্থফলং সর্ব্বমবাপ্নুতে ॥ ১২ ॥ পুনরেকো মহান্ দোষো বিভীমো নিতরাং যতঃ। তত্র চৌরাঃ সুবহবো নির্ঘৃণাঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥ ১৩ ॥ স্পর্শেষু ষোড়শং চৈকবিংশং গৃহ্ণন্তি নো ধনম্। ধনেন তেন হীনানাং কীদৃশং জন্ম নো ভবেৎ। বরং বুভুক্ষয়া বাসো মা চৌরকরগা বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। অদ্ভুতং বর্ণ্যতে বিপ্র কে হি চৌরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। কিং ধনং চ হরন্ত্যেতে যেভ্যো বিভ্যতি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৫ ॥ নারদ উবাচ। কামক্রোধাদয়শ্চৌরাস্তপ এব ধনং তথা ॥ ১৬ ॥ তস্যাপহারভীতাস্তে মামূচুরিতি ব্রাহ্মণাঃ। তানহং প্রাব্রবং পশ্চাদ্বিজানীত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ জাগ্রতাং তু মনুষ্যাণাং চৌরা কুর্ব্বন্তি কিং খলাঃ। ভয়ভীতশ্চালসশ্চ তথা চাশুচিরেব যঃ ॥ ১৮ ॥ তেন কিং নাম সংসাধ্যং ভূমিস্তং গ্রসতে নরম্ ॥ ১৯ ॥ শাতাতপ উবাচ। বয়ং চৌরভয়াদ্ভীতাস্তে হরন্তি ধনং মহৎ। কর্ত্তুং তদা কথং শক্যমঙ্গ জাগরণং তথা ॥ ২০ ॥ খলাশ্চৌরা গতাঃ ক্বাপি ততো

যেহেতু আপনারা পাপোপদ্রব-বর্জ্জিত; আমি আপনাদিগের দর্শন পাইলাম। অতঃপর শাতাতপ প্রভৃতি দ্বিজগণ, সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা আমার সৎকার করিলেন। হে পার্থ! তাঁহারা আমাকে সাধুজনোচিত-বাক্যে বলিলেন—হে দেবর্ষে! আমরা ধন্য!—যেহেতু আপনি আমাদিগের এখানে আসিয়াছেন। কোথা হইতে আপনার আগমন হইয়াছে? এক্ষণে কোথায়ই বা গমন হইবে? এখানে আসিবারই বা কি প্রয়োজন? হে মুনিসত্তম তাহা বলুন। হে পাণ্ডুনন্দন! ব্রাহ্মণগণের সেই আনন্দজনক বচন শ্রবণ করিয়া আমি সেই মুনীন্দ্রগণকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—হে দ্বিজসত্তমগণ! ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে আমি মহীসাগরসঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণগণকে শুভস্থান দানার্থ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি এবং আপনারাও পরীক্ষিত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে তথায় স্থাপন করিতে চাই; হে দ্বিজগণ! আপনারা তদ্বিষয়ে অনুমোদন করুন। আমি এইরূপ বলিলে শাতাতপ মুনি দ্বিজগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে নারদ! ভারতভূমি সত্যসত্যই দেবগণের দুষ্প্রাপ্য; তন্মধ্যে মহীসাগরসঙ্গম! তাহার কথা আর কি বলিব? সেখানে স্নান করিলে সমস্ত মহাতীর্থেরু ফল লাভ হয়। কিন্তু সেখানে একটি মহাদোষ আছে; তজ্জন্য আমাদিগের অ[illegible] ভয় হয়। সেখানে অনেকানেক নির্দ্দয় চৌর আছে; তাহারা আমাদিগের স্পর্শবর্ণের ষোড়শ (ত) ও একবিংশ (প),—এতদুভয়াত্মক অর্থাৎ 'তপ' নামক ধন অপহরণ করিয়া থাকে। আমরা যদি সেই ধনে হীন হই, তবে আমাদিগের জন্ম কিরূপ হইবে? ক্ষুধাতুর হইয়া বাস করাও ভাল, কিন্তু সেই চৌরগণের হস্তগত যেন না হই। ১—১৪। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি অদ্ভুত কথা বলিলেন, সে চৌর কাহারা? তাহারা কি ধনই বা অপহরণ করে?—যাহার জন্য সেই ব্রাহ্মণগণ ভয় পান। নারদ কহিলেন,—কাম-ক্রোধই চৌর; আর তপস্যাই ধন। সেই তপস্যার হরণভয়ে ভীত হইয়াই ব্রাহ্মণগণ আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম,—হে দ্বিজসত্তমগণ! শ্রবণ করুন। চৌরগণ খল হইলেও জাগ্রত মনুষ্যগণের কি করিতে পারে? যে ব্যক্তি ভয়ে ভীত, অলস ও অশুচি, সে কোন্ কার্য্য সাধন করিতে পারে?—ভূমি তাহাকে গ্রাস করে। শাতাতপ কহিলেন,—চৌরগণ মহৎ ধন অপহরণ করে বলিয়াই আমরা ভীত হইতেছি। হে নারদ! নিয়ত জাগরণইবা কেমনে করা যায়? এখান হইতে খল চৌরগণ কোথায় যেন গিয়াছে, সেইজন্যই ভয়ে ভীত—আমরা সেই দেশকে

নম্বাগতা বয়ম্। তস্মাৎ সর্ব্বং সন্ত্যজামো ভয়ভীতা বয়ং মুনে॥ ২১॥ প্রতিগ্রহশ্চ বৈ ঘোরঃ ষষ্ঠাংশফলদস্তথা। এবং ব্রুবতি তস্মিংশ্চ হারীতো নাম চাব্রবীৎ॥ ২২॥ মূঢ়বুদ্ধ্যা হি কো নাম মহীসাগরসঙ্গমম্। ত্যজেচ্চ যত্র মোক্ষশ্চ স্বর্গশ্চ করগোঽথ বা॥ ২৩॥ কলাপাদিষু গ্রামেষু কো বসেত বিচক্ষণঃ। যদি বাসঃ স্তম্ভতীর্থে ক্ষণার্দ্ধমপি লভ্যতে॥ ২৪॥ ভয়ঞ্চ চৌরজং সর্ব্বং কিং করিষ্যতি তত্র নঃ। কুমারনাথং মনসি পালকং কুর্ব্বতাং দৃঢ়ম্॥ ২৫॥ সাহসঞ্চ বিনা ভূতির্ন কথঞ্চন প্রাপ্যতে। তস্মান্নারদ তত্রাহমায়াস্যে তব বাক্যতঃ॥ ২৬॥ ষড়্‌বিংশতিসহস্রাণি ব্রাহ্মণা মে পরিগ্রহে। ষট্‌কর্ম্মনিরতাঃ শুদ্ধা লোভদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২৭॥ তৈঃ সার্দ্ধমাগমিষ্যামি মমেদং মতমুত্তমম্। ইত্যুক্তে বচনে তাংশ্চ কৃত্বাহং দণ্ডমূর্দ্ধনি॥ ২৮॥ নিবৃত্তঃ সহসা পার্থ খেচরোঽহতিমুদান্বিতঃ। শতযোজনমাত্রস্তু হিমমার্গমতীত্য চ॥ ২৯॥ কেদারং সমুপাযাতো যুক্তস্তৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ। আকাশেন সুশক্যশ্চ বিলেনাথ স দেশকঃ॥ ৩০॥ অতিক্রান্তুং নান্যথা চ তথা স্কন্দপ্রসাদতঃ॥ ৩১॥ অর্জ্জুন উবাচ। ক কলাপঞ্চ তদ্ গ্রামং কথং শক্যং বিলেন চ। কথং স্কন্দপ্রসাদঃ স্যাদেতন্মে ব্রূহি নারদ॥ ৩২॥ নারদ উবাচ। কেদারাদ্ধিমসংযুক্তং যোজনানাং শতং স্মৃতম্। তদন্তে যোজনশতং বিস্তৃতং তৎ কলাপকম্॥ ৩৩॥ তদন্তে যোজনশতং বালুকার্ণবমুচ্যতে। শতযোজনমাত্রঃ স ভূমিস্বর্গস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥ বিলেন চ যথা শক্যং গন্তুং তত্র শৃণুষ্ব তৎ। নিরন্নং বৈ নিরুদকং দেবমারাধয়েদ্‌গুহম্॥ ৩৫॥ দক্ষিণায়াং দিশি ততো নিষ্পাপং মন্যতে যদা। তদা গুহোঽস্য দিশতি স্বপ্নে গচ্ছেতি ভারত॥ ৩৬॥ ততো গুহাৎ পশ্চিমতো বিলমস্তি বৃহত্তরম্। তত্র প্রাবিশ্য গন্তব্যং ক্রমাণাং শতসপ্তকম্॥ ৩৭॥ তত্র মারকতং লিঙ্গমস্তি সূর্য্যসমপ্রভম্। তদগ্রে মৃত্তিকা চাস্তি স্বর্ণবর্ণা সুনির্ম্মলা॥ ৩৮॥ নমস্কৃত্য চ তল্লিঙ্গং গৃহীত্বা মৃত্তিকাঞ্চ তাম্। আগন্তব্যং স্তম্ভতীর্থে সমারাধ্য কুমারকম্॥ ৩৯॥ কোলং বা কূপতো গ্রাহ্যং ভূতায়াং নিশি তজ্জলম্।

নমস্কারপূর্ব্বক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি। হে মুনে! প্রতিগ্রহও ভয়ঙ্কর; উহাতে ষষ্ঠাংশ তপস্যাফল বিনষ্ট হয়। শাতাতপ মুনি এইরূপ বলিতে থাকিলে, হারীত নামক মুনি কহিলেন,—যেখানে স্বর্গ ও মোক্ষ করতলগত; সেই মহী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্র, কোন্ ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতাবশে পরিত্যাগ করিবে? যদি স্তম্ভতীর্থে ক্ষণার্দ্ধমাত্রও বাস করা যায়, তবে, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি কলাপগ্রামাদিতে বাস করে? সেখানে আমরা দৃঢ়মনে কুমারনাথকে পালকরূপে আশ্রয় করিলে চৌরজনিত ভয় আমাদিগের কি করিবে? সাহস ব্যতীত কোন প্রকারেই বিভূতি লাভ হয় না। অতএব হে নারদ! আপনার কথানুসারে আমি সেখানে যাইব। আমার অধীনে ষড়্‌বিংশতি সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সকলেই ষট্‌কর্ম্মরত, শুদ্ধ ও দম্ভ-লোভবর্জ্জিত। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইব; আমার এই নিশ্চিত মত। হে পার্থ! আমি হারীতের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে মদীয় দণ্ডাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক অতি হৃষ্টচিত্তে আকাশপথে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং ক্ষণমাত্রে শত যোজন হিমপথ অতিক্রম করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত কেদার তীর্থে উপস্থিত হইলাম। স্কন্দের প্রসাদে আকাশপথে কিম্বা বিলপথে সেই প্রদেশ অতিক্রম করিতে পারা যায়, নচেৎ অন্য কোন উপায় নাই। ১৫—৩১। অর্জ্জুন কহিলেন,—সেই কলাপগ্রাম কোথায়? বিলপথেই বা যাওয়া যায় কিরূপে? আর স্কন্দের প্রসাদলাভই কিপ্রকারে হইতে পারে? হে নারদ! আমাকে তাহা বলুন। নারদ কহিলেন,—কেদার হইতে হিমাক্রান্ত শত যোজন পথের পর শত যোজন স্থান কলাপ নামে প্রসিদ্ধ। তাহার পর আবার শত যোজন বালুকার্ণব নামে খ্যাত। সেই শত যোজন স্থানকেই ভূস্বর্গ বলা যায়। সেখানে বিলপথে যে প্রকারে যাওয়া যায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দক্ষিণ দিকে থাকিয়া অন্ন পান পরিহারপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয় দেবের আরাধনা করিতে হয়। তাহাতে কার্ত্তিকেয় সাধককে যখন নিষ্পাপ মনে করেন, তখন স্বপ্নযোগে যাইবার জন্য প্রত্যাদেশ করিয়া থাকেন। অতঃপর কার্ত্তিকেয়ের পশ্চিম দিকে যে একটী বৃহত্তর গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সপ্তশত পদ গমন করিবে। সেখানে সূর্য্যসম কান্তি একটী মারকত লিঙ্গ বিদ্যমান; তাঁহার অগ্রে স্বর্ণবর্ণা সুনির্ম্মলা মৃত্তিকা আছে; মারকত লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া স্তম্ভতীর্থে যাইবে। সেখানে কুমারদেবের

তেনোদকেন মৃত্তিকয়া কৃত্বা নেত্রদ্বয়াঞ্জনম্ ॥ ৪০ ॥ উদ্বর্ত্তনং চ দেহস্য কদাচিৎ বষ্টিমে পদে। নেত্রাঞ্জন-প্রভাবাচ্চ বিলং পশ্যতি শোভনম্ ॥ ৪১ ॥ তন্মধ্যেন ততো যাতি গাত্রোদ্বর্ত্ত প্রভাবতঃ। কারীষৈর্নাম চাত্যুগ্রৈর্ভক্ষ্যতে নৈব কীটকৈঃ ॥ ৪২ ॥ বিলমধ্যে চ সম্পশ্যন্ সিদ্ধান্ ভাস্করসন্নিভান্। যাত্যেবং যাতাসৌ পার্থ কলাপং গ্রামমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ তত্র বর্ষসহস্রাণি চত্বার্য্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্। ফলানাং ভোজনঞ্চ স্যাৎ পুনঃ পুণ্যং চ নার্জ্জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং তুভ্যমতশ্চাভূচ্ছৃণুষ তৎ। তপঃসামর্থ্যতঃ সূক্ষ্মান্ দণ্ডস্যাগ্রে নিধায় তান্ ॥ ৪৫। দ্বিজানহং সমায়াতো মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ৪৬ ॥ তদোত্তার্য্য মধ্যা মুক্তাস্তীরে পুণ্যজলাশয়ে। ততো ময়া কৃতং স্নানং সহ তৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৪৭ ॥ নিঃশেষদোষদাবাগ্নৌ মহীসাগরসঙ্গমে। পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ কৃত্বা তর্পণসৎক্রিয়াঃ ॥ ৪৮ ॥ জপমানাঃ পরং জপ্যং নিবিষ্টাঃ সঙ্গমে বয়ম্। ভাস্করং সমবেক্ষন্তশ্চিন্তয়ন্তো হরিং হৃদি ॥ ৪৯ ॥ তস্মিংশ্চৈবান্তরে পার্থ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে লোকপালাশ্চ সঙ্গতাঃ ॥ ৫০ ॥ দেবানাং যোনয়ো হ্যষ্টৌ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ। মহোৎসবে ততস্তস্মিন গীতবাদিত্র উত্তমে ॥ ৫১ ॥ পাদপ্রক্ষালনং কর্ত্তু বিপ্রাণামুদ্যতস্ত্বহম্। তস্মিন্ কালে চাশৃণবমহমাতিথ্যবাক্যতাম্ ॥ ৫২ ॥ সামধ্বনিসমাযুক্তাং তৃতীয়স্বরনাদিতাম্। অতীব মনসো রম্যাং শিবভক্তিমিবোত্তমাম্ ॥ ৫৩ ॥ বিপ্রৈশ্চ সম্পৃষ্টঃ কস্ত্বং বিপ্র ক চাগতঃ। কিং বা প্রার্থয়সে ব্রূহি যত্তে মনসি রোচতে। ৫৪ ॥ বিপ্র উবাচ। মুনিঃ কপিলনামাহং নারদায় নিবেদ্যতাম্। আগতঃ প্রার্থনায়ৈব তচ্ছ্রুত্বাহমথাব্রবম্ ॥ ৫৫ ॥ ধন্যোঽহং যদিহায়তঃ কপিল ত্বং মহামুনে। নাস্ত্যদেয়ং তবাস্মাভিঃ পাত্রং নাস্তি তবাধিকম্ ॥ ৫৬ ॥ কপিল উবাচ। ব্রহ্মপুত্র ত্বয়া দেয়ং যদি মে ত্বং শৃণুষ তৎ। অষ্টৌ বিপ্রসহস্রাণি মম দেহীতি নারদ ॥ ৫৭ ॥ ভূমিদানং করিষ্যামি কলাপগ্রামবাসিনাম্। ব্রাহ্মণানামহং চৈষাং তদিদং ক্রিয়তাং বিভো ॥ ৫৮ ॥

আরাধনা করিয়া কোলদেবের উপাসনান্তে তত্রত্য কূপ হইতে রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণপূর্ব্বক সেই জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা গুলিয়া তদ্দ্বারা নেত্রাঞ্জন ও গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবে। সেই অঞ্জনের ফলে মনোহর গর্ত্ত দৃষ্ট হইবে; তাহাতে অবতরণ-পূর্ব্বক গমন করিতে থাকিবে। উক্ত গাত্রোদ্বর্ত্তনের ফলে গর্ত্তমধ্যগত কারীষ নামক অত্যুগ্র কীটগণ তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। হে পার্থ! সেই গর্ত্ত মধ্যে ভাস্কর সম সিদ্ধগণকে দেখিতে দেখিতে উত্তম কলাপগ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইবে। সেখানে মানবগণের আয়ুঃপ্রমাণ চারি সহস্র বৎসর। সকলেই ফলভক্ষণে জীবন ধারণ করে। সেখানে আর পুণ্যার্জ্জনের প্রয়োজন নাই। এই আমি তোমার নিকট কলাপগ্রাম-গতি-বৃত্তান্ত কহিলাম। অতঃপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমি তপস্যার প্রভাবে সেই দ্বিজগণকে সূক্ষ্মাকার করিয়া মদীয় দণ্ডাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক মহীসাগর-সঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই পুণ্য জলাশয়ের তীর দেশে সেই দ্বিজগণকে দণ্ড হইতে অবতা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত আমি সেই সমগ্র দোষের দাবানলরূপ মহীসাগরসঙ্গম-ক্ষেত্রে স্নানান্তে দেব-পিতৃতর্পণাদি করিয়া সকলেই সেই সঙ্গমতীর্থে উপবেশন ও সূর্য্যাবলোকনপূর্ব্বক হৃদয়ে হরি-দেবের চিন্তা সহকারে পরম জপ্য জপ করিতে লাগিলাম। হে পার্থ! ইত্যবসরে সেখানে ইন্দ্রাদি লোকপাল, আদিত্যাদি গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি অষ্টবিধ দেবযোনি গীত-বাদিত্র মহোৎসব-সহকারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন সেই ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনার্থ উদ্যত হইলে কোন এক অতিথির শিবভক্তিসম অতি মনোরম স্বরিত-স্বরে সমুচ্চারিত সামধ্বনিসংযুক্ত বাক্য শুনিতে পাইয়া বিপ্রগণ সহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বিপ্র! আপনি কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? আপনার কিই বা প্রার্থনা? আপনার মনের ভাব বলুন। ৩২—৫৪। বিপ্র কহিলেন,—আমি কপিলনামক মুনি। নারদকে আমার বার্ত্তা জ্ঞাপন করুন। আমি প্রার্থনার্থই আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—আপনি কপিল মুনি; আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, আমি তাহাতে ধন্য হইলাম! আপনাকে অদেয় কিছুই নাই, আপনা অপেক্ষা উত্তম পাত্র আর নাই। কপিল কহিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র, নারদ! আপনি যদি আমাকে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শ্রবণ করুন। আমাকে অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ দান করুন। আমি এই কপালগ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিব। হে বিভো! আপনি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন।

ততো ময়া প্রতিজ্ঞাতমেবমস্তু মহামুনে। ত্বয়াপি ক্রিয়তাং স্থানং কাপিলং কপিলোত্তমম্॥ ৫৯॥ শ্রাদ্ধে বা প্রাপ্তকালে বা হ্যতিথির্বিমুখীভবেৎ। যস্যাশ্রমমুপায়াতস্তস্য সর্ব্বং হি নিষ্ফলম্॥ ৬০॥ স গচ্ছেদ্রৌরবাঁল্লোকান্ যোঽতিথিং নাভিপূজয়েৎ। অতিথিঃ পূজিতো যেন দেবৈরপি স পূজ্যতে॥ ৬১॥ দানৈর্যজ্ঞৈস্ততস্তস্মিন্ ভোজিতঃ কপিলো মুনিঃ। ততো মহামুনিঃ শ্রীমান্ হারীতো হ্বয়িতস্তদা॥ ৬২॥ পাদপ্রক্ষালনার্থায় সিদ্ধদেবসমাগমে। হারীতশ্চ পুরস্কৃত্য বামপাদং তদা স্থিতঃ॥ ৬৩॥ ততো হাসো মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাপ্সরঃসুপর্ব্বণাম্। বিচিন্ত্য বহুধা পৃথ্বীং সাধু সাধু কৃতা দ্বিজাঃ॥ ৬৪॥ ততো মমাপি মনসি শোকবেগো মহানভূৎ। সত্যাং চৈব তথা মেনে গাথাং পূর্ব্ববুধেরিতাম্॥ ৬৫॥ সর্ব্বেষপি চ কার্য্যেষু হেতিশব্দো বিগর্হিতঃ। কুর্ব্বতামতিকার্য্যাণি শিলাপাতো ধ্রুবং ভবেৎ॥ ৬৬॥ ততোঽহমব্রবং বিপ্রান্ যূয়ং মূর্খা ভবিষ্যথ। ধনধান্যাল্পসংযুক্তা দারিদ্র্যকলিলাবৃতঃ॥ ৬৭॥ এবমুক্তে প্রহস্যৈব হারীতঃ প্রাব্রবীদিদম্। তবৈবেয়ং মুনে হানির্যদ-স্মাঞ্ছপতে ভবান্॥ ৬৮॥ কঃ শাপো দীয়তে তুভ্যং শাপোঽয়ময়মেব তে। ততো বিমৃশ্য ভূয়োঽহমব্রবং কিমহং দ্বিজ॥ ৬৯॥ তথাবিধস্য ভবতো বামপাদ-প্রদানতঃ॥ ৭০॥ হারীত উবাচ। শৃণু তৎকারণং ধীমন্ শূন্যতা মে যতোঽভবৎ॥ ৭১॥ ইতি চিন্তয়-তশ্চিত্তে হা দুঃখোঽয়ং প্রতিগ্রহঃ। প্রতিগ্রহেণ বিপ্রাণাং ব্রাহ্মং তেজো হি শাম্যতি॥ ৭২॥ মহা-দানং হি গৃহ্লানো ব্রাহ্মণঃ স্বং শুভং হি যৎ। দদাতি দাতুর্দাতা চ অশুভং যচ্ছতি স্বকম্॥ ৭৩॥ দাতা প্রতিগ্রহীতা চ বচনং হি পরস্পরম্। যস্যতেঽধঃ করো যস্য সোঽল্পবুদ্ধিঃ প্রহীয়তে॥ ৭৪॥ ইতি চিন্তয়তো মহ্যং শূন্যতাভূদ্ধি নারদ। নিদ্রার্ত্তশ্চ ভয়ার্ত্তশ্চ কামার্ত্তঃ শোকপীড়িতঃ॥ ৭৫॥ হৃতস্বশ্চান্যচিত্তশ্চ শূন্যা হ্যেতে ভবন্তি চ। তদেষু মতিমান্ কোপং ন

পরে আমি প্রতিশ্রুত হইলাম যে, হে মহামুনে! তাহাই হউক। হে কপিল! আপনিও কাপিল নামে উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করুন। অতিথি, শ্রাদ্ধ বা অপর কোনও সৎকর্ম্ম কালে যাহার আশ্রমে আসিয়া বিমুখ হইয়া যায়, তাহার সমস্ত সৎকর্ম্মই বিফল। যে ব্যক্তি অতিথির সৎকার না করে, সে রৌরব-নরকে যায়। যে অতিথির সৎকার করে, সে দেবগণেরও সৎকারার্হ হয়। আমি এই বলিয়া দান-হোমান্তে কপিল মুনিকে ভোজন করাইলাম। অতঃপর আমি হারীত মুনিকে পাদপ্রক্ষালনার্থ আহ্বান করিলাম। সেই সিদ্ধ-দেব-সমাগমে হারীত মুনি প্রক্ষালনার্থ অগ্রে বাম পাদ প্রসারিত করিলেন! তখন দেব সিদ্ধ ও অপ্সরাদি সকলে মহান্ হাস্য করিলেন। কহিলেন,—সাধু, সাধু! অনেক বিবেচনা করিয়া সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক উত্তম ব্রাহ্মণসকল আনীত হইয়াছে! ৫৫—৬৪। অতঃপর আমার অন্তঃকরণে মহান্ শোকবেগ জন্মিল। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ-প্রোক্ত গাথাও তখন আমার সত্য বলিয়া বোধ হইল। সকল কার্য্যেই 'হা' শব্দ নিন্দনীয়। কোন কার্য্যে অত্যন্ত প্রযত্ন করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই শিলাপাতবৎ প্রবল বিঘ্নজন্য বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। অতঃপর আমি সেই দ্বিজগণকে বলিলাম,—তোমরা মূর্খ, অল্প ধন-ধান্যযুক্ত ও দারিদ্র্যক্লেশে ক্লিষ্ট হইবে। আমি এই কথা বলিলে হারীত মুনি হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মুনে! আপনি যে আমাদিগকে শাপ দিলেন, ইহাতে আপনারই হানি। আপনাকে আর কি শাপ দিব?—এই শাপই আপনার হউক। অতঃ-পর আমি একটু চিন্তা করিয়া কহিলাম,—হে দ্বিজ! আমি কি আপনাকে আপনার ন্যায় বাম পদ প্রদান করিয়াছি যে, আপনি আমাকে শাপ দিলেন। ৬৫—৭০। হারীত কহিলেন,—হে ধীমন্ বিপ্র! আমি যে বাম পাদ প্রদান করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। তৎকালে আমার শূন্যতা ঘটিয়াছিল,—আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম; তাহার কারণ এই যে, আমি তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতেছিলাম যে,—হায়! প্রতিগ্রহ অতীব ক্লেশদায়ক! প্রতিগ্রহের ফলে ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম-তেজ বিলুপ্ত হইয়া যায়! বিশেষতঃ মহাদান গ্রহণ করিলে প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের শুভ কর্ম্ম-সমুদয় দাতাতে এবং দাতার অশুভ কর্ম্মসমু-দয় প্রতিগ্রহীতাতে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। দাতা ও প্রতিগ্রহীতার পরস্পর কর-স্থাপন দ্বারাই তাহা-দিগের গতির অনুমান হয়;—যাহার হস্ত নিম্নে থাকে, সেই অল্পবুদ্ধি প্রতিগ্রহীতা অধঃপতিত হয়। হে নারদ! এইরূপ চিন্তায় আমার চিত্তের শূন্যতা ঘটিয়াছিল—আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। নিদ্রার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত, কামার্ত্ত, শোকার্ত্ত, হৃতধন ও অন্যা-সক্তচিত্ত ব্যক্তির শূন্যতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং মতিমান্ ব্যক্তির এই সকল শূন্য বা আত্ম-

কুর্ব্বীত যদি স্বয়া ॥ ৭৬ ॥ কৃতঃ কোপস্ততস্তভ্যমেবং হানিরিয়ং মুনে। ততস্তাপান্বিতশ্চাহং তান্ বিপ্রানব্রবং পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ ধিঙ্মামস্তু চ দুর্বুদ্ধিমবিমৃশ্যার্থকারিণম্। কুর্ব্বতামবিমৃশ্যৈব তৎ কিমস্তি ন যদ্ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ সহসা ন ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পদমেতন্মহাপদাম্। বিমৃশ্যকারিণং ধীরং বৃণতে সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ৭৯ ॥ সত্যমাহ মহাবুদ্ধিশ্চিরকারী পুরা হি সঃ। পুরা হি ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ প্রখ্যাতোঽঙ্গিরসাং কুলে ॥ ৮০ ॥ চিরকারী মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্যাভবৎ সুতঃ। চিরেণ সর্ব্বকার্য্যাণি যো বিমৃশ্য প্রপদ্যতে ॥ ৮১ ॥ চিরকার্য্যাভিসম্পত্তেশ্চিরকারী তথোচ্যতে। অলসগ্রহণং প্রাপ্তো দুর্মেধাবী তথোচ্যতে ॥ ৮২ ॥ বুদ্ধিলাঘবযুক্তেন জনেনাদীর্ঘদর্শিনা। ব্যভিচারেণ কস্মিন্ স ব্যতিক্রম্যা পরান্ সুতান্ ॥ ৮৩ ॥ পিত্রোক্তঃ কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি। স তথেতি চিরেণোক্তঃ স্বভাবাচ্চিরকারকঃ ॥ ৮৪ ॥ বিমৃশ্য চিরকারিত্বাচ্চিন্তয়ামাস বৈ চিরম্। পিতুরাজ্ঞাং কথং কুর্য্যাং ন হন্যাং মাতরং কথম্ ॥ ৮৫ ॥ কথং ধর্ম্মচ্ছলে নাস্মিন নিমজ্জেয়ম সাধুবৎ। পিতুরাজ্ঞা পরো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মো মাতৃরক্ষণম্ ॥ ৮৬ ॥ অস্বতন্ত্রঞ্চ পুত্রত্বং কিং নু মাং নাত্র পীড়য়েৎ। স্ত্রিয়ং হত্বা মাতরঞ্চ কো হি জাতু সুখী ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ পিতরং চাপ্যবজ্ঞায় কঃ প্রতিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ। অনবজ্ঞা পিতুর্যুক্তা যুক্তং মাতুশ্চ রক্ষণম্ ॥ ৮৮ ॥ ক্ষমাযোগ্যাবুভাবেতৌ নাতিবর্ত্তেত বৈ কথম্। পিতা হ্যাত্মানমাধত্তে জায়ায়াং জজ্ঞিবানিতি ॥ ৮৯ ॥ শীলচারিত্রগোত্রস্য ধারণার্থং কুলস্য চ। সোঽহমাত্মা স্বয়ং পিত্রা পুত্রত্বে পরিকল্পিতঃ ॥ ৯০ ॥ জাতকর্ম্মণি যৎ প্রাহ পিতা যচ্চোপকর্ম্মণি। পর্য্যাপ্তঃ স দৃঢ়ীকারঃ পিতুর্গৌরবলিপ্সয়া ॥ ৯১ ॥ শরীরাদীনি দেয়ানি পিতা হ্যেকঃ প্রযচ্ছতি। তস্মাৎ পিতুর্বচঃ কার্য্যং ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ॥ ৯২ ॥ পাতকান্যপি চূর্য্যন্তে পিতুর্বচনকারিণঃ। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা পরমকং তপঃ ॥ ৯৩ ॥ পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্ব্বাঃ প্রীণন্তি দেবতাঃ। আশিষস্তা ভজন্ত্যেনং পুরুষং প্রাহ যাঃ পিতা ॥ ৯৪ ॥ নিষ্কৃতিঃ সর্ব্বপাপা[illegible] পিতা যদভিনন্দতি। মুচ্যতে

হারা ব্যক্তির প্রতি কোপ করা উচিত নহে। পরন্তু হে মুনে! আপনি যেমন কোপ করিয়াছেন, তেমনই আপনার এই হানি ঘটিবে। অতঃপর আমি সন্তপ্তচিত্তে সেই বিপ্রগণকে পুনরায় কহিলাম,—আমি অবিমৃশ্যকারী, দুর্বুদ্ধি; আমাকে ধিক্! যাহারা বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে, তাহাদিগের কি না হইতে পারে? সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই; উহা মহা আপদের পদ। পুরাকালে মহাবুদ্ধি চিরকারী সত্যই বলিয়াছেন। পূর্ব্বে আঙ্গিরস কুলে গৌতম মেধাতিথির পুত্র, চিরকারী নামে প্রখ্যাত এক মহাবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সকল কার্য্যই দীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়া করিতেন বলিয়া তাঁহার চিরকারী নামে প্রসিদ্ধি হয়। অল্পবুদ্ধি অদীর্ঘদর্শী জনগণ তাঁহাকে অলস ও নির্বোধ বলিত। একদা তদীয় জননী কোনও ব্যভিচার করিয়াছিলেন বলিয়া, পিতা মেধাতিথি কুপিত হইয়া চিরকারীকে কহিলেন, —'তোমার জননীকে অবিলম্বে সংহার কর।' স্বভাবত চিরকারী—চিরকারী "তাহাই করিতেছি" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক চিরকারিত্বনিবন্ধন দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—পিতার আজ্ঞাই বা কেমনে পালন করি? আর মাতৃহত্যাই বা না করিয়া পারি কিরূপে? এই দুষ্কর্ম্মে আমি কি প্রকারে মগ্ন না হইব? পিতার আজ্ঞা পরম ধর্ম্ম; সুতরাং এক্ষণে মাতৃহত্যা না করাও তো অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রত্বে স্বতন্ত্রতা নাই! কি করিলে এখন এই ক্লেশে নিস্তার পাই! স্ত্রীহত্যা, বিশেষতঃ মাতৃহত্যা করিয়া কেইবা সুখী হইতে পারে? আবার পিতাকে অবহেলা করিয়াই বা সংসারে কোন্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়? পিতাকে অবজ্ঞা না করাও যুক্তিযুক্ত, আবার মাতাকে রক্ষা করাও সঙ্গত। ইঁহারা দোষ করিলেও ক্ষমার্হ। কখনই ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে নাই। পিতা শীল, চরিত্র ও বংশ রক্ষার্থ, জায়াতে আত্মাধানপূর্ব্বক পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন; সুতরাং আমি পিতারই পুত্ররূপে পরিকল্পিত আত্মা। ৭১—৯০। জাতকর্ম্মে ও উপাকর্ম্মে স্বকীয় গুরুত্ব খ্যাপনার্থ পিতা, 'পুত্র যে তাঁহারই আত্মা'—এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকেন। উহা সুসঙ্গত। একমাত্র পিতাই শরীরেন্দ্রিয়াদি দান করেন, সুতরাং অবিচারেই পিতার সমস্ত আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। পিতৃ-আদেশপালনকারীর সমস্ত পাতকই দূরীভূত হইয়া যায়। পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা; পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন। পিতা যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা অবিলম্বেই পুত্রে ফলিত হয়। পিতা যে পুত্রকে অভিনন্দন

বন্ধনাৎ পুষ্পং ফলং বৃন্তাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৫ ॥ ক্লিশ্যন্নপি সুতঃ স্নেহং পিতা স্নেহং ন মুঞ্চতি। এতদ্বিচিন্ত্যতে তাবৎ পুত্রস্য পিতৃগৌরবম্ ॥ ৯৬ ॥ পিতা নাল্পতরং স্থানং চিন্তয়িষ্যামি মাতরম্। যো হ্যয়ং ময়ি সঞ্জাতো মর্ত্ত্যত্বে পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ৯৭ ॥ অস্য মে জননী হেতুঃ পাবকস্য যথারণিঃ। মাতা দেহারণিঃ পুংসঃ সর্ব্বস্যার্ত্তস্য নির্বৃতিঃ ॥ ৯৮ ॥ মাতৃলাভে সনাথত্বমনাথত্বং বিপর্য্যয়ে। ন স শোচতি নাপ্যেনং স্থাবির্য্যমপি কর্ষতি ॥ ৯৯ ॥ শ্রিয়া হীনোঽপি যো গেহে অম্বেতি প্রতিপদ্যতে। পুত্রপৌত্রসমাপন্নো জননীং যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ১০০ ॥ অপি বর্ষশতস্যান্তে স দ্বিহায়নবচ্চরেৎ। সমর্থং বাসমর্থং বা কৃশং বাপ্যকৃশং তদা ॥ ১০১ ॥ রক্ষয়েচ্চ সুতং মাতা নান্যঃ পোষ্যবিধানতঃ। তদা স বৃদ্ধো ভবতি তদা ভবতি দুঃখিতঃ ॥ ১০২ ॥ তদা শূন্যং জগত্তস্য যদা মাত্রা বিযুজ্যতে। নাস্তি মাতৃসমা চ্ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ ॥ ১০৩ ॥ নাস্তি মাতৃসমং ত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রপা। কুক্ষিসন্ধারণাদ্ধাত্রী জননাজ্জননী তথা ॥ ১০৪ ॥ অঙ্গানাং বর্দ্ধনাদম্বা বীরসূত্বে চ বীরসূঃ। শিশোঃ শুশ্রূষণাচ্ছুশ্রূর্মাতা স্যান্মাননাত্তথা ॥ ১০৫ ॥ দেবতানাং সমাবাপমেকত্বং পিতরং বিদুঃ। মর্ত্ত্যানাং দেবতানাঞ্চ পূগো নাত্যেতি মাতরম্ ॥ ১০৬ ॥ পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা মাতা চ ন কথঞ্চন। গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী ॥ ১০৭ ॥ এবং স কৌশিকীতীরে বলিং রাজানমীক্ষতীম্। স্ত্রীবৃত্ত্যা চিরকালস্থাদ্ধন্তুং দিষ্টঃ স্বমাতরম্ ॥ ৮ ॥ বিমৃশ্য চিরকালং হি চিন্তান্তং নাভ্যপদ্যত। এতস্মিন্নন্তরে শক্রো ব্রাহ্মণং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১০৯ ॥ গায়ন গাথামুপায়াতঃ পিতুস্তস্যাশ্রমান্তিকে। অনৃতা হি স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সূত্রকারো যদব্রবীৎ ॥ ১১০ ॥ অতস্তাভ্যঃ ফলং গ্রাহ্যং ন স্যাদ্দোষেক্ষণঃ সুধীঃ। ইতি শ্রুত্বা তদানর্চ্চ মেধাতিথিরুদারধীঃ ॥ ১১১ ॥ দুঃখিতশ্চিন্তয়ন্ প্রাপ্তো ভৃশমশ্রূণি বর্ত্তয়ন্। অহোহ্যমীর্ষ্যয়াক্ষিপ্তো মগ্নোঽহং দুঃখসাগরে ॥ ১১২ ॥

করেন, তাহাতে পুত্রের সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। বন্ধন হইতে পুষ্প স্খলিত হয়, বৃন্ত হইতে ফল বিচ্যুত হয়; ক্লেশ পাইয়া পুত্র পিতৃস্নেহ ত্যাগ করে, পরন্তু পিতা কোন কালেই পুত্রস্নেহ পরিহার করেন না। সুতরাং চিন্তা করিয়া বুঝা যায় যে, পুত্রের পক্ষে পিতার গৌরব সমধিক; পিতা গৌরব বিষয়ে মহৎ স্থানের অধিকারী। পরন্তু মাতার বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়। মাতা অগ্নির অরণির ন্যায় জনগণের দেহোৎপত্তির প্রধান আশ্রয়। মাতাই সর্ব্ববিষয়ে শান্তিদায়িনী। মাতা থাকিলেই তাহাকে সনাথ বলা যায়, অন্যথা মানব অনাথ-পদবাচ্য। শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও যে জন গৃহে আসিয়া'মা'বলিয়া ডাকিতে পারে, তাহার শোক করিতে হয় না; তাহার বর্দ্ধক্যও ঘটে না। যাহার জননী বিদ্যমান, সে পুত্রপৌত্রযুক্ত এবং শতবর্ষবয়স্ক হইয়াও দ্বিবর্ষবয়স্কের ন্যায় বিহার করে। সমর্থ বা অসমর্থ, দুর্ব্বল বা সবল, যেমনই হউক না, মাতা সর্ব্বাবস্থায়ই পুত্রকে রক্ষা করেন; পোষ্য বলিয়া অপর কেহই মাতার ন্যায় রক্ষা করে না। সন্তানের যখন মাতার সহিত বিয়োগ ঘটে, তখনই তাহার বৃদ্ধত্ব ও তখনই সে দুঃখিত হয় তাহার পক্ষে তখনই সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়া থাকে। মাতার সমান শোভা নাই, মাতার সমান গতি নাই, মাতার সমান রক্ষক নাই, আর মাতার সমান তৃপ্তিপ্রদও কিছু নাই। কুক্ষিমধ্যে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জনন করেন বলিয়া জননী, অঙ্গের বর্দ্ধন করেন বলিয়া অম্বা, বীরবৎ ক্লেশ সহিয়া প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ, শিশুর শুশ্রূষা করেন বলিয়া শুশ্রূ, মানন হেতু মাতা,—ইত্যাদি নাম মাতার নিরুক্ত হইয়াছে। পিতা—মিলিত সমস্ত দেবতার তুল্য; পরন্তু মর্ত্ত্যদেবতা সকলে মিলিত হইয়াও মাতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। পতিত গুরুদিগকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাতাকে কখনই ত্যাগ করা যায় না। গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া মাতা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। ৯১—১০৭। কৌশিকীতীরে বলি রাজাকে স্ত্রীস্বভাস বশে দীর্ঘকাল নিরীক্ষণকারিণী নিজ জননীকে হননার্থ পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট চিরকারী এই প্রকারে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপে গাথা গান করিতে করিতে তদীয় পিতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গাথা যথা,—"সূত্রকার বলিয়াছেন,—স্ত্রী-মাত্রেই অসতী; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট ফলই গ্রহণ করিবেন; তাহাদিগের দোষ দেখিবেন না।" উদারবুদ্ধি মেধাতিথি মুনি এই গাথা শুনিয়া সেই দ্বিজকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া দুঃখিতমানসে

হত্বা নারীঞ্চ সাধ্বীঞ্চ কো নু মাং তারয়িষ্যতি। সম্বরেণ ময়াজ্ঞপ্তশ্চিরকারী হ্যুদারধীঃ॥ ১১৩॥ যদ্যয়ং চিরকারী স্যাৎ স মাং ত্রায়েত পাতকাৎ। চিরকারিক ভদ্রং তে ভদ্রং তে চিরকারিক॥ ১১৪॥ যদদ্য চিরকারী ত্বং ততোঽসি চিরকারিকঃ। ত্রাহি মাং মাতরঞ্চৈব তপো যচ্চার্জ্জিতং ময়া॥ ১১৫॥ আত্মানং পাতকে বিষ্টং শুভাহ্ব চিরকারিক। এবং স দুঃখিতঃ প্রাপ্তো গৌতমোঽচিন্তয়ৎ তদা॥ ১১৬॥ চিরকারিকং দদর্শাথ পুত্রং মাতুরুপান্তিকে। চিরকারী তু পিতরং দৃষ্ট্বা পরমদুঃখিতঃ॥ ১১৭॥ শস্ত্রং ত্যক্ত্বা স্থিতো মূর্দ্ধ্না প্রসাদায়োপচক্রমে। মেধাতিথিঃ সুতং দৃষ্ট্বা শিরসা পতিতং ভুবি॥ ১১৮॥ পত্নীং চৈব তু জীবন্তীং পরামভ্যগমন্মুদম্। হন্যাদিতি ন সা বেদ শস্ত্রপাণৌ স্থিতে সুতে॥ ১১৯॥ বুদ্ধিরাসীৎ সুতং দৃষ্ট্বা পিতুশ্চরণয়োর্নতম্। শস্ত্রগ্রহণচাপল্যং সংবৃণোতি ভয়াদিতি॥ ১২০॥ ততঃ পিত্রা চিরং স্মৃত্বা চিরং চাঘ্রায় মূর্দ্ধনি। চিরং দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য চিরঞ্জীবেত্যুদাহৃতঃ॥ ১২১॥ চিরং মুদান্বিতঃ পুত্রং মেধাতিথিরথাব্রবীৎ। চিরকারিক ভদ্রস্তে চিরকারী ভবেচ্চিরম্॥ ১২২॥ চিরায় যৎ কৃতং সৌম্য চিরমস্মিন্ন দুঃখিতঃ। গাথাশ্চাপ্যব্রবীদ্বিদ্বান্ গৌতমো মুনিসত্তমঃ॥ ১২৩॥ চিরেণ মন্ত্রং সঞ্চীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ। চিরেণ বিহিতং মিত্রং চিরং ধারণমর্হতি॥ ১২৪॥ রোগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্ম্মণি। অপ্রিয়ে চৈব কর্ত্তব্যে চিরকারী প্রশস্যতে॥ ১২৫॥ বন্ধুনাং সুহৃদাং চৈব ভৃত্যানাং স্ত্রীজনস্য চ। অব্যক্তেষ্বপরাধেষু চিরকারী প্রশস্যতে॥ ১২৬॥ চিরং ধর্ম্মান্নিষেবেত কুর্য্যাচ্চান্বেষণং চিরম্। চিরমন্বাস্য বিদুষশ্চিরমিষ্টানুপাস্য চ॥ ১২৭॥ চিরং বিনীয় চাত্মানং চিরং যাত্যনবজ্ঞতাম্। ব্রুবতশ্চ পরস্যাপি বাক্যং ধর্ম্মোপসংহিতম্॥ ১২৮॥ চিরং পৃচ্ছেচ্চ শৃণুয়াচ্চিরং ন পরিভূয়তে। ধর্ম্মে শত্রৌ শস্ত্রহস্তে পাত্রে চ নিকটস্থিতে॥ ১২৯।

অশ্রু বিসর্জ্জন সহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! আমি ঈর্ষাবশে জ্ঞানহীন হইয়া সাধ্বী রমণীকে হত্যা করিয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইলাম! আমাকে কে পরিত্রাণ করিবে? উদারবুদ্ধি চিরকারীকে আমি অবিলম্বে হত্যা করিতে আদেশ করিয়াছি; পরন্তু অদ্য যদি সে এ কার্য্যে চিরকারী হয়, তবে আমি পাতক হইতে ত্রাণ পাই। হে চিরকারিক! তোমার মঙ্গল হউক, চিরকারিক! তোমার মঙ্গল হউক! অদ্য যদি তুমি চিরকারী হও, তবেই তুমি যথার্থ চিরকারী। হে শুভনামা চিরকারিক! অদ্য তুমি আমাকে, তোমার মাতাকে, আমার অর্জ্জিত তপস্যাকে, এবং তোমার পাতক পতনোন্মুখ আত্মাকে পরিত্রাণ কর। গৌতম মেধাতিথি এইরূপ মনে মনে দুশ্চিন্তা করিতে করিতে পুত্র চিরকারীকে তদীয় মাতার সন্নিকটে দেখিতে পাইলেন। চিরকারীও পিতাকে দেখিতে পাইয়া অতি দুঃখে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার প্রসন্নতা সাধন জন্য ভূমিতলে লুণ্ঠিত মস্তকে প্রণত হইলেন। মেধাতিথি, পুত্রকে ভূতলে প্রণত এবং পত্নীকে জীবিত দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন! চিরকারীর মাতা, পুত্রকে সশস্ত্র দেখিয়াও সে যে তাঁহাকেই হত্যা করিতে আসিয়াছে, তাহা জানিতে পারেন নাই; পুত্রকে পিতৃচরণে প্রণত দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অস্ত্র ধারণ জন্য চাপল্যদোষ পরিহারার্থ ভয়বশে ওরূপ করিতেছে। ১০৮—১২০। অতঃপর পিতা মেধাতিথি,—কিয়ৎকাল অভিধ্যানপূর্ব্বক দীর্ঘকাল মস্তক আঘ্রাণান্তে বাহুদ্বয় দ্বারা সেই চিরকারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া "তুমি চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বলিলেন,—হে চিরকারিক! তোমার মঙ্গল হউক! সকলেরই চিরকালই চিরকারী হওয়া কর্ত্তব্য। হে সৌম্য! চিরকালে যাহা করা যায়, তজ্জন্য পরে আর চিরকাল পরিতাপ করিতে হয় না! বিদ্বান্ মুনিবর গৌতম, এ বিষয়ে এই সকল গাথার উল্লেখ করেন।—চিরকালে মন্ত্রণা স্থির করিবে; চিরকালেই সম্পাদিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। চিরকালে যাহার সহিত মিত্রতা করা যায়, সেই মিত্র চিরকালই মিত্র থাকে। রোগ, দর্প, অভিমান, দ্রোহ, পাপ ও অপ্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানে চিরকারীই প্রশংসার্হ। চিরকাল ধর্ম্মসেবা করিবে; চিরকাল অন্বেষণ করিবে; বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের সহিত চিরকাল একত্রাবস্থান করিবে, আত্মীয় জনগণের চিরকাল উপসনা করিবে; আপনাকে চিরকাল শিক্ষিত করিবে;—এরূপ করিলে চিরকাল সর্ব্বত্র সমাদর প্রাপ্ত হয়। যখন কেহ অপরকেও কোন ধর্ম্মকথা বলে, তখনও চিরকাল তাহা জিজ্ঞাসা করিবে এবং চিরকাল শ্রবণ করিবে। এরূপ করিলে সে কদাচ পরিভূত হয় না। ধর্ম্ম, শত্রু, সশস্ত্র ব্যক্তি ও সৎ-

ভয়ে চ সাধুপূজায়াং চিরকারী ন শস্যতে। এবমুক্তা পুত্রভার্য্যাসহিতঃ প্রাপ্য চাশ্রমম্ ॥ ১৩০ ॥ ততশ্চির-মুপাস্যাথ দিবং যাতশ্চিরং মুনিঃ। বয়ং ত্বেবং ব্রুবন্তোঽপি মোহেনৈবং প্রতারিতাঃ ॥ ১৩১ ॥ কলৌ চ ভবতাং বিপ্রা মচ্ছাপো নিপতিষ্যতি। কেচিৎ সদা ভবিষ্যন্তি বিপ্রাঃ সর্ব্বগুণৈর্যুতাঃ ॥ ১৩২ ॥ পাদ-প্রক্ষালনং কৃত্বা ততোঽহং ধর্ম্মবর্ম্মণঃ। সমীপে সাক্ষিণো দেবান্ কৃত্বা সঙ্কল্পমাচরম্ ॥ ১৩৩ ॥ কাঞ্চনৈর্গোপ্রদানৈশ্চ গৃহদানৈর্ধনাদিভিঃ। ভার্য্যা-ভূষণবস্ত্রৈশ্চ কৃতার্থা ব্রাহ্মণাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩৪ ॥ ততঃ করং সমুদ্যম্য প্রাহেন্দ্রো দেবসঙ্গমে। হরাঙ্গরুদ্ধ-বামার্দ্ধা যাবদ্দেবী গিরেঃ সুতা ॥ ১৩৫ ॥ গণাধীশো বয়ং যাবদ্যাবত্রিভুবনং ত্বিদম্। তাবন্নন্দ্যাদিদং স্থানং নারদস্থাপিতং সুরাঃ ॥ ১৩৬ ॥ ব্রহ্মশাপো রুদ্রশাপো বিষ্ণুশাপস্তথৈব চ। দ্বিজশাপস্তথা ভূয়াদিদং স্থানং বিলুম্পতঃ ॥ ১৩৭ ॥ ততস্তথেতি তৈঃ সর্ব্বৈহৃ ষ্টৈস্তত্র তথোদিতম্। এবং ময়া স্থাপিতে স্থানকেঽস্মিন্ সংস্থাপয়ামাস চ কাপিলং মুনিঃ স্থানে উভে দেবকৃতে প্রসন্নাস্ততো যযুর্দেবতা দেবসদ্ম ॥ ১৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদীয়স্থানপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

পাত্র,—ইহারা সমীপস্থ হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে চির-কারী হওয়া প্রশস্ত নহে। সেই মুনিবর মেধাতিথি, এইরূপ বলিয়া পুত্র-ভার্য্যা সহ আশ্রমে আসিয়া চিরকাল বাসান্তে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! আমরা এরূপ বলিতেছি বটে, কিন্তু তৎকালে মোহবশে প্রবঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি; আপনাদিগের সেই শাপ কলিকালে সফল হইবে। পরন্তু তখনও কোন কোন বিপ্র সতত সর্ব্বগুণযুক্ত হইবেন। ১২১—১৩২। অতঃপর আমি সেই ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক ধর্ম্মবর্ম্মার সমীপে দেবগণকে সাক্ষী করিয়া সঙ্কল্লাচরণান্তে কাঞ্চন, গো, গৃহ, ধন, ভার্য্যা, ভূষণ ও বসনাদি দ্বারা, সেই ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষিত করিলাম। অতঃপর সেই দেবগণমধ্যস্থ ইন্দ্র, হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন,—হরার্দ্ধাঙ্গহারিণী গিরিনন্দিনী, আমরা, গণেশ্বরগণ ও ত্রিভুবন যাবৎ কাল বিদ্যমান থাকিবে, হে সুরগণ! নারদ-স্থাপিত এই স্থানও তাবৎকাল অভিনন্দিত হইবে। এই স্থানের বিলোপসাধনার্থ যাহারা চৌর্য্যাদি কার্য্য করিবে, তাহারা ব্রহ্মশাপ, বিষ্ণুশাপ, রুদ্র-শাপ ও দ্বিজশাপ প্রাপ্ত হইবে। তখন দেবগণ হৃষ্ট হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই ব্যাক্যের অভি-নন্দন করিলেন। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠিত সেইস্থানেই কপিল মুনি আকার অপর স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উভয় স্থানই দেবগণানু-মোদিত। তারপর দেবগণ প্রসন্নমনে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৩৩—১৩৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। মহীসাগরমাহাত্ম্যমদ্ভুতং কীর্ত্তিতং ত্বয়া। বিস্ময়ঃ পরমো মহ্যং প্রহর্ষশ্চোপজায়তে ॥১॥ তদহং বিস্তরাচ্ছ্রোতুমিদমিচ্ছামি নারদ। কস্য যজ্ঞে মহী গ্লানা বহ্নিতাপাভিতাপিতা ॥ ২ ॥ নারদ উবাচ। মহদাখ্যানমাখ্যাস্যে যথা জাতা মহীনদী। শৃণুষ্বৈতাং কথাং পুণ্যাং পুণ্যমাপ্স্যসি পাণ্ডব ॥৩॥ পুরাভূদ্ভূপতি-র্ভূমাবিন্দ্রদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ। বদান্যঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো মান্যো মানয়িতা প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ উচিতজ্ঞো বিবেকস্য নিবাসো গুণসাগরঃ। ন তদস্তি ধরাপৃষ্ঠে নগরং গ্রামপত্তনম্ ॥ ৫ ॥ তদীয়পূর্ত্তধর্ম্মস্য চিহ্নেন ন যদঙ্কিতম্। কন্যাদানানি বহুধা ব্রাহ্মেণ বিধিনা ব্যধাৎ ॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—আপনি মহীসাগর-সঙ্গমের অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় ও হর্ষ জন্মিয়াছে। হে নারদ! সেই নিমিত্ত আমি এই বৃত্তান্ত সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি,—কাহার যজ্ঞে বহ্নিতাপে সন্তপ্তা হইয়া মহী গ্লানিযুক্ত হইয়াছিলেন? নারদ কহিলেন,—মহী নদী যে প্রকারে সমুৎপন্ন হয়, সেই মহৎ উপাখ্যান বলিতেছি। হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি সেই পুণ্য-কাহিনী শুনিয়া পুণ্যলাভ করিবে। পুরাকালে ভূমণ্ডলে বদান্য, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বজনমান্য, সকলের সম্মানকর্ত্তা, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, কর্ত্তব্যজ্ঞানবান্, বিবেকাধার, গুণসাগর, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক বিখ্যাত ভূপতি ছিলেন। ধরণীতলে এমন গ্রাম নগর বা পত্তন ছিল না, যাহা সেই রাজার পূর্ত্তচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয় নাই। সেই ভূপতি ব্রাহ্মবিধি

ভূপালোঽসৌ দদৌ দানমাসহস্রাদ্ধনার্থিনাম্। দশমী-দিবসে রাত্রৌ গজপৃষ্ঠেন দুন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥ তাড্যতে তৎপুরে প্রাতঃ কার্য্যমেকাদশীব্রতম্। যজ্ঞা তেন ভূপেন বিচ্ছিন্নং সোমপায়িনাম্ ॥ ৮ ॥ শরনৈরাস্তৃতা দর্ভৈর্দ্ব্যঙ্গুলোৎসেধিতা মহী। গঙ্গায়াং সিকতা ধারা বর্ষতো দিবি তারকাঃ ॥ ৯ ॥ শক্যা গণয়িতুং প্রাজ্ঞৈস্তদীয়ং সুকৃতং ন তু। ঈদৃশৈঃ সুকৃতৈরেব তেনৈব বপুষা নৃপঃ ॥ ১০ ॥ ধাম প্রজাপতেঃ প্রাপ্তো বিমানেন কুরূদ্বহ। বুভুজে স তদা ভোগান দুর্লভান-মরৈরপি ॥ ১১ ॥ অথ কল্পশতস্যান্তে ব্যতীতে তং মহীপতিম্। প্রাহ প্রজাপতিঃ সেবাবসরাযাতমাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্রুতং গচ্ছ ধরাপৃষ্ঠং নৃপোত্তম। ন স্থাতব্যং মদীয়েঽস্য লোকে ক্ষণমপি ত্বয়া ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কস্মাদ্ব্রহ্মন্নিতো ভূমৌ মাং প্রেষয়সি সম্প্রতি। সতি পুণ্যে মদীয়ে তু বহুলে বদ কারণম্ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ন পুণ্যং কেবলং রাজন্ শুশ্রুং স্বর্গস্য সাধকম্। বিনা নিষ্কল্মষাং কীর্ত্তিং ত্রিলোকীতলবিস্তৃতাম্ ॥ ১৫ ॥ তব কীর্ত্তি-সমুচ্ছেদঃ সাম্প্রতং বসুধাতলে। সঞ্জাতশ্চির-কালেন গত্বা তাং কুরু নূতনাম্ ॥ ১৬ ॥ যদি বাঞ্ছা মহীপাল মম ধামনি সংস্থিতৌ ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। মহীয়ং সুকৃতং ব্রহ্মন্ কথং ভূমৌ ভবেদিতি। কিং কর্ত্তব্যং ময়া নৈতন্মম চেতসি তিষ্ঠতি ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। বলবানেষ ভূপাল কালঃ কলয়তি স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ডান্যপি মাং চৈব গণনা কা ভবাদৃশাম্। তদেতদেব মন্যেঽহং তব ভূপাল সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥ যৎ কীর্ত্তিমাত্মনো ব্যক্তিং নীত্বাভ্যেহি পুনর্দিবম্। শুশ্রুবানিতি বাচং স ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১ ॥ পশ্যতি স্ম তথাত্মানং মহীতলমুপাগতম্। কাম্পিল্য-নগরে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছাত্মানমাত্মনা। নগরং স তদা দেশমপ্রাক্ষীদিতি বিস্মিতঃ ॥ ২২ ॥ জনা ঊচুঃ। ন জানামো বয়ং ভূপমিন্দ্রদ্যুম্নং ন তৎপুরম্ ॥ ২৩ ॥ যত্ত্বং পৃচ্ছসি ভো ভদ্র কঞ্চিৎ পৃচ্ছ চিরায়ুষম্। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। কঃ সম্প্রতি ধরাপৃষ্ঠে চিরায়ুঃ

অনুসারে অনেকানেক কন্যাদান করিয়াছিলেন। তিনি যাচকবর্গকে সহস্র মুদ্রার কম দান করিতেন না। তদীয় রাজ্যে দশমীদিবসে রাত্রিকালে গজপৃষ্ঠে দুন্দুভি রাখিয়া বাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা হইত যে,—সকলকেই কল্য প্রাতঃকালে একাদশীব্রত করিতে হইবে। তিনি এত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন যে, মহীমণ্ডল সোমপায়ীদিগের বাস-ভবনে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাচ্ছাদিত ও কুশাস্তরণ দ্বারা অঙ্গুলিদ্বয় পরিমাণে সমুন্নত হইয়াছিল। প্রাজ্ঞ-গণ কর্তৃক গঙ্গার বালুকা, বৃষ্টির ধারা, বা আকা-শের তারাও গণনাযোগ্য হওয়া সম্ভবপর; পরন্তু তদীয় সুকৃতির গণনা সম্ভবপর নহে। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! তিনি এবম্বিধ সুকৃতির ফলে সেই শরীরেই বিমানারোহণে প্রজাপতিধামে যাইয়া অমর-দুর্লভ ভোগনিচয় উপভোগ করেন। ১—১১। অতঃপর শত কল্পান্তে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় উপাসনার্থ সমা-গত সেই নৃপতিকে কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি অবিলম্বে ধরাতলে যাও; আমার এই লোকে তুমি আর ক্ষণমাত্রও থাকিও না। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ব্রহ্মন! আমার বহুল পুণ্য থাকিতেও আমাকে কিজন্য এখান হইতে ভূতলে পাঠাইতেছেন? ইহার কারণ বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—রাজন্! ত্রিলোকতল-বিস্তৃত নিষ্কলুষ কীর্ত্তি ব্যতীত কেবল মাত্র পুণ্য দ্বারা স্বর্গবাস হয় না। চিরকালান্তে সম্প্রতি বসুধাতলে তোমার কীর্ত্তির সমুচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হে মহীপাল! তুমি যদি আমার লোকে বাস করিতে চাও, তবে মর্ত্ত্যে যাইয়া নূতন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভূতলে আমার সুকৃতপ্রতিষ্ঠা কিপ্রকারে হইবে? আমি সেখানে যাইয়া কি করিব? এই চিন্তাই এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে বিদ্যমান। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভূপাল! এই পরিদৃশ্যমান কাল অতীব বলবান্। ইনি স্বেচ্ছানুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবর্গের এবং আমারও পরিণাম সাধন করেন; সুতরাং তোমাদিগের ন্যায় সাধারণ লোকের আর কথা কি? সুতরাং হে ভূপাল! তুমি সম্প্রতি ভূতলে যাইয়া নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া পুনরায় এখানে আগমন কর। আমি ইহাই সঙ্গত মনে করি। সেই ভূপতি স্বীয় এই কথা শুনিতে শুনি-তেই আপনাকে মহীতলস্থ কাম্পিল্যনগরে উপনীত দেখিলেন। তিনি সেখানে বিস্মিত-চিত্তে নিজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।১২—২২। তদুত্তরে তত্রত্য জনগণ তাঁহাকে কহিল,—হে ভদ্র! আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতিকে জানি না; কিম্বা তাঁহার নগরের কথাও অবগত নহি; আপনার জ্ঞেয় বিষয় কোনও দীর্ঘায়ু বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করুন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ধরাতলে ইদানীং কোন্ ব্যক্তি দীর্ঘায়ু বলিয়া বিখ্যাত

প্রার্থিতো জনঃ ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীজয়রাজ্যেঽস্মিন্ যত্র প্রক্রান্ত মা চিরম্। জনা ঊচুঃ। শ্রূয়তে নৈমিষারণ্যে সপ্তকল্পস্মরো মুনিঃ ॥ ২৫ ॥ মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতস্তং গত্বা পৃচ্ছ সংশয়ম্। তথোপদিষ্টৈস্তৈর্গত্বা তত্র তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ২৬ ॥ নিশম্য প্রণিপত্যাহ নৃপঃ স্বহৃদয়স্থিতম্। ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। চিরায়ুর্ভগবান্ ভূমৌ বিশ্রুতঃ সাম্প্রতং ততঃ ॥ ২৭ ॥ পৃচ্ছাম্যহং ভবান্ বেত্তি ইন্দ্রদ্যুম্নং নৃপং ন বা ॥ ২৮ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। সপ্তকল্পান্তরে নাভূৎ কোঽপীন্দ্রদ্যুম্নসংজ্ঞিতঃ। ভূপালঃ কিমহং বচ্মি তবান্যৎ পৃচ্ছ সংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ স নিরাশস্তদাকর্ণ্য বচো ভূপোঽগ্নিসাধনে। সমুদ্যোগং তদা চক্রে তং দৃষ্ট্বাহ তদা মুনিঃ ॥ ৩০ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মা সাহসমিদং কার্ষীর্ভদ্র বাচং শৃণুষ্ব মে। এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ৩১ ॥ তৎ করোমি প্রতীকারং তব দুঃখোপশান্তয়ে। শৃণু ভদ্র মমাস্তীহ বকো মিত্রং চিরন্তনঃ ॥ ৩২ ॥ নাড়ীজঙ্ঘ ইতি খ্যাতঃ স ত্বা জ্ঞাস্যত্যসংশয়ম্। তস্মাদেহি দ্রুতং যাবদাবাং তত্র ব্রজাবহে ॥ ৩৩ ॥ পরোপকারৈকফলং জীবিতং হি মহাত্মনাম্। যদি জ্ঞাস্যত্যসন্দিগ্ধমিন্দ্রদ্যুম্নং স বক্ষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ তৌ প্রস্থিতাবিতি তদা বিপ্রেন্দ্রনৃপপুঙ্গবৌ। হিমাচলং প্রতি প্রীতৌ নাড়ীজঙ্ঘালয়ং প্রতি ॥ ৩৫ ॥ বকোঽথ মিত্রং স্বং বীক্ষ্য চিরকালাদুপাগতম্। মার্কণ্ডেয়ং যযৌ প্রীত্যুৎকণ্ঠিতঃ সম্মুখং দ্বিজৈঃ ॥ ৩৬ ॥ কৃতসংবিদভূৎ পূর্ব্বং কুশলস্বাগতাদিনা। পপ্রচ্ছানন্তরং কার্য্যং যদাগমনকারণম্ ॥ ৩৭ ॥ মার্কণ্ডেয়োঽথ তং প্রাহ বকং প্রস্তুতমীপ্সিতম্। ইন্দ্রদ্যুম্নং ভবান্ বেত্তি ভূপালং পৃথিবীতলে ॥ ৩৮ ॥ এতস্য মম মিত্রস্য তেন জ্ঞাতেন কারণম্। নো বায়ং ত্যজতি প্রাণান্ পুরা বহ্নিপ্রবেশনাৎ ॥৩৯॥ এতস্য প্রাণরক্ষার্থং ব্রূহি জানাসি চেন্নৃপম্ ॥ ৪০ ॥ নাড়ীজঙ্ঘ উবাচ। চতুর্দ্দশ স্মরাম্যস্মি কল্পান্ বিপ্রেন্দ্র সাম্প্রতম্। আস্তাং তদ্দর্শনং বার্ত্তামপি বা ন স্মরাম্যহম্ ॥৪১॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপালঃ কোঽপি নাসীন্মহীতলে। এতাবন্মাত্রমেবাহং জানামি দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৪২ ॥ নারদ উবাচ। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টস্তস্যায়ুরিতি শুশ্রুবান্। পপ্রচ্ছ রাজা

আছেন? তিনি এ রাজ্যে বা অন্য রাজ্যে যেখানেই থাকুন, আপনারা তাহা বলুন; বিলম্ব করিবেন না। জনগণ কহিল শুনা যায়, নৈমিষারণ্যে সপ্তকল্পস্মৃতিমান মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত এক মুনি আছেন, তাঁহাকে যাইয়া সন্দিগ্ধবিষয় জিজ্ঞাসা করুন। অতঃপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জনগণের উপদেশানুসারে নৈমিষারণ্যে যাইয়া সেই মুনিবরকে দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক হৃদ্গত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ভগবন্! ভূতলে সম্প্রতি আপনিই চিরায়ুঃ; সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসিতেছি যে, আপনি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানেন কি? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সপ্তকল্পের মধ্যে কেহ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা হয় নাই। তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিলেন; তাহা দেখিয়া মুনিবর মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভদ্র! এই দুঃসাহসের কার্য্য করিও না; আমার কথা শুন। জীবিত নরগণের শতবর্ষান্তেও আনন্দপ্রাপ্তি হয়। অতএব আমি তোমার দুঃখের প্রতীকারোপায় বলিতেছি। ভদ্র! শ্রবণ কর; ভূতলে আমার পুরাতন বন্ধু নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছেন। তিনি তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় নিশ্চয়ই জানেন। অতএব আইস, আমরা অবিলম্বে সেখানে যাই; পরোপকারসাধনই মহাত্মাদিগের জীবনের একমাত্র ফল। তিনি যদি ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানেন, তবে বলিবেন। ২৩—৩৪। পরে সেই দ্বিজেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র উভয়ে নাড়ীজঙ্ঘের আশ্রমোদ্দেশে হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন। সেখানে সেই বক চিরকালান্তে সমাগত স্বীয় বন্ধু মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখিয়া প্রীত্যুৎকণ্ঠাবশে অপরাপর পক্ষিগণসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথমে স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর সেই বক জিজ্ঞাসিলেন,—আগমনের কারণ বল। পরে মার্কণ্ডেয় তাহাকে তাঁহার এই জিজ্ঞাস্য বিষয় কহিলেন যে, আপনি কি ভূতলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জ্ঞাত আছেন? আমার এই বন্ধুর সেই বিষয় জানিবার প্রয়োজন। নচেৎ ইনি বহ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আপনি যদি জানেন, তবে ইঁহার প্রাণরক্ষার্থ তাহা বলুন। নাড়ীজঙ্ঘ কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি চতুর্দ্দশ কল্পের বৃত্তান্ত জানি; ইন্দ্রদ্যুম্নের দর্শন তো দূরের কথা, তাঁহার বার্ত্তাও শুনি নাই। হে দ্বিজপুঙ্গব! আমি এইমাত্র জানি যে, ভূতলে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোনও ভূপাল ছিলেন না। ৩৫—৪২। নারদ কহিলেন,—অতঃপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বকের আয়ুঃপরিমাণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট

কো হেতুর্দানস্য তপসোঽথ বা। যদায়ুরীদৃশং দীর্ঘং সম্প্রাতমিতি বিস্মিতঃ॥ ৪৩॥ নাড়ীজঙ্ঘ উবাচ। ঘৃতকম্বলমাহাত্ম্যান্মম দেবস্য শূলিনঃ। দীর্ঘমায়ুরিদং বিপ্র শাপাদ্বকবপুঃ শৃণু॥ ৪৪॥ পুরা জন্মন্যহং বালো ব্রাহ্মণস্যাভবং ভুবি। পারাশর্য্যসগোত্রস্য বিশ্বরূপস্য সন্মুনেঃ॥ ৪৫॥ বালকো বক ইত্যেবং প্রতীতোঽহতিপ্রিয়ঃ পিতুঃ। চপলোঽহতীব বালত্বে নিসর্গাদেব ভদ্রক॥ ৪৬॥ অথ মারকতং লিঙ্গং দেবতাবসথাৎ পিতুঃ। চাপল্যাদ্বালভাবাচ্চাপহৃত্য নিহিতং ময়া॥ ৪৭॥ ঘৃতস্য কুম্ভে সংক্রান্তৌ মকরস্যোত্তরায়ণে। অথ প্রাতর্ব্যতীতায়াং নিশি যাবৎ পিতা মম॥ ৪৮॥ নির্ম্মাল্যাপনয়ং চক্রে তাবচ্চূন্যং শিবালয়ম্। নিশম্য কান্দিশীকো মাং পপ্রচ্ছ মধুরস্বরম্॥ ৪৯॥ বৎস ক্ব নু ত্বয়া লিঙ্গং নূনং বিনিহিতং বদ। দাস্যামি বাঞ্ছিতং যত্তে ভক্ষ্যমন্যত্তবেপ্সিতম্॥ ৫০॥ ততো ময়া বালভাবাদ্ভক্ষ্যলুব্ধেন তৎ পিতুঃ। ঘৃতকুম্ভান্তরাকৃষ্য ভদ্র লিঙ্গং সমর্পিতম্॥ ৫১॥ অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে প্রমীতোঽহং নৃপালয়ে। জাতো জাতিস্মরস্তাবদানর্ত্তাধিপতেঃ সুতঃ॥ ৫২॥ ঘৃতকম্বলমাহাত্ম্যান্মকরস্থে দিবাকরে। অপি বাল্যাদবজ্ঞানাৎ সংযোগাদ্‌ঘৃতলিঙ্গয়োঃ॥ ৫৩॥ ততঃ সংস্থাপিতং লিঙ্গং প্রাগ্‌জন্ম স্মরতা ময়া। ততঃ প্রভৃতি লিঙ্গানি ঘৃতেনাচ্ছাদয়াম্যহম্॥ ৫৪॥ পিতৃপৈতামহং প্রাপ্য রাজ্যং শক্ত্যনুরূপতঃ। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ পার্ব্বতীপতিরাহ মাম্॥ ৫৫॥ পূর্ব্বজন্মনি তুষ্টোঽহং ঘৃতকম্বলপূজয়া। প্রযচ্ছাম্যস্মিন্তে রাজ্যমধুনাভিমতং বৃণু॥ ৫৬॥ ততো ময়া বৃতঃ প্রাদাদ্গাণপত্যং মদীপ্সিতম্। কৈলাসে মাং শিবো নিত্যং সন্তুষ্টঃ প্রাহ চেতি চ॥ ৫৭॥ তেনৈব হি শরীরেণ প্রণতং পুরতঃ স্থিতম্। অদ্যপ্রভৃতি সংক্রান্তৌ মকরস্যাপরোঽপি যঃ॥ ৫৮॥ ঘৃতেন পূজাং কর্ত্তাসৌ ভাবী মম গণঃ স্ফুটম্। ইত্যুক্তা মাং শিবো ভদ্র গণকোটীশ্বরং ব্যধাৎ॥ ৫৯॥ প্রতীপপালকং নাম সংস্থিতং শিবশাসনম্। ততঃ

চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন যে, কোন্ দান বা কোন্ তপস্যার ফলে আপনার ঈদৃশ দীর্ঘায়ু লাভ হইয়াছে? নাড়ীজঙ্ঘ কহিলেন,—হে বিপ্র! ঘৃতকম্বল-মাহাত্ম্যে শঙ্করের প্রসাদে আমার এই দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়াছে; পরন্তু শাপের জন্য এই বকশরীর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে! এ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ-বালক ছিলাম। পরাশরবংশীয় বিশ্বরূপ নামক মুনিবরের পুত্ররূপে আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার নাম ছিল—বক। আমি পিতার অতীব প্রিয়পাত্র ছিলাম। হে ভদ্র! বাল্যাবস্থায় আমি স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল ছিলাম। একদা উত্তরায়ণে মকর-সংক্রান্তিতে আমি চপলতাবশতঃ পিতার দেবভবন হইতে মরকত-লিঙ্গ অপহরণপূর্ব্বক একটী ঘৃতকুম্ভ-মধ্যে স্থাপন করিলাম। রাত্রিকাল অতিবাহিত হইলে, পরদিন প্রাতঃকালে পিতা যখন নির্ম্মাল্যাপসারণ করেন, তখন লিঙ্গটী দেখিতে না পাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আমাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—বৎস! তুমি লিঙ্গটী কোথায় রাখিয়াছ? নিশ্চয় করিয়া বল; ইহা বলিলে ভক্ষ্য বা অন্য যাহা কিছু তোমার বাঞ্ছিত, আমি তাহা তোমাকে দিব। অতঃপর আমি বালভাবপ্রযুক্ত খাদ্যের লোভে ঘৃতকুম্ভ হইতে আনিয়া সেই উত্তম লিঙ্গটী পিতাকে দিলাম। ৪৩—৫১। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে আমি মরণাপন্ন হইয়া আনর্ত্ত দেশে রাজপুত্ররূপে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলাম। আমি যে মকর-সংক্রান্তিতে ঘৃতকুম্ভ মধ্যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলাম, বালকতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানবশে অনুষ্ঠিত হইলেও সেই ঘৃত ও লিঙ্গের সংযোগহেতু ঘৃতকম্বলমাহাত্ম্যে আমার এইরূপ ফললাভ হইয়াছিল। এ জন্মে আমি পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিহেতু লিঙ্গ স্থাপন করিলাম এবং পিতৃপিতামহাগত রাজ্য পাইয়া রাজ্যস্থ সমস্ত লিঙ্গকেই যথাশক্তি ঘৃতদ্বারা আবৃত করিলাম। তাহাতে ভগবান্ পার্ব্বতীপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন,—আমি ঘৃতকম্বল-পূজাফলে পূর্ব্বজন্মেই সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এ জন্মে রাজ্য দান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর। অতঃপর আমার প্রার্থনানুসারে মহাদেব আমাকে গাণপত্য দান করিলেন এবং সেই শরীরেই আমাকে কৈলাসে লইয়া গেলেন। আমি প্রণামপূর্ব্বক তদীয় অগ্রভাগে অবস্থান করিলে আমাকে কহিলেন,—অদ্য হইতে অপর কোন ব্যক্তিও যদি মকর-সংক্রান্তিতে আমাকে ঘৃতদ্বারা অর্চ্চনা করে, তবে সেও আমার গণ হইবে, সংশয় নাই। হে ভদ্র! শিব আমাকে এই বলিয়া গণকোটীর অধিপতি করিয়া দিলেন। আমি তখন প্রতীপপালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শিবের আদেশপালনে নিযুক্ত রহি-

কামাদিভিঃ ষড়্ভিঃ পদৈশ্চ ক্রমণাত্মিকাম্ ॥ ৬০ ॥ নিসর্গচপলাং প্রাপ্য ভ্রমরীমিব তাং শ্রিয়ম্ । নৈবালমভবং তস্যা ধারণে দৈবযোগতঃ ॥ ৬১ ॥ বিচচার তদা মত্তঃ কিলাহং বারণো যথা । কৃত্যাকৃত্যবিচারেণ বিমুক্তোহতীব গর্ব্বিতঃ ॥ ৬২ ॥ বিদ্যামভিজনং লক্ষ্মীং প্রাপ্য নীচনরো যথা । আপদাং পাত্রতামেতি সিন্ধুনামিব সাগরঃ ॥ ৬৩ ॥ অথ কালে ব্যতিক্রান্তে কিয়ন্মাত্রে যদৃচ্ছয়া । বিচরন্নগমং শৈলং হিমানীরুদ্ধকন্দরম্ ॥ ৬৪ ॥ তপস্যতি মুনিস্তত্র গালবো ভার্য্যয়া সহ । সদৈব তীব্রতপসা কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রাহ্মণস্য হি দেহোহয়ং নৈবৈহিকফলপ্রিয়ঃ । কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥ ৬৬ ॥ তস্য ভার্য্যাতিরূপেণ বিজিগ্যে বিশ্ববর্ণিনী । তন্বী শ্যামা মৃগাক্ষী সা পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৬৭ ॥ হংসগদ্গদসম্ভাষা মত্তমাতঙ্গগামিনী । বিস্তীর্ণজঘনা মধ্যে ক্ষামা দীর্ঘশিরোরুহা ॥ ৬৮ ॥ নিম্ননাভির্বিধাত্রৈষা নির্ম্মিতা সন্দিদৃক্ষুণা । বিকীর্ণমিব সৌন্দর্য্যমেকপাত্রমিব স্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥ ততোহবিনীতস্তাং বীক্ষ্য ভদ্র গালববল্লভাম্ । অহমাসং শরব্রাতৈস্তাড়িতঃ পুষ্পধন্বনঃ । বিবেকিনোহপি মুনয়স্তাবদেব বিবেকিনঃ ॥ ৭০ ॥ যাবন্ন হরিণাক্ষীণামপাঙ্গবিবরেক্ষিতাঃ । ময়া ব্যবসিতং চিত্তে তদানীন্তাং জিহীর্ষুণা ॥ ৭১ ॥ ইতি চেতি হরিষ্যামি তপসা রক্ষিতাং মুনেঃ । অস্যাঃ কৃতে যদি শপেন্মুনিস্তত্র পরাভবঃ ॥ ৭২ ॥ মম ভাবী ভবেদেষা ভার্য্যা মৃত্যুকৃতাপি মে । তস্মাচ্ছিষ্যো ভবাম্যস্য শুশ্রূষানিরতো মুনেঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রাপ্যান্তরং হরিষ্যামি নাস্য যোগোয়মঙ্গনা । ইতি ব্যবস্য বিদ্যার্থিমূর্ত্তিমাস্থায় গালবম্ ॥ ৭৪ ॥ নমস্কৃত্য বচোহবোচমিতি ভাব্যর্থনোদিতঃ । তথা মতিস্তথা মিত্রং ব্যবসায়স্তথা নৃণাম্ ॥ ৭৫ ॥ ভবেদবশ্যং তত্তাবি যথা পুম্ভিঃ পুরা কৃতম্ । বিবেকবৈরাগ্যযুতো ভগবংস্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥ শিষ্যোহহং ভবতা পাঠ্যং কর্ণধারং মহামুনিম্ । অপারপারদং বিষ্ণুং বিপ্রমূর্ত্তিমুপাশ্রিতম্ ॥ ৭৭ ॥

লাম । অতঃপর কামাদিরূপ ষট্‌পদদ্বারা ভ্রমণশীলা স্বভাব-চপলা ভ্রমরীর ন্যায় সেই শ্রী লাভ করিয়া আমি দৈববশে তাহার রক্ষণে সমর্থ হইলাম না; তখন আমি মত্ত মাতঙ্গবৎ গর্ব্ববশে কার্য্যাকার্য্য-বিচারহীন হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম । বিদ্যা, কুলগৌরব ও লক্ষ্মীলাভ করিয়া যেমন নীচ জনগণ, নদীসমূহ সঙ্গত সাগরের ন্যায় আপৎসকলের পাত্র হইয়া থাকে, আমারও তখন তদ্রূপ ভাব ঘটিল । ৫২—৬৩। অতঃপর কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা আমি যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্ব্বতে গালব মুনির আশ্রমসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । সেখানে গালব মুনি পত্নীর সহিত তপস্যা করিতেন । নিয়ত তপশ্চরণ হেতু তিনি নিতান্ত কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত-কায় হইয়াছিলেন । বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের দেহ ঐহিক সুখভোগের জন্য সৃষ্ট নহে; উহা ইহকালে কষ্টসাধ্য তপশ্চরণ ও পরকালে অনন্ত সুখসম্ভোগের জন্যই সৃষ্ট । যাহা হউক, সেই গালব মুনির পত্নী জগতে পরম রূপবতী ছিলেন । তিনি ক্ষীণাঙ্গী, শ্যামা, মৃগলোচনা, পীনোন্নতস্তনী, মত্তমাতঙ্গগামিনী, হংসগদ্গদভাষিণী, বিস্তীর্ণজঘনা, মধ্যক্ষীণা, দীর্ঘকেশী ও নিম্ননাভি; দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি একত্রিত করিয়া দেখিবার জন্যই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ।৬৪—৬৯ । হে ভদ্র ! অতঃপর আমি অবিনীত বলিয়া সেই গালববল্লভাকে দেখিয়াই মদনের বাণজালে তাড়িত হইলাম । ফলতঃ বিবেকশালী মুনিগণও ততক্ষণই বিবেকবান্ থাকেন, যাবৎ মৃগাক্ষীদিগের অপাঙ্গবিক্ষেপে বীক্ষিত না হন । তখন আমি মনে মনে তাহাকে হরণ করিবার অভিলাষে ভাবিতে লাগিলাম যে, মুনির তপঃপ্রভাবে রক্ষিতা হইলেও আমি ইহাকে এই এইরূপে অপহরণ করিব; এজন্য যদি মুনি আমাকে অভিশাপ দেন, সে লাঞ্ছনাও স্বীকার্য্য; ফলতঃ হয় আমি ইহাকে ভার্য্যা করিব, নয় এইজন্য আমার প্রাণ যাইবে । অতএব আমি যাইয়া মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক শুশ্রূষাপরায়ণ হই । পরে অবকাশমত ইহাকে অপহরণ করিবে; এই রমণী এই মুনির যোগ্য নহে । ভবিতব্যতাবশে আমি এইরূপ স্থির করিয়া বিদ্যার্থিবেশে যাইয়া গালবকে নমস্কারপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় বলিতে লাগিলাম । বস্তুতঃ জনগণ পুরাকালে যেমন কর্ম্ম করে, ইহকালে তদনুসারেই তাহার বন্ধু, বুদ্ধি ও ব্যবসায় হইয়া থাকে । ইহাতে সন্দেহ নাই । আমি কহিলাম,—হে ভগবন্ ! আমি বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি আমাকে অধ্যয়ন করাউন; আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি । আমি অপার ভবনদীর পারদাতা কর্ণধার, বিপ্ররূপধর প্রত্যক্ষ সচেতন ব্রহ্মমূর্ত্তি

নমস্তে চেতনং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং গালবাখ্যয়া। অবিদ্যা-কৃষ্ণসর্পেণ দষ্টং তদ্বিষপীড়িতম্ ॥ ৭৮॥ উপদেশ-মহামন্ত্রৈর্মাং জাঙ্গলিক জীবয়। মহামোহমহাবৃক্ষো হৃদ্যাবাপসমুত্থিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ত্বদ্বাক্যতীক্ষ্ণধারেণ কুঠা-রেণ ক্ষয়ং ব্রজেৎ। অপবর্গপথব্যাপী মূঢ়সংসর্গ-সেচনঃ ॥ ৮০ ॥ ছিদ্যতাং সূত্রধারেণ বিদ্যাপরশু-নাধুনা। ভজামি তব শিষ্যোঽহং বরিবস্যাপর-শ্চিরম্ ॥ ৮১ ॥ সমিদ্দর্ভান্ মূলফলং দারূণি জলমেব চ। আহরিষ্যেঽনুগৃহ্ণীষ বিনীতং মামুপস্থিতম্ ॥ ৮২ ॥ ইত্থং পুরা বকাভিখ্যং বকবৃত্তিমুপাশ্রিতম্। তদার্জবে কৃতমতিরনুজগ্রাহ মাং মুনিঃ ॥ ৮৩॥ ততোঽতীব বিনীতোঽহং ভূত্বা তং ব্রাহ্মণীযুতম্। বিশ্বাসনায় সুদৃঢ়ং তোষয়ামি দিনেদিনে ॥ ৮৪ ॥ স চ জানন্ মুনিঃ পত্নীং পাত্রভূতামবিশ্বসন্। স্ত্রীচরিত্রবিদঙ্কে তাং বিধায় স্বপিতি দ্বিজঃ ॥ ৮৫ ॥ অথান্যস্মিন দিনে সাভূদ্‌ব্রাহ্মণ্যথ রজস্বলা। তদ্দূরশায়িনী রাত্রৌ বিশ্বাসান্মে তপস্বিনী ॥ ৮৬ ॥ ইদমন্তরমিত্যন্তর্বিচি-ন্ত্যাহং প্রহর্ষিতঃ। মলিম্লুচাকৃতির্ভূত্বা নিশীথে তামথা-হরম্ ॥ ৮৭ ॥ বিললাপ তদা বালা হ্রিয়মাণা মহো-চ্চকৈঃ। মৈবং মৈবমিতি জ্ঞাত্বা মাং স্বরেণাব্রবী-ন্মুনিম্ ॥ ৮৮ ॥ বকবৃত্তিরয়ং দুষ্টো ধর্ম্মকঞ্চুকমাশ্রিতঃ। হরতে মাং দুরাচারস্তস্মাত্ত্বং ত্রাহি গালব ॥ ৮৯ ॥ তব শিষ্যঃ পুরা ভূত্বা কোঽপ্যেষোঽদ্য মলিম্লুচঃ। মাং জিহীর্ষতি তদ্রক্ষ শরণ্য শরণং ভব ॥৯০॥ তদ্বাক্য-সমকালং স প্রবুদ্ধো গালবো মুনিঃ। তিষ্ঠতিষ্ঠেতি মামুক্ত্বা গতিস্তম্ভং ব্যধান্মম ॥ ৯১ ॥ ততশ্চিত্রা-কৃতিরহং স্তম্ভিতো মুনিনাভবম্। ব্রীড়িতং প্রবিশামীব স্বাঙ্গানি কিল লজ্জয়া ॥ ৯২ ॥ ততঃ প্রকুপিতঃ প্রাহ মামভ্যেত্যাথ গালবঃ। তদ্-বজ্রদুঃসহং বাক্যং যেনাহমভবং বকঃ ॥ ৯৩ ॥ গালব উবাচ। বকবৃত্তিমুপাশ্রিত্য বঞ্চিতোঽহং যতস্ত্বয়া। তস্মাদ্বকস্ত্বং ভবিতা চিরকালং নরাধম ॥ ৯৪ ॥ ইতি শপ্তোঽহমভবং মুনিনাধর্ম্মমাশ্রিতঃ। পরদারো-পসেবার্থমনর্থমিমমাগতঃ ॥ ৯৫ ॥ ন হীদৃশমনায়ুষ্যং

গালবাখ্য বিষ্ণুকে নমস্কার করি। আমি অবিদ্যা-রূপ কৃষ্ণসর্পের দংশনে বিষ-পীড়িত হইয়াছি, হে বিষবৈদ্য! আমাকে সদুপদেশরূপ মহামন্ত্র দ্বারা সঞ্জীবিত করুন। আমার হৃদয়রূপ গর্ত্ত হইতে মহামোহরূপ মহাবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে, উহা আপ-নার বাক্যরূপ তীক্ষ্ণধার কুঠারে ছিন্ন হউক। সেই মোহবৃক্ষ অপবর্গ-পথ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ও হীনসংসর্গ-রূপ জলসেচনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সূত্রধর! আপনি বিদ্যারূপ পরশু দ্বারা এক্ষণে উহাকে ছেদন করুন। আমি আপনার শিষ্য হইয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিব;—সমিধ, কাষ্ঠ, কুশ, মূল, ফল ও জলাদি আহরণ করিয়া দিব। আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমি বিনীতভাবে আপনার শরণাগত হইলাম।৭০—৮২। আমি এইরূপে বকের ন্যায় বাহিরে সাধুবেশে সাধুতা দেখাইয়া শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলে সেই সরল-চেতা মুনি আমাকে অনুগ্রহ করিলেন। আমিও অতি বিনীতভাবে দৃঢ় বিশ্বাসোৎপাদনার্থ নিয়ত সেই মুনিদম্পতির সন্তোষ সাধন করিতে লাগি-লাম। পরন্তু স্ত্রীচরিত্রবিৎ সেই মুনি, পত্নী সৎপাত্রী [illegible]ও অবিশ্বাসবশে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া [illegible] করিতেন। অতঃপর একদা সেই তপস্বিনী ব্রাহ্মণী রজস্বলা হইলেন; তজ্জন্য রাত্রিকালে আমার প্রতি বিশ্বাসবশে তিনি সেই মুনিবরের কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করিলেন। আমি তখন মনে মনে "ইহাই অবসর" বুঝিয়া অতীব হৃষ্ট হইলাম, এবং বীভৎ-সাকৃতি ধারণপূর্ব্বক সেই নিশীথকালে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলাম। তাহাতে সেই বালা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাপ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলাম। তখন মুনিপত্নী আমার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মুনিবরের উদ্দেশে কহিলেন,—হে গালব! না জানি কোন্ দস্যু পূর্ব্বে তোমার শিষ্য হইয়া এক্ষণে আমাকে অপহরণ করিতেছে; অতএব আমাকে রক্ষা করুন। হে শরণ্য! আমায় ত্রাণ করুন।৮৩—৯০। রমণী এই কথা বলিতে বলিতেই গালব মুনি প্রবুদ্ধ হইয়া "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" বলিয়া আমার গতি স্তম্ভিত করিলেন। বিচিত্র-বেশধারী আমি তখন মুনিকর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া লজ্জাবশে যেন নিজশরীরেই বিলীন হইতে লাগিলাম। অনন্তর গালবমুনি ক্রুদ্ধ-চিত্তে আমার নিকটে আসিয়া সেই বজ্রসম দুঃসহ শাপ দান করিলেন,—যাহার ফলে আমি বকত্ব প্রাপ্ত হইলাম। গালব কহিলেন,—যেহেতু তুই বকবৃত্তি আশ্রয় করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছিস্, তজ্জন্য রে নরাধম! তুই চিরকাল বক হইয়া থাকিবি! আমি অধর্ম্ম আশ্রয় করায় এই দারুণ অভিশাপ প্রাপ্ত হই! পরদার-সেবা জন্যই আমার এই অনর্থ ঘটে!

লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে। যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥ ৯৬ ॥ ততঃ সতী সা মৎস্পর্শ-দূষিতাঙ্গী তপস্বিনী। ময়া বিমুক্তা স্নাত্বা মাং তথৈবানুশশাপ হ ॥ ৯৭ ॥ এবং তাভ্যামহং শপ্তো হ্যশ্বত্থপর্ণবত্ত্বয়াৎ। কম্পমানঃ প্রণম্যোভাববোচং তত্র দম্পতী ॥৯৮॥ গণোঽহমীশ্বরস্যৈব দুর্ব্বিনীততরো যুবাম্। নিরোধমেবং কুরুতং ভগবন্তাবনুগ্রহম্ ॥ ৯৯ ॥ বাচি ক্ষুরো নাবনীতং হৃদয়ং হি দ্বিজন্মনাম্। প্রকুপ্যন্তি প্রসীদন্তি ক্ষণেনাপি প্রসাদিতাঃ ॥ ১০০ ॥ ত্বয়ি বিপ্রতিপন্নস্য ত্বমেব শরণং মম। ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ॥ ১০১ ॥ গণাধিপ-ত্যমপি মে জাতং পরিভবাস্পদম্। বিপদন্তা হি জায়ন্তে দুর্ব্বিনীতস্য সম্পদঃ ॥ ১০২ ॥ বিদুরেষ্যদ্বিপ্র-পায়ং পরতোঽন্যে বিবেকিনঃ। নৈবোভয়ং বিদুর্নীচা বিনানুভবমাত্মনঃ ॥ ১০৩ ॥ দুর্ব্বিনীতঃ প্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা। ন তিষ্ঠতি চিরং স্থানে যথাহং মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্যামদো ধনমদস্তৃতীয়ো-ঽভিজনো মদঃ। এতে মদা মদান্ধানামেত এব সতাং দমাঃ ॥ ১০৫ ॥ নোদর্কশালিনী বুদ্ধির্যেষাম-বিজিতাত্মনাম্। তৈঃ শ্রিয়শ্চপলা বাচ্যং নীয়ন্তে মাদৃশৈর্জনৈঃ ॥ ১০৬ ॥ তৎ প্রসীদ মুনিশ্রেষ্ঠ শাপান্তং মেঽধুনা কুরু। দুর্ব্বিনীতেষপি সদা ক্ষমাচারা হি সাধবঃ॥ ১০৭ ॥ ইত্থং বচসি বিজ্ঞপ্তে বিনীতেনাপি বৈ ময়া। প্রসাদপ্রবণো ভূত্বা শাপান্তং মে তদা ব্যধাৎ ॥ ১০৮ ॥ গালব উবাচ। ছন্নকীর্ত্তিসমুদ্ধারসহায়স্ত্বং ভবিষ্যসি। যদেন্দ্রদ্যুম্নভূপস্য তদা মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥১০৯॥ ইত্যহং মুনিশাপেন তদাপ্রভৃতি পর্ব্বতে। হিমাচলে বকো ভূত্বা কাশ্যপেয়ো বসামি চ ॥ ১১০ ॥ রাজ্যং চিরায়ুরিতি মে ঘৃতকম্বলস্য জাতিস্মরত্বমধুনাপি তথানুভাবান। শাপাদ্বকত্বমভবন্মুনিগালবস্য তত্তদ্র সর্ব্বমুদিতং ভবতাদ্য পৃষ্টম্ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীপ্রাদুর্ভাবে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

পুরুষগণের পরদার সেবার ন্যায় অনায়ুষ্যকর অপর কোন কর্ম্ম নাই। যাহা হউক, পরে আমার স্পর্শে দূষিতাঙ্গী সেই তপস্বিনী সাধ্বীও আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া স্নানান্তে আমাকে তাদৃশ শাপ দিলেন। তাঁহাদিগের অভিশাপে আমি ভয়বশতঃ অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই দ্বিজদম্পতিকে প্রণতি করিয়া কহিলাম,—আমি শিবের গণ; পরন্তু অতীব দুর্ব্বিনীত; আপনারা আমাকে যেমন নিরুদ্ধ করিয়াছেন, কৃপা করিয়া তদ্রূপ অনুগ্রহও করুন। দেখুন, দ্বিজগণের বাক্য ক্ষুরসম, কিন্তু হৃদয় নব-নীতবৎ কোমল হইয়া থাকে; এজন্য তাঁহারা সামান্য কারণেই সহসা যেমন প্রকুপিত হন, তদ্রূপ আবার প্রসাদিত হইয়া ক্ষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে মুনে! আপনা হইতেই আমার বিপদ্ ঘটিয়াছে, সুতরাং আপনিই আমার অবলম্বন। দেখুন, ভূতলে পদস্খলন ঘটিলে ভূমিকেই অবলম্বন করিতে হয়। গণাধিপত্যও আমার পরিভবহেতু হইল! দুর্ব্বিনীতের সম্পদ্-সমূহও অন্তকালে বিপৎপাতের হেতু হইয়া থাকে। বিবেকী জনগণ বুদ্ধি দ্বারা অপর হইতে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ও পূর্ব্বেই জানিতে পারেন; কিন্তু নীচ জনগণ, আত্মানুভূতির অভাবে সম্ভাব্য বা উপস্থিত বিপদের বিষয়ও বুঝিতে পারে না। দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য লাভ করিলে মদগর্ব্বে আমার ন্যায় দীর্ঘকাল স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। বিদ্যামদ, ধনমদ ও আভিজাত্যমদ,—মদান্ধগণের পক্ষেই ইহারা মদ; নচেৎ সাধু-গণের পক্ষে ইহারা দমস্বরূপ। যে সকল অবি-জিতাত্মা জনগণের বুদ্ধি পরিণাম-চিন্তাহীন, সেই মাদৃশ জনগণই শ্রীকে 'চপলা' পদবাচ্য করিয়া থাকে। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার শাপান্ত করুন। দেখুন, সাধুগণ দুর্ব্বিনীতদিগের প্রতিও ক্ষমাবলম্বন করিয়া থাকেন। আমি সবিনয়ে এবম্বিধ বাক্যে প্রার্থনা করিলে মুনিবর আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদীয় শাপান্ত করিলেন। গালব কহিলেন,—তুমি যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বিলুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধারে সহায়তা করিবে, তখনই তোমার শাপান্ত ঘটিবে। সেই হইতে আমি মুনিশাপ-প্রভাবে কশ্যপবংশীয় বক হইয়া এই হিমালয়-পর্ব্বতে বাস করিতেছি। হে ভদ্র! ঘৃতকম্বল দান-মহিমায় আমার রাজ্য, চিরায়ু, এবং এখনও জাতিস্মরত্ব আর গালবমুনির শাপে বকত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বৃত্তান্তই তো এই আমি কহিলাম।৯১—১১১।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ। নাড়ীজঙ্ঘবকেনোক্তাং বাচ-মাকর্ণ্য ভূপতিঃ। মার্কণ্ডেয়েন সংযুক্তো বভূবাতীব দুঃখিতঃ ॥ ১ ॥ তং নিশম্য মুনির্ভূপং দুঃখিতং সাশ্রুলোচনম্। সমানব্যসনঃ প্রাহ তদর্থং স পুন-র্ব্বকম্ ॥ ২ ॥ বিধায়াশাং মহাভাগ ত্বদন্তিকমুপাগতৌ। যাবাং চিরায়ুর্জ্জ্ঞাতাংশাবিন্দ্রদ্যুম্নমিতি দ্বিজ ॥ ৩ ॥ নিষ্পন্নং নাস্য তৎকার্য্যং প্রাণানেষ মুমুক্ষতি। বহ্নি-প্রবেশেন পরং বৈরাগ্যং সমুপাগতঃ ॥ ৪ ॥ ত্বন্মা-মুপাগতোহহঞ্চ ত্বাং সিদ্ধং নাস্য বাঞ্ছিতম্। তদেন-মনুযাস্যাসি মরণেন ত্বয়া শপে ॥ ৫ ॥ আশাং কৃত্বা-ভ্যুপায়াতং নিরাশং নেক্ষিতুং ক্ষমাঃ। ভবন্তি সাধবস্তস্মাজ্জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ৬ ॥ প্রার্থিতং চামুনা হৃৎস্থং ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্। ত্বাং মিত্রং তৎপরিজ্ঞানে ধৃত্বা হৃদি চিরায়ুষম্ ॥ ৭ ॥ অস-ম্পাদয়তো নার্থং প্রতিজ্ঞাতং মমায়ুষা। কলুষেণার্থিনা-মাশাপূরকেণ সখেহধুনা ॥ ৮ ॥ প্রতিশ্রুতং কৃতং শ্লাঘ্যা দাসতান্ত্যজ পক্কণে। হরিশ্চন্দ্রস্যেব নৃণাং ন শ্লাঘ্যাসত্যসন্ধতা ॥ ৯ ॥ মিত্রস্নেহস্য পর্য্যায়স্তজ্জ্ঞ সাপ্তপদং স্মৃতম্। স্নেহঃ স কীদৃশো মিত্রে দুঃখিতে যো ন দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥ তদবশ্যমহং সাকমধুনা বহ্নি-সাধনম্। করিষ্যে কীর্ত্তিবপুষঃ কৃতে সত্যমিদং সখে ॥ ১১ ॥ অনুজানীহি মামেতদ্দর্শনং তব পশ্চি-মম্। ত্বয়া সহ মহাভাগ নাড়ীজঙ্ঘ দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥ নারদ উবাচ। বজ্রবদ্দুঃসহাং বাচং মার্কণ্ডেয়সমী-রিতাম্। শুশ্রুবান্ স ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রতীতঃ প্রাহ তাবুভৌ ॥ ১৩ ॥ নাড়ীজঙ্ঘ উবাচ। যদ্যেবং তদিদং মিত্রং বিশন্তং জ্বলনেহধুনা। নিবারয় মুনিশ্রেষ্ঠ মত্তোহস্তি চিরজীবিতঃ ॥ ১৪ ॥ প্রাকার-কর্ণনামাসাবুলূকঃ শিবপর্ব্বতে। স জানাতি মহীপাল-মিন্দ্রদ্যুম্নং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদহং ত্বয়া সার্দ্ধম-মুনা চ শিবালয়ম্। ব্রজামি তং শিখরিণং মিত্রকার্য্য-প্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥ ইত্যেবমুক্তা তে জগ্মুস্ত্রয়োহপি দ্বিজপুঙ্গবাঃ। কৈলাসং দদৃশুস্তত্র তমুলূকং স্বনীড়গম্ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—নাড়ীজঙ্ঘ বকের বাক্য শুনিয়া ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন, মার্কণ্ডেয়ের সহিত অতীব দুঃখিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি সেই রাজাকে তাদৃশ দুঃখিত ও সাশ্রুলোচন দর্শনে নিজেও তদ্রূপ দুঃখিত হইয়া তাঁহার জন্য পুনরায় বককে কহি-লেন,—হে মহাভাগ! আমরা আপনাকে চিরায়ু জানিয়া 'আপনি অবশ্যই ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতিকে জানেন' ভাবিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; পরন্তু ইহাঁর সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইল না; এজন্য ইনি এখন নিতান্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া বহ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে চাহেন। ইনি ইন্দ্রদ্যুম্নের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়া-ছিলেন; আমি আবার আপনার নিকট আসি-লাম; কিন্তু ইহাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না; সুতরাং আমিও আপনার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাঁরই সহিত আমিও প্রাণত্যাগ করিব! কেহ আশা করিয়া আসিয়া নিরাশ হইলে, সাধুগণ তাহা দেখিতে পারেন না; সুতরাং আমার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল। ইনি ইহাঁর হৃদ্গত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনি আমার চিরায়ু বন্ধু, অবশ্যই এ বৃত্তান্ত জানেন, ইহা ভাবিয়া আমিও ইহাঁকে তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সখে! আমার আয়ুষ্কালে কদাচ প্রতিশ্রুত বিষয়ের অসম্পাদন হেতু প্রার্থিজনের প্রতি কপটতা করিতে হয় নাই। এক্ষণে আমাকে কপট সাজিতে হইল। নরগণের প্রতিশ্রুত পালনার্থ হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় চণ্ডালের দাসত্বও শ্লাঘনীয়; কিন্তু অসত্যবাদিতা নিতান্তই নিন্দ্য। মিত্র—স্নেহের সূচক; মিত্রতা সপ্তপদাত্মক বাক্যালাপেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মিত্র দুঃখিত হইলে যাহা দৃষ্ট না হয়, সে স্নেহ কিরূপ? ১—১০। অতএব সখে! আমি আত্ম-কীর্ত্তি রক্ষণার্থ ইহাঁর সহিত বহ্নিপ্রবেশ করিব। ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। হে পক্ষীন্দ্র, নাড়ীজঙ্ঘ! আমাকে অনুমতি করুন, আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা! নারদ কহিলেন;—সেই বক পক্ষী, মার্কণ্ডেয়ের সেই বজ্রসম দুঃসহ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি এমনই নির্ব্বন্ধ হয়, তবে, আপনার এই বন্ধুকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে নিবারণ করুন। আমা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী এক পেচক আছেন। তাঁহার নাম প্রাকারকর্ণ, তিনি শিবপর্ব্বতে বাস করেন। তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানেন। অতএব আমি মিত্রকার্য্য সাধনার্থ তোমার ও ইহাঁর সহিত সেই শিবপর্ব্বতে যাইতেছি। এই কথার পর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠত্রয়,

১৭॥ কৃতসংবিদসৌ তেন বকঃ স্বাগতপূজয়া। পৃষ্টশ্চ তাবুভৌ প্রাহ তৎ সর্ব্বমভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮॥ চিরায়ুরসি জানীষে যদীন্দ্রদ্যুম্নভূপতিম্। তদ্‌ব্রূহি তেন জ্ঞানেন কার্য্যং জীবামহে বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ ইতি পৃষ্টঃ স বিমনা মিত্রকার্য্যাপ্রসাধনাৎ। কৌশিকঃ প্রাহ জানামি নেন্দ্রদ্যুম্নমহং নৃপম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টাবিংশৎ-প্রমাণা মে কল্পা জাতস্য ভূতলে। ন দৃষ্টো ন শ্রুতো বাসাবিন্দ্রদ্যুম্নো নৃপঃ ক্ষিতৌ ॥ ২১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো ভূপস্তস্যায়ুরতিমাত্রতঃ। দুঃখিতোঽপি তদা হেতুং পপ্রচ্ছাসৌ তদায়ুষঃ ॥ ২২ ॥ এবমায়ুর্যদি তব কথং প্রাপ্তং ব্রবীহি তৎ। উলূকত্বং কথমিদং জুগুপ্সিতমতীব চ ॥ ২৩ ॥ প্রাকারকর্ণ উবাচ। শৃণু ভদ্র যথা দীর্ঘমায়ুর্মে শিবপূজনাৎ। জুগুপ্সিত-মুলূকত্বং শাপেন চ মহামুনেঃ ॥ ২৪ ॥ বসিষ্ঠকুল-সম্ভূতঃ পুরাহমভবং দ্বিজঃ। ঘণ্ট ইত্যভিবিখ্যাতো বারাণস্যাং শিবে রতঃ ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মশ্রবণনিষ্ঠস্য সাধুনাং সংসদি স্বয়ম্। শ্রুত্বাস্মি পূজয়ামীশং বিল্বপত্রৈর-খণ্ডিতৈঃ ॥ ২৬ ॥ ন মালতী ন মন্দারঃ শতপত্রং ন মল্লিকা। তথা প্রিয়াণি শ্রীবৃক্ষো যথা মদনবিদ্বিষঃ ॥ ২৭ ॥ অখণ্ডবিল্বপত্রেণ একেন শিবমূর্দ্ধনি। নিহিতেন নরৈঃ পুণ্যং প্রাপ্যতে লক্ষপুষ্পজম্ ॥ ২৮ ॥ অখণ্ডিতৈর্বিল্বপত্রৈঃ শ্রদ্ধয়া স্বয়মাহৃতৈঃ। লিঙ্গপ্রপূজনং কৃত্বা বর্ষলক্ষং বসেদ্দিবি ॥ ২৯। সচ্ছাস্ত্রেভ্য ইতি শ্রুত্বা পূজয়াম্যহমীশ্বরম্। ত্রিকালং শ্রদ্ধয়া পত্রৈঃ শ্রীবৃক্ষস্য ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৩০ ॥ ততো বর্ষশতস্যান্তে তুতোষ শশিশেখরঃ। প্রত্যক্ষীভূয় মামাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তুষ্টোঽস্মি তব বিপ্রেন্দ্রাখণ্ডবিল্বদলার্চ্চনাৎ। বৃণীষ্বাভিমতং যত্তে দাস্যাম্যপি চ দুর্ল্লভম্ ॥ ৩২ ॥ অখণ্ডবিল্বপত্রেণ মহাতুষ্টিঃ প্রজায়তে। একেনাপি যথান্যেষাং তথা ন মম কোটিভিঃ ॥৩৩॥ ইত্যুক্তোঽহং ভগবতা শম্ভুনা স্বমনঃস্থিতম্। বৃণোমি স্ম বরং দেব কুরু মামজরামরম্ ॥ ৩৪ ॥ অথ লীলাবিলাসো মাং তথেত্যুক্ত্বা বিচারিতম্। যথাবদর্শনং প্রীতিমহঞ্চ

কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া নিজ কুলায়গত সেই উলূককে দেখিতে পাইলেন। উলূক বককে দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নাদি সৎকারপূর্ব্বক তদীয় সহচরদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসিলেন। বক পক্ষী তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দানান্তে কহিলেন যে, আপনি চিরজীবী; ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা যদি জানেন, তবে তাহা বলুন। আমাদিগের তাহাতেই প্রয়োজন; তাহা হইলেই আমরা জীবন লাভ করি। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই পেচক, মিত্রকার্য্য সাধন বিষয়ে অসামর্থ্য হেতু বিমনা হইয়া কহিলেন,—আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জ্ঞাত নহি। আমি ভূতলে জন্মিয়া অষ্টাবিংশতি কল্প অতিক্রম করিয়াছি; পরন্তু ভূতলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে দেখিও নাই, কিম্বা তাঁহার কথা শুনিও নাই। ইহা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দুঃখিত হইয়াও সেই পেচকের অত্যধিক আয়ুর কথা শ্রবণে বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে ঈদৃশ দীর্ঘ আয়ু লাভের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—আপনার এমন দীর্ঘ আয়ু কিপ্রকারে লাভ হইল? আর এই নিন্দনীয় পেচকত্বই বা কেন ঘটিল? ইহা আমাকে বলুন। ১১-২৩। প্রাকারকর্ণ কহিলেন, হে ভদ্র! শিবপূজার ফলে আমার যে প্রকারে এই দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়াছে, এবং মহামুনির শাপে যেরূপে এই পেচকত্ব ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে আমি বারাণসীধামে বসিষ্ঠবংশ-সম্ভূত ঘণ্ট নামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলাম। ধর্ম্মকথা-শ্রবণনিষ্ঠ সাধুগণের সভায় আমি শিবমাহাত্ম্য শুনিয়া অখণ্ডিত বিল্ব-পত্র দ্বারা প্রতিদিন শিবপূজা করিতাম। মালতী, মন্দার, পদ্ম, বা মল্লিকা,—কিছুই সেই মদনারির তাদৃশ প্রিয় নহে, বিল্ববৃক্ষ যেমন প্রিয়। নরগণ শিবমস্তকে একটী অখণ্ড বিল্ব-পত্র দান করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, লক্ষপুষ্প প্রদানেও তাদৃশ পুণ্য লাভ করিতে পারে না। শ্রদ্ধাসহকারে স্বয়ং আহরণপূর্ব্বক অখণ্ডিত বিল্ব-পত্র দ্বারা লিঙ্গপূজা করিলে লক্ষ বৎসর স্বর্গবাস ঘটে। আমি সৎশাস্ত্র হইতে ইহা শুনিয়া শ্রদ্ধাসহকারে কালত্রয়ে তিন তিনটী বিল্ব-পত্র দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিতাম। ২৪—৩০। অতঃপর সহস্রবৎসরান্তে শশিশেখর সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং মেঘ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি যে অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়াছ, আমি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার যাহা অভি-লষিত, প্রার্থনা কর; আমি তাহা দুর্ল্লভ হইলেও প্রদান করিব। অখণ্ড বিল্ব-পত্রের একটী দ্বারা পূজা করিলেও তাহাতে আমার যেমন তুষ্টি হয়, অপর কোটি কোটি উপচারেও তাদৃশ তুষ্টি হয় না। ভগবান্ শম্ভু এইরূপ বলিলে আমি আমার মনোগত বর প্রার্থনা করিলাম; কহিলাম, হে দেব! আমাকে অজর-অমর করুন। লীলাবিলাসী শঙ্কর বিনা বিচারে

মহতীং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ কৃতকৃত্যং তদাত্মানম-জ্ঞাসিষমহং ক্ষিতৌ। এতস্মিন্নেব কালে তু ভৃগুবংশ্যোঽভবদ্দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥ অবদাতত্রিজন্মাসাবক্ষ-বিচ্চাক্ষরার্থবিৎ। সুদর্শনেতি প্রথিতা প্রিয়া তস্যা-ভবৎ সতী ॥ ৩৭ ॥ অতীব মুদিতা পত্যুর্মুখং প্রেক্ষ্যাস্য দর্শনাৎ। তনয়া দেবলস্যৈনা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৩৮ ॥ তস্যাং তস্মাদভূৎ কন্যা নির্বিশেষা নিজারণেঃ। নিবৃত্তবালভাবাভূৎ কুমারী যৌবনোন্মুখী ॥৩৯॥ নালং বভূব তাং দাতুং তনয়াং গুণশালিনীম্। কস্যাপি জনকঃ সা চ বয়ঃসন্ধৌ ময়েক্ষিতা। প্রবিশদ্‌যৌবনাভোগভাবৈরতিমনোহরা। নির্ব্বাস্য-মানৈরপরৈস্তিলতন্দুলিতাকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥ ক্রীড়মানা বয়স্যাভির্লাবণ্যপ্রতিমেব সা। ব্যচিন্তয়মহং বিপ্র তাং নিরীক্ষ্য সুমধ্যমাম্ ॥ ৪২ ॥ অনন্যাকৃতিমন্যোঽহসৌ বিধির্যেনেতি নির্ম্মিতা। ততঃ সাত্ত্বিকভাবানাং তৎক্ষণাদস্মি গোচরম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রাপিতো লীলযাহত্য বাণৈঃ কুসুমধন্বনা। ততো ময়া স্খলদ্বাচং পৃষ্টা কস্যেতি তৎসখী ॥ ৪৪ ॥ প্রাহেতি ভৃগুবংশ্যস্য কন্যেয়ং দ্বিজজন্মনঃ। অনূঢ়াদ্যাপি কেনাপি সমায়া-তাত্র খেলিতুম্ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কুসুমবাণেন শরব্রাতৈ-ভৃর্শং হতঃ। পিতরং প্রণতো গত্বা যযাচে তাং ভৃগূদ্বহম্ ॥ ৪৬ ॥ স চ মাং সদৃশং জ্ঞাত্বা শীলেন চ কুলেন চ। অতীব চার্থিতং মহ্যং দদৌ বাচা পুরঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা তনয়া তস্য ভার্গবস্যা-শৃণোদিতি। দত্তাস্মি তস্মৈ বিপ্রায় বিরূপায়েতি জল্পতাম্ ॥ ৪৮ ॥ রোরূয়মাণা জননীমাহ পশ্য যথা কৃতম্। অতীবানুচিতং দত্বা জনকেন তথা বরে ॥ ৪৯ ॥ বিষমালোড্য পাস্যামি প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥ বরং ন তু বিরূপস্যোদ্বোঢ়ুর্ভার্য্যা কথঞ্চন ॥ ৫০ ॥ ততঃ সম্বোধ্য জননী তাং সুতামাহ ভার্গবম্। ন দেয়াস্মৈ ত্বয়া কন্যা বিরূপায়েতি চাগ্রহাৎ ॥ ৫১ ॥ স বল্লভাবচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যবেক্ষ্য চ। দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ অর্ব্বাক্-

---

আমাকে "তথাস্তু" বলিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। আমি অতীব প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতলে আপ-নাকে কৃত্যকৃত্য মনে করিতে লাগিলাম। এই সময়ে ভৃগুবংশে এক অক্ষতত্ত্বজ্ঞ, অক্ষরার্থজ্ঞ দ্বিজ ছিলেন। তিনি পিতৃকুল, মাতৃকুল, ও গুরু-কুল,—এতত্রয়ের বিশুদ্ধি হেতু মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নী দেবল-তনয়া ভূতলে অপ্রতিম-রূপবতী, সাধ্বী ও সুদর্শনা নামে বিখ্যাতা ছিলেন। তিনি সতত হৃষ্টচিত্তে পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই কাল কাটাইতেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যা জন্মে; সেই কন্যাও, নিজ জননীর ন্যায় রূপশালিনী। সেই গুণবতী কুমারী বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনো-ন্মুখী হইলেও পিতা তাহাকে যোগ্য বরে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। তদীয় বয়ঃসন্ধিকালে আমি তাহাকে নয়ন-গোচর করিলাম। ৩১—৪০। দেখিলাম, যৌবনের আরম্ভ জন্য তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈষৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সেই কুমারী তাৎকালিক ভাববিশেষ দ্বারা অতীব মনোহরাকার ধারণ করিয়াছে। তাহার যৌবন-ভাব সকল যেন, বাল্যভাবসমূহকে নির্ব্বাসিত করিয়াই নিজাধিকার বিস্তার করিতেছিল। লাবণ্য-প্রতিমার ন্যায় সেই কুমারী অপর সখীগণ সঙ্গে তখন ক্রীড়া করিতেছিল। হে বিপ্র! আমি সেই অসামান্যরূপবতী সুমধ্যমাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, ইহাকে বোধ হয় অপর কোন বিধাতাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে কুসুমধন্বা লীলাসহকারে বাণ-প্রহারে ক্ষণমাত্রে আমাকে সাত্ত্বিকভাবসমূহের অধীন করিয়া ফেলিলেন। পরে আমি স্খলিত বচনে তাহার সখীকে "এটী কাহার কন্যা?" এরূপ-জিজ্ঞাসিলে, সখী কহিল, ইনি ভৃগুবংশীয় কোনও ব্রাহ্মণের কন্যা। ইনি এখনও অনূঢ়া; এখানে খেলিতে আসিয়াছেন। আমি তখন পুষ্পায়ুধের বাণাঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া তাহার পিতা ভৃগুনন্দনের নিকট গিয়া প্রণতিপূর্ব্বক সেই কন্যা প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে কুলে শীলে যোগ্য ও একান্ত প্রার্থী দেখিয়া বাক্ দান করিলেন। পরে সেই ভার্গবতনয়া লোকমুখে সে যে বিরূপ বরে প্রদত্তা হইতে বসিয়াছে, তাহা শুনিয়া কান্দিতে কান্দিতে জননীকে গিয়া কহিল,—দেখ মা! পিতা অতীব অন্যায় করিয়াছেন; আমাকে কুৎসিত বরে সম্প্রদান করিতেছেন! আমি বিষ গুলিয়া খাইব, নচেৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিব; সেও ভাল; কিন্তু কুৎসিত বরের ভার্য্যা কখনই হইব না। ৪১—৫০। পরে জননী সেই কুমারীকে আশ্বাসিত করিয়া ভার্গ-বকে কহিলেন,—তুমি কন্যাকে কুৎসিত বরে সম্প্র-দানকরিতে পারিবে না। ভার্গব, পত্নীর সাগ্রহ বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার করিতে লাগিলেন এবং

শিলাক্রমণতো নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে। ইতি ব্যবস্থ প্রদদাবন্যস্মৈ তাং দ্বিজঃ সুতাম্ ॥ ৫৩ ॥ খোভাবিনি বিবাহে তু তচ্চ সর্ব্বং ময়া শ্রুতম্। ততোহতীব বিলজ্জোহহং বয়স্যানাং পুরস্তদা ॥ ৫৪ ॥ নাশকং বদনং ভদ্র তথা দর্শয়িতুং নিজম্। কামার্ত্তোহতীব তাং সুপ্তামর্দ্ধরাত্রনিশি তদাহরম্ ॥ ৫৫ ॥ নীত্বা দুর্গতমৈকান্তেহকার্ষমৌদ্বাহিকং বিধিম্। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ততোহকার্ষং হৃদীপ্সিতম্ ॥ ৫৬ ॥ অনিচ্ছন্তীং তদা বালাং বলাৎ সুরতসেবনম্। অথানুপদমাগত্য তৎপিতা প্রাতরেব মাম্ ॥ ৫৭ ॥ নিশ্বস্য সংবৃতো বিপ্রৈস্তাং বীক্ষ্যোদ্বাহিতাং সুতাম্। শশাপ কুপিতো ভদ্র মাং তদানীং স ভার্গবঃ ॥ ৫৮ ॥ ভার্গব উবাচ। নিশাচরস্য ধর্ম্মেণ যত্ত্বয়োদ্বাহিতা সুতা। তস্মান্নিশাচরঃ পাপ ভব ত্বমবিলম্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥ ইতি শপ্তঃ প্রণম্যৈনং পাদোপগ্রহপূর্ব্বকম্। হাহেতি চ ক্রন্দন্ গাঢ়ং সাশ্রুনেত্রঃ সগদ্গদম্ ॥ ৬০ ॥ ততোহহমব্রবং কস্মাদদোষং মাং ভবানিতি। শপতে ভবতা দত্তা মম বাচা পুরা সুতা ॥ ৬১ ॥ সোদ্বাহিতা ময়া কন্যা দানং সকৃদিতি স্মৃতিঃ। সকৃজ্জল্পন্তি রাজানঃ সকৃজ্জল্পন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬২ ॥ সকৃৎ কন্যাঃ প্রদীয়ন্তে ত্রীণ্যেতানি সকৃৎসকৃৎ। কিং চ প্রতিশ্রুতার্থস্য নির্ব্বাহস্তৎ সতাং ব্রতম্ ॥ ৬৩ ॥ ভবাদৃশানাং সাধুনাং তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ। প্রতিশ্রুতা ত্বয়া লব্ধা তদা কালমিয়ং ময়া ॥ ৬৪ ॥ উদ্বোঢ়া চাধুনা নাহমুচিতঃ শাপভাজনম্। বৃথা শপন্তি মহ্যঞ্চ ভবন্তস্তদ্বিচার্য্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥ যো দত্ত্বা কন্যকাং বাচা পশ্চাদ্ধরতি দুর্ম্মতিঃ। স যাতি নরকং চেতি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥ ৬৬ ॥ তদাকর্ণ্য ব্যবস্থাসৌ তথ্যং মদ্বচনং হৃদা। পশ্চাত্তাপসমোপেতো মুনির্মাং তাথাব্রবীৎ ॥ ৬৭ ॥ ন মে স্যাদন্যথা বাণী উলূকস্ত্বং ভবিষ্যতি। নিশাচরো হ্যলূকোহপি প্রোচ্যতে দ্বিজসত্তম ॥ ৬৮ ॥ যদেন্দ্রদ্যুম্নবিজ্ঞানে সহায়স্ত্বং ভবিষ্যসি। তদা স্বং প্রকৃতিং বিপ্র প্রাপ্স্যসীত্যব্রবীৎ স মাম্ ॥ ৬৯ ॥ তদ্বাক্যসমকালঞ্চ কৌশিকত্বমিদং মম। এতাবন্তি দিনান্যাসীদষ্টা-

শ্রেষ্ঠ বর পাইলে বাগ্দত্তা কন্যাকেও পূর্ব্ববরকে পরিবর্জ্জন করিয়া দান করিবে; শিলাক্রমণের পর সপ্তপদীগমন করিলেই বিবাহ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ভার্গব ইহা চিন্তা করিয়া সেই কন্যাকে অন্য বরে সম্প্রদান করিলেন। যে দিন সেই বিবাহ হইবে, আমি তৎপূর্ব্বদিন এ সকল জানিতে পারিলাম। তাহাতে আমি অতীব লজ্জিত হইয়া বয়স্যগণকে মুখ দেখাইতে পারিলাম না। পরে রাত্রিকালে নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় সেই কন্যাকে অপহরণপূর্ব্বক কোন এক দুর্গম নির্জ্জনস্থানে লইয়া গিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে বৈবাহিক ব্যাপার নিষ্পাদনপূর্ব্বক তাহার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগে তৎসহ অভীপ্সিত সুরতাচরণ করিলাম। হে ভদ্র! পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার পিতা ভার্গব অপর কতিপয় ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস করিতে করিতে সেখানে আসিয়া সেই কন্যাকে বিবাহিতা দর্শনে কুপিতচিত্তে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।৫১—৫৮। ভার্গব কহিলেন,—রে পাপিষ্ঠ! তুই যেহেতু নিশাচরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্, অতএব অবিলম্বে নিশাচর হ'। পরে আমি এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া হাহাকার করিয়া প্রণামান্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে গদ্গদ বচনে কহিলাম,—আমি নিরপরাধ, কিজন্য আমাকে আপনি অভিশাপ দিলেন? পূর্ব্বে তো এই কন্যাকে আপনি আমায় বাগ্দান করিয়াছেন। আমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি। ইহাতে দোষ কি? দান তো একবারই হয়। এই রূপই ত স্মৃতিশাস্ত্র। রাজারা একবারই কথা বলেন, পণ্ডিতেরাও একবারই কথা বলিয়া থাকেন। কন্যাও একবারই প্রদত্ত হয়। এই তিনটী কার্য্য একবারই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রতিশ্রুত বিষয় সম্পাদন করাই সাধুগণের ব্রত; সাধুগণের পক্ষে প্রতিশ্রুতি ত্যাগ নিতান্তই গর্হিত। আপনি যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখনই আমি ইহাকে পাইয়াছি। এক্ষণে আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি; সুতরাং শাপের যোগ্য নহি। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, আমাকে বৃথাই শাপ দিতেছেন। কন্যা দান করিয়া পরে আবার যে তাহার প্রত্যাহার করে, সেই দুর্ম্মতি মানব নরকগামী হয়; ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই বিধি। আমার এই সকল কথা শুনিয়া সেই মুনি মনে মনে বিচারপূর্ব্বক আমার বাক্যের সত্যতা বুঝিয়া অনুতাপযুক্ত হইলেন, এবং আমাকে কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না; নিশাচর শব্দে পেচককেও বুঝায়। অতএব তুমি পেচক হইবে। হে বিপ্র! যখন তুমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত-জ্ঞান বিষয়ে সহায়তা করিবে, তখন তোমার স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইবে। তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই আমি পেচকত্ব প্রাপ্ত

বিংশদ্দিনং বিধেঃ ॥ ১০ ॥ বিল্বীদলৈরিতি পুরা শশিশেখরস্য সম্পূজনেন মম দীর্ঘতরং কিলায়ুঃ। সঞ্জাতমত্র চ জুগুপ্সিতমস্য শাপাৎ কৈলাসরোধসি নিশাচররূপমাসীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীনদীপ্রাদুর্ভাবে বিল্বদলমাহাত্ম্য-বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

উলূক উবাচ। ইতীদমুক্তমখিলং পূর্ব্বজন্ম-। স্বরূপমায়ুষো হেতুঃ কৌশিকত্বস্য চেতি মে ॥ ১ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিরতে তস্মিন্ পুরুহূতসনামনি। নাড়ীজঙ্ঘো বকো মিত্রমাহ তং দুঃখিতো বচঃ ॥ ২ ॥ নাড়ীজঙ্ঘ উবাচ। যদর্থং বয়মায়াতাস্তন্ন সিদ্ধং মহামতে। কার্য্য তন্মরণং নূনং ত্রয়াণাম-প্যুপাগতম্ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নাপরিজ্ঞানে ভদ্রকোঽয়মুর্যতি। তস্যানু মিত্রং মার্কণ্ডস্তঞ্চাবহমপি স্ফুটম্ ॥ ৪ ॥ মিত্রকার্য্যে বিনির্ব্বৃত্তে ম্রিয়মাণং নিরীক্ষতে। যো মিত্রং জীবিতং তস্য ধিগস্মিংস্তং দুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ তদেতাবনুযাস্যামি ম্রিয়মাণাবহং দ্বিজ। আপৃচ্ছে ত্বাং নমস্কার আশ্লেষশ্চাথ পশ্চিমঃ ॥ ৬ ॥ প্রতিজ্ঞাত-মনিষ্পাদ্য মিত্রস্যাভ্যাগতস্য চ। কথঙ্কারং ন লজ্জন্তে হতাশা জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৭ ॥ তস্মাদ্বহ্নিং প্রবেক্ষ্যামি সার্দ্ধমাভ্যামসংশয়ম্। আপৃষ্টো-ঽস্যধুনা স্নেহান্মম দেহি জলাঞ্জলিম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্ত-বত্যুলূকোঽসৌ নাড়ীজঙ্ঘে সগদ্গদম্। সাশ্রুনেত্রঃ স্থিরীভূয় প্রাহ বাচং সুধামুচম্ ॥ ৯ ॥ উলূক উবাচ। ময়ি জীবতি মিত্রেমং ভবান্মরণমেতি চ। অদ্য-প্রভৃতি কস্তর্হি হৃদা মম লভিষ্যতি ॥ ১০ ॥ অস্ত্যু-পায়ো মহানত্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে। মত্তশ্চিরায়ু-র্মিত্রোঽস্তি গৃধ্রঃ প্রাণসমঃ সুহৃৎ ॥ ১১ ॥ স বিজ্ঞা-স্যতি বোঽভীষ্টমিন্দ্রদ্যুম্নং মহীপতিম্। ইত্যুক্ত্বা পুরতস্তস্থাবুলূকঃ স চ ভূপতিঃ ॥ ১২ ॥ মার্কণ্ডেয়ো বকশ্চৈব প্রযযুর্গন্ধমাদনম্। তমায়ান্তমথালোক্য বয়স্যং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥ স্বকুলায়াৎ প্রবৃষ্টো-

---

হইলাম। এই পেচকরূপে আমি বিধাতার অষ্টা-বিংশতি দিবস অতিক্রম করিযাছি। পূর্ব্বকালে বিল্বদল দ্বারা শশিশেখরের পূজার ফলে আমার এই সুদীর্ঘ আয়ুলাভ হইয়াছে। কৈলাস পর্ব্বতে ব্রাহ্মণের অভিশাপে এই নিন্দনীয় পেচকরূপ লাভ করিয়াছি।—১০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

পেচক কহিলেন, এই আমি পূর্ব্বজন্মের ফলে দীর্ঘ আয়ু ও পেচকত্ব লাভের কারণ সম্পূর্ণ বর্ণন করিলাম। ইন্দ্রের সমান নামধারী (ইন্দ্রের একটী নাম—কৌশিক, পেচকেরও একটী নাম—কৌশিক) সেই পেচক এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে নাড়ীজঙ্ঘ বক দুঃখিতচিত্তে সেই মিত্রকে কহিলেন,—হে মহা-মতে! আমরা যে জন্য আসিয়াছি, তাহা তো সিদ্ধ হইল না; সুতরাং দেখিতেছি এক্ষণে তিন জনেরই মরণ উপস্থিত হইল। এই ভদ্র ব্যক্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন বৃত্তান্ত জানিতে না পারায় মরণাভিলাষ করিতেছেন, ইহার জন্য মার্কণ্ডেয় এবং মার্কণ্ডেয়ের জন্য আমিও মরণ কামনা করিয়াছি। ইহাতে সন্দেহ নাই। মিত্রকার্য্য উপস্থিত হইলে যে মিত্র, মিত্রকে ম্রিয়মাণ দর্শন করে, সেই দুরাত্মার কঠোর জীবনে ধিক্! অতএব হে দ্বিজ! আমি ইঁহাদিগের অনু-সরণ করিব। আপনার অনুমতি লইতেছি, এবং অন্তিম নমস্কার ও আলিঙ্গনও করিতেছি। অভ্যাগত মিত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত কার্য্য সম্পাদন না করিয়া হতভাগ্য জীবিতেচ্ছুগণ লজ্জিত না হইয়া থাকে কিরূপে? অতএব আমি এই দুই জনের সহিত বহ্নিপ্রবেশ করিব। আপনাকে এই বলিলাম, আমার প্রতি আপনার যে স্নেহ আছে, তাহাতে জলাঞ্জলি দিউন। নাড়ীজঙ্ঘ এই কথা কহিলে সেই পেচক একটু স্থির হইয়া সাশ্রুনেত্রে গদ্গদ-স্বরে অমৃতনিষ্যন্দী বাক্য বলিতে লাগিলেন।১—৯। পেচক কহিলেন,—আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার মিত্র—আপনি যদি মরণাপন্ন হন, তবে অদ্যা-বধি আর আমাকে কেইবা মনে স্থান দিবে? এসম্বন্ধে একটী মহান্ উপায় আছে; গন্ধমাদন পর্ব্বতে আমা অপেক্ষা দীর্ঘায়ু আমার মিত্র এক গৃধ্র আছেন। তিনি আমার প্রাণসম সুহৃৎ। তিনি আপনাদিগের অভীষ্ট বিষয়—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। এই কথার পর সেই পেচক, বক, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা চারিজনেই গন্ধমাদন পর্ব্বতোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সেই গৃধ্র, পেচক বন্ধুকে সম্মুখভাগে আসিতে দেখিয়া

হৃষ্টৌ গৃধ্রঃ সম্মুখমাযযৌ। কৃতসংবিদসৌ পূর্ব্বং স্বাগতাসনভোজনৈঃ॥ ১৪॥ উলূকং গৃধ্ররাজশ্চ কার্য্যং পপ্রচ্ছ তং তথা। স চাচখ্যাবয়ং মিত্রং বকো মেঽস্য মুনিঃ কিল॥ ১৫॥ মুনেরপি তৃতীয়োঽয়ং মিত্রং চাথোঽয়মুদ্যতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নপরিজ্ঞানে স্বয়ং জীবতি নান্যথা॥ ১৬॥ বহ্নিং প্রবেক্ষ্যতে ব্যক্তময়ং তদনু বৈ বয়ম্। ময়া নিষিদ্ধোঽয়ং জ্ঞাত্বা ত্বাং চিরন্তনমাত্মনা॥ ১৭॥ তচ্চেজ্জানাসি তং ব্রূহি চতুর্ণাং দেহি জীবিতম্। সংরক্ষ্যাপ্নুহি সৎকীর্ত্তিং ক্ষয়ং চাখিলপাপ্মনঃ॥১৮॥ গৃধ্র উবাচ। ষট্পঞ্চাশদ্ব্যতীতা মে কল্পা জাতস্য কৌশিক। ন দৃষ্টো ন শ্রুতোঽস্মাভিরিন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ॥ ১৯॥ তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্ট ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি দুঃখিতঃ। পপ্রচ্ছ জীবিতে হেতুমতিমাত্রে বিহঙ্গমম্॥ ২০॥ গৃধ্র উবাচ। শৃণু ভদ্র পুরা জাতো মর্কটোঽহঞ্চ চাপলঃ। আসং কদাচিদভবদ্বসন্তোঽথ ঋতুঃ ক্রমাৎ॥ ২১॥ তত্রাগ্রে দেবদেবস্য বনমধ্যে শিবালয়ে। ভবোদ্ভবস্য পুরতো জগদ্যোগেশ্বরাভিধে॥ ২২॥ চতুর্দ্দশীদিনে হস্তনক্ষত্রে হর্ষণাভিধে। যোগে চৈত্রে সিতে পক্ষ আসীদ্দমনকোৎসবঃ॥ ২৩॥ অত্র সৌবর্ণ্যদোলায়াং লিঙ্গ আরোপিতে জনৈঃ। নিশায়ামধিরুহ্যাহং দোলাং তাঞ্চ ব্যচালয়ম্॥ ২৪॥ নিসর্গাজ্জাতিচাপল্যাচ্চিরকালং পুনঃপুনঃ। অথ প্রভাত আয়াতা জনাঃ পূজাকৃতে কপিম্॥ ২৫॥ দোলাধিরূঢ়মালোক্য লকুটৈর্মাং ব্যতাড়য়ন্। দোলাসংস্থিত এবাহং প্রমীতঃ শিবমন্দিরে॥ ২৬॥ তেষাং প্রহারৈঃ সুদৃঢ়ৈর্বহুভির্বজ্রদুঃসহৈঃ। শিবান্দোলনমাহাত্ম্যাজ্জাতোঽহং নৃপমন্দিরে॥ ২৭॥ কাশীশ্বরস্য তনয়ঃ প্রতীতোঽস্মি কুশধ্বজঃ। জাতিস্মরস্ততো রাজ্যে ক্রমাৎ প্রাপাহমৈশ্বরম্॥ ২৮॥ কারয়ামি ধরাপৃষ্ঠে চৈত্রে দমনকোৎসবম্। যথা যথা দোলয়তি শিবং দোলাস্থিতং নরঃ॥ ২৯॥ তথা তথা শুভং যাতি পুণ্যমায়াতি ভদ্রক। শিবদীক্ষামুপাগম্যাখিলসংস্কারসংস্কৃতঃ॥ ৩০॥

হৃষ্টচিত্তে নিজ নীড় হইতে বাহির্গমনপূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরে স্বাগত প্রশ্ন, আসন দান ও ভোজনাদি দ্বারা সৎকার করিয়া পেচককে আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। পেচক কহিলেন, এই বক আমার মিত্র; বকের মিত্র এই মুনি; আর মুনির মিত্র এই তৃতীয় ব্যক্তি; ইঁহারই জন্য আমাদিগের এই উদ্যম। ইনি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন। নচেৎ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ইনি প্রাণ ত্যাগ করিলে আমরাও প্রাণ পরিহার করিব। আমি আপনাকে চিরজীবী জানিয়া ইঁহাকে প্রাণত্যাগে নিষেধ করিয়াছি; আপনি যদি সেই রাজার বৃত্তান্ত জানেন, তবে তাহা বলিয়া এই চারিজনের প্রাণ দান করুন।—আমাদিগকে রক্ষা করিয়া সমস্ত পাপ ক্ষয়পূর্ব্বক সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। গৃধ্র কহিলেন,—হে পেচক! আমি জন্মিয়াছি পর ষট্পঞ্চাশৎ কল্প অতীত হইয়াছে; পরন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে দেখিও নাই কিম্বা তাহার কথা শুনিও নাই। তাহা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দুঃখিত হইয়াও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সেই গৃধ্র পক্ষীকে তাদৃশ দীর্ঘ জীবন লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১০—২০। তদুত্তরে গৃধ্র কহিলেন;—হে ভদ্র! শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে আমি অতি চপল বানর ছিলাম; আমি যে বনে বাস করিতাম, সেই বনে মদীয় বাসস্থানের পুরোভাগে এক শিবালয় ছিল। তত্রত্য শিবের নাম—জগদ্যোগেশ্বর। চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে হস্তানক্ষত্রে হর্ষণযোগে সেই ভবোদ্ভব দেবের এক উৎসব হয়। সেই উৎসবের নাম দমনকোৎসব। তাহাতে জনগণ সৌবর্ণদোলায় সেই লিঙ্গ আরোপণ করিয়া দোলায়িত করে। ঐ দিন রাত্রিকালে যখন অপর কেহ ছিল না, আমি জাতিচাপল্য বশতঃ তখন সেই দোলায় চড়িয়া অনেকক্ষণ যাবৎ পুনঃপুনঃ তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলাম। এই ভাবে রাত্রিকাল অতিবাহিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে জনগণ সেই দেবদেবের পূজার্থ আগমনপূর্ব্বক আমাকে দোলারূঢ় দেখিয়া লগুড় দ্বারা পুনঃপুনঃ তাড়না করিতে লাগিল। তাহাদিগের বজ্রসম দুঃসহ দৃঢ় প্রহারে আমি সেই শিবমন্দিরে সেই দোলায় থাকিয়াই মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলাম। আমি যে শিবকে আন্দোলিত করিয়াছিলাম, তাহার ফলে রাজভবনে আমার জন্মলাভ হয়। আমি কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মিয়া কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত হই। তখন আমি জাতিস্মর ছিলাম। ক্রমে যখন রাজত্ব পাইলাম, তখন আমার অধিকার মধ্যে দমনকোৎসব প্রবর্ত্তিত করিলাম। হে ভদ্র! মানব দোলারূঢ় শিবকে যেমন যেমন আন্দোলিত করে, তাহার অশুভসমূহও তেমন তেমনই দূর হইয়া যায়, এবং পুণ্য সঞ্চয় হইতে থাকে। আমি শৈবাগমোক্ত বিধানে শিব-

শিবাচার্য্যৈর্বিমুক্তোঽহং পশুপাশৈস্তদাগমাৎ। নির্ব্বাহ-দীক্ষাপর্য্যন্তান্ সংস্কারান্ প্রাপ্য সর্ব্বতঃ॥ ৩১॥ আরাধয়ামি দেবেশং প্রত্যক্‌চিত্তমুমাপতিম্। সমস্ত-ক্লেশবিচ্ছেদকারণং জগতাং গুরুম্॥ ৩২॥ চিত্ত-বৃত্তিনিরোধেন বৈরাগ্যাভ্যাসযোগতঃ। জপন্নুদ্-গীতমস্তার্থং ভাবয়ন্নষ্টমং রসম্॥ ৩৩॥ ততো মাং প্রণিধানেনাভ্যাসেন দৃঢ়ভূমিনা; অন্তরায়ানুপহতং জ্ঞাত্বা তুষ্টোঽব্রবীদ্ধরঃ॥ ৩৪॥ ঈশ্বর উবাচ। কুশ-ধ্বজাহং তুষ্টোঽদ্য বরং বরয় বাঞ্ছিতম্। ন হীদৃশ-মনুষ্ঠানং কস্যাপ্যস্তি মহীতলে॥ ৩৫॥ শ্রুত্বেত্যুক্তো ময়া শম্ভুর্ভূয়াসন্তে গণো হ্যহম্। অনেনৈব শরীরেণ তথেত্যেবাহ তাং প্রভুঃ॥ ৩৬॥ ততঃ কৈলাস-মানীয় বিমানং মম চাদিশৎ। সর্ব্বরত্নময়ং দিব্যং দিব্যাশ্চর্য্যসমাবৃতম্॥ ৩৭॥ বিচরামি প্রতীতোঽহং তদারূঢ়ো যদৃচ্ছয়া॥ ৩৮॥ অথ কালে কিয়ন্মাত্রে ব্যতীতেঽত্রৈব পর্ব্বতে। গবাক্ষাধিষ্ঠিতোঽপশ্যং বসন্তে মুনিকন্যকাম্। প্রবাতি দক্ষিণে বায়ৌ মদনাগ্নিপ্রদীপিতঃ॥ ৩৯॥ অগ্নিবেশ্যসুতাং তত্র বিবস্ত্রাং জলমধ্যগাম্। উদ্ভিন্নযৌবনাং শ্যামাং মধ্যক্ষামাং মৃগেক্ষণাম্॥ ৪০॥ বিস্তীর্ণজঘনাভোগাং রম্ভোরুং সংহতস্তনীম্। তামঙ্কুরিতলাবণ্যাং জল-সেকাদিবাগ্রতঃ॥৪১॥ প্রোন্নিদ্রপঙ্কজমুখীং বর্ণনীয়তমা-কৃতিম্। যথাপ্রজ্ঞানযাথাত্ম্যাদ্বিদ্বদ্ভিরপি বর্ণিনীম্॥ ৪২॥ প্রোদ্যৎকটাক্ষবিক্ষেপৈঃ শরব্রাতৈরিব স্মরঃ। স্বয়ং তদঙ্গমাস্থায় তাড়য়ামাস মাং দৃঢ়ম্॥ ৪৩॥ বয়স্যাসংবৃতামেবং খেলমানাং যদৃচ্ছয়া! অবতীর্য্যাহমহরং বিমানান্মদনাতুরঃ॥ ৪৪॥ সা গৃহীতা ময়া দীর্ঘং প্রকুর্ব্বাণা মহাস্বনম্। তাতেতি চ বিমানস্থা রুরোদাতীব ভদ্রক॥ ৪৫॥ ততো বয়স্যাস্তা দীনা মুনিমাহুঃ প্রধাবিতাঃ। বৈমানিকেন কেনাপি হ্রিয়তে তব পুত্রিকা॥ ৪৬॥ রুদন্তীং ভগ-বান্নেতাং ত্রাহ্যাক্রন্দৈতি সর্ব্বতঃ। তাসাং তদাকর্ণ্য ব চা মুনির্ভদ্রতপোনিধিঃ॥ ৪৭॥ অগ্নিবেশ্যোঽভ্য-গাত্তস্যা ব্যোমন্যুপপদং স্মরন্। তিষ্ঠতিষ্ঠেতি মামুক্তা

দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শৈবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পশুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। নির্ব্বাহদীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারই আমি সর্ব্বথা প্রাপ্ত হইলাম; এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বক উদ্গীত জপ, ও তদর্থধ্যান সহকারে প্রজাবর্গের হিতচিন্তানিরত, সমস্ত-ক্লেশনাশক, জগদ্গুরু, দেবদেবেশ, উমাপতি, অষ্টমরস-রসিক রুদ্রদেবের আরাধনায় রত হইলাম। আমি সপ্রণিধানে অভ্যাসবশে সাধন-মার্গে দৃঢ়ভূমিকা লাভ করিয়া বিঘ্ন-সমূহ দ্বারাও যখন উপহত হইলাম না, হরদেব তখন আমার তাদৃশ সাধনোৎকর্ষ জানিয়া পরিতুষ্ট হইলেন; এবং প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিলেন,—হে কুশধ্বজ! আমি অদ্য তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর; ভূতলে তুমি ভিন্ন ঈদৃশ কঠোর অনুষ্ঠান অপর কাহারও নাই। আমি কহিলাম;—হে শম্ভো! আমি এই শরীরেই আপনার গণ হইতে ইচ্ছা করি। প্রভু শম্ভু কহিলেন, "তথাস্তু।" অতঃপর শঙ্কর আমাকে কৈলাসে লইয়া গিয়া একখানি সর্ব্বরত্নময় সর্ব্বাশ্চর্য্য-সমন্বিত দিব্য বিমান দান করিলেন। আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ২১—৩৮। হে ভদ্র! অতঃপর কিয়ৎ-কালান্তে একদা বসন্ত কালে এই পর্ব্বতের গবাক্ষো-পরি উপবিষ্ট হইয়া জলমধ্যগত বিবস্ত্রা অগ্নিবেশ্য-সুতাকে দেখিতে পাইলাম তখন মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল। সেই উদ্গতযৌবনা, শ্যামা, ক্ষীণমধ্যা, হরিণনয়না, বিস্তীর্ণ-স্থূলজঘনা, সংহতস্তনশালিনী, রম্ভাস্তম্ভোরু রমণীকে দেখিয়া আমার মদনানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বর্ণনীয়তম-সৌন্দর্য্যশালিনী বিদ্বান্‌দিগেরও যথাশক্তি স্বরূপ-বর্ণন-যোগ্যা, বিকশিত-পঙ্কজমুখী বালিকাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, জলসেকবশে তদীয় লাবণ্যের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে! কামদেব তখন তদীয় অঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার কুটিলকটাক্ষবিক্ষেপরূপ বাণজালে আমাকে দৃঢ়রূপে তাড়না করিলেন। আমি তখন কামাতুর হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক সখীগণ-সমাবৃতা, যথেচ্ছক্রীড়া-নিরতা সেই বালিকাকে অপহরণ করিলাম। হে ভদ্র! সে তখন মদীয় বিমানে থাকিয়া উচ্চৈস্বরে "তাত! তাত!" বলিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। পরে বয়স্যাগণ সকলেই দীনমনে দ্রুতগমনে মুনি-সন্নিধানে গিয়া কহিল,—ভগবন্! কোনও বিমান-বিহারী ব্যক্তি আপনার কন্যাকে অপহরণ করি-তেছে; তিনি রোদন করিতেছেন, আপনি উঠুন, তাহাকে পরিত্রাণ করুন। উত্তম তপোনিধি অগ্নিবেশ্য মুনি তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া আকাশপথে সেই কন্যার অনুসরণপূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া

সংস্তভ্য তপসা গতিম্ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রকুপিতঃ প্রাহ মুনির্মামতি দুঃসহম্ ! অগ্নিবেশ্য উবাচ। যস্মান্মদীয়া তনয়া মাংসপেশীব তে হৃতা ॥ ৪৯ ॥ গৃধ্রেণেবাধুনা ব্যোম্নি তস্মাদ্‌গৃধ্রো ভব দ্রুতম্। অনিচ্ছন্তী মদীয়েয়ং সুতা বালা তপস্বিনী ॥ ৫০ ॥ ত্বয়া হৃতাধুনাস্মৈতৎ ফলমাপ্নুহি দুর্মতে। ইত্যাকর্ণ্য ভয়াবিষ্টো লজ্জয়াধোমুখো মুনেঃ। ৫১ ॥ পাদৌ প্রগৃহ্য স্থপতং রুদন্নতিতরাং তদা। ন ময়েয়ং পরিজ্ঞায় হৃতা নাদ্যাপি ধর্ষিতা ॥ ৫২ ॥ প্রসাদং কুরু তে শাপং ব্যাবর্ত্তয় তপোনিধে। প্রণতেষু ক্ষমাবন্তো নিসর্গেণ তপোধনাঃ ॥ ৫৩ ॥ ভবন্তি সন্তস্তদ্‌গৃধ্রো মা ভবেয়ং প্রসীদ মে। ইতি প্রপন্নেন ময়া প্রণতোঽহসৌ মহামুনিঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রসন্নঃ প্রাহ নো মিথ্যা মম বাক্যং ভবেৎ ক্বচিৎ। কিং ত্বিন্দ্রদ্যুম্নভূপালপরিজ্ঞানে সহায়তাম্ ॥ ৫৫ ॥ যদা যাস্যসি শাপস্য তদা মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥ ৫৬ ॥ ইত্যুক্তা স মুনিঃ প্রায়াদ্‌গৃহীত্বা নিজকন্যকাম্। অথগুশীলাং স্বাবাসমহং গৃধ্রোঽভবং তদা ॥ ৫৭ ॥ এবং তদা দমনকোৎসব ঈশ্বরস্য আন্দোলনেন নৃপবেশ্মনি মেঽবতারঃ। শম্ভোর্গণত্বমভবচ্চ তথাগ্নিবেশ্য-শাপেন গৃধ্র ইহ ভদ্র তবেদমুক্তম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে মহীপ্রাদুর্ভাবে দমনকমাহাত্ম্যং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। গৃধ্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা দুঃখবিস্ময়সংযুতঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নস্তমাপৃচ্ছ্য মরণায়োপচক্রমে ॥১॥ ততস্তমালোক্য তথা মুমূর্ষুং কৌশিকাদিভিঃ। স সংহিতং বিচিন্ত্যাহ দীর্ঘায়ুষমথাত্মনঃ ॥ ২ ॥ মৈবং কার্ষীঃ শৃণু গিরং ভদ্রক ত্বং চিরন্তনঃ। মত্তোঽপ্যস্তি স্ফুটঞ্চৈব জ্ঞাস্যতি ত্বদভীপ্সিতম্ ॥ ৩ ॥ মানসে সরসি খ্যাতঃ কূর্ম্মো মন্থরকাখ্যয়া। তস্য নাবিদিতং কিঞ্চিদেহি তত্র ব্রজামহে ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রতীতাস্তে ভূপমুনিগৃধ্রবকাস্তথা। উলূকসহিতা জগ্মুঃ সর্ব্বে কূর্ম্মদিদৃক্ষবঃ ॥ ৫ ॥ সরস্তীরে স্থিতঃ কূর্ম্মস্তান্নিরীক্ষ্য

তপঃপ্রভাবে বিমানের গতিরোধ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে কহিলেন,—'রে দুর্মতে! গৃধ্র যেমন মাংসপেশী অপহরণ করে, তুই আমার কন্যাকে আকাশপথে তদ্রূপ অপহরণ করিতেছিস্, এজন্য এখনই তুই গৃধ্র হ'। আমার তপস্বিনী বালিকা ইচ্ছা না করিলেও তুই অপহরণ করিয়াছিস্ বলিয়া এক্ষণে তাহার এই ফল ভোগ কর। আমি এই শাপবাণী শুনিয়া ভয়াবিষ্ট-চিত্তে লজ্জাবশে অধোমুখে অতিশয় রোদন সহকারে সেই মুনির চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলাম ;—হে তপোধন! ইনি যে আপনার কন্যা, তাহা জানিয়া আমি অপহরণ করি নাই; আর এখন পর্য্যন্ত আমি ইহাঁকে ধর্ষণাও করি নাই। অতএব প্রসন্ন হউন; অভিশাপের প্রত্যাহার করুন। সাধু তপোধনগণ প্রণত জনে ক্ষমাবান হইয়া থাকেন। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি যেন গৃধ্র না হই। আমি এইরূপ সনির্ব্বন্ধ প্রণতি সহকারে সেই মুনিবরকে প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। তবে তুমি যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্তজ্ঞান-বিষয়ে সহায়তা করিবে তখন এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। মুনিবর আমাকে এই কথা বলিয়া সেই অদূষিতচরিত্রা কন্যাকে লইয়া নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন; আমিও তখনই গৃধ্র হইলাম। হে ভদ্র! পূর্ব্বে এইরূপে দমনকোৎসবে দোলারূঢ় মহেশ্বরের আন্দোলন করার ফলে আমার রাজপুরে জন্ম হয়, পরে শিবারাধনায় শম্ভুর গণত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং অগ্নি-বেশ্য-শাপে এই গৃধ্রত্বলাভ হয়। তোমার নিকট তৎসমস্ত বৃত্তান্তই এই আমি কহিলাম।৩৯—৫৮

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন গৃধ্রের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখাক্রান্ত-চিত্তে গৃধ্রকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া মরণের উপক্রম করিলেন। সেই গৃধ্র তাঁহাকে পেচকাদি সহ মুমূর্ষু দেখিয়া কিয়ৎ কাল স্বীয় দীর্ঘ জীবনী চিন্তা করিয়া কহিলেন,—হে ভদ্র! তুমি এরূপ করিও না; আমা অপেক্ষাও চিরজীবী আছেন, তিনি অবশ্যই তোমার অভিপ্রেত জানেন। মানস সরোবরে মন্থরক নামে এক কূর্ম্ম আছেন, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই। এস, আমরা সেখানে যাই। অতঃপর রাজা, মুনি, বক ও পেচক,—সকলেই সেই গৃধ্রের সহিত কূর্ম্মকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করি-

বিদূরগান্। কাল্গিণীকো বিবেশাশৌ জলং শীঘ্রতরং তদা ॥ ৬ ॥ কৌশিকোহথ তমাহেদং প্রহস্য বচনং স্বয়ম্। কস্মাৎ কূর্ম্ম প্রনষ্টোঽদ্য বিমুখোঽভ্যাগতেঽপি ॥ ৭ ॥ অগ্নির্দ্বিজানাং বিপ্রশ্চ বর্ণানাং রমণঃ স্ত্রিয়াম্। গুরুঃ পিতা চ পুত্ত্রাণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ৮ ॥ বিহায় তমিমং ধর্ম্মমাতিথ্যবিমুখঃ কথম্। গৃহ্ণাসি পাপং সর্ব্বেষাং ব্রূহি কূর্ম্মাধুনোত্তরম্ ॥ ৯ ॥ কূর্ম্ম উবাচ। চিরন্তনো হি জানামি কর্ত্তুমাতিথ্যসৎক্রিয়াম্। অভ্যাগতেষ্বপচিতিং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥ ১০ ॥ সুমহৎ কারণং চাত্র শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ। নাহং পরাঙ্মুখো জাত এতাবন্তি দিনান্যপি ॥ ১১ ॥ অভ্যাগতস্য কস্যাপি সর্ব্বসৎকারসদ্ব্রতী। কিং ত্বেষ পঞ্চমো যো বো দৃশ্যতে সরলাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নো মহীপালো বিভেম্যস্মাদলন্তরাম্। অমুনা যজমানেন রৌচকাখ্যে পুরা পুরে ॥ ১৩ ॥ যজ্ঞপাবকদগ্ধা মে পৃষ্ঠির্নাদ্যাপি নির্ব্রণা। তন্মে ভয়ং পুনর্জাতং কিমযং পুনরেব মাম্ ॥ ১৪ ॥ আসুতীবলমাধায় ভুবি ধক্ষ্যতি সম্প্রতি। ইতি বাক্যাবসানে তু কূর্ম্মস্য কুরুসত্তম ॥ ১৫ ॥ পপাত পুষ্পবৃষ্টিঃ খাদ্বিমুক্তাপ্সরসাং গণৈঃ। সস্বনুর্দেববাদ্যানি কীর্ত্ত্যুদ্ধারে মহীপতেঃ ॥ ১৬ ॥ বিস্মিতাস্তে চ দদৃশুর্বিমানং পুরতঃ স্থিতম্। ইন্দ্রদ্যুম্নকৃতে দেবদূতেনাধিষ্ঠিতং তদা ॥ ১৭ ॥ অথাতযামাঃ প্রদদুরাশিষোঽস্মৈ সুরদ্বিজাঃ। সাধুবাদো দিবি মহানাসীত্তস্য মহীপতেঃ ॥ ১৮ ॥ ততো বিমানমালম্ব্য দেবদূতস্তমুচ্চকৈঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নমুবাচেদং শৃণ্বতাং নাকবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥ দেবদূত উবাচ। নবীকৃতাধুনা কীর্ত্তিস্তব ভূপাল নির্ম্মলা। ত্রিলোক্যামপি তচ্ছীঘ্রং বিমানমিদমারুহ ॥ ২০ ॥ গম্যতাং ব্রহ্মণো লোকমাকল্পং তপসার্জ্জিতম্। প্রেষিতোঽহমনেনৈব তবানয়নকারণাৎ ॥ ২১ ॥ যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যস্য পৃথিব্যাং প্রথিতা ভবেৎ। তাবানেব ভবেৎ স্বর্গী সতি পুণ্যে হ্যনন্তকে ॥ ২২ ॥ সুরালয়সরোবাপীকূপারামাদিকল্পনা। এতদর্থং হি পূর্ত্তাখ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। অমী মমৈব

লেন। মন্থরক সেই সরোবরের তীরে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়বশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্রুতবেগে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পেচক কূর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—হে কূর্ম্ম! লুকাইয়া রহিলে কেন? অদ্য অভ্যাগত জনের প্রতিও যে বিমুখ হইলে? দ্বিজগণের অগ্নি, বর্ণসকলের ব্রাহ্মণ, নারীগণের পতি, পুত্ত্রগণের পিতা এবং সর্ব্ব সাধরেণের পক্ষে অভ্যাগত জনই গুরু। সেই গুরু-পরিচর্য্যারূপ ধর্ম্মে—আতিথ্যকার্য্যে অদ্য বিমুখ হইলে কি জন্য? ইহাতে যে তুমি সাধারণের পাপভাজন হইতেছ! হে কূর্ম্ম! ইহার সদুত্তর দান কর।১—৯। কূর্ম্ম কহিলেন,—আমি অতি পুরাতন ব্যক্তি; আতিথ্যসৎকার করিতেও জানি। অভ্যাগত জনের অর্চ্চনা করা যে ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও আমার অবিজ্ঞাত নহে। কিন্তু এ বিষয়ে একটী সুমহৎ কারণ আছে, তাহা বলিতেছি; তোমরা শ্রবণ কর। আমি এতাবৎকাল সর্ব্বসৎকার-ব্রতে নিযুক্ত আছি, কদাচ কোন অভ্যাগত জনের প্রতি বিমুখ হই নাই। কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে এই যে পঞ্চম ব্যক্তি—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, ইহাঁ হইতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। ইনি পুরাকালে রৌচকনামক পুরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞাগ্নি দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশ যে দগ্ধ হইয়াছিল, সেই দাহ-ক্ষত অদ্যাপি সারে নাই। সেই জন্যই আমার ভয় হইযাছে যে, সম্প্রতি আবার ইনি ভূতলে তাদৃশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়া আমাকে দগ্ধ করিবেন না কি? হে কুরুসত্তম! কূর্ম্মের এই বাক্যের অবসানে ইন্দ্রদ্যুম্নের লুপ্তকীর্ত্তির উদ্ধার হওয়ায় আকাশ হইতে অপ্সরোগণ-বিমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও দেববাদ্য সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তাঁহারা বিস্মিতভাবে দেখিলেন,—পুরোভাগে ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্য দেবদূতাধিষ্ঠিত বিমান অবস্থিত রহিয়াছে। তখন আকাশমণ্ডলে থাকিয়া পুরাতন মহর্ষিগণ ও দেববৃন্দ বিবিধ আশীর্ব্বাদ ও সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিমানস্থ দেবদূত উচ্চৈস্বরে দেবগণকে শুনাইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিলেন,—হে ভূপাল! ত্রিলোকমধ্যে আপনার কীর্ত্তি অধুনা নবভাব প্রাপ্ত হইল। অতএব আপনি অবিলম্বে এই বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ তপস্যার্জ্জিত ব্রহ্মলোকে যাইয়া কল্পকাল যাবৎ বাস করুন। আপনাকে লইয়া যাইবার জন্যই ব্রহ্মা আমায় পাঠাইয়াছেন। অনন্ত পুণ্য থাকিলেও যতকাল ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি বিস্তৃত থাকে, মানব তাবৎকালই স্বর্গভোগে সক্ষম হয়। এইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রে দেবালয়, সরোবর, বাপী-কূপ ও উদ্যানাদি পূর্ত্ত কার্য্যের বিধান আছে।

সুহৃদো মার্কণ্ডবককৌশিকাঃ। গৃধ্রকূর্ম্মৌ প্রভাবো-হ্যমমীষাং মম বৃদ্ধয়ে॥ ২৪॥ তচ্চেদমী ময়া সাকং ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যত। পুরঃস্থিতাস্তদা যাস্যে ব্রহ্ম-লোকঞ্চ নান্যথা॥ ২৫॥ পরেষামনপেক্ষ্যৈব কৃত-প্রতিকৃতং হি যঃ। প্রবর্ত্ততে হিতায়ৈব স সুহৃৎ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ২৬॥ স্বার্থোদ্যুক্তধিয়ো যে স্যুরে-ব্যর্থাস্তেহপ্যসুন্দরাঃ। মরণং প্রকৃতিশ্চৈব জীবিতং বিকৃতির্যদা॥ ২৭॥ প্রাণিনাং পরমো লাভঃ কেবলং প্রাণিসৌহৃদম্। দরিদ্রা রোগিণোহসত্যপ্রতিজ্ঞাতা গুরুদ্রুহঃ॥ ২৮॥ মিত্রাবসানিনঃ পাপাঃ প্রায়ো নরকমণ্ডনাঃ। পরার্থনষ্টাস্তদমী পঞ্চ সম্প্রতি সাধবঃ॥ ২৯॥ মম কীর্ত্তিসমুদ্ধারঃ স প্রভাবো মহাত্মনাম্। অমীষাং যদি তে স্বর্গং প্রয়াস্যন্তি ময়া সহ। তদাহমপি যাস্যামি দেবদূতান্যথা ন হি॥৩০॥ দেবদূত উবাচ। এতে হরগণাঃ সর্ব্বে শাপভ্রষ্টাঃ ক্ষিতিং গতাঃ॥ ৩১॥ শাপান্তে হরপার্শ্বে তু যাস্যন্তি পৃথিবীপতে। বিহায়েমানতো ভূপ স্বমাগচ্ছ ময়া সহ। ন চৈষাং রোচতে স্বর্গো হিত্বা দেবং মহে-শ্বরম্॥ ৩২॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। যদ্যেবং গচ্ছ তদ্দূত ন যাস্যেহহং ত্রিবিষ্টপম্॥ ৩৩॥ তথা তথা যতিষ্যামি ভবিষ্যামি যথা গণঃ। অবিশুদ্ধিক্ষয়া-ধিক্যাদূষণৈরেষ নিন্দিতঃ॥ ৩৪॥ স্বর্গঃ সদানুশ্রবিক-স্তস্মাদেনং ন কাময়ে। তত্রস্থস্য পুনঃ পাতো ভয়ং ন বৈতি মানসাৎ॥ ৩৫॥ পুনঃ পাতো যতঃ পুংস-স্তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে। সতি পুণ্যে স্বয়ং তেন পাতিতো নিজলোকতঃ॥ ৩৬॥ চতুর্ম্মুখেণ বৈলক্ষ্যং গতোহস্মি কথমেমি তম্। ইতীদমুক্ত্বা দূতং তং শৃণ্বতোহস্যৈব বিস্ময়াৎ॥ ৩৭॥ অপ্রাক্ষীদ্ভূপতিঃ কূর্ম্মং তদায়ুঃকারণং তদা। ইদমায়ুঃ কথং জাতং কূর্ম্ম দীর্ঘতমং তব॥ ৩৮॥ সুহৃন্মিত্রং গুরুস্ত্বং মে যেন কীর্ত্তির্মমোদ্ধৃতা॥ ৩৯॥ কূর্ম্ম উবাচ। শৃণু ভূপ কথাং দিব্যাং শ্রবণাৎ পাপনাশিনীম্। কথাং

১০—২৩। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—এই মার্কণ্ডেয়, বক, পেচক, গৃধ্র ও কূর্ম্ম,—ইঁহারা আমার সুহৃৎ; আমার উৎকর্ষসাধক এই কীর্ত্তিবিস্তার-ব্যাপার, ইঁহাদিগেরই প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং আমার সহিত যদি ইঁহারাও ব্রহ্মলোক-গমনে সক্ষম হন, তবেই আমি যাইতে পারি, নচেৎ ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি ব্রহ্মলোকে যাইব না। উপকারের আশা না করিয়া অপরের হিত-সাধনমানসে যিনি উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন, বুধগণ তাঁহাকেই সুহৃৎ বলিয়া থাকেন। যাহারা স্বার্থসাধনেই সতত উদ্যমশীল, তাহারা বৃথা জীবন-ধারী। মরণই প্রকৃতি; আর জীবনইতো বিকৃতি; সুতরাং প্রাণ ধারণের ইহাই লাভ যে, প্রাণিগণের হিতসাধন করা যায়। দরিদ্র, রোগী, অসত্যপ্রতিজ্ঞ, গুরুদ্রোহী ও মিত্রের প্রত্যুপকারহীন,—এই পাঁচ জন প্রায়শঃ নরকেরই শোভাবর্দ্ধন করে। পরন্তু এই পঞ্চ সাধু, সম্প্রতি পরোপকার সাধন জন্যই নষ্টপ্রায় হইয়াছেন; এই মহাত্মাদিগের প্রভাবেই আমার কীর্ত্তির উদ্ধার ঘটিয়াছে। হে দেবদূত! আপনারা যদি আমার সহিত এই পাঁচজনকেও স্বর্গদান করেন, তবেই আমি স্বর্গে যাইব; নচেৎ যাইব না। ২৪—৩০। দেবদূত কহিলেন,—ইঁহারা সকলেই মহেশ্বরের গণ; পরন্তু শাপবশে ক্ষিতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাজন্! ইঁহারা শাপান্তে সেই মহেশের পার্শ্বেই যাইবেন। অতএব রাজন্! আপনি ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার সহিত আসুন। আরও দেখুন, মহেশ্বরসান্নিধ্য ব্যতীত ইঁহাদিগের স্বর্গেও রুচি নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—যদি তাই হয়, তবে হে দূত! আপনি যাউন, আমি স্বর্গে যাইব না। আমি তেমন তেমন যত্ন করিব, যাহাতে গণ হইতে পারি। স্বর্গ পাপক্ষয়-কর পুণ্যকর্ম্মের ফলেই লব্ধ হয়। সেই পুণ্য ক্ষয় পাইলে তথা হইতে পতন অনিবার্য্য। সুতরাং স্বর্গসুখ অচিরস্থায়ী, ও পতনভয়াত্মক দোষযুক্ত; স্বর্গবাসীর অন্তঃকরণ হইতে পতনভয় অন্তর্হিত হয় না; একদিন না একদিন পতন নিশ্চিত। অতএব আমি তাদৃশ স্বর্গ কামনা করি না। আরও দেখুন, আমার পুণ্য বিদ্যমান থাকিতেও পদ্মজন্মা ব্রহ্মা আমাকে তদীয় লোক হইতে পাতিত করিয়াছেন; তাহাতে আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি; এক্ষণে কেমনে আবার সেখানে যাইব? রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবদূতকে এই কথা বলিয়া বিস্ময়বশে দেবদূত শুনিতে পান এমনভাবেই সেই কূর্ম্মকে তদীয় দীর্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসিলেন।—হে কূর্ম্ম! আপনি আমার সুহৃৎ, মিত্র, ও গুরু; যেহেতু আপনিই আমার নষ্ট কীর্ত্তির উদ্ধার করিয়াছেন। আপনার এতাদৃশ দীর্ঘ আয়ুঃ হইল কিরূপে? কূর্ম্ম কহিলেন,—রাজন্! সেই দিব্য

সুমধুরামেতাং শিবমাহাত্ম্যসংযুতাম্॥ ৪০ ॥ শৃণ্বন্নিমামপি কথাং নৃপতে মনুষ্যঃ সুশ্রদ্ধয়া ভবতি পাপবিমুক্তদেহঃ। শম্ভোঃ প্রসাদমধিগম্য যথায়ুরেবমাসীৎ প্রসাদত ইয়ং মম কূর্ম্মতা চ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীপ্রাদুর্ভাবে ইন্দ্রদ্যুম্ননৃপতের্লুপ্তকীর্ত্ত্যুদ্ধারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

কূর্ম্ম উবাচ। শাণ্ডিল্য ইতি বিখ্যাতঃ পুরাহমভবং দ্বিজঃ। বালভাবে ময়া ভূপ ক্রীড়মানেন নির্ম্মিতম্॥ ১ ॥ পুরা প্রাবৃষি পাংশূথং শিবায়তনমুচ্ছ্রিতম্। জলার্দ্রবালুকাপ্রায়ং প্রাংশুপ্রাকারশোভিতম্॥ ২ ॥ পঞ্চায়তনবিন্যাসমনোহরতরং নৃপ। বিনায়কশিবাসূর্য্য-মধুসূদনমূর্ত্তিমৎ॥ ৩ ॥ পীতমৃৎস্বর্ণকলশং ধ্বজমালাবিভূষিতম্। কাষ্ঠতোরণবিন্যস্তং দোলকেন বিভূষিতম্॥ ৪ ॥ দৃঢ়প্রাংশুসমুদ্ভূতসোপানশ্রেণিভাস্বরম্। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দিব্যং বয়স্যৈঃ সংবৃতেন মে॥ ৫ ॥ তত্র জাগেশ্বরং লিঙ্গং কৃত্বাথ বিনিবেশিতম্। বাল্যাদুপলরূপং তদ্বর্ষাবারিবিশুদ্ধিতম্॥ ৬ ॥ বকপুষ্পৈস্তথা ধুস্তৈশ্চ কেদারোত্থৈঃ সমাহৃতৈঃ। কোমলৈরপরৈঃ পুষ্পৈর্ব্রতিবল্লীসমুদ্ভবৈঃ॥ ৭ ॥ কুষ্মাণ্ডৈশ্চৈব বর্ণাঢ্যৈঃ কুষ্মাণ্ডকুসুমায়ুতৈঃ। মন্দারৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ দূর্ব্বাদ্যৈশ্চ নবাঙ্কুরৈঃ॥ ৭ ॥ পূজা বিরচিতা রম্যা শম্ভোরিতি ময়া নৃপ। ততস্তাণ্ডবমারব্ধমনপেক্ষিতসৎক্রিয়ম্॥ ৯ ॥ শিবস্য পুরতো বাল্যাদ্‌গীতঞ্চ স্বরবর্জ্জিতম্। অকার্ষং সকৃদেবাহং বালো শিশুগণাবৃতঃ॥ ১০ ॥ ততো মৃতোঽহং জাতশ্চ বিপ্রো জাতিস্মরো নৃপ। বৈদিশে নগরেঽকার্ষং শিবপূজাং বিশেষতঃ॥ ১১ ॥ শিবদীক্ষামুপাগম্যানুগৃহীতঃ শিবাগমৈঃ। শিবপ্রসাদ আধায় লিঙ্গং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥ ১২ ॥ কল্পকোটিং বসেৎ স্বর্গে যঃ করোতি শিবালয়ম্। যাবন্তি পরমাণূনি শিবস্যায়তনে নৃপ॥ ১৩ ॥ ভবন্তি তাবদ্বর্ষাণি কারকঃ শিবসদ্মনি। ইতি পৌরাণবাক্যানি স্মরন্নেবং শিবালয়ম্॥ ১৪ ॥ অকারিষমহং রম্যং বিশ্বকর্ম্মবিধানতঃ। মৃন্ময়ং কাষ্ঠনিষ্পন্নং পাক্কেষ্টং শৈলমেব বা॥ ১৫ ॥ কৃতমায়তনং দদ্যাৎ ক্রমাদ্দশগুণং ফলম্।

কথা শ্রবণ করুন। উহা শিবমাহাত্ম্যযুক্তা, ও সুমধুরা; সুতরাং উহা শ্রবণে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হে নৃপতে! শম্ভুর প্রসাদে আমার এই সুদীর্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্তি ও এই কূর্ম্মত্ব লাভের বিবরণ, শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিলেও মনুষ্য পাপবিমুক্তকায় হইতে পারে। ৩১—৪১।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

কূর্ম্ম কহিলেন, হে ভূপাল! আমি পুরাকালে শাণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি বাল্যাবস্থায় বর্ষাকালে বয়স্যগণ সহ জলসিক্ত বালুকাবহুল কর্দ্দমদ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে একটী উন্নত দিব্য শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সেই মন্দির সমুন্নত প্রাকারশোভিত, পঞ্চায়তন বিন্যাসে মনোহর, গণেশ বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য ও বিষ্ণুর মূর্ত্তিমণ্ডিত, পীত-মৃত্তিকারচিত, স্বর্ণকলসযুক্ত, ধ্বজশ্রেণীমণ্ডিত, কাষ্ঠতোরণ-বিন্যস্ত দোলাসমন্বিত, গাঢ় মৃত্তিকাকৃত সোপান-শ্রেণীযুক্ত, ও অতি আশ্চর্য্যময়। আমি তাহাতে বর্ষাবারিপরিষ্কৃত উপলখণ্ড লইয়া তন্মধ্যে জাগেশ্বরনামক লিঙ্গ স্থাপন করিলাম। পরে বক, ধুস্তূর, মন্দার, কুষ্মাণ্ড ও নানাবিধ ব্রতিলতা-জাত ও কেদারোদ্ভূত, কোমল বিচিত্রবর্ণ কুসুমসমূহ, বিল্বপত্র ও নবদূর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারা সেই শিবের মনোহর পূজা ব্যাপার সমাধান করিলাম। পরে শিবের সম্মুখে বালকত্ব প্রযুক্ত সভ্যতা লঙ্ঘন করিয়াই যথেচ্ছভাবে নৃত্য ও স্বরবিরহিত গীত আরম্ভ করিলাম। আমি বালককালে অপর শিশুগণ সঙ্গে কেবল মাত্র এক দিনই এই কার্য্য করিয়াছিলাম। তৎপরে আমার মৃত্যু হয়। হে রাজন্! তার পর আমি শিবের কৃপায় বৈদিশ নগরে জাতিস্মর বিপ্র হইয়া জন্ম লাভ করি। সে জন্মে আমি শৈবাগমজ্ঞগণের অনুগ্রহে যথাবিধি শিবদীক্ষা লাভ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শিবলিঙ্গার্চ্চনে রত হইয়াছিলাম। ১—১২। যে জন শিবালয় নির্ম্মাণ করে, সে কোটি কল্প কাল স্বর্গে বাস করে। শিবায়তনে যত পরমাণু থাকে, হে নৃপ! নির্ম্মাণকর্ত্তা তত বৎসর শিবলোকে বাস করে। আমি এই পুরাণবাক্য স্মরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রানুসারে শিলাময় একটী মনোরম শিবালয় নির্ম্মাণ করাইলাম। মৃন্ময়, কাষ্ঠজ, পক্কেষ্টকরচিত ও শিলানির্ম্মিত,—এই চতুর্ব্বিধ আয়তন দান করিবার বিধান আছে; পরন্তু এতন্মধ্যে পর-পরটী

ভস্মশায়ী ত্রিষবণো ভিক্ষান্নকৃতভোজনঃ॥ ১৩॥ জটাধরস্তপস্বাংশ্চ শিবারাধনতৎপরঃ। ইত্থং মে কুর্ব্বতো জাতং পুনর্ভূপ প্রমাপণম্॥ ১৭॥ জাতো জাতিস্মরস্তত্র তৃতীয়েঽহং ভবান্তরে। সার্ব্বভৌমো মহীপালঃ প্রতিষ্ঠানে পুরোত্তমে॥ ১৮॥ জয়দত্ত ইতি খ্যাতঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ। ততো ময়া বহুবিধাঃ প্রাসাদাঃ কারিতা নৃপ॥ ১৯॥ তস্মিন্ ভবান্তরে শম্ভোরারাধনপরেণ চ। ততো নিরূপিতা জাতা বকপুষ্পপুরঃসরাঃ॥ ২০॥ সৌবর্ণৈ রাজতৈ রত্ন-নির্ম্মিতৈঃ কুসুমৈর্নৃপ। তথাবিধেঽন্নদানাদি করোমি নৃপসত্তম॥ ২১॥ কেবলং শিবলিঙ্গানাং পূজাং পুষ্পৈঃ করোম্যম্যহম্। ততো মে ভগবাঞ্ছম্ভুঃ সন্তুষ্টোঽথ বরং দদৌ॥ ২২॥ অজরামরতাং রাজং-স্তেনৈব বপুষা বৃতঃ। ততস্তথাবিধং প্রাপ্যানন্য-সাধারণং বরম্॥ ২৩॥ বিচরামি মহীমেতাং মদান্ধ ইব বারণঃ। শিবভক্তিং বিহায়াথ নৃপোঽহং মদনাতুরঃ॥ ২৪॥ প্রধর্ষয়িতুমারব্ধঃ স্ত্রিয়ঃ পরপরিগ্রহাঃ। আয়ুষস্তপসঃ কীর্ত্তেস্তেজসো যশসঃ শ্রিয়ঃ॥ ২৫॥ বিনাশকারণং মুখ্যং পরদারপ্রধর্ষণম্। সকর্ণঃ শ্রুতিহীনোঽসৌ পশ্যন্নন্ধো বদন্ জড়ঃ॥ ২৬॥ অচে-তনশ্চেতনাবান্ মূর্খো বিদ্বানপি স্ফুটম্। তদা ভবতি ভূপাল পুরুষঃ ক্ষণমাত্রতঃ॥ ২৭॥ যদৈব হরিণাক্ষীণাং গোচরং যাতি চক্ষুষাম্। মৃতস্য নিরয়ে বাসো জীবতশ্চেশ্বরাদ্ভয়ম্॥ ২৮॥ এবং লোকদ্বয়ং হন্ত্রী পরদারপ্রধর্ষণা। জরামরণহীনোঽহ-মিতি নিশ্চয়মাস্থিতঃ॥ ২৯॥ ঐহিকামুষ্মিকভয়ং বিহায়াহং ততঃ পরম্। প্রধর্ষয়িতুমারব্ধস্তদা ভূপ পরস্ত্রিয়ঃ॥ ৩০॥ অথ মাং সম্পরিজ্ঞায় মর্য্যাদা-রহিতং যমঃ। বরপ্রদানাদীশস্য তদন্তিকমুপাযযৌ। ব্যজিজ্ঞপন্মদীয়ঞ্চ শম্ভোর্ধর্ম্মব্যতিক্রমম্॥ ৩১॥ যম উবাচ। নাহং তবানুভাবেন গুপ্তস্যাস্য বিনি-গ্রহম্॥ ৩২॥ শক্নোমি পাপী নো দেব মন্নিয়োগেঽন্য-মাদিশ। জগদাধাররূপা হি ত্বয়েশোক্তাঃ পতি-ব্রতাঃ॥ ৩৩॥ গাবো বিপ্রাঃ সনিগমা অলুব্ধা দানশীলিনঃ। সত্যনিষ্ঠা ইতি স্বামিংস্তেষাং মুখ্যতমা সতী॥ ৩৪॥ তাস্তেন ধর্ষিতা লুপ্তং মদীয়ং ধর্ম্মশাসনম্। বরদানপ্রমত্তেন ত্বৈব পরিভূয় মাম্॥ ৩৫॥ জয়দত্তেন দেবেশ প্রতিষ্ঠানাধি-

---

দশদশগুণ অধিক ফলদায়ক। আমি ভস্মে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভিক্ষান্ন ভোজন ও জটাধারণ করিয়া শিবারাধনে তৎপর হইলাম। হে রাজন্! এই ভাবে কালক্রমে আমার আবার মৃত্যু হইল। পরে তৃতীয় জন্মেও আমি জাতিস্মর হইয়া প্রতিষ্ঠানপুরবরে সূর্য্যবংশে জয়দেব নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌম রাজা হইলাম। হে নৃপ! আমি সে জন্মেও শিবের আরাধনায় নিরত হইয়া অনেকানেক শিবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলাম। সে জন্মে আমি সুবর্ণ-রজত-রত্নাদি দ্বারা রচিত ও বকাদি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা কেবল শিবলিঙ্গসমূহেরই পূজা করিতাম। আর হে নৃপসত্তম! তথাবিধ সৌবর্ণাদি পাত্রে অন্নাদি দানও করিতাম। ইহাতে ভগবান্ শম্ভু সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদান করিলেন। আমি সেই শরীরেই অজরামর বর গ্রহণ করিলাম। পরে তাদৃশ অনন্যসাধারণ বর পাইয়া আমি মদান্ধ মাতঙ্গবৎ এই মহীমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! ক্রমে আমার শিবভক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। আমি কামাতুর মানসে পর-পরিগৃহীত নারীবর্গের ধর্ষণ করিতে লাগিলাম। আয়ু, কীর্ত্তি, তপস্যা, তেজ, যশ, শ্রী,—পরদারধর্ষণ এতৎসমস্তের নিতান্ত বিনাশক। হে ভূপাল! পুরুষ যখন হরিণনয়নাগণের নয়নগোচর হয়, তখন ক্ষণমাত্রে সে সকর্ণ হইয়াও অকর্ণ, চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ, বাক্শক্তিমান হইয়াও মূক, সচেতন হইয়াও অচেতন, এবং বিদ্বান্ হইয়াও সুস্পষ্ট মূর্খ হইয়া পড়ে। মরণান্তে নরকবাস, আর জীবিতকালে শাসকের ভয় নিশ্চিত; সুতরাং পরদারধর্ষণা উভয়-লোকনাশিনী। কিন্তু হে ভূপাল! আমি জরা-মরণ-ভয়হীন; এই বিশ্বাসবশে ঐহিক পারত্রিক ভয় বিসর্জ্জন দিয়া পর-নারী ধর্ষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। ১৩—৩০। পরে যমরাজ, আমাকে শিবের বরদান হেতু তাদৃশ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জানিয়া শিব-সন্নিধানে যাইয়া মদীয় ধর্ম্ম লঙ্ঘন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যম কহিলেন,—হে ঈশ! আপনার প্রভাবে রক্ষিত এই পাপীর নিগ্রহ করিতে আমি সক্ষম নহি; হে দেবেশ! অতএব আমার পদে অপর কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন। আপনিই বলিয়াছেন যে, পতিব্রতা, গো, বিপ্র, নিগম, অলুব্ধ, দাতা, ও সত্যবাদী,—ইঁহারাই জগতের আধার। তন্মধ্যেও সতীই মুখ্যতম। কিন্তু হে দেবেশ! আপনার বরদানে প্রমত্ত প্রতিষ্ঠানপুর-বাসী জয়দত্ত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই সতীগণেরই ধর্ষণা করিতেছে। সুতরাং আমার ধর্ম্মশাসন

বাসিনা। ইমাং ধর্ম্মস্ত ভগবান্ গিরমাকর্ণ্য কোপিতঃ। শশাপ মাং সমানীয় বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্॥ ৩৬॥ ঈশ্বর উবাচ। যস্মাদ্দুষ্টসমাচার ধর্ষিতাস্তে পতিব্রতাঃ॥ ৩৭॥ কামার্ত্তেন ময়া শপ্তস্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ ক্ষণাদ্ভব। ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞপ্তঃ শাপতাপহরো ময়া॥ ৩৮॥ প্রাহ ষষ্টিতমে কল্পে বিশাপো ভবিতা গণঃ। মদীয় ইতি সম্প্রোচ্য জগামাদর্শনং শিবঃ॥ ৩৯॥ অহং কূর্ম্মস্তদা জাতো দশযোজনবিস্তৃতঃ। সমুদ্রসলিলে নীতস্ত্বয়াহং যজ্ঞসাধনে॥ ৪০॥ পুরস্তাদ্যাযজুকেন স্মরংস্তচ্চ বিভেমি তে। দগ্ধস্ত্বয়াহং পৃষ্ঠেহত্র ব্রণাস্যেতানি পশ্য মে॥ ৪১॥ চয়নানি বহূন্যত্র কল্পসূত্রবিধানতঃ। পৃষ্ঠোপরি কৃতান্যাসন্নিন্দ্রদ্যুম্ন তদা ত্বয়া॥ ৪২॥ ভূয়ঃ সন্তাপিতা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী পৃথিবীপতে। সুস্রাব সর্ব্বতীর্থানাং সারং সাভূন্মহীনদী॥ ৪৩॥ তস্যাঞ্চ স্নানমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ততো নৈমিত্তিকে কস্মিন্নপি প্রলয়

আগতঃ॥ ৪৪॥ প্রবমানমিদং রাজন্মানসং শতযোজনম্। ষট্পঞ্চাশৎপ্রমাণেন কল্পা মম পুরা নৃপ॥ ৪৫॥ ব্যতীতা ইহ চত্বারঃ শেষে মোক্ষস্ততঃ পরম্। এবমায়ুরিদং দীর্ঘমেবং শাপাচ্চ কূর্ম্মতা॥ ৪৬॥ মমাভূদীশ্বরস্যৈব সতীধর্ম্মদ্রুহো নৃপ। ব্রূহি কিং ক্রিয়তাং শত্রোরপি তে গৃহগামিনঃ॥ ৪৭॥ মম পৃষ্ঠিশ্চিরং ভূপ ত্বয়া দগ্ধাগ্নিনা পুরা। অহং জ্বলন্তীমিব তাং পশ্যামাদ্যাপি সত্রিণা॥ ৪৮॥ ইদং বিমানমায়াতং ত্বয়া কস্মান্নিরাকৃতম্। দেবদূতসমাযুক্তং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্নিজার্জ্জিতান্॥ ৪৯॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। চতুর্মুখেণ তেনাহং স্বর্গান্ নির্ব্বাসিতঃ স্বয়ম্। বিলক্ষ্যো ন প্রয়াস্যামি পাতাধিকাদিদূষিতে॥ ৫০॥ তস্মাদ্বিবেকবৈরাগ্যমবিদ্যাপাপনাশনম্। আলিঙ্গ্যাহং যতিষ্যামি প্রাপ্য বোধং বিমুক্তয়ে॥ ৫১॥ তন্মে গৃহাগতস্যাদ্য যথাতিথ্যকরো ভবান্। তদাদিশ যথাপারপ্রারদঃ কোহপি মে গুরুঃ॥ ৫২॥ কূর্ম্ম উবাচ। লোমশো

বিলুপ্ত হইতে চলিল! ভগবান্ শঙ্কর, ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে নিজ নিকটে লইয়া গেলেন। আমি কম্পিতকায়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিলেন যে, রে দুরাচার! যেহেতু তুই কামার্ত্ত হইয়া পতিব্রতাগণের ধর্ষণা করিয়াছিস্, এজন্য আমার শাপে ক্ষণমাত্রেই তুই কূর্ম্ম হ'। পরে আমি সেই শাপতাপহর হরদেবকে প্রণতিপূর্ব্বক অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি কহিলেন, —ষষ্টিতম কল্পে তুমি শাপবিমুক্ত হইয়া মদীয় গণত্ব লাভ করিবে। শিব আমাকে এই কথা বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন। আমি তখনই দশ যোজনবিস্তৃত কূর্ম্মাকার প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র-সলিলে বাস করিতে লাগিলাম। পরে আপনি যখন অনেকানেক যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হন, তখন আমাকে যজ্ঞ সাধনার্থ গ্রহণ করেন। সেই বৃত্তান্ত স্মরণেও আমার ভয় হইতেছে! হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে কল্পসূত্রবিধানানুসারে অনেকানেক চয়ন স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার পৃষ্ঠদেশে দাহজন্য যে ক্ষত জন্মিয়াছে, এই দেখুন—তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান। হে রাজন্! আপনার অনুষ্ঠিত বহুল যজ্ঞের তাপে পৃথিবী তখন অত্যন্ত তাপিতা হওয়ায় সর্ব্বতীর্থের সার সকল পরিস্রুত হইয়া মহীনদী নামে খ্যাতি লাভ করে! ঐ নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রাজন্! পরে কোনও নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটিলে এই শত যোজন মানসসরোবর পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হওয়ায় আমি এখানে আসিয়াছি। এখানে থাকিয়া আমি ষট্পঞ্চাশৎ কল্প অতিক্রম করিয়াছি; আর চারি কল্প অতীত হইলেই আমার মুক্তি হইবে। রাজন্! ঈশ্বরের বরে আমার এই দীর্ঘ আয়ু এবং সতীধর্ম্মদ্রোহহেতু কূর্ম্মত্ব লাভবৃত্তান্ত আমি কহিলাম। এক্ষণে, আপনি আমার শত্রু হইলেও যখন গৃহাগত হইয়াছেন, তখন আপনার কোন্ কার্য্য করিব? বলুন। ৩১—৪৭। হে ভূপাল! আপনি পূর্ব্বে যজ্ঞ করিয়া আমার পৃষ্ঠদেশ দীর্ঘকাল দগ্ধ করিয়াছেন, উহা যেন এখনও জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই যে দেবদূতযুক্ত বিমান আসিয়াছে, আপনি উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন? নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ভোগ্য সকল উপভোগ করুন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ব্রহ্মা নিজেই আমাকে তদীয় লোক হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্তই লজ্জিত হইয়াছি; সুতরাং সেই পতন-ভয়যুক্তস্থানে আর যাইব না। আমি অবিদ্যাপাপনাশক বিবেক-বৈরাগ্যাবলম্বনে মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিব। আমি অদ্য আপনার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত, আপনি অবশ্যই আমার আতিথ্য সৎকার করিবেন; অতএব আমি যাহাতে এই অপারে পারদায়ক কোন গুরু লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ আদেশ করুন।

নাম দীর্ঘায়ুর্বস্তোঽপ্যস্তি মহামুনিঃ। ময়া কলাপগ্রামে স পূর্ব্বং দৃষ্টঃ কচিন্নৃপ ॥ ৫৩ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামস্তমেব সহিতা বয়ম্। প্রাহুঃ পূজ্যতমাং তীর্থাদপি সৎসঙ্গতিং বুধাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইত্থং নিশম্য নৃপতের্বচনং তদানীং সর্ব্বেঽপি তে ষড়থ তং মুনিমুখ্যমাশু। চিত্তে বিধায় মুদিতাঃ প্রযযুর্দ্বিজেন্দ্রং জিজ্ঞাসবঃ সুচিরজীবিতহেতুমস্য ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীপ্রাদুর্ভাবে কূর্ম্মাখ্যানং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অথ তে দদৃশুঃ পার্থ সংযমস্থং মহামুনিম্। ক্রিয়াযোগসমাযুক্তং তপোমূর্ত্তিধরং যথা ॥ ১ ॥ জটাস্থিবরণস্নানকপিলাঃ শিরসা তদা। ধারয়ন্তং লোমশাখ্যমাজ্যসিক্তমিবানলম্ ॥ ২ ॥ সব্যহস্তে তৃণৌঘঞ্চ চ্ছায়ার্থে বিপ্রসত্তমম্। দক্ষিণে চাক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতং মৈত্রমার্গগম্ ॥ ৩ ॥ অহিংসয়ন্ ক্রুক্কাদ্যৈঃ প্রাণিনো ভূমিচারিণঃ। যঃ সিদ্ধিমেতি জপ্যেন স মৈত্রো মুনিরুচ্যতে ॥ ৪ ॥ বকভূপবিচ্চোলূকগৃধ্রকূর্ম্মা বিলোক্য চ। নেমুঃ কলাপগ্রামে তং চিরন্তনতপোনিধিম্ ॥ ৫ ॥ স্বাগতাসনসৎকারেণামুনা তেঽতিসৎকৃতাঃ। যথোচিতং প্রতীতাস্তমাহুঃ কার্য্যং হৃদি স্থিতম্ ॥ ৬ ॥ কূর্ম্ম উবাচ। ইন্দ্রদ্যুম্নোঽয়মবনীপতিঃ সত্রিজনাগ্রণীঃ। কীর্ত্তিলোপান্নিরস্তোঽয়ং বেধসা নাকপৃষ্ঠতঃ ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয়াদিভিঃ প্রাপ্য কীর্ত্ত্যুদ্ধারঞ্চ সত্তম। নায়ং কাময়তে স্বর্গং পুনঃপাতাদিভীষণম্ ॥ ৮ ॥ ভবতানুগৃহীতোঽয়মিহেচ্ছতি মহোদয়ম্। প্রণোদ্যস্তদয়ং ভূপঃ শিষ্যস্তে ভগবন্ময়া ॥ ত্বৎসকাশমিহানীতো ব্রূহি সাধ্বস্য বাঞ্ছিতম্ ॥ ৯ ॥ পরোপকরণং নাম সাধূনাং ব্রতমাহিতম্। বিশেষতঃ প্রণোদ্যানাং শিষ্যবৃত্তিমুপেয়ুষাম্ ॥ ১০ ॥ অপ্রণোদ্যেষু পাপেষু সাধু প্রোক্তমসংশয়ম্। বিদ্বেষং মরণঞ্চাপি কুরুতেঽন্যতরস্য চ ॥ ১১ ॥ অপ্রমত্তঃ প্রণোদ্যেষু মুনিরেষ প্রযচ্ছতি। তদেবেতি ভবানেবং ধর্ম্মং বেত্তি কুতো

কূর্ম্ম কহিলেন,—আমা অপেক্ষাও দীর্ঘায়ু লোমশ নামে এক মুনি আছেন। হে নৃপ! পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাকে আমি কলাপগ্রামে দেখিয়াছিলাম। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—তাহা হইলে আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে যাই। বুধগণ সাধুসঙ্গকে তীর্থাপেক্ষাও পূজ্যতম বলিয়া থাকেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার এই বাক্য শুনিয়া তাঁহারা ছয়জনেই সেই মুনিবরের বিষয় হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে তদীয় সুচির-জীবনের হেতুজ্ঞান লাভার্থ সেই দ্বিজেন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ৪৮—৫৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে পার্থ! অতঃপর তাঁহারা যাইয়া সংযত, ক্রিয়াযোগ-রত, মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায় লোমশ মুনিকে দর্শন করিলেন। তিনি ত্রিকালস্নান জন্য কপিবর্ণ জটা ধারণ করায় ঘৃতপ্রদীপ্ত অনলবৎ প্রতীয়মান। ছায়া বিধানার্থ বামহস্তে তৃণমুষ্টি ধারণ এবং দক্ষিণহস্তে অক্ষমালা গ্রহণ করিয়া সেই মুনি বিরাজমান। সেই বিপ্রসত্তম মৈত্রমার্গানুসারী। যিনি দুর্ব্বাক্যাদি দ্বারা ভূচর প্রাণিগণের হিংসা বর্জ্জন করিয়া জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন, সেই মুনিকে মৈত্র বলা যায়। কলাপগ্রামস্থ সেই চিরন্তন তপোনিধি মুনিকে দেখিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, মার্কণ্ডেয় মুনি, বক, পেচক, গৃধ্র ও কূর্ম্ম,—ইহাঁরা প্রণাম করিলেন। লোমশ মুনি ইহাঁদিগকে যথাযোগ্য উপচারে সৎকার করিলে ইহাঁরা হৃষ্ট হইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। কূর্ম্ম কহিলেন,—হে সত্তম! ইনি যাগশীলগণের অগ্রণী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন; কীর্ত্তিলোপহেতু ব্রহ্মা ইহাঁকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; পরে ইনি মার্কণ্ডেয়াদির সাহায্যে লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ইনি আর পুনঃপতনভয়যুক্ত স্বর্গ কামনা করেন না। পরন্তু আপনার অনুগ্রহে এখানে থাকিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে চাহেন। হে ভগবন্! আমি ইহাঁকে আপনার এখানে আনিয়াছি, ইহাঁর অভিপ্রায় সাধু; ইনি আপনার শিষ্যত্বপ্রার্থী; সুতরাং এই রাজাকে আপনি সদুপদেশ দান করুন। সাধুজনগণের পক্ষে সাধারণের বিশেষতঃ শিষ্যভাবাপন্ন শিক্ষার্হ জনগণের উপকার সাধনই নিরূপিত ব্রত। ১—১০। শিক্ষার অযোগ্য পাপিজনে উপদেশ করিলে তাঁহার ফলে ইহাদিগের পরস্পর বিদ্বেষ কিম্বা অন্যতর ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। আপনি

বয়ম্॥ ১২॥ লোমশ উবাচ। কূর্ম্ম যুক্তমিদং সর্ব্বং ত্বয়াভিহিতমদ্য নঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রোপনীতং তৎ স্মারিতাঃ স্ম পুরাতনম্॥ ১৩॥ ব্রূহি রাজন্ সুবিশ্রব্ধং সন্দেহং হৃদয়স্থিতম্। কস্তে কিমব্রবীচ্ছেষং বক্ষ্যাম্যহং ন সংশয়ঃ॥ ১৪॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। ভগবন্ প্রথমঃ প্রশ্নস্তাবদেব মমোচ্যতাম্। গ্রীষ্মকালেঽপি মধ্যাহ্নে রবৌ কিং ন তবাশ্রমঃ॥ ১৫॥ কুটীমাত্রোঽপি যচ্ছায়া তৃণৈঃ শিরসি পাণিগৈঃ॥ ১৬॥ লোমশ উবাচ। মর্ত্তব্যমস্তাবশ্যঞ্চ কায় এব পতিষ্যতি। কস্যার্থে ক্রিয়তে গেহমনিত্যভবমধ্যগৈঃ॥ ১৭॥ যস্য মৃত্যুর্ভবেন্মিত্রং পীতং বামৃতমুত্তমম্। তস্যৈতদুচিতং বক্তুমিদং মে শ্বো ভবিষ্যতি॥ ১৮॥ ইদং যুগসহস্রেষু ভবিষ্যমভবদ্দিনম্। তদপ্যদ্যত্বমাপন্নং কা কথা মরণাবধে॥১৯॥ কারণানুগতং কার্য্যমিদং শুক্রাদভূদ্-বপুঃ। কথং বিশুদ্ধিমায়াতি ক্ষালিতাঙ্গারবদ্দ॥২০॥ তদস্যাপি কৃতে পাপং শক্রষড়্বর্গনির্জ্জিতাঃ। কথঙ্কারং ন লজ্জন্তে কুর্ব্বাণা নৃপসত্তম॥ ২১॥ তদ্ব্রহ্মণ ইহোৎপন্নঃ সিকতাদ্বয়সম্ভবঃ। নিগমোক্তং পঠন্ শৃণ্বন্নিদং জীবিষ্যতে কথম্॥ ২২॥ তথাপি বৈষ্ণবী মায়া মোহয়ত্যবিবেকিনম্। হৃদয়স্থং ন জানন্তি হ্যপি মৃত্যুং শতায়ুষঃ॥ ২৩॥ দন্তাশ্চলাশ্চলা লক্ষ্মীর্যৌবনং জীবিতং নৃপ। চলাচলমতীবেদং দানমেবং গৃহং নৃণাম্॥ ২৪॥ ইতি বিজ্ঞায় সংসার মসারঞ্চ চলাচলম্। কস্যার্থে ক্রিয়তে রাজন্ কুটজাদিপরিগ্রহঃ॥ ২৫॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। চিরায়ুর্ভগবানেব শ্রূয়তে ভুবনত্রয়ে। তদর্থমহমায়াতস্তৎ কিমেবং বচস্তব॥ ২৬॥ লোমশ উবাচ। প্রতিকল্পং মচ্ছরীরাদেকরোমপরিক্ষয়ঃ। জায়তে সর্ব্বনাশে চ মম ভাবি প্রমাপণম্॥ ২৭॥ পশ্য জানুপ্রদেশং মে দ্ব্যঙ্গুলং রোমবর্জ্জিতম্। জাতং বপুস্তদ্বিভেমি মর্ত্তব্যে সতি কিং গৃহৈঃ॥ ২৮॥ নারদ উবাচ। ইত্থং নিশম্য তদ্বাক্যং স প্রহস্যাতিবিস্মিতঃ। ভূপালস্তস্য পপ্রচ্ছ কারণং তাদৃশায়ুষঃ॥ ২৯॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ। পৃচ্ছামি ত্বামহং ব্রহ্মন্ যদায়ুরিদমীদৃশম্। তব দীর্ঘং প্রভাবোঽসৌ দানস্য তপসো-

---

শিষ্যজনে সাবধানে শিক্ষাদান করেন, আর ধর্ম্মতত্ত্বও আপনিই জানেন; পরন্তু আমরা তাহা জানিব কিরূপে? লোমশ কহিলেন,—হে কূর্ম্ম! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই যুক্তিযুক্ত। তুমি পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলে। রাজন! তুমি বিশ্বস্তচিত্তে হৃদয়স্থ সন্দেহ ব্যক্ত কর; কে কি বলিয়াছে, তাহা বল, অবশিষ্ট আমি বলিব, সন্দেহ নাই। ভগবন্! আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, গ্রীষ্মকালেও মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-তাপে আপনি বসিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্রম করেন না কেন? অগ্রে ইহাই বলুন। আপনি একখানি সামান্য কুটীরও করেন নাই, পরন্তু ছায়ার জন্য একমুষ্টি তৃণ বামহস্তে ধারিয়া তদ্দ্বারা মস্তকাবরণ করিয়াছেন। লোমশ কহিলেন,—অবশ্যই মরিতে হইবে; এ শরীরের পাত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং অল্পকালের নিমিত্ত এই অনিত্য সংসারে গৃহ নির্ম্মাণ করা কিজন্য? মৃত্যু যাহার বন্ধু, কিম্বা যিনি অমৃত পান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই গৃহ নির্ম্মাণ কথা বলা সঙ্গত। যে দিন সহস্র যুগ ব্যবধানে ছিল, তাহাও দেখিতে দেখিতে অতীতপ্রায় হইল! মরণের তো কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাই নাই। কার্য্যমাত্রেই কারণানুগত; এই শরীর শুক্র হইতে উৎপন্ন, সুতরাং প্রক্ষালিত অঙ্গারের ন্যায় কিরূপে এই শরীরের বিশুদ্ধিতা জন্মিবে, বল। হে নৃপবর! সেই অবিশুদ্ধ শরীরের জন্য ষড়্বর্গ-নির্জ্জিত জনগণ পাপানুষ্ঠান করিতে লজ্জা বোধ করে না কেন? সিকতাদ্বয়ের সংযোগের ন্যায় ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন সংসারগত জনগণ নিগমবচন পঠন শ্রবণ করিয়াও জীবিত থাকিতে চায় কিরূপে? ফলতঃ বৈষ্ণবী মায়া অবিবেকী জনগণকে মোহিত করেন; সেই জন্য শতবর্ষজীবী বৃদ্ধও নিজ মনে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে না। নরগণের দন্ত, লক্ষ্মী, যৌবন, জীবন, দান, গৃহ, এতৎসমস্তই নিতান্ত চঞ্চল। রাজন্! এই সংসার সারহীন, অতীব অস্থির;—ইহা জানিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কিজন্য? ১১—২৫। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—ভগবন্! শুনিয়াছি ভুবনত্রয়-মধ্যে আপনিই দীর্ঘায়ুঃ; সেই জন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি; কিন্তু আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? লোমশ কহিলেন,—প্রতিকল্পে আমার শরীর হইতে এক এক গাছি লোম স্খলিত হয়, যখন সমস্ত লোম খসিয়া যাইবে, তখনই আমার মৃত্যু ঘটিবে। দেখ, আমার জানুপ্রদেশের দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান লোমহীন হইয়াছে। সেই জন্যই ভাবিতেছি যে, যখন মরিতেই হইবে, তখন আর গৃহ নির্ম্মাণে প্রয়োজন কি? নারদ কহিলেন,—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, লোমশ মুনির সেই কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে বিস্মিত চিত্তে তাদৃশ আয়ুঃপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহি-

হুথবা॥ ৩০॥ লোমশ উবাচ। শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বজন্মসমুদ্ভবাম্। শিবধর্ম্মযুতাং পুণ্যাং কথাং পাপপ্রণাশনীম্॥ ৩১॥ অহমাসং পুরা শূদ্রো দরিদ্রোঽতীব ভূতলে। ভ্রমামি বসুধাপৃষ্ঠে হ্যশনাপীড়িতো ভৃশম্॥ ৩২॥ ততো ময়া মহল্লিঙ্গং জালিমধ্যগতং তদা। মধ্যাহ্নেঽস্য জলাধারো দৃষ্টশ্চাবিদূরতঃ॥ ততঃ প্রবিশ্য তদ্বারি পীত্বা স্নাত্বা চ শাম্ভবম্। তল্লিঙ্গং স্নাপিতং পূজা বিহিতা কমলৈঃ শুভৈঃ॥ ৩৪॥ অথ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠোঽহং শ্রীকণ্ঠং তং নমস্য চ। পুনঃ প্রচলিতো মার্গে প্রমীতো নৃপসত্তম॥ ৩৫॥ ততোঽহং ব্রাহ্মণগৃহে জাতো জাতিস্মরঃ সুতঃ। স্নাপনাচ্ছিবলিঙ্গস্য সকৃৎ কমলপূজনাৎ॥ ৩৬॥ স্মরন্ বিলসিতং মিথ্যা সত্যাভাসমিদং জগৎ। অবিদ্যাময়মিত্যেবং জ্ঞাত্বা মূকত্বমাস্থিতঃ॥ ৩৭॥ তেন বিপ্রেণ বার্দ্ধক্যে সমারাধ্য মহেশ্বরম্। প্রাপ্তোঽহমিতি মে নাম ঈশান ইতি কল্পিতম্॥ ৩৮॥ ততঃ স বিপ্রো বাৎসল্যাদগদান্ সুবহূন্ মম। চকার ব্যপনেষ্যামি মূকত্বমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৯॥ মন্ত্রবাদান্ বহূন্ বৈদ্যাংশ্চ-পায়নপরানপি। পিত্রোস্তথা মহামায়াসম্বদ্ধমনসো-স্তথা॥ ৪০॥ নিরীক্ষ্য মূঢ়তাং হাস্যমাসীন্মনসি মে তদা। তথা যৌবনমাসাদ্য নিশি হিত্বা নিজং গৃহম্॥ ৪১॥ সম্পূজ্য কমলৈঃ শম্ভুং ততঃ শয়নমভাগাম্। ততঃ প্রমীতে পিতরি মূঢ় ইত্যহমুজ্-ঝিতঃ॥ ৪২॥ সম্বন্ধিভিঃ প্রতীতোঽথ ফলাহারমবস্থিতঃ। প্রতীতঃ পূজয়ামীশমব্জৈর্বহুবিধৈস্তথা॥ ৪৩॥ অথ বর্ষশতস্যান্তে বরদঃ শশিশেখরঃ। প্রত্যক্ষো যাচিতো দেহি জরামরণসঙ্ক্ষয়ম্॥ ৪৪॥ ঈশ্বর উবাচ। অজরামরতা নাস্তি নামরূপভৃতো যতঃ। মমাপি দেহপাতঃ স্যাদবধিং কুরু জীবিতে॥ ইতি শম্ভোর্বচঃ শ্রুত্বা ময়া বৃতমিদং তদা। কল্পান্তে রোমপাতোঽস্তু মরণং সর্ব্বসঙ্ক্ষয়ে॥ ৪৬॥ ততস্তব গণো ভূয়ামিতি মেঽভীপ্সিতো বরঃ। তথেত্যুক্ত্বা স ভগবান্ হরশ্চাদর্শনং গতঃ॥ ৪৭॥ অহং তপসি-নিষ্ঠশ্চ ততঃ প্রভৃতি চাভবম্। ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ

লেন,—ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার যে এতাদৃশ আয়ুঃপ্রাপ্তি হইযাছে, ইহা দানের ফল বা তপস্যার ফল? লোমশ কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ কর; আমার পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতেছি। উহা শিবধর্ম্মান্বিত; সুতরাং পুণ্যা ও পাপনাশিনী। আমি পূর্ব্বে ভূতলে এক অতি দরিদ্র শূদ্র ছিলাম। সুতরাং জঠরজ্বালায় বসুধাতলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। পরে একদা মধ্যাহ্নকালে কোনস্থানে এক শিবলিঙ্গ দেখিতে পাই। সেই লিঙ্গের নিকটেই এক বৃহৎ জলাশয় ছিল; আমি তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান-পানান্তে সেই শিবলিঙ্গকেও স্নান করাইয়া প্রস্ফুটিত কমল দ্বারা তাঁহার পূজা করিলাম। আমি তখন ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ; সুতরাং সেই শ্রীকণ্ঠকে নমস্কার করিয়া পুনরায় পথ চলিতে চলিতে মৃত্যুগ্রস্ত হই। হে রাজন! পরে সেই শিবলিঙ্গে স্নপন ও কমলদ্বারা যে একবার মাত্র তাঁহার পূজা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমি ব্রাহ্মণ-গৃহে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলাম। সে জন্মে আমি সত্যবৎ প্রতীয়মান জগতের মিথ্যাত্ব স্মরণ করিয়া এতৎ সমস্তই কেবল অবিদ্যাবিলাস মাত্র বোধে মূকত্ব অবলম্বন করিয়া রহিলাম। আমার পিতা সেই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে মহেশ্বর ঈশানদেবের আরাধনা করিয়া আমাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন—'ঈশান'। পরে সেই বিপ্র বাৎসল্যবশে আমার মূকত্ব নিবারণার্থ অনেকানেক চিকিৎসক আনিয়া নানাবিধ ঔষধ-মন্ত্রাদি উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহামায়াবদ্ধ-মানস পিতা-মাতার মূঢ়তা দেখিয়া আমার মনে হাস্য উপস্থিত হইত। ক্রমে আমি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিকালে গৃহ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পদ্ম-পুষ্পদ্বারা শম্ভুর পূজা করিয়া, আবার যাইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতাম পরে কালক্রমে আমার পিতার মৃত্যু হইলে বান্ধবগণ আমাকে জড় বোধে পরিত্যাগ করিল। আমি তখন হৃষ্টচিত্তে ফলাহারে জীবন ধারণ করিয়া বিবিধ পদ্মপুষ্পে শম্ভুর পূজা করিতে লাগিলাম। অতঃপর শত বর্ষান্তে শশিশেখর আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বরদানোদ্যত হইলে আমি কহিলাম যে, আমাকে জরা-মরণরহিত করিয়া দিউন। ২৬—৪৪। ঈশ্বর কহিলেন,—নামরূপধারী মাত্রেরই অজরামরতা নাই; আমারও দেহপাত হইবে; সুতরাং জীবনের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লও। শম্ভুর এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম,—প্রতিকল্পে আমার একটী করিয়া লোমপাত হইবে; সমস্ত লোমক্ষয় ঘটিলে তবে আমার মরণ হইবে। পরে আমি আপনার গণ হইব। আমাকে এইরূপই বর দান করুন। ভগবান্ হর "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্দ্ধান করি-

পাপৈর্ম্মুচ্যতে শিবপূজনাৎ॥ ৮৮॥ ব্রহ্মাদ্যৈরিতরৈ-র্বাপি কমলৈর্নাত্র সংশয়ঃ। এবং কুরু মহারাজ ত্বমপ্যাপ্স্যসি বাঞ্ছিতম্॥ ৪৯॥ হরভক্তস্য লোকস্য ত্রিলোক্যাং নাস্তি দুর্লভম্। বহিঃপ্রবৃত্তিং সংগৃহ্য জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াদি চ॥ ৫০॥ লয়ঃ সদাশিবে নিত্য-মন্তর্যোগোহয়মুচ্যতে। দুষ্করত্বাদ্বহির্যোগং শিব এব স্বয়ং জগৌ॥ ৫১॥ পঞ্চভিশ্চার্চ্চনং ভূতৈর্ব্বিশিষ্টফলদং ধ্রুবম্। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদ্যৈরাশয়ৈশ্চাপ্যসংযুতম্॥ ৫২॥ ঈশানমারাধ্য জপন্ প্রণবং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বপাপক্ষয়ে জাতে শিবে ভবতি ভাবনা॥ ৫৩॥ পাপোপহতবুদ্ধীনাং শিবে বার্ত্তাপি দুর্লভা। দুর্লভং ভারতে জন্ম দুর্লভং শিবপূজনম্॥ ৫৪॥ দুর্লভং জাহ্নবীস্নানং শিবে ভক্তিঃ সুদুর্লভা। দুর্লভং ব্রাহ্মণে দানং দুর্লভং বহ্নিপূজনম্॥ ৫৫॥ অল্পপুণ্যৈশ্চ দুষ্প্রাপং পুরুষোত্তমপূজনম্॥৫৬॥ লক্ষেণ জন্মনাং যোগস্তদর্দ্ধেন হুতাশনঃ। পাত্রং শতসহস্রেণ রেবা রুদ্রশ্চ ষষ্টিভিঃ॥ ৫৭॥ ইতীদমুক্তমখিলং ময়া তব মহীপতে। যথায়ুরভবদ্দীর্ঘং সমারাধ্য মহেশ্বরম্॥ ৫৮॥ ন দুর্লভং ন দুষ্প্রাপং ন চাসাধ্যং মহাত্মনাম্। শিব-ভক্তিকৃতাং পুংসাং ত্রিলোক্যামিতি নিশ্চিতম্॥ ৫৯॥ নন্দীশ্বরস্য তেনৈব বপুষা শিবপূজনাৎ। সিদ্ধি-মালোক্য কো রাজন্ শঙ্করং ন নমস্যতি॥ ৬০॥ শ্বেতস্য চ মহীপস্য শ্রীকণ্ঠঞ্চ নমস্যতঃ। কালোঽপি প্রলয়ং যাতঃ কস্তমীশং ন পূজয়েৎ॥ ৬১॥ যদিচ্ছয়া বিশ্বমিদং জায়তে ব্যবতিষ্ঠতে। তথা সংলীয়তে চান্তে কস্তং ন শরণং ব্রজেৎ॥ ৬২॥ এতদ্রহস্য-মিদমেব নৃণাং প্রধানং কর্ত্তব্যমত্র শিবপূজনমেব ভূপ। যস্যান্তরায়পদবীমুপযান্তি লোকাঃ সদ্যো নরঃ শিবনতঃ শিবমেতি সত্যম্॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোমশবৃত্তান্তে শিবপূজনমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

লেন। আমিও সেই হইতে তপস্যায় নিযুক্ত হইলাম। সূর্য্যকিরণ-প্রস্ফুট পদ্ম বা অপর পদ্ম দ্বারা শম্ভুর পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে জনগণ বিমুক্ত হইয়া থাকে! ইহাতে সংশয় নাই। হে মহারাজ! তুমিও এইরূপ কর, তাহা হইলে অভি-বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারিবে। হরভক্ত মানবের ত্রৈলোক্যমধ্যে কিছুই দুর্লভ থাকে না। জ্ঞানে-ন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনের বহিঃ-প্রবৃত্তি নিরাস করিয়া নিয়ত সদাশিবে চিত্তের লয়সাধন করিবে; ইহাকেই অন্তর্যোগ বলে। ইহা দুষ্কর বলিয়া শিব স্বয়ংই পঞ্চভূত দ্বারা বহির্যোগানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ যোগানুষ্ঠানও বিশিষ্ট ফলদায়ক। প্রণবরূপসহায়ে 'ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকা-শয়াদি ধর্ম্মযুক্ত ঈশানের আরাধনা করিয়া মানব মুক্তি লাভ করে। সর্ব্বপাপক্ষয় ঘটিলে শিবভাবনা জন্মে; পরন্তু পাপোপহতবুদ্ধি জনগণের শিববিষয়ক বার্ত্তাও দুর্লভ। ভারতে জন্ম দুর্লভ। শিবপূজা দুর্লভ; গঙ্গাস্নানও দুর্লভ। কিন্তু শিবভক্তি সুদুর্লভ। ব্রাহ্মণে দান দুর্লভ, অগ্নিসমর্চ্চনাও দুর্লভ, আর অল্পপুণ্য জনগণের পক্ষে পুরুষোত্তম-পূজাও দুর্লভ। লক্ষজন্মে যোগ আয়ত্ত হয়; অর্দ্ধ-লক্ষ জন্মে হুতাশন সন্তুষ্ট হন; শতসহস্র জন্মে একটী সৎপাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; রেবা ও রুদ্র, ষষ্টিজন্মে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি মহেশ্বরের আরাধনায় যে প্রকারে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে বৃত্তান্ত আপনার নিকট এই সম্যক্‌রূপে কহিলাম। শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের ত্রিলোকমধ্যে দুর্লভ বা অসাধ্য কিছুই নাই। ইহা নিশ্চিতই! রাজন্! শিবপূজার ফলে নন্দীশ্বর সেই শরীরেই তাদৃশ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি শঙ্করের সেবা না করিবে? শ্বেত রাজা সেই শ্রীকণ্ঠকে নমস্কার করার ফলে কালজয়ে সমর্থ হইয়াছেন। সেই মহেশের সেবা কে না করিবে? যাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন না হইবে? হে রাজন্! ইহ সংসারে নর-গণের শিবপূজাই একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য। আপ-নাকে এই রহস্য কথা কহিলাম। সত্যাদি লোক সকলও এই শিবোপাসনার বিঘ্নস্বরূপ; কারণ অস্থায়ী সুখভোগার্থ শিবোপাসনা বর্জ্জন করিয়া মানব অপরাপর ধর্ম্মাচরণে প্রবর্ত্তিত হয়। পরন্তু শিবপ্রণামের ফলে মানব সদ্যই শিবপদলাভ করে। ৪৫—৬৩।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ইতি তস্য মুনীন্দ্রস্য ভূপতিঃ শুশ্রুবান্ বচঃ। প্রাহ নাহং গমিষ্যামি ত্বাং বিহায় ময়ং ক্বচিৎ॥ ১॥ লিঙ্গমারাধয়িষ্যেঽহদ্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্। ত্বয়ৈবানুগৃহীতোঽহদ্য যান্তু সর্ব্বে যথাগতম্॥ ২॥ তন্নৃপতিবচঃ শ্রুত্বা বকো গৃধ্রোঽথ কচ্ছপঃ। উলূকশ্চ তথৈবোচুঃ প্রণতা লোমশং মুনিম্॥ ৩॥ স চ সর্ব্বসুহৃদ্বিপ্রস্তথেত্যেবাহ তাংস্তদা। প্রণোদ্যান্ প্রণতান্ সর্ব্বানন্বজগ্রাহ শিষ্যবৎ॥ ৪॥ শিবদীক্ষা-বিধানেন লিঙ্গপূজাং সমাদিশৎ॥ তেষামনুগ্রহপরো মুনিঃ প্রণতবৎসলঃ। তীর্থাদপ্যধিকং স্থানে সতাং সাধুসমাগমঃ॥ ৫॥ পচেলিমফলঃ সদ্যো দুরন্তকলুষা-পহঃ। অপূর্ব্বঃ কোঽপি সদ্গোষ্ঠী-সহস্রকিরণোদয়ঃ॥ ৬॥ য একান্ততয়াত্যন্তমন্তর্গততমোপহঃ। সাধুগোষ্ঠীসমুদ্ভূতসুখামৃতরসোর্ম্ময়ঃ॥ ৭॥ সর্ব্বে বরাঃ সুধাশীধুশর্করামধুবড়্রসাঃ। ততস্তে সাধুসংসর্গং সম্প্রাপ্তাঃ শিবশাসনাৎ॥ ৮॥ আরেভিরে ক্রিয়াযোগং মার্কণ্ডনৃপপূর্ব্বকাঃ। তেষাং তপস্যতামেবং সমাজগ্মে কদাচন। তীর্থযাত্রানুষঙ্গেণ লোমশালোকনোৎসুকঃ॥ ৯॥ মুখ্যা পুরুষযাত্রা হি তীর্থযাত্রানুষঙ্গতঃ। সদ্ভিঃ সমাশ্রিতো ভূপ-ভূমি-ভাগস্তথোচ্যতে॥ ১০॥ কৃতার্হণাতিথ্যবিধিং বিশ্রান্তং মাঞ্চ ফাল্গুন। প্রণম্য তেঽথ পপ্রচ্ছুর্নাড়ীজঙ্ঘ-পুরঃসরাঃ॥ ১১॥ ত উচুঃ। শাপভ্রষ্টা বয়ং ব্রহ্মংশ্চত্বারোঽপি স্বকর্ম্মণা। তন্মুক্তিসাধনার্থায় স্থানং কিঞ্চিৎ সমাদিশ॥ ১২॥ ইয়ং হি নিষ্ফলা ভূমিঃ সফলং ভারতং মুনে॥ ১৩॥ তত্রাপি ক্বচিদেকত্র সর্ব্বতীর্থফলং বদ। ইতি পৃষ্টস্তদাহং তৈশ্চ তানব্রবমিদং তদা॥ ১৪॥ সংবর্ত্তং পরিপৃচ্ছধ্বং স বো বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ। সর্ব্বতীর্থফলা-বাপ্তিকারকং ভূপ্রদেশকম্॥ ১৫॥ ত উচুঃ। কুত্রাসৌ বিদ্যতে যোগী নাজ্ঞাসিষ্ম বয়ঞ্চ তম্। সংবর্ত্ত-দর্শনান্মুক্তিরিতি চাস্মদনুগ্রহঃ॥ ১৬॥ যদি জানাসি

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন, লোমশ মুনির এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—আমি আপনাকে ছাড়িয়া অপর কোন মনুষ্যের নিকট যাইব না। আপনা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া আমি এখানে থাকিয়াই অদ্য হইতে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গারাধন করিব। ইঁহারা সকলে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, রাজার এই কথা শুনিয়া বক, গৃধ্র, কচ্ছপ, ও উলুক,—ইহারাও লোমশ মুনিকে প্রণাম করিয়া তদ্রূপই কহিলেন। সেই সর্ব্বসুহৃৎ লোমশ মুনিও "তথাস্তু" বলিয়া সেই প্রণত উপদেশার্হগণের প্রতি শিষ্যবৎ অনুগ্রহ করিলেন। প্রণতবৎসল লোমশমুনি তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শিবদীক্ষা-বিধানানুসারে লিঙ্গ পূজার উপদেশ করিলেন। সাধুসমাগম, তীর্থ অপেক্ষাও অধিক ফলদায়ক; উহার ফল পরিপক্ব, এবং সদ্যই দুরন্ত পাপবিনাশক। সজ্জন-সমাগমরূপ সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব প্রভাব; উহা দ্বারা অন্তর্গত তমোরাশি একান্তরূপে অপসারিত হয়। সাধুসভাসম্ভূত তৃপ্তিপ্রদ অমৃতরসধারাসমূহ, সুধা-শীধু-শর্করা-মধু প্রভৃতি ষড়্বিধ মধুররস-সদৃশ পরিতৃপ্তিবিধায়ক। ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয়াদি ছয় জনেই সাধুসঙ্গমফলে শিবদীক্ষা বিধান প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে ক্রিয়াযোগ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা এইভাবে তপস্যা করিতেছেন, ইতি মধ্যে কদাচিৎ আমি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে লোমশ মুনির দর্শন জন্য উৎসুকচিত্তে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সজ্জনগণ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সৎপুরুষ-দর্শনই মুখ্য বলিয়া মনে করেন; আর ঐ সূত্রে নানারাজপরিগৃহীত পুণ্য ভূভাগেরও দর্শন ঘটিয়া থাকে। ১—১০। যাহা হউক হে অর্জ্জুন! তাঁহারা আমাকে যথাযোগ্য আতিথ্য বিধানে সৎকার করিলেন। পরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সেই বক, পেচক, গৃধ্র ও কূর্ম্ম,—ইহাঁরা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমরা চারিজনেই স্বস্ব কর্ম্মদোষে শাপবশে স্বস্বপদভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আপনি আমাদিগকে এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন,যেখানে আমাদিগের শাপমুক্তি হইতে পারে। হে মুনে! এই ভূমি নিষ্ফলা; ভারতভূমিই সফলা; পরন্তু সেখানেও এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করুন, যেখানে একত্রই সর্ব্বতীর্থফল লাভ হইতে পারে। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন তাহাদিগকে কহিলাম,—আপনারা সংবর্ত্তমুনিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আপনাদিগকে সর্ব্বতীর্থফল-প্রদ ভূপ্রদেশের কথা কহিবেন। তাঁহারা কহিলেন,—আপনি তো আমাদিগকে সংবর্ত্তের দর্শনে মুক্তির উপায় লাভ হইবে, কহিলেন; কিন্তু সেই যোগী কোথায় থাকেন? আমরা তো তাঁহাকে

তং ব্রূহি সুহৃৎসঙ্গো ন নিষ্ফলঃ। ততোঽহমব্রবং তাংশ্চ বিচার্য্যেদং পুনঃপুনঃ॥ ১৭॥ বারাণস্যাম-সাবাস্তে সংবর্ত্তো গুপ্তলিঙ্গভৃৎ। মলদিগ্ধো বিবসনো ভিক্ষাশী কৃতপাদভূঃ॥ ১৮॥ করপাত্রকৃতাহারঃ সর্ব্বথা নিষ্পরিগ্রহঃ। ভাবয়ন্ ব্রহ্ম পরমং প্রণবাভিধ-মীশ্বরম্॥ ১৯॥ ভুক্ত্বা নির্যাতি সায়াহ্নে বনং ন জ্ঞায়তে জনৈঃ। যোগীশ্বরোঽসৌ তদ্রূপাঃ সন্ত্যন্যে লিঙ্গধারিণঃ॥ ২০॥ বক্ষ্যামি লক্ষণং তস্য যথা জ্ঞাস্যথ তং মুনিম্। প্রতোল্যা রাজমার্গে তু নিশি ভূমৌ শবং জনৈঃ॥ ২১॥ অবিজ্ঞাতং স্থাপনীয়ং স্থেয়ং তদবিদূরতঃ। যস্তাং ভূমিমুপাগম্য অকস্মাদ্বিনিবর্ত্ততে॥ ২২॥ স সংবর্ত্তো ন চাক্রামত্যেষ শল্যমসংশয়ম্। প্রষ্টব্যোঽভিমতং চাসাবুপাশ্রিত্য বিনীতবৎ॥ ২৩॥ যদি পৃচ্ছতি কেনাহমাখ্যাত ইতি মাং ততঃ। নিবেদ্য চৈতদ্-বক্তব্যং ত্বামাখ্যায়াগ্নিমাবিশৎ॥ ২৪॥ তচ্ছ্রুত্বা তে তথা চক্রুঃ সর্ব্বেঽপি বচনং মম। প্রাপ্য বারাণসীং দৃষ্ট্বা সংবর্ত্তস্তে তথা ব্যধুঃ॥ ২৫॥ শবং দৃষ্ট্বা চ তৈর্ন্যস্তং সংবর্ত্তো বৈ ন্যবর্ত্তত। ক্ষুৎপরীতোঽপি তং জ্ঞাত্বা যযুস্তমনু শীঘ্রগম্॥ ২৬॥ তিষ্ঠ ব্রহ্মন্ ক্ষণমিতি জল্পন্তো রাজমার্গগম্। যাতি নির্ভর্ৎসয়ত্যেষ নিবর্ত্তধ্বমিতি ব্রুবন্॥ ২৭॥ সময়া মামরে ভোঽদ্য নাগন্তব্যং ন বো হিতম্। পলায়নমসৌ কৃত্বা গত্বা দূরতরং সরঃ। কুপিতঃ প্রাহ তান্ সর্ব্বান্ কেনা-খ্যাতোঽহমিত্যুত॥ ২৮॥ নিবেদয়ত শীঘ্রং মে যথা ভস্ম করোমি তম্। শাপাগ্নিনাথ বা যুষ্মান্ যদি সত্যং ন বক্ষ্যথ॥ ২৯॥ অথ প্রকম্পিতাঃ প্রাহুর্নারদে-নেতি তং মুনিম্। স তানাহ পুনর্যাতঃ পিশুনঃ ক নু সম্প্রতি॥ ৩০॥ লোকানাং যেন শাপাগ্নৌ ভস্ম-শেষং করোমি তম্। ব্রহ্মবন্ধুমহং প্রাহুর্ভীতাস্তে তং পুনর্মুনিম্॥ ৩১॥ ত ঊচুঃ। ত্বাং নিবেদ্য স চাস্মাকং প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্। তৎকালমেব বিপ্রেন্দ্র ন বিদ্মস্তত্র কারণম্॥ ৩২॥ সংবর্ত্ত উবাচ। অহমপ্যেবমেবাস্য কর্ত্তা তেন স্বয়ং কৃতম্। তদব্রূত

জানি না। আপনি যদি জানেন, তবে তাহা বলুন; দেখুন, সুহৃৎসঙ্গ কদাচ নিষ্ফল হয় না। পরে আমি পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলাম,—তিনি সম্প্রতি বারাণসীধামে সর্ব্বথা গুপ্তাকারে আছেন। তিনি মলসংলিপ্তগাত্র, নগ্ন ও সর্ব্বথা নিষ্পরিগ্রহ। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভিক্ষালব্ধ অন্ন, হস্তে করিয়াই ভোজন করেন; ভোজন জন্য অপর কোন পাত্র ব্যবহার করেন না। ভোজনান্তে সন্ধ্যাকালে বনে গমন করেন; সতত প্রণববাচ্য পরব্রহ্মের ভাবনা করেন; কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি যোগীশ্বর; পরন্তু তাঁহার ন্যায় বেশভূষাধারী আরও অনেক আছে; সুতরাং আপনারা যাহাতে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি। আপনারা সেখানে যইয়া রাত্রিকালে অন্য কোন লোকে জানিতে না পারে, এমন ভাবে রাজপথপার্শ্বে ভূতলে একটী শব স্থাপন করিয়া তাহারই নিকটে অবস্থান করিবেন। যিনি সেই স্থানে আসিয়া সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তিনিই সংবর্ত্ত; তিনি কখনই তাদৃশ দূষিত ভূমি আক্রমণ করেন না। আপনারা বিনীত ভাবে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে অভিমত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার কথা কে বলিয়াছে? তবে আমার কথা কহিয়া বলিবেন যে, তিনি আপনার কথা কহিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। ১১—২৪। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই আমার কথানুসারে বারাণসীতে যাইয়া তদ্রূপই করিলেন। তাঁহারা শবস্থাপন করিলে পর সংবর্ত্ত তদ্দর্শনে ক্ষুধার্ত্ত থাকিলেও দ্রুতবেগে বিনিবৃত্ত হইলেন। তখন উঁহারা চারি জনে সংবর্ত্তকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা "ব্রহ্মন্ ক্ষণকাল অবস্থান করুন" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিলে তিনি কুপিতচিত্তে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা সহকারে "অরে নিবৃত্ত হ' আমার সহিত আসিস্ না। আসিলে তোদের ভাল হইবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিয়া দূরতর কোনও সরোবরসমীপে যাইয়া কহিলেন,—"আমার কথা কে বলিয়াছে? শীঘ্র বল্, আমি শাপাগ্নি দ্বারা তাহাকে ভস্ম করি, আর যদি সত্য না বলিস্, তবে তোদিকে ভস্ম করিব। তাঁহারা তখন কম্পিত কায়ে কহিলেন, নারদ বলিয়াছেন। সংবর্ত্ত কহিলেন—সেই পিশুন ব্রাহ্মণাধম এখন কোন্ লোকে গিয়াছে? তাহাকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিব। তাঁহারা তখন ভীতচিত্তে কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি আমাদিগকে আপনার কথা কহিয়া তখনই অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ যে কি, তাহা জানি না। সংবর্ত্ত কহিলেন,—আমিও তাহার সেই ব্যবস্থাই করিতাম, কিন্তু সে

কার্য্যং নৈবাত্র চিরং স্থাস্যামি বঃ কৃতে॥ ৩৩॥ অর্জ্জুন উবাচ। যদি নারদ দেবর্ষে প্রবিষ্টোঽসি হুতাশনম্। জীবিতস্তৎ কথং ভূয় আশ্চর্য্যমিতি মে বদ॥ ৩৪॥ নারদ উবাচ। ন হুতাশঃ সমুদ্রো বা বায়ুর্বা বৃক্ষপর্ব্বতঃ। আয়ুধং বা ন মে শক্তা দেহপাতায় ভারত॥ ৩৫॥ পুনরেতৎ কৃতং চাপি সংবর্ত্তো মন্যতে যথা। অহং সম্মানিতশ্চেতি বহ্নিং প্রাপ্যাপ্যগামহম্॥ ৩৬॥ যথা পুষ্পগৃহে কশ্চিৎ প্রবিশত্যঙ্গ ফাল্গুন। তথাহমগ্নিং সংবিশ্য যাতবানুত্তরং শৃণু॥ ৩৭॥ সংবর্ত্তস্তান্ পুনঃ প্রাহ মার্কণ্ডেয়মুখানিতি। বিশল্যঃ ক্রিয়তাং পন্থাঃ ক্ষুধিতোঽহং পুনঃ পুরীম্। ভিক্ষার্থং পর্য্যটিষ্যামি প্রশ্নং প্রব্রূত চৈব মে॥ ৩৮॥ ত উচুঃ। শাপভ্রষ্টা বয়ং মোক্ষং প্রাপ্স্যামস্তদনুগ্রহাৎ। প্রতীকারং তদাখ্যাহি প্রণতানাং মহামুনে॥ ৩৯॥ যত্র তীর্থে সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। তত্তীর্থং ব্রূহি সংবর্ত্ত তিষ্ঠামো যত্র বৈ বয়ম্॥ ৪০॥ সংবর্ত্ত উবাচ। নমস্কৃত্য কুমারায় দুর্গাভ্যশ্চ নরোত্তমাঃ। তীর্থঞ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি মহীসাগরসঙ্গমম্॥ ৪১॥ অমুনা রাজসিংহেন ইন্দ্রদ্যুম্নেন ধীমতা। যজনাদ্দ্ব্যঙ্গুলোৎসেধা কৃতেয়ং বসুধা যদা॥ ৪২॥ তদা সন্তাপ্যমানায়া ভুবঃ কাষ্ঠক বৈ যথা। সুস্রাব যো জলৌঘশ্চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৪৩॥ মহীনাম নদী সা চ পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ। তীর্থানি তেষাং সলিলসম্ভবং তজ্জলং বিদুঃ॥ ৪৪॥ মহীনাম সমুৎপন্না দেশে মালবকাভিধে। দক্ষিণং সাগরং প্রাপ্তা পুণ্যোভয়তটা শিবা॥ ৪৫॥ সর্ব্বতীর্থময়ী পূর্ব্বং মহীনাম মহানদী। কিং পুনর্যঃ সমাযোগস্তস্যাশ্চ সরিতাং পতেঃ॥ ৪৬॥ বারাণসী কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা রেবা সরস্বতী॥ ৪৭॥ তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা চন্দ্রভাগা ইরাবতী। কাবেরী সরযূশ্চৈব গণ্ডকী নৈমিষং তথা॥ ৪৮॥ গয়া গোদাবরী চৈব অরুণা বরুণা তথা। এতাঃ পুণ্যাঃ শতশোঽন্যা যাঃ কাশ্চিৎ সরিতো ভুবি॥ ৪৯॥ সহস্রবিংশতিশ্চৈব ষট্‌শতানি তথৈব চ। তাসাং সারসমদ্ভূতং মহীতোয়ং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫০॥ পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থেষু স্নাত্বা যৎফলমাপ্যতে। তন্মহীসাগরে প্রোক্তং কুমারস্য বচো যথা॥ ৫১॥ একত্র সর্ব্ব-

---

নিজেই তাহা করিয়াছে। যাহা হউক, তোমাদিগের প্রয়োজন বল। তোমাদিগের জন্য আমি অনেকক্ষণ এখানে থাকিব না। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবর্ষি নারদ! আপনি যদি হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তবে আবার জীবিত হইলেন কিরূপে? এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বলুন। নারদ কহিলেন, হে ভারত! হুতাশন সমুদ্র, বায়ু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, বা অস্ত্র,—কিছুই আমার দেহনাশে সক্ষম নহে। তথাপি আমি সংবর্ত্ত যাহাতে "আমি সম্মানিত হইয়াছি" বলিয়া বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বহ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলাম। হে অর্জ্জুন! সাধারণ লোক যেমন পুষ্পগৃহে প্রবেশ করে, আমি তদ্রূপ সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে নির্গত হইলাম। এক্ষণে পরবর্ত্তী বিবরণ শুন। তাঁহারা কহিলেন,—হে মহামুনে! আমরা শাপভ্রষ্ট; আপনার অনুগ্রহে যাহাতে সেই শাপের প্রতীকার হয়, আমরা যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, এই প্রণত জনগণের প্রতি তদ্রূপ উপদেশ করুন। হে সংবর্ত্ত! যে তীর্থে যাইয়া মানব সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়, সেই তীর্থের উপদেশ করুন; আমরা সেখানে যাইয়া বাস করিব। সংবর্ত্ত কহিলেন,—হে নরোত্তমগণ! আমি কুমার দেবকে ও দুর্গাপ্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া মহীসাগর-সঙ্গম তীর্থের উল্লেখ করিতেছি। রাজশ্রেষ্ঠ ধীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ জন্য যখন পৃথিবীকে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে উন্নীত করিয়াছিলেন, তখন ভূতলে যে কাষ্ঠরাশি প্রজ্বালিত করা হয়, তাহার তাপে সন্তাপিতা ধরিত্রীর রসভাগ পরিস্রুত হইয়া মহীনাম্নী নদীরূপ ধারণ করে। ঐ নদী সর্ব্বদেব-নমস্কৃতা। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তের জলই মিলিতভাবে ঐ নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই নদী মালবদেশে বিরাজমান। উহার উভয় তটই পুণ্যপ্রদ। উহা দক্ষিণসাগরে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। সেই মহী নদী সর্ব্বতীর্থময়ী; পরন্তু সেখানে সাগরসঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থানের মাহাত্ম্য আর কি বলিব? বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, রেবা, সরস্বতী, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, কাবেরী, সরযূ, গণ্ডকী, নৈমিষারণ্য, গয়া, গোদাবরী, অরুণা, বরুণা, এই সমস্ত এবং বিংশতি সহস্র ষট্‌শত পবিত্র বিখ্যাত নদী, আর এতদ্ভিন্ন ভূতলে যে শত সহস্র পুণ্য নদী আছে, তৎসমস্তের সারভাগ হইতেই মহীনদীর সমুৎপত্তি। ২৫—৫০। পৃথিবীর সকল তীর্থে স্নান করিলে যে ফল, মহীসাগর-সঙ্গমে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়; ইহা কুমার বলিয়াছেন। যদি এক স্থানে সমস্ত তীর্থের

তীর্থানাং যদি সংযোগমিচ্ছথ। তদ্গচ্ছথ মহাপুণ্যং মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ৫২ ॥ অহং চাপি চ তত্রৈব বহূন্ বর্ষগণান্ পুরা। অবসং চাগতশ্চাত্র নারদস্য ভয়াত্তথা ॥ ৫৩ ॥ স হি তত্র সমীপস্থঃ পিশুনশ্চ বিশেষতঃ। মরুত্তঃ কুরুতে যত্নং তস্মৈ ব্রূয়াদিদং ভয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ অত্র দিগ্বাসসাং মধ্যে বহূনাং তৎসমস্তহম্। নিবসাম্যতিপ্রচ্ছন্নো মরুত্তাদর্তিভীতবৎ ॥ ৫৫ ॥ পুনরত্রাপি মাং নূনং কথয়িষ্যতি নারদঃ। তথাবিধা হি চেষ্টাস্য পিশুনস্য প্রদৃশ্যতে ॥ ৫৬ ॥ ভবদ্ভিশ্চ ন চাপ্যত্র বক্তব্যং কস্যচিৎ ক্বচিৎ। মরুত্তঃ কুরুতে যত্নং ভূপালো যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥ দেবাচার্য্যেণ সন্ত্যক্তো ভ্রাত্রা মে কারণান্তরে। গুরুপুত্রঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা যজ্ঞার্ত্বিজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৫৮ ॥ অবিদ্যান্তর্গতৈর্যজ্ঞকর্ম্মভির্ন প্রয়োজনম্। মম হিংসাত্মকৈরস্তি নিগমোক্তৈরচেতনৈঃ ॥ ৫৯ ॥ সমিৎপুষ্পকুশপ্রায়ৈঃ সাধনৈর্যদ্যচেতনৈঃ। ক্রিয়তে তত্তথা ভাবি কার্য্যং কারণবন্নৃণাম্ ॥ ৬০ ॥ তদ্ যূয়ং তত্র গচ্ছধ্বং শীঘ্রমেব নৃপানুগাঃ। অস্তি বিপ্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ তত্র বৈ ॥ ৬১ ॥ স হি পূর্ব্বং মিথো পুর্য্যাং বসন্নাশ্রমমুত্তমম্। আগচ্ছমানং নকুলং দৃষ্ট্বা গার্গীং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ গার্গি রক্ষ পয়ো ভদ্রে নকুলোঽয়মুপৈতি চ। পয়ঃ পাতুং কৃতমতিং নকুলং ত্বং নিরাকুরু ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তো নকুলঃ ক্রুদ্ধঃ স হি ক্রুদ্ধঃ পুরাভবৎ। জমদগ্নেঃ পূর্ব্বজৈশ্চ শপ্তঃ প্রোবাচ তং মুনিম্ ॥ ৬৪ ॥ অহো বা ধিগ্‌ধিগ্‌ধিগিত্যেব ভূয়ো ধিগিগিতি চৈব হি। নির্লজ্জতা মনুষ্যাণাং দৃশ্যন্তে পাপকারিণাম্ ॥ ৬৫ ॥ কথন্তে নাম পাপানি প্রকুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ। মরণান্তরিতা যেষাং নরকে তীব্রবেদনা ॥ ৬৬ ॥ নিমেষোঽপি ন শক্যেত জীবিতে যস্য নিশ্চিতম্। তন্মাত্রপরমায়ুর্যঃ পাপং কুর্য্যাৎ কথং স চ ॥ ৬৭ ॥ ত্বং মুনে মন্যসে চেদং কুলীনোঽস্মীতি বুদ্ধিমান। ততঃ ক্ষিপসি মাং মূঢ় নকুলোঽয়মিতি স্ময়ন্ ॥ ৬৮ ॥ কিমধীতং যাজ্ঞবল্ক্য কা যোগেশ্বরতা তব। নিরপরাধং ক্ষিপসি ধিগধীতং হি তত্তব ॥ ৬৯ ॥ কস্মিন্ বেদে স্মৃতৌ কস্যাং প্রোক্তমেতদ্‌ব্রবীহি মে। পরুষৈরিতি বাক্যৈর্মাং নকুলেতি ব্রবীষি যৎ ॥ ৭০ ॥ কিমিদং নৈব জানাসি যাবত্যঃ পরুষা গিরঃ।

ফল লাভ করিতে বাসনা থাকে তবে মহীসাগরসঙ্গমে যাও। আমিও পূর্ব্বে সেখানে বহুবৎসর বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু নারদের ভয়ে সেখান হইতে এখানে আসিয়াছি। সেই পিশুন সেখানে আমার নিকটেই বাস করিত; মরুত্ত আমাকে পাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে; নারদ যদি তাহাকে আমার কথা বলিয়া দেয়, ইহাই আমার ভয় ছিল। মরুত্তের ভয়ে এখানেও অনেকদিন দিগম্বরদিগের মধ্যে আমি অতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছি; কিন্তু দেখিতেছি, আমি যে এখানে আছি, নারদ ইহাও মরুত্তকে বলিয়া দিবে। সে অতি পিশুন, তাহার স্বভাবই এইরূপ দেখা যায়। আপনারাও কদাচ কাহাকেও আমার সংবাদ বলিবেন না। মরুত্ত রাজা যজ্ঞসম্পাদনার্থ আমার জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ। কোনও কারণে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি মরুত্তের গুরুপুত্র। সুতরাং আমাকে যজ্ঞের ঋত্বিক্ করিবার জন্যই তাঁহার যত্ন। কিন্তু নিগমোক্ত অবিদ্যাবিজৃম্ভিত হিংসাত্মক অচেতন যজ্ঞে আমার প্রবৃত্তি নাই। অচেতন সমিৎ-পুষ্প-কুশাদি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়; সুতরাং সেই যজ্ঞকার্য্যও তো কারণের ন্যায়ই অসম্পন্ন হইবে ॥৫১—৬০। অতএব আপনারা এই ইন্দ্রজের রাজার সহিত অবিলম্বে সেখানে যাউন। স্বয়ং ব্রহ্মা এবং বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে আছেন। পূর্ব্বে তিনি মিথিলানগরে আশ্রমে বাস করিতেন। একদা কোনও নকুলকে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি গার্গীকে কহিলেন,—ভদ্রে! একটা নকুল আসিতেছে, তুমি দুগ্ধ রক্ষা কর; দুগ্ধপানার্থ সমাগত নকুলকে তাড়াইয়া দাও। ইহাতে নকুল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। সে জমদগ্নির পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক অতিশপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধই ছিল। সে যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিল,—অহো! ধিক্! ধিক্!! আবার ধিক্!!! পাপী মানুষগণের কি নির্লজ্জতা! মরণান্তে সে নরকে গিয়া তীব্র যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, অথচ নরাধমেরা পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না কেন? যে জীবনের স্থায়িত্ব বিষয়ে নিমেষ মাত্রও বিশ্বাস নাই, তাদৃশ পরমায়ুঃশালী নরগণ পাপ করে কেমন করিয়া? হে মুনে! তুমি আপনাকে বুদ্ধিমান্ কুলীন বলিয়া মনে কর; মূঢ়! সেইজন্য তুমি গর্ব্ববশে আমাকে নকুল বলিয়া উপহাস করিতেছ! ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি অধ্যয়ন করিয়াছ? তোমার যোগৈশ্বর্য্যই বা কি প্রকার? নিরপরাধ ব্যক্তিকে উপহাস করিতেছ; তোমার অধ্যয়নেও ধিক্! তুমি যে আমাকে 'নকুল' এই পরুষ বাক্যে উপহাস করিলে ইহা কোন্ বেদে,

পরং সংশ্রাব্যতে তাবচ্ছঙ্কবঃ শ্রোত্রতঃ পুরা ॥ ৭১ ॥ কণ্ঠে যমানুগাঃ পাদং কৃত্বা তস্য সুদুর্ম্মতেঃ। অতীব রুদতো লোহশঙ্কূন্ ক্ষেপ্স্যন্তি কর্ণয়োঃ ॥ ৭২ ॥ বাবদূকাশ্চ ধ্বজিনো মুঞ্চন্তি কৃপণান্ জনান্। স্বয়ং হস্তসহস্রেণ ধর্ম্মস্তৈবং ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৩ ॥ বজ্রস্য দিগ্ধশস্ত্রস্য কালকূটস্য চাপ্যুত। সমেন বচসা তুল্যং মৃত্যোরিতি মমাভবৎ ॥ ৭৪ ॥ কর্ণনালিকনারাচান্নির্হরন্তি শরীরতঃ। বাকৃছল্যস্ত ন নির্হর্ত্তুং শক্যো হৃদিশয়ো হি সঃ ॥ ৭৫ ॥ যন্ত্রপীড়ৈঃ সমাক্রম্য বরমেব হতো নরঃ। ন তু তং পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্জিঘাংসেত কথঞ্চন ॥ ৭৬ ॥ ত্বয়া ত্বহং যাজ্ঞবল্ক্য নিত্যং পণ্ডিতমানিনা। নকুলোহসীতি তীব্রেণ বচসা তাড়িতঃ কুতঃ ॥ ৭৭ ॥ সংবর্ত্ত উবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ভৃশং বিস্মিতমানসঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোহব্রবীদেতৎ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ॥ ৭৮ ॥ নমো ধর্ম্মায় মহতে ন বিদ্মো যস্য বৈভবম্। পরমাণুমপি ব্যক্তং কোহত্র বিদ্যামদঃ সতাম্ ॥ ৭৯ ॥ বিরঞ্চিবিষ্ণুপ্রমুখাঃ সোমেন্দ্রপ্রমুখাস্তথা। সর্ব্বজ্ঞাস্তেহপি মুহ্যন্তি গণনাস্মাদৃশাঞ্চ কা ॥ ৮০ ॥ ধর্ম্মজ্ঞোহস্মীতি যো মোহাদাত্মানং প্রতিপদ্যতে। স বায়ুং মুষ্টিনা বদ্ধুমীহতে কৃপণো নরঃ ॥ ৮১ ॥ কেচিদজ্ঞানতো নষ্টাঃ কেচিজ্জ্ঞানমদাদপি। জ্ঞানং প্রাপ্যাপি নষ্টাশ্চ কেচিদালস্যতোহধমাঃ ॥ ৮২ ॥ বেদস্মৃতীতিহাসেষু পুরাণেষু প্রকল্পিতম্। চতুঃপাদং তথা ধর্ম্মং নাচরত্যধমঃ পশুঃ ॥ ৮৩ ॥ স পুরা শোচতে ব্যক্তং প্রাপ্য তচ্চান্তকং গৃহম্। তথাহি গৃহ্যকারেণ শ্রুতৌ প্রোক্তমিদং বচঃ ॥ ৮৪ ॥ নকুলং সকুলং ব্রূয়ান্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ। প্রপঠন্নপি চৈবাহমিদং সর্ব্বং তথা শুকঃ ॥ ৮৫ ॥ আলস্যেনাপ্যনাচারাদ্বৃথাকার্য্যেকমঙ্গ তৎ ॥ ৮৬ ॥ কেবল পাঠমাত্রেণ যশ্চ সন্তুষ্যতে নরঃ। তথা পণ্ডিতমানী চ কোহন্যস্তস্মাৎ পশুর্মতঃ ॥৮৭॥ ন চ্ছন্দাংসি বৃজিনাত্তারয়ন্তি মায়াবিনং মায়য়া বর্ত্তমানম্। নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাশ্ছন্দাংস্যেনং প্রজহত্যন্তকালে ॥ ৮৮ ॥ স্বর্গায় বদ্ধকক্ষো যঃ পাঠমাত্রেণ ব্রাহ্মণঃ। স বালো মাতুরঙ্কস্থো গ্রহীতুং সোমমিচ্ছতি ॥ ৮৯ ॥ তত্ত্ববান্ সর্ব্বথা মহ্যমনয়ং সোঢ়ু-

---

কোন্ স্মৃতিতে উক্ত আছে? তুমি কি জান না যে, অপর ব্যক্তি যতগুলি পরুষ বাক্য শ্রাবিত হয়, সেই পরুষবাদী সুদুর্মতি ব্যক্তি রোদন করিতে থাকিলেও যমদূতগণ, পদদ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশ আক্রমণপূর্ব্বক তাহার কর্ণে, ততগুলি লোহশঙ্কু বিদ্ধ করিয়া থাকে। তোমার ন্যায় বাচাল ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিগণ অজ্ঞ জনগণকে ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া প্রতারণা করে; কিন্তু নিজেরা ধর্ম্মের সহস্র হস্ত দূরে থাকে। তোমার দুর্ব্বাক্য, আমার পক্ষে বজ্র, শাণিত অস্ত্র, কালকূট এবং মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইয়াছে। কর্ণী, নালিক, নারাচাদি অস্ত্র শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারা যায়, কিন্তু বাক্শল্য বহিষ্কার করিতে পারা যায় না; উহা হৃদয়েই নিহিত থাকে। মনুষ্যকে পীড়নযন্ত্র দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করাও বরং ভাল, কিন্তু পরুষবাক্যে হিংসা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ওহে নিয়ত পণ্ডিতাভিমানী যজ্ঞবল্ক্য! তুমি আমাকে 'নকুল' বলিয়া তীব্র বাক্যে তাড়না করিলে কেন? সংবর্ত্ত কহিলেন,—নকুলের এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অতীব বিস্মিতচিত্তে করযোড়ে কহিলেন,—মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার!—যাঁহার মহিমার একটী পরমাণুও আমরা জানিতে পারি নাই। সুতরাং সংসারে সুধীগণের আবার বিদ্যা-গর্ব্ব কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রপ্রমুখ সর্ব্বজ্ঞগণও ধর্ম্মতত্ত্বে বিমুগ্ধ হন, আমাদের ন্যায় লোকের কথা কি? ৭১—৮০। যে জন মোহবশে "আমি ধর্ম্মজ্ঞ" এইরূপ অভিমান করে, সেই মূঢ় নর, বায়ুকে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিতে চায়। কেহ কেহ অজ্ঞানবশে নষ্ট হয়, কেহ বা জ্ঞানমদে বিনষ্ট হয়; আর কোন কোন অধম মানব জ্ঞানলাভ করিয়াও আলস্যবশে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশুসম অধম জনগণ বেদ-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদি-শাস্ত্রে কল্পিত চতুষ্পাদ ধর্ম্মের আচরণ করে না; তাহারা পরকালে যম-ভবনে যাইয়া নিশ্চয়ই শোক করিয়া থাকে। গৃহ্যকারও বলিয়াছেন,—কাহারও মর্ম্মে আঘাত দিবে না;—নকুলকেও সকুল বলিবে। আমি শুকপক্ষীর ন্যায় এ সকল পড়িলেও আলস্য ও অনাচারবশে বিফল হইয়াছে। যে মনুষ্য কেবল পাঠমাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, এবং আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, তাহা অপেক্ষা পশু-পদবাচ্য আর কে আছে? শঠ-ব্যবহার-পরায়ণ মায়াবী ব্যক্তিকে বেদসকল পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না; উদ্গতপক্ষ পক্ষীদিগের নীড় পরিত্যাগের ন্যায় বেদসমূহ অন্তকালে তাহাকে পরিহার করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র বেদ শাস্ত্র পাঠ করিয়াই স্বর্গলাভার্থ বদ্ধকক্ষ হয়, সেই বালক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া চন্দ্রকে ধরিতে চায়। অতএব আপনি আমার এই দুর্ব্ব্যবহার ক্ষমা করুন।

মর্হসি। সর্ব্বঃ কোঽপি বদত্যেবং তস্মৈবমুদাহৃতম্ ॥ ৯০ ॥ নকুল উবাচ। যৃথেদং ভাষিতং ত্বভ্যং সর্ব্বলোকেন যৎ সমম্। আত্মানং মন্যসে নৈতদ্বক্তুং যোগ্যং মহাত্মনাম্ ॥ ৯১ ॥ বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্। নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহ-দন্তরম্ ॥ ৯২ ॥ অন্যে চেৎ প্রাকৃতা লোকা বহু-পাপানি কুর্ব্বতে। প্রধানপুরুষেণাপি কার্য্যং তৎ পৃষ্ঠতো নু কিম্ ॥ ৯৩ ॥ সর্ব্বার্থং নির্ম্মিতং শাস্ত্রং মনোবুদ্ধী তথৈব চ। দত্তে বিধাত্রা সর্ব্বেষাং তথাপি যদি পাপিনঃ ॥ ৯৪ ॥ ততো বিধাতুঃ কো দোষস্ত এব খলু দুর্ভগাঃ। ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ কিং ভাব্যং লোকবদ্যতঃ ॥ ৯৫ ॥ যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবে-তরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু-বর্ত্ততে ॥ ৯৬ ॥ তস্মাৎ সদা মহদ্ভিশ্চ আত্মার্থঞ্চ পরার্থতঃ। সত্যং ধর্ম্মো ন সন্ত্যাজ্যো ন্যায্যং ত্বচ্ছি-ক্ষণং তব ॥ ৯৭ ॥ যস্মাত্ত্বয়া পীড়িতোঽহং ঘোরেণ বচসা মুনে। তস্মাচ্ছীঘ্রং ত্বাং শপামি শাপযোগ্যো হি মে মতঃ ॥ ৯৮ ॥ নকুলোঽসীতি মামাহ ভবাং-স্তস্মাৎ কুলাধমঃ। শীঘ্রমুৎপৎস্যসে মোহাত্বমেব নকুলো মুনে ॥ ৯৯ ॥ সংবর্ত্ত উবাচ। ইতি বাচং সমাকর্ণ্য ভাব্যর্থকৃতনিশ্চয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্যো মরৌ দেশে বিপ্রস্যা-জায়তাত্মজঃ ॥ ১০০ ॥ দুরাচারস্য পাপস্য নির্ঘৃণ-স্যাতিবাদিনঃ। দুষ্কুলীনস্য জাতোঽসৌ তদা জাতি-স্মরঃ সুতঃ ॥ ১০১ ॥ সোঽথ জ্ঞানাৎ সমালোক্য ভর্ত্তৃযজ্ঞ ইতি দ্বিজঃ। গুপ্তক্ষেত্রং সমাপন্নো মহী-সাগরসঙ্গমম্ ॥ ১০২ ॥ তত্র পাশুপতো ভূত্বা শিবারাধনতৎপরঃ। স্বায়ম্ভুবং মহাকালং পূজয়ন্ বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ১০৩ ॥ যো হি নিত্যং মহাকালং শ্রদ্ধয়া পূজয়েৎ পুমান্। স দৌষ্কুলীনদোষেভ্যো মুচ্যতেঽহিরিব ত্বচঃ ॥ ১০৪ ॥ যথাযথা শ্রদ্ধয়াসৌ তল্লিঙ্গং পরিপশ্যতি। তথাতথা বিমুচ্যেত দোষৈ-র্জন্মশতোদ্ভবৈঃ ॥ ১০৫ ॥ ভর্ত্তৃযজ্ঞস্তু তত্রৈব লিঙ্গ-স্যারাধনাৎ ক্রমাৎ। বীজদোষাদ্বিনির্ম্মুক্তস্তল্লিঙ্গ-মহিমা ত্বসৌ ॥ ১০৬ ॥ বভ্রুং চ নকুলং প্রাহ বিমুক্তো দুষ্টজন্মতঃ। যস্মাত্তস্মাদিদং তীর্থং খ্যাতং বৈ বভ্রুপাবনম্ ॥ ১০৭ ॥ তস্মাদ্‌ব্রজধ্বং তত্রৈব মহীসা-

---

সকলেই ঐরূপ বলে বলিয়া আমিও ওকথা বলিয়াছি। ৮১—৯০। নকুল কহিল,—তুমি যে আপনাকে সর্ব্ব-সাধারণের সমান মনে কর; ইহা মিথ্যাকথা; মহাত্মাদিগের পক্ষে ইহা বলা উচিত নহে। হস্তী, অশ্ব, লোহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বসন, স্ত্রী, পুরুষ, জল,—এসকলের যে পরস্পর তারতম্য, তাহা অতীব সত্য। সাধারণ লোকে যদি অনেক পাপ করে, তাই বলিয়া প্রধান পুরুষগণের কি তাহা পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে? বিধাতা সর্ব্বসাধারণের জন্যই শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ও সকলকেই দিয়া-ছেন; তথাপি যদি জনগণ পাপাচরণ করে, তবে তাহাতে বিধাতার দোষ কি? সেই জনগণই দুর্ভাগ্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কি সাধারণ লোকের ন্যায় হওয়া উচিত? শ্রেষ্ঠ জনেরা যে আচরণ করে, ইতর সাধারণে তাহাই করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ জন যাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে, সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। এজন্য মহাজনগণের আত্মার্থ ও পরার্থ সত্যানু-মোদিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে; পরন্তু তোমারও তাহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে মুনে! যেহেতু তুমি আমাকে দুর্ব্বাক্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছ, সেই জন্য হে মুনে! আমি তোমাকে অবিলম্বেই শাপ দান করিব। তুমি আমার শাপযোগ্য হইয়াছ। তুমি আমাকে মোহ বশে নকুল বলিয়াছ, এজন্য হে মুনে! দুষ্কুলে জন্মিয়া তুমি 'নকুল'পদবাচ্য হইবে।৯১—৯৯। সংবর্ত্ত কহি-লেন,—যাজ্ঞবল্ক্য নকুলের এই বাক্য শুনিয়া ভবি-তব্যতার বলবত্তা বুঝিলেন। পরে তিনি মরু-দেশে কোন দুরাচার পাপী নির্দ্দয় বাচাল হীনকুলজ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ভর্ত্তৃযজ্ঞ। তখনও তিনি জাতিস্মর ছিলেন, সুতরাং জ্ঞান-বলে আত্মদশা বিবেচনা করিয়া মহীসাগরসঙ্গমাখ্য গুপ্ত ক্ষেত্রে যাইয়া পাশুপত বিধানে শিবারাধনায় তৎপর হইলেন। এক্ষণেও তিনি স্বায়ম্ভুব মহাকালের আরাধনা করেন। যে পুরুষ প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে মহাকালের অর্চ্চনা করে, সে দুষ্কুলজাত হইলেও সর্পের নির্ম্মোকপরি-ত্যাগের ন্যায় সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত হয়! সে যেমন যেমন শ্রদ্ধার সহিত সেই লিঙ্গের পূজা করে, তেমন তেমন ভাবেই শতজন্মার্জ্জিত দোষরাশি হইতে মুক্ত হয়। ভর্ত্তৃযজ্ঞও সেই লিঙ্গের আরাধনায় ক্রমশঃ দোষরহিত হইলেন। ইহা সেই লিঙ্গেরই মহিমা। পরে তিনি জন্মদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া সে সংবাদ সেই নকুলকে কহিয়াছিলেন; সেই হইতে উক্ত তীর্থ বভ্রুপাবন নামে খ্যাত

গরসঙ্গমম্। পঞ্চ তীর্থানি সেবন্তো মুক্তিমাপ্স্যথ নিশ্চিতম্ ॥ ১০৮ ॥ ইত্যেবমুক্তা সংবর্ত্তো যযাবভিমতং দ্বিজঃ। ভর্ত্তৃযজ্ঞং মুনিং প্রাপ্য তে চ তত্র স্থিতা-ভবন্ ॥ ১০৯ ॥ ততস্তানাহ স জ্ঞাত্বা গণান্ জ্ঞানেন শাস্তবান্। মহদ্বো বিমলং পুণ্যং গুপ্তক্ষেত্রে যদত্র বৈ ॥ ১১০ ॥ ভবন্তোঽভ্যাগতা যত্র মহীসাগর-সঙ্গমঃ। স্নানং দানং জপো হোমঃ পিণ্ডদানং বিশে-ষতঃ ॥ ১১১ ॥ অক্ষয়ং জায়তে সর্ব্বং মহীসাগর-সঙ্গমে। কৃতং তথাক্ষয়ং সর্ব্বং স্নানদানক্রিয়াদিকম্ ॥ ১১২ ॥ যদাত্র স্থানকং চক্রে দেবর্ষির্নারদঃ পুরা। তদা গ্রহৈর্ব্বরা দত্তাঃ শনিনা চ বরস্ত্বসৌ ॥ ১১৩ ॥ শনৈশ্চরেণ সংযুক্তা ত্বমাবাস্যা যদা ভবেৎ। শ্রাদ্ধং তত্র প্রকুর্ব্বীত স্নানদানপুরঃসরম্ ॥ ১১৪ ॥ যদি শ্রাবণমাসস্য শনৈশ্চরদিনে শুভা। কুহূর্ভবতি তস্যাং তু সংক্রান্তিং কুরুতে রবিঃ ॥ ১১৫ ॥ তস্যামেব তিথৌ যোগো ব্যতীপাতো ভবেদ্ যদি। পুষ্করং নাম তৎ পর্ব্ব সূর্য্যপর্ব্বশতাধিকম্ ॥ ১১৬ ॥ সর্ব্বযোগসমাবাপঃ কথঞ্চিদপি লভ্যতে। তস্মিন্ দিনে শনিং লোহং কাঞ্চনং ভাস্করং তথা ॥ ১১৭ ॥ মহীসাগরসংসর্গে পূজয়ীত যথাবিধি। শনিমন্ত্রৈঃ শনিং ধ্যাত্বা সূর্য্যমন্ত্রৈর্দিবাকরম্ ॥ ১১৮ ॥ অর্ঘ্যং দদ্যাদ্ভাস্করস্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে। প্রয়াগা-দধিকং স্নানং দানং ক্ষেত্রাৎ কুরোরপি ॥ ১১৯ ॥ পিণ্ডদানং গয়াক্ষেত্রাদধিকং পাণ্ডুনন্দন। ইদং সম্প্রাপ্যতে পর্ব্ব মহদ্ভিঃ পুণ্যরাশিভিঃ ॥ ১২০ ॥ পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে দিবি নিশ্চিতম্। যথা গয়াশিরঃ পুণ্যং পিতৃণাং তৃপ্তিদং পরম্ ॥ ১২১ ॥ তথা সমধিকঃ পুণ্যো মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ১২২ ॥ অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ দেহে রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ। এবং ব্রুবন্ শ্রদ্ধয়া সত্যবাক্যং ততো-ঽবগাহেত মহীসমুদ্রম্ ॥ ১২৩ ॥ তাম্রা রস্যাঃ পয়ো-বাহাঃ পিতৃপ্রীতিপ্রদাঃ শুভাঃ। শস্যমালা মহাসিন্ধু-র্দাতুর্দাত্রী পৃথুস্বতা। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য কন্যা চ ক্ষিতিজন্মা ইরাবতী ॥ ১২৪ ॥ মহীপর্ণা মহীশৃঙ্গা গঙ্গা পশ্চিম-বাহিনী। নদী রাজনদী চেতি নামাষ্টাদশমালিকাম্ ॥ ১২৫ ॥ স্নানকালে চ সর্ব্বত্র শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ। পৃথঙ্নোক্তানি নামানি যজ্ঞমূর্ত্তিপদং ব্রজেৎ ॥ ১২৬ ॥ মুখং চ যঃ সর্ব্বনদীষু পুণ্যঃ পাথোধিরম্বা প্রবরা মহী চ। সমস্ততীর্থাকৃতিরেতয়োশ্চ দদামি চার্ঘ্যং প্রণমামি নৌমি ॥ ১২৭ ॥ মহীদোহে মহানন্দসন্দোহে

হইয়াছে! অতএব তোমরা সেই মহীসাগরসঙ্গম তীর্থে যাও, সেখানে যে পঞ্চ তীর্থ আছে, তাহার সেবায় মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। দ্বিজবর সংবর্ত্ত এই বলিয়া অভিমত স্থানে প্রস্থান করি-লেন। তাহারাও সেখানে যাইয়া ভর্ত্তৃযজ্ঞ মুনিকে পাইয়া সেখানেই অবস্থান করিলেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞ মুনি জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহারা যে, মহেশ্বরের গণ, তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,—আপনাদিগের বিলম্বে মহৎ পুণ্য আছে, যেহেতু আপনারা এই গুপ্ত ক্ষেত্রে মহীসাগরসঙ্গমে আসিয়াছেন। স্নান, দান, জপ, তপস্যা,—বিশেষতঃ পিণ্ডদান—তৎ-সমস্তই এই মহীসাগরসঙ্গমে অক্ষয় হইয়া থাকে। যখন দেবর্ষি নারদ এই স্থান স্থাপন করেন, তখন গ্রহগণ বিবিধ বর দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শনৈশ্চর এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, শনিবারে অমাবস্যা হইলে যদি কেহ এখানে স্নানদানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহার বহু পুণ্য হয়। শ্রাবণ মাসে শনিবার, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও ব্যতীপাত যোগ হইলে পুষ্কর নামক যোগ হয়। এই যোগ শত সূর্য্যগ্রহণাধিক পুণ্যদায়ক। সর্ব্বযোগের সমষ্টিস্বরূপ এই মহাযোগ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ লাভ করা যায়। এই দিন লৌহ দ্বারা শনিমূর্ত্তি ও কাঞ্চন দ্বারা রবিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধানে শনিমন্ত্রে শনিকে ও রবিমন্ত্রে রবিকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এ দিনে সূর্য্যকে অর্ঘদানও করিতে হয়। ইহাতে সর্ব্বপাপ শান্তি হইয়া থাকে। হে পাণ্ডুনন্দন! এখানে স্নান প্রয়াগাধিক, দান কুরুক্ষেত্রাধিক, এবং পিণ্ডদান গয়াক্ষেত্রাধিক ফলদায়ক। মহান্ পুণ্যপুঞ্জ ব্যতীত এই যোগ লাভ হয় না; ইহাতে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুণ্য গয়াশির যেমন পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ, এই মহা-পুণ্যদায়ক মহীসাগরসঙ্গমও তদ্রূপ। শ্রদ্ধাসহ-কারে "অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিতে হয়। তাম্রা, রস্যা, পয়োবাহা, পিতৃপ্রীতিপ্রদা, শুভা, শস্যমালা, মহাসিন্ধু, দাতুর্দাত্রী, পৃথুস্বতা, ইন্দ্রদ্যুম্নকন্যা, ক্ষিতি-জন্মা, ইরাবতী, মহীপর্ণা, মহীশৃঙ্গ, গঙ্গা, পশ্চিম-বাহিনী, নদী ও রাজনদী; স্নানকালে ও শ্রাদ্ধ-কালে পৃথক্‌কথিত এই অষ্টাদশ নামমালা পাঠ করিলে মানব যজ্ঞেশ্বরপদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর

বিশ্বমোহিনি। **জাতাসি সরিতাং রাজ্ঞি পাপং হর মহীদ্রবে। ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ** ॥ ১২৮ ॥ **কঙ্কণং রজতস্যাপি যোহত্র নিক্ষিপতে** নরঃ ॥ স জায়তে **মহীপৃষ্ঠে ধনধান্যযুতে কুলে** ॥ ১২৯ ॥ মহীঞ্চ সাগরঞ্চৈব রৌপ্যকঙ্কণপূজয়া। পূজয়ামি ভবেন্মা মে দ্রব্যনাশো দরিদ্রতা ॥ ১৩০ ॥ ইতি কঙ্কণক্ষেপণম্। যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেশ্চ যৎ ফলম্। তৎফলং স্নানদানেন মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ১৩১ ॥ বিবাদে চ সমুৎপন্নে অপরাধে চ যো মতঃ। জলহস্তঃ সদা বাচ্যো মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ১৩২ ॥ সংস্নাপ্যাঘোরমন্ত্রেণ স্থাপ্য নাভিপ্রমাণকে। জলে করং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণং বাচয়েদ্দ্রুতম্ ॥ ১৩৩ ॥ যদি ধর্ম্মোঽত্র সত্যোঽস্তি সত্যশ্চেৎ সঙ্গমস্ত্বসৌ। সত্যাশ্চেৎ ক্রতুদ্রষ্টারঃ সত্যং স্থান্মে শুভাশুভম্ ॥ ১৩৪ ॥ এবমুক্ত্বা করং ক্ষিপ্য দক্ষিণং সকলং ততঃ। নিঃসৃতঃ পাপকারী চেজ্জ্বরেণাপীড্যতে ক্ষণাৎ ॥ ১৩৫ ॥ সপ্তাহাভ্যন্তরে চাপি তাবন্নির্দ্দোষবান্মতঃ। অত্র স্নাত্বা চ জপ্ত্বা চ তপস্তপ্ত্বা তথৈব চ ॥ ১৩৬ ॥ রুদ্রলোকং সুবহবো গতাঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা। সোমবারে বিশেষেণ স্নাত্বা যোঽত্র সুভক্তিতঃ ॥ ১৩৭ ॥ পঞ্চ তীর্থানি কুরুতে মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ। ইত্যাদ্যুক্তং বহুবিধং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৩৮ ॥

"মুখঞ্চ" ইত্যাদি "মহীদ্রবে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে।৯২—১২৮। যে মানব "মহীঞ্চ" ইত্যাদি "দরিদ্রতা" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সেখানে রৌপ্যকঙ্কণ নিক্ষেপ করে, সে মহীতলে ধনধান্যসমাকুল কুলে জন্ম গ্রহণ করে। সর্ব্বতীর্থে ও সর্ব্বযজ্ঞে যে ফল, মহীসাগরসঙ্গমেও স্নানদানে সেই ফল লাভ হয়। বিবাদ স্থলে সত্যাসত্য দোষী কিংবা নির্দ্দোষ তাহা জানিবার জন্য সন্দেহের বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে মহীসাগরসঙ্গমে অঘোর মন্ত্রে স্নান করাইয়া নাভিমাত্র জলে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় দক্ষিণ হস্তে জল স্থাপন করাইয়া "যদি ধর্ম্মোঽত্র" ইত্যাদি "শুভাশুভম্" ইত্যন্ত মন্ত্র দ্রুত পাঠ করাইয়া জল ক্ষেপ করাইবে। যদি সপ্তাহ মধ্যে তাহার জ্বর হয়, তবে তাহাকে পাপী বলিয়া বুঝিবে ; আর যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ তাহার জ্বর হইবে না। এখানে স্নান দান জপ তপ করিয়া অনেকেই পুণ্যফলে রুদ্রলোকে গিয়াছে। বিশেষতঃ সোমবারে ভক্তিসহকারে পঞ্চ তীর্থে স্নান করিলে পঞ্চ পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। এই তীর্থের

ভর্তৃযজ্ঞঃ শিবস্তোচে তেষামারাধনে ক্রমম্। শিবাগমোক্তমাদিশ্য পূজাযোগং যথাবিধি ॥ ১৩৯ ॥ **শিবভক্তিসমুদ্রেকপূরিতঃ প্রাহ তান্মুনিঃ। ন শিবাৎপরমো দেবঃ** সত্যমেতচ্ছিবব্রতাঃ ॥ ১৪০ ॥ শিবং বিহায় যো হ্যন্যদসৎ কিঞ্চিদুপাসতে। করস্থং সোঽমৃতং ত্যক্ত্বা মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ১৪১ ॥ শিবশক্তিময়ং হ্যেতৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে জগৎ ॥ লিঙ্গাঙ্কঞ্চ ভগাঙ্কঞ্চ নান্যদেবাঙ্কিতং ক্বচিৎ ॥ ১৪২ ॥ যশ্চ তং পিতরং রুদ্রং ত্যক্ত্বা মাতরমম্বিকাম্। বর্ত্ততেঽসৌ স্বপিতরং ত্যক্তোঽন্যপিতৃপিণ্ডদঃ। যস্য রুদ্রস্য মাহাত্ম্যং শতরুদ্রীয়মুত্তমম্ ॥ ১৪৩ ॥ শৃণুধ্বং যদি পাপানামিচ্ছধ্বং ক্ষালনং পরম্। ব্রহ্মা হাটকলিঙ্গঞ্চ সমারাধ্য কপর্দ্দিনঃ ॥ ১৪৪ ॥ জগৎপ্রধানমিতি চ নাম জপ্ত্বা বিরাজতে। কৃষ্ণমূলে কৃষ্ণলিঙ্গং নাম চার্জ্জিতমেব চ ॥ ১৪৫ ॥ সনকাদ্যৈশ্চ তল্লিঙ্গং পূজায়াযযুজ্জগদ্‌গতিম্। দর্ভাঙ্কুরময়ং সপ্ত মুনয়ো

মাহাত্ম্য ইত্যাদি রূপে বহুধা উক্ত হইয়াছে। ভর্তৃযজ্ঞ মুনি, শিবব্রত জনগণকে শিবাগমোক্ত বিধানানুসারে শিবারাধন-পদ্ধতি উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই শিবভক্তিপরিপূর্ণ মুনি তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন,—হে শিবব্রত সাধুগণ! শিব অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। শিবকে পরিহার করিয়া যে ব্যক্তি অপর দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সে করতলগত অমৃত বিসর্জ্জন করিয়া মরীচিকার অনুসরণ করে। এই জগৎ শিবশক্তিময় ; ইহাতো প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হয় ; যেহেতু সমগ্র জগৎই লিঙ্গ ও যোনি দ্বারা চিহ্নিত, তদ্ব্যতীত অপর কোন দেবতার চিহ্নেই চিহ্নিত দেখা যায় না। সেই পিতা রুদ্র ও ধাতা অম্বিকাকে পরিহার করিয়া যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয় লয়, সে নিজ পিতা মাতাকে ছাড়িয়া অপরের পিতামাতাকেই পিণ্ডদান করে। সেই রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য শতরুদ্রিয় স্তোত্রে পরিব্যক্ত। তোমরা যদি পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা সেই মহাদেবের হাটক লিঙ্গের আরাধনা করিয়া এবং নাম জপিয়া জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমূল ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ আছে, তাহা কৃষ্ণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত। সনকাদি মুনিগণ তাহার আরাধনা করিয়া সর্ব্বলোকজয়ে সমর্থ হইয়াছেন। সপ্তর্ষিগণ বিশ্বযোনি নামক দর্ভাঙ্কুর-

বিশ্বযোনিকম্ ॥ ১৪৬ ॥ নারদস্তন্তরিক্ষে চ জগদ্বীজমিদং গৃণন্। বজ্রমিন্দ্রো লিঙ্গমেবং বিশ্বাত্মানঞ্চ নাম চ ॥ ১৪৭ ॥ সূর্য্যস্তাম্রং তথা লিঙ্গং নাম বিশ্বসৃজং জপন্। চন্দ্রশ্চ মৌক্তিকং লিঙ্গং জপন্নাম জগৎপতিম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইন্দ্রনীলময়ং বহ্নির্নাম বিশ্বেশ্বরং জপন্। পুষ্পরাগং গুরুর্লিঙ্গং বিশ্বযোনিং জপন্ হরম্ ॥ ১৪৯ ॥ পদ্মরাগময়ং শুক্রো বিশ্বকর্ম্মেতি নাম চ। হেমলিঙ্গঞ্চ ধনদো জপন্নাম্না তথেশ্বরম্ ॥ ১৫০ ॥ রৌপ্যজং বিশ্বদেবাশ্চ নামাপি জগতাং গতিম্। বায়বো রীতিজং লিঙ্গং শম্ভুমিত্যেব নাম চ ॥ ১৫১ ॥ কাশজং বসবো লিঙ্গং স্বয়ম্ভুমিতি নাম চ। ত্রিলোহং মাতরো লিঙ্গং নাম ভূতেশমেব চ ॥ ১৫২ ॥ লৌহং চ রক্ষসাং নাম ভূতভব্যভবোদ্ভবম্। গুহ্যকাঃ সীসজং লিঙ্গং নাম যোগং জপন্তি চ ॥ ১৫৩ ॥ জৈগীষব্যো ব্রহ্মরন্ধ্রং নাম যোগেশ্বরং জপন্। নিমির্নয়নয়োর্লিঙ্গে জপন্ শর্ব্বেতি নাম চ ॥ ১৫৪ ॥ ধন্বন্তরির্গোময়ং চ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরম্। গন্ধর্ব্বা দারুজং লিঙ্গং সর্ব্বশ্রেষ্ঠেতি নাম চ ॥ ১৫৫ ॥ বৈদূর্য্যং রাঘবো লিঙ্গং জগজ্জ্যেষ্ঠেতি নাম চ। বাণো মারকতং লিঙ্গং বসিষ্ঠমিতি নাম চ ॥ ১৫৬ ॥ বরুণঃ স্ফাটিকং লিঙ্গং নাম্না চ পরমেশ্বরম্। নাগা বিদ্রুমলিঙ্গঞ্চ নাম লোকত্রয়ঙ্করম্ ॥ ১৫৭ ॥ ভারতী তাললিঙ্গং চ নাম লোকত্রয়াশ্রিতম্। শনিশ্চ সঙ্গমাবর্ত্তে জগন্নাথেতি নাম চ ॥ ১৫৮ ॥ শনিদেশে মধ্যরাত্রৌ মহীসাগরসঙ্গমে। জাতীজং রাবণো লিঙ্গং জপন্নাম সুদুর্জ্জয়ম্ ॥ সিদ্ধাশ্চ মানসং নাম কামমৃত্যুজরাতিগম্। উক্ষজঞ্চ বলির্লিঙ্গং জ্ঞানাত্মেত্যস্য নাম চ ॥ ১৬০ ॥ মরীচিপাঃ পুষ্পজঞ্চ জ্ঞানগম্যেতি নাম চ। শকৃতাঃ শকৃতং লিঙ্গং জ্ঞানজ্ঞেয়েতি নাম চ ॥ ১৬১ ॥ ফেনপাঃ ফেনজং লিঙ্গং নাম চাপি সুহৃর্ব্বিদম্। কপিলো বালুকালিঙ্গং বরদঞ্চ জপন্ হরম্ ॥ ১৬২ ॥ সারস্বতো বাচিলিঙ্গং নাম বাগীশ্বরেতি চ। গণা মূর্ত্তিময়ং লিঙ্গং নাম রুদ্রেতি চাব্রুবন্ ॥ ১৬৩ ॥ জাম্বুনদময়ং দেবাঃ শিতিকণ্ঠেতি নাম চ। শঙ্খলিঙ্গং বুধো নাম কনিষ্ঠমিতি সঞ্জপন্ ॥ ১৬৪ ॥ অশ্বিনৌ মৃন্ময়ং লিঙ্গং নাম্না চৈব সুবেধসম্। বিনায়কঃ পিষ্টলিঙ্গং নাম্না চাপি কপর্দ্দিনম্ ॥ ১৬৫ ॥ নাবনীতং কুজো লিঙ্গং নাম চাপি করালকম্। তার্ক্ষ্য ঔদনলিঙ্গঞ্চ হর্য্যক্ষেতি হি নাম চ ॥ ১৬৬ ॥ গৌড়ং কামস্তথা লিঙ্গং রতিদং চেতি নাম চ। শচী লবণলিঙ্গন্তু বভ্রুকেশেতি নাম চ ॥ ১৬৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মা চ প্রাসাদলিঙ্গং যাম্যেতি নাম চ। বিভীষণশ্চ পাংসূত্থং সুহৃত্তমেতি নাম চ। বংশাঙ্কুরোত্থং সগরো নাম সঙ্গতমেব চ ॥ ১৬৮ ॥ রাহুশ্চ রামঠং লিঙ্গং নাম গম্যেতি কীর্ত্তয়ন্। লেপ্যলিঙ্গং তথা লক্ষ্মীর্হরি-

---

ময় লিঙ্গ, নারদ অন্তরিক্ষে জগদ্বীজ নামক লিঙ্গ, ইন্দ্র বিশ্বাত্মা নামক বজ্রলিঙ্গ, সূর্য্য বিশ্বসৃক্ নামে তাম্র লিঙ্গ, চন্দ্র জগৎপতি নামক মৌক্তিক লিঙ্গ, অগ্নি বিশ্বেশ্বর নামে ইন্দ্রনীলময় লিঙ্গ, বৃহস্পতি বিশ্বযোনি নামক পুষ্পরাগময় লিঙ্গ, শুক্র বিশ্বকর্ম্মা নামে পদ্মরাগময় লিঙ্গ, কুবের ঈশ্বর নামক হৈম লিঙ্গ, বিশ্বদেবগণ জগদ্‌গতি নামক রৌপ্য লিঙ্গ, বায়ুগণ শম্ভু নামক পিত্তল লিঙ্গ, বসুগণ স্বয়ম্ভু নামক কাশজ লিঙ্গ, মাতৃগণ ভূতেশ নামক ত্রিলৌহময় লিঙ্গ, রাক্ষসগণ ভূতভব্যভবোদ্‌ভব-নামক লৌহময় লিঙ্গ, গুহ্যকগণ যোগ নামক সীসজ লিঙ্গ, জৈগীষব্য ব্রহ্মরন্ধ্রাত্মক যোগেশ্বর নামক লিঙ্গ, নিমি শর্ব্বনামক নয়নময় লিঙ্গ, ধন্বন্তরি সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর নামক গোময়ময় লিঙ্গ, গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামক কাষ্ঠজ লিঙ্গ, রামচন্দ্র জগজ্জ্যেষ্ঠ নামক বৈদূর্য্যময় লিঙ্গ, বাণরাজা বসিষ্ঠ নামক মারকত লিঙ্গ, বরুণ পরমেশ্বর নামক স্ফাটিক লিঙ্গ, নাগগণ লোকত্রয়ঙ্কর নামক বিদ্রুম লিঙ্গ, ভারতী দেবী লোকত্রয়াশ্রিত নামক হরিতালময় লিঙ্গ এবং শনি, শনিদেশে মহীসাগরসঙ্গমে মধ্য রাত্রে জগন্নাথ নামক লিঙ্গ পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন।১২৯—১৬০। মরীচিপ মুনিগণ জ্ঞানগম্য নামক লিঙ্গ, শকৃতগণ শকৃতময় জ্ঞান-জ্ঞেয় নামক লিঙ্গ, ফেনপগণ সুহৃর্ব্বিদ নামক ফেনজ লিঙ্গ, কপিল মুনি বরদ নামক বালুকাময় লিঙ্গ, সারস্বত মুনি বাগীশ্বর নামক বাঙ্ময় লিঙ্গ, গণগণ রুদ্র নামক মূর্ত্তিময় লিঙ্গ, দেবগণ শিতিকণ্ঠ নামক জাম্বুনদময় লিঙ্গ, বুধ কনিষ্ঠ নামক শঙ্খ লিঙ্গ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুবেধস নামে মৃন্ময় লিঙ্গ, বিনায়ক কপর্দ্দী নামে পিষ্ট লিঙ্গ, মঙ্গল করালক নামক নবনীতজ লিঙ্গ, গরুড় হর্য্যক্ষ নামক ওদনময় লিঙ্গ, কামদেব রতিদ নামক গুড়ময় লিঙ্গ, শচী দেবী বভ্রুকেশ নামক লবণ লিঙ্গ, বিশ্বকর্ম্মা যাম্য নামক প্রাসাদ লিঙ্গ, বিভীষণ সুহৃত্তম নামক ধূলিময় লিঙ্গ, সগর রাজা সঙ্গত নামক বংশাঙ্কুরজাত লিঙ্গ, রাহু হিঙ্গুজ গম্য নামক লিঙ্গ, লক্ষ্মী দেবী হরিনেত্র নামক

নেত্রেতি নাম চ ॥ ১৬৯ ॥ যোগিনঃ সর্ব্বভূতস্থং স্থাণুরিত্যেব নাম চ। নানাবিধং মনুষ্যাশ্চ পুরুষং নাম নাম চ ॥ ১৭০ ॥ তেজোময়ঞ্চ ঋক্ষাণি ভগং নাম চ ভাস্বরম্। কিন্নরা ধাতুলিঙ্গঞ্চ সুদীপ্তমিতি নাম চ ॥ ১৭১ ॥ দেবদেবেতি নামাস্তি লিঙ্গঞ্চ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। দন্তজং বারণা লিঙ্গং নাম রংহসমেব চ ॥ ১৭২ ॥ সপ্তলোকময়ং সাধ্যা বহুরূপেতি নাম চ। দূর্ব্বাঙ্কুরময়ং লিঙ্গমৃতবঃ সর্ব্বনাম চ ॥ ১৭৩ ॥ কৌঙ্কুমমপ্সরসো লিঙ্গং নাম শম্ভোঃ প্রিয়েতি চ। সিন্দূরজং চোর্ব্বশী চ নাম চ প্রিযবাসনম্ ॥ ১৭৪ ॥ ব্রহ্মচারিগুরুর্লিঙ্গং নাম চোব্ধীষিণং বিদুঃ। অলক্তকঞ্চ যোগিন্যো নাম চাস্য সুবভ্রুকম্ ॥ ১৭৫ ॥ শ্রীখণ্ডং সিদ্ধযোগিন্যঃ সহস্রাক্ষেতি নাম চ। ডাকিন্যো মাংসলিঙ্গঞ্চ নাম চাস্য চ মীঢ়ুষম্ ॥ ১৭৬ ॥ অপ্যন্নজঞ্চ মনবো গিরিশেতি চ নাম চ। অগস্ত্যো ব্রীহিজং বাপি সুশান্তমিতি নাম চ ॥ ১৭৭ ॥ যবজং দেবলো লিঙ্গং পতিমিত্যেব নাম চ। বল্মীকজঞ্চ বাল্মীকিশ্চিরবাসীতি নাম চ ॥ ১৭৮ ॥ প্রতর্দ্দনো বাণলিঙ্গং হিরণ্যভুজনাম চ। রাজিকঞ্চ তথা দৈত্যা নাম উগ্রেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭৯ ॥ নিষ্পাবজং দানবাশ্চ লিঙ্গনাম চ দিক্‌পতিম্। মেঘা নীরময়ং লিঙ্গং পর্জ্জন্যপতিনাম চ ॥ ১৮০ ॥ রাজমাষময়ং যক্ষা নাম ভূতপতিং স্মৃতম্। তিলান্নজঞ্চ

লেপ্য লিঙ্গ, যোগিগণ সর্ব্বভূতস্থ স্থাণু নামক লিঙ্গ, মনুষ্যগণ পুরুষ নামক নানাবিধ লিঙ্গ, নক্ষত্রগণ ভগনামক তেজোময় সমুজ্জ্বল লিঙ্গ, কিন্নরগণ সুদীপ্ত নামক ধাতুময় লিঙ্গ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ দেবদেব নামক লিঙ্গ, হস্তিগণ রংহস নামক দন্তজ লিঙ্গ, সাধ্যগণ সপ্তলোকময় বহুরূপ-নামক লিঙ্গ, ঋতুগণ দূর্ব্বাঙ্কুরময় সর্ব্ব নামক লিঙ্গ, অমরোগণ কুঙ্কুমময় প্রিয়নামক লিঙ্গ, উর্ব্বশী প্রিয়বাসন নামক সিন্দূরজ লিঙ্গ, ব্রহ্মচারিগণ উষ্ণীষী নামক লিঙ্গ, যোগিনীগণ অলক্তকময় সুবভ্রুক নামক লিঙ্গ, সিদ্ধ যোগিনীগণ চন্দনময় সহস্রাক্ষনামক লিঙ্গ, ডাকিনীগণ মাংসময় মীঢ়ুষনামক লিঙ্গ, মনুগণ অন্নময় গিরিশ নামক লিঙ্গ, অগস্ত্য ব্রীহিজ সুশান্ত নামক লিঙ্গ, দেবল যবময় পতি নামক লিঙ্গ, বাল্মীকি বল্মীকময় চিরবাসী নামক লিঙ্গ, প্রতর্দ্দন হিরণ্যভুজ নামক বাণলিঙ্গ, দৈত্যগণ সর্ষপময় উগ্র নামক লিঙ্গ, দানবগণ নিষ্পাবময় দিক্‌পতি নামক লিঙ্গ, মেঘগণ জলময় পর্জ্জন্যপতি নামক

পিতরো নাম বৃষপতিস্তথা ॥ ১৮১ ॥ গৌতমো গোরজময়ং নাম গোপতিরেব চ। বানপ্রস্থাঃ ফল-ময়ং নাম বৃক্ষাবৃতেতি চ ॥ ১৮২ ॥ স্কন্দঃ পাষাণ-লিঙ্গঞ্চ নাম সেনান্য এব চ। নাগশ্চাশ্বতরো ধান্যং মধ্যমেত্যস্য নাম চ ॥ ১৮৩ ॥ পুরোড়াশময়ং যজ্বা স্রুবহস্তেতি নাম চ। যমঃ কালায়সময়ং নাম প্রাহ চ ধন্বিনম্ ॥ ১৮৪ ॥ যবাঙ্কুরং জামদগ্ন্যো ভর্গদাতেতি নাম চ। পুরূরবাশ্চান্নময়ং বহুরূপেতি নাম চ ॥ ১৮৫ ॥ মান্ধাতা শর্করালিঙ্গং নাম বাহুযুগেতি চ। গাবঃ পয়োময়ং লিঙ্গং নাম নেত্রসহস্রকম্ ॥ ১৮৬ ॥ সাধ্ব্যো ভর্ত্তৃময়ং নাম লিঙ্গং বিশ্বপতিঃ স্মৃতম্। নারায়ণো নরো মৌঞ্জং সহস্রশিরনাম চ ॥ ১৮৭ ॥ তার্ক্ষ্যং পৃথুস্তথা লিঙ্গং সহস্রচরণাভিধম্। পক্ষিণো ব্যোম-লিঙ্গঞ্চ নাম সর্ব্বাত্মকেতি চ ॥ ১৮৮ ॥ পৃথিবী মেরুলিঙ্গঞ্চ দ্বিতনুশ্চাস্য নাম চ। ভস্মলিঙ্গং পশু-পতির্নাম চাস্য মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৯ ॥ ঋষযো জ্ঞানলিঙ্গঞ্চ চিরস্থানেতি নাম চ। ব্রাহ্মণা ব্রহ্মলিঙ্গঞ্চ নাম জ্যেষ্ঠেতি তং বিদুঃ ॥ ১৯০ ॥ গোরোচনময়ং শেষো নাম পশুপতিঃ স্মৃতম্। বাসুকির্বিষলিঙ্গঞ্চ নাম বৈ শঙ্করেতি চ ॥ ১৯১ ॥ তক্ষকঃ কালকূটাখ্যং বহুরূপেতি নাম চ। হালাহলঞ্চ কর্কোট একাক্ষ ইতি নাম চ।

লিঙ্গ, যক্ষগণ রাজমাষময় ভূতপতি নামক লিঙ্গ, পিতৃগণ তিলান্নময় বৃষপতি নামক লিঙ্গ, গৌতমমুনি গোধূলিময় গোপতি নামক লিঙ্গ, বানপ্রস্থগণ ফলময় বৃক্ষযুত নামক লিঙ্গ, স্কন্দদেব পাষাণময়, সেনান্য নামক লিঙ্গ, অশ্বতরনাগ ধান্যময় মধ্যম নামক লিঙ্গ, যাজ্ঞিকগণ, পুরোডাশময় স্রুবহস্ত নামক লিঙ্গ, যমদেব কৃষ্ণলৌহময় ধন্বী নামক লিঙ্গ, জামদগ্ন্য রাম যবাঙ্কুরময় ভর্গাদত নামে লিঙ্গ, পুরূরবা অন্নময় বহুরূপনামক লিঙ্গ, মান্ধাতা শর্করাময় বাহুযুগ নামক লিঙ্গ, গোপগণ দুগ্ধময়, সহস্রনেত্র নামক লিঙ্গ, সাধ্বী নারীগণ ভর্ত্তৃময় বিশ্ব-পতি নামক লিঙ্গ, নর-নারায়ণ মুঞ্জাময় সহস্রশিরা নামক লিঙ্গ, পৃথুরাজা তার্ক্ষ্যময় সহস্রচরণ নামক লিঙ্গ, পক্ষিগণ ব্যোমাত্মক সর্ব্বাত্মক নামক লিঙ্গ, পৃথিবী মেরুময় দ্বিতনুনামক লিঙ্গ, পশুরাজ ভস্মময় মহেশ্বর নামক লিঙ্গ, ঋষিগণ জ্ঞানময় চিরস্থানাখ্য লিঙ্গ, ব্রাহ্মণগণ জ্যেষ্ঠ নামক ব্রহ্মলিঙ্গ, শেষনাগ পশুপতি নামক গোরোচনাময় লিঙ্গ, বাসুকি শঙ্কর নামক বিষময় লিঙ্গ, তক্ষক বহুরূপ নামক কালকূটময়, লিঙ্গ, কর্কোট নাগ একাক্ষ নামক হালাহলময় লিঙ্গ

১৯২ ॥ শৃঙ্গীবিষময়ং পদ্মো নাম ধূর্জ্জটিরেব চ। পুত্রৈঃ পিতৃময়ং লিঙ্গং বিশ্বরূপেতি নাম চ। ১৯৩ ॥ পারদঞ্চ শিবা দেবী নাম ত্র্যম্বক এব চ। মৎস্যাদ্যাঃ শাস্ত্রলিঙ্গঞ্চ নাম চাপি বৃষাকপিঃ ॥ ১৯৪ ॥ এবং কিং বহুনোক্তেন যদ্‌যৎ সত্ত্বং বিভূতিমৎ। জগত্যামস্তি তজ্জাতং শিবারাধনযোগতঃ ॥ ১৯৫ ॥ ভস্মনো যদি বৃক্ষত্বং জায়তে নীরসেবনাৎ। শিবভক্তিবিহীনস্য ততোঽস্য ফলমুচ্যতে ॥ ১৯৬ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদি প্রাপ্তৌ ভবেন্মতিঃ। ততো হরঃ সমারাধ্যস্ত্রিজগত্যাঃ প্রদো মতঃ ॥ ১৯৭ ॥ য ইদং শতরুদ্রীয়ং প্রাতঃপ্রাতঃ পঠিষ্যতি। তস্য প্রীতঃ শিবো দেবঃ প্রদাস্যত্যখিলান্ বরান্ ॥ ১৯৮ ॥ অতঃ পরং পুণ্যতমং কিঞ্চিদস্তি মহাফলম্। সর্ব্ববেদরহস্যঞ্চ সূর্য্যোণোক্তমিদং মম ॥ ১৯৯ ॥ বাচা চ যৎ কৃতং পাপং মনসা বাপ্যুপার্জ্জিতম্। পাপং তন্নাশমায়াতি কীর্ত্তিতে শতরুদ্রিয়ে ॥ ২০০ ॥ রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভয়ান্মুচ্যেত ভীতশ্চ জপেদ্যঃ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২০১ ॥ নাম্নাং শতেন যঃ কুম্ভৈঃ পুষ্পৈস্তাবদ্ভিরীশ্বরম্।

পদ্ম নাগ ধূর্জ্জটী নামক শৃঙ্গী বিষময় লিঙ্গ, পুত্রগণ বিশ্বরূপ নামক পিতৃময় লিঙ্গ, শিবাদেবী ত্র্যম্বক নামক পারদ লিঙ্গ এবং মৎস্যাদি জলজন্তুগণ বৃষাকপি নামক শাস্ত্রলিঙ্গ পূজা করিয়া বাঞ্ছিত বিভূতি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ আর অধিক বলিয়া ফল কি ?—জগতে যে যে প্রাণী বিভূতিমান্ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগের তত্তৎ বিভূতি শিবারাধনার ফলেই জন্মিয়াছে। জলসেক দ্বারা ভস্ম হইতেও বৃক্ষোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু শিবভক্তিহীনের বিভূতিলাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভে কামনা থাকিলে শিবেরই আরাধনা করা কর্ত্তব্য ; তাঁহারই প্রসাদে ত্রিজগতের আধিপত্য লাভ হইতে পারে। যে জন প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতরুদ্রিয় পাঠ করে, শঙ্কর প্রীত হইয়া তাহাকে সমস্ত বর দান করেন। এই শতরুদ্রিয় অপেক্ষা পুণ্যতম মহাফল-দায়ক, অপর কিছুই নাই ; ইহা সর্ব্ববেদের রহস্য ; ইহা সূর্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন। এই শতরুদ্রিয় পাঠ করিলে বাঙ্মনঃকৃত পাপরাশি বিনষ্ট হয়।১৬১—২০০। ইহা পাঠ করিলে রোগার্ত্ত রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে এবং ভীতব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়। মহেশ্বরের এই শতনাম উচ্চারণপূর্ব্বক শত কুম্ভ জল

প্রণামানাং শতেনাপি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২০২ ॥ লিঙ্গানাং শতমেতচ্চ শতমারাধকাস্তথা। নামানি চ শতং সর্ব্বদোষসন্নাশকং স্মৃতম্ ॥ ২০৩ ॥ বিশেষাদেষু লিঙ্গেষু যঃ পঠিষ্যতি পঞ্চসু। পঞ্চভির্বিষয়োদ্ভূতৈঃ স দোষৈঃ পরিমুচ্যতে ॥ ২০৪ ॥ নারদ উবাচ। নিশম্যৈবং প্রার্থ্য তেঽপি গুপ্তক্ষেত্রে মুদান্বিতাঃ। পঞ্চলিঙ্গান্যর্চ্চয়ন্তঃ শিবধ্যানপরাভবন্ ॥ ২০৫ ॥ ততো বহুতিথে কালে প্রত্যক্ষীভূয় শঙ্করঃ। প্রাহ তান্ মুদিতো দেবস্তেষাং ভক্তিবিশেষতঃ ॥ ২০৬ ॥ শিব উবাচ। বকোলূকগৃধ্রকূর্ম্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন চ পার্থিব। সারূপ্যং মুক্তিমাপন্না মল্লোকে নিবসিষ্যথ ॥ ২০৭ ॥ লোমশশ্চাপি মার্কণ্ডো জীবন্মুক্তৌ ভবিষ্যতঃ। ইত্যুক্তে দেবদেবেন লিঙ্গং স্থাপিতবান্ নৃপঃ ॥ ২০৮ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং নাম মহাকালাখ্যমিত্যুত। জ্ঞাত্বা তীর্থগুণান্ রাজা কীর্ত্তিমিচ্ছংশ্চিরন্তনীম্ ॥ ২০৯ ॥ ত্রিরম্যমতুলং লিঙ্গং সংস্থাপ্যেদমুবাচ হ। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ২১০ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং লিঙ্গং নন্দতাচ্ছাশ্বতীঃ সমাঃ। ততস্তথেতি

দ্বারা অভিষেক করাইয়া শত পুষ্পে অর্চ্চনা করিয়া শতবার প্রণাম করিলে মানব সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। এই শতলিঙ্গ, শত আরাধক ও শত নাম—সর্ব্বদোষনাশক। বিশেষতঃ পঞ্চপর্ব্বে এই লিঙ্গাখ্যান পাঠ করিলে পঞ্চ বিষয়জনিত দোষরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। নারদ কহিলেন,—তাঁহারা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পাঁচ জনেই সেই গুপ্তক্ষেত্রে সহর্ষচিত্তে অভিমতসিদ্ধি কামনায় পঞ্চলিঙ্গের আরাধনাপূর্ব্বক শিবধ্যানে নিরত হইলেন। তারপর বহুকালান্তে তাঁহাদিগের ভক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্কর প্রত্যক্ষগোচর হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে বক, পেচক, গৃধ্র, কূর্ম্ম, ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমরা সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়া আমার লোকে বাস করিবে। লোমশ ও মার্কণ্ডেয় মুনি জীবন্মুক্ত হইবেন। দেবদেব এই বর দান করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা সেখানে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার নাম হইল—ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর ;—ইহারই নামান্তর মহাকাল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তীর্থমাহাত্ম্য জানিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি কামনায় সেই স্থানে ত্রিবিধ রম্য অতুলনীয় লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক শিবের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, যাবৎকাল চন্দ্র-সূর্য্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর লিঙ্গ যেন তাবৎকাল অভিনন্দিত হয়।

ভগবাঞ্ছিবঃ প্রোচ্যাব্রবীৎ পুনঃ॥ ২১১ ॥ অত্র যো নিয়তং লিঙ্গমৈন্দ্রদ্যুম্নং প্রপূজয়েৎ। স গণো জায়তে নূনং মম লোকে নিবৎস্যতি॥ ২১২ ॥ ইত্যুক্তা সহ তৈশ্চৈব পঞ্চভিঃ শশিশেখরঃ। রুদ্রলোকমগাদ্দেবস্তেঽপি জাতা গণাঃ পুনঃ॥ ২১৩॥ এবম্প্রভাবো রাজাভূদিন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ। যজতা যেন বীরেণ নির্ম্মিতেয়ং মহানদী॥ ২১৪ ॥ এবংবিধঃ স পুণ্যোঽয়ং মহীসাগরসঙ্গমঃ। অভূত্ততোঽপি সঙ্ক্ষেপাত্তব পার্থ প্রকীর্ত্তিতঃ॥২১৫॥ স্নাত্বাত্র সঙ্গমে যশ্চ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরং নরঃ। পূজয়েত্তস্য বাসঃ স্যাদ্‌যত্রেশঃ পার্ব্বতীপতিঃ॥ ২১৬॥ সর্ব্ববন্ধহরং লিঙ্গং গাণপত্যপ্রদং ত্বিদম্। যতো বন্ধান্ বিহায়ৈব স্থাপিতং তেন ফাল্গুন॥ ২১৭॥ ইতীদমুক্তং তব পুণ্যকারি মাহাত্ম্যমস্যোত্তমসঙ্গমস্য। মাহাত্ম্যমত্যদ্ভুতপুণ্যমিন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরস্যাপি চ পুণ্যকারি॥ ২১৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীসাগরসঙ্গমমাহাত্ম্যশতরুদ্রিয়লিঙ্গমাহাত্ম্যেন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

শিব 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার সে প্রার্থনায় অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন,—যে জন এখানে নিয়ত এই ইন্দ্রদ্যুম্ন লিঙ্গের পূজা করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার গণত্ব লাভ করিয়া আমার লোকে বাস করিবে। ভগবান্ শশিশেখর এই বলিয়া সেই পাঁচজনকে লইয়া রুদ্রলোকে গমন করিলেন; বক প্রভৃতি পাঁচজন সেখানে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার এইরূপই প্রভাব ছিল যে, তাঁহারই অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে এই মহীনদী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে। সেই মহীসাগরসঙ্গম তীর্থও এবম্বিধ পুণ্যদায়ক। হে পার্থ! আমি তাহার মাহাত্ম্য তোমার নিকট সংক্ষেপেই কীর্ত্তন করিলাম। এই মহীসাগরসঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া যে নর ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের পূজা করিবে, যেখানে পার্ব্বতীপতি বাস করেন, সে সেইখানেই বাস করিতে পারিবে। যেহেতু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বন্ধবিহীন হইয়াই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য সেই লিঙ্গ সর্ব্ববন্ধহারক ও গাণপত্যপ্রদায়ক। এই আমি তোমার নিকট সেই উত্তম মহীসাগরসঙ্গমের ও ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের অত্যদ্ভুত পুণ্যদায়ক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ২০১—২১৮।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। কুমারনাথমাহাত্ম্যং যত্ত্বয়োক্তং কথান্তরে। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামুনে॥ ১॥ নারদ উবাচ। তারকং বিনিহত্যৈবং বজ্রাঙ্গতনয়ং প্রভুঃ। গুহঃ সংস্থাপয়ামাস লিঙ্গমেতচ্চ ফাল্গুন॥ ২॥ দর্শনাচ্ছ্রবণাদ্ধ্যানাৎ পূজয়া প্রণতিবন্দনৈঃ। সর্ব্বপাপাপহঃ পার্থ কুমারেশো ন সংশয়ঃ॥ ৩॥ অর্জ্জুন উবাচ। অত্যাশ্চর্য্যময়ী রম্যা কথেয়ং পাপনাশিনী। বিস্তরেণ চ মে ব্রূহি যাথাতথ্যেন নারদ॥ ৪॥ বজ্রাঙ্গঃ কোঽপ্যসৌ দৈত্যঃ কিম্প্রভাবশ্চ তারকঃ। কথং স নিহতশ্চৈব জাতশ্চৈব কথং গুহঃ॥ ৫॥ কথং সংস্থাপিতং লিঙ্গং কুমারেশ্বরসংজ্ঞিতম্। কিং ফলং চাস্য লিঙ্গস্য ব্রূহি তদ্বিস্তরান্মম॥ ৬॥ নারদ উবাচ। প্রণিপত্য কুমারায় সেনান্যে চেশ্বরায় চ। শৃণু চৈকমনাঃ পার্থ কুমারচরিতং মহৎ॥ ৭॥ মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ। ষষ্টিং সোঽজনয়ৎ কন্যা বীরিণ্যাং নাম

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি প্রসঙ্গক্রমে যে কুমারনাথের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, আমি তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; আপনি তাহা বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন,—হে ফাল্গুন! পুরাকালে কার্ত্তিকেয় বজ্রাঙ্গাসুরের পুত্র তারকাসুরকে নিহত করিয়া এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। হে পৃথানন্দন! কুমারেশ দেবের দর্শন, নামশ্রবণ, ধ্যান, পূজা ও বন্দনা করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে নারদ! এই পাপনাশিনী রমণীয়া কথা অতিশয় আশ্চর্য্যময়; ইহা সবিস্তরে যথাযথ প্রকারে বর্ণন করুন। বজ্রাঙ্গ দৈত্য কে? তারকাসুরেরই বা কিরূপ প্রভাব ছিল? সে নিহত হয় কিরূপ? কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইল কি প্রকারে? তিনি কুমারেশ্বর সংজ্ঞক লিঙ্গ স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে? সেই লিঙ্গের অর্চ্চনার ফলই বা কি? এ সকল বৃত্তান্ত সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ কহিলেন,—হে পার্থ! সেনাপতি কুমারকে ও ঈশ্বরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই মহৎ কুমারচরিত শ্রবণ কর। ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ প্রজাপতি বীরিণীর গর্ভে

কাঞ্চন ॥ ৮ ॥ দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥ ৯ ॥ ভূতাঙ্গিরঃকৃশাশ্বেভ্যো দ্বে দ্বে চৈব দদৌ প্রভুঃ। নামধেয়ান্যমূষাং চ সপত্নীনাং চ মে শৃণু ॥ ১০ ॥ যাসাং প্রসূতিপ্রভবা লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ। ভানুর্লম্বা ককুদ্ভূমির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী ॥ ১১ ॥ বসুর্মুহূর্ত্তা সঙ্কল্পা ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুতাঞ্শৃণু। ভানোস্তু দেবঋষভ ইন্দ্রসেনঃ সুতোঽভবৎ ॥ ১২ ॥ বিদ্যোত আসীল্লম্বায়াং ততশ্চ স্তনয়িত্নবঃ। ককুদঃ শকটঃ পুত্রঃ কীকটস্তনয়ো যতঃ ॥ ১৩ ॥ ভুবো দুর্গস্তথা স্বর্গো নন্দশ্চৈব ততোঽভবৎ। বিশ্বদেবাশ্চ বিশ্বায়া অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥ সাধ্যা দ্বাদশ সাধ্যায়া অর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ। মরুত্বান্ সুজয়ন্তশ্চ মরুত্বত্যা বভূবতুঃ ॥ ১৫ ॥ নরনারায়ণৌ প্রাহুর্যৌ তৌ জ্ঞানবিদো জনাঃ। বসোশ্চ বসবশ্চাষ্টৌ মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তকাঃ ॥ ১৬ ॥ যে বৈ ফলং প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং স্বস্বকালজম্। সঙ্কল্পায়াশ্চ সঙ্কলঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ সুতঃ ॥ ১৭ ॥ সুরূপাসূত তনয়ান্ রুদ্রানেকাদশৈব তু। কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ ॥ ১৮ ॥ অজকঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুশ্চান্যো ভবস্তথা। রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে বিরূপায়াঃ সুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৄনথ। জজ্ঞে সনী (চী) তথা পুত্রমথর্ব্বাঙ্গিরসং প্রভুম্ ॥ ২০ ॥ কৃশাশ্বস্য চ দ্বে ভার্য্যে অর্চ্চিশ্চ ধিষণা তথা। অস্ত্রগ্রামো যয়োঃ পুত্রঃ সসংহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১ ॥ পতঙ্গী যামিনী তাম্রা তিমিশ্চারিষ্টনেমিনঃ। পতঙ্গাসূত পতগান্ যামিনী শলভানথ। তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যাস্তিমের্যাদোগণাস্তথা ॥ ২২ ॥ অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎপ্রসূতমিদং জগৎ ॥ ২৩ ॥ শৃণু নামানি লোকানাং মাতৄণাং শঙ্করাণি চ। অদিতির্দিতির্দনুঃ সিংহী দনায়ুঃ সুরভিস্তথা ॥ ২৪ ॥ অরিষ্টা বিনতা গ্রাবা তথা ক্রোধবশা ইরা। কদ্রুর্মুনিশ্চ তে চোভে মাতরস্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥ আদিত্যাশ্চাদিতেঃ পুত্রা দিতের্দৈত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দনোশ্চ দানবাঃ প্রোক্তা রাহুঃ সিংহীসুতো গ্রহঃ ॥ ২৬ ॥ দনায়ুষস্তথা জাতো দনায়ুশ্চ গণো বলী। গাবশ্চ সুরভেজ্জাতারিষ্টাপুত্রা যুগন্ধরাঃ ॥ ২৭ ॥ বিনতাসূত অরুণং গরুড়ঞ্চ মহাবলম্। গ্রাবায়াঃ শ্বাপদাঃ পুত্রা গণঃ ক্রোধবশস্তথা ॥ ২৮ ॥ জাতঃ ক্রোধবশায়াশ্চ ইরায়া ভূরুহাঃ স্মৃতাঃ। কদ্রুসুতাঃ স্মৃতা নাগা

ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সপ্তবিংশতিটী সোমকে চারিটী অরিষ্টনেমিকে এবং ভূতেশ্বর, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে দুইটী দুইটী করিয়া ছয়টী কন্যা সম্প্রদান করেন। ইহাঁদিগের সন্তান সন্ততি দ্বারাই এই তিন লোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাঁদিগের নাম শ্রবণ কর। যথা—ভানু, লম্বা, ককুদা, ভূমি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, সংকল্পা, ইহাঁরা ধর্ম্মের পত্নী। ইহাঁদিগের সন্তান বিবরণ শ্রবণ কর। ভানুর পুত্র দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসেন। লম্বার পুত্র বিদ্যোত; ইহাঁরই সন্তান মেঘগণ। ককুদার পুত্র শকট, তৎপুত্র কীকট। ভূমির পুত্র দুর্গ, ও স্বর্গ; স্বর্গের পুত্র নন্দ। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ; ইহাঁরা নিঃসন্তান। সাধ্যার পুত্র দ্বাদশজন সাধ্যদেব; ইহাঁদিগের পুত্র অর্থসিদ্ধি। মরুত্বতীর পুত্র মরুত্বান্ ও সুজয়ন্ত; ইহাঁদিগকেই জ্ঞানবান্ জনগণ নর-নারায়ন বলিয়া অভিহিত করেন। বসুর পুত্র অষ্টবসু। মুহূর্ত্তার পুত্র মুহূর্ত্তগণ; ইহাঁরা প্রাণিবর্গকে স্ব স্ব কালজন্য বিবিধ ফল দান করেন। সংকল্পার পুত্র সঙ্কল্প; তৎপুত্র কাম। সুরূপার পুত্র একাদশ রুদ্র। তাঁহাদিগের নাম যথা,—কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা শম্ভু ও ভব। বিরূপার পুত্রগণ রুদ্রের পার্ষদ। অঙ্গিরা প্রজাপতির প্রথমা পত্নী স্বধা দেবী পিতৃগণের জননী; দ্বিতীয় পত্নী সনী দেবীর পুত্রের নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস। কৃশাশ্বের দুই পত্নী—অর্চ্চি ও ধিষণা। সংহারক্রম সহ সমগ্র অস্ত্রগ্রাম ইহাঁদিগের সন্তান। পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি,—ইহাঁরা অরিষ্ট-নেমির পত্নী। পতঙ্গীর সন্তান পতগগণ। যামি-নীর সন্তান শলভগণ। তাম্রার সন্তান শ্যেন গৃধ্রাদি পক্ষী। তিমির সন্তান জলজন্তুবর্গ। ১—২২। অতঃপর কশ্যপপত্নীদিগের সন্ততিবিবরণ শুন। ইহাঁদিগের সন্তানদ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই লোকমাতাদিগের মঙ্গলকর সন্তানবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। অদিতি, দিতি, দনু, সিংহী, দনায়ু, সুরভি, অরিষ্টা, বিনতা, গ্রাবা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি,—ইহাঁরাই মাতৃগণ। অদিতির পুত্র আদিত্য-গণ। দিতির পুত্র দৈত্যগণ। দনুর পুত্র দানবগণ, সিংহীর পুত্র রাহুগ্রহ। দনায়ুর পুত্র দনায়ুগণ। সুরভির সন্তান গোগণ। অরিষ্টাসন্তান যুগন্ধরগণ। বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়। গ্রাবার সন্তান শ্বাপদগণ। ক্রোধবশার পুত্র ক্রোধবশগণ। ইরার

মুনেরপ্সরসাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥ তত্র দ্বৌ তনয়ৌ যৌ চ দিতেস্তৌ বিষ্ণুনা হতৌ। হিরণ্যকশিপুর্বীরো হিরণ্যাক্ষস্তথাপরঃ ॥ ৩০ ॥ ততো নিহতপুত্রা সা দিতিরারাধ্য কশ্যপম্। অযাচত বরং দেবী পুত্রমন্যং মহাবলম্ ॥ ৩১ ॥ সমরে শক্রহন্তারং স তস্যা অদদাৎ প্রভুঃ। নিয়মে চাপি বর্ত্তস্ব বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্ ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তা সা তথা চক্রে পুষ্করস্থা সমাহিতা। বর্ত্তন্ত্যা নিয়মে তস্যাঃ সহস্রাক্ষঃ সমাহিতঃ ॥ ৩৩ ॥ উপাসামাচরদ্ভক্ত্যা সা চৈনমন্বমন্যত। দশবৎসর-শেষস্য সহস্রস্য তদা দিতিঃ ॥ ৩৪ ॥ উবাচ শক্রং সুপ্রীতা ভক্ত্যা শক্রস্য তোষিতা। দিতিরুবাচ। অত্রোত্তীর্ণব্রতপ্রায়াং বিদ্ধি মাং দেবসত্তম ॥ ৩৫ ॥ ভবিষ্যতি তব ভ্রাতা তেন সার্দ্ধমিমাং শ্রিয়ম্। ভোক্ষ্যসে ত্বং যথান্যায়ং ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তা নিদ্রয়াবিষ্টা চরণাক্রান্তমূর্দ্ধজা। দিবা সুপ্তা দিতির্দেবী ভাবার্থবলনোদিতা ॥ ৩৭ ॥ তত্তু রন্ধ্রমবেক্ষ্যৈব যোগমূর্ত্তিস্তদাবিশৎ। জঠরস্থং দিতের্গর্ভং চক্রে বজ্রেণ সপ্তধা ॥ ৩৮ ॥ একৈকং চ পুনঃ খণ্ডং চকার মঘবা ততঃ। সপ্তধা সপ্তধা কোপাদুদ্ধুধ্য চ ততো দিতিঃ ॥ ৩৯ ॥ ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি সা শক্রমব্রবীৎ। বজ্রেণ কৃত্যমানানাং বুদ্ধা সা রোদনেন চ ॥ ৪০ ॥ ততঃ শক্রশ্চ মা রোদীরিতি তাংস্তান্ যথাবদৎ। নির্গত্য জঠরাত্তস্মাত্ততঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৪১ ॥ উবাচ বাক্যং চাত্রস্তো মাতরং রোষপূরিতাম্। দিবাস্বাপং কৃথা মাতঃ পাদাক্রান্তশিরোরুহা ॥ ৪২ ॥ সুপ্তাথ সুচিরং বাতে ছিন্নো গর্ভো ময়া তব। কৃতা একোনপঞ্চাশদ্ভাগা বজ্রেণ তে সুতাঃ ॥ ৪৩ ॥ সত্যং ভবতু তে বাক্যং সার্দ্ধং ভোক্ষ্যামি তৈঃ শ্রিয়ম্। দাস্যামি তেষাং স্থানানি দিবি যাবদহং দিতে ॥ ৪৪ ॥ মা রোদীরিতি মে প্রোক্তাঃ খ্যাতাশ্চ মরুতস্ত্বিতি। ইত্যুক্তা সা চ সব্রীড়া দিতির্জাতা নিরুত্তরা ॥ ৪৫ ॥ সার্দ্ধং তৈর্গতবানিন্দ্রো দিগন্তে

সন্তান মহীরুহগণ। কদ্রুর সন্তান নাগগণ। আর মুনির সন্তান অপ্সরোগণ। ইহাদিগের মধ্যে দিতির দুই পুত্র বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়। তাহাদিগের নাম হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। পরে নিহতপুত্রা দিতি কশ্যপের আরাধনা করিয়া সমরে ইন্দ্রহন্তা অপর মহাবল পুত্র প্রার্থনা করেন। প্রভু কশ্যপ তাঁহাকে সেই বরই দান করেন। পরন্তু তিনি বলেন যে, তুমি সহস্র বৎসর নিয়ম সহকারে অবস্থান করিও, তবেই তোমার বাঞ্ছিত পুত্র লাভ হইবে। দিতি পতির আদেশ অনুসারে সেইরূপ নিয়ম সহকারে সমাহিতভাবে পুষ্করে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তাদৃশ নিয়ম পালন করিতে থাকিলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সমাহিত ভাবে তদীয় সেবার্থ সমাগত হইলে তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন ইন্দ্র ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইতে দশ বৎসর মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে দিতি ইন্দ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন,—ওহে দেবসত্তম! আমার ব্রতকাল প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; ইহার পর তোমার ভ্রাতা জন্মিবে, তাহার সহিত তুমি নিষ্কণ্টকে এই ত্রৈলোক্যরাজৈশ্বর্য্য যথারীতি ভোগ করিবে। এই বলিয়া তিনি নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। ভবিতব্যের বশবর্ত্তা হেতু দিতিদেবী দিবাভাগেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তদীয় কেশরাশি তখন তাঁহার পদতলে ছড়াইয়া পড়িল। ইন্দ্র এই ছিদ্র পাইয়া যোগবলে সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে তদীয় জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রদ্বারা গর্ভটীকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। পরে সেই সপ্তধা খণ্ডিত গর্ভকে আবার সপ্ত সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর সেই গর্ভের রোদনশব্দে প্রবুদ্ধ হইয়া দিতি ইন্দ্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন—"হত্যা করিও না, হত্যা করিও না।" এ দিকে ইন্দ্রও সেই ছিন্ন গর্ভদিগকে "রোদন করিও না, রোদন করিও না" বলিয়া সান্ত্বনা দান করিলেন। অনন্তর তিনি জঠর হইতে নির্গত হইয়া অতিভীতভাবে কৃতাঞ্জলি করে দিতির অগ্রভাগে অবস্থানপূর্ব্বক রোষকষায়িতা দিতি দেবীকে কহিলেন,— মাতঃ! আপনি পদদ্বারা কেশপাশ আক্রমণপূর্ব্বক দিবাভাগে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আপনার এই দুর্নয়চ্ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া আমি বজ্রদ্বারা গর্ভচ্ছেদনপূর্ব্বক ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আপনার বাক্য সত্য হউক; আপনার পুত্রগণ সহ আমি ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব। আমি তাহাদিগকে স্বর্গেই স্থান দান করিব।২৩—৪৪। আমি যখন গর্ভ ছেদন করি, তখন আমি তাহাদিগকে "মা রোদী" বলিয়া রোদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এজন্য ইহারা 'মরুৎ' নামেই প্রখ্যাত হইবে। এই কথা শুনিয়া দিতি দেবী লজ্জাবশে নিরুত্তর হইলেন। ইন্দ্র সেই সন্তানগণ সহ দিগন্তে প্রস্থান করিলেন। ঐ সকল দিতিনন্দন বায়ু নামেও

বায়বঃ স্মৃতাঃ। ততঃ পুনশ্চ ভর্ত্তারং দিতিঃ প্রোবাচ দুঃখিতা ॥ ৪৬ ॥ পুত্রং মে ভগবন্ দেহি শক্রহন্তারমূর্জ্জিতম্। যো নাস্ত্রশস্ত্রৈর্বধ্যত্বং গচ্ছেস্ত্রিদিববাসিনাম্ ॥ ৪৭ ॥ ন দদাস্যুত্তরং বিদ্ধি মৃতামেব প্রজাপতে। ইত্যুক্তঃ স তদোবাচ তাং পত্নীমতিদুঃখিতাম্ ॥ ৪৮ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি তপোনিষ্ঠা তু তপস্যসে। বজ্রসারময়ৈরঙ্গৈরচ্ছেদ্যৈরায়সৈদৃ ঢৈঃ ॥ ৪৯ ॥ বজ্রাঙ্গো নাম পুত্রস্তে ভবিতা ধর্ম্মবৎসলঃ। সা তু লব্ধবরা দেবী জগাম তপসে বনম্ ॥ ৫০ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি তপো ঘোরং সমাচরৎ। তপসোঽন্তে ভগবতী জনয়ামাস দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৫১ ॥ পুত্রমপ্রতিকর্ম্মাণমজেয়ং বজ্রদুশ্ছিদম্। স জাতমাত্র এবাভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৫২ ॥ উবাচ মাতরং ভক্ত্যা মাতঃ কিং করবাণ্যহম্। তমুবাচ ততো হৃষ্টা দিতির্দৈত্যাধিপং সুতম্ ॥ ৫৩ ॥ বহবো মে হতাঃ পুত্রাঃ সহস্রাক্ষেণ পুত্রক। তেষামপচিতিং কর্ত্তুমিচ্ছে শক্রবধাদহম্ ॥ ৫৪ ॥ বাঢ়মিত্যেব স প্রোচ্য জগাম ত্রিদিবং বলী। সসৈন্যং সমরে শক্রং স চ বাহ্বাযুধোঽজয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ পাদেনাকৃষ্য দেবেন্দ্রং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা। মাতুরন্তিকমাগচ্ছদ্‌যাচমানং ভয়াতুরম্ ॥ ৫৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা কশ্যপশ্চ মহাতপাঃ। আগতৌ তত্র সন্ত্রস্তাবথো ব্রহ্মা জগাদ তম্ ॥ ৫৭ ॥ মুঞ্চৈনং পুত্র যাচন্তং কিমনেন প্রয়োজনম্। অবমানো বধঃ প্রোক্তো বীরসম্ভাবিতস্য চ ॥ ৫৮ ॥ অস্মদ্বাক্যেন যো মুক্তো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ। শক্রং যে ঘ্নন্তি সমরে ন তে বীরাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ কৃত্বা মানপরিগ্লানিং যে মুঞ্চন্তি বরা হি তে। যথা মান্যতমং মত্বা ত্বয়া মাতুর্বচঃ কৃতম্ ॥ ৬০ ॥ তথা পিতুর্বচঃ কার্য্যং মুঞ্চামুং পুত্র বাসবম্। এতচ্ছ্রুত্বা তু বজ্রাঙ্গঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬১ ॥ ন মে কৃত্যমনেনাস্তি মাতুরাজ্ঞা কৃতা ময়া। ত্বং সুরাসুরনাথো বৈ মম চ প্রপিতামহঃ ॥ ৬২ ॥ করিষ্যে ত্বদ্বচো দেব

খ্যাতিলাভ করেন। অতঃপর দিতি দেবী দুঃখিত চিত্তে ভর্ত্তাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—ভগবন্! আমাকে এমন একটী বলশালী পুত্র দান করুন, যে পুত্র দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রের বধ্য না হয়, অথচ সংগ্রামে শক্রকে নিহত করিতে পারে। হে প্রজাপতে! আপনি যদি আমার প্রার্থনায় সদুত্তর দান না করেন, তবে আমাকে মৃতা বলিয়াই অবধারণ করুন। কশ্যপ এই কথা শুনিয়া সেই অতি দুঃখিতা পত্নীকে কহিলেন,—তুমি যদি দশ সহস্র বৎসর সংযতভাবে তপস্যাচরণ করিতে পার, তোমার বজ্রাঙ্গ নামক এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র অস্ত্রশস্ত্রের অচ্ছেদ্য ও বজ্রসারময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইবে। দিতি দেবী পতির নিকট এবম্বিধ বর লাভান্তে তপস্যার্থ বনগমনপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যাচরণ করিলেন। তার পর তপস্যা শেষ হইলে সেই দিতি দেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র জন্মিবামাত্রই বজ্রেরও অচ্ছেদ্য, দুর্জ্জয়, অপ্রতিমকর্ম্মা, অজেয়, ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারগ হইল। সে ভক্তিসহকারে মাতাকে কহিল,—"মাতঃ! আমি কি করিব?" দিতি দেবী তখন হৃষ্টচিত্তে সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন,—"হে পুত্র! সহস্রাক্ষ আমার বহু পুত্র হত্যা করিয়াছে, অতএব তাহারই বধ সাধন দ্বারা মৃত পুত্রগণের সৎকার অভিলাষ করি। তখন বলবান্ বজ্রাঙ্গ "তাহাই করিব" বলিয়া অবিলম্বে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বাহুমাত্র সহায়ে সসৈন্য শক্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শক্রকে পদদ্বারা আকর্ষণ করিয়া—ইন্দ্র ভয়বশে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকিলেও বজ্রাঙ্গ তাহাকে মাতৃসমীপে লইয়া আসিল। ৪৫—৫৬। ইত্যবসরে ব্রহ্মা ও মহাতপা কশ্যপ প্রজাপতি ত্রস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বজ্রাঙ্গকে কহিলেন,—বৎস! ইন্দ্র যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তখন ইহাকে পরিত্যাগ কর; ইহা দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? হে বীর! সম্ভ্রান্ত জনের অপমানই বধ বলিয়া কীর্ত্তিত। বিশেষতঃ এই ইন্দ্র যখন আমাদের অনুরোধবাক্যে মুক্তিলাভ করিতেছে, তখন এ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতপ্রায়ই। আরও দেখ, যাহারা সমরে শক্রকে হত্যা করে, তাহারা বীর নহে; পরন্তু যাহারা শক্রকে অবমানিত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহারাই বীরশ্রেষ্ঠ। তুমি যেমন মান্যতম বোধে মাতৃবাক্য পালন করিয়াছ, তদ্রূপ পিতৃবাক্যও তো তোমার পালন করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুত্র! এই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাঙ্গ এই কথা শুনিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল,—ইহা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র। হে দেব! আপনি সুরাসুরবর্গের নাথ এবং আমার প্রপিতামহ। অতএব আপনার বাক্য

এষ মুক্তঃ শতক্রতুঃ। ন চ কাঙ্ক্ষে শক্রভুক্তামিমাং ত্রৈলোক্যরাজতাম্ ॥ ৬৩ ॥ পরভুক্তা যথা নারী পরভুক্তামিব স্রজম্। যচ্চ ত্রিভুবনেঽস্তি সারং তন্মম কথ্যতাম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। তপসো ন পরং কিঞ্চিত্তপো হি মহতাং ধনম্। তপসা প্রাপ্যতে সর্ব্বং তপোযোগ্যোঽসি পুত্রক ॥ ৬৫ ॥ বজ্রাঙ্গ উবাচ। তপসে মে রতির্দেব ন বিঘ্নং তত্র মে ভবেৎ। ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্নিত্যুক্ত্বা বিররাম সঃ ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ক্রূরভাবং পরিত্যজ্য যদীচ্ছসি তপঃ সুত। অনয়া চিত্তবুদ্ধ্যা তত্ত্বয়াপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা পদ্মজঃ কন্যাং সসর্জ্জায়তলোচনাম্। তামস্মৈ প্রদদৌ দেবঃ পত্ন্যর্থং পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৬৮ ॥ বরাঙ্গীতি চ নামাস্যাঃ কৃতবাংশ্চ পিতামহঃ। জগাম চ ততো ব্রহ্মা কশ্যপেন সমং দিবম ॥ ৬৯ ॥ বজ্রাঙ্গোঽপি তয়া সার্দ্ধং জগাম তপসে বনম্। ঊর্দ্ধবাহুঃ স দৈত্যেন্দ্রোঽতিষ্ঠদব্দসহস্রকম্ ॥ ৭০ ॥ কালং কমলপত্রাক্ষঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহাতপাঃ। তাবানধোমুখঃ কালং তাবৎ পঞ্চাগ্নিসাধকঃ ॥ ৭১ ॥ নিরাহারো ঘোরতপাস্তপোরাশিরজায়ত। ততঃ সোঽন্তর্জলে চক্রে কালং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৭২ ॥ জলান্তরপ্রবিষ্টস্য তস্য পত্নী মহাব্রতা। তস্যৈব তীরে সরসস্তৎপরা মৌনমাশ্রিতা ॥ ৭৩ ॥ নিরাহারং পতিং মত্বা তপস্তেপে পতিব্রতা। তস্যাস্তপসি বর্ত্তন্ত্যা ইন্দ্রশ্চক্রে বিভীষিকাম্ ॥ ৭৪ ॥ ভূত্বা তু মর্কটাকারস্তস্যা অভ্যাসমাগতঃ। অপবিধ্য দৃশং তস্যা মূত্রবিষ্ঠে চকার সঃ ॥ ৭৫ ॥ তথা বিলোলবসনাং বিলোলবদনাং তথা। বিলোলকেশাং তাং চক্রে বিধিৎসুস্তপসঃ ক্ষতিম্ ॥ ৭৬ ॥ ততশ্চ মেষরূপেণ ক্লেশং তস্যাশ্চকার সঃ। ততো ভুজঙ্গরূপেণ বদ্ধা চরণয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭৭ ॥ অপাকর্ষত দূরং স তস্মাদ্দেবভৃতস্তথা। তপোবলাচ্চ সা তস্য ন বধ্যাত্বং জগাম হ। ক্ষময়া চ মহাভাগা ক্রোধমণ্বপি নাকরোৎ ॥ ৭৮ ॥ ততো গোমায়ুরূপেণ তমদূষয়দাশ্রমম্ ॥ ৭৯ ॥ অগ্নিরূপেণ তস্যাশ্চ স দদাহ মহাশ্রমম্। চকর্ষ বায়ুরূপেণ মহোগ্রেণ চ তাং শুভাম্। এবং সিংহবৃকাদ্যাভির্বিভীষিকাভিঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৮০ ॥

পালন করিতেছি, এই আমি শতক্রতুকে পরিত্যাগ করিলাম। পরভুক্তা নারী ও পরভুক্তা মালার ন্যায় আমি এই শক্রভুক্ত ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রার্থনা করি না। পরন্তু ত্রিভুবনে যাহা সার, তাহাই আমাকে বলুন।৫৭—৬৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—তপস্যা অপেক্ষা আর কিছুই উত্তম নাই; তপস্যাই মহাজনগণের ধন। তপস্যা দ্বারা সমস্ত বাঞ্ছিতলাভ হয়। হে পুত্র! তুমি তপস্যারই যোগ্য। বজ্রাঙ্গ কহিল,—হে দেব! আমার তপস্যায় অনুরাগ আছে; কিন্তু হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে সেই তপস্যায় যেন আমার বিঘ্ন না ঘটে। বজ্রাঙ্গ এই বলিয়া বিরত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! তুমি যদি ক্রূরভাব পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাচরণ কর, তবে তোমার এখন যে শক্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে তুমি জন্মের সাফল্যলাভ করিবে। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা এই বলিয়া একটী আয়তলোচনা কন্যা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাঙ্গকে ভার্য্যার্থ সম্প্রদান করিলেন। পিতামহ সেই কন্যার নাম-করণ করিলেন—বরাঙ্গী। অনন্তর ব্রহ্মা কশ্যপের সহিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। বজ্রাঙ্গ সেই কন্যার সহিত তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিল। সেই শুদ্ধবুদ্ধি পদ্ম-পত্রাক্ষ দৈত্যপতি সহস্রবর্ষ ঊর্দ্ধবাহু, সহস্রবর্ষ অধোমুখ ও সহস্রবর্ষ পঞ্চাগ্নি মধ্যগত হইয়া নিরাহারে ঘোর তপস্যাচরণ করায় যেন সাক্ষাৎ তপোরাশিরূপেই প্রতীত হইয়া উঠিল। অনন্তর ঐ দৈত্য সহস্রবর্ষ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। তদীয় পতিব্রতা পত্নীও সেই সরোবরতীরে অবস্থানপূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে, পতি নিরাহার বলিয়া নিজেও নিরাহারে তপস্যা করিতে লাগিল। সেই সময়ে ইন্দ্র তাহাকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি মর্কটমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহার নিকটে আসিয়া তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য তদীয় নেত্রদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার কেশপাশ লুলিত, বসন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বদন ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহাকে অতীব উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করিয়া শৃঙ্গাঘাতে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ভুজঙ্গরূপ পরিগ্রহ করিয়া তদীয় চরণযুগল বন্ধনপূর্ব্বক দূরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের এবম্বিধ উৎপীড়নেও সেই মহাভাগা তপোমহিমায় বিহত হইলেন না এবং ক্ষমাগুণের বাহুল্যে অণুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।৬৫—৭৮। ইন্দ্র কখন শৃগালরূপে তদীয় আশ্রম দূষিত করিতে লাগিলেন; কখন অগ্নিরূপে দাহ করিতে লাগিলেন; কখন বা বায়ুরূপে সেই পতিব্রতাকে উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এইরূপে সিংহ ব্যাঘ্রাদি নানারূপে বিভীষিকা দেখা-

বিররাম যদা নৈব বজ্রাঙ্গমহিষী তদা। শৈলস্তু তুষ্টতাং মত্বা শাপং দাতুং ব্যবস্থিত॥ ৮১॥ তাং শাপাভিমুখীং দৃষ্ট্বা শৈলঃ পুরুষবিগ্রহঃ। উবাচ তাং বরারোহাং ত্বরয়াথ সুলোচনাম্॥ ৮২॥ শৈল উবাচ। নাহং মহাব্রতে তুষ্টঃ সেব্যোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্। অতিখেদং করোত্যেষ তপঃক্রুদ্ধস্তু বৃত্রহা ৮৩॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ কালো বর্ষসহস্রিকঃ। তস্মিন্ যাতে স ভগবান্ কালে কমলসম্ভবঃ॥ ৮৪॥ তুষ্টঃ প্রোবাচ বজ্রাঙ্গং তমাগম্য জলাশয়ে॥ ৮৫॥ ব্রহ্মোবাচ। দদামি সর্ব্বকামাংস্তে উত্তিষ্ঠ দিতিনন্দন। এবমুক্তস্তদোত্থায় দৈত্যেন্দ্রস্তপসো নিধিঃ। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সর্ব্বলোকপিতামহম্॥ ৮৬॥ বজ্রাঙ্গ উবাচ। আসুরো মেঽস্তু মা ভাবঃ শক্ররাজ্যে চ মা রতিঃ। তপোধর্ম্মরতিশ্চাস্তু বৃণোম্যেতৎ পিতামহ॥ ৮৭॥ এবমস্ত্বিতি তং ব্রহ্মা প্রাহ বিস্মিতমানসঃ। উপেক্ষতে চ শক্রং স ভাব্যর্থং কোঽভিবর্ত্ততে॥ ৮৮॥ ঋষয়ো মনুজা দেবাঃ শিবব্রহ্মমুখা অপি। ভাব্যর্থং নাতিবর্ত্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ॥ ৮৯॥ ইতি চিন্ত্য বিরিঞ্চোঽপি তত্রৈবান্তরধীয়ত। বজ্রাঙ্গোঽপি সমাপ্তে তু তপসি স্থিরসংযমঃ॥ ৯০॥ আহারমিচ্ছন্ স্বাং ভার্য্যাং ন দদর্শাশ্রমে স্বকে। ভার্য্যাহীনোঽফলশ্চেতি স সঞ্চিন্ত্য ইতস্ততঃ॥ ৯১॥ বিলোকয়ন্ স্বকাং ভার্য্যাং বিধিৎসুঃ কর্ম্ম নৈত্যকম্। বিলোকয়ন্ দদর্শাথ ইহামুত্র সহায়িনীম্॥ ৯২॥ রুদন্তীং স্বাং প্রিয়াং দীনাং তরুপ্রচ্ছাদিতাননাম্। তাং বিলোক্য ততো দৈত্যঃ প্রোবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ৯৩॥ বজ্রাঙ্গ উবাচ। কেন তেঽপকৃতং ভীরু বর্ত্তস্যাস্তপসি স্বকে। কথং রোদিষি বা বালে ময়ি জীবতি ভর্ত্তরি। কং বা কামং প্রযচ্ছামি শীঘ্রং প্রব্রূহি ভামিনি॥ ৯৪॥ গৃহেশ্বরীং সদ্গুণভূষিতাং শুভাং পত্নীত্বযোগেন পতিং সমেতাম্। ন লালয়েৎ পূরয়েন্নৈব কামং স কিং পুমান্ পুমান্ মে মতোঽস্তি॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যে বজ্রাঙ্গেতিহাসবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

ইতে লাগিলেন। তিনি যখন বিভীষিকা প্রদর্শন হইতে কোনমতে নিবৃত্ত হইলেন না; তখন বজ্রাঙ্গ-মহিষী সেই পর্ব্বতেরই দোষ মনে করিয়া তাহাকেই অভিশাপদানে সমুদ্যত হইলেন। পর্ব্বত তাঁহাকে শাপদানোদ্যত দেখিয়া সত্বর মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই সুলোচনা বরারোহাকে কহিল,—অয়ি মহাব্রতে! আমি তুষ্ট নহি; আমি সকল দেহধারীরই সেব্য। তোমার তপস্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রই তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। ক্রমে সহস্রবর্ষ অতিক্রান্ত হইল। ভগবান্ কমলযোনি সন্তুষ্ট হইয়া তখন সেই জলাশয়সমীপে আগমনপূর্ব্বক বজ্রাঙ্গকে কহিলেন,—হে দিতিনন্দন। তুমি তপস্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর; আমি তোমাকে সমস্ত কামনা দান করিতেছি। ব্রহ্মার এই কথায় তপোনিধি দৈত্যপতি তপস্যা ত্যাগ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, —আমার যেন আসুর ভাব না হয়, আর ইন্দ্রের রাজৈশ্বর্য্যের প্রতিও আমার যেন অনুরাগ না জন্মে; তপস্যায় এবং ধর্ম্মেই যেন আমার অনুরক্তি থাকে। হে পিতামহ! আমি এইরূপই বর প্রার্থনা করি। ব্রহ্মা বিস্মিতচিত্তে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। বজ্রাঙ্গ নিয়তই শক্রকে উপেক্ষা করিত। কে বল ভবিতব্যতা অতিক্রম করিতে পারে? মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্য ঋষি, দেবতা, এমন কি ব্রহ্মা বা শিবও ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। বিধাতা ইহা বুঝিয়াই তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে দৃঢ়সংযমী বজ্রাঙ্গ তপস্যা সমাপ্ত করিয়া আহারাভিলাষে আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পত্নীকে দেখিতে পাইল না। সে ভাবিল, ভার্য্যাহীনের সকল কার্য্য বিফল। ইহা চিন্তা করিয়া বজ্রাঙ্গ নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানার্থ ইতস্ততঃ ভার্য্যাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ইহ-পরকালের সহায়ভূতা স্বীয় পত্নীকে তরু-গুল্মাচ্ছাদিতমুখী, দীনা ও রোদনপরায়ণা দেখিয়া বজ্রাঙ্গ সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহাকে কহিল,—অয়ি বালে! আমি তোমার ভর্ত্তা, আমি জীবিত থাকিতে তুমি রোদন করিতেছ কেন? ভামিনি! আমি তোমার কোন্ কামনা সম্পাদন করিব? শীঘ্র বল। অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায় পতিপত্নীর মিলনেই সংসার যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হয়; সুতরাং সদ্গুণ-ভূষিতা পতিগতপ্রাণা শুভা গৃহেশ্বরীকে যে পুরুষ না আদর যত্ন করে কিম্বা তাহার কামপুরণ না করে, আমার মতে সে পুরুষ, পুরুষই নহে। ৭৯—৯৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বরাঙ্গ্যুবাচ। নাশিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি ত্রাসিতা পীড়িতাস্মি চ। রৌদ্রেণ দেবনাথেন নষ্টনাথেব ভূরিশঃ॥ ৫॥ দুঃখপারমপশ্যন্তী প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতা। পুত্রং মে ঘোরদুঃখস্য তারকং দেহি চেৎ কৃপা॥ ২॥ এবমুক্তস্তু দৈত্যেন্দ্রো দুঃখিতোঽচিন্তয়দ্ হৃদি। আসুরেষ্বপি ভাবেষু স্পৃহা যদ্যপি নাস্তি মে॥ ৩॥ তথাপি মন্যে শাস্ত্রেভ্যস্ত্বনুকম্প্যা প্রিয়েতি যৎ। সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্॥ ৪॥ ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্। যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিরতাশ্রয়ৈঃ॥ ৫॥ গেহিনো হেলয়া জিগ্যুর্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা। ন কেঽপি প্রভবন্ত্যাং চাপ্যনুকর্ত্তুং গৃহেশ্বরীম্॥ ৬॥ অথায়ুষা বা কার্ৎস্ন্যেন ধর্ম্মে দিৎসুর্যথৈব চ। যাস্যাং ভবতি চাত্মৈব ততো জায়া নিগদ্যতে॥ ৭॥ ভর্ত্তব্যা এব যস্মাচ্চ তস্মাদ্ভার্য্যেতি সা স্মৃতা। সা এব গৃহমুক্তঞ্চ গৃহিণী সা ততঃ স্মৃতা॥ ৮॥ সংসারকল্পষাৎ ত্রাত্রী কলত্রমিতি সা ততঃ। এবংবিধাং প্রিয়াং কো বৈ নানুকম্পিতুমর্হতি॥ ৯॥ ত্রীণি জ্যোতীংষি পুরুষ ইতি বৈ দেবলোঽব্রবীৎ। ভার্য্যা কর্ম্ম চ বিদ্যা চ সংসাধ্যং যত্নতস্ত্রয়ম্॥ ১০॥ তদেনাং পীড়িতাং চেদ্বয়ং পতির্ভূত্বা ন পালয়ে। ততো যাস্যে শাস্ত্রবাদান্নরকান্তং ন সংশয়ঃ॥ ১১॥ অহমপ্যেনমিন্দ্রং বৈ শক্তো জেতুং যথানৃণাম্। পুনঃ কামং করিষ্যেঽস্যা দাস্যে পুত্রং মহাবলম্॥ ১২॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য বজ্রাঙ্গঃ কোপব্যাকুললোচনঃ। প্রতিকর্ত্তুং মহেন্দ্রায় তপো ভূয়ো ব্যবস্থত॥ ১৩॥ জ্ঞাত্বা তু তস্য সঙ্কল্পং ব্রহ্মা ক্রূরতরং পুনঃ। আজগাম ত্বরাযুক্তো যত্রাসৌ দিতিনন্দনঃ॥ ১৪॥ উবাচৈনং স ভগবান্ প্রভুর্মধুরয়া গিরা॥ ১৫॥ ব্রহ্মোবাচ। কিমর্থং ভূয় এব ত্বং নিয়মং ক্রূরমিচ্ছসি। আহারাভিমুখো দৈত্য তন্মে ব্রূহি মহাব্রত॥ ১৬॥ যাবদ্বর্ষসহস্রেণ নিরাহারেণ বৈ ফলম্। ত্যজতা প্রাপ্তমাহারং লব্ধস্তে ক্ষণমাত্রতঃ॥ ১৭॥ ত্যাগো হ্যপ্রাপ্তকামানাং ন তথা চ গুরুঃ স্মৃতঃ। যথাপ্রাপ্তং পরিত্যজ্য কামং কমললোচন। শ্রুত্বৈতদ্ব্রহ্মণো বাক্যং দৈত্যঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বরাঙ্গী কহিলেন,—আমি অনাথার ন্যায় দুরন্ত দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক বহুবার ত্রাসিতা, পীড়িতা, আহতা ও নিক্ষিপ্তা হইয়াছি। অনন্তর সেই ক্লেশসাগরের পার দর্শনে অক্ষম হইয়া প্রাণত্যাগার্থ প্রয়াস পাইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার যদি কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই ঘোর দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন একটী পুত্র প্রদান করুন। দৈত্যেন্দ্র বজ্রাঙ্গ, পত্নীর এই কথা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিলেন যে, যদিও আমার আসুর ভাবে রুচি নাই, তথাপি শাস্ত্রালোচনায় বুঝা যায় যে, নিজ পত্নীকে অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কলত্রবান্ গৃহস্থ মানব জলযান দ্বারা সাগর পার হইবার ন্যায় অপরাপর আশ্রম পাইয়া ব্যসনার্ণব পার হইয়া থাকেন। গৃহস্থগণ দুর্গপতির ন্যায় অন্যের সাহায্যে অজেয় দস্যুবর্গসম ইন্দ্রিয়রিপুগণকে অনায়াসেই জয় করিতে পারেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দাতার ন্যায় অপর কেহই সেই গৃহেশ্বরীর অনুকরণে সারা জীবনেও সক্ষম হয় না। পত্নীতে আত্মাই জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাহাকে জায়া বলে, আর সর্ব্বথা ভরণযোগ্য বলিয়া তাহাকে ভার্য্যা বলে। সেই ভার্য্যা দ্বারাই গৃহাশ্রম সিদ্ধ হয়, এজন্য তাহাকে গৃহিণী বলে। সংসারকল্মষ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া তাহাকে কলত্র বলা যায়। এবম্বিধ প্রিয়াকে কেই বা অনুগ্রহ না করে? দেবল মুনি বলিয়াছেন যে, পুরুষের ভার্য্যা, পুত্র ও বিদ্যা,—এই তিনটীই জ্যোতিঃস্বরূপ; অতএব এই তিনটীকে সযত্নে রক্ষা করিবে। সেই পত্নী পীড়িতা হইয়াছে, আমি যদি পতি হইয়া অদ্য তাহাকে পালন না করি, তবে শাস্ত্রানুসারে নরকগামী হইব, সংশয় নাই। আমিও ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তাহা না করিয়া ইহাকে একটী মহাবল পুত্র দান করি। বজ্রাঙ্গ কোপচঞ্চললোচনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহেন্দ্রের প্রতিকার মানসে পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হইল। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার সেই ক্রূরতর সঙ্কল্প অবগত হইয়া সেই দিতিনন্দন সমীপে ত্বরা সহকারে আগমনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ১—১৫। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহাব্রত দৈত্য! তুমি কিজন্য আহারার্থী হইয়া সহসা আবার কিজন্য কঠিন নিয়মালম্বনে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে?—আমাকে তাহা বল। সহস্র বৎসর আহারত্যাগে যে ফল, তুমি প্রাপ্ত আহার পরিহার করিয়া ক্ষণমাত্রেই সেই ফল পাইলে। হে কমললোচন! অপ্রাপ্ত

প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ দৈত্য উবাচ। পত্ন্যর্থেঽহং করিষ্যামি তপো ঘোরং পিতামহ। পুত্রার্থমুদ্যতশ্চাহং যঃ স্যাদ্গীর্বাণদর্পহা ॥ ১৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবঃ পদ্মগর্ভোস্তবস্তদা। উবাচ দৈত্যরাজানং প্রসন্নশ্চতুরাননঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অলন্তে তপসা বৎস মা ক্লেশে বিস্তরে বিশ। পুত্রস্তে তারকো নাম ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ২১ ॥ দেবসীমন্তিনীকাম্যধম্মিল্লকবিমোক্ষণঃ। ইত্যুক্তো দৈত্যরাজস্তু প্রণম্য প্রপিতামহম্ ॥ ২২ ॥ বিসৃজ্য গত্বা মহিষীং নন্দয়ামাস তাং মুদা। তৌ দম্পতী কৃতার্থৌ চ জগ্মতুশ্চাশ্রমং তদা ॥ ২৩ ॥ আহিতঞ্চ ততো গর্ভং বরাঙ্গী বরবর্ণিনী। পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু দধারোদর এব হি ॥ ২৪ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে বরাঙ্গী সমসূয়ত। জায়মানে তু দৈত্যেন্দ্রে তস্মিন্ লোকভয়ঙ্করে ॥ ২৫ ॥ চচাল সকলা পৃথ্বী প্রোদ্ধূতাশ্চ মহার্ণবাঃ। চেলুর্ধরাধরাশ্চাপি ববুর্বাতা বিভীষণাঃ ॥ ২৬ ॥ জেপুর্জপ্যং মুনিবরা ব্যাধবিদ্ধা মৃগা ইব। জহুঃ কান্তিঞ্চ সূর্য্যাদ্যা নীহারাশ্ছাদয়ন্ দিশঃ ॥ ২৭ ॥ জাতে মহাসুরে তস্মিন্ সর্ব্ব এব মহাসুরাঃ। আজগ্মুর্হর্ষিতাস্তত্র তথা চাসুরযোষিতঃ ॥ ২৮ ॥ জগুর্হর্ষসমাবিষ্টা ননৃতুশ্চাসুরাঙ্গনাঃ। ততো মহোৎসবে জাতে দানবানাং পৃথাসুত ॥ ২৯ ॥ বিষণ্ণমনসো দেবাঃ সমহেন্দ্রাস্তদাভবন্। জাতমাত্রস্তু দৈত্যেন্দ্রস্তারকশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥ অভিষিক্তোঽসুরো দৈত্যৈঃ কুরঙ্গমহিষাদিভিঃ। সর্ব্বাসুরমহারাজ্যে যুতঃ সর্ব্বৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৩১ ॥ স তু প্রাপ্তমহারাজ্যস্তারকঃ পাণ্ডুসত্তম। উবাচ দানবশ্রেষ্ঠান্ যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ৩২ ॥ শৃণুধ্বমসুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং মম মহাবলাঃ। শ্রুত্বা বঃ শ্রেয়সী বুদ্ধিঃ ক্রিয়তাং বচনে মম ॥ ৩৩ ॥ অস্মাকং জাতিধর্ম্মেণ বিরূঢ়ং বৈরমক্ষয়ম্। করিষ্যাম্যহং তদ্বৈরং তেষাঞ্চ বিজয়ায় চ ॥ ৩৪ ॥ কিন্তু তত্তপসা সাধ্যং মন্যেঽহং সুরসঙ্গমম্। তস্মাদাদৌ করিষ্যামি তপো ঘোরং দনোঃ সুতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সুরান্ বিজেষ্যামো ভোক্ষ্যামোঽথ জগত্ত্রয়ম্। যুক্তোপায়োঽহি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে ॥ ৩৬ ॥ অযুক্তশ্চপলঃ

কাম্য বিষয়ের ত্যাগে তাদৃশ ফল হয় না, প্রাপ্ত কাম ত্যাগে যেমন ফল হয়। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বজ্রাঙ্গ কহিল,—হে পিতামহ! আমি পত্নীর জন্য পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি; আমি দেবদর্পহারী পুত্র কামনা করিতেছি। পদ্মজন্মা চতুরানন তাহার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমুখে সেই দৈত্যরাজকে কহিলেন,—বৎস! তোমার আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, তুমি আর অধিক ক্লেশে আকৃষ্ট হইও না। তোমার তারক নামে এক মহাবল পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র দেবসীমন্তিনীগণের কমনীয় সংযত কেশপাশের বিমোক্ষণকারী হইবে। দৈত্যরাজ এই বর পাইয়া প্রপিতামহকে প্রণতিপূর্ব্বক তপস্যা ত্যাগ করিয়া গিয়া মহিষীকে অভিনন্দন করিলেন। সেই দৈত্য-দম্পতী তখন কৃতার্থমানসে আশ্রমে গমন করিলেন। পরে বরবর্ণিনী বরাঙ্গী গর্ভধারণ করিলেন। তিনি পূর্ণ সহস্র বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিয়া পরে পুত্র প্রসব করিলেন। সেই লোকভয়ঙ্কর পুত্রের জন্মকালে সমগ্রা পৃথিবী কম্পিতা, মহার্ণব সকল উদ্বেল ও ভূধরগণ বিচলিত হইয়া উঠিল; অতি পরুষ বায়ু ভীষণভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মুনিগণ ব্যাধবিদ্ধ মৃগের ন্যায় সভয়ে স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাদি গ্রহগণ কান্তিহীন হইলেন। নীহারে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই মহাসুর জন্মিলে তখন সমস্ত মহাসুরগণ হর্ষিত হইয়া আগমন করিল। অসুরাঙ্গনাগণ আসিয়া সহর্ষে নৃত্য-গীত করিতে লাগিল। হে পৃথানন্দন! অসুরগণের সেই মহোৎসব আরব্ধ হইলে সহস্রাক্ষাদি দেবগণ তখন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সেই চণ্ডবিক্রম তারকাসুর জন্মিবামাত্রেই কুরঙ্গ-মহিষাদি দৈত্যগণ তাহাকে সমস্ত অসুররাজত্বে অভিষেক করিল। ১৬—৩১। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! সেই তারক মহারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রধান দানবগণকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিল যে,—হে মহাবল অসুরগণ! আপনারা সকলে আমার বাক্য শুনিয়া আমার কথানুসারে বুদ্ধি স্থির করুন। জাতিধর্ম্ম অনুসারেই আমাদিগের দেবগণ সহ বৈরভাব দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। উহার ক্ষয় হওয়া সম্ভব নহে। আমিও বিজয়লাভার্থ তাহাদিগের সহিত সেই বৈরানুষ্ঠান করিব। কিন্তু সুরগণ সহ বিগ্রহ ব্যাপার আমি তপস্যাসাধ্য বলিয়াই মনে করি। অতএব হে দানবগণ! অগ্রে আমি কঠোর তপস্যাচরণ করিব; পরে সুরগণকে পরাজয় করিয়া ত্রিজগৎ উপভোগ করিব। যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষ স্থিরশ্রীলাভে সমর্থ হয়; পরন্তু যুক্তি-

প্রাপ্তামপি রক্ষিতুমক্ষমঃ। তচ্ছ্রুত্বা দানবাঃ সর্ব্বে বাক্যং তস্তাসুরস্য তু ॥ ৩৭ ॥ সাধুসাধ্বিত্যথোচুস্তে বচনং তস্য বিস্মিতাঃ। সোহগচ্ছৎ পারিযাত্রস্য গিরেঃ কন্দরমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব্বর্তুকুসুমাকীর্ণং নানৌষধিবিদীপিতম্। নানাধাতুবসস্রাবি চিত্রনানা-গৃহাশ্রয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ অনেকাকারবহুলং পৃথক্ পক্ষি-কুলাকুলম্। নানাপ্রস্রবণোপেতং নানাবিধ-জলাশয়ম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাপ্য তৎকন্দরং দৈত্যশ্চকার বিপুলং তপঃ। বহন্ পাশুপতীং দীক্ষাং পঞ্চ মন্ত্রাঞ্জপ সঃ ॥ ৪১ ॥ নিরাহারঃ পঞ্চতপা বায়ুভুক্-ভূৎ কিল। ততঃ স্বদেহাদুৎকৃত্য কর্ষংকর্ষং দিনে-দিনে ॥৪২ ॥ মাংসস্যাগ্নৌ জুহাবৈব ততো নির্ম্মাংসতাং গতঃ। ততো নির্ম্মাংসদেহঃ স তপোরাশিরজায়ত ॥ ৪৩ ॥ জজ্বলুঃ সর্ব্বভূতানি তেজসা তস্য সর্ব্বতঃ। উদ্বিগ্নাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে তপসা তস্য ভীষিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা পরমং তোষমাগতঃ। তাবকস্য বরং দাতুং জগাম শিখরং গিরেঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রাপ্য তং শৈলরাজানং হংসস্যন্দনমাস্থিতঃ। উবাচ তারকং

হীন চপল ব্যক্তি প্রাপ্তা শ্রীকেও রক্ষা করিতে পারে না। দানবগণ সকলই তারকাসুরের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে দৈত্যরাজ তারক তপস্যার্থ পারিযাত্র গিরির উত্তম কন্দরে গমন করিল। সেই কন্দর সর্ব্বঋতুজাত কুসুমে সমাকীর্ণ, বিবিধ ওষধি দ্বারা সমুজ্জ্বল, নানাবিধ ধাতুরসস্রাব-যুক্ত, চিত্র বিচিত্র গৃহসমূহে সমন্বিত, অনেকবিধ আকারসম্পন্ন, অনেকবিধ পক্ষিকুলে সমাকুল, নানা প্রস্রবণে সমুপেত এবং নানা জলাশয়ে শোভ-মান। দৈত্যরাজ তারক সেই কন্দরে যাইয়া পাশুপত দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চমন্ত্র জপে নিরত হইয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিতে লাগিল। সে প্রথমতঃ নীরাহারে পঞ্চতপা হইয়া অযুত বৎসর তপস্যা করিল; পরে নিজ দেহ হইতে প্রতিদিন এক-এক কর্ষ পরিমিত মাংস ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা অনলে হোম করিতে লাগিল। এই ভাবে মাংসহীন হইয়া তপোরাশিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহার তেজে সর্ব্বভূত তখন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। দেবগণ তাহার তপস্যায় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তারকাসুরকে বরদানার্থ সেই গিরিশিখরে গমন করিলেন। দেববর ব্রহ্মা হংসযানারোহণে সেই

দেবো গিরা মধুরয়া তদা ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। উত্তিষ্ঠ পুত্র তপসো নাস্ত্যসাধ্যং তবাধুনা। বরং বৃণীষ্বা-ভিমতং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্তস্তারকো দৈত্যঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ তং বিভুম্ ॥ ৪৮ ॥ তারক উবাচ। বয়ং প্রভো জাতিধর্ম্মাঃ কৃতবৈরাঃ সহামরৈঃ। তৈশ্চ নিঃশেষিতা দৈত্যাঃ কৃতাঃ ক্রূরৈর্নৃশংসবৎ ॥৪৯ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ভবেয়মিতি মে মতিঃ। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানামস্ত্রাণাঞ্চ মহৌজসাম্ ॥ ৫০ ॥ স্যামহং চামরৈশ্চৈষ বরো মম হৃদি স্থিতঃ। এতন্মে দেহি দেবেশ নান্যং বৈ রোচয়ে বরম্ ॥ ৫১ ॥ তমুবাচ ততো দৈত্যং বিরঞ্চোহমরনায়কঃ। ন যুজ্যতে বিনা মৃত্যুং দেহিনো দেহধারণম্। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতীরিতম্ ॥ ৫২ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য বরয় বরং যস্মান্ন শঙ্কসে। ততঃ সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ ॥ ৫৩ ॥ বাসরাণাঞ্চ সপ্তানাং বর্জ্জয়িত্বা তু বালকম্। দেবানামপ্যবধ্যোহহং ভূয়াসং তেন যাচিতঃ ॥ ৫৪ ॥ বব্রে মহাসুরো মৃত্যুং ব্রহ্মাণং

গিরিবরে উপস্থিত হইয়া তারকাসুরকে মধুরবাক্যে কহিলেন,—বৎস। উঠ! এখন আর তোমার তপস্যায় কিছুই অসাধ্য নাই। তোমার অভিমত বর গ্রহণ কর। ৩২—৪৮। দৈত্যরাজ তারক এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিকবে বিভু ব্রহ্মাকে কহিল,— প্রভো! আমরা জাতিধর্ম্ম অনুসারেই অমরগণ সহ বৈরভাব পোষণ করি। সেই ক্রূর দেবগণও নৃশংসবৎ দৈত্যগণকে নিঃশেষিত করিয়াছে। আমি সেই দেবগণের উৎপাটন করিতে চাই; ইহাই আমার কামনা। আমি সর্ব্বভূতের ও সর্ব্ব অস্ত্রের অবধ্য হইব, অমরগণেরও অজেয় হইব। মহাবীর্য্য প্রাণীও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। এই বরই আমার অভিপ্রেত। হে দেবেশ! আমাকে এই বর দান করুন; আমি অন্য বর চাই না। অমরনায়ক ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন,—দেহিগণের মৃত্যুহীন হইয়া দেহধারণ সম্ভব নহে। জাতমাত্রেরই অবশ্য মৃত্যু ঘটিবে; এই সত্য বাক্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহাতে নিঃশঙ্ক হইতে পার এমন বর গ্রহণ কর। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দৈত্যপতি তারক কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল,—সপ্তদিন মাত্র বয়স্ক বালক হইতে যেন আমার মৃত্যু ঘটে, তদ্ভিন্ন আমি যেন দেবগণেরও অবধ্য হই! মহাসুর তারক গর্ব্বমোহে ব্রহ্মার নিকট

মানমোহিতঃ। ব্রহ্মা প্রোচে ততস্তঞ্চ তথেতি হর-বাক্যতঃ॥ ৫৫॥ জগাম ত্রিদিবং দেবো দৈত্যোঽপি স্বকমালয়ম্। উত্তীর্ণং তপসস্তঞ্চ দৈত্যং দৈত্যেশ্বরাস্তদা॥ ৫৬॥ পরিবব্রুঃ ফলাকীর্ণং বৃক্ষং শকুনয়ো যথা। তস্মিন্ মহতি রাজ্যস্থে তারকে দিতিনন্দনে॥ ৫৭॥ ব্রহ্মণাভিহিতস্থানে মহার্ণবতটোত্তরে। তরবো জজ্ঞিরে পার্থ তত্র সর্ব্বর্ত্তবঃ শুভাঃ॥ ৫৮॥ কান্তির্দ্যুতির্ধৃতির্মেধা শ্রীরখণ্ডা চ দানবম্। পরিবব্রুর্গুণাকীর্ণং নিশ্ছিদ্রাঃ সর্ব্ব এব হি॥ ৫৯॥ কালাগুরুবিলিপ্তাঙ্গং মহামুকুটমণ্ডিতম্। রুচিরাঙ্গদসন্নদ্ধং মহাসিংহাসনে স্থিতম্॥ ৬০॥ নৃত্যন্ত্যপ্সরসঃ শ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বা গায়য়ন্তি চ। চন্দ্রার্কৌ দীপমার্গেষু ব্যজনেষু চ মারুতঃ। গ্রহা অগ্রেসরাস্তস্য জীবাদেশপ্রভাষিণঃ॥ ৬১॥ এবং স্বকাদ্বাহুবলাৎ স দৈত্যঃ সম্প্রাপ্য রাজ্যং পরিমোদমানঃ। কদাচিদাভাষ্য জগাদ মন্ত্রিণঃ প্রোদ্বৃত্তসর্ব্বাঙ্গবলেন দর্পিতঃ॥ ৬২

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকাসুরোৎপত্তিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তারক উবাচ। রাজ্যেন বুদ্বুদাভেন শ্রীতিরক্ষৈশ্চ পানকৈঃ। মোহিতো জন্ম লব্ধাত্র ত্যজতে পৌরুষং নরঃ॥ ১॥ জন্ম তস্য বৃথা সর্ব্বমাকল্পান্তং ন সংশয়ঃ॥ ২॥ মাতাপিতৃভ্যাং ন করোতি কামান্ বন্ধুনশোকান্ন করোতি যো বা। কীর্ত্তিং হি বা নাজ্জয়তে ন মানং নরঃ স জাতোঽপি মৃতোঽত্র লোকে॥ ৩॥ তস্মাজ্জয়ায়ামরপুঙ্গবানাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহরণায় শীঘ্রম্। সংযোজ্যতাং মে রথমষ্টচক্রং বলঞ্চ মে দুর্জ্জয়দৈত্যচক্রম্॥ ৪॥ ধ্বজঞ্চ মে কাঞ্চনপট্টবদ্ধং ছত্রঞ্চ মে মৌক্তিকজালবদ্ধম্। অদ্যাহমাসাং সুরকামিনীনাং ধম্মিল্লকাংশ্চাগ্রথিতান্ করিষ্যে॥ ৫॥ যথা পুরা মর্কটকো জনন্যাস্তস্যাশ্চ সত্যেন তু তারকঃ স্যাম্॥ ৬॥ নারদ উবাচ।

এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মাও শিবের বাক্যানুসারে তাহাকে "তথাস্তু" বলিয়া নিজধামে প্রস্থান করিলেন; তারকও নিজভবনে প্রতিগমন করিল। প্রধান প্রধান দৈত্যগণ তখন তাহাকে তপস্যা হইতে উত্তীর্ণ জানিয়া ফলাকীর্ণ বৃক্ষকে পক্ষিগণের ন্যায় আসিয়া পরিবেষ্টন করিল। দৈত্যপতি তারক অসুররাজ্য প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে মহার্ণবের উত্তর তটে রাজধানী স্থাপন করিতে উপদেশ করিলেন। সে তখন সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করিল। সেখানে সর্ব্বঋতুতেই সুখদায়ক বৃক্ষ সকল জন্মিল। অখণ্ডিতা কীর্ত্তি, দ্যুতি, ধৃতি, মেধা ও শ্রী তাহাকে পরিবেষ্টন করিল, সে সর্ব্বথা দোষসম্পর্কহীন সর্ব্বগুণাকীর্ণ হইল। সে কালাগুরু দ্বারা অঙ্গবিলেপন করিয়া মহা মুকুটে মণ্ডিত ও মনোহর অঙ্গদে ভূষিত হইয়া মহাসিংহাসনে উপবেশন করিলে তৎসমক্ষে অপ্সরোগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিত। চন্দ্র সূর্য্য তদীয় দীপকার্য্য ও পবন তদীয় ব্যজন সাধন করিতেন। গ্রহগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক "জীবিত থাকুন, আদেশ করুন" ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারা অভিনন্দন করিতেন। সেই দৈত্য, এই ভাবে নিজ বাহুবলে সমুপার্জ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া সুখভোগ করিতে লাগিল। পরে একদা নিজ বাহুবলে দর্পিত হইয়া নিজ মন্ত্রিগণকে কহিতে লাগিল। ৪৯—৬২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

তারকাসুর কহিল,—নরগণ ইহলোকে জন্ম লাভ করিয়া বুদ্বুদসম রাজ্য, শ্রী, পানীয় ও দ্যূত দ্বারা মোহিত হইয়া পুরুষত্বহীন হইয়া পড়ে। এবম্বিধ ব্যক্তি কল্পান্তজীবী হইলেও তাহার জন্ম বৃথা, ইহাতে সংশয় নাই। যে নর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার কামনা পূরণ, বন্ধুগণের শোকাপনোদন ও কীর্ত্তি সম্মানার্জ্জন না করে, সে মৃততুল্য। অতএব অমরবরগণের পরাজয় সাধন ও ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী হরণার্থ অবিলম্বে আমার অষ্টচক্র রথ যোজনা করা হউক; আর দুর্জ্জয় দৈত্যচক্রও সজ্জিত হউক। আমার কাঞ্চনপট্টবদ্ধ ধ্বজ উত্তোলিত ও মৌক্তিকজালবদ্ধ ছত্র প্রকটিত করা হউক। অদ্য আমি সুরকামিনীগণের সংযত কেশপাশ বিমুক্ত করিব। পূর্ব্বে ইন্দ্র যে মর্কটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মদীয় জননীকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, আমি সত্য সত্যই সেই দুঃখের তারক হইব।

তারকস্য বচঃ শ্রুত্বা গ্রসনো নাম দানবঃ। সেনানী-দৈত্যরাজস্য তথা চক্রেঽবিলম্বিতম্ ॥ ৭ ॥ আহত্য ভেরীং গম্ভীরাং দৈত্যানাহূয় সত্বরঃ। সজ্জং চক্রে রথং দৈত্যো দৈত্যরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৮ ॥ গরুড়ানাং সহস্রেণ গরুড়োপমিতত্বিষা। তে হি পুত্রাঃ সুপর্ণস্য সংস্থিতা মেরুকন্দরে ॥ ৯ ॥ বিজিত্য দৈত্যরাজেন বাহনত্বে প্রকল্পিতাঃ। অষ্টাষ্টচক্রঃ স রথশ্চতুর্যোজন-বিস্তৃতঃ ॥ ১০ ॥ নানাক্রীড়াগৃহযুতো গীতবাদ্যমনো-হরঃ। গন্ধর্ব্বনগরাকারঃ সংযুক্তঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১১ ॥ আজগ্মুস্তত্র দৈত্যাশ্চ দশ চণ্ডপরাক্রমাঃ। কোটি-কোটিপরীবারা অন্যে চ বহবো রণে ॥ ১২ ॥ তেষামগ্রেসরো জম্ভঃ কুজম্ভোঽনন্তরস্তথা। মহিষঃ কুঞ্জরো মেষঃ কালনেমির্নিমিস্তথা ॥ ১৩ ॥ মথনো জম্ভকঃ শুম্ভো দৈত্যেন্দ্রা দশ নায়কাঃ। দৈত্যেন্দ্রা গিরিবর্ম্মাণঃ সন্তি চণ্ডপরাক্রমাঃ ॥ ১৪ ॥ নানাবিধ-প্রহরণা নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ। তারকস্যাভবৎ কেতু-র্বহুরূপো মহাভয়ঃ ॥ ১৫ ॥ ক্বচিচ্চ রাক্ষসো ঘোরঃ পিশাচধ্বাঙ্ক্ষগৃধ্রকঃ। এবং বহুবিধাকারঃ স কেতুঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৬ ॥ কেতুনা মকরেণাপি সেনানীর্গ্রসনো বভৌ। পৈশাচং যত্র বদনং জম্ভস্যাসীদয়স্ময়ম্ ॥ ১৭ ॥ খরো বিধুতলাঙ্গুলঃ কুজম্ভস্যাভবদ্ধ্বজে। মহিষস্য চ গোমায়ুঃ কান্তো হৈমস্তথা বভৌ ॥ ১৮ ॥ গৃধ্রো বৈ কুঞ্জরস্যাসীন্মেষস্যাভূচ্চ রাক্ষসঃ। কাল-নেমের্মহাকালো নিমেরাসীন্মহাতিমিঃ ॥ ১৯ ॥ রাক্ষসী মথনস্যাপি ধ্বাঙ্ক্ষোঽভূজ্জম্ভকস্য চ। মহাবৃকশ্চ শুম্ভস্য ধ্বজা এবংবিধা বভুঃ। অনেকাকারবিন্যাসা-দন্যেষাঞ্চ ধ্বজাভবন্ ॥ ২০ ॥ শতেন শীঘ্রবেগানাং ব্যাঘ্রাণাং হেমমালিনাম্ ॥ ২১ ॥ গ্রসনস্য রথো যুক্তো মহামেঘরবো বভৌ। শতেন চাপি সিংহানাং রথো জম্ভস্য যোজিতঃ ॥ ২২ ॥ কুজম্ভস্য রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ। তাবদ্ভির্মহিষস্যোষ্ট্রৈর্গজস্য চ হয়ৈর্যুতঃ ॥ ২৩ ॥ মেষস্য দ্বীপিভির্ভীমৈঃ কুঞ্জরৈঃ কালনেমিনঃ। পর্ব্বতং বৈ সমারূঢ়ো নিশ্চিত্য বিধৃতং গজৈঃ ॥ ২৪ ॥ চতুর্দ্দংষ্ট্রৈর্গন্ধবদ্ভিশ্চতুর্ভির্মেঘসন্নিভৈঃ। শতহস্তায়তে কৃষ্ণে তুরঙ্গে হেমভূষণে ॥ ২৫ ॥ সিত-চামরজালেন শোভিতে পুষ্পদামনি। মথনো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ পাশহস্তো ব্যরাজত ॥ ২৬ ॥ কিঙ্কিণী-

---

নারদ কহিলেন,—গ্রসন নামক দৈত্যসেনাপতি, তারকের আদেশানুসারেই সমস্ত ব্যবস্থা করিল। সে অবিলম্বে গভীর ভেরীবাদ্য দ্বারা দৈত্যগণকে আহ্বান করিয়া সকলকেই রণসজ্জার আদেশ করিল এবং ধীমান্ দৈত্যপতির রথ সাজাইতে লাগিল। মেরুকন্দরে গরুড়ের এক সহস্র পুত্র বাস করিত। দৈত্যরাজ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ রথবাহনার্থ আনয়ন করিয়াছিল। সেই সহস্র গরুড় তদীয় রথে যোজিত হইল। রথখানির বিস্তার চারি যোজন। উহা চতুঃষষ্টি চক্রযুক্ত, বিবিধ ক্রীড়াগৃহসমন্বিত ও মনোহর গীতবাদ্যে অনুনাদিত। উহা তখন গন্ধর্ব্বনগরা-কারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জর, মেষ, কালনেমি, মথন, জম্ভক ও শুম্ভ এই দশ জন গিরিসম শরীরধারী চণ্ডপরাক্রম দৈত্যনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদিগের সহিত অপর কোটি কোটি দৈত্য আসিয়া মিলিত হইল। ইহারা সকলেই নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পারগ ও সকলেই বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত ছিল। তারকা-সুরের রথধ্বজটী, বহুরূপী ও মহাভয়প্রদ। উহা কখনও রাক্ষস, কখনও পিশাচ, কখনও কাক ও কখনও গৃধ্রাকার এইরূপ বিবিধাকার ধারণ করিত। সেনাপতি গ্রসনের রথধ্বজ মকরাকার, জম্ভা-সুরের রথধ্বজ লৌহময় ও পিশাচমুখযুক্ত, কুজম্ভের রথধ্বজ লাঙ্গুলোৎক্ষেপকারী গর্দ্দভযুক্ত, মহিষের রথধ্বজ মনোরম হৈম গোমায়ুযুক্ত, কুঞ্জরাসুরের ধ্বজ গৃধ্রযুক্ত, মেষাসুরের ধ্বজ রাক্ষসসমন্বিত, কালনেমির ধ্বজ মহাকাল মূর্ত্তি-যুক্ত, নিমির ধ্বজ মহাতিমিযুক্ত, মথনের ধ্বজ রাক্ষসীমূর্ত্তিযুক্ত, জম্ভকের ধ্বজ কাক দ্বারা চিহ্নিত এবং শুম্ভের ধ্বজ মহাবৃকসমন্বিত। অপরাপর দৈত্যগণের ধ্বজ সকলও নানাবিধ চিহ্ন বিন্যাসে শোভিত ছিল। ১—২০। গ্রসনের রথ মহা-মেঘসম শব্দকারী ও শীঘ্রগামী স্বর্ণমালাধারী একশত ব্যাঘ্রযোজিত। জম্ভের রথে একশত সিংহ, কুজম্ভের রথে একশত পিশাচমুখ গর্দ্দভ, মহিষের রথে একশত উষ্ট্র, গজাসুরের রথে একশত অশ্ব, মেষাসুরের রথে একশত ভয়ঙ্কর দ্বীপী ও কালনেমির রথে মেঘসদৃশ চতুর্দংষ্ট্র মদ-গন্ধশালী গজ যোজিত হইয়াছিল। সেই গজগণ বোধ হয় মনে করিত যে, আমরা একটা পর্ব্বত বহন করিতেছি। মথন দৈত্য শতহস্ত দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ হৈম-ভূষণে ভূষিত, সিতচামরজালযুক্ত পুষ্পমালাধারী তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক পাশ হস্তে বিরাজিত ছিল।

মালিনং চোষ্ট্রমারূঢ়োঽভূচ্চ জম্ভকঃ। কালমুঙ্কং মহামেঘমারূঢ়ঃ শুম্ভদানবঃ ॥ ২৭ ॥ অন্যে চ দানবা বীরা নানাবাহনহেতয়ঃ। প্রচণ্ডচিত্রবর্ম্মাণঃ কুণ্ডলোষ্ণীষভূষিতাঃ ॥ ২৮ ॥ নানাবিধোত্তরাসঙ্গা নানামাল্যবিভূষণাঃ। নানাসুগন্ধগন্ধাঢ্যা নানাবন্দিশতস্তুতাঃ ॥ ২৯ ॥ নানাবাদ্যপরিস্পন্দসাগ্রেসরমহারথাঃ। নানাশৌর্য্যকথাসক্তাস্তস্মিন্ সৈন্যে মহারথাঃ ॥ ৩০ ॥ তদ্বলং দৈত্যসিংহস্য ভীমরূপং ব্যদৃশ্যত। ভূমিরেণুসমালিঙ্গত্তুরঙ্গরথপত্তিকম্ ॥ ৩১ ॥ স চ দৈত্যেশ্বরঃ ক্রুদ্ধঃ সমারূঢ়ো মহারথম্। দশভিঃ শুশুভে দৈত্যৈর্দশবাহুরিবেশ্বরঃ। জগদ্ধন্তুং প্রবৃত্তো বা প্রতস্থেঽসৌ সুরান্ প্রতি ॥ ৩২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্দেবদূতঃ সুরালয়ম্। দৃষ্ট্বা তদ্দানববলং জগামেন্দ্রস্য শংসিতম্ ॥ ৩৩ ॥ স গত্বা তু সভাং দিব্যাং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। শশংস মধ্যে দেবানামিদং কার্য্যমুপস্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজঃ স নিমীলিতবিলোচনঃ। বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং কালে মহামতিঃ ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ। সম্প্রাপ্তোঽতিবিমর্দ্দোঽয়ং দেবানাং দানবৈঃ সহ। কার্য্যং কিমত্র তদ্ব্রূহি নীত্যুপায়োপবৃংহিতম্ ॥ ৩৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং মহেন্দ্রস্য গিরাম্পতিঃ। প্রত্যুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। সামপূর্ব্বং স্মৃতা নীতিশ্চতুরঙ্গামনীকিনীম্। জিগীষতাং সুরশ্রেষ্ঠ স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ৩৮ ॥ সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ চতুর্থো দণ্ড এব চ। নীতৌ ক্রমাৎ প্রযোজ্যাশ্চ দেশকালবিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্র সাম প্রযোক্তব্যমার্য্যেষু গুণবৎসু চ। দানং লুব্ধেষু ভেদশ্চ শঙ্কিতেষ্বিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০ ॥ দণ্ডশ্চাপি প্রয়োক্তব্যো নিত্যকালং দুরাত্মসু। সাম দৈত্যেষু নৈবাস্তি নির্গুণত্বাদ্দুরাত্মসু ॥ ৪১ ॥ শ্রিয়া তেষাঞ্চ কিং কার্য্যং সমৃদ্ধানাং তথাপি যৎ। জাতিধর্ম্মেণ চাভেদ্যা বিধাতুরপি তে মতাঃ ॥ ৪২ ॥ একো হ্যুপায়ো দণ্ডোঽত্র ভবতাং যদি রোচতে। দুর্জ্জনঃ সুজনত্বায় কল্পতে ন কদাচন ॥ ৪৩ ॥ লালিতঃ পাতিতো বাপি স্বস্বভাবং ন মুঞ্চতি। এবং মে মন্যতে বুদ্ধির্ভবন্তো যদ্ব্যবস্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥ এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষ এবমেবেত্যুবাচ হ। কর্ত্তব্যতাঞ্চ সঞ্চিন্ত্য প্রোবাচামরসংসদি ॥

জম্ভকাসুর কিঙ্কিণীজালধারী উষ্ট্রে এবং শুম্ভাসুর অতিকৃষ্ণবর্ণ মহামেঘে আরূঢ় ছিল। অপরাপর দানবগণ বিচিত্র দেহে নানাবিধ বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, কুণ্ডল, উষ্ণীষ, উত্তরীয়, মাল্য ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এবং বিবিধ বন্দিজনে স্তুত হইয়া নানাবিধ বাদ্যোদ্যম সহকারে অনুচরগণসহ নানা শৌর্য্যকথা বলিতে বলিতে সেই সৈন্যমধ্যে বিরাজিত হইল।২১—৩০। দৈত্যপতি তারকাসুরের সেই ভূমিরেণুসমাচ্ছন্ন অশ্বরথপদাতিযুক্ত সৈন্য তখন ভীমাকারে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। দৈত্যপতি তারক তখন ক্রুদ্ধচিত্তে তদীয় মহারথে আরোহণ করিলে দশদিকে অবস্থিত দশজন প্রধান দৈত্যের মধ্যস্থ সেই তারকাসুর দশবাহু মহেশ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সে যে সুরগণের প্রতি অভিযান করিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে জগৎসংহার করিতেই প্রবৃত্ত। ইত্যবসরে দেবদূত বায়ু, সেই দানববল দেখিয়া ইন্দ্রকে এ সংবাদ জানাইবার জন্য দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। তিনি মহাত্মা মহেন্দ্রের দিব্য সভামধ্যে গিয়া দেবগণ মধ্যে এই উপস্থিত কার্য্য নিবেদন করিলেন। মহামতি দেবরাজ তাহা শুনিয়া নিমীলিতনেত্রে যোগ্যকাল বিবেচনায় বৃহস্পতিকে কহিলেন,—দানবগণসহ দেবগণের মহাবিবাদ উপস্থিত, অতএব এক্ষণে নীতি অনুসারে কোন্ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা উপদেশ করুন। উদারবুদ্ধি মহাভাগ বৃহস্পতি মহেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন।৩১—৩৭। বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! চতুরঙ্গিণী রিপুবাহিনী জয় করিতে হইলে প্রথমে সাম প্রয়োগই কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতনী নীতি। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড,—এই চতুর্ব্বিধ নীতি দেশকাল বিচারপূর্ব্বক যথাক্রমেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে গুণবান্ ভদ্রজনে সামই প্রযোজ্য। লোভীর প্রতি দান ও শঙ্কিতজনে ভেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর দুরাত্মাদিগের প্রতি সর্ব্বকালেই দণ্ড প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু দৈত্যগণের প্রতি সাম প্রযোজ্য নহে, যে হেতু তাহারা নির্গুণ ও দুরাত্মা। তাহারা সমৃদ্ধ; সুতরাং ধনসম্পদে তাহাদিগের প্রয়োজন কি? জাতিধর্ম্ম অনুসারে তাহারা বিধাতারও অভেদ্য বলিয়া বোধ হয়। অতএব তাহাদিগের প্রতি একমাত্র দণ্ড উপায়ই প্রযোজ্য; এক্ষণে উহা যদি আপনাদিগের অভিপ্রেত হয়। দুর্জ্জন কদাচ সুজন হয় না; লালিত-পালিত হইলেও কদাচ স্বভাব ত্যাগ করে না। আমার তো এইরূপ বোধ হয়। আপনারা যাহা হয় করুন। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র 'ইহাই ঠিক' বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। পরে কর্ত্তব্যবিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া

৪৫॥ বহুমানেন মে বাচং শৃণুধ্বং নাকবাসিনঃ॥ ৪৬॥ ভবন্তো যজ্ঞভোক্তারঃ সতামিষ্টাশ্চ সাত্ত্বিকাঃ। স্বে স্বে পদে স্থিতা নিত্যং জগতঃ পালনে রতাঃ॥ ৪৭॥ ভবতাঞ্চ নিমিত্তেন বাধন্তে দানবেশ্বরাঃ। তেষাং সামাদি নৈবাস্তি দণ্ড এব বিধীয়তাম্॥ ৪৮॥ ক্রিয়তাং সমরে বুদ্ধিঃ সৈন্যং সংযোজ্যতামিতি। আবাহ্যন্তাঞ্চ শস্ত্রাণি পূজ্যন্তাং শস্ত্রদেবতাঃ॥ ৪৯॥ বাহনানি বিমানানি যোজয়ন্তু মমামরাঃ। যমং সেনাপতিং কৃত্বা শীঘ্রং নির্যাত দেবতাঃ॥ ৫০॥ ইত্যুক্তাঃ সমনহ্যন্ত দেবানাং যে প্রধানতঃ। নানাশ্চর্য্যগুণোপেতো দুর্জ্জয়ো দেবদানবৈঃ॥ ৫১॥ বাজিনাময়তেনাজৌ হেমপট্টপরিষ্কৃতাঃ। রথো মাতলিনা যুক্তো মহেন্দ্রস্যাপ্যদৃশ্যত॥ ৫২॥ যমো মহিষমাস্থায় সেনাগ্রে সমবর্ত্তত। চণ্ডকিঙ্কিণিবৃন্দেন সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ॥ ৫৩॥ কল্পকালোজ্জ্বলজ্বালাপূরিতাম্বরগোচরঃ। হুতাশ উরণারূঢ়ঃ শক্তিহস্তো ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৪॥ পবনোঽঙ্কুশপাণিস্ত বিস্তারিতমহাজবঃ। মহাঋক্ষং সমারূঢ়ঃ সেনাগ্রে সমদৃশ্যত॥ ৫৫॥ ভুজগেন্দ্রং সমারূঢ়ো জলেশো ভগবান্ স্বয়ম্। মহাপাশধরো বীরঃ সেনায়াং সমবর্ত্তত॥ ৫৬॥ নরযুক্তে রথে দিব্যে ধনাধ্যক্ষো ব্যচীচরৎ। মহাসিংহরবো যুদ্ধে গদাহস্তো ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৭॥ রাক্ষসেশোঽথ নির্ঋতী রথে রক্ষোমুখৈর্হয়ৈঃ। ধন্বী রক্ষোগণবৃতো মহারাবো ব্যদৃশ্যত॥ ৫৮॥ চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনৌ চ বসবঃ সাধ্যদেবতাঃ। বিশ্বেদেবাশ্চ রুদ্রাশ্চ সন্নদ্ধাস্তস্থুরাহবে॥ ৫৯॥ হেমপীঠোত্তরাসঙ্গাশ্চিত্রবর্ম্মায়ুধধ্বজাঃ। গন্ধর্ব্বাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত কৃত্বা বিশ্বাবসুং মুখে॥ ৬০॥ তথা রক্তোত্তরাসঙ্গা নির্ম্মলায়োবিভূষণাঃ। গৃধ্রধ্বজা অদৃশ্যন্ত রাক্ষসা রক্তমূর্দ্ধজাঃ॥ ৬১॥ তথা ভীমাশনিকরাঃ কৃষ্ণবস্ত্রা মহারথাঃ। যক্ষাস্তত্র ব্যদৃশ্যন্ত মণিভদ্রাদিকোটিশঃ॥ ৬২॥ তাম্রোলুকধ্বজা রৌদ্রা দ্বীপিচর্ম্মাম্বরাস্তথা। পিশাচাস্তত্র রাজন্তে মহাবেগপুরঃসরাঃ॥ ৬৩॥ তথৈব শ্বেতবসনাঃ সিতপট্টপতাকিনঃ। মত্তেভবাহনপ্রায়াঃ কিন্নরাস্তস্থুরাহবে॥

অমরগণসমক্ষে কহিলেন,—হে স্বর্গবাসিগণ। আমি বহুমান সহকারে আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। আপনারা যজ্ঞভোজী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি এবং সাধু জনগণের অভিমত। আপনারা স্ব স্ব পদে অবস্থানপূর্ব্বক জগতের পালনে নিযুক্ত আছেন। আপনাদিগের জন্যই অসুরগণ বিবাদ করিয়া থাকে। তাহাদিগের প্রতি সামাদি উপায় প্রযোজ্য নহে, একমাত্র দণ্ডই প্রযোজ্য, আপনারা তাহারই ব্যবস্থা করুন; যুদ্ধের বুদ্ধি করুন; সৈন্য যোজনা করুন। শস্ত্রাস্ত্র সকল আনয়ন করুন এবং শস্ত্রদেবতাগণের অর্চ্চনা করুন। হে অমরগণ! বাহন ও বিমান সকল যোজিত হউক। আপনারা যমকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র রণযাত্রা করুন। দেবেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া প্রধান প্রধান দেবগণ যুদ্ধসজ্জা করিলেন। মহেন্দ্রের বিবিধ আশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন, দেব-দানবের দুর্জ্জয়, হেমপট্টভূষিত, রথ মাতলি কর্ত্তৃক অযুত অশ্বে যোজিত হইয়া পরিদৃষ্ট হইল। যম মহিষারোহণে সেনাদলের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। হুতাশন প্রচণ্ড কিঙ্কিণীজালে পরিবেষ্টিত হইয়া মেষোপরি আরোহণপূর্ব্বক কল্পকালসম সমুজ্জ্বল জ্বালামালায় অম্বরতল আপূরিত করিয়া শক্তি হস্তে অবস্থান করিলেন। পবন মহাবেগ বিস্তারপূর্ব্বক অঙ্কুশ হস্তে মহাভল্লুককে আরোহণ করিয়া সেনাগ্রে পরিদৃষ্ট হইলেন। ভগবান বীর বরুণ ভুজগেন্দ্রে আরোহণ করিয়া মহাপাশ হস্তে সেনামধ্যে অবস্থান করিলেন।৩৮—৫৬। ধনপতি নরযোজিত দিব্য রথারোহণে গদাহস্তে মহাসিংহনাদ সহকারে সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ নিঋতি রক্ষোমুখ অশ্বযোজিত রথে রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে সৈন্য মধ্যে দৃষ্ট হইলেন। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ, সাধ্যদেবগণ, বিশ্বদেবগণ, রুদ্রগণ সকলেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বিশ্বাবসুকে পুরোভাগে করিয়া হৈমপীঠ ও উত্তরীয় এবং বিচিত্র বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ দ্বারা শোভিত হইয়া উপস্থিত হইল। রক্তকেশ, রক্তবর্ণ উত্তরীয়, ও নির্ম্মালায়ুক্ত, লৌহভূষণভূষিত ও গৃধ্রধ্বজশালী রাক্ষসগণও আসিয়া সৈন্যমধ্যে মিলিত হইল। মণিভদ্রাদি কোটি কোটি মহারথ যক্ষ কৃষ্ণবসন পরিধানপূর্ব্বক ভীম অশনি হস্তে সৈন্য মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তাম্রোলুকধ্বজযুক্ত দ্বীপিচর্ম্মপরিধান উগ্রমূর্ত্তি পিশাচগণ সৈন্যমধ্যে মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্বেতবসন ও শ্বেতপতাকাশালী কিন্নরগণ প্রায়শ মত্তমাতঙ্গারোহণে সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে

৬৪ ॥ মুক্তাজালপরিষ্কারো হংসো হারসমপ্রভঃ। কেতুর্জলধিনাথস্য সৌম্যরূপো ব্যরাজত ॥ ৬৫ ॥ পদ্মরাগমহারত্নবিটঙ্কো ধনদস্য চ। ধ্বজঃ সমুত্থিতো ভাতি মাতুকাম ইবাম্বরম্ ॥ ৬৬ ॥ কার্ষ্ণলোহময়ো ধ্বাঙ্ক্ষো যমস্যাভূন্মহাধ্বজঃ। রাক্ষসেশস্য বদনং প্রেতস্য ধ্বজ আবভৌ ॥ ৬৭ ॥ হেমসিংহধ্বজৌ দেবৌ চন্দ্রার্কাবমিতদ্যুতী। কুম্ভেন চিত্রবর্ণেন কেতুরাশ্বিনয়োরভূৎ ॥ ৬৮ ॥ মাতঙ্গো হেমরচিত-শ্চিত্ররত্নপরিষ্কৃতঃ। ধ্বজঃ শতক্রতোরাসীৎ সিত-চামরসংস্থিতঃ ॥ ৬৯ ॥ অন্যেষাঞ্চ ধ্বজাস্তত্র নানারূপা বভূ রণে। সনাগযক্ষগন্ধর্ব্বমহোরগনিশাচরা ॥ ৭০॥ সেনা সা দেবরাজস্য দুর্জ্জয়া প্রত্যদৃশ্যত। কোটয়-স্ত্রয়স্ত্রিংশন্নানাদেবনিকায়িনাম্ ॥ ৭১ ॥ হৈমা-চলাভে সিতকর্ণচামরে সুবর্ণপদ্মামলসুন্দরস্রজি। কৃতাভিরামোজ্জ্বলকুঙ্কুমাঙ্কুরে কপোললীলাবিবিযুক্ত-রাবে ॥ ৭২ ॥ শ্রিতস্তদৈরাবণনামকুঞ্জরে মহাবলশ্চিত্র-বিশোষিতাম্বরঃ। বিশালবজ্রাঙ্গবিতানভূষিতঃ প্রকীর্ণ-কেয়ূরভুজাগ্রমণ্ডলঃ ॥ ৭৩ ॥ সহস্রদৃগ্ বন্দিসহস্র-সংস্তুতস্ত্রিবিষ্টপেঽশোভত পাকশাসনঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকাসুরদেবেন্দ্রযুদ্ধোপক্রমবর্ণনং-নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

লাগিল। ৫৭—৬৪। বরুণধ্বজে সৌম্যাকার, মুক্তাজালভূষিত, হারসমকান্তিমান হংস শোভা পাইতে লাগিল। কুবেরের পদ্মরাগ-মহারত্নভূষিত ধ্বজ, গগনমণ্ডল অতিক্রম করিবার জন্যই যেন সমুন্নত হইল। যমের ধ্বজ কৃষ্ণলোহময় কাকচিহ্নে সংযুক্ত। নিঋতির ধ্বজ প্রেতমুখযুক্ত। চন্দ্র-সূর্য্যের ধ্বজ হৈম-সিংহসমন্বিত। অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের ধ্বজ বিচিত্র কুম্ভসংযুক্ত। ইন্দ্রের ধ্বজ বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, শ্বেত চামরযুক্ত এবং হৈম মাতঙ্গ-যুক্ত। অপরাপর দেবগণের ধ্বজ সকলও নানা-কারে দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই নাগ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মহোরগ-নিশাচরসমন্বিতা বিবিধাকার ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবরাজসেনা তখন দুর্জ্জয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই স্বর্গধামে মহাবল সহস্রলোচন পাকশাসন তখন বিচিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক শ্বেত-কর্ণ, শ্বেতচামরশোভিত, অমলসুবর্ণপদ্মমাল্যধারী, মনোরম সমুজ্জ্বল কুঙ্কুমভূষিতকপোল লীলাসহ-কারে গর্জ্জনকারী, ঐরাবত কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। সহস্র সহস্র বন্দী তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তদীয় বিশাল বক্ষ ও অঙ্গভূষণ কেয়ূরা-

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততস্তয়োঃ সমাযোগঃ সেনয়ো-রুভয়োরভূৎ। যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে যথা ক্ষুব্ধসমুদ্রয়োঃ ॥ সুরাসুরাণাং সম্মর্দ্দে তস্মিন্ পরমদারুণে। তুমুলং সুমহৎ ক্রান্তে সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২ ॥ গর্জ্জতাং দেবদৈত্যানাং শঙ্খভেরীরবেণ চ। তূর্য্যাণাং চৈব নির্ঘোষৈর্মাতঙ্গানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ ॥ ৩ ॥ হ্রেষিতৈর্হয়-বৃন্দানাং রথনেমিস্বনেন চ। ঘোষেণ চৈব তূর্য্যাণাং যুগান্ত ইব চাভবৎ ॥ ৪ ॥ রোষেণাভিপরীতাঙ্গাস্ত্যক্ত-জীবিতচেতসঃ। সমসজ্জন্ত তেঽন্যোন্যং প্রক্রমেণাতি-লোহিতাঃ ॥ ৫ ॥ রথা রথৈঃ সমাসক্তা গজাশ্চাপি মহাগজৈঃ। পত্তয়ঃ পত্তিভিশ্চৈব হয়াশ্চাপি মহাহয়ৈঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রাসাশনিগদা-ভিন্দিপালপরশ্বধৈঃ। শক্তিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্মুদ্গরৈঃ কণয়ৈর্গুড়ৈঃ ॥ ৭ ॥ চক্রৈশ্চ শক্তিভিশ্চৈব তোমরৈরঙ্কুশৈরপি। কর্ণি-নালীকনারাচবৎসদন্তার্দ্ধচন্দ্রকৈঃ ॥ ৮ ॥ ভল্লৈর্বেতস-পত্রৈশ্চ শুকতুণ্ডৈশ্চ নির্ম্মলৈঃ। ঋষ্টিভিশ্চাদ্ভুতাকারৈ-র্গগনং সমপদ্যত ॥ ৯ ॥ সম্প্রচ্ছাদ্য দিশঃ সর্ব্বা-

দির কিরণজালে তখন তিনি সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। ৬৫—৭৪।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর যুগান্তকালীন ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উভয় সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুরাসুর সৈন্যদলের পরস্পর অতি দারুণ তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইলে উভয় সৈন্যের সিংহনাদ, শঙ্খ-ভেরী-তূর্য্যধ্বনি, করিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষিত ও রথসমূহের নেমিশব্দে, তখন যুগান্ত-কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহারা রোষ-বশে লোহিতলোচনে সবিক্রমে জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। তখন রথ রথের সহিত, গজ গজের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, মিলিত হইয়া প্রাস, অশনি, গদা, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, শক্তি, পট্টিশ, শূল, মুদ্গর, কণয়, গুড়, চক্র, শক্তি, তোমর, অঙ্কুশ, কর্ণি, নালীক, নারাচ, বৎসদন্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, বেতসপত্র, শুকতুণ্ড ও নির্ম্মল ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে গগনতল

স্তমোময়মিবাভবৎ। প্রাজ্ঞায়ন্ত ন তেঽন্যোন্যং তস্মিংস্তমসি সঙ্কুলে। অদৃশ্যভূতাস্তমসি ন্যকৃন্তন্ত পরস্পরম্ ॥ ১০ ॥ ততো ভুজৈর্ধ্বজৈশ্ছত্রৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ১১ ॥ গজেন্দ্রস্বরঙ্গৈঃ পাদাতৈঃ পতদ্ভিঃ পতিতৈরপি। আকাশশিরসো ভ্রষ্টৈঃ পঙ্কজৈরিব ভূশ্চিতা ॥ ১২ ॥ ভগ্নদন্তা ভিন্নকুম্ভাশ্ছিন্নদীর্ঘমহাকরাঃ। গজাঃ শৈলনিভাঃ পেতুর্ধরণ্যাং রুধিরস্রবাঃ ॥ ১৩ ॥ ভগ্নেষাশ্চ রথাঃ পেতুর্ভগ্নাক্ষাঃ শকলীকৃতাঃ। পত্তয়ঃ কোটিশঃ পেতুস্তবঙ্গাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ শোণিতনদ্যশ্চ হর্ষদাঃ পিশিতাশিনাম্। বেতালানন্দদায়িন্যো ব্যজায়ন্ত সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মিংস্তথাবিধে যুদ্ধে সেনানীর্গ্রসনোঽরিহা। বাণবর্ষেণ মহতা দেবসৈন্যমকম্পয়ৎ ॥ ১৬ ॥ ততো গ্রসনমালোক্য যমঃ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতঃ। ববর্ষ শরবর্ষেণ বিশেষাদগ্নিবর্চ্চসা ॥ ১৭ ॥ স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্গ্রসনোঽতিপরাক্রমঃ। কৃতপ্রতিকৃতাকাঙ্ক্ষী ধনুরানম্য ভৈরবম্ ॥ ১৮ ॥ শরৈঃ সহস্রৈশ্চ পঞ্চলক্ষৈশ্চৈব ব্যতাড়য়ৎ। গ্রসনেন বিমুক্তাংস্তাঞ্শরান্ সোঽপি নিবার্য্য চ ॥ ১৯ ॥ বাণবৃষ্টিভিরুগ্রাভির্যমো গ্রসনমর্দ্দয়ৎ। কৃতান্তশরবৃষ্টীনাং সম্ভতীঃ প্রতিসর্পতীঃ। চিচ্ছেদ শরবর্ষেণ গ্রসনো দানবেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ বিফলাং তাং সমালোক্য যমঃ স্বশরসন্ততিম্ ॥ ২১ ॥ প্রাহিণোন্মুদ্গরং দীপ্তং গ্রসনস্য রথং প্রতি। স তং মুদ্গরমায়ান্তমুৎপত্য রথসত্ত্বমাৎ ॥ ২২ ॥ জগ্রাহ বামহস্তেন লীলয়া গ্রসনোঽরিহা। তেনৈব মুদ্গরেণাথ যমস্য মহিষং রুষা ॥ ২৩ ॥ তাড়য়ামাস বেগেন স পপাত মহীতলে। উৎপত্যাথ যমস্তস্মান্মহিষান্নিপতিষ্যতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাসেন তাড়য়ামাস গ্রসনং বদনে দৃঢ়ম্। স তু প্রাপ্তপ্রহারেণ মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ভুবি ॥ ২৫ ॥ গ্রসনং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো ভীমপরাক্রমঃ। যমস্য ভিন্দিপালেন প্রহারমকরোদ্‌হৃদি ॥ ২৬ ॥ যমস্তেন প্রহারেণ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ। অতিগাঢ়প্রহারার্ত্তঃ কৃতান্তো মৃ হতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥ কৃতান্তমর্দ্দিতং দৃষ্ট্বা গদাপাণির্ধনাধিপঃ। বৃতো যক্ষাযুতগণৈর্জম্ভং প্রত্যুদ্যযৌ রুষা ॥ ২৮ ॥ জম্ভো রুষা তমায়ান্তং দানবানীকসংবৃতঃ। জগ্রাহ বাক্যং রাজন্ত যথা স্নিগ্ধেন

তদ্দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। তাহাতে তখন এমন অন্ধকার হইল যে, সেই সঙ্কুল যুদ্ধে তাহাদিগের শত্রু-মিত্র কিছুমাত্র বোধ রহিল না। তাহারা সেই অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়াই পরস্পরের ছেদন-ভেদন করিতে লাগিল। ১—১০। পরে গগন-ভ্রষ্ট পঙ্কজের ন্যায় ছিন্ন পতিত ও পতনশীল ভুজ, ধ্বজ, ছত্র, সকুণ্ডল মস্তক, গজ, বাজী, পদাতিগণ দ্বারা ভূতল সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কত শৈলসম হস্তী ভগ্নদন্ত, বিদীর্ণকুম্ভ ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে ধরণীতলে পতিত হইল। ঈষা ভগ্ন ও অক্ষ ছিন্ন হওয়ায় বিকল এবং অপর নানা অংশে কর্ত্তিত হইয়াও কত রথ এবং কোটি কোটি পদাতি ও সহস্র সহস্র অশ্ব পতিত হইল। পরে রক্তমাংসাশী বেতালাদির আনন্দবর্দ্ধক সহস্র সহস্র শোণিতনদী প্রাদুর্ভূত হইল। দৈত্যসেনাপতি শত্রুমর্দ্দন গ্রসনাসুর সেই যুদ্ধে মহাবাণ বর্ষণে দেবসৈন্য কম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাকে দেখিয়া যমরাজ ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বারিধারাবৎ অগ্নিসমকান্তি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিতপরাক্রম গ্রসনাসুর বহুবাণে বিদ্ধ হইয়া প্রতিকারমানসে ভৈরব ধনু আনমিত করিয়া যমরাজকে পঞ্চলক্ষ ও পঞ্চসহস্র বাণে তাড়ন করিল; কিন্তু কৃতান্ত দেব, গ্রসনবিমুক্ত সেই বাণজাল নিবারণ করিয়া উগ্র বাণবর্ষণে গ্রসনাসুরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দানবেশ্বর গ্রসনও কৃতান্তকৃত শরবৃষ্টি সমীপস্থ হইতে না-হইতেই ছেদন করিয়া ফেলিল। যমরাজ স্বীয় শরধারা বিফল দর্শনে গ্রসনের রথের উদ্দেশে একটী মুদ্গর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শত্রুনাশন গ্রসন, মুদ্গর আসিতেছে দেখিয়া লম্ফপ্রদানে উত্থিত হইয়া বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারাই সক্রোধে সবেগে যমের মহিষকে তাড়না করিল; তাহাতে সেই মহিষ ভূতলে পতিত হইল। যমরাজ পতনশীল মহিষ হইতে উৎপতিত হইয়া প্রাসদ্বারা গ্রসনের মুখে দৃঢ় প্রহার করিলেন; তাহাতে গ্রসনাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। গ্রসনকে পতিত দেখিয়া ভীমপরাক্রম জম্ভাসুর ভিন্দিপাল দ্বারা যমের বক্ষস্থলে প্রহার করিল। জনগণের অন্তকারী যমদেব সেই প্রহারে অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃতান্তকে পতিত দেখিয়া ধনপতি ক্রুদ্ধচিত্তে অযুত যক্ষে পরিবৃত হইয়া গদাহস্তে জম্ভের প্রতি অভিযান করিলেন। রাজার বাক্য যেমন তদীয় প্রিয়-

ভ্রামিতম্ ॥ ২৯ ॥ গ্রসনো লব্ধসংজ্ঞোঽথ যমস্য প্রাহিণোদ্গদাম্। মণিহেমপরিষ্কারাং গুর্ব্বীং পরিঘমর্দ্দিনীম্ ॥ ৩০ ॥ তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য গদাং মহিষবাহনঃ। গদায়াঃ প্রতিঘাতার্থং জগজ্জ্বলনভৈরবম্ ॥ ৩১ ॥ দণ্ডং মুমোচ কোপেন জ্বালামালাসমাকুলম্। স গদাং বিয়তি প্রাপ্য ররাসাম্বুধরোদ্ধতম্ ॥ ৩২ ॥ সঙ্ঘট্টশ্চাভবত্তাভ্যাং শৈলাভ্যামিব দুঃসহঃ। তাভ্যাং নিষ্পেষনির্হ্রাদজড়ীকৃতদিগন্তরম্ ॥ ৩৩ ॥ জগদ্ব্যাকুলতাং যাতং প্রলয়াগমশঙ্কয়া। ক্ষণাৎ প্রশান্তনির্হ্রাদং জ্বলদুল্কাসমাচিতম্ ॥ ৩৪ ॥ নিষ্পেষণং তযোর্ভীমমভূদ্গগনগোচরম্। নিহত্যাথ গদাং দণ্ডস্ততো গ্রসনমূর্দ্ধনি ॥ ৩৫ ॥ পপাত পৌরুষং হত্বা যথা দৈবং পুরার্জ্জিতম্। স তু তেন প্রহারেণ দৃষ্ট্বা সতিমিরা দিশঃ ॥ ৩৬ ॥ পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞো ভূমিরেণুবিভূষিতঃ। ততো হাহারবো ঘোরঃ সেনয়োরুভয়োরভূৎ ॥ ৩৭ ॥ ততো মুহূর্ত্তমাত্রেণ গ্রসনঃ প্রাপ্য চেতনাম্। অপশ্যৎ স্বাং তনুং ধ্বস্তাং বিলোলাভরণাম্বরাম্ ॥ ৩৮ ॥ স চাপি চিন্তয়ামাস কৃতপ্রতিকৃতক্রিয়াম্। ধিগস্তু পৌরুষং মহ্যং প্রভোরগ্রেসরঃ কথম্ ॥ ৩৯ ॥ মদাশ্রিতানি সৈন্যানি জিতে ময়ি জিতানি চ। অসম্ভাবিতরূপো হি সজ্জনো মোদতে সুখম্। সম্ভাবিতস্ত্বশক্তশ্চেত্তস্য নায়ং পরোঽপি বা ॥ ৪০ ॥ এবং সঞ্চিন্ত্য বেগেন সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ॥ ৪১ ॥ মুদ্গরং কালদণ্ডাভং গৃহীত্বা গিরিসন্নিভম্। গ্রসনো ঘোরসঙ্কল্পঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটচ্ছদঃ ॥ ৪২ ॥ রথেন ত্বরিতোঽগচ্ছদাসসাদান্তকং রণে। সমাসাদ্য যমং যুদ্ধে গ্রসনো ভ্রাম্য মুদ্গরম্ ॥ ৪৩ ॥ বেগেন মহতা রৌদ্রং চিক্ষেপ যমমূর্দ্ধনি। বিলোক্য মুদ্গরং দীপ্তং যমঃ সম্ভ্রান্তলোচনঃ ॥ ৪৪ ॥ বঞ্চয়ামাস দুর্দ্ধর্ষং মুদ্গরং তং মহাবলঃ। তস্মিন্নপসৃতে দূরং চণ্ডানাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ৪৫ ॥ যাম্যানাং কিঙ্করাণাঞ্চ অযুতং নিষ্পিপেষ হ। ততস্তদযুতং দৃষ্ট্বা হতং কিঙ্করবাহিনী ॥ ৪৬ ॥ দশার্ব্বুদমিতা ক্রুদ্ধা গ্রসনায়াভ্যধাবত। গ্রসনস্তু সমালোক্য তাং কিঙ্করময়াং শুভাম্ ॥ ৪৭ ॥ মেনে যমসহস্রাণি তাদৃগ্রূপবলা হি সা। বিগাহ্য গ্রসনং

বন্ধুগণ গ্রহণ করে, জম্ভাসুর দানবদলে পরিবৃত হইয়া সক্রোধে সমাগত সেই ধনপতিকে তদ্রূপ গ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে গ্রসনাসুর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া যমের প্রতি একটী স্বর্ণ-মণিভূষিতা পরিঘমর্দ্দনক্ষমা মহতী গদা নিক্ষেপ করিল। মহিষবাহন যম সেই গদাকে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ, জলদগ্নিসম জ্বালামালাকুল দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। সেই দণ্ড মধ্যাকাশে উক্ত গদার সহিত মিলিত হওয়ায় মেঘতুল্য ঘোর ধ্বনি উৎপাদন হইল। পর্ব্বতদ্বয়ের সঙ্ঘট্টের ন্যায় সেই অস্ত্রদ্বয়ের সংযোগে বজ্রশব্দের ন্যায় মহাশব্দে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। তাহাতে তখন সমগ্র জগদ্বাসী প্রলয়াশঙ্কায় ব্যাকুল ভাব প্রাপ্ত হইল। গগনতলে সেই অস্ত্রদ্বয়ের ভীমসঙ্ঘর্ষে ক্ষণকাল জ্বলন্ত উল্কাসকল নির্গত হইতে লাগিল। পরে, সেই দণ্ড পূর্ব্বার্জ্জিত দৈব যেমন পৌরুষকে নিরস্ত করে তদ্রূপ উক্ত গদাকে বিনাশ করিয়া গ্রসনের মস্তকে পতিত হইল। গ্রসনাসুর তাহাতে তখন দশদিক্ অন্ধকার দেখিল এবং নিঃসংজ্ঞ হইয়া ভূতলে পতনান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। তখন উভয় সেনাদলে ঘোর হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গ্রসনাসুর চৈতন্য লাভ করিয়া নিজশরীর স্রস্তবস্ত্রাভরণ দর্শনে কৃতকার্য্যের প্রতিকার কামনায় চিন্তা করিতে লাগিল। আমার পৌরুষকে ধিক্! আমি প্রভুর সেনাপতি হই কিরূপে? সৈন্যসকল আমার আশ্রিত; কিন্তু আমি বিজিত হওয়ায় সমস্ত সৈন্যই পরাজিত হইল! অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করিয়া আনন্দিত হয় বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয়, তবে তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট। ১১—৪০। মহাবল গ্রসনাসুর এইরূপ চিন্তা করিয়া পর্ব্বতসম স্থূল ও কালদণ্ডপ্রায় ভীষণ মুদ্গর লইয়া সবেগে উত্থান করিল এবং ঘোর সঙ্কল্পহেতু ক্রোধে ওষ্ঠপুটদংশনসহকারে রথারোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে যমসন্নিধানে উপস্থিত হইল। গ্রসনাসুর রণক্ষেত্রে যমকে সমীপাগত দেখিয়া মহাবেগে সেই মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া যমের মস্তকোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। মহাবল যম সেই ঘোর দীপ্ত মুদ্গর দেখিয়া সম্ভ্রান্তনেত্রে স্থান ত্যাগ দ্বারা তাহাকে বিফল করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দূরে সরিয়া গেলেও তদীয় চণ্ডাকৃতি ভীমকর্ম্মা অযুতসংখ্যক কিঙ্কর তদ্দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। সেই অযুত কিঙ্কর নিহত হইল দেখিয়া দশার্ব্বুদপরিমিতা যমকিঙ্করবাহিনী ক্রুদ্ধচিত্তে গ্রসনের দিকে ধাবিত হইল। গ্রসনাসুর সেই কিঙ্করবাহিনী দর্শনে তাহাদিগের প্রত্যেককেই এক এক জন যম বলিয়া মনে করিল।

সেনা ববর্ষ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৪৮ ॥ কল্পান্তঘোরসঙ্কাশো বভূব স মহারণঃ। কেচিচ্ছূলেন বিভিদুঃ কেচিদ্বা- ণৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পিপিষুর্গদয়া কেচিৎ কেচিন্মুদগরবৃষ্টিভিঃ। কেচিৎ প্রাসপ্রহারৈশ্চ তাড়য়া- মাসুরুদ্ধতাঃ ॥ ৫০ ॥ অপরে কিঙ্করাস্তস্য ললম্বুর্বাহুমণ্ডলে। শিলাভিরপরে জঘ্নুর্দ্রুমৈরন্যে মহোচ্ছ্রয়ৈঃ ॥ ৫১ ॥ তস্যাপরে চ গাত্রেষু দশনাংশ্চ ন্যপাতয়ন্ ॥ অপরে মুষ্টিভিঃ পৃষ্ঠং কিঙ্করাস্তাড়য়ন্তি চ ॥ ৫২ ॥ এবং চাভিদ্রুতস্তৈঃ স গ্রসনঃ ক্রোধ- মূর্চ্ছিতঃ। উৎসাদ্য গাত্রং ভূপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥ কাংশ্চিদুত্থায় জঘ্নেঽসৌ মুষ্টিভিঃ কিঙ্করান্ রণে। কাংশ্চিৎ পাদপ্রহারেণ ধাবন্নন্যানচূর্ণয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ ক্ষণেনৈকেন স তান্নিন্যে যমলোকায় ভারত। স চ কিঙ্করযুদ্ধেন ববৃধেঽগ্নিরিবৈধসা ॥ ৫৫ ॥ তমালোক্য যমোঽশ্রান্তং শ্রান্তাংস্তাংশ্চ হতান্ স্বকান্। আজগাম সমুদ্যম্য দণ্ডং মহিষবাহনঃ ॥ ৫৬ ॥ গ্রসনস্তু তমায়ান্তমাজঘ্নে গদয়োরসি। অচিন্তয়িত্বা তৎ কর্ম্ম গ্রসনস্যান্তকোঽহরিৎ ॥ ৫৭ ॥ ব্যাঘ্রান্ দণ্ডেন সঞ্জঘ্নে স রথান্ন্যপতদ্ভুবি। ততঃ ক্ষণেন চোত্থায় সঞ্চিন্ত্যাত্মানমুদ্ধতঃ ॥ ৫৮ ॥ বায়ুবেগেন সহসা যযৌ যমরথং প্রতি। পদাতিঃ স রথং তং চ সমারুহ্য যমং তদা ॥ ৫৯ ॥ যোধয়ামাস বাহুভ্যামাকৃষ্য বলিনাং বরঃ। যমোঽপি শস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বাহুযুদ্ধে প্রবর্ত্ততে ॥ ৬০ ॥ গ্রসনঃ কটিবস্ত্রে তু যমং গৃহ্য বলোৎকটঃ। ভ্রাময়ামাস বেগেন সম্ভ্রমাবিষ্টচেতসম্ ॥ ৬১ ॥ বিমোচ্যাথ যমঃ কণ্ঠাৎ কণ্ঠেঽবষ্টভ্য চাসুরম্। বাহুভ্যাং ভ্রাময়ামাস সোঽপ্যাত্মানমমোচয়ৎ ॥ ৬২ ॥ ততো জঘ্নতুরন্যোন্যং মুষ্টিভির্নির্দ্দয়ৌ চ তৌ। দৈত্যেন্দ্রস্যাতিবীর্য্যত্বাৎ পরিশ্রান্ততরো যমঃ ॥ ৬৩ ॥ স্কন্ধে নিধায় দৈত্যস্য মুখং বিশ্রান্তিমৈচ্ছত। তমালক্ষ্য ততো দৈত্যঃ শ্রান্তমুৎপাট্য চৌজসা ॥ ৬৪ ॥ নিষ্পিপেষ মহীপৃষ্ঠে বিনিঘ্নন পার্ষ্ণিপাণিভিঃ। ততো যমস্য বদনাৎ সুস্রাব রুধিরং বহু ॥ ৬৫ ॥ নির্জ্জীব- মিতি তং দৃষ্ট্বা ততঃ সন্ত্যজ্য দানবঃ। জয়ং প্রাপ্যোদ্ধতং নাদং মুক্ত্বা সন্ত্রাস্য দেবতাঃ ॥ ৬৬ ॥

বস্তুতঃ তাহারা রূপে ও বলে যমেরই তুল্য। সেই কিঙ্কর সেনা গ্রসনকে বেষ্টন করিয়া বাণবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন সেই যুদ্ধ কল্পান্ত কালবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। তাহারা কেহ শূল ও কেহ বাণ দ্বারা ভেদন, কেহ গদা ও কেহ মুদ্গরবৃষ্টি দ্বারা পেষণ এবং কেহ প্রাস দ্বারা উদ্ধত- ভাবে তাড়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তদীয় বাহুমণ্ডলে লম্বিত হইল; কেহ কেহ শিলা ও সমুন্নত বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ দশনদ্বারা তদীয় গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহার পৃষ্ঠে মুষ্টিপাত করিতে লাগিল। গ্রসনাসুর এইরূপে কিঙ্করগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতিক্রোধে ভূতলে অবলুণ্ঠন করিয়া সহস্র সহস্র কিঙ্করকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিল। হে ভারত! পরে সে উত্থানপূর্ব্বক কতগুলিকে মুষ্ট্যাঘাতে, কতগুলিকে পদাঘাতে ও কতগুলিকে ধাবন দ্বারা চূর্ণ করিয়া ক্ষণমাত্রেই তাহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিল। সে সেই কিঙ্করযুদ্ধে কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির ন্যায় যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যম তাহাকে অশ্রান্ত এবং কিঙ্করগণকে শ্রান্ত ও হতাহত দর্শনে মহিষারোহণে দণ্ডোদ্যম করিয়া আগমন করিলেন। গ্রসন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই গদা দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অরিঘাতী যম সে প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ড দ্বারা গ্রসনের রথবাহী ব্যাঘ্রগণকে নিহত করিলেন। বলিপ্রধান গ্রসন তখন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষণমাত্রেই উত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তান্তে সহসা পদব্রজে বায়ুবেগে উদ্ধতভাবে যমরথের দিকে ধাবিত হইয়া গিয়া যমের রথে আরোহণপূর্ব্বক বাহু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যমও তখন অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪১—৬০। মহাবল গ্রসনাসুর সহসা যমকে কটিবস্ত্রে আকর্ষণপূর্ব্বক বেগে ভ্রামিত করিতে লাগিল। যম তাহাতে সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া অতি ক্লেশে কোনও রূপে আপনাকে মোচিত করিয়া গ্রসনকেও কণ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক বাহুদ্বয় দ্বারা ভ্রামিত করিতে লাগিলেন; পরন্তু সেও অবিলম্বেই আপনাকে মোচিত করিল। পরে পরস্পরে নির্দ্দয়রূপে মুষ্টি প্রহার করিতে থাকিলে অতিবীর্য্য অসুরের প্রহারে যম কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন। অসুর যমরাজকে শ্রান্তবোধে মহাবেগে উঠাইয়া মহীতলে নিষ্পেষণ- পূর্ব্বক পাণি ও পার্ষ্ণি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তাহাতে যমের মুখ হইতে অনর্গল রুধির নির্গত হইতে লাগিল। গ্রসনাসুর তখন যমকে নির্জীব মনে করিয়া পরিত্যাগ করিল এবং জয়োল্লাসে

স্বকং সৈন্যং সমাসাদ্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ৬৭ ॥ নাদেন তস্য গ্রসনস্য সংখ্যে মহায়ুধৈশ্চার্দ্দিতসর্ব্ব-গাত্রাঃ। গতে কৃতান্তে বসুধাং চ নিস্প্রভে চকম্পিরে কান্দিশিকাঃ সুরাস্তে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকসৈন্যদেবসৈন্যযোর্মধ্যে যম-গ্রসনয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ধনাধিপস্য জম্ভেন সায়কৈর্ম্মর্ম্ম-ভেদিভিঃ। দিশোপরুদ্ধাঃ ক্রুদ্ধেন সৈন্যং চাভ্যর্দ্দিতং ভৃশম্ ॥ ১ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্ম দৈত্যস্য ধনাধ্যক্ষঃ প্রতাপবান্। আকর্ণাকৃষ্টচাপস্তু জম্ভমাজৌ মহাবলম্ ॥ ২ ॥ হৃদি বিব্যাধ বাণানাং সহস্রেণাগ্নিবর্চ্চসাম্। স প্রহস্য ততো বীরো বাণানামযুতত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥ নিযুতং চ তথা কোটিমর্ব্বুদং চাক্ষিপৎ ক্ষণাৎ। তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধো গৃহ্য মহাগদাম্ ॥ ৪ ॥ ধনাধ্যক্ষঃ প্রচিক্ষেপ স্বর্গেপ্সুঃ স্বধনং যথা। মুক্তায়াং চ গদায়াং বৈ নাদোঽভূৎপ্রলয়ে যথা ॥ ৫ ॥ ভূতানাং বহুধা রাবা জজ্ঞিরে খে মহাভয়াঃ। বায়ুশ্চ সুমহাঞ্জজ্ঞে খমায়াম্মেঘসঙ্কুলম্ ॥ ৬ ॥ সা হি বৈশ্রবণস্যাপ্তে ত্রৈলোক্যাভ্যর্চ্চিতা গদা। আয়ান্তীং তাং সমালোক্য তড়িৎসজ্ঘাতদুর্দ্দৃশাম্ ॥ ৭ ॥ দৈত্যো গদাবিঘাতার্থং শস্ত্রবৃষ্টিং মুমোচ হ। চক্রাণি কুণপান্ প্রাসাঞ্ছতঘ্নীঃ পট্টিশাংস্তথা ॥ ৮ ॥ পরিঘান্মুষলান্ বৃক্ষান গিরীংশ্চাতুলবিক্রমঃ। কদর্থীকৃত্য শস্ত্রাণি তানি সর্ব্বাণি সা গদা ॥ ৯ ॥ কল্পান্তভাস্করো যদ্বন্নাপতদ্দৈত্যবক্ষসি। স তয়া গাঢভিন্নঃ সন সফেন-রুধিরং বমন ॥ ১০ ॥ নিপপাত রথাজ্জম্ভো বসুধাং গতচেতনঃ। জম্ভং নিপতিতং দৃষ্ট্বা কুজম্ভো ঘোরনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥ ধনাধিপস্য সংক্রুদ্ধো নাদেনা-পূরয়ন দিশঃ। চক্রে বাণময়ং জালং শকুন্তস্যেব পঞ্জরম্ ॥ ১২ ॥ বিচ্ছিদ্য বাণজালং চ মায়াজাল-মিবোৎকটম্। মুমোচ বাণানপরাংস্তস্য যক্ষাধিপো বলী। চিচ্ছেদ লীলয়া তাংশ্চ দৈত্যঃ ক্রোধীব সদ্বচঃ ॥ ১৩ ॥ নিষ্ফলাংস্তাংস্ততো দৃষ্ট্বা বাণান

উদ্ধত সিংহনাদে দেবগণের ত্রাস জন্মাইয়া নিজ সৈন্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্থির গিরিসম বিরাজিত হইল। রণক্ষেত্রে গ্রসনাসুরের সেইরূপ সিংহনাদ, সমুত্থিত হইলে মহায়ুধপ্রহারে পীড়িতগাত্র দেবগণ, কৃতান্তকে প্রভাহীন ও বসুধালীন দর্শনে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।৬১—৬৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এদিকে ক্রুদ্ধ জম্ভাসুর, মর্ম্মভেদী বাণজাল দ্বারা ধনপতির দিক্‌বিদিক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অনেক সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রতাপবান্ ধনপতি সেই রণক্ষেত্রে জম্ভ দৈত্যের তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া কর্ণান্তাকৃষ্ট শরাসনে অগ্নিসম-সমুজ্জ্বল সহস্র বাণ দ্বারা জম্ভের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। বীর জম্ভাসুর তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক ক্ষণ মাত্রে তিনঅযুত এককোটী একনিযুত ও এক অর্ব্বুদ বাণ নিক্ষেপ করিল। তাহার সেই ক্ষিপ্রতা দর্শনে ক্রুদ্ধ ধনাধ্যক্ষ মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গকামী ব্যক্তির ধনব্যয়বৎ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তিনি গদা নিক্ষেপ করিলে প্রলয়কালের ন্যায় প্রাণিগণের মহাভয়ঙ্কর হাহাকার উৎপন্ন হইল; বায়ু মহাবেগে চালিত মেঘমালা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। কুবেরের সেই গদা ত্রিলোকে বিশেস প্রসিদ্ধ। উহা তড়িন্মালার ন্যায় অতি দুর্দ্দৃশ্য; ঐ গদা আপতিত হইতে দেখিয়া অতুল-বিক্রম জম্ভাসুর তাহার প্রতিঘাতার্থ বিবিধ শস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই যুগান্তাদিত্য সদৃশী গদা, জম্ভনিক্ষিপ্ত চক্র, কুণপ, প্রাস, শতঘ্নী, পট্টিশ, পরিঘ, মুষল, বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি সমস্তই ব্যর্থ করিয়া সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। জম্ভাসুর সেই গদার সুদৃঢ় আঘাতে সফেন রুধির বমন করিতে করিতে বসুধাতলে পতিত ও চেতনাহীন হইল। জম্ভকে পতিত দেখিয়া ঘোরকর্ম্মাভিলাষী কুজম্ভ অতি ক্রুদ্ধচিত্তে সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত করিয়া ঈদৃশ বাণজাল বর্ষণ করিল যে, তদ্দ্বারা ধন-পতি পিঞ্জরগত পক্ষীর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। পরে যক্ষপতি বলবান্ কুবের উৎকট মায়াজালবৎ সেই বাণজাল ছেদন করিয়া তৎপ্রতি বাণজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তির কৃত সদ্বাক্য নিরাসের ন্যায় কুজম্ভ অনায়াসে তৎ সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল! ১—১৩। ধনপতি দেখিলেন—তাঁহার বাণজাল বিফল হইল, তদ্দর্শনে

ক্রুদ্ধো ধনাধিপঃ ॥ ১৪ ॥ শক্তিং জগ্রাহ দুর্দ্ধর্ষাং শতঘণ্টামহাস্বনাম্। প্রেষিতা সা তদা শক্তির্দারয়ামাস তং হৃদি ॥ ১৫ ॥ যথাল্পবোধং পুরুষং দুঃখং সংসারসম্ভবম্। তথাস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা জগাম ধরণীতলম্ ॥ ১৬ ॥ নিমেষাৎ সোঽভিসংস্তভ্য দানবো দারুণাকৃতিঃ। জগ্রাহ পট্টিশং দৈত্যো গিরীণামপি ভেদনম্ ॥ ১৭ ॥ স তেন পট্টিশেনাজৌ ধনদস্য স্তনান্তরম্। বাক্যেন তীক্ষ্ণরূপেণ মর্ম্মাক্ষরবিসর্পিণা ॥ ১৮ ॥ নির্ব্বিভেদাভিজাতস্য হৃদয়ং দুর্জ্জনো যথা। তেন পট্টিশঘাতেন ধনেশঃ পরিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৯ ॥ নিষসাদ রথোপস্থে দুর্ব্বাচা সুজনো যথা। তথাগতং তু তং দৃষ্ট্বা ধনেশং বৈ মৃতং যথা ॥ ২০ ॥ রাক্ষসো নিঋর্তির্দেবো নিশাচরবলানুগঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন কুজম্ভং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২১ ॥ অথ দৃষ্ট্বাতিদুর্দ্ধর্ষং কুজম্ভো রাক্ষসেশ্বরম্। নোদয়ামাস দৈত্যান স রাক্ষসেশরথং প্রতি ॥ ২২ ॥ স দৃষ্ট্বা নোদিতাং সেনাং প্রবলাস্বাং সুভীষণাম্। রথাদাপ্লুত্য বেগেন নিঋর্তী রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥ খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ চর্ম্মপাণিরধাবত। প্রবিশ্য দানবানীকং গজঃ পদ্মসরো যথা। ২৪ ॥ লোড়য়ামাস বহুধা বিনিকৃত্য সহস্রশঃ। চিচ্ছেদ কাংশ্চিতশো বিভেদান্যান্ বরারিনা ॥ ২৫ ॥ সন্দষ্টৌষ্ঠমুখৈঃ পৃথ্বীং দৈত্যানাং সোঽভ্যপূরয়ৎ। ততো নিঃশেষিতপ্রায়াং বিলোক্য স্বাং চমূং তদা ॥ ২৬ ॥ মুক্ত্বা ধনপতিং দৈত্যঃ কুজম্ভো নিঋর্তিং যযৌ। লব্ধসংজ্ঞস্ত জম্ভোঽপি ধনাধ্যক্ষপদানুগান ॥ ২৭ ॥ জীবগ্রাহং স জগ্রাহ বদ্ধা পাশৈঃ সহস্রধা। মূর্ত্তিমন্তি চ রত্নানি পদ্মাদীংশ্চ নিধীংস্তথা ॥ ২৮ ॥ বাহনানি চ দিব্যানি বিমানানি চ সর্ব্বশঃ। ধনেশো লব্ধসংজ্ঞস্তু তামবস্থাং বিলোক্য সঃ ॥ ২৯ ॥ নিশ্বসন্ দীর্ঘমুষ্ণং চ রোষাত্তাম্রবিলোচনঃ। ধ্যাত্বাস্ত্রং গারুড়ং দিব্যং বাণং সন্ধায় কার্ম্মুকে ॥ ৩০ ॥ মুমোচ দানবানীকে তং বাণং শত্রুদারণম্। প্রথমং কার্ম্মুকং তস্য বহ্নিজালমদৃশ্যত ॥ ৩১ ॥ নিশ্চেরুর্বিস্ফুলিঙ্গানাং কোটয়ো ধনুষস্তথা। ততো জ্বালাকুলং ব্যোম চক্রে চাস্যং সমন্ততঃ ॥ ৩২ ॥ তদস্ত্রং সহসা দৃষ্ট্বা জম্ভো ভীমপরাক্রমঃ। সংবর্ত্তং মুমুচে তেন প্রশান্তং গারুড়ং তদা ॥ ৩৩ ॥ ততস্তং

তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে শত ঘণ্টা সমন্বিতা মহাশব্দশালিনী এক শক্তি লইয়া তদীয় হৃদয়োদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শক্তি যেমন অল্পবুদ্ধি পুরুষ সংসারদুঃখে নিমগ্ন হয়, তেমনি সেই দৈত্যের হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল। পরন্তু সেই দারুণ দানব, ক্ষণমাত্রেই আত্মসংবরণ করিয়া এক গিরিভেদনক্ষম পট্টিশ গ্রহণ করিল। পরে দুর্জ্জন যেমন মর্ম্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ বাক্য দ্বারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হৃদয় ভেদ করে, সেই দানবও তেমনি উক্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ধনপতির হৃদয় বিদ্ধ করিল। ধনেশ্বর সেই পট্টিশপ্রহারে দুর্ব্বাক্যবিদ্ধ সুজনের ন্যায় আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। রাক্ষস-দেব নিঋর্তি, ধনপতিকে তদবস্থায় মৃতবৎ দেখিয়া নিশাচরগণসহ ভীমবিক্রম কুজম্ভের প্রতি সবেগে অভিদ্রুত হইলেন! কুজম্ভ, অতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া তদীয় রথের দিকে দৈত্যগণকে পরিচালিত করিল। রাক্ষসপতি নিঋর্তি দীর্ঘ দীর্ঘ অস্ত্রধারী সুভীষণ দৈত্যসৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া সবেগে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পদ্মবনে মাতঙ্গের ন্যায় সেই দৈত্যসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহা আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। নিঋর্তি খড়্গাঘাতে কাহাকে ছেদন এবং কাহাকে বা ভেদন করিতে লাগিলেন। তখন মৃত্যুগ্রস্ত সন্দষ্টৌষ্ঠপুট দৈত্যগণ দ্বারা সেই রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুজম্ভ দানব তখন নিজ সৈন্য নিঃশেষপ্রায় দর্শনে ধনপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঋর্তির সমীপস্থ হইল। ইত্যবসরে জম্ভাসুর সচেতন হইয়া সহস্র সহস্র পরবীরকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক মৃতপ্রায় করিয়া বন্দী করিতে লাগিল। সেই দৈত্য তখন শত্রুপক্ষীয় মূর্ত্তিমান্ পদ্মাদি নিধি, রত্নরাজি-দিব্য বাহন ও বিমানসমূহ আত্মসাৎ করিল। এই সময়ে ধনেশ্বর সংজ্ঞা লাভ করিয়া তদবস্থা দর্শনে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষরক্তনেত্রে ধ্যান করিয়া শরাসনে শত্রুদারণক্ষম দিব্য গরুড় বাণ সন্ধান ও দৈত্য সৈন্যে নিক্ষেপ করিলেন। এই অস্ত্র নিক্ষেপ কালে প্রথমে দেখা গেল—তাহার ধনু বহ্নিজালাময় হইল ; পরে তাহা হইতে কোটি কোটি বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ; অনন্তর আকাশতল জ্বালামালায় সমাকুল হইয়া গেল। ১৪—৩২। ভীমপরাক্রম জম্ভাসুর সেই অস্ত্র দেখিয়া সহসা সংবর্ত্তাস্ত্র নিক্ষেপ করিল ; তাহাতে সেই গরুড়াস্ত্র

দানবো দৃষ্ট্বা কুবেরং রোষবিহ্বলঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন পদাতির্ধনদং নদন্ ॥ ৩৪ ॥ অথাভিমুখমায়ান্তং দৈত্যং দৃষ্ট্বা ধনাধিপঃ। বভূব সম্ভ্রমাবিষ্টঃ পলায়নপরায়ণঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ পলায়তস্তস্য মুকুটো রত্নমণ্ডিতঃ। পপাত ভূতলে দীপ্তো রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৩৬ ॥ যক্ষাণামভিজাতানাং ভগ্নং প্রববৃতে রণাৎ। মর্ত্তুং সংগ্রামশিরসি যুক্তং নো ভূষণায় তৎ ॥ ৩৭ ॥ ইতি ব্যবস্য দুর্দ্ধর্ষা নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ। যুযুৎসবস্তথা যক্ষা মুকুটং পরিবার্য্য তে ॥ ৩৮ ॥ অভিমানধনা বীরা ধনদস্য পদানুগাঃ। তানমর্ষাচ্চ সম্প্রেক্ষ্য দানবশ্চণ্ডপৌরুষঃ ॥ ৩৯ ॥ ভুশুণ্ডীং ভীষণাকারাং গৃহীত্বা শৈলগৌরবাম্। রক্ষিণো মুকুটস্যাথ নিষ্পিপেষ নিশাচরান্ ॥ ৪০ ॥ তান্ প্রমথ্যাথ নিযুতং মুকুটং তং স্বকে রথে। সমারোপ্যামররিপুর্জ্জিত্বা ধনদমাহবে ॥ ৪১ ॥ ধনানি চ নিধীন্ গৃহ্য স্বসৈন্যেন সমাবৃতঃ। নাদেন মহতা দেবান্ দ্রাবয়ামাস সর্ব্বশঃ ॥ ৪২ ॥ ধনদোঽপি ধনং সর্ব্বং গৃহীতো মুক্তমূর্দ্ধজঃ। পদাতিরেকঃ সন্ত্রস্তঃ প্রাপ্যৈবং দীনবৎ স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ কুজম্ভেনাথ সংসক্তো রজনীচরনন্দনঃ। মায়ামমোঘামাশ্রিত্য তামসীং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ মোহয়ামাস দৈত্যেন্দ্রং জগৎকৃত্বা তমোময়ম্। ততো বিকলনেত্রাণি দানবানাং বলানি চ ॥ ৪৫ ॥ ন শেকুশ্চলিতুং তত্র পদাদপি পদং তদা। ততো নানাস্ত্রবর্ষেণ দানবানাং মহাচমূঃ ॥ ৪৬ ॥ জঘান নির্ঋতির্দেবস্তমসা সংবৃতা ভৃশম্। হন্যমানেষু দৈত্যেষু কুজম্ভে মূঢচেতসি ॥ ৪৭ ॥ মহিষো দানবেন্দ্রস্তু কল্পান্তাম্ভোদসন্নিভঃ। অস্ত্রং চকার সাবিত্রমুল্কাসঙ্ঘাতমণ্ডিতম্ ॥ ৪৮ ॥ বিজৃম্ভত্যথ সাবিত্রে পরমাস্ত্রে প্রতাপিনি। প্রণাশমগমত্তীব্রং তমো ঘোরমনন্তরম্ ॥ ৪৯ ॥ ততোঽস্ত্রবিস্ফুলিঙ্গাঙ্কং তমঃ শুক্লং ব্যজায়ত। প্রোৎফুল্লারুণপদ্মৌঘং শরদীবামলং সরঃ ॥ ৫০ ॥ ততস্তমসি সংশান্তে দৈত্যেন্দ্রাঃ প্রাপ্তচক্ষুষঃ। চক্রুঃ ক্রূরেণ তমসা দেবানীকং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৫১ ॥ অথাদায় ধনুর্ঘোরমিষুং চাশীবিষোপমম্। কুজম্ভোঽধাবত ক্ষিপ্রং রক্ষোদেববলং প্রতি ॥ ৫২ ॥ রাক্ষসেন্দ্রস্তথায়ান্তং দৃষ্ট্বা তং স পদানুগং। বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ কালাশনিসমস্বনৈঃ ॥ ৫৩ ॥ নাদানং

প্রশান্ত হইয়া গেল। অতঃপর জম্ভাসুর রোষ-বিহ্বল-চিত্তে কুবেরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সিংহ-নাদ-সহকারে পদব্রজে সবেগে ধাবিত হইল। ধনপতি, সেই জম্ভকে তাদৃশভাবে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। তখন পলায়ন-বেগে তদীয় রত্নমণ্ডিত দীপ্ত মুকুট নভোমণ্ডল হইতে রবিবিম্ববৎ ভূতলে পতিত হইল। ধনদের অনুচর যক্ষগণ অভি-মানী ও দুর্দ্ধর্ষ; তাহারা "মহাযুদ্ধে মরণও শ্রেয়ঃ, পরন্তু রাজমুকুট শত্রুহস্তগত হইলে সে অপমান অসহ্য"; ইহা ভাবিয়া নানা শস্ত্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে সেই মুকুট বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইল। প্রচণ্ড পৌরুষশালী জম্ভাসুর রোষরক্তনেত্রে তাহাদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক এক শৈলসম গুরু-তর ভীষণ ভুশুণ্ডী লইয়া মুকুটরক্ষীদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। অমররিপু জম্ভাসুর, সেই মুকুট-রক্ষী যক্ষগণের প্রায় অযুত ব্যক্তিকে মথিত করিয়া মুকুটখানি নিজ রথোপরি তুলিয়া লইল এবং ধন-পতির পরাজয়ে তদীয় ধনসমূহ ও নিধিসকল গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দারুণ সিংহনাদে সমস্ত দেবগণকে বিদ্রাবিত করিল। ৩৩—৪২। তখন ধনপতি মুক্তকেশে পদব্রজে দেবদলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শত্রু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায় দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসেশ্বর নির্ঋতিদেব কুজম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অমোঘা তামসী মায়া বিস্তার করিয়া রণস্থল তমোময় করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তখন দানবগণের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া গেল! দানববল পদমাত্রও চলিতে সক্ষম হইল না। তখন নির্ঋতিদেব বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা অন্ধকারাবৃত সেই দানবসৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগি-লেন। কুজম্ভকে মোহাচ্ছন্ন ও দানবসৈন্যগণকে হাস্যমান দেখিয়া কল্পান্তকালীন মেঘসম দানবেন্দ্র, মহিষী উল্কাসমূহ-মণ্ডিত সাবিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই প্রতাপশালী উত্তম সাবিত্র অস্ত্র প্রকাশ পাইলে অবিলম্বে সেই তীব্র তমোরাশি প্রনষ্ট হইয়া গেল; অস্ত্রবিস্ফুলিঙ্গময় গগনমণ্ডল তখন প্রোৎফুল্ল রক্ত-পদ্ম-মণ্ডিত শরৎকালীন স্বচ্ছ সরোবরবৎ শুভ্রাকার ধারণ করিল। তমঃ-সংবৃত দানবেন্দ্রগণ, অন্ধকার অপসারিত হওয়ায় দর্শনশক্তি লাভ করিয়া ক্রূরভাবে অদ্ভুতরূপে দেবগণকে আক্রমণ করিল। কুজম্ভাসুর তখন ঘোর শরাসন ধারণ ও সর্পসম বাণ গ্রহণপূর্ব্বক নির্ঋতিদেবের সৈন্যদলের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। রাক্ষসপতি তাহাকে তদৃশভাবে আগমন

ন চ সন্ধানং ন মোক্ষো বাস্য লক্ষ্যতে। চিচ্ছেদোগ্রৈঃ শরব্রাতৈস্তাঞ্চরানতিলাঘবাৎ॥ ৫৪॥ ধ্বজং শরেণ তীক্ষ্ণেন নিচকর্ত্তামরদ্বিষঃ। সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাহরৎ॥ ৫৫॥ কালকল্পেন বাণেন তঞ্চ বক্ষস্যতাড়য়ৎ। স তু তেন প্রহারেণ চকম্পে পীড়িতো ভৃশম্॥ ৫৬॥ দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রেণ ক্ষিতিকম্পে নগো যথা। স মুহূর্ত্তাৎ সমাশ্বাস্য মত্বা তং দুর্জ্জয়ং রণে॥ ৫৭॥ পদাতিরাসাদ্য রথং রক্ষো বামকরেণ চ। কেশেষু নির্ঋতিং গৃহ্য জানুনাক্রম্য চ স্থিতঃ॥ ৫৮॥ ততঃ খড়্গেন চ শিরশ্ছেত্তুমৈচ্ছদমর্ষণঃ। ততঃ কলকলো জজ্ঞে দেবানাং সুমহাংস্তদা। কুজম্ভস্য বশং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা নির্ঋতিমাহবে॥ ৫৯॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবো বরুণঃ পাশভৃদ্রুতঃ। পাশেন দানবেন্দ্রস্য ববন্ধাশু ভুজদ্বয়ম্॥ ৬০॥ ততো বদ্ধভুজং দৈত্যং বিফলীকৃতপৌরুষম্। তাড়য়ামাস গদয়া দয়ামুৎসৃজ্য পাশভৃৎ॥ ৬১॥ স তু তেন প্রহারেণ স্রোতোভিঃ ক্ষতজং স্রবন্। দধার কালমেঘস্য রূপং বিদ্যুল্লতাভৃতম্॥ ৬২॥ তদবস্থাগতং দৃষ্ট্বা কুজম্ভং মহিষাসুরঃ। ব্যাবৃত্তবদনারাবো ভোক্তুমৈচ্ছৎ সুরাবুভৌ॥ ৬৩॥ নির্ঋতিং বরুণঞ্চৈব তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোৎকটাননঃ। তাবভিপ্রায়মলোক্য তস্য দৈত্যস্য দূষিতম্॥ ৬৪॥ ত্যক্ত্বা রথাবুভৌ ভীতৌ পদাতী প্রদ্রুতৌ দ্রুতম্। জগ্মতুর্মহিষাদ্ভীতৌ শরণং পাকশাসনম্॥ ৬৫॥ ক্রুদ্ধোঽথ মহিষো দৈত্যো বরুণং সমুপাদ্রবৎ। তমন্তকমুখাসন্নমালোক্য হিমদীধিতিঃ॥ ৬৬॥ চক্রে শস্ত্রং বিসৃষ্টং হি হিমসঙ্ঘাতমুল্বণম্। বায়ব্যং চাস্ত্রমতুলং চন্দ্রশ্চক্রে দ্বিতীয়কম্॥ ৬৭॥ বায়ুনা তেন চণ্ডেন সংশুষ্কেণ হিমেন চ। মহাহিমনিপাতেন শস্ত্রৈশ্চন্দ্রপ্রণোদিতৈঃ॥ ৬৮॥ গাত্রাণ্যসুরসৈন্যানামদহ্যন্ত সমন্ততঃ। ব্যথিতা দানবাঃ সর্ব্বে শীতচ্ছাদিতপৌরুষাঃ॥ ৬৯॥ ন শেকুশ্চলিতুং তত্র নাস্ত্রাণ্যাদাতুমেব চ। মহিষো নিষ্প্রযত্নশ্চ শীতেনাকম্পিতাননঃ॥ ৭০॥ অংসমালিঙ্গ্য পাণিভ্যামুপবিষ্টো হ্যধোমুখঃ। সর্ব্বে তে নিষ্প্রতীকারা দৈত্যাশ্চন্দ্রমসা জিতাঃ॥ ৭১॥ রণেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা তস্থুস্তে

করিতে দেখিয়া নিজ অনুচরগণ সহ কালাশনিসম শব্দশালী নিশিত বাণজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার বাণসমূহের গ্রহণ সন্ধান পরিত্যাগ, কিছুই লক্ষ্য হইল না। তিনি অতি ক্ষিপ্রতাবশে দৈত্যনিক্ষিপ্ত বাণজাল ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা কুজম্ভের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং পরে ভল্লপ্রহারে তদীয় সারথিকে রথপৃষ্ঠ হইতে পাতিত করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র আর একটী কালকল্প বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তদীয় বক্ষঃস্থল আহত হইল। দৈত্যপতি কুজম্ভ সেই প্রহারে অতিকাতর হইয়া ভূকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। পরে অতি ক্রোধী দৈত্যপতি ক্ষণকালান্তে আশ্বস্ত হইল এবং রাক্ষসপতিকে রণে দুর্জ্জয় মনে করিয়া দ্রুতপদব্রজে নির্ঋতির রথে আরোহণ করিল এবং তদীয় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নির্ঋতিদেবকে জানুদ্বারা আক্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইল। তখন রণস্থলে নির্ঋতিদেবকে কুজম্ভের বশীভূত দর্শনে দেবগণ মধ্যে মহান্ কোলাহল আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে পাশধারী বরুণদেব পাশদ্বারা কুজম্ভ দানবের বাহুদ্বয় বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই বিফলপৌরুষ বদ্ধভুজ দৈত্যকে বরুণদেব গদাদ্বারা নির্দ্দয়রূপে তাড়ন করিলেন। কুজম্ভ সেই প্রহারে মুখ-নাসিকাদি ছিদ্র দ্বারা রুধির বমন করিতে লাগিল। তাহাতে সে তখন তড়িন্মালা-মণ্ডিত কালমেঘের সাদৃশ্য ধারণ করিল। কুজম্ভকে তদবস্থ দর্শনে মহিষাসুর উৎকট দশনযুক্ত বদন বিস্তার করিয়া নির্ঋতি ও বরুণ এই সুরযুগলকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে সেই দানবের দুরভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীতচিত্তে রথপরিত্যাগপূর্ব্বক পদব্রজে দ্রুতবেগে পলাইয়া গিয়া পাকশাসন মহেন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু মহিষদৈত্য তখনও বরুণের প্রতি ধাবিত হইল। হিমকিরণ চন্দ্র তখন বরুণকে অন্তকমুখে প্রবিষ্টপ্রায় মনে করিয়া হিমসঙ্ঘাতময় অতুলনীয় অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক বায়ব্য নামক অপর এক অনুপম অস্ত্র প্রক্ষেপ করিলেন। চন্দ্রনিক্ষিপ্ত সেই প্রচণ্ড রুক্ষ বায়ু ও দারুণ হিমপাতদ্বারা অসুরগণের গাত্র সকল দগ্ধপ্রায় ও শীতে জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাহাতে দানবগণ আর পৌরুষপ্রকাশে সমর্থ হইল না, তাহারা অস্ত্রগ্রহণ, এমন কি গমনাগমনেও অক্ষম হইয়া পড়িল। মহিষাসুর শীতকম্পিতমুখে হস্তদ্বয় দ্বারা অংশদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক অধোমুখে বসিয়া পড়িল। অসুরগণ তখন চন্দ্রাস্ত্রের প্রতিকারোপায় না পাইয়া পরাজিতভাবে যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবিতাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল।৫৩—৭১। দৈত্য-

জীবিতার্থিনঃ ॥ ৭২ ॥ তত্রাব্রবীৎ কালনেমির্দৈত্যান্ ক্রোধবিদীপিতঃ। ভোভোঃ শৃঙ্গারিণঃ ক্রূরাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ। একৈকোঽপি জগৎ কৃৎস্নং শক্তস্তুলয়িতুং ভুজৈঃ ॥ ৭৩ ॥ একৈকোঽপি ক্ষমো গ্রস্তুং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। একৈকস্যাপি পর্য্যাপ্তা ন সর্ব্বেঽপি দিবৌকসঃ ॥ ৭৪ ॥ কিমত্রস্তনয়নাশ্চৈব সমরে পরিনির্জ্জিতাঃ। ন যুক্তমেতচ্ছূরাণাং বিশেষা-দৈত্যজন্মনাম্ ॥ ৭৫ ॥ রাজ্ঞশ্চ তারকস্যাপি দর্শযিষ্যথ কিং মুখম্। বিরতানাং রণাচ্চাসৌ ক্রুদ্ধঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥ ইতি তে প্রোচ্যমানাপি নোচুঃ কিঞ্চিন্মহাসুরাঃ। শীতেন নষ্টশ্রুতয়ো ভ্রষ্টবাক্যাশ্চ তে তথা ॥ ৭৭ ॥ মূকাস্তথাভবন্ দৈত্যা মৃতকল্পা মহারণে। তান্ দৃষ্ট্বা নষ্টচেতস্কান দৈত্যাঞ্জীতেন পীড়িতান্ ॥ ৭৮ ॥ মত্বা কালক্ষমং কার্য্যং কালনেমি-র্মহাসুরঃ। আশ্রিত্য দানবীং মায়াং বিতত্য চ মহাবপুঃ ॥ ৭৯ ॥ পূরয়ামাস গগনং দিশো বিদিশ এব চ। নির্ম্মমে দানবেন্দ্রোঽসৌ শরীরে ভাস্করা-যুতম্ ॥ ৮০ ॥ দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব পূরয়ামাস পাবকৈঃ। ততো জ্বালাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যম-ভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮১ ॥ তেন জ্বালাসমূহেন হিমাংশু-রগমদ্দ্রুতম্। ততঃ ক্রমেণ বিভ্রষ্টশীতত্বদ্দিন-মাবভৌ ॥ ৮২ ॥ তদ্বলং দানবেন্দ্রাণাং মায়য়া কালনেমিনঃ। তদ্দৃষ্ট্বা দানবানীকং লব্ধসংজ্ঞং দিবা-করঃ। উবাচারুণমত্যর্থং কোপরক্তান্তলোচনঃ ॥ ৮৩ ॥ দিবাকর উবাচ। নয়ারুণ রথং শীঘ্রং কাল-নেমিরথো যতঃ ॥ ৮৪ ॥ বিমর্দ্দে তত্র বিসমে ভবিতা ভূতসঙ্ক্ষয়ঃ। জিত এষ শশাঙ্কোঽথ বয়ং যদ্বল-মাশ্রিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথং গরুড়-পূর্ব্বজঃ। রথে স্থিতোঽপি তৈরশ্বৈঃ সিতচামর-ধারিভিঃ ॥ ৮৬ ॥ জগদ্দীপোঽথ ভগবান্ জগ্রাহ বিততং ধনুঃ। শরৌঘো বৈ পাণ্ডুপুত্র ক্ষিপ্রমাসী-দ্বিষদ্যুতিঃ ॥ ৮৭ ॥ শম্বরাস্ত্রেণ সন্ধায় বাণমেকং সসর্জ্জ হ। দ্বিতীয়ং চেন্দ্রজালেনাযোজিতং প্রমুমোচ হ ॥ ৮৮ ॥ শম্বরাস্ত্রং ক্ষণাচ্চক্রে তেষাং রূপবিপর্য্যয়ম্। দেবানাং দানবং রূপং দানবানাঞ্চ দৈবিকম্ ॥ ৮৯ ॥

দলের এরূপ অবস্থা ঘটিলে কালনেমি দানব ক্রোধ-বিদীপিত হইয়া দৈত্যগণকে কহিতে লাগিল,—ভো ভো বেশভূষাধর সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগ ক্রূর অসুরগণ! তোমরা এক এক জনেই বাহুবীর্য্যে এই সমগ্র জগৎ উত্তোলিত করিতে সক্ষম ; এক এক জনেই তো চরাচর জগৎ গ্রাস করিতে পার। এই দেব-গণ তোমাদের এক এক জনেরও পর্য্যাপ্ত প্রতি-দ্বন্দ্বী নহে। তবে তোমরা কি জন্য সমরে নির্জ্জিত হইয়া সন্ত্রস্তনয়নে অবস্থান করিতেছ ? ইহা বীর-গণের—বিশেষতঃ দৈত্যগণের পক্ষে উপযুক্ত নহে। তোমাদের রাজা তারকাসুর ; তাঁহাকেই বা কিরূপে তোমরা মুখ দেখাইবে ! তোমাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত দেখিয়া তিনি ক্রোধবশে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কালনেমি এরূপ কহিলেও মহাসুরগণ কোন উত্তর করিল না। শীতে তাহাদিগের শ্রবণ-শক্তি বিনষ্ট ও বাক্শক্তি ভ্রষ্ট হইয়াছিল ; তাহারা রণস্থলে তখন মূক ও মৃতকল্প হইয়াছিল। মহাসুর কালনেমি, দৈত্যগণকে শীতপীড়নে নষ্টচেতন দেখিয়া তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে দানবী মায়া আশ্রয় করিল। সেই দানবেন্দ্র, স্বীয় দেহ বিস্তারপূর্ব্বক দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পরে নিজ শরীরে অযুত ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া পাবকোৎপাদনপূর্ব্বক দিগ্‌বিদিক্ পরি-পূরিত করিয়া দিল। তাহাতে তখন ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত ত্রৈলোক্য জ্বালামালায় আকুল হইয়া পড়িল।৭২—৮১। সেই জ্বালাপীড়িত হিমাংশু-দেব দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। সুতরাং কাল-নেমির মায়াপ্রভাবে সেই দানবসৈন্য ক্রমশঃ শীতক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিবাকর দেব তখন সেই দানব-সৈন্যগণকে প্রাপ্তচেতন দেখিয়া অত্যন্ত কোপরক্ত-নেত্রে অরুণকে কহিলেন,—হে অরুণ! তুমি শীঘ্র কালনেমির রথসমীপে আমার রথ লইয়া চল। ঐ স্থানে বিষম যুদ্ধে প্রাণিগণের মহান্ সঙ্ক্ষয় ঘটিবে। যাঁহার সামর্থ্য আমাদিগের আশ্রয় স্বরূপ, সেই শশাঙ্কও পরাজিত হইয়াছেন। গরুড়াগ্রজ অরুণ এই কথা শুনিয়া শ্বেতচামরধারী অশ্বগণদ্বারা সেই দিকে রথচালনা করিলেন। জগতের দীপরূপী ভগবান্ সূর্য্য সেই রথে থাকিয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে বাণ-যোজনা করিলেন। তাঁহার বাণ সকল বিষসম তীব্রপ্রভাব। তিনি শম্বরাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী বাণ সন্ধান করিলেন। পরে আবার আর একটী বাণ ইন্দ্রজাল মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শম্ব-রাস্ত্রে দৈত্যগণের ক্ষণকাল মধ্যেই রূপবিপর্য্যয় ঘটিল ;—দেবগণ দানবমূর্ত্তি এবং দানবগণ

মত্বা সুরান্ স্বকানেব জঘ্নে ঘোরাস্ত্রলাঘবাৎ। কালনেমী রুষাবিষ্টঃ কৃতান্ত ইব সঙ্ক্ষয়ে॥ ৯০॥ কাংশ্চিৎ খড়্গেন তীক্ষ্ণেন কাংশ্চিন্নারাচবৃষ্টিভিঃ। কাংশ্চিদ্গদাভির্ঘোরাভিঃ কাংশ্চিদ্ঘোরৈঃ পরশ্বধৈঃ॥ ৯১॥ শিরাংসি কেশাশ্চিদপাতয়দ্রথাদ্ ভুজাংস্তথা সারথীংশ্চোগ্রবেগান্। কাংশ্চিৎ পিপেষাথ রথস্য বেগাৎ কাংশ্চিত্তথাত্যদ্ভুতমুষ্টিপাতৈঃ॥ ৮২—৯২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে তারকসৈন্যদেবসৈন্যয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কালনেমী রুষাবিষ্টস্তেষাং রূপং ন বুদ্ধবান্। ততো নিমিঞ্চ দৈত্যেন্দ্রং মত্বা দেবং মহাজবঃ॥ ১॥ কেশেষু গৃহ্য তং বীরঃ চকর্ষ চ ননাদ চ। ততো নিমিরুবাচেদং কালনেমিং মহাবলম্॥ ২॥ অহং নিমিঃ কালনেমে সুতং মত্বা বধস্ব মা। ভবতা মোহিতেনাজৌ দেবান্মত্বাসুরাঃ স্বকাঃ॥ ৩॥ সুরৈঃ সুদুর্জ্জয়াঃ কোট্যো নিহতা দশ বিদ্ধি তৎ। সর্ব্বাস্ত্রবারণং মুঞ্চ ব্রাহ্মমস্ত্রং ত্বরান্বিতঃ॥ ২॥ স তেন বোধিতো দৈত্যো মুক্তা তং সম্ভ্রমাকুলঃ। বাণং ব্রহ্মাস্ত্রবিহিতং মুমোচ ত্বরয়ান্বিতঃ॥ ৫॥ ব্রহ্মাস্ত্রং তৎপ্রজজ্বাল ততঃ খে সুমহাদ্ভুতম্। দেবানাং চাভবৎ সৈন্যং সর্ব্বমেব ভয়াকুলম্॥ ৬॥ শম্বরাস্ত্রং ততঃ শান্তং ব্রাহ্মপ্রতিহতং তদা। তস্মিন্ প্রতিহতে হ্যস্ত্রে সংক্রুদ্ধো ভাস্করঃ প্রভুঃ॥ ৭॥ মহেন্দ্রজালমাস্থায় চক্রে স্বাং ভীষণাং তনুম্। বিস্ফূর্জ্জৎকরসঙ্ঘাতসমাক্রান্তজগত্ত্রয়ঃ॥ ৮॥ ততাপ দানবানীকং গলন্মজ্জাস্থিশোণিতম্। চক্ষূংষি দানবেন্দ্রাণাং চকারান্ধানি স প্রভুঃ॥ ৯॥ গজানামগলন্মেদঃ পেতুশ্চাপি রথা ভুবি। তুরঙ্গমাঃ শ্বসন্তশ্চ ঘর্ম্মার্ত্তা রথিনোঽপি চ॥ ১০॥ ইতশ্চেতশ্চ সলিলং প্রার্থয়ন্তস্তৃষাতুরাঃ। গিরিদ্রোণীশ্চ পাদাংশ্চ গিরীণাং গহনানি চ॥ ১১॥ তেষাং প্রার্থয়তাং শীঘ্রমন্যোন্যঞ্চ বিসর্পিণাম্। দাবাগ্নিরজ্বলত্তীব্রো ঘোরো নির্দগ্ধপাদপঃ॥ ১২॥ তোয়ার্থিনঃ পুরো দৃষ্ট্বা তোয়ং কল্লোলমালিতম্।

দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন ক্রোধাবিষ্ট কালনেমি দ্রুতবেগে ঘোর অস্ত্রপাত দ্বারা, দেবতা মনে করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকেই নিহত করিতে লাগিল। সে কতকগুলিকে খড়্গপাত দ্বারা, কতগুলিকে নারাচবৃষ্টি দ্বারা, কতগুলিকে ঘোর গদাপাত দ্বারা এবং কতগুলিকে দারুণ পরশ্বধ দ্বারা নিহত করিল। তদীয় অস্ত্রাঘাতে কাহারও কাহারও মস্তক রথ হইতে পতিত হইল, কাহারও কাহারও বাহু ছিন্ন হইল, কাহারও দ্রুতগামী সারথি বিনষ্ট হইল এবং কেহ তাহার উগ্রবেগে ও কেহ কেহ অদ্ভুত মুষ্ট্যাঘাতে নিপাতিত হইল। ৮২—৯২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—রোষাবিষ্ট কালনেমি এইরূপ বিপর্য্যয়, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিমিকে দেবতা মনে করিয়া তদীয় কেশাকর্ষণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন নিমি সেই মহাবল কালনেমিকে কহিল,—হে কালনেমি! আমি নিমি,—আপনার পুত্র! আমাকে বধ করিবেন না। আপনি যুদ্ধে মোহিত হইয়া দেবতাবোধে দশকোটি নিজ সৈন্য নিহত করিয়াছেন। জানিবেন,—ঐ সমস্ত অসুরসৈন্যই সুরগণের অজেয় ছিল। যাহা হউক, আপনি ত্বরাসহকারে সর্ব্বাস্ত্রনিবারক ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করুন। নিমির কথায় দৈত্য কালনেমি ব্যস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত একবাণ নিক্ষেপ করিল। সেই মহাদ্ভুত ব্রহ্মাস্ত্র গগনমণ্ডলে প্রজ্বলিত হইল; তাহাতে দেবসৈন্যদল ভয়াকুল হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে শম্বরাস্ত্র প্রতিহত হইল। তাহা দেখিয়া প্রভু ভাস্কর, মহেন্দ্র জালাবলম্বনে স্বীয় শরীরকে ভীষণাকারে পরিণত করিলেন। তদীয় সমুজ্জ্বল কিরণরাজি দ্বারা ত্রিজগৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িল। দানবগণের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। তাহাদিগের রক্ত, মজ্জা ও অস্থি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতে লাগিল। গজ সমূহের মেদঃক্ষরণ হইতে লাগিল। রথ সকল ভূপতিত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ ও রথিগণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তৃষ্ণাবশে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পানীয়পান কামনায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই পর্ব্বতের পাদদেশ, দ্রোণী ও গুহাদির আশ্রয় লইবার জন্য দ্রুতবেগে পরস্পরকে আহত করিয়াই ধাবিত হইতে লাগিল। ঘোর দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পাদপাদি দাহ্যদ্রব্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। জলার্থী

পুরঃস্থিতমপি প্রাপ্তুং ন শেকুরুপসাদিতুম্ ॥ ১৩ ॥ অপ্রাপ্য সলিলং ভূমাবভ্যাসে ক্রতমেব তে। তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত মৃতা দৈত্যেশ্বরা ভুবি ॥ ১৪ ॥ রথা গজাশ্চ পতিতাস্তুরঙ্গাশ্চ শ্রমান্বিতাঃ। স্থিতা বমন্তো ধাবন্তো গলদ্‌দ্রুতবসাস্রজঃ ॥ ১৫ ॥ দানবানাং কোটিকোটি ব্যদৃশ্যত মৃতং তদা। এবং ক্ষয়ে দানবানাং তস্মিন্ মহতি বর্ত্তিতে ॥১৬॥ প্রকোপোদ্ভূততাম্রাক্ষঃ কালনেমী ক্রুধাতুরঃ। বভূব কালমেঘাভঃ স্ফুরদ্রোমশতহ্রদঃ ॥ ১৭ ॥ গম্ভীরাস্ফোটনির্হ্রাদজগদ্ধদয়কম্পনঃ। প্রচ্ছাদ্য গগনং সূর্য্যপ্রভাং সর্ব্বাং ব্যনাশয়ৎ ॥ ১৮ ॥ ববর্ষ শীতঞ্চ জলং দানবেন্দ্রবলং প্রতি। দৈত্যাস্তাং বৃষ্টিমাসাদ্য সমাশ্বস্তাস্ততঃ ক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥ বীজাঙ্কুরা ইব ম্লানাঃ প্রাপ্য বৃষ্টিং ধরাতলে। ততঃ স মেঘরূপেণ কালনেমির্ম্মহাসুরঃ ॥ ২০ ॥ শস্ত্রবৃষ্টিং ববর্ষোগ্রাং দেবানীকেষু দুর্জ্জয়ঃ। তয়া বৃষ্ট্যা পীড্যমানা দৈত্যৈরন্যৈশ্চ দেবতাঃ ॥ ২১ ॥ গতিং কাঞ্চিন্ন পশ্যন্তি গাবঃ শীতার্দ্দিতা ইব। পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত গজেষু তুরগেষু চ। রথেষু চ ভয়ত্রস্তাস্তত্রতত্র নিলিল্যিরে ॥ ২২ ॥ এবং তে লীয়মানাশ্চ নিহতাঃ কালনেমিনা। দৃশ্যন্তে পতিতা দেবাঃ শস্ত্রভিন্নাঙ্গসন্ধয়ঃ ॥ ২৩ ॥ বিভিন্না ভিন্নমূর্দ্ধানস্তথা ভিন্নোরুজানবঃ। বিপর্য্যস্তং রথাঙ্গৈশ্চ পতিতং ধ্বজশক্তিভিঃ ॥ ২৪ ॥ তুরঙ্গাণাং সহস্রাণি গজানাময়ুতানি চ। রক্তেন তেষাং ঘোরেণ দুস্তরা চাভবন্নদী ॥ ২৫ ॥ এবমাজৌ মহাদৈত্যঃ কালনেমির্ম্মহাসুরঃ। জঘ্নে মুহূর্ত্তমাত্রেণ গন্ধর্ব্বেণ দশাযুতম্ ॥২৬ যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষাণি কিন্নরাণাং তথৈব চ। জঘ্নে পিশাচমুখ্যানাং সপ্তলক্ষাণি নির্ভয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ইতরেষাং ন সংখ্যাস্তি সুরজাতিনিকায়িনাম্। জঘ্নে স কোটিশঃ ক্রুদ্ধঃ কালনেমির্ম্মদোৎকটঃ ॥ ২৮ ॥ এবং প্রতিভয়ে ভীমে তদামরমহাক্ষয়ে। সংক্রুদ্ধাবশ্বিনৌ বীরৌ চিত্রাস্ত্রকবচোজ্জ্বলৌ ॥ ২৯ ॥ জঘ্নতুস্তৌ রণে দৈত্যমেকৈকং ষষ্টিভিঃ শরৈঃ। নির্ভিদ্য তে মহাদৈত্যং সপুঙ্খা বিবিশুর্ম্মহীম্ ॥ ৩০ ॥ তাভ্যাং বাণপ্রহারৈস্তু কিঞ্চিৎ সোঽবাপ্তচেতনঃ। জগ্রাহ চক্রং লক্ষারং তৈলধৌতং রণেঽধিকম্ ॥ ৩১ ॥ তেন চক্রেণ সোঽশ্বিভ্যাং চিচ্ছেদ রথকূবরম্।

দৈত্যেরা সমীপে সম্মুখে জলকল্লোলময় জলাশয় দেখিতে পাইয়াও তাহার নিকট যাইতে সক্ষম হইল না। দেখা গেল, অল্পকাল মধ্যেই বহু দৈত্য জলাভাবে স্থানে স্থানে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল। ১—১৪। অনেকানেক রথ গজ বাজী পতিত হইল। কোটি কোটি দানব শ্রমবশতঃ বিগলিত বসালিপ্তগাত্রে ধাবন, বমন ও অবস্থান করিতে করিতেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল। দানবগণের এবংবিধ মহাক্ষয় ঘটিতে থাকিলে কালনেমি দানব রোষে ব্যাকুল হইয়া কালমেঘের আকার প্রাপ্ত হইল; তখন তাহার রোমকূপসমূহ হইতে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল। গম্ভীর আস্ফোটনশব্দে ও নির্ঘাতরবে তৎকালে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে সমগ্র গগনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভা ঢাকিয়া ফেলিল এবং দৈত্যসৈন্যোপরি শীতল জলবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই শীতল জল পাইয়া দৈত্যগণ ক্রমশঃ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন ভূতলস্থ ম্লান বীজ সকল বৃষ্টি পাইয়া অঙ্কুরিত হইল। পরে দুর্জ্জয় মহাসুর কালনেমি সেই মেঘরূপেই দেবসৈন্যের প্রতি উগ্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবগণ সেই অস্ত্রবর্ষণে ও অন্যান্য দৈত্যগণের প্রহারে পীড্যমান হইয়া শীতক্লিষ্ট গোগণের ন্যায় নিরুপায়ভাবে অশ্ব গজ ও রথাদির নিম্নভাগে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন। সেই শস্ত্রপ্রহারে দেবগণের মস্তক, উরু, জানু, অঙ্গসন্ধি,—সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। শক্তি-চক্রাদি প্রহারে সহস্র সহস্র তুরঙ্গ ও অযুতাযুত মাতঙ্গ পতিত হইল। রক্তপ্রবাহে ঘোর দুস্তর নদী প্রাদুর্ভূত হইল। মহাদৈত্য কালনেমি এইরূপে মুহূর্ত্তমাত্রে দশ অযুত গন্ধর্ব্ব সংহার করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই মদমত্ত নির্ভয় দানব পঞ্চলক্ষ যক্ষ, পঞ্চলক্ষ কিন্নর, সপ্তলক্ষ পিশাচ এবং অপরাপর দেবসৈন্যের কত কোটি যে নিহত করিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ১৫—২৮। ক্রমে অমর-সৈন্যের মহাভয়ঙ্কর ক্ষয় আরব্ধ হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ক্রুদ্ধচিত্তে বিচিত্র অস্ত্রে ও কবচে সমুজ্জ্বল হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সেই কালনেমিকে ষষ্টি ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সকল পুঙ্খযুক্ত বাণ সেই মহাদৈত্যকে ভেদ করিয়া মহীমধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাণপ্রহারে হতচেতন কালনেমি কিঞ্চিৎ পরে চৈতন্যলাভ করিল এবং একটা যুদ্ধজয়ক্ষম লক্ষ-অরবিশিষ্ট তৈলধৌত মহাচক্র দ্বারা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের রথকূবর ছেদন করিয়া পরে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সর্পসম বাণবর্ষণ

জগ্রাহাথ ধনুর্দৈত্যঃ শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ॥ ৩২ ॥ ববর্ষ ভিষজৌ মূর্দ্ধ্নি সন্থাদ্যাকাশগোচরম্। তাবপ্যস্ত্রৈঃ স্মৃতৈঃ সর্ব্বাংশ্ছেদতুর্দ্দৈত্যসায়কান্ ॥ ৩৩ ॥ তচ্চ কর্ম্ম তয়োর্দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ কোপমাবিশৎ। জগ্রাহ মুদ্গরং ভীমং কালদণ্ডবিভীষণম্ ॥ ৩৪ ॥ স তমুদ্-ভ্রাম্য বেগেন চিক্ষেপাশ্ব রথং প্রতি। তন্তু মুদ্গর-মায়ান্তমালোক্যাম্বরগোচরে ॥ ৩৫ ॥ মুক্ত্বা রথা-বুভৌ বেগাদাপ্লুতৌ তরসাশ্বিনৌ। তৌ রথৌ স তু নিষ্পিষ্য মুদ্গরোঽচলসন্নিভঃ ॥ ৩৬ ॥ দারয়ামাস ধরণীং হেমজালপরিষ্কৃতঃ। তস্য কর্ম্মাথ তদ্দৃষ্ট্বা ভিষজৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ৩৭ ॥ বজ্রাস্ত্রঞ্চ প্রকুর্ব্বাণৌ দানবেন্দ্রমযুধ্যতাম্। ঘোরবজ্রপ্রহারৈস্তু দানবঃ স পরিক্ষতঃ ॥ ৩৮ ॥ রথো ধ্বজো ধনুশ্চৈব ছত্রঞ্চ কবচং তথা। ক্ষণেন শতধা ভূতং সর্ব্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম সোঽশ্বিভ্যাং ভীমবিক্রমঃ। নারায়ণাস্ত্রং বলবান্ মুমোচ রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪০ ॥ ততঃ শশাম বজ্রাস্ত্রং কালনেমিস্ততো রুষা। জীবগ্রাহং গ্রাহয়িতুমশ্বিনৌ তৌ প্রচক্রমে ॥ ৪১ ॥ তাবভিপ্রায়মালক্ষ্য সন্ত্যজ্য সমরাঙ্গনম্। পদাতী বেপমানাঙ্গৌ প্রক্রুতৌ বাসবো যতঃ ॥ ৪২ ॥ তয়ো-রনুগতো দৈত্যঃ কালনেমির্নদন্মুহুঃ। প্রাপ্যেন্দ্রস্য বলং ক্রূরো দৈত্যানীকপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥ স কাল ইব কল্পান্তে যদা বাসবমাক্রতঃ। তং দৃষ্ট্বা সর্ব্ব-ভূতানি বিবিশুর্বিহ্বলানি তু ॥ ৪৪ ॥ হাহারাবং প্রকুর্ব্বাণাস্তদা দেবাশ্চ মেনিরে। পরাজয়ং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বলোকক্ষয়াবহম্ ॥ ৪৫ ॥ চেলুঃ শিখরিণো মুখ্যাঃ পেতুরুল্কা নভস্তলাৎ। জগর্জ্জুর্জলদা দিক্ষু সম্ভূতশ্চ মহারবঃ ॥ ৪৬ ॥ তাং ভূতবিকৃতিং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সেন্দ্রা ভয়াতুরাঃ। মনসা শরণং জগ্মুর্বাসুদেবং জগৎপতিম ॥ ৪৭ ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥ স নো রক্ষতু গোবিন্দো ভয়ার্ত্তাস্তে জগুঃ সুরাঃ। সুরাণাং চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ভগবান্ গরুড়-ধ্বজঃ ॥ ৪৯ ॥ বিবুধ্যেব চ পর্য্যঙ্কাদ্যোগনিদ্রাং বিহায় সঃ। লক্ষ্মীকরযুগাম্ভোজলালিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহঃ ॥ ৫০ ॥ শারদাম্বরনীলাব্জকান্তিদেহচ্ছবিঃ প্রভুঃ।

করিতে লাগিল। তাহাতে আকাশমণ্ডল আচ্ছা-দিত হইয়া গেল। পরন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয় অস্ত্রবৃষ্টি দ্বারা তৎসমস্ত বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহা-দিগের তৎকর্ম্ম দর্শনে কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া একটা কালদণ্ডসম ভীষণাকার মুদ্গর লইয়া সবেগে ভ্রামিত করত তাঁহাদিগের রথে নিক্ষেপ করিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আকাশপথে সেই মুদ্গরকে আসিতে দেখিয়া সভয়ে সবলে রথ হইতে লম্ফ প্রদানে আত্মরক্ষা করিলেন। সেই অনলপ্রভ হেমজালমণ্ডিত মুদ্গর তাহাদিগের রথ নিষ্পিষ্ট করিয়া ধরণীকেও বিদীর্ণ করিল। বিচিত্রযোধী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কালনেমির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ঘোর বজ্রাঘাতে কালনেমি ক্ষত-বিক্ষত হইল; সকল সৈন্যের সমক্ষেই তাহার রথ, ধ্বজ, ধনু, ছত্র, কবচাদি শতধা বিভিন্ন হইয়া গেল। বলবান্ ভীমবিক্রম কালনেমি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সেই দুষ্কর কার্য্য দর্শনে রোষবশে নারায়ণাস্ত্র দ্বারা বজ্রাস্ত্র নিবারিত করিল এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জীবিতাবস্থায় ধরিবার প্রয়াস পাইল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার সেই দুরভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কম্পিতকায়ে পদব্রজে রণস্থল ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে বাসবসমীপে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন। ২৯—৪২। ক্রূর কালনেমি দানব মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে করিতে বহু দানবসহ অশ্বিনীকুমারযুগলের অনুগমন করিতে করিতে ইন্দ্রের সৈন্যমধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে যখন ইন্দ্রসমীপে যাইতে লাগিল, তখন সেই সর্ব্ব-লোকভয়াবহ দানবকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণী বিহ্বল হইয়া পড়িল; দেবগণ ইন্দ্রের পরাজয় সম্ভাবনায় হাহাকার করিতে লাগিলেন; প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকলও বিচলিত হইয়া উঠিল; আকাশমণ্ডল হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। জলদজাল গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দশদিকে মহান্ রব উত্থিত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন ভূতবর্গের তাদৃশ বিকার দর্শনে মহাভীত হইয়া মনে মনে জগৎপতি বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। ভয়ার্ত্ত দেবগণ মনে মনে বলিলেন,—গো-ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার; জগতের হিত-বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার। সেই গোবিন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন। প্রভু ভগবান্ গরুড়ধ্বজ দেবগণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যোগনিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কোপরি উপ-বেশন করিলেন। যাঁহার পাদপদ্ম লক্ষ্মীর পাণি-পদ্মযুগলে লালিত, যিনি শারদাকাশ ও নীলপদ্ম

কৌস্তুভোদ্ভাসিহৃদয়ঃ কান্তকেয়ূরভাস্বরঃ ॥ ৫১ ॥ বিমৃশ্য সুরসঙ্ক্ষোভং বৈনতেয়মথাহ্বয়ৎ। আহূতে-ঽবস্থিতে তস্মিন্ গরুড়ে দুঃখিতে ভৃশম্ ॥৫২॥ দিব্য-নানাস্ত্রতীক্ষ্ণার্চ্চিরারুহ্যাগাৎ সুরাহবম্। তত্রাপশ্যত দেবেন্দ্রং ভয়ভীতমভিদ্রুতম্ ॥ ৫৩ ॥ দানবেন্দ্রৈর্নবা-ম্ভোদসচ্ছায়ৈঃ সর্ব্বথোৎকটৈঃ। যথা হি পুরুষং ঘোরৈরভাগ্যৈরর্থকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ তত্রাণায়াব্রজ-দ্বিষ্ণুঃ স্তূয়মানো মুহুঃ সুরৈঃ। অভাগ্যেভ্যঃ পরিত্রাতুং সুকৃতং নির্ম্মলং যথা ॥ ৫৫ ॥ অথাপশ্যত দৈত্যেন্দ্রা বিয়তি দ্যুতিমণ্ডলম্। স্ফুরন্তমুদয়াচ্ছৌভ্রং কাংস্য সূর্য্যশতং যথা ॥ ৫৬ ॥ প্রভবং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো দানবা-স্তস্য তেজসঃ। গরুড়ং তমথাপশ্যন্ কল্পান্তানল-ভৈরবম্ ॥ ৫৭ ॥ তত্র স্থিতং চতুর্বাহুং হরিং চানুপম-দ্যুতিম্। তমালোক্যাসুরেন্দ্রাস্ত হর্ষসম্পূর্ণমানসাঃ ॥ ৫৮ ॥ অয়ং স দেবঃ সর্ব্বেষাং শরণং কেশবোঽরিহা। অস্মিন্ জিতে জিতাঃ সর্ব্বা দেবতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ এনমাশ্রিত্য লোকেশা যজ্ঞভাগভুজোঽমরাঃ।

সমকান্তিমান, যাঁহার হৃদয় কৌস্তুভশোভিত, যিনি মনোরম কেয়ূর দ্বারা সমুজ্জ্বল, এহেন রূপী ভগবান্ নারায়ণ সুরগণের তাদৃশ সঙ্ক্ষোভ জানিয়া তখন গরুড়কে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র গরুড় আসিয়া দুঃখিতভাবে পুরোভাগে অবস্থান করিলে নানাবিধ দিব্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে সমুজ্জ্বলকান্তি ভগবান্ গরুড়ারোহণে সমরক্ষেত্রে গিয়া দেখি-লেন,—যেমন কোন পুরুষ দুর্ভাগ্য অর্থগৃধ্নু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, দেবেন্দ্র তেমনি নবমেঘসমকান্তি অতি উৎকট দানবেন্দ্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া-ছেন। তখন দেবগণ মুহুর্ম্মুহু তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, তখন দুর্জ্জন-কবল হইতে সজ্জনবৎ ইন্দ্রকে পরিত্রাণ করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৪৩—৫৫। দৈত্যগণ আকাশে কমনীয় শত-সূর্য্যসম দ্যুতিমণ্ডলের আবির্ভাব দেখিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া দেখিল,—কল্পান্তানল তুল্য ভীষণ গরুড়োপরি অনুপমকান্তি হরি বিরাজ করিতেছেন। অসুরেন্দ্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষপ্রফুল্লমুখে বলিতে লাগিল,—এই সেই সকল দেবতার আশ্রয় অরিঘাতী কেশব, ইঁহাকে পরাজয় করিলেই সকল দেবতা পরাজিত হইবে; সন্দেহ নাই। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই লোকপাল দেবগণ যজ্ঞভাগভোজী

ইত্যুক্ত্বা তে সমাগম্য সর্ব্ব এব ততস্ততঃ ॥ ৬০ ॥ তং জঘ্নুর্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ। কালনেমি-প্রভৃতয়ো দশ দৈত্যমহারথাঃ ॥ ৬১ ॥ ষষ্ট্যা বিব্যাধ বাণানাং কালনেমির্জনার্দ্দনম্। নিমিঃ শতেন বাণানাং মথনোঽশীতিভিঃ শরৈঃ ॥ ৬২ ॥ জম্ভকশ্চৈব সপ্তত্যা শুম্ভো দশভিরেব চ। শেষা দৈত্যেশ্বরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমেকৈকশঃ শরৈঃ ॥ ৬৩ ॥ দশভির্দশভিঃ শল্যৈ-র্জঘ্নুঃ সগরুড়ং রণে। তেষামমৃষ্যত্তৎ কর্ম্ম বিষ্ণুর্দানব-সূদনঃ ॥ ৬৪ ॥ একৈকং দানবং জঘ্নে ষড়্ভিঃ ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ। আকর্ণকৃষ্টৈর্ভূয়শ্চ কালনেমিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৫ ॥ বিষ্ণুং বিব্যাধ হৃদয়ে রোষাদ্রক্তবিলো-চনঃ। তস্যাশোভন্ত তে বাণা হৃদয়ে তপ্তকাঞ্চনাঃ ॥ ৬৬ ॥ ময়ূখা ইব সন্দীপ্তাঃ কৌস্তুভস্য স্ফুরত্ত্বিষঃ। তৈর্বাণৈঃ কিঞ্চিদায়স্তো হরির্জগ্রাহ মুদ্গরম্ ॥ ৬৭ ॥ স তমুদ্গ্রাহ্য বেগেন দানবায় মুমোচ বৈ। দানবেন্দ্রস্তম-প্রাপ্তং বিয়ত্যেব শতৈঃ শরৈঃ ॥৬৮॥ চিচ্ছেদ তিলশঃ ক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্। ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপিতঃ প্রাসং জগ্রাহ ভৈরবম্। তেন দৈত্যস্য হৃদয়ং তাড়য়া-মাস বেগতঃ ॥ ৬৯ ॥ ক্ষণেন লব্ধসংজ্ঞস্তু কালনেমি-।

হইয়াছে। কালনেমিপ্রমুখ প্রধান প্রধান দানব এই বলিয়া সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে বিষ্ণুকে বেষ্টনপূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে প্রহার করিতে লাগিল। তখন কালনেমি ষষ্টিবাণে, নিমি শতবাণে, মথন অশীতি বাণে, জম্ভ সপ্ততি বাণে, শুম্ভ দশ বাণে এবং অপর সকল প্রত্যেকে দশ দশ বাণে সেই জনার্দ্দন বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত বিদ্ধ করিল। দানবসূদন বিষ্ণু তাহাদিগের তাদৃশ আক্রমণে অসহিষ্ণু হইয়া প্রত্যেক দানবকে ছয় ছয় বাণে আঘাত করিলেন। পরে কালনেমি রোষবশে আরক্তনেত্রে শরাসন কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিষ্ণুর হৃদয় বিদ্ধ করিল। সেই কাঞ্চনকান্তি বাণ-গুলি তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কৌস্তুভ মণির কিরণ-বৎ শোভা ধারণ করিল। হরি সেই বাণাঘাতে কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া মুদ্গর লইয়া ভ্রামণপূর্ব্বক কালনেমির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দানবেন্দ্র কালনেমি সেই মুদ্গর আসিতে না-আসিতেই দ্রুত-হস্ততা দেখাইয়া আকাশপথেই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিল। পরে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ প্রাসাস্ত্র দ্বারা সবেগে কালনেমির হৃদয় আহত করি-লেন। ৫৬—৬৯। মহাসুর দিতিনন্দন কালনেমি

মহাসুরঃ ॥ ৭০ ॥ শক্তিং জগ্রাহ তীক্ষ্ণাগ্রাং হেম-ঘণ্টাট্টহাসিনীম্। তয়া বামং ভুজং বিষ্ণোর্বিভেদ দিতিনন্দনঃ ॥ ৭১ ॥ ভিন্নং শক্ত্যা ভুজং তস্য স্রুত-শোণিতমাবভৌ। নীলে বলাহকে বিদ্যুদ্বিদ্যোতন্তী যথা মুহুঃ ॥ ৭২ ॥ ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপিতো জগ্রাহ বিপুলং ধনুঃ। সপ্তদশ চ নারাচাংস্তীক্ষ্ণাগ্রান্মর্ম্ম-ভেদিনঃ ॥ ৭৩ ॥ দৈত্যস্য হৃদয়ং ষড়্ভিবিব্যাধ চ শরৈস্ত্রিভিঃ। চতুর্ভিঃ সারথিং চাস্য ধ্বজঞ্চৈকেন পত্রিণা ॥ ৭৪ ॥ দ্বাভ্যাং ধনুর্জ্যাধনুষী ভুজঞ্চৈকেন পত্রিণা। স বিদ্ধো হৃদয়ে গাঢ়ং দোষৈর্মূঢো যথা নরঃ ॥ ৭৫ ॥ স্রুতরক্তারুণঃ প্রাংশুঃ পীড়াচলিতমানসঃ। চকম্পে মারুতেনেব চোদিতঃ কিংশুকদ্রুমঃ ॥ ৭৬ ॥ ততঃ কম্পিতমালক্ষ্য গদাং জগ্রাহ কেশবঃ। তাঞ্চ বেগেন চিক্ষেপ কালনেমিবধং প্রতি ॥ ৭৭ ॥ সা পপাত শিরস্যুগ্রা সহসা কালনেমিনঃ। সঞ্চূর্ণিতো-ত্তমাঙ্গস্তু নিষ্পিষ্টমুকুটোঽসুরঃ ॥ ৭৮ ॥ স্রুতরক্তৌঘ-রন্ধ্রশ্চ স্রুতধাতুরিবাচলঃ। পপাত স্বে রথে ভগ্নো বিসংজ্ঞঃ শিষ্টজীবনঃ ॥ ৭৯ ॥ পতিতস্য রথোপস্থে দানবস্যাচ্যুতোঽরিহা। স্মিতপূর্ব্বমুবাচেদং বাক্যং চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ ॥ ৮০ ॥ গচ্ছাসুর বিমুক্তোঽসি সাম্প্রতং জীব নির্বৃতঃ। ততঃ স্বল্পেন কালেন অহ-মেব তবান্তকঃ ॥ ৮১ ॥ এবং বচস্তস্য নিশম্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বেশ্বরস্যাথ রথং নিমেষাৎ। নিনায় দূরং কিল কালনেমিনো ভীতস্তদা সারথির্লোকনাথাৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণু-কালনেমিযুদ্ধবর্ণনং নামৈকোন-বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

তাহাতে অচেতন হইয়া ক্ষণমাত্রে চেতনা লাভ করিল এবং এক স্বর্ণঘণ্টামালিনী তীক্ষ্ণাগ্রা শক্তি লইয়া তদ্দ্বারা বিষ্ণুর বাম বাহু আহত করিল। শক্ত্যা-ঘাতে বিষ্ণুর বাহু বিদ্ধ হইলে তাহা হইতে বহু শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন নীল মেঘে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবিকাশ হইতে লাগিল। বিষ্ণু তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল ধনু ধারণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণাগ্র সপ্তদশ নারাচদ্বারা সেই দৈত্যের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ছয় বাণে পরে আবার তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন; এবং চারি বাণে তাহার সারথিকে, একবাণে ধ্বজ, দুই বাণে ধনু ও ধনুর্জ্যা এবং একবাণে বাহু বিদ্ধ করিলেন। দোষ-চয় দ্বারা মূঢ় নরের ন্যায় সেই দীর্ঘকায় দানব, হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রক্তক্ষরণ করিতে করিতে মারুতচালিত কিংশুক বৃক্ষবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। কেশব তাহাকে কম্পিত হইতে দেখিয়া তাহার বিনাশার্থ সবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই উগ্রা গদা সহসা কালনেমির মস্তকে পতিত হইল। তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ ও মকুট নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। তখন সে ধাতুক্ষরণকারী পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বরন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব করিতে করিতে সংজ্ঞাশূন্য মৃতপ্রায় হইয়া নিজ রথে পতিত হইল। সেই দানব রথোপরি পতিত হইলে অরিঘাতী অচ্যুত প্রভু চক্রধর ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—ওহে অসুর! যাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম; সম্প্রতি নির্ভয়ে জীবিত থাক! পরে অল্পকাল মধ্যে আমিই তোমাকে সংহার করিব। কালনেমির সারথি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ভয়বশে নিমেষমধ্যে রথ লইয়া দূরে পলায়ন করিল। ৭০—৮২

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। তং দৃষ্ট্বা দানবাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাঃ স্বৈঃ স্বৈর্বলৈর্বৃতাঃ। সরঘা ইব মাধ্বীকং রুরুধুঃ সর্ব্বতস্ততঃ ॥ ১ ॥ পর্ব্বতাভে গজে ভীমে মদ-স্রাবিণি দুর্দ্দমে। সিতচিত্রপতাকে তু প্রভিন্নকরটা-মুখে ॥ ২ ॥ স্বর্ণবর্ণাঙ্কিতে যদ্বন্নগো দাবাগ্নিসংবৃতে। আরুহ্যাজৌ নিমির্দৈত্যো হরিং প্রত্যুদ্যযৌ বলী ॥ ৩ ॥ তস্যাসন্ দানবা রৌদ্রা গজস্য পরিরক্ষিণঃ। সপ্তবিংশতিকোট্যশ্চ কিরীটকবচোজ্জ্বলাঃ ॥ ৪ ॥ অশ্ব-

---

বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধু পরি-বেষ্টন করে, কালনেমিকে তদবস্থ দেখিয়া সমস্ত দানব তেমনি সক্রোধে নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বিষ্ণুকে বেষ্টন করিল। বলবান্ নিমি দৈত্য ভীম গজে আরোহণ করিয়া হরির প্রতি অভিযান করিল। তাহার বাহনভূত ঐ গজ দাবাগ্নিসমাবৃত পর্ব্বতাভ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, বিচিত্র শ্বেত পতাকাযুক্ত দীর্ঘদন্ত মদস্রাবী ও দুর্দ্দম। তদীয় গজরক্ষক কিরীট-কবচভূষিত সপ্তবিংশতি কোটি দানব তাহার অগ্র-

মারুহ্য শৈলাভং মথনো হরিমাদ্রবৎ। পঞ্চযোজন-প্রগ্রীবমুষ্ট্রমাস্থায় জম্ভকঃ॥ ৫॥ শুম্ভো মেষং সমা-রুহ্যাব্রজদ্দ্বাদশ-যোজনম্। অপরে দানবেন্দ্রাশ্চ যত্তা নানাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৬॥ আজগ্মুঃ সমরে ক্রুদ্ধা বিষ্ণুমক্লিষ্ট-কারিণম্। পরিঘেণ নিমির্দৈত্যো মথনো মুদ্গরেণ চ॥ ৭॥ শুম্ভঃ শূলেন তীক্ষ্ণেন প্রাসেন গ্রসনস্তথা। চক্রেণ ক্রথনঃ ক্রুদ্ধো জম্ভঃ শক্ত্যা মহারণে॥ ৮॥ জঘ্নুর্নারা-য়ণং শেষা বিশিখৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ। তান্যস্ত্রাণি প্রযুক্তানি বিবিশুঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৯॥ উপদেশা গুরোর্যদ্বৎ সচ্ছিষ্যং বহুধেরিতাঃ। ততঃ ক্রুদ্ধো হরির্গৃহ্য ধনুর্ব্বাণাংশ্চ পুষ্কলান্॥ ১০॥ মমর্দ্দ দৈত্যসেনাং তদ্ধর্ম্মমর্থবচো যথা। নিমিং বিব্যাধ বিংশত্যা বাণৈ-রনলবর্চ্চসৈঃ॥ ১১॥ মথনং দশভিশ্চৈব শুম্ভং পঞ্চভিরেব চ। শতেন মহিষং ক্রুদ্ধো বিব্যাধোরসি মাধবঃ॥ ১২॥ জম্ভং দ্বাদশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বাংশ্চৈকৈ-কশোহষ্টভিঃ॥ ১৩॥ তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা দানবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ। চক্রুর্গাঢ়তরং যত্নমাবৃণ্বানা হরিং শরৈঃ। চিচ্ছেদাথ ধনুর্জ্যাঞ্চ নিমির্ভল্লেন দানবঃ॥ ১৪॥ হস্তাবাপঞ্চ সংরম্ভাচ্ছিচ্ছেদ মহিষাসুরঃ। পীড়য়ামাস গরুড়ং জম্ভো বাণায়ুতৈস্ত্রিভিঃ॥ ১৫॥ ভুজাবস্য চ বিব্যাধ শুম্ভো বাণায়ুতেন বৈ। ততো বিস্মিতচিত্তস্তু গদাং জগ্রাহ মাধবঃ॥ ১৬॥ তাং প্রাহিণোৎ স বেগেন মথনায় মহাহবে। তামপ্রাপ্তাং নিমির্বাণৈর্মুষলাভৈঃ সহস্রশঃ॥ ১৭॥ আহত্য পাতয়ামাস বিনদন্ কালমেঘবৎ। ততোহন্তরিক্ষে হাহেতি ভূতানাং জজ্ঞিরে কথাঃ॥ ১৮॥ নৈতদস্তি বলং ব্যক্তং যত্রাশীর্য্যত সা গদা। তাং হরিঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা অস্থানে প্রার্থনামিব॥ ১৯॥ জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরং দিব্যরত্নপরিষ্কৃতম্। তং মুমোচাতিবেগেন নিমিমুদ্দিশ্য দানবম্॥ ২০॥ তমায়ান্তং বিয়ত্যেব ত্রয়ো দৈত্যা হ্যবারয়ন্। গদয়া জম্ভদৈত্যস্তু গ্রসনঃ পট্টিশেন তু॥ ২১॥ শক্ত্যা চ মহিষো দৈত্যো বিন-দন্তো মহারবম্। নিরাকৃতং তমালোক্য দুর্জ্জনৈঃ সুজনং যথা॥ ২২॥ জগ্রাহ শক্তিমুগ্রোগ্রাং শত-ঘণ্টামহাস্বনাম্। জম্ভায় তাং সমুদ্দিশ্য প্রাহিণোদ্ভীষণে রণে॥ ২৩॥ তামাযান্তীমথালোক্য জম্ভোহস্য রথাত্তরাৎ। আপ্লুত্য লীলয়া গৃহ্ন্ কামিনীং কামুকে

গমন করিল। মথনাসুর শৈলসম সমুন্নত অশ্বে, রম্ভা অসুর পঞ্চযোজন পরিমিত গ্রীবাশালী উষ্ট্রে ও শুম্ভ দানব দ্বাদশ যোজনব্যাপী মেষে আরোহণ করিয়া হরির প্রতি অভিযান করিল। অপর দানবগণও সক্রোধে নানা যানে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল। নিমি পরিঘ, মথন মুদ্গর, শুম্ভ তীক্ষ্ণ শূল, গ্রসন প্রাস, ক্রথন চক্র, জম্ভ শক্তি এবং অপরাপর দানবগণ মর্ম্মভেদী বাণজাল দ্বারা সেই মহারণে নারায়ণকে প্রহার করিতে লাগিল। সৎশিষ্যে বহুধা কথিত গুরূপদেশবৎ সেই সমস্ত অস্ত্র পুরুষোত্তমে প্রবিষ্ট হইলে তিনি সক্রোধে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অনেকানেক বাণ দ্বারা দাম্ভিকবাক্যে ধর্ম্মের ন্যায় দৈত্যসেনা-গণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মাধবদেব, ক্রোধবশে অনলকল্প তীক্ষ্ণ বিংশতি বাণে নিমিকে, দশ বাণে মথনকে, পাঁচবাণে শুম্ভকে, শতবাণে মহিষকে, দ্বাদশ বাণে জম্ভকে এবং অষ্ট অষ্ট বাণে অপর সকলের প্রত্যেককে বক্ষঃস্থলে আহত করিলেন। ১—১৩। দানবগণ তাঁহার সেই ক্ষিপ্র-কারিতাদর্শনে ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া অতি-যত্নে শরবর্ষণে হরিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। নিমি দানব ভল্লদ্বারা হরির ধনুর্জ্যা ও মহিষাসুর সক্রোধে হস্তাবরণ ছেদন করিয়া ফেলিল। জম্ভ তিন অযুত বাণ দ্বারা গরুড়কে পীড়িত করিল। আর শুম্ভ অযুত বাণে বাহুদ্বয় বিদ্ধ করিল। মাধব তখন বিস্মিত চিত্তে সেই মহাযুদ্ধে এক গদা লইয়া সবেগে মথনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু নিমি দানব মধ্য-পথেই কালমেঘবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে মুষলসম সহস্র সহস্র বাণ দ্বারা সেই গদাকে পাতিত করিল। তখন অন্তরীক্ষে ভূতগণের হাহাকারসহ এই কথা উচ্চারিত হইল যে, এমন শক্তিশালী তো কেহই নাই, যাহাতে এই গদা ব্যর্থ হয়! হরি অস্থানে প্রার্থনার ন্যায় সেই গদাকে বিফল দেখিয়া দিব্যরত্নভূষিত ঘোর মুদ্গর লইয়া অতিবেগে নিমি দানবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুদ্গ-রকে আসিতে দেখিয়া জম্ভ, গ্রসন ও মহিষ এই দানবত্রয় মহানাদ করিতে করিতে যথাক্রমে গদা, পট্টিশ ও শক্তি প্রহারে তাহা নিবারিত করিল। হরি সেই ভীষণ রণে তখন দুর্জ্জন কর্ত্তৃক সুজনের ন্যায় সেই মুদ্গরকে নিরাকৃত দর্শনে 'শতঘণ্টা-মণ্ডিতা মহাশব্দযুক্তা অত্যুগ্রা শক্তি লইয়া জম্ভের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।১৪—২৩। বলবান্ জম্ভ দানব শক্রত্যক্ত সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সবেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে কামুক

যথা ॥ ২৪ ॥ তয়ৈব গরুড়ং মূর্দ্ধ্নি জঘ্নে স প্রহসন্ বলী। ততো ভূয়ো রথং প্রাপ্য ধনুর্গৃহ্যাভ্যযোজয়ৎ ॥ ২৫ ॥ বিচেতাশ্চাভবদ্‌যুদ্ধে গরুড়ঃ শক্তিপীড়িতঃ। ততঃ প্রহস্য তং বিষ্ণুঃ সাধুসাধ্বিতি ভারত ॥ ২৬ ॥ করস্পর্শেন কৃতবান্ বিমোহং বিনতাত্মজম্। সমাশ্বাস্য চ তং বাগ্‌ভিঃ শক্তিং দৃষ্ট্বা চ নিষ্ফলাম্ ॥ ২৭ ॥ কুভার্য্যাস্য যথা পুংসঃ সর্ব্বং স্বাচ্চিন্তিতং বৃথা। দৃঢ়সারমহামৌর্ব্বীমস্যাং সংযোজয়ন্ততঃ ॥ ২৮ ॥ কৃত্বা চ তলনির্ঘোষং রৌদ্রমস্ত্রং মুমোচ সঃ। ততোঽস্ত্রতেজসা সর্ব্বমাকাশং নৈব দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥ ভূমির্দিশশ্চ বিদিশো বাণজালময়া বভুঃ। দৃষ্ট্বা তদস্ত্রমাহাত্ম্যং সেনানীর্গ্রসনোঽসুরঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মমস্ত্রং চকারাশু সর্ব্বাস্ত্রবিনিবারণম্। তেন তৎ প্রশমং যাতং রৌদ্রাস্ত্রং লোকভীষণম্ ॥ ৩১ ॥ অস্ত্রে প্রতিহতে তস্মিন্ বিষ্ণুর্দানবসূদনঃ। কালদণ্ডাস্ত্রমকরোৎ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥ সন্ধীয়মানেঽস্ত্রে তস্মিন্ মারুতঃ পরুষো ববৌ। চকম্পে চ মহী দেবী ভিন্নাশ্চাম্বুধয়োঽভবন্ ॥ ৩৩ ॥ তদস্ত্রমুগ্রং দৃষ্ট্বা তু দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ। চক্রুরস্ত্রাণি দিব্যানি নানাস্ত্রপাণি সংযুগে ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণাস্ত্রং গ্রসনস্ত চক্রে ত্বাষ্ট্রং নিমিশ্চাস্ত্রবরং মুমোচ। ঐষীকমস্ত্রঞ্চ চকার জম্ভো যুদ্ধস্য দণ্ডাস্ত্রনিবারণায় ॥ ৩৫ ॥ যাবচ্চ সন্ধানবশং প্রয়াস্তি নারায়ণাদীনি নিবারণায়। তাবৎ ক্ষণেনৈব জঘান কোটীং দৈত্যেশ্বরাণাং কিল কালদণ্ডঃ ॥ ৩৬ ॥ অনন্তরং শান্তভয়ং তদস্ত্রং দৈত্যাস্ত্রযোগেন চ কালদণ্ডম্। শান্তং তদালোক্য হরিঃ স্বমস্ত্রং কোপেন কালানলতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ জগ্রাহ চক্রং তপনাযুতপ্রভমুগ্রারমাত্মানমিব দ্বিতীয়ম্। চিক্ষেপ সেনাপতয়ে জলন্তং চতুর্ভুজঃ সংযতি সম্প্রগৃহ্য ॥ ৩৮ ॥ তদাব্রজচ্চক্রমথো বিলোক্য সর্ব্বাত্মনা দৈত্যবরাঃ স্ববীর্য্যাৎ। নাশক্নুবন্ বারয়িতুং প্রচণ্ডং দৈবং যথা পূর্ব্বমিহোপপন্নম্ ॥ ৩৯ ॥ তদপ্রতর্ক্যং নবহেতি-তুল্যং চক্রং পপাত গ্রসনস্য কণ্ঠে। তদ্রক্তধারারুণঘোরনাভি জগাম ভূয়োঽপি করং মুরারেঃ ॥ ৪০ ॥ চক্রাহতং সংযতি দানবশ্চ পপাত ভূমৌ প্রমমার চাপি। দৈত্যাশ্চ শেষা ভৃশশোকমাপুঃ ক্রোধঞ্চ কেচিৎ পিপিষুর্ভুজাংশ্চ ॥ ৪১ ॥ ততো বিনি

যেমন কামিনীকে ধারণ করে, তেমনি সেই শক্তিকে গ্রহণ করিল এবং সহাস্যবদনে তদ্দ্বারাই গরুড়কে মস্তকে প্রহার করিল। পরে আবার নিজরথে আসিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। গরুড় সেই শক্তিপ্রহারে রণক্ষেত্রে অচেতন হইল। হে ভারত! বিষ্ণু তখন হাস্যসহকারে সেই দানবকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিয়া করস্পর্শ দ্বারা বিনতানন্দনকে সচেতন করিলেন। হরি বাক্যদ্বারা গরুড়কে আশ্বাসিত করিয়া কুভার্য্য পুরুষের অভিপ্রেত বিষয়ের ন্যায় সেই শক্তিকে নিষ্ফল দেখিয়া শরাসনে অপর একটী অতিদৃঢ় জ্যা যোজনাপূর্ব্বক তলনির্ঘোষ করিয়া রৌদ্র-অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অস্ত্রের তেজে সমগ্র আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হইয়া গেল, ভূমি, দিক্, বিদিক্, সমস্তই বাণজালাচ্ছন্ন হইল। সেনাপতি গ্রসনাসুর সেই অস্ত্রের প্রভাব দেখিয়া অবিলম্বে সর্ব্বাস্ত্রনিবারক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল; তাহাতে সেই লোকভয়ঙ্কর রৌদ্রাস্ত্র প্রশান্ত হইয়া গেল। সেই অস্ত্র প্রতিহত হইলে দানবসূদন বিষ্ণু সর্ব্বলোকভয়াবহ কালদণ্ডাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তৎকালে বায়ু অতি পরুষভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিতা হইল এবং সাগর সকল উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই উগ্র অস্ত্র দর্শনে তৎপ্রতীকারার্থ বিবিধ দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিতে লাগিল। গ্রসন নারায়ণাস্ত্র, নিমি ত্বাষ্ট্রাস্ত্র এবং জম্ভ ঐষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিল; কিন্তু এই সকল অস্ত্রের সন্ধান করিতে না-করিতে ক্ষণকালমধ্যেই সেই কালদণ্ডাস্ত্র কোটি দানব সংহার করিয়া ফেলিল। শেষে দৈত্যাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারিত হইল। চতুর্ভুজ হরি, স্বীয় অস্ত্র বিফল দর্শনে ক্রোধবশে কালানলতুল্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অযুত সূর্য্যসম প্রভাশালী, উগ্র অরযুক্ত, স্বীয় আত্মার ন্যায় অত্যুজ্জ্বল চক্র গ্রহণপূর্ব্বক সেনাপতি গ্রসনাসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্রকে আসিতে দেখিয়া দৈত্যপতিগণ স্ব স্ব বীর্য্যানুসারে নানাস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পূর্ব্বার্জ্জিত দৈবের ন্যায় কোন প্রকারেই তাহাকে বারণ করিতে পারিল না। সেই অচিন্তনীয় অভিনব অস্ত্র সদৃশ চক্র, গ্রসনের কণ্ঠে পতিত হইল এবং তদীয় রক্তধারায় সর্ব্বথা রঞ্জিত হইয়া পুনরায় হরির করে প্রতিগমন করিল। গ্রসন দানবও চক্রাঘাতে রণভূমে পতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তাহাতে অবশিষ্ট দানবগণ অতিশয় শোকাক্রান্ত এবং ক্রোধবশে কেহ কেহ বাহু নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। ২৪—৪১। সেনাপতি গ্রসনাসুর নিহত

হতে দৈত্যে গ্রসনে বলনায়কে। নির্ম্মর্য্যাদমযুধ্যন্ত হরিণা সহ দানবাঃ॥ ৪২॥ পট্টিশৈর্ম্মুষলৈঃ প্রাসৈর্গদাভিঃ কণপৈরপি। তীক্ষ্নানৈশ্চ নারাচৈশ্চক্রৈঃ শক্তিভিরেব চ॥ ৪৩॥ তদস্ত্রজালং তৈর্ম্মুক্তং লব্ধলক্ষো জনার্দ্দনঃ। একৈকং শতধা চক্রে বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ৪৪॥ জঘান তেষাং সংক্রুদ্ধঃ কোটিকোটিং জনার্দ্দনঃ। ততস্তে সহসা ভূত্বা ন্যপতন্ কেশবোপরি॥ ৪৫॥ গরুড়ং জগৃহুঃ কোচৎ পাদয়োঃ শতশোঽসুরাঃ। ললম্বিরে চ পক্ষাভ্যাং মুখে চান্যে ললম্বিরে॥ ৪৬॥ কেশবস্যাপি ধনুষি ভুজয়োঃ শীর্ষ এব চ। ললম্বিরে মহাদৈত্যা নিনদন্তো মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৪৭॥ তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা সিদ্ধচারণবার্ত্তিকাঃ। হাহেতি মুমুচুর্নাদমম্বরে চাস্তবন্ হরিন্॥ ৪৮॥ ততো হরির্বিনির্ধূয় পাতয়ামাস তান্ ভুবি। যথা প্রবুদ্ধঃ পুরুষো দোষান্ সংসারসম্ভবান্॥ ৪৯॥ বিকোশঞ্চ ততঃ কৃত্বা নন্দকং খড়্গমুত্তমম্। চর্ম্ম চাপ্যমলং বিষ্ণুঃ পদাতিস্তানধাবত॥ ৫০॥ ততো মুহূর্ত্তমাত্রেণ পদ্মানি দশ কেশবঃ। চকর্ত্ত মার্গে বহুভির্বিচরন্ দৈত্যসত্তমান্॥ ৫১॥ ততো নিমিপ্রভৃতয়ো বিনদ্যাসুরসত্তমাঃ। অধাবন্ত মহেষ্বাসাঃ কেশবং পাদচারিণম্॥ ৫২॥ গরুত্মাংশ্চাভ্যয়াত্তূর্ণমারুরোহ চ তং হরিঃ। উবাচ চ গরুত্মন্তং তস্মিংশ্চ তুমুলে রণে॥ ৫৩॥ অশ্রান্তো যদি তার্ক্ষ্যাসি মথনং প্রতি তদ্‌ব্রজ। শ্রান্তশ্চেচ্চ মুহূর্ত্তং ত্বং রণাদপসৃতো ভব॥ ৫৪॥ তার্ক্ষ্য উবাচ। ন মে শ্রমোঽস্তি লোকেশ কিঞ্চিৎ সংস্মরতশ্চ মে। যন্মে সুতান্ বাহনত্বে কল্পয়ামাস তারকঃ॥ ৫৫॥ ইতি ব্রুবন্ রণে দৈত্যং মথনং প্রতি সোঽগমৎ। দৈত্যস্ত্বভিমুখং দৃষ্ট্বা শঙ্খচক্রগদাধরম্॥ ৫৬॥ জঘান ভিন্দিপালেন শিতধারেণ বক্ষসি। তং প্রহারমচিন্ত্যৈব বিষ্ণুস্তস্মিন্মহাহবে॥ ৫৭॥ জঘান পঞ্চভির্বাণৈর্গিরীন্দ্রস্যাপি ভেদকৈঃ। আকর্ণকৃষ্টৈর্দশভিঃ পুনর্বিদ্ধঃ স্তনান্তরে॥ ৫৮॥ বিচেতনো মুহূর্ত্তাৎ স সংস্তভ্য মথনঃ পুনঃ। গৃহীত্বা পরিঘং মূর্দ্ধ্নি জনার্দ্দনমতাড়য়ৎ॥ ৫৯॥ বিষ্ণুস্তেন প্রহারেণ কিঞ্চিদাঘূর্ণিতোঽভবৎ। ততঃ কোপবিবৃত্তাক্ষো গদাং জগ্রাহ মাধবঃ॥ ৬০॥ তয়া সন্তাড়য়ামাস মথনং হৃদয়ে দৃঢ়ম্। স পপাত তথা

হইলে পর দানবগণ হরির সহিত বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পট্টিশ, মুষল, প্রাস, গদা, কণপ, সুতীক্ষ্ন নারাচ, চক্র, শক্তি, প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল; পরন্তু স্থিরলক্ষ্য জনার্দ্দন সক্রোধে অগ্নিশিখা সম বাণজাল দ্বারা তৎসমস্তের প্রত্যেককে শত শত খণ্ডে ছেদন করিয়া কোটি কোটি দানবকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একদা কেশবোপরি আপতিত হইল। শত শত অসুর গরুড়ের পদদ্বয় ধারণ করিল, অনেকে তাহার পক্ষদ্বয়ে ও মুখে লম্বিত হইল। এইরূপ মহাদৈত্যগণ দীর্ঘ নিনাদ করিতে করিতে কেশবেরও শরাসনে, বাহুযুগলে ও মস্তকে অবলম্বিত হইল। নভোমণ্ডলগত সিদ্ধ চারণাদি সকলেই সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল এবং হরিকে স্তুতিবাদে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। পরে হরি, আত্মজ্ঞানী পুরুষ যেমন সাংসারিক দোষজাল পরিহার করে, তদ্রূপ তাহাদিগকে গাত্রকম্পন দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে কোষ হইতে নন্দক নামক উত্তম খড়্গ নিষ্কাসিত করিয়া অমল চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজেই তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন। দেব কেশব বিবিধ প্রকারে অসি চালনা করিয়া মুহূর্ত্তমাত্রে দশ পদ্মসংখ্যক দৈত্য সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন নিমিপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধর অসুরসত্তমগণ সিংহনাদসহকারে পাদচারী কেশবের প্রতি ধাবিত হইল। ইতিমধ্যে গরুড় দ্রুতবেগে কেশবসমীপে সমুপস্থিত হইল; হরি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কহিলেন,—এই তুমুল রণে তুমি যদি শ্রান্ত না হইয়া থাক, তবে মথনাসুরের নিকট যাও। আর শ্রান্তি বোধ কর, তবে ক্ষণকাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হও। ৪২—৫৪। গরুড় কহিল,—হে লোকেশ! তারকাসুর যে আমার পুত্রগণকে বাহন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমার শ্রান্তিবোধ হইতেছে না। এই কথা বলিতে বলিতেই সে মথনাসুরের প্রতি অভিযান করিল। মথন দৈত্য শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তীক্ষ্নধার ভিন্দিপাল দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। বিষ্ণু সেই মহাযুদ্ধে সে প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া পর্ব্বতভেদনক্ষম পাঁচ বাণে মথনকে আঘাত করিয়া পুনরায় তদীয় স্তনমধ্য ভাগে দশ বাণ প্রহার করিলেন। মথন তাহাতে ক্ষণকাল বিচেতন হইল; পরে আত্মসংবরণ করিয়া একটা পরিঘ লইয়া জনার্দ্দনকে

ভূমৌ চূর্ণিতাঙ্গো মমার চ॥ ৬১॥ তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ মথনে মথিতে ভৃশম্। অবসাদং যযুর্দৈত্যাঃ সর্ব্বে তে যুদ্ধমণ্ডলে॥ ৬২॥ ততস্তেষু বিষণ্ণেষু দানবেষ্বতিমানিষু। চুকোপ রক্তনয়নো মহিষো দানবেশ্বরঃ॥ ৬৩॥ প্রত্যুদ্যযৌ হরিং রৌদ্রঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ। তীক্ষ্ণধারেণ শূলেন মহিষো হরিমর্দ্দয়ন্॥ ৬৪॥ শক্ত্যা চ গরুড়ং বীরো হৃদয়েহভ্যহনদ্দৃঢ়ম্। ততো বিবৃত্য বদনং মহাচলগুহানিভম্॥ ৬৫॥ গ্রস্তুমৈচ্ছদ্রণে দৈত্যঃ সগরুত্মন্তমচ্যুতম্। অথাচ্যুতোঽপি বিজ্ঞায় দানবস্য ৬৬॥ বদনং পূরয়ামাস দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ। স তৈর্বাণৈরভিহতো মহিষোঽচলসন্নিভঃ॥ ৬৭॥ পরিবর্ত্তিতকায়ার্দ্ধঃ পপাতাথ মমার চ। মহিষং পতিতং দৃষ্ট্বা জীবয়িত্বা পুনর্হরিঃ॥ ৬৮॥ মহিষং প্রাহ মত্তস্ত্বং বধং নার্হসি দানব। যোষিদ্বধাঃ পুরোক্তস্ত্বং সাক্ষাৎ কমলযোনিনা॥ ৬৯॥ উত্তিষ্ঠ গচ্ছ মন্মুক্তো দ্রুতমস্মান্মহারণাৎ। ইত্যুক্তো হরিণা তস্মাদ্দেশাদপগতোঽসুরঃ॥ ৭০॥ তস্মিন্ পরাঙ্মুখে দৈত্যে মহিষে শুম্ভদানবঃ। সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাটোপো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ॥ ৭১॥ নির্ম্মথ্য পাণিনা পাণিং ধনুরাদায় ভৈরবম্। সজ্জীকৃত্য মহাঘোরান্মুমোচ শতশঃ শরান্॥ ৭২॥ স চিত্রযোধী দৃঢ়মুষ্টিপাতস্ততশ্চ বিষ্ণুং গরুড়ঞ্চ দৈত্যঃ। বাণৈর্জ্জলদ্বহ্নিশিখানিকাশৈঃ ক্ষিপ্তৈরসংখ্যৈঃ প্রতিঘাতহীনৈঃ॥৭৩॥ বিষ্ণুশ্চ দৈত্যেন্দ্রশরার্দ্দিতো ভৃশং ভুশুণ্ডিমাদায় কৃতান্ততুল্যাম্। তয়া মুখং চাস্য পিপেষ সংখ্যে শুম্ভস্য জত্রুঞ্চ ধরাধরাভম্॥ ৭৪॥ ততস্ত্রিভিঃ শুম্ভভুজং দ্বিষষ্ট্যা সূতস্য শীর্ষং দশভিশ্চ কেতুম্। বিষ্ণুর্বিকৃষ্টৈঃ শ্রবণাবসানং দৈত্যস্য বাণৈর্জ্জ্বলনার্কবর্ণৈঃ॥ ৭৫॥ স তৈশ্চ বিদ্ধো ব্যথিতো বভূব দৈত্যেশ্বরো বিস্রুতশোণিতাক্তঃ। ততোঽস্য কিঞ্চিচ্চলিতস্য ধৈর্য্যাত্তুবাচ শঙ্খাব্জশার্ঙ্গপাণিঃ॥ ৭৬ যোষিৎসুবধ্যোঽসি রণং বিমুঞ্চ শুম্ভাশুভ স্বল্পতরৈরহোভিঃ। মত্তোঽর্হসি ত্বং ন বৃথৈব মূঢ় ততোঽপযাতঃ স চ শুম্ভদানবঃ॥ ৭৭॥ জম্ভোঽথ তদ্বিষ্ণুমুখা-

---

মস্তকে আহত করিল। লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু সেই আঘাতে কিঞ্চিৎ ঘূর্ণিত হইয়া কোপবশে গদা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মথনকে হৃদয়দেশে দৃঢ় প্রহার করিলেন। সে সেই আঘাতে চূর্ণিতগাত্রে ভূপতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে মথনাসুরকে তাদৃশ ভাবে মথিত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ অতীব বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। অতি অভিমানী দানবগণকে তাদৃশ বিষণ্ণ দর্শনে দানবেশ্বর মহিষ ক্রোধরক্ত নেত্রে স্বীয় বাহুবল-গর্ব্বে ভীষণাকারে হরির প্রতি ধাবিত হইল। বীর মহিষাসুর তীক্ষ্ণধার শূল দ্বারা হরিকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া একটা শক্তি দ্বারা গরুড়কে হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল। পরে গরুড়ের সহিত বিষ্ণুকে গ্রাস করণাভিপ্রায়ে মহাগিরিগুহাসম বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মহাবল অচ্যুত, সেই দানবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহার মুখবিবর পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন। অগ্নিসম উগ্রাকৃতি মহিষদানব সেই সমস্ত বাণে অভিহত হইয়া শরীরার্দ্ধ পরিবর্ত্তিত করিয়া পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল। হরি মহিষাসুরকে পতিত দেখিয়া পুনরায় জীবিত করিলেন, এবং কহিলেন,—ওহে দানব! আমা হইতে তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে; সাক্ষাৎ কমলযোনি ব্রহ্মা "স্ত্রীবধ্য হইবে" বলিয়া তোমাকে বরদান করিয়াছেন। উঠ, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; দ্রুতগতি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর। হরির এইরূপ কথায় সে দানব সেস্থান হইতে অপগত হইল। ৫৫—৭০। মহিষ পরাঙ্মুখ হইলে শুম্ভ দানব, ভ্রুকুটীকুটিলমুখে ওষ্ঠপুট দংশন সহকারে পাণিদ্বারা পাণি নিষ্পেষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া মহাঘোরাকার শত শত শর বর্ষণ করিতে লাগিল। দৃঢ়মুষ্টি বিচিত্রযোধী সেই দানব জ্বলদগ্নিশিখাকার প্রতিঘাতহীন অসংখ্য বাণাঘাতে বিষ্ণুকে ও গরুড়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুদেব রণস্থলে দৈত্যপতি শুম্ভের বাণাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয়ঙ্করাকার একটা ভুশুণ্ডি লইয়া তদ্দ্বারা তাহার গিরিসম সমুন্নত জত্রুদেশ এবং বদন নিষ্পেষিত করিয়া কর্ণান্তাকৃষ্ট ও সূর্য্যাগ্নিসম সমুজ্জ্বল তিন বাণে তাহার বাহু, দ্বিষষ্টি বাণে সারথির মস্তক ও দশ বাণে রথধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। দৈত্যেশ্বর শুম্ভ সেই বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া রক্তক্ষরণ করিতে করিতে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। তখন শঙ্খ-পদ্ম-শার্ঙ্গধর বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন,—ওহে অশুভ মূঢ় শুম্ভ! আমার হাতে তোমার মৃত্যু হইবে না; কিন্তু অল্প দিবস মধ্যেই নারীহস্তে তুমি বধ প্রাপ্ত হইবে; বৃথা আর যুদ্ধ করিতেছ কেন? যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর

ন্নিশম্য জগর্জ্জ চোচ্চৈঃ কৃতসিংহনাদঃ। প্রোবাচ বাক্যঞ্চ সলীলমাজৌ মহাট্টহাসেন জগদ্বিকম্প্য॥ ৭৮॥ কিমেভিস্তে জলাবাস দৈত্যৈর্হীনপরাক্রমৈঃ। মামাসাদয় যুদ্ধেঽস্মিন্ যদি তে পৌরুষং ক্বচিৎ॥ ৭৯॥ যত্তে পূর্ব্বং হতা দৈত্যা হিরণ্যাক্ষমুখাঃ কিল। জম্ভস্তদাভবন্নৈব পশ্য মামদ্য সংস্থিতম্॥ ৮০॥ পশ্য তালপ্রতীকাশৌ ভুজাবেতৌ হরে মম। বক্ষো বা বজ্রকঠিনং ময়ি প্রহর তৎ সুখম্॥ ৮১॥ ইত্যুক্তঃ কেশবস্তেন সৃক্কণী সংলিহন্ রুষা। মুমোচ পরিঘং ঘোরং গিরীণামপি দারণম্॥ ৮২॥ ততস্তস্যাপ্যনুপদং কালায়সময়ং দৃঢ়ম্। মুমোচ মুদ্গরং বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ং পর্ব্বতং যথা॥ ৮৩॥ তদায়ুধদ্বয়ং দৃষ্ট্বা জম্ভো ন্যস্য রথে ধনুঃ। আপ্লুত্য পরিঘং গৃহ্য গরুড়ং তেন জঘ্নিবান॥ ৮৪॥ দ্বিতীয়ং মুদ্গরং চানু গৃহীত্বা বিনদন্ রণে। সর্ব্বপ্রাণেন গোবিন্দং তেন মূর্দ্ধ্নি জঘান সঃ॥ ৮৫॥ তাভ্যাং চাতিপ্রহারাভ্যামুভৌ গরুড়কেশবৌ। মোহাবিষ্টৌ বিচেতস্কৌ মৃতকল্পাবিবাসতাম্॥ ৮৬॥ তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা জগর্জ্জুর্দৈত্যসত্তমাঃ। নৈতান্ হর্ষমদোদ্ভূতানিদং সেহে জগত্তদা॥ ৮৭॥ সিংহনাদৈস্তলোন্নাদৈর্ধনুর্নাদৈশ্চ বাণজৈঃ। জম্ভং তে হর্ষয়ামাসুর্ব্বাসাংস্যাধুধুবুশ্চ তে॥ ৮৮॥ শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুশ্চিক্ষিপুর্দেবতা ভৃশম্॥ ৮৯॥ সংজ্ঞামবাপ্যাথ মহারণে হরিঃ সবৈনতেয়ঃ পরিরভ্য জম্ভম্। পরাঙ্মুখঃ সংযুগাদপ্রয়ুষ্যাৎ পলায়নং বেগপরশ্চকার॥ ৯০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দৈত্যৈঃ সহ বিষ্ণোর্যুদ্ধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। তমালোক্য পলায়ন্তং বিধ্বস্তধ্বজকার্ম্মুকম্। দৈত্যাংশ্চ মুদিতানিন্দ্রঃ কর্ত্তব্যং নাধ্যগচ্ছত॥ ১॥ অথাযান্নিকটং বিষ্ণোঃ সুরেশস্ত্বরয়ান্বিতঃ। উবাচ চৈনং মধুরমুৎসাহপরিবৃংহিতম্॥ ২ কিমেভিঃ ক্রীড়সে দেব দানবৈর্দুষ্টমানসৈঃ। দুর্জ্জনৈর্লব্ধরন্ধ্রস্য পুরুষস্য কুতঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩॥ শক্তেনোপেক্ষিতো নীচো মন্যতে বলমাত্মনঃ।

এই কথার পর শুম্ভ দানব অপসৃত হইল। বিষ্ণুমুখোচ্চারিত সেই বাক্য শুনিয়া জম্ভ দানব সিংহনাদ ও গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়া মহান্ অট্টহাস্যে জগৎ কম্পিত করিয়া লীলাসহকারে কহিল,—ওহে জলাবাস! এই সকল পরাক্রমহীন দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে তোমার পৌরুষ কি? তোমার যদি পৌরুষ থাকে, তবে আমাকে আক্রমণ কর। তুমি যখন হিরণ্যাক্ষপ্রমুখ দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছ, তখন জম্ভ ছিল না; আজি আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি,—দেখ। ওহে হরি! আমার এই তালবৃক্ষাকার ভুজদ্বয় এবং বজ্রবৎ কঠিন বক্ষঃস্থল দেখ;—আমাকে যথাসুখে প্রহার কর। কেশব তাহার এই কথা শুনিয়া রোষবশে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনপূর্ব্বক একটা গিরিবিদারণক্ষম পরিঘ নিক্ষেপ করিয়া অবিলম্বে অপর একটী কৃষ্ণলৌহময় দৃঢ় মুদ্গর পরিত্যাগ বরিলেন। জম্ভ সেই আয়ুধদ্বয় দর্শনে শরাসন রথে স্থাপনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে সেই পরিঘ ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা গরুড়কে আঘাত করিল, পরে সিংহনাদ সহকারে সেই বিষ্ণু-ক্ষিপ্ত মুদ্গরও ধারণ করিল এবং তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ বলে গোবিন্দকে মস্তকে আহত করিল। জম্ভ দানবের সেই প্রহারদ্বয়ে গরুড় ও কেশব উভয়েই মোহাবিষ্ট ও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে দৈত্যগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাদিগের সেই হর্ষাস্ফালন জগতের অসহ্য হইয়া উঠিল। দৈত্যগণ সিংহনাদ, তলবাদ্য, ধনুঃশব্দ, বাণশব্দ, বস্ত্রসঞ্চালন, শঙ্খবাদন ও দেবগণের প্রতি বিবিধ কটূক্তি করিয়া জম্ভকে আনন্দিত করিতে লাগিল। অতঃপর হরি গরুড়ের সহিত সেই মহারণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া জম্ভাসুরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সেই দুর্জ্জয় সংগ্রাম হইতে সবেগে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৭১—৯০।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—সুরপতি ইন্দ্র বিষ্ণুকে ধ্বজশরাসনহীন ও পলায়মান এবং দৈত্যগণকে আনন্দিত দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ত্বরাসহকারে বিষ্ণুর সমীপস্থ হইয়া উৎসাহবর্দ্ধক মধুর বাক্যে কহিলেন,—হে দেব! আপনি এই সকল দুষ্টমানস দৈত্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন কেন? দুর্জ্জনে ছিদ্র পাইলে পুরুষের কার্য্যসিদ্ধি কোথায়? সমর্থ

তস্মান্ন নীচং মতিমানুপেক্ষেত কথঞ্চন॥ ৪॥ অথাগ্রেসরসম্পত্ত্যা রথিনো জয়মাযযুঃ। কস্তে সখাভবৎ পূর্ব্বং হিরণ্যাক্ষবধে বিভো॥ ৫॥ হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বীর্য্যশালী মদোদ্ধতঃ। প্রাপ্য ত্বাং তৃণবন্নষ্টস্তত্র কোঽগ্রেসরস্তব॥ ৬॥ পূর্ব্বং প্রতিবলা দৈত্যা মধুকৈটভসন্নিভাঃ। নিবিষ্টাস্ত্বাস্তু সম্প্রাপ্য শলভা ইব পাবকম্॥ ৭॥ যুগেযুগে চ দৈত্যানাং ত্বত্তো নাশোঽভবদ্ধরে। তথৈবাদ্যেহ ভীতানাং ত্বং হি বিষ্ণো সুরাশ্রয়ঃ॥ ৮॥ এবং সন্নোদিতো বিষ্ণুর্ব্যবর্দ্ধত মহাভুজঃ। বলেন তেজসা ঋদ্ধ্যা সর্ব্বভূতাশ্রয়োঽহরিহা॥ ৯॥ অথোবাচ সহস্রাক্ষং কেশবঃ প্রহসন্নিব। এবমেতদ্যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ॥ ১০॥ ত্রৈলোক্যদানবান সর্ব্বান্ দগ্ধুং শক্তঃ ক্ষণাদহম্। দুর্জ্জয়স্তারকঃ কিং তু মুক্ত্বা সপ্তদিনং শিশুম্॥ ১১॥ মহিষশ্চৈব শুম্ভশ্চ উভৌ বধ্যৌ চ যোষিতা। জম্ভো দুর্ব্বাসসা শপ্তঃ শক্রবধ্যো ভবানিতি। তস্মাত্ত্বং দিব্যবীর্য্যেণ জহি জম্ভং মদোৎকটম্॥ ১২॥

ব্যক্তি উপেক্ষা করিলে নীচজন আপনাকে বলবান্ বলিয়া মনে করে। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে নীচজনকে কদাচ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি বলেন যে, অগ্রগামী সৈন্য-সামন্তের বলেই রথীরা জয়লাভ করে, আপনার পক্ষে তাহাও সত্য নহে; হে বিভো! হিরণ্যাক্ষকে বধ করার সময় কে আপনার সহায় হইয়াছিল? বীর্য্যবান্ মদোদ্ধত হিরণ্যকশিপু দৈত্য আপনার নিকট তৃণবৎ বিনষ্ট হইয়াছে। তখন কে আপনার অগ্রগামী হইয়াছিল? পূর্ব্বে মধুকৈটভসম কত কত দৈত্য অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ওহে হরি! যুগে যুগেই দৈত্যগণ আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে। হে বিষ্ণো! আজিও সেইরূপ আপনি ভীত দেবগণের আশ্রয় হউন। অরিঘাতী সর্ব্বভূতাশ্রয় মহাভুজ বিষ্ণু এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া বল তেজ ও শোভা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। ১—৯। অতঃপর কেশব হাস্যসহকারে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের বিষয়ে যাহা কহিলেন, সত্য বটে। আমি ক্ষণমাত্রেই ত্রৈলোক্যের দানবগণকে দগ্ধ করিতে সক্ষম। কিন্তু তারক দৈত্য সপ্তদিনবয়স্ক বালক ব্যতীত অপরের দুর্জ্জয়। মহিষ ও শুম্ভ দানব নারীবধ্য; জম্ভ-দানব দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক "শক্রের বধ্য হইবে" বলিয়া অভি-

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বামৃতে স তু দানবঃ॥ ১৩॥ ময়া গুপ্তো রণে জহি জগৎকণ্টকমুদ্ধর। তদ্বৈকুণ্ঠবচঃ শ্রুত্বা সহস্রাক্ষোঽমরারিহা॥ ১৪॥ সমাদিশৎ সুরাধ্যক্ষান্ সৈন্যস্য রচনাং প্রতি। ততশ্চাভ্যর্থিতো দেবৈর্বিষ্ণুঃ সৈন্যমকল্পয়ৎ॥ ৫॥ যৎ সারং সর্ব্বলোকস্য বীর্য্যস্য তপসো চ। তদেকাদশ রুদ্রাংশ্চ চকারাগ্রেসরান্ হরিঃ॥ ১৬॥ ব্যালীঢ়াঙ্গা মহাদেবা বলিনো নীলকন্ধরাঃ। চন্দ্রগণ্ডত্রিপুণ্ড্রাশ্চ পিঙ্গাক্ষাঃ শূলপাণয়ঃ॥ ১৭॥ পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাজূটাঃ সিংহচর্ম্মাবসাযিনঃ। ভস্মোদ্ধূলিতগাত্রাশ্চ ভুজমণ্ডলভৈরবাঃ॥ ১৮॥ কপালীশাদয়ো রুদ্রা বিদ্রাবিতমহাসুরাঃ। কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ॥ ১৯॥ অজকঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুশ্চন্দ্রো ভবস্তথা। এত একাদশানন্তবলা রুদ্রাঃ প্রভাবিনঃ। অপালয়ন্ত ত্রিদশান্ বিগর্জ্জন্ত ইবাম্বুদাঃ॥ ২০॥ হিমাচলাভে মহতি কাঞ্চনাম্বুরুহস্রজি॥ ২১॥ প্রচঞ্চলমহাহেমঘণ্টাসংহতিমণ্ডিতে। ঐরাবতে চতুর্দ্দন্তে মত্তমাতঙ্গ আস্থিতঃ॥

শপ্ত হইয়াছে; সুতরাং আপনি দিব্য বীর্য্য আশ্রয় করিয়া মদমত্ত জম্ভকে সংহার করুন। আপনি ব্যতীত অপর সর্ব্ব প্রাণীরই সে অবধ্য। আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনি জগৎকণ্টক জম্ভকে সংহার করুন। অমরবৈরিঘাতী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, বিষ্ণুর সেই কথা শুনিয়া সুরাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যরচনা করিতে আদেশ করিলেন। পরে দেবগণের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক মধ্যে যাহারা বীর্য্য ও বলের সারাধার, হরি সেই একাদশ রুদ্রকে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী করিলেন। উত্তুঙ্গ পিঙ্গজটাধর, সিংহচর্ম্মপরিধান, ভস্মবিলিপ্তগাত্র, ভীষণভুজ, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রশেখর, ত্রিপুণ্ড্রধর, পিঙ্গললোচন, শূলপাণি, বলবান্ শিবসমাকার, কপালীশাদি রুদ্রগণ মহাসুরদিগকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চন্দ্র ও ভব, এই একাদশ সংখ্যক প্রভাববান্ অপরিমিতবলশালী রুদ্র, মেঘসম গর্জ্জন করিতে করিতে সৈন্যের অগ্রভাগে থাকিয়া দেবদলের রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০—২০। দীপ্তিমান্ ইন্দ্র, চঞ্চল বিশাল স্বর্ণঘণ্টানিচয়ে ভূষিত, কাঞ্চনপদ্মমালাধারী, মহামদজলস্রাবী, কামরূপী, চতুর্দ্দন্ত, হিমাচলসম মহাকায় ঐরাবতাখ্য মত্তমাতঙ্গে

২২॥ মহামদজলস্রাবে কামরূপে শতক্রতুঃ। তস্থৌ হিমগিরেঃ শৃঙ্গে ভানুমানিব দীপ্তিমান্‌। তস্যারক্ষৎ পদং সব্যং মারুতোঽমিতবিক্রমঃ॥ ২৩॥ জুগোপাপরমগ্নিশ্চ জ্বালাপূরিতদিঙ্মুখঃ। পৃষ্ঠরক্ষোঽভবদ্‌বিষ্ণুঃ সমরেশঃ শতক্রতোঃ॥ ২৪॥ আদিত্যা বসবো বিশ্বে মরুতশ্চাশ্বিনাবপি। গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা যক্ষাঃ সকিন্নরামহোরগাঃ॥ ২৫॥ কোটিশঃ কোটিশঃ কৃত্বা বৃন্দং চিহ্নোপলক্ষিতম্‌। বিশ্রাবয়ন্তঃ স্বাং কীর্ত্তিং বন্দিবৃন্দৈঃ পুরঃসরৈঃ॥ ২৬॥ চেলুর্দৈত্যবধে দৃপ্তা নানাবর্ণায়ুধধ্বজাঃ॥ ২৭॥ শতক্রতোরমরনিকায়পালিতা পতাকিনী যাননিনাদনাদিতা। সিতোন্নতধ্বজপটকোটিমণ্ডিতা বভূব সা দিতিসুতশোকবৰ্দ্ধিনী॥ ২৮॥ আয়ান্তীং তাং বিলোক্যাথ সুরসেনাং গজাসুরঃ। গজরূপী মহাংশ্চৈব সংহারাম্ভোধিবিক্রমঃ॥২৯॥ পরশ্বধায়ুধো দৈত্যো দশনোষ্ঠকসম্পুটঃ। মমর্দ্দ চ রণে দেবাংশ্চিক্ষেপান্যান্‌ করেণ চ॥ ৩০॥ পরান পরশুনা জঘ্নে দৈত্যেন্দ্রো রৌদ্রবিক্রমঃ। তস্যৈবং নিঘ্নতঃ ক্রুদ্ধা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ৩১॥ মুমুচুঃ সংহতাঃ সর্ব্বে চিত্রশস্ত্রাস্ত্রসংহতিম্‌। পরশ্বধাংশ্চ চক্রাণি ভিন্দিপালান্‌ সমুদ্গরান্‌॥ ৩২॥ কুন্তান প্রাসাংস্তীক্ষ্ণবাণাংস্তীক্ষ্ণান্মুষলাংশ্চাপি দুঃসহান্‌। তান্‌ সর্ব্বান্‌ সোঽগ্রসদ্দৈত্যো যূথপঃ কবলানিব॥৩৩॥ কোপস্ফুরিতদংষ্ট্রাগ্রঃ করস্ফোটেন নাদয়ন্‌। সুরান্নিঘ্নংশ্চচারাজৌ দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সোঽথ দানবঃ॥ ৩৪॥ যস্মিন্‌ যস্মিন্নিপততি সুরবৃন্দে গজাসুরঃ। তস্মিংস্তস্মিন্মহাশব্দো হাহাকারো ব্যজায়ত॥ ৩৫॥ অথ বিদ্রবমাণং তদ্বলং প্রেক্ষ্য সমন্ততঃ। রুদ্রাঃ পরস্পরং প্রোচুরহঙ্কারোত্থিতার্চ্চিষঃ॥ ৩৬॥ ভো ভো গৃহ্নত দৈত্যেন্দ্রং ভিন্দতৈনং মহাবলাঃ। কর্ষতৈনং শিতৈঃ শূলৈর্ভঞ্জতৈনং হি মর্ম্মসু॥ ৩৭॥ কপালী বাক্যমাকর্ণ্য শূলং সিতশিতং মুখে। সম্মার্জ্য বামহস্তেন সংরম্ভাদ্বিবৃতেক্ষণঃ॥ ৩৮॥ প্রোৎফুল্লারুণনীলাব্জসংহতিঃ সর্ব্বতো দিশঃ। অথাগাদ্‌ভ্রূকুটীবক্ত্রো দৈত্যেন্দ্রাভিমুখো রণে॥ ৩৯॥ দৃঢেন মুষ্টিবন্ধেন শূলং বিষ্টভ্য নির্ম্মলম্‌। জঘান কুম্ভদেশে তু কপালী গজদানবম্‌॥ ৪০॥ ততো দশাপি তে রুদ্রা নির্ম্মলায়োময়ৈ রণে। জঘ্নুঃ শূলৈস্তু দৈত্যেন্দ্রং শৈলবর্ষ্মাণ-

---

আরোহণপূর্ব্বক হিমগিরিস্থ প্রভাকরবৎ শোভা ধারণ করিলেন। অমিতবিক্রম মারুত, তাঁহার বামপদ এবং জ্বালাদ্বারা দিগন্তপূরণকারী অগ্নি দক্ষিণপদ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সমরেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মহোরগগণ বিবিধ চিহ্নে চিহ্নিত কোটি কোটি দলে বিভক্ত হইলেন; এবং নানাবিধ আয়ুধধ্বজে শোভিত, পুরোগামী বন্দিবৃন্দে সংস্তুত হইয়া সগর্ব্বে স্ব স্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে করিতে দৈত্যসংহারার্থ অভিযান করিলেন। তখন শতক্রতুর সেই অমরগণপালিতা, সিত-সমুন্নত ধ্বজকোটিমণ্ডিতা, যানসমূহনাদিতা, পতাকিনী দিতিনন্দনগণের শোকবৰ্দ্ধিনী হইল। রৌদ্রবিক্রম গজাসুর সেই সুরসেনাকে আসিতে দেখিয়া অষ্টদন্ত প্রলয়াম্বুদসম মহাগজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পরশ্বধাস্ত্র লইয়া দেবগণকে মর্দ্দন এবং কাহাকেও শুণ্ড দ্বারা উৎক্ষেপ ও কাহাকেও বা পরশু দ্বারা আহত করিতে লাগিল। সেই দানব এইরূপে দেবগণের পীড়ন করিতে থাকিলে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলেই মিলিতভাবে তৎপ্রতি বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যূথপতি যেমন কবল গ্রহণ করে তদ্রূপ সেই দৈত্য, দেবগণনিক্ষিপ্ত পরশ্বধ, চক্র, ভিন্দিপাল, মুদ্গর, কুন্ত, প্রাস, তীক্ষ্ণ বাণ, মুষল প্রভৃতি দুঃসহ অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই গ্রাস করিয়া কোপস্ফুরিত দন্তাগ্রে শুণ্ডাস্ফালনপূর্ব্বক নিনাদ করিতে করিতে দুর্দ্দর্শাকারে রণক্ষেত্রে সুরগণের পীড়া সাধন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। গজাসুর সুরসৈন্যের যেখানে যেখানে আপতিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই মহান্‌ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ২১—৩৫। অতঃপর সুরসৈন্যের চতুর্দ্দিকে পলায়ন দর্শনে রুদ্রগণ অহঙ্কারবশে জ্বলিতাকারে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ওহে! ওহে মহাবলগণ! এই দৈত্যেন্দ্রকে গ্রহণ কর, ভেদ কর, আকর্ষণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ইহার মর্ম্ম বিদ্ধ কর। এই কথার পর কপালী রুদ্র, বামহস্তে শ্বেত তীক্ষ্ণাগ্র শূল মার্জ্জনপূর্ব্বক ভ্রূকুটীকুটিল মুখে সেই দানবের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি তখন ক্রোধে নয়নঘূর্ণন করিতে থাকিলে যেন দিকে দিকে প্রফুল্ল রক্ত-নীল কমলমালা বিস্তারিত হইতে লাগিল! কপালী রুদ্র, দৃঢ় মুষ্টিতে নির্ম্মল শূল ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গজ দানবের কুম্ভদেশে আঘাত করিলেন। অপর দশ জন রুদ্রও নির্ম্মল লৌহময় শূল দ্বারা সেই

মাহবে॥ ৪১॥ সুস্রাব শোণিতং পশ্চাৎ সর্ব্বস্রোতঃসু তস্য বৈ। শূলরক্তেন রুদ্রস্য শুশুভে গজদানবঃ॥ ৪২॥ প্রোৎফুল্লামলনীলাব্জং শরদীবামলং সরঃ। ভস্মশুভ্রতনুচ্ছায়ৈ রুদ্রৈর্হংসৈরিবাবৃতম্॥ ৪৩॥ ক্রুদ্ধঃ কপালিনং দৈত্যঃ প্রচলৎকর্ণপল্লবঃ। ভবঞ্চ দন্তৈর্বিভিদে নাভিদেশে গজাসুরঃ॥ ৪৪॥ দৃষ্ট্বানুযুক্তং রুদ্রাভ্যাং নব রুদ্রাস্ততো দ্রুতম্। বিব্যধুর্বিশিখৈঃ শূলৈঃ শরীরমমরদ্বিষঃ॥ ৪৫॥ ততঃ কপালিনং ত্যক্ত্বা ভবং চাসুরপুঙ্গবঃ। বেগেন কুপিতো দৈত্যো নব রুদ্রানুপাদ্রবৎ। মমর্দ্দ চরণাঘাতৈর্দন্তৈশ্চাপি করেণ চ॥ ৪৬॥ ততোঽসৌ শূলযুদ্ধেন শ্রমমাসাদিতো যদা। তদা কপালী জগ্রাহ করমস্যামরদ্বিষঃ॥ ৪৭॥ ভ্রাময়ামাস চাতীব বেগেন চ গজাসুরম্। দৃষ্ট্বা শ্রমাতুরং দৈত্যং কিঞ্চিচ্ছ্যাবিতজীবিতম্॥ ৪৮॥ নিরুৎসাহং রণে তস্মিন্ গতযুদ্ধোৎসবোঽভবৎ। ততো ভ্রমত এবাস্য চর্ম্ম উৎকৃত্য ভৈরবম্॥ ৪৯॥ স্রবৎসর্ব্বাঙ্গরক্তৌঘং চকারাম্বরমাত্মনঃ। তুষ্টুবুস্তং তদা দেবা বহুধা বহুভিঃ স্তবৈঃ॥ ৫০॥ উচুশ্চৈনঞ্চ যো হন্যাৎ স ম্রিয়েত ততস্ত্বসৌ। দৃষ্ট্বা কপালিনো রূপং গজচর্ম্মাবরাবৃতম্। বিত্রেসুর্দুদ্রুবুর্জ্জগ্মুর্নিপেতুশ্চ সহস্রশঃ॥ ৫১॥ এবং বিলুলিতে তস্মিন্ দানবেন্দ্রে মহাবলে॥ ৫২॥ গজং মত্তমথারুহ্য শতদুন্দুভিনাদিতম্। নিমিরভ্যপতত্তূর্ণং সুরসৈন্যানি লোড়য়ন্॥ ৫৩॥ যাং যাং নিমিগজো যাতি দিশং তাং তাং সুবাহনাঃ। দুদ্রুবুশ্চুক্রুশুর্দেবা ভয়েনাকম্পিতা মুহুঃ॥ ৫৪॥ গন্ধেন সুরমাতঙ্গা দুদ্রুবুস্তস্য হস্তিনঃ। পলায়িতেষু সৈন্যেষু সুরাণাং পাকশাসনঃ॥ ৫৫॥ তস্থৌ দিক্‌পালকৈঃ সার্দ্ধমষ্টভিঃ কেশবেন চ। সম্প্রাপ্তস্তস্য মাতঙ্গো যাবচ্ছক্রগজং প্রতি॥ ৫৬॥ তাবচ্ছক্রগজো ভীতো মুক্ত্বা নাদং সুভৈরবম্। ম্রিয়মাণোঽপি যত্নেন চকোর ইব তিষ্ঠতি॥ ৫৭॥ পলায়তি গজে তস্মিন্নারূঢ়ঃ পাকশাসনঃ। বিপরীতমুখঃ যুদ্ধং দানবেন্দ্রেণ সোঽকরোৎ॥ ৫৮॥ শতক্রতুস্তু শূলেন নিমিং বক্ষস্যতাড়য়ৎ। গদয়া

পর্ব্বতপ্রমাণ দৈত্যেন্দ্রকে যুদ্ধে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন গজাসুরের সর্ব্বগাত্র হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। তাহাতে ভস্ম-শুভ্রকায় রুদ্রগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত সেই দানব, শরৎকালীন উৎফুল্ল অমল নীলকমলময়, হংসাবৃত সরোবরবৎ শোভা ধারণ করিল। গজাসুর তখন সক্রোধে সবেগে কর্ণপল্লব সঞ্চালন করিতে করিতে কপালীকে এবং ভবকে নাভিদেশে দন্তদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল।৩৬—৪৪। অপর নয় জন রুদ্র তখন গজাসুরকে দুই জন রুদ্রের সহিত যুদ্ধাসক্ত দর্শনে দ্রুতবেগে আসিয়া নিশিত শূল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই দৈত্য কপালীকে ও ভবকে ত্যাগ করিয়া সেই নব রুদ্রের প্রতি ধাবিত হইল এবং দশন-চরণ-শুণ্ডাঘাতে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। পরে রুদ্রগণের শূলাঘাতে সে যখন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইল, তখন কপালী সেই সুরবৈরীকে শুণ্ডবারণপূর্ব্বক অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে সেই গজাসুর শ্রমাতুর নিরুদ্যম যুদ্ধোৎসাহশূন্য ও মৃতপ্রায় হইলে কপালী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সে তখনও ঘুরিতে লাগিল। কপালী তদবস্থায়ই তাহার ভীষণ চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া নিজ বসন করিলেন। দেবগণ তখন বিবিধ স্তুতিবাক্যে কপালীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—ইহাকে যে হনন করিবে সে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। তখন কপালীর সেই গজচর্ম্মাবৃত রূপ দেখিয়া সহস্র সহস্র দৈত্য, ত্রস্ত ধাবিত হতাহত ও পতিত হইতে লাগিল। ৪৫—৫১। সেই মহাবল দানবেন্দ্র তাদৃশ ভাবে নিগৃহীত হইলে নিমি দানব শত দুন্দুভিনাদ সহ এক মত্ত গজারোহণে সবেগে সুরসৈন্য আলোড়নপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবেশ করিল। নিমির হস্তী যে যে দিকে যাইতে লাগিল সেই সেই স্থলেই দেবগণ ভয়কম্পিতগাত্রে চীৎকার সহকারে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই হস্তীর গন্ধেই সুরহস্তিগণ পলাইতে লাগিল। সুরসৈন্য সমস্ত পলায়ন করিলে পর পাকশাসন ইন্দ্র অষ্ট দিক্‌পাল ও কেশবের সহিত রণে অবস্থান করিলেন। পরন্তু নিমির হস্তী যেমন ইন্দ্রের গজের নিকটে গেল, অমনি ইন্দ্রহস্তী ভয়বশে ভীষণ নিনাদ করিয়া পলাইতে লাগিল, থামাইবার জন্য অতিশয় যত্ন করিলেও কিছুতেই চকোরবৎ কোন মতেই তাহাকে রাখিতে পারা গেল না। হস্তী পলাইতে থাকিলে তদারূঢ় মহেন্দ্র তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া বিপরীতমুখেই সেই দানবেন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শতক্রতু ইন্দ্র শূলদ্বারা নিমিকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন; এবং

দন্তিনং তস্য গল্লদেশেঽহনদ্দৃশম্ ॥ ৫৯ ॥ তং প্রহারমচিন্ত্যৈব নিমির্নির্ভয়পৌরুষঃ। ঐরাবতং কটীদেশে মুদ্গরেণাভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥ স হতো মুদ্গরেণাথ শক্রকুঞ্জর আহবে। জগাম পশ্চাৎ-পদ্‌ভ্যাঞ্চ পৃথিবীং ভূধরাকৃতিঃ ॥ ৬১ ॥ লাঘবাৎ ক্ষিপ্রমুত্থায় ততোঽমরমহাগজঃ। রণাদপসসর্পাথ ভীষিতো নিমিহস্তিনা ॥ ৬২ ॥ ততো বায়ুর্ববৌ রুক্ষো বহুশর্করপাংশুলঃ। সম্মুখো নিমিমাতঙ্গোঽকম্পনো-ঽচলকম্পনঃ। স্রুতরক্তো বভৌ শৈলো ঘনধাতু-দ্রবো যথা ॥ ৬৩ ॥ ধনেশোঽপি গদাং গুর্ব্বীং তস্য দানবহস্তিনঃ। মুমোচ বেগানন্যপতৎ সা গদা তস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৬৪ ॥ গজো গদানিপাতেন স তেন পরি-মূর্চ্ছিতঃ। দন্তৈর্ভিত্ত্বা ধরাং বেগাৎ পপাতাচল-সন্নিভঃ ॥ ৬৫ ॥ পতিতে চ গজে তস্মিন সিংহনাদো মহানভূৎ। সর্ব্বতঃ সুরসৈন্যানাং গজবৃংহিতবৃংহিতঃ ॥ ৬৬ ॥ হ্রেষারবেণ চাশ্বানাং রণাস্ফোটৈশ্চ ধন্বিনাম্। গজং তং নিহতং দৃষ্ট্বা নিমিং চাপি পরাঙ্মুখম্ ॥ ৬৭ ॥ সুরাণাং সিংহনাদঞ্চ সন্নাদিতদিগন্তরম্। জম্ভো জজ্বাল কোপেন সন্দীপ্ত ইব পাবকঃ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ স কোপরক্তাক্ষো ধনুষ্যারোপ্য সায়কম্। তিষ্ঠেতি চাব্রবীত্তারং সারথিং চাপ্যনন্দয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ তমা-য়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ধনুষ্যাহিতসায়কম্। শতক্রতুর-দীনাত্মা দৃঢ়মাদণ্ড কার্ম্মুকম্ ॥ ৭০ ॥ বাণঞ্চ তৈল-ধৌতাগ্রমর্দ্ধচন্দ্রমজিহ্মগম্ ॥ ৭১ ॥ তেনাস্য সশরং চাপং চিচ্ছেদ বলবৃত্রহা। অপাস্য তদ্ধনুশ্ছিন্নং জম্ভো দানবনন্দনঃ ॥ ৭২ ॥ অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় বেগ-বদ্ভারসাধনম। শরাংশ্চাশীবিষাকারাংস্তৈলধৌতান-জিহ্মগান ॥ ৭৩ ॥ শক্রং বিব্যাধ দশভির্জত্রুদেশে চ পত্রিভিঃ। হৃদয়ে চ ত্রিভিশ্চৈব দ্বাভ্যাঞ্চ স্কন্ধয়ো-র্দ্বয়োঃ ॥৭৪॥ শক্রোঽপি দানবেন্দ্রায় বাণজালমভীর-যন। অপ্রাপ্তান দানবেন্দ্রস্তু শরাঞ্ছক্রভুজেরিতান্ ॥ ৭৫ ॥ চিচ্ছেদ শতধাকাশে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। ততশ্চ শরজালেন দেবেন্দ্রো দানবেশ্বরম্ ॥ ৭৬ ॥ আচ্ছাদয়ত যত্নেন বর্ষাস্বিব ঘনৈর্নভঃ। দৈত্যোঽপি বাণজালেন বিব্যাধ সায়কৈঃ শিতৈঃ ॥ ৭৭ ॥ যথা বায়ুর্ঘনাটোপং যদবার্য্যং দিশাং মুখে। শক্রোঽথ ক্রোধসংরম্ভান্ন বিশেষয়তে যদা ॥ ৭৮ ॥ দানবেন্দ্রং

গদাদ্বারা তাহার হস্তীকে গলদেশে দৃঢ় আহত করিলেন। ভয়হীন পৌরুষশালী নিমি দানব, সেই প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া মুদ্গর দ্বারা ঐরাবতকে কটী-দেশে আঘাত করিল। পর্ব্বতসম শক্রহস্তী সেই আঘাতে পশ্চাৎপদদ্বয় দ্বারা ভূতলে বসিয়া পড়িল। পরে সহসা উঠিয়া সেই সুরমহাগজ নিমিহস্তীর ভয়ে রণস্থল হইতে সবেগে পলায়ন করিল। অতঃপর বায়ুদেব বহু শর্করাযুক্ত রুক্ষাকারে মহা-বেগে প্রবাহিত হইলেন; কিন্তু পুরোবর্ত্তী অচল-কম্পনক্ষম নিমিমাতঙ্গ তাহাতে কম্পিত হইল না। সে সর্ব্বাঙ্গে রক্তস্রাব হেতু গাঢ় ধাতুদ্রববৎ শোভা পাইতে লাগিল। ধনপতিও গুরুতর গদা লইয়া সবেগে সেই হস্তীকে নিক্ষেপ করিলেন; সেই গদা উক্ত হস্তীর মস্তকে পতিত হইল। তাহাতে সেই অচলসম হস্তী মূর্চ্ছিত হইয়া সবেগে দন্তদ্বারা ধরণী ভেদপূর্ব্বক পতিত হইল। সেই গজ পতিত হইলে সুরসৈন্যের সর্ব্বত্র মহান্ সিংহনাদ এবং গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও ধনুর্দ্ধরগণের আস্ফোটন ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। জম্ভাসুর, সেই গজকে নিহত ও নিমিকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া এবং সুরগণের দিগন্তব্যাপী সিংহনাদ শ্রবণে ক্রোধবশে প্রদীপ্ত পাবকবৎ জ্বলিয়া উঠিল। ৫২—৬৮। সে কোপারক্তলোচনে শরাসনে জ্যারোপণ ও বাণযোজনপূর্ব্বক তারস্বরে 'থাক্' এই কথা বলিয়া সারথিকে অভিনন্দন সহকারে রথ চালাইতে আদেশ করিল। বল-বৃত্রঘাতী অদীনমনাঃ শতক্রতু তাহাকে আসিতে দেখিয়া দৃঢ়হস্তে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক তৈলধৌতাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা জম্ভের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দানবানন্দবর্দ্ধন জম্ভ সেই ছিন্নধনুঃ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপর একটী বেগবান্ ভারসহ ধনু লইয়া তাহাতে তৈলধৌত অকুটিলগামী পত্রশালী সর্প-সমাকার শর সন্ধান করিয়া শক্রকে জত্রুদেশে দশ বাণে, হৃদয়ে তিন বাণে, এবং স্কন্ধদ্বয়ে দুই বাণে আহত করিল। শক্রও জম্ভের প্রতি বাণ-জাল পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু দানবেন্দ্র জম্ভ মধ্যপথেই শক্রভুজক্ষিপ্ত তৎসমস্ত বাণজাল স্বীয় অগ্নিশিখাকার বাণবর্ষণে শত শত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্র পুনরায় শরজাল দ্বারা বর্ষাকালে মেঘ দ্বারা নভোমণ্ডলবৎ সেই দানবেশ্বরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৈত্যরাজ জম্ভও বায়ু যেমন ঘনঘটাকে নিরাকৃত করে, তদ্রূপ নিশিত বাণবর্ষণে তৎসমস্ত নিবারণ করিয়া দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। এইরূপ যুদ্ধে শক্র যখন জম্ভাসুরাপেক্ষা নিজের

তদা চক্রে গন্ধর্ব্বাস্ত্রং মহাদ্ভুতম্। ততোহস্য তেজসা ব্যাপ্তমভূদ্গগনগোচরম্॥ ৭৯॥ গন্ধর্ব্বনগরৈশ্চাপি নানাপ্রাকারতোরণৈঃ। মুঞ্চদ্ভিরদ্ভুতাকারৈরস্ত্রবৃষ্টিং সমন্ততঃ॥ ৮০॥ তয়াস্ত্রবৃষ্ট্যা দৈত্যানা হন্যমানা মহাচমূঃ। জম্ভং শরণমাগচ্ছত্রাহি ত্রাহীতি ভারত॥ ৮১॥ ততো জম্ভো মহাবীর্য্যো বিনদ্য প্রহসন মুহুঃ। স্মরন্ সাধুসমাচারং দৈত্যানামভয়ং দদৌ॥ ৮২॥ ততোহস্ত্রং মৌষলং নাম মুমোচ সুমহাভয়ম্। অথোগ্রমুষলৈঃ সর্ব্বমভবৎ পূরিতং জগৎ॥ ৮৩॥ তৈশ্চ ভগ্নানি সর্ব্বাণি গন্ধর্ব্বনগরাণি চ। অথোগ্রৈক-প্রহারেণ রথমশ্বং গজং সুরম্॥ ৮৪॥ চূর্ণয়ামাস তৎ ক্ষিপ্রং শতশোহথ সহস্রশঃ। ততঃ সুরাধিপঃ শক্রস্ত্বাষ্ট্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ॥ ৮৫॥ সন্ধামানে ততশ্চাস্ত্রে নিশ্চেরুঃ পাবকার্চ্চিষঃ। ততো যন্ত্রময়া বিদ্যাঃ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ॥ ৮৬॥ তৈর্যন্ত্রৈরভবদ্যুদ্ধমন্ত-রিক্ষং বিতারকম্। তৈর্যন্ত্রৈর্মৌষলং ভগ্নং হন্যন্তে চাসুরাস্তদা॥ ৮৭॥ শৈলাস্ত্রং মুমুচে জম্ভো যন্ত্র-

কোনও বিশেষত্বপ্রকটনে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি অত্যদ্ভুত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে গগনমণ্ডলে অনেকানেক প্রকার তোরণযুক্ত গন্ধর্ব্বনগর প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে অদ্ভুতাকার অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৬৯—৮০। সেই অস্ত্রবৃষ্টি ধারা দানবসৈন্য হন্যমান হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" রবে জম্ভের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর্য্য জম্ভাসুর তখন সজ্জনগণের আচার স্মরণপূর্ব্বক মুহুর্মুহু হাস্য সহকারে সিংহনাদ করিয়া দৈত্যগণকে অভয়দান করিল। পরে মৌষলনামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তাহাতে উৎকট মুষলধারা সমগ্র জগৎ আপূরিত হইয়া উঠিল এবং তাহার আঘাতে গন্ধর্ব্বনগরসমূহ চূর্ণিত হইয়া গেল; অধিকন্তু একএকটী মুষলের আঘাতে শত শত সহস্র সহস্র রথ অশ্ব গজ ও দেবগণ চূর্ণিত হইতে লাগিলেন। তখন সুরপতি শক্র ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের সন্ধানকালে তাহা হইতে অগ্নিশিখাসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। পরে তাহা নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র যন্ত্র উদ্ভূত হইল। সেই সকল যন্ত্রে গগনমণ্ডল এমন আবৃত হইল যে, তারাগণের প্রকাশও রহিল না। সেই সমস্ত যন্ত্রের দ্বারা মৌষলাস্ত্র নিবারিত হইয়া গেল এবং অসুরগণ আহত হইতে লাগিল। তখন

সঙ্ঘাতচূর্ণনম্। ব্যামপ্রমাণৈরুপলৈস্ততো বর্ষঃ প্রবর্ত্তত॥ ৮৮॥ ত্বাষ্ট্রেণ নির্ম্মিতান্যাশু যানি যন্ত্রাণি ভারত। তেনোপলনিপাতেন গতানি তিলশস্ততঃ॥ ৮৯॥ ততঃ শিরঃসু দেবানাং শিলাঃ পেতুর্মহাজবাঃ। দারয়ন্ত্যশ্চ বসুধাং চতুরঙ্গবলঞ্চ তৎ॥ ৯০॥ ততো বজ্রাস্ত্রমকরোৎ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ। ততঃ শিলা-মহাবর্ষং ব্যশীর্য্যত সমন্ততঃ॥ ৯১॥ ততঃ প্রশান্তেঃ শৈলাস্ত্রৈর্জম্ভো ভূধরসন্নিভঃ। ঐষীকমস্ত্রমকরো-চ্ছিতান্যপরাক্রমঃ॥ ৯২॥ ঐষীকেণাগমন্নাশং বজ্রাস্ত্রং গিরিদারণম্। বিজৃম্ভত্যথ চৈষীকে পর-মাস্ত্রেহতিদারুণে॥ ৯৩॥ জজ্বলুর্দেবসৈন্যানি সস্যন্দনগজানি চ। দহ্যমানেষ্বনীকেষু তেজসাস্ত্রস্য সর্ব্বতঃ॥ ৯৪॥ আগ্নেয়মস্ত্রমকরোদ্বলহা পাকশাসনঃ। তেনাস্ত্রেণ চ তন্নাশমৈষীকমগমত্তদা॥ ৯৫॥ তস্মিন্ প্রতিহতে চাস্ত্রে পাবকাস্ত্রং ব্যজৃম্ভত। জজ্বাল সেনা জম্ভস্য রথঃ সারথিরেব চ॥ ৯৬॥ ততঃ প্রতি-হতাস্ত্রোহসৌ দৈত্যেন্দ্রঃ প্রতিভানবান্। বারুণাস্ত্রং মুমোচাথ শমনং পাবকার্চ্চিষাম্॥ ৯৭॥ ততো জল-ধরৈর্ব্যোম স্ফুরদ্বিদ্যুল্লতাকুলৈঃ। গম্ভীরাক্ষসমা-

জম্ভ দানব যন্ত্রসমূহের চূর্ণনকারী শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিল। তাহাতে ব্যাম প্রমাণ প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ হইল। হে ভারত! সেই প্রস্তরাঘাতে ত্বাষ্ট্রাস্ত্ররচিত যন্ত্রসমূহ তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ হইয়া গেল; এবং মহাবেগে সেই সমস্ত শিলা দেবসৈন্যের মস্তকে পতিত হইয়া সেই চতুরঙ্গ সৈন্যের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। ৮১—৯৬। সহস্রলোচন পুরন্দর তখন বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই শিলাবৃষ্টি সর্ব্বতঃ নিবারিত হইল। ভূধরাকার জম্ভাসুর, শৈলাস্ত্র প্রশান্ত হইল দেখিয়া পরপরাক্রমঘাতী ঐষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিল। অতি দারুণ ঐষীকমহাস্ত্র গগনে প্রকাশ পাইলে গিরিবিদারক বজ্রাস্ত্র নিবারিত হইল এবং অশ্ব-গজাদিসহ সমগ্র দেবসৈন্য জ্বলিয়া উঠিল। সেই অস্ত্রের তেজে দেববাহিনী সর্ব্বত্র দহ্যমান হইতে থাকিলে বলহন্তা পাকশাসন ইন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে সেই ঐষীকাস্ত্র নিবারিত হইয়া গেল এবং সেই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাবে জম্ভের রথ সারথি সহিত সমস্ত সৈন্য জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিভাবান্ জম্ভ দানব, নিজ অস্ত্র প্রতিহত এবং নিজ সৈন্য দহ্যমান দর্শনে আগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণার্থ বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিল। তাহাতে বিদ্যুদ্-বিলাসাকুল

ধারৈশ্চাভ্যপূর্য্যত মেদিনী ॥ ৯৮ ॥ করীন্দ্রকরতুল্যাভির্ধারাভিঃ পূরিতং জগৎ। শান্তমাগ্নেয়মস্ত্রঞ্চ বিলোক্যেন্দ্রশ্চকার হ ॥ ৯৯ ॥ বায়ব্যমস্ত্রমতুলং তেন মেঘা যযুঃ ক্ষয়ম্। বায়ব্যাস্ত্রবলেনাথ নির্ধূতে মেঘমণ্ডলে ॥ ১০০ ॥ বভূবানাবিলং ব্যোম নীলোৎপলদলপ্রভম্। বায়ুনা চাতিরূপেণ কম্পিতাশ্চৈব দানবাঃ ॥ ১০১ ॥ ন শেকুস্তত্র তে স্থাতুং রণেঽপি বলিনোঽপি যে। জম্ভস্ততোঽভবচ্ছৈলো দশযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ১০২ ॥ মারুতপ্রতিঘাতার্থং দানবানাং বলাধিপঃ। নানাশ্চর্য্যসমাযুক্তো নানাদ্রুমলতাবৃতঃ ॥ ১০৩ ॥ ততঃ প্রশমিতে বায়ৌ দৈত্যেন্দ্রে পর্ব্বতাকৃতৌ। মহাশনিং বজ্রময়ীং মুমোচাশু শতক্রতুঃ ॥ ১০৪ ॥ তয়াশন্যা পতিতযা দৈত্যস্যাচলরূপিণঃ। কন্দরাণি ব্যশীর্য্যন্ত সমন্তান্নির্ঝরাণি চ ॥ ১০৫ ॥ ততঃ সা দানবেন্দ্রস্য শৈলমায়া ন্যবর্ত্তত। নিবৃত্তশৈলমায়োঽথ দানবেন্দ্রো মদোৎকটঃ ॥ ১০৬ ॥ বভূব কুঞ্জরো ভীমো মহাশৈলসমাকৃতিঃ। মমর্দ্দ চ সুরানীকং দন্তৈশ্চাভ্যহনৎ সুরান্ ॥ ১০৭ ॥ বভঞ্জ পৃষ্ঠতঃ কাংশ্চিৎকরেণাক্রম্য দানবঃ। ততঃ ক্ষপযতস্তস্য সুরসৈন্যানি বৃত্রহা ॥ ১০৮ ॥ অস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্দ্ধর্ষং নারসিংহং মুমোচ হ। ততঃ সিংহসহস্রাণি নিশ্চেরুর্মন্ত্রতেজসা ॥ ১০৯ ॥ দুষ্টদংষ্ট্রাট্টহাসানি ক্রকচাভনখানি চ। তৈর্বিপাটিতগাত্রোঽসৌ গজমায়াং ব্যপোহয়ৎ ॥ ১১০ ॥ ততশ্চাশীবিষো ঘোরোঽভবৎ ফণসমাকুলঃ। বিষনিঃশ্বাসনির্দগ্ধসুরসৈন্যমহারথঃ ॥ ১১১ ॥ ততোঽস্ত্রং গারুড়ং চক্রে শক্রঃ সম্প্রহরন্ রণে। ততস্তস্মাদ্ গরুত্মন্তঃ সহস্রাণি বিনির্যযুঃ ॥ ১১২ ॥ তৈর্গরুত্মদ্ভিরাসাদ্য জম্ভং ভুজগরূপিণম্। কৃতস্তু খণ্ডশো দৈত্যঃ সাস্য মায়া ব্যনশ্যত ॥ ১১৩ ॥ মায়ায়াং চ প্রনষ্টায়াং ততো জম্ভো মহাসুরঃ। চকার রূপমতুলং চন্দ্রাদিত্যপদানুগম্। বিবৃত্তবদনো গ্রস্তুমিয়েষ সুরপুঙ্গবান্ ॥ ১১৪ ॥ ততোঽস্য প্রাবিশদ্বক্ত্রং সমহারথকুঞ্জরা ॥ ১১৫ ॥ সুরসেনাভবদ্ভীমং পাতালোত্তালতালুকম্। সৈন্যেষু গ্রস্যমানেষু দানবেন বলীয়সা ॥ ১১৬ ॥ শক্রো দীনত্বমাপন্নঃ শ্রান্তবাহনবাহনঃ। কর্ত্তব্যতাং নাধ্যগচ্ছৎ প্রোবাচেদং জনার্দ্দনম্ ॥ ১১৭ ॥ কিমনন্তরমেবাস্তি কর্ত্তব্যং নো বিশেষতঃ। তদাদিশ

জলধরমালা দ্বারা গগনতল সমাবৃত হইয়া গেল, এবং হস্তিতুল্য স্থূল করকাপাতসহ করিকরাকার বারিধারায় জগৎ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। আগ্নেয়াস্ত্র প্রশান্ত হইল। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া অতুলনীয় বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে মেঘ সকল নিবারিত হইল; নীলোৎপলদলকান্তি নির্ম্মল আকাশমণ্ডল প্রকাশ পাইল। অপিচ প্রবল বায়ুবেগে বলবান্ দানবগণও কম্পিত হইতে লাগিল; তাহারা আর রণস্থলে অবস্থানে সক্ষম হইল না। দানবসেনাপতি জম্ভ তখন সেই বায়ুপ্রতিঘাত নিমিত্ত নানাশ্চর্য্য ব্যাপারযুক্ত, নানা তরুলতাবৃত, দশযোজন বিস্তৃত, পর্ব্বতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ৯৭—১০৩। পরে বায়ু প্রশান্ত হইলে শতক্রতু ইন্দ্র সেই পর্ব্বতাকৃতি দৈত্যপতির প্রতি ত্বরাসহকারে বজ্রময়ী মহাশনি প্রহার করিলেন। তাহাতে অচলরূপী দানবের কন্দর ও নির্ঝর সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল; সুরতাং দানবেন্দ্রের শৈলমায়া নিবৃত্ত হইল। সেই দানবেন্দ্র তখন শৈলমায়া পরিহারপূর্ব্বক মহাশৈলসম ভীষণ কুঞ্জরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুরসৈন্যের মর্দ্দন ও দেবগণকে দন্তাঘাতে বিদারিত করিতে লাগিল এবং সেই দানব কাহাকেও কাহাকেও শুণ্ড দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মধ্যভাগে ভগ্ন করিতে লাগিল। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র তাহাকে এইরূপে সৈন্য বিনাশ করিতে দেখিয়া ত্রৈলোক্যের দুর্দ্ধর্ষ নারসিংহ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন মন্ত্রতেজে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাসমূহান্বিত অট্টহাস্যযুক্ত ক্রকচসমনখশালী সহস্র সহস্র সিংহ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা সেই মায়াগজের গাত্র বিদারিত করিয়া ফেলিল; সুতরাং গজমায়া বিনষ্ট হইল। অতঃপর সেই জম্ভাসুর ফণাধারী ঘোরাকার সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিশ্বাস দ্বারা সুরসৈন্য ও রথাদি দগ্ধপ্রায় করিতে লাগিল। শক্র তখন বৈরিপরাজয়কামনায় গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে সহস্র সহস্র গরুড় প্রাদুর্ভূত হইয়া ভুজগরূপী জম্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; সুতরাং সেই সর্পমায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। সর্পমায়া বিনষ্ট হইলে জম্ভাসুর এমন দীর্ঘ ভীষণাকার ধারণ করিল যে, চন্দ্র সূর্য্য তাহার পদভাগে পতিত হইল। সে ভীষণ নয়নাঘূর্ণনপূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠগণকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল।১০৪—১১৪। তদীয় পাতালসম গভীর বদনবিবরে রথকুঞ্জরাদি সমন্বিতা সুরসেনা প্রবেশ করিতে লাগিল। বলবান্ জম্ভ দানব তাদৃশ ভাবে সুরসৈন্য গ্রাস করিতে থাকিলে পরি-

ঘটামোহস্য দানবস্য যুযুৎসতঃ ॥ ১১৮ ॥ ততো হরিরুবাচেদং বজ্রায়ুধমুদারধীঃ। ন সাম্প্রতং রণং ত্যাজ্যং শত্রুকাতরভৈরবম্ ॥ ১১৮ ॥ মা গচ্ছ মোহং মা গচ্ছ ক্ষিপ্রমস্ত্রং স্মর প্রভো। নারায়ণাস্ত্রং প্রযতঃ শ্রুত্বেতি মুমুচে স চ ॥ ১২০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যো বিবৃতাস্যোঽগ্রসৎ ক্ষণাৎ। ত্রীণি ত্রীণি চ লক্ষাণি কিন্নরোরগরক্ষসাম্ ॥ ১২১ ॥ ততো নারায়ণাস্ত্রং চ নিপপাতাস্য বক্ষসি। মহাস্ত্রভিন্নহৃদয়ঃ সুস্রাব রুধিরং চ সঃ ॥ ১২২ ॥ ততঃ স্বতেজসা রূপং তস্য দৈত্যস্য নাশিতম্। ততশ্চান্তদর্ধে দৈত্যঃ কৃত্বা হাসং মহোৎকটম্ ॥ ১২৩ ॥ গগনস্থঃ স দৈতেন্দ্রঃ শস্ত্রাশনিমতীন্দ্রিয়ঃ। মুমোচ সুরসৈন্যানাং সংহারকরণীং পরাম্ ॥ ১২৪ ॥ তথা পরশ্বধাংশ্চক্র-বজ্রবাণান সমুদ্গরান। কুন্তান খড়্গান ভিন্দিপালানয়ো-মুখগুড়াংস্তথা ॥ ১২৫ ॥ ববর্ষ দানবো রোষাদবধ্যান-ক্ষয়ানপি। তৈরস্ত্রৈর্দানবোন্মুক্তৈর্দেবানীকেষু ভীষণৈঃ ॥ ১২৬ ॥ বাহুভির্ধরণী পূর্ণা শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ। উরুভির্গজহস্তাভৈঃ করীন্দ্রৈশ্চাচলোপমৈঃ ॥ ১২৭ ॥ ভগ্নেষাদণ্ডচক্রাক্ষৈ রথৈশ্চ রথিভিঃ সহ। দুঃসঞ্চারা-ভবৎ পৃথ্বী মাংসশোণিতকর্দ্দমা ॥ ১২৮ ॥ রুধিরৌঘ-হ্রদাবর্ত্তা গজদেহশিলোচ্চয়া। কবন্ধনৃত্যবহুলা মহাসুরপ্রবাহিণী ॥ ১২৯ ॥ শৃগালগৃধ্রধ্বাঙ্ক্ষাণাং পরমানন্দকারিণী। পিশাচজাতিভিঃ কীর্ণং পিত্বামিষং সশোণিতম্ ॥ ১৩০ ॥ অসম্ভ্রমাভির্ভার্য্যাভিঃ সহ নৃত্যদ্ভিরুদ্ধতা। কাচিৎ পত্নী প্রকুপিতা গজকুম্ভান্ত-মৌক্তিকৈঃ ॥ ১৩১ ॥ পিশাচো যত্র চাশ্বানাং খুরানেকত্র চাকরোৎ।, কর্ণপূরেষু মোদন্তে পশ্যন্ত্যন্যাঃ সরোষতঃ। ॥ ১৩২ ॥ প্রসাদয়ন্তি বহুধা মহাকর্ণার্থকোবিদাঃ। কেচিদ্বদন্তি ভো দেবা ভো দৈত্যাঃ প্রার্থয়ামহে ॥ আকল্পমেবং যোদ্ধব্যমস্মাকং তৃপ্তিহেতবে ॥ ১৩৩ ॥ কেচিদূচুরয়ং দৈত্যো দেবোঽয়মতিমাংসলঃ ॥ ১৩৪ ॥ ম্রিয়তে যদি সংগ্রামে ধাতুর্দ্দদ্যোঽপযাচিতম্। কেচিদ্যুধ্যৎসু বীরেষু সৃক্কণী সংলিহন্তি চ ॥ ১৩৫ ॥

শ্রান্ত বাহনারূঢ় ইন্দ্র কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন,—এই যুধ্যমান দানবের প্রতি এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? তাহা আদেশ করুন; আমরা তাহাই করি। মহাবুদ্ধি হরি তখন বজ্রধরকে কহিলেন,—প্রভো! সম্প্রতি যুদ্ধ পরি-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে শত্রুগণ আমা-দিগকে কাতরবোধে আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিবে। আপনি মুগ্ধ হইবেন না, মুগ্ধ হইবেন না; ত্বরায় নারায়ণ অস্ত্র স্মরণ করুন। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র প্রযতভাবে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ইতিমধ্যে জম্ভ দৈত্য ক্ষণমাত্রে মুখব্যাদান করিয়া তিন লক্ষ কিন্নর, তিন লক্ষ সর্প ও তিন লক্ষ রাক্ষস গ্রাস করিয়া ফেলিল। অতঃপর তদীয় বক্ষঃস্থলে নারায়ণাস্ত্র নিপতিত হইল। সেই মহাস্ত্রাঘাতে তদীয় হৃদয় ভেদ হইয়া গেল; তখন জম্ভ দৈত্য বহু রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে অস্ত্রতেজোহত সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অট্টহাস্যসহকারে গগন-তলে বিলীন হইল এবং অদৃশ্যরূপে বজ্রাস্ত্র সমূহদ্বারা সুরসৈন্যের সংহার সাধন করিতে লাগিল। পরে আবার রোষবশে অনিবার্য্য পরশু, চক্র, বজ্র, বাণ, মুদ্গর, কুন্ত, খড়্গ, ভিন্দিপাল, ও লৌহমুখ গুড়াস্ত্র-সমূহ অবিরল ধারে বর্ষণ করিতে লাগিল। দানব-তৎসমস্ত ভীষণাস্ত্রাঘাতে দেবসৈন্যের বাহু, সকুণ্ডল মস্তক, করিকরসম উরু, ভূধরাকার কুঞ্জর, ঈষাদণ্ড, চক্র, অক্ষ, রথ ও রথিনিচয় দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মাংস-শোণিত-কর্দ্দমাচ্ছন্না পৃথ্বী তখন দুঃসঞ্চারা হইয়া উঠিল। রণভূমে পর্ব্বতাকার গজদেহসমূহমধ্যস্থ রুধিররাশি তখন হ্রদাকারে প্রতীত হইতে লাগিল। অনেকানেক কবন্ধ তন্মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। সুরদেহসমূহ ইতস্ততঃ ভাসিতে লাগিল। রণভূমি তখন শৃগাল গৃধ্র কঙ্কাদির পরমানন্দবিধায়িনী হইল। পিশাচ-গণ সশোণিত মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক নিঃসঙ্কোচে স্ব স্ব ভার্য্যাসহ নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে রণভূমি আরও ভীষণাকার প্রাপ্ত হইল। কোন পিশাচপত্নী গজকুম্ভগত মুক্তা নিমিত্ত প্রকুপিতা হইয়া যেখানে তাহার পতি অলঙ্কারার্থ সানন্দে অশ্বগণের খুর সকল সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করিতেছিল, তথায় যাইয়া কোপ প্রকাশ করিতে লাগিল। অপরা পিশাচী কর্ণপূর নিমিত্ত নিজ পতিকে সরোষে অনু-যোগ করিতে লাগিল; কর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণে সুপটু, তদীয় পতি আবার তাহাকে চাটুবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ১১৫—১৩২। কতকগুলি রাক্ষস কহিল,—হে দেবগণ! ওহে দৈত্যগণ! আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আজন্মকাল তোমরা এইভাবে যুদ্ধ করিতে থাক। কেহ কেহ কহিল,—ঐ দৈত্যটা আর এই দেবতাটা অত্যন্ত মাংসল। এই দুইটা যদি সংগ্রামে মরে, তবে

এতেন পয়সা বিপ্রো দুর্জ্জনঃ সুর্জনো যথা। কেচিদ্রক্তনদীনাং চ তীরেষ্বাস্তিক্যবুদ্ধয়ঃ ॥১৩৬॥ পিতৄন্ দেবাং-স্তর্পয়ন্তি শোণিতৈশ্চামিষৈঃ শুভৈঃ। কেচিদামিষরাশিস্থা দৃষ্ট্বান্যস্য করামিষম্ ॥ ১৩৭ ॥ দেহি দেহীতি বাশন্তো ধনিনঃ কৃপণা যথা। কেচিৎ স্বয়ং প্রতৃপ্তাশ্চ দৃষ্ট্বা বৈ খাদতঃ পরান্ ॥ ১৩৮ ॥ সরোষমোষ্ঠৌ নির্ভুজ্য পশ্যন্ত্যেবাত্যসূয়য়া। কেচিৎ স্বমুদরং ক্রুদ্ধা নিন্দতি তাডয়ন্তি চ ॥ ১৩৯ ॥ সর্ব্বভক্ষমভীপ্সন্তস্তৃপ্তাঃ পরধনং যথা। কেচিদাহুরদ্য এব শ্লাঘ্যা সৃষ্টিস্তু বেধসঃ। সুপ্রভাতং সুনক্ষত্রং পূর্ব্বমাসীদ্বৃথৈব তৎ ॥ ১৪০ ॥ এবং বহুবিধালাপে পলাদানাং ততস্ততঃ ॥ ১৪১ ॥ অদৃশ্যঃ সমরে জম্ভো দেবাংস্তৈরচূর্ণয়ৎ। ততঃ শক্রো ধনেশশ্চ বরুণঃ পবনোঽনলঃ ॥ ১৪২ ॥ যমোঽথ নির্ঋতিশ্চাপি দিব্যাস্ত্রাণি মহাবলাঃ। আকাশে মুমুচুঃ সর্ব্বে দানবাযাভিসন্ধ্যা তু ॥ ১৪৩॥ ব্যর্থতাং জগ্মুরস্ত্রাণি দেবানাং দানবং প্রতি। যথাতিক্রূরচিত্তানামার্য্যো কৃতাশতান্যপি ॥১৪৪॥ গতিং ন বিবিদুশ্চাপি শ্রান্তা দৈত্যাশ্চ দেবতাঃ। দৈত্যাস্ত্রভিন্নসর্ব্বাঙ্গা গাবঃ শীতার্দ্দিতা ইব ॥ ১৪৫ ॥ পরস্পরং ব্যলীয়ন্ত হাহাকিম্বাবিবাদিনঃ। তামবস্থাং হরির্দৃষ্ট্বা দেবাংস্ক্রন্দুবাচ হ ॥ ১৪৬ ॥ অঘোরমন্ত্রং স্মর দেবরাজ অস্ত্রং হি যৎ পাশুপতপ্রভাবম্। রুদ্রেণ তুষ্টেন তব প্রদত্তমব্যাহতং বীরবরাভিঘাতি ॥ ১৪৭ ॥ এবং স শক্রো হরিবোধিতস্তদা প্রণম্য দেবং বৃষকেতুমীশ্বরম্। সমাদদে বাণমমিত্রঘাতনং সম্পূজিতং দৈবরণেঽর্দ্ধচন্দ্রম্ ॥ ১৪৮ ॥ ধনুষ্যজয্যে বিনিযোজ্য বুদ্ধিমান্ ন্যযোজয়ত্তত্র অঘোরমন্ত্রম্ ॥ ১৪৯ ॥ ততো বলাশু মুমোচ তস্য বা আকৃষ্য কর্ণান্তমকুণ্ঠদীধিতিম্। অথাসুরঃ প্রেক্ষ্য মহাস্ত্রমাপতদ্বিসৃজ্য মায়াং সহসা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫০ ॥ প্রবেপমানেন মৃগেন যুজ্যতাচলেন গাত্রেণ চ সম্ভ্রমাকুলঃ। ততস্তু তস্যাস্ত্রবরাভিমন্ত্রিতঃ শরোঽর্দ্ধ-

আমরা বিধাতাকে পূজা দিব। কতকগুলি পিশাচ—বীরগণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে 'এই যোদ্ধা সুরসদেহ কিম্বা দুষ্টরস-দেহ' তদ্বিষয় নির্ণয় করণার্থ—মুখনিস্যন্দী জল দ্বারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে বলিয়া স্ব স্ব ওষ্ঠের প্রান্তভাগ লেহন করিতে লাগিল। কোন কোন আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন পিশাচ রক্তনদীর তীরে থাকিয়া শুভ মাংস-শোণিত দ্বারা দেব-পিতৃগণের তর্পণ বিধান করিতে লাগিল। কৃপণ ধনীর ন্যায় কোন কোন পিশাচ মাংসরাশিমধ্যে থাকিয়াও অপরের হস্তে সামান্য মাংস দর্শনে "আমাকে একটু দেও, আমাকে একটু দেও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্বয়ং তৃপ্ত হইয়াও অপরকে খাইতে দেখিয়া অসূয়াবশে সরোষে ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তৃপ্ত হইয়াও পরধনের ন্যায় সমস্ত মাংস ভক্ষণাভিলাষে ব্যাকুল হইয়া সক্রোধে নিজ উদর তাড়না সহকারে আত্মনিন্দা করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, অদ্যই বিধাতার সৃষ্টি শ্লাঘ্য হইল; অদ্যই সুপ্রভাত এবং অদ্যই সুনক্ষত্র; নচেৎ ইতঃপূর্ব্বে দিন সকল বৃথাই গিয়াছে। ১১৩—১৪০। মাংসাশী পিশাচগণ এইরূপ বিবিধ আলাপ করিতে লাগিল; পরন্তু জম্ভাসুর অদৃশ্য থাকিয়া শস্ত্রবৃষ্টিদ্বারা দেবসৈন্য চূর্ণিত করিতে লাগিল। পরে মহাবল ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন, ধনপতি সকলেই জম্ভের উদ্দেশে আকাশে দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর্য্যজন প্রতি অতি ক্রূরচেতা জনগণের দুর্ব্যবহারসমূহের ন্যায় সেই দানবের প্রতি নিক্ষিপ্ত তৎসমস্ত বিফল হইয়া গেল। জম্ভাসুরের গতি কেহই তখন জানিতে পারিল না; দৈত্য ও দেবতা উভয় পক্ষই তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দেবগণ দৈত্যাস্ত্রপ্রহারে সর্ব্বাঙ্গে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শীতাক্রান্ত গোগণের ন্যায় অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পর "হায়, হায়! কি উপায় হইবে!" এইরূপ বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হরি, দেবগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে শক্রকে কহিলেন,—হে দেবরাজ! আপনি অঘোর মন্ত্র স্মরণ করুন;—পূর্ব্বে রুদ্রদেব তুষ্ট হইয়া আপনাকে যে বীরবরঘাতী অব্যাহতপ্রভাব পাশুপত নামক মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করুন। হরির এইরূপ পরামর্শে ইন্দ্র প্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর বৃষধ্বজদেবকে প্রণামপূর্ব্বক দেবযুদ্ধে অতি প্রশংসার্হ বৈরিঘাতী একটী অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অজেয় ধনুকে সংযোজন করিয়া তাহাতে অঘোর মন্ত্র যোজনা করিলেন। বুদ্ধিমান্ শক্র কর্ণান্ত পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া সেই অতি সমুজ্জ্বল বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাসুর জম্ভ সহসা সেই মহাস্ত্রকে আপতিত হইতে দেখিয়া মায়া পরিহারপূর্ব্বক ভয়া-

চন্দ্রঃ প্রসভং মহারণে ॥ ১৫১ ॥ পুরন্দরস্ত্বৈষসন-প্রমুক্তো মধ্যার্কবিম্বং বপুষা বিড়ম্বয়ন্ ॥ ১৫২ ॥ কিরীটকূটস্ফুরকান্তিসঙ্কুলং সুগন্ধিনানাকুসুমাধিবাসিতম্। প্রকীর্ণধূমজ্বলনাভমূর্দ্ধজং ন্যপাতয়জ্জম্ভশিরঃ সকুণ্ডলম্ ॥ ১৫৩ ॥ তস্মিন্নিন্দ্রহতে জম্ভে প্রশশংসুঃ সুরা বহু। বাসুদেবোঽপি ভগবান সাধুসাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৫৪ ॥ ততো জম্ভং হতং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রাঃ পরাঙ্মুখাঃ। সর্ব্বে তে ভগ্নসঙ্কল্পা দ্রুত্রুস্তারকং প্রতি ॥ ১৫৫ ॥ তাংশ্চ ত্রস্তান্ সমালোক্য শ্রুত্বা স চতুরো হতান্। সারথিং প্রেরয়ামাস যাহীন্দ্রং প্রতি সঙ্গরে ॥ ১৫৬ ॥ তথেত্যুক্ত্বা স চ প্রায়াত্তারকে রথমাস্থিতে। সাবলেপং চ সক্রোধং সগর্ব্বং সপরাক্রমম্ ॥ ১৫৭ ॥ সাবিষ্কারং সধিক্কারং প্রয়াতো দানবেশ্বরঃ। স যুক্তং রথমাস্থায় সহস্রেণ গরুত্মতাম্ ॥ ১৫৮ ॥ সর্ব্বায়ুধপরিষ্কারং সর্ব্বাস্ত্রপরিরক্ষিতম্। ত্রৈলোক্যঋদ্ধিসম্পন্নং কল্পান্তান্তকনাদিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ সৈন্যেন মহতা যুক্তো নাদয়ন্ বিদিশো দিশঃ। সহস্রাক্ষশ্চ তং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা বাহনদন্তিনম্ ॥ ১৬০ ॥ রথং মাতলিনা যুক্তং তপ্তহেমপরিষ্কৃতম্। চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং সিদ্ধসঙ্ঘপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৬১ ॥ গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোদ্গীত মপ্সরোনৃত্যসঙ্কুলম্ ॥ ১৬২ ॥ সর্ব্বায়ুধ-মহাবাধং মহারত্নসমাচিতম্। অধ্যতিষ্ঠত্তং রথঞ্চ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ১৬৩ ॥ দংশিতা লোকপালাশ্চ তস্থুঃ সগরুড়ধ্বজাঃ। ততশ্চচাল বসুধা ববৌ রুক্ষো মরুদ্গণঃ ॥ ১৬৪ ॥ চেলুশ্চ সাগরাঃ সপ্ত তথানশ্যদ্দিবেঃ প্রভা। ততো জজ্বলুরস্ত্রাণি ততোঽকম্পন্ত বাহনাঃ ॥ ১৬৫ ॥ ততঃ সমস্তমুদ্বৃত্তং ততোঽদৃশ্যত তারকঃ। একতস্তারকো দৈত্যঃ সুরসঙ্ঘাস্তথৈকতঃ ॥ ১৬৬ ॥ লোকাবসাদমেকত্র লোকোদ্ধরণমেকতঃ। চরাচরাণি ভূতানি ভয়বিস্ময়বন্তি চ ॥ ১৬৭ ॥ প্রশশংসুঃ সুরাঃ পার্থ তদা তস্মিন সমাগমে ॥ ১৬৮ ॥ অস্ত্রাণি তেজাংসি ধনানি যোধা যশো বলং বীরপরাক্রমাশ্চ। সৈন্যৌজসান্যঙ্গ বভূবুরেষাং দেবাসুরাণাং তপসঃ পরং তু নঃ ॥ ১৬৯ ॥ অথাভিমুখমায়ান্তং দেবা বিনতপর্ব্বভিঃ। বাণৈরনলকল্পাগ্রৈবিব্যাধুস্তারকং প্রতি ॥

কুল হৃদয়ে কম্পিতকায়ে শুষ্কমুখে অবসাদগ্রস্ত হইল। অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পুরন্দরের ধনুর্মুক্ত হইয়া মধ্যাহ্নসূর্য্যসম সমুজ্জ্বলাকার ধারণপূর্ব্বক সবেগে যাইয়া জম্ভের কিরীটভূষিত সুগন্ধি নানা কুসুমসমন্বিত, সধূম বহ্নিসম বিকীর্ণ সমুজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভূপাতিত করিল। ইন্দ্র কর্ত্তৃক জম্ভ নিহত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং বিষ্ণুও সাধু সাধু শব্দে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। ১৫১—১৫৪। জম্ভাসুরকে নিহত দর্শনে অপরাপর দানবেন্দ্রগণ নিরুদ্যম হইয়া সকলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল এবং তারকাসুরের দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তারকাসুর সেই দানবগণকে তাদৃশ ত্রস্ত দর্শনে এবং চারিজন মহাবীরকে নিহত শ্রবণে সারথির প্রতি আদেশ করিল,—ত্বরায় ইন্দ্রের প্রতি রথ চালনা কর। সারথিও 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া রথ চালনা করিল। দানবেশ্বর তারক, সহস্র গরুড়যুক্ত, সর্ব্বাস্ত্রসুরক্ষিত, সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, ত্রৈলোক্যঋদ্ধিসম্পন্ন, কল্পান্তকালসম নিনাদসমন্বিত মহারথে সক্রোধে সগর্ব্বে সোৎসাহে পরাক্রমসহকারে ধিক্কার করিতে করিতে আরোহণপূর্ব্বক মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া যাইতে লাগিল। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও তারককে আসিতে দেখিয়া ঐরাবত হইতে অবতরণপূর্ব্বক মাতলিযোজিত তপ্তসুবর্ণমণ্ডিত, চতুর্যোজন বিস্তীর্ণ, সিদ্ধসঙ্ঘে সুশোভিত, গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণের গীত ও অপ্সরোবর্গের নৃত্যাভিনন্দিত, মহারত্নসমাচিত, সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন মহারথে আরোহণ করিলেন। বিষ্ণু ও দিক্‌পালগণ সজ্জিত ও সশস্ত্র হইয়া সেই রথ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমশঃ ভূকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল; রুক্ষ বায়ু বহিতে লাগিল, সপ্ত সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল; সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন, অস্ত্রসমূহ জ্বলিয়া উঠিল; বাহন সকল কাঁপিতে লাগিল, সমস্তই যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। পরে তারকাসুর দেবগণের নয়নগোচর হইল। এক দিকে তারকাসুর এবং এক দিকে দেবগণ; এক পক্ষে লোকসমূহের অবসাদ এবং এক পক্ষে লোকচয়ের পরিত্রাণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! চরাচর প্রাণিবর্গ তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। দেবগণ তখন আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! তখন সেই দেবাসুরবর্গের তপস্যাপ্রভাবে অস্ত্র, তেজ, ঐশ্বর্য্য, সৈন্য, যশ, বল, বীরত্ব, পরাক্রম, ধৈর্য্য, উৎসাহ, এতৎ সমস্তই পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ১৫৫—১৬৯। অতঃপর দেবগণ অভিমুখাগত তারকাসুরকে অগ্নি-

১৭০ ॥ স তানচিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রো দেববাণক্ষতান্ হৃদি। বাণৈর্ব্যোম দিশঃ পৃথ্বীং পূরয়ামাস দানবঃ ॥ ১৭১ ॥ নারায়ণঞ্চ সপ্তত্যা নবত্যা চ হুতাশনম্। দশভির্মারুতং মূর্দ্ধ্নি যমং দশভিরেব চ ॥ ১৭২ ॥ ধনদঞ্চৈব সপ্তত্যা বরুণঞ্চ তথাষ্টভিঃ। বিংশত্যা নিঋতিং দৈত্যঃ পুনশ্চাষ্টভিরেব চ ॥ ১৭৩ ॥ বিব্যাধ পুনরেকৈকং দশভির্মর্ম্মভেদিভিঃ। তথা চ মাতলিং দৈত্যো বিব্যাধ ত্রিভিরাশুগৈঃ ॥১৭৪॥ গরুড়ং দশভিশ্চৈব মহিষং নবভিস্তথা। পুনর্দৈত্যোঽথ দেবানাং তিলশো নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৭৫ ॥ চকার বর্ম্মজালানি চিচ্ছেদ চ ধনূংষি চ। ততো বিকবচা দেবা বিধনুষ্কাঃ প্রপীড়িতাঃ ॥ ১৭৬ ॥ চাপান্যন্যানি সংগৃহ্য যাবন্মুঞ্চন্তি সায়কান্। তাবদ্বাণং সমাধায় কালানলসমপ্রভান্ ॥ ১৭৭ ॥ তাড়য়ামাস শক্রং স হৃদি সোঽপি মুমোহ চ। ততোঽন্তরিক্ষমালোক্য দৃষ্ট্বা সূর্য্যশতাকৃতী ॥ ১৭৮ ॥ তার্ক্ষ্যবিষ্ণূ সমাজঘ্নে শরাভ্যাং তাবমোহয়তাম্। প্রেতনাথস্য বহ্নেশ্চ বরুণস্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭৯ ॥ নির্ঋতেশ্চাকরোৎ কার্য্যং ভীতভীতং বিমোহয়ন্। নিরুচ্ছ্বাসং সমাহৃত্য চক্রে বাণৈঃ সমীরণম্ ॥ ১৮০ ॥ ততঃ প্রাপ্য হরিঃ সংজ্ঞাং প্রোৎসাদ্য চ দিশাং পতীন্। বাণেন সারথেঃ কায়াচ্ছিরোঽহার্ষীৎ সকুণ্ডলম্ ॥ ১৮১ ॥ ধূমকেতোর্জ্বলৎ ক্রুদ্ধস্তস্য ছিত্ত্বা ন্যপাতয়ৎ। দৈত্যরাজকিরীটঞ্চ চিচ্ছেদ বাসবস্ততঃ ॥ ১৮২ ॥ ধনেশশ্চ ধনুঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ বহুধা শরৈঃ। বায়ুশ্চক্রে চ তিলশো রথং বা ক্ষৌণিকুবরম্ ॥ ১৮৩ ॥ নির্ঋতিস্তিলশো বর্ম্ম চক্রে বাণৈস্ততো রণে। রুদ্রৈস্তদতুলং কর্ম্ম তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্ ॥ ১৮৪ ॥ লিহন্তঃ সৃক্কিণীং দেবা বাসুদেবাদয়স্তদা। দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম দেবানাং তারকোঽতুলবিক্রমঃ ॥ ১৮৫ ॥ মুমোচ মুদ্গরং ভীমং সহস্রাক্ষায় সঙ্গরে। দৃষ্ট্বা মুদ্গরমায়ান্তমনিবার্য্যং রণাজিরে ॥ ১৮৬ ॥ রথাদাপ্লুত্য ধরণীমগমৎ পাকশাসনঃ। মুদ্গরোঽপি রথোপস্থে পপাত পরুষস্বনঃ ॥

সমস্পর্শ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দৈত্যেন্দ্র তারক দেববাণাঘাতে হৃদয়ে ক্ষত হইয়াও তৎসমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বাণজালে গগনতল ভূমণ্ডল ও দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে সপ্ততি বাণে নারায়ণকে, নবতি বাণে হুতাশনকে ও দশ বাণে বায়ুকে আহত করিয়া যমের মস্তকে দশ বাণ প্রহার করিল। পরে কুবেরকে সপ্ততি বাণে, বরুণকে অষ্ট বাণে এবং নিঋতিকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অষ্ট বাণে নিঋতিকে আঘাত করিল। পরে আবার ইহাঁদিগের প্রত্যেককেই দশ দশটী মর্ম্মভেদী বাণে বিদ্ধ করিল। তার পর মাতলিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া গরুড়কে দশ বাণে ও মহিষকে নয় বাণে আঘাত করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ সুতীক্ষ্ণ বাণজালবর্ষণে দেবগণের বর্ম্ম সকল তিল তিল করিয়া ছেদনপূর্ব্বক দেবগণের শরাসন সকল ছেদন করিয়া ফেলিল। তার পর কবচশরাসনহীন বাণপীড়িত দেবগণ অন্য ধনু লইয়া তাহাতে শর সন্ধান করিতে না-করিতেই সেই দানবেন্দ্র একটী কালানলসমকান্তি ভীষণ বাণ সন্ধান করিয়া ইন্দ্রকে হৃদয়ে আঘাত করিল। ইন্দ্র তাহাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সেই দৈত্যরাজ অন্তরীক্ষে সূর্য্যশত সম দীপ্তিমান্ বিষ্ণু ও গরুড়কে দেখিয়া দুই বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করিল; তাহাতে তাঁহারাও মূর্চ্ছিত হইলেন। দৈত্যপতির সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে যম, অগ্নি ও বরুণদেব অতীব ভীত হইয়া ক্রমে মূর্চ্ছাক্রান্ত হইলেন। দৈত্যরাজ তারক বাণবর্ষণে সমীরণকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া ফেলিল।১৭০—১৮০। অতঃপর হরি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দিক্পালগণকে উৎসাহিত করিলেন এবং সক্রোধে বাণাঘাতে তারকের ধূমকেতু নামক সারথির দেহ হইতে কুণ্ডলভূষিত উজ্জ্বল মস্তকটী পাতিত করিলেন। ইন্দ্র তখন দৈত্যরাজের কিরীট এবং কুবের তদীয় ধনুশ্ছেদন করিলেন। বায়ুদেব বহু বাণাঘাতে দৈত্যপতির রথখানি তিল তিল করিয়া ছেদনপূর্ব্বক বহুবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং উহার কূবরাদি সমস্তই ভূপাতিত করিলেন। নিঋতিদেব সেই রণক্ষেত্রে তিল তিল প্রমাণে দৈত্যপতির বর্ম্মচ্ছেদন করিলেন। বাসুদেবাদি দেবগণ রণস্থলে এই কর্ম্ম করিয়া সৃক্কিণী লেহন করিতে করিতে দৈত্যরাজকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। অতুলবিক্রম তারকাসুর সেই যুদ্ধে দেবগণের এই কর্ম্ম দেখিয়া একটা ভয়ঙ্কর মুদ্গর লইয়া সহস্রলোচনের প্রতি নিক্ষেপ করিল। পাকশাসন সেই মুদ্গর আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে অনিবার্য্য বোধে রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মুদ্গরটাও মহাশব্দে রথোপরি পতিত হইয়া রথখানিকে চূর্ণ করিয়া

১৮৭ ॥ স রথং চূর্ণয়ামাস ন মমার চ মাতলিঃ। গৃহীত্বা পট্টিশং দৈত্যো জঘানোরসি কেশবম্ ॥১৮৮॥ স্কন্ধে গরুত্মতঃ সোঽপি নিষসাদ বিচেতনঃ। খড়্গেন রাক্ষসেন্দ্রঞ্চ ভিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ১৮৯ ॥ যমঞ্চ পাতয়ামাস ভূমৌ দৈত্যো মুখে হতম্। বহ্নিঞ্চ ভিন্দিপালেন চক্রে হত্বা বিচেতনম্ ॥ ১৯০ ॥ বায়ুং পদা তদাক্ষিপ্য পাতয়ামাস ভূতলে। ধনেশং তদ্ধনুষ্কোট্যা কুট্টয়ামাস কোপনঃ ॥ ১৯১ ॥ ততো দেবনিকায়ানামেকৈকং ক্ষণমাত্রতঃ। তেষামেব জঘানাসৌ শস্ত্রৈর্বালান্ যথা গুরুঃ ॥ ১৯২ ॥ লব্ধ-সংজ্ঞস্ততো বিষ্ণুশ্চক্রং জগ্রাহ দুর্দ্ধরম্। দানবেন্দ্র-বসামেদোরুধিরেণাভিরঞ্জিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ মুমোচ দানবেন্দ্রস্য দৃঢ়ং বক্ষসি কেশবঃ। পপাত চক্রং দৈত্যস্য পতিতং ভাস্করদ্যুতি ॥ ১৯৪ ॥ বাশীর্যতাথ কায়েঽস্য নীলোৎপলমিবাশ্মনি। ততো বজ্রং মহেন্দ্রোঽপি প্রমুমোচার্চ্চিতং চিরম্ ॥ ১৯৫ ॥ তস্মিন্ জয়াশা শক্রস্য দানবেন্দ্রায় সংযুগে। তারকস্য চ সম্প্রাপ্য শরীরং শৌর্য্যশালিনঃ ॥ ১৯৬ ॥ বাশীর্যত বিকীর্ণার্চ্চিঃ শতধা খণ্ডশো গতম্। ততো বায়ু-রদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥ ১৯৭ ॥ জ্বলিতজ্বল-নাভাসমঙ্কুশং প্রমুমোচ হ। বিশীর্ণং তস্য তচ্চাঙ্গে দৃষ্ট্বা বায়ুর্মহারুষা ॥ ১৯৮ ॥ ততঃ শৈলেন্দ্রমুৎপাট্য পুষ্পিতদ্রুমকন্দরম্। চিক্ষেপ দানবেন্দ্রায় দশ-যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৯৯ ॥ মহীধরং তমায়ান্তং সস্মিতং দৈত্যপুঙ্গবঃ। জগ্রাহ বামহস্তেন বালকন্দুকলীলয়া ॥ ২০০ ॥ ততস্তেনৈব চাহত্য পাতয়ামাস চান্তকম্। দণ্ডং ততঃ সমুদ্যম্য কৃতান্তঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ২০১ ॥ দৈত্যেন্দ্রমূর্দ্ধ্নি চিক্ষেপ ভ্রাম্য বেগেন দুর্জয়ম্। সোঽসুরস্যাপতন্মূর্দ্ধ্নি দৈত্যস্তং জগৃহে স্ময়ন্ ॥২০২॥ কল্পান্তলোকদহনো জ্বলনো রোষসঞ্জ্বলন্। শক্তিং চিক্ষেপ দুর্দ্ধর্ষাং দানবেন্দ্রায় সংযুগে ॥ ২০৩ ॥ ততঃ শিরোসমালেব সাস্য বক্ষস্যরাজত। ততঃ খড়্গং সমাকৃষ্য কোশাদাকাশনির্ম্মলম্ ॥ ২০৪ ॥ দ্যুতি-ভাসিতত্রৈলোক্যং লোকপালোঽপি নিঋতিঃ। চিক্ষেপ দানবেন্দ্রায় তস্য মূর্দ্ধ্নি পপাত হ ॥ ২০৫ ॥ পতিতশ্চাগমৎ খড়্গঃ স শীঘ্রং শতখণ্ডতাম্। জলেশশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধো মহাভৈরবরূপিণম্ ॥ ২০৬ ॥

ফেলিল; পরন্তু মাতলি মরিল না। দৈত্যরাজ একটা পট্টিশ লইয়া তদ্দ্বারা কেশবকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল, তিনি সেই আঘাতে গরুড়ের স্কন্ধে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই দৈত্য খড়্গাঘাতে নিঋতিকে বিভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং যমকে তদীয় মুখে ভিন্দিপালাঘাতে ভূপাতিত করিয়া অগ্নিকেও ভিন্দিপাল দ্বারা বিচেতন করিয়া পাতিত করিল। মহাক্রোধী দৈত্যরাজ পদাঘাতে বায়ুকে পাতিত করিয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ধনপতিকে ক্ষত-বিক্ষত করিল। পরে সে ক্ষণমাত্রে গুরু যেমন বালকদিগকে প্রহার করেন, তদ্রূপ অস্ত্রদ্বারা এক এক জনকে আঘাত করিতে লাগিল। অতঃ-পর বিষ্ণু সংজ্ঞা লাভ করিয়া দানবেন্দ্রগণের রুধির-বসামেদঃপ্রলিপ্ত দুঃসহ চক্র গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যপতির বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু সেই ভাস্করকান্তি চক্র, দৈত্যরাজের বক্ষঃ-স্থলে পতিত হইয়া প্রস্তরপতিত নীলোৎপলের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রও দৈত্যযুদ্ধে নিয়ত যাহাতে জয়াশা করিতেন, সেই চিরপূজিত বজ্রাস্ত্র লইয়া নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু শৌর্য্যশালী তারকের শরীরে পতিত হইয়া সেই বজ্রও কিরণ বিকিরণপূর্ব্বক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। পরে অদীনাত্মা বায়ু জ্বলিত জ্বলনসম অঙ্কুশ লইয়া সিংহনাদ সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাও তারকের অঙ্গে ভঙ্গপ্রাপ্ত হইল দেখিয়া মহাক্রোধে দশযোজন বিস্তৃত পুষ্পিত তরুলতা সম-ন্বিত একটী পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক দানবেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ তারক সেই ভূধর আপতিত হইতেছে, দেখিয়া বালক যেমন কন্দুক গ্রহণ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে বামহস্তে ধারণ করিল এবং তদ্দ্বারাই যমকে দারুণ আঘাত করিল। তখন কৃতান্ত দেব ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া দুর্জ্জয় দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক সবেগে ভ্রামিত করিয়া দৈত্যেন্দ্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু দৈত্য-রাজ মস্তকে আপতিতপ্রায় সেই দণ্ড সহাস্যমুখে ধারণ করিল।১৮১—২০২। অগ্নিদেব রোষে জ্বলিত হইয়া কল্পান্তকালীন ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই রণস্থলে দানবেন্দ্রের প্রতি দুর্দ্ধর্ষা শক্তি নিক্ষেপ করিলে, তাহাও সেই দৈত্যপতির বক্ষে শিরীষমাল্যবৎ বিরাজিত হইল। নিঋতি দেব কোষ হইতে নির্ম্মল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া দানবেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই খড়্গ প্রভাজালে ত্রৈলোক্যমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দৈত্যরাজের মস্তকে আপতিত হইল বটে, কিন্তু তাহা পতনমাত্রেই শতখণ্ডে ভগ্ন হইয়া গেল।

মুমোচ পাশং দৈত্যেন্দ্রভুজবন্ধাভিলাষুকঃ। স দৈত্যভুজমাসাদ্য পাশঃ সদ্যো ব্যপদ্যত॥ ২০৭ ॥ স্ফুটিতঃ ক্রকচক্রূরদশনালিরহীশ্বরঃ। ততোঽশ্বিনৌ সচন্দ্রার্কৌ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ যে॥ ২০৮॥ যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বাঃ সর্পাশ্চাস্ত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। জঘ্নুর্দৈত্যেশ্বরং সর্ব্বে ভূযশস্তে মহাবলাঃ ॥ ২০৯ ॥ ন চাস্ত্রাণ্যস্যাসজন্ত গাত্রে বজ্রাচলোপমে। ততো দেবানবপ্লুত্য তারকো দানবাধিপঃ॥ ২১০ ॥ জঘান কোটিশঃ ক্রুদ্ধো মুষ্টিপার্ষ্ণিভিরেব চ। তথাবিধং তস্য বীর্য্যমালোক্য ভগবান হরিঃ॥ ২১১ ॥ পলায়ধ্বমহো দেবা বদন্নন্তর্হিতোঽভবৎ। শক্রাদয়স্ততো দেবাঃ পলায়নকৃতাদরাঃ॥ ২১২॥ কালনেমিমুখৈর্দৈত্যৈরুপরুদ্ধা মহোৎকটৈঃ। মুষ্টিভিঃ পাদঘাতৈশ্চ কেশেষাকৃষ্য তৈর্মুদা॥ ২১৩॥ তারিতাঃ শুষ্কসরিতং দেবমার্গাশ্চ দংশিতাঃ। বহুধা চাপাকৃষ্যন্ত লোকপালা মহাসুরৈঃ॥ ২১৪ ॥ ততো নিনাদঃ সঞ্জজ্ঞে দৈত্যানাং বলশালিনাম্। কম্পয়ন পৃথিবীং দ্যাঞ্চ পাতালানি চ ভারত॥ ২১৫ ॥ জয়েতি মুদিতা দৈত্যাস্তষ্টুবুস্তারকং তদা। শঙ্খাংশ্চ পূরয়ামাসুঃ কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভান॥ ২১৬॥ ধনুর্ব্বাণরবাংশ্চোগ্রান করাঘাতাংশ্চ চক্রিরে। ভৃশং হর্ষান্বিতা দৈত্যা নেতুশ্চ ননৃতুর্মুহুঃ॥ ২১৭॥ ততো দেবান পুরস্কৃত্য পশুপালঃ পশূনিব। দৈত্যেন্দ্রো রথমাস্থায় জগাম সহিতোঽসুরৈঃ॥ ২১৮॥ মহীসাগরকূলস্থং তারকঃ স পুরং বলী। যোজনদ্বাদশায়ামং তাম্রপ্রাকারশোভিতম্ ॥ ২১৯ ॥ প্রাসাদৈর্বহুভিঃ কীর্ণং দিব্যাশ্চর্য্যোপশোভিতম্। যত্র শব্দাস্ত্রয়ো নৈব জীর্য্যন্তে চানিশং পুরে॥ ২২০॥ গীতঘোষশ্চ জ্যাঘোষো ভুজ্যন্তাং বিষয়া ইতি। তৎ প্রবিশ্য পুরং রাজা জগাম স্বকমালয়ম্॥ ২২১॥ মহোৎসবেন মহতা পুরস্ত্রীপ্রতিনন্দিতঃ। তত্র দিব্যাং সভাং রাজ্য প্রাপ্য সিংহাসনস্থিতঃ॥ ২২২॥ স্তূয়মানো দিতিসুতৈরপ্সরোভির্বিনোদিতঃ। দিব্যাসনস্থৈর্দৈত্যেন্দ্রৈর্বৃতঃ সিংহৈরিব প্রভুঃ॥ ২২৩॥ এতস্মিন্নন্তরে কাচিদ্দিব্যাস্ত্রী তৎপুরেঽভবৎ। রূপেণাস্থ-

---

জলেশ্বর বরুণ দেব, ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রের ভুজবন্ধনাভিলাষে মহাভীষণাকার পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাশ দৈত্যপতির বাহুতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপন্ন হইল; সেই সর্পরাজের ক্রকচাকার দশনশ্রেণী ভগ্ন হইয়া গেল। অতঃপর মহাবল অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চন্দ্র, সূর্য্য, সাধ্য, বসু, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সর্পাদি দেবপক্ষীয়গণ সকলে মিলিতভাবে বারংবার বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে দৈত্যেশ্বরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, পরন্তু দৈত্যরাজের বজ্রাচল সদৃশ গাত্রে তৎসমস্ত কিছুমাত্র বিদ্ধ হইল না। দানবপতি তারক তখন লম্ফপ্রদানে দেবসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাতে কোটি কোটি দেবতাকে আহত করিতে লাগিল। বিষ্ণু সেই দৈত্যপতির তাদৃশ বীর্য্য দর্শনে "ওহে দেবগণ! পলায়ন কর।" এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ পলায়নপরায়ণ হইলে কালনেমিপ্রমুখ মদোদ্ধত দানবগন পলায়নপথ রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সোৎসাহে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত-পদাঘাত সহকারে নানা পথে ও নানা শুষ্ক নদীতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বর্ম্মধারী লোকপালগণও মহাসুরগণ কর্তৃক নানা প্রকারে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ২০৩—২১৪। হে ভারত, অর্জ্জুন! তখন বলশালী দৈত্যদলমধ্যে এমন নিনাদ প্রারব্ধ হইল যে, তাহাতে ভূতল ও পাতাল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। দৈত্যগণ তখন সানন্দ চিত্তে জয় শব্দে তারককে অভিনন্দন সহকারে কুন্দেন্দুসমপ্রভ শঙ্খসমূহ বাদন করিতে লাগিল। তাহারা অতি হর্ষবশে বারংবার সিংহনাদ, ধনুঃশব্দ, বাণধ্বনি, করতলাস্ফোট ও নৃত্য করিতে লাগিল। অতঃপর দৈত্যেশ্বর তারক পশুপালক যেমন পশুগণকে লইয়া যায়, তদ্রূপ দেবগণকে লইয়া দৈত্যদল সহ রথারোহণে নিজ পুরে প্রস্থান করিল। ২১৫—২১৮। তারকাসুরের নগর ভূতলে সাগরকূলে অবস্থিত; উহার বিস্তার দ্বাদশ যোজন। উহা তাম্রপ্রাকারে পরিবেষ্টিত, বহুবিধ প্রাসাদে সমাকীর্ণ এবং দিব্য দিব্য আশ্চর্য্য ব্যাপারে উপশোভিত। সেই নগরে সঙ্গীত শব্দ, জ্যাশব্দ ও "বিষয়ভোগ কর" এই তিনটী শব্দের কদাচ বিরাম হয় না। রাজা তারকাসুর মহামহোৎসবে পুরস্ত্রীবর্গে অভিনন্দিত হইয়া সেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ ভবনে গমন করিল। অসুর তারক দিব্য সভামধ্যে যাইয়া দিব্য সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দৈত্যগণ কর্তৃক স্তূয়মান, অপ্সরোবর্গে বিনন্দিত এবং দিব্যাসনোপবিষ্ট অসুরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহগণ-পরিবেষ্টিত পশুরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। হে

পদ্মা পার্থ নানাভরণভূষিতা ॥ ২২৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বা তারকো রাজা ভৃশং বৈ বিস্মিতোঽভবৎ। বিস্মিতস্তৈর্বৃতো দৈত্যৈঃ প্রোবাচেদং স্ময়ন্নিব ॥ ২২৫ ॥ কাসি দেবি মম ব্রূহি কিং ময়া রূপসুন্দরি। ত্বৎসমাং যোষিতং নৈব দৃষ্টবন্তঃ পুরা বয়ম্ ॥ ২২৬ ॥ শ্রীরুবাচ। অহং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীতি বিদ্ধি মাং দৈত্যসত্তম। অর্জ্জিতা তপসা চাস্মি ত্বয়া বীর্য্যেণ বা বিভো ॥২২৭॥ বীর্য্যবন্তং ত্বনলসং তপস্বিনমকাতরম্। দাতারঞ্চাপি ভোক্তারং যুক্ত্যা সেবামি তং নরম্ ॥ ২২৮ ॥ ভীরুং নির্ব্বিণ্ণমত্যর্থং সাধ্বীপীড়াকরং নরম্। সর্ব্বাতিশঙ্কিনং সদ্যস্ত্যজামি দিতিনন্দন ॥ ২২৯ ॥ মহেন্দ্রেণ চ মাতা তে যদা সা ব্যপমানিতা। তদৈব ত্যক্তপ্রায়োঽহসাবিদানীং তব সংবশে ॥ ২৩০ ॥ তারকশ্চ ততঃ প্রাহ পরমং চেতি তাং তদা। সা চাবিবেশ তং দেবী ত্রিজগৎপূজিতা রমা ॥ ২৩১ ॥ ততো দৈত্যাধিপং নার্য্যো দানবানাং বিভূষিতাঃ। বীর-

পার্থ! ইত্যবসরে সেই পুরে বিবিধ দিব্যাভরণভূষিতা অনুপম রূপবতী কোন এক দিব্য স্ত্রী উপস্থিত হইল। রাজা তারক তাহাকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। দৈত্যগণপরিবৃত তারকাসুর তখন বিস্ময়বশে সহাস্য আস্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—অয়ি দেবি! তুমি কে? পরম রূপবতি! আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন? তুমি তাহা আমাকে বল। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তোমার ন্যায় রমণীরত্ন সন্দর্শন করি নাই। ২১৯—২২৬। সেই রমণী কহিলেন,—হে দৈত্যসত্তম! আমি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী; ইহা আপনি অবগত হউন। হে বিভো! আমি আপনার তপস্যা ও বীর্য্য দ্বারা বশীভূত হইয়াছি। যে মানব বীর্য্যবান, অনলস, তপস্বী, কাতরতাহীন, দাতা ও ভোক্তা, আমি মনোযোগ সহকারে তাহার সেবা করিয়া থাকি। আর হে দৈত্যরাজ! ভীরু, নির্ব্বেদযুক্ত, সাধ্বী নারীর অবমাননাকারী ও সর্ব্বত্র শঙ্কিত ব্যক্তিকে সদ্যঃ পরিত্যাগ করিয়া থাকি। মহেন্দ্র যখন আপনার মাতার অবমাননা করিয়াছেন, আমি তখনই তাঁহাকে প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলাম, ইদানীং আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। তদনন্তরে তারকাসুর তাঁহাকে "বেশ বেশ" বলিয়া অভিনন্দিত করিলে সেই ত্রিজগৎপূজিতা রমাদেবী দৈত্যরাজের দেহে আবিষ্ট হইলেন। অতঃপর দানবনারীবর্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বীরকাংস্য

কাংস্যমুপাদায় বর্দ্ধয়াঞ্চক্রিরে মুদা ॥ ২৩২ ॥ দেবাশ্চ দ্বারি তিষ্ঠন্তি বদ্ধা দৈত্যৈর্ভৃশাতুরাঃ। উপহস্যমানা নারীভির্দৈত্যৈরন্যৈশ্চ নাগরৈঃ ॥ ২৩৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্দৈত্যরূপং সমাস্থিতঃ। উপহাসকমধ্যস্থো গাথে দ্বে প্রাহ বুদ্ধিমান ॥ ২৩৪ ॥ ইদমল্পতরং নাম যদমীষাঞ্চ দৃশ্যতে। মাতৃক্রোধং স্মরন্ রাজা কিং কিং যন্ন করিষ্যতি ॥ ২৩৫ ॥ বলীয়াংসং সমাসাদ্য ন নমেদ্যো ন চাস্তি সঃ। মর্কবচ্ছ্বেতবাকীয়ৈরুপায়ৈঃ স্থীয়তাং সুরাঃ ॥ ২৩৬ ॥ উপহাসমুখেনামী উপদেশং হরের্মুখাৎ। সমাকর্ণ্য ততো দেবা মর্করূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ২৩৭ ॥ নৃত্যন্তস্তে চ বহুধা দৈত্যাশ্চাসুরযোষিতঃ। ভৃশঞ্চ নোদয়ামাসুর্মুদা ভোজ্যানি তে দদুঃ ॥ ২৩৮ ॥ বিষ্ণুর্দৈত্যপ্রতীহারং ততঃ প্রোবাচ বুদ্ধিমান। বিনোদায় মহারাজ্ঞো মর্কানেতান্ প্রকীর্ত্তয় ॥ ২৩৯ ॥ প্রতীহারস্ততো হৃষ্টঃ সভামধ্যে বিবেশ সঃ। জানুভ্যাং ধরণীং গত্বা বদ্ধা চ করসম্পুটম্ ॥ ২৪০ ॥ উবাচানাবিলং বাক্যমল্পাক্ষরপরিস্ফুটম্। দৈত্যেন্দ্রং মর্কবৃন্দানি দ্বারি তিষ্ঠন্তি তে প্রভো ॥

লইয়া সানন্দচিত্তে সেই দৈত্যপতিকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। দেবগণ তখন বন্দিভাবে নাগরিক দৈত্য-নরনারী জনে উপহসিত হইয়া অতিক্লেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বুদ্ধিমান বিষ্ণু সেই উপহাসক দৈত্যগণের মধ্যে দৈত্যরূপে প্রবেশ করিয়া দুইটী গাথা পাঠ করিলেন। যথা—"ইহাদিগের এ লাঞ্ছনা তো অল্পই; রাজা মাতৃপীড়া জনিত ক্রোধে কি কি শাস্তি না দিবেন? বলবানের নিকটে যে ব্যক্তি প্রণত না হয়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না; অতএব হে দেবগণ! মর্কটের ন্যায় শ্বেতবাকীয় উপায়াবলম্বনে অবস্থান কর।" দেবগণ হরিমুখ হইতে উপহাসমুখে এই উপদেশবাণী শ্রবণে মর্কটাকার পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ নৃত্য দ্বারা দৈত্য ও দৈত্যনারীদিগকে বিনোদিত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ খাদ্য প্রদান করিতে লাগিল। অতঃপর বুদ্ধিমান্ বিষ্ণু দৈত্যপ্রতীহারীকে কহিলেন যে, মহারাজের বিনোদনার্থ এই সকল মর্কটের কথা তাঁহাকে নিবেদন কর। প্রতীহারী এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে সভামধ্যে প্রবেশ করিল এবং জানুদ্বয় দ্বারা ধরণীতল স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্পষ্টাক্ষরে অল্প কথায় কহিল যে, হে দৈত্যেন্দ্র! মর্কটবৃন্দ আপনার দ্বারদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে;

২৪১॥ ভৃশং বিনোদকারীণি স্পৃহা চেদ্দ্রষ্টুমর্হসি। তন্নিশম্যাব্রবীদ্রাজা কিং চিরং ক্রিয়তে ত্বয়া॥ ২৪২॥ ক্ষত্তা চেতি বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিং তদাব্রবীৎ। মর্কানেতান্ মহারাজো দ্রষ্টুমিচ্ছতি শীঘ্রতঃ॥ ২৪৩॥ রক্ষপাল সর্বৈস্তৈস্তং রাজানমনুকুলয়। কালনেমিরুপাদায় মর্কান যাতো নৃপং ততঃ॥ ২৪৪॥ মর্কমধ্যে বিষ্ণুমর্কো যাতস্ত্যক্ত্বা চ দৈত্যতাম্। ততস্তারকদৈত্যস্য পুরতো ননৃতুর্ভৃশম্॥ ২৪৫॥ মর্কা দৈত্যকরোত্তালৈর্হর্ষনাদবিনোদিতৈঃ। ততোহর্হতন্মদিতো রাজা তেষাং নৃত্যেন সোহব্রবীৎ॥ ২৪৬॥ অভয়ং বো মর্কদেবাস্তুষ্টো যচ্ছাম্যহং ত্বিদম্। মদ্গৃহে স্থীয়তামেব ন চ কার্য্যং ভয়ং হৃদি॥ ২৪৭॥ ইতি শ্রুত্বা বিষ্ণুমর্কঃ প্রনৃত্যন্নিদমব্রবীৎ। রাজন বিজ্ঞাতুমিচ্ছামস্তব গেহাবধিং বয়ম্॥ ২৪৮॥ এবমুক্তে প্রহস্যাহ তারকো দৈত্যসত্তমঃ। ত্রিভূমিকে হি মে গেহমিদং যদ্ভুবনত্রয়ম্॥ ২৪৯॥ হরিমর্কস্ততঃ প্রাহ যদ্যেবং স্মং বচঃ স্মর। ত্রৈলোক্যে বিচরন্ত্বেতে মর্কা রাজন্ সুনির্ভয়াঃ॥ ২৫০॥ অশ্বমেধশতস্যাপি সত্যং রাজন্ বিশিষ্যতে। ধর্ম্মমেনং স্মরন্ সত্যং বচনং কুরু দৈত্যপ॥ ২৫১॥ ততঃ সুবিস্মিতো দৈত্যঃ প্রাহেদং বচনং তদা। মর্কটাসো প্রবুদ্ধোহসি সত্যং ব্রূহি চ কো ভবান্॥ ২৫২॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং নারায়ণো নাম যদি শ্রোত্রমুপাগতঃ। দেবানাং রক্ষণার্থায় মর্করূপমুপাশ্রিতঃ॥ ২৫৩॥ তচ্চেন্মান্তস্তমো ধর্ম্মস্তব তদ্বচনং স্বকম্। পরিপালয় তে গেহং বিচরন্তু সুরাস্ত্বমী॥ ২৫৪॥ অবলেপশ্চ রাজেন্দ্র ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়া হৃদি। বীরোহহমিতি সঞ্চিন্ত্য পশ্যতা কালজং বলম্॥ ২৫৫॥ পর্য্যায়ৈর্হন্যমানানামভিহন্তা ন বিদ্যতে। মৌঢ্যমেতত্তু যদ্দ্বেষ্টা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৫৬॥ ঋষীংশ্চ দেবাংশ্চ মহাসুরাংশ্চ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাংশ্চ বনে মুনীংশ্চ। কং বাপদো নোপনমন্তি কালে কালস্য বীর্য্যং ন তু কর্ত্তুরেতৎ॥ ২৫৭॥ ন মন্ত্রবলবীর্য্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ বা। অলভ্যং লভ্যতেহকালে কালে সুপ্তোহপি বিন্দতি॥

প্রভো! উহারা অতীব বিনোদজনক। যদি স্পৃহা হয়, দেখিতে পারেন। ইহা শুনিয়া রাজা তারকাসুর কহিল,—তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন? প্রতীহারী এই কথা শুনিয়া তখন যাইয়া কালনেমিকে কহিল যে,—মহারাজ এই সকল মর্কট দেখিতে চাহেন; অতএব হে পালক! আপনি ইহাদিগকে লইয়া গিয়া রাজার বিনোদন সাধন করুন। ইহা শুনিয়া কালনেমি সেই মর্কটগণ লইয়া নৃপসমীপে গমন করিল। ২২৭—২৪৪। বিষ্ণুও তখন দৈত্যরূপ পরিহারপূর্ব্বক মর্কটরূপ ধারণ করিয়া সেই মর্কটগণ মধ্যে অবস্থিত হইলেন। পরে তারকাসুরের পুরোভাগে দৈত্যগণের করতাল ও হর্ষনাদে অভিনন্দিত হইয়া মর্কটগণ অতীব নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের তাদৃশ নৃত্য দর্শনে রাজা তারকাসুর আনন্দিত হইয়া কহিল,—ওহে মর্কট দেবগণ! আমি তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে অভয়দান করিলাম। তোমরা আমার ভবনেই অবস্থান কর; হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয় করিও না। বিষ্ণুমর্কট ইহা শুনিয়া নাচিতে নাচিতেই কহিলেন,—রাজন্! আমরা আপনার ভবনের সীমা জানিতে চাই। দৈত্যসত্তম তারক, একথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিল,—এই ভূমিত্রয়াত্মক ত্রিভুবনই আমার ভবন। বিষ্ণুমর্কট কহিলেন,—রাজন্! যদি তাহাই হয়, তবে আপনার বাক্য স্মরণ করুন; এই মর্কটগণ ত্রৈলোক্যেই নির্ভয়ে বিচরণ করুক। রাজন্! শত অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্য বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য; সুতরাং হে দৈত্যনাথ! আপনি এই ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া নিজ বাক্য সত্য করুন। দৈত্যরাজ তখন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিল যে, ওহে মর্কট! তোমাকে জ্ঞানবান্ দেখিতেছি, তুমি কে? সত্য করিয়া বল। তদুত্তরে বিষ্ণু বলিলেন,—রাজন্! বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, আমার নাম নারায়ণ! আমি দেবগণের রক্ষণার্থ মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছি। যা হউক; যদি ধর্ম্ম আপনার মান্য হয়, তবে আপনার নিজবাক্য প্রতিপালন করুন; ভবদীয় ভবনে এই সুরগণ বিচরণ করুক। আর রাজেন্দ্র! "আমি বীর" ইহা ভাবিয়া আপনি হৃদয়ে গর্ব্বও করিবেন না; পরন্তু কালের বলই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। লোক সকল কাল কর্ত্তৃকই পর্য্যায়ক্রমে অভিহত হইতেছে, অপর কেহই অভিহন্তা নাই। শত্রুগণ যে "আমি কর্ত্তা" বলিয়া মনে করে, তাহা মূর্খতা মাত্র। ঋষি, দেবতা, অসুর, ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ বনবাসী মুনি—ইঁহাদিগের কেই বা কালানুসারে আপদ্গ্রস্ত না হন্? ফলতঃ সুখ দুঃখ কালের প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে; উহা কর্ত্তার সামর্থ্য নহে। কেহই অকালে মন্ত্র, বল, বীর্য্য, বুদ্ধি বা পৌরুষ দ্বারা অলভ্য বিষয় লাভ করিতে পারে না; পরন্তু কালে নিদ্রিত থাকিয়াও বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। পিতা-মাতার

২৫৮॥ ন মাতৃপিতৃশুশ্রূষা ন চ দৈবতপূজনম্। নান্যো গুণসমাচারঃ পুরুষস্য সুখাবহঃ ॥ ২৫৯॥ ন বিদ্যা ন তপো দানং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ। শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্ ॥ ২৬০॥ নাগামিকমনর্থং হি প্রতিঘাতশতৈরপি। শক্নুবন্তি প্রতিব্যোঢ়ুমৃতে কালবলং নরাঃ॥ ২৬১॥ দেহবৎ পুণ্যকর্ম্মাণি জীববৎ কাল উচ্যতে। দ্বয়োঃ সমাগমে দৈত্য কার্য্যাণাং সিদ্ধিরিষ্যতে॥ ২৬২॥ অহো দৈত্য ত্বদ্বিশিষ্টা দৈত্যানাং কোটয়ঃ পুরা। শাল্মলেস্তূলবৎ ক্ষিপ্তাঃ কালবাতেন দুর্দ্দশাঃ॥ ২৬৩॥ ইদং তু লব্ধা ত্বং স্থানমাত্মানং বহু মন্যসে। সর্ব্বভূতভবং দেবং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্॥ ২৬৪॥ ন চেদমচলং স্থানমনন্তং চাপি কস্যচিৎ। ত্বং তু বালিশয়া বুদ্ধ্যা মমেদমিতি মন্যসে॥ ২৬৫॥ অবিশ্বাস্যে বিশ্বসিষি মন্যসে চাধ্রুবং ধ্রুবম্। মমেদমিতি মোহাত্ত্বং ত্রিলোকীশ্রিয়মীপ্সসি॥ ২৬৬॥ নেয়ং তব ন চাস্মাকং ন চান্যেষাং স্থিরা মতা। অতিক্রম্য বহূনন্যাংস্ত্বয়ি তাবদিয়ং স্থিতা॥ ২৬৭॥ কঞ্চিৎ কালমিয়ং স্থিত্বা ত্বয়ি তারক চঞ্চলা। পুংশ্চলীবাতিচপলা পুনরন্যং গমিষ্যতি॥ ২৬৮॥ সরত্নৌষধিসম্পন্নং সসরিৎপর্ব্বতাকরম্। তানিদানীং ন পশ্যামি যৈর্ভুক্তং ভুবনত্রয়ম্॥ ২৬৯॥ হিরণ্যকশিপুর্ব্বীরো হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জ্জয়ঃ। প্রহ্লাদো নমুচির্বীরো বিপ্রচিত্তির্বিরোচনঃ॥ ২৭০॥ কীর্ত্তিঃ শূরশ্চ বীরশ্চ বাতাপিরিল্বলস্তথা। অশ্বগ্রীবঃ শম্বরশ্চ পুলোমা মধুকৈটভৌ॥ ২৭১॥ বিশ্বজিৎপ্রমুখাশ্চান্যে দানবেন্দ্রা মহাবলাঃ। কালেন নিহতাঃ সর্ব্বে কালো হি বলবত্তরঃ॥ ২৭২॥ সর্ব্বৈর্বর্ষাযুতং তপ্তং ন ত্বমেকো মহাতপাঃ। সর্ব্বে সত্যব্রতপরাঃ সর্ব্বে চাসন বহুশ্রুতাঃ॥ ২৭৩॥ সর্ব্বে যথার্হদাতারঃ সর্ব্বে দাক্ষায়ণীসুতাঃ। জ্বলন্তঃ প্রজয়ন্তশ্চ কালেন প্রতিসংহৃতাঃ॥ ২৭৪॥ মুঞ্চেচ্ছাং কামভোগেষু মুঞ্চেমং শ্রীভবং মদম্। এতদৈশ্বর্য্যনাশে ত্বাং শোকঃ সম্পীড়য়িষ্যতি॥ ২৭৫॥ শোককালে শুচো মা ত্বং হর্ষকালে চ মা হৃষঃ। অতীতানাগতে হিত্বা প্রত্যুৎপন্নেন বর্ত্তয়॥ ২৭৬॥ ইন্দ্রং চেদাগতঃ

সেবা, দেবার্চ্চন, কিম্বা অপরাপর গুণসমূহ, কিছুই পুরুষের সুখসাধক নহে। কালপীড়িত ব্যক্তিকে না পিতা, না মাতা, না বন্ধু, না বান্ধব, কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না। নরগণ কালবল ব্যতিরেকে আগামিক অনর্থকে শত শত প্রতিঘাত দ্বারাও ব্যাহত করিতে পারে না। হে দৈত্য! পুণ্যকর্ম্ম সকল দেহানুগত এবং কাল জীবানুসারী, এতদুভয়ের অনুকূল মিলন ঘটিলেই কার্য্যসমূহের সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। হে দৈত্য! ইতঃপূর্ব্বে কালরূপ বায়ুদ্বারা তোমা অপেক্ষাও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোটি কোটি দৈত্য শাল্মলিতুলবৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। এই স্থান লাভ করিয়া তুমি আপনাকে সর্ব্বভূতোৎপাদক শাশ্বত দেব ব্রহ্মার ন্যায় উৎকর্ষশালী মনে করিতেছ। পরন্তু এই স্থান অচঞ্চলও নহে; কিম্বা কাহারও অনন্তকাল আয়ত্ত থাকিবে না। তুমি কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ "এ সমস্ত আমার" এইরূপ মনে কর। তুমি অবিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস কর এবং যাহা অস্থির, তাহাই স্থির বলিয়া অবধারণ করিতেছ। তুমি মোহবশতঃ ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকে "ইহা আমার" বলিয়া মনে কর, পরন্তু ইহা তোমারও নয়, আমাদিগেরও নয়, কিম্বা অপর কাহারও চিরস্থায়ী নহে। ইহা অপরাপর অনেককে অতিক্রম করিয়া এক্ষণে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে তারক! এই অতি চপলা চঞ্চলা, কিয়ৎকাল তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুংশ্চলীর ন্যায় পুনরায় অপর ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে। ২৫৫—১৬৮। পূর্ব্বে যাহারা এই রত্নৌষধি-সম্পন্ন সরিৎশৈলাকরসমন্বিত, ভুবনত্রয় ভোগ করিয়াছে, ইদানীং আর তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। বীর হিরণ্যকশিপু, দুর্জ্জয় হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ, নমুচি, বীর বিপ্রচিত্তি, বিরোচন, কীর্ত্তি, শূর, বীর বাতাপি, ইল্বল, অশ্বগ্রীব, শম্বর, পুলোমা, মধু, কৈটভ এবং বিশ্বজিৎপ্রমুখ অপরাপর দানবেন্দ্রগণ সকলেই কাল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; কাল সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। ইহারা সকলেই অযুতাযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছে, তুমি যে একাই মহাতপস্বী, তাহা নহে। তাহারা সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, সকলেই বহু শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন এবং সকলেই যথাযোগ্য দাতা ছিল। আর সকলেই দাক্ষায়ণীর সন্তান। তাহারা তেজঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল এবং জয়যুক্ত হইয়াও কাল কর্ত্তৃক প্রতিসংহৃত হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে তখন তোমার শোকে পীড়া জন্মিবে; সুতরাং কামভোগাভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব পরিবর্জ্জন কর। তুমি শোককালেও শোক করিও না, আর হর্ষকালেও হৃষ্ট হইও না; পরন্তু অতীত অনাগত বিষয় পরিহারপূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায়ই

কালঃ সদা যুক্তমতন্দ্রিতম্। ক্ষমস্ব ন চিরাদ্দৈত্য ত্বামপ্যুপগমিষ্যতি ॥ ২৭৭ ॥ কো হি স্থাতুমলং লোকে মম ক্রুদ্ধস্য সংযুগে। কালস্তু বলবান্ প্রাপ্ত-স্তেন তিষ্ঠামি তারক ॥ ২৭৮ ॥ ত্বমেব বেৎসি মাং দৈত্য যোঽহং যাদৃক্‌পরাক্রমঃ। কল্পে কল্পে মহা-দৈত্যাঃ কোটিশোঽর্ব্বুদশো হতাঃ ॥ ২৭৯ ॥ যেষাং ত্বং কোটিভাগেঽপি পরিপূর্ণো ন তারক। কল্পে কল্পে সৃজামীদং ব্রহ্মাদি সকলং জগৎ ॥ ২৮০ ॥ ইচ্ছন্ সঞ্জীবয়াম্যেতদনিচ্ছন্নাশয়ে ক্ষণাৎ। ন হি ত্বাং নোৎসহে হন্তুং সর্ব্বদৈত্যসমাযুতম্ ॥ ২৮১ ॥ অঙ্গুল্যগ্রেণ দৈত্যেন্দ্র পুনর্ধর্ম্মং ন লোপয়ে। যদ্যহং প্রবরো ভূত্বা ধর্ম্মং ব্রহ্মবরাত্মকম্ ॥ ২৮২ ॥ লোপ-য়ামি ততঃ কঞ্চ ধর্ম্মোঽয়ং শরণং ব্রজেৎ। অহং কর্ত্তেতি মা মংস্থাঃ কর্ত্তা যস্তু সদা প্রভুঃ ॥ ২৮৩ ॥ সোঽয়ং কালঃ পচেদ্বিশ্বং বৃক্ষে ফলমিবাগতম্। যৈরেব কর্ম্মভিঃ সৌখ্যং দুঃখং তৈরেব কর্ম্মভিঃ ॥২৮৪॥ প্রাপ্নোতি পুরুষো দৈত্য পশ্য কালস্য চিত্রতাম্। সর্ব্বং কালবশাদেব বোদ্ধব্যং ধীযুতৈর্নরৈঃ ॥ ২৮৫ ॥ স্বকর্ম্মপরিপাকস্য ফলদং বৈ বিদুর্বুধাঃ। তস্মাৎ কর্ম্ম শুভং কার্য্যং পুণ্যাপুণ্যাত্মকঞ্চ যৎ ॥ ২৮৬ ॥ পুণ্যেন তত্র সৌখ্যং স্যাদ্দুঃখং পাপেন নিশ্চিতম্। ইতি সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্র স্বং বচঃ পরিপালয়। মদুক্তং বচনং সর্ব্বং যদি মন্তুমিহার্হসি ॥ ২৮৭ ॥ তারক উবাচ। মামত্র সংস্থিতং দৃষ্ট্বা কালনেমিমুখৈর্যুতম্ ॥ ২৮৮ ॥ কস্যেহ ন ব্যথেদ্বুদ্ধির্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ। সা তে ন ব্যথতে বুদ্ধিরচলা তত্ত্বদর্শিনী ॥ ২৮৯ ॥ ব্রবীষি যদ্যত্ত্বং বাক্যং তত্তথৈব ন সংশয়ঃ। কো হি বিশ্বাসমর্থেষু শরীরে বা শরীরভৃৎ ॥ ২৯০ ॥ কর্ত্তুমুৎসহতে লোকে দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং জগৎ। অহ-মপ্যেবমেবৈনং লোকং জানামাশাশ্বতম্ ॥ ২৯১ ॥ কালাগ্নাবাহিতং ঘোরে গুহ্যে সততগাহ্বরে। ইদমদ্য কারয়্যামি শ্বঃকর্ত্তাস্মীতিবাদিনঃ ॥ ২৯২ ॥ কালো হরাত্ সম্প্রাপ্তে নদীবেগ ইবোন্মুখান্। ইদানীং

সন্তুষ্ট থাকিও। যদিও অনলস ইন্দ্রের প্রতি কাল এক্ষণে প্রতিকূল হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু জানিও যে, অতি অল্পকাল পরেই আবার সেই কাল তোমার প্রতিও প্রতিকূল হইয়া আসিবে। রণস্থলে আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার সমক্ষে থাকিতে পারে, সংসারে এমন কে আছে? কিন্তু হে তারক! কাল বলবান্ বলিয়া আমি এতদবস্থায় রহিয়াছি। ওহে দৈত্য! তুমিও আমাকে এবং আমার যেরূপ পরাক্রম তাহা জান। কল্পে কল্পে কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মহাদৈত্য আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। হে তারক! তুমি কিন্তু তাহাদিগের কোটি ভাগের একভাগতুল্যও নয়। আমি কল্পে কল্পে ব্রহ্মাদি সমগ্র জগৎ সৃজন করিয়া থাকি। আমি ইচ্ছামাত্রে এতৎ সমস্ত সঞ্জীবিত করি, আবার অনিচ্ছায় ক্ষণমাত্রে সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলি। ওহে দৈত্যরাজ! আমি অঙ্গুল্যগ্রে তোমাকে সমস্ত দৈত্যগণ সহ সংহার করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মলোপ করিতে চাহি না; কারণ আমি সকলের প্রধান হইয়া যদি ব্রহ্মার বরদানরূপ ধর্ম্ম পালন না করি, তবে এই ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইবে? তুমি "আমি কর্ত্তা" এরূপ মনে করিও না, যিনি সতত সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, সেই এই কাল বৃক্ষের ফলের ন্যায় সমগ্র জগতের পরিপাক সাধন করিতেছেন। হে দৈত্য! কালের বিচিত্রতা দেখ,—পুরুষ যে কর্ম্মে সুখলাভ করে, সেই কর্ম্মেই আবার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই ধীমান্ জনগণের সমস্তই যে কালবশে সঙ্ঘটিত হয়, ইহা বুঝা উচিত। বুধগণ স্ব স্ব কর্ম্মকেই পরিণামে সুখ-দুঃখাদি ফলদায়ক বলিয়া অবগত আছেন। অতএব শুভকর্ম্মই করা কর্ত্তব্য। পাপ পুণ্য যে যে কর্ম্ম করা যায়, তন্মধ্যে পুণ্য কর্ম্মের ফলে সুখ এবং পাপ কর্ম্মের ফলে দুঃখ ঘটিয়া থাকে; ইহাতে সন্দেহ নাই! হে দৈত্যেন্দ্র! এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যদি আমার কথাগুলি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তবে নিজ বাক্য প্রতিপালন কর। ২৬৯—২৮৭। তারক কহিল,—আমি এখানে কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি; এরূপ অবস্থায় আমাকে দেখিয়া কাহার বুদ্ধিবৈকল্য না ঘটে? বস্তুতঃ হননাভিলাষী মৃত্যুরও বুদ্ধি-বৈকল্য হয়। পরন্তু তোমার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই, কিম্বা তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য ঘটে নাই। তুমি যে যে কথা কহিলে, তাহা তদ্রূপ সত্যই বটে; সংশয় নাই। সমগ্র জগৎই পরি-বর্ত্তনশীল; ইহা দেখিয়া লোকে শরীরধারী কেহ বা বিষয়সমূহে আস্থাবান্ হইতে পারে? আমিও এই সংসারকে এইরূপ অচিরস্থায়ী বলিয়াই জানি। এই সংসার সতত গমনশীল, ঘোর গুহ্য কালাগ্নিতেই আহিত। ইহাতে যাহারা "ইহা অদ্য করিব, ইহা কল্য করিব" ইত্যা-

তাবদেবাসৌ ময়া দৃষ্টো ন বিস্মৃতঃ ॥ ২৯৩ ॥ কালেন ম্রিয়মাণানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে নৃণাম্। ঈর্ষ্যাভিমান-লোভেষু কামক্রোধভয়েষু চ ॥ ২৯৪ ॥ স্পৃহামোহা-তিবাদেষু লোকঃ সক্তো ন বুধ্যতে। গুরুং বাপা-গুরুং বাপি কৃত্যাকৃত্যঞ্চ কেশব ॥ ২৯৫ ॥ জানামি ত্বামহং বিষ্ণো সর্ব্বভূতবরং প্রভুম্। কিং কুর্ম্মঃ স্বস্বভাবেন বলিনা ত্বাং ন মন্মহে ॥ ২৯৬ ॥ কেচিদ্ভ-জন্তি ত্বাং ভক্ত্যা বৈরেণ হেলয়া পরে। সর্ব্বেঽনু-কম্প্যাস্তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২৯৭ ॥ পুরাণঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সমঃ। মামাশ্রিত্য ময়া মুক্তা যান্তু সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ২৯৮ ॥ পুনর্মর্ক-স্বরূপেণ ভ্রাম্যন্ত্বেবং ভুবনত্রয়ম্। স্পৃহাপি যজ্ঞ-ভাগানাং ন কার্য্যা সময়স্ত্বয়ম্ ॥ ২৯৯ ॥ এবমুক্তে তারকেণ দেবা হর্ষং প্রপেদিরে। মুচ্যতে হৃতলোমাপি মেষো লাভো হি সৌনিকাৎ ॥ ৩০০ ॥ শ্রীভগবানু-বাচ। দৈত্যেন্দ্র ভব তত্ত্বজ্ঞো বিদ্যাজ্ঞানতপো-হন্বিতঃ। কালং পশ্যসি সুব্যক্তং পাণাবামলকং যথা ॥ ৩০১ ॥ কালচারিত্রতত্ত্বজ্ঞ শিবভক্ত মহামতে। বজ্রাঙ্গসুত ধন্যোঽসি স্পৃহণীয়োঽসি ধীমতাম্ ॥৩০২॥ যাবত্তে তপসো বীর্য্যং তাবদ্ভুঙ্ক্ষ্ব জগত্রয়ম্। এতেন সময়েনৈতে চরিষ্যন্তি সুরা জগৎ ॥ ৩০৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা মর্কযূথেন বৃতো নারায়ণঃ প্রভুঃ। স্থানাদস্মাদপা-ক্রম্য মেরুং প্রতি যযৌ তদা ॥ ৩০৪ ॥ ততো মেরুং সমাগম্য প্রোবাচ বচনং হরিঃ। ভবন্তো যান্তু ব্রহ্মাণং স ধাস্যতি চ বো হিতম্ ॥ ৩০৫ ॥ অপ্রমত্তৈঃ সদা ভাব্যং পাল্যশ্চ সময়স্তথা। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩০৬ ॥ প্রণতঃ সংস্তুতো দেবৈস্ত্রৈলোক্যঞ্চ সুরা যযুঃ ॥ ৩০৭ ॥ দিব্যোক্তমৈস্তত্র গতৈরভিষ্টুতো বিদীপ্ততেজা ভুবনত্রয়েঽপি। বজ্রাঙ্গ-পুত্রোঽপি মুমোদ বীরঃ শিবপ্রসাদেন মহর্দ্ধিমাপ্য ॥ ৩০৮ ॥ স্বয়মিন্দ্রো নিমির্বহ্নিঃ কালনেমির্যমোঽপি চ। স্তম্ভশ্চ নির্ঋতিস্থানে মহিষো বরুণস্তথা ॥ ৩০৯ ॥

কার জল্পনা করে, কাল নদীবেগের ন্যায় সম্মুখগত সেই সকল ব্যক্তিকে অপহরণ করিয়া থাকে। আমি সম্প্রতিই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; বিস্মৃত হই নাই। কাল কর্ত্তৃক অপহ্রিয়-মাণ নরগণের প্রলাপ শুনা যাইতেছে। জনগণ ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, কামনা, মোহ ও বাচালতায় আসক্ত থাকিয়া ইহা বুঝিতেছে না। হে কেশব! গুরু অগুরু, কর্ম্ম অকর্ম্ম, এবং তুমি যে সর্ব্বভূতের প্রধান ও প্রভু, আমি ইহা জানি, কিন্তু হে বিষ্ণো! কি করিব, স্বীয় বলবান্ স্বভাবের বাধ্য হইয়া তোমাকে গ্রাহ্য করিতেছি না। কেহ তোমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে, কেহ বা বৈরভাবে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি সমস্ত দেহীর অন্তরাত্মা বলিয়া তাহারা সকলেই তোমার কৃপাভাজন হইয়া থাকে। পুরাতন ধর্ম্ম চির-স্থায়ী; উহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই সমান। অতএব দেবগণ আমাকে আশ্রয় করিয়া এক্ষণে মৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া সকলেই প্রস্থান করুক; কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, ইহারা মর্কটরূপেই ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করুক, যজ্ঞভাগের স্পৃহাও যেন করে না। এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। তারকাসুর এইরূপ বলিলে দেবগণ হৃষ্ট হইলেন। পশুঘাতী সৌনিক যে, লোমমাত্র কাটিয়া রাখিয়াই ছাড়িয়া দেয়, মেষের পক্ষে ইহাই বিশেষ লাভ। ২৮৮—৩০০।

ভগবান্ কহিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! করতলগত আমলকী ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই তুমি কালতত্ত্ব সম্যক অবলোকন করিতেছ, সুতরাং বিদ্যা জ্ঞান ও তপস্যায় সমৃদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী হও। ওহে কালচরিত্রতত্ত্বজ্ঞ, শিবভক্ত, মহামতি, বজ্রাঙ্গনন্দন! তুমি ধন্য এবং জ্ঞানিগণের স্পৃহণীয়। যাবৎ কাল তোমার তপস্যার প্রভাব থাকে, তাবৎ তুমি জগৎত্রয় উপভোগ কর। সুরগণ এই নিয়মানু-সারেই জগতে বিচরণ করিবেন। প্রভু নারায়ণ তখন এই বলিয়া সেই মর্কটযূথে পরিবৃত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক মেরু গিরিতে যাত্রা করিলেন। পরে মেরুগিরিতে উপস্থিত হইয়া হরি দেবগণকে কহিলেন যে, আপনারা ব্রহ্মার সমীপে যাউন; তিনি আপনাদিগের হিত বিধান করিবেন। আপনারা সতত সাবধানে থাকিয়া তারককথিত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। এই কথার পর ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত ও নমস্কৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। সুরগণও ব্রহ্মার নিকট প্রস্থান করিলেন। বজ্রাঙ্গ-পুত্র বীর তারকাসুরও শিবপ্রসাদে মহাসমৃদ্ধি লাভ করিয়া সমীপাগত প্রধান প্রধান জনগণ কর্ত্তৃক দিব্য স্তবে স্তুত হইয়া ত্রিভুবনে দীপ্ততেজে বিরাজ-মান হইল। সেই তারকাসুর স্বয়ং ইন্দ্র হইল এবং নিমিকে বহ্নির, কালনেমিকে যমের, স্তম্ভকে নির্ঋতির, মহিষকে বরুণের, মেষকে বায়ুর, কুজ-

মেষো বাতাধিকারী চ কুজস্তো ধনদোঽভবৎ। অন্যেষাং চাধিকারাংশ্চ দৈত্যানাং তারকো দদৌ॥ ৩১০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবাসুরসংগ্রামে তারকবিজয়ো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

ন্তকে কুবেরের আর অপরাপর দৈত্যকে অন্যান্য দেবতার স্থানে নিযুক্ত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। ৩০১—৩১০।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। এবং বিপ্রকৃতা দেবা মহেন্দ্রসহিতাস্তদা। যযুঃ স্বায়ম্ভুবং ধাম মর্কটরূপমাশ্রিতাঃ॥ ১॥ ততশ্চ বিস্মিতো ব্রহ্মা প্রাহ তান্ সুরপুঙ্গবান্। স্বরূপেণেহ তিষ্ঠধ্বং নাত্র বস্তারকাদ্ভয়ম্॥ ২॥ ততো দেবাঃ স্বরূপস্থাঃ প্রম্লানবদনাম্বুজাঃ। তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে পিতরং পুত্রকা যথা॥ ৩॥ নমো জগৎপ্রসূতৈতাতে হেতবে পালকায় চ। সংহর্ত্রে চ নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়েঽবস্থাস্তব প্রভো॥ ত্বমপঃ প্রথমং সৃষ্টা তাসু বীর্য্যমবাসৃজঃ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং যস্মিল্লোঁকাশ্চরাচরাঃ॥ ৫॥ বেদেষ্বাহুর্বিরাড়্রূপং ত্বামেকরূপমীদৃশম্। পাতালং পাদমূলঞ্চ পার্ষ্ণিপাদে রসাতলম্॥ ৬॥ মহাতলং চাস্য গুল্ফৌ জঙ্ঘে চাপি তলাতলম্। সুতলং জানুনী চাস্য উরূ চ বিতলাতলে॥ ৭॥ মহীতলঞ্চ জঘনং নাভিশ্চাস্য নভস্তলম্। জ্যোতিঃপদমুরঃস্থানং স্বর্লোকো বাহুরুচ্যতে॥ ৮॥ গ্রীবা মহশ্চ বদনং জনলোকঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। ললাটঞ্চ তপোলোকঃ শীর্ষং সত্যমুদাহৃতম্॥ ৯॥ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নয়নে দিশঃ শ্রোত্রে নাসিকাশ্বিনৌ। আত্মানং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থমাহুস্ত্বাং বেদবাদিনঃ॥ ১০॥ এবং যে তে বিরাড়্রূপং সংস্মরন্ত উপাসতে। জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা যান্তি ত্বাং পরমং পদম্॥ ১১॥ এবং স্থূলং প্রাণিময়ঞ্চ সূক্ষ্মং ভাবে ভাবে ভাবিতং ত্বাং গৃণন্তি। সর্ব্বত্রস্থং ত্বামতঃ প্রাহুর্বেদাস্তস্মৈ তুভ্যং পদ্মজ ইদ্ধিবেম॥ ১২॥ এবং স্তুতো বিরিঞ্চিস্তু কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ। জানন্নপি তদা প্রাহ তেষামাশ্বাসহেতবে॥ ১৩॥ সর্ব্বে ভবন্তো দুঃখার্ত্তাঃ পরিম্লানমুখাম্বুজাঃ। ভ্রষ্টায়ুধাস্তথাকস্মাদ্ভ্রষ্টাভরণ-

---

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এইরূপে লাঞ্ছিত দেবগণ মহেন্দ্রের সহিত মর্কটরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা সেই সুরগণকে তদবস্থ দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন যে, তোমরা এখানে স্ব স্ব রূপে অবস্থান কর; এখানে তোমাদিগের তারকের ভয় নাই। পরে দেবগণ স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া অতি ম্লানমুখ-পঙ্কজে প্রণতিপূর্ব্বক পিতাকে পুত্রগণের ন্যায় ব্রহ্মাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি জগতের প্রসবকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার। আপনিই ত্রিবিধ অবস্থায় জগতের সৃজন পালন ও সংহার এই তিন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে যে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন; তাহাই হৈম অণ্ডাকার প্রাপ্ত হয়; সেই অণ্ডেই এই চরাচর লোকসমূহ জন্মিয়াছে। আপনি এই দৃশ্যমান একরূপ; পরন্তু বেদে আপনাকে বিরাট্‌রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে! সেই বিরাট্‌মূর্ত্তির পাদমূলে পাতাল, পাদপার্ষ্ণি রসাতল, গুল্ফ মহাতল, জঙ্ঘা তলাতল, জানু সুতল, উরু, বিতল, জঘনস্থল মহীতল, নাভি নভস্তল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল বক্ষঃস্থল, বাহু স্বর্লোক, গ্রীবা মহর্লোক, বদন জনলোক, ললাট তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, চন্দ্র-সূর্য্য নয়নদ্বয়, দিক্ কর্ণদ্বয়, অশ্বিনীকুমারযুগল নাসিকা এবং পরমাত্মাই ব্রহ্মরন্ধ্র। বেদবাদীরা আপনাকে এইরূপেই বর্ণন করিয়া থাকেন। ১—১০। যাহারা আপনার এই বিরাট্‌রূপের ধ্যান সহকারে উপাসনা করে, তাহারা জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে পদ্মজ! আপনাকে এই প্রকার স্থূল এবং সমস্ত ভাবপদার্থ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বেদ সকল আপনাকে সর্ব্বত্রস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আপনি এবম্বিধ, আপনাকে আমরা প্রণাম করি। ব্রহ্মা দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া করুণাপরিপ্লুত চিত্তে সমস্ত তত্ত্ব অবগত থাকিলেও, তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানার্থ কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদিগের মুখকমল পরিম্লান হইয়াছে; সহসা সকলেই দুঃখার্ত্ত, অস্ত্র বস্ত্র

বাসসঃ॥ ১৪ ॥ মমৈবেয়ং কৃতির্দ্দেবা ভবতাং যদ্বিড়ম্বনা। যদ্বৈরাজশরীরে মে ভবন্তো বাহুসংজ্ঞকাঃ॥ ১৫ ॥ যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং ধার্ম্মিকং চোর্জ্জিতং মহৎ। তত্রাসীদ্বাহুনাশো মে বাহুস্থানে চ তে মম॥ ১৬॥ তন্নূনং মম ভগ্নৌ চ বাহূ তেন দুরাত্মনা। যেন চোপহৃতং দেবাস্তন্মমাখ্যাতুমর্হথ॥ ১৭ ॥ দেবা ঊচুঃ। যোঽসৌ বজ্রাঙ্গতনয়স্ত্বয়া দত্তবরঃ প্রভো। ভৃশং বিপ্রকৃতাস্তেন তত্ত্বং জানাসি তত্ত্বতঃ॥ ১৮ ॥ যন্মহীসমুদ্রস্য তটং শার্ব্বিকতীর্থকম্। তদাক্রম্য কৃতং তেন মরুভূমিসমং প্রভো॥ ১৯ ॥ ঋদ্ধয়ঃ সর্ব্বদেবানাং গৃহীতাস্তেন সর্ব্বতঃ। মহাভূতস্বরূপেণ স এব চ জগৎপতিঃ॥ ২০ ॥ চন্দ্রসূর্য্যৌ গ্রহাস্তারা যচ্চান্যদ্দেবপক্ষতঃ। তচ্চ সর্ব্বং নিরাকৃত্য স্থাপিতো দৈত্যপক্ষকঃ॥ ২১ ॥ বয়ঞ্চ বিধৃতাস্তেন বহুপহসিতাস্তথা। বিষ্ণোঃ প্রসাদান্মুক্তাশ্চ কথঞ্চিদিব কষ্টতঃ॥ ২২ ॥ তদ্বয়ং শরণং প্রাপ্তাঃ পীড়িতাঃ ক্ষুত্তৃষার্দ্দিতাঃ। ধর্ম্মরক্ষাকরাশ্চেতি সঞ্চিন্ত্য ত্রাতুমর্হসি॥ ২৩॥ ইত্যুক্তঃ স্বাত্মভূর্দেবঃ সুরৈর্দৈত্যবিচেষ্টিতম্। সুরান্নুবাচ ভগবানতঃ সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ॥ ২৪॥ অবধ্যস্তারকো দৈত্যঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। যস্য বধ্যশ্চ নাদ্যাপি স জাতো ভগবান্ পুনঃ॥ ২৫॥ ময়া চ বরদানেন ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ॥ ২৬॥ তপসা স হি দীপ্তোঽভূৎ ত্রৈলোক্যদহনাত্মকঃ। স চ বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ॥ ২৭॥ স চ সপ্তদিনো বালঃ শঙ্করাদ্‌যো ভবিষ্যতি। তারকস্য চ বীরস্য বধকর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ২৮॥ সতী নাম তু যা দেবী বিনষ্টা দক্ষহেলয়া। সা ভবিষ্যতি কল্যাণী হিমাচলশরীরজা॥ ২৯॥ শঙ্করস্য চ তস্যাশ্চ যত্নঃ কার্য্যঃ সমাগমে। অহমপ্যস্য কার্য্যস্য শেষং কর্ত্তা ন সংশয়ঃ॥ ৩০॥ ইত্যুক্তাস্ত্রিদশাস্তেন সাক্ষাৎ কমলযোনিনা। জগ্মুর্মেরুং প্রণম্যেশং মর্করূপেণ সংবৃতাঃ॥ ৩১ ॥ ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

ও আভরণহীন হইয়াছেন। হে দেবগণ! আপনাদিগের যে এই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, ইহা প্রকারান্তরে আমারই বিড়ম্বনা। যেহেতু মদীয় বৈরাজ-শরীরে আপনারাই বাহুসংজ্ঞায় অভিহিত। কারণ, জগতে যাহা যাহা বিভূতিসম্পন্ন, ঊর্জ্জিত, মহৎ বা ধার্ম্মিক, তাহাই আমার বাহুস্থানীয়। এ সকল আমার বাহুস্থানীয় বলিয়া আমার বাহুনাশই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। যে দুরাত্মা আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যসমূহ অপহরণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা আমার বাহুই ভগ্ন করিয়াছে; সন্দেহ নাই। যাহা হউক সে দুরাত্মা কে?—তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। দেবগণ কহিলেন,—হে বিভো! আপনি যে বজ্রাঙ্গপুত্র তারকাসুরকে বরদান করিয়াছেন, সে-ই আমাদিগকে এরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছে। আপনি তো সে তত্ত্ব জ্ঞাতই আছেন। প্রভো! মহীসাগরসঙ্গমের তটভাগে যে শিবতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, সে সেই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া মরুভূমিপ্রায় করিয়াছে। সমস্ত দেবগণের যাবতীয় ঋদ্ধি সে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। মহাভূতাকার পরিগ্রহ করিয়া সে-ই এখন জগৎপতি হইয়াছে। দেবপক্ষীয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদি সকলকে বিতাড়িত করিয়া তত্তৎস্থলে দৈত্যপক্ষ স্থাপন করিয়াছে। আমাদিগকেও সে বন্দী করিয়া বহু বহু উপহাস করিয়াছে; পরন্তু শেষে বিষ্ণুর প্রসাদে কোন প্রকারে অতি ক্লেশে মুক্তিলাভ করিয়াছি। আমরা এক্ষণে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিমাত্র পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমরা ধর্ম্মরক্ষাকারী, ইহা বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আত্মজন্মা ব্রহ্মা সুরাসুরগণের এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তান্তে সুরগণকে তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। ১১—২৪। ব্রহ্মা কহিলেন,—তারকাসুর সমস্ত সুরাসুরবর্গের অবধ্য; পরন্তু সে যাহার বধ্য, সে মহাত্মার অদ্যাপি জন্ম হয় নাই। সেই তারকাসুর তপস্যা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া ত্রৈলোক্যদহনক্ষম হইয়াছিল, দেখিয়া আমি তাহাকে সানুনয়ে বরদান করিয়া তপস্যা হইতে বিরত করিয়াছি। সেই দৈত্য সপ্তদিনবয়স্ক বালক হইতে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে, এই বর লইয়াছিল। পরন্তু শঙ্কর হইতে যে বালক জন্মিবে, সপ্তদিন বয়সে সে, বীর তারকাসুরকে নিহত করিবে। দক্ষের অবমাননায় তদীয় কন্যা সতীদেবী যে বিনষ্ট হইয়াছেন, তিনি হিমালয়ের কল্যাণী কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। শঙ্করসহ সেই দেবীর যাহাতে সমাগম ঘটে, তদ্বিষয়ে আপনারা যত্ন করিবেন। আমিও এ কার্য্যের অবশিষ্ট কর্ত্তব্যাংশ সম্পাদন করিব; সন্দেহ নাই। কমলযোনির মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ সেই ঈশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক মর্কটরূপে সকলে একত্রে মেরু পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। দেবগণ প্রস্থান

নিশাং সম্মার ভগবান্ স্বাং তনুং পূর্ব্বসম্ভবাম্ ॥ ৩২ ॥ ততো ভগবতী রাত্রিরূপতস্থে পিতামহম্। তাং বিবিক্তে সমালোক্য তথোবাচ বিভাবরীম্ ॥ ৩৩ ॥ বিভাবরি মহৎ কার্য্যং বিবুধানামুপস্থিতম্। তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ তারকো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সুরকেতুরনির্জ্জিতঃ। তস্যাভাবায় ভগবান্ জনয়িষ্যতি যং শিবঃ ॥ ৩৫ ॥ সুতঃ স ভবিতা তস্য তারকস্যান্তকারকঃ। অহং স্বাদৌ যদা জাতস্তদাপশ্যং পুরঃ স্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতম্। দৃষ্ট্বা তমব্রবং দেবং ভজস্বেতি চ ভক্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো নারী পৃথগ্‌জাতা পুরুষশ্চ তথা পৃথক্। তস্যাশ্চৈবাংশজাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্রিভুবনে স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ একাদশ চ রুদ্রাশ্চ পুরুষাস্তস্য চাংশজাঃ। তাং নারীমহমালোক্য পুত্রং দক্ষমথাব্রবম্ ॥ ৩৯ ॥ ভজস্ব পুত্রীং জগতী মমাপি চ তবাপি চ। পুন্দুঃখনরকাত্ত্রাত্রী পুত্রী তে ভাবিনী প্রিয়ম্ ॥ ৪০ ॥ এবমুক্তো ময়া দক্ষঃ পুত্রীত্বে পরিকল্পিতাম্। রুদ্রায় দত্তবান্ ভক্ত্যা নাম দত্ত্বা সতীতি যৎ ॥ ৪১ ॥ ততঃ কালে চ কস্মিংশ্চিদবমেনে চ তাং পিতা। মুমূর্ষুঃ পাপসঙ্কল্পো দুরাত্মা কুলকজ্জলঃ ॥ ৪২ ॥ যে রুদ্রং নৈব মন্যন্তে তে স্ফুটং কুলকজ্জলাঃ। পিশাচাস্তে দুরাত্মানো ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৪৩ ॥ অবমানেন তস্যাপি যথা দেবী জহৌ তনুম্। যথা যজ্ঞঃ স চ ধ্বস্তো ভবেন বিদিতং হি তে ॥ ৪৪ ॥ অধুনা হিমশৈলস্য ভবিত্রী দুহিতা চ সা। মহেশ্বরং পতিং সা চ পুনঃ প্রাপ্স্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥ তদিদং চ ত্বয়া কার্য্যং মেনাগর্ভে প্রবিশ্য চ। তস্যাশ্ছবিং কুরু কৃষ্ণাং যথা কালী ভবেত্তু সা ॥ ৪৬ ॥ যদা রুদ্রোপহসিতা তপস্তপ্স্যতি সা মহৎ। সমাপ্তনিয়মা দেবী যদা চোগ্রা ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ স্বয়মেব যদা রূপং সুগৌরং প্রতিপৎস্যতে। বিরহেণ হরশ্চাস্যা মত্বা শূন্যং জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্যৈব হিমশৈলস্য কন্দরে সিদ্ধসেবিতে। প্রতীক্ষমাণস্তাং দেবীমুগ্রং সন্তপ্স্যতে তপঃ ॥ ৪৯ ॥ তয়োঃ সুতপ্রতপসোর্ভবিতা যো মহান্

করিলে পর লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা স্বীয় পূর্ব্বসম্ভুতা নিশা-মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে ভগবতী রাত্রিদেবী সেখানে উপস্থিত হইলে পিতামহ সেই বিভাবরীকে একান্তে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন,—অয়ি বিভাবরি! সম্প্রতি দেবগণের মহৎ কার্য্য উপস্থিত; দেবি! সে কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে। সেই কার্য্য-বিবরণ শ্রবণ কর। দৈত্যপতি তারকাসুর দেবগণের অজেয় এবং কেতুসম পীড়াপ্রদ; তাহারই বিনাশের জন্য যত্ন করিতে হইবে। ভগবান্ শিব যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, সেই পুত্রই তারকের অন্তকারক হইবে। আদিকালে আমি যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন সম্মুখে বিশ্বব্যাপী অর্দ্ধনারীশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি সহকারে বলি যে, আপনি বিভক্ত হউন। এই কথা কহিলে পর সেই নারীমূর্ত্তি ও পুরুষমূর্ত্তি পরস্পর পৃথক্ হয়। সেই নারীর অংশেই ত্রিভুবনের নারী সকল জন্মিয়াছে। একাদশ রুদ্র এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পুরুষ সেই পুরুষের অংশ। আমি নারীকে দেখিয়া মদীয় পুত্র দক্ষকে কহিলাম যে, তুমি ইহাঁকে পুত্রীরূপে পরিগ্রহ কর, তাহাতে এ জগৎ তোমার আমার উভয়েরই সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে; আর ইনিও পুরুষের নরক-দুঃখত্রাণকারিণী পুত্রী হইয়া তোমার হিতবিধান করিবেন। আমার এই কথা শুনিয়া সেই দক্ষ, দেবীকে সতীনাম্নী পুত্রীরূপে কল্পনা করিয়া ভক্তিসহকারে রুদ্রদেবকে সম্প্রদান করেন। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে কুলকজ্জল পাপমনাঃ দুরাত্মা মুমূর্ষু পিতা দক্ষ সেই দেবীর অবমাননা করে। বস্তুতঃ যাহারা রুদ্রদেবকে সম্মান না করে, তাহারা কুলকজ্জলই বটে। সেই দুরাত্মা পিশাচেরা ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। দক্ষ অবমাননা করিলে সেই দেবী যেরূপে দেহত্যাগ করেন এবং ভবদেব কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞ যে প্রকারে বিধ্বস্ত হয়, তাহাত, তুমি জ্ঞাতই আছ। ২৫—৪৪। এক্ষণে সেই দেবী হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন এবং পুনরায় মহেশ্বরকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন; সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহকান্তি যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ হয়, যাহাতে তিনি কৃষ্ণবর্ণত্ব নিবন্ধন রুদ্র কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া গৌরবর্ণত্ব প্রাপ্তি নিমিত্ত সুঘোর তপস্যাচরণ করেন, তাহা করিও। সেই দেবী নিয়ম সমাপ্ত করিয়া যখন উগ্র তপঃপ্রভাব লাভ করিবেন, তখন তাঁহার রূপ 'আপনিই গৌর হইবে। সেই সতী দেবীর বিরহে কাতর হইয়া হর দেব ত্রিজগৎ শূন্য বোধে সেই দেবীর পুনঃপ্রাপ্তি বাসনায় হিমালয়েরই সিদ্ধসেবিত কন্দরে উগ্র তপস্যাচরণ করিতেছেন। ইহাঁরা উভয়ে

স্মৃতঃ। ভবিষ্যতি স দৈত্যস্ত তারকস্ত নিবারকঃ॥ ৫০॥ তপসো হি বিনা নাস্তি সিদ্ধিঃ কুত্রাপি শোভনে। সর্ব্বাসাং কর্ম্মসিদ্ধীনাং মূলং হি তপ উচ্যতে॥ ৫১॥ ত্বয়াপি দানবো দেবী-দেহনির্গতয়া তদা। চণ্ডমুণ্ডপুরোগাশ্চ হন্তব্যা লোককণ্টকাঃ॥৫২॥ যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ ত্বং দেবি নিহনিষ্যসি। চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥ ৫৩॥ ততস্ত্বাং বরদে দেবি লোকঃ সম্পূজয়িষ্যতি। ভেদৈর্বহুবিধাকারৈঃ সর্ব্বগাং কামসাধনীম্॥ ৫৪॥ ওঙ্কারবক্ত্রাং গায়ত্রীং ত্বামর্চ্চন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। ঊর্জ্জিতাং বলদাঞ্চাপি রাজানঃ সুমহাবলাঃ॥ ৫৫॥ বৈশ্যাশ্চ ভূতিমিত্যেব শিবাং শূদ্রাস্তথা শুভে। ক্ষান্তির্মুনীনামক্ষোভ্যা দয়া নিয়মিনামপি॥ ৫৬॥ ত্বং মহোপায়সন্দোহা নীতির্নয়বিসর্পিণাম্। পরিস্থিতিস্ত্বমর্থানাং ত্বমহো প্রাণিকা মতা॥ ৫৭॥ ত্বং মুক্তিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্। রতিস্ত্বং রতিচিত্তানাং প্রীতিস্ত্বং হৃদ্যদর্শিনাম্॥ ৫৮॥ ত্বং কান্তিঃ শুভরূপাণাং ত্বং শান্তিঃ শুভকর্ম্মিণাম্। ত্বং ভ্রান্তির্মূঢ়চিত্তানাং ত্বং ফলং ক্রতুযাজিনাম্॥ ৫৯॥ জলধীনাং মহাবেলা ত্বঞ্চ লীলা বিলাসিনাম্। সম্ভূতিস্ত্বং পদার্থানাং স্থিতিস্ত্বং লোকপালিনী॥ ৬০॥ ত্বং কালরাত্রির্নিঃশেষভুবনাবলিনাশিনী। প্রিয়কণ্ঠগ্রহানন্দদায়িনী ত্বং বিভাবরী॥ ৬১॥ প্রসীদ প্রণতানস্মান্ সৌম্যদৃষ্ট্যা বিলোকয়॥ ৬২॥ ইতি স্তবন্তো যে দেবি পূজয়িষ্যন্তি ত্বাং শুভে। তে সর্ব্বকামানাপ্স্যন্তি নিয়তা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৩॥ ইত্যুক্তা তু নিশাদেবী তথেত্যুক্তা কৃতাঞ্জলিঃ। জগাম ত্বরিতা পূর্ব্বং গৃহং হিমগিরের্মহৎ॥ ৬৪॥ তত্রাসীনাং মহাহর্ম্ম্যে রত্নভিত্তিসমাশ্রয়ে। দদর্শ মেনামাপাণ্ডুচ্ছবিবক্ত্রসরোরুহাম্॥ ৬৫॥ কিঞ্চিচ্ছ্যামমুখোদগ্রস্তনভাগাবনামিতাম্। মহৌষধিগণাবদ্ধমন্ত্ররাজনিষেবিতাম্॥ ৬৬॥ ততঃ কিঞ্চিৎ প্রমিলিতে মেনানেত্রাম্বুজদ্বয়ে। আবিবেশ মুখং রাত্রির্ব্রহ্মণো বচনাত্তদা॥ ৬৭॥ জন্মদায়া জগন্মাতুঃ ক্রমেণ জঠরান্তরম্। অরঞ্জয়চ্ছবিং দেব্যা গুহমাতুর্বিভাবরী॥ ৬৮॥ ততো জগন্মঙ্গলদা মেনা হিমগিরেঃ প্রিয়া। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে প্রাসূয়ত শুভাননাম্॥ ৬৯॥ তস্যাস্তু জায়-

---

অতিশয় তপস্যাচরণ করিয়া যে মহান্ পুত্র উৎপাদন করিবেন, সেই পুত্রই তারক দানবের দমনে সমর্থ হইবে। ৪৫—৫০। অয়ি শোভনে! তপস্যা ব্যতীত কুত্রাপি সিদ্ধি লাভ হয় না, তপস্যাই সমস্ত সিদ্ধির মূল বলিয়া কীর্ত্তিত। তুমিও সেই দেবীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া চণ্ডমুণ্ডপ্রমুখ দানবগণকে নিহত করিও। দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড দৈত্যকে নিহত করিবে, সেই জন্য তখন হইতে তোমার 'চামুণ্ডা' নামে সংসারে খ্যাতি লাভ হইবে। হে বরদায়িনি দেবি! সেই হইতে লোকসকল তোমার সর্ব্বগামিণী কামসাধিনী বিবিধ মূর্ত্তির পূজা করিতে থাকিবে। দ্বিজোত্তমগণ তোমাকে ওঁকারমুখী গায়ত্রীরূপে, মহাবল ক্ষত্রিয়গণ বলদায়িনী ঊর্জ্জিতারূপে, বৈশ্যগণ ভূতিরূপে এবং হে শুভে! শূদ্রগণ তোমাকে শিবারূপে অর্চ্চনা করিবে। তুমি মুনিগণের অক্ষোভ্যা ক্ষান্তি, নিয়মীদিগের দয়া, নীতিপথানুসারীদিগের মহোপায়সমূহরূপা, অর্থসমূহের পরিস্থিতি এবং তুমিই প্রাণশক্তি। তুমি সর্ব্বভূতের মুক্তি, সর্ব্বদেহীর গতি, রতিসমুৎসুকদিগের রতি, প্রীতিপরায়ণগণের প্রীতি, শুভমূর্ত্তিগণের কান্তি, শুভকর্ম্মাদিগের শান্তি, মূঢ়চেতাদিগের ভ্রান্তি, ক্রতুযাগকারীদিগের যাগফল, জলধিসমূহের মহাবেলা, ও বিলাসীদিগের লীলা! তুমি পদার্থনিচয়ের সম্ভূতি, তুমি লোকপালন হেতু স্থিতি এবং তুমিই নিঃশেষরূপে ভুবনশ্রেণী-বিনাশিনী কালরাত্রি। তুমিই প্রিয়জনের কণ্ঠগ্রহানন্দ-প্রদায়িনী বিভাবরী। তুমি প্রসন্ন হইয়া এই প্রণত জনগণের প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর। হে শুভে দেবি! যে জন তোমাকে এই স্তব পাঠান্তে পূজা করিবে; সে নিয়ত সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। নিশাদেবী ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিকরে, 'তাহাই করিতেছি', বলিয়া ত্বরিতগমনে প্রথমতঃ হিমালয়ভবনে গিয়া রত্নভিত্তিময় মহাহর্ম্ম্য মধ্যে আপাণ্ডুবদনপঙ্কজা মেনকাকে সমাসীনা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন— মেনকার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ শ্যামলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্ফীত স্তনভারে তিনি কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। মন্ত্রপূত মহৌষধিগণ তদীয় দেহে আবদ্ধ রহিয়াছে। অতঃপর মেনকা নেত্রদ্বয় কিঞ্চিৎ নিমীলিত করিলে পর বিভাবরী দেবী ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সেই জগন্মাতার জননীর জঠরমধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভগত গুহ-জননীর শরীরকান্তি নিজ তেজে রঞ্জিত করিলেন। অতঃপর শুভগ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে হিমগিরিজায়া

মানায়াং জন্তবঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ। অভবন্ সুখিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকনিবাসিনঃ ॥ ৭০ ॥ অভবৎ ক্রূরসত্ত্বানাং চেতঃ শান্তঞ্চ দেহিনাম্। জ্যোতিষামপি তেজস্ত্বমভবৎ সুতরাং তদা ॥ ৭১ ॥ বনাশ্রিতাশ্চৌষধয়ঃ স্বাদবন্তি ফলানি চ। গন্ধবন্তি চ মাল্যানি বিমলঞ্চ নভোঽভবৎ ॥ ৭২ ॥ মারুতশ্চ সুখস্পর্শো দিশশ্চ সুমনোহরাঃ। বিস্মৃতানি চ শাস্ত্রাণি প্রাদুর্ভাবং প্রপেদিরে ॥ ৭৩ ॥ প্রভাবস্তীর্থমুখ্যানাং তদা পুণ্যতমোঽভবৎ। সত্যে ধর্ম্মে চাধ্যয়নে যজ্ঞে দানে তপস্যপি ॥ ৭৪ ॥ সর্ব্বেষামভবচ্ছ্রদ্ধা জন্মকালে গুহারণেঃ। অন্তরিক্ষেঽমরাশ্চাপি প্রহৃষ্টোৎফুল্ললোচনাঃ। ৭৫ ॥ হরিব্রহ্মমহেন্দ্রার্কবায়ুবহ্নিপুরোগমাঃ। পুষ্পবৃষ্টিং প্রমুমুচুস্তস্মিন মেনাগৃহে শুভে ॥ ৭৬ ॥ মেরুপ্রভৃতয়শ্চাপি মূর্ত্তিমন্তো মহানগাঃ। তস্মিন্ মহোৎসবে প্রাপ্তা বীরকাংস্যোপশোভিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ সাগরাঃ সরিতশ্চৈব সমাজগ্মুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৭৮ ॥ হিমশৈলোঽভবল্লোকে তদা সর্ব্বৈশ্চরাচরৈঃ। সেব্যশ্চাপ্যভিগম্যশ্চ পূজনীয়শ্চ ভারত ॥ ৭৯ ॥ অনুভূয়োৎসবং তে চ জগ্মুঃ স্বানালয়া মুদা ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশমাহাত্ম্যে পার্ব্বতীজন্মবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততশ্চ শৈলজা দেবী চিক্রীড় সুভগা তদা। দেবগন্ধর্ব্বকন্যাভির্নগকিন্নরসম্ভবাঃ। মুনীনাঞ্চাপি যাঃ কন্যাস্তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ শোভনা ॥ ১ ॥ কদাচিদথ মেরুস্থো বাসবঃ পাণ্ডুনন্দন। সস্মার মাং যথৌ চাহং সংস্মৃতো বাসবং তদা ॥ ২ ॥ মাং দৃষ্ট্বা চ সহস্রাক্ষঃ সমুত্থায়াতিহর্ষিতঃ। পূজয়ামাস তাং পূজাং প্রতিগৃহ্যাহমব্রবম্ ॥ ৩ ॥ মহাসুরমহোন্মাদকালানল দিবস্পতে। কুশলং বিদ্যতে কচ্চিত্তব কচ্চিচ্চ নন্দসি ॥ ৪ ॥ পৃষ্টস্ত্বেবং ময়া শক্রঃ প্রোবাচ বচনং স্ময়ন। কুশলস্যাঙ্কুরস্তাবৎ সম্ভূতো ভুবনত্রয়ে ॥ ৫ ॥ তৎফলোদয়সম্পত্তৌ তদ্বান্ সংস্মৃতো মুনে। বেৎসি সর্ব্বমতঃ ত্বং বৈ তথাপি পরিনোদকঃ ॥ ৬ ॥ নির্বৃতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থং সুহৃজ্জনে ॥ ৭ ॥

জগন্মঙ্গল-দায়িনী মেনকা শুভাননা তনয়া প্রসব করিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বলোকবাসী চরাচর প্রাণিবর্গ সকলেই সুখী হইল। ক্রূর প্রাণিগণেরও চিত্ত তখন শান্তভাব ধারণ করিল। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বন্য ওষধি ও ফলমূল সকল সুস্বাদ, মাল্যসমূহ সমধিক গন্ধ-সম্পন্ন ও নভোমণ্ডল বিমল হইয়া উঠিল। দিক্‌সকল মনোহরাকার ধারণ করিল এবং বায়ুও সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনগণের অন্তঃকরণে বিস্মৃত শাস্ত্র সকলও প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইল। তীর্থসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল; এবং সেই গুহজননীর জন্মকালে সকলেরই সত্য ধর্ম্ম অধ্যয়ন যজ্ঞ দান তপস্যাদি সৎকার্য্যে সমধিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তখন হরি ব্রহ্মা মহেন্দ্র সূর্য্য বায়ু বহ্নি প্রমুখ দেবগণ হর্ষোৎফুল্ললোচনে অন্তরীক্ষতলে থাকিয়া মেনকার সেই শুভ ভবনে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মেরু প্রভৃতি মহাগিরিবর্গও মূর্ত্তিমান্ হইয়া বীরকাংস্য লইয়া সেই মহোৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন। আর সাগর ও সরিৎসমূহও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হে ভারত! হিমশৈল তখন সমগ্র চরাচরের অভিগম্য, সেব্য ও পূজনীয় হইয়া উঠিল। পরে সকলেই সেখানে উৎসব নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিল।৫১—৮০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর শুভগা সুন্দরী শৈলনন্দিনী ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিয়া দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ভূধর মুনি প্রভৃতির কন্যাগণ সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! অতঃপর একদা মেরুগিরিস্থ বাসবদেব আমাকে স্মরণ করিলেন; আমিও তদীয় স্মৃতিমাত্র সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সহস্রাক্ষ আমাকে দেখিয়া অতিশয় হর্ষসহকারে উত্থানপূর্ব্বক যথাযোগ্য পূজা করিলেন। আমি তদীয় পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম,—হে মহাসুর-মহাগর্ব্ব-কালানল, সুরনাথ! আপনার কুশল তো? আপনি সুখে আছেন তো? আমার এইরূপ প্রশ্নে ইন্দ্র ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—হে মুনিবর! ত্রিভুবনে সম্প্রতি কুশলের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে বটে, তাহার ফলোদয় নিমিত্তই আপনাকে স্মরণ করিয়াছি। আপনি তো সকলই জ্ঞাত আছেন, আমি তথাপি আপনাকে বলিতেছি। সুহৃৎ জনের

তত্ত্ববান শৈলজাং দেবীং শৈলেন্দ্রং শৈলবল্লভাম্। হরং সম্ভাবয় বরং যন্নান্যং রোচয়ন্তি তে॥ ৮॥ ততস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গতোঽহং শৈলসত্তমম্। ওষধিপ্রস্থনিলয়ং সাক্ষাদিব দিবস্পতিম্॥ ৯॥ তত্র হৈমে স্বয়ং তেন মহাভক্ত্যা নিবেদিতে। মহাসনে পূজিতোঽহমুপবিষ্টো মহাসুখম্॥ ১০॥ গৃহীতার্ঘ্যং ততো মাঞ্চ পপ্রচ্ছ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। কুশলং তপসঃ শৈলঃ শনৈঃ ফুল্লাননাম্বুজঃ॥ ১১॥ অহমপ্যস্য তৎ প্রোচ্য প্রত্যবোচং গিরীশ্বরম্। ত্বয়া শৈলেন্দ্র পূর্ব্বা বাপ্যপরাঞ্চ দিশং তথা॥ ১২॥ অবগাহ্য স্থিতবতা ক্রিয়তে প্রাণিপালনা। অহো ধন্যোঽহসি বিপ্রেন্দ্রাঃ সাহায্যেন তবাচল॥ ১৩॥ তপোজপব্রতস্নানৈঃ সাধয়ন্ত্যাত্মনঃ পরম্। যজ্ঞাঙ্গসাধনৈঃ কাংশ্চিৎ কন্দাদিফলদানতঃ॥ ১৪॥ ত্ব সমুদ্ধরসে বিপ্রান কিমতঃ প্রোচ্যতে তব। অন্যেঽপি জীবা বহুধা ত্বামুপাশ্রিত্য ভূধর॥ ১৫॥ মুদিতাঃ প্রতিবর্ত্তন্তে গৃহস্থমিব প্রাণিনঃ। শীতমাতপবর্ষাংশ্চ ক্লেশান্নানাবিধান্ সহন্॥ ১৬॥ উপাকরোষি জন্তূনামেবংরূপা হি সাধবঃ। কিমতঃ প্রোচ্যতে তুভ্যং ধন্যস্ত্বং পৃথিবীধর॥ ১৭॥ কন্দরং যস্য চাধ্যাস্তে স্বয়ং তব মহেশ্বরঃ। ইত্যুক্তবতি বাক্যঞ্চ যথার্থং ময়ি ফাল্গুন॥ ১৮॥ হিমশৈলস্য মহিষী মেনা আগাদ্দিদৃক্ষয়া। অনুযাতা দুহিত্রা চ স্বল্পাশ্চ পরিচারিকাঃ॥ ১৯॥ লজ্জয়ানতসর্ব্বাঙ্গী প্রবিবেশ সদো মহৎ। ততো মাং শৈলমহিষী ববন্দে প্রণিপত্য সা॥ ২০॥ বস্ত্রনিগূঢ়বদনা পাণিপদ্মকৃতাঞ্জলিঃ। তামহং সত্যরূপাভিরাশীভিঃ সমবর্দ্ধয়ম্॥ ২১॥ পতিব্রতা শুভাচারা সুভগা বীরসূঃ শুভে। সদা বীরবতী চাপি ভব বংশোন্নতিপ্রদে॥ ২২॥ ততোঽহং বিস্মিতাক্ষশ্চ হিমবদ্গিরিপুত্রিকাম্। মৃদুবাণ্যা প্রত্যবোচমেহি বালে মমান্তিকম্॥ ২৩॥ ততো দেবী জগন্মাতা বালভাবং স্বকং ময়ি। দর্শয়ন্তী স্বপিতরং কণ্ঠে গৃহ্যাঙ্কমাবিশৎ॥ ২৪॥ উবাচ বাচং তাং মন্দং মুনিং বন্দয় পুত্রিকে। মুনেঃ

নিকট অভীষ্ট বিষয় নিবেদন করিয়া জনগণ পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব আপনি যাইয়া শৈলরাজ হিমালয়কে এবং শৈলবল্লভা শৈলনন্দিনীকে এমন পরামর্শ দিউন, যাহাতে তাঁহারা হরকেই বররূপে মনোনীত করেন, অপর কাহাকেও বর করিতে অভিলাষ না করেন। আমি সেই কথা শুনিয়া ওষধিপ্রস্থনিবাসী সাক্ষাৎ সুরপতিসম শৈলসত্তম হিমালয়ের নিকট গমন করিলাম। সেখানে হিমালয় স্বয়ং মহাভক্তি সহকারে হৈম মহান্ আসন প্রদান করিলে আমি পূজিত হইয়া মহাসুখে উপবেশন করিলাম। পরে আমি অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইলে শৈলরাজ প্রফুল্ল মুখে আমাকে ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-১১। আমিও গিরিবরকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম,—হে শৈলেন্দ্র! আপনি পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত অবগাহনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া প্রাণিবর্গের পালন করিতেছেন। হে অচল! আপনি ধন্য, যেহেতু বিপ্রেন্দ্রগণ আপনার সাহায্যে জপ তপস্যা ব্রত স্নানাদি দ্বারা আত্মহিত সাধন করিয়া থাকেন। আপনি কাহাকেও যজ্ঞোপকরণ দানে ও কাহাকেও বা কন্দফলাদি প্রদানে প্রতিদিন পালন করেন। অতএব আপনার মহিমা আর কি কহিব? হে ভূধর। ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যেমন গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, অপরাপর প্রাণিবর্গও তদ্রূপ আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে। আপনি স্বয়ং শীত বাত আতপাদি সহ্য করিয়াও প্রাণিগণের দুঃখ নিবারণ করেন; ফলতঃ সাধুবর্গের স্বভাবই এইরূপ। হে ভূধর। আপনার মহত্ত্বের কথা আর বিশেষ কি বলিব? আপনি ধন্য ব্যক্তি, যেহেতু স্বয়ং মহেশ্বর আপনার কন্দরে বাস করিয়া থাকেন। হে ফাল্গুন অর্জ্জুন! আমি যখন এই সকল সত্য কথা বলিলাম, তখন হিম-শৈলের মহিষী মেনকা অনুগামিনী কন্যা ও অল্প পরিচারিকা সহ আমাকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিলেন। তিনি লজ্জাবশে সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া সেই মহতী সভায় প্রবেশ করিলেন। সেই শৈলমহিষী বস্ত্রাবৃত বদনে পাণিপদ্মে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে প্রণিপাত সহকারে বন্দনা করিলেন। আমিও তাঁহাকে সত্য আশীর্ব্বাদ দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলাম যে, শুভে! কুলোন্নতিকারিণি! আপনি পতিব্রতা, সতত পতিমতী, সৌভাগ্যবতী ও শুভাচারযুক্তা হউন।১২—২২। অতঃপর আমি বিস্মিতনেত্রে হিমাচলপুত্রীকে মৃদুবাক্যে কহিলাম,—অয়ি বালিকে! আমার কাছে এস। আমার এই কথা শুনিয়া জগন্মাতা দেবী স্বীয় বালকত্ব আমাকে প্রদর্শন করিবার জন্য স্বীয় পিতার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় অঙ্কে উপবেশন করিলেন। পিতা তাঁহাকে

প্রসাদতোঽবশ্যং পতিমাপ্স্যসি সম্মতম্॥ ২৫ ॥ ইত্যুক্তা সা ততো বালা বস্ত্রান্তপিহিতাননা। কিঞ্চিৎ সহুঙ্কৃতোৎকম্পং প্রোচ্য নোবাচ কিঞ্চন॥২৬॥ ততো বিস্মিতচিত্তোঽহমুপচারবিদাং বরঃ। প্রত্যবোচং পুনর্দেবীমেহি দাস্যামি তে শুভে॥২৭॥ রত্নক্রীড়নকং রম্যং স্থাপিতং সুচিরং ময়া। ইত্যুক্তা সা তদোত্থায় পিতুরঙ্কাৎ সবেগতঃ॥ ২৮ ॥ বন্দমানা চ মে পাদৌ ময়া নীতাঙ্কমাত্মনঃ। মন্যতা তাং জগৎপূজ্যামুক্তং বালে তবোচিতম্॥ ২৯ ॥ ন তৎ পশ্যামি যত্তুভ্যং দদ্যামাশীঃ কা তবোচিতা। ইত্যুক্তে মাতৃবাৎসল্যাচ্ছৈলেন্দ্রমহিষী তদা॥৩০॥ নোদয়ামাস মাং মন্দমনাশীঃশঙ্কিতা তদা। ভগবন বেৎসি সর্ব্বং ত্বমতীতানাগতং প্রভো॥ ৩১ ॥ তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি কীদৃশোঽস্যাঃ পতির্ভবেৎ। শ্রুত্বেতি সস্মিতমুখঃ প্রাবোচং নর্ম্মবল্লভঃ॥ ৩২ ॥ ন জাতোঽস্যাঃ পতির্ভদ্রে বর্ত্ততে চ কুলক্ষণঃ। নগ্নোঽতিনির্ধনঃ ক্রোধী বৃতঃ ক্রূরৈশ্চ সর্ব্বদা॥ ৩৩ ॥ শ্রুত্বেতি সম্ভ্রমাবিষ্টো ধ্বস্তবীর্য্যো হিমাচলঃ। মাং তদা প্রত্যুবাচেদং সাশ্রুকণ্ঠো মহাগিরিঃ॥ ৩৪ ॥ অহো বিচিত্রঃ সংসারো দুর্ব্বেদ্যো মহতামপি। প্রবরেষ্বপি শক্ত্যা যো নরেষু ন কৃপায়তে॥ ৩৫ ॥ যত্নেন মহতা তাবৎ পুণ্যৈর্বহুবিধৈরপি। সাধয়ত্যাত্মনো লোকে মানুষ্যমতিদুর্লভম্॥ ৩৬ ॥ অধ্রুবং তদ্ধ্রুবত্বে চ কথঞ্চিৎ পরিকল্প্যতে। তত্রাপি দুর্লভা নাম সমানব্রতচারিণী॥৩৭॥ সাধ্বী মহাকুলোৎপন্না ভার্য্যা যা স্যাৎ পতিব্রতা। তত্রাপি দুর্লভং যচ্চ তয়া ধর্ম্মনিষেবণম্॥ ৩৮ ॥ সহ বেদপুরাণোক্তং জগত্রয়হিতাবহম্। এতৎ সুদুর্লভং যচ্চ তস্যাং চৈব প্রজায়তে॥ ৩৯ ॥ তদপত্যমপত্যার্থং সংসারে কিল নারদ। এতেষাং দুর্লভানাং হি কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুণ্যবান॥ ৪০ ॥ সর্ব্বমেতদবাপ্নোতি স কোঽপি যদি বা ন বা। কিঞ্চিৎ কেনাপি হি ন্যূনং সংসারঃ কুরুতে নরম্॥ ৪১ ॥ অথ সাংসারিকো দোষঃ স্বকৃতং যত্র ভুজ্যতে। গার্হস্থ্যঞ্চ প্রশংসন্তি বেদাঃ সর্ব্বেঽপি নারদ॥ ৪২ ॥ নেতি কেচিত্তত্র পুনঃ কথং তে যদি নো গৃহী। অতো

মৃদুস্বরে কহিলেন,—অয়ি পুত্রিকে। মুনিকে বন্দনা কর, মুনির প্রসাদে অবশ্যই তুমি অভিমত পতি লাভ করিতে পারিবে। বালিকা গিরিজা এই কথা শুনিয়া বস্ত্রপ্রান্তে বদনাচ্ছাদন করিয়া অনুচ্চ হুঙ্কার সহকারে মস্তক কম্পিত করিলেন; আর কিছুই বলিলেন না। আমি তখন বিস্মিত হইয়া উপচারতত্ত্বে সবিশেষ অভিজ্ঞতা নিবন্ধন পুনরায় দেবীকে কহিলাম,—শুভে! এস, আমি তোমাকে একটী ক্রীড়নক প্রদান করিব। আমি উহা অনেক দিন যাবৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি! এই কথা শুনিয়া সেই বালিকা সবেগে পিতার ক্রোড় হইতে উত্থানপূর্ব্বক আমার পাদ বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি তখন তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইলাম। পরে তাঁহাকে জগৎপূজ্যা জানিয়া কহিলাম,—বালিকে! তোমার উচিত এমন আশীর্ব্বাদ কিছুই দেখি না, যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব? আমি এই কথা কহিলে শৈলেন্দ্রমহিষী তখন মাতৃবাৎসল্য বশতঃ 'আমি যদি আশীর্ব্বাদ না করি' ইহা ভাবিয়া আমাকে মৃদুবাক্যে কহিলেন,—ভগবন্! আপনি অতীত অনাগত সমস্তই অবগত আছেন। অতএব হে প্রভো! ইহার কিরূপ পতিলাভ হইবে, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমি পরিহাসপ্রিয়; সুতরাং মেনকার কথা শুনিয়া কহিলাম যে, ভদ্রে! ইহার পতি জন্মে নাই; বিশেষতঃ সে কুলক্ষণ, নগ্ন, অতি নির্ধন, ক্রোধী এবং ক্রূরজনে পরিবৃত ও সর্ব্বপ্রদাতা। ২৩—৩৩। মহাগিরি হিমালয় এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে অবসন্ন হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে কহিলেন,—অহো! এই বিচিত্র সংসার মহাত্মাদিগেরও দুর্ব্বোধ। প্রধান প্রধান জনগণের প্রতিও ইহার কিছুমাত্র কৃপা দৃষ্ট হয় না। প্রাণিগণ মহাযত্নে বহুবিধ পুণ্যে অতি দুর্লভ মনুষ্যত্ব লাভ করে। কিন্তু তাহাও অস্থায়ী, আর যদিও স্থায়ী হয়, তবে তাহাও অতি ক্লেশেই কাটাইতে হয়। তাহাতেও আবার সমানব্রতচারিণী সাধ্বী সৎকুলজা পতিব্রতা ভার্য্যা দুর্লভ। তাহাতেও আবার সেই ভার্য্যার সহিত বেদপুরাণাদিবর্ণিত ত্রিজগতের হিতকর ধর্ম্মানুষ্ঠান দুর্লভ। আবার সেই ভার্য্যাতে যে সন্তানোৎপাদন, ইহা সুদুর্লভ। হে নারদ! সেই অপত্যও আবার সংসারে বংশপাতিত্যনিবারণার্থই প্রার্থনীয়। এই সকল দুর্লভ বিষয়ের মধ্যে পুণ্যবান্ জনগণ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হন; পরন্তু সমস্তগুলিই প্রাপ্ত হয়, এমন কোন ব্যক্তি সমুৎপন্ন হন কি না সন্দেহ। সংসারে কাহারও কিছু ন্যূনতা থাকেই। ইহাই সংসারে একটী দোষ, ফলতঃ সংসারে স্বকৃত কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে। হে নারদ! সকল বেদেই গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা

ধাত্রা চ শাস্ত্রেষু সুতলাভঃ প্রশংসিতঃ ॥ ৪৩ ॥ পুনশ্চ সৃষ্টিবৃদ্ধ্যর্থং নরকত্রাণনায় চ। তত্র স্ত্রীণাং সমুৎপত্তিং বিনা সৃষ্টির্ন জায়তে ॥ ৪৪ ॥ সা চ জাতিপ্রকৃত্যৈব কৃপণা দৈন্যভাগিনী। তাসামুপরি মাবজ্ঞা ভবেদিতি চ বেধসা। শাস্ত্রেষুক্তমসন্দিগ্ধং বাক্যমেতন্মহৎ ফলম্ ॥ ৪৫ ॥ দশপুত্রসমা কন্যা দশপুত্রান্ প্রবর্দ্ধয়ন্। যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তল্লভ্যং কন্যয়ৈকয়া ॥ ৪৬ ॥ তস্মাৎ কন্যা পিতুঃ শোচ্যা সদা দুঃখবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৭ ॥ যাপি স্যাৎ পূর্ণসর্ব্বার্থা পতিপুত্রধনান্বিতা। ত্বয়োক্তঞ্চ কৃতে হ্যস্যাস্তদ্বাক্যং মম শোকদম্ ॥ ৪৮ ॥ কেন দোষেণ মে পুত্রী ন যোগ্যা আশিষাং মতা। ন জাতোঽস্যাঃ পতিঃ কস্মাদ্বর্ত্ততে বা কুলক্ষণঃ ॥ ৪৯ ॥ নির্ধনশ্চ মুনে কস্মাৎ সর্ব্বেসাং সর্ব্বদঃ কুতঃ। ইতি দুর্ঘটবাক্যস্তে মনো মোহয়তীব মে ॥ ৫০ ॥ ইতি তং পুত্রবাৎসল্যাৎ সভার্য্যং শোকসম্প্লুতম্। অহমাশ্বাসয়ং বাগ্ভিঃ সত্যাভিঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫১ ॥ মা শুচঃ শৈলরাজ ত্বং হর্ষ স্থানেঽতিপুণ্যভাক্। শৃণু তদ্বচনং মহ্যং যন্ময়োক্তঞ্চ হর্ষবৎ ॥ ৫২ ॥ জগন্মাতা স্বিয়ং বালা পুত্রী তে সর্ব্বসিদ্ধিদা। পুরাভবেঽভবদ্ভার্য্যা সতী নাম্না ভবস্য যা ॥ ৫৩ ॥ তদস্যাঃ কিমহং দদ্মি রবের্দীপমিবাল্পকঃ। সঞ্চিন্ত্যেতি মহাদেব্যা নাশিষং দত্তবানহম্ ॥ ৫৪ ॥ ন জাতোঽস্যাঃ পতিশ্চেতি বর্ত্ততে চ ভবো হি সঃ। ন স জাতো মহাদেবো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥ শরণ্যঃ শাশ্বতঃ শাস্তা শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বে দেবা যৎপদমামনন্তি বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যো ন লভ্যঃ। ব্রহ্মাদিবিশ্বং ননু যস্য শৈল বালস্য বা ক্রীড়নকং বদন্তি ॥ ৫৭ ॥ স চামঙ্গলশীলোঽপি মঙ্গলায়তনো হরঃ। নির্দ্ধনঃ সর্ব্বদশ্চাসৌ বেদ স্বং স্বয়মেব সঃ ॥ ৫৮ ॥ স চ দেবোঽচলঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽজরো হরঃ। ভবিষ্যতি পতিঃ সোঽস্যাস্তৎ কিমর্থং তু শোচসি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশমাহাত্ম্যে হিমবদাশ্বাসনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেহ কেহ আবার গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা করেন না; যাঁহারা এরূপ, গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব হইত কিরূপে? এই জন্যই বিধাতা নানা শাস্ত্রে পুত্রলাভের প্রশংসা করিয়াছেন। ফলতঃ পুত্র দ্বারা সৃষ্টির বৃদ্ধি এবং নরকত্রাণ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু স্ত্রী জাতির উৎপত্তি ব্যতীত সৃষ্টিই হইতে পারে না, সেই স্ত্রী জাতি আবার প্রকৃতিবশেই দৈন্যভাগিনী ও করুণার্হা। এই জন্য বিধাতা তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিতে শাস্ত্রসমূহে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা সন্দেহ-হীন ও মহাফলদায়ক। একটী কন্যা, দশটী পুত্রের সমান। দশটী পুত্রকে লালন পালনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করিলে যে ফল, মানব একটী কন্যা দ্বারা সেই ফললাভ করিয়া থাকে। অতএব কন্যা যদি সর্ব্ব কাম্যবিষয়ে পরিপূর্ণ ও পতি-পুত্র-ধন সমৃদ্ধাও হয়, তথাপি পিতার দুঃখবর্দ্ধিনী ও শোকসম্পাদিনী হইয়া থাকে। পরন্তু আপনি যে আমার এই কন্যার কথা কহিলেন, তাহা আমার অতীব শোকদায়ক হইয়াছে। আমার এই কন্যা কি দোষে আশীর্ব্বাদের যোগ্যা নহে? ইহার পতিই বা জন্মে নাই কেন? হে মুনিবর! আর ইহার পতি নির্ধন কুলক্ষণ অথচ সকলের সমস্ত দাতা কি প্রকারে হইতে পারে? আপনার এই দুর্ঘট বাক্য শ্রবণে আমার মন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। —৫০। হে পাণ্ডু-নন্দন! সন্তানবাৎসল্যবশে ভার্য্যাসহ এইরূপ শোকাকান্ত সেই হিমালয়কে আমি তখন সত্য বাক্যে আশ্বাসিত করিলাম। কহিলাম,—হে শৈল-রাজ! আপনি এই হর্ষের বিষয়ে শোক করিবেন না, আপনি অতি পুণ্যভাজন। আমি যে কথা বলিয়াছি, উহা অতীব সদর্থসম্পন্ন; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। আপনার এই কন্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জগন্মাতা; ইনি পূর্ব্বজন্মে সতী নামে খ্যাতা ও ভব দেবের পত্নী ছিলেন। সুতরাং রবিকে প্রদীপের ন্যায় আমি ইহাঁকে কি দান করিতে পারি? ইহাঁর নিকটে আমি অতিতুচ্ছ ব্যক্তি। ইহা চিন্তা করিয়াই আমি ইহাঁকে কোন আশীর্ব্বাদ করি নাই। ইহাঁর পতি জন্মে নাই; তাহার কারণ, ইহাঁর পতি ভবদেব, সেই মহাদেব ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমানের উৎপাদক; তাহার জন্ম নাই; তিনি সকলের আশ্রয়, শান্তিদাতা, মঙ্গলবিধাতা এবং চিরস্থায়ী পরমেশ্বর। হে শৈল! সমস্ত দেব-গণ যাঁহার পদ ধ্যান করেন, সমস্ত বেদও যাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত নহে, ব্রহ্মাদি সমগ্র জগৎ যাঁহার নিকট বালকের ক্রীড়নকবৎ অতি তুচ্ছ, সেই হরদেব স্বয়ং অমঙ্গলশীল হইলেও সমস্ত মঙ্গলের আয়তন এবং নির্দ্ধন হইলেও সকলের সকল কামনাদাতা। তিনি আপনাকে আপনিই মাত্র জানেন। সেই

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। এবং শ্রুত্বা সভার্য্যঃ স প্রমোদাপ্লুতমানসঃ। প্রণম্য মামিতি প্রাহ যদ্যেবং পুণ্যবানহম্ ॥ ১ ॥ পুনঃ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি পুত্র্যা মে দক্ষিণঃ করঃ। উত্তানঃ কারণং কিং তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি নারদ ॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্টোঽস্মি শৈলেন প্রাবোচং কারণং তদা। সর্ব্বদৈব করো হ্যস্যাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রতি ॥ ৩ ॥ অভয়স্য প্রদাতাসাবুত্তানস্ক করস্ততঃ। এষা ভার্য্যা জগদ্ভর্ত্তুর্বৃষাঙ্কস্য মহীধর ॥ ৪ ॥ জননী সর্ব্বলোকস্য ভাবিনী ভূতভাবিনী। তদ্যথা শীঘ্রমেবৈষা যোগং যাতু পিনাকিনা ॥ ৫ ॥ ত্বয়া বিধেয়ং বিধিবত্তথা শৈলেন্দ্রসত্তম। অস্ত্যত্র সুমহৎ কার্য্যং দেবানাং হিমভূধর ॥ ৬ ॥ ইতি প্রোচ্য তমাপৃচ্ছ্য প্রাবোচং বাসবায় তৎ। মম ভূয়স্ত কর্ত্তব্যং তন্ময়া কৃতমেব হি ॥ ৭ ॥ কিন্তু পঞ্চশরঃ প্রের্য্যঃ কার্য্যশেষেঽত্র বাসব। ইত্যাদিশ্য গতশ্চাহং তারকং প্রতি ফাল্গুন ॥ ৮ ॥ কলিপ্রিয়ত্বাত্তস্যৈনমর্থং কথয়িতুং স্ফুটম্ ॥ ৯ ॥ হিমাদ্রিরপি মে বাক্যপ্রেরিতঃ পার্ব্বতীং প্রতি। ভবস্যারাধনং কর্ত্তুং সসখীমাদিশত্তদা। সা তং পরিচচারেশং তস্য দৃষ্ট্বা সুশীলতাম্ ॥ ১০ ॥ পুষ্পতোয়ফলাদ্যানি নিযুক্তা পার্ব্বতী ব্যধাৎ। মহেন্দ্রোঽপি চ মদ্বাক্যাৎ স্মরং সস্মার ভারত ॥ ১১ ॥ স চ তৎ স্মরণং জ্ঞাত্বা বসন্তরতিসংযুতঃ। চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ সহসা প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ ॥ ১২ ॥ তমাহ চ বচো ধীমান স্ময়ন্নিব চ তং স্পৃশন্। উপদেশেন বহুনা কিং ত্বাং প্রতি রতিপ্রিয় ॥ ১৩ ॥ চিত্তে বসসি তেন ত্বং বেৎসি ভূতমনোগতম্। তথাপি ত্বাং বদিষ্যামি স্বকার্য্যেঽপরতাং স্মরন ॥ ১৪ ॥ মমৈকং সুমহৎ কার্য্যং কর্ত্তুমর্হসি মন্মথ। মহেশ্বরং কৃপানাথং সতীভার্য্যাবিয়োজিতম্ ॥ ১৫ ॥ সংযোজয় পুনর্দেব্যা হিমাদ্রিগৃহজাতয়া। দেবী দেবশ্চ তুষ্টৌ তে করি-

---

স্থাণু অজর অমর হরদেব ইঁহার পতি হইবেন। অতএব আপনি শোক করিতেছেন কি জন্য? ৫১—৫৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া শৈলরাজ ভার্য্যাসহ আনন্দপরিপ্লুতচিত্তে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—যদি এরূপ হয়, তবে তো আমি অতি পুণ্যবান্। পরন্তু হে নারদ! আমি আরও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমার এই কন্যার দক্ষিণ পাণি উত্তান; ইহার কারণ কি? শৈলরাজের এই প্রশ্নে আমি তখন তাহার কারণ বর্ণন করিলাম। কহিলাম,—ইঁহার পাণি সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণীর প্রতি অভয়দাতা; এজন্য উহা উত্তান হইয়াই রহিয়াছে। হে মহীধর! ইনি জগদ্ভর্ত্তা বৃষাঙ্ক শঙ্করের ভার্য্যা, সর্ব্বলোকের জননী ও সর্ব্বভূতভাবিনী। হে শৈলেন্দ্রসত্তম! অতএব ইনি যাহাতে অল্পকালেই পিনাকীর সহিত যুক্ত হইতে পারেন, আপনি বিধানানুসারে তাহা করুন। হে হিমভূধর! এ বিষয়ে দেবগণের একটী মহৎ কার্য্য ন্যস্ত রহিয়াছে। আমি এই বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আসিয়া সে বৃত্তান্ত কহিলাম এবং আরও কহিলাম যে, আমায় যাহা যাহা কর্ত্তব্য ছিল, আমি তাহা সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু হে বাসব! কার্য্যশেষে পঞ্চশরকে পাঠাইতে হইবে। হে ফাল্গুন, অর্জ্জুন! আমি ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া বিবাদপ্রিয়তা নিবন্ধন এই বৃত্তান্ত বলিবার জন্য তারকাসুরের নিকট গমন করিলাম। ১—৯। এ দিকে হিমালয়ও আমার কথানুসারে পার্ব্বতীকে কতিপয় সখী লইয়া শিবারাধনার্থ আদেশ করিলেন। শৈলনন্দিনীও মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তদীয় সুশীলতাদর্শনে শঙ্কর তাঁহাকে ফল জল পুষ্পাদি সংগ্রহে নিয়োগ করিলেন। পার্ব্বতীও তাহাই করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অতঃপর মহেন্দ্রও আমার বাক্যানুসারে স্মরদেবকে স্মরণ করিলেন। মনোভব স্মরদেব ইন্দ্রের স্মরণে রতি ও বসন্তের সহিত চূতাঙ্কুর অস্ত্র লইয়া সহসা ইন্দ্রসমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ধীমান্ বাসব তাঁহাকে ঈষৎ হাস্যসহকারে স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—হে রতিপ্রিয়! তোমাকে অধিক উপদেশ করিয়া ফল কি? তুমি তো চিত্তেই বাস কর, সুতরাং প্রাণিবর্গের মনোগত সমস্তই জান। তথাপি স্বকীয় কার্য্যের গুরুত্ব মনে করিয়া তোমাকে বলিতেছি। হে মন্মথ! আমার একটী মহৎ কার্য্য করিতে হইবে। সতীপত্নী বিয়োগী করুণাকর মহেশ্বরকে পুনরায় হিমাচলনন্দিনীর

ষ্যত ইহেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥ মদন উবাচ। অলীক-মেতদ্দেবেন্দ্র স হি দেবস্তপোব্রতিঃ। নান্যাসাদয়িত-ব্যানি তেজাংসি মন্নুরব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ বেদান্তেষু চ মাং বিপ্রা গর্হয়ন্তি পুনঃপুনঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা কামোহয়মনলো মহান ॥ ১৮ ॥ আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনাং নিত্যবৈরিণা। তস্মাদয়ং সদা ত্যাজ্যঃ কামোহহিরিব সত্তমৈঃ ॥ ১৯ ॥ এবং শীলস্য মে কস্মাৎ প্রতুষ্যতি মহেশ্বরঃ। মদ্যপস্যেব পাপস্য বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র উবাচ। মৈবং ব্রূহি মহাভাগ ত্বাং বিনা কঃ পুমান ভুবি। ধর্ম্মমর্থং তথা কামং মোক্ষং বা প্রাপ্তুমীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যতে লোকে মূলং তস্য চ কামনা। কথং কামং বিনিন্দন্তি তস্মাত্তে মোক্ষসাধকাঃ ॥ ২২ ॥ সত্যং চাপি শ্রুতের্বাক্যং তব রূপং ত্রিধাগতম্। তামসং রাজসং চৈব সাত্ত্বিকং চাপি মন্মথ ॥ ২৩ ॥ অমুক্তিতঃ কামনয়া রূপং তত্তামস তব। সুখবুদ্ধ্যা স্পৃহা যা চ রূপং তদ্রাজসং তব ॥ ২৪ ॥ কেবলং যাবদর্থার্থং তদ্রূপং সাত্ত্বিকং তব। ততস্তে রূপত্রয়-মিদং ব্রূহি নোপাসতে হি কে ॥ ২৫ ॥ ত্বং সাক্ষাৎ পরমঃ পূজ্যঃ কুরু কার্য্যমিদং হি নঃ। অথবা পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সামান্যানপি পণ্ডিতাঃ। স্বপ্রাণৈরপি ত্রায়ন্তি পরমেতন্মহাফলম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য কার্য্যং ত্বং সর্ব্বথা কুরু তৎ স্ফুটম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যা-কর্ণ্য তথেত্যুক্ত্বা বসন্তরতিসংযুতঃ। পিকাদিসৈন্য-সম্পন্নো হিমাদ্রিং প্রযযৌ স্মরঃ ॥ ২৮ ॥ তত্রাপশ্যত শম্ভোঃ স পুণ্যমাশ্রমমণ্ডলম্। নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ শান্তসত্ত্বসমাকুলম্ ॥ ২৯ ॥ তত্রাপশ্যত্ত্রিনেত্রস্য বীরকং নাম দ্বারপম্। যথা সাক্ষান্মহেশানং গণাংশ্চা-যুতশোহস্য চ ॥ ৩০ ॥ দদর্শ চ মহেশানং নাসাগ্র-কৃতলোচনম্। দেবদারুদ্রুমচ্ছায়াবেদিকা মধ্যমা-শ্রিতম্। সমকায়ং সুখাসীনং সমাধিস্থং মহেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ নিস্তরঙ্গং বিনিগৃহ্য স্থিতমিন্দ্রিয়গোচরান। আত্মানমাত্মনা দেবং প্রবিষ্টং তপসো নিধিম্ ॥ ৩২ ॥ তং তথাবিধমালোক্য সোহন্তর্ভেদায় যত্নবান। ভ্রমর-ধ্বনিব্যাজেন বিবেশ মদনো মনঃ ॥ ৩৩ ॥ এতস্মিন্ন-

---

সহিত সংযোজিত করিয়া দেও, তাহাতে সেই দেবী ও দেব, উভয়েই তুষ্ট হইয়া তোমার হিতবিধান করিবেন। কাম উত্তর করিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আপনার এ বাসনা বৃথা; সেই দেব তপস্যানিরত। আবার মনু বলিয়াছেন যে, তাঁহার তেজ অপরের অনভিভবনীয়। আরও দেখুন, বিপ্রগণ বেদান্তশাস্ত্রে আমাকে পুনঃপুনঃ নিন্দা করেন। তাঁহারা বলেন যে, এই কাম মহান অনল-স্বরূপ, ইহার মহান্ খাদ্যেও তৃপ্তি নাই, অপিচ অতীব পাপাত্মক ও জ্ঞানিগণের নিত্যবৈরী; ইহা দ্বারা সতত জ্ঞান আবৃত হয়। অতএব সাধুতম জনগণ কর্ত্তৃক এই কাম সর্পবৎ সতত পরিহার্য্য। আমার স্বভাব তো এই প্রকার; সুতরাং মদ্যপায়ী পাপাত্মার প্রতি জগৎগুরু বাসুদেবের ন্যায় মহেশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিপ্রকারে? ১০—২০। ইন্দ্র কহিলেন,—হে মহাভাগ! এরূপ বলিও না। ভূতলে তোমা ব্যতীত কোন্ মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়? লোকে যাহা কিছু করা যায়, কামনাই তৎসমস্তের মূল। অতএব মোক্ষসাধক ব্যক্তিরাই বা কামের নিন্দা করে কিরূপে? হে মন্মথ! সতীবাক্য সত্য বটে; তোমার রূপ তিন ভাগে বিভক্ত;—তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। মুক্তি ব্যতীত অপর যে কামনা, তাহাই তোমার তামস রূপ। সুখবুদ্ধিতে যে বিষয়-ভোগ বাসনা, তাহা তোমার রাজস রূপ, আর কেবলমাত্র উপস্থিত প্রয়োজন সাধনার্থ যে কামনা, তাহা তোমার সাত্ত্বিক রূপ। এখন বল দেখি তোমার এই রূপত্রয়ের কোন একটীরও উপাসনা কে না করে? তুমি সাক্ষাৎ পরম সম্মানার্হ। তুমি আমাদিগের এই কর্ম্মটী সাধন কর। দেখ, ধীমান্ জনগণ সামান্য ব্যক্তিকেও পীড়িত দেখিয়া নিজ প্রাণ দানেও পরিত্রাণ করিয়া থাকেন; কারণ আর্ত্তত্রাণ একটী মহাফলদায়ক কর্ম্ম। তুমি ইহা বিশেষ বিবে-চনা করিয়া সর্ব্বথা সেই কার্য্যটী সাধন কর। স্মর-দেব, সুরপতির এই সকল কথা শুনিয়া বসন্ত ও রতির সহিত কোকিলাদি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নীলগিরিতে প্রস্থান করিলেন। সেখানে যাইয়া প্রশান্ত শ্বাপদগণে সমাকীর্ণ নানাবৃক্ষসমাকুল পুণ্য-তম শঙ্করাশ্রম অবলোকন করিলেন। দেখিলেন —মহেশ্বরের অযুত অযুত গণ এবং বীরক নামক দ্বারপাল অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বীরক সাক্ষাৎ মহেশ্বরের সদৃশ শোভাসম্পন্ন।২১—৩০। দেবদারু তরুর ছায়ায় বেদিকোপরি দেব মহেশ্বর সুখাসনে সমাসীন। তাঁহার নয়ন নাসাগ্রে বিন্যস্ত। সেই তপোনিধি মহেশ্বর সরলকায়ে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ-পূর্ব্বক চাঞ্চল্যহীন করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতে প্রবেশসহকারে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। মদন

স্তরে দেবো বিকাসিতবিলোচনঃ। সস্মার নগরাজস্থ তনয়াং রক্তমানসঃ॥ ৩৪॥ নিবেদিতা বীরকেণ বিবেশ চ গিরেঃ সুতা। তস্মিন্‌ কালে মহাভাগা সদা যদ্বদুপৈতি সা॥ ৩৫॥ ততস্তস্যাং মনঃ স্বীয়-মনুরক্তমবেক্ষ্য চ। নিগৃহ্য লীলয়া দেবঃ স্বকং পৃষ্ঠমবৈক্ষত। তাবদাপূর্ণধনুষমপশ্যত রতিপ্রিয়ম্‌॥ ৩৬॥ তন্নাশকৃপয়া দেবো নানাস্থানেষু সোঽগমৎ। তাবৎ পশ্যতি পৃষ্ঠস্থমাকৃষ্য ধনুষঃ শরম্‌॥ ৩৭॥ স নদীঃ পর্ব্বতাংশ্চৈব আশ্রমান্‌ সরসীস্তথা। পরিভ্রমন্মহাদেবঃ পৃষ্ঠস্থং তমবৈক্ষত॥ ৩৮॥ জগত্রয়ং পরিভ্রম্য পুনরাগাৎ স্বমাশ্রমম্‌। পৃষ্ঠস্থমেব তং বীক্ষ্য নিশ্বাসং মুমুচে হরঃ॥ ৩৯॥ ততস্তৃতীয়-নেত্রোত্থবহ্নিনা নাকবাসিনাম্‌। ক্রোশতাং গমিতঃ কামো ভস্মত্বং পাণ্ডুনন্দন॥ ৪০॥ স তু তং ভস্ম-সাৎ কৃত্বা হরনেত্রোদ্ভবোঽনলঃ। ব্যজৃম্ভত জগ-দ্দগ্ধুং জ্বালাপূরিতদিঙ্মুখঃ॥ ৪১॥ ততো ভবো জগদ্ধেতোর্ব্যভজজ্জাতবেদসম্‌। সাহঙ্কারে জনে চন্দ্রে সুমনঃসু চ গীতকে॥ ৪২॥ ভৃঙ্গেষু কোকি-লাস্যেষু বিহারেষু স্মরানলম্‌। তৎপ্রাপ্তৌ স্নেহ-সংযুক্তং কামিনাং হৃদয়ং কিল॥ ৪৩॥ জ্বালয়ত্য-নিশং সেঽগ্নির্দুশ্চিকিৎস্যোঽসুখাবহঃ। বিলোক্য হরনিশ্বাসজ্বালাভস্মীকৃতং স্মরম্‌॥ ৪৪॥ বিললাপ রতির্দীনা মধুনা বন্ধুনা সহ। বিলপন্তী সুবহুশো মধুনা পরিসান্ত্বিতা॥ ৪৫॥ রত্যা প্রলাপমাকর্ণ্য দেবদেবো বৃষধ্বজঃ। কৃপয়া পরয়া প্রাহ কামপত্নীং নিরীক্ষ্য চ॥ ৪৬॥ অমূর্ত্তোঽপি হ্যয়ং ভদ্রে কার্য্যং সর্ব্বং পতিস্তব। রতিকালে ধ্রুবং বালে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪৭॥ যদা বিষ্ণুশ্চ ভবিতা বসুদেবা-ত্মজো বিভুঃ। তদা তস্য সুতো যঃ স্যাৎ স পতিস্তে ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥ সা প্রণম্য ততো রুদ্রমিতি প্রোক্তা রতিস্ততঃ। জগাম স্বেচ্ছয়া গত্যা বসন্তাদিভিরন্বিতা॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যে কামদহনো নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

দেব শঙ্করকে তথাবিধ দর্শনে তদীয় অন্তর ভেদ করণাভিলাষে যত্নবান্‌ হইয়া ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে তাঁহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর দেব মহেশ্বর কিঞ্চিৎ অনুরক্তচিত্তে লোচন বিকাশপূর্ব্বক নগনন্দিনীকে স্মরণ করিলেন। তখন বীরক তদ্বিষয় নিবেদন করিলে মহাভাগা গিরিনন্দিনী অন্যান্য সময়ে যেমন আসেন, সেই ভাবেই আসিলেন! অতঃপর দেব শঙ্কর, আত্মচিত্ত সেই গিরিনন্দিনীতে সম্যাসক্ত দর্শনে অনায়াসে চিত্ত-সংযমপূর্ব্বক স্বীয় পৃষ্ঠ ভাগ অবলোকন করিলেন। তাহাতে পাছে মদন বিনষ্ট হয়, এই জন্য কৃপাবশে তিনি নানাস্থানে গমন করিলেন, পরন্তু সর্ব্বত্রই নিজ পৃষ্ঠভাগে সশর শরাসন আকর্ষণ করিয়া অবস্থিত মদনকে দেখিতে পাইলেন। মহাদেব কত নদ নদী পর্ব্বত আশ্রম সরোবর পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই পৃষ্ঠভাগে তাদৃশ ভাবে অবস্থিত মদনকে দেখিতে পাইলেন; তিনি এইরূপে ত্রিজগৎ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় নিজ আশ্রমে আসিলেন; তখনও মদনকে পৃষ্ঠভাগে তাদৃশ ভাবে অবলোকন করিলেন। হরদেব তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তদীয় তৃতীয় নেত্র হইতে সহসা বহ্নিশিখা নির্গত হইল; এবং হে পাণ্ডুনন্দন! স্বর্গবাসীরা "হায়, হায়" করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে ক্ষণমাত্রে তদ্দ্বারা মদন ভস্ম হইয়া গেল। ৩১—৪০। হর-নেত্রজ সেই অনল মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া জ্বালা-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আপূরিত করিয়া জগদ্দহনার্থই যেন বিকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর ভবদেব জগৎ রক্ষণার্থ সেই কামাগ্নিকে বিভাগপূর্ব্বক অহঙ্কারি-জনে, চন্দ্রে, কুসুমে সঙ্গীতে, ভৃঙ্গে ও বিহারে স্থাপন করিলেন। তদবধি ঐ সমস্তের সংসর্গে কামীদিগের হৃদয় প্রীতিরসে দ্রবীভূত হয়। দুশ্চিকিৎস্য অশান্তিকর সেই অগ্নি অনবরত কামী-দিগের হৃদয় সন্তাপিত করিয়া থাকে। রতিদেবী হরদেবের নিশ্বাসানলে স্মরদেবকে ভস্মীকৃত দর্শনে বন্ধু বসন্তের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেকবিধ বিলাপ করিতে থাকিলে বসন্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। দেবদেব বৃষধ্বজ, রতির তাদৃশ বিলাপ শ্রবণে পরম কৃপাবশে সেই মদনপত্নীকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন,— ভদ্রে! তোমার এই পতি মূর্ত্তিহীন হইয়াও, রতি-কালে কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিবেন; অয়ি বালিকে! এ বিষয়ে সংশয় নাই। আর বিভু বিষ্ণু যখন বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিবেন, তখন ইনি তদীয় পুত্ররূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তোমার মূর্ত্তিমান্‌ পতি হইবেন। রতি

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। দেবর্ষে বর্ণ্যতে চেয়ং কথা পীযূষসোদরা। পুনরেতন্মুনে ব্রূহি যদা বেত্তি মহেশ্বরঃ॥ ১॥ ভগবান্‌ স্বাং সতীং ভার্য্যাং বধার্থং চাপি তারকম্‌। সত্যাশ্চ বিরহাত্তপান্‌ দদাহ কিমসৌ স্মরম্‌॥ ২॥ ত্বয়ৈবোক্তং স বিরহাৎ সত্যাস্তপ্যাতি বৈ তপঃ। হিমাদ্রিমাস্থিতো দেবস্তস্যাঃ সঙ্গমবাঞ্ছয়া॥ ৩॥ নারদ উবাচ। সত্যমেতৎ পুরা পার্থ ভবস্যেদং মনীষিতম্‌। অতপ্ততপসা যোগো ন কর্ত্তব্যো ময়ানয়া॥ ৪॥ তপো বিনা শুদ্ধদেহো ন কথঞ্চন জায়তে। অশুদ্ধদেহেন সমং সংযোগো নৈব দৈহিকঃ॥ ৫॥ মহৎকর্ম্মাণি যানীহ তেষাং মূলং সদা তপঃ। নাতপ্ততপসাং সিদ্ধির্মহৎকর্ম্মাণি যান্তি বৈ॥ ৬॥ এতস্মাৎ কারণাদ্দেবো দর্পিতং তং দদাহ তু। ততো দগ্ধে স্মরে চাপি পার্ব্বতীমপি ব্রীড়িতাম্‌॥ ৭॥ বিহায় সগণো দেবঃ কৈলাসং সমপদ্যত। দেবী চ পরমোদ্বিগ্না প্রস্খলন্তী পদেপদে॥ ৮॥ জীবিতং স্বং বিনিন্দন্তী বভ্রামেতস্ততশ্চ সা। হিমাদ্রিরপি স্বে শৃঙ্গে রুদন্তী পৃষ্টবান্‌ রতিম্‌॥ ৯॥ কাসি কস্যাসি কল্যাণি কিমর্থং চাপি রোদিষি। পৃষ্টা সা চ রতিঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ন্যবেদযৎ॥ ১০॥ নিবেদিতে তথা রত্যা শৈলঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ। প্রাপ্য স্বাং তনয়াং পাণাবাদায়াগাৎ স্বকং পুরম্‌॥ ১১॥ সা তত্র পিতরৌ প্রাহ সখীনাং বদনেন চ। দুর্ভগেণ শরীরেণ কিমনেন হি কারণম্‌॥ ১২॥ দেহবাসং পরিত্যক্ষ্যে প্রাপ্স্যে বাভিমতং পতিম্‌। অসাধ্যং চাপ্যভীষ্টঞ্চ কথং প্রাপ্যং তপো বিনা॥ ১৩॥ নিয়মৈর্বিবিধৈস্তস্মাচ্ছোষয়িষ্যে কলেবরম্‌। অনুজানীত মাং তত্র যদি বঃ করুণা ময়ি॥ ১৪॥ শ্রুত্বেতি বচনং মাতা পিতা চ প্রাহ তাং শুভাম্‌। উ মেতি চপলে পুত্রি

এই আদেশ শুনিয়া রুদ্রদেবকে প্রণামপূর্ব্বক বসন্তাদি সহ স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিলেন। ৪১—৪৯।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনি তো অমৃতসম এই মধুর উপাখ্যান বর্ণন করিতেছেন। পরন্তু হে মুনে! ভগবান্‌ মহেশ্বর তো সতীর বিয়োগেই তপশ্চাচরণ করিতেছিলেন এবং সেই সতীই যে পার্ব্বতীরূপে জন্মিয়াছেন, আর তারকাসুরের বধসাধনও যে নিতান্ত আবশ্যক, এতৎ সমস্ত অবগত ছিলেন; তবে তিনি মদনকে ভস্ম করিলেন কি জন্য? আপনি তো ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই ভগবান্‌ সতীবিরহে কাতর হইয়া সেই সতীসহ পুনঃসঙ্গমকামনায়ই হিমাচলে তপশ্চাচরণ করিতেছিলেন। আমাকে এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলুন! নারদ কহিলেন, হে পৃথানন্দন! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে, পরন্তু ভবদেবের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তপস্যা ব্যতীত শরীরশুদ্ধি হয় না; সুতরাং গিরিনন্দিনী তপশ্চাচরণ না করিলে ইহাঁর অশুদ্ধ দেহের সহিত আমার বিশুদ্ধ দেহের সংযোগ সঙ্গত নহে, সুতরাং আমি ইহাঁর সহিত সঙ্গত হইব না। সংসারে যাহাকিছু মহৎ কর্ম্ম, তপস্যাই তৎসমস্তের মূল। যাহারা তপশ্চাচরণ করে নাই, তাহাদিগের মহৎ কর্ম্মসমূহ সিদ্ধ হয় না, মহাদেব এই জন্য এই সমস্ত বিচার না করিয়া দর্পবশে কাম আক্রমণ করায় তাহাকে ভস্ম করিয়াছিলেন। স্মর দগ্ধ হইলে মহাদেব লজ্জাবতী পার্ব্বতীকে পরিহারপূর্ব্বক নিজ গণ সহ কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। তখন দেবীও অত্যন্ত উদ্বেগে পদে পদে স্খলিত হইতে হইতে নিজ জীবনে ধিক্কার দান সহকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে হিমালয়ও নিজ শৃঙ্গে রতিকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অয়ি কল্যাণি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কেনই বা রোদন করিতেছ? রতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শৈলরাজ রতিকথিত বৃত্তান্ত শ্রবণে সম্ভ্রান্তমনে অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্বীয় কন্যাকে হস্তে ধারণ করিয়া নিজ পুরে প্রস্থান করিলেন। ১—১১

পরে দেবী সখীদ্বারা পিতা মাতাকে জানাইলেন যে, এই দুর্ভগ শরীরে কি প্রয়োজন? আমি হয় অভিমত পতি লাভ করিব না হয় এই দেহ ত্যাগ করিব। পরন্তু আমার অভিলষিত পতি তপস্যা ব্যতীত সাধারণ উপায়ে লভ্য নহে। এজন্য আমি বিবিধ নিয়মাবলম্বনে নিজ কলেবর শোষণ করিব। যদি আমার প্রতি আপনাদিগের করুণা থাকে, তবে আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দান করুন। এই কথা শুনিয়া তদীয় পিতা ও মাতা সেই শুভা পার্ব্বতীকে কহিলেন,—

ন ক্ষমং তাবকং বপুঃ ॥ ১৫ ॥ সোঢ়ুং ক্লেশাত্মকস্য তপসঃ সৌম্যদর্শনে। ভাবীন্যপ্যনিবার্য্যাণি বস্তূনি চ সদৈব তু ॥ ১৬॥ ভাবিনোঽর্থা ভবন্ত্যেব নরস্যানিচ্ছতোঽপি হি। তস্মান্ন তপসা তেঽস্তি বালে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যদিদং ভবতো বাক্যং ন সম্যগিতি মে মতিঃ। কেবলং ন হি দৈবেন প্রাপ্তুমর্থো হি শক্যতে ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চিদ্দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বভাবতঃ। পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কারণম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মণা চাপি ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং কিল তপোবলাৎ। অন্যৈরপি চ যল্লব্ধং তন্ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ২০ ॥ অধ্রুবেণ শরীরেণ যদ্যভীষ্টং ন সাধ্যতে। পশ্চাৎ স শোচ্যতে মন্দঃ পতিতেঽস্মিন্ শরীরকে ॥ ২১ ॥ যস্য দেহস্য ধর্ম্মোঽয়ং ক্বচিজ্জায়েৎ ক্বচিন্ম্রিয়েৎ। ক্বচিদ্গর্ভগতং নশ্যেজ্জাতমাত্রং ক্বচিত্তথা ॥ ২২ ॥ বাল্যে চ যৌবনে চাপি বার্দ্ধক্যেঽপি বিনশ্যতি। তেন চঞ্চলদেহেন কোঽর্থঃ স্বার্থো ন চেদ্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা স্বসখীযুক্তা পিতৃভ্যাং সাশ্রু বীক্ষিতা। শৃঙ্গং হিমবতঃ পুণ্যং নানাশ্চর্য্যং জগাম সা ॥ ২৪ ॥ তত্রাম্বরাণি সন্ত্যজ্য ভূষণানি চ শৈলজা। সংবীতা বল্কলৈর্দিব্যৈস্তপোঽতপ্যত সংযতা ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বরং হৃদি সংস্থাপ্য প্রণবাভ্যসনাদৃতা। মুনীনামপ্যভূন্মান্যা তদানীং পার্থ পার্ব্বতী ॥ ২৬ ॥ ত্রিস্নাতা পাটলাপত্রভক্ষকাভূচ্ছতং সমাঃ। শতঞ্চ বিল্বপত্রেণ শীর্ণেন কৃতভোজনা ॥ ২৭ ॥ জলভক্ষা শতং চাভূচ্ছতং বৈ বায়ুভোজনা। ততো নিয়মমাদায় পাদাঙ্গুষ্ঠস্থিতাভবৎ ॥ ২৮ ॥ নিরাহারা ততস্তাপং প্রাপুস্তত্তপসো জনাঃ। ততো জগৎ সমালোক্য তদীয়তপসোর্জ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥ হরস্তত্রাযযৌ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মচারিবপুর্দ্ধরঃ। বসানো বল্কলং দিব্যং রৌরবাজিনসংবৃতঃ ॥ ৩০ ॥ সুলক্ষণাযাঢধরঃ সদ্বৃত্তঃ প্রতিভানবান। ততস্তং পূজয়ামাসুস্তৎসখ্যো বহুমানতঃ ॥ ৩১ ॥ বক্তুমিচ্ছুং শৈলপুত্রীং সখীভিরিতি চোদিতঃ। ব্রহ্মন্নিয়ং মহাভাগা গৃহীতনিয়মা শুভা ॥ ৩২ ॥ মুহূর্ত্তপঞ্চমাত্রেণ নিয়মোঽস্যাঃ সমাপ্যতে। তৎ

"উ—মা,"—ওগো না। অয়ি চপলে সৌম্যরূপে পুত্রি! তোমার এই শরীর ক্লেশাত্মক তপস্যার যোগ্য নহে। যাহা হইবার তাহা সর্ব্বথা অনিবার্য্য; ফলতঃ ভবিতব্য বিষয় নরগণের ইচ্ছা না থাকিলেও সম্পন্ন হয়। অতএব বালিকে! তোমার তপস্যা দ্বারা কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। শ্রীমতী দেবী কহিলেন,—আপনি এই যাহা কহিলেন,—ইহা সত্য নহে বলিয়াই আমার মনে হয়। দেখুন, কেবলমাত্র দৈববশে কোন কামনাই সিদ্ধ হয় না! পুরুষগণ কিঞ্চিৎ দৈববশে, কিঞ্চিৎ উদ্যম এবং কিঞ্চিৎ স্বভাবপ্রভাবেই লাভ করে, ফল সিদ্ধি বিষয়ে এতদ্ভিন্ন চতুর্থ কারণ নাই। ব্রহ্মাও তপোবলেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অপরাপর সকলেও তপোবলেই যে বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছে, আমি তাহার আর উল্লেখ করিতে চাহি না।১২—২০ যে মূর্খ অস্থায়ী শরীর দ্বারা অভীষ্ট সাধন না করে, সে এই শরীর পতিত হইলে পরে অবশ্যই শোক করিতে বাধ্য হয়। যে দেহের ধর্ম্মই এইরূপ যে, কখন জন্মে, ও কখন মরে; কখন গর্ভে, কখন জন্মমাত্র, কখন বাল্যে, কখন যৌবনে এবং কখন বার্দ্ধক্যে বিনষ্ট হয়; সেই অস্থির শরীর দ্বারা যদি স্বার্থ সাধন না,হয়,তবে সে শরীরে ফল কি? দেবীর এই কথা শুনিয়া তদীয় পিতা-মাতা সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেবীও স্বীয় সখী জনে পরিবৃতা হইয়া হিমালয়ের একটী নানাশ্চর্য্যময় পুণ্য শৃঙ্গে গমন করিলেন! শৈলনন্দিনী সেখানে বস্ত্র-ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া দিব্য বল্কল পরিধানপূর্ব্বক সংযতচিত্তে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে পৃথানন্দন! পার্ব্বতী তখন ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও প্রাণবাভ্যাসে সমাসক্ত হইয়া হৃদয়ে ঈশ্বরকে সংস্থাপনপূর্ব্বক মুনিগণেরও সম্মানার্হ হইলেন। তিনি শত বৎসর পাটলাপত্র, শত বৎসর স্বয়ং পতিত বিল্বপত্র, শত বৎসর জল, এবং শত বৎসর বায়ু ভক্ষণ দ্বারা অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তিনি নিয়মগ্রহণ সহকারে পাদাঙ্গুষ্ঠ মাত্রে ভর দিয়া অবস্থানপূর্ব্বক নিরাহারে ঘোর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তখন জনগণের সন্তাপ জন্মিতে লাগিল। অতঃপর তদীয় তপস্যাপ্রভাবে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত দর্শনে হরদেব দিব্য বল্কল পরিধান, রৌরবাজিনোত্তরীয়ধারণ, সলক্ষণ দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে সচ্চরিত্রতা ও প্রতিভা প্রকটন সহকারে সেই স্থানে প্রত্যক্ষরূপে আগমন করিলেন। পার্ব্বতীর সখীগণ তাঁহাকে তখন অতিশয় সম্মানপূর্ব্বক যথাযোগ্য পূজা করিলেন। পরে তিনি সেই শৈলনন্দিনীকে কিঞ্চিৎ বলিবার অভিপ্রায় করিলে তদীয় সখীগণ সেই ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এই শুভা মহাভাগা

প্রতীক্ষস্ব তং কালং পশ্চাদস্মৎসখীসমম্ ॥ ৩৩ ॥ নানাবিধা ধর্ম্মবার্ত্তাঃ প্রকরিষ্যসি ব্রাহ্মণ। ইত্যুক্ত্বা বিজয়াদ্যাস্তা দেবীচরিতবর্ণনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ অশ্রুমুখ্যো দ্বিজস্যাগ্রে নিন্যুঃ কালঞ্চ তং তদা। ততঃ কালে কিঞ্চিদূনে ব্রহ্মচারী মহামতিঃ ॥ ৩৫ ॥ বিলোকনমিষেণাগাদাশ্রমোপস্থিতং হ্রদম্। নিপপাত চ তত্রাসৌ চুক্রোশাতিতরাং ততঃ ॥ ৩৬ ॥ অহমত্র নিমজ্জামি কোঽপি মামুদ্ধরেত ভোঃ। ইতি তারেণ ক্রোশন্তং শ্রুত্বা তং বিজয়াদিকাঃ ॥ ৩৭ ॥ আজগ্মুস্তরয়া যুক্তা দদুস্তস্মৈ করঞ্চ তাঃ। স চুক্রোশ ততো গাঢ়ং দূরে দূরে পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥ নাহং স্পৃশামাসংসিদ্ধাং ম্রিয়ে বা নানৃতং ত্বিদম্। ততঃ সমাপ্তনিয়মা পার্ব্বতী স্বয়মাযযৌ ॥ ৩৯ ॥ সব্যং করং দদাবস্মৈ তং চাসৌ নাভ্যনন্দত। ভদ্রে যদশুচি নৈব স্যাদ্যচ্চৈবাবজ্ঞয়া কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ সদোষেণ কৃতং যচ্চ তদাদদ্যান্ন কর্হিচিৎ। সব্যং চাশুচি তে হস্তং নাবলম্বামি কর্হিচিৎ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তা পার্ব্বতী প্রাহ নাহং দত্তঞ্চ দক্ষিণম্। দদামি কস্মচিদ্বিপ্র দেবদেবায় কল্পিতম্ ॥ ৪২ ॥ দক্ষিণং মে করং দেবো গ্রহীতা ভব এব চ। শীর্য্যতে চোগ্রতপসা সত্যমেতন্ময়েদিতম্ ॥ ৪৩ ॥ বিপ্র উবাচ। যদ্যেবমবলেপস্তে গমনং কেন বার্য্যতে। যথা তব প্রতিজ্ঞেয়ং মমাপীয়ং তথাচলা ॥ ৪৪ ॥ রুদ্রস্যাপি বয়ং মান্যাঃ কীদৃশস্তে তপো বদ। বিষমস্থং যত্র বিপ্রং ম্রিয়মাণমুপেক্ষসি ॥ ৪৫ ॥ অবজানাসি বিপ্রাংস্ত্বং তচ্ছীঘ্রং ব্রজ দর্শনাৎ। যদি বা মন্যসে পূজ্যাংস্ততোঽভ্যুদ্ধর নান্যথা ॥ ৪৬ ॥ ততো বিচার্য্য বহুধা ইতি চেতি চ সা শুভা। বিপ্রস্যোদ্ধরণং সর্ব্বধর্ম্মেভ্যোঽমন্যতাধিকম্ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা দক্ষিণং দত্ত্বা করং তং প্রোজ্জহার চ। নরং নারী প্রোদ্ধরতি মজ্জন্তং ভববারিধৌ। এতৎসন্দর্শনার্থায় তথা চক্রে ভবোদ্ভবঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রোদ্ধৃত্য চ

দেবী বিশেষ একটী নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। মাত্র পাঁচ মুহূর্ত্তকাল এভাবে থাকিবেন, পরে ইঁহার নিয়ম সাঙ্গ হইবে। অতএব আপনি কিয়ৎকাল অবস্থান করুন। হে ব্রহ্মন! পরে আমাদিগের সখীর সহিত নানাবিধ ধর্ম্মবার্ত্তার আলাপ করিবেন। বিজয়াদি সখীগণ এই বলিয়া সেই দ্বিজের সমীপে অশ্রুপূর্ণমুখে দেবীর চরিত বর্ণনা পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে মহামতি ব্রহ্মচারী আশ্রম পরিদর্শনচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী একটী হ্রদে পতিত হইয়া অতিমাত্র চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, ওহে কে আছ, আমি এই কূপে নিমজ্জিত হইয়াছি; কে আমাকে উদ্ধার করিবে? বিজয়াদি সখীগণ এইরূপ উচ্চ চীৎকার শ্রবণে সত্বর গমনে সেখানে গিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারী দূরে দূরে সরিয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ গভীর চীৎকারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, আমি অসিদ্ধা রমণীকে স্পর্শ করিব না, তাহাতে মৃত্যু হয়, তাহাও স্বীকার, ইহা সত্য বলিতেছি। ইতিমধ্যে পার্ব্বতী দেবী নিয়ম সমাপন করিয়া তথায় যাইয়া স্বীয় বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন; কিন্তু ব্রহ্মচারী তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি কহিলেন —ভদ্রে! যাহা শুচি নহে, যাহা অবজ্ঞাসহকারে কৃত এবং যাহা দোষের সহিত অনুষ্ঠিত, তাহা কদাচ গ্রহণ করিতে নাই। তোমার বাম হস্ত অশুচি, সুতরাং আমি তাহা কোনরূপেই গ্রহণ করিতে পারি না। ২১—৪১। ব্রহ্মচারী এই কথা কহিলে পার্ব্বতী বলিলেন—হে বিপ্র! আমি দেবদেবকে যে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়াছি, সে হস্ত অপর কাহাকেও দিব না; উহা দেবদেবের নিমিত্ত কল্পিত রহিয়াছে। আমার দক্ষিণ হস্ত ভবদেবই গ্রহণ করিবেন। আমি সেই জন্যই উগ্র তপস্যা দ্বারা শীর্ণ হইতেছি; আমি ইহা সত্য কহিলাম। ব্রহ্মচারী কহিলেন,—তোমার যদি এমনই গর্ব্ব, তবে তুমি যাও না, কে তোমাকে বারণ করিতেছে? তোমার এই প্রতিজ্ঞা যেমন, আমার প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপই অচল। দেখ, আমরা রুদ্রেরও মান্য; এ তোমার কেমন তপস্যা বল দেখি! তুমি যে বিষম বিপদাপন্ন ম্রিয়মাণ ব্রাহ্মণকেও পরিত্রাণ না করিয়া উপেক্ষা করিতেছ! তুমি ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছ, অতএব অবিলম্বে আমার চক্ষের অন্তরালে যাও; আর যদি বিপ্রগণকে মান্য বলিয়া মনে কর, তবে আমাকে উদ্ধার কর; অন্যথা করিও না। অতঃপর গিরিনন্দিনী নানারূপ বিচার বিতর্ক করিয়া শেষে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করাই সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং দক্ষিণপাণি প্রসারণপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার করিলেন। ভববারিধিমগ্ন নরকে নারী উদ্ধার করিয়া থাকে; ইহা দেখিবার জন্যই ভবোদ্ভব মহাদেব এরূপ আচরণ করিয়া-

ততঃ স্নাত্বা বদ্ধা যোগাসনং স্থিতা ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মচারী ততঃ প্রাহ প্রহসন্ কিমিদং শুভে। কর্ত্তুকামাসি তন্বঙ্গি দৃঢ়যোগাসনস্থিতা ॥ ৫০ ॥ দেবী প্রাহ জালয়িষ্যে শরীরং যোগবহ্নিনা। মহাদেবে কৃতমতিরুচ্ছিষ্টাহং যতোহভবম্ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মচারী ততঃ প্রাহ কাশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণকাম্যয়া। কৃত্বা বার্ত্তাস্ততঃ স্বীয়মভীষ্টং কুরু পার্ব্বতি ॥ ৫২ ॥ নোপহন্ত্যা কদাচিদ্ধি সাধুভির্ব্বিপ্রকামনা। ধর্ম্মমেনং মন্তসে চেন্মুহূর্ত্তং ব্রূহি পার্ব্বতি ॥ ৫৩ ॥ দেবী প্রাহ ব্রূহি বিপ্র মুহূর্ত্তং সংস্থিতা ত্বহম্। ততঃ স্বয়ং ব্রতী প্রাহ দেবীং তাং স্বসখীযুতাম্ ॥ ৫৪ ॥ কিমর্থমিতি রম্ভোরু নবে বয়সি দুশ্চরম্। তপস্তয়া সমারব্ধং নানুরূপং বিভাতি মে ॥ ৫৫ ॥ দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং গিরিরাজগৃহেঽধুনা। ভোগাংশ্চ দুর্লভান দেবি ত্যক্ত্বা কিং ক্লিশ্যতে বপুঃ ॥ ৫৬ ॥ অতীব দূরে বীক্ষ্য ত্বাং সুকুমারতরাকৃতিম্। অত্যুগ্রতপসা ক্লিষ্টা পদ্মিনীব হিমার্দ্দিতা ॥ ৫৭ ॥ ইদং চান্যত্তব শুভে শিরসো রোগদং মম। যদ্দেহং ত্যক্তুকামা ত্বং প্রবুদ্ধা নাসি বালিকে ॥ ৫৮ ॥ বামঃ কামো মনুষ্যেষু সত্যমেতদ্বচো যতঃ। স্পৃহণীয়াসি সর্ব্বেষামেব পীড়য়সে বপুঃ ॥ ৫৯ ॥ অবিজ্ঞাতান্বয়ো নগ্নঃ শূলী ভূতগণাধিপঃ। শ্মশাননিলয়ো ভস্মোদ্ধূলনো বৃষবাহনঃ ॥ ৬০ ॥ গজাজিনো দ্বিজিহ্বাদ্যলঙ্কৃতাঙ্গো জটাধরঃ। বিরূপাক্ষঃ কথঙ্কারং নির্গুণঃ স্যাত্তবোচিতঃ ॥ ৬১ ॥ গুণা যে কুলশীলাদ্যা বরাণামুদিতা বুধৈঃ। তেষামেকোঽপি নৈবাস্তি তস্মিংস্তন্নোচিতঃ স তে ॥ ৬২ ॥ শোচনীয়তমা পূর্ব্বমাসীৎ পার্ব্বতি কৌমুদী। ত্বং সংবৃত্তা দ্বিতীয়াসি তস্যাস্তৎসঙ্গমাশয়া ॥ ৬৩ ॥ তপোধনাঃ সর্ব্বসমা বয়ং যদ্যপি পার্ব্বতি। তুনোত্যেব তবারম্ভঃ শূনায়াং যূপসৎক্রিয়া ॥ ৬৪ ॥ বৃষভারোহণং বাসঃ শ্মশানে পাণিসংগ্রহঃ। সব্যালপাণিনা ক্ষৌমগজত্বগ্বন্ধনং কথম্ ॥ ৬৫ ॥ জনহাস্যকরং সর্ব্বং ত্বয়ারব্ধমসাম্প্রতম্। স্ত্রীভাবাদ্ভূতিসম্পর্কং কথং চাভিমতস্তব ॥ ৬৬ ॥ নিবর্ত্তয় মনস্তস্মাদস্মৎসর্ব্ববিরো-

---

ছিলেন। গিরিজা সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্ধারপূর্ব্বক স্নান করিয়া যোগাসনবন্ধনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তারপর ব্রহ্মচারী সহাস্য বদনে কহিলেন,—শুভে তন্বঙ্গি। দৃঢ় যোগাসনে অবস্থানপূর্ব্বক এ কি করিতে অভিলাষ করিয়াছ? দেবী কহিলেন,—যোগাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিব; যেহেতু আমি মহাদেবে কৃতসঙ্কল্পা; পরন্তু এক্ষণে উচ্ছিষ্ট হইয়াছি। ৪২—৫১। অনন্তর ব্রহ্মচারী কহিলেন,—অয়ি পার্ব্বতি! ব্রাহ্মণের কামনায় কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তা কহিয়া তারপর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। সাধুজনের কদাচ ব্রাহ্মণকামনার উপঘাত করিতে নাই। পার্ব্বতি! তুমি যদি এই ধর্ম্ম মান, তবে কিছুকাল কথাবার্ত্তা কও। দেবী কহিলেন,—বিপ্র! কি বলিবেন, বলুন; আমি কিছুকাল রহিলাম। অতঃপর ব্রহ্মচারী সেই সখীসমন্বিতা দেবীকে কহিলেন,—অয়ি রম্ভোরু! তুমি এই নবীন বয়সে কি নিমিত্ত দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ইহা তোমার অনুরূপ বলিয়া আমার মনে হয় না। দেবি! তুমি গিরিরাজগৃহে দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া সাধারণের দুর্লভ ভোগসমূহ পরিহারপূর্ব্বক কি জন্য শরীরের ক্লেশ জন্মাইতেছ? তোমার আকৃতি সুকুমারতর; কিন্তু অত্যুগ্র তপশ্চরণে এক্ষণে তুষারপীড়িতা পদ্মিনীর ন্যায় হইয়াছ; এজন্য তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। শুভে! আর তুমি যে দেহত্যাগে অভিলাষ করিয়াছ, ইহাতেও আমার শিরঃপীড়া জন্মিতেছে! তুমি এখনও বালিকা, তাই ভাল-মন্দ বোধ জন্মে নাই। কাম যে মনুষ্যগণের প্রতিকূল, একথা সত্যই বটে! যেহেতু তুমি সকলের স্পৃহণীয়া হইয়াও এইভাবে শরীরের পীড়া জন্মাইতেছ। সেই অজ্ঞাতকুল, উলঙ্গ, শূলী, ভূতগণপতি, শ্মশানবাসী, ভস্মলেপী, বৃষবাহন, গজাজিনধারী, সর্পবিভূষণ, জটাধর, বিরূপাক্ষ, নির্গুণ শঙ্কর, তোমার উপযুক্ত পতি নহে। বুদ্ধিমান জনগণ বরের যে সকল গুণের উল্লেখ করেন, সেই হরদেবে তাহার কোন একটী লক্ষণও নাই। সেই জন্যই সে তোমার যোগ্য বর নহে। পার্ব্বতি! পূর্ব্বে কেবল চন্দ্রকলাই সেই বিরূপাক্ষসঙ্গবশে শোকার্হা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তুমিও তাহার সঙ্গমাশায় দ্বিতীয়া শোকার্হা হইলে! পার্ব্বতি! যদিও আমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী তপোধন; তথাপি পশুবধস্থানে যূপস্থাপনের ন্যায় তোমার এই উদ্যম আমাদিগেরও পীড়াদায়ক হইয়াছে। বৃষভে আরোহণ, শ্মশানে বাস, হস্ত দ্বারা সর্পালঙ্কৃত হস্ত ধারণ, গজাজিনের সহিত ক্ষৌম বসন বন্ধন, তুমি এই সকল লোকহাস্যকর অযোগ্য ব্যাপারের উদ্যম করিতেছ কেন? তুমি স্ত্রীলোক, পরন্তু বিভূতিস্রক্ষণ তোমার

ধিনঃ। মৃগাক্ষি মদনারাতের্মর্কটাক্ষস্য প্রার্থনাৎ॥ ৬৭ ॥ বিরুদ্ধবাদিনঞ্চৈবং ব্রহ্মচারিণমীশ্বরম্। নিশম্য কুপিতা দেবী প্রাহ বাচা সগদ্গদম্॥ ৬৮॥ মা মা ব্রাহ্মণ ভাষিষ্ঠা বিরুদ্ধমিত শঙ্করে। মহত্তমো যাতি পুমান্ দেবদেবস্য নিন্দয়া॥ ৬৯॥ ন সম্যগভিজানাসি তস্য দেবস্য চেষ্টিতম্। শৃণু ব্রাহ্মণ ত্বং পাপাদ্যথাস্মাৎ পরিমুচ্যসে॥ ৭০॥ স আদিঃ সর্ব্বজগতাং কোঽস্য বেদান্বয়ং ততঃ। সর্ব্বং জগদ্যস্য রূপং দিগ্বাসাঃ কীর্ত্ত্যতে ততঃ॥ ৭১॥ গুণত্রয়ময়ং শূলং শূলী যস্মাদ্বিভর্ত্তি সঃ। অবদ্ধাঃ সর্ব্বতো মুক্তা ভূতা এব চ তৎপতিঃ॥ ৭২॥ শ্মশানঞ্চাপি সংসারস্তদ্বাসী কৃপয়ার্থিনাম্। ভূতয়ঃ কথিতা ভূতিস্তাং বিভর্ত্তি স ভূতিভৃৎ॥ ৭৩॥ বৃষো ধর্ম্ম ইতি প্রোক্তস্তমারূঢ়স্ততো বৃষী। সর্পাশ্চ দোষাঃ ক্রোধাদ্যাস্তান্ বিভর্ত্তি জগন্ময়ঃ॥ ৭৪॥ নানাবিধাঃ কর্ম্মযোগা জটারূপা বিভর্ত্তি সঃ। বেদত্রয়ী ত্রিনেত্রাণি ত্রিপুরং ত্রিগুণং বপুঃ॥ ৭৫॥ ভস্মীকরোতি তদ্দেবস্ত্রিপুরঘ্নস্ততঃ স্মৃতঃ। এবংবিধং মহাদেবং বিদুর্যে সূক্ষ্মদর্শিনঃ॥ ৭৬॥ কথঙ্কারং হি তে নাম ভজন্তে নৈব তং হরম্। অথবা ভীতসংসারাঃ সর্ব্বে বিপ্র যতো জনাঃ॥ ৭৭॥ বিমৃশ্য কুর্ব্বতে সর্ব্বং বিমৃশ্যৈতন্ময়া কৃতম্। শুভং বাপ্যশুভং বাস্তু ত্বমপ্যেনং প্রপূজয়॥ ৭৮॥ ইতি ব্রুবন্ত্যাং তস্যাস্তু কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিরিতাধরম্। বিজ্ঞায় তাং সখীমাহ কিমপ্যেষ বিবক্ষুকঃ॥ ৭৯॥ বার্য্যতামিতি বিপ্রোঽয়ং মহদ্দূষণভাষকঃ। ন কেবলং পাপভাগী শ্রোতা বৈ স্যান্ন সংশয়ঃ॥ ৮০॥ অথবা কিং চ নঃ কার্য্যং বাদেন সহ ব্রাহ্মণৈঃ। কর্ণৌ পিধায় যাস্যামো যথা যঃ স্যাত্তথাস্তু সঃ॥ ৮১॥ ইত্যুক্ত্বোত্থায় গচ্ছন্ত্যাং পিধায় শ্রবণাবুভৌ। স্বরূপং সমুপাশ্রিত্য জগৃহে বসনং হরঃ॥ ৮২॥ ততো নিরীক্ষ্য তং দেবং সম্ভ্রান্তা পরমেশ্বরী। প্রণিপত্য মহেশানং তুষ্টাবাবনতা

অভিমত হইবে কিরূপে? অতএব অয়ি মৃগাক্ষি! সেই সর্ব্ববিরোধী মদনারতি মর্কটাক্ষের প্রার্থনা হইতে চিত্ত নিবর্ত্তিত কর। শিব ব্রহ্মচারিবেশে এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতে থাকিলে দেবী তাহা শুনিয়া সগদ্গদ বচনে কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আপনি শঙ্করের সম্বন্ধে এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য সকল বলিবেন না; বলিবেন না। যে দেবদেবের নিন্দা করিলে জনগণ মহানরকে গমন করে, আপনি সেই মহাদেবের আচরণের মর্ম্ম সম্যক্ অবগত নহেন। হে ব্রাহ্মণ। শ্রবণ করুন; যাহাতে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।৬৩—৭০। তিনি সমস্ত জগতের আদি; সুতরাং তাঁহার বংশবৃত্তান্ত কে জানিবে? সমস্ত জগৎই তাঁহার রূপ, সুতরাং তিনি উলঙ্গ! তিনি গুণত্রয়াত্মক শূল ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে শূলী বলে। ভূত সর্ব্বথা সংসারে বদ্ধ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত; তিনি সেই মুক্ত ভূতগণের পতি। এই সংসারই শ্মশান ক্ষেত্র; তিনি প্রার্থীদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ সেই শ্মশানে বাস করেন। তদীয় বিভূতি সকলই প্রকৃত বিভূতিদায়ক, তাই তিনি সেই বিভূতি সকল রক্ষণ করেন। ধর্ম্মই বৃষমূর্ত্তি, তাই তিনি তাহাতে আরূঢ় বলিয়া তাঁহাকে বৃষবাহন বলা যায়। ক্রোধাদি দোষ সমূহই সর্প; জগন্ময় মহেশ্বর সেই সকল সর্পকেও সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ভূষণরূপে ধারণ করেন। বিবিধ কর্ম্ম সকলই জটাস্বরূপ; তিনি তৎসমস্ত ধারণ করেন। বেদত্রয় তাঁহার তিনটী নেত্র। ত্রিগুণময় শরীরই ত্রিপুরপদবাচ্য; তিনি তাহা ভস্মসাৎ করেন বলিয়া তাঁহাকে ত্রিপুরঘ্ন বলা যায়। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা এবম্বিধ মহাদেবকে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সেই হরকে ভজনা করিবেন না কেন? বিপ্র! আরও দেখুন, সংসারে সমস্ত ব্যক্তিই ভীত, সুতরাং সকলেই সমস্ত কার্য্যই বিবেচনা করিয়াই করিয়া থাকে, ফলে শুভই হউক, আর অশুভই হউক; আমি বিবেচনা করিয়াই একার্য্য করিয়াছি। হে বিপ্র! আপনিও ইহাকে আরাধনা করুন। দেবী এইরূপ বলিতেছেন, ইহার প্রত্যুত্তরদানার্থ ব্রহ্মচারী যেমন ওষ্ঠ কম্পিত করিয়াছেন, অমনি গিরিজা বুঝিতে পারিয়া তাহাতে বাধা দিয়া সখীকে কহিলেন,—সখি! এই ব্রাহ্মণ আবার কি বলিতে চাহেন, ইহাকে বারণ কর। যে ব্যক্তি মহাত্মাদিগের নিন্দাবাদ করে, কেবল যে সেই পাপী হয় তাহা নহে; পরন্তু শ্রোতাও পাপভাগী হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় নাই।৭১—৮০। অথবা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাদে আমাদিগের প্রয়োজন কি? কর্ণাচ্ছাদন করিয়া এখান হইতে স্থানান্তরে যাই। যে যেমন সে তেমনই, দেবী এই বলিয়া কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে হর দেব নিজ রূপ ধারণ করিয়া তদীয় বসন ধারণ করিলেন। পরমেশ্বরী পার্ব্বতী সেই মহেশ্বরকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণিপাতপূর্ব্বক

উমা ॥ ৮৩॥ প্রাহ তাং চ মহাদেবো দাসোঽস্মি তব শোভনে। তপোদ্রব্যেণ ক্রীতশ্চ সমাদিশ যথেপ্সিতম্ ॥ ৮৪ ॥ দেব্যুবাচ। মনসস্ত্বং প্রভুঃ শম্ভো দত্তং তচ্ছম্ময়া তব। বপুষঃ পিতরাবীশৌ তৌ মানয়িতুমর্হসি ॥ ৮৫ ॥ মহাদেব উবাচ। পিত্রা হি তে পরিজ্ঞাতং দৃষ্ট্বা ত্বাং রূপশালিনীম্। বালাং স্বয়ংবরং পুত্রীমহং দাস্যামি নান্যথা ॥ ৮৬ ॥ তত্তস্য সর্ব্বমেবাস্তু বচনং ত্বং হিমাচলম্। স্বয়ংবরার্থং সুশ্রোণি প্রেরয় ত্বাং বৃণে ততঃ ॥ ৮৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা তাং মহাদেবঃ শুচিঃ শুচিষদো বিভুঃ। জগামেষ্ট তদা দেশং স্বপুরং প্রযযৌ চ সা ॥ ৮৮ ॥ দৃষ্ট্বা দেবীং তদা হৃষ্টো মেনয়া সহিতোঽচলঃ ॥ ৮৯ ॥ আলিঙ্গ্যাঘ্রায় পপ্রচ্ছ সর্ব্বং সা চ ন্যবেদয়ৎ। হৃষ্টিতুর্দেবদেবেন আজ্ঞপ্তং তু হিমাচলঃ ॥ ৯০ ॥ স্বয়ংবরং প্রমুদিতঃ সর্ব্বলোকেষ্বঘোষয়ৎ। অশ্বিনৌ দ্বাদশাদিত্যা গন্ধর্ব্ব-গরুড়োরগাঃ ॥ ৯১ ॥ যক্ষাঃ সিদ্ধাস্তথা সাধ্যা দৈত্যাঃ কিম্পুরুষা নগাঃ। সমুদ্রাদ্যাশ্চ যে কেচিৎ ত্রৈলোক্য-প্রবরাশ্চ যে ॥ ৯২ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ। ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ যে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চকোটয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ জগ্মুর্গিরীন্দ্রপুত্র্যাস্তু স্বয়ংবরমনুত্তমম্। আমন্ত্রিতস্তথা বিষ্ণু-র্মেরুমাহ হসন্নিব ॥ ৯৪ ॥ তাতাস্মাকঞ্চ সা দেবী মেরো গচ্ছ নমামি তাম্। অথ শৈলসুতা দেবী হৈমমারুহ্য শোভনম্ ॥ ৯৫ ॥ বিমানং সর্ব্বতোভদ্রং সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥ অপ্সরোভিঃ প্রনৃত্যন্তিঃ সর্ব্বা-ভরণভূষিতা ॥ ৯৬ ॥ গন্ধর্ব্বসঙ্ঘৈর্বিবিধৈঃ কিন্নরৈশ্চ সুশোভনৈঃ। বন্দিভিঃ স্তূয়মানা চ বীরকাংস্যধরা স্থিতা ॥ ৯৭ ॥ সিতাতপত্ররত্নাংশুমিশ্রিতং চাবহত্তদা। শালিনী নাম পার্ব্বত্যাঃ সন্ধ্যাপূর্ণেন্দুমণ্ডলা ॥ ৯৮ ॥ চামরাসক্তহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীভিশ্চ সংবৃতা। মালাং প্রগৃহ্য সা তস্থৌ সুরদ্রুমসমুদ্ভবাম্ ॥ ৯৯ ॥ এবং তস্যাং স্থিতায়ান্তু স্থিতে লোকত্রয়ে তদা। শিশুর্ভূত্বা মহাদেবঃ ক্রীড়ার্থং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১০০ ॥ উৎসঙ্গতল-সংগুপ্তো বভূব ভগবান্ ভবঃ। জয়েতি যৎপদং খ্যাতং তস্য সত্যার্থমীশ্বরঃ ॥ ১০১ ॥ অথ দৃষ্ট্বা

অবনতমুখে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—'অয়ি শোভনে! আমি তোমার দাস হইয়াছি; তুমি আমাকে তপস্যারূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছ; যাহা ইচ্ছা আদেশ কর।' দেবী কহিলেন,—শম্ভো! আপনি যে মনের প্রভু, তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিয়াছি; পরন্তু পিতা-মাতাই শরীরের অধীশ্বর; সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মান করা আপনার কর্ত্তব্য।' হর উত্তর করিলেন,—তোমার পিতা তোমাকে রূপ-শালিনী দর্শনে "আমি এই বালিকাকে স্বয়ম্বরে সম্প্রদান করিব, ইহার অন্যথা করিব না" এই-রূপই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত বাক্য সত্য হউক। অয়ি সুশ্রোণি! তুমি হিমালয়কে স্বয়ম্বর নিমিত্ত প্রেরণা কর; পরে আমি তোমাকে বরণ করিব। অনন্তর শুচিনিবাস বিভু মহাদেব এই বলিয়া অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। উমা দেবীও তখন নিজপুরে গমন করিলেন। তখন দেবীকে দেখিয়া হিমালয় মেনকার সহিত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন; দেবীও যথাযথ সকল কথাই তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন। পরে প্রমোদিতচেতা হিমাচল, দেবদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট নিজ কন্যার স্বয়ম্বরবার্ত্তা সর্ব্বলোকে ঘোষণা করাইলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সর্প, যক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য, দৈত্য, কিন্নর, পর্ব্বত, সমুদ্রাদি-ত্রৈলোক্যবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ; আর তেত্রিশ কোটি, তেত্রিশ হাজার, তেত্রিশ শত, তেত্রিশ জন দেবতা, সকলেই সেই গিরীন্দ্রনন্দিনীর অনুত্তম স্বয়ম্বরক্ষেত্রে সমুপাগত হইলেন। বিষ্ণুরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি সহাস্যমুখে মেরু গিরিকে কহিলেন;—হে গিরিবর! সেই দেবী আমাদিগেরও মান্যা, অতএব তুমিও সেখানে যাও। আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। অনন্তর শৈলসুতা সর্ব্বাভরণে ভূষিতা ও সুশোভিত এবং বিবিধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বন্দি জনে স্তূয়মান হইয়া বীরকাংস্য ধারণপূর্ব্বক অপ্সরো-গণের নৃত্যসঙ্কুল সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত, রত্নকিরণ সমুদ্ভাসিত সিতাতপত্রসম্পন্ন, মনোহর হৈম বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যাকালীন পূর্ণচন্দ্র-সমাননা শালিনী নাম্নী তদীয়া সখী পারিজাত-পুষ্পরচিত মালা লইয়া সিত-চামরধারিণী দিব্যরমণী-গণে পরিবৃত হইয়া দেবীকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিতা হইল। ৮১—৯৯। দেবী এইরূপে অবস্থান করিলে এবং লোকত্রয়বাসী জনগণ তত্রত্য সভায় উপবেশন করিলে পর, বৃষধ্বজ ভব ভগবান্ মহাদেব মহেশ্বর তাঁহার 'জয়' নামের সার্থকতা প্রকটনার্থ

শিশুং দেবাস্তস্য উৎসঙ্গবর্ত্তিনম্। কোঽয়মত্রেতি সম্মন্ত্র্য চুক্রুশুর্ভৃশরোষিতাঃ॥ ১০২ ॥ বজ্রমাহারয়ন্তস্য বাহুমুদ্যম্য বৃত্রহা। স বাহুরুদ্যতস্তস্য তথৈব সমতিষ্ঠত॥ ১০৩॥ স্তম্ভিতঃ শিশুরূপেণ দেবদেবেন লীলয়া। বজ্রং ক্ষেপ্তুং ন শক্নোতি বাহুং চালয়িতুং তদা॥ ১০৪॥ বহ্নিঃ শক্তিং তদা ক্ষেপ্তুং ন শশাক তথোত্থিতঃ। যমোঽপি দণ্ডং খড়্গঞ্চ নির্ঋতিস্তং শিশুং প্রতি॥ ১০৫॥ পাশঞ্চ বরুণো রাজা ধ্বজযষ্টিং সমীরণঃ। সোমো গুড়ং ধনেশশ্চ গদাং সুমহতীং দৃঢ়াম্॥ ১০৬॥ নানায়ুধানি চাদিত্যা মুষলং বসবস্তথা। মহাঘোরাণি শস্ত্রাণি তারকাদ্যাশ্চ দানবাঃ॥ ১০৭॥ স্তম্ভিতা দেবদেবেন তথা ন ভুবনেষু যে। পুষা দন্তান্ দশন্ দন্তৈর্বালমৈক্ষত মোহিতঃ॥ ১০৮॥ তস্যাপি দশনাঃ পেতুর্দৃষ্টমাত্রস্য শম্ভুনা। ভগশ্চ নেত্রে বিকৃতে চকার স্ফুটিতে চ তে॥ ১০৯॥ বলং তেজশ্চ যোগাংশ্চ সর্ব্বেষাং জগৃহে প্রভুঃ॥ ১১০॥

অথ তেষু স্থিতেষ্বেব মন্যুমৎসু সুরেষ্বপি। ব্রহ্মা ধ্যানমুপাশ্রিত্য বুবোধ হরচেষ্টিতম্। সোঽভিগম্য মহাদেবং তুষ্টাব প্রযতো বিধিঃ॥ ১১১॥ পৌরাণৈঃ সামসঙ্গীতৈর্বৈদিকৈর্গুহ্যনামভিঃ। নমস্তুভ্যং মহাদেব মহাদেব্যৈ নমোনমঃ॥ ১১২॥ প্রসাদাত্তব বুদ্ধ্যাদির্জগদেতৎ প্রবর্ত্ততে। মূঢাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বা নৈনং বুধ্যত শঙ্করম্॥ ১১৩॥ মহাদেবমিহায়াতং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। গচ্ছধ্বং শরণং শীঘ্রং যদি জীবিতুমিচ্ছত॥ ১১৪॥ ততঃ সম্ভ্রমসম্পন্নাস্তুষ্টুবুঃ প্রণতাঃ সুরাঃ। নমোনমো মহাদেব পাহি পাহি জগৎপতে॥ ১১৫॥ দুরাচারান্ ভবানস্মানাত্মদ্রোহপরায়ণান্। অহো পশ্যত নো মৌঢ্যং জানন্তস্তব ভাবিনীম্॥ ১১৬॥ ভার্য্যামুমাং মহাদেবীং তথাপ্যত্র সমাগতাঃ। যুক্তমেতদ্‌যদস্মাকং রাজ্যং গৃহ্নেত চাসুরৈঃ॥ ১১৭॥ যেষামেবংবিধা বুদ্ধিরস্মাভিঃ কিং কৃতং ত্বিদম্। অথ বা নো ন দোষোঽস্তি পশবো হি বয়ং যতঃ॥ ১১৮॥

কৌতুকবশে একটি শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া দেবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। পরে দেবগণ দেবীর ক্রোড়ে সেই বালককে দেখিয়া পরস্পর "এ—কে? কে—এ?" এইরূপ উচ্চ কোলাহল করিয়া সরোষে মহা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র সেই শিশুকে বজ্র প্রহারার্থ বাহু উদ্যত করিলেন; কিন্তু শিশুরূপী দেবদেব লীলাবশে স্তম্ভিত করায় সেই বাহু তদবস্থায়ই রহিল। ইন্দ্র তখন বজ্রক্ষেপণ বা বাহু সঞ্চালনে অসমর্থ হইলেন! বহ্নিও সেই শিশুর প্রতি শক্তি নিক্ষেপে উদ্যম করিয়া স্তম্ভিতবাহু হইলেন। যম দণ্ড, নির্ঋতি খড়্গ, বরুণ পাশ, বায়ু ধ্বজযষ্টি, চন্দ্র গুড়াস্ত্র, কুবের সুমহতী দৃঢ় গদা, আদিত্যগণ বিবিধ অস্ত্র, বসুগণ মুষল এবং তারকপ্রমুখ দানবগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু দেবদেব তাঁহাদিগের সকলকেই পূর্ব্ববৎ স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। এতদ্ভিন্ন ত্রিলোকবাসী আর আর যে যে ব্যক্তি যে যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রহারার্থ উদ্যম করিল, সেই সেই দেবদেব কর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া গেল। পূষা সেই বালককে দংশন করিবার জন্য দশন বিকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শম্ভুর দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার দশনগুলি পতিত হইয়া গেল। ভগদেব সেই শিশুকে দেখিয়া নেত্রদ্বয় বিকৃত করিয়াছিলেন, শম্ভুর দর্শনে তদীয় নেত্রদ্বয় স্ফুটিত হইল। প্রভু শম্ভু তখন সকলেরই বল, তেজ ও যোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ১০০—১১০। অতঃপর সভাস্থ জনগণ সক্রোধে তাদৃশ ভাবে অবস্থান করিলে ব্রহ্মা ধ্যান দ্বারা শিবের এই আচরণ জ্ঞাত হইলেন। বিধাতা তখন সেই বালকরূপী মহাদেবের সমীপস্থ হইয়া প্রণত ভাবে তাঁহাকে পুরাণোক্ত সামগীত ও বৈদিক গুহ্য নাম সকলের উল্লেখ সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। মহাদেবীকেও নমস্কার। আপনার প্রসাদেই বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার। ওহে মূঢ় দেবগণ! তোমরা সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহাদেব শঙ্করই যে এখানে এইভাবে আসিয়াছেন, ইহা বুঝিতেছ না? যদি জীবনে অভিলাষ থাকে, তবে সত্বর ইহাঁর শরণাগত হও ব্রহ্মার এই কথায় সুরগণ সসম্ভ্রমে প্রণতিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! আমরা আত্মদ্রোহপরায়ণ দুরাচার; আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। আহা! আমাদিগের কি মূঢ়তা দেখুন। আমরা উমাদেবী যে আপনারই ভার্য্যা হইবেন, তাহা জানিয়াও এই স্বয়ম্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের যখন এমন বুদ্ধি, তখন আমাদের রাজ্য যে অসুরগণ গ্রহণ করে, তাহা তো সঙ্গতই! আমরা ইহা কি করিয়াছি! অথবা হে বিভো! এ বিষয়ে

ত্বয়ৈব পতিনা সর্ব্বে প্রেরিতাঃ কুর্ম্মহে বিভো। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং পতিস্ত্বং পরমেশ্বরঃ ॥ ১১৯ ॥ ভ্রাময়স্যখিলং বিশ্বং যন্ত্রারূঢ়ং স্বমায়য়া। যেন বিভ্রামিতা মূঢ়াঃ সমায়াতাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ১৩০ ॥ তস্মৈ পশূনাং পতয়ে নমস্তভ্যং প্রসীদ নঃ। অথ তেষাং প্রসন্নোঽভূদ্দেবদেবস্ত্রিয়ম্বকঃ। যথাপূর্ব্বং চকারৈতান্ সংস্তবাদ্‌ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ ॥ ১২১ ॥ তারকপ্রমুখা দৈত্যাঃ সংক্রুদ্ধাস্তত্র প্রোচিরে ॥ ১২২ ॥ কোঽয়মঙ্গ মহাদেবো ন মন্যামো বয়ঞ্চ তম্। ততঃ প্রহস্য বালোঽসৌ হুঙ্কারং লীলয়া ব্যধাৎ ॥ ১২৩ ॥ হুঙ্কারেণৈব তে দৈত্যাঃ স্বমেব নগরং গতাঃ। বিস্মৃতং সকলং তেষা স্বয়ংবরমুখঞ্চ তৎ ॥ ১২৪ ॥ মহাদেবপ্রভাবেণ দৈত্যানাং ঘোরকর্ম্মণাম্। এবং যস্য প্রভাবো হি দেবদৈত্যেষু ফাল্গুন ॥ ১২৫ ॥ কথমীশ্বরবাক্যার্থস্তস্মাদন্যত্র মৃচ্যতে। অসংশয়ং বিমূঢ়াস্তে পশ্চাত্তাপঃ পুরা মহান্ ॥ ১২৬ ॥ ঈশ্বরং ভুবনস্যাস্য যে ভজন্তে ন ত্র্যম্বকম্। ততঃ সংস্তূয়মানঃ স সুরৈঃ পদ্মভুবাদিভিঃ ॥ ১২৭ ॥ বপুশ্চকার দেবেশস্ত্র্যম্বকঃ পরমাদ্ভুতম্। তেজসা তস্য দেবাস্তে সেন্দ্রচন্দ্রদিবাকরাঃ ॥ ১২৮ ॥ সব্রহ্মকাঃ সসাধ্যাশ্চ বসুর্বিশ্বে চ দেবতাঃ। সযমাশ্চ সরুদ্রাশ্চ চক্ষুরপ্রার্থয়ন্ প্রভুম্ ॥ ১২৯ ॥ তেভ্যঃ পরতমং চক্ষুঃ স্ববপুর্দ্রষ্টুমুত্তমম্। দদাবম্বাপতিঃ শর্ব্বো ভবান্যাশ্চাচলস্য চ ॥ ১৩০ ॥ লব্ধ্বা রুদ্রপ্রসাদেন দিব্যং চক্ষুরনুত্তমম্। সব্রহ্মকাস্তদা দেবাস্তমপশ্যন্মহেশ্বরম্ ॥ ১৩১ ॥ ততো জগুশ্চ মুনয়ঃ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ খেচরাঃ। মুমুচুশ্চ তদা নেদুর্দেবদুন্দুভয়োভৃশম্ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। মুমুদুর্গণপাঃ সর্ব্বে মুমোদাম্বা চ পার্ব্বতী ॥ ১৩৩ ॥ ব্রহ্মাদ্যা মেনিরে পূর্ণাং ভবানীঞ্চ গিরীশ্বরম্। তস্য দেবী ততো হৃষ্টা সমক্ষং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১৩৪ ॥ পাদয়োঃ স্থাপয়ামাস মালাং দিব্যাং সুগন্ধিনীম্। সাধুসাধ্বিতি সম্প্রোচ্য তয়া তং তত্র চর্চ্চিতম্ ॥ ১৩৫ ॥ সহ দেব্যা নমশ্চক্রুঃ শিরোভির্ভূতলাশ্রিতৈঃ। সর্ব্বে সব্রহ্মকা দেবা জয়েতি চ মুদা জগুঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যে মহাদেব-বৈবাহিকোৎসাহবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আমাদিগের দোষ নাই; যেহেতু আমরা পশুপদবাচ্য; আপনিই তো আমাদিগের পতি, আপনার প্রেরণায়ই তো আমরা সকলে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। হে পরমেশ্বর! আপনিই সর্ব্বভূতের পতি। আপনি মহৈশ্বর্য্যশালী এবং নিজ মায়াবশে সংসারযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রামিত করিতেছেন। যৎকর্তৃক বিভ্রামিত হইয়া আমরা জ্ঞান হারাইয়া এই স্বয়ম্বরে আসিয়াছি, আপনি সেই পশুপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। অতঃপর প্রভু মহাদেব সেই দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সুস্থ করিয়া দিলেন।১১১—১২১। সভাস্থ তারকপ্রমুখ দৈত্য এই ব্যাপার দেখিয়া কহিল,—ওহে! এই মহাদেব কে? আমরা ইহাকে গ্রাহ্য করি না। এই কথায় সেই বালক হাস্যপূর্ব্বক লীলাবশে হুঙ্কার করিলেন; তাহাতে সেই দৈত্যগণ তাহাদিগের নিজনগরে প্রক্ষিপ্ত হইল এবং সেই স্বয়ম্বর বিবরণ সমস্তই ভুলিয়া গেল। মহাদেবের প্রভাবে ঘোরকর্ম্মা দৈত্যগণের এমন অবস্থা ঘটিল। হে ফাল্গুন অর্জ্জুন! সুরাসুরবর্গের প্রতি যাঁহার এবম্বিধ প্রভাব, তাঁহা ব্যতীত অন্যত্র ঈশ্বর শব্দ কি প্রকারে প্রয়োগ করা যায়? অতএব যাহারা এই ভুবনমণ্ডলের ঈশ্বর ত্রিলোচনের ভজনা না করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিমূঢ় এবং পরিণামে অনুতাপ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া দেবেশ ত্র্যম্বক পরম অদ্ভুত শরীর ধারণ করিলেন। তদীয় শরীরতেজে প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, সাধ্য, বসু, বিশ্বদেব, যম, রুদ্রাদি সকলেই সেই প্রভুর নিকট চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। অম্বিকাপতি সর্ব্বদেব, তাঁহাদিগকে, পার্ব্বতীকে ও হিমালয়কে স্বীয় শরীর দর্শনোপযোগী অত্যুত্তম চক্ষু প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের প্রসাদে তখন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহেশ্বরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মুনিগণ সামাদিগান ও খেচরবর্গ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভিসমূহ মহাশব্দে বাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বপ্রধানগণ গান এবং অপ্সরানিকর নৃত্য আরম্ভ করিল। গণপতিগণ ও জগদম্বা পার্ব্বতী অতীব আনন্দিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবীকে ও গিরিরাজকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। অনন্তর দেবী গিরিনন্দিনী সেই দেবগণের সমক্ষে দেবদেবের পদযুগলোপরি দিব্য সুগন্ধি মাল্য স্থাপন করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই "সাধু, সাধু" শব্দে দেবী সহ

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অথ ব্রহ্মা মহাদেবমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ। উদ্বাহঃ ক্রিয়তাং দেব ইত্যুবাচ মহেশ্বরম্॥ ১॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রাহেদং ভগবান্ হরঃ। পরাধীনা বয়ং ব্রহ্মন্ হিমাদ্রেস্তব চাপি যৎ॥ ২॥ যদ্‌যুক্তং ক্রিয়তাং তদ্ধি বয়ং যুষ্মদ্বশেঽধুনা। ততো ব্রহ্মা স্বয়ং দিব্যং পুরং রত্নময়ং শুভম্॥ ৩॥ উদ্বাহার্থং মহেশস্য তৎক্ষণাৎ সমকল্পয়ৎ। শতযোজনবিস্তীর্ণং প্রাসাদশতশোভিতম্॥ ৪॥ পুরে তস্মিন্ মহাদেবঃ স্বয়মেব ব্যতিষ্ঠত। ততঃ সপ্তমুনীন দেবশ্চিন্তিতাভ্যাগতান্ পুরঃ॥ ৫॥ প্রাহিণোদম্বিকায়াশ্চ স্থিরপত্রার্থমীশ্বরঃ। সারুন্ধতীকাস্তে তত্র হ্লাদয়ন্তো হিমাচলম্॥ ৬॥ সভার্য্যমীশ্বরগুণৈঃ স্থিরপত্রাণি চাদধুঃ। ততঃ সম্পূজিতাস্তেন পুনরাগমা তেঽচলাৎ॥ ৭॥ স্তবেদয়ংস্ত্র্যম্বকায় স চ তানভ্যনন্দত। উদ্বাহার্থং ততো দেবো বিশ্বং সর্ব্বং ন্যমন্ত্রয়ৎ॥ ৮॥ সমাগতং চ তৎসর্ব্বং বিনা দৈত্যৈর্দুরাত্মভিঃ। স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ বিশ্বং বিষ্ণুপুরোগমম্॥ ৯॥ সব্রহ্মকং পুরারাতের্ম্মহিমানমবর্দ্ধয়ৎ। ততস্তং বিধিরাহেদং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ১০॥ পুরে স্থিতং বিবাহস্য দেব কালঃ প্রবর্ত্ততে। ততস্তস্য জটাজূটে চন্দ্রখণ্ডং পিতামহঃ॥ ১১॥ ববন্ধ প্রণয়োদারবিস্ফারিতবিলোচনঃ। কপর্দ্দং শোভনং বিষ্ণুঃ স্বয়ং চক্রেঽস্য হর্ষতঃ॥ ১২॥ কপালমালাং বিপুলাং চামুণ্ডা মূর্দ্ধ্ন্যবন্ধত। উবাচ চাপি গিরিশং পুত্রং জনয় শঙ্কর॥ ১৩॥ যো দৈত্যেন্দ্রকুলং হত্বা মাং রক্তৈস্তর্পয়িষ্যতি। সূর্য্যো জলচ্ছিখারত্নং ভাভাসিতজগত্ত্রয়ম্॥ ১৪॥ ববন্ধ দেবদেবস্য স্বয়মেব প্রমোদতঃ। শেষবাসুকিমুখ্যাশ্চ জলন্তস্তেজসা শুভাঃ॥ ১৫॥ আত্মানং ভূষণস্থানে স্বয়ং তে চক্রুরীশ্বরে। বায়বশ্চ ততস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গং

বিরাজমান মহেশ্বরকে ভূতলাবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া সানন্দ মনে জয় গান করিতে লাগিলেন। ১২২—১৩৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

—

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিকরে মহেশ্বর মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—হে দেব! এক্ষণে উদ্বাহ ব্যাপার সমাধান করুন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ হর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি পরাধীন; সুতরাং হিমালয়ের ও আপনার যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই করুন। আমি এখন আপনাদিগেরই বশবর্ত্তী। এই কথা শুনিয়া মহেশ্বরের বিবাহার্থ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ একটী শত যোজন বিস্তীর্ণ শতপ্রাসাদশোভিত রত্নময় দিব্য শুভ পুরকল্পনা করিলেন। মহাদেব স্বয়ংই যাইয়া সেই পুরমধ্যে অবিষ্ঠান করিলেন। পরে দেব মহেশ্বর সপ্তর্ষিদিগকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা অবিলম্বে অরুন্ধতীর সহিত তদীয় পুরোভাগে সমাগত হইলেন। তখন দেব মহেশ্বর তাঁহাদিগকে অম্বিকার সহিত স্বীয় বিবাহের স্থিরপত্র (পাতিপত্র, বা পাকা দেখা) নির্ব্বাহার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও অরুন্ধতীর সহিত সভার্য্য মহাদেবের গুণাবলীর উল্লেখ সহকারে স্থিরপত্র সম্পাদন করিলেন। পরে তাঁহারা হিমাচলের নিকট যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে আসিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন। অতঃপর মহাদেব বিবাহের জন্য সমস্ত জগতের নিমন্ত্রণ করিলেন। ১—৮। তখন সেখানে দুরাত্মা দৈত্যগণ ব্যতীত ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগদ্বাসী সমাগত হইয়া ত্রিপুরারির মহিমা বর্দ্ধিত করিলেন। মহাদেব গন্ধমাদন পর্ব্বতে উত্তম দিব্যপুরে থাকিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেব বিবাহের কাল প্রবৃত্ত হইতেছে; অতএব আপনি বিবাহসজ্জায় সজ্জিত হউন। এই বলিয়া পিতামহ প্রণয়বশে উদার লোচন বিস্ফারিত করিয়া তদীয় জটাজূটে চন্দ্রখণ্ড বাঁধিয়া দিলেন। বিষ্ণু সহর্ষে তদীয় জটাজূট সুন্দররূপে বিন্যাস করিলেন। চামুণ্ডা দেবী বিপুল কপালমালা লইয়া সেই গিরিশের মস্তকে বন্ধন করিলেন এবং কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি এমন একটী পুত্রোৎপাদন করুন, যে পুত্র দৈত্যেন্দ্রদলের সংহার করিয়া আমাকে রক্ত দ্বারা তর্পিত করিবে। সূর্য্য সানন্দ-মানসে, যাহার প্রভায় ত্রিজগৎ সমুদ্‌ভাসিত হয়, এমন একটী সমুজ্জ্বল মণি সেই দেবদেবের শিখায় বাঁধিয়া দিলেন। শেষবাসুকিপ্রমুখ সর্পগণ তেজঃসমুজ্জ্বল দেহে নিজেরাই সেই মহেশ্বরের শরীরে ভূষণস্থানে তত্তদ্ ভূষণাকারে অবস্থিত হইল। বায়ুগণ মহেশের বাহন

হিমগিরিপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥ বৃষং বিভূষয়ামাসুর্নানারত্নোপপত্তিভিঃ। শক্রো গজাজিনং গৃহ্য স্বয়মগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ বিনা ভস্ম সমাধায় কপালে রজতপ্রভম্। মনুজাস্থিময়ীং মালাং প্রেতনাথশ্চ বন্দনম্ ॥ ১৮ ॥ বহ্নিস্তেজোময়ং দিব্যমজিনং প্রদদৌ স্থিতঃ। এবং বিভূষিতঃ সর্ব্বৈর্ভৃত্যৈরীশো বভৌ ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥ ততো হিমাদ্রেঃ পুরুষা বীরকং প্রোচিরে বচঃ। মা ভূৎ কালাত্যয়ঃ শীঘ্রং ভবস্যৈতন্নিবেদ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ ততো দেবং প্রণম্যাহ বীরকঃ করসম্পুটী। ত্বরয়ন্তি মহেশানং হিমাদ্রেঃ পুরুষাস্ত্বমী ॥ ২১ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচো দেবঃ শীঘ্রমিত্যেব চাব্রবীৎ। সপ্ত বারিধয়স্তস্য চক্রুর্দর্পণদর্শনম্ ॥ ২২ ॥ তত্রৈক্ষত মহাদেবঃ স্বরূপং স জগন্ময়ম্। ততো বদ্ধাঞ্জলির্ধীমান স্থাণুং প্রোবাচ কেশবঃ ॥ ২৩ ॥ দেবদেব মহাদেব ত্রিপুরান্তক শঙ্কর। শোভসেঽননেন রূপেণ জগদানন্দদায়িনা ॥ ২৪ ॥ মহেশ্বর যথা সাক্ষাদপরস্ত্বং মহেশ্বরঃ। ততঃ স্বয়ং মহাদেবো জয়েতি ভুবনে শ্রুতঃ ॥ ২৫ ॥ করমালম্ব্য বিষ্ণোশ্চ বৃষভং রুরুহে শনৈঃ। ততশ্চ বসবো দেবাঃ শূলং তস্য ন্যবেদয়ন্ ॥ ২৬ ॥ ধনদো নিধিভির্যুক্তঃ সমীপস্থস্ততোঽভবৎ। স শূলপাণির্বিশ্বাত্মা সঞ্চচাল ততো হরঃ ॥ ২৭ ॥ দেবদুন্দুভিনাদৈশ্চ পুষ্পাসারৈশ্চ গীতকৈঃ। নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ জয়েতি চ মহাস্বনৈঃ ॥ ২৮ ॥ সব্যদক্ষিণসংস্থানৌ ব্রহ্মবিষ্ণূ তু জগ্মতুঃ। হংসং চ গরুড়ং চৈব সমারুহ্য মহাপ্রভো ॥ ২৯ ॥ অথাদিতির্দিতিঃ সা চ দনুঃ কদ্রূঃ সুপর্ণজা। পৌলমী সুরসা চৈব সিংহিকা সুরভির্মুনিঃ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধির্মায়া ক্ষমা দুর্গা দেবী স্বাহা স্বধা সুধা। সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী লক্ষ্মীঃ সা দক্ষিণা দ্যুতিঃ ॥ ৩১ ॥ স্পৃহা মতির্ধৃতির্বুদ্ধির্মস্থির্ঋদ্ধিঃ সরস্বতী। রাকা কুহূঃ সিনীবালী দেবী ভানুমতী তথা ॥ ৩২ ॥ ধরণী ধারণী বেলা রাজ্ঞী চাপি চ রোহিণী। ইত্যেতাশ্চান্যদেবানাং মাতরঃ পত্নযস্তথা ॥ ৩৩ ॥ উদ্বাহং দেবদেবস্য জগ্মুঃ সর্ব্বা মুদান্বিতাঃ। উরগা গরুড়া যক্ষা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা নরাঃ ॥ ৩৪ ॥ সাগরা গিরযো মেঘা মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা। বেদা মন্ত্রাস্তথা যজ্ঞাঃ শ্রৌতা ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ হুঙ্কারাঃ প্রণবাশ্চৈব ইতিহাসাঃ সহস্রশঃ। কোটিশশ্চ তথা দেবা

হিমগিরিসদৃশ বৃষকে নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত করিলেন। যমরাজ কপাল পাত্রে ভস্মসম্পর্কশূন্য রজতকান্তি মানুষাস্থিময়ী মালা লইয়া মহেশকে বন্দনপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। বহ্নিদেব দিব্য তেজোময় অঞ্জন দান করিলেন। ঈশ্বর অনুজীবিজনে এইভাবে বিভূষিত হইয়া অতীব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর হিমলয়ের লোকেরা বীরককে কহিল যে, বিবাহের লগ্ন যেন অতীত না হয়; তুমি ভব দেবকে একথা নিবেদন কর। ৯—২০। পরে বীরক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহেশ্বর! হিমালয়ের পুরুষগণ আপনাকে ত্বরা করিতে বলিতেছে। দেব মহেশ্বর এ কথা শুনিয়া "তাড়াতাড়ি কর" এই কথাই কহিলেন। তখন সপ্ত সমুদ্র তদীয় দর্পণ কার্য্য করিলেন। মহাদেব সেই সপ্ত-সমুদ্রে স্বীয় জগন্ময় রূপ অবলোকন করিলেন। অতঃপর ধীমান্ কেশব কৃতাঞ্জলিকরে স্থাণু শঙ্করকে কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব ত্রিপুরান্তক শঙ্কর মহেশ্বর! এই জগদানন্দকারী রূপ দ্বারা আপনি অপর মহেশ্বরের ন্যায় শোভা লাভ করিয়াছেন। অনন্তর মহাদেব, ত্রিভুবনবাসীর উচ্চারিত জয় শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে বিষ্ণুর হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বৃষভে আরোহণ করিলেন। পরে বসুগণ তাঁহাকে শূল নিবেদন করিলেন। ধনপতি নিধিগণসহ সমীপস্থ হইলেন। তার পর বিশ্বাত্মা হর শূলহস্তে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত, পুষ্পবৃষ্টি পতিত এবং সঙ্গীত, অপ্সরোগণের নৃত্য ও উচ্চ জয় শব্দোচ্চারণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে মহাদ্যুতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যথাক্রমে হংসে ও গরুড়ে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ২১—২৯। অতঃপর অদিতি, দিতি, দনু, কদ্রু, শচী, সুরমা, সিংহিকা, সুরভি, মুনি, সিদ্ধি, মায়া, ক্ষমা, দুর্গা, স্বাহা স্বধা, সুধা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, দক্ষিণা, দ্যুতি, স্পৃহা, মতি, ধৃতি, বুদ্ধি, মস্থি, ঋদ্ধি, সরস্বতী, রাকা, কুহূ, সিনীবালী, ভানুমতী, ধরণী, ধারিণী, বেলা, রাজ্ঞী, রোহিণী এবং অপরাপর বেদমাতা ও দেবপত্নীগণ সকলেই দেবদেবের সেই বিবাহে সহর্ষে গমন করিলেন। উরগ, গরুড়, কিন্নর, নর, সাগর, গিরি, বৎসর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মেঘ, মাস, বেদ, মন্ত্র, যজ্ঞ, সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম, হুঙ্কার, প্রণব, সহস্র সহস্র ইতি-হাস, সবাহন মহেন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ এবং কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গণ সেই মহাদেবের অনুগমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ শঙ্খবর্ণ বহু

মহেন্দ্রাদ্যাঃ সবাহনাঃ ॥ ৩৬ ॥ অনুজগ্মুর্মহাদেবং কোটিশোঽর্ব্বুদশশ্চ হি। গণাশ্চ পৃষ্ঠতো জগ্মুঃ শঙ্খবর্ণাশ্চ কোটিশঃ ॥ ৩৭ ॥ দশভিঃ কেকরাখ্যাশ্চ বিদ্যুতোঽষ্টাভিরেব চ। চতুঃষষ্ট্যা বিশাখাশ্চ নবভিঃ পারিযাত্রিকাঃ ॥ ৩৮ ॥ ষড়্ভিঃ সর্ব্বান্তকঃ শ্রীমাংস্তথৈব বিকৃতাননঃ। জ্বালাকেশো দ্বাদশভিঃ কোটিভিঃ সংবৃতো যযৌ ॥৩৯ ॥ সপ্তভিঃ সমদঃ শ্রীমান্ দুন্দুভোঽষ্টাভিরেব চ। পঞ্চভিশ্চ কপালীশঃ ষড়্ভিঃ সংহ্রাদকঃ শুভঃ ॥ ৪০ ॥ কোটিকোটিভিরেবৈকঃ কুণ্ডকঃ কুম্ভকস্তথা। বিষ্টম্ভোঽষ্টাভিরেবেহ গণপঃ সর্ব্বসত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ পিপ্পলশ্চ সহস্রেণ সন্নাদশ্চ তথা বলী। আবেশনস্তথাষ্টাভিঃ সপ্তভিশ্চন্দ্রতাপনঃ ॥ ৪২ ॥ মহাকেশঃ সহস্রেণ নন্দির্দ্বাদশভিস্তথা। নগঃ কালঃ করালশ্চ মহাকালঃ শতেন চ ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিকঃ শতকোট্যা বৈ কোট্যাগ্নিমুখ এব চ। আদিত্যমূর্দ্ধা কোট্যা চ কোট্যা চৈব ধনাবহঃ ॥ ৪৪ ॥ সন্নাগশ্চ শতেনৈব কুমুদঃ কোটিভিস্ত্রিভিঃ। অমোঘঃ কোকিলশ্চৈব কোটিকোট্যা সমন্ত্রকঃ ॥ ৪৫ ॥ কাকপাদস্তথা ষষ্ট্যা ষষ্ট্যা সন্তানকো গণঃ। মহাবলশ্চ নবভির্মধুপিঙ্গশ্চ পিঙ্গলঃ ॥ ৪৬ ॥ নীলো নবত্যা সপ্তত্যা চতুর্বক্ত্রশ্চ পূর্ব্বপাৎ। বীরভদ্রশ্চতুঃষষ্ট্যা করণো বালকস্তথা ॥ ৪৭ ॥ পঞ্চাক্ষঃ শতমন্যুশ্চ মেঘমন্যুশ্চ বিংশতিঃ। কাষ্ঠকোটিশ্চতুঃষষ্ট্যা সুকোশো বৃষভস্তথা ॥ ৪৮ ॥ বিশ্বরূপস্তালকেতুঃ পঞ্চাশচ্চ সিতাননঃ। ঈশানো বৃদ্ধদেবশ্চ দীপ্তাত্মা মৃত্যুহা তথা ॥ ৪৯ ॥ বিষাদো যমহা চৈব গণো ভৃঙ্গরিটিস্তথা। অশনী হাসকশ্চৈব চতুঃষষ্ট্যা সহস্রপাৎ ॥ ৫০ ॥ এতে চান্যে চ গণপা অসংখ্যাতা মহাবলাঃ। সর্ব্বে সহস্রহস্তাশ্চ জটামুকুটধারিণঃ ॥ ৫১ ॥ চন্দ্রলেখাবতংসাশ্চ নীলকণ্ঠাস্ত্রিলোচনাঃ। হারকুণ্ডলকেয়ূরমুকুটাদ্যৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৫২ ॥ অণিমাদিগুণৈর্যুক্তাঃ শক্তাঃ শাপপ্রসাদয়োঃ। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাস্তত্রাজগ্মুর্গণেশ্বরাঃ ॥ ৫৩ ॥ পাতালাম্বরভূমিস্থাঃ সর্ব্বলোকনিবাসিনঃ। তুম্বুরুর্নারদো হাহা হূহূশ্চৈব তু সামগাঃ ॥ ৫৪ ॥ তন্ত্রীমাদায় বাদ্যাংশ্চাবাদয়ঞ্ছঙ্করোৎসবে। ঋষয়ঃ কৃৎস্নশশ্চৈব বেদগীতাংস্তপোধনাঃ ॥ ৫৫ ॥ পুণ্যান্ বৈবাহিকান্ মন্ত্রান্ জেপুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ। এবং প্রতস্থে গিরিশো বীজ্যমানশ্চ গঙ্গয়া ॥ ৫৬ ॥ তথা যমুনয়া চাপাম্পতিনা ধৃতচ্ছত্রয়া। স্ত্রীভির্নানাবিধালাপৈর্লাজাভিশ্চানু-

কোটি, কেকরনেত্র দশ কোটি, বিদ্যুৎকান্তি অষ্ট-কোটি, বিশাখগণ চতুঃষষ্টি কোটি ও পারিযাত্রিক নব কোটি গণ প্রস্থান করিল। আর শ্রীমান সর্ব্বান্তক ছয় কোটি, বিকৃতানন ছয় কোটি এবং জ্বালাকেশ গণনায়ক দ্বাদশ কোটি গণে পরিবৃত হইয়া শম্ভুর অনুগমন করিলেন। শ্রীমান সমদ সপ্ত কোটি, দুন্দুভ অষ্ট কোটি, কপালীশ পাঁচ কোটি, শুভকর্ম্মা সংহ্রাদক ছয় কোটি, কুণ্ডক ও কুম্ভক প্রত্যেকে কোটি কোটি, সর্ব্বপ্রধান বিষ্টম্ভ গণপতি অষ্ট কোটি, পিপ্পল ও বলবান্ সন্নাদ প্রত্যেকে সহস্র কোটি, আবেশন অষ্ট কোটি, চন্দ্রতাপন সপ্ত কোটি, মহাকেশ সহস্র কোটি, নন্দী দ্বাদশ কোটি, নগ, কাল, করাল ও মহাকাল প্রত্যেকে শত কোটি, অগ্নিক শত কোটি, অগ্নিমুখ এককোটি, আদিত্যমূর্দ্ধা এক-কোটি, ধনাবহ এককোটি, সন্নাগ শত কোটি, কুমুদ তিন কোটি, অমোঘ, কোকিল ও সুমন্ত্রক প্রত্যেকে কোটিকোটি, কাকপাদ ও সন্তানক প্রত্যেকে ষষ্টি-কোটি, মহাবল, মধুপিঙ্গ ও পিঙ্গল প্রত্যেকে নব কোটি, নীল নবকোটি, চতুর্বক্ত্র ও পূর্ব্বপাদ প্রত্যেকে সপ্ততিকোটি, বীরভদ্র করণ ও বালক প্রত্যেকে চতুঃষষ্টি কোটি, পঞ্চাক্ষ, শতমন্যু ও মেঘমন্যু প্রত্যেকে বিংশতি কোটি, কাষ্ঠ কোটি, সুকোশ বৃষভ, প্রত্যেকে চতুঃষষ্টি কোটি, বিশ্বরূপ, তালকেতু ও সিতানন প্রত্যেকে পঞ্চাশৎ কোটি, ঈশান, বৃদ্ধদেব, দীপ্তাত্মা, মৃত্যুহা, বিষাদ, যমহা, ভৃঙ্গরিটি, অশনী, হাসক ও সহস্রপাদ ইহারা প্রত্যেকে চতুঃষষ্টি কোটিগণসহ মহেশ্বরের অনুগামী হইলেন।৩০—৫০। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য, মহাবল, সহস্রহস্ত, জটামুকুটধারী, চন্দ্রকলাবতংস, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, হার কেয়ূর-মুকুটাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, অনিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী, শাপানুগ্রহসমর্থ, কোটি-সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল পাতাল-ভূতাল-নভস্তলবাসী গণপতি, তখন শম্ভুর অনুগমন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সর্ব্বলোক-বাসী প্রায় সকলেই তখন বরযাত্রী হইয়া শিবের সঙ্গে চলিলেন। শঙ্করের সেই বিবাহোৎসবে তুম্বুরু, নারদ, হাহা-হূহূ এবং সামগগণ তন্ত্রীসহযোগে সঙ্গীত ও বাদ্য-বাদন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। তপোধন ঋষিগণ অতীব হৃষ্ট-চিত্তে বেদোক্ত পুণ্য বৈবাহিক মন্ত্রসমূহ পাঠ করিতে লাগি-লেন। গিরিশদেব এইভাবে বিবাহ-যাত্রা করি-লেন। গঙ্গা ও যমুনাদেবী তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। জলপতি তদীয় মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। নারীগণ নানাবিধ আলাপ

মোদিতঃ ॥ ৫৭ ॥ মহোৎসবেন দেবেশো গিরিস্থানং বিবেশ সঃ। প্রভাসৎস্বর্ণকলশং তোরণানাং শতৈর্যুতম্ ॥ ৫৮ ॥ বৈদূর্য্যবদ্ধভূমিস্থং রত্নজৈশ্চ গৃহৈর্যুতম্। তৎ প্রবিশ্য স্তূয়মানো দ্বারমভ্যাসসাদ হ ॥ ৫৯ ॥ ততো হিমাচলস্তত্র দৃশ্যতে ব্যাকুলাকুলঃ। আদিশদাত্মভৃত্যানাং মহাদেব উপস্থিতে ॥ ৬০ ॥ ততো ব্রহ্মাণমচলো গুরুত্বে প্রার্থয়ত্তদা। কৃত্যানাং সর্ব্বভারেষু বাসুদেবঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাহ চ বিবাহেঽস্মিন্ কুমারীভ্রাতরং বিনা। ভবিষ্যতি কথং বিষ্ণো লাজহোমাদিকর্ম্মসু ॥ ৬২ ॥ সুতো হি মম মৈনাকঃ স প্রবিষ্টোঽর্ণবে স্থিতঃ। ইতি চিন্তাবিষণ্ণং তং বিষ্ণুরাহ মহামতিঃ ॥ ৬৩ ॥ অত্র চিন্তা ন কর্ত্তব্যা গিরিরাজ কথঞ্চন। অহং ভ্রাতা জগন্মাতুরেতদেবঞ্চ নান্যথা ॥ ৬৪ ॥ ততঃ প্রমুদিতঃ শৈলঃ পার্ব্বতীঞ্চ স্বলঙ্কৃতাম্। সখীভিঃ কোটিসংখ্যাভির্বৃতাং প্রাবেশয়ৎ সদঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো নীলময়স্তম্ভং জলৎকাঞ্চনকুট্টিমম্। মুক্তাজালপরিষ্কারং জ্বলিতৌষধিদীপিতম্ ॥ ৬৬ ॥ রত্নাসনসহস্রাঢ্যং শতযোজনবিস্তৃতম্। বিবাহমণ্ডপং শর্ব্বো বিবেশানুচরাবৃতঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ শৈলঃ সপত্নীকঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য হর্ষিতঃ। ভবস্য তেন তোয়েন সিষিচে স্বং জগত্তথা ॥ ৬৮ ॥ পাদ্যমাচমনং দত্ত্বা মধুপর্কং চ গাং তথা। প্রদানস্য প্রয়োগং চ সঞ্চিন্তয়ন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৬৯ ॥ দৌহিত্রীং কব্যবাহানাং দদ্মি পুত্রীং স্বকামহম্। ইত্যুক্ত্বা তস্থিবাংস্থলো ন জানাতি হরস্য সঃ ॥ ৭০ ॥ ততঃ সর্ব্বানপৃচ্ছৎ স কুলং কোঽপি ন বেদ তৎ। ততো বিষ্ণুরিদং প্রাহ পৃচ্ছ্যন্তেঽন্যে কিমর্থকঃ ॥ ৭১ ॥ অজ্ঞাতকুলতাং তস্য পৃচ্ছতামমমেব চ। অহিরেব অহেঃ পাদান্ বেত্তি নান্যো হিমাচলঃ ॥ ৭২ ॥ স্বগোত্রং যদি ন ব্রূতে ন দেয়া ভগিনী মম। ততো হাসস্তদা জজ্ঞে সর্ব্বেষাং সুমহাসনঃ ॥ ৭৩ ॥ নিবৃত্তশ্চ ক্ষণাদ্ভূয়ঃ কিং বক্ষ্যতি হরস্থিতি। ততো বিমৃশ্য বসুধা কিঞ্চিদ্ভীতাননো যথা ॥ ৭৪ ॥ লজ্জাজড়ঃ স্মিতং চক্রে ততঃ পার্থ

করিতে করিতে লাজক্ষেপ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। গিরিশদেব এবম্বিধ মহোৎসব-সহকারে গিরিপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই গিরিপুর সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-কলসযুক্ত ও শত শত তোরণদ্বারসমন্বিত। উহার ভিত্তি-সমূহ বৈদূর্য্যরচিত এবং গৃহসমূহ রত্ননির্ম্মিত। গিরিজা সেই পুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে গিরি-ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয় তথায় ব্যগ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন। তিনি অমনি স্বীয় অনুচরগণকে বিবিধ আদেশ দান করিলেন। ৫১—৬০। অতঃপর বুদ্ধিমান্ গিরিরাজ, ব্রহ্মাকে গুরুত্বে ও বিষ্ণুকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে প্রার্থনা করিলেন। আর কহিলেন,—হে বিষ্ণো! এই বিবাহ-কার্য্যে কুমারীর ভ্রাতার অভাবে লাজ-হোমাদি কর্ম্ম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে? আমার পুত্র মৈনাক অর্ণবে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। মহামতি বিষ্ণু এই চিন্তায় বিষণ্ণ গিরিরাজকে কহিলেন,—হে গিরিরাজ! এবিষয়ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এই জগন্মাতার আমিই ভ্রাতা; ইহাতে সংশয় নাই। গিরিরাজ এই কথায় আনন্দিত হইয়া বিবিধ ভূষণে ভূষিতা কোটিসখী-সমাবৃত পার্ব্বতীকে সভায় প্রবেশ করাইলেন। অতঃপর শঙ্কর অনুচরগণসহ শতযোজন বিস্তৃত বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সেই বিবাহ-মণ্ডপের স্তম্ভসমূহ নীলকান্ত-মণি-বিনির্ম্মিত; ভিত্তি জলন্ত কাঞ্চন-খচিত; সহস্র সহস্র আসন রত্নময়; উহা রত্ন ও ওষধি-সমূহের প্রভায় সমুদ্ভাসিত। পরে শৈলরাজ পত্নীর সহিত ভবদেবের পদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জলদ্বারা আপনাকে ও জগৎকে অভিষিক্ত করিলেন। ক্রমে পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, গো নিবেদনান্তে সম্প্রদানের বাক্য আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ মহা-চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। শৈলরাজ, কব্যবাহগণের দৌহিত্রী, আমার পুত্রী ইত্যাদি বাক্য শেষ করিয়া বরপক্ষীয় পিতৃমাতৃ পক্ষের অজ্ঞানহেতু আর বাক্যযোজনা করিতে পারিলেন না। তখন হিমালয় সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই ত্রিলোচনের কুলবার্ত্তা জ্ঞাত নহেন, সুতরাং কিছুই বলিলেন না। পরে বিষ্ণু কহিলেন,—অন্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ইঁহার অজ্ঞাত কুলত্বের বিষয় ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। হে হিমালয়! সাপই সাপের পা বিদিত আছে; অপরে তাহা জানে না। ইঁনি যদি নিজ গোত্র না বলেন, তবে ইঁহাকে আমার ভগিনী সম্প্রদান করা যাইতে পারে না। বিষ্ণুর এই কথায় সভাস্থ সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণ পরেই হর কি বলেন, তদ্বিষয়ে প্রণিহিত হইলেন। হে পৃথানন্দন! হরদেব নানা চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎভীত ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটু হাস্য করিলেন। তখন বিশিষ্ট

স বৈ হরঃ। ততো বিশিষ্টা ব্রুবতি শীঘ্রং কালোঽতি-বর্ত্ততে॥ ৭৫॥ হরিঃ প্রাহ মহেশানং বিভ্যাদাবেদ্যাহং তব। মাতামহং চ পিতরং প্রয়োগং শৃণু ভূধর॥ ৭৬॥ আত্মপুত্রায় তে শম্ভো আত্মদৌহিত্রকায় তে। ইত্যুক্তে বিষ্ণুনা সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি তে জগুঃ॥ ৭৭॥ দেবোঽপ্যুদাহরদ্বুদ্ধিং সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকাং বরাম্। ততঃ শৈলস্তথা চোক্ত্বা দত্বা দেবীং চ সোদকম্॥ ৭৮॥ আত্মানং চাপি দেবায় প্রদদৌ সোদকং নগঃ। ততঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুস্তং বিবাহং বিস্ময়ান্বিতাঃ॥৭৯॥ দাতা মহীভৃতাং নাথো হোতা দেবশ্চতুর্মুখঃ। বরঃ পশুপতিঃ সাক্ষাৎ কন্যা বিশ্বারণিস্তথা॥ ৮০॥ ততঃ স্রবৎসু মুনিষু পুষ্পবর্ষে মহত্যপি। নদৎসু দেবতূর্য্যেষু করং জগ্রাহ ত্র্যম্বকঃ॥ ৮১॥ দেবো দেবীং সমালোক্য সলজ্জাং হিমশৈলজাম্। ন তৃপ্যতি ন চাহ্লাদৎ সা চ দেবং বৃষধ্বজম্॥ ৮২॥ তত্র ব্রহ্মাদিমুনয়ো দেবীমদ্ভুতরূপিণীম্। পশ্যন্তঃ শরণং জগ্মুর্মনসা পরমেশ্বরম্॥ ৮৩॥ মা মুহ্যাম পার্ব্বতীং চ যথা নারদপর্ব্বতৌ। ততস্তথৈব তচ্চক্রে সর্ব্বেষামীপ্সিতং বচঃ॥ ৮৪॥ ততো দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সংস্তুতঃ পরমেশ্বরঃ। প্রবিবেশ শুভাং বেদিং মূর্ত্তিমজ্জ্বলনাশ্রিতাম্॥ ৮৫॥ বেধাঃ শ্রুতীরিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপস্থিতৈঃ। মূর্ত্তমগ্নিং জুহাব ত্রিঃ পরিক্রম্য চ তং হরঃ॥ ৮৬॥ লাজহোম উমাভ্রাতা প্রাহ তং সস্মিতং হরিঃ। বহবো মিলিতাঃ সন্তি লোকাঃ সম্মর্দ ঈশ্বর॥ ৮৭॥ সাবধানেন রক্ষ্যাণি ভূষণানি ত্বয়া হর। ততো হরশ্চ তং প্রাহ স্বজনে মাতিগোপয়॥ ৮৮॥ কিঞ্চিৎ প্রার্থয় দাস্যামি প্রাহ বিষ্ণুস্ততো বরম্। ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেঽস্তু স চ তদ্দুর্লভং দদৌ॥ ৮৯॥ দদতুঃ সৃষ্টিসংরক্ষাং ব্রহ্মণে দক্ষিণামুভৌ। অগ্নেয় যজ্ঞভাগাংশ্চ প্রীতৌ হরজনার্দ্দনৌ॥ ৯০॥ ভৃগ্বাদীনাং ততো দত্বা শ্রুতি-রক্ষণদক্ষিণাম্। ততো গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ ভোজনৈশ্চ যথেপ্সিতৈঃ॥ ৯১॥ মহোৎসবৈরনেকৈশ্চ বিস্ময়ং সমপদ্যত। বিসৃজ্য লোকং তং সর্ব্বং কিমিচ্ছাদান-

---

ব্যক্তিবর্গ কহিলেন যে, বিলম্ব করিবেন না, লগ্ন অতিক্রান্ত হয়। পরে বিষ্ণু সেই ভীত মহেশ্বরকে কহিলেন যে, আমি আপনার মাতামহ ও পিতাকে জানি। হে ভূধর! আপনি প্রয়োগ শ্রবণ করুন। শম্ভো! "আত্মপুত্রায়, আত্মদৌহিত্রায়"এইরূপই বাক্য হইবে তো? বিষ্ণু এই কথা কহিলে সভাস্থ সকলেই "সাধু সাধু" করিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—বিষ্ণুদেব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বুদ্ধি উদ্ভাবিত করিয়াছেন। অতঃ-পর গিরিরাজ সেইরূপই বাক্য করিয়া উদকসহ দেবীকে সম্প্রদানপূর্ব্বক দেবদেবকে উদকসহ আত্মাও দান করিলেন। অতঃপর সকলেই বিস্ময়ান্বিতমানসে সেই বিবাহের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহা! গিরিরাজ দাতা, চতুরানন হোতা, পশুপতি বর ও জগজ্জননী কন্যা; এ বিবাহ অতীব আশ্চর্য্য! মুনিগণও বিবিধ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; এবং দেব-দুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিলোচন দেবীর কর গ্রহণ করিলেন। ৬১—৮১। তিনি লজ্জাবতী শৈলজাকে দেখিয়া তৃপ্তির পরিসীমা পাইলেন না; দেবীও বৃষধ্বজকে দেখিয়া লজ্জাবশে আহ্লাদপ্রকাশে সক্ষম হইলেন না। ব্রহ্মাদি দেব-মুনিগণ তখন অদ্ভুত-রূপিণী দেবীকে দেখিয়া মনে মনে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা মনে মনে করিলেন যে, আমরা যেন, নারদ-পর্ব্বতের ন্যায় ইঁহাকে দেখিয়া মোহগ্রস্ত না হই। মহাদেব তাঁহাদিগের সেই অভিপ্রায় সাধন করিলেন। অতঃ-পর পরমেশ্বর দেবতা ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া মূর্ত্তিমান অগ্নিসমন্বিত শুভ বেদীতে অধিরোহণ করিলেন। বিধাতা শ্রুতিপ্রোক্ত মন্ত্রানুসারে বহ্নি-স্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বহ্নি ও মন্ত্র সকল মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজমান রহিলেন। মহেশ্বর তখন সেই অগ্নিকে তিনবার পরিক্রমপূর্ব্বক যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। পরে লাজহোম সময়ে উমার ভ্রাতা বিষ্ণু সস্মিতমুখে কহিলেন,—হে ঈশ্বর! এখানে অনেকানেক লোক সমাগত হইয়াছে; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে, সুতরাং আপনি আপনার ভূষণ সকল সাবধানে রক্ষা করিবেন। হরও কহি-লেন যে, আত্মীয়জনের কাছে কিছু গোপন করিবেন না। কিছু প্রার্থনা করেন তো আমি তাহা দিতেছি। তখন বিষ্ণু বর প্রার্থনা করিলেন যে, আপনাতে যেন আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে। শঙ্করও সেই দুর্লভ-বর প্রদান করিলেন। হরি ও হর উভয়ে প্রীতচিত্তে ব্রহ্মাকে দক্ষিণা স্বরূপ সৃষ্টি-রক্ষার ভার দান করিলেন। অগ্নিকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন এবং ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষি-গণকে শ্রুতিরক্ষণভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর যথেপ্সিত ভোজন, নৃত্য, গীতাদি বিবিধ মহোৎসবে সমাগত জনগণ অতীব তৃপ্ত ও বিস্মিত হইল। দেব

কৈর্ভবঃ ॥ ৯২ ॥ সরস্বত্যা চ পিতরৌ দেব্যশ্চাশ্বাস্ত দুঃখিতৌ। আমন্ত্র্য হিমশৈলেন্দ্রং ব্রহ্মাণং চ সকেশবম্ ॥ ৯৩ ॥ জগাম মন্দরগিরিং গিরিণা সানুগোঽর্চ্চিতঃ ॥ ৯৪ ॥ ততো গতে ভগবতি নীললোহিতে সহোময়া গিরিমমলং হি ভূধরঃ। সবান্ধবো রুদিতি হি কস্য নো মনো বিসংষ্ঠুলং জগতি হি কন্যকাপিতুঃ ॥ ৯৫ ॥ ইমং বিবাহং গিরিরাজপুত্র্যাঃ শৃণোতি চাধ্যেতি চ যো নরঃ শুচিঃ। বিশেষতশ্চাপি বিবাহমঙ্গলে স মঙ্গলং বৃদ্ধিমবাপ্নুতে চিরম্ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশমাহাত্ম্যে হরগৌরীবিবাহবর্ণনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো নিরুপমং দিব্যং সর্ব্বরত্নময়ং শুভম্। ঈশাননির্ম্মিতং সাক্ষাৎ সহ দেব্যাবিশদ্‌গৃহম্ ॥ ১ ॥ তত্রাসৌ মন্দরগিরৌ সহ দেব্যা ভগাক্ষহা। প্রাসাদে তত্র চোদ্যানে রেমে সংহৃষ্টমানসঃ ॥ ২ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবাস্তারকেণাতিপীড়িতাঃ। প্রোৎসাহিতেন চাতার্থং ময়া কলিচিকীর্ষুণা ॥ ৩ ॥ আসাদ্য তে ভবং দেবং তুষ্টুবুর্ব্বহুধা স্তবৈঃ। এতস্মিন্নন্তরে দেবী প্রোদ্বর্ত্তয়তি গাত্রকম্ ॥ ৪ ॥ উদ্বর্ত্তনমলেনাথ নরং চক্রে গজাননম্। দেবানাং সংস্তবৈঃ পুণ্যৈঃ কৃপয়াভিপরিপ্লুতা ॥ ৫ ॥ পুত্রেত্যুবাচ তং দেবী ততঃ সংহৃষ্টমানসা। এতস্মিন্নন্তরে শর্ব্বস্তত্রাগত্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ পুত্রস্তবায়ং গিরিজে শৃণু যাদৃগ্‌ভবিষ্যতি। বিক্রমেণ চ বীর্য্যেণ কৃপয়া সদৃশো ময়া ॥ ৭ ॥ যথাহং তাদৃশশ্চাসৌ পুত্রস্তে ভবিতা গুণৈঃ। যে চ পাপা দুরাচারা বেদান্ ধর্ম্মং দ্বিষন্তি চ ॥ ৮ ॥ তেসামামরণান্তানি বিঘ্নান্যেষ করিষ্যতি। যে চ মাং নৈব মন্যন্তে বিষ্ণুং বাপি জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৯ ॥ বিঘ্নিতা বিঘ্নরাজেন তে যাস্যন্তি মহত্তমঃ। তেষাং গৃহেষু কলহঃ সদা নৈবোপশাম্যতি। পুত্রস্য তব বিঘ্নেন সমূলং তস্য নশ্যতি ॥ ১০ ॥ যেষাং ন পূজ্যাঃ পূজ্যন্তে ক্রোধাসত্যপরাশ্চ যে ॥ ১১ ॥ রৌদ্রসাহসিকা যে চ তেষাং বিঘ্নং

মহেশ্বর, তাহাদিগের প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ দান দ্বারা সন্তোষিত করিয়া বিদায় দিলেন। পরে মধুর বাক্যে দেবীর শোকাক্রান্ত মাতা-পিতাকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণান্তে বিষ্ণুকে ও ব্রহ্মাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক সানুচর গিরিরাজ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত হইয়া গৌরীর সহিত মন্দরগিরিতে প্রস্থান করিলেন! অনন্তর ভগবান্ নীল-লোহিত, শৈলতনয়া সহ অমল মন্দরগিরিতে প্রস্থান করিলে পর ভূধররাজ সবান্ধবে রোদন করিতে লাগিলেন। জগতে কোন্ কন্যা-পিতারই বা মন বিহ্বল না হয়? যে মানব শুচি হইয়া গিরিনন্দিনীর এই বিবাহবৃত্তান্ত যে কোন কালে, বিশেষতঃ বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সে চিরতরে মঙ্গল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৮২—৯৬।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর হর, মন্দরগিরিতে যাইয়া সাক্ষাৎ ঈশাননির্ম্মিত সর্ব্বরত্নময় নিরুপম দিব্য ভবনে দেবীর সহিত প্রবেশ করিলেন। ভগনেত্রহর, তথায় হৃষ্টচিত্তে দেবীর সহিত প্রাসাদে ও উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিবাদ বাধাইবার উদ্দেশে আমি তারকাসুরপীড়িত দেবগণকে অতিমাত্র উৎসাহ প্রদান করায় তাঁহারা ভবদেবের সমীপস্থ হইয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দেবী গাত্রোদ্বর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি উদ্বর্ত্তনমলদ্বারা একটী গজমুখ মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। পরে দেবগণের পুণ্য স্তুতি শ্রবণে করুণাপ্লুত চিত্তে তাহাকেই 'পুত্র' বলিয়া আদর করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান শম্ভু সেই স্থানে আসিয়া কহিলেন,—গিরিজে! তোমার এই পুত্র যেরূপ হইবে, তাহা শ্রবণ কর। তোমার এই পুত্র যেমন আমি তেমনি গুণবান হইবে। এ পুত্র বিক্রমে বীর্য্যে ও দয়ায় আমারই তুল্য হইবে। যাহারা পাপী, দুরাচার, এবং বেদ ও ধর্ম্মের দ্বেষপরায়ণ, এই পুত্র তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিঘ্নাচরণ করিবে। যাহারা আমাকে এবং জগদ্‌গুরু বিষ্ণুকে মানে না; তাহারা এই বিঘ্নরাজ কর্ত্তৃক বিঘ্নে অভিভূত হইয়া সুমহৎ তমোময় নরকে গমন করিবে। তোমার এই পুত্রের অনুষ্ঠিত বিঘ্নে তাহাদিগের গৃহে কদাচ কলহের বিরতি ঘটিবে না; তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। ১—১০। যাহারা পূজ্যজনের পূজা করে না, যাহারা ক্রোধী ও যাহারা অসত্যপরায়ণ

করিষ্যতি। শ্রুতিধর্ম্মান্ জ্ঞাতিধর্ম্মান্ পালয়ন্তি গুরূংশ্চ যে॥ ১২॥ কৃপালবো গতক্রোধাস্তেষাং বিঘ্নং হরিষ্যতি। সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ কর্ম্মাণি তথা নানা-বিধানি চ॥ ১৩॥ সবিঘ্নানি ভবিষ্যন্তি পূজয়াস্য বিনা শুভে। এবং শ্রুত্বা উমা প্রাহ এবমস্থিতি শঙ্করম্॥ ১৪॥ ততো বৃহত্তনুঃ সোঽভূত্তেজসা দ্যোতয়ন্ দিশঃ। ততো গণৈঃ সমং সর্ব্বৈঃ সুরাণাং প্রদদৌ চ তম্। যাবত্তারকহন্তা বো ভবেত্তাবদয়ং প্রভুঃ॥ ১৫॥ ততো বিঘ্নপতির্দেবৈঃ সংস্তুতঃ প্রণতার্ত্তিহা। চকার তৈষাং কৃত্যানি বিঘ্নানি দিতি-জন্মনাম্॥ ১৬॥ পার্ব্বতী চ পুনর্দেবী পুত্রত্বে পরিকল্প্য চ। অশোকস্যাঙ্কুরং বারিভিরবর্দ্ধয়ত স্বাদৃতৈঃ॥ ১৭॥ সপ্তর্ষীনথ চাহূয় সংস্কারমঙ্গলং তরোঃ। কারয়ামাস তন্বঙ্গী ততস্তাং মুনয়োঽব্রুবন্॥ ১৮॥ ত্বয়ৈব দর্শিতে মার্গে মর্য্যাদাং কর্ত্তুমর্হসি। কিং ফলং ভবিতা দেবি কল্পিতৈস্তরুপুত্রকৈঃ॥ ১৯॥

ও দুঃসাহসী, এই পুত্র তাহাদিগের বিঘ্ন করিবে। পরন্তু যাহারা বৈদিক ধর্ম্ম, জ্ঞাতি ধর্ম্ম পালন করে, যাহারা গুরুবর্গের যথোচিত পূজা করে এবং যাহারা দয়ালু ও ক্রোধহীন, তোমার এই তনয় তাহাদিগের বিঘ্ন বিনাশই করিবে। শুভে! ইঁহার পূজা ব্যতীত সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবিধ বিঘ্নে আক্রান্ত হইবে। উমা এই কথা শুনিয়া শঙ্করকে কহিলেন—"তাহাই হউক" অতঃপর সেই বালক বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া তেজঃ-প্রভাবে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। পরে শঙ্কর দেবগণকে "যাবৎ তারকহন্তার জন্ম না হয়, তাবৎকাল এই পুত্রই তোমাদিগকে পালন করিবে" এই বলিয়া গণগণ সহ সেই পুত্র প্রদান করিলেন। অতঃপর সেই প্রণতার্ত্তিঘাতী বিঘ্নপতি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবগণের বিঘ্ননিরসন ও দৈত্যগণের বিঘ্নসঙ্ঘটন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালান্তে পার্ব্বতীদেবী একটী অশোক-বৃক্ষের অঙ্কুরকে পুত্রত্বে কল্পনা করিয়া সাদরে বারিসেচনে তাহাকে বৰ্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্ষীণাঙ্গী গিরিনন্দিনী সপ্তর্ষিগণকে আহ্বান করিয়া সেই অশোকতরুর মঙ্গল সংস্কার সমাধান করিলেন। সপ্তর্ষিগণ কহিলেন,—অয়ি দেবি! পুত্র প্রাপ্তি নিমিত্ত এই প্রক্রিয়া আপনিই প্রবর্ত্তিত করিলেন, অতএব ইহার একটী মর্য্যাদা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ তরুপুত্র কল্পনা করিলে কি ফল হইবে?

দেব্যুবাচ। যো বৈ নিরুদকে গ্রামে কূপং কারয়তে বুধঃ। যাবত্তোয়ং ভবেৎ কূপে তাবৎ স্বর্গে স মোদতে॥ ২০॥ দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমং সরঃ। দশসরঃসমা কন্যা দশকন্যাসমঃ ক্রতুঃ॥ ২১॥ দশক্রতুঃসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো দ্রুমঃ॥ ২২॥ এষৈব মম মর্য্যাদা নিয়তা লোক-ভাবিনী। জীর্ণোদ্ধারে কৃতে বাপি ফলং তদ্দ্বিগুণং মতম্॥ ২৩॥ ইতি গণেশোৎপত্তিঃ। ততঃ কদাচিদ্ভগবানুময়া সহ মন্দরে। মন্দিরে হর্ষ-জননে কলধৌতময়ে শুভে॥ ২৪॥ প্রকীর্ণকুসুমা-মোদমত্তালিকুলকূজিতে। কিন্নরোদ্গীতসঙ্গীতপ্রতি-শব্দিতমধ্যকে॥ ২৫॥ ক্রীড়াময়ূরৈর্হংসৈশ্চ শ্রুতৈ-শ্চৈবাভিনাদিতে। মৌক্তিকৈর্বিবিধৈ রত্নৈর্বিনির্ম্মিত-গবাক্ষকে॥ ২৬॥ তত্র পুণ্যকথাভিশ্চ ক্রীড়তো-রুভয়োস্তয়োঃ। প্রাদুরভূন্মহাশব্দঃ পূরিতাম্বরগোচরঃ॥ ২৭॥ তং শ্রুত্বা কৌতুকাদ্দেবী কিমেতদিতি শঙ্করম্।

২১—২৭। দেবী কহিলেন, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিরুদক গ্রামে কূপ খনন করায়, সেই কূপে যাবৎ কাল জল থাকে, সে তাবৎকাল স্বর্গে সানন্দে বাস করে। একটী দীর্ঘিকা দশটী কূপের তুল্য, একটী সরোবর দশটী দীর্ঘিকার তুল্য, একটী কন্যা দশটী সরোবরের তুল্য, একটী ক্রতু দশটী কন্যার তুল্য, একটী পুত্র দশটী ক্রতুর তুল্য এবং একটী বৃক্ষ দশটী পুত্রের তুল্য। আমি এই লোকহিতসাধিনী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম। জীর্ণোদ্ধার করিলেও উক্ত ফলের দ্বিগুণ করিয়া ফললাভ হয়! ইহাই আমার মত।২০—২৩। এই গণেশোৎপত্তিবৃত্তান্ত উক্ত হইল। অতঃপর একদা ভগবান্ শঙ্কর উমার সহিত সেই মন্দরগিরিবরে কোন একটী স্বর্ণময় সুন্দর হর্ষজনক মন্দিরে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই গৃহ ইতস্ততঃ প্রকীর্ণ কুসুম-সমূহের গন্ধে সমাগত অলিকুলে কূজিত হইতে-ছিল, কিন্নরগীত সঙ্গীত দ্বারা উহার মধ্যভাগ প্রতিশব্দিত হইতেছিল; এবং ক্রীড়াময়ূর ও হংস-গণের শব্দে নিনাদিত হইতেছিল। উহার গবাক্ষ সমূহ বিবিধ মুক্তা রত্নাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত। সেই মন্দিরে উমা মহেশ্বর মনোহর কথাবার্ত্তায় বিহার করিতেছিলেন; ইত্যবসরে সহসা একটী গগন-ব্যাপী মহান্ শব্দ হইল। শুভাঙ্গী দেবী সেই শব্দ শুনিয়া বিস্ময়বশে কৌতুকাবিষ্টচিত্তে "এ কি?"

পর্য্যপৃচ্ছচ্ছুভতন্মুর্হরং বিস্ময়পূর্ব্বকম্ ॥ ২৮ ॥ তামাহ দেবীং গিরিশো দৃষ্টপূর্ব্বাস্ত তে ত্বয়া। এতে গণা মে ক্রীড়ন্তি শৈলেঽস্মিংস্তৎপ্রিয়াঃ শুভে ॥ ২৯ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ক্লেশেন ক্ষেত্রসাধনৈঃ। যৈরহং তোষিতঃ পৃথ্ব্যাং ত এতে মনুজোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ মৎ-সমীপমনুপ্রাপ্তা মম লোকং বরাননে। চরাচরস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহারণক্ষমাঃ ॥ ৩১ ॥ বিনৈতাস্নৈব মে প্রীতির্নৈর্ভিবিরহিতো রমে। এতে অহমহং চৈতে তানেতান্ পশ্য পার্ব্বতি ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তা বিস্মিতা দেবী দদৃশে তান্ গবাক্ষকে। স্থিতা পদ্মপলাশাক্ষী মহাদেবেন ভাষিতা ॥ ৩৩ ॥ কেচিৎ কৃশা হ্রস্বদীর্ঘাঃ কেচিৎ স্থূলমহোদরাঃ। ব্যাঘ্রেভমেষাজমুখা নানা-প্রাণিমহামুখাঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানা নগ্না জ্বালামুখাঃ পরে। গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহুপাদ মুখেক্ষণাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিচিত্রবাহনাশ্চৈব নানায়ুধ-ধরাস্তথা। গীতবাদিত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সত্বগীতরসপ্রিয়াঃ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা পার্ব্বতী প্রাহ কতিসঙ্খ্যাভিধাস্ত্বমী ॥ ৩৭ ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ। অসঙ্খ্যেয়াস্ত্বমী দেবি অসংখ্যে-য়াভিধাস্তথা। জগদাপূরিতং সর্ব্বমেতৈর্ভীমৈ-র্মহাবলৈঃ ॥ ৩৮ ॥ সিদ্ধক্ষেত্রেষু রথ্যাসু জীর্ণোদ্যানেষু বেশ্মসু দানবানাং শরীরেষু বালেষূন্মত্তকেষু চ ॥৩৯॥ এতে বিশন্তি মুদিতা নানাহারবিহারিণঃ। উষ্মপাঃ ফেনপাশ্চৈব ধূম্রপা মধুপায়িনঃ। মদাহারাঃ সর্ব্ব-ভক্ষ্যাস্তথান্যে চাপ্যভোজনাঃ ॥ ৪০ ॥ গীতনৃত্যো-পহারাশ্চ নানাবাদ্যরবপ্রিয়াঃ। অনন্তত্বাদমীষাঞ্চ বক্তুং শক্যা ন বৈ গুণাঃ ॥ ৪১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। মনঃশিলেন কল্কেন য এষ স্তবিতাননঃ। তেজসা ভাস্করাকারো রূপেণ সদৃশস্তব ॥ ৪২ ॥ আকর্ণ্যাকর্ণ্য তে দেব গণৈর্গীতান মহাগুণান্। মুহুর্নৃত্যতি হাস্যঞ্চ বিদধাতি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৩ ॥ সদাশিবশিবেত্যেবং বিহ্বলো বক্তি যো মুহুঃ। ধন্যোঽহয়মীদৃশী যস্য ভক্তিস্ত্বয়ি মহেশ্বরে ॥ ৪৪ ॥ এনং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি কিন্নামাসৌ গণস্তব। শ্রীশঙ্কর উবাচ। স এষ

বলিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মহেশ্বর কহিলেন,—শুভে! ইহারা আমার গণ। তুমি পূর্ব্বে ইহাদিগকে দেখিয়াছ। ইহারা তোমার প্রিয়কারী। সম্প্রতি ইহারা ক্রীড়া করিতেছে। ভূতলে যাহার তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কায়শোধন প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে সন্তোষিত করিয়াছে, অয়ি বরাননে! সেই নরোত্তমগণই এক্ষণে আমার গণ হইয়া আমার লোকে মৎসমীপে অবস্থান করিতেছে। ইহারা চরাচর জগতের সৃষ্টি-সংহারে সক্ষম। পার্ব্বতি! আমি এই গণগণ ব্যতীত প্রীতিলাভ করি না; কিম্বা ইহাদিগকে ছাড়িয়া বিহারও করি না। ইহারাই আমি;—আমিই ইহারা। তুমি ইহাদিগকে অবলোকন কর। ২৪-৩২। মহাদেব এইরূপ বলিলে, পদ্মপলাশ-লোচনা পার্ব্বতী গবাক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক তাহা-দিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখি-লেন,—তাহারা কেহ কৃশ, কেহ খর্ব্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ স্থূল, কেহ মহোদর, কেহ কেহ ব্যাঘ্র হস্তী মেষ ছাগ প্রভৃতি বিবিধ প্রাণিসদৃশ মুখসম্পন্ন; কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, কেহ নগ্ন, কেহ জ্বালামুখ, কেহ গোকর্ণ, কেহ গজকর্ণ, কেহ বহুপাদ, কেহ বহু-মুখ এবং কেহ বা বহুনেত্রসম্পন্ন। তাহারা অনেকে বিবিধ বিচিত্র বাহনারূঢ়, নানাবিধ আয়ুধধারী, গীত-বাদ্যকুশল, অত্যন্ত উৎসাহসম্পন্ন এবং সঙ্গীত-রসপ্রিয়। পার্ব্বতী তাহাদিগকে দেখিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন যে, ইহারা সংখ্যায় কত? ইহাদিগের নামই বা কি? শঙ্কর কহিলেন,—দেবি! ইহারা অসংখ্য, ইহাদিগের নামও অসংখ্য। এই ভীষণা-কার মহাবল গণগণ দ্বারা জগৎ পরিপূরিত। সিদ্ধ-ক্ষেত্র, পথ, জীর্ণ উদ্যান, জীর্ণ-ভবন দানবগণের শরীর, বালকশরীর ও উন্মত্তদিগের শরীর আশ্রয় করিয়া ইহারা আনন্দ মনে বিবিধ আহার বিহার করিয়া থাকে। ইহারা কেহ উষ্মা, কেহ ফেন, কেহ ধূম্র, কেহ মধু, কেহ মদ এবং কেহ বা সর্ব্ববিধ বস্তুই আহার করে; আবার কেহ বা মোটেই ভোজন করে না। ইহারা নৃত্য গীতো-পহারে সন্তুষ্ট এবং নানাবিধ বাদ্যরবে প্রীতিমান্। ইহারা অনন্ত বলিয়া ইহাদিগের সম্যক্‌গুণ বর্ণন করিতে পারা যায় না। ৩৩—৪১। দেবী কহি-লেন,—হে দেব! এই যে, যাহার মুখমণ্ডল মনঃ-শিলা কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত, যে তেজে সূর্য্য-সম এবং রূপে আপনারই তুল্য, এবং গণগণ গীত উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু নৃত্য করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করিতেছে, আর বিহ্বলভাবে এক একবার "সদাশিব, শিব" এই কথা বলিতেছে; হে মহেশ্বর! আপনার প্রতি যাহার এবম্বিধ ভক্তি, ঐ ব্যক্তি ধন্য; আমি উহাকে জানিতে চাই, আপনার ঐ গণের নাম কি? শঙ্কর কহিলেন,

বীরকো দেবি সদা মেহদ্রিসুতে প্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ নানাশ্চর্য্যগুণাধারঃ প্রতীহারো মতোঽম্বিকে। দেব্যুবাচ। ঈদৃশস্য সুতস্যাপি মমোৎ কণ্ঠা পুরান্তক ॥৪৬॥ কদাহমীদৃশং পুত্রং লপ্স্যামানন্দদায়কম্। শর্ব্ব উবাচ। এষ এব সুতস্তেঽস্তু যাবদীদৃক পরেহ ভবেৎ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিজয়াং প্রাহ শীঘ্রমানয় বীরকম্। বিজয়া চ ততো গত্বা বীরকং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৮ ॥ এহি বীরক তে দেবী গিরিজা তোষিতা শুভা। ত্বামাহ্বয়তি সা দেবী ভবস্যানুমতে স্বয়ম্॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্তঃ সম্ভ্রমধুতো মুখং সম্মাজ্য পাণিনা। দেব্যাঃ সমীপমাগচ্ছজ্জয়য়ানুগতঃ শনৈঃ॥৫০॥ তং দৃষ্ট্বা গিরিজা প্রাহ গিরা মধুরবর্ণয়া। এহ্যেহি পুত্র দত্তস্ত্বং ভবেন মম পুত্রকঃ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তো দণ্ডবদ্দেবীং প্রণম্যাবস্থিতঃ পুরঃ। মাতা ততস্তমালিঙ্গ্য ক্রোড়োৎসঙ্গে চ বীরকম্॥ ৫২॥ চুম্ব চ কপোলে তং গাত্রাণি চ প্রমার্জয়ৎ। ভূষয়ামাস দিব্যৈস্তং স্বয়ং নানাবিভূষণৈঃ॥ ৫৩॥ এবং সঙ্কল্প্য তং পুত্রং লালয়িত্বা উমাচিরম্। উবাচ পুত্র ক্রীড়েতি গচ্ছ সার্দ্ধং গণৈরিতি ॥ ৫৪॥ ততশ্চিক্রীড় মধ্যে স গণানাং পার্ব্বতীসুতঃ। মুহুর্মুহুঃ স্বমনসি স্তবন্ ভক্তিং স শাঙ্করীম্॥ ৫৫॥ প্রণম্য সর্ব্বভূতানি প্রার্থয়াম্যস্মি দুষ্করম্। ভক্ত্যা ভজধ্বমীশানং যস্যা ভক্তেরিদং ফলম্॥ ৫৬॥ ক্রীড়িতুং বীরকে যাতে ততো দেবী চ পার্ব্বতী। নানাকথাভিশ্চিক্রীড় পুনরেব জটাভৃতা ॥ ৫৭॥ ততো গিরিসুতাকণ্ঠে ক্ষিপ্তবাহুর্মহেশ্বরঃ। তপসস্তু বিশেষার্থং নম্ম দেবীং কিলাব্রবীৎ ॥ ৫৮॥ স হি গৌরতনুং শর্ব্বো বিশেষাচ্ছশিশোভিতঃ। রঞ্জিতা চ বিভাবর্য্যা দেবী নীলোৎপলচ্ছবিঃ॥ ৫৯॥ শর্ব্ব উবাচ। শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ। ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ॥ ৬০ ॥ চন্দ্রজ্যোৎস্নাভিসম্পৃক্তা তামসী রজনী যথা। রজনী বা সিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষং দদাসি মে॥ ৬১॥ ইত্যুক্তা গিরিজা তেন কণ্ঠং শর্ব্বাদ্বিমুচ্য সা। উবাচ কোপরক্তাক্ষী ভ্রূকুটী-

—গিরিনন্দিনি! এই সেই বীরক। এ আমার সতত প্রিয়পাত্র। অম্বিকে! এ নানাবিধ আশ্চর্য্য গুণের আধার এবং আমার অভিমত প্রতীহারী। দেবী কহিলেন,—হে ত্রিপুরান্তক। আমার একটী ঈদৃশ পুত্রের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। কবে এমন একটী আনন্দদায়ক পুত্র লাভ করিব? শঙ্কর কহিলেন,—দেবি! যাবৎকাল তোমার এবম্বিধ পুত্র না হয়, তাবৎ এইটীই তোমার পুত্র হউক। এই কথা বলিয়াই বিজয়াকে কহিলেন যে, সত্বর বীরককে লইয়া আইস। তখন বিজয়া যাইয়া বীরককে কহিলেন,—আইস বীরক! তোমার প্রতি শুভা গিরিনন্দিনী সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভবদেবের মতানুসারে সেই দেবী স্বয়ং তোমাকে ডাকিতেছেন। বীরক এই কথা শুনিয়া সম্ভ্রম সহকারে পাণিদ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া বিজয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে আগমন করিল। গিরিজা তাঁহাকে দেখিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—এস পুত্র! এস, শঙ্কর তোমাকে পুত্ররূপে আমায় দান করিয়াছেন। ৪২—৫১। বীরক এই কথা শুনিয়া দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তদীয় পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিল। মাতা তখন তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া তদীয় গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে তাহাকে চুম্বন করিলেন। আর স্বয়ং বিবিধ দিব্য ভূষণে তাহাকে ভূষিত করিলেন। উমা দেবী এইরূপে তাহাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া অনেকক্ষণ লালনপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! যাও, গণগণসহ ক্রীড়া কর গিয়া। অতঃপর সেই পার্ব্বতীনন্দন নিজ মনে ক্ষণে ক্ষণে শিবভক্তির প্রশংসা সহকারে গণগণমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, আমি সর্ব্বপ্রাণীকে প্রণতি সহকারে নির্ব্বন্ধ করিতেছি যে, যাহার ভক্তির এইরূপ ফল, সকলেই ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই ঈশানের ভজনা কর। বীরক ক্রীড়া করিতে গেলে পর আবার দেবী গিরিজা জটাধর মহেশ্বরের সহিত নানা কথাবার্ত্তায় বিহার করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বর গিরিজার কণ্ঠে বাহু স্থাপনপূর্ব্বক দেবী যাহাতে আরও বিশেষ তপস্যা করেন, তদুদ্দেশে পরিহাসচ্ছলে কহিলেন,—অয়ি দেবি! তুমি কৃশাঙ্গী ও অসিতকান্তি বলিয়া আমার শরীরে সংশ্লিষ্টা হইয়া সিত চন্দনপাদপলগ্না ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছ। মদীয় শিরশ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সম্পৃক্ত হইয়া তুমি তামসী নিশীথিনীসমা বলিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর ন্যায় দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাইতেছ। ৫২—৬১। শঙ্কর এই কথা কহিলে গিরিজাদেবী শঙ্করের বাহু বেষ্টন হইতে নিজ কণ্ঠমোচন করিয়া

বিকৃতাননা ॥ ৬২ ॥ স্বকৃতেন জনঃ সর্ব্বো জনেন পরিভূয়তে। অবশ্যমর্থী প্রাপ্নোতি খণ্ডনাং শশিখণ্ডভৃৎ ॥ ৬৩ ॥ তপোভির্দীপ্তচরিতৈর্যত্ত্বাং প্রার্থিতবত্যহম্। তস্য মে নিয়মস্ত্বেবমবমানঃ পদেপদে ॥ ৬৪ ॥ নৈবাহং কুটিলা শর্ব্ব বিষমা ন চ ধূর্জটে। স্বদোষৈস্তং গতঃ ক্ষান্তিং তথা দোষাকরশ্রিয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ নাহং মুঞ্চামি নয়নে নেত্রহন্তা ভবান ভব। ভগস্তত্তে বিজানাতি তথৈবেদং জগত্রয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ মূর্দ্ধি শূলং জনয়সে স্বৈর্দোষৈর্মামধিক্ষিপন। যত্ত্বং মামাহ কৃষ্ণেতি মহাকালোঽসি বিশ্রুতঃ ॥ ৬৭ ॥ যাস্যাম্যহং পরিত্যক্তুমাত্মানং তপসা গিরিম্। জীবন্ত্যা নাস্তি মে কৃত্যং ধূর্ত্তেন পরিভূতয়া ॥ ৬৮ ॥ নিশম্য তস্যা বচনং কোপতীক্ষ্ণাক্ষরং ভবঃ। উবাচাথ চ সম্ভ্রান্তো দুর্জ্ঞেয়চরিতো হরঃ ॥ ৬৯ ॥ ন তত্ত্বজ্ঞাসি গিরিজে নাহং নিন্দাপরস্তব। চাটূক্তিবুদ্ধ্যা কৃতবাংস্তবাহং নর্ম্মকীর্ত্তনম্ ॥ ৭০ ॥ বিকল্পঃ স্বচ্ছচিত্তেতি গিরিজেষা মম প্রিয়া। প্রায়েণ ভূতিলিপ্তানামন্যথা চিন্তিতা হৃদি ॥ ৭১ ॥ অস্মাদৃশানাং কৃষ্ণাঙ্গি প্রবর্ত্ততেঽন্যথা গিরঃ। যদ্যেবং কুপিতা ভীরু ন তে বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ ॥ ৭২ ॥ নর্ম্মবাদী ভবিষ্যামি জহি কোপং শুচিস্মিতে। শিরসা প্রণতস্তেঽহং রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ ॥ ৭৩ ॥ দীনেনাপ্যপমানেন নিন্দিতো নৈমি বিক্রিয়াম্। বরমস্মি বিনম্রোঽপি ন ত্বং দেবি গুণান্বিতা ॥ ৭৪ ॥ ইত্যনেকৈশ্চাটুবাক্যৈঃ স্বক্তৈর্দেবেন বোধিতা। কোপং তীব্রং ন তত্যাজ সতী মর্ম্মণি ঘট্টিতা ॥ ৭৫ ॥ অবষ্টভ্যাবথ ক্ষিপ্ত্বা পাদৌ শঙ্করপাণিনা বিপর্য্যস্তালকা বেগাদ্গন্তুমৈচ্ছত শৈলজা ॥ ৭৬ ॥ তস্যাং ব্রজন্ত্যাং কোপেন পুনরাহ পুরান্তকঃ। সত্যং সর্ব্বৈরবয়বৈঃ সুতেতি সদৃশী

ভ্রূকুটীকুটিলমুখে কোপারক্তনয়নে কহিলেন,—হে চন্দ্রশেখর! সকলেই নিজ কৃত কর্ম্মের ফলে পরিভব প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ প্রার্থী ব্যক্তি অবশ্যই লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। আমি যে অতি কঠোর তপস্যাচরণ করিয়া আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার সেই দুশ্চর নিয়মের এইরূপ পদে পদে অবমান ঘটিতেছে। হে শর্ব্ব! আমি কুটিলা নহি, হে ধূর্জটে! আমি বিষমাও নহি। আপনি নিজে দোষী বলিয়াই শান্তভাবে থাকেন। দোষাকরই * আপনার শোভা-স্বরূপ। হে ভব! আমি আপনার দৃষ্টিবিনাশ করিতেছি না; কিন্তু আপনিই নেত্র বিনাশক। তাহা ভবদেব এবং ত্রিজগদ্বাসী অবগত আছেন। নিজে দোষী হইয়াও আমাকে নিন্দা করিয়া শিরঃপীড়া জন্মাইতেছ; তুমি কি না, স্বয়ং মহাকাল নামে বিখ্যাত হইয়াও আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া উপহাস করিলে! আমি ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক পরিভূত হইলাম; অতএব আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। আমি তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগার্থ গিরিবরে গমন করিব। ভবদেব গিরিজার সেই কোপতীক্ষ্ণ বচন শ্রবণে সম্ভ্রান্ত ভাবে কহিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ শঙ্করের চরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়। শঙ্কর কহিলেন,—অয়ি গিরি-নন্দিনি! তুমি তত্ত্বার্থ না, বুঝিয়াই আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ; নচেৎ আমি তোমার নিন্দা করণাভিপ্রায়ে ও-কথা কহি নাই। আমি চাটুবাক্য বলিতে গিয়া পরিহাসবশে ও-রূপ বলিয়াছি। অয়ি কৃষ্ণাঙ্গি! "আমার প্রিয়া গিরিজা স্বচ্ছচিত্তা," এই ভাবটী প্রকাশ করাই আমার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু মাদৃশ বিভূতিলিপ্ত * জনগণের অন্তঃকরণে একরূপ চিন্তা থাকিলেও অনেক সময়ে অন্যরূপ বাক্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভীরু! তুমি যদি ইহাতে কুপিতা হইয়া থাক, তবে আমি আর কখনও এরূপ বলিব না; কেবল চাটুবাক্যই প্রয়োগ করিব। অয়ি সুস্মিতে! তুমি কোপ পরিহার কর। আমি তোমাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি; এই তোমার নিকট করযোড়ে বলিতেছি,—হীন ব্যক্তিও যদি আমার অপমান বা নিন্দা করে, তথাপি আমি কখনও বিকারপ্রাপ্ত হইব না; বরং সর্ব্বদাই বিনম্র হইয়া থাকিব। পরন্তু তুমি গুণান্বিতা হইয়াও শান্ত হইতেছ না কেন? ৬২—৭৪। মহাদেব ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দান করিলেও পার্ব্বতী মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছিলেন বলিয়া তীব্র কোপ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি শঙ্করধৃত পদদ্বয় ঝাড়া দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুতবেগে আলু-থালু কেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কোপবশে যাইতে থাকিলে ত্রিপুরারি পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি সর্ব্বাবয়বেই পিতার

* দোষাকর—দোষের আকর; পক্ষান্তরে—চন্দ্র

* বিভূতি—ভস্ম; পক্ষান্তরে—ঐশ্বর্য্য।

পিতুঃ ॥ ৭৭ ॥ হিমাচলস্য শৃঙ্গৈস্তৈর্মেঘমালাকুলৈর্মনঃ। তথা দুরবগাহোঽসৌ হৃদয়েভ্যস্তবাশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ কাঠিন্যং কষ্টমস্মিংস্তে বনেভ্যো বহুধা গতম্। কুটিলত্বং নদীভ্যস্তে দুঃসেব্যত্বং হিমাদপি ॥ ৭৯ ॥ সংক্রান্তং সর্ব্বমেবৈতত্তব দেবি হিমাচলাৎ। ইত্যুক্তা সা পুনঃ প্রাহ গিরিশং শৈলজা তদা ॥ ৮০ ॥ কোপকম্পিতধূম্রাস্যা প্রস্ফুরদশনচ্ছদা। মা শর্ব্বাত্মোপমানেন নিন্দ ত্বং গুণিনো জনান ॥ ৮১ ॥ তবাপি দুষ্টসম্পর্কাৎ সংক্রান্তং সর্ব্বমেব হি। ব্যালেভ্যোঽনেকজিহ্বত্বং ভস্মনঃ স্নেহবন্ধ্যতা ॥ ৮২ ॥ হৃৎকালুষ্যং শশাঙ্কাত্তে দুর্ব্বোধত্বং বৃষাদপি। অথবা বহুনোক্তেন অলং বাচা শ্রমেণ মে ॥ ৮৩ ॥ শ্মশানবাস আসীত্ত্বং নগ্নত্বান্ন তব ত্রপা। নির্ঘৃণত্বং কপালিত্বাদেবং কঃ শক্নুয়াত্তব ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরং প্রতিপার্ব্বতীপ্রকোপবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অনুরূপ কন্যা বটে। হিমালয়ের সমস্ত গুণই তোমাতে সংক্রান্ত দেখিতেছি। দেবি! হিমালয়ের মেঘমালাকুল শৃঙ্গ হইতে তোমার মন, তাহার দুরবগাহ হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়, তাহার কাঠিন্য হইতে কঠোরতা, তাহার বনরাজি হইতে বিচিত্র ব্যবহার, তাহার নদীসমূহ হইতে কুটিলতা, এবং তদীয় হিম হইতে দুঃসেব্যত্ব তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছে। গিরিজা এই কথা শুনিয়া কোপ-কম্পিত ধূম্র বদনে চঞ্চল অধর দংশন করিয়া পুনরায় গিরিশকে কহিলেন,—হে শর্ব্ব! তুমি আপনার তুলনায় গুণী জনগণের নিন্দা করিও না। তোমারও তো দুষ্টসম্পর্কবশেই সমস্ত দোষ সংক্রান্ত হইয়াছে। সর্পগণ হইতে অনেক জিহ্বত্ব, ভস্ম হইতে স্নেহশূন্যতা, শশাঙ্ক হইতে হৃৎ-কলুষতা, ও বৃষ হইতে দুর্ব্বোধত্ব ঘটিয়াছে। অথবা বহু বাক্য ব্যয় করিয়া বৃথা শ্রমে আমার প্রয়োজন কি? তুমি শ্মশানবাসী ছিলে। নগ্নত্ব হেতু তোমার লজ্জা নাই। কপালধারী বলিয়া তুমি দয়াহীন। তোমার এই সকল দোষের কে উল্লেখ করিবে? ৭৫—৮৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৭।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ইত্যুক্তা মন্দিরাত্তস্মান্নির্জগাম হিমাদ্রিজা। তস্যাং ব্রজন্ত্যাং চক্রুশ্চ গণাঃ কিলকিলধ্বনিম্ ॥ ১ ॥ ক্ব মাতর্গচ্ছসীত্যুক্তা রুদন্তো ধাবিতাঃ পুরঃ। বিষ্টভ্য চরণৌ দেব্যা বীরকো বাষ্পগদ্গদম্ ॥ ২ ॥ প্রোবাচ মাতঃ কিং স্বেতৎ ক্ব যাসি কুপিতা ত্বরা। অহং ত্বামনুযাস্যামি মাতরং স্নেহবৎসলাম্ ॥ ৩ ॥ নাহং সহিষ্যে পরুষং গিরীশস্য ত্বয়োজ্ঝিতঃ। পুত্রঃ পারুষ্যপাত্রং হি ভবেন্মাত্রা বিনা পিতুঃ ॥ ৪ ॥ উন্নাম্য বদনং পশ্চাদ্দক্ষিণেন তু পাণিনা। উবাচ বীরকং মাতা মা শোকং পুত্র ভাবয় ॥ ৫ ॥ শৈলাগ্রাৎ পতিতুং নৈব ন্যায্যং গন্তুং ময়া সহ। বক্ষ্যামি পুত্র তে যোগ্যং তত্তু কার্য্যং ত্বয়া শৃণু ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণেত্যুক্তা হরেণাহং নিন্দিতা চ তৃণায়িতা। সাহং তপঃ করিষ্যামি যথা গৌরীত্বমাপ্নুয়াম্ ॥ ৭ ॥ গৌরাঙ্গী লম্পটো হ্যেষ যাতায়ং

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—গিরিনন্দিনী এই বলিয়া সেই মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি গমন করিতে থাকিলে গণগণ কিলকিল রব করিয়া 'মা! কোথায় যাইতেছেন?' বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পুরোভাগে ধাবিত হইল। বীরক, দেবীর চরণযুগল ধারণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—'মা! এ কি? আপনি আপনি কম্পিত হইয়া ত্বরাসহকারে কোথায় যাইতেছেন? আপনি স্নেহ-বৎসলা মাতা; আমি আপনার অনুগমন করিব। আপনি পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি গিরিশের পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। মাতা ব্যতীত পুত্র, পিতার পরুষ ব্যবহারের পাত্র হয়।' মাতা গিরিজা দক্ষিণ হস্তে বীরকের বদন উন্নামিত করিয়া বীরককে কহিলেন,—'পুত্র! শোক করিও না। আমার সহিত গিরিশৃঙ্গে গমন করিলে তুমি পড়িয়া যাইতে পার, অতএব তোমার যাওয়া উচিত নহে। হে পুত্র! আমি তোমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা করিও। শুন, হর আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন;—তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব আমি যাহাতে গৌরীত্ব লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তপস্যাচরণ করিব। ইনি গৌরাঙ্গী লম্পট; অতএব আমি গেলে পর

ময্যনন্তরম্। দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্য্যা নিত্যং রন্ধ্রাণ্যবেক্ষিণা॥৮॥ যথা ন কাচিৎ প্রবিশেদ্‌যোষিদত্র হরান্তিকে। দৃষ্টা পরাং স্ত্রিয়ং চাত্র বদেথা মম পুত্রক॥ ৯॥ শীঘ্রমেব করিষ্যামি ততো যুক্তমনন্তরম্। এবমস্ত্বিতি তাং দেবীং বীরকঃ প্রাহ সাম্প্রতম্॥ ১০ মাতুরাজ্ঞা সুতো হ্লাদপ্লাবিতাঙ্গো গতজ্বরঃ। জগাম ত্র্যক্ষং সন্দ্রষ্টুং প্রণিপত্য চ মাতরম্॥ ১১॥ গজবক্ত্রং ততঃ প্রাহ প্রণম্য সমবস্থিতম্। সাশ্রুকণ্ঠং প্রযাচন্তং নয় মামপি পার্ব্বতি॥ ১২॥ গজবক্ত্রং হি ত্বাং বাল মামিবোপহসিষ্যতি। তদাগচ্ছ মযা সার্দ্ধং যা গতির্মে তবাপি সা॥ ১৩॥ পরাভবাদ্ধি ধূর্ত্তানাং মরণং সাধু পুত্রক। এবমুক্ত্বা সমাদায় হিমাদ্রিং প্রতি সা যযৌ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বত্যাস্তপোহর্থং গমনবর্ণননামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

তুমি নিয়ত ছিদ্রান্বেষণ সহকারে দ্বাররক্ষা করিও। দেখিও, যেন কোনও রমণী হরসন্নিধানে যাইতে না পারে। আর এখানে যদি কোন রমণীকে দেখিতে পাও, তবে হে পুত্রক! তাহা আমাকে বলিও। তখন অবিলম্বেই উচিত বিধান করিব।' এই কথায় বীরক দুঃখহীন ও আনন্দাপ্লুত হইয়া দেবীকে 'মাতার যেমন আজ্ঞা, তাহাই করিব' বলিয়া মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ত্রিলোচনকে দর্শন করিতে গমন করিতে গমন করিল। ১—১১। গজাননও প্রণামপূর্ব্বক সাশ্রুকণ্ঠে "আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন" বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে; পার্ব্বতী তাঁহাকে কহিলেন,—'বৎস! শঙ্কর তোমাকেও গজানন বলিয়া আমার ন্যায় উপহাস করিবেন, অতএব তুমি আমার সঙ্গেই আইস; আমারও যে গতি, তোমারও সেই গতি হইবে। পুত্র! ধূর্ত্তের নিকট পরাভব অপেক্ষা মরণও ভাল।' গিরিনন্দিনী এই বলিয়া গজাননকে লইয়া পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন। ১২—১৪।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ব্রজন্তী গিরিজাপশ্যৎ সখীং মাতুর্মহাপ্রভাম্। কুসুমামোদিনীং নাম তস্য শৈলস্য দেবতাম্॥ ১॥ সাপি দৃষ্টা গিরিসুতাং স্নেহবিক্লবমানসা। ক্ব পুনর্গচ্ছসীত্যুচ্চৈরালিঙ্গ্যোবাচ দেবতা॥ সা চাস্যৈ সর্ব্বমাচখ্যৌ শঙ্করাৎ কোপকারণম্। পুনশ্চোবাচ গিরিজা দেবতাং মাতৃসম্মতাম্॥ ৩॥ নিত্যং শৈলাধিরাজস্য দেবতা ত্বমনিন্দিতে। সর্ব্বঞ্চ সন্নিধানঞ্চ ময়ি চাতীব বৎসলা॥ ৪॥ তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি যদ্বিধেয়ং তবাধুনা। অথান্যস্ত্রীপ্রবেশে তু সমীপে তু পিনাকিনঃ॥ ৫॥ ত্বয়াখ্যেয়ং মম শুভে যুক্তং পশ্চাৎ করোম্যহম্ তথেত্যুক্তে তয়া দেব্যা যযৌ দেবী গিরিং প্রতি॥ ৬॥ রম্যে তত্র মহাশৃঙ্গে নানাশ্চর্য্যোপশোভিতে। বিভূষণাদি সন্ত্যস্য বৃক্ষবল্কলধারিণী॥ ৭॥ তপস্তপ্যে গিরিসুতা পুত্রেণ পরিপালিতা। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসন্তপ্তা বর্ষাসু চ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—গিরিজা যাইতে যাইতে সে মন্দরগিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহাপ্রভাশালিনী কুসুমামোদিনী নাম্নী মাতার সখীকে দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবীও গিরিতনয়াকে দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে আলিঙ্গনপূর্ব্বক 'কোথায় যাইতেছ?' বলিয়া সমুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্করের যে সমস্ত ব্যবহারে দেবীর কোপ জন্মিয়াছে, দেবীও তৎসমস্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। গিরিজা সেই মাতৃতুল্যা গিরিদেবতাকে আরও কহিলেন যে, অনিন্দিতে! আপনি গিরিরাজের নিত্যপ্রতিষ্ঠিতা দেবতা; আমার প্রতিও আপনার যথেষ্ট বাৎসল্য; আর এখানকার সমস্তই আপনার সমীপস্থ; সুতরাং আমি যাহা বলি, আপনি তাহা করিবেন। শুভে! পিনাকপাণির সমীপে অন্য রমণীকে যাইতে দেখিলে আপনি তাহা আমাকে জানাইবেন; পরে আমার যাহা কর্ত্তব্য; করিব। গিরিদেবী "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলে, দেবী পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন। গিরিনন্দিনী সেই গিরিবরের কোনও এক রম্য নানাশ্চর্য্যময় বিপুল শৃঙ্গে যাইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষবল্কল পরিধান করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

জলোষিতা ॥ ৮॥ স্থণ্ডিলস্থা চ হেমন্তে নিরাহারা ততাপ সা ॥ ৯॥ এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যো হ্যন্ধকস্য সুতো বলী। জ্ঞাত্বা গতাং গিরিসুতাং পিতুর্বৈরমনুস্মরন্। আড়ির্নাম বকভ্রাতা রন্ধ্রান্তরপ্রেক্ষকঃ॥ ১০॥ জিতে কিলান্ধকে দৈত্যে গিরিশেনামরদ্বিষি। আড়িশ্চকার বিপুলং তপো হরজিগীষয়া ॥ ১১॥ তমাগত্যাব্রবীদ্ ব্রহ্মা তপসা পরিতোষিতঃ। ব্রূহি কিং বাসুরশ্রেষ্ঠ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ১২॥ ব্রহ্মাণমাহ দৈত্যস্তু নির্মৃত্যুত্বমহং বৃণে। ব্রহ্মোবাচ। ন কশ্চিচ্চ বিনা মৃত্যুং জন্তুরাসুর বিদ্যতে ॥ ১৩॥ যতস্ততোহপি দৈত্যেন্দ্র মৃত্যুঃ প্রাপ্যঃ শরীরিণা। ইত্যুক্তো দৈত্যসিংহস্তু প্রোবাচাম্বুজসম্ভবম্ ॥ ১৪॥ রূপস্য পরিবর্ত্তো মে যদা স্যাৎ পদ্মসম্ভব। তদা মৃত্যুর্মম ভবেদন্যথা ত্বমরো হ্যহম্ ॥ ১৫॥ ইত্যুক্তস্তং তথেত্যাহ তুষ্টঃ কমলসম্ভবঃ। ইত্যুক্তোহমরতাং মেনে দৈত্যরাজ্যস্থিতোহসুরঃ॥ ১৬॥ আজগাম স চ স্থানং তদা ত্রিপুরঘাতিনঃ। আগতো দদৃশে তং চ বীরকং দ্বার্য্যবস্থিতম্ ॥ ১৭॥ তং চাসৌ বঞ্চয়িত্বা চ আড়িঃ সর্পশরীরভৃৎ। অবারিতো বীরকেণ প্রবিবেশ হরান্তিকম্ ॥ ১৮॥ ভুজঙ্গরূপং সন্ত্যাজ্য বভূবাথ মহাসুরঃ। উমারূপী ছলয়িতুং গিরিশং মূঢ়চেতনঃ ॥ ১৯॥ কৃত্বোমায়াস্ততো রূপমপ্রতর্ক্যমনোহরম্। সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণং সর্ব্বাভিজ্ঞানসংবৃতম্ ॥ ২০॥ চক্রে ভগান্তরে দৈত্যো দন্তান্ বজ্রোপমান্ দৃঢ়ান্। তীক্ষ্ণাগ্রান বুদ্ধিমোহেন গিরিশং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ২১॥ কৃত্বোমারূপমেবং স স্থিতো দৈত্যো হরান্তিকে। তাং দৃষ্ট্বা গিরিশস্তুষ্টঃ সমালিঙ্গ্য মহাসুরম্ ॥ ২২॥ মন্যমানো গিরিসুতাং সর্ব্বৈরবয়বান্তরৈঃ। অপৃচ্ছৎ সাধু তে ভাবো গিরিপুত্রি হ্যকৃত্রিমা॥ ২৩॥ যা ত্বং মদাশয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তেহ বরবর্ণিনি। ত্বয়া বিরহিতং শূন্যং মন্যেহস্মিন ভুবনত্রয়ে। প্রাপ্তা প্রসন্না যা ত্বং মাং যুক্তমেবংবিধং ত্বয়ি॥ ২৪॥ ইত্যুক্তে গৃহ্যংশ্চেষ্টামুমাকপাসুরোহব্রবীৎ॥ ২৫॥ যাতাস্মি তপসশ্চর্ত্তুং কালীবাক্যাত্তবাতুলম্। রতিশ্চ তত্র মে

পুত্র গজানন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে, বর্ষাকালে জলে এবং হেমন্তে ভূতলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরাহারে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১—৯। এই সময়ে অন্ধকাসুরের পুত্র, বকাসুরের ভ্রাতা আড়িদানব গিরিসুতা তপস্যা করিতে গিয়াছেন জানিয়া পিতৃবৈরের নির্য্যাতন মানসে অবকাশ খুঁজিতে লাগিল। গিরিশ কর্ত্তৃক সুরবৈরী অন্ধকাসুর নিহত হইলে পর আড়িদানব হরপরাজয়াকাঙ্ক্ষায় বিপুল তপস্যাচরণ করে। ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া তাহাকে কহিলেন,—'ওহে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি তপস্যাফলে কি প্রার্থনা কর; বল।' আড়িদানব ব্রহ্মাকে কহিল,—'আমি অমর বরই চাই।' ব্রহ্মা কহিলেন,—'ওহে অসুর! মৃত্যুহীন কোন প্রাণীই নাই; অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! দেহধারী মাত্রেরই মৃত্যু লাভ নিশ্চিত!' এই কথা শুনিয়া সেই দৈত্যসিংহ পদ্মজন্মা ব্রহ্মাকে কহিল,—'হে পদ্মসম্ভব! যখন আমার রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখনই আমার মৃত্যু হইবে, নচেৎ যেন আমার মৃত্যু না হয়।' এই কথা শুনিয়া কমলজন্মা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে "তথাস্তু" বলিয়া বর দিলেন। সেই অসুরও ব্রহ্মার কথায় আপনাকে অমর বোধে দৈত্যরাজ্য শাসন করিতে লাগিল। সেই দানব তখন ত্রিপুরারির বাসস্থানে আসিয়া পুরদ্বারে বীরককে অবস্থিত দর্শনে সর্পশরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। বীরক তাহাকে সর্পাকার দেখিয়া পুরপ্রবেশে কোনও বাধা দিলেন না। সেই নষ্টবুদ্ধি মূঢ় দানব তখন সর্পমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ছলনা পূর্ব্বক গিরিশকে হনন করণাভিলাষে তাদৃশ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, সর্ব্বাভিজ্ঞানসমন্বিত, অচিন্তনীয় মনোহর উমামূর্ত্তি ধারণ করিল; পরন্তু বুদ্ধিমোহবশতঃ ভগমধ্যে কতকগুলি সুতীক্ষ্ণ দৃঢ় দন্ত নির্ম্মাণ করিল। সেই দৈত্য এই প্রকার উমারূপে হরের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। গিরিশ দেবোপম আকার প্রকার দর্শনে তাহাকে গিরিজা বোধে সন্তুষ্ট চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'গিরিনন্দিনি! তোমার মনের ভাব ভাল হইয়াছে তো? তুমি তো মনের ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিমতা করিতেছ না? অয়ি বরবর্ণিনি! তুমি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই এখানে ফিরিয়া আসিয়াছ! তোমার বিরহে আমি এই ত্রিভুবনে সমস্তই শূন্য বোধ করিতেছিলাম। তুমি যে প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ, এরূপ আচরণ তোমারই যোগ্য।' ১০—২৪। মহেশ্বরের এই কথা শুনিয়া উমারূপী অসুর আত্মগোপন করিয়া কহিল,—তুমি যে আমাকে কালী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলে,

নাভূত্ততঃ প্রাপ্তা তবান্তিকম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ শঙ্কাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্যাবধারয়ৎ। কুপিতা ময়ি তন্বঙ্গী প্রত্যক্ষা চ দৃঢ়ব্রতা ॥ ২৭ ॥ অপ্রাপ্তকামা সম্প্রাপ্তা কিমেতৎ সংশয়ো মম। রহসীতি বিচিন্ত্যাথ অভিজ্ঞানাদ্বিচারয়ন্ ॥ ২৮ ॥ নাপশ্যদ্বামপার্শ্বে তু তাস্যাঙ্কং পদ্মলাঞ্ছনম্। লোম্নামাবর্ত্তচরিতং ততো দেবঃ পিনাকধৃক্ ॥ ২৯ ॥ বুদ্ধা তাং দানবীং মায়াং কিঞ্চিৎপ্রহসিতাননঃ। মেঢ্রে রৌদ্রাস্ত্রমাধায় চক্রে দৈত্যমনোরথম্ ॥ ৩০ ॥ স রুদন্ ভৈরবান্ রাবানবসাদং গতোঽসুরঃ। অবুধ্যদ্বীরকো নৈতদসুরেন্দ্রনিষূদনম্ ॥ ৩১ ॥ হতে চ মারুতেনাশুগামিনানগদেবতা। অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা শৈলপুত্র্যাং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩২ ॥ শ্রুত্বা বায়ুমুখাদ্দেবী ক্রোধরক্তাতিলোচনা অশপদ্বীরকং পুত্রং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৩ ॥ মাতরং মাং পরিত্যজ্য যস্মাত্ত্বং স্নেহবিহ্বলাম্। বিহিতাবসরঃ স্ত্রীণাং শঙ্করস্য রহোবিধৌ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাত্তে পরুষা রুক্ষা জড়া হৃদয়বর্জ্জিতা। গণেশাক্ষরসদৃশা শিলা মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ এবমুৎসৃষ্টশাপায়া গিরিপুত্র্যাস্তনন্তরম্। নির্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ ॥ ৩৬ ॥ পশ্চাত্তাপং সমাশ্রিত্য তয়া দেব্যা বিসর্জ্জিতঃ। স তু সিংহঃ করালাস্যো মহাকেশরকন্ধরঃ ॥৩৭ ॥ প্রোদ্ভূতবললাঙ্গুলদংষ্ট্রোৎকটগুহামুখঃ। ব্যাবৃতাস্যো ললজ্জিহ্বঃ ক্ষামকুক্ষিশ্চিখাদিষুঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্যাস্যে বর্ত্তিতুং দেবী ব্যবস্যত সতী তদা। জ্ঞাত্বা মনোগতং তস্যা ভগবাংশ্চতুরাননঃ ॥ ৩৯ ॥ আজগামাশ্রমপদং সম্পদামাশ্রয়ং ততঃ। আগম্যোবাচ তাং হৃষ্টা গিরিজাং মৃষ্টয়া গিরা ॥ ৪০ ॥ কিং দেবি প্রাপ্তুকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে। তচ্ছ্রুত্বোবাচ গিরিজা গুরুগৌরবগর্ভিতম্ ॥৪১॥ তপসা দুষ্করেণাপ্তঃ পতিত্বে শঙ্করো ময়া। স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্ ভবঃ ॥ ৪২ ॥ স্যামহং কাঞ্চনাকারা বাল্লভ্যেন চ সংযুতা। ভর্ত্তুর্ভূতপতেরঙ্গে হ্যেকতো

আমি সেই জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার মনে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় তোমার নিকট আসিলাম।' এই কথায় শঙ্কর কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেবী যে দৃঢ়ব্রতা তাহা তো আমার প্রত্যক্ষীকৃত, সেই কৃশাঙ্গী, আমার প্রতি কুপিতা হইয়া তপস্যা করিতে যাইয়া অভীষ্ট লাভ না করিয়াই যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহাতেই তো সন্দেহ হয়। শঙ্কর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অভিজ্ঞানের অনুসন্ধানপূর্ব্বক গিরিজার বামপার্শ্বে যে একটী লোমাবর্ত্তঘটিত পদ্মচিহ্ন ছিল, তাহা দেখিতে পাইলেন না। তখন পিনাকপাণি দানবী মায়া বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে নিজ লিঙ্গে রৌদ্রাস্ত্র যোজনা করিয়া সেই গিরিজারূপী মনোরথ পূরণ করিলেন। তাহাতে সেই দানব ভীষণ চীৎকার করিয়া অবসন্ন হইল। বীরক এই অসুর সংহারবৃত্তান্ত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ২৫—৩১। এদিকে অসুর মৃত হইলে বায়ুর নিকট গিরিদেবী শিব সমীপে অপরনারী প্রবেশের বৃত্তান্ত জানিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত না বুঝিয়াই, আশুগামী বায়ুদ্বারা গিরিনন্দিনীকে সে বৃত্তান্ত জানাইলেন। দেবী বায়ুর নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধারক্ত নয়নে অতি দুঃখিত হৃদয়ে পুত্র বীরককে অভিশাপ প্রদান রকরিলেন,—'আমি তোমার স্নেহবিহ্বলা মাতা; কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের অপরনারীসমাগমের অবসর দান করিয়াছ; এই জন্য গণেশের অক্ষরসদৃশ পরুষ রুক্ষ জড় হৃদয়হীন শিলা তোমার মাতা হইবে।' গিরিজা এইরূপ শাপ প্রদান করিলে পর, তাঁহার মুখ হইতে মহাবল সিংহরূপী ক্রোধ নির্গত হইল। দেবী পরে অনুতাপ করিতে করিতে সেই সিংহকে বিদায় দিলেন। সেই সিংহ ঘোরবদন; উহার কন্ধর ও কেশরসমূহ বিশাল; গুহাকার মুখবিবর দংষ্ট্রাচয়ে ভয়ঙ্কর। লাঙ্গুল সবলে পরিকম্পিত; মুখ বিবৃত, জিহ্বা লোলায়িত; উদর ক্ষীণ, সে তখন ভক্ষণাভিপ্রায় করিতেছিল। দেবী গিরিজা তখন তাহার বদনে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন। ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা তখন তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সেই সম্পৎ সমূহের আশ্রয়ভূত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গিরিজাকে মধুর বাক্যে কহিলেন,—'দেবি তুমি কি পাইতে চাও? কোন্ অভীষ্ট তোমাকে দান করিব?' গিরিজা এই কথা শুনিয়া গুরু গৌরবগর্ব্বিত বচনে কহিলেন,—আমি দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া শঙ্করকে পতিত্বে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু তিনি আমাকে বারম্বার 'শ্যামবর্ণা' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন; অতএব আমি যাহাতে কাঞ্চনবর্ণা ও পতির প্রিয়া হইতে পারি,—যাহাতে সেই ভূতপতির সহিত

নির্ব্বিশঙ্কিতা ॥ ৪৩ ॥ তস্যাস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা প্রোবাচ জলজাসনঃ। এবং ভবতু ভূয়স্ত্বং ভর্ত্তুর্দেহার্দ্ধধারিণী ॥ ৪৪ ॥ ততস্তস্যাঃ শরীরাত্তু স্ত্রী সুনীলাম্বুজত্বিষা। নির্গতা সাভবদ্ভীমা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা ॥৪৫ ॥ নানাভরণপূর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী। তামব্রবীত্ততো ব্রহ্মা দেবীং নীলাম্বুজত্বিষম্ ॥ ৪৬ ॥ অস্মাদ্ভবরজা দেহসম্পর্কাত্ত্বং মমাজ্ঞয়া। সম্প্রাপ্তা কৃতকৃত্যাস্ত্ব-মেকানংশা পুরাকৃতিঃ ॥ ৪৭। য এষ সিংহঃ প্রোদ্ভূতো দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বরাননে। স তেঽস্তু বাহনো দেবি কেতৌ চাস্তু মহাবলঃ ॥ ৪৮ ॥ গচ্ছ বিন্ধ্যাচলে তত্র সুরকার্য্যং করিষ্যতি। তত্র শুম্ভনিশুম্ভৌ চ হত্বা তারকসৈন্যপৌ ॥ ৪৯ ॥ পাঞ্চালো নাম যক্ষোঽয়ং যক্ষলক্ষপদানুগঃ। দত্তস্তে কিঙ্করো দেবি মহামায়া-শতৈর্যুতঃ ॥ ৫০ ॥ ইত্যুক্তা কৌশিকী দেবী তথেত্যাহ পিতামহম্। নির্গতায়াং চ কৌশিক্যাং জাতা স্বৈরাশ্রিতা গুণৈঃ ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বভবোপাত্তৈস্তদা স্বয়মুপস্থিতৈঃ। উমাপি প্রাপ্তসঙ্কল্পা পশ্চাত্তাপ-পরায়ণা ॥ ৫২ ॥ মুহুঃ স্বং পরিনিন্দন্তী জগাম গিরিশান্তিকম্। সম্প্রয়ান্তীং চ তাং দ্বারি অপবার্য্য সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ রুরোধ বীরকো দেবীং হেমবেত্র-লতাধরঃ। তামুবাচ চ কোপেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ব যাসি চ ॥ ৫৪ ॥ প্রয়োজনং ন তেঽস্তীহ গচ্ছ যাবন্ন ভর্ৎস্যসে। দেব্যা রূপধরো দৈত্যো দেবং বঞ্চয়িতুং ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥ প্রবিষ্টো ন চ দৃষ্টোঽসৌ স চ দেবেন ঘাতিতঃ। ঘাতিতে চাঽহমাক্ষিপ্তো নীলকণ্ঠেন ধীমতা ॥ ৫৬ ॥ কাপি স্ত্রী নাপি মোক্তব্যা ত্বয়া পুত্রেতি সাদরম্। তস্মাত্ত্বমত্র দ্বারিস্থা বর্ষপূগান্যনে-কশঃ ॥ ৫৭ ॥ ভবিষ্যসি ন চাপ্যত্র প্রবেশং লপ্স্যসে ব্রজ। একা মে প্রবিশেদত্র মাতা যা স্নেহবৎসলা ॥ ৫৮ ॥ নগাধিরাজতনয়া পার্ব্বতী রুদ্রবল্লভা। ইত্যুক্তা তু ততো দেবী চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৯ ॥ ন সা নারী তু দৈত্যোঽসৌ বায়োর্নৈবাবভাসত। বৃথৈব বীরকঃ শপ্তো ময়া ক্রোধপরীতয়া ॥ ৬০ ॥ অকার্য্যং ক্রিয়তে মূঢৈঃ প্রায়ঃ ক্রোধসমন্বিতৈঃ। ক্রোধেন নশ্যতে কীর্ত্তিঃ ক্রোধো হন্তি স্থিরাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬১ ॥ অপরিচ্ছিন্নসর্ব্বার্থা পুত্রং

নিঃশঙ্কভাবে একীভাব প্রাপ্ত হই, এমন বর আমায় দান করুন। ৩২—৪৩। কমলাসন দেবীর সেই কথা শুনিয়া কহিলেন,—"তথাস্তু। তুমি ভর্ত্তার অর্দ্ধদেহধারিণী হইবে।" অতঃপর দেবীর শরীর হইতে সুনীলকমলকান্তি, ভীষণাকৃতি, ঘণ্টাধারিণী, ত্রিনয়না, নানাভরণভূষিতাঙ্গী, পীত-কৌষেয় বসন-পরিধানা, রমণী মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা সেই নীলাম্বুজকান্তি দেবীকে কহিলেন,—আমার আদেশে তুমি এই গিরিজার দেহসম্পর্কে এই আকৃতি লাভ করিলে, অতএব পরবর্ত্তিকালে তুমি একানংশা নামে খ্যাত হইবে। অয়ি বরাননে! দেবীর ক্রোধ হইতে এই যে সিংহ জন্মিয়াছে, এই মহাবল সিংহই তোমার বাহন হইবে এবং ধ্বজে অবস্থান করিবে। তুমি এখানে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক তারকাসুরের সেনাপতিদ্বয়কে নিহত করিয়া বিন্ধ্যাচলে যাইয়া অবস্থানপূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিও। দেবি! এই শত শত মহামায়াসমন্বিত, লক্ষ যক্ষানুচরসহ পাঞ্চাল নামক যক্ষকে তোমার অনুচর করিয়া দিলাম। ৪৪—৫০। পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে কৌষিকী দেবী তাঁহাকে "তাহাই হউক"বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। কৌষিকী দেবী উমার শরীর হইতে নির্গত হইলে পর, তদীয় জন্মান্তরীণ গুণরাশি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। তখন উমা দেবী অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ায় অনুতাপে মুহুর্মুহু আত্মনিন্দা করিতে করিতে গিরিশ-সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি পুরদ্বারে প্রবে-শোপক্রম করিলে হৈম বেত্রলতা হস্তে সাবধানে দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিরত বীরক তাঁহাকে বাধা দিয়া সকোপে কহিলেন,—"থাক,থাক, কোথায় যাইতেছ? এখানে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। যাও, ভর্ৎসিত হইবার পূর্ব্বেই এস্থান হইতে প্রস্থান কর। একটা দৈত্য, দেবীর রূপ ধরিয়া এখানে প্রবেশ করিয়াছিল; আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই; পরন্তু দেব মহেশ্বর তাহাকে নিহত করিয়াছেন। পরে ধীমান্ নীলকণ্ঠ আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া সাদরে কহিয়াছেন,—'পুত্র! তুমি কোনও রমণীকেই দ্বার ছাড়িয়া দিও না।' অতএব তুমি বহু বহু বৎসর এই দ্বারে অবস্থান করিলেও কোন প্রকারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এস্থান হইতে প্রস্থান কর। এক্ষণে কেবল মাত্র আমার স্নেহবৎসলা মাতা, গিরিনন্দিনী রুদ্রের প্রিয় পত্নী উমাদেবী প্রবেশ করিতে পারি-বেন।" দেবী এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সে নারী নহে, সে দৈত্য! বায়ু তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি ক্রোধ-বশে বীরককে বৃথাই অভিশাপ দিয়াছি! মূঢ়গণ

শাপিতবত্যহম্। বিপরীতার্থবোদ্ধৄণাং সুলভা বিপদো যতঃ ॥ ৬২ ॥ সঞ্চিন্ত্যৈবমুবাচেদং বীরকং প্রতি শৈলজা। অধো লজ্জাবিকারণে বদনেনাম্বুজত্বিষা ॥ ৬৩ ॥ অহং বীরক তে মাতা মা তেঽস্তু মনসো ভ্রমঃ। শঙ্করস্যাস্মি দয়িতা সুতা তু হিমভূভৃতঃ ॥ ৬৪ ॥ মম গাত্রস্থিতিভ্রান্ত্যা মা শঙ্কাং পুত্র ভাবয়। তুষ্টেন গৌরতা দত্তা মমেয়ং পদ্মযোনিনা ॥ ৬৫ ॥ ময়া শপ্তোঽস্যবিদিতে বৃত্তান্তে দৈত্য-নির্ম্মিতে। জ্ঞাত্বা নারীপ্রবেশং তু শঙ্করে রহসি স্থিতে ॥ ৬৬ ॥ ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ শাপঃ কিং তু ব্রবীমি তে। মানুষ্যাং তু শিলায়াং ত্বং শিলাদাৎ সম্ভবিষ্যসি ॥ ৬৭ ॥ পুণ্যে চাপ্যর্ব্বুদারণ্যে স্বর্গমোক্ষপ্রদে নৃণাম্। অচলেশ্বরলিঙ্গং তু বর্ত্ততে যত্র বীরক ॥ ৬৮ ॥ বারাণস্যাং বিশ্বনাথসমং তৎফলদং নৃণাম্। প্রভাসস্য চ যাত্রাভির্দশভির্যৎ ফলং নৃণাম্ ॥ ৬৯ ॥ তদেকযাত্রয়া প্রোক্তমর্ব্বুদস্য মহাগিরেঃ। যত্র তপ্ত্বা তপো মর্ত্ত্যা দেহধাতূন্ বিহায় চ ॥ ৭০ ॥ সংসারী ন পুনর্ভূয়ান্মহেশ্বরবচো যথা। অর্ব্বুদো যদি লভ্যেত সেবিতুং জন্মদুঃখিতৈঃ ॥ ৭১ ॥ বারাণসীঞ্চ কেদারং কিং স্মরন্তি বৃথৈব তে। তত্রারাধ্য ভবং দেবং ভবান্নন্দীতি নাম-ভৃৎ ॥ ৭২ ॥ শীঘ্রমেষ্যসি চাত্রৈব প্রতীহারত্বমাপ্স্যসি। এবমুক্তে হৃষ্টরোমা বীরকঃ প্রণিপত্য তাম্ ॥ ৭৩ ॥ সংস্তুয় বিবিধৈর্বাক্যৈর্মাতরং সমভাষত। ধন্যোঽহং দেবি যো লপ্স্যে মানুষ্যমতিদুর্লভম্ ॥ ৭৪ ॥ শাপোঽনুগ্রহরূপো-ঽয়ং বিশেষাদর্ব্বুদাচলে। সমীপে যস্য পুণ্যোঽস্তি মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৭৫ ॥ ঊর্দ্ধঃ পৃথিব্যা দেশোঽয়ং যো গিরেশ্চার্ণবান্তরে। তত্র গত্বা মহৎ পুণ্যমবাপ্য ভবভক্তিতঃ ॥ ৭৬ ॥ পুনরেষ্যামি ভো মাতরিত্যুক্ত্বা-ভূচ্ছিলাসুতঃ। দেবি চ প্রবিবেশাথ ভবনং শশিমৌলিনঃ ॥ ৭৭ ॥ ইত্যর্ব্বুদাখ্যানম্। ততো দৃষ্ট্বা চ তাং প্রাহ ধিঙ্নার্য্য ইতি ত্র্যম্বকঃ ॥ ৭৮ ॥ সা চ প্রণম্য তং প্রাহ সত্যমেতন্ন মিথ্যয়া। জড়ঃ

ক্রোধাক্রান্ত হইয়া প্রায়ই অকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ক্রোধদ্বারা কীর্ত্তি বিনষ্ট হয়, ক্রোধ সুস্থির ঐশ্বর্য্যকেও নাশ করে। আমি সমস্ত তত্ত্ব না জানিয়াই পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি। যাহারা প্রকৃত অর্থের বিপরীত বুঝে, তাহাদিগের বিপদ্ সুলভই হইয়া থাকে। ৫১—৬২। গিরিনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জা বিকার বশে মুখকমল কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া কহিলেন,—"বীরক! আমিই তোমার মাতা, এ বিষয়ে তোমার যেন মতিভ্রম না হয়। আমি শঙ্করের প্রিয়া ও হিমাচলের কন্যা। পুত্র! আমার শরীরের ভাবান্তর দেখিয়া তুমি কোনও আশঙ্কা করিও না। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই গৌরতা দান করিয়াছেন। আমি দৈত্যমায়াবৃত্তান্ত না জানিয়া, কেবলমাত্র একান্তে অবস্থিত শঙ্কর সন্নিধানে রমণীর গমন কথা শুনিয়াই তোমাকে অভিশাপ দিয়াছি। সেই শাপ নিবারণ করিবার উপায় নাই; তবে এক্ষণে আমি এইরূপ বলিতেছি যে, তুমি শিলা নাম্নী মানুষীতে শিলাদ হইতে নরগণের স্বর্গ মোক্ষপ্রদ, পুণ্য অর্ব্বুদারণ্যে, যেখানে অচলেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান, সেইখানে জন্মগ্রহণ করিবে। হে বীরক! সেই অচলেশ্বর লিঙ্গ কাশীধামস্থ বিশ্বনাথের ন্যায় নরগণের শুভ ফলদায়ক। নরগণ প্রভাস তীর্থে দশবার যাত্রা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, অর্ব্বুদ মহাচলে একবার মাত্র গমনেই সেই ফল লাভ করে। মানবগণ সেখানে তপস্যা করিলে দেহধাতু পরিহার করিয়া পুনরায় আর সংসারী হয় না। ইহা মহেশ্বরেরই বাক্য। জন্ম-ক্লেশ-ক্লিষ্ট জনগণ যদি অর্ব্বুদারণ্য প্রাপ্ত হয়, তবে বারাণসী বা কেদার তীর্থের বৃথা স্মরণ করে কি জন্য? তুমি সেখানে ভবদেবের আরাধনা করিয়া 'নন্দী' নাম লাভ করিবে এবং অল্প কাল মধ্যেই এখানে আসিয়া প্রতী-হারিত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া বীরক রোমাঞ্চিত শরীরে মাতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিয়া কহিলেন, —"দেবি; আমি ধন্য। আপনার এই শাপই অনুগ্রহ। যে হেতু আমি অতি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিব;—তাহাও আবার অর্ব্বুদাচলে; যাহার নিকটে পুণ্যময় মহীসাগর সঙ্গম বিরাজমান! অর্ব্বুদাচল ও সাগরের অন্তরাল ক্ষেত্র, গোরূপিণী পৃথিবীর ঊধঃ (পালান) প্রদেশ বলিয়া অভিমত। মাতঃ! আমি সেখানে যাইয়া ভবভক্তি প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিব।" বীরক এই বলিয়া শিলার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণার্থ প্রস্থান করিলেন। তখন দেবীও চন্দ্রশেখরের ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৬৩—৭৭। দেব ত্রিলোচন দেবীকে সমাগত দেখিয়া "নারীগণকে ধিক্" এই কথা কহিলেন। দেবীও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—ইহা সত্যই বলিলেন; মিথ্যা

প্রকৃতিভাগোঽয়ং নার্য্যশ্চার্হন্তি নিন্দতাম্ ॥ ৭৯ ॥ পুরুষাণাং প্রসাদেন মুচ্যন্তে ভবসাগরাৎ। ততঃ প্রহৃষ্টস্তামাহ হরো যোগ্যাধুনা শুভে ॥ ৮০ ॥ পুত্রং দাস্যামি যেন ত্বং খ্যাতিমাপ্স্যসি শোভনে। ততো রেমে হি দেব্যা স নানাশ্চর্য্যালয়ো হরঃ ॥ ৮১ ॥ ততো বর্ষসহস্রেষু দেবাস্ত্বরিতমানসাঃ। জ্বলনং নোদয়ামাসুর্জ্ঞাতুং শঙ্করচেষ্টিতম্ ॥ ৮২ ॥ দ্বারি স্থিতং প্রতীহারং বঞ্চয়িত্বা চ পাবকঃ। পারাবতস্য রূপেণ প্রবিবেশ হরান্তিকম্ ॥ ৮৩ ॥ দদৃশে তং চ দেবেশো বিনতাং প্রেক্ষ্য পর্ব্বতীম্। ততস্তং জ্বলনং প্রাহ নৈতদ্‌যোগ্যং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥ যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্। গৃহাণ ত্বং সুদুর্ব্বুদ্ধে নো বা ধক্ষ্যামি ত্বাং ক্রুধা ॥ ৮৫ ॥ ভীতস্ততোঽসৌ জগ্রাহ সর্ব্বদেবমুখঞ্চ সঃ। তেন তে বহ্নিসহিতা বিহ্বলাশ্চ সুরাঃ কৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥ বিপাট্য জঠরাণ্যেষাং বীর্য্যং মাহেশ্বরং ততঃ। নিষ্ক্রান্তং তৎসরো জাতং পারদং শতযোজনম্ ॥ ৮৭ ॥ বহ্নিশ্চ ব্যাকুলীভূতো গঙ্গায়াং মুমুচে সকৃৎ। দহ্যমানা চ সা দেবী তরঙ্গৈর্ব্বহিরুৎসৃজৎ ॥ ৮৮ ॥ জাত্যস্ত্রিভুবনখ্যাতস্তেন চ শ্বেতপর্ব্বতঃ। এতস্মিন্নন্তরে বহ্নিরাহূতশ্চ হিমালয়ে ॥ ৮৯ ॥ সপ্তর্ষিভির্ব্বহ্নিহোমং কুর্ব্বদ্ভির্মন্ত্র-বীর্য্যতঃ। আগত্য তত্র জগ্রাহ বহ্নির্ভাগং চ তং হুতম্ ॥ ৯০ ॥ গতেঽহন্যস্মিংশ্চ তত্রস্থঃ পত্নী-স্তেষামপশ্যত। সুবর্ণকদলীস্তম্ভনিভাস্তাশ্চন্দ্রলেখয়া ॥ ৯১ ॥ পশ্যমানঃ প্রফুল্লাক্ষো বহ্নিঃ কামবশং গতঃ। স ভূয়শ্চিন্তয়ামাস ন ন্যায্যং ক্ষুভিতোঽস্মি যৎ ॥৯২॥ সাধ্বীঃ পত্নীর্দ্বিজেন্দ্রাণামকামাঃ কাময়াম্যহম্। পাপমেতৎ কর্ম্ম চোগ্রং নশ্যামি তৃণবৎস্ফুটম্ ॥ ৯৩ ॥ কৃতৈবতন্নশ্যতে কীর্ত্তির্যাবদাচন্দ্রতারকম্। এবং সঞ্চিন্ত্য বহ্নিঃ গত্বা চৈব বনান্তরম্ ॥ ৯৪ ॥ সংযন্তুং নাভবচ্ছক্ত উপায়ৈর্ব্বহুভির্ম্মনঃ। ততঃ স কামসন্তপ্তো মূর্চ্ছিতঃ সমপদ্যত ॥ ৯৫ ॥ ততঃ স্বাহা চ ভার্য্যাস্য বুবুধে তদ্বিচেষ্টিতম্। জ্ঞাত্বা চ চিন্তয়ামাস প্রহৃষ্টা মনসি

নহে। নারীগণ জড়, প্রকৃতিভাগ; সুতরাং তাহারা নিন্দার যোগ্যই বটে। উহারা পুরুষগণের প্রসাদেই ভবসাগরে পরিত্রাণ লাভ করে।” শঙ্কর এই উত্তরে হৃষ্ট হইয়া “শুভে! এক্ষণে তুমি যোগ্যা হইয়াছ। অতএব শোভনে! তোমাকে এমন একটী পুত্র দান করিব, যাহা দ্বারা তুমি খ্যাতি লাভ করিবে।” বিবিধ বিচিত্র ব্যাপারের আধার শঙ্কর অতঃপর দেবীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন সুরগণ ব্যাকুল চিত্তে শঙ্করের ক্রিয়াকলাপ জানিবার জন্য হুতাশনকে প্রেরণ করিলেন। পাবক পারাবতরূপে দ্বারস্থ প্রতীহারীকে বঞ্চনা পূর্ব্বক পুরে প্রবেশ করিয়া হরসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর পাবককে দেখিতে পাইলেন। পার্ব্বতীও পাবককে দেখিয়া ক্ষুভিতা হইলেন। তখন শঙ্কর পাবককে কহিলেন,—“রে দুর্বুদ্ধি! তুমি ইহা যোগ্যকার্য্য কর নাই। যেহেতু আমার অত্যুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তুমি ইহা গ্রহণ কর; নচেৎ তোমাকে রোষানলে দগ্ধ করিব।” এই কথায় পাবক ভীত হইয়া সেই তেজ গ্রহণ করিলেন। তিনি সকল দেবতার মুখ বলিয়া তদ্দ্বারা পাবকের সহিত সমস্ত সুরগণই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সেই মহেশ্বর-বীর্য্য দেবগণের জঠর ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া শতযোজন পারদসরোবরাকারে পরিণত হইল! বহ্নিও ব্যাকুল হইয়া সেই তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গাদেবীও তৎপ্রভাবে দহ্যমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেই ত্রিভুবন বিখ্যাত শ্বেত পর্ব্বতের উৎপত্তি হইল।৭৮—৮৮। এই সময়ে সপ্তর্ষিগণ হিমালয়ের হোম করিতেছিলেন; তাঁহারা হোমসম্পাদনার্থ মন্ত্র দ্বারা বহ্নিকে আহ্বান করিলেন। বহ্নি মন্ত্রবীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে যাইয়া হোমভাগ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি বেলাবসানে সুবর্ণকদলীস্তম্ভসমা কিম্বা চন্দ্রকলাসদৃশী সপ্তর্ষিপত্নীদিগকে অবলোকন করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে দেখিতে কামবশীভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে, ক্ষুভিত হইলাম, ইহা ন্যায্য নহে। আমি সাধ্বী অকামা দ্বিজেন্দ্র-পত্নীগণকে কামনা করিতেছি। এ কর্ম্ম উৎকট পাপ, ইহার ফলে আমি হয় তো তৃণবৎ বিনষ্ট হইব। এরূপ কাজ করিলে তারা-চন্দ্রের স্থিতিকালযাবৎ কীর্ত্তিহীন হইতে হয়। বহ্নি এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া বনে গমন করিলেন; কিন্তু নানাবিধ উপায়েও নিজ মন সংযত করিতে পারিলেন না। তিনি কাম-সন্তাপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদীয় পত্নী স্বাহাদেবী বহ্নির এই আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন,—“আমি ইহার নিজ

স্বয়ম্ ॥ ৯৬ ॥ স্বাং ভার্য্যামথ মাং ত্যক্ত্বা বহুবাসাদ-বক্তয়া। ভার্য্যাঃ কাময়তে নূনং সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯৭ ॥ তদাসাং রূপমাশ্রিত্য রমিষ্যে তেন চাপ্যহম্। ততস্ত্বঙ্গিরসো ভার্য্যা শিবানামেতি শোভনা ॥ ৯৮ ॥ তস্যা রূপং সমাধায় পাবকং প্রাপ্য সাব্রবীৎ। মামগ্নে কামসন্তপ্তাং ত্বং কাময়িতুমর্হসি। ন চেৎ করিষ্যসে দেব মৃতাং মামুপধারয় ॥ ৯৯ ॥ অহমঙ্গিরসো ভার্য্যা শিবা নাম হুতাশন ॥ ১০০ ॥ সর্খীভিঃ সহিতা প্রাপ্তা তাশ্চ যাস্যন্ত্যনুক্রমাৎ। অস্মাকং ত্বং প্রিয়ো নিত্যং ত্বচ্চিত্তাশ্চ বয়ং তথা ॥ ১০১ ॥ ততঃ স কামসন্তপ্তঃ সম্বভূব তয়া সহ। প্রীতে প্রীতা চ সা দেবী নির্জ্জগাম বনান্তরাৎ ॥১০২॥ চিন্তয়ন্তী মমেদং চেদ্রূপং দ্রক্ষ্যন্তি কাননে। তে ব্রাহ্মণীনামনৃতং দোষং বক্ষ্যন্তি পাবকাৎ ॥ ১০৩ ॥ তস্মাদেতদ্রক্ষমাণা গরুড়ী সম্ভবাম্যহম্। সুপর্ণা সা ততো ভূত্বা দদৃশে শ্বেতপর্ব্বতম্ ॥ ১০৪ ॥ শরস্তম্বৈঃ সুসম্পৃক্তং রক্ষোভিশ্চ পিশাচকৈঃ। সা তত্র সহসা গত্বা শৈলপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্ ॥ ১০৫ ॥ প্রাক্ষিপৎ কাঞ্চনে কুণ্ডে শুক্রং তদ্ধারণেঽক্ষমা। শিষ্টানামপি দেবীনাং সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১০৬ ॥

পত্নীসরূপতাং কৃত্বা কাময়ামাস পাবকম্। দিব্যং রূপমরুন্ধত্যাঃ কর্ত্তুং ন শকিতং তয়া ॥ ১০৭ ॥ তস্যাস্তপঃপ্রভাবেণ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণেন চ। ষট্‌কৃত্বস্তত্তু নিক্ষিপ্তমগ্নিরেতঃ কুরূদ্বহ ॥ ১০৮ ॥ কুণ্ডেঽস্মিংশ্চৈত্র-বহুলে প্রতিপদ্যেব স্বাহয়া। ততশ্চ পাবকো দুঃখাচ্ছুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ১০৯ ॥ আঃ পাপং কৃতমিত্যেব দেহন্যাসেঽকরোন্মতিম্। ততস্তং খেচরী বাণী প্রাহ মা মরণং কুরু ॥ ১১০ ॥ ভাব্যমেতচ্চ ভাব্যর্থাৎ কো হি পাবক মুচ্যতে। ভাব্যর্থেনাপি যত্নে চ পরদারোপসেবনম্ ॥ ১১১ ॥ কৃতং তচ্চেতসা তেন ত্বামজীর্ণং প্রবেক্ষ্যতি। শ্বেতকেতোর্ম্মহাযজ্ঞে ঘৃতধারাভিতর্পিতম্ ॥ ১১২ ॥

পত্নী; পরন্তু ইনি আমাকে পরিহার করিয়া নিশ্চয়ই মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগকে কামনা করিতেছেন; অতএব আমি সেই সপ্তর্ষি পত্নীদিগের রূপ ধারণ করিয়া ইহার সহিত রমণ করিব। স্বাহা দেবী এইরূপ স্থির করিলেন। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অঙ্গিরার পত্নীর নাম শিবা; তিনি অতীব সুন্দরী। স্বাহাদেবী তখন তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া বহ্নিকে কহিলেন,—"হে পাবক! আমি কাম-সন্তপ্তা, আমাকে আপনি কামনা করুন; আপনি এই কার্য্য না করিলে আমাকে মৃতা বলিয়াই জ্ঞাত হউন। ৮৯—৯৯। হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা; আমার নাম শিবা। অপর মহর্ষিপত্নীগণের সহিতই আপমার নিটক আসিয়াছি; তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আপনার সমীপস্থ হইবেন। আপনি আমাদিগের নিয়ত প্রিয়,এবং আমরাও আপনার প্রতি নিতান্ত আসক্ত। এই কথার পর কামসন্তপ্ত পাবক তাহার সহিত সঙ্গম করিলেন। তাহাতে পাবক প্রীত হইলেন; সেই দেবীও প্রীত চিত্তে বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু তিনি সেই শুক্রধারণে অসমর্থা হইয়া উহা প্রক্ষেপ করিবার জন্য এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বনমধ্যে আমাকে এইরূপে দেখিলে সপ্তর্ষিপত্নীদিগের প্রতি পাবক-সঙ্গজ দোষারোপ ঘটিতে পারে, সুতরাং এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া আমি গরুড়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করি। এইরূপ চিন্তার পর তিনি গরুড়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্বেত পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বত শরস্তম্বসমাবৃত এবং রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ। স্বাহা দেবী সেখানে কাঞ্চন কুণ্ডে সেই বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। তারপর তিনি পূর্ব্ববৎ অপর মহর্ষি-পত্নীর রূপ ধারণ করিয়াও পাবকসহ রতি-ক্রিয়ান্তে উক্ত কাঞ্চনকুণ্ডেই বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন॥ এই ভাবে তিনি ছয় মহর্ষি-পত্নীর রূপ ধারণ করিলেন; পরন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পতি-শুশ্রূষা ও তপস্যাপ্রভাবে অতিশয় তেজস্বিনী বলিয়া স্বাহা দেবী তাঁহার রূপধারণে সমর্থ হইলেন না। হে কুরুধুরন্ধর! স্বাহা দেবী চৈত্রমাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে এইরূপে ছয়বার সেই কাঞ্চনকুণ্ডে পাবক-বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। বহ্নি দেব অতঃপর "আমি পরদারসঙ্গ করিলাম," ইহা ভাবিয়া শোক করিতে লাগিলেন, এবং মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 'হায় আমি কি পাপ করিলাম!" ইহা ভাবিয়া দেহত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন; তখন তাঁহাকে আকাশবাণী কহিল,—"হে পাবক! মরণের উদ্যম পরিত্যাগ কর। এইরূপই ভবিতব্যতা ছিল; ভবিতব্যতা অতিক্রম করিতে কে পারে? তবে যদিও তুমি ভবিতব্যতানিবন্ধনেই পরদার সেবা করিয়াছ, তথাপি তোমার তদ্বিষয়ে অভিলাষ জন্মিয়াছিল বলিয়া শ্বেতকেতুর যজ্ঞে ঘৃতধারা পান করিয়া তোমার অজীর্ণ রোগ ঘটিবে। তুমি শোক পরিত্যাগ কর; তুমি যাহাদিগের সহিত সঙ্গম

শোকঞ্চ ত্যজ নৈতাস্তাঃ স্বাহৈবেয়ং তব প্রিয়া। শ্বেতপর্ব্বতকুণ্ডস্থং পুত্রং ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি। ততো বহ্নিস্তত্র গত্বা দদৃশে তনয়ং প্রভুম্॥ ১১৩॥ অর্জ্জুন উবাচ। কস্মাৎ স্বাহাকরোদ্রূপং ষণ্ণাং তাসাং মহামুনে॥ ১১৪॥ যস্তা ভর্ত্তৃপরাঃ সাধ্ব্যস্তপস্বিন্যো-হগ্নিসন্নিভাঃ। ন বিভেতি চ কিন্তাভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ স্বাহাপরাধিনী। ভর্ত্তৃভক্ত্যা জগদ্দগ্ধুং যতঃ শক্তাশ্চ তা মুনে॥ ১১৫॥ নারদ উবাচ। সত্যমেতৎ কুরুশ্রেষ্ঠ শৃণু তচ্চাপি কারণম্। যেন তাসাং কৃতং রূপং ন বা শাপং দদুশ্চ তাঃ॥ ১১৬॥ যত্র তদ্বহ্নিনা-ক্ষিপ্তং রুদ্রতেজঃ সকৃৎ পুরা। গঙ্গায়াং তত্র সম্নুস্তাঃ ষট্ পত্ন্যোহজ্ঞানভাবতঃ॥ ১১৭॥ ততস্তা বিহ্বলীভূতাস্তেজসা তেন মোহিতাঃ। লজ্জয়া চ স্বভর্ত্তৄণাং গঙ্গাতীরস্থিতা রহঃ॥ ১১৮॥ এতদন্তর-মালোক্য চিকীর্ষন্তী মনীষিতম্। স্বাহা শরীর-মাবিশ্য তাসাং তেজো জহার তৎ॥ ১১৯॥ চিক্রীড় বহ্নিজায়াপি যথা তে কথিতং ময়া॥ ১২০॥

উপকারমিমং তাভিঃ স্মরন্তীভিশ্চ ভারত। ন শপ্তা সা যতঃ শাপো ন দেয়শ্চোপকারিণি॥ ১২১॥ ততঃ সপ্তর্ষয়ো জ্ঞাত্বা জ্ঞানেনাশুচিতাং গতাঃ। তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নীর্ব্বিনা দেবীমরুন্ধতীম্॥ ১২২॥ বিশ্বামিত্রস্তু ভগবান্ কুমারং শরণং গতঃ। স্তবং দিব্যং সম্প্রচক্রে মহাসেনস্য চাপি সঃ॥ ১২৩॥ অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং শৃণু ত্বং তানি ফাল্গুন। জপেন যেষাং পাপানি যান্তি জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২৪॥ ত্বং ব্রহ্মবাদী ত্বং ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রাহ্মণবৎসলঃ। ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মদেবশ্চ ব্রহ্মদো ব্রহ্মসংগ্রহঃ॥ ১২৫॥ ত্বং পরং পরমং তেজো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। অপ্রমেয়গুণশ্চৈব মন্ত্রাণাং মন্ত্রগো ভবান্॥ ১২৬॥ ত্বং সাবিত্রীময়ো দেব সর্ব্বত্রৈবাপরাজিতঃ। মন্ত্রঃ শর্ব্বাত্মকো দেবঃ ষড়ক্ষরবতাং বরঃ॥ ১২৭॥ মালী মৌলী পতাকী চ জটী মুণ্ডী শিখণ্ড্যপি। কুণ্ডলী লাঙ্গলী বালঃ কুমারঃ প্রবরো বরঃ॥ ১২৮॥ গবাংপুত্রঃ সুরারিঘ্নঃ সম্ভবো ভবভাবনঃ। পিনাকী শত্রুহা শ্বেতো গূঢ়ঃ স্কন্দঃ করাগ্রণীঃ॥ ১২৯॥ দ্বাদশো ভূর্ভুবো ভাবী

করিয়াছ,তাঁহারা প্রকৃত ঋষিপত্নী নহেন। তোমার পত্নী স্বাহা দেবীই সেই সেই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তুমি এক্ষণে শ্বেতপর্ব্বতের কাঞ্চন কুণ্ডে যাইয়া তোমার পুত্রকে অবলোকন কর।” বহ্নি এই আকাশবাণী শুনিয়া সেখানে গিয়া সেই প্রভাববান পুত্রকে দর্শন করিরেলেন। ১০০—১১৩। অর্জ্জুন কহিলেন,--হে মহামুনি নারদ! স্বাহা দেবী সেই অগ্নিসন্নিভা তেজস্বিনী পতিপরায়ণা সাধ্বী তপস্বিনী মহর্ষি পত্নী-গণের রূপ ধারণ করিলেন কেন? সেই মুনিপত্নী-গণ তো পতিভক্তিবলে জগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ; তবে তাঁহাদিগের রূপধারণ করিতে স্বাহা দেবীর ভয় হইল না? স্বাহা তো তাঁহাদিগের রূপ ধারণ করিয়া অপরাধিনী হইয়াছিলেন!” নারদ কহিলেন, —“হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহার কারণ শ্রবণ কর। স্বাহা যে জন্য তাঁহাদিগের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারাও যে জন্য শাপ দিলেন না, তাহা বলিতেছি। বহ্নি গঙ্গার যে স্থানে রুদ্র-তেজ নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, ছয় মুনিপত্নী অজ্ঞানমোহিত হইয়া সেই স্থানেই স্নান করেন। তাঁহাতে তাঁহারা সেই তেজঃপ্রভাবে বিহ্বল হইয়া লজ্জাবশে স্ব স্ব পতী সমীপে না যাইয়া গঙ্গাতীরেই একান্তে অবস্থান করেন। স্বাহা দেবী এই অবকাশ পাইয়া অভিপ্রায় সফল মানসে তাঁহাদিগের শরীরে আবিষ্ট হইয়া সেই তেজ অপহরণ করেন। তার পর

বহ্নিজায়া যে ভাবে বহ্নিসহ ক্রীড়া করেন, আমি তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে ভারত! মুনিপত্নীগণ এই উপকার স্মরণ করিয়া স্বাহাকে অভিশাপ দিলেন না, কারণ উপকারী জনে অভি-শাপ দিতে নাই। অতঃপর সপ্তর্ষিগণ জ্ঞানবলে অরুন্ধতী ব্যতীত অপর ছয় পত্নীর অশুচিতা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে ভগবান্ বিশ্বামিত্র সেই মহাসেন কুমারের শরণা-গত হইয়া অষ্টোত্তরশত নামাত্মক দিব্য স্তবদ্বারা তাঁহাকে স্তুতি করিলেন। হে ফাল্গুন! তুমি তাহা শ্রবণ কর। উহা পাঠ করিলে পাপনাশ হয়; মানব জ্ঞানলাভ করিতে পারে।১১৪—১২৪। স্তব যথা,— হে দেব! আপনি ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ-বৎসল, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মদেব, ব্রহ্মদ, ব্রহ্মসংগ্রহ, পর, পরমতেজ, মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, অপ্রমেয় গুণ, এবং মন্ত্রসমূহের উপাসনাতত্ত্বজ্ঞ। আপনি, সাবিত্রীময়, সর্ব্বত্র অপরাজিত, সর্ব্বাত্মক দেবতা এবং ষড়ক্ষর মন্ত্রমধ্যে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্ররূপী। আপনি মালী, মৌলী, পতাকী, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, কুণ্ডলী, লাঙ্গলী, বাল, কুমার, প্রবর ও বর। আপনি দ্বাদশ, ভূ, ভুবঃ, ভাবী, ভূমিপুত্র, নমস্কৃত, নাগরাজ, সুধর্ম্মাত্মা, নাকপৃষ্ঠ ও সনাতন! তুমি ভর্ত্তা, সর্ব্বভূতাত্মা, ত্রাতা, সুখাবহ,

ভুবঃ পুত্রো নমস্কৃতঃ। নাগরাজঃ সুধর্ম্মাত্মা নাকপৃষ্ঠঃ সনাতনঃ॥ ১৩০॥ ত্বং ভর্ত্তা সর্ব্বভূতাত্মা ত্বং ত্রাতা ত্বং সুখাবহঃ। শরদক্ষঃ শিখী জেতা ষড়্বক্ত্রো ভয়নাশনঃ॥ ১৩১॥ হেমগর্ভো মহাগর্ভো জয়শ্চ বিজয়েশ্বরঃ। ত্বং কর্ত্তা ত্বং বিধাতা চ নিত্যো নিত্যারিমর্দ্দনঃ॥ ১৩২॥ মহাসেনো মহাতেজা বীরসেনশ্চ ভূপতিঃ সিদ্ধাসনঃ সুরাধ্যক্ষো ভীমসেনো নিরাময়ঃ॥ ১৩৩॥ শৌরির্যদুর্মহাতেজা বীর্য্যবান সত্যবিক্রমঃ। তেজোগর্ভোঽসুর-রিপুঃ সুরমূর্ত্তিঃ সুরোর্জ্জিতঃ॥ ১৩৪॥ কৃতজ্ঞো বরদঃ সত্যঃ শরণ্যঃ সাধুবৎসলঃ। সুব্রতঃ সূর্য্যসঙ্কাশো বহ্নিগর্ভঃ কণো ভুবঃ॥ ১৩৫॥ পিপ্পলী শীঘ্রগো রৌদ্রী গাঙ্গেয়ো রিপুদারণঃ। কার্ত্তিকেয়ঃ প্রভুঃ ক্ষন্তা নীলদংষ্ট্রো মহামনাঃ॥ ১৩৬॥ নিগ্রহো নিগ্রহণাঞ্চ নেতা ত্বং সুরনন্দনঃ। প্রগ্রহঃ পরমানন্দঃ ক্রোধঘ্নস্তার উচ্ছ্রিতঃ॥ ১৩৭॥ কুক্কুটী বহুলী দিব্যঃ কামদো ভূরিবর্দ্ধনঃ। অমোঘোঽমৃতদো হ্যগ্নিঃ শত্রুঘ্নঃ সর্ব্বমোদনঃ॥ ১৩৮॥ অব্যয়ো হ্যমরঃ শ্রীমানুন্নতো হ্যগ্নিসম্ভবঃ। পিশাচরাজঃ সূর্য্যাভঃ শিবাত্মা শিবনন্দনঃ॥ ১৩৯॥ অপারপারো দুর্জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। অগ্রাহ্যঃ কারণং কর্ত্তা পরমেষ্ঠী পরং পদম্। অচিন্ত্যঃ সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বাত্মা ত্বং সনাতনঃ॥ ১৪০॥ এবং স সর্ব্বভূতানাং সংস্তুতঃ পরমেশ্বরঃ॥ ১৪১॥ নাম্নামষ্টশতেনায়ং বিশ্বামিত্রমহর্ষিণা। প্রসন্নমূর্ত্তিরাহেদং মুনীন্দ্রং ব্রিয়তামিতি॥ ১৪২॥ মম ত্বয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্তুতিরেষা নিরূপিতা। ভবিষ্যতি মনোঽভীষ্টপ্রাপ্তয়ে প্রাণিনাং ভুবি॥ ১৪৩॥ বিবর্দ্ধতে কুলে লক্ষ্মীস্তস্য যঃ প্রপঠেদিমম্। ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বা ন ভূতানি ন চাপদঃ॥ ১৪৪॥ বিঘ্নকারীণি তদ্গেহে যত্রৈব সংস্তবন্তি মাম্॥ দুঃস্বপ্নঞ্চ ন পশ্যেৎ স বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৪৫॥ স্তবস্যাস্য প্রভাবেণ দিব্যভাবঃ পুমান ভবেৎ। ত্বং চ মাং শ্রুতিসংস্কারৈঃ সর্ব্বৈঃ সংস্কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৪৬॥ সংস্কাররহিতং জন্ম যতশ্চ পশুবৎ স্মৃতম্। ত্বঞ্চ মদ্বরদানেন ব্রহ্মর্ষিশ্চ ভবিষ্যসি॥ ১৪৭॥ ততো মুনিস্তস্য চক্রে জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। পৌরোহিত্যং তথা ভেজে স্কন্দরস্যৈবাজ্ঞয়া প্রভুঃ॥ ১৪৮॥ ততস্তং বহ্নিরভ্যাগাদ্দদর্শ চ সুতং গুহম্। ষট্‌শীর্ষং দ্বিগুণশ্রোত্রং দ্বাদশাক্ষিভুজক্রমম্॥ ১৪৯॥ একগ্রীবং চৈককায়ং কুমারং স ব্যলোকয়ৎ। কললং প্রথমে

শরদক্ষ, শিখী, জেতা, ষড়ানন ভয় নাশন, হেমগর্ভ, মহাগর্ভ, জয়, ও বিজয়েশ্বর, তুমি কর্ত্তা, বিধাতা, নিত্য, নিত্যারিমর্দ্দন, মহাসেন, মহাতেজা, বীরসেন, ভূপতি, সিদ্ধাসন, সুরাধ্যক্ষ, ভীমসেন, নিরময়, সৌরি, যদু, মহাতেজা, বীর্য্যবান, সত্যবিক্রম, তেজোগর্ভ, অসুররিপু, সুরমূর্ত্তি সুরোর্জ্জিত, কৃতজ্ঞ, বরদ, সত্য, শরণ্য, সাধুবৎসল, সুব্রত, সূর্য্যসঙ্কাশ, বহ্নিগর্ভ, কণ, ভুব, পিপ্পলী, শীঘ্রগ, রৌদ্রী, গাঙ্গেয়, রিপুদারন, কার্ত্তিকেয়, প্রভু, ক্ষন্তা, নীলদংষ্ট্র, মহামনা, নিগ্রহনিগ্রহ, নেতা, সুরনন্দন, প্রগ্রহ, পরমানন্দ, ক্রোধঘ্ন, তার, উচ্ছ্রিত, কুক্কুটী, বহুলী, দিব্য, কামদ, ভূরিবর্দ্ধন, অমোঘ, অমৃতদ, অগ্নি, শত্রুঘ্ন, সর্ব্বমোদন, অব্যয়, অমর, শ্রীমান্, উন্নত, অগ্নিসম্ভব, পিশাচরাজ, সূর্য্যাভ, শিবাত্মা, শিবনন্দন, অপারপার, দুর্জ্জেয়, সর্ব্বভূতহিতরত, অগ্রাহ্য, কারণ, কর্ত্তা, পরমেষ্ঠী, পরমপদ, অচিন্ত্য, সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বাত্মা ও সনাতন। ১২৫—১৪০। সেই সর্ব্বভূতের পরমেশ্বর কুমার, এই অষ্টোত্তরশত নাম দ্বারা বিশ্বামিত্র মহর্ষি কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া প্রসন্নমুখে মুনীন্দ্রকে কহিলেন,—'বর গ্রহণ কর। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! তুমি যে আমাকে এই স্তুতি দ্বারা স্তব করিলে, ইহা ভূতলে প্রাণিগণের মনোভিলাষ পূরণ করিবে। যে জন ইহা পাঠ করিবে, তাহার বংশে সতত লক্ষ্মীবৃদ্ধি হইবে। এই স্তব দ্বারা আমার স্তবন করিলে সেখানে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত বা অন্য কোন প্রাণী কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। ইহা পাঠ করিলে সেই ব্যক্তির দুঃস্বপ্ন দর্শন ঘটে না; এবং বদ্ধ ব্যক্তিও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এই স্তবের প্রভাবে মানব দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর! আমি তোমাকে বরদান করিতেছি, ইহার ফলে তুমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিবে। যেহেতু সংস্কাররহিত জন্ম পশুতুল্য, অতএব তুমি আমাকে শ্রুতিবিহিত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত কর।' অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি কুমারের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিলেন। প্রভু বিশ্বামিত্র স্কন্দের অনুজ্ঞানুসারে তদীয় পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সেখানে বহ্নি আসিয়া পুত্র গুহকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—সেই কুমারের ছয়টী মস্তক, দ্বাদশটী কর্ণ, দ্বাদশটী নেত্র, দ্বাদশখানি বাহু, একটী গ্রীবা ও একটী

চাহ্নি দ্বিতীয়ে ব্যক্তিতাঙ্গতম্ ॥ ১৫০ ॥ তৃতীয়ায়াং শিশুর্জাতশ্চতুর্থ্যাং পূর্ণ এব চ। পঞ্চম্যাং সংস্কৃতঃ সোঽদ্ভুৎ পাবকং চাপ্যপশ্যত ॥ ১৫১ ॥ ততস্তং পাবকঃ পার্থ আলিলিঙ্গ চুচুম্ব চ। পুত্রেতি চোক্ত্বা তস্মৈ স শক্ত্যস্ত্রমদদাৎ স্বয়ম্ ॥ ১৫২ ॥ স চ শক্তিং সমাদায় নমস্কৃত্য চ পাবকম্। শ্বেতশৃঙ্গং সমারূঢো মুখৈঃ পশ্যন্ দিশো দশ ॥ ১৫৩ ॥ ব্যনদত্তৈরবং নাদং ত্রাসয়ন্ সাসুরং জগৎ। ততঃ শ্বেতগিরেঃ শৃঙ্গং রক্ষঃপদ্মদশাবৃতম্ ॥ ১৫৪ ॥ বিভেদ তরসা শক্ত্যা শতযোজনবিস্তৃতম্। তদেকেন প্রহারেণ খণ্ডশঃ পতিতং ভুবি ॥ ১৫৫ ॥ চূর্ণীকৃতা রাক্ষসাস্তে সকলং ধর্ম্মশত্রবঃ। ততঃ প্রব্যথিতা ভূমির্ব্যশীর্য্যত সমন্ততঃ ॥ ১৫৬ ॥ ভীতাশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে চুক্রুশুঃ প্রলয়াদ্‌যথা। ভূতানি তত্র সুভৃশং ত্রাহিত্রাহীতি চোজ্জগুঃ ॥ ১৫৭ ॥ এবং শ্রুত্বা ততো দেবা বাসবং সহ তেঽব্রুবন্। যেনৈকেন প্রহারেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীকৃতম্ ॥ ১৫৮ ॥ স সংক্রুদ্ধঃ ক্ষণাদ্বিশ্বং সংহরিষ্যতি বাসব। বয়ঞ্চ পালনার্থায় সৃষ্টা দেবেন বেধসা ॥ ১৫৯ ॥ তচ্চ ত্রাণং সদা কার্য্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। অস্মাকং পশ্যতামেবং যদি সংক্ষোভ্যতে জগৎ ॥ ১৬০ ॥ ধিক্ ততো জন্ম বীরাণাং শ্লাঘ্যং হি মরণং ক্ষণাৎ। তদস্মাভিঃ সহৈনং ত্বং হন্তুমর্হসি বাসব ॥ ১৬১ ॥ এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা দেবৈঃ সার্দ্ধং তমভ্যয়াৎ। বিধিৎসুস্তস্য বীর্য্যং স শক্রস্তূর্ণতরং তদা ॥ ১৬২ ॥ উগ্রং তচ্চ মহাবেগং দেবানীকং দুরাসদম্। নর্দমানং গুহঃ প্রেক্ষ্য ননাদ জলধির্যথা ॥ ১৬৩ ॥ তস্য নাদেন মহতা সমুদ্ধূতোদধিপ্রভম্। বভ্রাম তত্রতত্রৈব দেবসৈন্যমচেতনম্ ॥ ১৬৪ ॥ জিঘাংসূনুপসম্প্রাপ্তান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা স পার্বতিঃ। বিসসর্জ্জ মুখাত্তত্র প্রবৃদ্ধাঃ পাবকার্চ্চিষঃ ॥ ১৬৫ ॥ অদহ্যন্দেবসৈন্যানি চেষ্টমানানি ভূতলে। তে প্রদীপ্তশিরোদেহাঃ প্রদীপ্তায়ুধবাহনাঃ ॥ ১৬৬ ॥ প্রচ্যুতাঃ সহসা ভান্তি দিবস্তারাগণা ইব। দহ্যমানাঃ প্রপন্নাস্তে শরণং পাবকাত্মজম্ ॥ ১৬৭ ॥ দেবা বজ্রধরং প্রোচুস্ত্যজ বজ্রং শতক্রতো।

মাত্র শরীর। বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইলে প্রথম দিনে তাহা কললাকার, দ্বিতীয় দিনে কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তকায়, তৃতীয় দিনে শিশুর উৎপত্তি, চতুর্থ দিনে পূর্ণাবয়ব এবং পঞ্চম দিনে সেই বালক সংস্কৃত হইল। সেই পঞ্চমীতেই স্কন্দ পাবককে দর্শন করিলেন। হে পৃথানন্দন! অতঃপর পাবক তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন; এবং 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়া শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন। সেই কুমারও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক পাবককে নমস্কার করিয়া ছয়মুখে দশদিক্ অবলোকন করিতে করিতে শ্বেত-গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন, এবং এমন একটী ভীষণ নিনাদ করিলেন যে, অসুরগণসহ সমগ্র জগৎ তাহাতে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই শ্বেত-গিরিশৃঙ্গে দশপদ্মসংখ্যক রাক্ষস বাস করিত; তিনি সবেগে শক্তি প্রহার দ্বারা সেই শত যোজন বিস্তৃত গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিলেন। তাঁহার একটী মাত্র আঘাতেই উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল। ভূমি তাহাতে ব্যথিত হইয়া দিকে দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। সেই ভীষণ শব্দে পর্ব্বতসমূহ অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রলয়কালের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। প্রাণিগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' করিয়া উঠিল। ১৪১—১৫৭। এই শব্দ শুনিয়া দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে বাসব! যাঁহার এক আঘাতে ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে, সে ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণমাত্রে জগতের সংহার করিতে পারে। হে বাসব! বিধাতা আমাদিগকে জগতের পালনার্থই সৃজন করিয়াছেন; সুতরাং প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও সেই পালন কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। আমাদের সাক্ষাতেই যদি জগতের এইরূপ ক্ষোভ ঘটিতে থাকে, তবে আমাদিগের বীর-জীবনে ধিক্! আমাদিগের মরণই ভাল। অতএব হে বাসব! আপনি আমাদিগের সহিত ইহাকে নিহত করুন। ইন্দ্র দেবগণের এইরূপ কথা শুনিয়া 'তাহাই করা যাউক' বলিয়া দেবগণসহ কুমারকে নিগ্রহ করিবার জন্য দ্রুতবেগে গমন করিলেন। কুমার সেই নিনাদকারী বেগবান উগ্র দুরাধর্ষ দেবসৈন্য আসিতে দেখিয়া সাগরবৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই সুমহান্ নিনাদে উদ্বেলসাগরসম দেবসৈন্য অচেতন হইয়া এখানে-সেখানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পাবকনন্দন গুহ, দেবগণ তদীয় হিংসাভিলাষে সমাগত দেখিয়া মুখ হইতে অগ্নিশিখা-সমূহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাতে দেবসৈন্যগণ দগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। তাহাতে আয়ুধ, বাহন, মস্তক, দেহাদি প্রজ্বলিত হওয়ায় দেবগণ গগনচ্যুত তারাগণবৎ শোভা ধারণ করিলেন। এইভাবে দহ্যমান হইয়া অনেকে সেই পাবকনন্দনেরই শরণাগত হইলেন। অপর দেবগণ তখন বজ্রধর ইন্দ্রকে কহিলেন,—'হে শতক্রতু মহেন্দ্র!

উক্তো দেবৈস্তদা শক্রঃ স্কন্দে বজ্রমবাসৃজৎ ॥ ১৬৮ ॥ তদ্বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্। বিভেদ চ কুরুশ্রেষ্ঠ তদা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬৯ ॥ বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোহপরঃ। যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্দিব্যকুণ্ডলঃ। শাখ ইত্যভিবিখ্যাতঃ সোহপি ব্যনদদদ্ভুতম্ ॥ ১৭০ ॥ ততশ্চেন্দ্রঃ পুনস্তস্য বামপার্শ্বং ব্যদারয়ৎ। তাদৃশশ্চাপরো জজ্ঞে বিশাখ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৭১ ॥ ততশ্চেন্দ্রঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো হৃদি স্কন্দং ব্যদারয়ৎ। তত্রাপি তাদৃশো জজ্ঞে নৈগমেয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭২ ॥ ততো বিনদ্য স্কন্দাদ্যাশ্চত্বারস্তং তদাভ্যয়ুঃ। তদেন্দ্রো বজ্রমুৎসৃজ্য প্রাঞ্জলিঃ শরণং যযৌ ॥ ১৭৩ ॥ তস্যাভয়ং দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্যস্য সত্তমঃ। ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশা বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন ॥ ১৭৪ ॥ বজ্রপ্রহারাৎ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরেহস্য মহাবলাঃ। যা হরন্তি শিশূন জাতান গর্ভস্থাংশ্চৈব দারুণাঃ। কাকী চ হিলিমা চৈব রুদ্রা চ বৃষভা তথা ॥ ১৭৫ ॥ আয়া পলালা মিত্রা চ সপ্তৈতাঃ

আপনি বজ্র প্রহার করুন।' দেবগণ এইরূপ কহিলে শক্র, স্কন্দের প্রতি বজ্র প্রহার করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই বজ্র মহাত্মা কুমারের দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিল। তখন সেই ভিন্ন পার্শ্বভাগ হইতে কাঞ্চনকান্তি, দিব্য কুণ্ডল-ভূষিত, শক্তিধর অপর এক যুবা পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম শাখ। তিনিও অদ্ভুত সিংহনাদ করিলেন। পরে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে স্কন্দের বামপার্শ্ব ভেদ করিলেন; তাহাতেও পূর্ব্ববৎ অপর এক পুরুষ উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার নাম বিশাখ। অতঃপর ইন্দ্র ক্রুদ্ধ-চিত্তে পুনরায় স্কন্দের হৃদয়ে বজ্রাঘাত করিলেন। তখন বিদীর্ণ হৃদয় হইতেও পূর্ব্ববৎ অপর একটী পুরুষ জন্মিলেন। তাঁহার নাম নৈগমেয়। অনন্তর স্কন্দ প্রভৃতি চারি জনেই সিংহনাদ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র তখন বজ্র পরিত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের শরণাগত হইলেন। সাধুত্তম স্কন্দ, সসৈন্য দেবরাজকে অভয় দান করিলেন। তখন সুরগণ হৃষ্ট হইয়া বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দেহ হইতে মহাবলসম্পন্না সাতটী কন্যারও জন্ম হইয়াছিল। সেই কন্যাগণ অতি দারুণস্বভাব। তাঁহারা গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নাম যথা,—কাকী, হিলিমা, রুদ্রা, বৃষভা, আয়া, পলালা ও মিত্রা। ইঁহারা সাত

শিশুমাতরঃ। এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নঃ শিশুশ্চাভূৎ সুদারুণঃ ॥ ১৭৬ ॥ স্কন্দপ্রসাদজঃ পুত্রো লোহিতাক্ষো ভয়ঙ্করঃ। এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভূতঃ ॥ ১৭৭ ॥ পূজনীয়ঃ সদা ভক্ত্যা সর্ব্বাপস্মারশান্তিদঃ। উপাতিষ্ঠত্ততঃ স্কন্দং হিরণ্যকবচস্রজম্ ॥ ১৭৮ ॥ লোহিতাম্বরসংবীতং ত্রৈলোক্যস্যাপি সুপ্রভম্। যুবানং শ্রীঃ স্বয়ং ভেজে তং প্রণম্য শরীরিণী ॥ ১৭৯ ॥ শ্রিয়া জুষ্টঞ্চ তং প্রাহুঃ সর্ব্বে দেবাঃ প্রণম্য বৈ। হিরণ্যবর্ণ ভদ্রস্তে লোকানাং শঙ্করো ভব ॥ ১৮০ ॥ ভবানিন্দ্রোহস্তু নো নাথ ত্রৈলোকাস্য হিতায় বৈ ॥ ১৮১ ॥ স্কন্দ উবাচ। কিমিন্দ্রঃ সর্ব্বলোকানাং করোতীহ সুরোত্তমাঃ। কথং দেবগণাংশ্চৈব পাতি নিত্যং সুরেশ্বরঃ ॥ ১৮২ ॥ দেবা উচুঃ। ইন্দ্রো দিশতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ সুখম্। প্রজ্ঞাঃ প্রযচ্ছতি তথা সর্ব্বান্ দায়ান্ সুরেশ্বরঃ ॥ ১৮৩ ॥ দুর্বৃত্তানাং স হরতি বৃত্তস্থানাং প্রযচ্ছতি। অনুশাস্তি চ ভূতানি কার্য্যেষু বলবত্তরঃ ॥ ১৮৪ ॥ অসূর্য্যে চ ভবেৎ সূর্য্যস্তথাচন্দ্রে চ

জন্যই শিশুমাতা। ইঁহাদিগের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন একটী শিশুও জন্মিয়াছিল। স্কন্দের প্রসাদে সঞ্জাত সেই দারুণ পুত্র, ভয়ঙ্করাকার এবং লোহিতাক্ষ নামে বিখ্যাত। এই অদ্ভুত বীরাষ্টক স্কন্দমাতৃগণ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সর্ব্ববিধ অপস্মারের শান্তিদায়ক। ভক্তিসহকারে ইঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর সেই স্বর্ণ-কবচ-মাল্যধারী, লোহিতবসনপরিধান, ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র সুপুরুষ, যুবা স্কন্দকে শ্রীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক ভজনা করিলেন। তখন শ্রীনিষেবিত স্কন্দকে দেবগণ সকলে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—'হে হিরণ্যবর্ণ! আপনার মঙ্গল হউক; আপনি লোকসমূহের মঙ্গলবিধান করুন। হে নাথ! ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আমাদিগের ইন্দ্র হউন। ১৫৮—১৮১। স্কন্দ কহিলেন,—'হে সুরোত্তমগণ! ইন্দ্র সর্ব্ব লোকের কোন্ কার্য্য সাধন করেন? আর সেই সুরেশ্বর সুরগণকেই বা নিয়ত কিরূপে পালন করেন?' দেবগণ কহিলেন,—সুরেশ্বর ইন্দ্র প্রাণিগণকে বল, তেজ, সন্তান, সুখ, প্রজ্ঞা, ও অপরাপর সমস্ত বাঞ্ছিত দ্রব্য দান করেন। তিনি দুর্বৃত্তগণের এতৎ সমস্ত অপহরণ করেন, আর সদ্বৃত্তদিগকেই ঐ সকল দান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ বলিয়া প্রাণিগণকে বিবিধ

চন্দ্রমাঃ। ভবত্যগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পৃথিব্যাং জীবকারণম্ ॥ ১৮৫ ॥ এতদিন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমিন্দ্রো হি বিপুলং বলম্। ত্বং চেন্দ্রো ভব নো বীর তারকং জহি তে নমঃ ॥ ১৮৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ। ত্বং ভবেন্দ্রো মহাবাহো সর্ব্বেষাং নঃ সুখাবহঃ। প্রণম্য প্রার্থয়ে স্কন্দ তারকং জহি রক্ষ নঃ ॥ ১৮৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। শাধি ত্বমেব ত্রৈলোক্যং ভবানিন্দ্রোঽস্তু সর্ব্বদা। কারয়ে চেন্দ্র-কর্ম্মাণি ন মমেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্ ॥ ১৮৮ ॥ ত্বমেব রাজা ভদ্রস্তে ত্রৈলোক্যস্য মমৈব চ। করোমি কিঞ্চ তে শক্র শাসনং ব্রূহি তন্মম ॥ ১৮৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি সত্যমিদং বাক্যং নিশ্চয়াদ্ভাষিতং ত্বয়া। অভিষিচ্যস্ব দেবানাং সৈনাপত্যে মহাবল। অহমিন্দ্রো ভবিষ্যামি তব বাক্যাদাশোঽস্তু তে ॥ ১৯০ ॥ স্কন্দ উবাচ। দানবানাং বিনাশায় দেবানামর্থসিদ্ধয়ে। গোব্রাহ্মণস্য চার্থায় এবমস্তু বচস্তব ॥ ১৯১ ॥ ইত্যুক্তে সুমহানাদঃ সুরাণামভ্যজায়ত। ভূতানাং চাপি

কার্য্যে অনুশাসন করিয়া থাকেন। তিনি সূর্য্যাভাবে সূর্য্য, চন্দ্রের অভাবে চন্দ্র, অগ্নির অভাবে অগ্নি এবং বায়ুর অভাবে বায়ু হইয়া পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের হিত সাধন করেন। ইন্দ্রের ইহাই কর্ত্তব্য; ইন্দ্র প্রাণিগণের পরম বল। হে বীর! আপনি আমাদিগের ইন্দ্র হউন; এবং তারকাসুরকে নিহত করুন। আপনাকে নমস্কার।' ইন্দ্র কহিলেন,—'হে মহাবাহু স্কন্দ! আপনি আমাদিগের সকলের সুখসাধক ইন্দ্র হউন। আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তারকাসুরকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' স্কন্দ কহিলেন,—'হে শক্র! আপনিই ইন্দ্ররূপে সর্ব্বদা ত্রৈলোক্য শাসন করুন। আমি ইন্দ্র-কার্য্য সমস্তই করিব; আমার ইন্দ্রত্বে অভিলাষ নাই। এই ত্রৈলোক্যের এবং আমার আপনিই রাজা; আপনার মঙ্গল হউক; হে শক্র! আপনার কোন্ কার্য্য করিব?—আমাকে আদেশ করুন।' ইন্দ্র কহিলেন,—'হে মহাভাগ! আপনি যদি একথা নিশ্চয় করিয়া বলিয়া থাকেন, আপনার একথা যদি সত্য হয়, তবে আপনি দেবগণের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হউন। আমি আপনার কথানুসারে ইন্দ্রত্ব করিব। আপনার যশ প্রখ্যাত হউক।' স্কন্দ কহিলেন,—'দানবগণের বিনাশ, দেবগণের অভিপ্রায়সিদ্ধি ও গো-ব্রাহ্মণের হিত বিধানার্থ আপনি যেমন বলিলেন, তাহাই হউক।' স্কন্দ এই

সর্ব্বেষাং ত্রৈলোক্যকম্পকারকঃ ॥ ১৯২ ॥ জয়েতি তুষ্টুবুশ্চৈনং বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন্। ননৃতুশ্চ ষ্টুবুশ্চৈনং করাঘাতাংশ্চ চক্রিরে ॥ ১৯৩ ॥ তেন শব্দেন মহতা বিস্মিতা নগনন্দিনী। শঙ্করং প্রাহ কো দেব নাদোঽয়মতিবর্ত্ততে ॥ ১৯৪ ॥ রুদ্র উবাচ। অদ্য নূনং প্রহৃষ্টানাং সুরাণাং বিবিধা গিরঃ। শ্রূয়ন্তে চ তথা দেবি যথা জাতঃ সুতস্তব ॥ ১৯৫ ॥ গবাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধ্বীনাঞ্চ দিবৌকসাম্। মার্জ্জয়িষ্যতি চাশ্রূণি পুত্রস্তে পুণ্যবত্যপি ॥ ১৯৬ ॥ এবং বদতি সা দেবী দ্রষ্টুং তমুৎসুকাভবৎ। শঙ্করশ্চ মহাতেজাঃ পুত্রস্নেহাধিকো যতঃ ॥ ১৯৭ ॥ বৃষভং তত আরুহ্য দেব্যা সহ সমুৎসুকঃ। সগণো ভব আগচ্ছৎ পুত্রদর্শনলালসঃ ॥ ১৯৮ ॥ ততো ব্রহ্মা মহাসেনং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ। অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং মাতরং প্রভো ॥ ১৯৯ ॥ অনয়োর্বীর্য্যসংযোগাত্তবোৎপত্তিস্ত প্রাথমী। এবমস্তিতি চাপ্যুক্ত্বা মহাসেনো মহেশ্বরম্ ॥ ২০০ ॥ অপূজয়দমেয়াত্মা পিতরং মাতরঞ্চ তাম্। ততস্তমালিঙ্গ্য সুতং চিরং সংযোজ্য চাশিষঃ ॥ ২০১ ॥ চিরং জহৃষতুশ্চোভৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। সিদ্ধ-

কথা কহিলে, দেবগণের ও অপরাপর প্রাণিবর্গের সুমহান্ সিংহনাদে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলে স্কন্দের জয় ঘোষণা সহকারে বিবিধ বাদ্য বাদন, করতালি দান, নর্ত্তন, ও স্তবন করিতে লাগিল। সেই মহান্ শব্দে নগনন্দিনী বিস্মিত হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন,—'হে দেব! এই ঘোর নিনাদ কিসের?' ১৮২—১৯৪। রুদ্র কহিলেন,—'দেবি! অদ্য হৃষ্টসুরগণের বিবিধ বাক্য শুনা যাইতেছে; নিশ্চয়ই তোমার পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া তাহাদিগের এরূপ হর্ষ হইয়াছে। অয়ি পুণ্যবতি! তোমার পুত্র গো, ব্রাহ্মণ, সাধ্বী ও দেবগণের অশ্রু মার্জ্জন করিবে।' দেবী এই কথা শুনিয়া পুত্র দর্শনার্থ সমুৎসুক হইলেন। মহাত্মা শঙ্করও পুত্রস্নেহে উৎসুক হইলেন; এবং দেবীসহ বৃষভারোহণে গণগণ লইয়া পুত্র দর্শন লালসায় প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সেই মহাসেন কুমারকে কহিলেন,—'প্রভো! তুমি মহাদেবের সন্নিহিত হও। ইঁহারাই তোমার পিতা-মাতা! ইঁহাদিগের যোগেই তোমার প্রথম জন্ম হইয়াছে।' আমেয়াত্মা কুমার 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া মহেশ্বরের সন্নিহিত হইলেন এবং পিতা-

সারস্য তত্ত্বঞ্চ দদৌ তুষ্টোহস্য শঙ্করঃ ॥ ২০২ ॥ দেবী প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ তুষ্টা হর্ষপরিপ্লুতা। এতস্মিন্নেব কালে তু ষড়্দেব্যস্তং সমাগমন্ ॥ ২০৩ ॥ ঋষিভিস্তাঃ পরিত্যক্তাস্তং পুত্রেতি জগুস্তদা। পার্ব্বতী চ ততঃ প্রাহ মম পুত্রো ন বস্ত্বয়ম্ ॥ ২০৪ ॥ স্বাহা মমেতি চ প্রাহ পাবকশ্চ মমেতি চ। রুদ্রো মমেতি চ প্রাহ মম দেবনদীতি চ ॥ ২০৫ ॥ চক্রুস্তে কলহং ঘোরং বিবদন্তঃ পরস্পরম্। পুত্রস্নেহো হি বলবান্ পার্থ কিং কিং ন কারয়েৎ ॥ ২০৬ ॥ ততস্তান্ প্রহসন্নাহ বিবাদো যুজ্যতে ন চ। সর্ব্বেষাং বো গুহঃ পুত্রো মত্তো বৈ ব্রিয়তাং বরঃ ॥ ২০৭ ॥ ততঃ প্রাহুশ্চ ষড়্দেব্যঃ স্বর্গো নো হ্যক্ষয়ো ভবেৎ। তথেতি তা গুহঃ প্রাহ শক্রস্তত্রান্তরেঽব্রবীৎ ॥ ২০৮ ॥ রোহিণ্যাশ্চানুজা স্কন্দ স্পর্দ্ধমানাভিজিৎ খলা। ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী পৃথক্ত্বঞ্চ তপোরতা ॥ ২০৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি মূঢ়োঽস্মি তৎস্থানে স্থাপয় প্রভো। ততস্তথেতি চ প্রোক্তে কৃত্তিকাস্তা দিবং গতাঃ। নক্ষত্রং সপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্। অথৈনমব্রবীৎ স্বাহা প্রিয়া নাহং মহার্চ্চিষঃ। তদগ্নেঃ প্রিয়তাং দেহি সহবাসং সদৈব চ ॥ ২১১ ॥ স্কন্দ উবাচ। হব্যং কব্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্দ্বিজা হোষ্যন্তি পাবকে ॥ ২১২ ॥ তত্তে নাম্না প্রদাস্যন্তি বাসঃ সার্দ্ধং ভবেত্তব। পাবকশ্চ প্রার্থয়ামাস যজ্ঞভাগান্ পুনঃ সুতান্ ॥ ২১৩ ॥ স চাপ্যাহাদ্যপ্রভৃতি যজ্ঞভাগানবাপ্স্যহি। ইতরে প্রার্থয়ামাসুঃ খ্যাতো নস্ত্বং সুতো ভব ॥ ২১৪ ॥ এবমেবেতি তানাহ স্কন্দস্তুষ্টিং সুদুর্লভম্। ততস্তং যোগিনঃ সর্ব্বে সম্ভূয় সনকাদয়ঃ। অভ্যষিঞ্চন্ গিরৌ তস্মিন্ যোগিনামাধিপত্যকে ॥ ২১৫ ॥ যোগীশ্বরমিতি প্রাহুশ্চ স্তুতস্তং যোগিনস্তথা। জহৃষুর্দেবতাশ্চৈব নানাবাদ্যান্যবাদয়ন্ ॥ ২১৬ ॥ অভিষিক্তেন তেনাসৌ শুশুভে শ্বেতপর্ব্বতঃ। আদিত্যেনেবা শুমতা সুরম্য উদয়াচলঃ ॥ ২১৭ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা নৃত্যন্তাপ্সরসস্তথা। হৃষ্টানাং সর্ব্বভূতানাং শ্রূয়তে নিনদো

মাতাকে যথোচিত পূজা করিলেন। গৌরী-মহেশ্বর সেই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষাপ্লুত চিত্তে বিবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরিতুষ্ট শঙ্কর তাঁহাকে 'সিদ্ধসার-তত্ত্ব' এবং হর্ষাপ্লুতা দেবী 'প্রকৃতি-মোক্ষ' প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে ঋষিগণপরিত্যক্তা ছয় মহর্ষি-পত্নী তথায় আসিয়া সেই কুমারকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতে পার্ব্বতী কহিলেন,—'এ পুত্র আমার, তোমাদিগের নহে।' তখন স্বাহা, পাবক, রুদ্র, গঙ্গা, ইঁহারা প্রত্যেকেই 'আমার পুত্র' বলিয়া বিষম বাদ-প্রতিবাদ সহকারে কলহ করিতে লাগিলেন। হে পৃথানন্দন! পুত্রস্নেহ অতি বলবান্; উহা কি কি ঘটাইতে না পারে? গুহ সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—'আমি আপনাদিগের সকলেরই পুত্র। আপনারা আমার নিকট বর গ্রহণ করুন।' তখন ছয় মহর্ষি-পত্নী কহিলেন,—'আমাদিগের যেন অক্ষয়-স্বর্গ লাভ হয়।' গুহ কহিলেন "তথাস্তু!" এমন সময়ে শক্র কহিলেন,—'হে স্কন্দ! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী খলস্বভাবা অভিজিৎ পৃথক্ ভাবে প্রাধান্য লাভেচ্ছায় স্পর্দ্ধা সহকারে তপস্যা করিতেছেন। এই জন্য আমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, হে প্রভো! এই ছয় মুনি-পত্নীকে তাঁহার স্থানে স্থাপন করুন।' গুহ কহিলেন "তথাস্তু"। অতঃপর সেই মুনি-পত্নীগণ স্বর্গে যাইয়া কৃত্তিকা নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারাই সেই বহ্নিদেবতা সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্রাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ১৯৫—২১০। অনন্তর স্বাহাদেবী স্কন্দকে কহিলেন,—'আমি বহ্নির প্রিয়পাত্রী নহি; সুতরাং আমি যাহাতে বহ্নির প্রিয়া হই এবং সতত সংবাস লাভ করি, আমাকে সেই বর দান কর।' স্কন্দ কহিলেন,—'দ্বিজগণ অগ্নিতে হব্য-কব্য যাহা কিছু হোমীয় দ্রব্য—সমস্তই আপনার নামে প্রদান করিবেন। আর অগ্নিও আপনার সহিতই বাস করিবেন।' পরে পাবক সেই কুমারের নিকট যজ্ঞে প্রদত্ত ভাগ প্রার্থনা করিলেন, তিনিও কহিলেন যে, অদ্য হইতে আপনি যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। অপর সকলে প্রার্থনা করিল,—'আপনি আমাদিগের পুত্ররূপে খ্যাত হউন, তিনিও "তথাস্তু" বলিয়া সেই সুদুর্লভ বর দান করিলেন। যোগিগণের আধিপত্যযুক্ত সেই গিরিবরে সনকাদি যোগিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অভিষেকপূর্ব্বক যোগীশ্বর নামে অভিহিত করিলেন। দেবগণ তখন হৃষ্ট হইয়া বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিলেন। সেই শ্বেত পর্ব্বত তখন অভিষিক্ত কুমার দ্বারা, কিরণমালী দিবাকর দ্বারা উদয়গিরির ন্যায় সুরম্য শোভা ধারণ করিল; অপ্সরাদিগের সহিত দেব-গন্ধর্ব্বগণও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকল প্রাণীই হৃষ্ট চিত্তে মহান্ নিনাদ করিতে

মহান্ ॥ ২১৮ ॥ এবং সেন্দ্রং জগৎ সর্ব্বং শ্বেতপর্ব্বত-সংস্থিতম্। প্রহৃষ্টং প্রেক্ষ্য তং স্কন্দং ন চ তৃপ্যতি দর্শনাৎ ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারস্য সর্ব্বদেবসেনাধিপত্যাভিষেকোৎসববর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততঃ স্কন্দঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং শ্বেতপর্ব্বত-মস্তকাৎ। উত্তীর্য্য তারকং হন্তুং দক্ষিণাং স দিশং যযৌ ॥ ১ ॥ ততঃ সরস্বতীতীরে যানি ভূতানি নারদ। গ্রহাশ্চোপগ্রহাশ্চৈব বেতালাঃ শাকিনী-গণাঃ ॥২॥ উন্মাদা যে হ্যপস্মারাঃ পলাদাশ্চ পিশাচকাঃ। দেবৈস্তেষামাধিপত্যে সোঽভ্যষিচ্যত পাবকিঃ ॥ ৩ ॥ যথা তে নৈব মর্য্যাদাং সন্ত্যজন্তি দুরাশয়াঃ। এতৈস্তস্মাৎ সমাক্রান্তঃ শরণ্যং পাবকিং ব্রজেৎ ॥ ৪ ॥ অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়ং দান্তং শুচিং নিত্যমতন্দ্রিতম্। আস্তিকং স্কন্দভক্তং চ বর্জ্জয়ন্তি গ্রহাদিকাঃ ॥ ৫ ॥ মহেশ্বরং চ যে ভক্তা ভক্তা নারায়ণং চ যে। তেষাং দর্শনমাত্রেণ নশ্যন্তে তে বিদূরতঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং মহীতীরং যযৌ গুহঃ। তত্র দেবৈঃ প্রকথিতং মহীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ শৃণ্বন্ বিসিস্মিয়ে স্কন্দঃ প্রণনাম চ তাং নদীম্। ততো মহীদক্ষিণ-তস্তীরমাশ্রিত্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥ প্রণম্য শক্রপ্রমুখা গুহং বচনমব্রুবন্। অভিষিক্তং বিনা স্কন্দ সেনাপতি-মকল্মষম্ ॥ ৯ ॥ ন শর্ম্ম লভতে সেনা তস্মাত্ত্বমভিষেচয়। মহীসাগরসম্ভূতৈঃ পুণ্যৈশ্চাপি শিবৈর্জ্জলৈঃ ॥ ১০ ॥ অভিষেক্ষ্যামহে ত্বাং চ তত্র নো দ্রষ্টুমর্হসি। যথা হস্তিপদে সর্ব্বপদান্তর্ভাব ইষ্যতে ॥ ১১ ॥ সর্ব্বতীর্থান্তরস্থানং তথার্ণবমহীজলে। সর্ব্বভূতময়ো যদ্বত্র্যম্বকঃ পরিকীর্ত্ত্যতে। সর্ব্বতীর্থময়স্তদ্বন্মহী-সাগরসঙ্গমঃ ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধনারীশ্বরং রূপং যথা রুদ্রস্য সর্ব্বদম্ ॥ ১৩ ॥ তথা মহীসমুদ্রস্য স্নানং সর্ব্বফলপ্রদম্। যেনাত্র পিতরঃ স্কন্দ তর্পিতা ভক্তিভাবতঃ ॥ ১৪ ॥ তেন সর্ব্বেষু তীর্থেষু তর্পিতা নাত্র সংশয়ঃ। ন চৈতদ্বুদ্ধি মন্তব্যং ক্ষারমেতজ্জলং হি যৎ ॥ ১৫ ॥ যথা হি কটুতিক্তাদি গবা গ্রস্তং হি ক্ষীরদম্। এবমেতদ্বিদং তোয়ং পিতৄণাং তৃপ্ত-

---

লাগিল। শ্বেতপর্ব্বতস্থ মহেন্দ্র-সমন্বিত স্কন্দকে অবলোকন করিয়া প্রাণিবর্গের তৃপ্তির শেষ না হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ২১১—২১৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর স্কন্দ দেবগণ সহ শ্বেতপর্ব্বতমস্তক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তারক বধার্থ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গ্রহ, উপগ্রহ, বেতাল, শাকিনী, উন্মাদরোগ, অপস্মাররোগ, মাংসাশী পিশাচাদি—এই সকলের আধিপত্যে, দেবগণ স্কন্দকে অভিষেক করিলেন। এই সকল দুষ্ট জীব যখন অত্যাচার করিতে থাকে, তখন স্কন্দের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। ইহারা জিতেন্দ্রিয়, দমযুক্ত শুচি সাবধান, আস্তিক, ও স্কন্দভক্তদিগকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। যাহারা মহেশ্বরের কিম্বা নারায়ণের ভক্ত, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে ইহারা দূরে পলায়ন করে। পরে গুহদেব সমস্ত সুরগণ সহ মহীনদীতীরে যাইয়া উপনীত হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে উত্তম মহীনদী-মাহাত্ম্য কহিলেন; তিনি বিস্মিত হইয়া সেই নদীকে প্রণাম করিলেন। ইঁহারা সকলেই মহীনদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হইলেন। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কুমারকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—'হে স্কন্দ! সেনাপতি অভিষিক্ত হইয়া নিষ্পাপ না হইলে সেনা শান্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব আপনি অভিষিক্ত হউন। আপনি দেখুন,—আমরা এই মহীসাগর-সঙ্গমের পুণ্য উত্তম জল দ্বারা আপনাকে অভিষেক করিব। হস্তিপদের মধ্যে যেমন অপর সমস্ত পদ বিলীন হয়, এই মহীসাগর-সঙ্গমের জলেও অপরাপর তীর্থের সেইরূপ অন্তর্ভাব জ্ঞাতব্য। ত্রিলোচন যেমন সর্ব্বভূতময়, মহীসাগর-সঙ্গমও তদ্রূপ সর্ব্বতীর্থময়। ১—১২। রুদ্রদেবের অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির ন্যায় মহীসাগর-সঙ্গমস্নানও মানবগণের সর্ব্বাভীষ্টদায়ক। হে স্কন্দ! এখানে ভক্তি সহকারে পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্ব্বতীর্থে তর্পণের ফল লাভ হয়। 'এই জল ক্ষারবহুল, সুতরাং পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক হইবে কিরূপে?' এরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে; কারণ, গো সকল যেমন কটুতিক্তাদি দ্রব্য আহার করিলেও মধুর প্রদান করে, তদ্রূপ মন্ত্রসহযোগে এই জলও অতি

দায়কম্ ॥ ১৬ ॥ এবং ব্রুবৎসু দেবেষু কপিলোহপ মুনির্জগৌ। সত্যমেতদুমাপুত্র সর্ব্বতীর্থময়ী মহী ॥ ১৭ ॥ কর্দ্দমো যস্বহমপি জ্ঞাত্বা তীর্থমহাগুণান্। সর্ব্বাং ভুবং পরিত্যজ্য কৃত্বা হ্যাশ্রমমাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥ ততো মহেশ্বরঃ প্রাহ সুত্যমেতৎ সুরোদিতম্। ব্রহ্মাদ্যাস্তং তথা প্রাহুরত্র ভূয়োহপ্যথো গুরুঃ ॥ ১৯ ॥ অত্রাভিষেকং তে বীর করিষ্যামঃ সমাদিশ। ততঃ সুবিস্মিতস্তত্র স্নাত্বা স্কন্দো মহামনাঃ ॥ ২০ ॥ অভিষিঞ্চন্তু মাং দেবা ইতি তানব্রবীদ্বচঃ। ততোহভিষেকসম্ভারান্ সর্ব্বান্ সম্ভৃত্য শাস্ত্রতঃ ॥ ২১ ॥ জুহুবুর্মন্ত্রপূতেহগ্নৌ চত্বারো মুখ্যঋত্বিজঃ। ব্রহ্মা চ কপিলো জীবো বিশ্বামিত্রশ্চতুর্থকঃ। অন্যে চ শতশস্তত্র মুনয়ো বেদপারগাঃ ॥ ২২ ॥ তত্রাদ্ভুতং মহাদেবো দর্শয়ামাস ভারত ॥ ২৩ ॥ যদগ্নিকুণ্ডমধ্যস্থো লিঙ্গমূর্ত্তির্ব্যদৃশ্যত। অহমেবাগ্নিমধ্যস্থো হবির্গৃহ্ণামি নিত্যশঃ ॥ ২৪ ॥ এতৎসন্দর্শনায়ায় লিঙ্গমূর্ত্তিরভূদ্বিভুঃ। তল্লিঙ্গমতুলং দেবা নমশ্চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বপাপাপহং পার্থ সর্ব্বকামফলপ্রদম্। তত্র হোমাবসানে চ দত্তে হিমবতা শুভে ॥ ২৬ ॥ দিব্যরত্নান্বিতে স্কন্দো নিষণ্ণঃ পরমাসনে। সর্ব্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্। অভ্যষিঞ্চংস্ততো দেবাঃ কুমারং শঙ্করাত্মজম্ ॥ ২৭ ॥ ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মহাবীর্য্যো ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ফাল্গুন ॥ ২৮ ॥ আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে তথোভাবনিলানলৌ। আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনাবুভৌ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বদেবাশ্চ মরুতো গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা। দেবব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব বালখিল্যা মরীচিপাঃ ॥ ৩০ ॥ বিদ্যাধরা যোগসিদ্ধাঃ পুলস্ত্যপুলহাদয়ঃ। পিতরঃ কশ্যপোহত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরঙ্গিরাঃ ॥ ৩১ ॥ দক্ষোহথ মনবো যে চ জ্যোতীংষি ঋতবস্তথা। মূর্ত্তিমত্যশ্চ সরিতো মহীপ্রভৃতিকাস্তথা ॥ ৩২ ॥ লবণাদ্যাঃ সমুদ্রাশ্চ প্রভাসাদ্যাশ্চ তীর্থকাঃ। পৃথিবী দ্যৌর্দ্দিশশ্চৈব পাদপাঃ পর্ব্বতাস্তথা। অদিত্যাদ্যা মাতরশ্চ কুর্ব্বন্ত্যো গুহমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥ বাসুকিপ্রমুখা নাগাস্তথোভৌ গরুড়ারুণৌ ॥ ৩৪ ॥ বরুণো ধনদশ্চৈব যমঃ সানুচরস্তথা। রাক্ষসো নিঋতিশ্চৈব

মধুর হইয়া পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে।' দেবগণ এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া কপিল মুনিও কহিলেন,—'হে উমাপুত্র! মহীনদী যে সর্ব্বতীর্থময়ী, ইহা সত্যই বটে। কর্দ্দমমুনি ও আমি—আমরা দুই জনে এই তীর্থের মাহাত্ম্য জানিয়া সমগ্র পৃথিবী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেছি।' অতঃপর মহেশ্বর কহিলেন,—'দেবগণ যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।' ব্রহ্মাদি অপরাপর অনেকেই এই কথাই কহিলেন। পরে বৃহস্পতি কহিলেন যে, হে বীর! এখানে তোমার অভিষেক করিব, তুমি অনুমতি কর। মহামনা স্কন্দ তাঁহাদিগের এইরূপ কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সেখানে স্নান করিলেন এবং কহিলেন যে, দেবগণ! আপনারা এখন আমাকে অভিষিক্ত করুন। তখন শাস্ত্রানুসারে যাবতীয় অভিষেকদ্রব্য আহরণ করা হইল। ব্রহ্মা, কপিল, বৃহস্পতি ও বিশ্বামিত্র, এই চারিজন ঋত্বিক্ যথাবিধি মন্ত্রপূত অনলে হোম করিতে লাগিলেন। আরও শত শত বেদপারগ মুনি সেই অভিষেক ব্যাপারে ব্রতী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন মহাদেব এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিলেন। তিনি লিঙ্গমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিভু মহেশ্বর "আমিই অগ্নি মধ্যে হবির্গ্রহণ করি" এই তত্ত্বকথা জ্ঞাপন জন্যই তখন এরূপ করিয়াছিলেন। হে পার্থ! দেবগণ সহর্ষে সেই অতুলনীয় লিঙ্গকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। সেই লিঙ্গ সর্ব্ব পাপহর ও সমস্ত কামফলদায়ক। হোমাবসানে স্কন্দ দেব হিমাচলপ্রদত্ত দিব্যরত্নমণ্ডিত শুভ উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। পরে দেবগণ সেই শঙ্করনন্দন কুমারকে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সমস্ত মঙ্গল দ্রব্যসম্ভার দ্বারা অভিষেক করিতে লাগিলেন।১৬—২৭। হে ফাল্গুন! ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, আদিত্যাদি গ্রহ, অনিল, অনল, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বালখিল্য, মরীচিপ, বিদ্যাধর, যোগসিদ্ধ, পুলস্ত্য পুলহাদি মুনি, পিতৃগণ, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, মনুগণ, এবং মূর্ত্তিমান্ জ্যোতিঃ-পদার্থনিচয়, ঋতু, মহীপ্রমুখ সরিৎ, লবণাদি সাগর, প্রভাসাদি তীর্থ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক্, পাদপ, পর্ব্বত, আর অদিতি প্রভৃতি মাতৃগণ, বাসুকিপ্রমুখ নাগ, গরুড়, অরুণ, সানুচর বরুণ, কুবের, যম ও

ভূতানি চ পলাশনাঃ ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মো বৃহস্পতিশ্চৈব কপিলো গাধিনন্দনঃ। বহুলত্বাচ্চ যে নোক্তা বিবিধা দেবতাগণাঃ ॥ ৩৬ ॥ তে চ সর্ব্বে মহীকূলে হ্যভ্যষিঞ্চন্মুদা গুহম্। ততো মহাস্বনামুগ্রাং দেবদৈত্যাদিদর্পহাম্ ॥ ৩৭ ॥ দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্ব্বভূতমহাচমূম্। বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৩৮ ॥ উমা দদৌ চারজসী বাসসী সূর্য্যসপ্রভা। গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥ মহী মহানদী তস্মৈ চাক্ষমালাং সসাগরা। দদৌ মুদা কুমারায় দণ্ডং চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ৪০ ॥ গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্। অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্ ॥ ৪১ ॥ ছাগঞ্চ বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্। কৃষ্ণাজিনং তথা ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ জয়ম্ ॥ ৪২ ॥ চতুরোঽনুচরাংশ্চৈব মহাবীর্য্যান্ বলোৎকটান্। নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ মানসান্ ॥ ৪৩ ॥ চতুর্থং চাপ্যতিবলং খ্যাতং কুসুমমালিনম্। ততঃ স্থাণুর্দদৌ দেবো মহাপারিষদং ক্রতুম্ ॥ ৪৪ ॥ স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্ম্মণাম্। জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দ্দশ ॥ ৪৫ ॥ যমঃ প্রাদাদনুচরৌ যমকালোপমৌ তদা। উন্মাথঞ্চ প্রমাথঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ॥ ৪৬ ॥ সুভ্রাজো ভাস্করশ্চৈব যৌ সদা চানুযায়িনৌ। তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ পার্থ মুদান্বিতঃ ॥ ৪৭ ॥ কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ। সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং সুমণিমেব চ ॥ ৪৮ ॥ জ্বালাজিহ্বং জ্যোতিষঞ্চ দদাবগ্নির্মহাবলৌ। পরিঘঞ্চ বলঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্ ॥ ৪৯ ॥ স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। উৎক্রোশং পঙ্কজঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ ॥ ৫০ ॥ দদৌ মহেশপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা। তৌ হি শত্রূন্মহেন্দ্রস্য জঘ্নতুঃ সমরে বহূন্ ॥ ৫১ ॥ বর্দ্ধনং বন্ধনঞ্চৈব আয়ুর্ব্বেদবিশারদৌ। স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভরতর্ষভ ॥ ৫২ ॥ বলঞ্চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্ত্রৌ মহাবলৌ। প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বায়ুশ্চানুচরাবুভৌ ॥ ৫৩ ॥ ঘসং চাতিঘসং বীরৌ বরুণশ্চ দদৌ প্রভুঃ। সুবর্চ্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চ্চসম্ ॥ ৫৪ হিমবান্ প্রদদৌ পার্থ সাক্ষাদ্দৌহিত্রকায় বৈ। কাননঞ্চ দদৌ মেরুর্মেঘ-

নির্ঋতি, ভূত, মাংসাদ, আর ধর্ম্ম, বৃহস্পতি, কপিল, বিশ্বামিত্র এবং অপরাপর বিবিধ দেবগণ সকলেই গুহের মঙ্গল কামনায় সেই মহীনদীর কূলে সানন্দ মনে গুহকে অভিষেক করিলেন। তার পর পশুপতি মহেশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বভূতপালিনী, দেবদৈত্যাদিদর্পহারিণী, মহানিনাদকারিণী উগ্রা মহাচমূ প্রদান করিলেন। বিষ্ণু-বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা, উমাদেবী সূর্য্যসমপ্রভ বিমল বসনযুগল, গঙ্গা অমৃতপূর্ণ দিব্য উত্তম কমণ্ডলু, এবং সাগরসহিতা মহী নদী সানন্দ মনে অক্ষমালা প্রদান করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন। গরুড় নিজ প্রিয়পুত্র বিচিত্র ময়ূর এবং অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট দান করিলেন। বরুণ রাজা একটী বলবীর্য্যসমন্বিত ছাগ প্রদান করিলেন। পরে ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মণ্যদেব কুমারকে বিজয়াবহ, মহাবীর্য্য, মহাবল, চারিটী মানস অনুচর প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের নাম যথা,—নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুমমালী। তন্মধ্যে কুসুমমালী অতীব বলবান বলিয়া বিখ্যাত। পরে স্থাণুদেব ক্রতু নামক মহাপারিষদ প্রদান করিলেন। সেই ক্রতু পূর্ব্বে দেবাসুর-যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া বাহুদ্বয়ের নিপীড়নে চতুর্দ্দশ প্রযুত সংখ্যক দানবকে নিহত করিয়াছিল। যমরাজ উন্মাথ ও প্রমাথ নামক যম ও কালের ন্যায় মহাবীর্য্য ও মহাতেজস্বী দুই অনুচর প্রদান করিলেন। হে পার্থ! সূর্য্যদেব আনন্দিতচিত্তে তাঁহার যে সুভ্রাজ নামক দুই জন অনুচর ছিল, সেই অনুচরদ্বয় প্রদান করিলেন। চন্দ্রদেব মণি ও সুমণি নামক কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ শ্বেতমাল্যানুলেপনধারী দুই অনুচর দান করিলেন। বহ্নিদেব জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতিষ নামক মহাবল দুই অনুচর দিলেন। অতিবিক্রমী বিষ্ণু পরিঘ, বল ও ভীম নামে সুমহাবল তিন অনুচর দিলেন। পরবীরঘাতী বাসব সেই মহেশ্বরতনয় কুমারকে বজ্র ও দণ্ডাস্ত্রধারী, উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুই অনুচর প্রদান করিলেন। সেই অনুচরদ্বয় রণক্ষেত্রে মহেন্দ্রের বহুশত্রু বিনাশ করিয়াছিল। হে ভরতবংশাবতংস! আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হইয়া স্কন্দকে বর্দ্ধন ও বন্ধন নামে দুই অনুচর দিলেন। বায়ুদেব সেই কার্ত্তিকেয়কে মহামুখ, মহাবল, বল ও অতিবল নামক দুই অনুচর দান করিলেন। ২৮—৫৩। প্রভু বরুণ ঘস ও অতিঘস নামক দুই বীর অনুচর প্রদান করিলেন। হিমবান তদীয় দৌহিত্র সেই কুমারকে মহাত্মা সুবর্চ্চস্ ও অতিবর্চ্চস্ নামক দুই অনুচর দিলেন। মেরু গিরি কাঞ্চন ও মেঘমালী

মালিনমেব চ ॥ ৫৫ ॥ উচ্ছৃতঞ্চাতিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ। স্বাহেয়ায় দদৌ প্রীতঃ স বিন্ধ্যঃ পার্ষদৌ শুভৌ ॥ ৫৬ ॥ সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ। প্রদদৌ পার্ষদৌ বীরৌ নহীনদ্যা সমন্বিতঃ ॥ ৫৭ ॥ উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ। প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্ব্বতী শুভদর্শনা ॥ ৫৮ ॥ জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে। প্রদদৌ বলিনাং শ্রেষ্ঠৌ সুপর্ণঃ পার্ষদাবুভৌ ॥ ৫৯ ॥ এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা। সর্ব্বে জগতি যে মুখ্যা দদুঃ স্কন্দায় পার্ষদান্ ॥৬০॥ নানাবীর্য্যান্মহাবীর্য্যান্নানায়ুধবিভূষণান্। বহুলত্বান্ন শক্যন্তে সংখ্যাতুং তে চ ফাল্গুন ॥ ৬১ ॥ মাতরশ্চ দদুস্তস্মৈ তদা মাতৃগণান্ প্রভো। যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণাভিশ্চরাচরাঃ ॥ ৬২ ॥ প্রভাবতী বিশালাক্ষী গোপালা গোনসা তথা। অপ্সুজাতা বৃহদ্দণ্ডী কালিকা বহুপুত্রিকা ॥ ৬৩ ॥ ভয়ঙ্করী চ চক্রাঙ্গী তীর্থনেমিশ্চ মাধবী। গীতপ্রিয়া অলাতাক্ষী চটুলা শলভামুখী ॥ ৬৪ ॥ বিদ্যুজ্জিহ্বা রুদ্রকালী শতোলুখলমেখলা। শতঘণ্টাকিঙ্কিণিকা চক্রাক্ষী চত্বরালয়া ॥ ৬৫ ॥ পূতনা রোদনা স্বামা কোটরা মেঘবাহিনী। ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব জরায়ুর্জ্জরাননা ॥ ৬৬ ॥ খটখেটী দহদহা তথা ধমধমা জয়া। বহুবেণী বহুশিরা বহুপাদা বহুস্তনী ॥ ৬৭ ॥ শতোলূকমুখী কৃষ্ণা কর্ণপ্রাবরণা তথা। শূন্যালয়া ধান্যবাসা পশুদা ধান্যদা মদা ॥ ৬৮ ॥ এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ মাতরো ভরতর্ষভ। বহুলত্বাদহং তাসাং ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে ॥ ৬৯॥ বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিবেশনাঃ। গুহাশ্মশানবাসিন্যঃ শৈলপ্রস্রবণালয়াঃ ॥ ৭০ ॥ নানাভরণবেষাস্তা নানামূর্ত্তিধরাস্তথা। নানাভাষায়ুধধরাঃ পারিবব্রুস্তদা গুহম্ ॥ ৭১ ॥ ততঃ স শুশুভে শ্রীমান গুহো গুহ ইবাপরঃ। সৈনাপত্যে চাভিষিক্তো দেবৈর্নানামুনীশ্বরৈঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ প্রণম্য সর্ব্বাংস্তানেকৈকন্বেন পাবকিঃ। ব্রিয়তাং বর ইত্যাহ ভবব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কার্ত্তিকেয়স্য সেনানীত্বেঽভিষেকবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

নামে দুই অনুচর দিলেন। বিন্ধ্য গিরি, প্রীতিভরে স্বাহানন্দন গুহকে মহাপাসাণযোধী উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গ নামক দুই শুভ অনুচর দিলেন। মহীনদীর সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রও সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামক গদাধর দুই অনুচর দিলেন। শুভদর্শনা পার্ব্বতী সেই অগ্নিতনয়কে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ নামক তিন অনুচর দিলেন। গরুড়, জয় ও মহাজয় নামক অতি বলবান্ দুই অনুচর সেই অগ্নিনন্দনকে দান করিলেন। এইরূপ রুদ্র, সাধ্য, বসু, পিতৃগণ-প্রমুখ জগতের প্রধান প্রধান সকলেই সেই স্কন্দকে বিশেষ বীর্য্যশালী, নানাবিধ আয়ুধসম্পন্ন অনুচর সকল প্রদান করিলেন। হে ফাল্গুন! বহুত্বহেতু তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায় না। মাতৃগণও তাঁহাকে অপর অনেকানেক মাতৃগণ দিলেন, সেই সমস্ত কল্যাণবিধায়িনী মাতৃগণ দ্বারা এই চরাচর লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, গোপালা, গোনসা, অপসুজাতা, বৃহদ্দণ্ডী, কালিকা, বহুপুত্রিকা, ভয়ঙ্করী, চক্রাঙ্গী, তীর্থনেমী, মাধবী, গীতপ্রিয়া, অলাতাক্ষী, চটুলা, শলভামুখী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, রুদ্রকালী, শতোলূখলমেখলা, শতঘণ্টা, কিঙ্কিণিকা, চক্রাক্ষী, চত্বরালয়া, পূতনা, রোদনা, আমা, কোটরা, মেঘবাহিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, জরায়ু, জজ্জরাননা, খটখেটী, দহদহা, ধমধমা, জয়া, বহুবেণী, বহুশিরা, বহুপাদা, বহুস্তনী, শতোলূকমুখী, কৃষ্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, শূন্যালয়া, ধান্যবাসা, পশুদা, ধান্যদা ও মদা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত সেই মাতৃগণ সংখ্যায় অনেক বলিয়া তাঁহাদিগের সকলের উল্লেখ করিতে আমি অপারগ। ইহাঁরা বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান, শৈল, প্রস্রবণাদি নানাস্থানে বাস করেন। ইহাঁদিগের বেশ ও আভরণ নানাবিধ; মূর্ত্তি, ভাষা ও আয়ুধও নানাবিধ। ইহাঁরা তখন সেই কুমারকে পরিবেষ্টন করিলেন। শ্রীমান গুহ তখন দেব মুনি প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া এমন শোভা ধারণ করিলেন যে, তিনি নিজেই তাহার তুলনাস্থল; অন্য কুত্রাপি তাহার তুলনাস্থল দৃষ্ট হইল না। অনন্তর পাবকনন্দন কুমার একে একে শিব ব্রহ্মাদি সকলকে প্রণাম করিয়া সকলকেই বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। ৫৪—৭৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ। তে চৈনং যোজ্য চাশীর্ভিরযাচন্ত বরং গুহম্। এষ এব বরোঽস্মাকং যৎ পাপং তারকং জহি ॥১॥ এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা যোগো যোগ ইতি ব্রুবন্। তারকারির্ম্মহাতেজা ময়ূরং চাধ্যরোহত ॥ ২। শক্তিহস্তো বিনদ্যাথ গুহো দেবাংস্তদাব্রবীৎ। যদ্যদ্য তারকং পাপং নাহং হন্মি সুরোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ গোব্রাহ্মণাবমন্তৃণাং ততো যামি গতিং স্ফুটম্। এবং তেন প্রতিজ্ঞাতে শব্দোঽহতিসুমহানভূৎ ॥ ৪ ॥ যোগো যোগ ইতি প্রাহুরাজ্ঞয়া শরজন্মনঃ। অরজোবাসসী রক্তে বসানঃ পার্ব্বতীসুতঃ ॥ ৫ ॥ অথাগ্রে সর্ব্বদেবানাং স্থিতো বীরো যযৌ মুদা। তস্য কেতুরলং ভাতি চরণায়ুধশোভিতঃ ॥ ৬ ॥ চরণাভ্যাং গিরীন্দ্রস্তো যো বিদারয়িতুং রণে। যা চেষ্টা সর্ব্বভূতানাং প্রভা শান্তির্বলং যথা ॥ ৭ ॥ তন্ময়ী গুহশক্তিঃ সা ভৃশং হস্তে ব্যরোচত। যদ্দার্ঢ্যং সর্ব্বলোকেষু তন্ময়ং কবচং তথা ॥ ৮ ॥ যোৎস্যমানস্য বীরস্য দেহে প্রাদুরভূৎ স্বয়ম্। ধর্ম্মঃ সত্যমসম্মোহস্তেজঃ কান্তত্বমক্ষতিঃ ॥ ৯ ॥ বলমোজঃ কৃপা চৈব বদ্ধা করযুগং তথা। আদেশকারীণ্যগ্রেঽস্য স্বয়ং তস্থুর্ম্মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥ তমগ্রে চাপি গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ হরঃ। রথেনাদিত্যবর্ণেন পার্ব্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ নির্ম্মিতেন হরেণৈব স্বয়মীশেন লীলয়া। সহস্রং তস্য সিংহানাং তস্মিন্ যুক্তং রথোত্তমে ॥ ১২ ॥ অভীষূন্ পুরুষব্যাঘ্র ব্রহ্মা চ জগৃহে স্বয়ম্। তে পিবন্ত ইবাকাশং ত্রাসয়ন্তশ্চরাচরম্ ॥ ১৩ ॥ সিংহা রথস্য গচ্ছন্তো নদন্তশ্চারুকেশরাঃ। তস্মিন রথে পশুপতিঃ স্থিতো ভাত্যুময়া সহ ॥ ১৪ ॥ বিদ্যুতা মণ্ডিতঃ সূর্য্যঃ সেন্দ্রচাপঘনো যথা। অগ্রতস্তস্য ভগবান্ ধনেশো গুহ্যকৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥ আস্থায় রুচিরং যাতি পুষ্পকং নরবাহনঃ। ঐরাবণং সমাস্থায় শক্রশ্চাপি সুরৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥ পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ যান্তং বরদং বৃষভধ্বজম্। তস্য দক্ষিণতো দেবা মরুতশ্চিত্রযোধিনঃ ॥ ১৭ ॥ গচ্ছন্তি বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চ সহসঙ্গতাঃ। যমশ্চ মৃত্যুনা

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—তাঁহারাও সেই গুহকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমাদিগকে এই বর দেও যে, তুমি পাপ তারকাসুরকে বধ কর। মহাতেজা তারকারি কুমারও "তথাস্তু" বলিয়া "সাজ সাজ" রবে সহসা ময়রে আরোহণ করিলেন। সেই শক্তিধারী গুহ তখন সিংহনাদান্তে দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরোত্তমগণ। আমি যদি অদ্য তারকাসুরকে নিহত না করি, তবে নিশ্চয়ই গো-ব্রাহ্মণের অবমানকারীর যে গতি, সেই গতি লাভ করিব। সেই শরজন্মা কুমার এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তাঁহারই আদেশ অনুসারে দেবগণ মধ্যে মহান "সাজ সাজ" রব উত্থিত হইল। সুবিশুদ্ধ রক্ত-বসনপরিধান বীর পার্ব্বতীনন্দন সানন্দমনে সমস্ত দেবতার অগ্রভাগে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন চরণই যাহার আয়ুধ এবং যে চরণদ্বয় দ্বারা পর্ব্বতও ভেদ করিতে সক্ষম এমন একটী শোভাসম্পন্ন কুক্কুট সেই কুমারের ধ্বজে অধিষ্ঠান করিল। সর্ব্বভূতের যাহা চেষ্টা, প্রভা, শান্তি ও বল, তন্ময়ী শক্তি, সেই কুমারের হস্তে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। সর্ব্বলোকের যাহা দৃঢ়তা, তন্ময় একটী কবচ সেই যুদ্ধার্থী বীর কুমারের দেহে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইল। ধর্ম্ম, সত্য, অসম্মোহ, তেজ, সৌন্দর্য্য, অনপায়, বল, ওজঃ ও কৃপা,—ইহারা স্বয়ং আসিয়া কৃতাঞ্জলিকরে মহাত্মা কুমারের অগ্রে আদেশ পালনার্থ অবস্থান করিতে লাগিল। ১—১০। কুমার অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিলে প্রভু মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল রথারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। স্বয়ং মহেশ্বর কর্তৃক লীলাবশে নির্ম্মিত সহস্র সিংহ সেই রথ বহন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা উহার সারথি হইলেন। সেই বিচিত্র কেশরশালী সিংহগণ ঘোর নাদ সহকারে চরাচরের ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক যেন গগনমার্গ গ্রাস করিতে করিতেই যাইতে লাগিল। সেই রথে অবস্থিত পশুপতি তখন বিদ্যুৎসমন্বিত ইন্দ্রধনুঃসহিত মেঘযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার অগ্রভাগে নরবাহন ধনেশ্বর গুহ্যকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রুচির পুষ্পকরথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সুরগণ সহ বরদ বৃষধ্বজের পৃষ্ঠভাগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে চিত্রযোধী মরুদ্গণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ যাইতে লাগিলেন। বামভাগে যমরাজ, মৃত্যুর

সাংৰ্দ্ধ সৰ্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৮ ॥ ঘোরৈর্ব্যাধিশতৈশ্চাপি সব্যতো যাতি কোপিতঃ। যমস্য পৃষ্ঠতশ্চাপি ঘোরস্ত্রিশিখরঃ সিতঃ॥ ১৯ ॥ বিজয়ো নাম রুদ্রস্য যাতি শূলঃ স্বয়ং কৃতঃ। তমুগ্রপাশো ভগবান্ বরুণঃ সলিলেশ্বরঃ॥ ২০ ॥ পরিবার্য্য শতৈর্যাতি যাদোভির্বিবিধৈর্বৃতঃ। পৃষ্ঠতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পট্টিশঃ॥ ২১ ॥ গদামুষলশক্ত্যাদ্যৈর্বরপ্রহরণৈর্বৃতঃ। পট্টিশং চান্বগাৎ পার্থ অস্ত্রং পাশুপতং মহৎ॥ ২২ ॥ বহুশীর্ষং মহাঘোরমেকপাদং বহূদরম্। কমণ্ডলুশ্চাস্য পশ্চান্মহর্ষিগণসেবিতঃ॥ ২৩ ॥ তস্য দক্ষিণতো ভাতি দণ্ডো গচ্ছন শ্রিয়া বৃতঃ। ভৃগ্বঙ্গিরোভিঃ সহিতো দেবৈরপ্যভিপূজিতঃ॥ ২৪ ॥ রাক্ষসাশ্চান্যদেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা ভুজগাস্তথা। নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ মুনয়োঽপ্সরসাং গণাঃ॥ ২৫ ॥ নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব জঙ্গমং স্থাবরং তথা। মাতরশ্চ মহাদেবমনুজগ্মুঃ ক্ষুধান্বিতাঃ॥ ২৬॥ সর্ব্বেষাং পৃষ্ঠতশ্চাসীত্তার্ক্ষ্যস্থো বুদ্ধিমান্ হরিঃ। পালযন্ পৃতনাং সর্ব্বাং স্বপরীবারসংবৃতঃ॥ ২৭॥ এবং সৈন্যসমোপেত উত্তরং তটমাগতঃ। তাম্রপ্রাকারমাশ্রিত্য তস্থৌ ত্র্যম্বকনন্দনঃ॥২৮॥ স তারকপুরস্যাপি পশ্যন্ ঋদ্ধিমনুত্তমাম্। বিসিস্মিয়ে মহাসেনঃ প্রশশংস তপোঽস্য চ॥ ২৯ ॥ স্থিতঃ পশ্যন্ স শুশুভে ময়ূরস্থো গুহস্তদা। ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন স্বয়ং সোমসমত্বিষা॥ ৩০ ॥ বীজ্যমানশ্চামরাভ্যাং বায়ুগ্নিভ্যাং মহাদ্যুতিঃ। মাতৃভিশ্চ সুরৈর্দত্তৈঃ স্বৈর্গণৈরপি সংবৃতঃ॥ ৩১ ॥ ততঃ প্রণম্য তং শক্রো দেবমধ্যে বচোঽব্রবীৎ। পশ্য পশ্য মহাসেন দৈত্যানাং বলশালিনাম্॥ ৩২ ॥ যে ত্বাং কালং ন জানন্তি মর্ত্ত্যা গৃহরতা ইব। এতেষাঞ্চ গৃহে দূতো যস্ত্বাং শংসতু তারকম্॥ ৩৩ ॥ বীরাণামুচিতং হ্যেতৎ কীর্ত্তিদঞ্চ মহাজনে। অস্মন্ত্রয়া ততঃ স্কন্দভক্তঃ শক্রো ধনঞ্জয়॥ ৩৪ ॥ মামাদিশ্যাসুরেন্দ্রায় প্রাহিণোদ্দৌত্যযোগ্যকম্। অহং স্বয়ং গন্তুকামঃ শক্রেণাপি চ প্রেষিতঃ॥ ৩৫ ॥ প্রাসাদে স্ত্রীসহস্রাণাং প্রাবোচং মধ্যতোঽপ্যহম্। অসুরাধম দুর্ব্বুদ্ধে শক্রস্ত্বামাহ তচ্ছৃণু॥ ৩৬ ॥ যজ্জগদ্দলনাদাপ্তং কিঞ্চিৎ দানব ত্বয়া। তস্যাহং নাশকস্তেঽদ্য

সহিত শত শত ঘোরাকার ব্যাধিতে সমাবৃত হইয়া সকোপে যাইতে লাগিলেন। যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রুদ্রদেবের স্বয়ং নির্ম্মিত ত্রিশিখর ঘোরাকার শ্বেতবর্ণ বিজয় নামক শূল যাইতে লাগিল। উগ্রপাশধারী সলিলেশ্বর ভগবান বরুণ শত শত জলজন্তুতে পরিবৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন। বিজয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রুদ্রদেবের পট্টিশ যাইতে লাগিল। হে পার্থ! পট্টিশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশীর্ষ একপাদ বহূদর মহাঘোর পাশুপত অস্ত্র গদা মুষল শক্তি প্রভৃতি প্রধান প্রধান অস্ত্রের সহিত যাইতে লাগিল। ইহার পশ্চাৎ মহর্ষিগণে সমাবৃত কমণ্ডলু যাইতে লাগিল। ইহার দক্ষিণভাগে দেবগণপূজিত শ্রীমান্ দণ্ড, ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণে সমাবৃত হইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে রাক্ষস, অপরাপর দেবযোনি, গন্ধর্ব, ভুজগ, নদ, নদী, সমুদ্র, মুনি, অপ্সরা, নক্ষত্র, গ্রহ, ক্ষুধার্ত্ত মাতৃগণ ও বিবিধ স্থাবর জঙ্গম সেই মহাদেবের অনুগামী হইল। বুদ্ধিমান্ হরি, নিজ পরিবারে সমাবৃত হইয়া গরুড়ারোহণে সকলের পশ্চাতে সেই সমগ্রবাহিনী পালন সহকারে যাইতে লাগিলেন। ত্রিলোচননন্দন এইরূপ সৈন্যপরিবৃত হইয়া উত্তর তটে যাইয়া তাম্র প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুমার তখন তারকপুরের অনুত্তম সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিতচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ময়ূরারূঢ় গুহের মস্তকে তখন সোমসমকান্তিমান্ ছত্র ধৃত হইল; বায়ু ও অগ্নি তাঁহাকে চামর দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। সুরগণ ও মাতৃগণপ্রদত্ত পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া তিনি তখন অতীব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।১১—৩১। পরে ইন্দ্র তাঁহাকে সেই দেবগণমধ্যেকহিলেন,—হে মহাসেন! দেখুন,দেখুন দৈত্যগণ গৃহাসক্ত মর্ত্ত্যগণের ন্যায়, উপস্থিত কাল স্বরূপ আপনাকে জানিতেছে না! আপনি ইহাদিগের ভবনে একজন দূত প্রেরণ করুন। ইহা বীরগণের উচিত কার্য্য। ইহা মহাজন সমাজে কীর্ত্তিজনক। হে ধনঞ্জয়! পরে মহেন্দ্র, আমি স্কন্দভক্ত বলিয়া আমাকেই স্কন্দের আদেশে অসুরেন্দ্রের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিলেন আমিও দৌত্যকার্য্যে যোগ্য। আমি নিজেও যাইতে অভিলাষী ছিলাম; তাহাতে আবার শক্রের আদেশ পাইলাম; সুতরাং অবিলম্বে তারকপুরে যাইয়া উপনীত হইলাম। সেখানে প্রাসাদমধ্যে সহস্র রমণীপরিবৃত তারকাসুরকে কহিলাম,—ওহে দুর্ব্বুদ্ধি অসুরাধম! শক্র তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন,—হে দানব! তুমি জগতের উপদ্রব

পুরুষশ্চেদ্ভবিষ্যসি ॥ ৩৭ ॥ শীঘ্রং নিঃসর পাপিষ্ঠ নিঃসরিষ্যসি চেন্ন হি। ক্ষণান্তব পুরং ক্ষেপ্স্যে পাবিত্র্যায়ৈব সাগরে ॥ ৩৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা রুক্ষবাচং ক্রুদ্ধঃ স্ত্রীগণসংবৃতঃ। মুষ্টিমুদ্যম্যমামাধাবদ্ভীতশ্চাহং পলায়িতঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্যাকুলস্তত্র বৃত্তান্তং কুমারায় ন্যবেদয়ম্। ময়ি চাপাগতে দৈত্যশ্চিন্তয়ামাস চেতসি ॥ ৪০ ॥ নালব্ধসংশ্রয়ঃ শক্রো বক্তুমেতদিহার্হতি। নিমিত্তানি চ ঘোরাণি সন্ত্রাসং জনয়ন্তি মে ॥ ৪১ ॥ এবং বিচিন্ত্য চোত্থায় গবাক্ষং সোঽধ্যারোহত। সহস্রভৌমিকাবাসশৃঙ্গবাতায়নস্থিতঃ ॥ ৪২ ॥ অপশ্যদ্দেবসৈন্যং স দিবং ভূমিঞ্চ সংবৃতম্। রথৈর্গজৈর্হয়ৈশ্চাপি নাদিতাশ্চ দিশো দশ ॥ ৪৩ ॥ বিমানৈশ্চাদ্ভুতাকারৈঃ কিন্নরোদ্গীতনাদিতৈঃ। দুন্দুভিভির্গোবিষাণৈস্তালৈঃ শঙ্খৈশ্চ নাদিতৈঃ ॥ ৪৪॥ অক্ষোভ্যামিব তাং সেনাং দৃষ্ট্বা সোঽচিন্তয়ত্তদা। এতে ময়া জিতাঃ পূর্ব্বং কস্মাদ্ভূয়ঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি চিন্তাপরো দৈত্যঃ শুশ্রাব কটুকাক্ষরম্। দেববন্দিভিরুদ্‌ঘুষ্টং ঘোরং হৃদয়দারণম্ ॥ ৪৬ ॥ জয়াতুলশক্তিদীধিতিপিঞ্জররুচারুণমণ্ডলভুজোদ্ভাসিত-দেবসৈন্যসুরবদনকুমুদকাননবিকাসনেন্দো কুমারনাথ জয় দিতিকুলমহোদধিবড়বানল মধুররবময়ূররবাসুরমুকুটকূটকুট্টিতচরণনখাঙ্কুর মহাসেন তারকবংশশুষ্কতৃণদাবানল যোগীশ্বর যোগিজনহৃদয়গগনবিততচিন্তাসন্তান-সন্তমসনোদনখরকিরণ-কল্পনখনিকররবিরাজিতচরণকমল স্কন্দ জয় বাল সপ্তবাসর ভুবনাবলিশোকসন্দহন ॥ ৪৭ ॥ নমো নমস্তেঽস্তু মনোরমায় নমোঽস্তু তে সাধুভয়াপহায়। নমোঽস্তু তে বাল কৃতাচলায় নমো নমো নাশয় দেবশত্রূন্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারস্য তারকাসুরনগরং প্রতি গমনবর্ণনং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, আমি তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। তুমি যদি পুরুষ হও, তবে রে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত হও। আর যদি নির্গত না হও, তবে ক্ষণকাল মধ্যেই পবিত্রতা বিধানার্থ তোমার পুরী সাগরে নিক্ষেপ করিব। স্ত্রীগণপরিবৃত তারকাসুর এই রুক্ষ বাক্য শুনিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া আমার প্রতি ধাবিত হইল। আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া কুমারসমীপে যাইয়া সে বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। আমি চলিয়া আসিলে পর সেই দানবরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, শক্র বললাভ না করিয়া কদাচ এরূপ কথা বলিতে সাহস করে নাই। বিশেষতঃ ঘোর দুর্লক্ষণ সকল দেখিয়া আমার ত্রাস জন্মিতেছে। সে এইরূপ চিন্তা করিয়া উত্থানপূর্ব্বক সেই সহস্রভৌমিক ভবনের সমুচ্চ গবাক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিল যে, দেবসৈন্য দ্বারা ভূতল নভস্তল সমস্ত যেন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। রথ, গজ, অশ্ব, কিন্নরগীতনাদিত অদ্ভুতাকার বিমান, দুন্দুভি গোবিষাণ তাল শঙ্খাদির শব্দে দশদিক্ নিনাদিত হইতেছে। তারক সেই সেনাকে দুর্জ্জয় বোধে তখন চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি তো ইহাদিগকে পূর্ব্বে পরাজিত করিয়াছি, তবে আবার ইহারা আসিয়াছে কেন? দৈত্যরাজ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তদীয় হৃদয়বিদারক অতি কঠোর দেববন্দিগীত শুনিতে পাইল। যথা,—হে কুমারনাথ! আপনার ভুজস্থ অতুলশক্তি শক্তির প্রভা সূর্য্যমণ্ডলকেও বিবর্ণ করিয়া দেবসৈন্যগণকে উদ্ভাসিত করিতেছে। আপনি সুরগণের বদনরূপ কুমুদকাননের প্রকাশক চন্দ্রস্বরূপ। আপনার জয় হউক। হে স্কন্দ! আপনি দিতিবংশরূপ সাগরের বাড়বানল স্বরূপ। মধুররবকারী ময়ূরের রবে ভীত অসুরগণের মুকুটসমূহ দ্বারা আপনার চরণনখাঙ্কুর কুট্টিত হউক! হে মহাসেন! আপনি তারকবংশরূপ শুষ্ক তৃণের দাবানল। হে যোগীশ্বর! আপনার চরণকমলের নখনিকর, যোগিজনগণের হৃদয়গগনে বিস্তৃত চিন্তাসমূহরূপ ঘোরান্ধকার বিনাশ বিষয়ে সূর্য্যসদৃশ। আপনার জয় হউক। হে সপ্তবাসরবয়স্ক বালক! হে ভুবনসমূহের শোকবিনাশক! আপনাকে নমস্কার! আপনি মনোরম, আপনাকে নমস্কার; আপনি সাধুজনগণের ভয়হারী; আপনাকে নমস্কার! হে সত্যসংস্থাপক বালক! আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবশক্রগণকে বিনাশ করুন। আপনাকে নমস্কার। ৩২—৪৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। শ্রুত্বৈতৎ সংস্তবং দৈত্যঃ সঙ্ঘুষ্টং দেববন্দিভিঃ। সস্মার ব্রহ্মণো বাক্যং বধং বালাদুপস্থিতম্॥ ১॥ শ্রুত্বা স ক্লিন্নসর্ব্বাঙ্গো দ্বাঃস্থং রাজা বচোঽব্রবীৎ। অমাত্যান দ্রষ্টুমিচ্ছামি শীঘ্রমানয় মা চিরম্॥ ২॥ ততস্তে রাজবচনাৎ কালনেমিমুখাগতাঃ; প্রাহ তাংস্তারকো দৈত্যঃ কিমিদং বো বিচেষ্টিতম্॥ ৩॥ যৈঃ শক্রসম্ভবা বার্ত্তা কাপি ন শ্রাবিতস্ত্বহম্। মদিরাকামমত্তানাং মন্ত্রিত্বং বো ন যুজ্যতে। হিতং মন্ত্রয়তে রাজ্ঞস্তেন মন্ত্রী নিগদ্যতে॥ ৪॥ অমাত্যা ঊচুঃ। কো জানাতি সুরান্ দীনান দৈত্যানামিতি নো মতিঃ॥ ৫॥ মা বিষীদ মহারাজ বয়ং জেষ্যামহে সুরান। বালাদপি ভয়ং কিং বা লজ্জায়ৈ চিন্তিতং ত্বিদম্॥ ৬॥ সর্ব্বমেতৎ সুসাধাঞ্চ ভেরী সন্তাড্যতাং দৃঢ়ম্। ততো দৈত্যেন্দ্রবচনাৎ সন্নাহজননী তদা॥ ৭॥ ভৃশং সন্তাড়িতা ভেরী কম্পয়ামাস সা জগৎ। স্মরণাদ্দৈত্যরাজস্য পর্ব্বতেভ্যো মহাসুরাঃ॥ ৮॥ নিম্নগাভ্যঃ সমুদ্রেভ্যঃ পাতালেভ্যোঽম্বরাদপি। সহসা সমনুপ্রাপ্তা যুগান্তানলসপ্রভাঃ॥ ৯॥ কোটিকোটিসহস্রৈস্তু পরার্দ্ধৈর্দশভিঃ শতৈঃ। সেনাপতিঃ কালনেমিঃ শীঘ্রং দেবানুপাযযৌ॥ ১০॥ চতুর্যোজনবিস্তীর্ণে নানাশ্চর্য্যসমন্বিতে। রথে স্থিতো মনাগ্ দীনস্তারকঃ সমদৃশ্যত॥ ১১॥ এতস্মিন্নন্তরে পার্থ ক্রুদ্ধৈঃ স্কন্দস্য পার্ষদৈঃ। প্রাকারঃ পাতিতঃ সর্ব্বো ভগ্নান্যুপবনানি চ॥ ১২॥ ততশ্চচাল বসুধা দেবী সবনকাননা। জজ্বাল চ সনক্ষত্রং প্রমূঢ়ং ভুবনং ভৃশম্॥ ১৩॥ তমোভূতং জগচ্চাসীদ্ গৃধ্রৈর্ব্যাপ্তং নভোঽভবৎ। ততো নানাপ্রহরণং প্রলয়াম্বুদসন্নিভম্॥ ১৪॥ কালনেমিমুখং পার্থ অদৃশ্যত মহদ্বলম্। তদ্ধি ঘোরমসংখ্যেয়ং জগর্জ্জ বিবিধা গিরঃ॥ ১৫॥ অভ্যদ্রবদ্ রণে দেবান্ ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্। বিনদদ্ভিস্ততো দৈত্যৈর্দেবানীকং মহায়ুধৈঃ॥ ১৬॥ পর্ব্বতৈশ্চ শতঘ্নীভিরায়সৈঃ পরিঘৈরপি। ক্ষণেন দ্রাবিতং সর্ব্বং বিমুখং চাপ্যদৃশ্যত॥ ১৭॥ অসুরৈর্ব্বধ্যমানে

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—দৈত্যরাজ তারকাসুর দেববন্দিগণের এই স্তুতিবাণী শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিল;—বুঝিল যে, বালক হইতে মৃত্যু উপস্থিত। তখন সে স্বেদার্দ্রগাত্রে দ্বারপালকে কহিল যে, আমি অমাত্যগণকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাহাদিগকে শীঘ্র লইয়া আইস; বিলম্ব করিও না। অতঃপর রাজাজ্ঞানুসারে কালনেমিপ্রমুখ দানবগণ সমাগত হইল। তারকাসুর তাহাদিগকে কহিল,—তোমাদিগের একি ব্যবহার? তোমরা শক্রজনিত ভয়ের কোন বার্ত্তাই আমাকে জানাও নাই। তোমরা মদিরায় ও কামে মত্ত; তোমাদিগের মন্ত্রিত্ব করা যোগ্য নহে। রাজার হিত মন্ত্রণা করে বলিয়াই মন্ত্রী বলা যায়। অমাত্যগণ কহিল,—সুরগণ অতি দৈন্যদশাগ্রস্ত ছিল; তাহাদিগের আর সন্ধান রাখিবে কে? যাহা হউক, মহারাজ! আপনি বিষন্ন হইবেন না। আমরা সুরগণকে পরাজিত করিব। বালক হইতেই বা ভয় কি? আপনার এ চিন্তাই লজ্জাজনক। এ সমস্তই সুখসাধ্য। আপনি দৃঢ়রূপে রণভেরী বাজাইতে আদেশ করুন। অতঃপর দৈত্যপতির আদেশে যুদ্ধসজ্জাবিধায়িনী ভেরী অত্যন্ত তাড়িতা হইয়া জগৎ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই ভেরীশব্দ শ্রবণে দৈত্যরাজের স্মরণ জানিয়া দৈত্যগণ পর্ব্বত নদী সমুদ্র আকাশ পাতালাদি নানা স্থান হইতে যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল। কালনেমি দানব সেনাপতি হইয়া সত্বর কোটি কোটি সহস্র সহস্র পরার্দ্ধ সংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুরসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল। তারকাসুর চতুর্যোজন বিস্তীর্ণ বিবিধ আশ্চর্য্যব্যাপারযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া চলিল; কিন্তু তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ বিষন্ন দেখা গেল। ১—১১। হে পার্থ! ইতিমধ্যে স্কন্দের অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরপ্রাকার বিধ্বস্ত ও উপবন সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তখন বসুধা দেবী বন-কাননাদিসহ বিচলিত হইলেন; নভোমণ্ডল নক্ষত্রগণসহ জ্বলিতে লাগিল; ত্রিভুবনবাসী প্রাণিগণ মোহাচ্ছন্ন হইল; জগৎ যেন অন্ধকারাবৃত হইল এবং গৃধ্রগণ আকাশ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। হে পার্থ! তারপর নানায়ুধ-সম্পন্ন, প্রলয়াম্বুদ সদৃশ কালনেমিপ্রমুখ সুমহৎ অসুরসৈন্য, সুরগণের নয়নগোচর হইল। সেই অসংখ্য সৈন্য বিবিধ বাক্যে গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে সেই সৈন্যগণ সিংহনাদসহকারে ভগবান্ শঙ্করের প্রতি এবং দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত শতঘ্নী, লৌহপরিঘ, পর্ব্বত ও অপরাপর অস্ত্রাঘাতে ক্ষণমাত্রেই দেবসৈন্য সমস্ত নিদ্রাবিষ্ট

তু পাবকৈরিব কাননম্। অপতদ্দাবভূমিষ্ঠং মহাদ্রুমবনং যথা॥ ১৮॥ তে ভিন্নাস্থিশিরোদেহাঃ প্রাদ্রবন্ত দিবৌকসঃ। ন নাথমধ্যগচ্ছন্ত বধ্যমানা মহাসুরৈঃ॥ ১৯॥ অথ তদ্বিদ্রুতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ পুরন্দরঃ। আশ্বাসয়ন্নুবাচেদং বলবদ্দানবার্দ্দিতম্॥ ২০॥ ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বঃ শূরাঃ শস্ত্রাণি গৃহ্নত। কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা চ কাচিদ্ ব্যথাস্তু বঃ॥ ২১॥ এষ কালানলপ্রখ্যো ময়ূরং সমুপস্থিতঃ। রক্ষিতা বো মহাসেনঃ কথং ভীতিস্তথাপি বঃ॥ ২২॥ শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা সমাশ্বস্তা দিবৌকসঃ। দানবান প্রত্যযুধ্যন্ত শক্রং কৃত্বা ব্যপাশ্রয়ম্॥ ২৩॥ কালনেমির্মহেন্দ্রেণ সংযুগে সমযুজ্যত। সহস্রাক্ষৌহিণীযুক্তো জম্ভকঃ শঙ্করেণ চ॥ ২৪॥ কুজম্ভো বিষ্ণুনা চৈব তাবত্যক্ষৌহিণীবৃতঃ। অন্যে চ ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মরুতশ্চ মহাবলাঃ॥ ২৫॥ প্রত্যযুধ্যন্ত দৈত্যেন্দ্রৈঃ সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ। ততো বহুবিধং যুদ্ধং কালনেমির্বিধায় চ॥ ২৬॥ উৎসৃজ্য সহসা পার্থ ঐরাবণশিরঃস্থিতঃ। স তু পাদপ্রহারেণ মুষ্টিনা চৈব তং গজম্॥ ২৭॥ শক্রঞ্চ জঘ্নে বিনদন্ পেততুস্তাবুভৌ ভুবি। ততঃ শক্রং সমাদায় কালনেমির্বিচেতসম্॥ রথমাশ্রিত্য ভূয়োঽপি তারকাভিমুখো যযৌ। অথ ক্রুষ্টং তদা দেবৈঃ সহসা চান্তকাদিভিঃ॥ ২৯॥ হ্রিয়তে হ্রিয়তে রাজা ত্রাতা কোঽপি ন বিদ্যতে। এতস্মিন্নন্তরে শর্ব্বঃ পিনাকধনুরবচ্যুতৈঃ॥ ৩০॥ বাণৈঃ সসৈন্যং কৃত্বা চ জম্ভকং গৃধ্রমোদনম্। কালনেমিং সমাগম্য রথস্থো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩১॥ কিমেতেন মহেন্দ্রেণ ময়া যুধ্যস্ব দানব। বীরম্মন্য সুদুর্বুদ্ধে ততো জ্ঞাস্যসি বীরতাম্॥ ৩২॥ কালনেমিরুবাচ। নগ্নেন সহ কো যুধ্যেদ্ধতেনাপি চ যেন বা। শংসৎসু দৈত্যবীরাণামুপহাসঃ প্রজায়তে॥ ৩৩॥ আত্মনস্তু সমং কঞ্চিদ্বিলোকয় সুদুর্ম্মতে। তদাকর্ণ্য চ সাবজ্ঞং বচঃ শর্ব্বো বিসিস্মিয়ে॥ ৩৪॥ ততঃ কুমারঃ সহসা ময়ূরস্থোঽভ্যধাবত। কুজম্ভং সানুগং হত্বা বাসুদেবোঽপ্যধাবত॥ ৩৫॥ ততো হরিঃ স্কন্দমাহ কিমেতেন তব প্রভো। দৈত্যাধমেন পাপেন মুহূর্ত্তং পশ্য মে বলম্॥ ৩৬॥ এবমুক্ত্বা নিবার্য্যৈনং কেশবো

হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িল। পাবক দ্বারা মহারণ্যের ন্যায় দানবগণ দ্বারা দেবসৈন্য হন্যমান হইয়া স্থানে স্থানে পতিত হইতে লাগিল। দেবগণ মহাসুরগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া কেহ ভগ্নাস্থি, কেহ ভিন্নমস্তক, কেহ বা বিধ্বস্ত দেহে রক্ষক না পাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বলবান্ দানবগণ কর্ত্তৃক গাঢ় আহত সৈন্যগণকে তাদৃশভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া আশ্বাসদানপূর্ব্বক সুররাজ কহিলেন,—হে সুরগণ! তোমরা ভয় করিও না। তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা অস্ত্র ধারণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে যত্ন কর। তোমাদের যেন কোন ব্যথা না জন্মে। এই ময়ূরারূঢ় কালানলসম মহাসেন তোমাদিগের রক্ষক রহিয়াছেন, তথাপি তোমাদিগের ভয় হইতেছে কেন? ইন্দ্রের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তখন আবার দানবগণসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কালনেমি মহেন্দ্রের সহিত, সহস্র অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া জম্ভকাসুর শঙ্করের সহিত এবং সহস্রাক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে কুজম্ভ দানব বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল মরুৎ, সাধ্য, বসু প্রভৃতি সমস্ত সুরগণ তখন দানবগণসহ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হে পার্থ! কালনেমি শক্রসহ অনেকক্ষণ নানাবিধ যুদ্ধ করিয়া সহসা লম্ফ প্রদানে ঐরাবতের মস্তকে আরোহণ করিয়া সিংহনাদসহকারে পাদাঘাতে ও মুষ্ট্যাঘাতে সেই হস্তীকে ও শক্রকে আহত করিতে লাগিল। তাহাতে ঐরাবত ও ইন্দ্র উভয়েই ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন কালনেমি হতজ্ঞান ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণে তারকাসুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে যম প্রভৃতি দেবগণ "রাজাকে লইয়া গেল, লইয়া গেল; কেহ রক্ষক নাই!" বলিয়া মহাচীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর পিনাকধনুর্ম্মুক্ত বাণজালে জম্ভকাসুরকে গৃধ্রগণের ভোজ্যরূপে পরিণত করিয়া রথারোহণে কালনেমির সমীপস্থ হইয়া কহিলেন,—ওহে বীরমানী সুদুর্ব্বুদ্ধি দানব! এই মহেন্দ্রকে দিয়া কি করিবে?—আমার সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে বীরত্ব বুঝিতে পারিবে। ১২—৩২। কালনেমি কহিল,—নগ্নের সহিত কে যুদ্ধ করিবে?—যাহাকে হত্যা করিলেও দৈত্যবীরসভায় উপহাস জন্মে। হে সুদুর্ম্মতি শর্ব্ব! তুমি তোমার তুল্য কোন ব্যক্তির সন্ধান কর। শঙ্কর সেই অবজ্ঞাবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে ময়ূরবাহন কুমার সেই কালনেমির প্রতি ধাবিত হইলেন। আর বাসুদেবও অনুচর সহিত কুজম্ভকে বিনাশ করিয়া কালনেমির প্রতি অভিযান করিলেন। তিনি কুমারকে কহিলেন—হে প্রভো! এই পাপ দৈত্যাধমকে দিয়া আপনার প্রয়োজন কি? ক্ষণ-

গরুড়স্থিতঃ। শার্ঙ্গকোদণ্ডনির্ম্মুক্তৈর্বাণৈর্দৈত্যমবাকিরৎ ॥ ৩৭ ॥ স তৈর্বাণৈস্তাড্যমানো বজ্রৈরিব মহাসুরঃ। বিমুচ্য বাসবং ক্রুদ্ধো বাণাংস্তান ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥ ৩৮ ॥ যান্ যান্ বাণান হরির্দিব্যানস্ত্রাণি চ মুমোচ হ। নিবারয়তি দৈত্যস্তান্ প্রহসন্ লীলয়ৈব চ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ কৌমোদকীং গৃহ্য ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দনঃ। মুমোচ সৈন্যনাথায় সারথিঞ্চ ব্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৪০ ॥ ততো রথাদবপ্লুত্য বিবৃত্য বদনং মহৎ। গরুড়ং চঞ্চুনাদায় স বিষ্ণুং ক্ষিপ্তবান্মুখে ॥ ৪১ ॥ ততোঽভূৎ সর্ব্বদেবানাং বিমোহো জগতামপি। চচাল বসুধা চেলুঃ পর্ব্বতাঃ সপ্ত চার্ণবাঃ ॥ ৪২ ॥ কালনেমির্নদংশ্চৈব প্রানৃত্যত মহারণে। অসন্মূঢস্ততো বিষ্ণুস্তরাকাল উপস্থিতে ॥ ৪৩ ॥ কুক্ষিং বিদার্য্য চক্রেণ ভাস্করোঽভ্যাদিবোদিতঃ। বহির্ভূতো হরিশ্চৈনং মোহয়িত্বা স্বমিন্দয়া ॥ ৪৪ ॥ পাতালস্য তলং নিন্যে তত্র শিশ্যে স কাষ্ঠবৎ। ততশ্চক্রেণ দৈত্যানাং নিহতা দশকোটয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রমোদিতাস্তথা দেবা বিমোহাস্তৎক্ষণাদভুঃ। ততঃ শর্ব্বস্তমালিঙ্গ্য সাধু সাধু জনার্দ্দন ॥ ৪৬ ॥ ত্বয়া যদ্বিহিতং কর্ম্ম তৎ কর্ত্তান্যো ন বিদ্যতে। মহিষাদ্যাঃ সুদুর্জ্জেয়া দেব্যা যে বিনিপাতিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ তেষামতিবলো হ্যেষ ত্বয়া বিষ্ণো বিনির্জ্জিতঃ। তারকাময়সংগ্রামে বধ্যস্তেঽহসৌ জনার্দ্দন ॥ ৪৮ ॥ কংসরূপঃ পুনস্তেঽয়ং হন্তব্যোঽষ্টমজন্মনি। এবং প্রশংসমানাস্তে বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ৪৯ ॥ শস্ত্রজালৈর্লব্ধসংজ্ঞান্ দৈত্যসৈন্যাননাশয়ৎ। তানি দৈত্যশরীরাণি জর্জ্জরাণি মহায়ুধৈঃ। অপতন ভূতলে পার্থ ছিন্নাভ্রাণীব সর্ব্বশঃ ॥ ৫০ ॥ ততস্তদ্দানবং সৈন্যং হতনাথমভূত্তদা ॥ ৫১ ॥ দেবৈঃ স্কন্দাগ্রগৈশ্চৈব কৃতং শস্ত্রৈঃ পরাঙ্মুখম্। অথো ক্রুষ্টৈঃ তদা হৃষ্টৈঃ সর্ব্বৈর্দেবৈর্মুদাযুতৈঃ ॥ ৫২ ॥ স হতানি চ সর্ব্বাণি তদা তূর্য্যাণ্যবাদয়ন। অথ ভগ্নং

কাল আমার সামর্থ্য দেখুন। গরুড়বাহন কেশব এই বলিয়া কুমারকে নিবর্ত্তিত করিয়া শার্ঙ্গনির্ম্মুক্ত বাণজালে কালনেমিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাসুর কালনেমি সেই সমস্ত বজ্রসম বাণে সন্তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শক্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সকল বাণজাল নিজ বাণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিল। হরি যে সকল দিব্য দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দৈত্যও সহাস্য বদনে অনায়াসে তৎ সমস্ত নিবারণ করিতে লাগিল। অতঃপর ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন কৌমোদকী গদা নিক্ষেপ করিয়া সেই দৈত্যসেনাপতি কালনেমির সারথিকে চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। তখন কালনেমি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাবদন বিস্তার করিয়া গরুড়ের চঞ্চু ধরিয়া তৎসহ বিষ্ণুকে মুখে নিক্ষেপ করিল। তখন সেই ব্যাপারে সমস্ত দেবগণের এবং সমগ্র জগতের মোহ উপস্থিত হইল; পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বত সকল বিচলিত এবং সাগর সমস্ত উদ্বেল হইয়া পড়িল। কালনেমি সিংহনাদ করিতে করিতে সেই মহা রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। মোহহীন বিষ্ণু কিন্তু তাহার কুক্ষিগত হইয়া সত্বর চক্রদ্বারা তদীয় উদর বিদারণপূর্ব্বক রাহু বদন হইতে ভাস্করের ন্যায় বহির্গত হইলেন। হরিকে বহির্ভূত হইতে দেখিয়া সেই দানব নিতান্ত আত্মগ্লানিযুক্ত হইল। হরি তখন তাহাকে নিজ মায়ায় মোহিত করিয়া পাতালতলে লইয়া গেলেন। সেই দানব সেখানে কাষ্ঠবৎ শয়ন করিয়া রহিল। পরে বিষ্ণু চক্রাঘাতে দশ কোটী দানব সৈন্য নিপাত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দেবগণ মোহহীন হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর হরিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! সাধু,সাধু! তুমি যে কার্য্য করিলে, একার্য্য অপরে করিতে পারে না। দেবী যে মহিষাদি সুদুর্জ্জয় দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, এই কালনেমি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক বলবান। কিন্তু হে বিষ্ণো! তুমি ইহাকে পরাজিত করিলে! হে জনার্দ্দন! তারকাময় সংগ্রামে এই দানব তোমার বধ্য হইবে। পরে আবার এই দানব কংসরূপে জন্ম গ্রহণ করিলে তুমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়া ইহাকে সংহার করিবে। দেবগণও এইরূপে জগদ্গুরু বাসুদেবকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে দানবগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণও শাস্ত্রজাল প্রহারে দৈত্যসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! দেবগণের মহাস্ত্রপ্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৈত্যশরীরসমূহ তখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ৩৭—৫০। ক্রমে নায়কহীন দানবসৈন্যগণ স্কন্দপ্রমুখ দেবগণের শস্ত্রাস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য হইল। দেবগণ সানন্দমনে তখন বিবিধ উৎক্রোশ করিতে লাগিলেন; আর

বলং প্রেক্ষ্য হতবীরং মহারণে॥ ৫৩॥ দেবানাঞ্চ মহামোদং তারকঃ প্রাহ সারথিম্। সারথে পশ্য সৈন্যানি দ্রাব্যমাণানি মে সুরৈঃ॥ ৫৪॥ যেঽস্মাভিস্তৃণবদ্দৃষ্টাঃ পশ্য কালস্য চিত্রতাম। তস্মে বাহয় শীঘ্রং ত্বং রথমেনং সুরান্ প্রতি॥ ৫৫॥ পশ্যন্তু মে বলং বাহ্বোর্দ্রবন্তু চ সুরাধমাঃ। এবমুক্তৈবং সারথিং স বিধুন্বন্ সুমহদ্ধনুঃ॥ ৫৬॥ ক্রোধরক্তেক্ষণো রাজা দেবসৈন্যং সমাবিশৎ। আগচ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা হরিঃ স্কন্দমথাব্রবীৎ॥ ৫৭॥ কুমার পশ্য দৈত্যেন্দ্রং কালং যদ্বদ্ যুগাত্যয়ে। অয়ং স যেন তপসা ঘোরেণারাধিতঃ শিবঃ॥ ৫৮॥ অয়ং স যেন শক্রাদ্যাঃ কৃতা মর্কাঃ সমার্ব্বুদম্। অয়ং স সর্ব্বশস্ত্রৌঘৈর্যোঽস্মাভির্ন জিতো রণে॥ ৫৯॥ নাবজ্ঞয়া প্রদ্রষ্টব্যস্তারকোঽয়ং মহাসুরঃ। সপ্তমং হি দিনং তেঽদ্য মধ্যাহ্নোঽয়ঞ্চ বর্ত্ততে॥ ৬০॥ অর্ব্বাগস্তমনাদেনং জহি বধ্যোঽন্যথা ন হি॥ ৬১॥ এবমুক্ত্বা স শক্রাদীংস্ত্বরিতঃ কেশবোঽব্রবীৎ। আয়াসয়ত দৈত্যেন্দ্রং সুখবধ্যো যথা ভবেৎ। ততস্তে বিষ্ণুবচনাদ্বিনদন্তো দিবৌকসঃ॥ ৬২॥ তমাসাদ্য শরব্রাতৈর্মুদিতাঃ সমবাকিরন। প্রহসন্নিব দেবাংস্তান্ দ্রাবয়ামাস তারকঃ॥ ৬৩॥ যথা নাস্তিকদুর্ব্বৃত্তো নানাশাস্ত্রোপদেশকান্। সোঢ়ুং শক্তা ন তে বীরং মহতি স্যন্দনে স্থিতম্॥ ৬৪॥ মহাপস্মারসংক্রান্তং যথৈবাপ্রিয়বাদিনম্। বিধূয় সকলান্ দেবান্ ক্ষণমাত্রেণ তারকঃ॥ ৬৫॥ আজগাম কুমারায় বিধুন্বন্ স মহাধনুঃ। আগচ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা স্কন্দঃ প্রত্যুদ্যযৌ ততঃ॥ ৬৬॥ তস্যারক্ষস্তবঃ পার্শ্বং দক্ষিণঞ্চৈব তং হরিঃ। পৃষ্ঠে চ পার্ষদাস্তস্য কোটিশোঽর্ব্বুদশস্তথা॥ ৬৭॥ ততস্তৌ সুমহাযুদ্ধে সংসক্তৌ দেবদৈত্যয়োঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মাবিবোদগ্রৌ জগদাশ্চর্য্যকারকৌ॥ ৬৮॥ ততঃ কুমারমাসাদ্য লীলয়া তারকোঽব্রবীৎ। অহো বালাতিবালস্ত্বং যত্ত্বং গীর্বাণবাক্যতঃ॥ ৬৯॥ আসাদয়সি মাং যুদ্ধে পতঙ্গ ইব পাবকম্। বধেন তব

তূর্য্যসমূহ সংহত ভাবে বাদিত হইতে লাগিল। তারকাসুর সেই নায়কহীন সৈন্যগণকে রণে ভগ্ন এবং দেবগণকে প্রমুদিত দর্শনে সারথিকে কহিল,—ওহে সারথে! দেখ, আমরা যাহাদিগকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিতাম, সেই দেবগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের সৈন্যগণ বিদ্রাবিত হইতেছে। দেখ, কালের কি বিচিত্রতা! অতএব তুমি সুরগণের প্রতি আমার রথ পরিচালন কর; উহারা আমার বাহুবল দেখুক এবং সুরগণ বিদ্রাবিত হউক। রাজা তারকাসুর এইরূপ বলিতে বলিতেই সমহৎ ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক ক্রোধরক্তনেত্রে দেবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া হরি তখন স্কন্দকে কহিলেন,—হে কুমার! ঐ যুগান্তকালীন কালসম দৈত্যরাজকে অবলোকন করুন। এই সেই;—যে ঘোর তপস্যা দ্বারা হরের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল; এই সেই,—যে, শক্রাদি দেবগণকে অর্ব্বুদ বৎসর যাবৎ মর্কট করিয়া রাখিয়াছিল; এই সেই,—যাহাকে আমরা সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারাও পরাজয় করিতে পারি নাই; এই মহাসুর তারককে আপনি অবজ্ঞা সহকারে দেখিবেন না। অদ্য আপনার সপ্তম দিন বয়ঃক্রম; তাহারও মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সূর্য্যাস্তের মধ্যে ইহাকে বধ করুন; নচেৎ পারিবেন না। কেশব স্কন্দকে এই কথা বলিয়া শক্রাদি দেবগণকে কহিলেন যে,তোমরা দৈত্যেন্দ্রের যাহাতে আয়াস জন্মে তাহা কর,; তাহা হইলে সে সুখবধ্য হইবে। বিষ্ণুর বাক্যানুসারে শক্রাদি দেবগণ সিংহনাদসহকারে তাহার সন্নিহিত হইয়া শরসমূহে সেই তারকাসুরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু তারকাসুর হাসিতে হাসিতেই দুর্ব্বৃত্ত নাস্তিক যেমন বিবিধ শাস্ত্রোপাদেষ্টাদিগকে নিরাস করে, তদ্রূপ সেই দেবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ফেলিল। দেবগণ কটুভাষী মহাপস্মার রোগীর ন্যায় সেই তারকাসুরের সমক্ষে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তারকাসুর ক্ষণমাত্রেই সমস্ত দেবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাধনু বিস্ফারণ করিতে করিতে কুমারের নিকট উপস্থিত হইল। স্কন্দও তাহাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। হরি ও শঙ্কর তাঁহার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদীয় পশ্চাৎ ভাগে কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার্ষদ যাইতে লাগিল। অতঃপর সেই দেবদৈত্য-মণ্ডলী মধ্যে উগ্রবীর্য্য তারক ও কুমার উভয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায় পরস্পরে বিচিত্রভাবে যুদ্ধাসক্ত হইলেন।৫১-৬৮। তারকাসুর কুমারের সন্নিহিত হইয়া লীলাসহকারে কহিল,—ওহে! বালক! তুমি নিতান্তই বালক; যেহেতু পতঙ্গের ন্যায় তুমি, পাবক সম আমার সহিত যুদ্ধে আসক্ত হইতেছ। তোমাকে বধ করিয়া আমার লাভ কি? আমি

কো লাভো মম মুক্তোহসি বালক ॥ ৭০ ॥ পিব ক্ষীরং গৃহাণেমং কন্দুকং ক্রীড় লীলয়া। এবমুক্তঃ প্রহস্যাহ তারকং যোগিনাং গুরুঃ ॥ ৭১ ॥ শিশুত্বং মাবমংস্থা মে শিশুঃ কষ্টো ভুজঙ্গমঃ। দুস্প্রেক্ষ্যো ভাস্করো বালো দুঃস্পর্শোঽল্পোঽপি পাবকঃ ॥ ৭২ ॥ অল্পাক্ষরো ন মন্ত্রঃ কিং সস্ফুরো দৈত্য দৃশ্যতে। এবমুক্তা দৈত্যমুক্তং গৃহীত্বা কন্দুকঞ্চ তম্ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্ শক্ত্যস্ত্রমাদায় দৈত্যায় প্রমুমোচ হ। তস্য তেন প্রহারেণ রথশ্চূর্ণীকৃতোঽভবৎ ॥ ৭৪ ॥ চতুর্যোজনমাত্রো যো নানাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ। গরুড়স্য সুতা যে চ শীর্য্যমাণে রথোত্তমে ॥ ৭৫ ॥ মুক্তাঃ কথঞ্চিদুৎপত্য সাগরান্তরমাবিশন্। ততঃ ক্রুদ্ধস্তারকশ্চ মুদ্গরং ক্ষিপ্তবান্ গুহে ॥ ৭৬ ॥ বিন্ধ্যাদ্রিমিব তং স্কন্দো গৃহীত্বা তং ব্যতাড়য়ৎ। স্থিরে তস্যোরসি ব্যূঢ়ে মুদ্গরঃ শতধাগমৎ ॥ ৭৭ ॥ মেনে চ দুর্জ্জয়ং দৈত্যস্তদা ষড়ুবদনং রণে। চিন্তয়ামাস বুদ্ধ্যা চ প্রাপ্তং তদ্‌ব্রহ্মণো বচঃ ॥ ৭৮ ॥ তং ভীতমিব চালক্ষ্য দৈত্যবীরাশ্চ কোটিশঃ। নদন্তোঽহতি মহাসেনং নানাশস্ত্রৈরবাকিরন্ ॥ ৭৯ ॥ ক্রুদ্ধস্তেষু ততঃ স্কন্দঃ শক্তিং ঘোরামথাদদে। অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা। উল্কাজালং মহাঘোরং পপাত বসুধাতলে ॥ ৮০ ॥ চাল্যমানা তথা শক্তিঃ সুঘোরা ভবস্মনুনা ॥ ৮১ ॥ ততঃ কোটেয়া বিনিস্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ। স শক্ত্যস্ত্রেণ বলবান করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥ ৮২ ॥ অষ্টৌ পদ্মানি দৈত্যানাং দশকোটিশতানি চ। তথা নিযুতসাহস্রং বাহনং কোটিরেব চ ॥ ৮৩ ॥ হ্রদোদরঞ্চ দৈত্যেন্দ্রং নিখর্ব্বৈর্দশভির্বৃতম্। তত্রাকুর্বন সুতুমুলং নাদং বধ্যেষু শত্রুষু ॥ ৮৪ ॥ কুমারানুচরাঃ পার্থ পূরয়ন্তো দিশো দশ। শক্ত্যস্ত্রস্যার্চ্চিঃসম্ভূতশক্তিভিঃ কেঽপি সূদিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সহস্রশঃ। কেচিদ্ ঘণ্টারবত্রস্তাশ্ছিন্নভিন্নহৃদোঽপতন্ ॥ ৮৬ ॥ কেচিন্ময়ূরপক্ষাভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ সূদিতাঃ। কোটিশস্তাম্রচূড়েন বিদার্য্যৈব চ ভক্ষিতাঃ ॥ ৮৭ ॥ পার্ষদৈর্মাতৃভিঃ সার্দ্ধং পদ্মশো নিহতাঃ পরে। এবং

তোমাকে ছাড়িয়াদিলাম; তুমি যাও, দুধ খাও গিয়া; এই কন্দুক লও, ইহা লইয়া যথেচ্ছ খেলা কর। তারকাসুর এই বলিয়া একটী কন্দুক নিক্ষেপ করিল। যোগিগুরু স্কন্দ এই কথা শুনিয়া তারককে কহিলেন,—তুমি আমার শিশুত্ব দেখিয়া অবহেলা করিও না; ভুজঙ্গশিশু অতি কষ্টদায়ক, বালসূর্য্য ও দুস্প্রেক্ষ্য; আর অল্প অগ্নিও দুস্পর্শ। ওহে দৈত্য! অল্পাক্ষর মন্ত্র যে গুরুতর ফল সাধক; তাহা কি তুমি দেখ না? কুমার এই কথা বলিয়া তারকনিক্ষিপ্ত কন্দুকটী গ্রহণপূর্ব্বক শক্তি অস্ত্র লইয়া তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তিপ্রহারে তারকাসুরের সেই চতুর্যোজন বিস্তীর্ণ নানাশ্চর্য্যপূর্ণ সুবৃহৎ রথ চূর্ণ হইয়া গেল। সেই উত্তম রথ ভগ্ন হইলে রথযোজিত গরুড়পুত্রগণ কোনমতে মুক্ত হইয়া সাগরান্তরে প্রবেশ করিল। তখন তারক ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্ধ্যগিরিতুল্য এক মুদ্গর লইয়া কুমারের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কুমার তাহা হস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারাই সেই দৈত্যকে প্রহার করিলেন। কিন্তু দৈত্যরাজের সমুন্নত বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া সেই মুদ্গর শতধা বিভক্ত হইয়া গেল। তখন দানবরাজ ষড়াননকে রণে দুর্জ্জয় বলিয়া বুঝিল এবং ভাবিতে লাগিল যে, 'সেই ব্রহ্ম-বাক্য এত দিনে সফল হইতে চলিল।' তাহাকে ভীতবৎ দেখিয়া কোটি কোটি দৈত্যবীর ভীষণ সিংহনাদসহকারে মহাসেনকে বেষ্টনপূর্ব্বক নানা শস্ত্রাস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে লাগিল। তাহাতে স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর শক্তি অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন। অমিততেজা স্কন্দ শক্তি প্রহার করিতে থাকিলে মহাঘোর উল্কাসমূহ ভূপতিত হইতে লাগিল।৭৯—৮০। হে ভারতপ্রধান! ভবনন্দন সেই শক্তি অস্ত্র চালনা করিতে থাকিলে তাহা হইতে অপর বহু কোটি শক্তি প্রাদুর্ভূত হইল। মূল শক্তি তাঁহার হস্তেই রহিল। বলবান প্রভু কুমার সেই শক্তিদ্বারা আট পদ্ম দশশত কোটি সহস্র নিযুত দৈত্যসৈন্য এবং এক কোটি বাহন আর দশ নিখর্ব্ব সৈন্য সহ হ্রদোদর দানবকে নিহত করিলেন। হে পার্থ! কুমারের অনুচরগণ তখন সেই বধ্য শত্রুগণসমক্ষে দশ দিক্ পূরিত করিয়া তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল। তখন অসুর সৈন্যের কেহ কেহ শক্ত্যস্ত্রের কিরণজালে, কেহ কেহ পতাকাঘাতে, কেহ কেহ ঘণ্টাধ্বনি জনিত ত্রাসে, কেহ ময়ূরের পক্ষাঘাতে এবং কেহ কেহ ময়ূরের চরণাঘাতে ছিন্নভিন্ন দেহে মরণাপন্ন হইল। এই ভাবে সহস্র সহস্র অসুর মৃত্যুগ্রস্ত হইল। কুমারের ধ্বজস্থ কুক্কুটও কোটি কোটি দানবকে বিদারণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। আর কুমারের পার্ষদ মাতৃগণও পদ্ম

নিহন্যমানেষু দানবেষু গুহাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥ অভাগ্যৈরিব লোকেষু তারকঃ স্কন্দমাযযৌ। জগ্রাহ চ গদাং দিব্যাং লক্ষঘণ্টাদুরাসদাম্ ॥ ৮৯ ॥ তয়া ময়ূরমাজঘ্নে ময়ূরো বিমুখোঽভবৎ। দৃষ্ট্বা পরাঙ্মুখং স্কন্দং বাসুদেবোঽব্রবীত্বরন্ ॥ ৯০ ॥ দেবসেনাপতে শীঘ্রং শক্তিং মুঞ্চ মহাসুরে। প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ পাহি লম্বতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৯১ ॥ স্কন্দ উবাচ। ত্বয়ৈব রুদ্রভক্তোঽয়ং জনার্দ্দন মমেরিতম্। বধার্থং রুদ্রভক্তস্য বাহুঃ শক্তিং ন মুঞ্চতি ॥ ৯২ ॥ নারুদ্রঃ পূজয়েদ্রুদ্রং ভক্তরূপস্য যো হরঃ। রুদ্ররূপমমুং হত্বা কীদৃশং জন্ম নো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥ তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ প্রপীড়িতাঃ। রুদ্রভক্তাঃ কুলং সর্ব্বং নির্দহন্তি হতাঃ কিমু ॥ ৯৪ ॥ এষ চেদ্ধন্তি তদ্ভদ্রং হন্যতামেষ মাং রণে। রুদ্রভক্তে পুনর্বিপ্রো নাহং শস্ত্রমুপাদদে ॥ ৯৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। নৈতত্তবোচিতং স্কন্দ রুদ্রভক্তো যথা শৃণু। দ্বে তনূ গিরিজাভর্ত্তুর্বেদজ্ঞা মুনয়ো বিদুঃ ॥ ৯৬ ॥ একা জীবাত্মিকা তত্র প্রত্যক্ষা চ তথাপরা। দ্রোগ্ধা ভূতেষু ভক্তশ্চ রুদ্রভক্তো ন স স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥ ভক্তো রুদ্রে কৃপাবাংশ্চ জন্তুষেব হরব্রতঃ। তদেনং ভূতমর্ত্ত্যেষু দ্রোগ্ধারং ত্বং পিনাকিনঃ ॥ ৯৮ ॥ জহি নৈবাত্র পশ্যামি দোষং কঞ্চন তে প্রভো। শ্রুত্বেতি বাচং গোবিন্দাৎ সত্যার্থামপি ভারত ॥ ৯৯ ॥ হন্তুং ন কুরুতে বুদ্ধিং রুদ্রভক্ত ইতি স্মরন্। তারকস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো যযৌ বেগেন কেশবম্ ॥ ১০০ ॥ প্রাহ চৈবং সুদুর্বুদ্ধে হন্মি ত্বাং পশ্য মে বলম্। দেবানাং চাপি ধর্ম্মাণাং মূলং মতিমতাং তথা। হত্বা ত্বামদ্য সর্ব্বাস্তাংশ্ছেৎস্যে পশ্যাদ্য মে বলম্ ॥ ১০১ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। দৈত্যেন্দ্র তব চাস্মাভিঃ কিমহো শৃণু সত্যতাম্ ॥ ১০২ ॥ রথে য এষ শর্ব্বোঽয়ং হতেঽস্মিন সকলং হতম্। শ্রুত্বেতি তারকঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং রুদ্ররথং যযৌ ॥ ১০৩ ॥ অভিসৃত্য স জগ্রাহ রুদ্রস্য রথকূবরম্। যদা স কূবরং ক্রুদ্ধস্তারকঃ সহসাগ্রহীৎ ॥ ১০৪ ॥ রেসতু রোদসী তূর্ণং মুমুহুশ্চ মহ-

---

অস্ত্র প্রহার করিতে পারিব না। শ্রীভগবান কহিলেন,—হে স্কন্দ! ইহা আপনার উচিত উক্তি নহে। আপনি যে রুদ্রভক্তের কথা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আমার বাক্য শুনুন। বেদজ্ঞ মুনিগণ গিরিজাপতির দুইটী মূর্ত্তির কথা জ্ঞাত আছেন। তাহার একটী জীবাত্মিকা ও অপরটী প্রত্যক্ষ দৃশ্য। রুদ্রভক্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভূতগণের দ্রোহকারী, সে রুদ্রভক্ত পদ-বাচ্য নহে। পরন্তু রুদ্রে ভক্তিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াবান ব্যক্তিকেই রুদ্রভক্ত বলা যায়। অতএব আপনি মর্ত্ত্য প্রাণিগণে অবস্থিত পিনাকপাণির দ্রোহকারী এই অসুরকে হত্যা করুন। হে প্রভো! এ কার্য্যে আমি আপনার কিছুমাত্র দোষ দেখি না। কুমার, গোবিন্দের এই সত্য বাক্য শুনিয়াও "রুদ্রভক্ত" ভাবিয়া সেই তারকের হত্যাভিলাষ করিলেন না। তখন তারকাসুর ক্রুদ্ধ চিত্তে সবেগে কেশবের সমীপে গমন করিয়া কহিল,—ও হে সুদুর্ব্বুদ্ধি কেশব! তোমাকে হত্যা করিব, আমার বল দেখ। তুমিই দেবতা, ধর্ম্ম ও সুবুদ্ধি জনগণের মূল; অদ্য তোমাকে হনন করিয়া তৎসমস্তের উচ্ছেদনসাধন করিব। আমার সামর্থ্য দেখ। ৯২—১০১। বিষ্ণু কহিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি আমাদিগকে দিয়া কি করিবে? সত্য বলি শুন। ঐ যে রথোপরি শর্ব্ব অবস্থান করিতেছেন, উহাঁকে নিহত করিতে পারিলে এ সমস্তই হত হইল বলিয়া অবধারণ কর। তারকাসুর এ কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অবিলম্বে রুদ্ররথের দিকে ধাবমান হইয়া রুদ্ররথের

সংখ্যক শত্রু সংহার করিয়া ফেলিলেন। সংসারে দুর্ভাগ্যের ন্যায় রণস্থলে কুমারাদি কর্ত্তৃক এই ভাবে সৈন্যসমূহ হন্যমান হইতে থাকিলে তারকাসুর স্কন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া একটা লক্ষ ঘণ্টাযুক্ত দুরাসদ দিব্য গদা লইয়া ময়ূরকে আঘাত করিল। তাহাতে ময়ূর বিমুখ হইয়া গেল। বাসুদেব তখন স্কন্দকে পরাঙ্মুখ দর্শনে ত্বরাসহকারে কহিলেন,—হে দেবসেনাপতি, কুমার! আপনি অবিলম্বে অসুরের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন; রবি পশ্চিমাকাশে বিলম্বিত হইতেছেন।৮১—৯১। স্কন্দ কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আপনিই আমার নিকট বলিয়াছেন যে, এই দানব রুদ্রভক্ত, আমার বাহু রুদ্রভক্তের বধার্থ শক্তি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। দেখুন যে রুদ্র নহে, সে রুদ্রের পূজার অধিকারী হয় না। এ দৈত্য রুদ্রভক্ত, সুতরাং রুদ্ররূপী; আমি এই রুদ্ররূপী দানবকে হত্যা করিয়া কি গতি প্রাপ্ত হইব? রুদ্রভক্তগণ যদি তিরস্কৃত, প্রবঞ্চিত, শপ্ত, আক্ষিপ্ত কিংবা নিপীড়িত হন, তাহা হইলেও সমগ্র বংশ দগ্ধ হইয়া যায়; হত হইলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব? এ যদি আমাকে যুদ্ধে হত্যা করে করুক; হে কেশব! আমি কিন্তু রুদ্রভক্তের প্রতি

র্যয়ঃ। ব্যনদংশ্চ মহাকায়া দৈত্যা জলধরোপমাঃ॥ ১০৫॥ আসীচ্চ নিশ্চিতং তেষাং জিতমস্মাভিরি-ত্যুত। তারকস্যাপ্যভিপ্রায়ং ভগবান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ॥ ১০৬॥ উময়া সহ সন্ত্যক্ত্বা রথং বৃষভমাবহৎ। ওমিত্যথ জপন্ ব্রহ্মা আকাশং সহসাশ্রিতঃ॥ ১০৭॥ ততস্তং শতসিংহঞ্চ রথং রুদ্রেণ নির্ম্মিতম্। উৎ-ক্ষিপ্য পৃথ্ব্যামাস্ফোট্য চূর্ণয়ামাস তারকঃ॥ ১০৮॥ শূলপাশুপতাদীনি সহসোপস্থিতানি চ। বারয়ামাস গিরিশো ভবঃ সাধ্য ইতি ব্রুবন্॥ ১০৯॥ ততঃ স্ববঞ্চিতং জ্ঞাত্বা রুদ্রেণাত্মানমীর্ষয়া। বিনদন সহসা-ধাবদ্বৃষভস্থং মহেশ্বরম্॥ ১১০॥ ততো জনার্দ্দনো-হধাবচ্চক্রমুদ্যম্য বেগতঃ। বজ্রমিন্দ্রস্তথোদ্যম্য দণ্ডং চাপি যমো নদন্॥ ১১১॥ গদাং ধনেশ্বরঃ ক্রুদ্ধঃ পাশঞ্চ বরুণো নদন্। বায়ুর্ম্মহাঙ্কুশং ঘোরং শক্তিং বহ্নির্ম্মহাপ্রভাম্॥ ১১২॥ নির্ঋতির্নিশিতং খড়্গং রুদ্রাঃ শূলানি কোপিতাঃ। ধনূংষি সাধ্যা দেবাশ্চ পরিঘান্ বসবস্তথা॥ ১১৩॥ বিশ্বেদেবাশ্চ মুষলং চন্দ্রার্কৌ স্বপ্রভামপি। ওষধীশ্চাশ্বিনৌ দেবৌ নাগাশ্চ জ্বলিতং বিষম্॥ ১১৪॥ হিমাদ্রিপ্রমুখাশ্চাপি সমুদ্যম্য মহীধরান্। ভৃশমুন্নদতো দেবান ধাবতো বীক্ষ্য তারকঃ॥ ১১৫॥ নিবৃত্তঃ সহসা পার্থ মহাগজ ইবোন্নদন্। স বজ্রমুষ্টিনাহত্য ভুজে শক্রমশাতয়ৎ॥ ১১৬॥ দণ্ডং যমাদুৎপাদায় মূর্দ্ধ্ন্যাহত্য ন্যপাতয়ৎ। উরসাহত্য সগদং ধনদং তুব্যপাতয়ৎ॥ ১১৭॥ বরুণাৎ পাশমাদায় তেন বদ্ধা ন্যপাতয়ৎ। মহাঙ্কুশেন বায়ুঞ্চ চিরং মূর্দ্ধ্নি জঘান সঃ॥ ১১৮॥ ফুৎকারৈরুদ্ধতং বহ্নিং শময়ামাস তারকঃ। নির্ঋতিং খড়্গমাদায় হত্বা তেন ন্যপাতয়ৎ। ১১৯॥ শূলৈরেব তথা রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ ধনুর্ভিরর্দ্দিতাঃ। পরি-ঘৈরেব বসবো মুষলৈরেব বিশ্বকাঃ॥ ১২০॥ রেণুনাচ্ছাদ্য চন্দ্রার্কৌ বল্মীকস্থাবিবেক্ষিতৌ। মহোগ্রাশ্চৌষধীস্তালৈরশ্বিভ্যাং সোহভ্যবর্ত্তয়ৎ॥১২১ সবিষাশ্চ কৃতা নাগা নির্ব্বিসাঃ পাদকুট্টনৈঃ। পর্ব্বতাঃ পর্ব্বতৈরেব নিরুচ্ছ্বাসা ভৃশং কৃতাঃ॥ ১২২॥ এবং

কূবর ধারণ করিল। তারকাসুর যখন সেই কূবর ধারণ করিল, তখন স্বর্গ-মর্ত্ত্যে সুমহান চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল এবং মহর্ষিগণও মোহাচ্ছন্ন হইলেন। মেঘসম মহাকায় দৈত্যগণ তখন "আমাদিগের জয়-লাভ নিশ্চিত" ইহা ভাবিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভগবান্ শঙ্কর তখন তারকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উমাকে লইয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃষভে আরোহণ করিলেন। আর ব্রহ্মাও ওঙ্কার-উচ্চারণ পূর্ব্বক সহসা আকাশ আশ্রয় করিলেন। তারকাসুরও সেই শতসিংহযোজিত রুদ্ররচিত রথ-খানি উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভূতলে আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে শূল পাশুপতাদি মহাস্ত্র সকল আসিয়া উপস্থিত হইল; পরন্তু শঙ্কর তাহাদিগকে "অপেক্ষা কর" বলিয়া নিবারণ করিলেন। এ দিকে তারকাসুর রুদ্র কর্তৃক আপনাকে প্রবঞ্চিত বোধে মহাক্রোধে পুনরায় সিংহনাদ সহকারে সহসা সেই বৃষভস্থ মহাদেবের প্রতি ধাবিত হইল। তখন বিষ্ণু চক্র লইয়া তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হই-লেন। আর ইন্দ্র বজ্র উদ্যত করিয়া, যম সিংহনাদ সহকারে দণ্ড লইয়া, ধনপতি সক্রোধে গদা লইয়া, বরুণ নিনাদ করিতে করিতে পাশ লইয়া, বায়ু মহান্ অঙ্কুশ লইয়া, নিঋতি নিশিত খড়্গ লইয়া, রুদ্রগণ সকোপে শূল লইয়া, সাধ্যদেবগণ ধনু সজ্জিত করিয়া, বায়ুগণ পরিঘ লইয়া, বিশ্বদেবগণ মুষল লইয়া, চন্দ্র-সূর্য্য নিজ নিজ কিরণ বিস্তার করিয়া, অশ্বিনীকুমার দ্বয় বিশেষ বিশেষ ওষধি লইয়া, নাগগণ সমুজ্জ্বল বিষ লইয়া, এবং হিমালয়প্রমুখ মহীধরগণ পর্ব্বত উদ্যত করিয়া মহা নিনাদ করিতে করিতে সেই তারকের প্রতি ধাবিত হইলেন। হে পার্থ! তারকাসুর ইহা দেখিয়া সহসা মহাগজের ন্যায় গভীর নিনাদ করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং শক্রকে তদীয় বাহুতে বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাত করিয়া পাতিত করিল। যমের নিকট হইতে দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তদীয় মস্তকে আঘাত করিয়া তাহাকে ভূপতিত করিল। গদাধারী ধনপতিকে বক্ষঃপ্রহারে ভূতলে পাতিত করিল। বরুণের পাশ কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাতিত করিল। বায়ুর মহান্ অঙ্কুশ লইয়া তদ্দ্বারা তদীয় মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। ফুৎকার দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নিকে নির্ব্বা-পিত করিয়া ফেলিল। নিঋতির খড়্গ দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে পাতিত করিল। রুদ্রগণকে তাঁহা-দিগের শূলাঘাতে, সাধ্যগণকে তাঁহাদিগের ধনুঃ-প্রহারে, বায়ুগণকে তাঁহাদিগের পরিঘাঘাতে, এবং বিশ্বদেবগণকে তাঁহাদিগের মুষলাঘাতে ভূতল-শায়ী করিল। পরে সেই তারকাসুর ধূলিদ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যকে বল্মীকাকারে পরিণত করিল; তাল বৃক্ষাঘাতে অশ্বিনীকুমারযুগলের মহোগ্র ওষধি ব্যর্থ করিল পদনিষ্পেষণে মহাবিষ নাগগণকে নির্ব্বিষ করিল এবং পর্ব্বতগণকে পর্ব্বতপ্রহারে

তদ্দেবসৈন্তঞ্চ হাহাভূতমচেতনম্। কৃত্বা মুহূর্ত্তাদাধাবচ্চক্রপাণিং তমুন্নদন্॥ ১২৩॥ ততশ্চান্তর্দধে সদ্যঃ প্রহসন্নিব কেশবঃ। কুযোগিন ইব স্বামী সদা বুদ্ধিমতাং বরঃ॥ ১২৪॥ অপশ্যংস্তারকো বিষ্ণুং পুনর্বৃষভবাহনম্। অধাবৎ কুপিতো দৈত্যো মুষ্টিমুদ্যম্য বেগতঃ॥ ১২৫॥ অচিরা গুরিবালক্ষ্যো লক্ষ্যোঽথ ভগবান্ হরিঃ। আবভাষে ততো দেবান্ বাহুমুদ্যম্য চোচ্চকৈঃ॥ ১২৬॥ পলায়ধ্বমহো দেবাঃ শক্তিশ্চেদ্বঃ পলায়িতুম্। বিমূঢা হি বয়ং সর্ব্বে যে বালবচসাগতাঃ॥ ১২৭॥ কিং ন শ্রুতঃ পুরা গীতঃ শ্লোকঃ স্বায়ম্ভুবেন যঃ। যথা বালেষু নিক্ষিপ্তাঃ স্ত্রীষু পণ্ডিতকেষু চ। অপস্মারিষু চৈবাপি সর্ব্বে তে সংশয়ং গতাঃ॥ ১২৮॥ প্রত্যক্ষং তদিদং সর্ব্বমধুনা চাত্র দৃশ্যতে॥ ১২৯॥ অজ্ঞাসিষ্ম পুরৈবৈতদ্রুদ্রভক্তং ন হন্ত্যসৌ। যৎ প্রতিজ্ঞাং নাকারিষ্যন্ স্যান্ন কদনং মহৎ॥ ১৩০॥ অথৈব যদি দৈত্যেন্দ্রং ন নিহন্তি কুবুদ্ধিমান্। মা ভয়ং বো মহাভাগা নিহনিষ্যামি বো রিপূন্॥ ১৩১॥ অদ্য মে বিপুলং বাহ্বোর্বলং পশ্যত দেবতাঃ। দৈত্যাধমং নাশয়ামি মুষ্টিনৈকেন পশ্যত॥ ১৩২॥ ময়া হি দক্ষিণো বাহুর্দত্তশ্চ ভবতাং সদা। রিপূন্ বো নিহনিষ্যামি সত্যং তৎ পরিপালয়ে॥ ১৩৩॥ যেঽম্বরে যে চ পাতালে ভুবি যে চ মহাসুরাঃ। ক্ষণাত্তান্নাশয়িষ্যামি মহাবাতো ঘনানিব॥ ১৩৪॥ এবমুক্ত্বা জগন্নাথো মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্। নিরাযুধস্তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠাদবপ্লুত্যাভ্যধাবত॥ ১৩৫॥ তস্মিন্ ধাবতি গোবিন্দে চচাল ভুবনত্রয়ম্। বিমূর্চ্ছিতমভূদ্বিশ্বং দেবা ভীতিং পরাং যযুঃ॥ ১৩৬॥ ধাবতশ্চাপি কল্পান্তং রুদ্রকল্পস্য তস্য যাঃ। মুখাৎ সমুদ্যযুর্জ্বালাস্তাভিঃ খর্ব্বশতং হতম্॥ ১৩৭॥ ততোঽন্তরিক্ষে বাচশ্চ প্রোচুঃ সিদ্ধাঃ স্বয়ং তদা। জহি কোপং বাসুদেব ত্বয়ি ক্রুদ্ধে ক বৈ জগৎ॥ ১৩৮॥ অনাদৃত্যৈব তদ্বাক্যং ক্রুবন্নান্যৎ করোম্যহম্। আহ্বয়ংশ্চ মহাদৈত্যং ক্রুদ্ধো হরিরধাবত॥ ১৩৯॥ উবাচ বাচং

রুদ্ধশ্বাস করিয়া ফেলিল। ১০২—১২২। এই ভাবে আহত হইয়া সেই দেবসৈন্য তখন হতজ্ঞানে হাহাকার করিতে লাগিল। তারকাসুর আবার সিংহনাদ করিয়া কেশবের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য কেশব তখন হাস্য করিয়া কুযোগীদিগের অভীষ্ট দেবতার ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তারকাসুর বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া সকোপে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া পুনরায় সবেগে বৃষভারূঢ় শঙ্করের প্রতি ধাবিত হইল। ভগবান্ কেশব তখন বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষ্য-লক্ষ্য রূপে বাহু উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদিগের যদি পলায়নের সামর্থ্য থাকে তো পলায়ন কর। তোমরা সকলেই মূর্খ, যেহেতু বালকের কথায় নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। তোমরা পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গীত এই শ্লোকটী কি শুন নাই যে, বালক, স্ত্রী পণ্ডিতমানী ও অপস্মারী ব্যক্তির নিকট যাহা গচ্ছিত করা যায়, তৎসমস্তই সংশয়প্রাপ্ত। এই গীতের সার্থকতা আমরা এই প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি ইহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। উনি রুদ্রভক্তকে মারেন না। উনি যদি প্রতিজ্ঞা না করিতেন, তবে আমাদিগের এ লাঞ্ছনা হইত না। ১২৩—১৩০। অথবা উনি যদি কুবুদ্ধিবশে দৈত্যরাজকে হত্যা না করেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা ভয় করিও না, আমিই তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছি। হে দেবগণ! তোমার অদ্য আমার বিপুল বাহুবল দেখ। দেখ, আমি এক মুষ্ট্যাঘাতেই ঐ দৈত্যাধমকে বিনাশ করিতেছি। আমি তোমাদিগের রিপু বিনাশ করিব বলিয়া দক্ষিণ বাহু দিয়া রাখিয়াছি। অদ্য সেই সত্য পরিপালন করিব! পাতালে ভূতলে গগনতলে যেখানে যত মহাসুর আছে, আমি ক্ষণ মাত্রেই মহাবায়ু যেমন মেঘমালা নিরাস করে, তদ্রূপ বিনাশ করিয়া ফেলিব। জগন্নাথ এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক কোন অস্ত্র না লইয়াই গরুড় হইতে লম্ফ প্রদানে অবতরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। গোবিন্দ ধাবিত হইলে তখন ত্রিভুবন কম্পিত হইল, জগৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইল, এবং দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কল্পান্তকালীন রুদ্রের ন্যায় উগ্রমূর্ত্তিতে ধাবিত হইলে তদীয় মুখ হইতে যে বহ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতেই বহুখর্ব্বসংখ্যক দানব নিহত হইল। সিদ্ধগণ তখন অন্তরীক্ষে থাকিয়া কহিলেন,—"হে গোবিন্দ! কোপ সম্বরণ করুন। আপনি কোপ করিলে এ জগৎ কোন্ ছার!" কিন্তু ক্রুদ্ধ বাসুদেব সেকথা অবহেলা করিয়া "না, আমি আর কিছু করিব না" এই কথা বলিয়া দৈত্যরাজকে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,

সাধূংশ্চ যত্নাৎ পালয়তাং ফলম্। দুষ্টান্ বিনিম্নতাশ্চৈব তৎফলং মম জায়তাম্॥ ১৪০॥ অথাপশ্যন্মহাসেনো রুদ্রং যান্তং চ তারকম্। তারকং চাভিধাবন্তং পুরাণ-পুরুষং হরিম্॥ ১৪১॥ জগচ্চ ক্ষুব্ধমত্যর্থং স্বাং প্রতিজ্ঞাং পুরা কৃতাম্। পশ্চিমাং প্রতিলম্বন্তং ভাস্করং চাপি লোহিতম্॥ ১৪২॥ আকাশবাণীং শৃণ্বংশ্চ কিং স্কন্দ ত্বং বিষীদসি। পশ্চাত্তাপো যদি ভবেৎ কৃত্বা ব্রহ্মবধং ত্বয়ি॥ ১৪৩॥ স্থাপয়েলিঙ্গমীশস্য মোক্ষো হত্যাশতৈরপি। আবিবেশ মহাক্রোধং দিধক্ষুরিব মেদিনীম্॥ ১৪৪॥ অথোৎপ্লুত্য ময়ূরাৎ স প্রহসন্নিব কেশবম্। বাহুভ্যামপ্যুপাদায় প্রোবাচ ভবনন্দনঃ॥ ১৪৫॥ জানামি ত্বামহং বিষ্ণো মহাবুদ্ধি-পরাক্রমম্। ভূতভব্যভবিষ্যাংশ্চ দৈত্যান্ হংস্যপি হুঙ্কৃতৈঃ॥ ১৪৬॥ ত্বমেব হন্তা দৈত্যানাং দেবানাং পরিপালকঃ। ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চ ত্বমেষ তে রচিতোঽঞ্জলিঃ॥ ১৪৭॥ ক্ষণার্দ্ধং পশ্য মে বীর্য্যং ভাস্করো লোহিতায়তে। এবং প্রণম্য স্কন্দেন বাসুদেবঃ প্রসাদিতঃ॥ ১৪৮॥ বিরোষোঽভূত্তমালিঙ্গ্য বচনং কেশবোঽব্রবীৎ। সনাথস্ত্বদ্য ধর্ম্মোঽয়ং সুরাশ্চৈব ত্বয়া গুহ॥ ১৪৯॥ স্মরাত্মানং যদর্থং ত্বমুৎপন্নোঽসি মহেশ্বরাৎ। সাধূনাং পালনার্থায় দুষ্টসংহরণায় চ। সুরবিপ্রকৃতে জন্ম জীবিতঞ্চ মহাত্মনাম্॥ ১৫০॥ রুদ্রস্য দেব্যা গঙ্গায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ তেজসা। স্বাহাবহ্নেশ্চ জাতস্ত্বং তত্তেজঃ সফলীকুরু। সাধূনাঞ্চ কৃতে যস্য ধনং বীর্য্যঞ্চ সম্পদঃ॥ ১৫১॥ সফলং তস্য তৎসর্ব্বং নান্যথা রুদ্রনন্দন॥ ১৫২॥ অদ্য ধর্ম্মশ্চ দেবাশ্চ গাবঃ সাধ্যাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ। নন্দন্তু তব বীর্য্যেণ প্রদর্শয় নিজং বলম্॥ ১৫৩॥ স্কন্দ উবাচ। যা গতিঃ শিবত্যাগেন ত্বত্ত্যাগেন চ কেশব। তাং গতিং প্রাপ্নুয়াং ক্ষিপ্রং হন্মি চেন্ন হি তারকম্॥ ১৫৪॥ যা গতিঃ শ্রুতিত্যাগেন সাধ্বীভার্য্যাতিপীড়নাৎ সাধূনাঞ্চ পরিত্যাগাদ্বৃথা জীবিতসাধনাৎ নিষ্ঠুরস্য গতির্যা চ তাং গতিং যামি কেশব॥ ১৫৫। ইত্যুক্তে সুমহান্নাদঃ সম্প্রজজ্ঞে দিবৌকসাম্। প্রশশংসুর্গুহং কেচিৎ কেচিন্নারায়ণং প্রভুম্॥ ১৫৬॥

আমি এতকাল সযত্নে সাধুগণের পালন করিয়াছি, আর দুষ্টদিগকে বিনাশ করিয়াছি, অদ্য তাহার ফল লাভ হউক। ১৩১—১৪০। মহাসেন কুমার তখন দেখিলেন যে, রুদ্র দেবের দিকে তারকাসুর ধাবিত হইতেছে। পুরাণ পুরুষ হরি, তারকের দিকে ধাবিত হইয়াছেন, জগৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে; ভাস্করও পশ্চিম গগনে লোহিতাকারে বিলম্বিত হইতেছেন; অথচ স্বীয় প্রতিজ্ঞাও পালন করা হয় নাই। আর, তিনি তখন আকাশবাণীও শুনিতে পাইলেন যে, "হে স্কন্দ! তুমি বিষণ্ণ হইতেছ কেন? ব্রহ্মবধ করিয়া যদি তোমার অনুতাপ জন্মে, তবে তুমি মহেশ্বরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিও, তাহাতে শত হত্যা হইতেও মুক্তিলাভ হইবে। তখন স্কন্দের মহান্ ক্রোধ জন্মিল। সেই ভবনন্দন ক্রোধে যেন মেদিনীকে দগ্ধপ্রায় করিয়া ময়ূর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বাহুদ্বয় দ্বারা কেশবকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—হে কেশব! আমি আপনাকে জানি, আপনি মহাবুদ্ধি, মহাপরাক্রমশালী। হুঙ্কার দ্বারা আপনি অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত দানবগণকেই বিনাশ করিতে পারেন। আপনিই দৈত্যগণের হন্তা, দেবগণের পরিপালক এবং ধর্ম্মের সংস্থাপক। আমি আপনাকে এই হাতযোড় করিতেছি; ভাস্কর রক্তবর্ণ হইয়াছেন, আপনি ক্ষণার্দ্ধকাল আমার বীর্য্য দেখুন। স্কন্দ প্রণামসহকারে এইরূপ অনুনয়-বিনয় করিলে বাসুদেব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং স্কন্দকে কহিলেন,—হে গুহ! আপনার দ্বারা অদ্য ধর্ম্ম ও দেবগণ সনাথ হইলেন। আপনি যে জন্য মহেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন, তাহা স্মরণ করুন। মহাত্মাদিগের জন্ম ও জীবন, সাধুগণের পালন, দুষ্টগণের শাসন ও দেবব্রাহ্মণাদির হিতবিধান নিমিত্তই হইয়া থাকে। রুদ্র, গঙ্গাদেবী, কৃত্তিকাগণ, স্বাহা ও বহ্নি,—ইঁহাদিগের তেজে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই তেজের সাফল্য করুন। হে রুদ্রনন্দন! ধন বীর্য্য ও সম্পদ্ যদি সাধুগণের হিতসাধনে নিয়োজিত হয়, তবেই তাহাকে সফল বলা যায়; নচেৎ উহা বিফল। অদ্য আপনার বীর্য্যে ধর্ম্ম, দেব, গো, সাধ্য ও ব্রাহ্মণগণ আনন্দ লাভ করুক; আপনি নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করুন। ১৪১—১৫৩। স্কন্দ কহিলেন,—হে কেশব! আমি যদি অদ্য তারককে নিহত না করি, তবে শিবত্যাগে এবং আপনার ত্যাগে যে গতি হইয়া থাকে আমার যেন সেই গতি লাভ হয়। স্কন্দ এই কথা কহিলে দেবগণমধ্যে সুমহান্ সিংহনাদ হইতে লাগিল। কেহ গুহকে প্রশংসা করিতে

ততস্তার্ক্ষ্যং সমারুহ্য হরিস্তস্মিন্মহারণে। তাম্রচূড়ং মহাসেনস্তারকং চাপ্যধাবতাম্ ॥১৫৭॥ লোহিতাম্বরসংবীতো লোহিতস্রগ্বিভূষণঃ। লোহিতাক্ষো মহাবাহুর্হিরণ্যকবচঃ প্রভুঃ ॥ ১৫৮॥ ভুজেন তোলয়ন্ শক্তিং সর্ব্বভূতানি কম্পয়ন্। প্রাপ্য তং তারকং প্রাহ মহাসেনো হসন্নিব ॥ ১৫৯॥ তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুদুর্ব্বুদ্ধে জীবতং তে ময়ি স্থিতম্। সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো দুর্ল্লভঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥১৬০॥ যত্তে সুনিষ্ঠুরত্বং চ ধর্ম্মে দেবেষু গোষু চ। তস্য তে প্রহরাম্যদ্য স্মর শস্ত্রং সুশিক্ষিতম্ ॥ ১৬১॥ এবমুক্তে গুহেনাথ নিবৃত্তস্যাস্য ভারত। তারকস্য শিরোদেশাৎ কাপি নারী বিনির্যযৌ ॥ ১৬২॥ তেজসা ভাসয়ন্তী তমধ ঊর্দ্ধং দিশো দশ। দৃষ্ট্বা নারীং গুহঃ প্রাহ কাসি কস্মাচ্চ নির্গতা ॥ ১৬৩॥ নার্য্যুবাচ। অহং শক্তিরুপাখ্যাতা ভূতলেষু সদা স্থিতা। ধনেন দৈত্যরাজেন মহতা তপসার্জ্জিতা ॥ ১৬৪॥ সুরেষু সর্ব্বেষু বসামি চাহং বিপ্রেষু শাস্ত্রার্থরতেষু চাহম্। সাধ্বীষু নারীষু তথা বসামি বিনা গুণান্নাস্মি বসামি কুত্রচিৎ ॥ ১৬৫॥ তদস্য পুণ্যসঙ্ঘস্য সম্প্রাপ্তোহদ্যাবধির্গুহ। তদেনং ত্যজ্য যাস্যামি জহ্যেনং বিশ্বহেতবে ॥ ১৬৬॥ তস্যাং ততো নির্গতায়াং দৈত্যশীর্ষং ব্যকম্পয়ৎ। কম্পিতং চাস্য তদ্দেহং গতবীর্য্যোহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১৬৭॥ এতস্মিন্নন্তরে শক্তিং সোহক্ষিপদ্গিরিজাত্মজঃ। উল্কাজালা বিমুঞ্চন্তীমতিসূর্য্যাগ্নিসপ্রভাম্ ॥ ১৬৮॥ কল্পান্তোবিসমুন্নাদাঃ দিধক্ষন্তীং জগদ্‌যথা। তারকস্যান্তকালায় অভাগ্যস্য দশামিব ॥ ১৬৯॥ দারণীং পর্ব্বতানাং চ সর্ব্বসত্ত্বলাধিকাম্। উৎক্ষিপ্য তাং বিনদ্যোচ্চৈরমুঞ্চৎ কুপিতো গুহঃ ॥১৭০॥ ধর্ম্মশ্চেদ্বলবাঁল্লোকে ধর্ম্মো জয়তি চেৎ সদা। তেন সত্যেন দৈত্যোহয়ং প্রলয়ং যাত্বিতীরয়ন্ ॥ ১৭১ ॥ সা কুমারভুজোৎসৃষ্টা দুর্নিবার্য্যা দুরাসদা। বিভেদ হৃদয়ং চাস্য ভিত্ত্বা চ ধরণীং গতা ॥ ১৭২॥ নিঃসৃত্য জলকল্লোলপঙ্ক্তিকা স্পন্দমাযযৌ। স চ সন্তাড়িতঃ শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়োঽসুরঃ। নাদয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং পপাতাধোমুখো মৃতঃ ॥ ১৭৩ ॥ এবং প্রতাপ্য

লাগিল, কেহ বা কেশবের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তখন হরি গরুড়ে এবং কুমার কুক্কুটে আরোহণ করিয়া তারকের প্রতি ধাবিত হইলেন। লোহিতাম্বরপরিধান, লোহিতমাল্যভূষণ, লোহিতাক্ষ, হিরণ্যকবচধর, প্রভু মহাসেন বাহুদ্বারা শক্তি উত্তোলন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"ওহে সুদুর্ব্বুদ্ধি দানব! তিষ্ঠ তিষ্ঠ; তোমার জীবন আমারই হাতে। এই দুর্লভ, সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক লোক ভালরূপ দেখিয়া লও। তুমি যে ধর্ম্ম-গো-দেবতাগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ, তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ অদ্য তোমাকে প্রহার করিব; তুমি সুশিক্ষিত অস্ত্র সকল স্মরণ কর। ১৫৪—১৬১। হে ভারত! গুহ এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর তারকের শিরোদেশ হইতে এক রমণী নির্গত হইল। সেই রমণীর দেহ কান্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুহ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কে? কেনই বা তারক-শরীর হইতে নির্গত হইলে? নারী কহিলেন,—হে গুহ! আমার নাম শক্তি, আমি সতত ভূতলে অবস্থান করি। এই দৈত্যরাজ, মহা তপস্যা দ্বারা আমাকে অর্জ্জন করিয়াছিল। আমি সমস্ত দেবগণে, শাস্ত্রার্থজ্ঞ বিপ্রজনে এবং সাধ্বী নারীতে বাস করিয়া থাকি। গুণ না থাকিলে আমি তথায় বাস করি না। হে কুমার! অদ্য এই দানবরাজের পুণ্যপুঞ্জের শেষ হইয়াছে, সেই জন্যই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। এক্ষণে আপনি ইহাকে জগতের হিতবিধানার্থ সংহার করুন। সেই রমণী বহির্গত হইয়া গেলে দৈত্যরাজের মস্তক ও দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সে তখন বীর্য্যহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে গিরিজানন্দন গুহ কুপিত হইয়া তারকের অন্তবিধানার্থ সেই জাজ্বল্যমান-উল্কামোক্ষণকারিণী সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভা, পর্ব্বতবিদারণক্ষমা, সর্ব্বাধিকদৃঢ়া, কল্পান্তসাগরবৎ গভীর শব্দকারিণী মহতী শক্তি লইয়া উচ্চ সিংহনাদ সহকারে তারকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অভাগ্যের দশার ন্যায় সেই শক্তি যেন জগৎ দগ্ধ করিতেই যাইতে লাগিল। গুহ শক্তি নিক্ষেপকালে কহিলেন যে, লোকে যদি ধর্ম্ম বলবান্ হয়, এবং ধর্ম্মেরই যদি জয় নিরূপিত থাকে, তবে সত্যের মহিমায় এই শক্তিপ্রহারে দৈত্যরাজ প্রলয় প্রাপ্ত হউক। ১৬২—১৭১। কুমারভুজনিক্ষিপ্ত অনিবার্য্য দুর্দ্ধর্ব শক্তি অস্ত্র, তখন তারকাসুরের হৃদয় ভেদপূর্ব্বক ধরণীতল বিদারণ করিয়া পুনরায় গুহের করগত হইল। সেই বিদীর্ণ ভূতল হইতে তখন জলকল্লোল উত্থিত হইল। সেই দৈত্যও শক্তিপ্রহারে ভিন্নহৃদয় হইয়া দারুণ চীৎকারে সমগ্র পৃথিবী নিনাদিত করিয়া অধোমুখে পতিত হইয়া

লোক্যং নির্জ্জিত্য বহুশঃ সুরান্। মহারণে মারেণ নিহতঃ পার্থ তারকঃ ॥১৭৪॥ এতস্মিন্নিহতে ত্যে প্রহর্ষং বিশ্বমাযযৌ ॥ ১৭৫ ॥ ববুর্বাতাস্তথা ণ্যাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ। জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ ান্তা দিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ পুনঃ স্কন্দ- হ প্রহৃষ্টঃ কেশবোঽব্রবীৎ। স্কন্দ স্কন্দ মহাবাহো াণো নাম বলাত্মজঃ ॥ ১৭৭ ॥ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতমাদায় বসঙ্ঘান্ প্রবাধতে। সোঽধুনা তে ভয়াদ্বীর লায়িত্বা নগং গতঃ। জহি তং পাপসঙ্কল্পং ক্রৌঞ্চস্থং শক্তিবেগতঃ ॥ ১৭৮ ॥ ততঃ ক্রৌঞ্চং হাতেজা নানাব্যালবিনাদিতম্। শক্ত্যা বিভেদ ভির্বৃক্ষৈর্জীবৈশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ১৭৯ ॥ তত্র ব্যাল- হস্রাণি দৈত্যকোট্যযুতং তথা। দদাহ বাণং চ রিং ভিত্ত্বা শক্তির্মহারবা ॥ ১৮০ ॥ অদ্যাপি ছিদ্রং ৎ পার্থ ক্রৌঞ্চস্থ পরিবর্ত্ততে ॥ ১৮১ ॥ যেন হংসাশ্চ ক্রৌঞ্চাশ্চ মানসায় প্রযান্তি চ। হত্বা বাণং মহাশক্তিঃ নঃ স্কন্দং সমাগতা। প্রত্যাযাতি মনঃ সাধোরাহৃতং প্রহিতং তথা ॥১৮২॥ ততো হরীন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রশু... নৃর্ত্তুশ্চ রম্ভাপ্রমুখাঃ বরাঙ্গনাঃ। বাদ্যানি সর্ব্বাণি চ বাদয়ন্তস্তং সাধুসাধ্বিত্যমরা জগুর্ভৃশম্ ॥ ১৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারকৃততারকবধ ক্রৌঞ্চদারণ বর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্যুগ্রস্ত হইল। হে পার্থ! তারকাসুর এইরূপে ত্রলোক সন্তাপিত এবং সুরগণকে বহুবার রাজিত করিয়া মহারণে কুমার কর্তৃক নিহত ইয়াছিল। সেই দৈত্য নিহত হইলে সমগ্র জগ- তর হর্ষ জন্মিল। তৃপ্তিকর বায়ু প্রবাহিত হইতে াগিল; দিবাকর সুপ্রকাশ হইলেন; অগ্নি সকল প্রশান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল। আর দিকে দিকে য উদ্বেগজনক শব্দ হইতেছিল, তাহাও নিবৃত্ত ইয়া গেল। তখন শক্রনাশী কেশব স্কন্দকে কহিলেন,—"স্কন্দ, হে স্কন্দ! বলাসুরসুত বাণাসুর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে থাকিয়া দেবগণকে উৎপীড়ন করে, হ মহাবাহো! এক্ষণে সে আপনার ভয়ে পলায়ন রিয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছে; আপনি সেই ক্রৌঞ্চপর্ব্বতবাসী পাপচেতা মহাসুরকে শক্তি- প্রহারে সংহার করুন। এই কথা শুনিয়া মহা- তজা কুমার সেই বহুবৃক্ষাচ্ছন্ন, নানাবিধ জীবপূর্ণ ও বিবিধ হিংস্র-জীবাকীর্ণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে শক্তি ারা ভেদ করিলেন। কুমারক্ষিপ্তা সেই মহতী শক্তি মহাশব্দে সেই পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া সহস্র হস্র হিংস্র জন্তু ও অযুত কোটি দৈত্যসহ সেই াণাসুরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হে পার্থ! ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে অদ্যাপি সেই শক্তিপ্রহারজনিত ছিদ্র বদ্যমান আছে। সেই ছিদ্রপথে হংস-ক্রৌঞ্চগণ ানস সরোবরে গমন করিয়া থাকে। সেই শক্তি বাণাসুরকে হত্যা করিয়া পুনরায় স্কন্দের হস্তে ফিরিয়া আসিল। উহা সাধুজনের মনের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়াও পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। পরে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কুমারকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; রম্ভাপ্রমুখ প্রধান প্রধান অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল; আর অমর সকলে সমস্ত বাদ্য বাদন সহকারে উচ্চরবে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ১৭২—১৮৩।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততস্তং গিরিবর্ষ্মাণং পতিতং বসুধোপরি। আলিঙ্গিতমিব পৃথ্ব্যা গুণিন্যা গুণিনং যথা ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা দেবা বিস্মিতাস্তে জয়ং জগুস্তথা মুহুঃ। কেচিৎ সমীপমাগন্তং বিভ্যতি ত্রিদিবৌ- কসঃ ॥ ২ ॥ উত্থায় তারকো দৈত্যঃ কদাচিন্নো নিহন্তি চেৎ। তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বসুধামণ্ডলে গুহঃ ॥ ৩ ॥ আসীদ্দীনমনাঃ পার্থ শুশোচ চ মহামতিঃ। স্তবনঞ্চাপি দেবানাং বারয়িত্বা বচোঽব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ শোচ্যং পার্তকিনং মাং চ সংস্তবধ্বং কথং সুরাঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—দেবগণ তখন সেই পর্ব্বত- তুল্যকায়, ভূপতিত, গুণবতী রমণী কর্তৃক গুণী ব্যক্তির ন্যায় ধরণী কর্তৃক আলিঙ্গিতবৎ তারকা- সুরকে দেখিয়া বিস্মিত মনে মুহুর্মুহুঃ জয় গান করিতে লাগিলেন। তখনও কোন কোন দেবতা "পাছে আবার উঠিয়া প্রহার করে" এই ভয়ে সেই তারকাসুরের নিকটে যাইতে ভয় পাইতে লাগিলেন। হে পার্থ! তারকাসুরকে সেই ভাবে ভূতলে পতিত দেখিয়া মহামতি কুমার বিষণ্ণ মনে শোক করিতে লাগিলেন। তিনি তখন দেবগণকে স্তুতিবাদে বারণ করিয়া কহিলেন,—হে সুরগণ!

পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা প্রাকৃতোঽহসৌ ন কীর্ত্ত্যতে ॥৫॥ স তু রুদ্রাংশজঃ প্রোক্তস্তস্য ত্রহ্মন্ রুদ্রবৎ। স্বায়ম্ভুবেন গীতশ্চ শ্লোকঃ সংশ্রূয়তে তথা ॥ ৬ ॥ বীরং হি পুরুষং হত্বা গোসহস্রেণ মুচ্যতে। যথা কথঞ্চিৎ পুরুষো ন হন্তব্যস্ততো বুধৈঃ ॥ ৭ ॥ পাপশীলস্য হননে দোষো যদ্যপি নাস্তি চ। তথাপি রুদ্রভক্তোঽয়ং সংস্মরন্নিতি শোচিমি ॥ ৮ ॥ তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কিঞ্চন। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যতোঽপি মহদর্জ্জিতম্ ॥ ৯ ॥ ইতি সংশোচতস্তস্য শিবপুত্রস্য ধীমতঃ। বাসুদেবো গুরুঃ পুংসাং দেবমধ্যে বচোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চেতিহাসাঃ পুরাণঞ্চ শিবাত্মজ। প্রমাণং চেত্ততো দুষ্টবধে দোষো ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥ স্বপ্রাণান যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ পুমান্। তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয়ো যদ্দোষাদ্যাত্যধঃ পুমান্ ॥ ১২ ॥ অন্নাদে ভ্রূণহা মাষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী। গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্ ॥ ১৩ ॥ পাপিনং পুরুষং যো হি সমর্থো ন নিহন্তি চ। তস্য তাবন্তি পাপানি তদর্দ্ধং সোঽপ্যবাপ্নুতে ॥ ১৪ ॥ পাপিনো যদি বধ্যন্তে নৈব পালনসংস্থিতৈঃ। ততোঽয়মক্ষমো লোকঃ কং যাতি শরণং গুহ ॥ ১৫ ॥ কথং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ত্তন্তে বিশ্বধারকাঃ। তস্মাত্ত্বয়া পুণ্যমাপ্তং ন চ পাপং কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥ অথ চেদ্ রুদ্রভক্তেষু বহুমানস্তব প্রভো। তত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং মহোত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ আজন্মসম্ভবৈঃ পাপৈঃ পুমান যেন বিমুচ্যতে। আকল্পান্তঞ্চ বা যেন রুদ্রলোকে প্রমোদতে ॥ ১৮ ॥ কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য স্কন্দ প্রজায়তে। রুদ্রারাধনতোঽন্যচ্চ প্রায়শ্চিত্তং পরং ন হি ॥ ১৯ ॥ ন যস্যালমপি ব্রহ্মা মহিমানং বিবর্ণিতুম্। শ্রুতিশ্চ ভীতা যং বক্তি কিং তস্মাৎ পরমং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ অকাণ্ডে যচ্চ ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়োদ্যুক্তং হলাহলম্। কণ্ঠে দধার শ্রীকণ্ঠঃ কস্তস্মাৎ পরমো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ দুঃখতাণ্ডবদীনোঽভূদণ্ডসঙ্কীর্ণমানসঃ। মারমারশ্চ যো দেবঃ কস্তস্মাৎ

আমি পাতকী, শোকার্হ; সুতরাং আপনারা আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? যে ব্যক্তি পাঁচজন লোকেরও ভরণ-পোষণ করে, তাহাকে সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গণনা করা উচিত নহে। এই দৈত্য রুদ্রাংশ; ইহার হিংসা করিয়া আমি রুদ্রদ্বেষী হইয়াছি। স্বায়ম্ভুবগীত এইরূপ শ্লোক শুনা যায় যে, একজন বীরপুরুষকে হত্যা করিলে সহস্র গোদানে তৎপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এজন্য কোন ব্যক্তিকেই হত্যা করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্ত্তব্য নহে। যদিও পাপাচারীর হননে দোষ নাই বটে, কিন্তু এই দানব রুদ্রভক্ত। ইহা স্মরণে আমার শোক জন্মিতেছে। অতএব এক্ষণে আমি ইহার কোনপ্রায়শ্চিত্ত শুনিতে চাই। যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সুমহৎ পাপও অপগত হয়। ১—৯। ধীমান্ শিবনন্দন দেবগণ মধ্যে এইরূপে শোক করিতে থাকিলে জনগণের অজ্ঞানরাশিবিনাশী বাসুদেব কহিলেন,—হে শিবনন্দন! যদি শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তবে দুষ্টের বধে দোষ নাই। যে নির্দ্দয় ব্যক্তি পরপ্রাণ দ্বারা নিজের প্রাণের পোষণ করে, তাহাকে বধ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর; যেহেতু সে জীবিত থাকিয়া নিজ দোষে আরও অধঃপাতে যাইত; তাহার নিবৃত্তি করা হয়। গর্ভপাতকারী অন্নদাতার, অপচারিণী পত্নী পতির, শিষ্য ও যজমান গুরুর এবং চোর রাজার নিকট কৃতপাপের বিহিত প্রতিবিধান প্রাপ্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি পাপী পুরুষকে হত্যা না করে, সেই পাপীর যত পাপ, সেই ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়; হে গুহ! পালকগণ কর্ত্তৃক যদি পাপীরা শাসিত না হয়, তবে এই অসমর্থ লোক সকল কাহার আশ্রয় লইবে? বিশ্বধারক যজ্ঞ এবং বেদ সকলই বা কেমন করিয়া থাকে? অতএব আপনি তারকাসুরকে হত্যা করিয়া পুণ্যই প্রাপ্ত হইয়াছেন; কদাচ পাপভাগী হন নাই। আর হে প্রভো! রুদ্রভক্ত যদি আপনার সবিশেষ সম্মানপাত্র হয়, তবে সে বিষয়েও আমি অত্যুত্তম প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি,—যাহার অনুষ্ঠানে পুরুষ আজন্মকৃত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়; এবং যাহার ফলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত রুদ্রলোকে বাস করিতে পারে। হে স্কন্দ! পাপানুষ্ঠান করিলে যাহার অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষে রুদ্রারাধনার ন্যায় আর কোনও উত্তম প্রায়শ্চিত্ত নাই। ব্রহ্মাণ্ড যাহার মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারেন না; আর শ্রুতিও সম্যক্ বর্ণনে সামর্থ্যাভাব নিবন্ধন ভয়ে, ভয়ে যাহার কীর্ত্তন করেন; তদপেক্ষা আর কোন্ কার্য্য উত্তম? যিনি জগতের দুঃখদর্শনে দীনবেশে তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডের হিত বিধান চিন্তায় যাঁহার চিত্ত সতত

পরমো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ বিয়দ্ব্যাপী সুরসরিৎপ্রবাহো বিপ্রুষাকৃতিঃ। বভূব যস্য শিরসি কস্তস্মাৎ পরমো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ যজ্ঞাদিকাশ্চ যে ধর্ম্মা বিনা যস্যার্চ্চনং বৃথা। দক্ষোহত্র সত্যদৃষ্টান্তঃ কস্তস্মাৎ পরমো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ ক্ষৌণী রথো বিধির্যন্তা শরোঽহং মন্দরো ধনুঃ। রথাঙ্গে চাপি চন্দ্রার্কৌ যুদ্ধে যস্য চ ত্রৈপুরে ॥ ২৫ ॥ আরাধনং তস্য কেচিদ্‌যোগমার্গেণ কুর্ব্বতে। দুঃখসাধ্যং হি তত্তেষাং নিত্যং শূন্যমনা সতাম্ ॥ ২৬ ॥ তস্মাত্তস্যার্চ্চয়েল্লিঙ্গং ভুক্তিমুক্তী য ইচ্ছতি। সৃষ্ট্যাদৌ লিঙ্গরূপী স বিবাদো মম ব্রহ্মণঃ ॥ ২৭ ॥ অভূদ্‌যস্য পরিচ্ছেদে নালমাবাং বভূবিব। চরাচরং জগৎ সর্ব্বং যতো লীনং সদাত্র চ ॥ ২৮ ॥ তস্মাল্লিঙ্গমিতি প্রোক্তং দেবৈ রুদ্রস্য ধীমতঃ। তোয়েন স্নাপয়েল্লিঙ্গং শ্রদ্ধয়া শুচিনা চ যঃ ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং তেনেদং তর্পিতং জগৎ। পঞ্চামৃতেন তল্লিঙ্গং স্নাপয়েদ্‌যশ্চ বুদ্ধিমান্। তর্পিতং তেন বিশ্বং স্যাৎ সুধয়া পিতৃভিঃ সমম্ ॥ ৩০ ॥ পুষ্পৈরভ্যর্চ্চয়েল্লিঙ্গং যথাকালোদ্ভবৈশ্চ যঃ ॥ ৩১ ॥ তেন সম্পূজিতং বিশ্বং সকলং নাত্র সংশয়ঃ। নৈবেদ্যং তত্র যো দদ্যাল্লিঙ্গস্যাগ্রে বিচক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥ ভোজিতং তেন বিশ্বং স্যাল্লিঙ্গস্যৈবং ফলং মহৎ। কিমত্র বহুনোক্তেন স্বল্পং বা যদি বা বহু ॥ ৩৩ ॥ লিঙ্গস্য ক্রিয়তে যচ্চ তৎ সর্ব্বং বিশ্বপ্রীতিদম্। তচ্চ লিঙ্গং স্থাপয়েদ্‌যঃ শুচৌ দেশে সুভক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥ স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে প্রমোদতে। যন্নিত্যং যজতো যজ্ঞৈঃ ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৫ ॥ তচ্চ স্থাপয়তো লিঙ্গং শিবস্য শুভলক্ষণম্। যথাগ্নিঃ সর্ব্বদেবানাং মুখং স্কন্দ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ৩৬ ॥ তথৈব সর্ব্বজগতাং মুখং লিঙ্গং ন সংশয়ঃ। প্রারব্ধান্মুচ্যতে পাপৈঃ সর্ব্বজন্মকৃতৈরপি ॥ ৩৭ ॥ অতীতঞ্চ তথাগামি কুলানাং তারয়েচ্ছতম্। মৃন্ময়ং কাষ্ঠনিষ্পন্নং পক্বেষ্টং শৈলমেব চ ॥ ৩৮ ॥ কৃতমায়তনং দদ্যাৎ ক্রমাচ্ছতগুণং ফলম্। কলশং তত্র চারোপ্য একবিংশৎ-

---

ব্যাকুল, আর যিনি দুর্জ্জয় কামকেও বিনাশিত করিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ আছে? যাঁহার মস্তকে গগনব্যাপী গঙ্গাপ্রবাহ সামান্য জল বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ? যাঁহার অর্চ্চনা ব্যতীত যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই নিষ্ফল,—এ বিষয়ে দক্ষই যাঁহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, তদপেক্ষা কে আর প্রধান আছে? যিনি কণ্ঠে সহসা ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে উদত্য হলাহল ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ আছে? ত্রিপুরাসুরসহ যুদ্ধকালে যাঁহার পৃথিবী রথ, বিধাতা সারথি, আমি বাণ, মন্দরগিরি ধনু, এবং চন্দ্র-সূর্য্য রথচক্র হইয়াছিল; কেহ কেহ যোগমার্গ দ্বারা সেই মহাদেবের আরাধনা করেন। পরন্তু তাঁহাদিগের সেই উপাসনা দুঃখসাধ্য; উহাতে নিয়ত শূন্য-ভাবের উপাসনা করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি ভুক্তি-মুক্তি কামনা করে, তাহার পক্ষে তদীয় লিঙ্গার্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য। সৃষ্টির আদিকালে তিনি লিঙ্গরূপী ছিলেন। তখন সেই লিঙ্গের সীমা বিষয়ে আমার ও ব্রহ্মার মহাবিবাদ বাধিয়াছিল। পরন্তু আমরা তাঁহার সীমা দেখিতে সমর্থ হই নাই। ইহাতে চরাচর জগৎ সতত লীন হয়। এই জন্যই সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে দেবগণ লিঙ্গ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যে মানব শুচি ভাবে জলদ্বারা লিঙ্গকে স্নান করায় তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ তর্পিত হয়। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পঞ্চামৃত দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করায়, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণসহ সমগ্র জগৎ অমৃত দ্বারা তর্পিত হয়। যে ব্যক্তি যথাকাল-সমুৎপন্ন পুষ্প দ্বারা লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তৎকর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ সম্পূজিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে বিচক্ষণ মানব লিঙ্গাগ্রে নৈবেদ্য দান করে, তৎকর্ত্তৃক জগৎকে ভোজিত করা হয়। লিঙ্গের এবম্বিধ মহৎ ফল। এ সম্বন্ধে অনেক আর কি বলিব? অল্পই হউক আর অধিকই হউক, লিঙ্গের যাহা কিছু পরিচর্য্যা করা যায়, তাহাই জগতের প্রীতি-সাধক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শুচি স্থানে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে যাইয়া সানন্দে বাস করিতে পারে। মনীষিগণ নিত্য যাগানুষ্ঠানে যে ফল কীর্ত্তন করেন, শুভলক্ষণ লিঙ্গ স্থাপন করিলেও সেই ফল লাভ হয়। হে স্কন্দ! অগ্নি যেমন সমস্ত দেবতার মুখস্বরূপ, লিঙ্গও তেমনি সর্ব্বজগতের মুখস্বরূপ; এ বিষয়ে সংশয় নাই। মৃন্ময় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দান করিলে মানব শতজন্মকৃত প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ শত পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে পারে। কাষ্ঠনির্ম্মিত, পক্ক ইষ্টকারচিত কিংবা পাষাণকৃত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দান করিলে যথাক্রমে শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়। সেই মন্দিরে যদি কলশ

॥ ৩৯ ॥ আকল্পান্তং রুদ্রলোকে মোদতে রুদ্রবৎ সুখী। এবংবিধফলং লিঙ্গমতো ভূয়োহপ্যধো ন হি ॥ ৪০ ॥ তস্মাদত্র মহাসেন লিঙ্গং স্থাপিতুমর্হসি। যদুক্তমেতদশ্লীলং যদি কিঞ্চন চাত্র চেৎ ॥৪১॥ তদ্‌ব্রবীতু মহাসেন স্বয়ং সাক্ষী মহেশ্বরঃ। এবং বদতি গোবিন্দে সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ৪২ ॥ মহাদেবো হ্যথালিঙ্গ্য স্কন্দং বচনমব্রবীৎ। যত্ত্বমস্মম ভক্তেষু প্রকরোতি কৃপাং পরাম্ ॥ ৪৩ ॥ তেনাপি পরমা প্রীতির্মম জাতা তবোপরি। কিন্তু যদ্ভগবানাহ বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥ ৪৪ ॥ তত্তথা নান্যথা কিঞ্চিদত্র প্রোক্তং হি বিষ্ণুনা। যো হ্যহং স হরির্জ্ঞেয়ো যো হরিঃ সোহহমিত্যুত ॥ ৪৫ ॥ নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদ্দীপয়োরিব সুব্রত। এনং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যোহন্বেত্যেনং স মামনুগঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি স্কন্দ বিজানাতি স মদ্ভক্তোহন্যথা ন হি ॥ ৪৭ ॥ স্কন্দ উবাচ। এবমেবাস্মি জানামি ত্বাঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ শঙ্কর ॥ যচ্চ লিঙ্গকৃতে প্রাহ হরির্মাং ধর্ম্মবৎসলঃ। যে বাণী তারকবধে এবমেব পুরাহ মাম্ ॥ ৪৯ ॥ লিঙ্গ সংস্থাপয়িষ্যামি সর্ব্বপাপাপহং ততঃ। একং য প্রতিজ্ঞা মে গৃহীতাস্য বধায় চ ॥ ৫০ ॥ দ্বিতীয়ং য নিঃসত্ত্বস্ত্যাক্তঃ শক্ত্যাসুরোহভবৎ। তৃতীয়ং য নিহতো হত্যাপাপোপশান্তিদম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্ত বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় প্রাহ পাবকিঃ। ত্রীণি লিঙ্গা শুদ্ধানি শীঘ্রং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৫২ ॥ বচনাদ্বাহুলেয় নির্ম্মমে দেববর্দ্ধকিঃ। ত্রীণি লিঙ্গানি শুদ্ধা ন্যবেদয়ত তানি চ ॥ ৫৩ ॥ ততো ব্রহ্মাদিভিঃ সা বিষ্ণুনা শঙ্করেণ চ। পূর্ব্বং সংস্থাপয়ামাস পশ্চিমায়া দূরতঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রতিজ্ঞেশ্বরমিত্যেব লিঙ্গং পর শোভনম্। অষ্টম্যাং বহুলে চাত্র চৈত্রে স্না উপোষ্য চ ॥ ৫৫ ॥ পূজাঞ্চ জাগরং কৃত্বা মুচে পাকুষাপাপতঃ ॥ ইত্যাহ স্কন্দপ্রীত্যর্থং স্বয়ং ত মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ ততো দ্বিতীয়ং লিঙ্গন্তু বহ্নিকোণ শ্রিতং তথা। স্থাপয়ামাস সরসো যত্র শক্তির্বিনির্যযৌ ৫৭ ॥ কপালেশ্বরমিত্যেব লিঙ্গং পাপাপহং শুভম্

আরোপণ করে, তবে মানব একবিংশ পুরুষের সহিত রুদ্রলোকে কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত সুখে সানন্দে বাস করিতে পারে। লিঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ, কিম্বা এতদপেক্ষাও অধিক; পরন্তু কম নহে! ১০—৪০। অতএব হে মহাসেন! আপনি এখানে একটী লিঙ্গ স্থাপন করুন। আমি এই যাহা কহিলাম, ইহাতে যদি কিছু অনুচিত বলিয়া থাকি, তবে হে মহাসেন! এই সাক্ষী মহেশ্বর স্বয়ংই তাহা বলুন! বাসুদেব এইরূপ বলিলে তখন মহা সাধুবাদ হইতে লাগিল। অতঃপর মহেশ্বর স্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—তুমি যে আমার ভক্তের প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু ভগবান্ জগদ্‌গুরু বাসুদেব যাহা কহিলেন; তাহা সত্যই বটে! বিষ্ণু কিছুই বিরুদ্ধ বলেন নাই। যে আমি সেই হরি; যে হরি সেই আমি। হে সুব্রত! দীপের ন্যায় আমাদিগের কিছু মাত্র ভেদ নাই। যে ইহাঁকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে; যে ইহাঁর আনুগত্য করে সে আমার অনুগত বলিয়া জানিবে। হে স্কন্দ! তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, এবম্বিধ ব্যক্তিই আমার ভক্ত; নচেৎ আমার ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। স্কন্দ কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনাকে ও বিষ্ণুকে আমিও এইরূপই জানি। ধর্ম্মবৎসল হরি যে, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে কহিলেন, পূর্ব্বে আকাশবা আমাকে তারকবধের উপদেশ দিয়া এইরূ বলিয়াছিল। অতএব আমি সর্ব্ব পাপনাশক f প্রতিষ্ঠা করিব। যেখানে আমি তারকব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেখানে একটী; শ সেই অসুরকে যেখানে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে একটী, আর যেখানে সে প্রাণত্যাগ ক যাছে, সেখানে সেই হত্যাপাপনাশক একটী; তিনটী লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা কা পাবকনন্দন কুমার এই বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ডা কহিলেন যে, তুমি সত্বর তিনটী বিশুদ্ধ f নির্ম্মাণ কর। কুমারের আদেশক্রমে দেবশি বিশ্বকর্ম্মা তিনটী বিশুদ্ধ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্র করিলেন। তার পর কুমার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর অন্যান্য দেবগণ সহ প্রথমতঃ সরোবরের পশ্চি দিকে কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিজ্ঞেশ্বর নামে পরম মনে লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। পরে যেখানে তারক মস্তক হইতে শক্তি বহির্গত হইয়াছিলেন, স্থানে—সরোবরের অগ্নিকোণে কপালেশ্বর ন পাপাপহ শুভ দ্বিতীয় লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই কপালেশ্বরের নিকটেই কাপালিকেশ্বরী ন সেই শক্তিকেও স্তুতি-নতি সহকারে স্থাপন ক লেন। তাহার উত্তরদিকে শক্তিচ্ছিদ্র বির মান। সেখানেই সর্ব্বপাপহরা মঙ্গলবিধা

ক্তিঞ্চ তামভিষ্টূয় স্থাপয়ামাস তত্র চ ॥ ৫৮ ॥
পালেশ্বরসান্নিধ্যং দেবীং কাপালিকেশ্বরীম্।
ত্র চোত্তরদিগ্‌ভাগে শক্তিচ্ছিদ্রং প্রচ-
তে ॥ ৫৯ ॥ পাতালগঙ্গা যত্রাস্তি সর্ব্ব-
পহরা শিবা। তত্র স্নাত্বা দদৌ স্কন্দঃ
পয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥ ৬০ ॥ তদা তোয়ং তারকায়
হিতঃ সর্ব্বৈর্দেবতৈঃ ॥ ৬১ ॥ কাশ্যপেয়ায় বজ্রাঙ্গ-
নয়ায় মহাত্মনে। রুদ্রভক্তায় সতিলমক্ষয্যোদক-
স্থিতি ॥ ৬২ ॥ ততো মহেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাহ স্কন্দস্য
প্ততঃ। চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে মধৌ চৈবাত্র যো
রঃ। স্নাত্বোপোষ্য সমভ্যর্চ্চ্য কপালেশ্বরমীশ্বরীম্ ॥
৩ ॥ তেজোবধসমুদ্ভূতপাতকেন স মুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
স্যামেব তিথৌ সোমঃ শিবযোগশ্চ তৈতিলম্।
ড়ুযোগঃ শক্তিচ্ছিদ্রে যো দিনং রুদ্রং জপন্নিশি।
াত্বাত্র সশরীরো বৈ রুদ্রলোকং ব্রজিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
পালেশস্য সান্নিধ্যে শক্তিচ্ছিদ্রং হি কীর্ত্ত্যতে।
স্য তুল্যং পরং তীর্থং পৃথিব্যাং নৈব বিদ্যতে ॥
৬ ॥ ইতি শ্রুত্বা রুদ্রবাক্যং স্কন্দঃ প্রীতোঽভবদ্‌ভৃশম্।
দবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি তে জগুঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারস্থাপিতপ্রতিজ্ঞেশ্বরশক্তিচ্ছিদ্রে-
শ্বর-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততস্তৃতীয়লিঙ্গস্য চিকীর্ষুং স্থাপনং গুহম্। ব্রহ্মা প্রাহাস্য প্রীত্যর্থং স্বয়মন্যং প্রকুর্ম্মহে ॥ ১ ॥ যদ্যপ্যেতচ্ছুভং লিঙ্গং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্। তথাপ্যন্যৎ করিষ্যেঽহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমং হি যৎ ॥ ২ ॥ ততো ব্রহ্মা সর্ব্বদোষবিমুক্তং নির্ম্মমে স্বয়ম্। দৃষ্টিকান্তং মনঃকান্তং ফলকান্তং সুলিঙ্গকম্ ॥৩॥ তত্র স্কন্দস্য প্রীত্যর্থং সর্ব্বদেবৈর্বিনির্ম্মিতম্। সরঃ সুরম্যং তীর্থানি তত্র তে নিদধুস্তথা ॥ ৪ ॥ গঙ্গাদিকানি তীর্থানি যানি প্রোচুর্দিবৌকসঃ। ইদং যাবৎ সরস্তাবৎ সর্ব্বৈরত্র সমুষ্যতাম্ ॥ ৫ ॥ এবমস্থিতি তানূচুঃ প্রীত্যর্থং শরজন্মনঃ। ততো ব্রহ্মা স্বয়ং তত্র রৌদ্রৈর্মন্ত্রৈর্হুতাশনম্। গাধিপুত্রাদিভির্বিপ্রৈস্তর্পয়ামাস সংযুতঃ ॥ ৬ ॥ ততো বৈশাখমাসস্য

াতালগঙ্গা বিদ্যমান। স্কন্দ সেখানে স্নান করিয়া
রুণাপ্লুতচিত্তে সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত
ইয়া তারকাসুরের তর্পণ করিলেন। তাঁহারা
এই সতিল অক্ষযোদক, কাশ্যপেয় বজ্রাঙ্গ তনয় রুদ্র-
ঃ মহাত্মা তারকের তৃপ্তিসাধক হউক" বলিয়া
তারকাসুরের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিলেন।
অতঃপর মহেশ্বর স্কন্দকে শুনাইয়া কহিলেন,
—যে মানব চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্নানান্তে
উপবাস করিয়া কপালেশ্বর ও কপালেশ্বরীর অর্চ্চনা
করিবে, সে অপরের তেজোহানিজনিত পাতক
হইতে মুক্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত দিনেই যদি সোম-
বার শিবযোগ ও তৈতিলকরণ হয়, তবে সেই
ষড়ুযোগাখ্য দিবসে যে মানব শক্তিচ্ছিদ্রে দিবা-
ভাগে রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিতে স্নান করে, সে
সশরীরেই রুদ্রলোকগমনে সক্ষম হয়। কপালে-
শ্বরের নিকটেই শক্তিচ্ছিদ্র তীর্থ বিরাজমান।
ভূতলে তত্তুল্য উত্তম তীর্থ আর নাই। রুদ্রের
এই কথা শুনিয়া স্কন্দদেব পরম প্রীত হইলেন।
দেবগণও সকলেই সানন্দে সাধু সাধু বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪১—৬৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর তৃতীয় লিঙ্গ স্থাপনেচ্ছু কুমারকে ব্রহ্মা কহিলেন যে, শিবের সবিশেষ প্রীতিবিধান মানসে আমি নিজেই অপর একটী লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিব। যদিও এ লিঙ্গটী সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত এবং শুভাকার, তথাপি আমি আর একটী সর্ব্বদোষবিহীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিব। ব্রহ্মা এই বলিয়া একটী সর্ব্বোত্তম সর্ব্বদোষহীন লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই লিঙ্গ দেখিতে অতীব সুন্দর; মনঃপ্রীতিজনক, সর্ব্বকামফলদায়ক ও সুলক্ষণাক্রান্ত। দেবগণ সেখানে স্কন্দের প্রীতিবিধানার্থ একটী মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত তীর্থই তাহাতে নিহিত করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাদি তীর্থগণকে আবাহন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, যতকাল এই সরোবর থাকিবে হে তীর্থগণ! তোমরাও তাবৎকাল এখানে অবস্থান করিবে। তীর্থগণও শরজন্মা কুমারের প্রীতিসাধনোদ্দেশে "তথাস্তু" বলিয়া সেই কথায় সম্মত হইলেন। তারপর ব্রহ্মা স্বয়ং বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণসহ রৌদ্র মন্ত্রে হুতাশনে হোম করিতে লাগিলেন। তার পর তাঁহারা বৈশাখ মাসের শুভ চতুর্দ্দশী দিবসে সেই

চতুর্দ্দশ্যাং শুভে দিনে। প্রতিষ্ঠাং চক্রিরে লিঙ্গে চিরং বিপ্রযুগা দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। ততঃ স্কন্দঃ প্রীতিযুক্তঃ স্নাত্বা সরসি শোভনে ॥ ৮ ॥ সর্ব্বতীর্থোদকৈঃ স্নাপ্য তল্লিঙ্গং ভক্তিসংযুতঃ। বিবিধৈঃ পূজয়ামাস পুষ্পৈর্মন্ত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৯ ॥ পূজাকালে স্বয়ং তত্র লিঙ্গমধ্যে স্থিতো হরঃ। জঙ্গমাজঙ্গমৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং জগ্রাহ পূজনম্ ॥ ১১ ॥ ততস্তং পূজয়ন্ প্রাহ স্কন্দো ভক্তিপরিপ্লুতঃ। কেন কেনোপহারেণ ত্বয়ি দত্তেন কি ফলম্ ॥ ১১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। মম যঃ স্থাপয়েল্লিঙ্গং শুভং সদ্ম চ কারয়েৎ। মল্লোকে বসতেঽসৌ চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১২ ॥ মম সদ্ম সুধাশুভ্রং যাবৎ সঙ্খ্যং করোতি যঃ। তাবন্ত্যেব চ জন্মানি যশসাসৌ বিরাজতে ॥ ১৩ ॥ ধ্বজভূতো ধ্বজং দত্বা বিপাপঃ স্যাৎ পতাকয়া। বিধ য চিত্রবিন্যাসং গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ১৪ ॥ রজঃসংশোধনং কৃত্বা নরো রোগৈঃ প্রমুচ্যতে। প্রাপ্নোতি দেহং হার্দ্দঞ্চ সুরসদ্মানুলেপনাৎ ॥ ১৫ ॥ পুষ্পক্ষীরাদিভির্দত্তৈস্তিলাম্ভোঽক্ষতদর্ভকৈঃ। শম্ভোঃ শিরসি দত্তার্ঘ্যং দিবি বর্ষাযুতং বসেৎ ॥ ১৬ ॥ ঘৃতেন হতপাপঃ স্যান্মধুনা সুভগো ভবেৎ। বিরোগো দধিদুগ্ধাভ্যাং লিঙ্গং সংস্নাপ্য জায়তে ॥ ১৭ ॥ পানীয়দধিদুগ্ধাদ্যৈঃ ক্রমাদ্দশগুণং ফলম্। মাসং সংস্নাপ্য বৈ ভক্ত্যা পিষ্টাদ্যৈশ্চ বিরূক্ষয়েৎ ॥ ১৮ ॥ কপিলাপঞ্চগব্যেন সুরসিন্ধুজলেন বা। মাঞ্চ সংস্নাপ্য চাভ্যর্চ্চ্য মল্লোকমধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ কুশোদকাদ্গন্ধজলং তস্মাত্তীর্থোদকং বরম্। তীর্থেভ্যশ্চ জলং দর্শে মহীসাগরসম্ভবম্ ॥ ২০ ॥ কপিলাং দত্বা যদাপ্নোতি তৎফলং কলশে পৃথক্। মৃত্তাম্ররৌপ্যসৌবর্ণৈঃ ক্রমাচ্ছতগুণং ফলম্ ॥ ২১ ॥ শ্রীখণ্ডাগুরুকাশ্মীরশশিনঃ ক্রমশোঽধিকাঃ। মাঞ্চ তৈশ্চ মমালভ্য স্যাচ্ছ্রীমান্ সুভগঃ সুখী ॥ ২২ ॥ প্রশস্তো গুগ্গুলো ধূপস্তস্মাচ্চন্দ্রোঽগুরুর্বরঃ। ধূপানেতান্নরো দত্বা সুখং স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ দীপদঃ কীর্ত্তিমাপ্নোতি চক্ষুরুত্তমমেব চ। নৈবেদ্যস্য প্রদানেন নরো মৃষ্টাশনো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ পুষ্পেণ হেমকর্ণস্য প্রবন্ধেন দ্বিসঙ্গুণম্। ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্যসন্ধশ্চজায়তে ॥

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বপ্রবরগণ গান এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। পরে স্কন্দ দেব সেই সর্ব্বতীর্থময় সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে বিবিধ উপচারে পঞ্চবিধ মন্ত্রে পঞ্চ প্রকার পুষ্প দ্বারা সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলেন। পূজাকালে মহেশ্বর স্বয়ং চরাচর সহ সেই লিঙ্গে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিলেন। স্কন্দ তখন ভক্তিপরিপ্লুত চিত্তে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসিলেন,—প্রভো! কোন্ কোন্ উপহার প্রদান করিলে কি প্রকার ফললাভ হয়?১—১১। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গ স্থাপন ও বাসভবন নির্ম্মাণ করে, সে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমার লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। যে জন আমার সুধাধবলিত ভবন যতগুলি নির্ম্মাণ করে, সে তত জন্ম মহাযশস্বী হয়। ধ্বজদানে মানব, লোকমধ্যে ধ্বজের ন্যায় বিরাজমান হয়; আর পতাকা দান করিলে পাপহীন হইয়া থাকে। মদীয় ভবন চিত্রিত করিলে মানব, গন্ধর্ব্বগণসহ প্রমোদ প্রাপ্ত হয়। ধূলি মার্জ্জন করিলে নর রোগহীন হইয়া থাকে। মদীয় মন্দির অনুলেপন করিলে মনোরম দেহ লাভ করে। পুষ্প, অক্ষত, তিল, দুগ্ধাদি দ্বারা লিঙ্গোপরি অর্ঘ্য দান করিলে অযুত মনুষ্য বৎসর যাবৎ স্বর্গে সানন্দে বিহার করিতে সমর্থ হয়। ঘৃত দ্বারা পাপহীন, মধু দ্বারা সুভগ, আর দধি ও দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করাইলে নর রোগহীন হইয়া থাকে। পানীয়, দধি ও দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফললাভ হয়। এক মাস যাবৎ পিষ্টাদি দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গগাত্র মার্জ্জন করিয়া কপিলাপঞ্চগব্য কিম্বা গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিলে মানব আমার লোক লাভ করে। কুশোদক অপেক্ষা গন্ধোদক, তদপেক্ষা তীর্থজল এবং তদপেক্ষাও অমাবস্যা দিনে মহীসাগর-সঙ্গমজল, মদীয় স্নানকার্য্যে অধিক ফলদায়ক। কলস দ্বারা স্নান করাইলে কপিলাদানের ফল হয়। তাহাতেও মৃত্তিকা তাম্র রৌপ্য ও সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত কলস যথাক্রমে শতগুণ করিয়া অধিক ফলপ্রদ।—১২—২১। চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম ও কর্পূর যথাক্রমে অধিক ফলদায়ক। এ সকল দ্রব্য আমার গাত্রে লেপন করিলে মানব শ্রীমান্ সুভগ ও সুখী হইতে পারে। গুগ্গুলুধূপ সুপ্রশস্ত; তদপেক্ষা কর্পূরধূপ এবং তদপেক্ষাও অগুরুধূপ প্রশস্ত। মানব এই সকল ধূপ দান করিয়া স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হয়। দীপদাতা কীর্ত্তি ও উত্তম চক্ষুঃ, এবং নৈবেদ্যদাতা মধুর ভোজন প্রাপ্ত হয়। মানব হেমকর্ণ পুষ্প প্রদান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফলের দ্বিগুণ

২৫ ॥ অথণ্ডৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ পুষ্পৈর্বা বিবিধৈরপি। লিঙ্গং প্রপূরণং কৃত্বা লক্ষমেকং বসেদ্দিবি ॥ ২৬ ॥ যস্তু পুষ্পগৃহং কুর্য্যান্নরঃ শুদ্ধাশয়ো ভবেৎ। পুষ্পকেণ বিমানেন দিবি সংক্রীড়তে চিরম্ ॥ ২৭ ॥ ভূষণাম্বরদানেন নরো ভবতি ভোগভাক্। সচ্চামরপ্রদানেন জায়তে পার্থিবো নরঃ ॥ ২৮ ॥ রম্যং বিতানং যো দদ্যাচ্ছক্রভির্ন্নাভিভূয়তে। গীতং বাদ্যং প্রনৃত্যঞ্চ কৃত্বা শুদ্ধো ব্রজেৎ স মাম্ ॥ ২৯ ॥ শঙ্খঘণ্টাপ্রদানেন বিদ্বান্ ভবতি শব্দবান্। বিধায় রথযাত্রাঞ্চ চিরং শোকৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ নমস্কারং প্রণামঞ্চ কৃত্বা জায়েন্মহাকুলে। বাচয়ংশ্চাগ্রতঃ শাস্ত্রং মম জ্ঞানী প্রজায়তে ॥ ৩১ ॥ বিমুচ্যতে মনোমোহৈর্ভক্ত্যা স্তত্বা চ মাং নরঃ। গোদানফলমাপ্নোতি নির্ম্মাল্যস্ফেটনান্মম ॥ ৩২ ॥ আরাত্রিকং ভ্রাময়িত্বা অর্ত্তিহীনঃ প্রজায়তে। কৃত্বা শীতলিকাং তাপৈর্মুচ্যতে দোষসম্ভবৈঃ ॥ ৩৩ ॥ নত্বা দত্ত্বাথ শক্ত্যা চ দানং লিঙ্গস্য সন্নিধৌ। ফলং শতগুণং প্রাপ্য ইহ চামুত্র মোদতে ॥ ৩৪ ॥ প্রণামাৎ পঞ্চদশ চ স্নানাদ্বিংশতি পূজয়া। শতং যথাপ্রোক্তবিধেরপরাধানহং ক্ষমে ॥ ৩৫ ॥ এতৎ সর্ব্বং যথোদ্দিষ্টং কুমারাত্র ভবিষ্যতি। যে মাং প্রপূজয়িষ্যন্তি কুমারেশ্বরসংস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ বারাণস্যাং যথা বৎস বিশ্বনাথোহস্মি সংস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে তথা স্কান্দে কুমারেশ্বরমধ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রুত্বেতি বচনং রুদ্রাদ্দেবানাং শৃণ্বতাং গুহঃ। বিস্মিতঃ প্রণিপত্যৈনং তুষ্টাব গিরিজাপতিম্ ॥ ৩৯ ॥ নমঃ শিবায়াস্তু নিরাময়ায় নমঃ শিবায়াস্তু মনোময়ায়। নমঃ শিবায়াস্তু সুরার্চ্চিতায় তুভ্যং সদা ভক্তকৃপাপরায় ॥ ৪০ ॥ নমো ভবায়াস্তু ভবোদ্ভবায় নমোহস্তু তে ধ্বস্তমনোভবায়। নমোহস্তু তে গূঢ়মহাব্রতায় নমোহস্তু মায়াগহনাশ্রয়ায় ॥ ৪১ ॥ নমোহস্তু শর্ব্বায় নমঃ শিবায় নমোহস্তু সিদ্ধায় পুরাতনায়। নমোহস্তু কালায় নমঃ কলায় নমোহস্তু তে কালকলাতিগায় ॥ ৪২ ॥ নমো নিসর্গাত্মকভূতিকায় নমোহস্ত্বমেয়োক্ষমহর্দ্ধিকায়। নমঃ শরণ্যায় নমোহগুণায় নমোহস্তু তে ভীমগুণানুগায় ॥ ৪৩ ॥ নমোহস্তু

ফল লাভ করে এবং সত্যসন্ধ হইতে পারে। অভগ্ন বিল্বপত্র কিম্বা বিবিধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিলে লক্ষবর্ষ যাবৎ স্বর্গে বাস করে। যে মানব পুষ্পভবন নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করে, সে শুদ্ধচেতা হয় এবং স্বর্গলোকে পুষ্পক বিমানারোহণে বিহার করিতে পারে। বসন-ভূষণ দান করিলে মানব ভোগবান্ হয়। উত্তম চামর দান করিলে রাজা হয়। মনোরম চন্দ্রাতপ দান করিলে সেই মনুষ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক কদাচ পরাভূত হয় না। লিঙ্গ সমীপে নৃত্য গীত বাদ্য করিলে সেই মানব আমাকে প্রাপ্ত হয়। শঙ্খ ও ঘণ্টা দান করিলে বিদ্বান্ ও বক্তা হয়। আর আমার রথযাত্রা অনুষ্ঠান করিলে চিরতরে শোকমুক্ত হইয়া থাকে।২২—৩০। নমস্কার ও প্রণাম করিলে মহাকুলে জন্মলাভ হয়। আমার সম্মুখে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞানী হয়। ভক্তি-স্তুতি করিলে মানব মানস-মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। নির্ম্মাল্য অপসারণ করিলে গোদান-ফল লাভ করে। আরতি করিলে দুঃখহীন হয়। শীতল দান করিলে পাপতাপ হইতে মুক্ত হয়। লিঙ্গসমীপে শক্তি অনুসারে দান ও প্রণামানুষ্ঠান করিলে শতগুণ পুণ্যফল লাভ করিয়া ইহ পর উভয় লোকেই প্রমোদিত হয়। যথাবিধি প্রণামে পঞ্চদশ, স্নানে বিংশতি এবং পূজায় শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি। বৎস কুমার। আমি এই যাহা যাহা কহিলাম, এই কুমারেশ্বর লিঙ্গে যে ব্যক্তি আমাকে অর্চ্চনা করিবে, সে-ই উক্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বৎস! বারাণসীতে আমি যেমন বিশ্বনাথ রূপে অবস্থান করি, এই গুপ্তক্ষেত্রেও কুমারেশ্বরের মধ্যে তদ্রূপই বিরাজমান রহিলাম। গুহ, দেবগণসমক্ষে রুদ্রের এই কথা শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে গিরিজাপতিকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৯। কুমার কহিলেন,—নিরাময় শিবকে নমস্কার। মনোময় শিবকে নমস্কার। সুরার্চ্চিত শিবকে নমস্কার। আপনি ভক্তকৃপাপর, আপনাকে নমস্কার। ভবোদ্ভব ভবকে নমস্কার। আপনি মনোভববিনাশী, আপনাকে নমস্কার। আপনি গূঢ়মহাব্রত, আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়াগহনবাসী, আপনাকে নমস্কার। শর্ব্বকে নমস্কার। শিবকে নমস্কার। পুরাতন সিদ্ধকে নমস্কার। কালকে নমস্কার। কলারূপীকে নমস্কার। আপনি কালকলার অতীত, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বভাবাত্মক বিভূতিসম্পন্ন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অপরিমেয় বৃষভারোহী এবং মহাঋদ্ধিসম্পন্ন আপনাকে নমস্কার। শরণ্যকে নমস্কার। গুণাতীতকে নমস্কার। আপনি ভীষণ গুণের অনুগত,

নানাভুবনাধিকর্ত্রে নমোঽস্তু ভক্তাভিমতপ্রদাত্রে। নমোঽস্তু কর্ম্মপ্রসবায় ধাত্রে নমঃ সদা তে ভগবন্ সুকর্ত্রে॥ ৪৪॥ অনন্তরূপায় সদৈব তুভ্যমসহ্যকোপায় সদৈব তুভ্যম্। অমেয়মানায় নমোঽস্তু তুভ্যং বৃষেন্দ্রযানায় নমোঽস্তু তুভ্যম্॥ ৪৫॥ নমঃ প্রসিদ্ধায় মহৌষধায় নমোঽস্তু তে ব্যাধিগণাপহায়। চরাচরায়াথ বিচারদায় কুমারনাথায় নমঃ শিবায়॥৪৬॥ মমেশ ভূতেশ মহেশ্বরোঽসি কামেশ বাগীশ বলেশ ধীশ। ক্রোধেশ মোহেশ পরাপরেশ নমোঽস্তু মোক্ষেশ গুহাশয়েশ॥ ৪৭॥ ইতি সংস্তুয় বরদং শূলপাণিমুমাপতিম্। প্রণিপত্য উমাপুত্রো নমো নম উবাচ হ॥ ৪৮॥ এবং ভক্তিপরাক্রান্তমাত্মযোগ্যং স্তবং শিবঃ। অভিনন্দ্য চিরং কালমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৯॥ ত্বয়া দুঃখং ন সঙ্কিন্ত্যং মম ভক্তবধাত্মকম্। কর্ম্মণানেন শ্লাঘ্যোঽসি মুনীনামপি পুত্রক॥ ৫০॥ যে চ সায়ং তথা প্রাতস্ত্বৎকৃতেন স্তবেন মাম্। স্তোষ্যন্তি পরয়া ভক্ত্যা শৃণু তেষা যৎ ফলম্॥ ৫১॥ ন ব্যাধির্ন চ দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ দুর্ল্লভাংশ্চ মম যাস্যা সদ্ম তে॥ ৫২॥ তথান্যানপি দাস্যামি বরান্ পরম দুর্ল্লভান্। ভক্ত্যা তবাতিতুষ্টোঽহং প্রীত্যর্থং ত পুত্রক॥ ৫৩॥ মহীসাগরকূলে তু যে মাং স্তোষ্য পূজয়া। তেষাং তদক্ষয়ং সর্ব্বং বৈশাখ্যাং দান পূজনম্॥ ৫৪॥ সরস্যত্র চ যে স্নানং প্রকরিষ্য মানবাঃ। সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্বৈশাখ্যাং প্রভবিষ্যতি ৫৫॥ কুমারেশং তু মাং ভক্ত্যা মহীসাগরসঙ্গমে স্নাত্বা সম্পূজয়েন্নিত্যং তস্য জাতিস্মৃতির্ভবেৎ॥ ৫৬ জাতিস্মৃতিরিয়ং পুত্র যস্মাং জাতৌ প্রজায়তে স্মরতেঽস্মাঃ প্রকর্ত্তব্যং শ্রেয়োরূপং সুদুর্লভম্॥ ৫৭ যস্মিন্ কালে হ্যনাবৃষ্টির্জায়তে কৃত্তিকাসুত। স্না য়েদ্বিধিবন্মাঞ্চ কলশৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ॥ ৫৮॥ এব রাত্রং ত্রিরাত্রং বা পঞ্চরাত্রঞ্চ সপ্ত বা। স্নাপয়ে

আপনাকে নমস্কার। বিবিধ ভুবনের অধিকারীকে নমস্কার। আপনি ভক্তাভিমত ফল দান করেন, আপনাকে নমস্কার। কর্ম্মপ্রসবকারী বিধাতাকে নমস্কার। হে ভগবন! আপনিই জগতে সকল সুন্দর কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আপনি অনন্তরূপ, আপনাকে সদা নমস্কার। আপনি অসহ্যকোপ, আপনাকে সতত নমস্কার। আপনার পরিমাণ অসীম, আপনাকে নমস্কার। বৃষেন্দ্র আপনার বাহন, আপানকে নমস্কার। আপনিই প্রসিদ্ধ, আপনি প্রসিদ্ধ মহৌষধস্বরূপ, আপনি ব্যাধিগণবিনাশী, আপনাকে নমস্কার। আপনি চরাচররূপী বিচারবুদ্ধিদাতা কুমারনাথ শিব, আপনাকে নমস্কার। হে মহেশ্বর! আপনি মহেশ, ভূতেশ, কামেশ, বাগীশ, বলেশ, ধীশ, ক্রোধেশ, মোহেশ, পরাপরেশ, মোক্ষেশ ও গুহাশয়েশ; আপনাকে নমস্কার করি। উমাপুত্র কুমার, বরদাতা শূলপাণিকে এইরূপ স্তব করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক 'নমোনমঃ' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ৪০—৪৮। মহেশ্বর সেই ভক্তিরসপূর্ণ আত্মযোগ্য স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ক্ষণ অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি আমার ভক্তকে বধ করিয়াছ বলিয়া মনে দুঃখ করিও না। ফলতঃ এই কার্য্য করিয়া তুমি মুনিগণেরও শ্লাঘনীয় হইয়াছ। যাহারা তোমার কৃত এই স্তব দ্বারা আমাকে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে স্তুতি করিবে, তাহাদিগের যে ফল লাভ হইবে শুন।—তাহাদিগের কদাচ ব্যাধি দারিদ্র্য বা ইষ্টবিয়োগ হইবে না। তাহা দুর্লভ ভোগ্য উপভোগ করিয়া অন্তিমে আমা ভবনে গমন করিবে। হে পুত্র! আমি তোমা ভক্তিতে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, পুত্র! সে হেতু তোমার প্রীতিবিধানার্থ আমি তোমা এতদ্ভিন্ন আরও কয়টী দুর্লভ বর প্রদান করি তেছি। যাহারা বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি মহীসাগরসঙ্গমকুলে আমার পূজা করিয়া স্ত করিবে, তাহাদিগের সেই দান পূজাদি কা অক্ষয় ফলদায়ক হইবে। যে সকল মানব উ দিবসে অত্রত্য সরোবরে স্নান করিবে, তাহা সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হইবে। আ এখানে কুমারেশ রূপে বিরাজমান রহিয়াছি যে মানব এই কুমারেশকে প্রতিদিন ভক্তি স কারে অর্চ্চনা করিবে, তাহার অতীত জন্ম সকল স্মরণপথবর্ত্তী হইবে। পুত্র! মানব পূ জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলে ইহ জ কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সবিশেষ উদ্যোগী ও কর্ত্তব নিষ্ঠ হইয়া থাকে। জাতিস্মরণের ইহাই ফল হে কৃত্তিকানন্দন! যখন অনাবৃষ্টি হইবে, তখন স্থানে আমাকে স্নান করাইবে। একরা ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা সপ্তরাত্র যাবৎ আমা

গন্ধতোয়েন কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ করবীরৈ রক্তপুষ্পৈর্জপাপুষ্পৈস্তথৈব চ। অর্চ্চয়েৎ পুষ্পমালাভিঃ পরিধায়ারুণবাসসী ॥ ৬০ ॥ ভোজয়েদ্-ব্রাহ্মণাংশ্চৈব তাপসাংশ্চংসিতব্রতান্। লক্ষহোমং প্রকুর্ব্বীত শিবহোমং গ্রহাদিকম্ ॥ ৬১ ॥ ভূমিদানং ততঃ কুর্য্যাত্ততো দদ্যাদ্গবাহ্নিকম্। আঘোষয়েচ্ছিবাং শান্তিং রুদ্রজাপ্যং হি কারয়েৎ ॥ ৬২ ॥ অনেনৈব বিধানেন কৃতেন তু দ্বিজোত্তমৈঃ। অগাভিতাস্তদা মেঘা বর্ষন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ বিবিধৈঃ পূর্য্যতে ধান্যৈঃ শাদ্বলৈশ্চ বসুন্ধরা। আরোগ্যং হি ভবেচ্চৈব জনে গোপকুলে তথা ॥ ৬৪ ॥ ধর্ম্মযুক্তো ভবেদ্রাজা পরচক্রৈর্ন পীড্যতে। ঘৃতেন স্নাপয়েন্মাঞ্চ অর্কক্রান্তৌ নরোঽত্র যঃ ॥ ৬৫ ॥ কন্যাদানফলং তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্দেবং তথা পঞ্চামৃতেন যঃ ॥ ৬৬ ॥ অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং তস্যোপজায়তে। কুমারেশ্বরতীর্থে যঃ প্রাণত্যাগং করোতি হি ॥ ৬৭ ॥ রুদ্রলোকে বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্। অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৬৮ ॥ পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং সংক্রান্তৌ বৈধৃতে তথা। কুমারেশং নরঃ স্নাত্বা মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৬৯ ॥ ভক্ত্যা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্মাঞ্চ তস্য পুণ্যফলং শৃনু। যন্মহীতলতীর্থেষু স্নানে স্যাত্তু মহৎ ফলম্ ॥ ৭০ ॥ যচ্চার্চ্চিতেষু লিঙ্গেষু সর্ব্বেষু স্যাৎ ফলঞ্চ তৎ। আরোগ্যং পুত্রলাভঞ্চ ধনলাভং সুখং সুতম্ ॥ ৭১ ॥ নিশ্চিতং লভতে মর্ত্ত্যঃ কুমারেশ্বরসেবয়া। ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা যস্তিষ্ঠেদত্র তাপসঃ ॥ ৭২ ॥ পরং পাশুপতং যোগং প্রাপ্য যাতি লয়ং ময়ি। পাপাত্মনাঞ্চ মর্ত্ত্যানাং সদ্যোঽস্মি ফলদর্শকঃ ॥ ৭৩ ॥ দিব্যোনাষ্টবিধেনাত্র কোশঃ সাধারণোঽত্র চ। অঘোরাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈঃ স্নাপ্য লিঙ্গং মহোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৪ ॥ অঘোরেণৈব তত্তোয়ং দদ্যাদ্দিব্যস্য কারণে। পিবেদেতচ্চ্দীর্ঘাসৌ প্রসৃতিত্রয়মেব চ ॥৭৫॥ "যদি ধর্ম্মস্তথা সত্যমীশ্বরোঽত্র জগত্ত্রয়ে। কোশপানাৎ ফলং সদ্যো দ্রক্ষ্যাম্যস্মি শুভাশুভম্ ॥ ৭৬ ॥" যাস্যে চেতি কুলং হন্যাদ্গমনে চ

যথাবিধি রক্ত-বসন পরিধান করিয়া কলসপূর্ণ গন্ধতোয় দ্বারা স্নান করাইবে। কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপিত করিবে। করবীর জবা প্রভৃতি রক্ত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পুষ্পমালাও প্রদান করিবে। তীব্রব্রতানুষ্ঠায়ী তাপস ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। লক্ষ সংখ্যক শিব-হোম করিবে। নবগ্রহ হোম করিবে! পরে ভূমি দান করিবে। গোগ্রাস প্রদান করিবে। শৈবী শান্তি ঘোষণা করিয়া শতরুদ্রিয় পাঠ করিবে। দ্বিজোত্তমগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে শূন্য মেঘ সকলও তখন জল বর্ষণ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ৪৯—৬৬। তখন বসুন্ধরা বিবিধ ধান্য শস্যাদি দ্বারা পূর্ণতালাভ করিবে। গো-কুলের শ্রীবৃদ্ধি এবং জন সকলের রোগাভাব হইবে। রাজা ধর্ম্মশীল হইবেন এবং রাজ্য মধ্যে পররাজকৃত ভয় থাকিবে না। যে মানব এখানে সংক্রান্তি সময়ে আমাকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে, সে কন্যাদান-ফল লাভ করিবে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। যে ব্যক্তি দুগ্ধ কিম্বা পঞ্চামৃত দ্বারা আমাকে স্নান করাইবে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবে। এই কুমারেশ্বর তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত রুদ্রলোকে বাস করিতে পারিবে। অয়ন সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি, সাধারণ সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, বৈধৃতি যোগ, এই সকল দিবসে মানব মহীসাগর-সঙ্গমে স্নানান্তে ভক্তি সহকারে মদীয় কুমারেশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ভূতলগত সমস্ত তীর্থে স্নানে ও সকল লিঙ্গের অর্চ্চনায় যে ফল, সেই মানব সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ কুমারেশ্বরের সেবা করিলে মানব আরোগ্য, পুত্র, ধন, সুখাদি সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে সংশয় নাই। এখানে যদি কেহ ব্রহ্মচারী হইয়া শুচিভাবে তপস্যানুষ্ঠান সহকারে বাস করে; সে পরম পাশুপত যোগ লাভ করিয়া আমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এখানে সাধারণ নিয়মে অষ্টবিধ দিব্য গ্রহণ করিলে আমি পাপাত্মা মানবগণের সদ্যঃ ফল প্রদর্শন করিব। অঘোরাদি পঞ্চ-মন্ত্রে মহোজ্জ্বল কুমারেশ লিঙ্গ স্নান করাইয়া অঘোর-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই স্নানজলই দিব্যকারীকে প্রদান করিবে। দিব্যকারী মূলোক্ত " " চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন গণ্ডূষ জল পান করিবে। পাপকারী ব্যক্তি যদি জল পান না করিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তবে তাহার কুল এবং গমন করিলে

কুটুম্বকম্। দর্শনে চ শুভং পানে হন্যাদ্দেহঞ্চ মিথ্যয়া ॥ ৭৭ ॥ ত্রিভির্দিনৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ সমৈঃ। অত্যুগ্রপুণ্যপাপানাং মানেন ফলমশ্নুতে ॥ ৭৭ ॥ এতে বরা ময়া লিঙ্গে দত্তাত্র স্থাপিতে ত্বয়া। তব প্রীত্যভিবৃদ্ধ্যর্থং ব্রূহি ভূয়োহপ্যুমাত্মজ ॥ ৭৯ ॥ স্কন্দ উবাচ। কৃতকৃত্যো বরৈর্দত্তৈস্ত্বয়া চৈতৈর্মহেশ্বর। নমো নমো নমস্তেহস্ত নাত্র ত্যাজ্যং ত্বয়া বিভো ॥ ৮০ ॥ এবং প্রণম্য দেবং স মাতরং প্রণতোহব্রবীৎ। ত্বয়াপি মাতর্নৈবাত্র ত্যাজ্যং মম প্রিয়েপ্সয়া ॥ ৮১ ॥ ত্বামপ্যত্র স্থাপয়িষ্যে বরদা ভব পার্ব্বতি ॥ ৮২ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যত্র শর্ব্বঃ স্বভাবেন তত্র তিষ্ঠাম্যহং সুত ॥ ৮৩ ॥ তব ভক্ত্যা বিশেষেণ স্থাস্যে স্ত্রীণাং বরপ্রদা। যুদ্ধেষু তব কর্ম্মাণি রুদ্রভক্তেষু তে কৃতাম্ ॥ ৮৪ ॥ পশ্যন্তী পুত্রিণাং মুখ্যা প্রীণিতা চ ভৃশং ত্বয়া। গর্ভক্লেশঃ স্ত্রিয়ো মন্যে সাফল্যং ভজতে তদা ॥ ৮৫ ॥ সুতো যদা রুদ্রভক্তঃ সানন্দং সদ্ভিরীর্য্যতে। তব তস্মাৎ প্রিয়ার্থায় তিষ্ঠাম্যত্র ষড়ানন ॥ ৮৬ ॥ স্ত্রীভিরারাধিতা দাস্যে সৌভাগ্যং সুপতিং সুতান্। চৈত্রে চাপি তৃতীয়ায়াং স্নাত্বা শীতেন বারিণা ॥ ৮৭ ॥ অর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং যাশ্চ পুষ্পৈর্ধূপৈর্বিলেপনৈঃ। দাস্যামি চাষ্টসৌভাগ্যং যা নারী ভক্তিতৎপরা ॥ ৮৮ ॥ পিতরৌ শ্বশুরৌ পুত্রান্ পতিং সৌভাগ্যসম্পদঃ। কুঙ্কুমং পুষ্পশ্রীখণ্ডং তাম্বূলাঞ্জনমিক্ষবঃ ॥ ৮৯ ॥ সপ্তমং লবণং প্রোক্তমষ্টমঞ্চ সুজীরকম্। তোলয়েত্তুলয়া বাপি সাজ্যিংশ্চ তুলিতং ভবেৎ ॥ ৯০ ॥ সুবর্ণেনাথ সৌগন্ধ্যদ্রব্যৈঃ শুভফলৈরপি। ভুঙ্‌ক্তে বালবণং পশ্চান্নাসৌ বৈ বিধবা ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ মাঘে বা কার্ত্তিকে বাপি চৈত্রে স্নাত্বার্চ্চয়েত মাম্। দৌর্ভাগ্যদুঃখদারিদ্র্যৈর্ন স সংযোগমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥ শ্রুত্বেতি গিরিজাবাচং সানন্দঃ পার্ব্বতীসুতঃ। স্থাপয়িত্বা গিরিসুতাং কপর্দ্দিনমথাব্রবীৎ ॥ ৯৩ ॥ পুষ্পৈর্ধূপৈর্মোদকৈশ্চ পূর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য ত্বাং প্রভো। পূজয়ন্তি কুমারেশং

কুটুম্ব বিনাশ হইবে। যদি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে তবে শুভহীন এবং সেই জল পান করিলে তদীয় দেহ বিনষ্ট হইবে। হে উমানন্দন! আমি তোমার প্রীতিবিধানার্থ এই লিঙ্গে এই সকল বর প্রদান করিলাম। আর কি করিব?—তাহা বল। ৬৭—৭৯। স্কন্দ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনার প্রদত্ত এই সকল বরে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার! হে বিভো! আপনি যেন এ স্থান পরিত্যাগ করেন না। কুমার, পিতাকে এইরূপ প্রণাম করিয়া মাতাকেও প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মাতঃ! আপনিও আমার প্রীতি নিমিত্ত এ স্থান ত্যাগ করিবেন না। হে পার্ব্বতি! আমি আপনাকেও এখানে স্থাপন করিব। আপনি বরদায়িনী হউন। দেবী কহিলেন, পুত্র! যেখানে শঙ্কর অবস্থান করেন, আমি সেখানে স্বভাবতই বাস করিয়া থাকি। বিশেষতঃ তোমার ভক্তিবশে আমি এখানে থাকিয়া নারীগণের অভীষ্ট বর দান করিব। যুদ্ধে তোমার অসাধারণ কর্ম্ম এবং রুদ্রভক্তজনে তোমার অসামান্য করুণা দর্শনে আমি পুত্রবতীগণের মধ্যে আপনাকে প্রধানা বলিয়া মনে করি। তুমি আমার সবিশেষ প্রীতি বিধান করিয়াছ। আমার বোধ হয় যে, নারীগণের তখনই গর্ভক্লেশের সাফল্য হয়, যখন পুত্র রুদ্রভক্ত হইয়া সানন্দে সাধুসমাজে প্রশংসিত হইয়া থাকে। অতএব হে ষড়ানন! তোমার প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমি এখানে থাকিয়া স্ত্রীগণের আরাধনায় তাহাদিগকে সৌভাগ্য, উত্তম পতি ও বিশিষ্ট পুত্র প্রদান করিব। যাহারা চৈত্র মাসে তৃতীয়া তিথিতে এখানে শীতল জলে স্নান করিয়া পুষ্প ধূপ অনুলেপনাদি দ্বারা আমাকে ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাদিগকে পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পতি, পুত্র, সৌভাগ্য ও সম্পদ্,—এই অষ্ট বিষয়ে উৎকর্ষশালিনী করিব। যে রমণী কুঙ্কুম, পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল, অঞ্জন, ইক্ষু, লবণ ও জীরক এই অষ্ট দ্রব্য কিম্বা সুবর্ণ, সুগন্ধ দ্রব্য অথবা শুভফল দ্বারা আপনাকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দান করিবে এবং তৎপরে সেই দিবস অলবণ ভোজন করিবে, সে কদাচ বিধবা হইবে না। যে রমণী মাঘে, কার্ত্তিকে কিম্বা চৈত্র মাসে এখানে স্নান করিয়া আমাকে অর্চ্চনা করিবে, কদাচ তাহার দৌর্ভাগ্যদুঃখ বা দারিদ্র ঘটিবে না। ৮০—৯২। কুমার গিরিজার এই বাক্য শুনিয়া সানন্দ-মনে সেখানে গিরিজার প্রতিষ্ঠা করিয়া কপর্দ্দী গণেশকে কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! যাহারা পুষ্প ধূপ মোদকাদি দ্বারা প্রথমতঃ আপনাকে পূজা করিয়া পরে কুমা-

তেষাং বিঘ্নহরো ভব ॥ ৯৪ ॥ কপর্দ্দ্যুবাচ। ভ্রাতস্ত্বয়া স্থাপিতেহস্মিঁল্লিঙ্গে ভক্তাশ্চ যে নরাঃ। ন তেষাং মম বিঘ্নানি মম বাগনুগামিনী ॥ ৯৫ ॥ এবমুক্তে বিঘ্নরাজ্ঞা প্রতীতেহস্থাপয়চ্চ তম্। তস্মাদসৌ সদাভ্যর্চ্চ্যশ্চতুর্থ্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৯৬ ॥ এবং স্থাপ্য কুমারেশং লব্ধা চৈতান্ বরাঞ্ছিবাৎ। মনসা কৃতকৃত্যং চাত্মানং মেনে ষড়াননঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্থাবংশেন তত্রৈব কুমারেশ্বরসন্নিধৌ। অত্র স্থিতং কুমারং যে পশ্যন্তি স্বামিযাত্রিণঃ ॥ ৯৮ ॥ সফলা স্বামিযাত্রা চ তেষাং ভবতি ভারত। কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষেণ কার্ত্তিকেয়ং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৯ ॥ যৎফলং স্বামিযাত্রায়াং তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ। এবংবিধমিদং পার্থ মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ১০০ ॥ নিমিত্তীকৃত্য চাত্মানং সাধ্বর্থে লিঙ্গমর্চ্চিতম্। রোগাভিভূতো রোগৈর্বা নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১০১ ॥ জপ্ত্বা শুচির্ব্রহ্মচারী মাসং মুচ্যেত পাতকাৎ। এতদারাধ্য সপ্তাতা রজিরামাদয়ঃ পুরা ॥ ১০২ ॥ শতসংখ্যা বলং রাজ্যং রুদ্রলোকঞ্চ ভেজিরে। জামদগ্ন্যস্ত্বিদং লিঙ্গমারাধ্য চ সমাযুতম্ ॥ ১০৩ ॥ লেভে কুঠারমুজ্জহ্রে যেনার্জ্জুনভুজান্ যুধি। অগ্রতো দেবদেবস্য জ্ঞাত্বা তীর্থে মহাগুণান্ ॥ ১০৪ ॥ রামেশ্বরমিতি খ্যাতং স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্। তচ্চ যোহভ্যর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥ প্রীতঃ স্যাত্তস্য রামশ্চ কুমারেশশ্চ ফাল্গুন। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং কুমারেশস্য বর্ণনম্ ॥ ১০৬ ॥ কুমারেশস্য মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়েদ্‌যস্তদগ্রতঃ। যে চ শৃণ্বন্ত্যহর্দিনং রুদ্রলোকে বসন্তি তে ॥ ১০৭ ॥ অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং শ্রাদ্ধকালে তু যঃ পঠেৎ। পিতৃণামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ অস্য লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং গুর্ব্বিণীং শ্রাবয়েদ্‌যদি। গুণবান্ জায়তে পুত্রঃ কন্যা চাপি পতিব্রতা ॥ ১০৯ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধর্ম্ম্যং চাহ্লাদকারকম্। পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চাপি সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারেশস্থাপনপূর্ব্বকমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

রেশকে অর্চ্চনা করিবে, হে প্রভো! আপনি যেন তাহাদিগের বিঘ্ন বিনাশ করেন। কপর্দ্দী গণেশ কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গে যাহারা ভক্তিমান্, আমার আদেশ-পালক বিঘ্নগণ তাহাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন করিবে না। কপর্দ্দী গণেশ এই কথা কহিলে কুমার তাঁহাকেও সেই স্থানে স্থাপন করিলেন। সর্ব্বকালে, বিশেষতঃ চতুর্থীতে তাঁহার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ষড়ানন এইরূপে কুমারেশাদির স্থাপনান্তে শিবাদির নিকট সেই সেই বরলাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। তিনিও অংশক্রমে সেই স্থানে কুমারেশ্বর-সমীপে অধিষ্ঠান করিয়া রহিলেন। হে ভারত! প্রভুর আদেশে কার্য্যবিশেষ সাধনোদ্দেশে প্রস্থিত জনগণ এখানে কুমারকে দর্শন করিলে অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কার্ত্তিকেয়ের বিশেষরূপে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। কারণ; সেই অর্চ্চনার ফলে মানব সর্ব্বত্র প্রভুকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। হে পার্থ! মহীসাগর-সঙ্গম এইরূপ উত্তম তীর্থ। ৯৩—১০০। যে কোন উদ্দেশে উক্ত কুমারেশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। পাপরোগাক্রান্ত মানব এক মাস যাবৎ প্রতিদিন যদি শুচি ও ব্রহ্মচারী হইয়া কুমারেশের অর্চ্চনান্তে তদীয় শতনাম পাঠ করে, তবে সেই পাপরোগ হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে রজি রামাদি শত শত রাজা এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া বল-বাহন-সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগান্তে অন্তিমে রুদ্রলোকে গমন করিয়াছেন। জামদগ্ন্য রাম অযুত বৎসর যাবৎ এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াই কুঠার লাভ করিয়াছিলেন;—যদ্দ্বারা রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি দেবদেবের নিকট এই তীর্থের গুণ-গরিমা অবগত হইয়া এই স্থানে রামেশ্বর নামে বিখ্যাত উত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে সেই রামেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে ফাল্গুন! তাহার প্রতি রাম ও কুমারেশ্বর উভয়েই প্রীত হইয়া থাকেন। এই আমি সংক্ষেপে কুমারেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি কুমারেশ্বরের অগ্রভাগে তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে সে সুদীর্ঘকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে এই কুমারেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য পাঠ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। গর্ভিণীকে যদি এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তবে গুণবান্ পুত্র বা পতিব্রতা কন্যা জন্মিয়া থাকে। এই কুমারেশ্বরমাহাত্ম্য পুণ্যকর, পাপহর, ধর্ম্মবর্দ্ধক ও

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কুমারেণ স্থাপিতোঽত্র কুমারেশস্ততঃ সুরাঃ। প্রণম্য গুহমূচুশ্চ প্রবদ্ধকরসম্পুটাঃ॥ ১॥ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়িষ্যামো বয়ং ত্বাং শৃণু তত্ত্বতঃ। পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ আচারঃ প্রোচ্যতে জয়িনামযম্॥ ২॥ জয়ন্তি যে রণে শত্রূংস্তৈঃ কার্য্যঃ স্তম্ভচিহ্নকঃ। তস্মাত্তব জয়োদ্দ্যোতননিমিত্তং স্তম্ভমুত্তমম্॥ ৩॥ নিক্ষিপাম বয়ং যাবত্ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি। বিশ্বকর্ম্মকৃতং যচ্চ তৃতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্॥ ৪॥ তস্য স্তম্ভাগ্রতস্তঞ্চ সংস্থাপয় শিবাত্মজ। এবমুক্তে সুরৈঃ স্কন্দস্তথেত্যাহ মহামনাঃ॥ ৫॥ ততো হৃষ্টাঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাঃ স্তম্ভমুত্তমম্। জাম্বূনদময়ং শুভ্রং রণভূমৌ বিনিক্ষিপুঃ॥ ৬॥ পরিতঃ স্থণ্ডিলং দিক্ষু সর্ব্বরত্নময়ন্তু তে। তত্র হৃষ্টাশ্চাপ্সরসো ননৃতুর্দশধা শুভাঃ॥ ৭॥ মাতরো মঙ্গলান্যস্য জগুঃ স্কন্দস্য নন্দিতাঃ। ইন্দ্রাদ্যা ননৃতুস্তত্র স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ বাদকঃ॥ ৮॥ পেতুঃ খাৎ পুষ্পবর্ষাণি দেববাদ্যানি সস্বনুঃ। এবং স্তম্ভং সমারোপ্য জয়াখ্যং বিশ্বনন্দকঃ॥ ৯॥ স্তম্ভেশ্বরস্ততো দেবঃ স্থাপিতস্ত্র্যক্ষসূনুনা। বিরিঞ্চিপ্রমুখৈর্দেবৈর্জাতানন্দৈঃ সমং তদা। হরিহরাদিত্যযুক্তৈস্তৈঃ সেন্দ্রৈর্মুনিগণৈরপি॥ ১০॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে শক্ত্যগ্রেণ মহাত্মনা॥ ১১॥ গুহেন নির্ম্মিতঃ কূপো গঙ্গা তত্র তলোদ্ভবা। মাঘস্য চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং পিতৃতর্পণম্॥ ১২॥ কূপে স্নানং নরঃ কৃত্বা ভক্ত্যা যঃ পাণ্ডুনন্দন। গয়াশ্রাদ্ধেন যৎ পুণ্যং তৎ ফলং লভতে স্ফুটম্॥ ১৩॥ স্তম্ভেশ্বরং ততো দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ। বাজপেয়ফলং প্রাপ্য মোদতে রুদ্রসদ্মনি॥ ১৪॥ পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং মহীসাগরসঙ্গমে। শ্রাদ্ধং কৃত্বা চ যোঽভ্যর্চ্চেৎ স্তম্ভেশ্বরমকল্মষঃ॥ ১৫॥ পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি তৃপ্তা যচ্ছন্তি চাশিষঃ। স ভিত্ত্বা সর্ব্বপাপানি রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥ ইত্যাহ ভগবান রুদ্রঃ স্কন্দস্য প্রীতয়ে পুরা।

আনন্দদায়ক। ইহা পাঠ করিলে পাঠকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।১০১—১১০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর সুরগণ সেই কুমার-প্রতিষ্ঠিত কুমারেশ লিঙ্গকে প্রণতি করিয়া কৃতাঞ্জলি করে গুহকে কহিলেন,—হে কুমার! আমরা আপনাকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপিত করিতেছি; আপনি অবধান করুন। পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ এইরূপ একটী আচার আছে যে, যাহারা রণে শত্রু পরাজয় করে, তাহারা একটী জয়সূচক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। অতএব আমরা আপনার বিজয়সূচক একটী উত্তম স্তম্ভ প্রোথিত করিতে চাই; আপনি এ বিষয়ে অনুমোদন করুন। হে শিবনন্দন! বিশ্বকর্ম্মা যে তিনটী লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় লিঙ্গটী উক্ত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। মহাত্মা স্কন্দ, দেবগণের এই প্রস্তাবে "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই রণস্থলে হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল উত্তম স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে কতখানি স্থান মণি-মুক্তাদি দ্বারা ভূষিত করিলেন। সেখানে অপ্সরারা তখন দশবিধ নৃত্য করিতে লাগিল। মাতৃগণও আনন্দিত মনে সেখানে মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেব-দুন্দুভি সকলও বাদিত হইয়া উঠিল। ত্রিলোচননন্দন গুহ সেখানে এইরূপ বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পরে তদুপরি হর, হরি, ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, মুনিগণাদি-সহ বিশ্বের আনন্দদায়ক স্তম্ভেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন।১—১০। মহাত্মা স্কন্দ সেই স্তম্ভেশ্বরের পশ্চিমভাগে শক্তিপ্রহার দ্বারা একটী কূপ খনন করিলেন। সেই কূপে পাতাল হইতে গঙ্গা উঠিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। হে পাণ্ডুনন্দন! মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে মানব যদি ভক্তিসহকারে সেই কূপে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করে, তবে গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই। পরে স্তম্ভেশ্বর দেবকে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়; তাহাতে মানব বাজপেয়-ফললাভ করিয়া রুদ্রলোকে সানন্দে বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া নিষ্পাপ-দেহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানাতে স্তম্ভেশ্বরের অর্চ্চনা করে, তদীয় পিতৃগণ পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ দান করেন; সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। পুরাকালে স্কন্দের প্রীতি-উদ্দেশে ভগবান্ রুদ্র এই

এবমেব চতুর্থং চ স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ প্রণেমুর্দেবতাঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি তে জগুঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্তম্ভেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। এবং দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ তানি লিঙ্গানি হরসূনুনা। হরিব্রহ্মেন্দ্রপ্রমুখা দেবাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্ ॥ ১ ॥ অহো ধন্যঃ কুমারোঽয়ং মহীসাগরসঙ্গমে। যেন চত্বারি লিঙ্গানি স্থাপিতানি সুদুর্লভে ॥ ২ ॥ বয়মপ্যত্র শুদ্ধ্যর্থং তোষার্থং স্কন্দরুদ্রয়োঃ। সাধ্বর্থে চাত্মলাভায় কুর্ম্মো লিঙ্গপরম্পরাম্ ॥ ৩ ॥ অথবা কোটিশো দেবা মুনয়ো নৈব সঙ্খ্যয়া। সর্ব্বে চেৎ স্থাপয়িষ্যন্তি লিঙ্গান্যত্র মহীতটে ॥৪॥ পূজা তেষাং কথং ভাবি বহুত্বাচ্চাত্র পঠ্যতে। যস্য রাষ্ট্রে রুদ্রলিঙ্গং পূজ্যতে নৈব শক্তিতঃ ॥ ৫ ॥ তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং দুর্ভিক্ষব্যাধিতস্করৈঃ। সম্ভূয় স্থাপয়িষ্যামো লিঙ্গমেকং ততঃ শুভম্ ॥ ৬ ॥ ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে প্রাপ্যানুজ্ঞাং মহেশ্বরাৎ। প্রহর্ষিতা গুহেনৈব হরিব্রহ্মমুখাঃ সুরাঃ ॥ ৭ ॥ ভূমিভাগং শুভং বীক্ষ্য বিজনে লিঙ্গমুত্তমম্। স্থাপয়ামাসুরথ তে স্বয়ং ব্রহ্মবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৮ ॥ সিদ্ধার্থৈঃ স্থাপিতং যস্মাদ্দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ স্বয়ম্। সিদ্ধেশ্বরমিতি প্রাহ নাম লিঙ্গস্য বৈ গুহঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব্বৈর্দেবৈস্তত্র লিঙ্গে খানিতং সর উত্তমম্। সর্ব্বতীর্থোদকৈঃ শুভ্রৈঃ পূরিতঞ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে পার্থ পাতালাদ্বাসুকেনন্দনঃ। কুমুদো নাম আগত্য প্রাহ শেষাহিপন্নগান্ ॥ ১১ ॥ অস্মিংস্তারকযুদ্ধে তু প্রলম্বো নাম দানবঃ। পলায়িত্বা স্কন্দভীত্যা পাপঃ পাতালমাবিশৎ ॥ ১২ ॥ স বো বসূনি পুত্রাংশ্চ ভার্য্যাঃ কন্যা গৃহাণি চ। বিধ্বংসয়তি নাগেন্দ্রাঃ শীঘ্রং ধাবত ধাবত ॥ ১৩ ॥ শেষাত্মজস্য তদ্বাক্যং কুমুদস্য নিশম্য তে। উৎসুকা যোপুর্নাগেন্দ্রা যাম যামেতিবাদিনঃ ॥১৪॥ তান্নিবার্য্য ততঃ স্কন্দঃ ক্রুদ্ধঃ শক্তিমথাদদে। পাতালায়

কথা বলিয়াছেন। এইভাবেই সেখানে চতুর্থ লিঙ্গটীও স্থাপিত হইয়াছে। দেবগণ সকলেই সেই উত্তম লিঙ্গটীকে তখন প্রণাম করিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ১১—১৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হরনন্দন কর্ত্তৃক ভূতলে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই সকল লিঙ্গ দেখিয়া হরি ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, অহো! যিনি সুদুর্লভ মহীসাগরসঙ্গমে চারিটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই এই কুমার ধন্য! আমরাও আত্মবিশুদ্ধি, শ্রেয়োলাভ এবং কুমার ও রুদ্রের সন্তোষসাধনার্থ এই স্থানে লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠা করিব; অথবা আমরা বহুকোটি দেবতা ও মুনিগণ প্রত্যেকে যদি এক একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি, তবে সেই সমস্ত লিঙ্গের পূজা করিবে কে? কি প্রকারে তাহাদিগের পূজা নির্ব্বাহ হইবে? অথচ শাস্ত্রে এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে যে, যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ শক্ত্যনুরূপ পূজা প্রাপ্ত না হয়, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও তস্কর দ্বারা তাহার সেই রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব আমরা সকলে মিলিয়া একটী উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করি। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ এইরূপ স্থির করিয়া মহেশ্বরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা কুমারের সহিত একটী মনোরম বিজন স্থান নির্ণয় করিয়া সেখানে একটী অত্যুত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। সেই লিঙ্গ স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করেন। সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সকল-মনোরথ দেবগণ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমার সেই লিঙ্গের নাম রাখিলেন—সিদ্ধেশ্বর। মহাত্মা দেবগণ সেখানে একটী উত্তম সরোবরও খনন করিলেন এবং তাহা সর্ব্বতীর্থোদক দ্বারা পরিপূরিত করিলেন। ১—১০।

হে পার্থ! এই সময়ে পাতাল হইতে বাসুকিনন্দন কুমুদনাগ সেখানে আসিয়া শেষ-প্রমুখ সর্পগণকে কহিল যে, প্রলম্ব নামক পাপিষ্ঠ দানব এই তারকাসুর-যুদ্ধে স্কন্দের ভয়ে পলায়ন করিয়া পাতালে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এ নাগেন্দ্রগণ! সেই দানব আপনাদিগের ধন, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, গৃহ,—সমস্তই বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। অতএব আপনারা শীঘ্র চলুন, শীঘ্র চলুন। শেষনন্দন কুমুদের সেই কথা শুনিয়া নাগেন্দ্রগণ "যাই, যাই," বলিয়া সকলেই যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। স্কন্দ তখন তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক

মুমোচাথ প্রোচ্য দৈত্যো নিহন্যতাম্ ॥ ১৫ ॥ ততং স্কন্দভুজোৎসৃষ্টা ভুবং নির্ভিদ্য বেগতঃ। প্রবিষ্টা সহসা শক্তির্যথা দৈবং নরং প্রতি ॥ ১৬ ॥ সা তং হত্বা প্রলম্বঞ্চ কোটিভির্দশভির্বৃতম্। নন্দয়িত্বাগতা নাগান্ জলকল্লোলপূরিকা ॥ ১৭ ॥ যাস্ত্যা শক্ত্যা তয়া পার্থ যৎ কৃতং বিবরং ভুবি। পাতালগঙ্গাতোয়েন পূরিতং পাপহারিণা ॥ ১৮ ॥ তস্য নাম দদৌ স্কন্দঃ সিদ্ধকূপ ইতি স্মৃতঃ। কৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যামুপবাসী নরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ স্নাত্বা কূপে-হর্চ্চয়েদীশং সিদ্ধেশ্বরমনন্যধীঃ। প্রভূতভবসম্ভূতপাপং তস্য বিলীয়তে ॥ ২০ ॥ সিদ্ধকুণ্ডে চ যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। সর্ব্বকল্মষনির্ম্মুক্তো ভক্তিযোগ্যো ভবে ভবেৎ ॥ ২১ ॥ বটশ্চাপ্যক্ষয়স্তস্য তুষ্টো রুদ্রো বরং দদৌ। প্রয়াগবটতুল্যোঽয়মেতৎ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ অত্রাগত্য মহাভাগ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সুভক্তিতঃ। পিতৄণামক্ষয়ং তচ্চ সর্ব্বেষাং পিণ্ডপাতনম্ ॥ ২৩ ॥ ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ স্কন্দেন সহিতাস্তদা। সিদ্ধাম্বিকাং মহাশক্তিং প্রার্থয়ামাসুরীশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥ ত্বয়াবিষ্টো হি ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ। জগদুদ্ধারণার্থায় চক্রে কর্ম্মাণ্যনেকশঃ ॥২৫॥ ইতি তাং প্রার্থয়ামাসুরত্র ত্যাজ্যং ন তে শুভে। অত্র স্থিতাঃ সর্ব্ব ইমে ক্ষেত্রপালা মহাবলাঃ ॥২৬॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং বলিপুষ্পৈশ্চ যাং শুভে। যে পূজয়ন্তি তে পাল্যাঃ সর্ব্বাপৎসু ত্বয়া সদা ॥২৭॥ এবমুক্তা সিদ্ধমাতা তথেতি প্রত্যপদ্যত। স্থাপয়ামাসুরথ তাং লিঙ্গাদুত্তরভাগতঃ ॥২৮॥ ততঃ ক্ষেত্রপতীন্ দেবাশ্চতুঃষষ্টিং মহেশ্বরম্। সিদ্ধেশং নাম ক্ষেত্রস্য রক্ষার্থং নিদধুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ তঞ্চ যে পূজয়িষ্যন্তি কার্য্যারম্ভেষু সর্ব্বদা। বর্ষে বর্ষে রাজমাষবলিনা চ বিশেষতঃ। তানসৌ পালয়েত্তুষ্টঃ পিতা লোকানিব স্বকান্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিদ্ধিকৃতে দেবাস্তত্র সিদ্ধিবিনায়কম্ ॥ ৩১ ॥ কপর্দ্দিতনয়ং প্রার্থ্য স্থাপয়াঞ্চক্রিরে মুদা। তঞ্চ যে পূজয়ন্ত্যত্র কার্য্যারম্ভেষু সর্ব্বদা ॥ ৩২ ॥ তেষাং সিদ্ধিং দদাত্যেষ প্রবলো বিঘ্নরাড়ুভবঃ। যদ্যত্র পূজয়েদ্যস্তু সততং সিদ্ধসপ্তকম্ ॥ ৩৩ ॥ পঞ্চেন্দ্রা স্মরতে বাপি সর্ব্বদোষৈর্বিমুচ্যতে। সিদ্ধেশ্বরঃ সিদ্ধবটশ্চ সাক্ষাৎ

"প্রলম্ব দানব নিহত হউক" বলিয়া পাতালের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দভুজবিমুক্তা সেই শক্তি, প্রবল দৈব যেমন মনুষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ সবেগে ভূতল ভেদ করিয়া চলিল এবং দশকোটি সৈন্যসমন্বিত প্রলম্ব দানবকে হত্যা করিয়া নাগগণের আনন্দ বিধানপূর্ব্বক জলকল্লোলের সহিত পুনরায় স্কন্দের নিকট প্রত্যাগমন করিল। হে পার্থ! সেই শক্তি দ্বারা যে বিবর হইয়াছিল, তদ্দ্বারা পাপহারী পাতাল-গঙ্গাজল সমুত্থিত হইয়া সেই ছিদ্র পূর্ণ করিয়া ফেলিল। স্কন্দ তাহার নাম রাখিলেন—সিদ্ধকূপ। যে মানব কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী বা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া উক্ত কূপে স্নানান্তে অনন্যমানসে সিদ্ধেশ্বর মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহার সমস্ত সংসারতাপ নিবারিত হয়। ১১—২০। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সিদ্ধকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া মহেশ্বরে পরম ভক্তিসম্পন্ন হয়। তত্রত্য বটবৃক্ষকেও মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া বর দান করিয়াছিলেন যে, এই বটবৃক্ষও প্রয়াগের বটবৃক্ষের ন্যায় অক্ষয় হইবে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে মহাভাগ মানব এখানে আসিয়া ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড সকল পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। তার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ কুমারের সহিত মহাশক্তি ঈশ্বরী সিদ্ধাম্বিকার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, শুভে! জনার্দ্দন আপনা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া জগতের উদ্ধারসাধনার্থ মৎস্যাদি নানারূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। এখানে এই সমস্ত মহাবল ক্ষেত্রপালগণও সতত অবস্থান করিবেন। শুভে! যাহারা অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে বলি পুষ্পাদি দ্বারা আপনাকে পূজা করিবে, আপনি তাহাদিগকে সমস্ত আপদে সতত রক্ষা করিবেন। এই কথা শুনিয়া সিদ্ধাম্বিকা "তথাস্তু" বলিয়া সেই কথার অনুমোদন করিলেন। তারপর দেবগণ তাঁহাকে লিঙ্গের উত্তর দিকে স্থাপন করিলেন। অনন্তর দেবগণ সেই ক্ষেত্রের রক্ষাবিধানার্থ চতুঃষষ্টি ক্ষেত্রপতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সিদ্ধেশ নামক এক শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। হে অর্জ্জুন! যাহারা তাঁহাকে প্রতিবৎসর পূজা করে, বিশেষতঃ রাজমাষ দ্বারা বলি প্রদান করে, তিনি তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন। ২১—৩০। অতঃপর দেবগণ নির্বিঘ্নে অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত শিবনন্দন গণেশকেও প্রার্থনা করিয়া সানন্দে সিদ্ধিবিনায়ক নামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে যাহারা

সিদ্ধাম্বিকা সিদ্ধবিনায়কশ্চ। সিদ্ধেয়ক্ষেত্রাধিপতিশ্চ সিদ্ধসরস্তথা সিদ্ধকূপশ্চ সপ্ত॥ ৩৫॥ অত্র তুষ্টো দদৌ রুদ্রঃ সুরাণাং দুর্লভান্ বরান্। বৈশাখমাসস্যাষ্টম্যাং কৃষ্ণায়াং সিদ্ধকূপকে॥ ৩৬॥ স্নাত্বা পিণ্ডান্ বটে কৃত্বা পূজয়ন্ মাঞ্চ সিদ্ধভাক্। সদা যোহভ্যর্চ্চয়েন্মাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৭॥ অষ্টাবিষ্টকরা নিত্যং ভবেয়ুস্তস্য সিদ্ধয়ঃ। মন্ত্রজাপ্যবলিং হোমমত্র যঃ কুরুতে নরঃ॥ ৩৮॥ একচিত্তঃ শুচির্ভূত্বা সোহভীষ্টাং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। সমাহিতমনাশ্চাথ সিদ্ধেশং যস্তু পশ্যতি॥ ৩৯॥ তস্য সিদ্ধির্ভবত্যেব বিঘ্নৈর্যদি ন হন্যতে। সিদ্ধাম্বিকা মহাদেবী হ্যত্র সন্নিহিতাস্তি যা॥ ৪০॥ সিদ্ধিদা সাধকেন্দ্রাণাং মহাবিদ্যাং জপন্তি যে। ধীরেভ্যো ব্রহ্মচারিভ্যঃ সত্যচিত্তেভ্য এব চ॥ ৪১॥ মন্ত্রজাপ্যাদ্দদাত্যেষা সর্ব্বসিদ্ধীর্যথেপ্সিতাঃ। পাতালস্য বিলং চৈতদ্ গুহশক্ত্যা কৃতং মহৎ॥ ৪২॥ সিদ্ধাম্বিকাপ্রসাদেন বিঘ্নক্ষেত্রপয়োর্মম। প্রত্যক্ষং ভবিতা যত্র নানাশ্চর্য্যাণি ভূরিশঃ॥ ৪৩॥ অত্র সিদ্ধিং প্রাপ্স্যন্তি কোটিশঃ পুরুষাঃ সুরাঃ। বিদ্যাধরত্বং দেবত্বং গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ নাগতা॥ ৪৪॥ যক্ষত্বং চামরত্বঞ্চ প্রাপ্স্যন্ত্যত্র চ সাধকাঃ। অত্র বৈ বিজয়ো নাম স্থণ্ডিলস্য প্রভাবতঃ॥ ৪৫॥ সিদ্ধাম্বিকাং সমারাধ্য সিদ্ধিমাপ্স্যতি দুর্লভাম্। যো মাং দ্রক্ষ্যতি চাত্রস্থং যশ্চ মাং পূজয়িষ্যতি। বাদপ্রচারতো বাপি পুণ্যাবাপ্তির্ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥ নারদ উবাচ। ত্র্যম্বকেণ বরেম্বেবং দত্তেষপি সুরোত্তমাঃ॥ ৪৭॥ প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত গাথাশ্চেমাং জগুস্তদা। তেন যজ্ঞৈর্জপৈঃ স্তোত্রৈস্তপোভিস্তোষিতা বয়ম্॥ ৪৮॥ সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধিলিঙ্গং যো নরঃ পূজয়িষ্যতি। সর্ব্বকামফলাবাপ্তিরিত্যেবং শঙ্করোহব্রবীৎ॥ ৪৯॥ ইত্যুক্ত্বা তে জয়ং প্রাপ্তাঃ স্কন্দেন সহিতাঃ সুরাঃ। কারায্য রম্যপ্রাসাদান্ রম্যৈস্তারকসম্ভবৈঃ॥ ৫০॥ চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তিং দত্ত্বা ক্ষেত্রস্য সংযযুঃ। কেচিৎ স্কন্দং প্রশংসন্তস্তীর্থমন্যে হরিং পরে॥৫১॥ কেচিল্লিঙ্গানি পঞ্চাপি যুদ্ধং কেচিদ্দিবং

কার্য্যারম্ভে তাঁহাকে পূজা করে, প্রবল বিঘ্ননায়ক তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধবট, সিদ্ধাম্বিকা, সিদ্ধবিনায়ক, ক্ষেত্রপতি সিদ্ধেয়, সিদ্ধ সরোবর এবং সিদ্ধকূপ,—এই সপ্তসিদ্ধের অর্চ্চনা, স্মরণ বা দর্শন করিলে মানব সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। রুদ্রদেব তুষ্ট হইয়া দেবগণকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে সিদ্ধকূপে স্নান করিয়া সিদ্ধবটমূলে পিণ্ডদানান্তে আমাকে (সিদ্ধেশ্বরকে) পূজা করিলে মানব সিদ্ধিভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন হইয়া আমাকে সদা পূজা করে, অষ্টসিদ্ধি তাহার নিয়ত ইষ্টসাধক হয়। যে নর এখানে একমনে শুচিভাবে মন্ত্র জপ, বলি ও হোমানুষ্ঠান করে, সে অভিমত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আর সমাহিতচিত্তে যে ব্যক্তি সিদ্ধেশকে দর্শন করে, তাহার অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়;—যদি বিঘ্নে অভিভূত না হয়। এখানে সিদ্ধাম্বিকা দেবী, নিয়ত সন্নিহিতা, তৎসমক্ষে যাহারা মহাবিদ্যা জপ করে, তিনি সেই সকল শ্রেষ্ঠ সাধকগণকে অভিমত সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। তিনি ধীর, ব্রহ্মচারী, সত্যাসক্ত মানবকে মন্ত্রজপফলে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করেন। শঙ্কর বলিয়াছিলেন যে, হে সুরগণ! কুমারের শক্তিপ্রহারে এই যে পাতাল পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্ত জন্মিয়াছে, এখানে বিবিধাকার অনেকানেক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হইবে। এখানে সিদ্ধাম্বিকা, বিঘ্নপতি, ক্ষেত্রপতি এবং আমার (সিদ্ধেশ্বরের) প্রসাদে কোটি কোটি পুরুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এখানে সাধকগণ বিদ্যাধরত্ব, দেবত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, নাগত্ব, যক্ষত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখানে বিজয় নামক কোন সাধক সিদ্ধাম্বিকার আরাধনা করিয়া দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিবে। এখানে আসিয়া যদি কেহ আমাকে দেখে, কিম্বা পূজা করে, অথবা আমার সম্বন্ধে কথোপকথন করে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি পুণ্যভাজন হইবে। নারদ কহিলেন,—ত্রিলোচন এই সমস্ত বর দান করিলে সুরগণ সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, যে নর এই সিদ্ধ লিঙ্গকে পূজা করিবে, তৎকর্ত্তৃক আমরা যজ্ঞ, জপ, স্তুতি ও তপস্যাচরণের ন্যায় সন্তোষিত হইবে। এই লিঙ্গের অর্চ্চনায় সর্ব্বকামফল লাভ হয়। এ কথা শঙ্করই বলিয়াছেন। ৩৭—৪৯। বিজয়ী সুরগণ এই বলিয়া স্কন্দের সহিত সেই স্থলে তারকাসুরসমাহৃত বিবিধ রম্য দ্রব্যসঞ্চয় দ্বারা সুরম্য কতগুলি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে সেই ক্ষেত্রকে বরদানে চতুর্ব্বর্গফলদায়ক করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ স্কন্দের, কেহ সেই তীর্থের, কেহ

যযৌ। ততোঽন্তরিক্ষে চালিঙ্গ্য মহাসেনং হরোঽব্রবীৎ॥ ৫২॥ সপ্তমে মারুতস্কন্ধে বস নিত্যং প্রিয়াত্মজ। কার্য্যেঽষহং ত্বয়া পুত্র সম্প্রষ্টব্যঃ সদৈব হি॥ ৫৩॥ দর্শনান্মম ভক্ত্যা চ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি। স্তম্ভতীর্থে চ বৎস্যেঽহং ন বিমোক্ষ্যামি কর্হিচিৎ॥ ৫৪॥ ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জৈনং পরিষজ্য মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাংশ্চৈব ভক্ত্যা তৈরভিনন্দিতঃ॥ ৫৫॥ বিসর্জ্জিতাঃ সুরা জগ্মুঃ স্বানিস্বান্যালয়ানি চ। শর্ব্বো জগাম কৈলাসং স্কন্দং বৈ সপ্তমং গুহঃ॥ ৫৬॥ ইত্যেতৎ কথিতং পার্থ লিঙ্গপঞ্চকসম্ভবম্। যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথাং মর্ত্ত্যো মহামতিঃ॥ ৫৭॥ শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি স ভবেৎ কীর্ত্তিমান্নরঃ। বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কান্তিমান্ শুভদর্শনঃ॥ ৫৮॥ ভূতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। শুচির্ভূত্বা পুমান্ যশ্চ কুমারেশ্বরসন্নিধৌ॥ ৫৯॥ শৃণুয়াৎ স্কন্দচরিতং মহাধনপতির্ভবেৎ। বালানাং ব্যাধিদুষ্টানাং রাজদ্বারোপসেবিনাম্॥ ৬০॥ ইদং তৎ পরমং ধন্যং সর্ব্বদোষহরং সদা। তনুক্ষয়ে চ সাযুজ্যং বণ্মুখস্য ব্রজেন্নরঃ॥ ৬১॥ বরমেনং দদুর্দেবাঃ স্কন্দস্যাথ গতা দিবম্॥৬২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে পঞ্চলিঙ্গোপাখ্যানসমাপ্তিবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ। বর্করীতীর্থমাহাত্ম্যমথো বক্ষ্যামি তেঽর্জ্জুন। যথা বর্করিকা জাতা শতশৃঙ্গা নৃপাত্মজা॥ ১॥ কুমারিকেতি বিখ্যাতা তস্যা নাম্না প্রকথ্যতে। ইদং কৌমারিকাখণ্ডং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ২॥ যয়া কৃতা পৃথিব্যাঞ্চ নানাগ্রামাদিকল্পনা। ইদং ভরতখণ্ডঞ্চ যয়া সম্যক্ প্রকল্পিতম্॥ ৩॥ ধনঞ্জয় উবাচ। মহদেতন্মমাশ্চর্য্যং শ্রোতব্যং পরমং মুনে। কুমারীচরিতং সর্ব্বং ব্রূহি মহ্যং সবিস্তরম্॥ ৪॥ কথং বিশ্বমিদং জাতং কর্ম্মজাতিপ্রকল্পিতম্। কথং

পঞ্চলিঙ্গের, কেহ যুদ্ধের এবং কেহ বা বিষ্ণুর প্রশংসা করিতে করিতে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শঙ্কর অন্তরীক্ষ পথে যাইতে যাইতে প্রিয়পুত্র কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি সপ্তম বায়ুস্কন্ধে সতত বাস কর। কার্য্যোপলক্ষে সকল সময়েই আমাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিও। তুমি আমার দর্শনে ও ভক্তিতে পরম মঙ্গল লাভ করিবে। আমি স্তম্ভতীর্থে বাস করিব; কদাচ উহা পরিত্যাগ করিব না। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া গুহকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। পরে প্রজাপতি বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণকেই সানুরাগে অভিনন্দন সহকারে বিদায় দিয়া স্বয়ং কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। দেবগণও স্ব স্ব স্থানে এবং স্কন্দও সপ্তম বায়ুস্কন্ধে গমন করিলেন। হে পার্থ! এই আমি তোমার নিকট পঞ্চলিঙ্গের বিবরণ বর্ণন করিলাম। যে মানব স্কন্দসম্বন্ধিনী এই পুণ্যকথা পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, অথবা অপরকে শ্রবণ করায়, সে মহামতি, কীর্ত্তিমান্, কান্তিমান্, রূপবান্ ও শুভদর্শন হয়। ভূতগণ হইতে তাহার কোন ভয় থাকে না। সে কোন দুঃখ ভোগ করে না। যে মানব কুমারেশ্বর সমীপে শুচি হইয়া এই স্কন্দচরিত শ্রবণ করে, সে অতীব ধনবান্ হয়। ইহা পাঠে রোগার্ত্ত বালক ও রাজদ্বারাভিযুক্ত জনগণের পরম শান্তি লাভ হয়। মানব ইহার প্রসাদে লোক-সমাজে ধন্য হয়; দেহান্তে স্কন্দের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। দেবগণ স্কন্দকে এই বর দান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫০—৬২।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অতঃপর তোমার নিকট বর্করী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। সেই নৃপনন্দিনী বর্করিকা শতশৃঙ্গা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহারই নামে এই ভূখণ্ড কুমারিকাখণ্ড নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই কৌমারিকাখণ্ড চতুর্ব্বর্গফলদায়ক। তিনি এই পৃথিবীতে নানা পুরগ্রামাদি কল্পিত করিয়াছেন, এই ভরতখণ্ডও তাঁহারই কল্পিত। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর! এই আশ্চর্য্য উপাখ্যান আমার শ্রোতব্যই বটে। আপনি আমার নিকট সমগ্র কুমারীচরিত সবিস্তরে বর্ণন করুন। ১—৪। এই জগতের কি প্রকারে সৃষ্টি হইয়াছে, আর কি প্রকারেই বা ভরতখণ্ডের প্রসিদ্ধি হইয়াছে? এই ভূতলে জাতিকর্ম্মাদিরই বা কি প্রকারে কল্পনা হইয়াছে?

বা ভারতং খণ্ডং শুশ্রূষেয় সদা মম ॥ ৫ ॥ নারদ উবাচ। অব্যক্তেঽস্মিন্নিরালোকে প্রধানপুরুষাবুভৌ। অজৌ সমাগতাবেকৌ কেবলং শৃণুমো বয়ম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ স্বভাবকালাভ্যাং স্বরূপাভ্যাং সমীরিতম্। ঈক্ষণেনৈব প্রকৃতের্মহত্তত্ত্বমজায়ত ॥ ৭ ॥ মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহন্তত্ত্বং ব্যজায়ত। ত্রিধা তন্মুনিভিঃ প্রোক্তং সত্ত্বরাজসতামসম্ ॥ ৮ ॥ তামসাৎ পঞ্চ জাতানি তন্মাত্রাণি বিদুর্বুধাঃ। তন্মাত্রেভ্যশ্চ ভূতানি বিশেষাঃ পঞ্চ তত্ত্বাঃ ॥ ৯ ॥ সাত্ত্বিকাচ্চাপ্যহঙ্কারাদ্বিদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। একাদশং মনশ্চৈব রাজসঞ্চ দ্বয়োর্ব্বিদুঃ ॥ ১০ ॥ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি জাতানীতি পুরা বিদুঃ। সদাশিবেন বৈ পুংসা তানি দৃষ্টানি ভারত ॥ ১১ ॥ বুদ্‌বুদাকারতা জম্মুরণ্ডং জাতং ততঃ শুভম্। শতকোটিপ্রমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডমিদমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ আত্মাস্য কথিতো ব্রহ্মা ব্যভজৎ স ত্রিধা ত্বিদম্। উর্দ্ধং তত্র স্থিতা দেবা মধ্যে চৈব চ মানবাঃ ॥ ১৩ ॥ নাগা দৈত্যাশ্চ পাতালে ত্রিধৈতৎ পরিকল্পিতম্। একৈকং সপ্তধা ভূয়স্তুতস্তেন প্রকল্পিতম্ ॥ ১৪ ॥ পাতালানি চ দ্বীপানি স্বর্লোকাঃ সপ্ত সপ্ত চ। সপ্ত দ্বীপানি বক্ষ্যামি শৃণু তেষাং প্রকল্পনাম্ ॥ ১৫ ॥ লক্ষযোজনবিস্তারং জম্বুদ্বীপং প্রকীর্ত্ত্যতে। সূর্য্যবিম্বসমাকারং তাবৎক্ষারার্ণবাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥ শাকদ্বীপং দ্বিগুণতো জম্বুদ্বীপাত্ততঃ পরম্। তাবতা ক্ষীরতোয়েন সমুদ্রেণ পরীবৃতম্ ॥ ১৭ ॥ সুরাতোয়েন দৈত্যানাং মোহকার্য্যর্ণবেন হি। পুষ্করন্তু ততো দ্বীপং দ্বিগুণং তাবতা কৃতম্ ॥ ১৮ ॥ কুশদ্বীপং দ্বিগুণতস্ততস্তৎপরতঃ স্মৃতম্। দধিতোয়েন পরিতস্তাবদর্ণবসংবৃতম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ পরং ক্রৌঞ্চসংজ্ঞং দ্বিগুণং হি ঘৃতাব্ধিনা। ততঃ শাল্মলিদ্বীপঞ্চ দ্বিগুণং তাবতৈব চ ॥ ২০ ॥ ইক্ষুসারস্বরূপেণ সমুদ্রেণ পরীবৃতম্। গোমেদং তস্য পরিতো দ্বিগুণং তাবতা বৃতম্ ॥ ২১ ॥ স্বাদুতোয়েন রম্যেণ সমুদ্রেণ সমন্ততঃ ॥ ২১ ॥ এবং কোটিদ্বয়ং পার্থ লক্ষপঞ্চাশতত্রয়ম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্তদ্বীপাঃ সসাগরাঃ। দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার সতত অভিলাষ। নারদ কহিলেন,—আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে এই সমস্তই অব্যক্ত অন্ধকারময় ছিল; কেবল মাত্র স্বভাব-কালরূপী একাত্মক প্রকৃতি পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। তখন প্রকৃতির দৃষ্টিবশেই মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেই মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে। মুনিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ বিশেষ ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সুধীগণ ইহা জ্ঞাত আছেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আর মন সাত্ত্বিক রাজস উভয় অহঙ্কারের সম্মিলনে সমুৎপন্ন। হে ভারত! এক মাত্র সদাশিবই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমুৎপত্তি দর্শন করিয়াছেন। প্রতমতঃ উহারা বুদ্‌বুদাকার ধারণ করে, পরে অণ্ডাকারে পরিণত হয়; উহার পরিমাণ শতকোটি যোজন, উহাই ব্রহ্মাণ্ডপদবাচ্য। উহার আত্মাই ব্রহ্মা। তিনি সেই ব্রহ্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, সেই তিন ভাগের উর্দ্ধভাগে দেবগণ, মধ্যভাগে মানবগণ আর নিম্ন ভাগে নাগ ও দৈত্যগণ বাস করিয়া থাকে। তিনি এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগকে আবার সপ্ত সপ্ত ভাগে কল্পনা করেন, যথা,—সপ্ত পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, ও সপ্ত স্বর্গ। এক্ষণে সপ্ত দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। জম্বুদ্বীপ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ, সূর্য্যমণ্ডলাকার ও ক্ষারসমুদ্রে সমাবৃত। তারপর শাক দ্বীপ; উহা জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণবিশিষ্ট; উহাও ক্ষারসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ ক্ষীরসাগরে সমাবৃত। পরে পুষ্কর দ্বীপ এবং উহার পরিমাণ কুশদ্বীপের দ্বিগুণ;—উহা ক্ষীরসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ সুরাজলে সমাবৃত। সেই সুরাজল দৈত্যগণের মোহ সাধিত হয়। তার পর কুশদ্বীপ ; উহার পরিমাণ পুষ্কর দ্বীপের দ্বিগুণ। উহা সুরাসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ দধিসাগর দ্বারা বেষ্টিত। অতঃপর ক্রৌঞ্চদ্বীপ; উহা কুশদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণশালী এবং দধিসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ ঘৃতসাগর দ্বারা বেষ্টিত। অনন্তর শাল্মলি দ্বীপ; উহা কুশদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণশালী এবং ঘৃতসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ ইক্ষুরসসাগবে পরিবেষ্টিত। তার পর গোমেদ দ্বীপ; তাহা স্বাদুজল-সাগরে বেষ্টিত। সেই সাগর অতি মনোরম এবং ইক্ষুরস সাগরের দ্বিগুণ পরিমাণশালী। ৫—২১। হে পার্থ! সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সমষ্টি পরিমাণ দুইকোটি পঞ্চাশৎলক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে সাগর-

শতানি চ ॥২৩॥ অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ো দৃষ্টঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ। ততো হেমময়ী ভূমির্দশকোট্যঃ কুরূদ্বহ ॥ ২৪॥ দেবানাং ক্রীড়নস্থানং লোকালোকস্ততঃ পরম্। পর্ব্বতো বলয়াকারো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ ॥ ২৫॥ অস্য বাহ্যে তমো ঘোরং দুষ্প্রেক্ষ্যং জীব-বর্জ্জিতম্। পঞ্চত্রিংশৎ স্মৃতাঃ কোট্যো লক্ষ্যা-ণ্যেকোনবিংশতিঃ॥ ২৬ ॥ চত্বারিংশৎসহস্রাণি যোজনানাঞ্চ ফাল্গুন। সপ্তসাগরমানস্তু গর্ভোদ-স্তদনন্তরম্॥ ২৭ ॥ কোটিযোজনবিস্তারঃ কটাহঃ সংব্যবস্থিতঃ। ব্রহ্মাণ্ডোহণ্ডং কটাহেন সংযুক্তং মেরু-মধ্যতঃ॥ ২৮॥ পঞ্চাশৎকোটয়ো জ্ঞেয়া দশদিক্ষু সমন্ততঃ। জম্বুদ্বীপস্য মধ্যে তু মেরুনামাস্তি পর্ব্বতঃ॥ ২৯॥ স লক্ষযোজনো জ্ঞেয়ো হ্যধশ্চোর্দ্ধং প্রমাণতঃ। ষোড়শৈব সহস্রাণি যোজনানামধঃ স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ উচ্ছ্রয়শ্চতুরাশীতির্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ। ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ সমাযুক্তঃ শরাবাকৃতিমস্তকঃ॥ ৩১॥ মধ্যশৃঙ্গে ব্রহ্মবাস ঐশান্যাং ত্র্যম্বকস্য চ। নৈর্ঋত্যে বাসুদেবস্য হেমশৃঙ্গঞ্চ ব্রহ্মণঃ॥ ৩২ ॥ রত্নজং শঙ্করস্যাপি রাজতং কেশবস্য চ। মেরুদিক্ষু চতস্থষু বিষ্কম্ভা গিরয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৩॥ পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ। বিপুলঃ পশ্চিমে জ্ঞেয়ঃ সুপার্শ্বশ্চ তথোত্তরে॥ ৩৪॥ কদম্বো মন্দরে জ্ঞেয়ো জম্বুর্বৈ গন্ধমাদনে। অশ্বত্থো বিপুলে চৈব সুপার্শ্বে চ বটো মতঃ॥ ৩৫ ॥ একাদশশতায়ামাশ্চত্বারো গিরিকেতবঃ। এতেষাং সন্তি চত্বারি বনানি জয়-মূর্দ্ধসু॥ ৩৬॥ পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে গন্ধ-মাদনম্। বৈভ্রাজং পশ্চিমে জ্ঞেয়মুদক্ চিত্ররথং বনম্॥ ৩৭॥ সরাংসি চাপি চত্বারি চতুর্দ্দিক্ষু নিবোধ মে। প্রাচ্যেহরুণোদসংজ্ঞন্তু মানসং দক্ষিণে সরঃ॥ ৩৮॥ প্রত্যক্ শীতোদকং নাম উত্তরে চ মহাহ্রদঃ। বিষ্কম্ভগিরয়ো হ্যেত উচ্ছ্রিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥ ৩৯॥ যোজনানাং সহস্রাণি সহস্রং পিণ্ডতঃ স্মৃতম্। অন্যে চ সন্তি বহুশস্তত্র বৈ কেশরাচলাঃ॥ ৪০॥ মেরো-র্দক্ষিণতশ্চৈব ত্রয়ো মর্য্যাদপর্ব্বতাঃ। নিষধো হেম-কূটশ্চ হিমবানিতি তে ত্রয়ঃ॥ ৪১॥ লক্ষযোজন-দীর্ঘাশ্চ বিস্তীর্ণা দ্বিসহস্রকম্। ত্রয়শ্চোত্তরতো মেরোর্নীলঃ শ্বেতোহথ শৃঙ্গবান্॥ ৪২॥ মাল্যবান্ পূর্ব্বতো মেরোর্গন্ধাখ্যঃ পশ্চিমে তথা। ইত্যেতে গিরয়ঃ প্রোক্তা জম্বুদ্বীপে সমন্ততঃ॥ ৪৩॥ গন্ধ-

জলের পঞ্চদশ অঙ্গুলী পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই স্বাদুজল সাগরের পর হিরণ্ময়ী ভূমি। উহার পরিমাণ দশ কোটি যোজন। উহা দেবগণের ক্রীড়াস্থান। তাহার পর লোকা-লোক পর্ব্বত। সেই পর্ব্বত বলয়াকার, এবং অযুত যোজন বিস্তৃত। তাহার পর অতি ঘোর দুর্দ্দর্শ অন্ধকার। উহা জীববর্জ্জিত। হে অর্জ্জুন। সপ্তসাগ-রের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ কোটি ঊনবিংশতি লক্ষ, চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। ইহার পর গর্ভোদ সাগর। উহা দশ দিকে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পরিমাণ কোটি যোজন। ঐ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপের মধ্যে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত। উহার ঊর্দ্ধাধঃপরিমাণ লক্ষ যোজন, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন এবং অধোভাগে ষোড়শ যোজন। উহার শিরোভাগের বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ যোজন। ঐ শিরোভাগ তিনটী শৃঙ্গযুক্ত এবং শরাবাকৃতি। উহার মধ্য শৃঙ্গে ব্রহ্মার বাস, ঈশান কোণের শৃঙ্গে শঙ্করের বাস এবং নৈর্ঋত কোণের শৃঙ্গে বিষ্ণুর বাস। স্বর্ণময় শৃঙ্গে ব্রহ্মা, রত্নময় শৃঙ্গে শঙ্কর এবং রজতময় শৃঙ্গে বিষ্ণু বাস করেন। মেরুর চতুর্দ্দিকে চারিটী বিষ্কম্ভ পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব! মন্দরে কদম্ব, গন্ধ-মাদনে জম্বু, বিপুলে অশ্বত্থ এবং সুপার্শ্বে বট বৃক্ষ উহাদিগের ধ্বজস্বরূপ বিরাজমান। উহারা একা-দশ-শত যোজন দীর্ঘ। উক্ত চারি পর্ব্বতে চারিটী উপবন আছে। পূর্ব্বে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিভ্রাজ এবং উত্তরে চিত্ররথ বন বিরা-জিত। চারি দিকে চারিটী সরোবরও আছে; তাহা আমার নিকট জ্ঞাত হও। পূর্ব্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ এবং উত্তরে মহাহ্রদ। এই বিষ্কম্ভ গিরিগণ পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন উন্নত এবং সহস্রযোজন বিস্তারসম্পন্ন। এতদ্ভিন্ন আরও কতগুলি ক্ষুদ্র পর্ব্বত সেই মেরুর পার্শ্বে বিদ্যমান, তাহারা কেশরাচল বলিয়া খ্যাত। ২২—৪০। মেরুর দক্ষিণ দিকে তিনটী মর্য্যাদা-পর্ব্বত আছে; যথা,— নিষধ, হেমকূট ও হিমবান্। ইহারা প্রত্যেকে লক্ষ যোজন দীর্ঘ এবং দ্বিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। এইরূপ মেরুর উত্তর দিকেও নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই তিনটী মর্য্যাদা-পর্ব্বত আছে। আর মেরুর পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ এবং পশ্চিম দিকে গন্ধ গিরি বিরাজিত। জম্বুদ্বীপে এই সকল

মাদনসংস্থায়া মহাগজপ্রমাণতঃ। ফলানি জম্বু-স্তস্মাৎ জম্বূদ্বীপমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪৪ ॥ আসীৎ স্বায়ম্ভুবো নাম মনুরাদ্যঃ প্রজাপতিঃ। আসীৎ স্ত্রী শতরূপা তামুদ্বোঢ় প্রজাপতিঃ। প্রিয়ব্রতোত্তান-পাদৌ তস্যাস্তাং তনয়াবুভৌ ॥ ৪৫ ॥ ধ্রুবশ্চোত্তান-পাদস্য পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ। ভক্ত্যা স বিষ্ণুমারাধ্য স্থানঞ্চৈবাক্ষয়ং গতঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরুৎ-পন্না দশ সূনবঃ। ত্রয়ঃ প্রব্রজিতাস্তত্র পরংব্রহ্ম-সমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ সপ্ত সপ্তসু দ্বীপেষু তেন পুত্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। জম্বুদ্বীপাধিপো জ্যেষ্ঠ আগ্নীধ্র ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্যাসন্নব সুতাঃ পার্থ নববর্ষেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ। তেষাং নাম্না চ তে বর্ষাস্তিষ্ঠন্ত্যদ্যাপি চাঙ্কিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি নব প্রত্যেকশঃ স্মৃতাঃ। মেরোশ্চতুর্দ্দিশং খণ্ডং গন্ধমাল্যবতোর্দ্বয়োঃ ॥ ৫০ ॥ অন্তরে হেমভূমিষ্ঠমিলাবৃতমিহোচ্যতে। মাল্যবৎসাগরান্তস্য ভদ্রাশ্বমিতি প্রোচ্যতে ॥ ৫১ ॥ গন্ধবৎসাগরান্তস্য কেতুমালমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫২ ॥ শৃঙ্গবজ্জলধেরন্তঃ কুরুখণ্ডমিতি স্মৃতম্। শৃঙ্গবচ্ছ্বেত-মধ্যে চ খণ্ডং প্রোক্তং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৫৩ ॥ সুনীল-শ্বেতয়োর্ম্মধ্যে খণ্ডমাহুশ্চ রম্যকম্। নিষধো হেমকূটশ্চ হরিখণ্ডং তদন্তরা ॥ ৫৪ ॥ হিমবদ্ধেমকূটান্তঃ খণ্ডং কিম্পুরুষং স্মৃতম্। হিমাদ্রিজলধেরন্তর্নাভিখণ্ড-মিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ নাভিখণ্ডঞ্চ কুরবো দ্বে বর্ষে ধনুষাকৃতী। হিমবাংশ্চ গিরিঃ শৃঙ্গী জ্যাস্থানে পরি-কীর্ত্তিতৌ ॥৫৬॥ নাভেঃ পুত্রশ্চ ঋষভ ঋষভাস্তরতো-হভবৎ। তস্য নাম্না ত্বিদং বর্ষং ভারতঞ্চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫৭ ॥ অত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্য চ উপার্জ্জনম্। অন্যত্র ভোগভূমিশ্চ সর্ব্বত্র কুরুনন্দন ॥ শাকদ্বীপে চ শাকোহস্তি যোজনানাং সহস্রকঃ। তস্য নাম্না চ তদ্বর্ষং শাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ তস্য চ প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিরিতি ॥ ৬০ ॥ তস্য পুরোজব-মনোজব-বেপমান-ধূম্রানীক-চিত্ররেফ-বহুরূপ-বিশ্বচারসংজ্ঞানি পুত্রনামানি সপ্ত বর্ষাণি ॥ ৬১ শাকদ্বীপে চ বর্ণা ঋতব্রতসত্যব্রতানুব্রতোপব্রত-নামানো বায়ুাত্মকং ভগবন্তং জপন্তি ॥ ৬২ ॥ অন্তঃ

প্রধান পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। গন্ধমাদন পর্ব্বতে যে জম্বু বৃক্ষ আছে, তাহার ফল সকল এক একটী মহা-হস্তীর ন্যায়। উহার নামানুসারেই এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব নামে প্রজাপতি আদি মনু শতরূপানাম্নী পত্নী পরিণয় করেন। শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুকে সন্তোষিত করিয়া অক্ষয় স্থান লাভ করিয়াছেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে তিন পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্রহ্মভাব লাভ করেন। অপর সপ্ত পুত্র সপ্ত দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। হে অর্জ্জুন! তাঁহার নয়টী পুত্র জম্বুদ্বীপের নয়টী বর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নামানুসারেই অদ্যাপি উক্ত বর্ষ সকলের নাম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উহার প্রত্যেক বর্ষের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন। মেরু গিরির চতুর্দ্দিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যভাগে যে ভূখণ্ড, উহা ইলাবৃত বর্ষ; উহাতে বহুল সুবর্ণ বিদ্যমান। মাল্যমান্ হইতে সাগর পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব বর্ষ। গন্ধমাদন হইতে সাগর পর্য্যন্ত কেতুমাল বর্ষ। শৃঙ্গবান্ হইতে সাগরান্ত ভূভাগ কুরু বর্ষ; শৃঙ্গবান্ হইতে শ্বেত গিরি পর্য্যন্ত হিরণ্ময় বর্ষ। নীল হইতে নিষধ গিরি যাবৎ রম্যক বর্ষ। নিষধ হইতে হেমকূট গিরি পর্য্যন্ত হরি বর্ষ। হিমবান্ হইতে হেমকূট পর্য্যন্ত কিম্পুরুষ বর্ষ। হিমালয়াবধি সাগরান্ত ভূভাগ নাভিখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই নাম কুরু বর্ষ। পূর্ব্বে আরও একটী কুরু বর্ষ উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ কুরু বর্ষ দুইটী। পূর্ব্বোক্ত বর্ষ দুইটী ধনুর আকার। হিবান ও শৃঙ্গবান উহাদিগের জ্যাস্বরূপে বিরাজিত। নাভির পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র ভরত। সেই ভরতের নামেই এই বর্ষ ভারত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে! এইখানেই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ উপার্জ্জন করা যায়। হে কুরুনন্দন! অন্য ভূখণ্ড সকল কেবল মাত্র ভোগ-ভূমি। ৪১—৫৮। শাকদ্বীপে সহস্র যোজনব্যাপী শাক বৃক্ষ বিরাজিত। তাহার নামানুসারেই সেই দ্বীপ শাকদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রিয়ব্রত-নন্দন মেধাতিথি উহার অধিপতি। তাঁহার পুরো-জব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বচার নামে সাত পুত্র, সেই সাত পুত্রের নামানুসারেই উহার সাতটী দ্বীপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তত্রত্য চারিবর্ণ—ঋত-ব্রত, সত্যব্রত, অনুব্রত ও উপব্রত নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা বায়ুময় ভগবানের উপাসনা করিয়া

প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভজ্যাত্মকেতুভিঃ। অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে জগৎ ॥ ৬৩ ॥ ইতি জপঃ। কুশদ্বীপে কুশস্তম্বো যোজনানাং সহস্রকঃ। তচ্চিহ্নচিহ্নিতং তস্মাৎ কুশদ্বীপং ততঃ স্মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ তদ্দ্বীপপতিশ্চ প্রৈয়ব্রতো হিরণ্যরোমা তৎপুত্র-বসু-বসুদান-দৃঢ়কবি-নাভি গুপ্তসত্যব্রতবামদেবনামাঙ্কিতানি সপ্তবর্ষাণি। বর্ণাশ্চ কুলিশকোবিদাভিযুক্ত-কুলকসংজ্ঞা জাতবেদসং ভগবন্তং স্তুবন্তি ॥ ৬৫ ॥ পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদাসি হব্যবাট্। দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ ॥ ৬৬ ॥ ইতি স্তুতিঃ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চনামা পর্ব্বতো যোজনাযুতঃ। যোহসৌ গুহেন নির্ভিন্নস্তচ্চিহ্নং ক্রৌঞ্চদ্বীপকম্ ॥ ৬৭ ॥ তত্র চ প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্টনামা তৎপুত্রাম-মধুরুহ-মেঘপৃষ্ঠ-স্বধাম-ঋতাশ্ব--লোহিতার্ণব-বনস্পতিরিতি সপ্তপুত্রনামাঙ্কিতানি সপ্ত বর্ষাণি ॥৬৮॥ বর্ণাশ্চ শুক্লঋষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞাঃ ॥৬৯॥ আপোময়ং ভগবন্তং স্তুবন্তি ॥ ৭০ ॥ আপঃ পুরুষবীর্য্যাশ্চ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বশ্চ। তৈঃ পুনরমীবঘ্নাঃ সংস্পৃশেতাত্মনা ভুবঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি জপঃ। শাল্মলের্নাম বৃক্ষস্তু তত্র বাসঃ সহস্রং যোজনানাং তচ্চিহ্নং শাল্মলিদ্বীপমুচ্যতে ॥ ৭২ ॥ তস্যাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো যজ্ঞবাহুস্তৎপুত্রসুরোচনসৌমনস্যরমণকদেববর্হিপারিভদ্রাপ্যায়নাভিজ্ঞাননামানি সপ্তবর্ষাণি ॥ ৭৩ ॥ বর্ণাশ্চ শ্রুতধরবীর্য্যধরবসুন্ধরঋষন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং সোমং যজন্তি ॥ স্বযোনিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ। অধঃ প্রজানাং সর্ব্বাসাং রাজা নঃ সোমোহস্তু ॥ ৭৫ ॥ ইতি জপঃ। গোমেদনামা প্লক্ষোহস্তি সুরম্যো যস্য চ্ছায়য়া। মেদোবৃদ্ধিং গতং লৌল্যাদ্গোমেদং দ্বীপমুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥ তত্র প্রৈয়ব্রত ইধ্মজিহ্বঃ পতিস্তৎপুত্রশিব-সুরম্য-সুভদ্র--শান্ত্য--শপ্তামৃতাভয়-

---

থাকে। আর এইরূপ প্রার্থনা করে যে, "যিনি নিজ মহিমায় সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া বিভাগ সাধন করিয়াছেন, এই জগৎ যাঁহার বশীভূত, সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।" কুশদ্বীপে সহস্র যোজন বিস্তৃত কুশস্তম্ব বর্ত্তমান। উহাই বিশেষ চিহ্ন বলিয়া সেই দ্বীপ কুশদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রিয়ব্রতসুত হিরণ্যরোমা উহার অধিপতি। তাঁহার পুত্র বসু, বসুদান, দৃঢ়, কবি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত ও বামদেব; ইহাঁদিগের নামানুসারে উহার সাতটী বর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তত্রত্য কুলিশ, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক নামক বর্ণচতুষ্টয় অগ্নিরূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে যে, "হে হব্যবাহ! তুমি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। তুমি জাত দেব-মানুষাদি সমস্ত জীবগণের সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছ। তুমি যজ্ঞ সাধন করিয়া আমাদিগের ক্ষেমসাধন কর।" ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক অযুত যোজন বিস্তৃত এক পর্ব্বত আছে; কুমার দেব সেই পর্ব্বতকেই ভেদ করিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতই উক্ত দ্বীপের বিশিষ্ট চিহ্ন। প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ সেই দ্বীপের অধিপতি। তাঁহার পুত্র আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, স্বধাম, ঋতাশ্ব, লোহিতার্ণব ও বনস্পতি—এই সাত পুত্রের নামানুসারে সেই দ্বীপের সাতটী বর্ষ প্রখ্যাত। বর্ণচতুষ্টয় শুক্ল, ঋষভ, দ্রবিণ, ও দেবক। তাহারা জলময় ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা প্রার্থনা করে যে, "জলই সেই পরম পুরুষের বীর্য্য, জলই ভূ ভুবঃ স্বঃ—এই লোকত্রয়ের পবিত্রতা বিধান করে, সেই জলরাশি আমাদিগের এই বাসভূমি স্পর্শ করিয়া পাপসমূহ বিনাশ করুন।" ৫৯—৭১। শাল্মলি দ্বীপে সহস্র যোজনব্যাপী একটী শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহাই সেই দ্বীপের বিশেষ চিহ্ন; তাহার নামানুসারেই সেই দ্বীপের শাল্মলি নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। প্রিয়ব্রতসুত যজ্ঞবাহু সেই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হি, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞান নামক সপ্ত পুত্রের নামানুসারে উক্ত দ্বীপের সাতটী বর্ষ প্রসিদ্ধ। বর্ণচতুষ্টয়—শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও ঋষন্ধর সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। তাহারা সোমমূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে যে, যিনি "শুক্ল-কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়ে দেব-পিতৃগণকে নিজ শরীর বিভাগপূর্ব্বক প্রদান করেন, যিনি অধোভাগবর্ত্তী প্রজাগণকে অমৃতদানে নিয়ত পোষণ করেন, সেই রাজা সোম আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।" গোমেদ দ্বীপে গোমেদ নামে এক সুরম্য প্লক্ষ বৃক্ষ বিদ্যমান। উহার সুরম্য ছায়ায় প্রাণিবর্গের মেদোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহার নামানুসারেই উক্ত দ্বীপের গোমেদ নাম হইয়াছে। প্রিয়ব্রতনন্দন ইধ্মজিহ্ব উক্ত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র শিব, সুরম্য, সুভদ্র, শান্ত্য, শপ্ত, অমৃত

নামাঙ্কিতানি সপ্ত বর্ষাণি ॥ ৭৭ ॥ বর্ণাশ্চ হংসপতঙ্গো-র্দ্ধ্বঞ্চনসত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো ভগবন্তং সূর্য্যং যজন্তে ॥ ৭৮ ॥ প্রত্নস্য বিষ্ণুরূপং যত্তত্রোথস্য ব্রহ্মণোঽমৃতস্য চ। মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানং ধীমাহি ॥ ৭৯ ॥ ইতি জপঃ। স্বর্ণপত্রাণি নিযুতং যোজনানাং সহস্রকম্। পুষ্করং জলদাভাতি তচ্চিহ্নং দ্বীপ-পুষ্করম্ ॥ ৮০ ॥ তস্যাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতহোত্র-নামা তৎপুত্রৌ রমণকধাতকৌ ॥ ৮১ ॥ তন্নামচিহ্নিতং খণ্ডদ্বয়ম্ ॥ ৮২ ॥ তয়োরন্তরালে মানসাচলো নাম বলয়াকারঃ পর্ব্বতো যস্মিন্ ভ্রমতি ভগবান্ ভাস্কর ইতি ॥ ৮৩ ॥ তত্র বর্ণাশ্চ ন সন্তি কেবলং সমানাস্তে ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি ॥ ৮৪ ॥ যদ্যৎকর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়ন্। ভেদেনৈকান্তমদ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৮৫ ॥ ইতি জপঃ। নৈষু ক্রোধো ন মাৎসর্য্যং পুণ্যপাপার্জ্জনে ন চ। অযুতং দ্বিগুণঞ্চাপি ক্রমাদায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৬ ॥ জপন্তঃ কামিনীযুক্তা বিহরন্ত্য-মরা ইব। অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি ঊর্দ্ধলোকস্য সংস্থিতিম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারিকাখ্যানে ভূসংস্থিতিবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ও অভয় নামে প্রসিদ্ধ সাত পুত্রের নামানুসারে উক্ত দ্বীপের সাতটী বর্ষের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তত্রত্য বর্ণচতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাঞ্চন ও সত্যাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা সূর্য্যরূপী ভগবানের আরা-ধনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে যে, "বিষ্ণুই যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের আত্মা; ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু হইতেই প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়াছেন; সূর্য্য সেই ব্রহ্মা, অমৃত ও মৃত্যু,—এই তিনেরই আত্মা; আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি।" পুষ্কর দ্বীপে এক বিশাল পদ্ম আছে, উহা নিযুত সংখ্যক সুবর্ণময় পত্রবিশিষ্ট এবং সহস্র যোজন বিস্তৃত। উহা প্রভাপুঞ্জে জাজ্বল্যমান হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই পদ্মই উক্ত দ্বীপের বিশেষ চিহ্ন বলিয়া উহা পুষ্কর দ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রিয়ব্রতসুত বীতহোত্র উহার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্র ছিল। সেই পুত্রদ্বয়ের নামানুসারে উহা দুইটী খণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই দুই ভূখণ্ডের অন্তরালে মানসাচল নামে বিখ্যাত পর্ব্বত বিদ্যমান, উহা বলয়াকারে প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ ভাস্কর সেই পর্ব্বতের উপর দিয়াই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেখানে বর্ণভেদ নাই। সকলেই এক বর্ণ; সকলেই একমাত্র ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, "জনগণ ভেদবুদ্ধিবশে ভগবানের যে যে কর্ম্মময় চিহ্নের অর্চ্চনা করে, তৎসমস্তই প্রকৃত পক্ষে সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ; সেই ব্রহ্ম একান্ত অদ্বৈত, আমরা সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি।" ইহাদিগের ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই, পুণ্য-পাপাচরণও নাই। তাহারা অযুত বর্ষ বা দুই অযুত বৎসর জীবিত থাকে। ইহারা ব্রহ্মজপসহকারে কামিনী সমন্বিত থাকিয়াই অমর সম বিহারে কালাতিপাত করিয়া থাকে। অতঃপর আমি তোমাকে উর্দ্ধলোকের স্থিতিতত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছি। ৭২—৮৭।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভূমের্যোজনলক্ষে চ কৌরব্য রবিমণ্ডলম্। যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব ॥ ১ ॥ ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতানি বিবস্বতঃ ॥ ২ ॥ যোজ-নানাস্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্। ত্রিনাভি তচ্চ পঞ্চারং ষণ্নেমি পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩ ॥ চত্বা-রিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষোঽপি বিস্তৃতঃ। পঞ্চ চান্যানি সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য তু পাণ্ডব ॥ ৪ ॥ অক্ষ-প্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্দ্ধয়োঃ! হ্রস্বো-ঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধঞ্চ ধ্রুবাধারং রথস্য বৈ ॥ ৫ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভূতল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যের রথ বিচরণ করে। উহার পরিমাণ নব সহস্র যোজন। ঈষাদণ্ডের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ। উহার অক্ষ সার্দ্ধ কোটি সপ্ত নিযুত যোজনব্যাপী। উহাতে চক্র নিবিষ্ট আছে। সেই চক্র তিনটী নাভি, পাঁচটী অর, ও ছয়টী নেমিযুক্ত। রথের দ্বিতীয় অক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত, অপর অক্ষগুলি সার্দ্ধ পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত। হে পাণ্ডব! অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব অক্ষ সকলের সমষ্টি পরিমাণে যুগার্দ্ধের পরিমাণ হইতে পারে। ধ্রুবই

দ্বিতীয়োঽক্ষস্তথা সব্যে চক্রং তন্মানসে স্থিতম্। হয়াশ্চ সপ্ত ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ৬॥ গায়ত্রী চ বৃহত্যুষ্ণিগ্‌জগতী ত্রিষ্টুবেব চ। অনুষ্টুপ্-পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ॥ ৭॥ নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ। উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ॥ ৮॥ শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্। বিকীর্ণোঽহতো বিকর্ণস্ত্রিকোণার্দ্ধপুরে তথা॥ ৯॥ অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ। ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশে রাশ্যন্তরং তথা॥ ১০॥ ত্রিষেতেষ্বথ ভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্। প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন্নহোরাত্রঞ্চ তৎ সমম্॥ ১১॥ ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বৰ্দ্ধতে তু দিনং দিনম্। ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাং কাষ্ঠামুপাগতঃ॥ ১২॥ রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্। কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে॥ ১৩॥ দক্ষিণায়নক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং নিবর্ত্ততে। অতিবেগিতয়া কালং বায়ুমার্গবলাচ্চরন্॥ ১৪॥ তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিং স কালেনাল্পেন গচ্ছতি। কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি॥ ১৫॥ তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ। তস্মাদ্দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পাং নিগচ্ছতি॥ ১৬॥ সন্ধ্যাকালে চ মন্দেহাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্। প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং ফাল্গুন রক্ষসাম্। ১৭॥ অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে। ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্॥ ১৮॥ ততো গায়ত্রিপূতং যদ্দ্বিজাস্তোয়ং ক্ষিপন্তি চ। তেন দহ্যন্তি তে পাপাঃ সন্ধ্যোপাসনতঃ সদা॥ ১৯॥ যে সন্ধ্যাং নাপ্যুপাসন্তে কৃতঘ্না যান্তি রৌরবম্। প্রতিমাসং পৃথক্ সূর্য্য ঋষিগন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ॥ ২০॥ অপ্সরোগ্রামণীসর্পৈরথো যাতি চ সপ্তভিঃ। ধাতার্য্যমা মিত্রবরুণৌ বিবস্বানিন্দ্র এব চ॥ ২১॥ পূষা চ সবিতা সোঽথ ভগস্ত্বষ্টা চ কীর্ত্তিতঃ। বিষ্ণুশ্চৈত্রাদিমাসেষু আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ২২॥ ততো দিবা-

---

সেই রথের আধার। একটী অক্ষ দক্ষিণে এবং একটী অক্ষ বাম ভাগে অবস্থিত। রথচক্র মানসাচলোপরি প্রতিষ্ঠিত। ছন্দোরূপ সাতটী অশ্ব সেই রথ বহন করে, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি, এই সপ্ত ছন্দই সপ্তাশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই রথ বহন করিয়া থাকে। সূর্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকেন; তাঁহার প্রকৃত পক্ষে অস্তগমন বা উদয় নাই। তাহার দর্শন ও অদর্শনকেই উদয়াস্ত রূপে কল্পনা করা হয়। সূর্য্যদেব ইন্দ্র প্রভৃতির পুরে অবস্থানপূর্ব্বক তিন তিনটী পুরী প্রকাশ করেন, কিন্তু যখন কোন পুরীর প্রান্তভাগে বা পুরীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত হন, তখন অপরাপর পুরও অসম্পূর্ণ ভাবেই কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনপুরব্যাপী স্থান সূর্য্যদ্বারা সতত প্রকাশিত হয়। উত্তরায়ণে সূর্য্য মকররাশিতে গমন করেন। পরে ক্রমে ক্রমে কুম্ভ, মীন ইত্যাদি রাশিতে গমন করিয়া বিষুবরেখায় যাইয়া উপস্থিত হন। তখন অহোরাত্র সমপরিমান হইয়া থাকে। ১—১১। অতঃপর ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষীণ এবং দিবা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে বিষুব রেখার শেষভাগে মিথুন রাশির শেষান্তে কর্কট রাশিতে সূর্য্যদেব গমন করিলে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্ত হয়। কুলালচক্রের প্রান্ত ভাগ যেমন অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা শীঘ্র ভ্রান্ত হয়, সূর্য্যও তদ্রূপ উত্তরায়ণ অপেক্ষা দক্ষিণায়নে শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া আইসেন। তখন তিনি বায়ুমার্গে সবেগে ভ্রমণপূর্ব্বক অল্প কালেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। কুলালচক্রের মধ্যভাগ যেমন প্রান্তভাগ অপেক্ষা মন্দ গমনে ভ্রান্ত হয়, উত্তরায়ণে সূর্য্যও তদ্রূপ মৃদুগতি পরিভ্রমণ করেন। তজ্জন্যই তখন দীর্ঘকালে অল্পপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে ভক্ষণার্থ উদ্‌যোগ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! প্রজাপতির শাপে তাহাদিগের প্রতিদিন মৃত্যু অথচ শরীরের অক্ষয়ত্ব ঘটিয়াছে। তাহাদিগের সহিত সূর্য্যের তখন দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরন্তু দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যোপাসনা কালে যে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল নিক্ষেপ করেন, সেই জলদ্বারা তাহারা দগ্ধ হইয়া যায়।১২—১৯। সুতরাং যাহারা সন্ধ্যোপাসনা না করে, সেই সমস্ত কৃতঘ্ন জনেরা রৌরবনরকগামী হইয়া থাকে। সূর্য্য দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ মূর্ত্তিতে সপ্তাশ্বযোজিত রথারোহণে যাতায়াত করেন। প্রতি মাসেই পৃথক্ পৃথক্ ঋষি গন্ধর্ব্ব রাক্ষস অপ্সরা গ্রামণী ও সর্পগণ তাঁহার রক্ষকরূপে তদীয় রথে আসিয়া তাঁহারই সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে যে, দ্বাদশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তাহাদিগের নাম যথা,—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, বিবস্বান্, ইন্দ্র, পূষা, সবিতা,

করস্থানান্মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্। লক্ষমাত্রেণ তস্যাপি ত্রিচক্রো রথ উচ্যতে॥ ২৩॥ কুন্দাভা দশ চৈবাশ্বা বামদক্ষিণতো যুতাঃ। পূর্ণে শতসহস্রে চ যোজনানাং নিশাকরাৎ॥ ২৪॥ নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে। চতুর্দ্দশ চার্ব্বুদান্যপ্যশীতিঃ সরিতাং পতিঃ॥ ২৫॥ বিংশতিশ্চ তথা কোট্যো নক্ষত্রাণাং প্রকীর্ত্তিতাঃ। দ্বে লক্ষে চোত্তরে তস্মাদ্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ॥ ২৬॥ বায়ুগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ। পিশঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোহষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ॥ ২৭॥ দ্বিলক্ষশ্চোত্তরে তস্মাদ্ বুধাচ্চাপ্যুশনা স্মৃতঃ। শুক্রস্যাপি রথোহষ্টাভির্যুক্তো হ্যভূসম্ভবৈর্হয়ৈঃ॥ ২৮॥ লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্মৃতো দেবপুরোহিতঃ। অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈরশ্বৈর্যুক্তো হ্যস্য কাঞ্চনো রথঃ॥ ২৯॥ সৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সমুপস্থিতঃ। আকাশসম্ভবৈরশ্বৈরষ্টাভিঃ শবলৈ রথঃ॥ ৩০॥ স্বর্ভানোস্তুরগাশ্চাষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরা রথম্। বহন্তি চ সকৃদ্যুক্তা আদিত্যাধঃস্থিতাস্তথা॥ ৩১॥ সৌরৈর্লক্ষং স্মৃতং চোর্দ্ধং ততঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্। ঋষিভ্যশ্চাপি লক্ষেণ ধ্রুবশ্চোর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ॥ ৩২॥ মেঢীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ। ধ্রুবোহপি শিশুমারস্য পুচ্ছাধারে ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৩॥ যমাহুর্বাসুদেবস্য রূপমাম্নানমব্যয়ম্। বায়ুপাশৈর্ধ্রুবে বদ্ধং সর্ব্বমেতচ্চ ফাল্গুন॥ ৩৪॥ নবযোজনসাহস্রং মণ্ডলং সবিতুঃ স্মৃতম্। দ্বিগুণং সূর্য্যবিস্তারান্মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্॥ ৩৫॥ তুল্যং তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি। উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মলাং মণ্ডলাকৃতিঃ॥ ৩৬॥ চন্দ্রস্য ষোড়শো ভাগো ভার্গবশ্চ বিধীয়তে। ভার্গবাৎ পাদহীনস্তু বিজ্ঞেয়োহথ বৃহস্পতিঃ॥ ৩৭॥ বৃহস্পতেঃ পাদহীনৌ বক্রসৌরী বুধস্তথা। শতানি পঞ্চ চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকযোজনম্॥ ৩৮॥ যোজনার্দ্ধপ্রমাণানি ভানি হ্রস্বং ন বিদ্যতে। ভূমিলোকশ্চ ভূর্লোকঃ পাদগম্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৯॥ ভূমিসূর্য্যান্তরং তচ্চ ভুবর্লোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ধ্রুবসূর্য্যান্তরং তচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ॥ ৪০॥ স্বর্লোকঃ সোহপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ। ধ্রুবাদূর্দ্ধং তথা কোটি-

---

ভগ, ত্বষ্টা, বিষ্ণু ও আদিত্য। ইঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ।২০—২২। সূর্য্যলোক হইতে চন্দ্রলোক লক্ষ যোজন দূরে বিরাজিত। চন্দ্রের রথ চক্রত্রয়যুক্ত। তাহার বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে পাঁচ পাঁচটী করিয়া দশটী কুন্দকুসুমসম শুভ্রবর্ণ অশ্ব যোজিত। চন্দ্রলোক হইতে পূর্ণ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। নক্ষত্রসমূহের সমষ্টিসংখ্যা অশীতি সাগর চতুর্দ্দশ অর্ব্বুদ বিংশতি কোটি। নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ অন্তরে বুধ গ্রহ বর্ত্তমান। বায়বীয় ও আগ্নেয় দ্রব্যনিচয়ে তাঁহার রথ নির্ম্মিত। উহাতে আটটী বায়ুসম বেগগামী পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব যোজিত। বুধ হইতে দুই লক্ষ অন্তরে শুক্র অবস্থিত। তাঁহার রথেও আটটী ভৌম অশ্ব যোজিত। শুক্র হইতে দুই লক্ষ যোজন অন্তরে মঙ্গল বর্ত্তমান। মঙ্গল হইতে দুই লক্ষ যোজন অন্তরে বৃহস্পতি বিরাজিত। তাঁহার রথ কাঞ্চনময় এবং আটটী পাণ্ডুবর্ণ অশ্বযুক্ত। বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ অন্তরে শনি বিরাজমান। তাঁহার রথ আকাশময় আটটী বিচিত্রবর্ণ অশ্বযুক্ত। রাহু সূর্য্যের নিম্নে অবস্থিত। তাঁহার রথখানি যুগপৎ নিযুক্ত ভৃঙ্গসমবর্ণ আটটী অশ্ব দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। শনি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল; আর তাহারও লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ধ্রুব বিরাজমান। এই ধ্রুবই সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রের মেধি কাষ্ঠের ন্যায় অবলম্বন। যাহাকে অব্যয় বাসুদেবের মূর্ত্তি বলিয়া সুধীগণ বর্ণন করেন, নভোমণ্ডলস্থ সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশাবলম্বনেই ধ্রুব অবস্থিত। হে অর্জ্জুন! এই সমস্তই বায়ুময় পাশ দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ২৩—৩৪। সূর্য্যের মণ্ডলপরিমাণ নয় সহস্র যোজন। চন্দ্রমণ্ডল উক্ত সূর্য্যমণ্ডলের দ্বিগুণ পরিমাণ-বিশিষ্ট। রাহু ইহাদের উভয়ের তুল্য আকারে অধোভাগে বিচরণ করেন। রাহু, পৃথিবীর নির্ম্মল ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বয়ং মণ্ডলাকারে দৃষ্ট হন। শুক্র, চন্দ্রের ষোড়শাংশ সদৃশ। বৃহস্পতির পরিমাণ শুক্রাপেক্ষা চতুর্থ ভাগ ন্যূন। মঙ্গল, শনি ও বুধের পরিমাণ, বৃহস্পতি অপেক্ষা চতুর্থ ভাগ ন্যূন। নক্ষত্রসমূহের পরিমাণ পাঁচ শত, চারিশত, তিনশত, দুইশত, একশত,—এমন কি এক বা অর্দ্ধ যোজনও আছে; পরন্তু কোনটীরই পরিমাণ অর্দ্ধ যোজনাপেক্ষা ন্যূন নাই। পদদ্বারা গমনযোগ্য ভূমিলোকই ভূলোক; ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যভাগ ভুবর্লোক; এবং সূর্য্য হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নিযুত যোজন স্থান স্বর্লোক বলিয়া লোকসংস্থানতত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উক্ত হয়। ধ্রুব হইতে ঊর্দ্ধে

মহর্লোকঃ প্রকর্ত্তিতঃ ॥ ৪১ ॥ দ্বে কোট্যৌ চ জনো যত্র নিবসন্তি চতুঃসনাঃ। চতুর্ভিশ্চাপি কোটীভিস্তপোলোকস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২ ॥ বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ। ষড়্‌গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে ॥ ৪৩ ॥ অপুনর্ম্মরকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ। অষ্টাদশ তথা কোট্যো লক্ষাণ্যশীতিপঞ্চ চ ॥ ৪৪ ॥ শুভং নিরুপমং স্থানং তদূর্দ্ধং সম্প্রকাশতে। ভূর্ভুবঃস্বরিতি প্রোক্তং ত্রৈলোক্যং কৃতকং ত্বিদম্ ॥ ৪৫ ॥ জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্। কৃতকাকৃতয়োর্ম্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি। এতে সপ্ত সমাখ্যাতা লোকাঃ পুণ্যৈরুপার্জ্জিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ যজ্ঞৈর্দানৈর্জপৈর্হোমৈস্তীর্থৈর্ব্রতসমুচ্চয়ৈঃ। বেদাদিপ্রোক্তৈরন্যৈশ্চ সাধ্যাল্লোকানিমান্ বিদুঃ ॥ ৪৮ ॥ ততশ্চাণ্ডস্য শিরসো ধারা নীরময়ী শিবা। সর্ব্বলোকান সমাপ্লাব্য গঙ্গা মেরাবুপাগতা ॥ ৪৯ ॥ ততো মহীতলং সর্ব্বং পাতালং প্রবিবেশ সা। অণ্ডমূর্দ্ধ্নি স্থিতা দেবী সততং দ্বারবাসিনী ॥ ৫০ ॥ দেবীনাং কোটীকোটিভিঃ সংবৃতা পিঙ্গলেন চ। তত্র স্থিতা সদা রক্ষাং কুরুতেঽণ্ডস্য সা শুভা। নিঘ্নন্তি দুষ্টসঙ্ঘাতান্ মহাবলপরাক্রমা ॥ ৫১ ॥ বায়ুস্কন্ধানি সপ্তাপি শৃণু যদ্বৎ স্থিতান্যপি ॥ ৫২ ॥ পৃথিবীং সমতিক্রম্য সংস্থিতো মেঘমণ্ডলে। প্রবহো নাম যো মেঘান্ প্রবহত্যতিশক্তিমান ॥ ৫৩ ॥ ধূমজাশ্চোষ্মজা মেঘাঃ সামুদ্রৈর্যেন পূরিতাঃ। নীলাঙ্গা তোয়ৈর্ভবন্তি বর্ষিষ্ঠাশ্চৈব ভারত ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়শ্চাবহো নাম বিবদ্ধঃ সূর্য্যমণ্ডলে। তেন বদ্ধং ধ্রুবেণেদং ভ্রাম্যতে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৫৫ ॥ তৃতীয়শ্চোদ্বহো নাম চন্দ্রস্কন্ধে প্রতিষ্ঠিতঃ। বদ্ধং ধ্রুবেণ যেনেদং ভ্রাম্যতে চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৫৬ ॥ চতুর্থঃ সংবহো নাম স্থিতো নক্ষত্রমণ্ডলে। বাতরশ্মিভিরাবদ্ধং ধ্রুবেণ সহ ভ্রাম্যতে ॥ ৫৭ ॥ গ্রহেষু পঞ্চমঃ সোঽপি বিবহো নাম মারুতঃ। গ্রহচক্রমিদং যেন ভ্রাম্যতে ধ্রুবসন্ধিতম্ ॥ ৫৮ ॥ ষষ্ঠঃ পরিবহো নাম স্থিতঃ সপ্তর্ষি-

কোটি যোজন স্থান মহর্লোক নামে কীর্ত্তিত। ৩৫—৪১। তাহার ঊর্দ্ধে দুই কোটি যোজন স্থান জনলোক, সেখানে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার—এই চারিজন অবস্থান করেন। তাহার ঊর্দ্ধে চারি কোটি যোজন স্থান তপোলোক; সেখানে বৈরাজ নামক দেবগণ বিরাজমান। এই তপোলোক মহাপ্রলয়াগ্নিতেও দগ্ধ হয় না। তদূর্দ্ধে সত্যলোক। তাহার পরিমাণ তপোলোকের ছয়গুণ। সেখানে মরণ নাই। উহাই ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার ঊর্দ্ধে অষ্টাদশ কোটি পঞ্চাশীতিলক্ষ যোজন স্থান অতীব মনোরম প্রকাশময় ও উপমাহীন। ভূঃ-ভুব-স্বঃ এই তিনটী লোক কৃতকপদবাচ্য, আর জন, তপঃ ও সত্য, এই তিনটী লোক অকৃতক। এই কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক অবস্থিত; কল্পান্তকালে উহা শূন্য হয় বটে, কিন্তু একান্তরূপে বিনষ্ট হয় না। এই সপ্তলোক সাধ্যশব্দবাচ্য; কারণ বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানে যজ্ঞ দান জপ হোম ব্রতাচরণ তীর্থযাত্রাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর ব্রহ্মাণ্ডকটাহ; সেই অণ্ডের উপরিভাগ হইতে শান্তিদায়িনী জলময়ী গঙ্গা, সমস্ত লোক প্লাবিত করিয়া মেরু পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছেন। মেরু হইতে আবার মহীতল প্লাবিত করিয়া তিনি পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকভাগে-অভ্যন্তর প্রবেশের ছিদ্র-পথে সতত বিরাজমানা; সেই জন্য ইঁহাকে দ্বারবাসিনী বলে। সেই শুভা গঙ্গাদেবী, অপর কোটি কোটি দেবী ও পিঙ্গল নামক রুদ্র দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিয়ত সেই অণ্ডদ্বার রক্ষা করেন। মহাবল-পরাক্রমশালিনী গঙ্গা দেবী সেখানে আসিয়া দুষ্টগণের সংহার করিয়া থাকেন। ৪২—৫১। এক্ষণে বায়ুস্কন্ধ সকল যেভাবে আছে, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী হইতে মেঘমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু আছে, তাহার নাম প্রবহ। সেই প্রবহ বায়ু অতীব বলবান্। সে মেঘ সকলকে পরিচালিত করে। হে ভরতবংশাবতংস! মেঘ সকল ধূম ও সমুদ্রের উষ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, সেইজন্য উহারা জলপূর্ণ হইলে নীলবর্ণ হইয়া থাকে এবং বর্ষণ করিতে পারে। সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত দ্বিতীয় বায়ুর নাম আবহ। সূর্য্যমণ্ডল উহাদ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। উদ্বহ নামক তৃতীয় বায়ু চন্দ্রলোকে বর্ত্তমান। চন্দ্রমণ্ডল তদ্দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া সতত ভ্রমণ করে। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলে বর্ত্তমান। নক্ষত্রমণ্ডল তদ্দ্বারা ধ্রুবে নিবদ্ধ থাকিয়া পরিভ্রমণ করে। বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু, গ্রহমণ্ডলে থাকিয়া ধ্রুবের সহিত গ্রহগণকে নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রহমণ্ডলকে নিয়ত পরিভ্রামিত করে। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু

মণ্ডলে। ভ্রমন্তি ধ্রুবসম্বদ্ধা যেন সপ্তর্ষয়ো দিবি॥ ৫৯॥ সপ্তমশ্চ ধ্রুবে বদ্ধো বায়ুর্নাম্না পরাবহঃ। যেন সংস্থাপিতং ধ্রৌব্যং চক্রং চান্যানি ভারত॥ ৬০॥ যং সমাসাদ্য বেগেন দিশামন্তং প্রপেদিরে। দক্ষস্য দশ পুত্রাণাং সহস্রাণি প্রজাপতেঃ ॥ ৬১॥ এবমেতে দিতেঃ পুত্রাঃ সপ্ত সপ্ত ব্যবস্থিতাঃ। অনারমন্তঃ সংবান্তি সর্ব্বগাঃ সর্ব্বধারিণঃ ॥ ৬২॥ ধ্রুবাদূর্দ্ধমসূর্য্যঞ্চাপ্যনক্ষত্রমতারকম্। স্বতেজসা স্বশক্ত্যা চাধিষ্ঠিতাস্তে হি নিত্যদা॥ ৬৩॥ ইত্যূর্দ্ধং তে সমাখ্যাতং পাতালান্যথ মে শৃণু॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারিকাখ্যানে লোকসংস্থিতিবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। সহস্রসপ্তত্যুচ্ছ্রায়ে পাতালানি পরস্পরম্। অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ রসাতলম্ ॥ ১॥ তলাতলঞ্চ সুতলং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্। কৃষ্ণশুক্লারুণাঃ পীতাঃ শর্করাশৈলকাঞ্চনাঃ॥ ২॥ ভূময়ো যত্র কৌরব্য বরপ্রাসাদশোভিতাঃ। তেষু দানবদৈতেয়নাগাশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ৩॥ স্বর্লোকাদপি রম্যাণি দৃষ্টানি বহুশো ময়া। আহ্লাদকারিণো নানামণয়ো যত্র পন্নগাঃ ॥ ৪॥ দৈত্যদানবকন্যাভির্মহারূপাভিরন্বিতে। পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে॥ ৫॥ যত্র নোষ্ণং ন বা শীতং ন বর্ষং দুঃখমেব চ। ভক্ষ্যভোজ্যমহাভোগঃ কালে যত্রাপি জায়তে ॥ ৬॥ পাতালে সপ্তমে চাস্তি লিঙ্গং শ্রীহাটকেশ্বরম্। ব্রহ্মণা স্থাপিতং পার্থ সহস্রযোজনোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭॥ হাটকস্য তু লিঙ্গস্য প্রাসাদো যোজনাযুতঃ। সর্ব্বরত্নময়ো দিব্যো নানাশ্চর্য্যবিভূষিতঃ ॥ ৮॥ তচ্চার্চ্চয়ন্তি তল্লিঙ্গং নানানাগেন্দ্রসত্তমাঃ। তদধস্তাজ্জলং ভূরি তস্যাধো নরকা স্মৃতাঃ॥ ৯॥ পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তাঞ্শৃণুষ্ব মহামতে। কোটয়ঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্রাজানশ্চৈকবিংশতিঃ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিত। উহাদ্বারা ধ্রুবে সংবদ্ধ হইয়াই সপ্তর্ষিমণ্ডল গগনতলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পরাবহ নামক সপ্তম বায়ু ধ্রুবলোকে অবস্থিত। তদ্দ্বারাই ধ্রুবচক্র অন্তরীক্ষে স্থিরভাবে রহিয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির দশসহস্র পুত্র, ধ্রুব সমীপে যাইয়া এই পরাবহ বায়ুর বিষম বেগে দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তভাগে বিভক্ত এই দিতিসুত বায়ুগণ আবার প্রত্যেকে সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া এই ভাবে সমস্ত ধারণপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত এবং সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ধ্রুবের ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্য বা নক্ষত্রাদি কিছুই নাই; উহা নিজ তেজে সমুজ্জ্বল এবং নিজ শক্তিতেই নিয়ত প্রতিষ্ঠিত। হে অর্জ্জুন! এই আমি ঊর্দ্ধলোকের বর্ণন করিলাম। এক্ষণে পাতাল সকলের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫২—৬৪।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—পাতাল সকলের পরস্পর ব্যবধান সপ্ততি সহস্র যোজন। পাতাল সাতটী যথা,—অতল, বিতল, নিতল, রসাতল, তলাতল, সুতল ও পাতাল। হে কুরুনন্দন! উহারা যথাক্রমে কৃষ্ণ, শুক্ল, রক্ত, পীত, শর্করা, শিলা ও কাঞ্চন সমবর্ণ ভূভাগে শোভিত এবং উত্তমোত্তম প্রাসাদমালায় সমলঙ্কৃত। উহাতে শত সহস্র দানব, দৈত্য ও নাগগণ বাস করে। আমি অনেকবারই দেখিয়াছি; ফলতঃ উহা স্বর্গলোক অপেক্ষাও মনোরম। মনঃপ্রীতিসাধক নানা মণিভূষিত পন্নগগণ সেখানে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। অতি রূপবতী দৈত্য-দানবসুতাগণে সমন্বিত সেই পাতাল দেখিলে কোন্ বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি না জন্মে? সেখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বা কোনরূপ দুঃখ নাই। সর্ব্বদাই উপভোগযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপে পাওয়া যায়। সপ্তম পাতালে শ্রীহাটকেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান। হে পার্থ! ব্রহ্মা সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহা সহস্র যোজন সমুন্নত। উহার প্রাসাদ অযুত যোজন উচ্ছ্রিত এবং সর্ব্বরত্নময়। সেই দিব্য প্রাসাদ দেখিলে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। সাধু নাগপতিগণ সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই সপ্তম পাতালের নিম্নে অগাধ জলরাশি। তাহারও নিম্নে নরকসমূহ বর্ত্তমান ॥১—৯॥ পাপিগণ সেই সমস্ত নরকে পতিত হয়। হে মহামতি অর্জ্জুন! তুমি তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। নরক সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে পঞ্চপঞ্চাশৎ কোটি। তন্মধ্যে প্রধান নরকসংখ্যা

১০॥ রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা। মহাজালস্তপ্তকুম্ভো লবণোঽথ বিমোহকঃ॥১১॥ রুধিরান্ধো বৈতরণী কৃমিশঃ কৃমিভোজনঃ। অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালাভক্ষ্যশ্চ দারুণঃ॥ ১২॥ তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালোঽপ্যধঃশিরাঃ। সন্দংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ॥ ১৩॥ শ্বভোজনো বিস্থচিশ্চাপ্যাবীচিশ্চ তথাপরঃ। কূটসাক্ষী রৌরবঞ্চ রোধং গোবিপ্ররোধকঃ॥ ১৪॥ সুরাপঃ শূকরং যাতি তালং মিথ্যামনুষ্যহা। গুরুতল্পী তপ্তকুম্ভং তপ্তলোহঞ্চ ভক্তহা॥ ১৫॥ গুরূণামবমন্তা যো মহাজালে নিপাত্যতে। লবণং শাস্ত্রহন্তা চ নির্ম্মর্য্যাদো বিমোহকে॥ ১৬॥ কৃমিভক্ষ্যে দেবদ্বেষ্টা কৃমিশে তু দুরিষ্টকৃৎ। পিতৃদেবাৎ পূর্ব্বমশ্নন্ লালাভক্ষ্যে প্রযাতি চ॥ ১৭॥ মিথ্যাজীববিরোধী বিশসনে কূটশাস্ত্রকৃৎ। অধোমুখে হৃসদ্গ্রাহী একাশী পূয়বাহকে॥ ১৮॥ মার্জ্জারকুক্কুটশ্বানপক্ষিপোষ্টা প্রযাতি চ। বধিরান্ধগৃহক্ষেত্রতৃণধান্যাদিজ্বালকঃ॥ ১৯॥ নক্ষত্ররঙ্গজীবী চ যাতি বৈতরণীং নরঃ। ধনযৌবনমত্তো যো ধনহা কৃষ্ণমেতি সঃ॥ ২০॥ অসিপত্রবনং যাতি বৃক্ষচ্ছেদী বৃথৈব যৎ। কুহকাজীবিনঃ সর্ব্বে বহ্নিজ্বালে পতন্তি তে॥ ২১॥ পরস্ত্রীঞ্চ পরান্নঞ্চ গচ্ছন্ সন্দংশমেতি চ। দিবাস্বপ্নপরা যে চ ব্রতলোপপরাশ্চ যে॥ ২২॥ শরীরমদমত্তাশ্চ যান্তি চৈতে শ্বভোজনম্। শিবং হরিং ন মন্যন্তে যান্ত্যবীচিনমেব চ॥ ২৩॥ ইত্যেবমাদিভিঃ পাপৈরশাস্ত্রৌঘস্য সেবনৈঃ। পতন্ত্যেব মহাঘোরনরকেষু সহস্রশঃ॥ ২৪॥ তস্মাদ্য ইচ্ছেদেতেভ্যো বিমোক্ষং বুদ্ধিমান্নরঃ। শ্রুতিমার্গেণ তেনার্চ্চ্যৌ দেবৌ হরিহরাবুভৌ॥ ২৫॥ নরকাণামধোভাগে স্থিতঃ কালাগ্নিসংজ্ঞকঃ। তদধো হট্টকশ্চৈব অনন্তস্তদধঃ স্মৃতঃ॥ ২৬॥ যস্যৈতৎ সকলং বিশ্বং মূর্দ্ধাগ্রে সর্ষপায়তে। ইত্যনন্তপ্রভাবান্ স হ্যনন্ত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ২৭॥ দিশাং গজাস্তত্র পদ্মকুমুদাঞ্জনবামনাঃ। তদধোঽপ্যণ্ডকটাহশ্চ একবীরাস্তি তত্র চ॥ ২৮॥ চতুর্লক্ষসহস্রাণি নবতিশ্চ তলানি চ। এতেনৈব প্রমাণেন উদকঞ্চ ততঃ স্মৃতম্॥২৯॥ তদধো নরকাঃ কোট্যা দ্বিকোট্যোঽগ্নি-

---

একবিংশতি। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম যথা,—রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিমোহক, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমিশ, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ্য, দারুণ, পূয়বহ, পাপ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কৃষ্ণসূত্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন, বিস্থচি ও অপর অবীচি। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা রৌরবে, গো-ব্রাহ্মণের রোধকারী রোধে, সুরাপায়ী শূকরে, বিনা কারণে নরহত্যাকারী তালে, গুরুতল্পগামী তপ্তকুম্ভে, ভোজনব্যাঘাতকারী তপ্তলোহে, গুরুজনের অপমানকারী মহাজালে, শাস্ত্রদূষক ব্যক্তি লবণে, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী বিমোহকে, দেবদ্বেষী কৃমিভক্ষ্যে, যজ্ঞব্যাঘাতকারী কৃমিশে, দেব-পিতৃগণের অগ্রভাগভোজী ব্যক্তি লালাভক্ষ্যে, বৃথা জীবহিংসাকারী বিশসনে, কপট শাসন (দলিল) নির্ম্মাণকারী অধোমুখে, অসৎপ্রতিগ্রহকারী ও একাকী উত্তম দ্রব্য ভোজী ব্যক্তি পূয়বাহকে এবং মার্জ্জার-কুক্কুট-কুক্কুর-পক্ষিপোষক, অন্ধ-বধির-জনের পীড়াকারী, গৃহ-ক্ষেত্র-তৃণ-ধান্যাদি দাহকারী, নক্ষত্রজীবী (গণক), ও রঙ্গজীবী ব্যক্তি বৈতরণীতে নিক্ষিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ধনযৌবন-মদে অপরের ধন হরণ করে, সে কৃষ্ণ নরকে, বৃথা বৃক্ষচ্ছেদী ব্যক্তি অসিপত্রবনে এবং কুহকজীবী (বাজিকর) মানব বহ্নিজ্বালে পতিত হইয়া থাকে। পরনারী গমন বা পরান্ন হরণ করিলে মানব সন্দংশ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যাঁহারা দিবানিদ্রাকারী, ব্রতলোপক কিম্বা শরীরবলগর্ব্বে মত্ত, তাহারা সকলেই শ্বভোজন নরকে এবং যাহারা শিবকে ও বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করে তাহারা অবীচী নরকে নিপতিত হইয়া থাকে॥১০।২৩ এই প্রকার শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপাচরণের ফলে, নর সহস্র সহস্র নরকে নিমজ্জিত হয়। অতএব যে বুদ্ধিমান্ মানব এই সকল নরক হইতে আত্মত্রাণ কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে বেদবিধানানুসারে হরির ও হরের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নরকনিচয়ের অধোভাগে কালাগ্নি এবং তাহার নিম্নে হট্টক আর তাহারও নিম্নে অনন্তদেব বিরাজমান। তাঁহার মস্তকে এই সমগ্র বিশ্ব সর্ষপবৎ বর্ত্তমান। এইরূপ অসাধারণ সামর্থ্য বলিয়াই তাঁহাকে অনন্ত বলে। পদ্ম, কুমুদ, অঞ্জন ও বামন নামক দিগ্গজ সকলও সেখানে অবস্থিত। তাহার নিম্নে অণ্ডকটাহ; সেখানে একবীরা দেবী বিরাজমানা। পাতালতলের এ পর্য্যন্তের সমষ্টি পরিমাণ চারিলক্ষ নব্বই হাজার যোজন। তাহার পর বিশাল জলরাশি। ২৪—২৯। তন্নিম্নে কোটি যোজন স্থানব্যাপী নরক

স্তো মহান্। চত্বারিংশৎসহস্রৈশ্চ তদধস্তম উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ চত্বারিংশচ্চ কোট্যস্তু চতস্রশ্চ ততঃ পরাঃ। একোননবতির্লক্ষাঃ সহস্রাণ্যশীতিরেব চ ॥ ৩১ ॥ তদধোহণ্ডকটাহোহথ কোটিমাত্রস্তথাপরঃ। দেবীযুক্তা কপালীশা দণ্ডহস্তেন চাপি সা ॥ ৩২ ॥ দেবীনাং কোটিকোটীভিঃ সংবৃতা তত্র পালিনী। সঙ্কর্ষণস্য নিঃশ্বাসপ্রেরিতো দাহকোহনলঃ ॥ ৩৩ ॥ কালাগ্নিং প্রেরয়ত্যেব কল্পান্তে দহ্যতে জগৎ। এবংবিধমধঃসৃষ্টং নির্ম্মিতঞ্চাত্র ভারত ॥ ৩৪ ॥ মধ্যস্থে কটাহে চ পালকাংস্তাঞ্ছৃণুষ মে। বসুধামাস্থিতঃ পূর্ব্বে শঙ্খপালশ্চ দক্ষিণে ॥ ৩৫ ॥ তক্ষকেশঃ স্থিতঃ পশ্চাদুত্তরে কেতুমানিতি। হরসিদ্ধিঃ সুপর্ণাক্ষী ভাস্করা যোগনন্দিনী ॥ ৩৬ ॥ কোটিকোটীযুতা দেবী দেবীনাং পালয়ত্যদঃ। এবমেতন্মহাশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণ্ডং স্থাপিতঞ্চ যৈঃ ॥ ৩৭ ॥ নমামি তানহং নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্। বিষ্ণুলোকো রুদ্রলোকো বহিশ্চাস্মাৎ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ৩৮ ॥ তঞ্চ বর্ণয়িতুং ব্রহ্মা শক্তো নৈবাস্মদাদয়ঃ। বিমুক্তা যত্র সংযান্তি নিত্যং হরিহরব্রতাঃ ॥৩৯॥ ব্রহ্মাণ্ডং সংবৃতং হ্যেতৎ কটাহেন সমন্ততঃ। কপিত্থস্য যথা বীজং কটাহেন সুসংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ দশোত্তরেণ পয়সা বৃতং তচ্চাপি তেজসা। তেজশ্চ বায়ুনা বায়ুর্নভসাহং তথা চ তৎ ॥ ৪১ ॥ অহঙ্কারশ্চ মহতা তঞ্চাপি প্রকৃতিঃ পরা। দশোত্তরাণি সর্ব্বাণি ষড়াহুঃ সপ্তমঞ্চ তৎ ॥ ৪২ ॥ প্রাকৃতং চরণং পার্থ তদনন্তং প্রকীর্ত্তিতম্। অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ ॥ ৪৩ ॥ ঈদৃশানাং তথা চাত্র কোটিকোটিশতানি চ। সর্ব্বাণ্যেবংবিধান্যেব যাদৃশং কীর্ত্তিতং ত্বিদম্। যস্যৈবং বৈভবং পার্থ তং নমামি সদাশিবম্ ॥ ৪৪ ॥ অহো মন্দঃ স পাপাত্মা কো বা তস্মাদচেতনঃ। য এবংবিধসম্মোহতারকং ন শিবং ভজেৎ। অথ তে কীর্ত্তয়িষ্যামি কালমানং নিবোধ তৎ ॥ ৪৫ ॥ কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চাহুস্ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলা হি। ত্রিংশৎ কলাশ্চাপি ভবেন্মুহূর্ত্তং তন্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী উভে চ ॥ ৪৭ ॥ দিবসে পঞ্চ কালাঃ স্যুস্ত্রিমুহূর্ত্তাঃ

সমূহ। তন্নিম্নে দুই কোটি যোজন যাবৎ মহান্ কালাগ্নি। তন্নিম্নে চত্বারিংশৎ সহস্র যোজনান্তরে তমোরাশি। তদন্তে চতুশ্চত্বারিংশৎকোটি ঊননবতিলক্ষ অশীতিসহস্র যোজন নিম্নে অণ্ডকটাহ। অণ্ডকটাহের লক্ষ যোজনান্তরে গভীর তমঃ প্রদেশে একবীরা দেবী বিরাজমানা। ইহাঁরই নামান্তর কপালীশা। ইনি দণ্ড ধারণপূর্ব্বক কোটি কোটি দেবীগণে পরিবৃত হইয়া তৎপ্রদেশ পালন করিতেছেন। কল্পান্তকালে তত্রত্য সঙ্কর্ষণ দেবের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালাগ্নি সংবর্দ্ধিত হন, তজ্জন্যই সেই মহাগ্নিতে জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়। হে ভারত! অধোভাগ এই ভাবেই নির্ম্মিত ।২৪—৩৪। এক্ষণে অণ্ডকটাহের মধ্যভাগের যাঁহারা পালক, তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বসুধামা, দক্ষিণে শঙ্খপাল, পশ্চিমে তক্ষকেশ, এবং উত্তরে কেতুমান্ বর্ত্তমান। ইহাঁদিগের শক্তি হরসিদ্ধি, সুপর্ণাক্ষী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী দেবী, অপর কোটি কোটী দেবীর সহিত মিলিত হইয়া এই মধ্য ভাগের পালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এবম্বিধ মহাশ্চর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়ত প্রণতি করি। বিষ্ণুলোক ও রুদ্রলোক এই অণ্ডকটাহের বাহিরে বিরাজমান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। নিয়ত হরিহরপরায়ণ জনগণ মুক্তিলাভ করিয়া সেই স্থানে গমন করেন। ব্রহ্মাই সেই হরিহরপুরের বর্ণনা করিতে সমর্থ; আমাদিগের তাহা বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ব নহে। কপিত্থের আবরণ দ্বারা তন্মধ্যগত বীজনিচয়ের ন্যায়, অণ্ডকটাহ দ্বারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বতঃ সমাবৃত; সেই অণ্ডকটাহ আবার দশগুণ জলদ্বারা, সেই জলরাশি দশগুণ তেজ দ্বারা, সেই তেজ দশগুণ বায়ু দ্বারা, সেই বায়ু দশগুণ আকাশ দ্বারা, সেই আকাশ দশগুণ অহঙ্কারতত্ত্ব দ্বারা, সেই অহঙ্কারতত্ত্ব দশগুণ মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং সেই মহত্তত্ত্ব পরা প্রকৃতি দ্বারা সম্যক্ সমাবৃত। হে পার্থ! সেই প্রকৃতির পদ অনন্ত বলিয়া নির্ণীত। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম কত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত কোটি কোটি আবরণ আছে; পরন্তু আমি যেমন যেমন বর্ণন করিলাম, সমস্ত আবরণই এইরূপ বলিয়া জানিও। হে পার্থ! যাহার এবম্বিধ বৈভব, আমি সেই সদাশিবকে নমস্কার করি। এবম্বিধ সম্মোহ হইতে যিনি ত্রাণ করেন, সেই শিবকে যে ব্যক্তি ভজনা না করে, সেই মূঢ় অপেক্ষা অজ্ঞান আর কে আছে? ৩৫—৪৫। অতঃপর কালমান কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবধান কর। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়। দিবসে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে আবার তিন মুহূর্ত্ত করিয়া পাঁচটী

শৃণুষ্ব তান্। প্রাতস্ততঃ সঙ্গবশ্চ মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ ॥ ৪৮ ॥ সায়াহ্নঃ পঞ্চমশ্চাপি মুহূর্ত্তা দশ পঞ্চ চ। অহোরাত্রাঃ পঞ্চদশ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥৪৯॥ মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাঃ ঋতুঃ। ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নং দ্বেহয়নে বর্ষমুচ্যতে ॥ ৫০ ॥ চতুর্ভেদং মাসমাহুঃ পঞ্চভেদঞ্চ বৎসরম্। সংবৎসরশ্চ প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ॥ ৫১ ॥ ইদ্বৎসরস্তৃতীয়োহসৌ চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ। পঞ্চমশ্চ যুগো নাম গণনানিশ্চয়ো হি সঃ ॥ ৫২ ॥ মাসেন চ মনুষ্যাণামহোরাত্রঞ্চ পৈতৃকম্। কৃষ্ণপক্ষস্ত্বহঃ প্রোক্তঃ শুক্লপক্ষশ্চ শর্ব্বরী ॥ ৫৩ ॥ মানুষেণ চ বর্ষেণ দৈবিকো দিবসঃ স্মৃতঃ। অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥ ৫৪ ॥ বর্ষেণ চৈব দেবানাং মতঃ সপ্তর্ষিবাসরঃ। সপ্তর্ষীণাঞ্চ বর্ষেণ ধ্রৌবশ্চ দিবসঃ স্মৃতঃ ॥৫৫॥ মনুষ্যাণাং বর্ষাণি লক্ষসপ্তদশৈব তু। অষ্টাবিংশতিসহস্রাণি কৃতং ত্রেতাযুগং ততঃ ॥ ৫৬ ॥ লক্ষদ্বাদশসাহস্রষণ্ণবত্যধিকাঃ পরাঃ। অষ্টৌ লক্ষাশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি চ দ্বাপরঃ ॥ ৫৭ ॥ চতুর্লক্ষস্তু দ্বাত্রিংশৎসহস্রাণি কলিঃ স্মৃতঃ। চতুর্ভিরেতৈর্দেবানাং যুগমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৮ ॥ আয়ুর্মনোর্যুগানাঞ্চ সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ। চতুর্দ্দশমনূনাঞ্চ কালেন ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৫৯ ॥ যুগানাঞ্চ সহস্রেণ স চ কল্পঃ শৃণুষ্ব তান্। ভবোদ্ভবস্তপোভব্য-ঋতুর্বহ্নির্বরাহকঃ ॥ ৬০ ॥ সাবিত্র আসিকশ্চাপি গান্ধারঃ কুশিকস্তথা। ঋষভশ্চ তথা খড়্গী গান্ধারীয়শ্চ মধ্যমঃ ॥ ৬১ ॥ বৈরাজশ্চ নিষাদশ্চ মেঘবাহনপঞ্চমৌ। চিত্রকো জ্ঞান আকৃতির্মীনো দংশশ্চ বৃংহকঃ ॥ ৬২ ॥ শ্বেতো লোহিতরক্তো চ পীতবাসাঃ শিবঃ প্রভুঃ। সর্ব্বরূপশ্চ মাসোহয়মেবং বর্ষশতাবধিঃ ॥ ৬৩ ॥ পূর্ব্বার্দ্ধমপরার্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মমানমিদং স্মৃতম্। বিষ্ণোশ্চ শঙ্করস্যাপি নাহং শক্তশ্চ বর্ণনে ॥ ৬৪ ॥ ক্বাহমল্পমতিঃ পার্থ ক্বাপরৌ হরিত্র্যম্বকৌ। দৈবিকেনৈব মানেন পাতালেষ্বপি গণ্যতে ॥ ৬৫ ॥ ইতি তে সূচিতং বুদ্ধ্যা শৃণু তৎ প্রাকৃতং পুনঃ ॥ ৬৬ ॥ ইতি বৈধাত্রব্যবস্থিতিঃ। শ্রীনারদ উবাচ। ঋষভো নাম যন্নাম্না নানা পাষণ্ড-কল্পনাঃ। কলৌ পার্থ ভবিষ্যন্তি লোকানাং মোহনাত্মিকাঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্য পুত্রস্তু ভরতঃ শতশৃঙ্গস্তু তৎসুতঃ। তস্য পুত্রাষ্টকং জাতং তথৈকা চ

কালবিভাগ আছে; যথা—প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন। পঞ্চদশ দিবারাত্রে এক পক্ষ, এবং দুই পক্ষে একমাস হয়। সৌর দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। মাস চতুর্ব্বিধ এবং বৎসর পঞ্চবিধ। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগ। মনুষ্যগণের কালবিভাগে এই যুগই সর্ব্বশেষ। মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদিগের দিবা, শুক্লপক্ষ রাত্রি। মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। দেবগণের এক বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক অহোরাত্র। সপ্তর্ষিগণের এক বৎসরে ধ্রুবের এক অহোরাত্র। ৪৬—৫৫। মনুষ্যগণের সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ; দ্বাদশ লক্ষ ষণ্ণবতি সহস্র বৎসরে ত্রেতা যুগ, আটলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ; চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশ সহস্র বৎসরে কলি যুগ হয়; এই চারি যুগে দেবতাগণের এক যুগ থাকে। এক এক মন্বন্তরের পরিমাণ দ্বিসপ্ততি যুগ। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। উহার পরিমাণ দৈব সহস্র যুগ। ইহাকেই কল্প বলে। সেই কল্পসমূহের নাম শ্রবণ কর। ভবোদ্ভব, তপোভব্য, ঋতু, বহ্নি, বরাহ, সাবিত্র, আসিক, গান্ধার, কুশিক, ঋষভ, খড়্গ, গান্ধারীয়, মধ্যম, বৈরাজ, নিষাদ, মেঘবাহন, পঞ্চম, চিত্রক, জ্ঞান, অকৃতি, মীন, দংশ, বৃংহক, শ্বেত, লোহিত, রক্ত, পীতবাসা, শিব, প্রভু ও সর্ব্বরূপ। এই ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস। ইহার দ্বাদশ মাসে, এক বৎসর এবং তাহার একশত বৎসর ব্রহ্মার স্থিতিকাল। তাহা আবার পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিষ্ণু কিম্বা শঙ্করের আয়ুঃপরিমাণ আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। হে পার্থ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরাই বা কোথায় আর সেই জগৎপাবকর্ত্তা হরি-হরই বা কোথায়? পাতালের মানও দৈব মান অনুসারেই জানিবে। এই আমি বুদ্ধি অনুসারে কালপরিমাণাদি কহিলাম, এক্ষণে প্রাকৃত বিবরণ শ্রবণ কর। ৫৬—৬৬।

ইতি বৈধাত্র ব্যবস্থিতি।

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে পার্থ! কলিকালে যাহার নামে নানাবিধ লোকমোহকর পাষণ্ডধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই ঋষভের পুত্র ভরত। ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ। শতশৃঙ্গের আট পুত্র, এবং একটী

কুমারিকা ॥ ৬৮ ॥ ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রদ্বীপো গভস্তিমান্। নাগঃ সৌম্যশ্চ গান্ধর্বো বরুণশ্চ কুমারিকা ॥ ৬৯ ॥ বদনঞ্চাপি কন্যায়াঃ পার্থ বর্করিকাকৃতি। শৃণু তৎকারণং সর্ব্বং মহাশ্চর্য্য-সমন্বিতম্ ॥ ৭০ ॥ মহীসাগরপর্য্যন্তং বৃক্ষরাজি-বিরাজিতে। জালীগুল্মলতাকীর্ণে স্তম্ভতীর্থস্য সন্নিধৌ ॥ ৭১ ॥ অজাসমজতো মধ্যাৎ কাচিদেকা চ বর্করী। ভ্রান্তা সতী সমায়াতা প্রদেশে তত্র দুশ্চরে ॥ ৭২ ॥ ইতস্ততো ভ্রমন্তী সা জালিমধ্যে সমন্ততঃ। নির্গন্তুং নৈব শক্নোতি ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা শুভা ॥ ৭৩ ॥ বিলগ্না জালিমধ্যে তু ততঃ পঞ্চত্বমাগতা। কালেন কিয়তা তস্য ক্রটিত্বা শিরসো হ্যধঃ ॥ ৭৪ ॥ পপাত শনিদর্শে চ মহীসাগরসঙ্গমে। সর্ব্ব-তীর্থময়ে তত্র সর্ব্বপাপপ্রমোচনে ॥ ৭৫ ॥ শিরস্তু তদবস্থং হি সমগ্রং তত্র সংস্থিতম্। জালিগুল্মাব-লগ্নঞ্চ তস্যা নৈবাপতজ্জলে ॥ ৭৬ ॥ শেষকায়-প্রপাতেন মহীসাগরসঙ্গমে। তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ বর্করী সা কুরূদ্বহ ॥ ৭৭ ॥ শতশৃঙ্গস্য বৈ রাজ্ঞঃ সিংহলেষভবৎ সুতা। মুখং বর্করিকাতুল্যং ব্যক্তং তস্যা ব্যজায়ত ॥ ৭৮ ॥ দিব্যনারী শুভাকাঙ্ক্ষা শেষ-কায়ে বভৌ শুভা। পূর্ব্বং তস্যাপ্যপুত্রস্য রাজ্ঞঃ পুত্রশতোপমা ॥ ৭৯ ॥ পুত্রী জাতা প্রমোদেন স্বজনা-নন্দবর্দ্ধিনী। ততস্তস্যা বিলোক্যাথ মুখং বর্করিকা-কৃতি ॥ ৮০ ॥ বিস্ময়ং সমনুপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে তে রাজ-পুরুষাঃ। বিষাদং পরমাপন্নো রাজা সান্তঃপুরস্তদা ॥ ৮১ ॥ খিন্নাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্তাদৃগ্রূপবিলোকনাৎ। তৎ কিমিত্যেতদাশ্চর্য্যমূচুঃ পৌরাঃ সুবিস্মিতাঃ ॥৮২ ॥ ততঃ সা যৌবনং প্রাপ্তা সাক্ষাদ্দেবসুতোপমা। স্বমুখং দর্পণে বীক্ষ্য স্মৃতং পূর্ব্বো ভবস্তয়া ॥ ৮৩ ॥ তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ মাতৃপিত্রোর্নিবেদিতম্। বিষাদো নৈব কর্ত্তব্যো মদর্থে তাত নিশ্চিতম্ ॥ ৮৪ ॥ মা শোকং কুরু মে মাতঃ পূর্ব্বজন্মাৰ্জ্জিতং ফলম্। ততঃ পূর্ব্বং স্বপ্রবৃত্তান্তমুক্ত্বা সা চ কুমারিকা ॥ ৮৫ ॥ পূর্ব্বজন্মোদ্ভবঃ কায়স্তস্যা যত্রাপতত্তথা। গমনায় তনুদ্দেশং বিজ্ঞপ্তৌ পিতরৌ তয়া ॥ ৮৬ ॥ অহং তাত গমিষ্যামি মহীসাগরসঙ্গমম্। ভবামি তত্র

কন্যা জন্মে, তাঁহাদিগের নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ,কসেরু, তাম্রদ্বীপ, গভস্তিমান্, নাগ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, ও বরুণ; আর কন্যার নাম কুমারিকা। হে পার্থ! সেই কন্যার মুখখানি অজার ন্যায় ছিল; তাহার কারণ শ্রবণ কর। সে বৃত্তান্ত অতীব আশ্চর্য্য। ৬৭—৭০। মহীসাগর হইতে স্তম্ভতীর্থ পর্য্যন্ত গুল্মলতাবৃত তরু-লতামণ্ডিত এক বন আছে। একদা কোনও ছাগ-দল হইতে কোনও ছাগী বিচরণ করিতে করিতে সেই বনে আসিয়া পড়ে। সে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে গভীর গুল্মজালাচ্ছন্ন প্রদেশে যাইয়া পড়িল; অনেক চেষ্টাতেও তন্মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিল না। পরে ক্ষুধায়-পিপাসায় কোন গুল্মজালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিয়ৎ কালান্তে একদা শনিবার অমাবস্যা তিথিতে তাহার শরীরের অধোভাগ ছিন্ন হইয়া নিম্নস্থ সর্ব্বপাপহর সর্ব্বতীর্থময় মহীসাগর-সঙ্গমে পতিত হইল; কিন্তু তাহার মস্তকটী পূর্ব্ববৎ সেই লতাগুল্মে আবদ্ধই রহিল। হে কুরুনন্দন! শতশৃঙ্গ সিংহল দেশের রাজা ছিলেন। সেই ছাগীর অধ অঙ্গ মহীসাগর-সঙ্গমে পতিত হওয়ায় তীর্থমাহাত্ম্যে সে শতশৃঙ্গ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল। পরন্তু মস্তকটী মহীসাগরসঙ্গমে পতিত না হওয়ায় সেই কন্যার মুখটী ছাগীর ন্যায়ই হইল, অন্য শরীর অতীব সুন্দর ও সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া ছিল। তখন পর্য্যন্ত শত-শৃঙ্গ রাজার অপর পুত্রগণের জন্ম হয় নাই। সুতরাং সেই কন্যাই শত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আনন্দদায়িনী হইল। বন্ধুবান্ধবেরাও সকলেই আনন্দিত হইলেন। পরে যখন সেই কন্যার মুখ-খানি ছাগীর ন্যায় দেখিল, তখন সকলেই অতি-শয় বিস্মিত ও বিষাদিত হইয়া পড়িল। তাদৃশ অভূতপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া কি রাজা, কি রাজার অন্তঃ-পুরবাসী সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে "এ কি আশ্চর্য্য!" বলিয়া সবিস্ময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ৭১—৮২। তারপর দেবকন্যাসদৃশী শতশৃঙ্গ-কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া একদা দর্পণে নিজ বদন বিলোকন করিল; তখন সেই তীর্থের প্রভাবে তাহার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইল। সে যাইয়া পিতা-মাতাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"হে তাত! আমার জন্য আর বিষাদ করিবেন না; হে মাতঃ! আপ-নিও শোক করিবেন না; ইহা আমার পূর্ব্বজন্মের ফল" এই বলিয়া সে তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত পিতা-মাতাকে কহিল এবং যেখানে সেই পূর্ব্বজন্মের শরীর পতিত হইয়াছিল, তথায় যাইবার জন্য নিজ অভিপ্রায় পিতা-মাতাকে জানাইল। কন্যা কহিল, —হে তাত! আমি সেই মহীসাগরসঙ্গমক্ষেত্রে

সম্প্রাপ্তা যথা কুরু তথা নৃপ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ পিত্রা প্রতিজ্ঞাতং শতশৃঙ্গেণ তত্তথা। তস্যাঃ সংবাহনং চক্রে রাজা পোতৈঃ সরত্নকৈঃ ॥ ৮৮ ॥ স্তম্ভতীর্থং ততঃ সাপি প্রাপ্য পোতার্থসংযুতা। ভূরি দানং ততশ্চক্রে দানং সর্ব্বস্বলক্ষণম্ ॥ ৮৯ ॥ জালিগুল্মান্তরেঽন্বিষ্য ততো দৃষ্টং নিজং শিরঃ। অস্থিচর্ম্মাবশেষঞ্চ তদাদায় প্রযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥ দগ্ধা সঙ্গমসান্নিধ্যে ক্ষিপ্তান্যস্থীনি সঙ্গমে। ততস্তীর্থপ্রভাবেণ মুখং জাতং শশিপ্রভম্ ॥ ৯১ ॥ ন তাদৃগ্ দেবকন্যানাং ন তাদৃঙ্নাগযোষিতাম্। ন তাদৃঙ্মর্ত্ত্যনারীণাং তস্যা যাদৃঙ্মুখং মুখম্ ॥ ৯২ ॥ সুরাসুরনরাঃ সর্ব্বে তস্যা রূপেণ মোহিতাঃ। বহুধা প্রার্থয়ন্ত্যেনাং ন সা বরমভীপ্সতি ॥ ৯৩ ॥ কষ্টং তয়া মুদা তত্র প্রারব্ধং দুশ্চরং তপঃ। ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ প্রত্যক্ষতাং গতস্তস্যৈ বরদোঽস্মীতি চাব্রবীৎ। ততস্তং পূজয়িত্বা চ কুমারী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯৫ ॥ যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম। সান্নিধ্যং ক্রিয়তামত্র সর্ব্বকালং হি শঙ্কর ॥ ৯৬ ॥ এবমস্ত্বিতি শর্ব্বেণ প্রোক্তে হৃষ্টা কুমারিকা। যত্র দগ্ধং শিরস্তস্য বর্কর্য্যাঃ কুরুসত্তম ॥ ৯৭ ॥ বর্করেশঃ শিবস্তত্র তয়া সংস্থাপিতস্তদা। মন্মুখান্মহদাশ্চর্য্যং শ্রুত্বেদঞ্চ তলাতলাৎ ॥ ৯৮ ॥ স্বস্তিকো নাম নাগেন্দ্রঃ কুমারীং দ্রষ্টুমাগতঃ। শিরসা গচ্ছতা তেন যত্রোৎক্ষিপ্তা চ ভূরভূৎ ॥ ৯৯ ॥ ঈশানে বর্করেশস্য কূপোঽভূৎ স্বস্তিকাভিধঃ। পূরিতো গঙ্গয়া পার্থ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥ ১০০ ॥ দৃষ্ট্বা চ স্থাপিতং লিঙ্গং শিবস্তুষ্টো বরং দদৌ। যেষাং মৃতশরীরাণামত্র দাহঃ প্রজায়তে ॥ ১০১ ॥ ক্ষিপ্যন্তেঽব্ধৌ তথাস্থীনি তেষাং স্যাদক্ষয়া গতিঃ। তে স্বর্গে সুচিরং কালং বসিত্বাত্র সমাগতাঃ ॥ ১০২ ॥ রাজানঃ সর্ব্বসম্পূর্ণাঃ সপ্রতাপা ভবন্তি তে। বর্করেশঞ্চ যো ভক্ত্যা সম্পূজয়তি মানবঃ ॥ ১০৩ ॥ স্নাত্বার্ণবমহীতোয়ে তস্য স্যান্মনসেপ্সিতম্। কার্ত্তিকে চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ১০৪ ॥ কূপে স্নানং নরঃ কৃত্বা সন্তর্প্য

যাইব; রাজন্! আমি যাহাতে সেখানে যাইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। পিতা শতশৃঙ্গও "তাহাই করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং বহুল ধনরত্নসমন্বিত উত্তম পোত সাজাইয়া দিলেন। কন্যা তাহাতে আরোহণ করিয়া স্তম্ভতীর্থে আসিয়া অনেক ধনরত্ন দান করিলেন। এমন দান করিলেন যে, একরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। পরে সেখানে অন্বেষণ করিয়া গুল্মজালমধ্যে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট স্বীয় জন্মান্তরীণ মস্তকটী দেখিতে পাইয়া সযত্নে তাহা আনয়নপূর্ব্বক সঙ্গমতীর্থ সমীপে তাহা দগ্ধ করিয়া অস্থিগুলি সঙ্গমতীর্থে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সেই তীর্থের মাহাত্ম্যে অবিলম্বেই তাহার মুখখানি শশধরসম সুদৃশ্য হইল। দেবকন্যা, নাগনারী বা মানবরমণীগণের মধ্যে তাদৃশ সুদৃশ্য মুখ কাহারও দেখা যায় নাই। ৮৩—৯২। তখন তদীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া কত সুর অসুর নরগণ আসিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিল না, সে সেখানে সানন্দমনে অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। ইতঃপর বৎসরান্তে দেবদেব মহেশ্বর তদীয় প্রত্যক্ষগোচর হইয়া কহিলেন—আমি বরদান করিতে আসিয়াছি।" কন্যা তখন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিল,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমাকে বর দিতে চাহেন, তবে আমার প্রার্থনা,—হে শঙ্কর! আপনি যেন এখানে নিয়ত সন্নিহিত থাকেন। শঙ্কর "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান করিলে সেই কন্যা তখন হৃষ্টান্তঃকরণে যে স্থানে সেই ছাগীমুণ্ড দগ্ধ করা হইয়াছিল, সেই স্থানে 'বর্করেশ' নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিল। হে অর্জ্জুন! আমার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তখন তলাতল হইতে স্বস্তিক নামক নাগেন্দ্র সেই কন্যাকে দেখিতে সেখানে আগমন করিল। সেই নাগেন্দ্র মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যেখানে উঠিয়াছিল, বর্করেশের ঈশান কোণে সেই স্থানটী স্বস্তিক নামক কূপ হইয়াছে। গঙ্গাদেবী জল দ্বারা সেই গর্ত্ত পূরণ করিয়াছেন। হে পার্থ! সেই কূপ সর্ব্বতীর্থফলদায়ক। ৯৩—১০০। 'বর্করেশ' লিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া শঙ্কর তুষ্ট হইয়া সেই কন্যাকে এইরূপ বর দিলেন;—যে সকল মৃত শরীরের এই স্থানে দাহ করা হইবে এবং অস্থিসমূহ সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই প্রাণীরা অক্ষয়গতি লাভ করিবে। তাহারা সুদীর্ঘকাল স্বর্গবাসান্তে ইহলোকে ধনজনসমৃদ্ধ প্রতাপবান্ রাজা হইয়া জন্মিবে। আর মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি বর্করেশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে স্বস্তিককূপে স্নান

চ পিতৃন্বিজান্। পূজয়েদ্বর্করেশং যঃ সর্ব্বপাপৈঃ স মুচ্যতে ॥ ১০৫ ॥ এবং লব্ধা বরান্ সর্ব্বান্ সা পুনঃ সিংহলং যযৌ। শতশৃঙ্গায় পিত্রে চ বৃত্তান্তং স্বং স্ববেদয়ৎ ॥ ১০৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো রাজা লোকাঃ সর্ব্বে চ ফাল্গুন। প্রশশংসুর্মহীতীর্থমাজগ্মুশ্চ কৃতাদরাঃ ॥ ১০৭ ॥ স্নাত্বা দত্বা চ দানানি বিবিধানি চ তে ততঃ। সিংহলঞ্চ যযুর্ভূয়স্তীর্থমাহাত্ম্যহর্ষিতাঃ ॥ ১০৮ ॥ অনিচ্ছন্ত্যাং কুমার্য্যাঞ্চ বরং দ্রব্যঞ্চ পার্থিবঃ। তথান্যদপি প্রীত্যাসৌ যদ্দদৌ নৃপতিঃ শৃণু ॥ ১০৯ ॥ ইদং ভারতখণ্ডঞ্চ নবধৈব বিভজ্য সঃ। দদাবষ্টৌ স্বপুত্রাণাং কুমার্য্যৈ নবমং তথা ॥ ১১০ ॥ তেষাং বিভেদান্ বক্ষ্যামি পর্ব্বতৈরুপশোভিতান। পুত্রনামানি বর্ষাণি পর্ব্বতাংশ্চ শৃণুষ্ব মে ॥ ১১১ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১১২ ॥ মহেন্দ্রপরতশ্চৈব ইন্দ্রদ্বীপো নিগদ্যতে। পারিযাত্রস্য চৈবার্বাক্‌খণ্ডং কৌমারিকং স্মৃতম্ ॥ ১১৩ ॥ সহস্রমেকমেকঞ্চ সর্ব্বখণ্ডাস্তমুনি চ। নদীনাং সম্ভবঞ্চাপি সঙ্ক্ষেপাচ্ছৃণু ফাল্গুন ॥ ১১৪ ॥ বেদস্মৃতিমুখা নদ্যঃ পারিযাত্রোদ্ভবা মতাঃ। নর্ম্মদাসরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্বিনির্গতাঃ ॥ ১১৫ ॥ শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা ঋক্ষপর্ব্বতসম্ভবাঃ। ঋষিকুল্যাকুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥ ১১৬ ॥ তাপী পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা কাবেরী চ মহীনদী। কৃষ্ণা বেণী ভীমরথী সহ্যপাদোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৭ ॥ কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ। ত্রিসামঋষ্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৮ ॥ এবং বিভজ্য পুত্রেভ্যঃ কুমার্য্যৈ চ মহীপতিঃ। শতশৃঙ্গো গিরিং গত্বা উদীচ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ ॥ ১১৯ ॥ তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং ব্রহ্মলোকং জগাম সঃ। শতশৃঙ্গো নৃপশ্রেষ্ঠঃ শতশৃঙ্গে নগোত্তমে। যত্র জাতোঽসি কৌন্তেয় পাণ্ডোস্ত্বং সোদরৈঃ সহ ॥ ১২০ ॥ কুমারী চ মহাভাগা স্বস্তীর্থস্থিতা সতী ॥ ১২১ ॥ খণ্ডোদ্ভবেন দ্রব্যেণ তেপে দানানি যচ্ছতী। ততঃ কেনাপি কালেন ভ্রাতৃভ্যোঽষ্টভ্য এব চ ॥ ১২২ ॥ মহাবীর্য্যবলোৎসাহা জাতা নব নবাত্মজাঃ। তে সমেত্য সমাগম্য কুমারীং

করিয়া স্বীয় পিতৃগণের তর্পণান্তে বর্করেশকে অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। সেই কন্যা এই প্রকার বরসমূহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিংহলে প্রস্থান করিল এবং সেখানে স্বীয় পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। হে ফাল্গুন অর্জ্জুন! তাহা শুনিয়া রাজা এবং অপরাপর সকলেই সবিস্ময়ে সেই মহাতীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং সাগ্রহে সেখানে আগমন করিয়া স্নানান্তে বিবিধ ধনরত্ন দান করিয়া সহর্ষে তীর্থমাহাত্ম্যের বিষয় আলাপ করিতে করিতে পুনরায় সিংহলে গমন করিল। রাজা তখন সেই কন্যার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়া কন্যার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে যে বর ও অপরাপর দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা, এই ভারত ভূখণ্ডকে নয় ভাগে বিভাগ করিয়া আট ভাগ আট পুত্রকে এবং একভাগ সেই কন্যাকে দান করেন। পর্ব্বতরাজিবিরাজিত সেই সমস্ত ভূভাগের ভেদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, উহারা বর্ষপদবাচ্য এবং পুত্রগণের নামেই বিখ্যাত। আর উহাদের পর্ব্বতসমূহেরও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র; এই সাতটী কুলপর্ব্বত। মহেন্দ্র পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে যে অংশ, তাহাকে ইন্দ্রদ্বীপ বলে। পারিযাত্রের পশ্চাদ্ভাগে যে অংশ, তাহা কৌমারিক নামে বিখ্যাত। উক্ত নয় ভাগের প্রত্যেক ভাগ এক এক সহস্র যোজন। হে অর্জ্জুন! এতন্মধ্যস্থ নদীসমূহের বিবরণও আমার নিকট শুন। বেদস্মৃতিপ্রমুখ নদীসমূহ পারিযাত্র হইতে সমুৎপন্ন। নর্ম্মদা সরসাদি নদী বিন্ধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত। শতদ্রু চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নির্গত। ঋষিকুল্যা কুমারী প্রভৃতি শুক্তিমানের পাদদেশ হইতে জাত। তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, কাবেরী, মহীনদী, কৃষ্ণা, বেণী, ভীমরথী, ইহারা সহ্যপাদপ্রসূত। কৃতমালা তাম্রপর্ণী প্রভৃতি মলয়পর্ব্বতসম্ভূত। ত্রিসামা ঋষ্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত। মহীপতি শতশৃঙ্গ এইভাবে ভারতভূমি বিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে ও কন্যাকে দান করিয়া উত্তরদিকে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ঘোর তপস্যা করিয়া মহীপতি শতশৃঙ্গ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে কুন্তীনন্দন! তুমিও ভ্রাতৃগণ সহ সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেই জন্মিয়াছ। ১০১—১২০। মহাভাগা কুমারীও তদীয় কৌমারিক-খণ্ডোদ্ভূত দ্রব্য দ্বারা দানাদি সৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করত তপস্যাতেই নিরত রহিলেন। পরে কালান্তরে তাঁহার ভ্রাতাদিগের প্রত্যেকের নয় নয়টী পুত্র জন্মিল। তাহারা বয়ঃ-

প্রোচিরে ততঃ ॥ ১২৩ ॥ কুলদেবী ত্বমস্মাকং প্রসাদং কুরু নঃ শুভে। অষ্টৌ খণ্ডানি চাস্মাকং বিভজ্য স্বয়মেব চ। দেহি দ্বাসপ্ততীনাং নো বিভেদঃ স্যাদ্‌যথা ন নঃ ॥ ১২৪ ॥ ইত্যুক্তা সর্ব্ববর্গাজ্ঞা বিজ্ঞানে ব্রহ্মণা সমা। দ্বাসপ্ততিবিভেদৈঃ সা নব খণ্ডান্যচীকরৎ ॥ ১২৫ ॥ তেষাং নামানি গ্রামাংশ্চ পত্তনানি চ ফাল্গুন। বেলাকুলানি সংখ্যাঞ্চ বক্ষ্যামি তব তত্ত্বতঃ ॥ ১২৬ ॥ কোটিশ্চতস্রো গ্রামাণাং নীবৃদাসীচ্চ মণ্ডলে। সার্দ্ধকোটিদ্বয়গ্রামৈর্দেশো বালাক উচ্যতে ॥ ১২৭ ॥ সপাদকোটিগ্রামাণাং পুরে সাহনকে বিদুঃ। লক্ষাশ্চত্বার এবাপি গ্রামাণামন্ধলে স্মৃতাঃ ॥ ১২৮ ॥ একো লক্ষশ্চ নেপালে গ্রামাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ। ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষমানন্তু কান্যকুব্জে প্রকীর্ত্তিতম ॥ ১২৯ ॥ দ্বাসপ্ততিস্তথা লক্ষা গ্রামা গাজণকে স্মৃতাঃ। অষ্টাদশ তথা লক্ষা গ্রামাণাং গৌড়দেশকে ॥ ১৩০ ॥ কামরূপে চ গ্রামাণাং নব লক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ডাহলে বেদসংজ্ঞে তু গ্রামাণাং নবলক্ষকম্ ॥ ১৩১ ॥ নবৈব লক্ষা গ্রামাণাং কান্তিপুরে প্রকীর্ত্তিতাঃ। নব লক্ষাস্তথা চৈব মাচিপুরে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩২ ॥ ওড্ডিয়ানে তথা দেশে নব লক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। জালন্ধরে তথা দেশে নব লক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৩৩॥ লোহপুরে তথা দেশে লক্ষাঃ প্রোক্তা নবৈব চ। গ্রামাণাং সপ্তলক্ষঞ্চ পাম্বীপুরে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩৪ ॥ গ্রামাণাং সপ্তলক্ষঞ্চ রটরাজে প্রকীর্ত্তিতম্। হরীআলে চ গ্রামাণাং লক্ষপঞ্চকসন্মিতম্ ॥ ১৩৫ ॥ সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং প্রোক্তং দ্রেড়স্থ বিষয়ে তথা। সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং প্রোক্তং তথা-নস্তণবাহকে ॥ ১৩৬ ॥ একবিংশতিসাহস্রং গ্রামাণাং নীলপুরকে। তথাম্লবিষয়ে পার্থ গ্রামাণামেকলক্ষকম্ ॥ ১৩৭ ॥ নরেন্দুনামদেশে তু লক্ষমেকং সপাদকম্। অতিলাঙ্গলদেশে চ লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ ॥ ১৩৮ ॥ লক্ষাষ্টাদশসাহস্র নবতী দ্বে চ মালবে। সয়ম্ভরে তথা দেশে লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ ॥ ১৩৯ ॥ মেবাড়ে চ তথা প্রোক্তো লক্ষশ্চৈকঃ সপাদকঃ। অশীতিশ্চ সহস্রাণি বাগুরিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪০ ॥ গ্রামসপ্ততি-সাহস্রো গুজ্জরোত্র প্রকীর্ত্তিতঃ। তথা সপ্ততি সাহস্রঃ পাণ্ডোবিষয় এব চ ॥ ১৪১ ॥ জহাহুতিসহস্রাণি দ্বাচত্বারিংশদেব চ। অষ্টষষ্টিসহস্রাণি প্রোক্তং কাশ্মীরমণ্ডলম্ ॥ ১৪২ ॥ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি গ্রামাণাং কৌঙ্কণে বিদুঃ। চতুর্দ্দশশতং দ্বে চ বিংশতী লঘু-কৌঙ্কণম্ ॥ ১৪৩ ॥ সিন্ধুঃ সহস্রদশকে গ্রামাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪৪ ॥ চতুর্দ্দশশতে দ্বে চ বিংশতিঃ কচ্ছমণ্ডলম্। পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রং গ্রামাঃ সৌরাষ্ট্র-মুচ্যতে ॥ ১৪৫ ॥ একবিংশতিসাহস্রো লাড়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অতিসিন্ধুশ্চ গ্রামাণাং দশসাহস্র উচ্যতে। তথা চাশ্বমুখং পার্থ দশসাহস্রমুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥ সহস্র-দশকঞ্চাপি একপাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪৭ ॥ তথৈব দশসাহস্রো দেশঃ সূর্য্যমুখঃ স্মৃতঃ। একবাহুস্তথা দেশো দশসাহস্রমুচ্যতে ॥ ১৪৮ ॥ সহস্রদশকঞ্চৈব

প্রাপ্ত হইয়া একদা সকলে মিলিয়া আসিয়া কুমারীকে কহিল,—শুভে! আপনি আমাদিগের কুলদেবী; অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি স্বয়ং আমাদিগের আটখণ্ড ভূমি দ্বিসপ্ততি ভ্রাতাকে বিভাগ করিয়া দিউন।—যাহাতে আমাদের পরস্পর বিবাদ না হয়, তাহা করুন। ব্রহ্মার ন্যায় বিজ্ঞানশালিনী কুমারী এই কথা শুনিয়া সেই নয়খণ্ড ভূমি দ্বিসপ্ততি-ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। হে অর্জ্জুন! সেই সকল খণ্ডের নাম, গ্রাম, পত্তন, বেলা, কূল ও পরিমাণাদি আমি যথাযথ বলিতেছি। নীবৃৎ দেশে চারিকোটি গ্রাম ছিল। বালক দেশে আড়াই কোটি, সাহনক দেশে সওয়া এক কোটি, অন্ধল দেশে চারি লক্ষ, নেপাল দেশে এক লক্ষ, কান্যকুব্জ দেশে ছত্রিশ লক্ষ, গাজনক দেশে দ্বিসপ্ততি লক্ষ, গৌড়দেশে অষ্টাদশ লক্ষ, কামরূপ দেশে নব লক্ষ, বেদ নামে প্রসিদ্ধ ডাহল দেশে নব লক্ষ, কান্তি দেশে নব লক্ষ, মাচি দেশে নব লক্ষ, ওড্ডিয়ান দেশে নব লক্ষ, জালন্ধর দেশে নব লক্ষ, লোহ দেশে নব লক্ষ, পাম্বী দেশে সপ্ত লক্ষ, রটবাজ দেশে সপ্ত লক্ষ, হরীআল দেশে পাঁচ লক্ষ, দ্রেড় দেশে সাড়ে তিন লক্ষ, বস্তুণবাহক দেশে সাড়ে তিন লক্ষ, নীল দেশে একবিংশতি সহস্র, অম্ল দেশে এক লক্ষ, নরেন্দু দেশে সওয়া লক্ষ, অতিলাঙ্গল দেশে সওয়া লক্ষ, বাগুরি দেশে অশীতি সহস্র, গুর্জ্জর দেশে সপ্ততি সহস্র, পাণ্ডুদেশে সপ্ততি সহস্র, জহাহুৎ দেশে দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র, কাশ্মীর দেশে অষ্টষষ্টি সহস্র, কৌঙ্কণ দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, লঘুকৌঙ্কণ দেশে চতুর্দ্দশ শত চত্বারিংশৎ, সিন্ধু দেশে দশ সহস্র, কচ্ছ দেশে চতুর্দ্দশ শত দ্বাবিংশতি, সৌরাষ্ট্র দেশে পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সহস্র, লাড় দেশে একবিংশতি সহস্র, অতিসিন্ধুদেশে দশ সহস্র, অশ্বমুখ দেশে দশ সহস্র, একপাদ দেশে দশ সহস্র, সূর্য্যমুখ দেশে দশ সহস্র, একবাহু দেশে দশ সহস্র,

সপ্তায়ুরিতি দেশকঃ। শিবনামা তথা দেশঃ সহস্র-দশকঃ স্মৃতঃ। সহস্রাণি দশ খ্যাতং তথা কালহয়ঞ্জয়ঃ॥ ১৪৯॥ লিঙ্গোদ্ভবস্তথা দেশঃ সহস্রাণি দশৈব চ। ভদ্রশ্চ দেবভদ্রশ্চ প্রত্যেকং দশকৌ স্মৃতৌ॥ ১৫০॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি স্মৃতৌ চটবিরাটকৌ। ষট্‌-ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি যমকোটিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৫১॥ অষ্টাদশ তথা কোট্যো রামকো দেশ উচ্যতে। তোমরশ্চাপি কর্ণাটো যুগলশ্চ ত্রয়স্ত্বিমে॥ ১৫২॥ সপাদলক্ষগ্রামাণাং প্রত্যেকং পরিকীর্ত্তিতঃ। পঞ্চ-লক্ষাশ্চ গ্রামাণাং স্ত্রীরাজ্যং পরিকীর্ত্তিতম॥ ১৫৩॥ পুলস্ত্যবিষয়শ্চাপি দশলক্ষক উচ্যতে। প্রত্যেকং লক্ষদশকৌ দেশৌ কাম্বোজকোশলৌ॥ ১৫৪॥ গ্রামাণাঞ্চ চতুর্লক্ষো বাহ্লিকঃ পরিকীর্ত্যতে। ষট্‌-ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি লঙ্কাদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৫॥ চতুঃষষ্টিসহস্রাণি কুরুদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সার্দ্ধলক্ষ-স্তথা প্রোক্তঃ কিরাতবিজয়ো জয়॥ ১৫৬॥ পঞ্চ প্রাহুস্তথা লক্ষান বিদর্ভাযাঞ্চ গ্রামকান। চতুর্দ্দশ-সহস্রাণি বর্দ্ধমানং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৫৭॥ সহস্রদশক-ঞ্চাপি সিংহলদ্বীপমুচ্যতে। ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি গ্রামাণাং পাণ্ডুদেশকঃ॥ ১৫৮॥ লক্ষৈকশ্চ তথা প্রোক্তং গ্রামাণান্তু ভয়ানকম্। ষট্‌ষষ্টিশ্চ সহস্রাণি দেশো মাগধ উচ্যতে॥ ১৫৯॥ ষষ্টিসহস্রাণি তথা গ্রামাণাং পাঙ্গুদেশকঃ। ত্রিংশৎসাহস্র উক্তশ্চ গ্রামা-ণাঞ্চ বরেন্দুকঃ॥ ১৬০॥ পঞ্চবিংশতিসাহস্রং মূল-স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্। চত্বারিংশৎসহস্রাণি গ্রামাণাং যাবনঃ স্মৃতঃ॥ ১৬১॥ চত্বার্য্যেব সহস্রাণি পঙ্কবাহু-কুদীর্য্যতে। দ্বাসপ্ততিরমী দেশা গ্রামসংখ্যাঃ প্রকী-র্ত্তিতাঃ॥ ১৬২॥ এবং ভরতখণ্ডেঽস্মিন্ ষণ্নবত্যেব কোটয়ঃ। দ্বাসপ্ততিস্তথা লক্ষাঃ পত্তনানাং প্রকী-র্ত্তিতাঃ॥ ১৬৩॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বেলাকূলানি ভারত। এবং বিভজ্য খণ্ডানি ভ্রাতৃব্যাণাং দদৌ নব॥ ১৬৪॥ আত্মীয়মপি সা দেবী অনিচ্ছুরপি তেষু চ। যতো মান্যেতি ভগিনী প্রতি ক্রুধ্যন্তি ভ্রাতরঃ॥ ১৬৫॥ ভ্রাতৃন্ প্রতি ভগিনী চ বিচার্য্যৈব দদৌ শুভা। তৎ কৃত্বা সানুমান্যৈতান স্তম্ভতীর্থমুপা-গতা॥১৬৬॥ তদা তেষু চ দেশেষু চতুর্ব্বর্গস্য সাধনম্। সর্ব্বেষাং প্রবরং প্রোক্তং কুমারীখণ্ডমেব চ॥ ১৬৭॥ তত্রাপি গুপ্তক্ষেত্রঞ্চ বেদৈতৎ সা কুমারিকা। গুপ্ত-ক্ষেত্রে কুমারেশং পূজয়ন্তী মহাব্রতা॥ ১৬৮॥ তস্মৌ হ্রদেষু স্নাবন্তী ষট্‌সু চৈবাপি সঙ্গমে। ততঃ কাল-প্রকর্ষাচ্চ প্রাসাদে স্কন্দনির্ম্মিতে॥ ১৬৯॥ জীর্ণে নব্যং স্বর্ণময়ং প্রাসাদং সাপ্যকারয়ৎ। ততস্তস্থৌ

সপ্তায়ু দেশে দশ সহস্র, শিব দেশে দশ সহস্র, কাল-হয়ঞ্জয় দেশে দশ সহস্র, লিঙ্গোদ্ভব দেশে দশ সহস্র, ভদ্র দেশে দশ সহস্র, দেবভদ্র দেশে দশ সহস্র, চট-দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, বিরাট দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, যমকোটি দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, রামক দেশে অষ্টাদশ কোটি, তোমর দেশে সওয়া লক্ষ, কর্ণাট দেশে সওয়া লক্ষ, যুগল দেশে সওয়া লক্ষ, স্ত্রী-রাজ্যে পাঁচ লক্ষ, পুলস্ত্য দেশে দশ লক্ষ, কাম্বোজ দেশে দশ লক্ষ, কোশল দেশে দশ লক্ষ, বাহ্লিক দেশে চারি লক্ষ, লঙ্কা দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, কুরুদেশে চতুঃষষ্টি সহস্র, বিজয় নামক কিরাত দেশে সার্দ্ধ লক্ষ, বিদর্ভ দেশে পঞ্চ লক্ষ, বর্দ্ধমান দেশে চতুর্দ্দশ সহস্র, সিংহল দ্বীপে দশ সহস্র, পাণ্ডু দেশে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র, ভয়ানক দেশে এক লক্ষ, মাগধ দেশে ষট্‌ষষ্টি সহস্র, পাঙ্গু দেশে ষষ্টি সহস্র, বরেন্দুক দেশে ত্রিশ সহস্র, মূলস্থান দেশে পঞ্চ-বিংশতি সহস্র, যবন দেশে চত্বারিংশৎ সহস্র, এবং পঙ্কবাহুদেশে চারি সহস্র গ্রাম আছে। এই সেই দ্বিসপ্ততি দেশের গ্রাম ও নাম বলিলাম।১২১—১৬২। সমষ্টিতে ভারতভূমে ষণ্নবতি কোটি দ্বিসপ্ততি লক্ষ গ্রাম আছে। হে ভারত! বেলাকূলের সংখ্যা ষট্‌-ত্রিংশৎ সহস্র। সেই কুমারী ভ্রাতৃপুত্রগণকে এই-ভাবে সমগ্র ভারতভূমিই বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি তাঁহার নিজ রাজ্যও রাখিলেন না,—তাহাদিগকেই প্রদান করিলেন। ভগিনী সম্মানার্হা বলিয়া ভ্রাতারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোন বিপক্ষতা না করিলেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য ভগিনীরও ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ ঘটিতে পারে; সেই কুমারী ইহা বিবেচনা করিয়াই নিজ রাজ্যও ভ্রাতৃপুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কুমারী এইরূপ করিয়া সেই ভ্রাতৃনন্দনগণের প্রীতিসাধনপূর্ব্বক স্তম্ভ-তীর্থে গমন করিলেন। তিনি দেশ বিভাগ করিয়া চতুর্ব্বর্গসাধক দেশসমূহের মধ্যে কুমারীখণ্ডই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও যেখানে কুমারেশ প্রতিষ্ঠিত সেই গুপ্ত ক্ষেত্রই যে সর্ব্বোত্তম—তাহা সম্যক্ অব-গত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য মহাব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তত্রত্য ছয়টী হ্রদে ও সঙ্গমে স্নান এবং কুমারেশের অর্চ্চনায় নিরত হইলেন। পরে তিনি কিয়ৎকালান্তে সেই স্কন্দনির্ম্মিত প্রাসাদ জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া একটী

মহাদেবস্তয়া ভক্ত্যাতিতোষিতঃ ॥ ১৭০ ॥ কুমার-লিঙ্গাদুত্থায় প্রত্যক্ষস্তামবোচত। ভদ্রে তবাহং ভক্ত্যা চ বিজ্ঞানেন চ তোষিতঃ ॥ ১৭১ ॥ জীর্ণঃ পুনরুদ্ধৃতোঽহং প্রাসাদস্তেন তোষিতঃ। তব নাম্না চ বিখ্যাতো ভবিষ্যামি কুমারিকে ॥ ১৭২ ॥ কর্ত্তা চাপি তথোদ্ধর্ত্তা দ্বৌ বৈ সমফলৌ স্মৃতৌ। কুমা-রেশঃ কুমারীশ ইতি বক্ষ্যন্তি মাং ততঃ ॥ ১৭৩ ॥ বর্করেশে চ যে দত্তা বরা দত্তাঃ সদৈব তে। তথাপি প্রাপ্তঃ কালশ্চ সমীপে বরবর্ণিনি ॥ ১৭৪ ॥ অভর্ত্-কায়া নার্য্যাশ্চ ন স্বর্গো মোক্ষ এব চ। যথৈব বৃদ্ধ-কন্যায়াঃ সরস্বত্যাস্তটে শুভে ॥ ১৭৫ ॥ তস্মাত্ত্বমত্র তীর্থে চ মহাকালমিতি স্মৃতম্। সিদ্ধিং গতং বৃণু ভদ্রে পতিত্বে বরবর্ণিনি ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ সা রুদ্র-বাক্যেণ বরয়ামাস তং পতিম্। রুদ্রলোকং যযৌ চাপি মহাকালসমন্বিতা ॥ ১৭৭ ॥ তত্র তাং পার্ব্বতী প্রাহ সমালিঙ্গ্য প্রহর্ষিতা। যস্মাত্ত্বয়া চিত্রবচ্চ লিখিতা পৃথিবী শুভে ॥ ১৭৮ ॥ চিত্রলেখেতি নাম্না ত্বং তস্মাত্তব সখী মম। ততঃ সখী সমভবচ্চিত্রলেখেতি সা শুভা ॥ ১৭৯ ॥ যয়ানিরুদ্ধঃ কথিত ঊষায়াঃ পতি-রুত্তমঃ। যোগিনীনাং বরিষ্ঠা যা মহাকালস্য বল্লভা ॥ ১৮০ ॥ অপ্সু সা বার্ষিকং বিন্দুং পূর্ণে বর্ষশতে পপৌ। তপশ্চরন্তী তস্মাৎ সা প্রোচ্যতে চাপ্সরা দিবি ॥ ১৮১ ॥ এবংবিধা কুমারী সা লিঙ্গমেতদ্ধি ফাল্গুন। স্থাপয়ামাস শিবদং বর্করেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৮২ ॥ তস্মাদত্র নৃণাং দাহশ্চাস্থিক্ষেপশ্চ ভারত। প্রয়াগাদধিকৌ প্রোক্তৌ মহেশস্য বচো যথা ॥ ১৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বর্করেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। মহাকালস্বসৌ কশ্চ কথং সিদ্ধি-মুপাগতঃ। অস্মিংস্তীর্থে মুনিশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যমত্র মে ॥ ১ ॥ সর্ব্বমেতৎ সমাখ্যাহি শ্রদ্দধানায় পৃচ্ছতে

স্বর্ণময় নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া সেই কুমারেশ-লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং কুমারীকে কহি-লেন,—ভদ্রে! তোমার ভক্তি ও বিজ্ঞানে—তোমার কৃত এই জীর্ণোদ্ধার কার্য্যে আমি অতীব তুষ্ট হই-য়াছি। অয়ি কুমারিকে! অতঃপর আমি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইব। দেখ! কর্ত্তা ও নষ্টসংস্কারক, ইহারা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইয়া থাকে। অতএব অতঃপর সকলেই আমাকে 'কুমারেশ' না বলিয়া 'কুমারীশ' বলিবে।১৬৩—১৭৩। ইতঃপূর্ব্বে বর্করেশে তোমাকে যে সকল বর দিয়াছি, তাহাও সততই সত্য হইবে। অয়ি বরবর্ণিনি! তোমারও মৃত্যু-কাল নিকটবর্ত্তী; শুভে! সরস্বতীতটবাসিনী বৃদ্ধকন্যার ন্যায় তুমিও অপরিণীতা বলিয়া তোমার স্বর্গ বা মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি এখানে অত্রত্য মহাকাল-নামক সিদ্ধ বৃদ্ধকে পতিত্বে বরণ কর। শঙ্করের এবম্বিধ আদেশে সেই কুমারী তত্রত্য মহাকালকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার সহিত রুদ্রলোকে গমন করি-লেন। সেখানে পার্ব্বতী দেবী তাঁহাকে সহর্ষে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—শুভে! যেহেতু তুমি পৃথিবীর বিভাগব্যপদেশে চিত্রবৎ লেখন করি-য়াছ, অতএব তুমি চিত্রলেখা নামে আমার সখী হইয়া থাক। অতঃপর সেই কুমারী চিত্রলেখা নামে তথায় পার্ব্বতীর সখী হইয়া রহিলেন। মহাকালপত্নী এই চিত্রলেখাই যোগিনীগণের শ্রেষ্ঠা; ইনিই উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ সংঘটন করিয়া-ছিলেন। ইনি জলমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ সময়ে প্রতি শতবৎসরান্তে এক এক বিন্দু জল পান করি-তেন, সেই জন্য দেবলোকে সকলেই ইহাঁকে অপ্সরা বলে। হে অর্জ্জুন! এবম্বিধ প্রভাবশালিনী সেই কুমারী এই মঙ্গলদায়ক বর্করেশ লিঙ্গ স্থাপন করি-য়াছেন। হে অর্জ্জুন! সেই জন্যই এখানে নরগণের দাহন ও অস্থিক্ষেপণ করিলে তাহা প্রয়াগ অপে-ক্ষাও অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। মহেশ্বরই এই কথা কহিয়াছেন। ১৭৪—১৮৩।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই মহাকাল কে?—কিরূপেই বা এই তীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন? আমি শ্রদ্ধাসহকারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে আমার সবিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব সেই সমস্ত বৃত্তান্ত

॥ ২ ॥ নারদ উবাচ। নমস্কৃত্য মহাকালং বরদং স্থাণুমব্যয়ম্। শক্তিতশ্চরিতং তস্য বক্ষ্যে পাণ্ডু-কুলোদ্বহ ॥ ৩ ॥ বারাণস্যাং পুরি পুরা বভূব জপতাং বরঃ। রুদ্রজাপী মহাভাগো মাণ্টির্নাম মহাযশাঃ ॥ ৪ ॥ তস্যাপুত্রস্য পুত্রার্থে রুদ্রান্ সঞ্জপতঃ কিল। গতং বর্ষশতং তুষ্টস্ততস্তং প্রাহ শঙ্করঃ ॥ ৫ ॥ মাণ্টে তব সুতো ধীমান্ মৎপ্রভাবপরাক্রমঃ। বংশস্য তব সর্ব্বস্য সমুদ্ধর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ইতি শ্রুত্বা রুদ্রবচো মাণ্টিৰ্হর্ষং পরঃ গতঃ। ততঃ কালে কিয়ন্মাত্রে পত্নী মাণ্টের্মহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥ দধার গর্ভং চটিকা তপোমূর্ত্তি-ধরা যথা। তস্য গর্ভস্য বর্ষাণি চত্বারি কিল সংযযুঃ ॥ ৮ ॥ ন পুনর্মাতুরুদরং ত্যক্ত্বা নির্গচ্ছতে বহিঃ। ততো মাণ্টিরুপামন্ত্র্য সামভিস্তমবোচত ॥ ৯ ॥ বৎস সামান্যপুত্রোঽপি পিত্রোঃ সুখকরঃ সদা। শুদ্ধায়াং মাতরি ভবো মত্তঃ কিং পীড়য়স্যলম্ ॥ ১০ ॥ বৎস মানুষ্যবাসস্য স্পৃহা তুভ্যং কথং ন হি। যত্র ধর্ম্মার্থ-কামানাং মোক্ষস্যাপি চ সন্ততিঃ ॥ ১১ ॥ কদা মনুষ্যা জায়েম পূজা যত্র মহাফলা। পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ নানাধর্ম্মাশ্চ যত্র হি ॥ ১২ ॥ ইতি ভূতানি শোচন্তি নানাযোনিগতান্যপি। তত্ত্বং মানুষ্যমতুলং স্পৃহণীয়ং দিবৌকসাম্। অনাদৃত্য কথং ব্রূহি স্থিতশ্চোদরে এব চ ॥ ১৩ ॥ গর্ভ উবাচ। তাত জানাম্যহং সর্ব্বমেতৎ পরমদুর্ল্লভম্। বিভেমি চাতিমাত্রন্তু কালমার্গস্য নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥ দ্বৌ মার্গৌ কিল বেদেষু প্রোক্তৌ কালোঽর্চ্চিরেব চ। অর্চ্চিষা মোক্ষমায়াস্তি কালমার্গেণ কর্ম্মণি ॥ ১৫ ॥ স্বর্গে বা নরকে বাপি কালমার্গগতো হ্যয়ম্। ন শর্ম্ম লভতে ক্বাপি ব্যাধ-বিদ্ধমৃগো যথা ॥ ১৬ ॥ তস্যৈব হেতোঃ প্রযতে কোবিদো যন্ন দুঃখবিৎ। কালেন ঘোররূপেণ গম্ভীরেণ সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥ তচ্চেন্মম মনস্তাত নানাদোষৈর্ন মোহতে। ততোঽহং দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং শীঘ্র-মাপ্নুয়াম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তস্য পিতা পার্থ কান্দিশীকো মহেশ্বরম্। জগাম শরণং দেবং ত্রাহি ত্রাহি মহেশ্বর ॥ ১৯ ॥ ত্বাং বিনা কোঽপরো দেব পুত্রস্যাভীষ্টদো-

---

আমাকে বলুন। নারদ কহিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বরদাতা স্থাণু অব্যয় মহাকালকে নমস্কার করিয়া যথাশক্তি তদীয় রচিত কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে বারাণসীপুরে মাণ্টি নামে এক মহাযশস্বী রুদ্রজপপরায়ণ জাপকশ্রেষ্ঠ মহাভাগ মানব জন্মিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তজ্জন্য পুত্র-লাভ কামনায় রুদ্রমন্ত্র জপ করিতেন। এই ভাবে শত বৎসর অতীত হইলে শঙ্কর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া কহি-লেন,—ওহে মাণ্টি! তোমার, মৎসম প্রভাব-বিক্রমশালী ধীমান পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র তোমার সমগ্র বংশ উদ্ধার করিবে। রুদ্রদেবের এই কথা শুনিয়া মাণ্টি অতীব হর্ষিত হইলেন। ইহার পর কিয়ৎ কালান্তে মূর্ত্তিমতী তপস্যাসদৃশী চটিকা নাম্নী তদীয় পত্নী গর্ভ ধারণ করিলেন; কিন্তু সেই ভাবে চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সন্তান প্রসূত হইল না। তখন মাণ্টি মধুর বচনে সেই গর্ভস্থ বালককে কহিলেন,—বৎস! সামান্য পুত্রও পিতা-মাতার সুখসাধক হয়, আর তুমিতো পরিশুদ্ধা মাতার কুক্ষিতে আমা দ্বারা উৎ-পাদিত হইয়াছ!—তুমি তোমার মাতাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ কি জন্য? ১—১০। বৎস! মনুষ্যলোক ত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সাধক; তোমার সেই মনুষ্যলোকে বাস করিতে কামনা হয় না কেন? অপরাপর যোনিগত প্রাণিগণ এই বলিয়া শোক করিয়া থাকে যে, আহা! যেখানে বিবিধ ধর্ম্মার্জ্জন করা যায় এবং যেখানে পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিলে মহাফল লাভ হয়, আমরা কবে সেই মর্ত্ত্য-লোকে মনুষ্য হইয়া জন্ম লাভ করিব?" অতএব তুমি সেই দেববাঞ্ছিত অতুলনীয় মনুষ্যজন্ম পাইয়াও তাহাতে অনাদর সহকারে কি নিমিত্ত উদরেই অবস্থান করিতেছ? তাহা বল। গর্ভ কহিল,—হে তাত! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি তৎসমস্তই জানি, এই ভূমণ্ডল যে পরম প্রার্থনীয়, তাহাও জ্ঞাত আছি, পরন্তু আমি কালমার্গের ভয়ে নিয়ত ভীত হইতেছি। বেদে কাল ও অর্চ্চি নামে দুইটী মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। কালমার্গে কর্ম্ম এবং অর্চ্চিমার্গে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। কালমার্গ-গত জীবগণ ব্যাধবিদ্ধ মৃগের ন্যায় স্বর্গেই যাউক আর নরকেই যাউক, কুত্রাপি স্বস্তি প্রাপ্ত হয় না। এজন্য দুঃখাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাহাতে ঘোররূপ গম্ভীর কালমার্গে নিপতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে নিরন্তর যত্ন-পরায়ণ হন। অতএব আমার মন যদি বিবিধ সংসারদোষে লিপ্ত না হয়, তবে আমি দুর্লভ মনুষ্যলোকে জন্ম লইতে পারি। হে অর্জ্জুন! অতঃপর তদীয় পিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" রবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি কহিলেন—হে মহেশ্বর! আপনি ভিন্ন আমার পুত্রের প্রার্থিত দানে অপর

হন্তি মে। ত্বয়ৈব দত্তস্ত্বং চামুং জন্ম প্রাপয় মে সুতম্ ॥ ২০ ॥ ততস্তস্যাতিভক্ত্যাসৌ প্রাহ তুষ্টো মহেশ্বরঃ। বিভূতীঃ স্বা ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ২১ ॥ বিপরীতশ্চ শীঘ্রং ভো মাণ্টিপুত্রঃ প্রবোধ্যতাম্। ততস্তা দ্যোতয়ন্তাশ্চ বিভূত্যো গর্ভমুচিরে ॥ ২২ ॥ মহামতে মাণ্টিপুত্র ন ধার্য্যং তে ভয়ং হৃদি। চত্বারস্ত্বাং হি ধর্ম্মাদ্যা মনস্ত্যক্ষ্যামহে ন তে ॥ ২৩ ॥ ততোঽপরাস্ত্বধর্ম্মাদ্যাঃ প্রোচুর্নৈব তথা বয়ম্। ভবিষ্যামো মনস্তভ্যমম্মত্তব ভয়ং ন হি ॥২৪॥ ইত্যুক্তে স বিভূতীভিঃ শীঘ্রমেব কুমারকঃ। নিঃসসার বহির্জাতশ্চকম্পেঽতিরুরোদ চ ॥ ২৫ ॥ ততো বিভূতয়ঃ প্রাহুর্ম্মাণ্টে তব সুতস্ত্বসৌ। অদ্যাপি কালমার্গস্য ভীতঃ কম্পতি রোদিতি ॥ ২৬ ॥ কালভীতিরিতি খ্যাতস্তস্মাদেব ভবিষ্যতি। ইতি দত্ত্বা বরং তাশ্চ মহাদেবান্তিকং যযুঃ ॥ ২৭ ॥ সোঽপি বালঃ প্রববৃধে শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ। সংস্কৃতঃ স চ সংস্কারৈর্ধীমান পশুপতিব্রতী ॥ ২৮ ॥ পঞ্চমন্ত্রান্ জপংশ্চ্যুক্তস্তীর্থযাত্রাপরোঽভবৎ। রুদ্রক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু স জপন্মন্ত্রাংশ্চ ভারত ॥ ২৯ ॥ কালভীতির্গুপ্তক্ষেত্রগুণান্ শ্রুত্বাভ্যুপাযযৌ। স্নাত্বা ততো মহীতোয়ে জপ্ত্বা মন্ত্রাংশ্চ কোটিশঃ ॥ ৩০ ॥ নিবৃত্তো নাতিদূরেঽথ বিল্ববৃক্ষং দদর্শ সঃ। দৃষ্ট্বা তং তস্য চাধস্তাল্লক্ষমেকং জজাপ সঃ ॥ ৩১ ॥ জপতস্তস্য বিপ্রস্য ইন্দ্রিয়াণি লয়ং যযুঃ। কেবলং পরমানন্দস্বরূপোঽসাবভূৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ তস্যানন্দস্য নৌপম্যং স্বর্গাদীনাং ভবেৎ ক্বচিৎ। গঙ্গোদকস্যেব মানং কেবলং সোঽপ্যসাবপি ॥ ৩৩ ॥ তত্র লীনো মুহূর্ত্তেন পুনশ্চাভূদ্‌যথা পুরা। ততো বিসিস্মিয়ে পার্থ কালভীতিরুবাচ হ ॥ ৩৪ ॥ নায়ং মম মহানন্দো বারাণস্যাং ন নৈমিষে। ন প্রভাসে ন কেদারে ন চাপ্যমরকণ্টকে ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপর্ব্বতে ন চান্যত্র যাদৃশোঽদ্য প্রবর্ত্ততে। নির্ব্বিকারাণি স্বচ্ছানি গঙ্গাম্ভাংসীব খানি মে ॥ ৩৬ ॥ ভূতেষু পরমা প্রীতিস্ত্রিজগদ্দ্যোততে স্ফুটম্। ধর্ম্মমেকং পরং মহৎ চেতশ্চাব্যবগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ অহো স্থানপ্রভাবোঽয়ং

কে সক্ষম হইবে? আপনিই দিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা করুন। ১১—২০। মাণ্টির স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর স্বীয় ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদিকে কহিলেন, মাণ্টিপুত্র বিপরীত বুঝিয়াছে, অতএব তোমরা যাইয়া তাহাকে প্রবোধ দান কর। অতঃপর মহেশের আদেশে বিভূতিসমূহ যাইয়া সেই গর্ভকে কহিল, ওহে মহামতি মাণ্টিপুত্র! তুমি অন্তরে ভয় করিও না; আমরা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিজনে কদাচ তোমার মন পরিত্যাগ করিব না। ইহার পর অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিজনেও কহিল,—ওহে তুমি আমাদিগেরও ভয় করিও না; আমরা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিব না।' এই কথা শুনিয়া সেই বালক অবিলম্বেই ভূমিষ্ঠ হইল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে রোদন করিতে লাগিল। তখন বিভূতিগণ কহিল— ওহে মাণ্টি! তোমার এই পুত্র এখনও কালমার্গের ভয়ে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে। অতএব এই সন্তান কালভীতি নামে বিখ্যাত হইবে। বিভূতিগণ এই বরদানান্তে মহাদেব সমীপে প্রস্থান করিল। সেই বালকও শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই বুদ্ধিমান বালক ক্রমশঃ উপনয়নাদি সংস্কার লাভ করিয়া পাশুপত ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে পঞ্চমন্ত্রজপপরায়ণ হইয়া তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইল। হে ভারত! সেই কালভীতি বিবিধ রুদ্রক্ষেত্রে ভ্রমণান্তে যথাযোগ্য স্নানাদি করিয়া লোকমুখে এই গুপ্ত ক্ষেত্রের মহাত্ম্য শুনিয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক মহীনদীজলে স্নান করিয়া বহু কোটি জপ করিল। পরে সে যখন সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, তখন অদূরে একটী বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইল এবং সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া একলক্ষ জপ করিল। সেই বিপ্র জপ করিতে থাকিলে তাহার ইন্দ্রিয়নিচয় লয়প্রাপ্ত হইল, সে তখন কেবল পরমানন্দস্বরূপ হইল। স্বর্গাদি অপর কিছুরই সহিত সেই আনন্দের উপমা হইতে পারে না। গঙ্গাজলের ন্যায় সে কেবল নিজেই নিজের উপমাস্থল হইল।২১—৩৩। কিয়ৎকালান্তে সেই কালভীতি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিতভাবে মনে মনে বলিতে লাগিল, অহো! আমি এখানে এই যেমন আনন্দ পাইলাম, ইতঃপূর্ব্বে বারাণসী, নৈমিষারণ্য, প্রভাস, কেদার, অমরকণ্টক, শ্রীপর্ব্বত, বা অন্য কোথায়ও তদ্রূপ আনন্দ পাই নাই। এখানে আমার চিত্ত নিতান্ত নির্ব্বিকার এবং ইন্দ্রিয়সমূহ গঙ্গাজলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছে; সর্ব্বজীবেই পরম প্রীতি জন্মিতেছে, ত্রিজগৎই আমার প্রীতিকর বোধ হইতেছে। আমার মনও, ধর্ম্মই যে একমাত্র সার বস্তু, তাহা বুঝিতেছে। আহা! এই স্থানের

স্ফুটঞ্চাপ্যত্র প্রোচ্যতে। নির্দ্দোষং যচ্ছুচি স্থানং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতম্॥ ৩৮ ॥ তত্র স্থিতস্য ধর্ম্মার্থস্তদ্বদ্ভূয়াৎ সহস্রধা। তদস্মাচ্চ প্রভাবাদ্ধি জানামীতঃ স্বচেতসি॥ ৩৯ ॥ বিশিষ্টং কাশিমুখেভ্যস্তীর্থেভ্যঃ স্থানকং ত্বিদম্। তস্মাদত্রৈব সংস্থোঽহং তপস্তপ্স্যামি পুষ্কলম্॥ ৪০ ॥ ইদঞ্চেদং তীর্থমিতি সদা যস্ত্বিতশ্চরেৎ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ক্লেশেনৈব ম্রিয়েত সঃ॥ ৪১ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য বিল্বস্য বৃক্ষস্যাধো ব্যবস্থিতঃ। জজাপ মন্ত্রান রুদ্রস্য অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ধিষ্ঠিতঃ॥ ৪২ ॥ গৃহীত্বা নিয়মং তোযবিন্দুং বর্ষশতেঽগ্নিবৎ। ততো বর্ষশতে যাতে জপতস্তস্য ভারত॥ ৪৩॥ কশ্চিত্তোয়ভৃতং কুম্ভং গৃহীত্বা নর আব্রজৎ। স তং প্রণম্য প্রাহেদং কালভীতিং প্রহর্ষতঃ॥ ৪৪ ॥ অদ্য তে নিয়মঃ পূর্ণস্তোয়মেতন্মহামতে। গৃহাণ সফলং মহ্যং শ্রমং কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ৪৫ ॥ কালভীতিরুবাচ। কো ভবান্ বর্ণতো ব্রূহি কিমাচারশ্চ তত্ত্বতঃ। জন্মাচারৌ বিদিত্বা তে গ্রহীষ্যাম্যন্যথা ন হি॥ ৪৬ ॥ নর উবাচ। ন জানে পিতরৌ স্বীয়ৌ নষ্টৌ বা সর্ব্বথা ন হি। এবমেবাপি পশ্যামি সর্ব্বদাহং স এব চ। ৪৭ ॥ আচারৈশ্চাপি ধর্ম্মৈশ্চ ন কার্য্যং মম কিঞ্চন। তস্মাদ্বক্ষ্যামি নাপ্যেতন্ন চাপ্যস্মি সমাচরে॥ ৪৮ ॥ কালভীতিরুবাচ। যদ্যেবং নোদকং তুভ্যং গ্রহীষ্যাম্যস্মি কর্হিচিৎ। শৃণুষ্বাত্র বচো যন্মে গুরুরাহ শ্রুতীরিতম্॥ ৪৯ ॥ ন জ্ঞায়তে কুলং যস্য বীজশুদ্ধিং বিনা ততঃ। তস্য খাদন্ পিবন্ বাপি সাধুঃ সীদতি তৎক্ষণাৎ॥ ৫০ ॥ যশ্চ রুদ্রং ন জানাতি রুদ্রভক্তশ্চ যো নহি। অন্নোদকং তস্য ভুঞ্জন পাতকী স্যান্ন সংশয়ঃ॥ ৫১ ॥ অজ্ঞাত্বা যঃ শিবং ভুঙ্ক্তে কথ্যতে সোঽত্র ব্রহ্মহা॥ সাধুং চ ব্রহ্মহান্নাদে তস্মাত্তস্য ন ভক্ষয়েৎ॥ ৫২ ॥ গঙ্গোদকুম্ভঃ স্যাদযদ্বত্তন্মধ্যে মদ্যবিন্দুনা। অশিবজ্ঞস্য যো ভুঙ্ক্তে শিবজ্ঞোঽপি তথৈব সঃ॥ ৫৩॥ হীনবর্ণশ্চ যঃ স্যাদ্ধি শিবভক্তোঽপি নৈব সঃ। প্রতি-

কি অপূর্ব্ব প্রভাব! লোকে সত্যই বলিয়া থাকে যে, যে স্থান নির্দ্দোষ, শুচি ও উপদ্রববর্জ্জিত, সেখানে থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিলে তাহা সহস্রগুণ অধিক ফলদায়ক হয়। এই স্থানের এইরূপ প্রভাব দেখিয়া আমি বুঝিতেছি যে, কাশী প্রভৃতি হইতেও এই স্থানই উৎকৃষ্ট। অতএব আমি এখানে থাকিয়াই দীর্ঘ তপস্যাচরণ করিব। যে ব্যক্তি 'এ তীর্থ অপেক্ষা ঐ তীর্থ ভাল' এইরূপ মনে করিয়া ব্যাকুলভাবে নানা স্থানে পর্য্যটন করে, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সে কেবল ক্লেশ পাইয়াই প্রাণপাত করে। ৩৪—৪১। সেই কালভীতি এইরূপ স্থির করিয়া তত্রত্য বিল্ববৃক্ষের মূলে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নির ন্যায় "শত বর্ষান্তে জলবিন্দু মাত্র পান করিব" এই নিয়মাবলম্বনে একাগ্র মনে রুদ্রমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। হে অর্জ্জুন! অতঃপর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে এক ব্যক্তি একটী জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া সেই জপনিরত কালভীতির নিকট আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক সহর্ষে কহিল,—ওহে মহামতি কালভীতি! আজ তোমার নিয়ম পূর্ণ হইয়াছে, অতএব এই জল গ্রহণ কর;—আমার শ্রম সফল হউক। কালভীতি কহিল, আপনি কে? কোন্ জাতি? আপনার আচারই বা কিরূপ?—তাহা বলুন। আপনার জাতি ও অচার জানিয়া তার পর আপনার জল গ্রহণ করিব। নচেৎ গ্রহণ করিতে পারি না। সেই পুরুষ কহিল,—আমার পিতা-মাতা আছেন কি মরিয়াছেন, সর্ব্বথা তাঁহাদের বিষয় আমি কিছুই জানি না। আমি এই ভাবেই নিয়ত আছি, এই মাত্রই দেখিতেছি। আচারে বা ধর্ম্মে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং আচারের কথা আর কি বলিব? আমি কোন আচার পালনও করি না। কালভীতি কহিল,—যদি এরূপ হয়, তবে আমি আপনার জল কখনই লইব না, এ সম্বন্ধে আমার গুরুদেব যাহা শ্রুতিসম্মত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। যাহার কুলবৃত্তান্ত বা বীজশুদ্ধি জানা যায় নাই, সাধু ব্যক্তি তাহার অন্ন-জল ভক্ষণ-পান করিলে তৎক্ষণাৎ অবসন্ন হন। যে ব্যক্তি রুদ্রকে জানে না কিম্বা যে জন রুদ্রভক্ত নহে, তাহার অন্নজল ব্যবহারে পাতকী হইতে হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শিবকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি যদি সাধুকে অন্ন ভোজন করাইতে পারে, তবে তাহার পাপনাশ হয়, পরন্তু সেই পাপ অন্নভোজনকারীকে আশ্রয় করে; তজ্জন্য ব্রহ্মঘাতীর অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই। গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ যেমন তন্মধ্যে একবিন্দু মদ্য পতিত হইলে অপবিত্র হয়, তদ্রূপ শিবজ্ঞানহীনের অন্নভোজনেও শিবজ্ঞ মানব অশুচি হইয়া যায়।

গৃহ্যৌ গুণৌ তস্মাদ্বিলোক্যৌ দ্বৌ প্রতিগ্রহে ॥ ৫৪ ॥ নর উবাচ। এতেন তব বাক্যেন হাস্যং সঞ্জায়তে মম। অহো মূঢ়োঽসি মিথ্যা ত্বমপস্মারী জড়োঽপি চ ॥ ৫৫ ॥ সদা সর্ব্বেষু ভূতেষু শিবো বসতি নিত্যশঃ। সাধ্বসাধু ততো বাক্যং নৈব নিন্দা শিবস্য সা ॥ ৫৬ ॥ আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরো হরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ৫৭ ॥ অথবা কা হি পানীয়ে ভবেদশুচিতা বদ। মৃত্তিকোদ্ভবকুম্ভোঽয়ং পাবকেনাপি পাচিতঃ ॥ ৫৮ ॥ পূর্ণশ্চ পয়সা কস্মিন্নেষামশুচিতা কুতঃ ॥ ৫৯ ॥ অথ চেন্মম সংসর্গাদশুচিত্বঞ্চ নীয়তে। তদস্যাং সংস্থিতঃ পৃথ্ব্যামহং ত্বঞ্চ কুতো বদ ॥ ৬০ ॥ কুতঃ পৃথিব্যাং চরসি খে ত্বং নৈব চরস্যুত। এবং বিচার্য্যমাণে তে ভাষিতং মুগ্ধবদ্ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ কালভীতিরুবাচ। সর্ব্বভূতেষু চেদেবং শিব এবেতি চোচ্যতে। নাস্তিকা মৃত্তিকা কস্মাদ্ভক্ষয়ন্তি ন ভস্মকম্ ॥৬২॥ শুদ্ধ্যর্থং তেন বিশ্বস্য স্থাপিতা সংস্থিতির্যথা। ফলেন পালিতা সা চ নান্যথা তাং শৃণুষ্ব চ ॥ ৬৩ ॥ সসর্জ্জেতি পুরা ধাতা রূপাত্মকমিদং জগৎ। তচ্চ নামপ্রপঞ্চেন বদ্ধং দাম্না চ গৌর্যথা ॥ ৬৪ ॥ স চ নামপ্রপঞ্চস্তু চতুর্দ্ধা ভিদ্যতে কিল। ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যাস্পদচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ তত্র ধ্বনির্নাদময়ো বর্ণাশ্চাকারপূর্ব্বকাঃ। পদং 'শ-ব'মিতি প্রোক্তং বাক্যঞ্চেতি শিবং ভজেৎ ॥ ৬৬ ॥ তস্যাপি বাক্যং ত্রিবিধং ভবেদিতি শ্রুতের্মতম্। প্রভুসম্মতমেকঞ্চ সুহৃৎসম্মতমেব চ ॥ ৬৭ ॥ কান্তাসম্মতমেবাপি বাক্যং হি ত্রিবিধং বিদুঃ। প্রভুঃ স্বামী যথা ভৃত্যমাদিশত্যেতদাচর ॥ ৬৮ ॥ তথা শ্রুতিস্মৃতী চোভে প্রাহতুঃ প্রভুসম্মতম্। ইতিহাসপুরাণাদি সুহৃৎসম্মতমুচ্যতে ॥ ৬৯ ॥ সুহৃদ্বৎ প্রতিবোধ্যৈনং প্রবর্ত্তয়তি তত্ত্বতঃ। কাব্যালাপাদিকং যচ্চ কান্তাসম্মতমুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ প্রভুবাক্যং স্মৃতং যচ্চ সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচি। সুহৃদ্বাক্যং

আর কোন হীন জাতিও যদি শিবভক্ত হয়, তবে তাহার অন্নও ভক্ষণ করিবে না। ফলতঃ প্রতিগ্রহ-ব্যাপারে এই দুইটী গুণই দেখিতে হয় ।৪২—৫৪। সেই মানব কহিল,—ওহে! তুমি নিতান্ত মূর্খ কিম্বা অপস্মারাক্রান্ত অথবা নিতান্ত নির্ব্বোধ। তোমার এসব কথায় আমার হাসি পাইতেছে। শিব সতত সর্ব্বভূতেই বাস করিতেছেন, সুতরাং কাহাকেও সাধু বা অসাধু বলা উচিত নহে; কারণ তাহাতে সেই শিবেরই নিন্দা করা হয়। যে ব্যক্তি আপনার বা পরের মধ্যে শিবের সত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান, মৃত্যু সেই ভেদজ্ঞানী মানবের সবিশেষ ভয় বিধান করেন। অথবা তুমি বল দেখি, জলে আবার অশুচিতা হয় কিরূপে? দেখ, এই কুম্ভ মৃত্তিকানির্ম্মিত, তাহাও আবার অগ্নিতে দগ্ধীভূত. তার পর ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে; এই মৃত্তিকা অগ্নি বা জল,—স্বভাবতঃ কেহই তো অশুচি নহে। আর যদি বল যে, আমার সংসর্গে অশুচি হইয়াছে; তাহাও ঠিক নহে; যেহেতু, তুমি আমি উভয়েই তো সেই মৃত্তিকায়ই অবস্থিত রহিয়াছি, ইহাতে তুমিও তো অশুচি হইয়া পড়িতেছ, আমি মৃত্তিকায় আছি বলিয়া তোমার তো মৃত্তিকা ছাড়িয়া আকাশে বিচরণ করাই উচিত হয়। তুমি তাহা করিতেছ না কেন? এইরূপ বিচার করিলে তোমার উক্তি নিতান্ত মূর্খতা বলিয়াই মনে হয় ।৫৫—৬১। কালভীতি কহিল,—সর্ব্বভূতেই শিব আছেন, যাহারা এরূপ বলে, সেই নাস্তিকেরা অন্নাদি উপাদেয় খাদ্য পরিহার করিয়া মৃত্তিকা বা ভস্ম ভক্ষণ করে না কেন? যে হেতু মৃত্তিকাই কি?—আর ভস্মই বা কি?—সকলই তো তাহাদিগের মতে শিব। বস্তুতঃ সেইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্যই জগতে বিবিধ শুদ্ধিবিধান ও তাহার ফল কীর্ত্তিত আছে। উহার অন্যথাচরণ করিতে নাই। ইহার বিশেষ কারণ শুন। পূর্ব্বে বিধাতা এই রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। উহা রজ্জু দ্বারা গাভীর ন্যায় নাম দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ। সেই নামপ্রপঞ্চ চতুর্ব্বিধ, যথা—ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য। তন্মধ্যে ধ্বনি নাদময়। বর্ণ অকারাদি। 'শ' 'ব' ইত্যাদিকে পদ বলে আর সেই পদের সমষ্টি—'শিব'কে বাক্য বলা যায়। সেই বাক্যও ত্রিবিধ। ইহাই শ্রুতির মত। যথা—প্রভুসম্মত; সুহৃৎসম্মত ও কান্তাসম্মত। বাক্য এই ত্রিবিধ। আধিপত্যশালী প্রভু যেমন ভৃত্যকে "ইহা কর" বলিয়া আদেশ করেন, তদ্রূপ শ্রুতি ও স্মৃতি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রভুসম্মত। ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সুহৃৎসম্মত পদবাচ্য; যেহেতু উহারা সুহৃদের ন্যায় প্রবোধ দানে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। আর কাব্যাদি কান্তাসম্মত বলিয়া গণ্য ।৬২—৭০। প্রভুবাক্য এইরূপ যথা,—"বাহিরে ও অভ্যন্তরে শুচি

তথা শৌচং পালয়েৎ স্বর্গকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭১ ॥ তদেতৎ পালনীয়ং স্যাদ্ভূমিজানাং শ্রুতির্বদেৎ। ত্বয়া নাস্তিক্যবাক্যেন চেদেতদভিধীয়তে ॥৭২॥ এতেন শ্রুতিশাস্ত্রাণি পুরাণঞ্চ বৃথৈব কিম্। অগ্রে সপ্তর্ষিপূর্ব্বা যে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তবন্ ॥ ৭৩ ॥ মুগ্ধাঃ সর্ব্বেঽভবন্ দক্ষা যে হি বেদং গতা হ্যমু। তথা বেদান্তবচনং সত্ত্বস্থা হ্যূর্দ্ধগামিনঃ ॥ ৭৪ ॥ তিষ্ঠন্তি রাজসা মধ্যে হ্যধো গচ্ছন্তি তামসাঃ। সত্ত্বাহারৈঃ সত্ত্ববৃত্ত্যা স্বর্গগামী ভবেত্ততঃ ॥ ৭৫ ॥ ন চৈতদপ্যসূয়ামো যদ্ভূতেষু শিবো ন হি। অস্ত্যেব সর্ব্বভূতেষু শৃণ্বত্রাপ্যুপমানকম্ ॥ ৭৬ ॥ যথা সুবর্ণজাতানি ভূষণানি বহূনি চ। কানিচিচ্ছুদ্ধরূপাণি হীনরূপাণি কানিচিৎ ॥ ৭৭ ॥ স্বর্ণং সর্ব্বেষু চাস্ত্যেব তথৈব স সদাশিবঃ। হীনরূপং শোধিতং সচ্ছুদ্ধিমেতি ন চৈকতাম্ ॥ ৭৮ ॥ তথেদং শোধিতং দেহং শুদ্ধং দিবি ব্রজেৎ স্ফুটম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা হীনান্ন গ্রাহ্যং বত ধীমতা ॥ ৭৯ ॥ চেদিদং শোধয়েদ্দেহং নৈব গ্রাহ্যং সমন্ততঃ। সর্ব্বতো যঃ প্রতিগ্রাহী নিহারাহারয়োর্ন চ ॥ ৮০ ॥ শুচিঃ স্যাদল্পদিবসাৎ পাষাণোঽসৌ ভবেৎ স্ফুটম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নৈব গ্রহীষ্যেঽহং জলং স্ফুটম্ ॥ ৮১ ॥ সাধু বাপ্যথবা সাধু প্রমাণং নঃ শ্রুতিঃ পরা ॥ ৮২ ॥ এবমুক্তে স চ নরঃ প্রহসন্ দক্ষিণেন চ। অঙ্গুষ্ঠেন লিখন্ ভূমিং চক্রে গর্ত্তং মহোত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র চিক্ষেপ তত্তোয়ং তেন গর্ত্তঃ স্ম পূরিতঃ। অত্যরিচ্যত তোয়ঞ্চ চক্রে পাদেন সংলিখন্ ॥ ৮৪ ॥ চক্রে সরঃ পূরিতং চাপ্যতিরিক্তজলেন তৎ। তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা নৈব বিপ্রো বিসিস্মিয়ে ॥ ৮৫ ॥ যতো বহুবিধং চিত্রং ভবেদ্ভূতাদ্যুপাসিষু। তচ্চিত্রেণ ন জহ্যাচ্চ শ্রুতিমার্গং সনাতনম্ ॥ ৮৬ ॥ নর উবাচ। অতিমূর্খোঽসি

হইবে।" সুহৃদ্‌বাক্য যথা,—"স্বর্গকামনায় শৌচ পালন করিবে।" শ্রুতি বলেন—"ভূমিজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে শৌচপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যদি নাস্তিকতাবশে "সকলই শিবময়" বল, তবে শ্রুতি পুরাণাদি শাস্ত্র কি ব্যর্থ হয় না? তোমার মতে সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জন্মিয়া বেদানুসারে আচরণ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই মূর্খ। আর "সত্ত্বগুণাধিক ব্যক্তি ঊর্দ্ধে, রাজস ব্যক্তি মধ্যে এবং তামস ব্যক্তি অধোভাগে গমন করে, এজন্য সত্ত্বিক আহার করিয়া সত্ত্বগুণের বর্দ্ধনপূর্ব্বক স্বর্গগামী হইবে।" এই যে বেদান্তবাক্য আছে, তাহাও মিথ্যা হইয়া যায়। আর তুমি যে "সর্ব্বত্রই শিব আছেন" বল, আমি যে তাহাতে অসূয়া প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে, সর্ব্বভূতেই শিব আছেন, ইহা সত্য, তবে ও সম্বন্ধে বিশেষত্ব আছে, তাহা শুন। একটী উপমা দিয়া বলিতেছি। সুবর্ণনির্ম্মিত বহু অলঙ্কার থাকিলেও যেমন সকলগুলির স্বর্ণ সমান থাকে না, কতগুলির স্বর্ণ সুবিশুদ্ধ, কতগুলির স্বর্ণ তদপেক্ষা হীন, কতগুলির স্বর্ণ বা হীনতর হইয়া থাকে; পরন্তু সকল অলঙ্কার গুলিতেই স্বর্ণ আছে, ইহা মানিতে হয়, অথচ সকল গুলি সমান নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ শিবও সর্ব্বভূতেই আছেন বটে, কিন্তু কোনটীতে শুদ্ধ কোনটীতে শুদ্ধতর ইত্যাদি ক্রমে তারতম্য অনুসারে আছেন বলিয়া সকল পদার্থে সমজ্ঞান অকর্ত্তব্য। বস্তুতঃ অবিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন দাহাদি দ্বারা শোধিত হইয়া ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে, তদ্রূপ জীবসমূহও শৌচাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সেই শুদ্ধ শিবত্বের অধিকারী হইয়া উঠে; কিন্তু সামান্য শৌচাদি দ্বারা সহসাই শুদ্ধশিবত্বলাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই দেহশোধন আবশ্যক। দেহ শোধিত হইলেই দেহী স্বর্গগামী হইতে পারে। এ নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ মানবের দেহশোধনের অভিলাষ থাকিলে কদাচ হীন জনের নিকট কোনরূপ প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। যে জন, সকলের নিকটই প্রতিগ্রহ করে এবং আহার-বিহারে শৌচবিচার করে না, সে শুচি হইলেও অল্পকাল মধ্যেই পাষাণবৎ তমোগুণাচ্ছন্ন জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এ জন্য আমি কোন মতেই তোমার নিকট জল গ্রহণ করিব না; ইহা ভালই হউক আর মন্দই হউক; শ্রুতিই আমাদিগের এসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ।৭১—৮২। এই কথা শুনিয়া সেই মনুষ্য অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটী সুমহৎ গর্ত্ত খনন করিল এবং তাহাতে সেই কলসীর জল ঢালিয়া দিল। তাহাতে সেই গর্ত্ত পূর্ণ হইয়াও কিঞ্চিৎ জল অধিক থাকিল। তখন পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চালিত করিয়া সেই অতিরিক্ত জল দ্বারা তত্রত্য সরোবরটীকেও সেই মানব পরিপূরিত করিল। পরন্তু এই মহাদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াও কালভীতি কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; ভাবিল যে, ভূতাদি দেবযোনির উপাসকগণ এরূপ বিবিধ বিচিত্র ঘটনা ঘটাইতে পারে বটে, তা বলিয়া সনাতন শ্রুতিপথ কখনই পরিহার্য্য হইতে পারে না। সেই মনুষ্য তখন কহিল,—ওহে বিপ্র! তুমি নিতান্ত মূর্খ;

বিপ্র ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। কিং ন শ্রুতস্ত্বয়া শ্লোকঃ পুরাবিস্তিরুদীরিতঃ॥ ৮৭॥ কূপোহন্যস্য ঘটোহন্যস্য রজ্জুরন্যস্য ভারত। পায়য়ত্যন্যে পিবন্ত্যন্যে সর্ব্বে তে সমভাগিনঃ। তজ্জলং মম কস্মাত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞো ন পিবস্যসি॥ ৮৮॥ নারদ উবাচ। ততো বিমমৃশে শ্লোকো বহুধা সমভাগিনাম্। অনিশ্চয়াদ্বিচার্য্যাসৌ ঘটাদ্যৈঃ সমভাগিতা॥ ৮৯॥ বহুপোতদ্রব্যক্ষেপঃ সর্ব্বৈঃ সা সমভাগিতা। এবং কর্ত্তুঃ ফলৈঃ সর্ব্বৈঃ সমং স্যাচ্চ পুনঃপুনঃ॥ ৯০॥ যঃ শুচিশ্চ শিবং ধ্যায়ন্ প্রাসাদকূপকর্ত্তরি। জলপ্রতিগ্রহাভাবাৎ পিবতোহস্য সমং ফলম্॥ ৯১॥ ইতি নিশ্চিত্য প্রোবাচ কালভীতির্নরঞ্চ তম্। সত্যমেতৎ কিন্তু কুম্ভপয়সা গর্ত্তপূরণে॥ ৯২॥ দৃষ্টা প্রত্যক্ষতোমাদৃক্ কথং পিবতি ভো বদ। সাধু বাপ্যথবা

পরন্তু বিজ্ঞের ন্যায় বাগ্‌বিন্যাস করিতেছ। তুমি কি পুরাতত্ত্বজ্ঞগণের এই শ্লোকটীও শুন নাই? এক জনের কূপ, আর এক জনের ঘট, অপর এক জনের রজ্জু, অন্য এক জনে পান করায় এবং অন্য জনে পান করে, ইহারা সকলেই তুল্যফলভাগী। অতএব তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও আমার জল পান করিলে না কেন? নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অতঃপর কালভীতি উক্ত শ্লোকের বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করিয়াও সকলেই যে সমফলভাগী হয় কেন? ইহার কারণ স্থির করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া এই স্থির করিল যে, যে কোন কার্য্যের যাহারা যাহারা সাহায্যকারী, সেই সকলে তুল্যফলভাগীই হইবে।—যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা একখানি নৌকা নির্ম্মিত হইলে তাহা সেই সকলেরই ফলসাধক হয়। যদি কেহ শুচি ভাবে শিবধ্যানসহকারে প্রাসাদ বা কূপ নির্ম্মাণ করে, আর সেই প্রাসাদ বা কূপ কেহই ব্যবহার না করে, তবে উক্ত কর্ত্তার তজ্জন্য ফললাভে আংশিক ব্যাঘাত ঘটে; পরন্তু যদি কোন শৈব মানব সেই প্রাসাদে বাস করে কিম্বা সেই কূপোদক পান করে, তবে উক্ত কর্ত্তা সমধিক ফলভাগী হইয়া থাকে। ৮৩—৯১। কালভীতি এইরূপ আলোচনা করিয়া সেই মনুষ্যকে কহিল,—ওহে! তুমি যাহা বলিতেছ, সত্য বটে, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ দেখিলাম যে, তুমি তোমার কলসীর জল দ্বারা এই গর্ত্ত পূরণ করিলে; সুতরাং মাদৃশজ্ঞানবান্ মানব সে জল কেমন করিয়া পান করিবে, বল! ফলতঃ ভালই

সাধু ন পিবেয়ং কথঞ্চন॥ ৯৩॥ এবং বিনিশ্চয়ং দৃষ্ট্বাস্য স্থিরং কুরুনন্দন। পুরুষোহসৌ প্রহস্যৈব ক্ষণাদন্তর্দধে ততঃ॥ ৯৪॥ কালভীতিশ্চ পরমং বিস্ময়ং সমুপাগতঃ। বৃত্তান্তঃ কোহয়মিত্যেব চিন্তয়ামাস ভূয়সা॥ ৯৫॥ ততশ্চিন্তয়তস্তস্য বিল্বাধস্তাৎ সুশোভনম্। উচ্ছ্রিতং সুমহালিঙ্গং পৃথিব্যা দ্যোতয়দ্দিশঃ॥ ৯৬॥ প্রাদুর্ভাবে ততস্তস্য মহালিঙ্গস্য ভারত। ননর্ত্ত খেহপ্সরোবৃন্দং গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ॥ ৯৭॥ পারিজাতময়ীং পুষ্পবৃষ্টিমিন্দ্রো মুমোচ হ। জয়েতি দেবা মুনয়স্তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৯৮॥ তস্মিন্ মহতি কৌরব্য বর্ত্তমানে মহোৎসবে। কালভীতিঃ প্রমুদিতঃ প্রণম্য স্তোত্রমৈরয়ৎ॥ ৯৯॥ পাপস্য কালং ভবপঙ্ককালং কলাকলং কালমার্গস্য কালম্। দেবং মহাকালমহং প্রপদ্যে শ্রীকালকণ্ঠং ভবকালরূপম্॥ ১০০॥ ঈশানবক্তুং প্রণমামি ত্বাহং স্তৌতি শ্রুতিঃ সর্ব্ববিদ্যেশ্বরস্ত্বম্। ভূতেশ্বরস্ত্বং প্রপিতামহস্ত্বং তস্মৈ নমস্তেহস্তু মহেশ্বরায়॥

হউক আর মন্দই হউক, আমি তোমার এ জল কোন মতেই পান করিব না। হে কুরুনন্দন! সেই পুরুষ, কালভীতির এবম্বিধ স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া সহসা হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন কালভীতিও সবিস্ময়ে 'এ কি ব্যাপার!' বলিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৯২—৯৫। কালভীতি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিল, সহসা বিল্ববৃক্ষের মূল দেশ হইতে একটী সুমহৎ লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার তেজে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া গেল। হে ভারত! তখন নভস্তলে গন্ধর্ব্বগণ সুললিতগান এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রদেব পারিজাত কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপরাপর দেবতা ও মুনিগণ জয় শব্দোচ্চারণে সেই লিঙ্গের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। হে কৌরবনন্দন! এই ভাবে তখন সুমহৎ উৎসব আরব্ধ হইলে কালভীতি সানন্দমনে সেই লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। যথা,—যিনি পাপরাশির কাল, সংসারপঙ্কের কাল, কালপথের কাল এবং সংসারেরও কালস্বরূপ, আমি সেই কলাধর, কালকণ্ঠ মহাকালকে আশ্রয় করিলাম। আপনি ঈশানবক্ত্র, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বর, শ্রুতিও আপনাকে স্তুতি করিয়া থাকেন। আপনি ভূতেশ্বর,

১০১॥ যং স্তৌতি বেদস্তমহং প্রপদ্যে তৎপুরুষসংজ্ঞং শরণং দ্বিতীয়ম্। ত্বাং বিদ্মহে তচ্চ নমস্তং প্রদেহি শ্রীরুদ্র দেবেশ নমো নমস্তে॥১০২॥ অঘোরবক্ত্রং ত্রিতয়ং প্রপদ্যে অথর্ব্বজুষ্টং তব রূপকাণি। অঘোরঘোরাণি চ ঘোরঘোরাণ্যহং সদা নৌমি ভূতানি তুভ্যম্॥ ১০৩॥ চতুর্থবক্ত্রঞ্চ সদা প্রপদ্যে সদ্যোঽভিজাতায় নমো নমস্তে। ভবেভবেঽনাদিভবো ভবস্ব ভবোদ্ভবো মাং শিব তত্র তত্র॥ ১০৪॥ নমোঽস্তু তে বামদেবায় জ্যেষ্ঠরুদ্রায় কালায় কলাবিকারিণে। বলঙ্করায়াপি বলপ্রমাথিনে ভূতানি হন্ত্রে চ মনোন্মনায়॥ ১০৫॥ ত্রিয়ম্বকং ত্বাঞ্চ যজামহে বয়ং সুপুণ্যগন্ধৈঃ শিবপুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকং পক্বমিবোগ্রবন্ধনাদ্রক্ষস্ব মাং ত্র্যম্বক মৃত্যুমার্গাৎ॥ ১০৬॥ ষড়ক্ষরং মন্ত্রবরং তবেশ জপন্তি যে মুনয়ো বীতরাগাঃ। তেষাং প্রসন্নোঽসি জপামহে তং ত্বোঙ্কারপূর্ব্বঞ্চ নমঃ শিবায়॥ ১০৭॥ এবং স্তুতো মহাদেবো লিঙ্গান্নিঃসৃত্য ভারত। ত্রিজগদ্দ্যোতয়ন্ ভাসা প্রত্যক্ষঃ প্রাহ চ দ্বিজম্॥ ১০৮॥ যত্ত্বয়াত্র মহাতীর্থে ভৃশমারাধিতো দ্বিজ। তেনাতিতুষ্টস্তে বৎস নেশঃ কালঃ কথঞ্চন॥ ১০৯॥ অহঞ্চ নররূপী যো দৃষ্টা তে ধর্ম্মসংস্থিতিম্। ধন্যস্তদ্ধর্ম্মমার্গোঽয়ং পাল্যতে যত্তবদ্বিধৈঃ॥ ১১০॥ সর্ব্বতীর্থোদকৈর্গর্ত্তঃ পূরিতো মে সরস্তথা। জলমেতন্মহাপুণ্যং ত্বদর্থং মে সমাহৃতম্॥ ১১১॥ সপ্তমন্ত্ররহস্যঞ্চ যৎ কৃতং স্তবনং মম। অনেন পঠ্যমানেন সপ্তমন্ত্রফলং ভবেৎ॥ ১১২॥ অভীষ্টঞ্চ বরং মত্তো বৃণীষ মনসেপ্সিতম্। ত্বয়াতিতোষিতো হস্মি নাদেয়ং বিদ্যতে তব॥ ১১৩॥ কালভীতিরুবাচ। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যত্ত্বং তুষ্টোঽসি শঙ্কর। ত্বত্তোষাৎ সফলা ধর্ম্মাঃ শ্রমায়ৈবান্যথা মতাঃ॥ ১১৪॥ যদি তুষ্টোঽসি সান্নিধ্যং লিঙ্গেঽত্র ক্রিয়তাং সদা। অক্ষয়ং তৎ কৃতং চাস্তু যল্লিঙ্গে ক্রিয়তেঽত্র চ॥ ১১৫॥ জপতো যৎ ফলং দেব

মহেশ্বর এবং প্রপিতামহ, আপনাকে নমস্কার। বেদ সকল যাঁহার তৎপুরুষসংজ্ঞক দ্বিতীয় মূর্ত্তির স্তব করিয়া থাকেন, আপনি সেই রুদ্র, আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! আপনার তত্ত্ব জানিয়া আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। আপনাকে নমস্কার। আপনার অঘোর নামক তৃতীয় মূর্ত্তি অথর্ব্ববেদে প্রশংসিত, আপনার সেই অঘোর অথচ ঘোর আবার ঘোরসমূহের পক্ষেও ঘোর মূর্ত্তিকে সতত প্রণতি করি। আপনার সদ্যোজাত নামক চতুর্থ মূর্ত্তিকেও নিরন্তর প্রণাম করি। হে শিব! আপনা হইতেই এই সংসারের উদ্ভব; অথচ আপনি অনাদিভব; আপনি যেন জন্মে জন্মে আমি যেখানেই থাকি আমার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। আপনি বামদেব, জ্যেষ্ঠরুদ্র, কাল, কালবিকারী, বলঙ্কর, বলপ্রমাথী, মনোন্মন ও ভূতহন্তা, আমি আপনাকে নমস্কার করি! আপনি সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বক, আমি আপনাকে সুপুণ্য গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করি। সুপক্ব কুষ্মাণ্ড ফল যেমন বৃন্তবন্ধন হইতে স্খলিত হয়, হে ত্রিলোচন! আপনি আমাকে তদ্রূপ মৃত্যুপাশ হইতে মোচিত করুন। হে ঈশ! যাঁহারা সংসারবিরাগী হইয়া আপনার ষড়ক্ষর মন্ত্রবর জপ করেন, আপনি সেই সমস্ত মুনিগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; আমি সেই "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতেছি। ৯৬—১০৭। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাদেব এই প্রকারে স্তুত হইয়া সেই লিঙ্গ হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক নিজতেজে ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি যে এই মহাতীর্থে কঠোর ভাবে আমার আরাধনা করিয়াছ; তজ্জন্য আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার প্রতি কাল কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। আমি সেই নররূপ ধারণ করিয়া তোমার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিলাম, তাহাতে মনে হয়, তোমার মত ব্যক্তি যাহা পালন করে, সেই ধর্ম্মপথও ধন্য! আমি তোমার নিমিত্ত যে জল আনিয়াছিলাম, সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণ ও অতীব পুণ্যসাধক। আমি তদ্দ্বারাই সেই গর্ত্ত ও সরোবর পূরণ করিয়াছি। আর তুমি যে, সাতটী মন্ত্র-রহস্যব্যঞ্জক স্তব করিয়াছ, ইহা পাঠ করিলে মানব উক্ত সপ্ত মন্ত্রের সমগ্র ফললাভ করিবে। তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বরও প্রার্থনা কর, যেহেতু আমি তোমা কর্ত্তৃক অতীব তোষিত হইয়াছি, এজন্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। ১০৮—১১৩। কালভীতি কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যে আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনার সন্তোষ না জন্মিলে কোন ধর্ম্মকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলা যায় না, বস্তুতঃ উহা বৃথা শ্রম মাত্র। আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই লিঙ্গে নিয়ত সান্নিধ্য করুন; এই লিঙ্গে যাহা কিছু করা যায়, তাহা যেন অক্ষয় ফলদায়ক

পঞ্চমন্ত্রাযুতেন চ। তৎ ফলং জায়তাং নৃণামস্য লিঙ্গস্য দর্শনে॥ ১১৬॥ কালমার্গাদহং যস্মান্মোচিতোঽহং মহেশ্বর। মহাকালমিতি খ্যাতং লিঙ্গং তস্মাত্তবত্বিদম্॥ ১১৭॥ অস্মিংশ্চ কূপে যো মর্ত্যঃ স্নাত্বা তর্পয়তে পিতৄন্। সর্ব্বতীর্থফলং চাস্য পিতৄণামক্ষয়া গতিঃ॥ ১১৮॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীতস্তং শঙ্করোঽব্রবীৎ। স্বায়ম্ভুবং যত্র লিঙ্গং তত্র নিত্যং বসাম্যহম্॥ ১১৯॥ স্বয়ম্ভূবাণরত্নোত্থধাতুপাষাণলোহজম্। লিঙ্গং ক্রমেণ ফলদমস্মাৎ পূর্ব্বং দশোত্তরম্॥ ১২০॥ আকাশে তারকালিঙ্গং পাতালে হাটকেশ্বরম্। স্বায়ম্ভুবং ধরাপৃষ্ঠে তদেতত্রিতয়ং সমম্॥ ১২১॥ বিশেষাৎ প্রার্থিতং যচ্চ তচ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যতি। অত্র পুষ্পং ফলং পূজা নৈবেদ্যং স্তবনক্রিয়া॥ ১২২॥ দানং বান্যচ্চ যৎকিঞ্চিদক্ষয়ং তদ্ভবিষ্যতি। মাঘাসিতচতুর্দ্দশ্যাং শিবযোগে চ পুত্রক॥ ১২৩॥ লিঙ্গাচ্চ পূর্ব্বতঃ কূপে স্নাত্বা যস্তর্পয়েৎ পিতৄন্। সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ পিতৄণাং চাক্ষয়া গতিঃ॥ ১২৪॥ তস্যাং রাত্রৌ মহাকালং যামে যামে প্রপূজয়েৎ। যঃ ক্ষিপেৎ সর্ব্বলিঙ্গেষু স জাগরফলং লভেৎ॥ ১২৫॥ জিতেন্দ্রিয়শ্চ যো নিত্যং মাং লিঙ্গেঽত্র প্রপূজয়েৎ। ভুক্তিমুক্তী ন দূরস্থে তস্য নিত্যং দ্বিজোত্তম॥ ১২৬॥ মাঘে চতুর্দ্দশ্যষ্টম্যাং সোমবারে চ পর্ব্বণি। স্নাত্বা সরসি যোঽভ্যর্চ্চ্য লিঙ্গমেতচ্ছিবং ব্রজেৎ॥ ১২৭॥ দানং তপো রুদ্রজাপঃ সর্ব্বমক্ষয়মেব চ। ত্বং চ নন্দী দ্বিতীয়ো মে প্রতীহারো ভবিষ্যসি॥ ১২৮॥ কালমার্গজয়াদ্বৎস মহাকালাভিধশ্চিরম্। করন্ধমোঽত্র রাজর্ষিরচিরাদাগমিষ্যতি॥ ১২৯॥ তস্য প্রোচ্য ভবান্ ধর্ম্মাংস্ততো মল্লোকমাব্রজ। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গমধ্যে ব্যলীয়ত॥ ১৩০॥ মহাকালোঽপি মুদিতস্তত্র তেপে মহত্তপঃ॥ ১৩১॥ ইতি মহাকালপ্রাদুর্ভাবঃ। নারদ উবাচ। অথ কেনাপি কালেন পার্থ রাজা করন্ধমঃ। বিশেষমিচ্ছুর্ধর্ম্মেষু শ্রুত্বা

হয়। হে দেব! আপনার পঞ্চমন্ত্রের অযুত জপে যে ফল, এই লিঙ্গের দর্শনেই যেন নরগণ সেই ফল লাভ করে। হে মহেশ্বর! যে হেতু আমি কালমার্গ হইতে মোচিত হইয়াছি, তজ্জন্য এই লিঙ্গ 'মহাকাল' নামে বিখ্যাত হউক। আর এই কূপে যে মানব স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে, সে যেন সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করে; আর তদীয় পিতৃগণেরও যেন অক্ষয়গতি লাভ হয়। ভগবান্ শঙ্কর, কালভীতির এই সকল কথা শুনিয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন,—যেখানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, আমি সেখানে নিয়তই বাস করিয়া থাকি। স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ এবং রত্নজ, ধাতুজ, পাষাণজ ও লোহজ লিঙ্গ সকলের মধ্যে পর পরটী অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী দশ দশ গুণ অধিক ফলদায়ক। আকাশস্থ তারকালিঙ্গ, পাতালস্থ হাটকেশ্বর লিঙ্গ এবং মর্ত্ত্যলোকস্থ এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ,—এই তিনটী লিঙ্গ সমগুণশালী। বিশেষতঃ ইহারা সাধকের সমস্ত বাঞ্ছিতদায়ক। এই লিঙ্গে পুষ্প ফল নৈবেদ্য পূজা স্তুতি দানাদি যে কিছু সৎক্রিয়া করা যাইবে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইবে। হে পুত্র! মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে শিবযোগে যে মানব এই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকস্থ কূপে স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ করিবে, সে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করিবে এবং তদীয় পিতৃগণের অক্ষয়গতি প্রাপ্তি হইবে। উক্ত তিথিতে রাত্রিকালে যে জন প্রহরে প্রহরে এই মহাকাল লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিযাপন করিবে, সে জগতের সমস্ত লিঙ্গের পূজার ফল ও সর্ব্বত্র রাত্রিজাগরণের ফল লাভ করিবে। হে দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন এই লিঙ্গের পূজা করিবে, ভুক্তি ও মুক্তি নিয়তই তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকিবে। যদি কেহ, মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সোমবারে চতুর্দ্দশীতে বা অষ্টমীতে এই সরোবরে স্নান করিয়া মহাকাল লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ মহাকাল লিঙ্গের সমীপে দান তপস্যা রুদ্রমন্ত্রজপাদি যাহা যাহা করিবে; তৎসমস্তই অক্ষয় হইবে। বৎস! আর তুমিও কালমার্গ জয় করিয়াছ বলিয়া 'মহাকাল' নামে নন্দীর ন্যায় আমার দ্বিতীয় অনুচর হইয়া চিরকাল সুখে আমার লোকে বাস করিবে। অচিরকাল মধ্যেই এখানে করন্ধম রাজর্ষি আসিবেন। তুমি তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া পরে আমার লোকে যাইও। ভগবান্ রুদ্রদেব এই বলিয়া সেই লিঙ্গ মধ্যে লীন হইলেন। অতঃপর মহাকালও সানন্দ মনে সেই স্থানে থাকিয়া সুমহৎ তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন ।১১৪—১৩২।

ইতি মহাকাল প্রাদুর্ভাব।

নারদ কহিলেন,—হে পৃথানন্দন! অনন্তর

তীর্থমহাগুণান্॥ ১৩২॥ মহাকালচরিত্রঞ্চ তত্রৈব সমুপাযযৌ। মহীসাগরতোয়েঽসৌ স্নাত্বা লিঙ্গাংস্তথার্চ্চয়ৎ॥ ১৩৩॥ মহাকালমনুপ্রাপ্য পরমাং প্রীতিমাগতঃ। স পশ্যন্ সুমহালিঙ্গং নাতৃপ্যত জনেশ্বরঃ॥ ১৩৪॥ যথা দরিদ্রঃ কৃপণো নিধিকুম্ভমবাপ্য চ। সফলং জীবিতং মেনে মহাকালং নিরীক্ষ্য সঃ॥১৩৫॥ পঞ্চমন্ত্রাযুতজপফলং যস্যেহ দর্শনাৎ। ততঃ সপর্য্যায়াভ্যর্চ্চ্য মহত্যাসৌ প্রণম্য চ॥ ১৩৬॥ শ্রুত্বা চ লিঙ্গপ্রবরং মহাকালমুপাসদৎ। ততো রুদ্রবচঃ স্মৃত্বা মহাকালঃ স্ময়ন্নিব॥ ১৩৭॥ প্রত্যুদ্গম্য নৃপং পূজামর্ঘ্যঞ্চ প্রত্যপাদয়ৎ। ততঃ কুশলপ্রশ্নাদি কৃত্বা শান্তমুখং নৃপঃ॥ ১৩৮॥ মহাকালমুপামন্ত্র্য কথান্তে বাক্যমব্রবীৎ। ভগবন্ সংশয়ো মহ্যং সদায়ং পরিবর্ত্ততে॥ ১৩৯॥ যদিদং তর্পণং নাম পিতৃণাং ক্রিয়তে নৃভিঃ। জলমধ্যে জলং যাতি কথং তৃপ্যন্তি পূর্ব্বজাঃ॥ ১৪০॥ এবং পিণ্ডাদিপূজা চ সর্ব্বমত্রৈব দৃশ্যতে। কথমেবং স্ম মন্যামঃ পিত্রাদ্যৈরুপভুজ্যতে॥ ১৪১॥ ন চৈতদস্তি যত্তেষাং নোপতিষ্ঠতি কিঞ্চন। স্বপ্নে যথাক্রম্য নরং দৃশ্যন্তে যাচকাশ্চ তে॥ ১৪২॥ দেবানাং চাপি দৃশ্যন্তে প্রত্যক্ষাঃ প্রত্যয়াঃ সদা। তৎকথং প্রতিগৃহ্নন্তি মনো মেঽত্র প্রমুহ্যতি॥ ১৪৩॥ মহাকাল উবাচ। যোনিরেবংবিধা তেষাং পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্। দূরোক্তং দূরপূজা চ দূরস্তুতিরথাপি যৎ॥ ১৪৪॥ ভব্যং ভূতং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং জানন্তি যান্তি চ। পঞ্চতন্মাত্ররূপঞ্চ মনোবুদ্ধিরহং জড়া॥ ১৪৫॥ নবতত্ত্বময়ং দেহং দশমঃ পুরুষো মতঃ। তস্মাদ্গন্ধেন তৃপ্যন্তি রসতত্ত্বেন তে তথা॥ ১৪৬॥ শব্দতত্ত্বেন তুষ্যন্তি স্পর্শতত্ত্বঞ্চ গৃহ্নতে। শুচি দৃষ্ট্বা চ তুষ্যন্তি নাত্র রাজন্ ভবেন্মৃষা॥ ১৪৭॥ যথা তৃণং পশূনাঞ্চ নরাণামন্নমুচ্যতে। এবং দৈবতযোনীনামন্নসারস্তু ভোজনম্॥ ১৪৮॥ শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যা।

কিয়ৎকালান্তে রাজা করন্ধম, মহাকাল তীর্থের মাহাত্ম্য ও মহাকালের চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়া সেখানে আগমন করিলেন। তিনি মহীসাগরজলে স্নান করিয়া তত্রত্য লিঙ্গ সকলের অর্চ্চনা করিয়া মহাকাল সমীপে আসিয়া অতীব প্রীত হইলেন। যাঁহার দর্শনে পঞ্চমন্ত্রের অযুত জপের ফল লাভ হয়, সেই মহাকাল লিঙ্গ দেখিয়া করন্ধম রাজার, নিধিকুম্ভ প্রাপ্তিতে দুঃস্থ দরিদ্রের ন্যায় আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন আত্মজীবন সফল বোধ করিলেন। পরে মহামহোপচারে সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক মহাকালের সমীপে গমন করিলেন। মহাকাল তখন রাজাকে আসিতে দেখিয়া রুদ্রবাক্য স্মরণে সহাস্যবদনে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক রাজাকে অর্ঘ্য পাদ্যাদি দ্বারা সৎকার করিলেন। রাজা করন্ধম সেই শান্তমূর্ত্তি মহাকালকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া নানা কথান্তে এই কথা কহিলেন,—ভগবন্! আমার অন্তঃকরণে সদাই এই একটী সংশয় রহিয়াছে যে, নরগণ যে, পিতৃতর্পণ করে উহা তো জল মধ্যে জলক্ষেপ মাত্র; উহা দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি হয় কি প্রকারে? এইরূপ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পিণ্ডাদির পূজা করিতেও দেখিতে পাই, উহা যে পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধক হয়, তাহা বুঝিব কিরূপে? আর তাঁহাদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা যে তাঁহারা প্রাপ্ত হন না, তাহাও নহে, যেহেতু দেখা যায় যে, তাঁহারা কোন কোন মনুষ্যকে স্বপ্নাবস্থায় আক্রমণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি বিবিধ বিষয় প্রর্থনা করিয়া থাকেন। আর এইরূপ দেবতাদিগেরও বিবিধ বিশ্বাসোৎপাদক ব্যাপার সতত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পরন্তু তাঁহারা যে কি প্রকারে শ্রাদ্ধপূজাদি গ্রহণ করেন, এ বিষয়ে আমার মন মুগ্ধ হইতেছে। ১৩৩—১৪৩। মহাকাল কহিলেন,—সেই দেবতা ও পিতৃগণের এমন উপাদানেই উৎপত্তি যে, তাঁহারা অতি দূরে অনুষ্ঠিত পূজা স্তুতি ভাষণাদি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই জানিতে পারেন। পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং জড়া প্রকৃতি—এই নয়টী তত্ত্ব দ্বারা তাঁহাদিগের দেহ গঠিত। সেই দেহে অধিষ্ঠিত পুরুষ দশম, সেই জন্য তাঁহারা গন্ধতত্ত্ব দ্বারা আনন্দিত, রসতত্ত্ব দ্বারা তৃপ্ত, এবং শব্দতত্ত্ব দ্বারা তুষ্ট হন, আর স্পর্শতত্ত্ব গ্রহণ করেন, ও সুন্দর রূপতত্ত্ব দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। রাজন্! ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তৃণাদি উদ্ভিদ্ যেমন মনুষ্যপশ্বাদির অন্ন, তদ্রূপ অন্নাদির সারই দেবযোনিসমূহের অন্ন। জ্ঞানদ্বারা যতদূর নির্ব্বাচন করা যায়, তাহাতে বলিতে হয় যে, পদার্থনিচয়ের শক্তি সকল অচিন্ত্য; উহার আর কারণ চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিগের

জ্ঞানগোচরাঃ। তস্মাত্তত্বং প্রগৃহ্নন্তি শেষমত্রৈব দৃশ্যতে॥ ১৪৯॥ করন্ধম উবাচ। পিতৃভ্যো দীয়তে শ্রাদ্ধং স্বকর্ম্মবশগাশ্চ তে। স্বর্গস্থা নরকস্থা বা কথং তৈরুপভুজ্যতে॥ ১৫০॥ অথ স্বর্গেঽথ নরকে স্থিতাঃ কর্ম্মাভিযন্ত্রিতাঃ। শক্নুবন্তি বরানেতান্ দাতুং তে চেশ্বরাঃ কথম্॥ ১৫১॥ আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ। প্রযচ্ছন্তু তথা রাজ্যং প্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ॥ ১৫২॥ মহাকাল উবাচ। সত্যমেতৎ স্বকর্ম্মস্থাঃ পিতরো যন্নৃপোত্তম। কিন্তু দেবাসুরাণাং চ যক্ষাদীনামমূর্ত্তকাঃ॥ ১৫৩॥ মূর্ত্তাশ্চতুর্ণাং বর্ণানাং পিতরঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ। তে হি সর্ব্বে প্রযচ্ছন্তি দাতুং সর্ব্বং যথেপ্সিতম্॥ ১৫৪॥ একত্রিংশদ্গণা যেষাং পিতৃণাং প্রবলা নৃপ। কৃতং চ তদিদং শ্রাদ্ধং তর্পযেত্তান পরান পিতৄন্॥ ১৫৫॥ তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যস্মু পূর্ব্বজান যত্র সংস্থিতান। এবং স্বানাং চোপতিষ্ঠেচ্ছ্রাদ্ধং যচ্ছন্তি তে বরান॥ ১৫৬॥

উদ্দেশে যথাবিধানে প্রদত্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বাংশই তাঁহারা গ্রহণ করেন, অবশিষ্টাংশই এখানে পতিত থাকে। করন্ধম কহিলেন,—পিতৃগণ তো নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গে কেহ বা নরকে নানা স্থানেই থাকেন; তবে তাঁহাদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা তাঁহারা কি প্রকারে উপভোগ করিতে সমর্থ হন? আর নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা বরদানাদি কার্য্য করিতেই বা পারেন কেমন করিয়া? পরন্তু সেই পিতৃগণ প্রীত হইয়া নরগণকে আয়ুঃ, সন্তান, ধন, বিদ্যা, রাজত্ব, স্বর্গ,—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও দান করিয়া থাকেন। ১৪৯—১৫২। মহাকাল কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, পিতৃগণ নিজ নিজ কর্ম্মবশীভূত। কিন্তু পিতৃগণ সমষ্টিতে একত্রিংশৎ। তন্মধ্যে দেব-পিতৃ, অসুর-পিতৃ, ও যক্ষাদি-দেবযোনি-পিতৃ,—এই তিন পিতৃলোক অমূর্ত্ত; আর চারি বর্ণের চারিটী পিতৃগণ আছেন, তাঁহারা প্রত্যেক গণে সাত সাত করিয়া সমষ্টিতে অষ্টাবিংশতি; ইঁহারা মূর্ত্তিমান্। এই একত্রিংশৎসংখ্যক পিতৃগণ অতি প্রবল শক্তিশালী। ইঁহারা প্রত্যেকেই সমস্ত বাঞ্ছিত দানে সক্ষম। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা এই পিতৃগণের তৃপ্তি হয়; ইঁহারা তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষগণ যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাদিগের তৃপ্তি বিধান

রাজোবাচ। ভূতাদিভ্যো যথা বিপ্র নাম্না যোদিশ্য দীয়তে। সুরাদীনাং কথং চৈব সংক্ষেপেণ ন দীয়তে॥১৫৭॥ ইদং পিতৃভ্যো দেবেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ পাবকায় চ। এবং কস্মাদ্বিস্তরাঃ স্যুর্মনঃকায়াদিকষ্টদাঃ॥ ১৫৮॥ মহাকাল উবাচ। উচিতা প্রতিপত্তিশ্চ কার্য্যা সর্ব্বেষু নিত্যশঃ। প্রতিপত্তিং চৌচিতাং তে বিনা গৃহ্নন্তি নৈব চ। যথা শ্বা গৃহদ্বারস্থো বলিং গৃহ্নাতি কিং তথা। প্রধানপুরুষো রাজন্ গৃহ্নাতি চ শুনা সমঃ॥ ১৬০॥ এবং তে ভূতবদ্দেবা ন হি গৃহ্নন্তি কর্হিচিৎ। শুচি কামং জুষন্তে ন হবিরশ্রদ্দধানতঃ॥ ১৬১॥ বিনা মন্ত্রৈশ্চ যদ্দত্তং ন তদ্গৃহ্নন্তি তেঽমলাঃ। শ্রুতিরপাত্র প্রাহেদং মন্ত্রাণাং বিষয়ে নৃপ॥ ১৬২॥ মন্ত্রা দৈবতা যদৃথদ্বিদ্বান মন্ত্রবৎ-করোতি দেবতাভিরেব তৎকরোতি, যদ্দদাতি

করিয়া থাকেন। এই ভাবেই শ্রাদ্ধ করিলে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণ তদ্দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা বর দান করিয়া থাকেন। রাজা কহিলেন,—হে বিপ্র! সাধারণ প্রাণিগণকে যেমন নাম মাত্রে উল্লেখ করিয়া দান করা যায়, পিতৃ-দেবতাদিগকেও সেইরূপ "ইহা পিতৃগণকে, ইহা দেবগণকে, ইহা দ্বিজগণকে এবং ইহা অগ্নিকে" এই ভাবে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না কেন? কায়মনঃক্লেশকর ব্যাপার সকল করিতে হয় কি জন্য? মহাকাল কহিলেন,—সকলের প্রতিই যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করা সতত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহারা সমুচিত সম্মান না করিলে তাহা গ্রহণ করেন না। রাজন্! গৃহদ্বারে বলি প্রদান করিলে একটা কুক্কুরে তাহা সাদরে ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি তাহা গ্রহণ করে? দেবগণও সেইরূপ যথাযোগ্য সৎকার ব্যতীত দান করিলে কদাচ তাহা গ্রহণ করেন না। আবার বিশুদ্ধ ভোজ্যও অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত হইলে সন্তোষের সহিত তাহা ভোজন করেন না। তাঁহারা অমল-স্বভাব; সেই জন্যই বিনামন্ত্রে দান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না। রাজন্! মন্ত্র সম্বন্ধে (শতপথব্রাহ্মণ) শ্রুতির উপদেশও এইরূপ আছে। যথা—মন্ত্র সকলই দেবতার মূর্ত্তি, বিদ্বান্ ব্যক্তি যাহা যাহা মন্ত্রযুক্ত করিয়া সম্পাদন করেন, তৎসমস্ত দেবতারাই অনুষ্ঠিত হয়; যাহা দান করেন তাহাও

দেবতাভিরেব তদ্দদাতি যৎপ্রতিগৃহ্লাতি দেবতাভিরেব তৎপ্রতিগৃহ্লাতি তস্মান্নামন্ত্রবৎপ্রতিগৃহ্ণীয়াৎ নামন্ত্রবৎপ্রতিপদ্যতে ইতি ॥ ১৬৩॥ তস্মান্মন্ত্রৈঃ সদা দেয়ং পৌরাণৈর্ব্বৈদিকৈরপি। অন্যথা তে ন গৃহ্ণন্তি ভূতানামুপতিষ্ঠতি ॥ ১৬৪॥ রাজোবাচ। দর্ভাংস্তিলানক্ষতাংশ্চ তোয়ং চৈতৈঃ সুসংযুতম্। কস্মাৎ প্রদীয়তে দানং জ্ঞাতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥১৬৫॥ মহাকাল উবাচ। পুরা কিল প্রদত্তানি ভূমেদ্দানানি ভূরিশঃ। প্রত্যগৃহ্নন্ত দৈত্যাশ্চ প্রবিশ্যাভ্যন্তরং বলাৎ॥ ১৬৬॥ ততো দেবাশ্চ পিতরঃ প্রত্যূচুঃ পদ্মসম্ভবম্ ॥ ১৬৭॥ স্বামিন নঃ পশ্যতামেব সর্ব্বং দৈত্যৈঃ প্রগৃহ্যতে। বিধেহি রক্ষাং তেসাং ত্বং ন নষ্টাঃ স্মো যথা বয়ম্ ॥ ১৬৮॥ ততো বিমৃশ্যৈব বিধী রক্ষোপায়মচীকরৎ। তিলৈর্যুক্তং পিতৃণাঞ্চ দেবানামক্ষতৈঃ সহ ॥ ১৬৯॥ তোয়ং দর্ভাশ্চ সর্ব্বত্র এবং গৃহ্ণন্তি নাসুরাঃ। এতান্ বিনা প্রদত্তং যৎকলং দৈত্যৈঃ প্রগৃহ্যতে ॥ ১৭০॥ নিরস্ত পিতরো দেবা যান্তি দাতুঃ ফলং ন হি। তস্মাদ্যুগেষু সর্ব্বেষু দানমেব প্রদীয়তে ॥ ১৭১॥ করন্ধম উবাচ। চতুর্যুগব্যবস্থানং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। মহতীয়ং বিবিৎসা মে সদৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ১৭২॥ মহাকাল উবাচ। আদ্যং কৃতযুগং বিদ্ধি ততস্ত্রেতাযুগং স্মৃতম্। দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চত্বারশ্চ সমাসতঃ ॥ ১৭৩॥ সত্ত্বং কৃতং রজস্ত্রেতা দ্বাপরং চ রজস্তমঃ। কলিস্তমস্ত বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তং যুগেষু চ ॥ ১৭৪॥ ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে। বৃত্তং চ দ্বাপরে সত্যং দানমেব কলৌ যুগে ॥ ১৭৫॥ কৃতে তু মানসী সৃষ্টির্বৃত্তিঃ সাক্ষাদ্রসোল্লসা। তেজোময্যঃ প্রজাস্তৃপ্তাঃ সদানন্দাশ্চ ভোগিনঃ ॥ ১৭৬॥ অধমোত্তমো ন তাসাং তা নির্বিশেষাঃ প্রজাঃ শুভাঃ। তুল্যমায়ুঃ সুখং রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে ॥ ১৭৭॥ ন চাপ্রীতির্ন

দেবতা দ্বারাই প্রদত্ত হয়; যাহা প্রতিগ্রহ করেন, দেবতা দ্বারাই তাহা প্রতিগৃহীত হয়। অতএব মন্ত্র ব্যবহার ব্যতীত প্রতিগ্রহ করিবে না; যাহা মন্ত্র ব্যতীত করা যায়, তাহা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সতত সমস্ত কার্য্যেই বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নচেৎ তাহা পিতৃদেবগণ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা লৌকিক প্রাণীর ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১৬৩—১৬৪। রাজা কহিলেন,—দান করিতে হইলে কুশ, তিল, অক্ষত ও জল এই চারিটী দ্রব্য মিলিত করিয়া দান করিতে হয় কি নিমিত্ত, ইহার কারণ জানিতে চাই। মহাকাল কহিলেন,—এইরূপ ইতিহাস আছে যে, পুরাকালে দেবগণের উদ্দেশে ভূতলে দ্রব্য সকল প্রদত্ত হইলেই অসুরগণ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তৎসমস্ত গ্রহণ করিত। এইরূপ ঘটিতে থাকিলে দেব-পিতৃগণ যাইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে স্বামিন্! দেখুন, অসুরগণ আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাদিগের ভাগ সকল গ্রহণ করিতেছে; অতএব যাহাতে আমাদের ভাগ সকল রক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে কোনও সুব্যবস্থা করিয়া দিউন। যাহাতে আমরা নষ্ট না হই তাহা করুন। তখন ব্রহ্মা মনে মনে উপায় চিন্তা করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে, দেব-পিতৃগণের সকল ভাগেই জল ও কুশ থাকিবে, আর দেবগণের ভাগে অক্ষত এবং পিতৃগণের ভাগে তিল থাকিবে। যাহা এইভাবে চিহ্নিত, দৈত্যগণ তাহা গ্রহণ করিবে না। পরন্তু এভাবে যাহা চিহ্নিত নহে, দৈত্যগণ তাহাই গ্রহণ করিবে। দৈত্যগণ কর্ত্তৃক ঐরূপে ভগহৃত হইলে পিতৃগণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাপূর্ব্বক প্রস্থান করেন; সুতরাং দাতার তাদৃশ দানে কোন ফল হয় না। হে রাজন্! এই কারণেই চারি যুগেই এই বিধানমত দান কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১৬৫—১৭১। করন্ধম কহিলেন,—এক্ষণে আমি চারিযুগের যথাযথ ব্যবস্থা জানিতে চাই; এ বিষয়ে আমার সুমহৎ ঔৎসুক্য সতত বর্ত্তমান। মহাকাল কহিলেন,—প্রথম কৃতযুগ, তার পর ত্রেতাযুগ, পরে দ্বাপরযুগ ও অতঃপর কলিযুগ, সংক্ষেপতঃ এই চারিযুগ জানিয়া রাখ। কৃতযুগে সত্ত্ব, ত্রেতাযুগে রজঃ, দ্বাপরযুগে রজস্তমঃ এবং কলিযুগে কেবল তমোগুণ প্রধান। গুণানুসারেই যুগস্বভাব জানিও। কৃতযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে সদাচার এবং কলিযুগে একমাত্র দানই প্রশস্ত। কৃতযুগে মানস সঙ্কল্প অনুসারেই সকল বিষয় সৃষ্ট হয়; প্রজা সকল তেজোময়, সদা তৃপ্ত ও সানন্দ মনে ভোগ-বিলাসেই কালাতিপাত করে। সরস সুখসাধ্য বৃত্তিতেই সকলে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শুভাচারসম্পন্ন প্রজাগণের মধ্যে কিছু মাত্র ইতরবিশেষ থাকে না, সকলেই সর্ব্বথা সমান বলিয়া গণ্য হয়; সকলেরই আয়ু, রূপ, সুখাদিও পরস্পর

চ দ্বন্দ্বো ন দ্বেষো নাপি চ ক্লমঃ। পর্ব্বতোদধিবাসিন্যো হ্যনুক্রোশপ্রিয়াস্তু তাঃ॥ ১৭৮॥ বর্ণাশ্রমব্যবস্থা চ তদাসীন্ন হি সঙ্করঃ। এবমন্যং ন ধ্যায়ন্তি পরমং তে সদাশিবম্॥ ১৭৯॥ চতুর্থে চ ততঃ পাদে নষ্টা সাভূদ্রসোল্লসা। প্রাদুর্বাসংস্ততস্তাসাং বৃক্ষাশ্চ গৃহসংজ্ঞিতাঃ॥ ১৮০॥ বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানি চ। তেষ্বেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্॥১৮১॥ সুমাক্ষিকং মহাবীর্যং পুটকেপুটকে মধু। তেন তা বর্ত্তয়ন্তি স্ম কৃতস্যান্তে প্রজাস্তদা॥ ১৮২॥ হৃষ্টপুষ্টাস্তথা বৃদ্ধাঃ প্রজা বৈ বিগতজ্বরাঃ। ততঃ কালেন কেনাপি তাসাং বৃদ্ধে রসেন্দ্রিয়ে॥১৮৩॥ যুগভাবাত্তথা ধ্যানে স্বল্পীভূতে শিবস্য চ। বৃক্ষাংস্তান পর্য্যগৃহ্নন্ত মধুপা মাক্ষিকং বলাৎ॥ ১৮৪॥ তাসাং তেনাপচারেণ লোভদোষকৃতেন বৈ। প্রনষ্টা মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ১৮৫॥ তস্যাং চাপাল্পশিষ্টায়াং দ্বন্দ্বান্যভ্যুত্থিতানি বৈ। শীতাতপৈর্ম্মনোদুঃখৈস্ততস্তা দুঃখিতা ভৃশম্॥ ১৮৬॥ চক্রুরাবরণার্থং হি কেতনানি ততস্ততঃ। ততঃ প্রাদুর্ব্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতাযুগে পুনঃ॥ ১৮৭॥ বৃষ্ট্যা বভূবুরৌষধ্যো গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ। অকৃষ্টপচ্যাশ্চানুপ্তাস্তোয়ভূমিসমাগমাৎ॥ ১৮৮॥ ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে। তৈশ্চ বৃত্তিরভূত্তাসাং ধান্যৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈস্তথা॥ ১৮৯॥ ততঃ পুনরভূত্তাসাং রাগো লোভশ্চ সর্ব্বতঃ। কালবীর্য্যেণ বা গৃহ্য নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান॥ ১৯০॥ বৃক্ষগুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্যাশু যথাবলম্। বিপর্য্যয়েণ চৌষধ্যঃ প্রনষ্টাশ্চ চতুর্দ্দশ॥ ১৯১॥ নত্বা ধরাং প্রবিষ্টাস্তা ঔষধ্যঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ। দুদোহ গাং পৃথুর্বৈন্যঃ সর্ব্বভূতহিতায় বৈ॥ ১৯২॥ তদাপ্রভৃতি চৌষধ্যঃ ফালকৃষ্টাঃ প্রজাস্ততঃ। বার্ত্তয়া বর্ত্তয়ন্তি স্ম পাল্যমানাশ্চ ক্ষত্রিয়ৈঃ॥ ১৯৩॥ বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠা চ যজ্ঞস্ত্রেতাসু চোচ্যতে। সদাশিবধ্যানময়ং ত্যক্ত্বা মোক্ষমচেতনাঃ। পুষ্পিতাং বাচমাশ্রিত্য রাগাৎ স্বর্গমসাধয়ন॥ ১৯৪॥ দ্বাপরে চ প্রবর্ত্তন্তে মতিভেদাস্ততো নৃণাম্॥ ১৯৫॥

সদৃশ হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে তখন অপ্রীতি, ক্লান্তি দ্বেষ, বিবদাদি থাকে না। সকল প্রজাই দয়ালু হয়। তাহারা পর্ব্বত ও সাগরে বসবাস করে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দৃঢ় ভাবেই বর্ত্তমান থাকে; বর্ণসঙ্কর থাকে না। সকলে একমাত্র সদাশিবকেই পরমেশ্বর বলিয়া ধ্যান করে, অপর কাহারই উপাসনা করে না। ১৭২—১৮১। সেই সত্যযুগের চতুর্থ অংশ প্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের সেই রসবতী বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়; তখন প্রজাগণ বৃক্ষসকলকেই দৃঢ়বৎ আশ্রয় করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতেই বিবিধ বসন ভূষণ ও মনোরম ফল সকল প্রসূত হয়। গন্ধ-বর্ণ-রস-সমৃদ্ধ মহাবীর্য্যকর মাক্ষিক মধু তখন পত্রপুটকসমূহে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রজাগণ তদ্দ্বারা সেই কৃতযুগের শেষভাগে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রজাগণ বৃদ্ধ হইয়াও হৃষ্টপুষ্টভাবে অক্লেশে কালাতিপাত করিয়া থাকে। পরে কালক্রমে তাহাদিগের শিবধ্যান ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও রসনেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি হয়, তখন লোভবশে তাহারা মধু ও মধুকর বৃক্ষসকল বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত হয়। তাহাদিগের সেই অপচার হেতু মধুকর কল্পবৃক্ষ সকল ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে। সেই যুগসন্ধিকালে শীতাতপাদি দ্বন্দ্বজ দুঃখ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। তাহাতে প্রজাগণ মনোদুঃখেন গাত্রাবরণ ও বাসার্থ নিকেতন সকল নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই দ্বন্দ্বক্লেশ নিবারণ করিতে চেষ্টা পায়। ক্রমে ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হয়। তখন ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। বৃষ্টি হয় বলিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দ্দশবিধ ওষধি জন্মে। কর্ষণ বা রোপণ না করিলেও জলসংস্পর্শে ভূমি হইতে স্বতই বিবিধ শস্য জন্মিতে থাকে। ঋতুপ্রভাবে বিবিধ পুষ্পফলাঢ্য বৃক্ষ গুল্ম লতাদি উদ্ভূত হয়। প্রজাগণ সেই সকল ধান্য ফল-পুষ্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তারপর কালক্রমে তাহাদিগের আসক্তি ও লোভ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তজ্জন্য নদী ক্ষেত্র পর্ব্বত ওষধি বৃক্ষ গুল্মাদি বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। সেই অপচারের ফলে তখন চতুর্দ্দশবিধ ওষধি বিলুপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পৃথিবীকে নমস্কারপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে পর প্রজাগণ অতীব পীড়িত হইয়া পড়িল। তার পর বেণনন্দন পৃথু পৃথিবীকে দোহন করেন। সেই হইতেই প্রজাগণ ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা পালিত হইয়া ফালকৃষ্ট ওষধিসমূহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। সেই ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রজাগণ যজ্ঞপ্রশংসাসূচক বাগ্‌জালে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গভোগবাসনায়, মোক্ষসাধক সদা শিবধ্যান পরিহার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে আসক্ত হয়।১৮২—১৯৪। তার পর দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে নরগণের বুদ্ধির

মনসা কর্ম্মণা বাচা কৃচ্ছ্রাদ্বার্ত্তা প্রসিধ্যতি। লোভো হধৃতিঃ শিবং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মণাং সঙ্করস্তথা ॥ ১৯৬ ॥ বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসাঃ প্রবর্ত্তন্তে চ দ্বাপরে। তদা ব্যাসৈশ্চতুর্দ্ধা চ ব্যসাতে দ্বাপরান্ততঃ ॥ ১৯৭ ॥ একো বেদশ্চতুষ্পাদৈঃ ক্রিয়তে দ্বিজহেতবে। ইতিহাসপুরাণানি ভিদ্যন্তে লোকগৌরবাৎ ॥ ১৯৮ ॥ ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ॥ ১৯৯ ॥ আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্। দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং তথা ॥ ২০০ ॥ বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চৈব ত্রয়োদশম্। চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ॥ ২০১ ॥ মাৎস্যং ষোড়শকং প্রোক্তং গারুড়ঞ্চ ততঃ পরম্। অতঃ পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডমেবঞ্চাষ্টাদশানি হি ॥ ২০২ ॥ অস্মিন্ বারাহকল্পে চ ব্যাসানাকর্ণয়স্ব চ। ঋতুঃ সত্যো ভার্গবশ্চ অঙ্গিরাঃ সবিতা তথা ॥ ২০৩ ॥ মৃত্যুঃ শতক্রতুর্ধীমান বসিষ্ঠো ভবিতাধুনা। সারস্বতস্ত্রিধামা চ বেদবিৎত্রিবৃতো মুনিঃ ॥ ২০৪। শততেজাঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ। করকশ্চারুণির্ধীমাংস্তথা দেব ঋতঞ্জয়ঃ ॥ ২০৫ ॥ কৃতঞ্জয়ো ভরদ্বাজো গৌতমঃ কবিসত্তমঃ। বাজশ্রবা মুনিশ্চৈব তথা যুষ্মায়ণো মুনিঃ ॥ ২০৬ ॥ তৃণবিন্দুস্তথা ঋক্ষঃ শক্তিঃ পারাশরস্তথা। জাতুকর্ণ্যোহথ বিষ্ণুশ্চ স্বয়ং দ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ২০৭ ॥ অশ্বত্থামমুখাশ্চৈতে ভবিষ্যাঃ স্থচিতাস্তব। ধর্ম্মশাস্ত্রাণি লোকার্থং ভিদ্যতে চাপি দ্বাপরে ॥ ২০৮ ॥ মন্বত্রিবিষ্ণু-হারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ২০৯ ॥ পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ ॥ ২১০ ॥ ততো দ্বাপরসন্ধ্যায়াং প্রবর্ত্ততি কলৌ যুগে। নশ্যমানে শৈবযোগে জায়ন্তে যোগানন্দনাঃ ॥ ২১১ ॥ আদৌ শ্বেতকল্পে রুদ্রঃ সুতারস্তারণস্তথা। সুহোত্রঃ কঙ্কণশ্চৈব লোকাখ্যশ্চ মহামুনিঃ ॥ ২১২ ॥ জৈগীষব্যশ্চ ভাব্যো বৈ ভগবান্ দধিবাহনঃ। ঋষভশ্চ মুনির্ধর্ম্ম উগ্রশ্চাত্রিঃ সবালকঃ ॥ ২১৩ ॥ গৌতমো বেদশীর্ণশ্চ গোকর্ণশ্চ শিখণ্ডভৃৎ। গুহাবাসী জটামালী অট্টহাসশ্চ দারুণঃ ॥ ২১৪ ॥ লাঙ্গলী সংযমী শূলী ডিণ্ডী জুণ্ডীশ্বরঃ স্বয়ম্। সহিষ্ণুঃ সোমশর্ম্মা চ নকুলীশশ্চ পার্থিব ॥২১৫॥ কায়াবরোহণো ভাবীত্যাদ্যা যোগেশ্বরাঃ ক্রমাৎ। এতে সঙ্ক্ষিপ্য বক্ষ্যন্তি শিবধর্ম্মং কলৌ যুগে ॥২১৬॥ এবং কলিযুগে

পার্থক্য ঘটিতে থাকে। তখন কায়-মনো-বাক্যে অতি ক্লেশেই জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়। জনগণ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া লোভে আক্রান্ত ও অধৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর হইতে থাকে ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই সময়েই ব্যাসগণ দ্বিজগণের পক্ষে সুগম করিবার জন্য এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। আর জনগণের রুচিভেদানুসারে ইতিহাসাত্মক পুরাণ রচিত হয়। ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।১৯৫—২০২। এই বারাহ কল্পীয় ব্যাসগণের নাম শ্রবণ কর ;—ঋতু, সত্য, ভার্গব, আঙ্গিরা, সবিতা, মৃত্যু, শতক্রতু ও ধীমান্ বসিষ্ঠ। অতঃপর ভবিষ্য ব্যাসগণের নাম শুন ;—সারস্বত, ত্রিধামা, বেদবিৎ, ত্রিবৃত মুনি, শততেজা, স্বয়ং বিষ্ণুমূর্ত্তি নারায়ণ, করক, আরুণি, দেবঋতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ভরদ্বাজ, কবিসত্তম, গৌতম, রাজশ্রবা, যুষ্মায়ণ মুনি, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ্য, বিষ্ণুর অবতার দ্বৈপায়ন মুনি ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি মুনিগণ ভাবিকালে ব্যাস হইবেন। আর সমাজের সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও নানাকারে বিরচিত হয়। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ। ইঁহারাই বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।২০৩—২১০। অনন্তর দ্বাপরযুগের সন্ধ্যাকালে শৈব যোগ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় যোগী প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। যথা—শ্বেতকল্পীয় কলির আদিতে রুদ্র, পরে সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ, লোকাখ্য, মহামুনি জৈগীষব্য, ভগবান্ দধিবাহন, ঋষভ, ধর্ম্ম, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ, গোকর্ণ, শিখণ্ডী, গুহাবাসী, জটামালী, অট্টহাস, দারুণ, লাঙ্গলী, সংযমী, শূলী, ডিণ্ডী, জুণ্ডীশ্বর, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ। হে রাজন্! এই সকল যোগেশ্বর ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইবেন। ইঁহারা কলিযুগে সংক্ষিপ্তভাবে শিবধর্ম্মের উপদেশ করিবেন। মহারাজ! কলিযুগে

রাজন্ শাস্ত্রসঙ্ক্ষেপ উচ্যতে। শৃণু তিষ্যপ্রবৃত্তিং চ
হর্ষোদ্বেগকরীং কিল ॥ ২১৭ ॥ তিষ্যে মায়ামসূয়াং
চ বধং চৈব তপস্বিনাম্। সাধয়ন্তি নরাস্তত্র তমসা
ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২১৮ ॥ কলৌ প্রমাথকো রাগঃ
সততং ক্ষুদ্ভয়ানি চ। অনাবৃষ্টি ভয়ং ঘোরং দেশানাং
চ বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ ন প্রমাণং শ্রুতেরস্তি নৃণাং
চাধর্ম্মসেবনাৎ। অধার্ম্মিকাস্ত্বনাচারা মহাকোপাল্প-
তেজসঃ। ॥ ২২০ ॥ অনৃতং ব্রুবতে লুব্ধা
নারীপ্রায়াশ্চ দুষ্প্রজাঃ। দুরিষ্টৈর্দুরধীতৈশ্চ দুরাচারৈ-
র্দু রাগমৈঃ ॥ ২২১ ॥ বিপ্রাণাং কর্ম্মদোষৈশ্চ প্রজানাং
জায়তে ক্ষয়ঃ। উৎসীদন্তি ক্ষত্রবিশো বর্দ্ধন্তে
শূদ্রবিপ্রকাঃ ॥ ২২২ ॥ শূদ্রা বিপ্রৈঃ সহাসন্তে
শয়নাসনভোজনৈঃ। শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচা-
রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২২৩ ॥ রাজবৃত্ত্যাং স্থিতাশ্চৌরা-
শ্চৌরাচারাশ্চ পার্থিবাঃ। একপত্ন্যো ন শিষ্যন্তি
বর্দ্ধয়ন্ত্যভিসারিকাঃ ॥ ২২৪ ॥ তদা হ্যল্পফলা ভূমিঃ
ক্বচিচ্চাপি মহাফলা। অরক্ষিতারো হর্তারো রাজানঃ
পাপনির্ভয়াঃ ॥ ২২৫ ॥ অক্ষত্রিয়াস্তু রাজানো বিপ্রাঃ
শূদ্রোপজীবিনঃ। শূদ্রা বিবাদিনঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈরভি-
নন্দিতাঃ ॥২২৬ ॥ আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা ন চলন্ত্যল্প-
বুদ্ধয়ঃ। আস্যে নিধায় বৈ হস্তং কর্ণে শূদ্রস্য চ
দ্বিজাঃ ॥ ২২৭ ॥ নীচস্যাপি তদা বাক্যং বক্ষ্যন্তি
বিনয়েন তম্। উচ্চাসনস্থান্ শূদ্রাংশ্চ দ্বিজানাং
পশ্যতামপি ॥ ২২৮ ॥ জ্ঞাত্বা ন হিংসতে রাজা পশ্য
কালবলং নৃপ। পুষ্পৈঃ শুভসিতৈশ্চৈব তথান্যৈ-
র্মণ্ডনৈর্দ্বিজাঃ ॥ ২২৯ ॥ শূদ্রানভ্যর্চ্চয়ন্ত্যল্পশ্রুতভাগ্য-
বলান্বিতাঃ। পাষণ্ডনাঞ্চ গৃহ্ণন্তি বাহ্মণাঃ কুপ্রতি-
গ্রহম্ ॥ ২৩০ ॥ যেন তে রৌরবং যান্তি সুদুস্তারং
দ্বিজাধমাঃ। তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজা-
স্তথা ॥ ২৩১ ॥ যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি বহবঃ কোটিশঃ
কলৌ। পুরুষাল্পবহুস্ত্রীকো নৃণাং চাপত্যসম্ভবঃ ॥
২৩২ ॥ নিন্দন্তি বেদবাক্যানি বেদার্থাংশ্চ কলৌ
যুগে। শূদ্রৈঃ স্বয়ং নির্ম্মিতং যৎ প্রমাণং শাস্ত্রমেব

এই ভাবেই শাস্ত্র সকল সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।
এক্ষণে কলিযুগের বিবরণ শুন। উহা শুনিলে
যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ ঘটিয়া থাকে। কলিযুগে নরগণ
অজ্ঞানান্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলেন্দ্রিয়, অসূয়াপরবশ
ও কপটস্বভাব হয় এবং তৎপ্রযুক্ত তাপসদিগকেও
বধ করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সাধন করিতে কুণ্ঠিত
হয় না। কলিযুগে অসক্তির আতিশয্য ও সতত ক্ষুধা-
তৃষ্ণার ভয় বিদ্যমান থাকে। ঘোর অনাবৃষ্টির ভয়
এবং দেশবিপর্য্যয় ঘটে। নরগণ অধর্ম্মাসক্ত হয় বলিয়া
বেদের প্রামাণ্য থাকে না। জনগণ অধার্ম্মিক,
অনাচার, অতিক্রোধী, ক্ষীণতেজা, লুব্ধ, মিথ্যুক,
অল্প সন্তানশালী ও নারীপ্রায় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-
গণের দুরভিসন্ধিমূলক যাগ যজ্ঞ, আচার ব্যবহার,
শিক্ষা দীক্ষাদি দুষ্কর্ম্মের ফলে ক্রমশঃ প্রজা সকল
ক্ষয় পাইতে থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উৎসন্ন
হয়, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ জাতিরই বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।
শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত একাসনে শয়ন উপ-
বেশন ভোজনাদি করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ
শূদ্রোচিত আচার এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণোচিত
আচার করে। চৌরগণ রাজবৎ ও রাজগণ
চৌরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। সাধ্বী নারী
নিতান্ত বিরল হয়, পরন্তু ব্যভিচারিণীর সংখ্যা
নিয়ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভূমি প্রায়শঃ অল্পাল্প
ফল প্রসব করে, ক্বচিৎ কোন স্থানে সমধিক ফল
জন্মিয়া থাকে। রাজগণ পাপের ভয় না করিয়া প্রজা-
বর্গকে যথোচিত পালন করে না, পরন্তু প্রজার ধন-
সম্পত্তি অপহরণই করিয়া থাকে।২১১—২২৫। ক্ষত্রিয়
রাজা থাকে না। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে ইউপজীব্য
করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয় বলিয়া
শূদ্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণগণ সহ বিবাদ করে। অল্পবুদ্ধি
শূদ্রগণ আসনে উপবেশন করিয়া থাকিলে তৎকালে
যদি কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পায়, তথাপি আসন
ত্যাগ করে না। ব্রাহ্মণগণ কোন সামান্য শূদ্রেরও
কাণে কাণে কোন কথা কহিতে হইলে সবিনয়ে হস্ত
দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। রাজন্! কালের
বিপর্য্যয় দেখ! ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে শূদ্রেরা উচ্চা-
সনে উপবেশন করিয়া থাকে; রাজা ইহা জানিয়াও
কোন শাসন করেন না। অল্পজ্ঞান, অল্পভাগ্য ও
অল্পশক্তি ব্রাহ্মণেরা শুভ্র শ্বেতপুষ্প ও অপরাপর
অলঙ্কার দ্বারা শূদ্রগণের সৎকার করিয়া থাকে।
ব্রাহ্মণগণ, পাষণ্ডের নিকটও অসৎ প্রতিগ্রহ করিতে
বিমুখ হয় না। ইহার ফলে সেই সকল অধম ব্রাহ্মণ
দুস্তর রৌরব নরকে পতিত হয়। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ
তপস্যাদির ফল বিক্রয় করে। সেই কলিকালে কোটি
কোটি ব্যক্তি যতি হইয়া থাকে। নরগণের অপত্য
মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতিই অধিক জন্মিয়া থাকে।
প্রায় সকলেই বেদবচনের ও বেদার্থের নিন্দা করিয়া
থাকে। শূদ্রগণ নিজেরা যে সকল শাস্ত্র নির্ম্মাণ

তৎ ॥ ২৩৩ ॥ শ্বাপদপ্রবলত্বঞ্চ গবাং চাপি পরিক্ষয়ঃ। কস্যচিদ্দানপ্রভৃতির্ধর্ম্মস্যাস্তি ন শুদ্ধতা ॥ ২৩৪ ॥ সাধুনাং বহবো নাশাঃ পার্থিবাশ্চাপ্যরক্ষিণঃ। অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ ॥ ২৩৫ ॥ প্রমদাঃ কেশশূলিন্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। স্ত্রীপ্রধানানি গেহানি কুচৈলাস্তাশ্চ কর্কশাঃ ॥ ২৩৬ ॥ বহুভক্ষ্যাবলিপ্তাশ্চ কৃত্যা ইব ভবন্তি চ। সর্ব্বে বণিগ্জনাশ্চাপি চিত্রবর্ষী চ বাসবঃ ॥ ২৩৭ ॥ কুশীলচর্য্যাপাষণ্ডৈর্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতঃ। বহুযাচনকো লোকো ভবিষ্যতি পরস্পরী ॥ ২৩৮ ॥ অশঙ্কশ্চৈব পাপেষু তদা লোকো ভবিষ্যতি। হর্ত্তারঃ পররত্নানাং পরদারপ্রধর্ষকাঃ ॥ ২৩৯ ॥ ঊনষোড়শবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষয়ে। তথা দ্বাদশবর্ষাশ্চ প্রসবন্তি স্ত্রিয়স্তদা ॥ ২৪০ ॥ চৌরাশ্চৌরস্য হর্ত্তারো হর্ত্তুর্হর্ত্তা তথাপরঃ। জ্ঞানকর্ম্মণ্যুপরতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে ॥ ২৪১ ॥ কীটমূষকসর্পাশ্চ ধর্ষয়িষ্যন্তি মানবান্। বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ২৪২ ॥ তে তদা প্রোদ্ভবিষ্যন্তি তেষাং বৃদ্ধিশ্চ পার্থিব। দুঃখং পুত্রকলত্রাদ্যং দেহোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ২৪৩ ॥ অধর্ম্মাভিনিবেশত্বাত্তমসো জায়তে কলৌ। কলের্দোষনিধেশ্চৈব শৃণুষ্বৈবং মহাগুণম্ ॥ ২৪৪ ॥ তদাল্পেনৈব কালেন সিদ্ধিং গচ্ছন্তি মানবাঃ। ত্রিযুগীনাং বদন্ত্যেবং ধন্যা ধর্ম্মং চরন্তি যে ॥ ২৪৫ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তং কলৌ শ্রদ্ধাপরায়ণাঃ। ত্রেতায়াং বার্ষিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে মাসিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪৬ ॥ যথা ক্লেশং চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহ্না প্রাপ্যতে কলৌ। যুগত্রয়ে ন তাবন্তঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পার্থিব ॥ ২৪৭ ॥ যাবন্তঃ সিদ্ধিমায়ান্তি কলৌ হরিহরব্রতাঃ। অষ্টাবিংশে কলৌ যচ্চ ভাবি তত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ২৪৮ ॥ ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব। ত্রিশতেষু দশন্যূনেষস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ২৪৯ ॥ শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধিমত্র সঃ। চর্চ্চিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভুভরাপহঃ ॥ ২৫০ ॥ ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে। ভাব্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি ॥ ২৫১ ॥ শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপ-

করে, তৎসমস্তই প্রমাণরূপে গণ্য হয় ।২২৬—২৩৩। তখন শ্বাপদগণের বৃদ্ধি ও গোসকলের ক্ষয় হইয়া উঠে। দানাদি কোন সৎকার্য্যই পরিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রায়শঃ সাধুগণের বিনাশ ঘটে। রাজগণ প্রজাবর্গের যথোচিত রক্ষা করে না। কলিকালে নগরে নগরে অন্নবিক্রয় হইবে, চতুষ্পথসমূহে বেদ বিক্রয় ঘটিবে, আর রমণীগণ ভগবিক্রয় করিবে। সকল গৃহেই নারীবর্গের প্রভুত্ব হইবে; আর নারীগণ কৃত্যার ন্যায় কর্কশস্বভাব মলিন বসন ধারিণী, বহু ভোজনকারিণী ও গর্ব্বিতা হইবে। তখন সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী হয়, মেঘগণও বিচিত্র ভাবে কোথাও অধিক কোথায়ও বা অল্প বর্ষণ করে। লোক সকল দুঃশীল, দুরাচার, পাষণ্ড বৃথা বেশধারী ও সমধিক যাচ্ঞাকারী হয়। কাহারও পাপে ভয় থাকে না; তাহারা পরধনহরণ ও পরনারী ধর্ষণ করিয়া থাকে। কলিকালে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতে সন্তান উৎপাদন করে, আর নারীগণও দ্বাদশ বর্ষ বয়স না হইতেই সন্তান প্রসব করে। ২৩৪—২৪০। তখন চোরের ধন অন্য চোরে এবং ডাকাতের ধন অপর ডাকাতেও অপহরণ করিয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম সকল লুপ্ত হইয়া যায়, লোক সকল একরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। কীট, মূষিক ও সর্পগণ বৃদ্ধি পায় এবং মানবগণের হিংসা করিয়া থাকে রাজন্! সেই কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী পাষণ্ড সকল প্রাদুর্ভূত হয় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। কলিকালে তমোগুণের প্রভাবে অধর্ম্মে অভিনিবেশ হয় বলিয়া পুত্র কলত্রাদি বিবিধ দুঃখ ও রোগের জন্য দৈহিক ক্লেশ সবিশেষ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু কলিকাল দোষের আধার হইলেও উহার একটী সুমহৎ গুণ আছে, শ্রবণ কর। কলিতে মানবগণ অল্প কালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অপর যুগত্রয়ের লোকসকল এইরূপ বলিয়া থাকে যে, কলিকালে যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ধন্য। ত্রেতাযুগে এক বৎসরে ও দ্বাপরযুগে একমাসে যথাযোগ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করা যায়, বুদ্ধিমান্ মানব কলিকালে তাহা এক দিনেই লাভ করিতে পারে। রাজন! অপর যুগত্রয়ে তত লোক সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, যত লোক কলি কালে হরিহরে ভক্তি করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহারাজ। এক্ষণে অষ্টাবিংশ কলিযুগে যাহা ঘটিবে, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর ।২৪১—২৪৮। রাজন! কলিযুগের তিন সহস্র দুই শত নব্বই বৎসর অতীত হইলে পর ভূতলে শূদ্রক নামে এক বীরশ্রেষ্ঠ চর্চ্চিতাপুরে তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ভূমির বহুল ভার অপহরণ করিবেন। ইহার পর তিন সহস্র তিনশত দশ বৎসরান্তে নন্দ রাজ্য আরব্ধ হইবে। চাণক্য পণ্ডিত এই নন্দদিগকে বিনাশ

নির্ম্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতি। ততস্ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যা চাধিকেষু চ ॥২৫২॥ ভবিষ্যং বিক্রমাদিত্য-রাজ্যং সোঽথ প্রলপ্স্যতে। সিদ্ধিপ্রসাদাদ্দুর্গাণাং দীনান্ যো হ্যুদ্ধরিষ্যতি ॥ ২৫৩॥ ততঃ শতসহস্রেষু শতেনাপ্যধিকেষু চ। শকো নাম ভবিষ্যশ্চ যোঽতি-দারিদ্র্যহারকঃ ॥ ২৫৪॥ ততস্ত্রিষু সহস্রেষু ষট্‌শতৈ-স্ত্বধিকেষু চ। মাগধে হেমসদনাদঞ্জন্যাং প্রভবিষ্যতি ॥ ২৫৫॥ বিষ্ণোরংশো ধর্ম্মপাতা বুধঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রভুঃ। তস্য কর্ম্মাণি ভূরীণি ভবিষ্যন্তি মহাত্মনঃ ॥ ২৫৬॥ জ্যোতির্বিন্দুমুখানুগ্রান স হনিষ্যতি কোটিশঃ। চতুঃষষ্টিং স বর্ষাণি ভুক্ত্বা দ্বীপানি সপ্ত চ ॥ ২৫৭॥ ভক্তেভ্যঃ স্বযশো মুক্ত্বা দিবং পশ্চাদ্গমিষ্যতি। সর্ব্বেষাং চাবতারাণাং গুণৈঃ সমধিকো যতঃ ॥ ২৫৮॥ ততো বক্ষ্যন্তি তং ভক্ত্যা সর্ব্বপাপহরং বুধম্। চতুর্ষু চ সহস্রেষু শতেষ্বপি চতুর্ষু চ ॥ ২৫৯॥ সাধিকেষু মহান্ রাজা প্রমিতিঃ প্রভবিষ্যতি। গোত্রেষু বৈ চন্দ্রমসো বলসেনাপতি-বলী ॥ ২৬০॥ ম্লেচ্ছান্ স কোটিশো হত্বা পাষণ্ডানি চ সর্ব্বশঃ। বৈদিকং কেবলং শুদ্ধং সদ্ধর্ম্মং বর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ২৬১॥ গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং যাস্যতি পার্থিবঃ। ততঃ প্রজাশ্চ কালেন কেনাপি ভৃশ-পীড়িতাঃ ॥ ২৬২॥ ঘোরং বা ধর্ম্মমাশ্রিতা শাঠ্যেন চ ভবন্তি তাঃ। অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোভাবিষ্টাশ্চ বৃন্দশঃ ॥ ২৬৩॥ উপহিংসন্তি চান্যোঽন্যং ব্যাকুলাঃ শ্রমপীড়িতাঃ। নষ্টে শ্রৌতে তথা স্মার্ত্তে পরস্পর-হতাস্তদা ॥ ২৬৪॥ নির্ম্মর্য্যাদা নিষ্করুণা নিঃস্নেহা নিরপত্রপাঃ। গৃহদারাদি সন্ত্যজ্য হ্রস্বকাঃ পঞ্চ-বিংশতিঃ ॥ ২৬৫॥ হাহাভূতাশ্চরিষ্যন্তি বিষাদ-ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ। অনাবৃষ্টিহতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসৃজ্য দুঃখিতাঃ ॥ ২৬৬॥ প্রত্যন্তাংস্তা নিষেবন্তি হিত্বা জনপদান্ স্বকান্। সরিৎসাগর কূলাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতাংস্তথা ॥ ২৬৭॥ মাংসৈর্মূল-ফলৈশ্চৈব বর্ত্তয়ন্তি সুদুঃখিতাঃ। চীরপত্রাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৬৮॥ ধর্ম্মস্য বাসমাত্রঞ্চ শাল্বো ম্লেচ্ছো হনিষ্যতি। উত্তমাধমমধ্যাংশ্চ সর্ব্বমুচ্ছিদ্য ঘোরকৃৎ ॥ ২৬৯॥

করিবেন এবং শুক্রতীর্থে যাইয়া সমস্ত পাপক্ষালন করিবেন। ইহার পর তিন সহস্র বিংশতি বৎ-সরান্তে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব আরব্ধ হইবে। এই বিক্রমাদিত্য নবদুর্গার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহারই ফলে তাদৃশ সমৃদ্ধ রাজ্যাধিকার লাভ করিবেন এবং দীনজনের সবিশেষ সাহায্য করিবেন। ইহার পর এক লক্ষ একশত বৎসরে ও কিঞ্চিৎ অধিক কালান্তে শক নামে বিখ্যাত রাজা হইবেন। তিনি অনেকানেক দরিদ্রের দারিদ্র্য দুঃখ সম্পূর্ণ নিবারণ করিবেন। ইহার পর তিন সহস্র ছয়শত বৎসরান্তে মগধদেশে হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশে বুধ রাজার উদ্ভব হইবে। তিনি ভূতলে প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ধর্ম্মের পালন করিবেন। সেই মহাত্মা অনেকানেক সৎকার্য্য করিবেন। তিনি জ্যোতির্বিন্দু-প্রমুখ কোটি কোটি উগ্র পাষণ্ডকে সংহার করিবেন। চতুঃষষ্টি বৎসর যাবৎ সপ্তদ্বীপ শাসন করিয়া ভক্ত জনে নীয় যশ স্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। সমস্ত অবতারের মধ্যে তিনি সমধিক গুণবান্ বলিয়া ভক্তিবশে জনগণ তাঁহাকে সর্ব্বপাপহর বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ইহার পর চারি সহস্র চারিশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালান্তে চন্দ্রবংশে প্রমিতি নামে এক মহারাজ জন্মিবেন। সেই প্রমিতি বহু সেনার অধিপতি হইয়া কোটি কোটি ম্লেচ্ছ ও সমস্ত পাষণ্ডগণকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ বৈদিক সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে তাঁহার দেহত্যাগ হইবে। অতঃপর আবার কালক্রমে প্রজাগণ লোভাবিষ্ট হইয়া শঠতা ও ঘোর অধর্ম্মের আশ্রয় করিবে, এবং নানারূপে পীড়িত হইয়া দল বাঁধিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরস্পরের হিংসা করিতে থাকিবে। সুতরাং তখন প্রজাগণ শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। তখন শ্রৌত বা স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সম্যক্ বিলুপ্ত হইবে। প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল, নির্দ্দয়, স্নেহহীন ও নির্লজ্জ হইয়া পর-স্পর হিংসিত হইবে, এবং গৃহদারাদি পরিহারপূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে সবিষাদে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিবে। তখন তাহারা হ্রস্বকায় ও পঞ্চবিংশতি বৎসরজীবী হইবে। অনা-বৃষ্টি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া স্ব স্ব জীবিকা পরিহার-পূর্ব্বক দীনভাবে স্ব স্ব বাসস্থান জনপদ সকল ত্যাগ করিয়া প্রান্ত দেশসমূহে, সরিৎ সাগরাদির তীরে, ও পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে থাকিবে; এবং মাংস-ফল-মূলাদি দ্বারা অতিক্লেশে জীবন যাপন করিবে। তখন তাহারা নিষ্ক্রিয়, নিষ্পরিগ্রহ এবং চীর পত্র ও অজিন পরিধানে কালাতিপাত করিবে। ২৪৯—২৬৮। সেই সময়ে শাল্ব নামে কোন ঘোর-কর্ম্মা ম্লেচ্ছ, ধর্ম্মের আবাস সকলেরও উচ্ছেদ

ততস্তস্য বধার্থায় বিষ্ণুঃ সাক্ষাজ্জগৎপতিঃ। শম্ভলে বিষ্ণুযশসো ভূত্বা পুত্রো নৃপোত্তমঃ॥ ২৭০॥ দ্বিজোত্তমৈঃ পরিবৃতঃ শাল্বং তং সংহরিষ্যতি। কোটিশোহর্ব্বুদশঃ পাপান্নিহত্য চ নিখর্ব্বশঃ॥ ২৭১॥ পালয়িষ্যতি তং ধর্ম্মং সো ধর্ম্মঃ শ্রুতিপূর্ব্বকঃ॥ ২৭২॥ কৃত্বা পোতং ধর্ম্মরূপং সাধুনাং পরমেশ্বরঃ। গমিযাতি পরং লোকং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ॥ ২৭৩॥ ততঃ কৃতযুগং ভূয়ঃ প্রবর্ত্তিষ্যতি পার্থিব। আদ্যং কৃতযুগঞ্চান্যং তদন্যেভ্যো বিশিষ্যতে॥ ২৭৪॥ অষ্টাবিংশকলিশ্চৈব শেষঃ প্রাবর্ত্ত অন্ততঃ। ততঃ কৃতে সূর্য্যবংশঃ সোমবংশঃ প্রবৎস্যতি॥ ২৭৫॥ মরুরাজাচ্চ দেবাপেঃ শ্রুতদেবাচ্চ ব্রাহ্মণাঃ। ইতি চাতুর্যুগী রাজন্ ব্যবস্থা পরিবর্ত্ততে। চতুর্যুগে চ তে ধন্যা যে ভজন্তি হরাচ্যুতৌ॥ ২৭৬

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালকরন্ধমসংবাদে চতুর্য্যুগব্যবস্থাবর্ণনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

করিয়া ফেলিবে। তৎকালে উত্তম অধম মধ্যমাদি তারতম্যও থাকিবে না। রাজন্! অনন্তর সেই শাল্বের বধ-বিধানার্থ জগৎপতি বিষ্ণু শম্ভলদেশে বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত যাইয়া সেই শাল্বকে বিনাশ করিবেন। তিনি কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব পাপও সংহার করিয়া শ্রুতিমূলক ধর্ম্মকে সর্ব্বথা পালন করিবেন। সেই পরমেশ্বর বিবিধ সৎকার্য্য করিয়া সাধুগণের ত্রাণার্থ ধর্ম্মরূপ পোত প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিবেন। মহারাজ! ইহার পর আবার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে। অপরাপর সত্যযুগ হইতে আদিম সত্যযুগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। আর অষ্টাবিংশ কালিযুগই সকল কলিযুগের শেষ বলিয়া জানিবেন। ইহার পর আবার মরুরাজা দেবাপি ও শ্রুতদেব হইতে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও ব্রাহ্মণবংশের বিস্তার হইতে থাকিবে। মহারাজ! যুগ-চতুষ্টয়ের এইরূপই ব্যবস্থা। এই চার যুগে তাহারাই ধন্য, যাহারা হরির ও হরের ভজনা করে। ২৬৯—২৭৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪০।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

করন্ধম উবাচ। কেচিচ্ছিবং সমাশ্রিত্য বিষ্ণুমাশ্রিত্য বেধসম্। বর্ণয়ন্তি পরে মোক্ষং ত্বং তু কস্মাত্তু মন্যসে॥ ১॥ মহাকাল উবাচ। অপারবৈভবা দেবাস্ত্রয়োহপ্যেতে নরর্ষভ। যোগীন্দ্রাণামপি ত্বত্র চেতো মুহ্যতি কিং মম॥ ২॥ পুরা কিলৈবং মুনয়ো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। সন্দিহানাস্তঃশ্রেষ্ঠতায়াং ব্রহ্মলোকমুপাগমন্॥ ৩॥ তস্মিন্ ক্ষণে বিরিঞ্চোহপি শ্লোকং প্রহ্বোহব্রবীৎ কিল। অনন্তায় নমস্তস্মৈ যস্যান্তো নোপলভ্যতে॥ ৪॥ মহেশায় চ ভক্তে দ্বৌ কৃপাযেতাং সদা ময়ি। ততঃ শ্রেষ্ঠঞ্চ তং মত্বা ক্ষীরোদং মুনয়ো যযুঃ॥ ৫॥ তত্র যোগেশ্বরঃ শ্লোকং প্রবুধ্যন্নমুমব্রবীৎ। ব্রহ্মাণং সর্ব্বভূতেষু পরমং ব্রহ্মরূপিণম্॥ ৬॥ সদাশিবঞ্চ বন্দে তৌ ভবেতাং মঙ্গলায় মে। ততস্তে বিস্মিতা বিপ্রা অপসৃত্য যযুঃ পুনঃ॥ ৭॥ কৈলাসে দদৃশুঃ স্থাণুং বদন্তং গিরিজাং

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

করন্ধম কহিলেন,—কেহ কেহ শিবকে, কেহ বিষ্ণুকে এবং কেহ বা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষ লাভ হয়; এইরূপ বলেন। পরন্তু এবিষয়ে আপনি কি বলেন? মহাকাল কহিলেন,—হে নরবর! এই দেবতাত্রয়ের বৈভব অপার! ইহাদিগের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যোগীন্দ্রগণেরও মন মুগ্ধ হয়; আমার আর কথা কি? পুরাকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের মনে এই দেবত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। তাঁহারা ইহার নির্ণয় করণার্থ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মাও সেই সময়েই বিনতভাবে এই শ্লোকটী উচ্চারণ করেন যে, যাঁহার অন্ত নাই, আমি সেই অনন্তকে নমস্কার করি। আর মহেশ্বরকেও প্রণাম করিতেছি। ইহাঁরা দুই জনে এই ভক্তের প্রতি সতত কৃপা বিতরণ করুন। মুনিগণ ব্রহ্মার উচ্চারিত এই শ্লোক শুনিয়া অনন্তকে প্রধান মনে করিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন। সেখানে ভগবান্ যোগেশ্বর জাগরিত হইয়া এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন যে, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, আমি সেই ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মাকে এবং সদাশিবকে নমস্কার করি! ইহাঁরা দুজনে আমার মঙ্গল বিধান করুন। মুনিগণ ইহা শুনিয়া বিস্মিতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন

প্রতি। একাদশ্যাং প্রনৃত্যানি জাগরে বিষ্ণুসদ্মনি॥ ৮॥ সদা তপস্যাং চরামি প্রীত্যর্থং হরিবেধসোঃ। শ্রুত্বেতি চাপস্যন্ত্যেব খিন্নাস্তে মুনয়োঽব্রুবন্॥ ৯॥ যদ্বা দেবা ন সংযাতি পারং যে চ পরস্পরম্। তৎস্বষ্টস্বষ্টস্বষ্টেষু গণনা কাস্মদাদিষু॥ ১০॥ উত্তমাধমমধ্যত্বমমীষাং বর্ণয়ন্তি যে। অসত্যবাদিনঃ পাপাস্তে যান্তি নিরয়ং ধ্রুবম্॥ ১১॥ এবং তে নিশ্চয়ামাসুর্নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ। সত্যমেতচ্চ রাজেন্দ্র মমাপীদং মতং স্ফুটম্॥ ১২॥ জাপকানাং সহস্রাণি বৈষ্ণবানাং তথৈব চ। শৈবানাঞ্চ বিধিং বিষ্ণুং স্থাণুং চাপ্যস্বমুমুচন্॥ ১৩॥ তস্মাদ্ যস্য মনোরাগো যস্মিন্ দেবে ভবেৎ স্ফুটম্। স তং ভজেদ্বিপাপঃ স্যান্মমেদং মতমুত্তমম্॥ ১৪॥ করন্ধম উবাচ। কানি পাপানি বিপ্রেন্দ্র যৈস্তু সম্মূঢচেতসঃ। ন বেদেষু ন ধর্ম্মেষু রতিমাপদ্যতে মনঃ॥ ১৫॥ মহাকাল উবাচ। অধর্ম্মভেদা বিজ্ঞেয়াশ্চিত্তবৃত্তিপ্রভেদতঃ। স্থূলাঃ সূক্ষ্মা অসূক্ষ্মাশ্চ কোটিভেদৈরনেকশঃ॥ ১৬॥ তত্র যে পাপনিচয়াঃ স্থূলাঃ নরকহেতবঃ। তে সমাসেন কথ্যন্তে মনোবাক্কায়সাধনাঃ॥ ১৭॥ পরস্ত্রীদ্রব্যসঙ্কল্পশ্চেতসানিষ্টচিন্তনম্। অকার্য্যাভিনিবেশশ্চ চতুর্ধা কর্ম্ম মানসম্॥ ১৮॥ অনিবদ্ধপ্রলাপিত্বমসত্যং চাপ্রিয়ঞ্চ যৎ॥ পরাপবাদপৈশুন্যং চতুর্ধা কর্ম্ম বাচিকম্॥ ১৯॥ অভক্ষ্যভক্ষণং হিংসা মিথ্যা কামস্য সেবনম্॥ পরস্বানামুপাদানং চতুর্ধা কর্ম্ম কায়িকম্॥ ২০॥ ইত্যেতদ্দ্বাদশবিধং কর্ম্ম প্রোক্তং ত্রিসম্ভবম্। অস্য ভেদান্ পুনর্বক্ষ্যে যেষাং ফলমনন্তকম্॥ ২১॥ যে দ্বিষন্তি মহাদেবং সংসারার্ণবতারকম্। সুমহৎপাতকোপেতাস্তে যান্তি নরকাগ্নিষু॥ ২২॥ মহান্তি পাতকান্যাহুর্নিরন্তরফলানি ষট্। নাভিনন্দন্তি যে দৃষ্ট্বা শঙ্করং ন স্তুবন্তি যে॥ ২৩॥ যথেষ্টচেষ্টা নিঃশঙ্কাঃ সন্তিষ্ঠন্তি রমন্তি চ। উপচারবিনির্ম্মুক্তাঃ শিবস্য গুরুসন্নিধৌ॥ ২৪॥ শিবাচারং ন মন্যন্তে শিবভক্তান্ দ্বিষন্তি ষট্। গুরুমার্ত্তমশক্তং বা বিদেশপ্রস্থিতং তথা॥ ২৫॥

সেখানে দেখিলেন যে, শঙ্কর গিরিজাকে বলিতেছেন যে, একাদশী দিবসে আমি হরি ও ব্রহ্মার প্রীতি সাধন মানসে সতত বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া তপস্যা ও নৃত্য করিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া থাকি। মুনিগণ ইহা শুনিয়া খিন্নমনে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, যে দেবগণ নিজেরাও পরস্পর প্রাধান্য নিরূপণে অসমর্থ; তাঁহারা যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা হইতে যিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছি; সুতরাং সে তত্ত্বনির্ণয়ে আমাদিগের আর গণনা কোথায়? ফলতঃ যাহারা এই দেবত্রয়ের উত্তমাধমমধ্যমত্ব বর্ণনা করে, সেই অসত্যবাদী পাপীরা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। ১—১১। হে রাজেন্দ্র! নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; আমার মতেও এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সত্য বলিয়া বোধ হয়। শৈব, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম—সহস্র সহস্র জাপক ব্যক্তি শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার প্রসাদে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব যাহার যে দেবতায় অনুরাগ জন্মে, সে সেই দেবতার উপাসনা করিয়াই নিষ্পাপ হইতে পারে। ইহাই আমার মত। ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত। করন্ধম কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হইলে মূঢ় মানবের মন বেদে বা ধর্ম্মে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না, সেই পাপ কি কি? মহাকাল কহিলেন,—চিত্তবৃত্তির ভেদানুসারে অধর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে। উহা স্থূল-মধ্যম-সূক্ষ্ম ভেদে কোটি কোটি প্রকার। তন্মধ্যে যে সকল বাক্য-মনঃ-কায়জ স্থূল পাপ নরকের হেতু হয়, সংক্ষেপে তৎসমস্তের উল্লেখ করিতেছি। পরস্ত্রীসম্ভোগ, পরদ্রব্য-গ্রহণ, পরানিষ্ট-সাধন ও অকার্য্যকরণ-বিষয়ক সংকল্প, এই চারি প্রকার মানস পাপ। বৃথা বাক্যপ্রয়োগ, অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় কথন ও পরনিন্দা,—এই চারিটী বাচিক পাপ। অভক্ষ্য ভক্ষণ, হিংসা সাধন, বৃথা কাম সেবন ও পরধন গ্রহণ,—এই চারিটী কায়িক পাপ। এই দ্বাদশবিধ বাঙ্মনঃকায়জ পাপের উল্লেখ করিলাম। ইহাদিগের আবার অবান্তর ভেদ বলিতেছি; ফলতঃ উহা অনন্ত। ১২—২১। যাহারা সংসার-সাগরত্রাতা মহাদেবকে বিদ্বেষ করে, সেই মহাপাপীরা নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। অনন্তর যাহার ফল নিরন্তর ভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ছয়টী মহাপাতক কীর্ত্তিত হইতেছে। যাহারা শঙ্করকে দেখিয়া অভিনন্দন করে না, তাঁহার স্তব করে না, কিম্বা শিব সন্নিধানে নিঃশঙ্কভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া প্রীতি অনুভব করে, যাহারা শিবের বা গুরুর সমীপে কোন উপচার না লইয়া রিক্তহস্তে উপস্থিত হয়, যাহারা শৈব আচার মানে না কিম্বা শিবভক্তদিগকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই মহাপাতকী। গুরু, আর্ত্ত, অশক্ত,

অরিভিঃ পরিভূতং বা যস্ত্যজতি স পাপকৃৎ। তস্তার্য্যাপুত্রমিত্রেষু যশ্চাবজ্ঞাং করোতি বা॥ ২৬॥ ইত্যেতৎপাতকং জ্ঞেয়ং গুরুনিন্দাসমং মহৎ। ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরা পশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ॥ ২৭॥ মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ। ক্রোধাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাদ্ ব্রাহ্মণস্য বদন্তি যে॥ ২৮॥ মর্ম্মান্তিকং মহাদোষং ব্রহ্মঘ্নঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ। ব্রাহ্মণং যং সমাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্॥ ২৯॥ পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ স চ বৈ ব্রহ্মহা স্মৃতঃ। যশ্চ বিদ্যাভিমানেন নিস্তেজয়তি সদ্দ্বিজম্॥ ৩০॥ উদাসীনঃ সভামধ্যে ব্রহ্মহা স প্রকীর্ত্তিতঃ। মিথ্যাগুণৈঃ স্বমাত্মানং নয়ত্যুৎকর্ষতাং বলাৎ॥ ৩১॥ বিরুদ্ধং গুরুভিঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মঘ্নঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ। ক্ষুতৃষ্ণাতপ্তদেহানাং দ্বিজানাং ভোক্তুমিচ্ছতাম্॥ ৩২॥ যঃ সমাচরতে বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্। পিশুনঃ সর্ব্বলোকানাং ছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ॥ ৩৩॥ উদ্বেগজনঃ ক্রূরঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা স্মৃতঃ। গবাং তৃষাভিভূতানাং জলার্থমুপসর্পতাম্॥ ৩৪॥ যঃ সমাচরতে বিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্। পরদোষং পরিজ্ঞায় নৃপকর্ণে জপেত যঃ॥ ৩৫॥ পাপীয়ান্ পিশুনঃ ক্রূরস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্। ন্যায়েনোপার্জ্জিতং বিপ্রৈস্তদ্দ্রব্যহরণঞ্চ যৎ॥ ৩৬॥ ছদ্মনা বা বলাদ্বাপি ব্রহ্মহত্যাসমং মতম্। অধীত্য যশ্চ শাস্ত্রাণি পরিত্যজতি মূঢ়ধীঃ॥ ৩৭॥ সুরাপানসমং জ্ঞেয়ং জীবনার্থৈব বা পঠেৎ। অগ্নিহোত্রপরিত্যাগঃ পঞ্চযজ্ঞোপকর্ম্মণাম্॥৩৮॥ মাতৃপিতৃপরিত্যাগঃ কূটসাক্ষী সুহৃদ্বধঃ। অভক্ষ্যভক্ষণং বন্যজন্তূনাং কাম্যয়া বধঃ॥ ৩৯॥ গ্রামং বনং গবাবাসং যশ্চ ক্রোধেন দীপয়েৎ। ইতি ঘোরাণি পাপানি সুরাপানসমানি চ॥ ৪০॥ দীনসর্ব্বস্বহরণং নরস্ত্রীগজবাজিনাম্। গোভূরত্নসুবর্ণানামৌষধীনাং রসস্য চ॥ ৪১॥ চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীপট্টবাসসাম্। হস্তন্যাসাপহরণং রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্॥ ৪২॥ কন্যানাং বরযোগ্যানামদানং সদৃশে বরে। পুত্রমিত্রকলত্রেষু গমনং ভগিনীষু চ॥ ৪৩॥ কুমারীসাহসং ঘোরমন্ত্যজস্ত্রীনিষেবণম্। সবর্ণায়াশ্চ গমনং গুরুতল্পসমং স্মৃতম্॥ ৪৪॥ দ্বিজায়ার্থং প্রতিশ্রুত্য ন প্রযচ্ছতি যঃ পুনঃ। ন চ

বিদেশযাত্রী, কিম্বা শত্রু দ্বারা নিগৃহীত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান না করে সেও মহাপাপী। যাহারা গুরুর ভার্য্যা পুত্র ও মিত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আর যাহারা গুরুনিন্দা করে; ইহারা সকলেই মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, সুবর্ণচৌর ও গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি, আর যাহারা ইহাদিগের সহিত দীর্ঘকাল সংসর্গ করে;—তাহারা সকলেই মহাপাতকী। যাহারা ক্রোধ লোভ বা ভয়বশতঃ ব্রাহ্মণের দোষোল্লেখ করিয়া মর্ম্মান্তিক পীড়া উৎপাদন করে, তাহারাও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য। যে জন প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া পরে 'নাই' বলিয়া বিদায় দেয়, তাহাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। যে ব্যক্তি সভায় উদাসীন রূপে থাকিয়া বাদ-প্রতিবাদের কোন হেতু না থাকিলেও বিদ্যাভিমান বশে কোন সদ্ ব্রাহ্মণকে পরিভব দ্বারা নিস্তেজ করে, সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা গুণ খ্যাপন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ স্থাপন করে, কিম্বা গুরুজনের সহিত বিরুদ্ধ বাদে প্রবৃত্ত হয়, সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত। যে জন ক্ষুধা তৃষ্ণায় সন্তপ্ত ভোজনাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের ভোজন কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটায়, সাধুগণ তাহাকেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি খলস্বভাব, ক্রূরপ্রকৃতি, সকলের উদ্বেগজনক এবং সকলের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর; সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্ণীত। গো সকল তৃষ্ণাকাতর হইয়া জল-পানার্থ উদ্যম করিলে যে তাহাদিগের জলপানে ব্যাঘাত করে, তাহাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। যে ব্যক্তি খলতাবশে পরদোষ জানিতে পারিয়া তাহা রাজাকে জানায়, সেই ক্রূর পাপীকেও ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। বিপ্রগণ যাহা ন্যায়তঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, যদি কেহ ছলে-বলে তাহা অপহরণ করে, তবে তাহারও ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাতক হয়। যে মূঢ়, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে সেই শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলে কিম্বা জীবনধারণার্থ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহার সেই কর্ম্ম সুরাপান সম পাপজনক। অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ যজ্ঞ কর্ম্মের পরিত্যাগ, পিতৃমাতৃত্যাগ, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, সুহৃৎহত্যা, অভক্ষ্যভক্ষণ, বৃথা বন্য জন্তু সংহার, ক্রোধবশে গ্রাম বন ও গোগৃহে অগ্নিদান, এই সমস্ত ঘোর পাতক সুরাপান তুল্য। ২২—৪০। দীন জনের সর্ব্বস্ব হরণ, মনুষ্য, স্ত্রী, গজ, অশ্ব, গো, ভূমি, রত্ন, সুবর্ণ, ঔষধ, রস, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী, পট্টবস্ত্র, ও ন্যস্ত দ্রব্যের অপহরণ—স্বর্ণচৌর্য্য তুল্য। বিবাহ যোগ্যা কন্যার সদৃশ বরে বিবাহ না দেওয়া, পুত্রবধূ মিত্রপত্নী বা ভগিনীসঙ্গম কুমারীসঙ্গম, অন্ত্যজাগমন ও সবর্ণাগমন—গুরুপত্নীগমন তুল্য। ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত বিষয় দান,

স্মারয়তে বিপ্রং তুল্যং তদুপপাতকম্ ॥ ৪৫ ॥ অভিমানোঽতিকোপশ্চ দাম্ভিকত্বং কৃতঘ্নতা। অত্যন্তবিষয়াসক্তিঃ কার্পণ্যং শাঠ্যমৎসরম্ ॥ ৪৬ ॥ ভৃত্যানাঞ্চ পরিত্যাগঃ সাধুবন্ধুতপস্বিনাম্। গবাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ তাড়নম্ ॥ ৪৭ ॥ শিবাশ্রমতরূণাঞ্চ পুষ্পারামবিনাশনম্। অযাজ্যানাং যাজনঞ্চাপ্যযাচ্যানাঞ্চ যাচনম্ ॥ ৪৮ ॥ যজ্ঞারামতড়াগাদিদারাপত্যস্য বিক্রয়ঃ। তীর্থযাত্রোপবাসানাং ব্রতায়তনকর্ম্মণাম্ ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রীধনান্যুপজীবন্তি স্ত্রীভিরত্যন্তনির্জ্জিতাঃ। অরক্ষণঞ্চ নারীণাং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্ ॥ ৫০ ॥ ঋণানামপ্রদানঞ্চ মিথ্যাবৃদ্ধ্যুপজীবনম্। নিন্দিতানাং ধনাদানং সাধ্বীকন্যোক্তিদূষণম্ ॥ ৫১ ॥ বিষমারণযন্ত্রাণাং প্রয়োগো মূলকর্ম্মণাম্। উচ্চাটনাভিচারাংশ্চ রাগবিদ্বেষণক্রিয়া ॥ ৫২ ॥ জিহ্বাকামোপভোগার্থং যস্যারম্ভঃ স্বকর্ম্মসু। মূল্যেনাধ্যাপয়েদ্‌যস্তু মূল্যেনাধীয়তে চ যে ॥ ৫৩ ॥ ব্রাত্যতা ব্রতসন্ত্যাগঃ সর্ব্বাহারনিষেবণম্। অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং শুষ্কতর্কাবলম্বনম্ ॥ ৫৪ ॥ দেবাগ্নিগুরুসাধূনাং নিন্দা গোব্রাহ্মণস্য চ। প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাজ্ঞাং মণ্ডলিনামপি ॥ ৫৫ ॥ উৎসন্নপিতৃদেবেজ্যাঃ স্বকর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে। দুঃশীলা নাস্তিকাঃ পাপা ন সদা সত্যবাদিনঃ ॥ ৫৬ ॥ পর্ব্বকালে দিবা চাপ্সু বিযোনৌ পশুযোনিষু। রজস্বলাস্বযোনৌ চ মৈথুনং যঃ সমাচরেৎ ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীপুত্রমিত্রসুহৃদামাশাচ্ছেদকরাশ্চ যে। জনস্যাপ্রিয়বক্তারঃ ক্রূরাঃ সময়ভেদিনঃ ॥ ৫৮ ॥ ভেত্তা তড়াগকূপানাং সংক্রমাণাং রসস্য চ। একপঙ্‌ক্তিস্থিতানাঞ্চ পাকভেদং করোতি যঃ ॥ ৫৯ ॥ ইত্যেতৈশ্চ নরাঃ পাপৈরুপপাতকিনঃ স্মৃতাঃ। যুক্তাস্তদূনকৈঃ পাপৈঃ পাপিনস্তান্নিবোধ মে ॥ ৬০ ॥ যে গোব্রাহ্মণকন্যানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাম্। অন্তরং যান্তি কার্য্যেষু তে স্মৃতাঃ পাপিনো নরাঃ ॥ ৬১ ॥ পরশ্রিয়াভিতপ্যন্তে হীনাং সেবন্তি যে স্ত্রিয়াম্। পক্ক্যার্থং যে ন কুর্ব্বন্তি দানযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৬২ ॥ গোষ্ঠাগ্নিজলরথ্যাসু তরুচ্ছায়ানগেষু চ। ত্যজন্তি যে পুরীষাদ্যমারামায়তনেষু চ ॥ ৬৩ ॥ গীতবাদ্যরতা নিত্যা মত্তাঃ কিলকিলাপরাঃ। কূটবেষক্রিয়াচারাঃ কূটসংব্যবহারিণঃ ॥ ৬৪ ॥ কূটশাসনকর্ত্তারঃ কূটযুদ্ধকরাশ্চ যে। নির্দ্দয়োঽতীব ভৃত্যেষু পশূনাং

কিম্বা তদ্বিষয় না দেওয়ার জন্য তাহার নিকট বিনয় না করিলে উপপাতক হইয়া থাকে। অভিমান, অতিক্রোধ, দাম্ভিকত্ব, কৃতঘ্নতা, বিষয়ে অত্যাসক্তি, কৃপণতা, শঠতা, পরস্ত্রীকাতরতা, পোষ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ, সাধু বন্ধু তপস্বী গো স্ত্রী ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকে প্রহার করা, শৈব আশ্রমের বৃক্ষ বা উপবন বিনাশ, অযাজ্যযাজন, অযাচ্য ব্যক্তির নিকট যাচন, উপবন তড়াগ স্ত্রী পুত্র দেবালয় ও যজ্ঞ তীর্থযাত্রা উপবাস ও ব্রতাদি পুণ্যকার্য্যের বিক্রয়, স্ত্রীধন উপজীব্য করা, নিতান্ত স্ত্রীবাধ্য হওয়া, নারীগণের রক্ষা না করা, মদ্যপায়িনী রমণীর সহবাস, ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা, মিথ্যা বাক্য বা বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা, হীন জনের ধন গ্রহণ, সাধ্বী রমণী বা কুমারীর মিথ্যা ব্যাভিচার কীর্ত্তন, বিষ মারণযন্ত্র ও বশীকরণ প্রয়োগ, বিদ্বেষণ উচ্চাটন ও অভিচার কার্য্য, স্বীয় রসনার তৃপ্তিসাধক ও কামভোগার্থক কর্ম্মানুষ্ঠান, মূল্য দিয়া অধ্যয়ন বা মূল্য লইয়া অধ্যাপন, ব্রাত্যভাব, ব্রতত্যাগ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার-রাহিত্য, অসৎ শাস্ত্রানুশীলন, শুষ্কতর্ক করা এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দেবতা অগ্নি গুরু গো ব্রাহ্মণ রাজা কিম্বা গোষ্ঠীপতির নিন্দা করা, উপপাতক বলিয়া অভিহিত হয়। যাহারা পিতৃদেবার্চ্চন করে না, যাহারা স্বকুলোচিত কর্ম্মত্যাগী, যাহারা দুঃশীল, নাস্তিক, পাষণ্ড বা অসত্যবাদী, যাহারা পর্ব্বকালে দিবসে জলে অযোনিতে নিষিদ্ধ যোনিতে পশুযোনিতে বা রজস্বলাযোনিতে মৈথুন করে, যাহারা স্ত্রী পুত্র সুহৃদ্ মিত্রাদির আশা ভঙ্গ করে, যাহারা সাধারণের অপ্রিয়ভাষী, ক্রূর বা শপথভঙ্গকারী, কূপ তড়াগাদির জলদূষক বা অবতরণপথনাশক; আর যাহারা পৃথক্ ভোজ্য প্রদান দ্বারা এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদ কল্পনা করে, তাহারা সেই সকল পাপের জন্য উপপাতকী হইয়া থাকে। যাহারা এতদপেক্ষায় অল্প পাতকসম্পন্ন, এক্ষণে তাহাদিগের বিবরণ শুন। ৪১—৬০। যাহারা গো ব্রাহ্মণ কন্যা প্রভু বন্ধু বা তপস্বীর প্রতি অসম ব্যবহার করে, যাহারা পরস্ত্রী-কাতর বা হীননারী-সঙ্গকারী, যাহারা শক্তি থাকিতেও দান যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করে, যাহারা গোষ্ঠ অগ্নি জল পথ পর্ব্বত উপবন দেবালয় বা তরুতলাদিতে মলমূত্র ত্যাগ করে, যাহারা বৃথা গীত বাদ্যাদি দ্বারা বা মাদক দ্রব্য সেবনাদি দ্বারা গোলমাল করিয়া কাল কাটায়, যাহারা কপট বেশ কপট কর্ম্ম বা কপট ব্যবহারকারী, যাহারা কূট শাসনলিপি বা কূট যুদ্ধ করে, যাহারা পশু ভৃত্যাদির

দমনশ্চ যঃ ॥ ৬৫ ॥ মিথ্যাপ্রসাদিতো বাক্যমাকর্ণয়তি যঃ শনৈঃ। চপলশ্চাপি মায়াবী শঠো মিথ্যাবিনীতকঃ ॥ ৬৬ ॥ যো ভার্য্যাপুত্রমিত্রাণি বালবৃদ্ধকৃশাতুরান্। ভৃত্যানতিথি বন্ধূংশ্চ ত্যক্তাশ্নাতি বুভুক্ষিতান্ ॥ ৬৭ ॥ যঃ স্বয়ং মৃষ্টমশ্নাতি বিপ্রায়ান্যৎ প্রযচ্ছতি। বৃথাপাকঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবাদি-বিগর্হিতঃ ॥ ৬৮ ॥ নিয়মান্ স্বযমাদায় যে ত্যজন্ত্য-জিতেন্দ্রিয়াঃ। যে তাড়য়ন্তি গাং নিত্যং বাহযন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬৯ ॥ দুর্ব্বলান্নৈব পুঞ্চন্তি প্রনষ্টার্থা দ্বিষন্তি চ। পীড়যন্ত্যভিচারেণ সক্ষতান্ বাহয়ন্তি চ ॥ ৭০ ॥ তেষামদত্বা চাশ্নন্তি চিকিৎসন্তি ন রোগিণঃ। অজাবিকো মাহিষিকঃ সমুদ্রী বৃষলীপতিঃ ॥ ৭১ ॥ হীনবর্ণাশ্রবৃত্তিশ্চ বৈদ্যো ধর্ম্মধ্বজী চ যঃ। যশ্চ শাস্ত্রমতিক্রম্য স্বেচ্ছয়ৈবাহরেৎ করম্ ॥ ৭২ ॥ সদা দণ্ডরুচির্যশ্চ যো বা দণ্ডরুচির্ন হি। উৎকোচকৈ-রধিকৃতৈস্তস্করৈশ্চ প্রপীড্যতে ॥ ৭৩ ॥ যস্য রাজ্ঞঃ প্রজা রাষ্ট্রে পচ্যতে নরকেষু সঃ। অচৌরং চৌরবৎ পশ্যেচ্চৌরং বাচৌররূপিণম্ ॥ ৭৪ ॥ আলস্যোপহতো রাজা ব্যসনী নরকং ব্রজেৎ। এবমাদীনি চান্যানি পাপান্যাহুঃ পুরাবিদঃ ॥ ৭৫ ॥ যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপি সর্ষপমাত্রকম্। অপহৃত্য নরঃ পাপো নারকী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমাদ্যৈর্নরঃ পাপৈরুৎক্রান্তেঃ সমনন্তরম্। শরীরং যাতনার্থায় পূর্ব্বাকারমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥ তস্মাত্রিবিধমপ্যেতন্নারকীয়ং বিবর্জ্জয়েৎ। সদাশিবঞ্চ শরণং ব্রজেৎ সচ্ছ্রদ্ধয়া যুতঃ ॥ ৭৮ ॥ নম-স্কারঃ স্তুতিঃ পূজা নামসঙ্কীর্ত্তনং তথা। সম্পর্কাৎ কৌতুকাল্লোভান্ন তস্য বিফলং ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ করন্ধম উবাচ। সঙ্ক্ষেপাচ্ছিবপূজায়া বিধানং বক্তুমর্হসি। কৃতেন যেন মনুজঃ শিবপূজাফলং লভেৎ ॥ ৮০ ॥ মহাকাল উবাচ। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে শঙ্করং সর্ব্বদা ভজেৎ। দর্শনাৎ স্পর্শনান্মর্ত্ত্যঃ কৃতকৃত্যো ভবেৎস্ফুটম্ ॥ ৮১ ॥ আদৌ স্নানং প্রকুর্ব্বীত ভস্মস্নানমথাপি বা আপদ্গতঃ কণ্ঠস্নানং মন্ত্রস্নান-

প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে, যাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াও কপটতা করিয়া সন্তুষ্টের ন্যায় লোকের কথার অনুবর্ত্তন করে, যাহারা চপল মায়াবী শঠ ও মিথ্যা বিনয়ী, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত পত্নী পুত্র মিত্র বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বল রোগী ভৃত্য অতিথি বান্ধবদিগকে ফেলিয়া স্বয়ং ভোজন করে, ব্রাহ্মণকে অপর দ্রব্য দিয়া যে স্বয়ং উত্তম দ্রব্য ভোজন করে, সেই ব্রহ্মজ্ঞজননিন্দিত বৃথাপাক ব্যক্তি; আর যে সকল অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করে; যাহারা নিয়ত গোগণকে তাড়ন ও গোগণ দ্বারা ভারবাহন করায়, যাহারা দুর্ব্বলকে পোষণ করে না, ক্ষতযুক্ত পশু দ্বারা ভার বহন করায়, কাহারও দ্বারা হানি হইলে তাহাকে নিয়ত বিদ্বেষ করে এবং অভিচার দ্বারা পীড়িত করে, পোষ্যদিগকে খাদ্য দান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, কিম্বা পোষ্য রোগীর যোগ্য চিকিৎসা না করায়; যাহারা ছাগ মেষ মহিষ পোষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তপ্ত মুদ্রাদি চিহ্ন ধারণ করে, যে বৃষলীপতি, যে জন হীন বর্ণের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে জন চিকিৎসাজীবী বা ধার্ম্মিক ভাণকারী, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথেচ্ছ কর গ্রহণ করে, যে জন সতত দণ্ডপ্রিয় কিম্বা যে দণ্ডের একান্ত বিরোধী, যে রাজার রাজ্যে প্রজাবর্গ উৎকোচগ্রাহী রাজপুরুষ ও তস্কর দ্বারা উৎপীড়িত হয়; ইহারা সকলেই পাতকী এবং পাপ-ফলে নরকভাগী হইয়া থাকে। যে রাজা চোরকে সাধু এবং সাধুকে চোর মনে করেন কিম্বা যিনি আলস্যবশীভূত, বা ব্যসনাসক্ত, তাঁহাকেও নরকে যাইতে হয়। পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ আরও নানা-বিধ পাপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৬১—৭৫। পরদ্রব্য যেরূপই হউক না কেন, সর্ষপ পরিমাণও অপহরণ করিলে মানব সেই পাপে নরকগামী হয়। ইহাতে সংশয় নাই। নরগণ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর যাতনাভোগার্থ পূর্ব্ব দেহের ন্যায় অপর একটী শরীর প্রাপ্ত হয়। অতএব উক্ত নরকসাধক ত্রিবিধ পাপ কর্ম্মই পরিহার করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে সদাশিবের শরণাপন্ন হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রসঙ্গক্রমে, কৌতুকবশে বা লোভেও যদি সেই শিবের নমস্কার স্তুতি পূজা বা নাম সংকীর্ত্তন করা যায়, তাহাও বিফল হয় না। ৭৬—৭৯। করন্ধম কহিলেন,—আপনি এক্ষণে সংক্ষেপে এমন শিব-পূজা-বিধান বলুন, যাহার অনুষ্ঠানে মানব সম্যক্ শিবপূজা-ফল পাইতে পারে। মহাকাল কহিলেন,—মানব প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন—তিনকালেই শঙ্করের ভজনা করিবে। শঙ্করের দর্শনে ও স্পর্শনে মানব সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ স্নান করিবে। আর কোন বিপদাপদের জন্য সর্ব্বাঙ্গমজ্জনরূপ স্নানে অশক্ত হইলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত অবগাহন কিম্বা ভস্মস্নান বা মন্ত্রস্নান করা

মথাপি বা ॥ ৮২ ॥ আবিকং পরিদধ্যাচ্চ ততো বাসঃ সিতঞ্চ বা। ধাতুরক্তমথো নব্যং মলিনং সন্ধিতং ন চ ॥ ৮৩ ॥ উত্তরীয়ঞ্চ সন্দধ্যাদ্বিনা তন্নিষ্ফলার্চ্চনম্। ভস্মত্রিপুণ্ড্রধারী চ ললাটে হৃদি চাংসয়োঃ ॥ ৮৪ ॥ পূজয়েদ্যো মহাদেবং প্রীতঃ পশ্যতি তং মুহুঃ। সর্ব্বদোষান্ বহিঃ ক্ষিপ্য শিবায়তনমাবিশেৎ ॥ ৮৫ ॥ প্রবিশ্য চ প্রণম্যেশং ততো গর্ভগৃহং বিশেৎ। পাণী প্রক্ষাল্য তচ্চিত্তো নির্ম্মাল্যমবরোপয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ যেন রুদ্রায়নে ভক্ত্যা কুরুতে মার্জ্জনক্রিয়াম্। তস্মান্মার্জ্জয়তে হ্যেবং স্থাণুনৈতৎ পরস্পরম্ ॥ ৮৭ ॥ রুদ্রভক্ত্যা চ সস্থিতৈর্ম্মালিন্যং মার্জ্জয়েত্ততঃ। ভক্তির্দেবস্য তিষ্ঠেন্ন মালিন্যং মার্জ্জতঃ সদা ॥ ৮৮ ॥ গড়ুকান্ পূরয়েৎ পশ্চান্নির্ম্মলেন জলেন বৈ। গড়ুকাস্ত সমাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ শুভদর্শনাঃ ॥ ৮৯ ॥ নিব্রণাঃ সৌম্যরূপাশ্চ সর্ব্বে চোদকপূরিতাঃ। বস্ত্রপূতজলৈঃ পূর্ণা গন্ধধূপৈশ্চ বাসিতাঃ ॥ ৯০ ॥ ক্ষালিতাঃ পূরিতা নীতাঃ ষডক্ষরজপেন চ। গড়ুকাষ্টশতং কুর্য্যাদথবাপ্যষ্টবিংশতিঃ ॥ ৯১ ॥ অষ্টাদশাপি চতুরস্ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ। পয়ো দধি ঘৃতঞ্চৈব ক্ষৌদ্রমিক্ষুরসং তথা ॥ ৯২ ॥ এবং সর্ব্বঞ্চ তদ্দ্রব্যং বামতঃ সন্ন্যসেত্তবাৎ। ততো বহির্বিনিষ্ক্রম্য পূজয়েৎ প্রতিহারকান্ ॥ ৯৩ ॥ সর্ব্বেষাং বাচকা মন্ত্রাঃ কথ্যন্তেহতঃ পরং ক্রমাৎ ॥ ৯৪ ॥ "ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ। ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ওঁ গং গুরুভ্যো নমঃ। ইতি আকাশে। ওঁ কৌং কুলদেব্যৈ নমঃ। ওঁ নন্দিনে নমঃ। ওঁ মহাকালায় নমঃ। ওঁ ধাত্রে বিধাত্রে নমঃ।" তত প্রবিশ্য লিঙ্গাচ্চ কিঞ্চিদ্দক্ষিণতঃ শুচিঃ। উদঙ্মুখঃ ক্ষণং ধ্যায়েৎ সমকায়াসনস্থিতঃ ॥ ৯৫ ॥ দর্ভাদিভিঃ পরিবৃতং মধ্যপদ্মার্কমণ্ডলম্। সোমমণ্ডলমধ্যস্থং ধ্যায়েদ্বৈ বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৯৬ ॥ তন্মধ্যে বিশ্বরূপঞ্চ বামাদ্যষ্টাদিশক্তিকম্। পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষিতম্ ॥ ৯৭ ॥ বামাঙ্কগিরিজং দেবং ধ্যায়েৎ সিদ্ধৈঃ স্তুতং মুহুঃ। ততঃ পূর্ব্বং প্রদদ্যাচ্চ পাদ্যার্ঘং শম্ভবে নৃপ ॥ ৯৮ ॥ পানীয়মক্ষতা দর্ভা গন্ধপুষ্পং সসর্পিষম্। ক্ষীরং দধি মধু পুনর্নবাঙ্গোহর্ঘেঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৯ ॥ ততঃ শ্রদ্ধার্দ্রচিত্তস্য স্নানং লিঙ্গস্য চাচরেৎ। গৃহীত্বা গড়ুকং পূর্ব্বং মলস্নানং সমাচরেৎ ॥ ১০০ ॥ অর্দ্ধেন স্নাপয়েৎ পূর্ব্বং কুর্য্যাচ্চ মলঘর্ষণম্। সর্ব্বেণ স্নাপয়েৎ পশ্চাৎ

কর্ত্তব্য। • পরে মেষলোমজ নূতন শ্বেত বা গৈরিকাদিরঞ্জিত বসন পরিধান করিবে। মলিন বা সেলাই করা বস্ত্র ধারণ করিতে নাই। পরে উত্তরীয় ধারণ করিবে। উত্তরীয় ধারণ না করিয়া অর্চ্চনাদি কার্য্য করিলে তাহা বিফল হয়। যে ব্যক্তি প্রীতমনে ললাটে হৃদয়ে ও অংসদ্বয়ে ভস্মত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শঙ্করের অর্চ্চনা করে, সে অল্পকালে তদীয় দর্শনলাভে সক্ষম হয়। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দোষ সকল পরিহার করিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করিবে। পরে শঙ্করকে প্রণাম করিয়া অভ্যন্তর-গৃহে প্রবিষ্ট হবে। পরে করদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তন্মনা হইয়া নির্ম্মাল্যাপসারণ করিবে। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক শিবগৃহের মার্জ্জন করে, পরকালে শঙ্করও তাহার পাপরাশি মার্জ্জন করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তিসহকারে শিবমন্দির মার্জ্জন করিবে। ইহাতে মানবের শঙ্করে চিরস্থায়িনী ভক্তি হয় এবং পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। তারপর কমণ্ডলু সকল প্রক্ষালনপূর্ব্বক বস্ত্রপূত নির্ম্মল জলে ষডক্ষর মন্ত্রোচ্চারণসহকারে পূরণ করিবে। কমণ্ডলু সকল দেখিতে সুশ্রী একাকার ও নির্গুত হওয়া আবশ্যক। উহা আবার গন্ধ ও ধূপ দ্বারা সুবাসিত করিবে। অষ্টোত্তর শত, অষ্টাবিংশতি, অষ্টাদশ বা অন্ততঃ চারিটী কমণ্ডলু করা আবশ্যক। ইহার ন্যূন করিবে না। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, ইক্ষুরসাদি দ্রব্য শিবের বামদিকে স্থাপন করিবে। অতঃপর বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রতীহারগণকে অর্চ্চনা করিবে। ইহাদিগের মন্ত্র সকল বলিতেছি। ৮০—৯৪। মন্ত্র সকল মূলে " " চিহ্নমধ্যে দ্রষ্টব্য। পরে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া লিঙ্গের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখে ঋজুকায়ে আসনে বসিয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিবে। যথা—প্রথমে দর্ভাদিসমাকীর্ণ পদ্মমধ্যে অর্ক মণ্ডল, তন্মধ্যে সোমমণ্ডল ও তন্মধ্যে বহ্নিমণ্ডল ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে বামাদি অষ্টশক্তি সমাবৃত, পঞ্চানন, ত্রিনেত্র, দশবাহু, চন্দ্রশেখর, বিশ্বরূপের ধ্যান করিবে। তাঁহার বামক্রোড়ে গিরিজা দেবী বিরাজমানা এবং তিনি সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইতেছেন। এইরূপ ধ্যানান্তে প্রথমতঃ পাদ্য দান করিবে। রাজন্! অতঃপর পানীয়, অক্ষত, দর্ভ, গন্ধ, পুষ্প, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও মধু;—এই নয়টী দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া তাহা দান করিবে। পরে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে কমণ্ডলু-জলে মল নিরসনার্থ স্নান করাইবে। প্রথমতঃ কমণ্ডলুর অর্দ্ধভাগ জল ঢালিয়া মলঘর্ষণান্তে অবশিষ্ট

পূজয়েৎ স্নাপয়েত্ততঃ ॥ ১০১ ॥ প্রণম্য চ ততো ভক্ত্যা স্নাপয়েন্মূলমন্ত্রতঃ। ওঁ হুং বিশ্বমূর্ত্তয়ে শিবায় নমঃ। ইতি দ্বাদশাক্ষরো মূলমন্ত্রঃ ॥ ১০২ ॥ বারি-ক্ষীরদধিক্ষৌদ্রঘৃতেনেক্ষুরসেন চ। স্নাপয়েন্মূলমন্ত্রেণ জলধূপার্চ্চনাৎ পৃথক্ ॥ ১০৩ ॥ গড়ুকৈঃ স্নাপয়েৎ সর্ব্বৈঃ স্নাতং গন্ধৈর্বিরূক্ষয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ বিরূক্ষিতং ততঃ স্নাপ্য শ্রীখণ্ডেন বিলেপয়েৎ। পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিধিনা যেন তচ্ছৃণু ॥ ১০৫ ॥ "আগ্নেয়পাদে, ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। নৈর্ঋতকে, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বায়ব্যে, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ঈশানপাদে, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। পূর্ব্বপাদে, ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। দক্ষিণে, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। পশ্চিমে, ওঁ অবৈ-রাগ্যায় নমঃ। উত্তরে, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অর্কমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বামাজ্যেষ্ঠাদিপঞ্চমন্ত্রশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ পরমপ্রকৃত্যৈ দেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঈশানতৎপুরু-ষাঘোরবামদেব-সদ্যোজাত-পঞ্চবক্ত্রায় রুদ্রসাধ্য-বস্বাদিত্যবিশ্বেদেবাদিদেববিশ্বরূপায় অণ্ডজস্বেদজো-দ্ভিজ্জজরায়ুজরূপস্থাবরজঙ্গমমূর্ত্তয়ে পরমেশ্বরায় ওঁ হুং বিশ্বমূর্ত্তয়ে শিবায় নমস্ত্রিশূলধনুঃখট্বাঙ্গকপালদণ্ড-কুঠারেভ্যঃ ॥ ১০৬ ॥ ততো জলাধারমুখে চণ্ডী-শ্বরায় নমঃ।" এবং সম্পূজ্য বিধিবত্ততোহর্ঘ্যং সন্নিবেশয়েৎ ॥ ১০৭ ॥ পানীয়মক্ষতাঃ পুষ্পমেতৈ-র্যুক্তং ফলোত্তমৈঃ। গৃহাণার্ঘ্যং মহাদেব পূজা-সম্পূর্ত্তিহেতবে ॥ ১০৮ ॥ অর্ঘ্যাদনন্তরং শম্ভুঃ পূজয়েদ্বসুপূজয়া। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং ক্রমাৎ পশ্চান্নিবেদয়েৎ ॥ ১০৯ ॥ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়েত্তত্র ততো নীরাজনং চরেৎ। ভ্রাময়েদ্দেবদেবস্য শঙ্খবাদিত্র-নিঃস্বনৈঃ ॥ ১১০ ॥ নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেদ্দেব-দেবস্য শূলিনঃ। স মুচ্যেৎ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ কিং পুনর্যঃ করিষ্যতি ॥ ১১১ ॥ নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ অলীকমপি যশ্চরেৎ। তস্য তুষ্যেদনন্তং হি গীত-বাদ্যফলং যতঃ ॥ ১১২ ॥ স্তোত্রৈস্ততশ্চ সংস্তূয় দণ্ডবৎপ্রণমেদ্ভুবি। ক্ষমাপয়েচ্চ দেবেশং সুকৃতং কুকৃতং ক্ষম ॥ ১১৩ ॥ য এবং যজতে রুদ্রমস্মিন্ লিঙ্গে বিশেষতঃ। পিতরং পিতামহং চৈব তথৈব প্রপিতা-মহম্ ॥ ১১৪ ॥ সর্ব্বাৎ পাপাৎ সমুত্তার্য্য রুদ্রলোকে বসেচ্চিরম্। এবং মাহেশ্বরো ভূত্বা সদাচারব্রত-স্থিতঃ ॥ ১১৫ ॥ পশুপাশবিমোক্ষার্থং পূজয়েত্তন্মনা যদি। য এবং যজতে রুদ্রং তেনৈতত্তর্পিতং জগৎ ॥ ১১৬ ॥ কিন্ত্বেতৎ সফলং রাজন্নাচারং যো ন লঙ্ঘয়েৎ। আচারাৎ ফলতে ধর্ম্মো হ্যাচারাৎ স্বর্গ-মশ্নুতে ॥ ১১৭ ॥ আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারো

জল ঢালিয়া দিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া মূলোক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ জল দুগ্ধ দধি মধু ঘৃত ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইবে। এই সময়ে একবার ধূপ দেওয়া আবশ্যক আর সর্ব্বশেষে একবার জলদ্বারাও স্নান করান কর্ত্তব্য। যতগুলি কমণ্ডলু থাকে, সমস্তগুলি দ্বারাই স্নান করাইবে। পরে গন্ধম্রক্ষণ করিয়া পুনরায় আবার স্নান করা-ইবে। পরে আবার শ্রীখণ্ড চন্দন দ্বারা বিলেপিত করিবে। তারপর বিবিধ পুষ্প দ্বারা মূলোক্ত " " চিহ্নান্তর্গত বিধানে পূজা করিবে। অতঃপর যথাবিধি অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। অর্ঘ্যদান মন্ত্র যথা,—হে মহাদেব! জল অক্ষত পুষ্প ফলযুক্ত এই উত্তম অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন; যাহাতে মৎকৃত পূজা সম্পূর্ণ হয়, তাহা করুন! ৯৫—১০৮। ইহার পর সমর্থ হইলে অপর বিবিধ উপচার দান করিবে। পরে যথাক্রমে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, দান করিয়া ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক নীরাজন-দ্রব্য সকল ভ্রামিত করিয়া নীরাজন করিবে। এই সময়ে শঙ্খ ও অপরাপর বাদ্য বাজাইতে হয়। শঙ্করের নীরাজন যে করে তাহার কথা কি?—যে দেখে সেও সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। এ সময়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য করিলেও শঙ্কর তৎপ্রতি সমধিক পরিতুষ্ট হন; যেহেতু গীত-বাদ্যাদির ফল অনন্ত। পরে বিবিধ স্তুতিবচনে স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে "হে প্রভো! আমার সুকৃত কুকৃত সমস্ত ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে। যে জন এই বিধান মত অন্যলিঙ্গে—বিশেষতঃ এই লিঙ্গে ভগবান্ শঙ্করের অর্চ্চনা করে, সে তদীয় পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে সর্ব্বপাপ হইতে মোচিত করিয়া চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিতে পারে। মানব পশুপাশ মোচনার্থ মাহেশ্বর ব্রতাবলম্বনে সদাচারে থাকিয়া তদ্গত চিত্তে এই বিধানে শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে তৎকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ তর্পিত হয়। পরন্তু রাজন্! যে জন আচার প্রতিপালন করিয়া এই বিধানে অর্চ্চনা করে, তাহারই উক্ত ফললাভ হয়। আচার পালনেই ধর্ম্মের ফল লাভ হয়, আচারেই স্বর্গবাস ঘটে;

হন্ত্যলক্ষণম্। যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে॥ ১১৮॥ ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে। তস্য কিঞ্চিৎসমুদ্দেশং বক্ষ্যে তং শৃণু পার্থিব॥ ১১৯॥ ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা। তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥ ১২০॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপি চিন্তয়েৎ। সমুত্থায় তথাচম্য দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥১২১॥ সন্ধ্যামুপাসীত বুধঃ সংশান্তঃ প্রয়তঃ শুচিঃ। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্॥ ১২২॥ উপাসীত যথান্যায় নৈনাং জহ্যাদনাপাদি। বর্জ্জয়েদনৃতং চাসৎপ্রলাপং পরুষং তথা॥ ১২৩॥ অসৎসেবাং হ্যসদ্বাদং হ্যসচ্ছাস্ত্রং চ পার্থিব। আদর্শদর্শনং দন্তধাবনং কেশসাধনম্॥ ১২৪॥ দেবার্চ্চনং চ পূর্ব্বাহ্নে কার্য্যাণ্যাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ। পালাশমাসনং চৈব পাদুকে দন্তধাবনম্। বর্জ্জয়েদাসনং চৈব পদা নাকর্ষয়েদ্বুধঃ॥ ১২৫॥ জলমগ্নিং চ নিনয়েদ্যুগপন্ন বিচক্ষণঃ॥ ১২৬॥ পাদৌ প্রসারয়েন্নৈব গুরুদেবাগ্নিসম্মুখৌ। চতুষ্পথং চৈত্যতরুং দেবাগারং তথা যতিম্॥ ১২৭॥ বিদ্যাধিকং গুরুং বৃদ্ধং কুর্য্যাদেতান্ প্রদক্ষিণান্॥১২৮॥ আহারনীহারবিহারয়োগাঃ সুসংবৃতা ধর্ম্মবিদাত্মকার্য্যাঃ। বাগ্বুদ্ধিবীর্য্যাণি তপস্তথৈব বার্ত্তায়ুষী গুপ্ততমে চ কার্য্যে॥ ১২৯॥ উভে মূত্রপুরীষে তু দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ হ্যেবমায়ুর্ন রিষ্যতে॥ ১৩০॥ প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যং চ প্রতি গাং ব্রতিনং প্রতি। প্রতি সোমোদকং সন্ধ্যাং প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ॥ ১৩১॥ ভোজনে শয়নে স্নানে উৎসর্গে মলমূত্রয়োঃ। রথ্যাচঙ্ক্রমণে চার্দ্রপঞ্চকশ্চামেৎ সদা॥ ১৩২॥ ন নদ্যাং মেহনং কুর্য্যান্ন শ্মশানে ন ভস্মনি। ন গোময়ে ন কৃষ্টে চ নৈবালূনে ন শাদ্বলে। উদ্ধৃতাভিস্তথাদ্ভিশ্চ শৌচং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। অন্তর্জ্জলাদ্দেবকুলাদ্বল্মীকান্মূষকস্থলাৎ॥ ১৩৪॥ অপবিদ্ধাপশৌচাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ। গন্ধলেপাপহরণং শৌচং কুর্য্যাত্তথা বুধঃ॥ ১৩৫॥ নাত্মানং তাড়য়েন্নৈব দদ্যাদ্দুঃখেভ্য এব চ। উভাভ্যামপি পাণিভ্যাং কণ্ডুয়েন্নাত্মনঃ

আচারেই আয়ু লাভ হয়, আচারেই দুর্লক্ষণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সদাচার লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞ দান তপস্যাদি যাহা কিছু সৎকার্য্য করা যায়, তাহা মানবের মঙ্গলসাধক হয় না। রাজন! সেই সদাচার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।১০৬—১১৯। গৃহস্থমাত্রেরই ধর্ম্মার্থ-কাম সাধনে যত্ন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থ ইহ পরকালে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের চিন্তা করিবে। পরে উত্থানান্তে আচমন দন্তধাবনাদি করিয়া শান্ত সংযত চিত্তে শুচি ভাবে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে এবং সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্য থাকিতেই করিতে হয়। আপৎ কাল ব্যতীত কদাচ সন্ধ্যাবাধ করিবে না। মিথ্যাবাক্য, অসদালাপ, পরুষভাষণ, অসৎসেবা, অসৎতর্ক ও অসৎ শাস্ত্রানুশীলন বর্জ্জন করিবে। রাজন্! মনীষিগণ বলেন,—আদর্শদর্শন, দন্তধাবন, কেশপ্রসাধন ও দেবার্চ্চন পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। পলাশ-কাষ্ঠজ আসন পাদুকা বা দন্তধাবন কাষ্ঠ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। ধীমান্ ব্যক্তি পদদ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। বিচক্ষণ মানব একদা জল ও অগ্নি লইয়া যাইবে না! গুরু বা দেবতার নিকটে পাদপ্রসারণ করিবে না। চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ, দেবগৃহ, যতি, সমধিক বিদ্বান, গুরু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ মানব আহার বিহার ও মৈথুন ব্যাপার সর্ব্বথা গোপনেই করিবে আর বাক্য বুদ্ধি সামর্থ্য, তপস্যা, জীবিকা ও আয়ু সর্ব্বথা গুপ্ত রাখিবে। মূত্র-পুরীষত্যাগ কার্য্য দিবাভাগে উত্তর মুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখে করিবে। এরূপ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় না। ১২০—১৩০। অগ্নি, সূর্য্য, গো, তপস্বী, চন্দ্র, বা জলের দিকে মুখ করিয়া কিম্বা সন্ধ্যাকালে মলমূত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। ভোজন, শয়ন, উপবেশন, মলমূত্রত্যাগ, ও পথভ্রমণ করিয়া সকল সময়েই পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চস্থান জলদ্বারা আর্দ্র করিয়া আচমন করিবে। নদী, শ্মশান, ভস্ম, গোময়, কর্ষিত স্থান, শাদ্বল ও যে স্থলের তৃণাদি সম্যক্ ছেদন করা হইয়াছে, তাদৃশ স্থলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। বিচক্ষণ মানব উদ্ধৃত জল দ্বারাই শৌচ করিবে। দেবস্থান, বল্মীক, বা জল মধ্য হইতে কিম্বা মূষিকোদ্ধৃত মৃত্তিকা হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা লইবে না; আর শৌচাবশিষ্ট বা কোন দোষে পরিত্যক্ত মৃত্তিকাও লইবে না। শৌচকার্য্যে এই পঞ্চ মৃত্তিকা পরিহার্য্য। বুদ্ধিমান্ মানব যাহাতে হস্তের দুর্গন্ধ দূর হয় এমন ভাবে মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবেন। আত্মাকে তাড়না করিবে না কিম্বা বিনা কারণে ক্লেশ দিবে না। দুই হস্তে কদাচ মস্তক কণ্ডুয়ন

শিরঃ ॥ ১৩৬ ॥ স্বকেদারাংস্ত্যজেদীর্ষ্যাং তাসু নিষ্কারণং বুধঃ। সূর্য্যাস্তং ন বিনা কাঞ্চিৎ ক্রিয়া নৈবাচরেত্তথা ॥ ১৩৭ ॥ অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ। শিবচিত্তোহর্জ্জয়েদ্বিত্তং ন চাতিকৃপণো ভবেৎ ॥ ১৩৮ ॥ নের্ষ্যুঃ স্যান্ন কৃতঘ্নঃ স্যান্ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ। ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোহনৃজুঃ ॥ ১৩৯ ॥ ন চ বাগঙ্গচপলো ন চাশিষ্টস্য গোচরঃ। ন শুষ্কবাদং কুর্ব্বীত শুষ্কবৈরং তথৈব চ ॥ ১৪০ ॥ উপায়ৈঃ সাধয়েদর্থান্ দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ। ভিন্নাশনং ভিন্নশয্যাং বর্জ্জয়েদ্ভিন্নভাজনম্ ॥ ১৪১ ॥ অন্তরেণ ন গচ্ছেত দ্বয়োর্জ্জ্বলনলিঙ্গয়োঃ। নাগ্ন্যোর্ন বিপ্রয়োশ্চৈব ন দম্পত্যোর্নৃপোত্তম ॥ ১৪২ ॥ ন সূর্য্যব্যোমযোর্নৈব হরস্য বৃষভস্য চ। এতেষামন্তরং কুর্ব্বন্ যতঃ পাপমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥ নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত নাগ্নৌ হোমমথাচরেৎ। ন চার্চ্চয়েদ্দ্বিজান্নৈব কুর্য্যাদ্দেবার্চ্চনং বুধঃ ॥ ১৪৪ ॥ খণ্ডনং পেষণং মার্ষ্টিং জলসংশোধনং তথা। রন্ধনং ভোজনং স্বাপ উত্থানং গমনং ক্ষুতম্ ॥ ১৪৫ ॥ কার্য্যারম্ভং সমাপ্তিং চ বচঃ প্রোচ্য তথাপ্রিয়ম্। পিবন্ জিঘ্রন্ স্পৃশন্ শৃণ্বন্ বিবক্ষুর্মৈথুনং তথা ॥ ১৪৬ ॥ শুচিত্বং চ জপং স্থাণুং যঃ কুর্য্যাদ্বিংশতিং তথা। মাহেশ্বরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শেষোহন্যো নামধারকঃ ॥ ১৪৭ ॥ স বৈ রুদ্রময়ো ভূত্বা ততশ্চান্তে শিবং ব্রজেৎ। পরস্ত্রিয়ং নাভিভাষেত্তথা সম্ভাষয়েদ্যদি ॥ ১৪৮ ॥ মাতঃস্বসরথো পুত্রি আর্য্যেতি চ বদেদ্বুধঃ। উচ্ছিষ্টো নালভেৎ কিঞ্চিন্ন চ সূর্য্যং বিলোকয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ নেন্দুং ন তারকাশ্চৈব নাদয়েন্নাত্মনঃ শিরঃ। স্বস্রা দুহিতা মাত্রা বা নৈকান্তাসনমাচরেৎ ॥ ১৫০ ॥ দুর্জ্জয়ো হীন্দ্রিয়গ্রামো মুহ্যতে পণ্ডিতোহপি সন্। গুরুমধ্যাগতং গেহে স্বয়মুত্থায় যত্নতঃ ॥ ১৫১ ॥ আসনং কল্পয়েত্তস্য কুর্য্যাৎ পাদাভিবন্দনম্। নোদক্ছিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্ছিরা বুধঃ ॥ ১৫২ ॥ শিরস্যগস্ত্যমাধায় তথৈব চ পুরন্দরম্। উদক্যাদর্শনং স্পর্শং বর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা ॥ ১৫৩ ॥ নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ। কৃত্বা

করিবে না। পত্নীগণকে সতত রক্ষা করিবে এবং বিনা কারণে কদাচ তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা করিবে না। সূর্য্যাস্তকালে সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত আর কোন কার্য্য করিবে না। সর্ব্বদা শিবের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া ভূতগণের দ্রোহ না করিয়া বা অল্পমাত্র দ্রোহ করিয়া বিত্তোপার্জ্জন করিবে। অত্যন্ত কৃপণ হইবে না! ঈর্ষী, কৃতঘ্ন বা পরদ্রোহী হইবে না। হস্ত-পদের বা নেত্রের চাপল্য করিবে না। কদাচ অসরল হইবে না। বাক্যে বা অঙ্গচালনেও কদাচ চাপল্য প্রকাশ করিবে না। অশিষ্ট জন সন্নিধানে অবস্থান করিবে না। বৃথা তর্ক বা বৃথা বিবাদ করিবে না। ১৩১—১৪০। সাম দান ও ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা অর্থ সাধন করিবে; পরন্তু অনন্যোপায় হইলেই দণ্ড ব্যবহার করিবে, নচেৎ দণ্ড প্রয়োগ অকর্ত্তব্য। ভগ্ন আসন, ছিন্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র বর্জ্জন করিবে। অগ্নি ও লিঙ্গ ইহাদিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। হে নৃপোত্তম! অগ্নিদ্বয় ব্রাহ্মণদ্বয় কিম্বা পতি ও পত্নীর মধ্য দিয়াও যাইতে নাই। সূর্য্য ও আকাশ, শিব ও বৃষভ—ইহাদিগের মধ্যেও ব্যবধান করিতে নাই। ব্যবধান করিলে পাপ হয়। এক বস্ত্রে ভোজন, অগ্নিতে হোম, ব্রাহ্মণপূজা ও দেবার্চ্চন করিবে না। খণ্ডন, পেষণ, মার্জ্জন, রন্ধন, ভোজন, নিদ্রা, উত্থান, গমন, কার্য্যারম্ভ, কার্য্যসমাপ্তি, পান, আঘ্রাণ, স্পর্শন, শ্রবণ, মৈথুন ও পবিত্রতা সাধন, এই সকল কার্য্যে আর হাঁচি দিয়া বা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া কিম্বা কোন কথা বলিবার উপক্রমে যে জন মহেশ্বরের স্মরণ করে তাহাকেই মাহেশ্বর বলিয়া জানিও, যাহারা এই বিংশতি ব্যাপারে শঙ্করের স্মরণ করে না, তাহারা পাশুপত নামধারী মাত্র। পাশুপত ব্যক্তি রুদ্রময় হইয়া অন্তিমে শিবসালোক্য প্রাপ্ত হয়। পরস্ত্রীর সহিত কথাই কহিবে না, যদি কহিতে হয়, তবে বুদ্ধিমান্ মানব মাতা ভগিনী কন্যা বা মান্য সম্বোধনেই কথা কহিবে। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, সূর্য্য চন্দ্র ও তারাদিও বিলোকন করিবে না। স্বীয় মস্তকে যাহাতে কোনরূপ পীড়া না হয় এমন ভাবেই ব্যবহার করিবে। একান্তে একাসনে ভগিনী কন্যা বা মাতার সহিতও অবস্থান করিবে না; ইন্দ্রিয়-নিচয় নিতান্ত দুর্জ্জয়, তজ্জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিও অনেক সময় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। গুরু যদি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন তবে স্বয়ং সযত্নে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পাদ বন্দন করিবে। বুদ্ধিমান্ মানব কদাচ উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা শয়ন করিবে না। দক্ষিণ দিকে বা পূর্ব্ব দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবে। রজস্বলার দর্শন স্পর্শন বা তৎসহ সম্ভাষণও বর্জ্জনীয়।

বিভবতো দেবমনুষ্যর্ষিসমর্চ্চনাম্॥ ১৫৪॥ পিতৃণাঞ্চ ততঃ শেষং ভোক্তুং মাহেশ্বরোঽর্হতি। বাগ্‌যতঃ শুচিরাচান্তঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা॥ ১৫৫॥ অন্তর্জানুশ্চ তচ্চিত্তো ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন্। নোপঘাতং বিনা দোষান্ন তস্মোদাহরেদ্বুধঃ॥ ১৫৬॥ নগ্নস্নানং ন কুর্ব্বীত ন শয়ীত ব্রজেত বা। দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ॥ ১৫৭॥ পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি জল্পতাম্। সদা চাকর্ণয়েদ্ধর্ম্মাং-স্ত্যক্ত্বা কৃত্যশতান্যপি॥ ১৫৮॥ নিত্যং নিত্যং হি সম্মার্ষ্টি গেহদর্পণয়োরিব। শুক্লায়াঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নক্তভোজী সদা ভবেৎ॥ ১৫৯॥ তিস্রো রাত্রীর্ন্ন শক্তশ্চেদেবং মাহেশ্বরো ভবেৎ। সংযাবকৃশরা মাংসং নাত্মানমুপসাধযেৎ॥ ১৬০॥ সায়ংপ্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা হ্যতিথিভোজনম্। স্বপ্নাধ্যয়ন-ভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬১॥ ভুঞ্জানং সন্ধ্যয়োর্মোহাদসুরাবসথো ভবেৎ। স্নাতো ন ধূনয়েৎ কেশান্ ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতেঽধ্বনি॥ ১৬২॥ আলভেদ্দক্ষিণং কর্ণং সর্ব্বভূতানি ক্ষাময়েৎ। ন চাপি নীলবাসাঃ স্যান্ন বিপর্য্যস্তবস্ত্রধৃক্॥ ১৬৩॥ বর্জ্জ্যঞ্চ মলিনং বস্ত্রং দশাভিশ্চ বিবর্জ্জিতম্। প্রক্ষাল্য মুখহস্তৌ চ পাদৌ চাপ্যুপবিশ্য চ॥ ১৬৪॥ অন্তর্জানুস্ত্রিরাচামেদ্দ্বির্মুখং পরিমার্জ্জয়েৎ। তোয়েন স্পর্শয়েৎ খানি স্বমূর্দ্ধানং তথৈব চ॥ ১৬৫॥ আচম্য পুনরাচম্য ক্রিয়াঃ কুর্ব্বীত সর্ব্বশঃ। ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে চৈব দন্তলগ্নে তথৈব চ॥ ১৬৬॥ পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্। অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভাবিতব্যং বিপশ্চিতা॥ ১৬৭॥ ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্য যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ। হীনেভ্যোপি ন যুঞ্জীত ত্বঙ্কারং কর্হিচিদ্‌বুধঃ। ত্বঙ্কারো বা বধো বাপি গুরূণামুভয়ং সমম্॥ ১৬৮॥ সত্যং বাচ্যং

জলমধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ বা মৈথুন করিবে না। মাহেশ্বর জনের পক্ষে সম্পত্তির অনুরূপ দেব মনুষ্য ঋষি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে শেষ অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে অন্ন ভোজন করিবে; ভোজন কালে জানুদ্বয় হস্তদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া বসিবে এবং অন্নের কুৎসা করিবে না। বুদ্ধিমান্ মানব অন্ন কোন রূপে দূষিত হইলে তাহাই মাত্র বলিবে, পরন্তু অন্য কোন দোষের উল্লেখ করিবে না। উলঙ্গ হইয়া স্নান বা গমন করিবে না, কিম্বা নিদ্রা যাইবে না। গুরু কোন কুকার্য্য করিলেও তাহা বলিবে না এবং কোন কারণে গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। অপর কেহ যদি গুরুর নিন্দাবাদ করে, তাহা শুনিবে না। শত কার্য্য ফেলিয়াও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। গৃহ ও দর্পণ যেমন প্রতিদিন মার্জ্জনা করিলে, নির্ম্মল থাকে, দেহও তদ্রূপ প্রতি দিন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিষ্পাপ থাকে। মাহেশ্বর ব্যক্তি এয়োদশী চতুর্দশী ও পূর্ণিমা অমাবস্যা—এই তিথিচতুষ্টয়ে নক্ত ভোজন করিবে; যদি এ নিয়ম পালনে অসমর্থ হয়, তবে কেবলমাত্র শুক্লা চতুর্দ্দশীতে নক্ত ভোজন করিবে, তাহাতেও মাহেশ্বর ব্রত রক্ষা হইবে। সংযাব, কৃশর বা মাংস কদাচ স্বীয় রসনার তৃপ্তি সাধনার্থ রন্ধন করিবে না। ১৪১—১৬০। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অতিথি ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, অধ্যয়ন বা ভোজন করিবে না। মোহবশে সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে অসুরগণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নানান্তে কেশ সঞ্চালন করিবে না। পথে যাইতে যাইতে হাঁচিয়া বা কাসিয়া যথাবিধি আচমন না করিলেও ক্ষতি নাই, পরন্তু দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পরে সর্ব্বভূতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। নীল বসন ধারণ করিবে না কিম্বা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান আর পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করিবে না। মলিন বা দশাহীন বসনও পরিধান করিবে না। মুখ পাণি পাদ প্রক্ষালনান্তে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া তিন বার আচমন করিবে। পরে দুইবার মুখ মার্জ্জন করিয়া জলদ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে। একবার আচমনান্তে পুনরায় আচমন করিয়া তার পর বৈধ কার্য্য করিবে। হাঁচি দিয়া নিষ্ঠীবন করিয়া, দন্তে কোন কিছু সংলগ্ন থাকিলে তাহা ফেলিয়া ও পতিত জনসহ সম্ভাষণ করিয়া আচমন করিবে। প্রতিনিয়ত বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবে, এবং পণ্ডিত হইবার জন্য সততই যত্ন রাখিবে। ধর্ম্মানুসারে ধনার্জ্জন করিয়া সযত্নে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বুদ্ধিমান্ মানব হীন জনের প্রতিও "তুমি" বা "তুই" কথা প্রয়োগ করিব না। গুরুজনের প্রতি "তুমি" কথার প্রয়াগ ও তাহার বধসাধন উভয়ই তুল্য। সত্য কথা কহিবে।

নিত্যমৈত্রেণ ভাব্যং কার্য্যং ত্যাজ্যং নিত্যমায়াসকারি। লোকেঽমুষ্মিন্ যদ্দিনং স্যাত্তথাস্মিন্নাত্মা যোগে যোজনীয়ো গভীরৈঃ॥ ১৬৯॥ তীর্থস্নানৈঃ সোপবাসৈর্ব্রতৈশ্চ পাত্রে দানৈর্হোমজপ্যৈশ্চ যজ্ঞৈঃ। ভবার্চ্চনৈর্দেবপূজাবিশেষৈরাত্মা নিত্যং শোধনীয়ো মলাক্তঃ॥ ১৭০॥ যত্রাপি কুর্ব্বতো নাস্মা জুগুপ্সামেতি পার্থিব। তৎকর্ত্তব্যমসঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে॥ ১৭১॥ ইতি তে বৈ সমুদ্দেশঃ কীর্ত্তিতঃ কিঞ্চিদেব চ। শেষঃ স্মৃতিপুরাণেভ্যস্ত্বয়া শ্রোতব্য এব চ॥ ১৭২॥ এবমাচরতো ধর্ম্মং মহেশস্য গৃহে সতঃ। ধর্ম্মার্থকাম সম্প্রাপ্তৌ পরত্রেহ চ শোভনম্॥ ১৭৩॥ এবং নানাবিধান ধর্ম্মান্মহাকালস্য ফাল্গুন। বদতো ধ্বনিরাকাশেসুমহানভ্যজায়ত॥ ১৭৪॥ যাবৎ পশ্যন্তি যে তত্র সমাজগ্মুঃ শৃণুষ তান্। ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ স্বয়ং রুদ্রো দেবী রুদ্রগণাস্তথা॥ ১৭৫॥ ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা বসিষ্ঠাদ্যা মুনীশ্বরাঃ। তুম্বুরুপ্রবরাশ্চাপি গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ ১৭৬॥ তান্মহেশমুখান সর্ব্বান্মহাকালো মহামতিঃ। অর্চ্চয়ামাস বহুধা ভক্ত্যুদ্রেকাতিপূরিতঃ॥ ১৭৭॥ ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্ব্বরে রত্নময়াসনে। উপবিষ্টোঽভিষিক্তশ্চ মহীসাগরসঙ্গমে॥ ১৭৮॥ ততো দেব্যা সমালিঙ্গ্য নীত্বোৎসঙ্গং স্বকং মুদা। পুত্রত্বে কল্পিতঃ পার্থ মহাকালো মহামতিঃ॥ ১৭৯॥ উক্তশ্চ যাবদ্ব্রহ্মাণ্ডমিদমাস্তে শিবব্রত। তাবত্তিষ্ঠ শিবস্থানে শিববচ্ছিবভক্তিতঃ॥ ১৮০॥ দেবেন চ বরো দত্তস্ত্বল্লিঙ্গং যোঽর্চ্চয়িষ্যতি। জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা উর্দ্ধং মল্লোকমেষ্যতি॥ ১৮১॥ দর্শনং স্তবনং পূজা প্রণামশ্চ ততো জপঃ। দানং চাত্র কৃতং লিঙ্গে মমাতিতৃপ্তিকারণম্॥ ১৮২॥ ইত্যুক্তে বিস্মিতা দেবাঃ সাধু সাধ্বিতি তে জগুঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাশ্চৈব মহাকালং প্রতুষ্টুবুঃ॥ ১৮৩॥ ততঃ সুরৈঃ স্তূয়মানো বন্দ্যমানশ্চ চারণৈঃ। নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গীতৈর্গন্ধর্ব্বজৈঃ শুভৈঃ॥ ১৮৪॥ কোটিকোটিগণৈশ্চৈব স্তবদ্ভিঃ সর্ব্বতো বৃতঃ॥ ১৮৫॥ মহাকালো রুদ্রভবনং গতো ভবপুরঃসরঃ। এবমেতন্মহালিঙ্গমুৎপন্নং কুরুনন্দন॥ ১৮৬॥ কৃপশ্চাপি

সকলের সঙ্গেই নিয়তমিত্র ভাব রক্ষা করিবে। আয়াসকর কার্য্য বর্জ্জন করিবে। গভীরবুদ্ধি মানব ইহলোকে যত দিন থাকে, পরকালের হিতসাধনার্থ যোগানুষ্ঠানে রত হইবে। আত্মা নিয়তই বিষয়সংসর্গে মলিন হইয়া পড়ে, অতএব তীর্থস্নান, উপবাস, ব্রতাচরণ, সৎপাত্রে দান, হোম, জপ, যজ্ঞ, শিবপূজা, দেবার্চ্চন প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা সতত তাহাকে শোধন করিবে।১৬১—১৭০। রাজন্! যাহা অনুষ্ঠানকালে অন্তঃকরণে ঘৃণা হয় না, কিম্বা সাধুজন সন্নিধানে যাহা গোপন করিবার আবশ্যক হয় না, অনাসক্ত ভাবে সেই কার্য্য করিবে। মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবিষয় উল্লেখ করিলাম; স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে অবশিষ্ট আপনি জানিয়া লইবেন। গৃহে থাকিয়া ইহকালে ধর্ম্মার্থকাম ও পরকালে মঙ্গল লাভ করিতে হইলে এই মাহেশ্বর ধর্ম্মাবলম্বনই একান্ত কর্ত্তব্য। নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! মহাকাল এইরূপ বিবিধ ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন, ইতিমধ্যে সহসা আকাশে সুমহান্ ধ্বনি শ্রুত হইল। মহাকাল সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রানুচরগণ ও দেবীর সহিত স্বয়ং শঙ্কর আসিতেছেন। তাঁহার সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসিষ্ঠাদি মুনীন্দ্রগণ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আসিতেছেন। মহামতি মহাকাল ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তখন সকলকেই বিবিধ প্রকারে অর্চ্চনা করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই মহাকালকে উত্তম রত্নাসনে উপবেশন করাইয়া সেই মহীসাগরসঙ্গমক্ষেত্রে অভিষেক করিলেন। হে অর্জ্জুন! তার পর দেবী সেই মহামতি মহাকালকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন এবং কহিলেন,—হে শিবব্রতপরায়ণ! এই ব্রহ্মাণ্ড যত কাল থাকিবে, তুমি শিবভক্তি প্রভাবে তত কাল শিবলোকে বাস কর। ১৭১—১৮০। দেব মহেশ্বর এই বর দিলেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শুচি হইয়া তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের পূজা করিবে, সে মরণান্তে আমার লোকে বাস করিবে। এই লিঙ্গের দর্শন, স্তুতি, পূজা, প্রণতি কিম্বা এস্থানে দান কার্য্য করিলে তাহা আমার অতিশয় তৃপ্তিসাধক হইবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ তখন সাধু সাধু রবে মহাকালের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। চারণগণ তদীয় গুণগান করিতে লাগিল। অপ্সরারা তৎসমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ মনোহর গান করিতে লাগিল। কোটী কোটী শিবানুচর তাঁহাকে স্তুতিবাদ সহকারে সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করিল। মহাকাল এই ভাবে শিবের সহিত শিবলোকে গমন করিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাকালের সিদ্ধিদায়ক

সরঃ পুণ্যং মহাকালস্য সিদ্ধিদম্। অত্র যে মনুজাঃ পার্থ লিঙ্গস্যারাধনে রতাঃ॥ ১৮৭ ॥ মহাকালঃ সমালিঙ্গ্য তাংস্তুবায় নিবেদয়েৎ। এতদত্যদ্ভুতং লিঙ্গং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১৮৮ ॥ দৃষ্টং স্পৃষ্টং পূজিতঞ্চ গতাস্তে ভবসদ্ম তৎ। এবমেতানি লিঙ্গানি সপ্ত জাতানি ফাল্গুন॥ ১৮৯ ॥ যে শৃণ্বন্তি গৃণন্ত্যেতত্তেঽপি ধন্যা নরোত্তমাঃ॥ ১৯০

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালশিবলোকপ্রাপ্তিবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো ময়া স্থাপিতে চ স্থানে কালান্তরেণ হ। চিন্তিতং হৃদয়ে ভূয়ো দ্বিজানুগ্রহ-কাময়া॥ ১ ॥ বাসুদেববিহীনং হি তীর্থমেতন্ন রোচতে। অসূর্য্যং হি জগদ্যদ্বৎ স হি ভূষণভূষ-ণম্॥ ২ ॥ যত্র নৈব হরিঃ স্বামী তীর্থে গেহেঽথ মানসে। শাস্ত্রে বা তদসৎ সর্ব্বং হাংসং তীর্থং ন বায়সম্॥ ৩ ॥ তস্মাৎ প্রসাদ্য বরদং তীর্থেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমম্। আনেষ্যে কলয়া সাক্ষাদ্বিশ্বানুগ্রহ-কাময়া॥ ৪ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য কৌরব্য ততোঽহং চাত্র সংস্থিতঃ। জ্ঞানযোগেন যোগীন্দ্রং শতং বর্ষাণ্যতোষয়ম্॥ ৫ ॥ অষ্টাক্ষরং জপন্মন্ত্রং সন্নিগৃহ্যে-ন্দ্রিয়াণি চ। বাসুদেবময়ো ভূত্বা সর্ব্বভূতকৃপাপরঃ॥ ৬ ॥ এবং ময়ারাধ্যমানো গরুড়ং হরিরাস্থিতঃ। গণকোটীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ৭ ॥ তমহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দত্ত্বার্ঘ্যং বিধিবদ্ধরেঃ। প্রত্যবোচং প্রণম্যাথ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ ॥ ৮ ॥ শ্বেতদ্বীপে পুরা দৃষ্টং ময়া রূপং তব প্রভো। অজং সনাতনং বিষ্ণো নরনারায়ণাত্মকম্॥ ৯ ॥ তদ্রূপস্য কলামেকাং স্থাপযাত্র জনার্দ্দন। যদি তুষ্টোঽসি মে বিষ্ণো তদিদং ক্রিয়তাং ত্বয়া॥ ১০ ॥ এবং ময়া প্রার্থিতোঽথ প্রোবাচ গরুড়ধ্বজঃ। এবমস্তু ব্রহ্মপুত্র যত্ত্বয়াভীপ্সিতং হৃদি॥ ১১ ॥ তত্তথা ভবিতা সর্ব্বমপ্যত্রস্থং সদৈব হি। এবমুক্ত্বা গতে বিষ্ণৌ নিবেশ্য স্বকলাং প্রভো॥

সেই লিঙ্গ এবং পুণ্যপ্রদ কূপ ও সরোবর এই ভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। হে পৃথানন্দন! এখানে যে সকল মনুষ্য উক্ত লিঙ্গের আরাধনায় নিরত হয়, মহাকাল তাহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শিবসমীপে তাহা-দিগের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করেন। ত্রিলোক-বিখ্যাত এই লিঙ্গ অতীব অদ্ভুত। ইহা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট বা পূজিত হইলে মানবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয়। হে ফাল্গুন! এই প্রকারে সাতটী লিঙ্গ জন্মিয়াছে। যাহারা এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সেই নরোত্তমগণও ধন্য হয়। ১৮১—১৯০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তারপর কালান্তরে দ্বিজগণের উপকারার্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলাম যে, সূর্য্যহীন জগতের ন্যায় বাসুদেব ব্যতীত এ তীর্থের শোভা হইতেছে না; বিষ্ণুই ভূষণের ভূষণ। যে তীর্থে, যে গৃহে, যে শাস্ত্রে বা যে অন্তঃকরণে শ্রীহরি স্বামিরূপে বিরাজমান নাই, তৎসমস্তই অসৎ। আমার এই তীর্থ হংসসেব্য তীর্থ হইল না, ইহা বায়স তীর্থ। অতএব জগতের হিতবিধানার্থ আমি সেই বরদাতা পুরুষোত্তমকে অংশরূপেও এখানে আনিয়া স্থাপন করিব। হে কৌরব্য অর্জ্জুন! আমি এইরূপ স্থির করিয়া এখানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমসহকারে বিশ্ব সংসার বাসুদেবময় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বভূতেই কৃপাপরবশ হইলাম এবং জ্ঞান-যোগাবলম্বনে সেই যোগীন্দ্রের অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপদ্বারা তুষ্টি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি এই ভাবে শতবর্ষ অতিক্রম করিলে পর একদা ভগবান্ হরি গরুড়ারোহণে কোটি কোটি পারিষদে পরিবৃত হইয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। আমি তাঁহাকে যথাবিধানে অর্ঘ্যদানান্তে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,—হে প্রভো! আমি পূর্ব্বে শ্বেতদ্বীপে আপনার রূপ দেখিয়াছি; হে বিষ্ণো! আপনার সেই রূপ অজ সনাতন ও নর-নারায়ণাত্মক। হে জনার্দ্দন! আপনি আপনার সেই রূপের এক কলা আমার এই তীর্থে স্থাপন করুন। হে বিষ্ণো! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই কার্য্য করুন।১—১০। ভগবান্ গরুড়বাহন আমার এই প্রার্থনায় কহিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র! 'তথাস্তু'। তুমি মনে মনে যে কামনা করিয়াছ, তাহা তদ্রূপই হইবে। আমি সর্ব্বদাই এখানে থাকিব। প্রভো! অর্জ্জুন! বিষ্ণু এই বলিয়া নিজ

১২॥ ময়া সংস্থাপিতো বিষ্ণুর্লোকানুগ্রহকাম্যয়া। যস্মাৎ স্বয়ং শ্বেতদ্বীপনিবাসস্তত্র হরিঃ স্থিতঃ॥ ১৩॥ বৃদ্ধো বিশ্বস্য বিশ্বাস্যো বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে যা ভবত্যেকাদশী শুভা॥ ১৪॥ স্নানং কৃত্বা বিধানেন তোয়প্রস্রবণাদিষু। যোহর্চ্চয়েদচ্যুতং ভক্ত্যা পঞ্চোপচারপূজয়া॥ ১৫॥ উপোষ্য জাগরং কুর্য্যাদ্গীতবাদ্যং হরেঃ পুরঃ। কথাং বা বৈষ্ণবীং কুর্য্যাদ্দম্ভক্রোধবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৬॥ দানং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা নিয়তো হৃষ্টমানসঃ। অনেকভবসম্ভূতাৎ কল্মষাদখিলাদপি॥ ১৭॥ মুচ্যতেহসৌ ন সন্দেহো যদ্যপি ব্রহ্মঘাতকঃ। গারুড়েন বিমানেন বৈকুণ্ঠং পদমাপ্নুয়াৎ॥ ১৮॥ কুলানাং তারয়েৎ পার্থ শতমেকোত্তরং নরঃ। শ্রদ্ধাযুক্তং মুদা যুক্তং সোৎসাহং সস্পৃহং তথা॥ ১৯॥ অহঙ্কারবিহীনঞ্চ স্নানং ধূপানুলেপনম্। পুষ্পনৈবেদ্যসংযুক্তমর্ঘ্যদানসমন্বিতম্॥ ২০॥ যামে যামে মহাভক্ত্যা কৃতারাত্রিকসংযুতম্। চামরাহ্লাদসংযুক্তং ভেরীনাদপুরস্কৃতম্॥ ২১॥ পুরাণশ্রুতিসম্পন্নং ভক্তিনৃত্যসমন্বিতম্। বিনিদ্রং ক্ষুত্তৃষাস্বাদস্পৃহাহীনঞ্চ ভারত॥২২॥ তৎপাদসৌরভঘ্রাণসংযুতং বিষ্ণুবল্লভম্। সগীতং সার্চ্চনকরং তৎক্ষেত্রগমনান্বিতম্॥ ২৩॥ পায়ুরোধেন সংযুক্তং ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতম্। স্তুতিপাঠেন সংযুক্তং পাদোদকবিভূষিতম্॥ ২৪॥ সত্যান্বিতং সত্যযোগসংযুক্তং পুণ্যবার্ত্তয়া। পঞ্চবিংশতিভির্যুক্তং গুণৈর্যো জাগরং নরঃ। একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত পুনর্ন জায়তে ভুবি॥ ২৫॥ অত্র তীর্থবরে পূর্ব্বমৈতরেয় ইতি দ্বিজঃ। সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাভাগো বাসুদেবপ্রসাদতঃ॥ ২৬॥ অর্জ্জুন উবাচ। ঐতরেয়ঃ কস্য পুত্রো নিবাসঃ কাস্য বা মুনে। কথং সিদ্ধিমগাদ্ধীমান্ বাসুদেবপ্রসাদতঃ॥ ২৭॥ নারদ উবাচ। অস্মিন্নেব মম স্থানে হারীতস্যান্বয়েঽভবৎ॥ ২৮॥ মাণ্ডুকিরিতি বিপ্রাগ্র্যো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ২৯॥ তস্যাসীদিতরা নাম ভার্য্যা সাধ্বীগুণৈর্যুতা। তস্যামুৎপদ্যত সুতস্ত্বৈতরেয় ইতি স্মৃতঃ॥ ৩০। স চ বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতম্। জজাপ মন্ত্রং ত্বনিশং দ্বাদশাক্ষরসংজ্ঞিতম্॥ ৩১॥ ন শৃণোতি ন বক্ত্যেব মনসাপি চ কিঞ্চন। এবম্প্রভাবঃ সোঽভূচ্চ বাল্যে বিপ্রসুতস্তদা॥ ৩২॥ ততো মূকোঽয়মিত্যেব নানোপায়ৈঃ প্রবোধিতঃ। পিত্রা যদা ন কুরুতে ব্যবহারায় মানসম্॥ ৩৩॥ ততো নিশ্চিত্য মনসা

কলাস্থাপনান্তে প্রস্থান করিলেন। আমি লোকহিতসাধনমানকে এইরূপে এখানে বিষ্ণুকে স্থাপন করিয়াছি। শ্বেতদ্বীপনিবাসী হরি স্বয়ং এখানে আছেন, আর তিনি বিশ্বের বিশ্বাসস্থল এবং বৃদ্ধ, সেই জন্য তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে বাসুদেব। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষের শুভ একাদশীতে এখানে প্রস্রবণাদিজলে যথাবিধানে স্নান করিয়া পঞ্চোপচারে ভক্তিসহকারে অচ্যুতের অর্চ্চনা করিবে। উপবাসপূর্ব্বক রাত্রি জাগরন করিবে, হরিসমীপে গীতবাদ্য করিবে। অথবা বিষ্ণুগুণানুবাদ শ্রবণ করিবে। সেদিন দম্ভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। নিয়ত হৃষ্টচিত্তে যথাশক্তি দান করিবে। এরূপ করিলে সে যদি ব্রহ্মঘাতীও হয়, তথাপি জন্মজন্মান্তরীণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। সে গরুড়যোজিত বিমানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! তাহার পূর্ব্বতন একাধিকশত পুরুষ পর্য্যন্ত ত্রাণ পায়। শ্রদ্ধা, আনন্দ, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, অনহঙ্কার, স্নানীয়, ধূপ, অনুলেপন, পুষ্প, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য, প্রহরে প্রহরে আরতি, চামরব্যজন, ভেরীবাদন, পুরাণ শ্রবণ, সভক্তি নর্ত্তন, ব্রহ্মচর্য্য, পায়ুরোধ, স্তুতিপাঠ, পাদোদক সেবন, সত্য কথন ও পুণ্য-সত্যবার্ত্তা কীর্ত্তন, এই পঞ্চবিংশতিগুণযুক্ত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। মানব ইহা করিলে পুনরায় আর ভূতলে জন্মগ্রহণ করে না। ১১—২৫। পূর্ব্বে এখানে ঐতরেয় নামে এক দ্বিজ, বাসুদেবের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর! ঐতরেয় কাহার পুত্র? তাঁহার নিবাসই বা কোথায়? সেই ধীমান মুনি কি প্রকারেই বা বাসুদেবপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন? নারদ কহিলেন,—আমার এই ক্ষেত্রেই হারীত মুনির বংশে মাণ্ডুকি নামে এক বেদ-বেদাঙ্গপারগ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল—ইতরা; তিনি সাধ্বী ও নানাগুণমণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঐতরেয় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সে বাল্যকাল হইতেই পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নিরন্তর জপ করিত। কোন কথাও কহিত না, কিম্বা কাহারও কোন কথায় কর্ণপাতও করিত না। সেই বিপ্রপুত্র বাল্যকালেই এবম্বিধ প্রভাবশালী হইয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে নানা উপায়ে প্রবোধ দান করিলেও সে যখন কোন কার্য্যে নিবিষ্ট হইল না কিম্বা কোন কথাও কহিল

জড়োহয়মিতি ভারত। অন্যাং বিবাহয়ামাস দারান্ পুত্রাংস্তথাদধে॥ ৩৪॥ পিঙ্গা নাম চ সা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রাশ্চ জজ্ঞিরে। চত্বারঃ কর্ম্মকুশলা বেদ-বেদাঙ্গবাদিনঃ॥ ৩৫॥ যজ্ঞেষু শান্তিহোমেষু দ্বিজৈঃ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ। ঐতরেয়োহপি নিত্যঞ্চ ত্রিকালং হরিমন্দিরে॥ ৩৬॥ জজাপ পরমং জাপ্যং নান্যত্র কুরুতে শ্রমম্। ততো মাতা নিরীক্ষ্যৈব সপত্নীতনয়াং-স্তথা॥ ৩৭॥ দার্য্যমাণেন মনসা তনয়ং বাক্যমব্রবীৎ। ক্লেশায়ৈব চ জাতোহসি ধিঘে জন্ম চ জীবিতম্॥৩৮॥ নার্য্যাস্তস্যা নৃলোকেঽত্র বরৈবাজননিঃ স্ফুটম্। বিমানিতা যা ভর্ত্রা স্যান্ন পুত্রঃ স্যাদ্গুণৈর্যুতঃ॥ ৩৯॥ পিঙ্গেয়ং কৃতপুণ্যা বৈ যস্যাঃ পুত্রা মহাগুণাঃ। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বত্রাভ্যর্চ্চিতা গুণৈঃ॥ ৪০॥ তদহং পুত্র দুর্ভাগ্যা মহীসাগরসঙ্গমে। নিমজ্জিষ্যে বরং মৃত্যুর্জীবিতে কিং ফলং মম। ত্বমপ্যেবং মহা-মৌনী নন্দ ভক্তো হরেশ্চিরম্॥ ৪১॥ নারদ উবাচ। ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্নৈতরেয়কঃ॥ ৪২॥ ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং ধর্ম্মজ্ঞো মাতরং প্রণতোহব্রবীৎ। মাতর্মিথ্যা-ভিভূতাসি অজ্ঞানে জ্ঞানবত্যসি॥ ৪৩॥ অশোচ্যে শোচসি শুভে শোচ্যে নৈবাপি শোচসি। দেহস্যাস্য কৃতে মিথ্যাসংসারে কিং বিমুহ্যসি॥ ৪৪॥ মূর্খা-চরিতমেতদ্ধি মন্মাতুরুচিতং ন হি। অস্মৎ সংসার-সারঞ্চ সারমন্যচ্চ মোহিতাঃ॥ ৪৫॥ প্রপশ্যন্তি যথা রাত্রৌ খদ্যোতং দীপবৎ স্থিতম্। যদিদং মন্যসে সারং শৃণু তস্যাপ্যসারতাম্॥ ৪৬॥ এবংবিধং হি মানুষ্যমা গর্ভাদিতি কষ্টদম্। অস্থিপট্টতুলাস্তম্ভে স্নায়ুবন্ধেন যন্ত্রিতে॥ ৪৭॥ রক্তমাংসমদালিপ্তে বিণ্মূত্রদ্রব্যভাজনে। কেশরোমতৃণচ্ছন্নে সুবর্ণত্বক্-সুধূতকে॥ ৪৮॥ বদনৈকমহাদ্বারে ষড্গবাক্ষ-বিভূষিতে। ওষ্ঠদ্বয়কপাটে চ তথা দন্তার্গলান্বিতে॥ নাড়ীস্বেদপ্রবাহে চ কালবক্ত্রানলস্থিতে। এবংবিধে গৃহে গেহী জীবো নামাস্তি শোভনে॥ ৫০॥ গুণত্রয়-ময়ী ভার্য্যা প্রকৃতিস্তস্য তত্র চ। বোধাহঙ্কারকামাশ্চ ক্রোধলোভাদয়োহপি চ॥ ৫১॥ অপত্যান্যস্য হা

না; তখন তিনি তাহাকে "জড়" মনে করিয়া পুত্রা-ন্তরোৎপাদনার্থ আর একটী বিবাহ করিলেন। সেই পত্নীর নাম পিঙ্গা। তাঁহার গর্ভে চারিটী পুত্র জন্মিল এবং কালক্রমে তাহারা সকলেই বেদ-বেদাঙ্গে পার-দর্শী, বিপ্রোচিত কর্ম্মে দক্ষ এবং যজ্ঞ-শান্তি-হোমাদি কার্য্যে সর্ব্বত্র দ্বিজগণের প্রশংসাভাজন হইল। ঐতরেয় নিয়তই ত্রিসন্ধ্যায় হরিমন্দিরে থাকিয়া সেই পরম মন্ত্র জপ করিত, অপর কোন কার্য্যেই মনো-নিবেশ করিত না। তদীয় জননী, সপত্নীসন্তান-গণের তাদৃশ প্রতিপত্তি ও নিজ পুত্রের এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে ভগ্নমনে একদা নিজ পুত্রকে কহিলেন, —পুত্র! তুমি কেবল আমাকে ক্লেশ দিতেই জন্মি-য়াছ! আমার জন্মে ও জীবনে ধিক্! ইহলোকে যাহার পুত্র গুণবান্ নহে, আর যে পতির নিকট অবজ্ঞাতা হয়, সেই নারীর জন্ম না হওয়াই ভাল। এই পিঙ্গা না-জানি কত পুণ্য করিয়াছিল। তাই তাহার পুত্রগণ অতীব গুণবান্, বেদ-বেদাঙ্গপার-দর্শী ও সর্ব্বত্র প্রশংসাভাজন হইয়াছে। অতএব পুত্র! আমি দুর্ভাগ্যা, সুতরাং আমার জীবন ধারণে ফল কি? আমি মহীসাগরসঙ্গমে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পুত্র! তুমি তো হরিভক্ত হইয়া চিরকালই মহামৌন রহিলে। ২৬—৪১। নারদ কহিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ ঐতরেয়; মাতার এই কথা শুনিয়া সহাস্যে প্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন,—মাতঃ! আপনি জ্ঞানবতী হইয়াও বৃথা অজ্ঞানে অভিভূত হইতেছেন। শুভে! আপনি অশোচ্য বিষয়েই শোক করিতেছেন, পরন্তু প্রকৃত শোকের বিষয়ে শোক করিতেছেন না। এই বৃথা সংসারে নশ্বর দেহের জন্য কি নিমিত্ত মুগ্ধ হই-তেছেন?—ইহা জ্ঞানহীনার কার্য্য, পরন্তু আমার মাতার উচিত নহে। মোহাপন্ন-জনগণ সংসারে যাহা সার, তাহাকে সার বলিয়া না বুঝিয়া যাহা অসার তাহাকেই সার বলিয়া মনে করে। রাত্রিকালে খদ্যোতকে দীপ বলিয়া বোধ করার ন্যায় এই অসার সংসারে যাহা সার বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যে বস্তুতই অসার, তৎসম্বন্ধে আমার কথা শুনুন। মনুষ্যজন্ম গর্ভবাসকাল হইতেই কষ্টদায়ক। অয়ি! শুদ্ধশীলে! দেহরূপ গৃহে জীবই গৃহপতিরূপে বর্ত্ত-মান। সেই দেহগৃহে স্নায়ুপাশসম্বদ্ধ ও মাংসমেদো-রক্তে আলিপ্ত অস্থিসমূহই স্তম্ভস্বরূপ। উহা মল-মূত্রাদি দ্রব্যে পরিপূর্ণ। তৃণসম কেশ-রোমাদি দ্বারা উহা আচ্ছন্ন। বর্ণকসম উত্তমবর্ণে রঞ্জিত! মুখই উহার মহাদ্বার। চক্ষু-কর্ণ-নাসাচ্ছিদ্র ছয়টী উহার গবাক্ষ। ওষ্ঠদ্বয় উহার কপাট এবং দন্তই উহার অর্গল। নাড়ী ও স্বেদ উহার জল-প্রণালী ও জলস্বরূপ। উহা কালমুখরূপ অনল মধ্যগত। সেই গৃহে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জীবের ভার্য্যা। বুদ্ধি অহঙ্কার কাম ক্রোধ লোভাদি উহার অপত্য। হা

কষ্টমেবং মূঢ়ঃ প্রর্ত্ততে। তস্য যো যো যথা মোহস্তথা তং শৃণু তত্বতঃ ॥ ৫২ ॥ স্রোতাংসি যস্য সততং প্রস্রবন্তি গিরেরিব। কফমূত্রাদিকান্যস্য কৃতে দেহস্য মুহ্যতি ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বাশুচিনিধানস্য শরীরস্য ন বিদ্যতে। শুচিরেকপ্রদেশোঽপি বিণ্মূত্রস্য দৃতেরিব ॥ ৫৪ ॥ স্পৃষ্ট্বা স্বদেহস্রোতাংসি মৃত্তোয়ৈঃ শোধ্যতে করঃ। তথাপ্যশুচিভাণ্ডস্য ন বিরজ্যতি কিং নরঃ ॥ ৫৫ ॥ কায়ঃ সুগন্ধতোয়াদ্যৈর্যত্নেনাপি সুসংস্কৃতঃ। ন জহাতি স্বকং ভাবং শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্ ॥ ৫৬ ॥ স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যতি যো নরঃ। বিরাগে কারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥ ৫৭ ॥ গন্ধলেপাপনোদার্থং শৌচং দেহস্য কীর্ত্তিতম্। দ্বয়স্যাপগমাৎ পশ্চাদ্ভাবশুদ্ধ্যা বিশুধ্যতি ॥ ৫৮ ॥ গঙ্গাতোয়েন সর্ব্বেণ মৃদ্ভারৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ। আ মৃত্যোরাচরঞ্শৌচং ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি ॥ ৫৯ ॥ তীর্থস্নানৈস্তপোভির্ব্বা দুষ্টাত্মা নৈব শুধ্যতি। স্বেদিতঃ ক্ষালিতস্তীর্থে কিং শুদ্ধিমধিগচ্ছতি ॥ ৬০ ॥ অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য বিশতোঽপি হুতাশনম্। ন স্বর্গো নাপবর্গশ্চ দেহনির্দ্দহনং পরম্ ॥ ৬১ ॥ ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচং প্রমাণং সর্ব্বকর্ম্মসু। অন্যথালিঙ্গ্যতে কান্তা ভাবেন দুহিতান্যথা ॥ ৬২ ॥ অন্যথৈব স্তনং পুত্রশ্চিন্তয়ত্যন্যথা পতিঃ। চিত্তং বিশোধয়েত্তস্মাৎ কিমন্যৈর্ব্বাহ্যশোধনৈঃ ॥ ৬৩ ॥ ভাবতঃ সংবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গং মোক্ষং চ বিন্দতি। জ্ঞানামলাম্ভসা পুংসঃ সদ্বৈরাগ্যমৃদা পুনঃ ॥ ৬৪ ॥ অবিদ্যারাগবিণ্মূত্রলেপগন্ধবিশোধনম্। এবমেতচ্ছরীরং হি নিসর্গাদশুচি বিদুঃ ॥ ৬৫ ॥ ত্বঙ্মাত্রসারনিঃসারং কদলীসারসন্নিভম্। জ্ঞাত্বৈবং দোষবদ্দেহং যঃ প্রাজ্ঞঃ শিথিলীভবেৎ ॥৬৬॥ স নিষ্ক্রমতি সংসারে দৃঢ়গ্রাহী স তিষ্ঠতি। এবমেতন্মহাকষ্টং জন্মদুঃখং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৭ ॥ পুংসামজ্ঞানদোষেণ নানাকর্ম্মবশেন চ। যথা গিরিবরাক্রান্তঃ কশ্চিদ্দুঃখেন তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥ যথা জরায়ুণা-দেহী দুঃখং তিষ্ঠতি বেষ্টিতঃ। পতিতঃ সাগরে যদ্বদ্দুঃখমাস্তে সমাকুলঃ ॥ ৬৯ ॥ গর্ভোদকেন সিক্তাঙ্গস্তথাস্তে ব্যাকুলঃ পুমান্। লোহকুম্ভে যথা ন্যস্তঃ পচ্যতে কশ্চিদগ্নিনা ॥ ৭০ ॥ গর্ভকুম্ভে তথা ক্ষিপ্তঃ পচ্যতে জঠরাগ্নিনা। সূচীভিরগ্নিবর্ণাভির্ব্বিভিন্নস্য

কষ্ট! জীব সেই গৃহের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতই না ক্লেশ পায়। তাহার যে ভাবে যে যে বিষয়ে মোহ জন্মে, তাহা আমি যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৪২—৫২। পর্ব্বতের প্রস্রবণের ন্যায় ইহারও নিয়তই কফ মূত্রাদি ক্ষরিত হয়। উহা দৃতির (ভিস্তির) ন্যায় সমস্ত অশুচি পদার্থের আধার। উহার কোন এক প্রদেশও শুচি নহে। দেখুন, স্বীয় শরীরের স্রোত সকল স্পর্শ করিলেও মৃত্তিকা ও জল দ্বারা করশোধন করিতে হয়। তথাপি সেই অশুচিভাণ্ডের প্রতি মানুষের বিরাগ হয় না কেন? বিরাগ জন্মিবার হেতু আর কি বলিব? প্রথমতঃ গন্ধ-লোপাপনয়নার্থ শৌচ করিতে হয়, তারপর আবার ভাবশুদ্ধি হইলে তবেই উহা পবিত্র হয়; নচেৎ অপবিত্রই থাকে। সমস্ত গঙ্গাজল ও পর্ব্বত সম মৃত্তিকা দ্বারাও জাবজ্জীবন শৌচ করিলেও ভাবশুদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই সেই দেহের শুদ্ধি হয় না। দূষিত আত্মা তীর্থস্নান বা তপস্যাচরণে শুদ্ধ হয় না। স্বেদাদিদুষ্টদেহ তীর্থে ক্ষালিত হইলেও উহা শুদ্ধিলাভ করে না। যাহার অন্তঃকরণ ভাবদুষ্ট, সে হুতাশনে প্রবেশ করিলেও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, পরন্তু তাহার স্বর্গ বা অপবর্গ কিছুই সিদ্ধ হয় না, কেবল দেহ-দাহই সার হয়। ৫৩—৬১। ভাবশুদ্ধিই প্রধান শৌচ, ভাবশুদ্ধি হইলেই সর্ব্বকর্ম্মে অধিকার জন্মে ভাবভেদে কান্তাকে ও দুহিতাকে পৃথকরূপে আলিঙ্গন করা হয়; একই স্তনে চিন্তা, পতি ও পুত্র পৃথকরূপেই করিয়া থাকে। সেইজন্য সর্ব্বথা চিত্তকেই বিশোধিত করিবে, অপর বাহ্যশোধনের ফল কি? যাহার আত্মা ভাবশুদ্ধ, সে স্বর্গ ও মোক্ষলাভে সক্ষম হইয়া থাকে। বৈরাগ্যমৃত্তিকা ও অমল জ্ঞানজল দ্বারা জীবের অবিদ্যাজনিত বিষয়ানুরাগরূপ মল মূত্রজ দুর্গন্ধের শোধন হইয়া থাকে। এই শরীর ত্বক্সার মাত্র, বস্তুতঃ ইহা কদলীসারবৎ সম্পূর্ণ নিঃসার, স্বভাবতই অশুচি। সাধুগণ ইহা অবগত আছেন। যে প্রাজ্ঞ মানব দেহকে এবংবিধ দোষযুক্ত জানিয়া ইহার মমতা পরিহার করে, সে-ই মুক্ত হয়, আর যে ব্যক্তি ইহাতে দৃঢ় মমতা করে, সে চিরকাল এই সংসারেই থাকে। জনগণের অজ্ঞানবশে নানা কর্ম্মদোষে এই মহাক্লেশদায়ক জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গিরিবরে আক্রান্ত ও সাগরে পতিত ব্যক্তির ন্যায় দেহীও জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত ও গর্ভোদকে ক্লিন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে অতি ক্লেশেই কালাতিপাত করে। বহ্নিমধ্যগত লৌহকুম্ভনিহিত ব্যক্তির ন্যায় গর্ভকুম্ভগত জীবও জঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া থাকে। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহসূচী দ্বারা নিরন্তর

॥৭১॥ যদ্দুঃখং জায়তে তস্য তদ্গার্ভেঽষ্টগুণং ভবেৎ। ইত্যেতদ্গার্ভদুঃখং হি প্রাণিনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭২ ॥ চরস্থিরাণাং সর্ব্বেষামাত্মগর্ভানুরূপতঃ। তত্রস্থস্য চ সর্ব্বেষাং জন্মনাং স্মরণং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ। নানাযোনিসহস্রাণি ময়া দৃষ্টান্যনেকধা ॥ ৭৪ ॥ অধুনা জাতমাত্রোঽহং প্রাপ্তসংস্কার এব চ। ততঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভো ন সম্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ অধ্যেষ্যামি হরের্জ্ঞানং সংসারবিনিবর্ত্তনম্। এবং সঞ্চিন্তয়ন্নাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়ন ॥ ৭৬ ॥ গর্ভাৎ কোটিগুণং দুঃখং জায়মানস্য জাযতে। গর্ভবাসে স্মৃতির্যাসীৎ সা জাতস্য প্রণশ্যতি ॥ ৭৭ ॥ স্পৃষ্টমাত্রস্য বাহ্যেন বায়ুনা মূঢ়তা ভবেৎ। সম্মূঢ়স্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ ॥ ৭৮ ॥ স্মৃতিভ্রংশাত্ততস্তস্য পূর্ব্বকর্ম্মবশেন চ। রতিঃ সঞ্জায়তে তূর্ণং জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি ॥ ৭৯ ॥ রক্তো মূঢ়শ্চ লোকোঽয়মকার্য্যে সম্প্রবর্ত্ততে। তত্রাত্মানং ন জানাতি ন পরং ন চ দৈবতম্ ॥ ৮০ ॥ ন শৃণোতি পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেক্ষতে। সমে পথি সমৈর্গচ্ছন্ স্খলতীব পদে পদে ॥ ৮১ ॥ সত্যাং বুদ্ধৌ ন জানাতি বোধ্যমানো বুধৈরপি। সংসারে ক্লিশ্যতে তেন রাগমোহবশানুগঃ ॥ ৮২ ॥ গর্ভস্মৃতেরভাবেন শাস্ত্রমুক্তং মহর্ষিভিঃ। তদ্দুঃখকথনার্থায় স্বর্গমোক্ষপ্রসাধকম্ ॥ ৮৩ ॥ যে শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মার্থসাধকে। ন কুর্ব্বন্ত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্তদত্র পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮৪ ॥ অব্যক্তেন্দ্রিয়বৃত্তিত্বাদ্বাল্যে দুঃখং মহৎ পুনঃ। ইচ্ছন্নপি ন শক্নোতি বক্তুং কর্ত্তুঞ্চ কিঞ্চন ॥ ৮৫ ॥ দন্তোত্থানে মহদ্দুঃখং মৌলেন ব্যাধিনা তথা। বালরোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়া বালগ্রহৈরপি ॥ ৮৬ ॥ তৃড়্বুভুক্ষাপরীতাঙ্গঃ ক্বচিত্তিষ্ঠতি রারটন। বিণ্মূত্রভক্ষণাদ্যঞ্চ মোহাদ্বালঃ সমাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥ কৌমারে কর্ণবেধেন মাতাপিত্রোর্বিতাড়নৈঃ। অক্ষরাধ্যয়নাদ্যৈশ্চ দুঃখং স্যাদ্গুরুশাসনাৎ ॥ ৮৮ ॥ প্রমত্তেন্দ্রিয়বৃত্তৈশ্চ কামরাগপ্রপীড়নাৎ। রাগোদ্রূতস্য সততং কুতঃ সৌখ্যং হি যৌবনে ॥ ৮৯ ॥

বিদ্ধ হইতে থাকিলে যেমন ক্লেশ হয়, গর্ভমধ্যে তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ক্লেশ অনুভূত হয়। স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীরই এবম্বিধ গর্ভ দুঃখভোগ করিতে হয়, তবে স্ব স্ব যোনি অনুসারে অল্পাল্প তারতম্য ঘটে মাত্র। সমস্ত জন্মেই গর্ভমধ্যে বাসকালীন অতীত জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি জন্মে। 'আমি মরিয়াছিলাম, আবার জন্মিয়াছি; জন্মিয়া আবার মরিয়াছি; এই ভাবে আমি কত কত বার সহস্র সহস্র যোনি দেখিলাম। এবারে আমি এখানে জন্মিয়াই যথোক্ত সংস্কার লাভ করিয়া আর যাহাতে গর্ভবাস করিতে না হয় এমন শ্রেয়ঃ সাধন করিব।' সংসারনিবারক হরিবিজ্ঞানদায়ক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব। জীব গর্ভমধ্যে এইরূপ মোক্ষোপায়চিন্তায় কালাতিপাত করে। জন্মকালে আবার গর্ভবাস অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক ক্লেশানুভব হয়, গর্ভবাসকালে যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে, তাহা জন্মিবামাত্রই বিলুপ্ত হয়। বহিরের বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই জীবের মূঢ়তা জন্মে। আর মোহাচ্ছন্নের অবিলম্বেই স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। স্মৃতিভ্রংশ জন্য এবং পূর্ব্বকর্ম্ম প্রভাবে তখন জীবের সেই জন্মেই একটা অনুরাগ জন্মে। আর অনুরক্ত মূঢ় জনগণ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহার আত্ম-পরজ্ঞান বা দেবতাজ্ঞানও থাকে না। সৎকথা শুনে না। চক্ষু থাকিতেও পরম শ্রেয়ঃ দেখিতে পায় না। সরল পথে সরল সহযাত্রীদিগের সহিত যাত্রা করিয়াও পদে পদে স্খলিত হয়। বুদ্ধি থাকিলেও বুদ্ধিমানদিগের প্রবোধবাক্যে তাহার কিছুমাত্র বোধোদয় হয় না। সেই জন্যই রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে ক্লেশ পাইয়া থাকে। ৬২—৮২। গর্ভবাসকালীন জন্মান্তরীণ স্মৃতি, ভূমিষ্ঠ হইলে থাকে না বলিয়াই, জনগণকে সেই গর্ভবাসদুঃখ জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ তাহাতে স্বর্গ-মোক্ষলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মহর্ষিগণ সেই উদ্দেশেই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সর্ব্বকামার্থসাধক শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও যে লোক সকল আত্মমঙ্গল সাধন করে না, ইহা অতীব অদ্ভুত। বাল্যকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয় অব্যক্ত থাকে বলিয়া মহাদুঃখ। তখন ইচ্ছা থাকিলেও বলিতে কহিতে পারা যায় না। আবার দন্তোদ্গমকালে মহাদুঃখ। মৌল রোগ, বালরোগ, বালগ্রহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া অনেক সময় ক্লেশে চীৎকার করিয়াই কাটাইতে হয়। বালক আবার মোহবশে মল-মূত্রও ভোজন করে। কৌমারকালে কর্ণবেধ পিতামাতার তাড়না, গুরুর শাসন ও অক্ষরাভ্যাসাদি দ্বারা অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। যৌবন কালে

ঈর্ষ্যয়া সুমহদ্দুঃখং মোহাদ্রক্তস্য জায়তে। মত্তস্য কুপিতস্যৈব রাগো দোষায় কেবলম্ ॥ ৯০ ॥ ন রাত্রৌ বিন্দতে নিদ্রা কামাগ্নিপরিখেদিতঃ। দিবাপি হি কুতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জ্জনচিন্তয়া ॥ ৯১ ॥ নারীষু স্বনুস্যূতাসু সর্ব্বদোষাশ্রয়াসু চ। বিণ্মূত্রোৎসর্গসদৃশং সৌখ্যং মৈথুনজং স্মৃতম্ ॥ ৯২ ॥ সম্মানমপমানেন বিয়োগেনেষ্টসঙ্গমঃ। যৌবনং জরয়া গ্রস্তং ক সৌখ্যমনুপদ্রবম্ ॥ ৯৩ ॥ বলীপলিতকায়েন শিথিলীকৃতবিগ্রহঃ। সর্ব্বক্রিয়াস্বশক্তশ্চ জরয়া জর্জ্জরীকৃতঃ ॥ ৯৪ ॥ স্ত্রীপুংসোর্যৌবনং রূপং যদন্যোন্যাশ্রয়ং পুরা। তদেবং জরয়া গ্রস্তমুভয়োরপি ন প্রিয়ম্ ॥ ৯৫ ॥ জরাভিভূতঃ পুরুষঃ পত্নীপুত্রাদিবান্ধবৈঃ। অশক্তত্বাদ্দুরাচারৈর্ভৃত্যৈশ্চ পরিভূয়তে ॥ ৯৬ ॥ ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ নাতুরো যতঃ। শক্তঃ সাধয়িতুং তস্মাদ্যুবা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৯৭॥ বাতপিত্তকফাদীনাং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে। বাতাদীনাং সমূহশ্চ দেহোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৮ ॥ তস্মাদ্ব্যাধিময়ং জ্ঞেয়ং শরীরমিদমাত্মনঃ। রোগৈর্নানাবিধৈর্যাস্তি দেহে দুঃখান্যনেকশঃ ॥ ৯৯ ॥ তানি ন স্বাত্মবেদ্যানি কিমন্যৎ কথয়াম্যহম্। একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০০ ॥ তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ। যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ ॥ ১০১ ॥ জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি। বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রাঃ সর্পাদ্যাঃ প্রাণিনস্তথা ॥ ১০২ ॥ বিষাণি চাভিচারাশ্চ মৃত্যোর্দ্বারাণি দেহিনাম্। পীড়িতং সর্পরোগাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥ স্বস্থীকর্ত্তুং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্। নৌষধং ন তপো মন্ত্রা ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ ॥ ১০৪ ॥ শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্। রসায়নতপোজপ্যৈর্যোগসিদ্ধৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১০৫ ॥ কালমৃত্যুরপি প্রাজ্ঞৈর্নীয়তে নাপি সংযুতৈঃ। নাস্তি মৃত্যুসমং দুঃখং নাস্তি মৃত্যুসমং ভয়ম্ ॥ ১০৬ ॥ নাস্তি মৃত্যুসমস্ত্রাসঃ সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। সদ্ভার্য্যাপুত্রমিত্রাণি রাজ্যৈশ্বর্য্যসুখানি চ ॥ ১০৭ ॥ আবদ্ধানি স্নেহপাশৈর্মৃত্যুঃ

সাংসারিক অনুরাগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, সুতরাং কামে ও অনুরাগে নিগৃহীত হইয়া কিছুমাত্র সুখানুভব করা যায় না। মোহাক্রান্ত মানবের ঈর্ষ্যাবশে সুমহাদুঃখ জন্মে। মত্ত ও কুপিত ব্যক্তির যে অনুরাগ তাহা কেবল দোষজনকই হইয়া থাকে ।৮৩—৯০। কামানলের সন্তাপে রাত্রিকালে সুনিদ্রা হয় না, আর অর্থোপার্জ্জনচিন্তায় দিবসেই বা সুখ কোথায়? নারীগণ যে সর্ব্বদোষের আধার, ইহা জানিয়াও মানব তাহাতে মল-মূত্র ত্যাগের ন্যায় মৈথুনজনিত সুখানুভব করে; অপমান দ্বারা মান, বিয়োগ দ্বারা প্রিয়সংযোগ এবং জরা দ্বারা যৌবন গ্রস্ত রহিয়াছে; সুতরাং নিরুপদ্রব সুখ কোথায়? যৌবনকালীন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর প্রীতিসাধক যে রূপ, জরাগ্রস্ত হইলে তাহা তখন উভয়েরই অপ্রিয় হইয়া পড়ে। তখন শরীরে বলী-পলিত দেখা দেয়, শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, জরাদ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া দেহ তখন সকল কার্য্যেই অশক্ত হয়। জরাভিভূত মানব দুরাচার স্ত্রী-পুত্র-ভৃত্য-বান্ধবাদির নিকট অশক্ত বলিয়া নিয়ত বিবিধরূপে লাঞ্ছিত হয়। যাবৎ অশক্ত না হয়, তাবৎ কালই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধন করা যায়; এজন্য যৌবনকালেই ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। বাত-পিত্ত-কফাদির সমষ্টিই এই দেহপদবাচ্য। সেই বাত-পিত্ত-কফের বৈষম্যকেই ব্যাধি বলা যায়। অতএব এই দেহকে ব্যাধিময় বলিয়াই জানা উচিত। নানাবিধ রোগে দেহ মধ্যে বিবিধ দুঃখ প্রাদুর্ভূত হয়; পরন্তু বিশুদ্ধাত্মা জ্ঞানিগণ অলীক সংস্কারবিশেষ বলিয়া উহা দুঃখরূপে অনুভব করেন না। এই দেহে একশত একটী মৃত্যু আছে; তন্মধ্যে একটী কালসংযোগজ, আর অন্যগুলি আগন্তু। আগন্তু মৃত্যু সকল ঔষধসেবা ও জপ হোমাদি দ্বারা নিবারিত হয়। কাল-সংযোগজ মৃত্যুকে নিবারণ করা যায় না। বিবিধ ব্যাধি, অভিশাপ, সর্পাদি হিংস্র জন্তু, বিষ ও অভিচার, এগুলি দেহিগণের মৃত্যুর দ্বার স্বরূপ। কালপ্রাপ্ত দেহী সর্প রোগাদি দ্বারা পীড়িত হইলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। ঔষধ তপস্যা মন্ত্র বন্ধু-বান্ধব—কেহই কালগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। রসায়ন-যোগ-জপ-তপঃসিদ্ধ প্রাজ্ঞ মহাত্মারাও কালমৃত্যুর নিবারণে অক্ষম। সকল জীবের পক্ষেই মৃত্যুতুল্য দুঃখ নাই, মৃত্যুতুল্য ভয় নাই, এবং মৃত্যুতুল্য ত্রাসও আর নাই। প্রিয় ভার্য্যা পুত্র মিত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ—সমস্তই স্নেহপাশে আবদ্ধ আছে, কিন্তু মৃত্যু সেই পাশ

সর্ব্বাণি কৃন্ততি। কিং ন পশ্যসি মাতস্ত্বং সহস্রস্থাপি মধ্যতঃ॥ ১০৮॥ জনাঃ শতায়ুষঃ পঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তি বা। অশীতিকা বিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকা নরাঃ॥ ১০৯॥ পরমায়ুঃ স্থিতা ষষ্টিস্তদপ্যস্তি ন নিশ্চিতম্। তস্থ যাবন্তবেদায়ুর্দেহিনঃ পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥ ১১০॥ তস্যার্দ্ধমায়ুষো রাত্রির্হরতে মৃত্যুরূপিণী। বালভাবেন মোহেন বার্দ্ধকে জরয়া তথা॥ ১১১॥ বর্ষাণাং বিংশতির্যাতি ধর্ম্মকামার্থবর্জ্জিতঃ। আগন্তুকৈ-র্ভয়ৈঃ পুংসাং ব্যাধিশোকৈরনেকধা॥ ১১২॥ হ্রিয়তে-ঽর্দ্ধং হি তত্রাপি যচ্ছেষং তদ্ধি জীবিতম্। জীবিতান্তে চ মরণং মহাঘোরমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১৩॥ জায়তে যোনি-কোটীষু মৃতঃ কর্ম্মবশাৎ পুনঃ। দেহভেদেন যঃ পুংসাং বিয়োগঃ কর্ম্মসংখ্যয়া॥ ১১৪॥ মরণং তদ্বিনির্দ্দিষ্টং ন নাশঃ পরমার্থতঃ। মহাতমঃপ্রবিষ্টস্য চ্ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু॥ ১১৫॥ যদ্দুঃখং মরণং জন্তোর্ন তস্যেহোপমা ক্বচিৎ। হা তাত মাতঃ হা কান্তে ক্রন্দ-ত্যেবং সুদুঃখিতঃ॥ ১১৬॥ মণ্ডূক ইব সর্পেণ গীর্য্যতে মৃত্যুনা জনঃ। বান্ধবৈঃ সম্পরিত্যক্তঃ প্রিয়ৈশ্চ পরিবারিতঃ॥ ১১৭॥ নিঃশ্বসন্ দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ মুখেন পরিশুষ্যতা। চতুরন্তেষু খট্বায়াঃ পরিবর্ত্তন্ মুহুর্মুহুঃ॥ ১১৮॥ সম্মূঢ়ঃ ক্ষিপতেঽত্যর্থং হস্তপাদা-বিতস্ততঃ। খট্বাতো বাঞ্ছতে ভূমিং ভূমেঃ খট্বাং পুনর্মহীম্॥ ১১৯॥ বিবস্ত্রো মুক্তলজ্জশ্চ বিষ্ঠামূত্রানু-লেপিতঃ। যাচমানশ্চ সলিলং শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ॥ ১২০॥ চিন্তয়ানঃ স্ববিত্তানি কস্যৈতানি মৃতে ময়ি। পঞ্চাবটান্ খনমানঃ কালপাশেন কর্ষিতঃ॥ ১২১॥ ম্রিয়তে পশ্যতামেব গলে ঘুর্ঘুররাবকৃৎ। জীব-স্তৃণজলূকেব দেহাদ্দেহং বিশেৎ ক্রমাৎ॥ ১২২॥ সম্প্রাপ্যোত্তরমংশেন দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্। মরণাৎ প্রার্থনা দুঃখমধিকং হি বিবেকিনঃ॥ ১২৩॥ ক্ষণিকং মরণে দুঃখমনন্তং প্রার্থনাকৃতম্। জ্ঞাতং ময়ৈতদধুনা মৃতো ভবতি যদ্গুরুঃ॥ ১২৪॥ ন পরঃ প্রার্থয়েত্তুষ্ণক্তা লাঘবকারণম্। আদৌ দুঃখং তথা মধ্যে হ্যন্তে দুঃখঞ্চ দারুণম্॥ ১২৫॥ নিসর্গাৎ সর্ব্ব-

---

ছেদন করিয়া থাকে। মাতঃ! আপনি কি দেখি-তেছেন না, যে, সহস্র লোকের পাঁচ জন লোকও শতবর্ষজীবী হয় কি না-হয়! কোন মানব অশীতি বর্ষে আর কেহ বা সপ্ততি বর্ষে মরণা-পন্ন হয়; সাধারণ আয়ুঃপরিমাণ ষষ্টি বর্ষ; কিন্তু তাহাও নিশ্চিত নহে। ফলতঃ পূর্ব্বকর্ম্মা-নুসারে যে দেহীর যাহাই আয়ু হউক, মৃত্যু-রূপিণী রাত্রি তাহার অর্দ্ধাংশ অপহরণ করে। বাল্যকালে মোহবশে আর বৃদ্ধ দশায় জরাক্লেশে কুড়ি বৎসর বৃথাই অতীত হয়। ইহার মধ্যে কোন ধর্ম্মকামার্থ সাধন হয় না। আগন্তুক ব্যাধি শোক ভয়াদি দ্বারা অবশিষ্ট আয়ুরও অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হয়, ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই জীবিতকাল বলিয়া জ্ঞাতব্য! এই জীবিত কালান্তে আবার অতিক্লেশদ মরণ ঘটে। ৯১—১১৩। মরণান্তে আবার কর্ম্মানুসারে কোটি কোটি যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। জীবের কর্ম্মানুসারে এক এক দেহের সহিত যে বিয়োগ, তাহাকেই মৃত্যু বলা যায়। মৃত্যু বলিতে যথার্থতঃ নাশ নহে। মরণকালে জীব মহৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, তাহার মর্ম্ম সকল ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে থাকে; তখন তাহার যে দুঃখ বোধ হয়, জগতে কুত্রাপি তাহার আর উপমা নাই। সর্প দ্বারা ভেকের ন্যায় 'হা তাত! মাতঃ! কান্তে!' বলিয়া রোদন-পরায়ণ মানব-কাল দ্বারা ভক্ষিত হয়। মৃত্যুকালে যখন বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া যায়, কেবল প্রিয়-জনগণই বেষ্টন করিয়া থাকে; যখন মুখ শুষ্ক হইয়া যায় এবং দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস বহিতে থাকে, তখন সে খট্বার চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, ও অজ্ঞান-বশে প্রবল ভাবে ইতস্ততঃ হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে থাকে, খট্বা হইতে ভূমিতে ও ভূমি হইতে খট্বাতে শয়ন করিতে চায়; বিবসন, লজ্জাহীন ও মলমূত্রে অনুলিপ্ত হইয়াও কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হওয়ায় তদবস্থায়ই জল প্রার্থনা করে। মনে মনে চিন্তা করে যে, আমার মরণান্তে এ সকল বিভব কাহার হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কালপাশা-কর্ষণে দেহীর কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হইতে থাকে; সে তখন সকলের সমক্ষেই মরণাপন্ন হয়। জীব তৃণ-জলৌকের ন্যায় একাংশ দ্বারা অপর কোন পদার্থ আশ্রয় করিয়া পরে পূর্ব্বাশ্রয় দেহ পরিত্যাগ করে; এইভাবেই দেহ হইতে দেহান্তরে জীবের গতি-বিধি হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির মরণ অপেক্ষাও প্রার্থনায় অধিক দুঃখ হয়; মরণের দুঃখ ক্ষণিক আর প্রার্থনার দুঃখ অনন্ত। আমি ইহা মরণ কালেই জানিতে পারিয়াছি; তৃষ্ণাই লঘুতার কারণ; যেহেতু মরণান্তে আর প্রার্থনা করিতে হইবে না বলিয়া দেহটী পূর্ব্বাপেক্ষা গুরু হইয়া থাকে। সমস্ত প্রাণীরই আদিতে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ এবং

ভূতানামিতি দুঃখপরম্পরা। ক্ষুধা চ সর্ব্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৬ ॥ স চান্নৌষধিলেপেন ক্ষণমাত্রং প্রশাম্যতি। ক্ষুদ্ব্যাধের্বেদনা তীব্রা নিঃশেষ-বলকৃন্তনী ॥১২৭॥ তয়াভিভূতো ম্রিয়তে যথান্যৈর্ব্যাধি-ভির্নরঃ। রাজ্যেঽভিমানমাত্রং হি মমৈব বিদ্যতে গৃহে ॥ ১২৮ ॥ সর্ব্বমাভরণং ভারং সর্ব্বমালেপনং মম। সর্ব্বং প্রলাপিতং গীতং নিত্যমুন্মত্তচেষ্টিতম্ ॥ ১২৯ ॥ ইত্যেবং রাজ্যসম্ভোগৈঃ কুতঃ সৌখ্যং বিচারতঃ ॥ ১৩০ ॥ নৃপাণাং ব্যগ্রচিত্তানামন্যোন্য-বিজিগীষয়া: প্রায়েণ শ্রীমদালেপান্নহুষাদ্যা মহানৃপাঃ। স্বর্গং প্রাপ্যাপি পতিতাঃ কঃ শ্রিয়ো বিন্দতে সুখম্ ॥ ১৩১ ॥ উপর্য্যুপরি দেবানামন্যো-ন্যাতিশয়ে স্থিতম্। নরৈঃ পুণ্যফলং স্বর্গে মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥ ১৩২ ॥ ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম সোঽত্র দোষঃ সুদারুণঃ। ছিন্নমূলতরুর্যদ্বদবশঃ পততে ক্ষিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ পুণ্যমূলক্ষয়ে তদ্বৎ পাতয়ন্তি দিবৌকসঃ। ইতি স্বর্গেঽপি দেবানাং নাস্তি সৌখ্যং বিচারতঃ ॥ ১৩৪ ॥ তথা নারকিণাং দুঃখং প্রসিদ্ধং কিং চ বর্ণ্যতে। স্থাবরেষ্বপি দুঃখানি দাবাগ্নিহিম-শোষণম্ ॥ ১৩৫ ॥ কুঠারৈশ্ছেদনং তীব্রং বল্কলানাং চ তক্ষণম্। পর্ণশাখাফলানাং চ পাতনং চণ্ডবায়ুনা ॥ ১৩৬ ॥ অপমর্দ্দশ্চ সততং গজৈর্বন্যৈশ্চ দেহিভিঃ। তৃড়্‌বুভুক্ষা চ সর্পাণাং ক্রোধো দুঃখং চ দারুণম্ ॥ ১৩৭ ॥ দুষ্টানাং ঘাতনং লোকে পাশেন চ নিবন্ধনম্। এবং সরীসৃপাণাং চ দুঃখং মাতর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩৮ ॥ অকস্মাজ্জন্মমরণং কীটাদীনাং তথাবিধম্। বর্ষা-শীতাতপৈর্দুঃখং সুকষ্টং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ১৩৯ ॥ ক্ষুত্তৃট্‌ক্লেশেন মহতা সন্ত্রস্তাশ্চ সদা মৃগাঃ। পশুনাগনিকায়ানাং শৃণু দুঃখানি যানি চ ॥ ১৪০ ॥ ক্ষুত্তৃট্‌শীতাদিদমনং বধবন্ধনতাড়নম্। নাসাপ্রবেধনং ত্রাসং প্রতোদাঙ্কুশতাড়নম্ ॥ ১৪১ ॥ বেণুকুন্তাদিনিগড়মুদ্গরাঙ্কুশতাড়নম্। ভারোদ্বহন-সংক্লেশং শিক্ষাযুদ্ধাদিপীড়নম্ ॥ ১৪২ ॥ আত্মযূথ-বিয়োগশ্চ বনে চ নয়নাদিকম্। দুর্ভিক্ষং দুর্ভগত্বং চ মূর্খত্বং চ দরিদ্রতা ॥ ১৪৩ ॥ অধরোত্তরভাবশ্চ মরণং রাষ্ট্রবিভ্রমঃ। অন্যোন্যাভিভবাদ্দুঃখমন্যোন্যাতি-

---

এইভাবে দুঃখ-পরম্পরা স্বভাবতই রহিয়াছে। ক্ষুধাই সমস্ত রোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; অন্নরূপ ঔষধি ব্যবহারে তাহা ক্ষণকাল মাত্র প্রশমিত থাকে। ক্ষুধা ব্যাধির যাতনা অতীব তীব্র; উহা বলের সম্পূর্ণ বিনাশক। অন্য ব্যাধির ন্যায় উহাদ্বারা অভিভূত হইয়াও প্রাণী মরণাপন্ন হয়। রাজা যে সুখী তাহাও বলা যায় না; 'কারণ আমার গৃহে সমস্ত আভরণ আলেপন ধনরত্নাদি আছে'; এই প্রকার অভিমান মাত্রই তো রাজত্ব। রাজার নিত্যানুষ্ঠীয়মান প্রলাপ গীত উন্মত্তবৎ আচরণ—ইত্যাদি রাজত্বতেও যে সুখ নাই, তাহা সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিতে পারা যায়। ১১৪—১৩০। লক্ষ্মী দ্বারাই সুখলাভ হয় কোথায়? রাজগণ প্রায়শঃ পরস্পর জিগীষাবশে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। আবার নহুষাদি মহারাজগণ স্বর্গলাভ করিয়াও ঐশ্বর্য্যমদদোষে পুনরায় ভ্রষ্ট হইয়াছেন। স্বর্গেও সুখ নাই, কারণ পুণ্যফলের তারতম্যে সেখানেও পরস্পর শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ আছে। দেব-গণও সকলেই সমান নহেন। তাঁহাদিগেরও উত্তমাধম ভাব বিদ্যমান। বিশেষতঃ সেখানে পুণ্যফল ভোগ মাত্রই করা যায়, নূতন পুণ্য অর্জ্জন করা যায় না; সুতরাং পুণ্যফল ক্ষয় পাইলেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অবশভাবে ক্ষিতিতলে পতিত হইতে হয়। পুণ্যক্ষয়ান্তে দেবগণই স্বর্গ হইতে পাতিত করেন। এজন্য বিচার করিয়া দেখিলে স্বর্গবাসেও যে সুখ নাই, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। নরকবাসীদিগের যে দুঃখ, তাহা তো প্রসিদ্ধই আছে। তাহার আর বর্ণনা কি করিব? স্থাবর-জন্মেও সুখ নাই। দাবাগ্নিতাপ, হিমভোগ, কুঠারা-ঘাতে ছেদন, বল্কলমোচন, প্রচণ্ড বায়ুবেগে শাখা-পত্র ফলাদির পাতন, বন্য গজাদি দ্বারা মর্দ্দন প্রভৃতি নানা কষ্ট স্থাবরগণের ভোগ করিতে হয়। মাতঃ! সরীসৃপ জন্মেও তৃষ্ণা ক্ষুধা ও ক্রোধজনিত ক্লেশ, দুষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক প্রহার বন্ধনাদি আরও কত কষ্টই মুহুর্মুহুঃ ভোগ করিতে হয়। কীটাদিরও অকস্মাৎ জন্ম, অকস্মাৎ মরণ ও পূর্ব্ববৎ বিবিধ ক্লেশ পাইতে হয়। মৃগপক্ষী প্রভৃতির শীতাত বর্ষাদি জনিত বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতে ! মৃগগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিয়তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। পশু নাগাদির যে ক্লেশ তাহাও আমার নিকট শুন। ১৩১—১৪০। ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতাদি জনিত ক্লেশ, বধ, বন্ধন, তাড়ন, নাসাবেধ, কত রকম ত্রাস, প্রতোদ অঙ্কুশ বেণু কুন্ত মুদ্গরাদির প্রহার, নিগড়াদির বন্ধন, ভারবহন, শিক্ষা, যুদ্ধ, স্বদলভ্রংশ, স্থানান্তর-প্রাপণ প্রভৃতি জন্য কত ক্লেশে পশুগণ নিপীড়িত হয়। দুর্ভিক্ষ, দুর্ভাগ্য, মূর্খতা, দরিদ্রতা, উত্তমাধম

শয়্যাৎ পুনঃ ॥ ১৩৪ ॥ অনিত্যতা প্রভাবাণামুচ্ছ্রায়াণাং চ পাতনম্। ইত্যেবমাদিভির্দুঃখৈর্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥ ১৪৫ ॥ নিরয়াদিমনুষ্যান্তং তস্মাৎ সর্ব্বং ত্যজেদ্বুধঃ। স্কন্ধাৎ স্কন্ধং নয়েদ্ভারং বিশ্রামং মন্যতেহন্যথা ॥ ১৪৬ ॥ তদ্বৎ সর্ব্বমিদং লোকে দুঃখং দুঃখেন শাম্যতি। এবমেতজ্জগৎ সর্ব্বমন্যোন্যাতিশয়োচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৪৭ ॥ দুঃখৈরাকুলিতং জ্ঞাত্বা নির্ব্বেদং পরমাপ্নুয়াৎ। নির্ব্বেদাচ্চ বিরাগঃ স্যাদ্বিরাগাজ্জ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥ জ্ঞানেন তং পরং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ। নাহমেতাদৃশে লোকে রমেয়ং জননি ক্বচিৎ ॥ ১৪৯ ॥ রাজহংসো যথা শুদ্ধঃ কাকমেধ্যপ্রদর্শকঃ। শৃণু মাতর্যত্র সংস্থো রমেয়ং নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৫০ ॥ অবিদ্যায়নমত্যুগ্রং নানাকর্ম্মাতিশাখিনম্। সঙ্কল্পদংশমশকং শোকহর্ষহিমাতপম্ ॥ ১৫১ ॥ মোহান্ধকারতিমিরং লোভব্যালসরীসৃপম্। বিষয়ানন্যথাধ্বানং কামক্রোধবিমোক্ষকম্ ॥ ১৫২ ॥ তদতীত্য মহাদুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি মহদ্বনম্। ন তৎ প্রবিশ্য শোচন্তি ন প্রতৃষ্যন্তি তদ্বিদঃ ॥ ১৫৩ ॥ ন চ বিভ্যতি কেষাঞ্চিন্নাস্ম বিভ্যতি কেচন ॥ ১৫৪ ॥ তস্মিন্ বনে সপ্তমহাদ্রুমাশ্চ সপ্তৈব নদ্যশ্চ ফলানি সপ্ত। সপ্তাশ্রমাঃ সপ্ত সমাধয়শ্চ দীক্ষাশ্চ সপ্তৈতদরণ্যরূপম্ ॥ ১৫৫ ॥ পঞ্চবর্ণানি দিব্যানি চতুর্বর্ণানি কানিচিৎ। ত্রিদ্বিবর্ণৈকবর্ণানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ১৫৬ ॥ সৃজন্তঃ পাদপাস্তত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি তদ্বনম্ ॥ ১৫৭ ॥ সপ্ত স্ত্রিয়স্তত্র বসন্তি সত্যস্ত্ববাঙ্মুখ্যো ভানুমতো ভবন্তি। ঊর্দ্ধং রসানাদদতে প্রজাভ্যঃ সর্ব্বাশ্চ তাস্তত্ত্বতঃ কোঽপি বেদ ॥ ১৫৮ ॥ সপ্তৈব গিরয়শ্চাত্র ধৃতং যৈর্ভুবনত্রয়ম্। নদ্যশ্চ সরিতঃ সপ্ত ব্রহ্মবারিবহাঃ সদা ॥ ১৫৯ ॥ তেজশ্চাভয়দানঞ্চমদ্রোহঃ কৌশলং তথা। অচাপল্যমথাক্রোধঃ প্রিয়বাদশ্চ সপ্তমঃ ॥১৬০॥ ইত্যেতে গিরয়ো জ্ঞেয়াস্তস্মিন্ বিদ্যাবনে স্থিতাঃ। দৃঢ়নিশ্চয়স্তথা ভাসা সমতা নিগ্রহো গুণঃ ॥ ১৬১ ॥ নির্ম্মমত্বং তপশ্চাত্র সন্তোষঃ সপ্তমো

ভাব, রাষ্ট্রবিপ্লব, পরস্পরকৃত অভিভব, জিগীষা, প্রভাবের অস্থায়িত্ব, মরণ, উন্নতির পতন ইত্যাদি বিশেষ ক্লেশে সমগ্র চরাচরই ব্যাপ্ত। এই জন্য নারকী হইতে মনুষ্যান্ত সমস্তই ধীমান্ ব্যক্তির পরিত্যাজ্য। ভারবহনকারী যেমন এক স্কন্ধ হইতে অপর স্কন্ধে ভার লইয়া একটু বিশ্রাম বোধ করে, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকই এক দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আবার দুঃখান্তর উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। এই সমগ্র জগৎই এইরূপ উত্তমাধম তারতম্যে দুঃখদ্বারা সম্যক্ আক্রান্ত। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নির্ব্বেদ অবলম্বন করিবে। নির্ব্বেদ হইতে সংসারবিরাগ, ও বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান জন্মে। আর জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষ বিষ্ণুকে জ্ঞাত হইয়া মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয়। জননি! রাজহংস যেমন কাকভোগ্য অমেধ্য পদার্থ দর্শনে তৃপ্তিলাভ করে না, আমিও তদ্রূপ ইহ লোকে কোন বিষয়ে তৃপ্তি বোধ করি না। মাতঃ! আমি যে ভাবে থাকিয়া নিরুপদ্রবে আনন্দানুভব করিব, তাহা শুনুন। যাহা অবিদ্যার আবাসস্থল, যাহা বিবিধ কর্ম্মরূপ পাদপপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত, যাহা সঙ্কল্পরূপ দংশমশকে সমাকীর্ণ, যাহা শোক ও হর্ষরূপ হিম ও রৌদ্রে অন্বিত, যাহা মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহা লোভরূপ হিংস্র সর্পাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, যাহার বিষয়রূপ একটী মাত্র পথ, এবং যেখানে কাম-ক্রোধরূপ দস্যু বর্ত্তমান, সেই অতি ঘোর দুর্গ অতিক্রম করিয়া আমি এমন এক মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি, যেখানে প্রবেশ করিলে পুনরায় আর শোক করিতে হয় না কিম্বা যাহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পুনরায় কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেই বনে যে জন প্রবেশ করে, তাহার কোন ভয় থাকে না কিংবা তাহা হইতে কাহারও কোন ভয় হয় না। সেই বনে সাতটী মহাবৃক্ষ, সাতটী নদী, সাতটী ফল, সাতটী আশ্রম, সাতটী সমাধি ও সাতটী দীক্ষা আছে। বনব্যাপী সেই মহাবৃক্ষ সকল হইতে পঞ্চবর্ণ চতুর্ব্বর্ণ ত্রিবর্ণ দ্বিবর্ণ একবর্ণ—বিবিধ প্রকার পুষ্প ও ফল সকল প্রসূত হয়। সেখানে অধোমুখ সাতটী সতী রমণী বাস করে, তাহারা সকলেই সূর্য্যের ও উপরে বাস করে এবং প্রজাবর্গের রস শোষণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের তত্ত্ব যথার্থতঃ ক্বচিৎ কোন ব্যক্তি জানে। সেখানে সাতটী পর্ব্বত আছে, উহারাই এই ত্রিভুবন ধারণ করিতেছে। আর সাতটী স্রোতস্বিনী নদী আছে, তাহারা নিরন্তর ব্রহ্মবারি বহন করিয়া থাকে।১৪১—১৫৯। তেজ, অভয়দান, অদ্রোহ, কর্ম্মকৌশল, অচাপল্য, অক্রোধ এবং প্রিয়বাক্য, এই সাতটীই সেই বিদ্যা-মহাবনের সপ্ত গিরি। দৃঢ়নিশ্চয়, ইন্দ্রিয়সংযম, সারল্য, নির্ম্মমতা, তপস্যা, সর্ব্বত্র সমভাব, এবং সন্তোষ—

হ্রদঃ। ভগবদ্গুণবিজ্ঞানাদ্ভক্তিঃ স্যাৎ প্রথমা নদী ॥ ১৬২ ॥ পুষ্পাদিপূজা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চ প্রদক্ষিণা। চতুর্থী স্তুতিবাগ্রূপা পঞ্চমী ঈশ্বরার্পণা ॥ ১৬৩ ॥ ষষ্ঠী ব্রহ্মৈকতা প্রোক্তা সপ্তমী সিদ্ধিরেব চ। সপ্ত নদ্যোঽত্র কথিতা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৬৪ ॥ ব্রহ্মা ধর্ম্মো যমশ্চাগ্নিরিন্দ্রো বরুণ এব চ ॥ ১৬৫ ॥ ধনদশ্চ ধ্রুবাদীনাং সপ্তকানর্চ্চয়ন্ত্যমী। নদীনাং সঙ্গমস্তত্র বৈকুণ্ঠসমুপহ্বরে ॥ ১৬৬ ॥ আত্মতৃপ্তা যতো যান্তি শান্তা দান্তাঃ পরাৎ পরম্ ॥ কেচিদ্দ্রুমাঃ স্ত্রিয়ঃ কেচিৎ কেচিত্তত্ত্ববিদোঽপরে ॥ ১৬৭ ॥ সরিতঃ কেচিদাহুঃ স্ম সপ্তৈব জ্ঞানবিত্তমাঃ। অনপেতব্রতকামোঽত্র ব্রহ্মচর্য্যং চরামি চ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্মৈব সমিধস্তত্র ব্রহ্মাগ্নির্ব্রহ্ম সংস্তরঃ। আপো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম ব্রহ্মচর্য্যমিদং মম ॥ ১৬৯ ॥ এতদেবেদৃশং সূক্ষ্মং ব্রহ্মচর্য্যং বিদুর্বুধাঃ। গুরুং চ শৃণু মে মাতর্যো মে বিদ্যাপ্রদোঽভবৎ ॥ ১৭০ ॥ একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা হৃদ্যেব তিষ্ঠন্ পুরুষং প্রশাস্তি। তেনাভিযুক্তঃ প্রবণাদিবোদকং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাচরামি ॥ ১৭১ ॥ একো গুরুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো হৃদি স্থিতস্তমহং নু ব্রবীমি। যং চাবমন্যৈব গুরুং মুকুন্দং পরাভূতা দানবাঃ সর্ব্ব এব ॥ ১৭২ ॥ একো বন্ধুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো হৃদি স্থিতং তমহমনুব্রবীমি। তেনানুশিষ্টা বান্ধবা বন্ধুমন্তঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত দিবি প্রভান্তি ॥ ১৭৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং চ সংসেব্যং গার্হস্থ্যং শৃণু যাদৃশম্। পত্নী প্রকৃতিরূপা মে তচ্চিত্তো নাস্মি কর্হিচিৎ ॥ ১৭৪ ॥ মচ্চিত্তা সা সদা মাতর্মম সর্ব্বার্থসাধনী। ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ চ শ্রোত্রং চ পঞ্চমম্ ॥ ১৭৫ ॥ মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে দীপ্যন্তে পাবকা মম। গন্ধো রসশ্চ রূপং চ শব্দঃ স্পর্শশ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১৭৬ ॥ মন্তব্যমথ বোদ্ধব্যং সপ্তৈতাঃ সমিধো মম ॥ ১৭৭ ॥ হুতং নারায়ণধ্যানাদ্ভুঙ্ক্তে নারায়ণঃ স্বয়ম্। এবংবিধেন যজ্ঞেন যজাম্যস্মি তমীশ্বরম্ ॥ ১৭৮ ॥ অকাময়ানস্য চ সর্ব্বকামো ভবেদ্বিষাণস্য চ সর্ব্বদোষঃ। ন মে স্বভাবেষু ভবন্তি লেপাস্তোয়স্য বিন্দোরিব পুষ্করেষু ॥ ১৭৯ ॥ নিত্যস্য মে নৈব

এই সাতটী হ্রদও তথায় বর্ত্তমান। ভগবদ্গুণ-শ্রবণে যে ভক্তি উহাই তত্রত্য প্রথমা নদী, পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা দ্বিতীয়া, প্রদক্ষিণ কার্য্য তৃতীয়া, স্তুতি-বাক্য চতুর্থী, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পঞ্চমী, ব্রহ্মৈকতা ষষ্ঠী এবং সিদ্ধিই তত্রত্য সপ্তমী নদী। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সপ্ত নদী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা ধর্ম্ম যম অগ্নি বরুণ কুবের ইঁহারা সকলেই উক্ত সপ্ত-গণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। উক্ত সপ্তনদী বৈকুণ্ঠ সমীপে মিলিত হইয়াছে। শান্ত দান্ত আত্ম-তৃপ্ত ব্যক্তিগণই সেই পরাৎপর স্থানে গমনে সমর্থ হন। কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তত্রত্য বৃক্ষগণের, কেহ নারীগণের ও কেহ নদীগণের উল্লেখ করেন; পরন্তু যাঁহারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সপ্তগণেরই বর্ণন করিয়া থাকেন। আমি অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য করিতেছি। এই ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মই সমিধ, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্মই আস্তরণ, ব্রহ্মই জল এবং ব্রহ্মই গুরু বলিয়া নিরূপিত। ইহাই আমার ব্রহ্মচর্য্য। ১৬০—১৬৯। পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য এইরূপই বলিয়া থাকেন। মাতঃ! যিনি আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছেন, সেই গুরুর বিবরণও শ্রবণ করুন। জগতে একজনই শাস্তা আছেন, দ্বিতীয় শাস্তা নাই; তিনি হৃদয়ে থাকিয়া আত্মপুরুষকে অনুশাসন করেন। আমি তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে তদ্রূপ নিয়মানুসারে আচরণ করিতেছি। একই গুরু আছেন, দ্বিতীয় গুরু নাই; তিনি হৃদয়ে বাস করেন। আমি তাঁহার আদেশেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি। দানবগণ সেই গুরু-মুকুন্দকে অবজ্ঞা করিয়াই পরাভূত হইয়াছে। একমাত্র তিনিই বন্ধু, আর দ্বিতীয় বন্ধু নাই, আমি তাঁহার মতানুসারেই চলিয়া থাকি। তাঁহার পরামর্শেই জনগণ বন্ধুমান্ হয়, এবং তাঁহার পরামর্শেই সপ্তর্ষিগণ বন্ধুমান্ হইয়া নভোমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছেন। পালনীয় ব্রহ্মচর্য্যের কথা তো এই কহিলাম, এক্ষণে গার্হস্থ্য যে প্রকার, তাহা শুনুন। প্রকৃতিই আমার পত্নী। আমি কদাচ তাহার মতানুসারে চলি না, পরন্তু সে সদাই আমার মতানুবর্ত্তিনী হইয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। আমার নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, মন ও বুদ্ধি, এই সাতটী অগ্নি সততই প্রদীপ্ত আছে। গন্ধ, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য, এই সাতটীই আমার সমিধ্। 'নারায়ণ' শব্দোচ্চারণে হোম করা হয় এবং স্বয়ং নারায়ণই তাহা ভোজন করেন। আমি এবম্বিধ যজ্ঞ দ্বারা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি। ১৭০—১৭৭। আমি কামনা করি না বলিয়া সমস্ত কামই আমার সিদ্ধ হইবে। আর সংসারে দ্বেষ করি বলিয়া সর্ব্বদোষমধ্যে কোন দোষই আমার নাই। পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় সাংসারিক কোন বিষয়ই আমার স্বভাবে সংলিপ্ত

ভবন্ত্যনিত্যা নিরীক্ষমাণস্য বহুস্বভাবান্। ন সজ্জতে কর্ম্মসু ভোগজালং দিবীব সূর্য্যস্য ময়ূখজালম্॥১৮০॥ এবংবিধেন পুত্রেণ মা মাতর্দুঃখিনী ভব। তৎপদং ত্বাঞ্চ নেষ্যামি ন যৎ ক্রতুশতৈরপি॥ ১৮১। ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতা ইতরাভবৎ। চিন্তয়ামাস যদ্যেবং বিদ্বান্ মম সুতো দৃঢ়ম্॥ ১৮২॥ লোকেষু খ্যাতিমায়াতি ততো মে স্যাদ্যশঃ পরম্। ইত্যাদি চিন্তয়ন্ত্যাঞ্চ রজন্যাং ভগবান্ হরিঃ। ১৮৩॥ প্রহৃষ্টস্তস্য তৈর্বাক্যৈর্বিস্মিতঃ প্রাদুরাস চ। মূর্ত্তেঃ স্বয়ং বিনিক্রম্য শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ১৮॥ জগদুদ্ভাসয়ন্ ভাসা সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ। ততো নিপত্য ধরণীং হৃষ্টরোমাশ্রুগদ্গদঃ॥ ১৮৫॥ মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিং ধীমানৈতরেয়োঽথ তুষ্টুবে॥ ১৮৬॥ নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ ১৮৭॥ নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে॥ আত্মানন্দানুভূত্যৈব সম্যক্ত্যক্তোর্ম্ময়ে নমঃ। হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তশক্তয়ে॥ ১৮৯॥ বচস্যুপরতে প্রাপ্যো য একো মনসা সহ। অনামরূপচিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ॥ ১৯০॥ যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপৈতি জায়তে। মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১৯১॥ যং ন স্পৃশতি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবৎ প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১৯২॥ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিযোঽমী যদংশবদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু। নৈবান্যদালোহমিব প্রতপ্তং স্থানেষু তদ্দৃষ্টপদেন এতে॥ ১৯৩॥ চতুর্ভিশ্চ ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকদা প্রণমামি তম্। পূর্ব্বাপরাপরযুগে শাস্তারং পরমীশ্বরম্॥ ১৯৪॥ হিত্বা গতীর্মোক্ষকামা যং ভজন্তি দশাত্মকম্। তং পরং সত্যমমলং ত্বাং বয়ং পর্য্যুপাস্মহে॥ ১৯৫॥ ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় বিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকর-কমলোৎপলকুড্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগল পরমমেষ্ঠিন্নমস্তে॥ ১৯৬॥ তবাগ্নিরাস্যং বসুধাঙ্‌ঘ্রিযুগ্মং নভঃ শিরশ্চন্দ্ররবী চ নেত্রে। সমস্তলোকা জঠরং ভুজাশ্চ

হইতে পারে না। আমি নিত্য, কোন অনিত্য বিষয়ই আমাতে প্রবেশ করিতে পারে না। জগদ্বিলোকনকারী সূর্য্যের রশ্মিসমূহ যেমন আকাশে সম্বদ্ধ হয় না, আমি বহু স্বভাব নিরীক্ষণ করি বটে, কিন্তু আমার কর্ম্মেও ভোগজাল লিপ্ত হইতে পারে না।১৭৮—১৮০। মা! পুত্র এইরূপ বলিয়া আপনি দুঃখ করিবেন না; শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও যাহা লাভ করা যায় না, আমি আপনাকেও সেই পরমপদে লইয়া যাইব। ইতরা, পুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার পুত্র যখন এমন বিদ্বান্, তখন লোকে এ যদি প্রখ্যাত হয়, তবে আমার পরম যশ ঘটে। ইতরা রাত্রিকালে এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্ হরি, ঐতরেয়ের সেই সকল বাক্যে বিস্মিত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে সেই বাসুদেব-মূর্ত্তি হইতে স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে সূর্য্যকোটিসম দেহকান্তি দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন ধীমান্ ঐতরেয় মুনি রোমাঞ্চিতকলেবরে অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সেই শ্রীহরিকে স্তব করিতে লাগিলেন।—আমি যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকি, আপনি সেই ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিজ্ঞানমাত্র ও পরমানন্দ-মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। আপনি আত্মারাম, শান্ত ও অদ্বৈতমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। নিরন্তর আত্মানন্দানুভবহেতু আপনার অবিদ্যোর্ম্মি-সমূহ সম্যক্ পরিত্যক্ত, আপনাকে নমস্কার। আপনি মহান্ হৃষীকেশ ও অনন্তশক্তি, আপনাকে নমস্কার। বাক্য ও মনের উপরম ঘটিলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি নামরূপহীন একমাত্র চিৎস্বরূপ এবং সৎ ও অসতের পরবর্ত্তী, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। মৃন্ময়ে মৃত্তিকাবনিচয়ের ন্যায় যাঁহাতে এবং যাহা হইতে এই জগৎ স্থিত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারে না, অথচ যিনি অন্তরে-বাহিরে গগনবৎ বিরাজিত, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার অংশ-বিশেষে বদ্ধ হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন কর্ম্মনিচয়ে বিচরণ করে; লৌহ যেমন অগ্নিদ্বারা প্রতপ্ত হইলে অগ্নিরূপেই পরিণত হয়, তদ্রূপ যাঁহাতে নিবিষ্ট হইলে উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি আর পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হয় না, পরন্তু তদাকারতা প্রাপ্ত হয়; সেই সত্য অমল পরম পুরুষকে আমি উপাসনা করি। হে পরম পরমেষ্ঠিন্! আপনি ভগবান্ মহাপুরুষ মহানুভাব ও বিভূতিপতি; সাত্বত-শ্রেষ্ঠগণের করকমল-মুকুলদ্বারা আপনার চরণারবিন্দযুগল উপসেবিত হয়, আপনাকে নমস্কার।

দিশশ্চতস্রো ভগবন্নমস্তে॥ ১৯৭॥ জন্মানি তাবন্তি ন সন্তি দেব নিষ্পীড্য সর্ব্বাণি চ সর্ব্বকালম্। ভূতানি যাবন্তি ময়াত্র ভীমে পীতানি সংসারমহাসমুদ্রে॥ ১৯৮॥ সম্পচ্ছিলানাং হিমবন্মহেন্দ্রকৈলাসমের্ব্বাদিষু নৈব তাদৃক্। দেহাননেকাননুগৃহ্নতো মে প্রাপ্তাস্তি সম্পন্মহতী যথেশ॥ ১৯৯॥ ন সন্তি তে দেব ভুবি প্রদেশা ন যেষু জাতোহস্মি তথা বিনষ্টঃ। ভুক্তা ময়া যেষু ন জন্তবশ্চ সন্তক্ষিতো বা ন চ ভূতসঙ্ঘৈঃ॥ ২০০॥ শোকাভিভূতস্য মমাশ্রু দেব যাবৎপ্রমাণং পতিতং ভবেষু। তাবৎপ্রমাণং ন জলং পয়োদা মুঞ্চন্তি দিব্যৈরপি বর্ষলক্ষৈঃ॥ ২০১॥ মন্যে ধরিত্রী-পরমাণুসংখ্যামুপৈতি পিত্রোর্গণনা ন মহ্যম্। মিত্রাণ্যমিত্রাণ্যনুজীব্যবন্ধূন্ সংখ্যাতুমীশোহস্মি ন দেবদেব॥ ২০২॥ ত্বয্যর্পিতং নাথ পুনঃপুনর্মে মনঃ সমাক্ষিপ্য সুদুর্দ্ধরারিঃ। কামো বশং ক্রোধ-মুখৈঃ সহায়ৈঃ করোতি কিং তদ্ভগবন্ করোমি॥ ২০৩॥ সোহহং ভৃশার্ত্তঃ করুণাকরস্থং সংসারগর্ত্তে পতিতস্য বিষ্ণো। মহাত্মনাং সংশ্রয়মভ্যুপেতো নৈবাবসীদত্যপি দুর্গতোহপি॥ ২০৪॥ পরায়ণং রোগবতো হি বৈদ্যো মহাব্ধিমগ্নস্য চ নৌর্নরস্য। বালস্য মাতাপিতরৌ সুঘোরসংসারখিন্নস্য হরে ত্বমেব॥ ২০৫॥ প্রসীদ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূত সর্ব্বস্য হেতো পরমার্থসার। মামুদ্ধরাস্মাত্গুরুদুঃখসঙ্ঘাৎ সংসারগর্ত্তাৎ স্বপরিগ্রহেণ॥ ২০৬॥ ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতু-ভিরিমং মুহুরদ্যমানং শীতোষ্ণবাতসলিলৈরিতরে-তরাচ্চ। কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ সম্প-শ্যতো মম উরুক্রম সীদতো হি॥ ২০৭॥ ভবন্তু ভদ্রাণি সমস্তদোষাঃ প্রয়ান্তু নাশং জগতোহখিলস্য। ময়াদ্য ভক্ত্যা পরমেশ্বরে প্রভো স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে॥ ২০৮॥ যে ভূতলে যে দিবি চান্তরিক্ষে রসাতলে প্রাণিগণাশ্চ কেচিৎ। ভবন্তু তে সিদ্ধি-যুজো ময়াদ্য স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে॥ ১০৯॥ অজ্ঞানিনো জ্ঞানবিদো ভবন্তু প্রশান্তিভাজঃ সততো-গ্রচিত্তাঃ। ময়া চ বিশ্বম্ভরণে হ্যনন্তে স্তুতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে॥২১০॥ শৃণ্বন্তি যে মে স্তবতস্তথান্যে পশ্যন্তি

ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, বসুমতী পদযুগল, গগনমণ্ডল মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন, লোকসকল উদর এবং দিক্‌চতুষ্টয় আপনার বাহু, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! এই ঘোর সংসার মহাসাগরে এমন যোনি নাই, আমি যাহাতে জন্মগ্রহণ না করিয়াছি। বস্তুতঃ চিরকাল নিষ্পীড়ন করিয়া যত প্রাণী আছে, আমি তৎসমস্তই পান করিয়াছি,—তত্তদ্-যোনিভোগ্য সুখ-দুঃখ সর্ব্বথা অনুভব করিযাছি। আমি নানা দেহ ধারণ করিয়া আপনার কৃপায় যেরূপ মহতী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, হে পরমেশ্বর! হিমালয়, মহেন্দ্র, কৈলাস ও মেরু প্রভৃতি শৈলেও তাদৃশ সম্পদ্ নাই। হে দেব! ভূতলে এমন প্রদেশ নাই, যাহাতে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই বা বিনষ্ট হই নাই; কিম্বা জন্তুগণকে ভক্ষণ করি নাই বা জন্তুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই। ১৮১—২০০। হে দেব। আমি শোকাভিভূত হইয়া যে পরিমাণ অশ্রুবিন্দু ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছি, জলধরগণ দিব্য লক্ষ বৎসরেও তৎপ্রমাণ জল বর্ষণ করিতে পারে না। হে দেবদেব! বোধ হয়, ধরণীর পরমাণুচয়ের সংখ্যা করা যায়, কিন্তু আমার অতীত পিতা-মাতা, শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব অনুজীবী প্রভৃতির সংখ্যা করা যায় না। হে নাথ! আমি আপনাতে মনোনিবেশ করিলেও আমার সুদুর্জ্জয় রিপু কাম, ক্রোধাদির সাহায্যে বলপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ আত্মবশীভূত করিয়া লয়। সুতরাং আমি কি করিব? হে বিষ্ণো! আমি সংসারগর্ত্তে পতিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট পাই-তেছি। আপনি আমার প্রতি করুণা বিতরণ করুন। মহাত্মাদিগের আশ্রয়ে নিতান্ত দীনজনও অবসাদগ্রস্ত হয় না। বৈদ্যই রোগীর পরিত্রাণো-পায়। আর নৌকাই মহাসাগরমগ্নজনের অব-লম্বন। মাতা-পিতাই বালকের আশ্রয়। আর হে হরি! সংসার-ক্লিষ্টজনের আপনিই পরিত্রাতা। হে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভূত সর্ব্বহেতু পরমার্থসার হরে! এই অতি ক্লেশপ্রদ ঘোর সংসারগর্ত্ত হইতে আমাকে অবলম্বনদানে পরিত্রাণ করুন। হে অচ্যুত! ধাতু-ত্রয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, আতপ, জল, বায়ু, অপরাপর দ্বন্দ্বজ দুঃখ, কামাগ্নি, দুর্জ্জয় ক্রোধ,—ইত্যাদি দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, হে অমিতবিক্রম! আপনি আমাকে এ ক্লেশরাশি হইতে পরিত্রাণ করুন। আমি যে অদ্য জগৎপাতা প্রভু পরমেশ্বর বাসুদেবকে স্তব করিলাম, ইহার ফলে সমগ্র জগতের দোষনিচয় অপগত হউক, সমস্ত জগৎ আমার পক্ষে মঙ্গলময় হউক। অদ্য আমি জগদ্ধাতা বাসু-দেবকে যে স্তব করিলাম, তাহার ফলে ভূতলে রসাতলে নভস্তলে বা স্বর্গে যে সকল প্রাণী আছে, সকলেই অভিমত সিদ্ধি লাভ করুক।

যে মামিদমীরয়ন্তম্। দেবাসুরাদ্যা মনুজাস্তিরশ্চো ভবন্তু তেঽপ্যচ্যুতযোগভাজঃ॥ ২১১॥ যে চাপি মূঢ়া বিকলেন্দ্রিয়ত্বাৎ শৃণ্বন্তি নো নৈব বিলোকয়ন্তি। পশ্বাদয়ঃ কীটপিপীলিকাদ্যা ভবন্তু তেঽপ্যচ্যুতযোগভাজঃ॥ ২১২॥ নশ্যন্তু দুঃখানি জগত্যপেতু লোভাদিকো দোষগণঃ প্রজাভ্যঃ। যথাত্মনি ভ্রাতরি চাত্মজে বা তথা নরস্যাস্তু জনেঽপি ভাবঃ॥ ২১৩॥ সংসারবৈদ্যোঽখিলদোষহানিবিচক্ষণে নির্বৃতিহেতুভূতে। সংসারবন্ধাঃ শিথিলীভবন্তু হৃদি স্থিতে সর্ব্বজনস্য বিষ্ণৌ॥ ২১৪॥ পাপং প্রণাশং মম চ প্রয়াতু যন্মানসং যচ্চ করোমি বাচা। শারীরমপ্যাচরিতঞ্চ যন্মে স্মৃতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে॥ ২১৫॥ যথা হি বা বাসুদেবেতি প্রোক্তে সঙ্কীর্ত্তনে বিষ্ণুভক্তস্য বাপি। স্মৃতে হরৌ বাপি প্রযাতি পাপং সত্যেন মে নশ্যতাং তেন পাপম্॥ ২১৬॥ মূঢ়োঽয়মল্পমতিরল্পবিচেষ্টিতোঽয়ং ক্লিষ্টং মনোঽপি বিষয়ৈর্ম্ময়ি ন প্রসঙ্গি। ইত্থং কৃপাং কুরু ময়ি প্রণতেঽখিলেশ ত্বাং স্তোতুমম্বুজভবোঽপি হি দেব নেশঃ॥ ২১৭॥ স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল ত্বম্। সংসারসাগরনিমগ্নমনন্ত দীনমুদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি॥ ২১৮॥ ইত্থং স্তুতঃ স ভগবানৈতরেয়েণ ভারত। বাসুদেবো বিশালাক্ষো সানন্দমিদমাহ তম্॥ ২১৯॥ বৎসৈতরেয় তুষ্টোঽস্মি ভক্ত্যানেন স্তবেন তে। বরং বৃণীষ্ব মত্তস্ত্বং দুর্লভং যদভীপ্সিতম্॥ ২২০॥ ঐতরেয় উবাচ। এষ এব বরো নাথ মম নিত্যমভীপ্সিতঃ। মজ্জতো ঘোরসংসারে কর্ণধারো হরে ভব॥ ২২১॥ শ্রীভগবানুবাচ। মুক্ত এবাসি সংসারাদ্যস্য তে ভক্তিরীদৃশী। গ্রহৈর্মহাগ্রহৈর্বদ্ধো নৈব তে দ্বিত্রয়োদশী॥ ২২২॥ যশ্চ স্তোত্রেণ সততং গুপ্তক্ষেত্রসমীহিতম্। স্তোষ্যতে বাসুদেবং মাং স

আমি যে জগৎপাতা বিশ্বম্ভর বাসুদেবের স্তুতি করিলাম; তাহার ফলে অজ্ঞানীরা জ্ঞানী হউক, এবং সতত উগ্রস্বভাব প্রাণীরা প্রশান্তচিত্ত হউক। দেবতা অসুর মনুষ্য ও তির্য্যকজাতি যাহারাই আমার এই স্তব শুনিতেছে কিম্বা যাহারা আমাকে এই ভাবে স্তব করিতে দেখিতেছে, তাহারাও অচ্যুতে ভক্তিমান্ হউক।২০১—২১১। যাহারা মূঢ়তা বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যনিবন্ধন দেখিতে বা শুনিতে পায় না, তাহারা এবং পশু পক্ষী কীট পিপীলিকাদি প্রাণী সকলও অচ্যুতের প্রতি ভক্তিমান্ হউক। জগতে প্রজাগণের দুঃখ সকল বিনষ্ট হউক এবং লোভাদি দোষসমূহও অপগত হইয়া যাউক। নরগণের আত্মাতে ভ্রাতাতে ও পুত্রে যাদৃশ ভাব, সাধারণ প্রজাবর্গেও তাদৃশ ভাব হউক। সর্ব্বদোষনাশবিচক্ষণ শান্তিহেতু সংসার-বৈদ্য শ্রীহরি, সর্ব্বজনের হৃদয়ে বিরাজমান হউন এবং তজ্জন্য সংসারবন্ধননিচয় শিথিল হইয়া যাউক। আমার শারীর মানস বাচিক কর্ম্মজ সমস্ত পাপ সেই জগৎপাতা শ্রীহরির স্মরণে বিনষ্ট হউক। "বাসুদেব" এই নামোচ্চারণে, বিষ্ণুভক্তের সঙ্কীর্ত্তনে ও শ্রীহরিস্মরণে সমস্ত পাপ নাশ পায়", এই যে সত্য শাস্ত্রবাক্য আছে, সেই সত্য শাস্ত্রবচনের মহিমায় আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হউক। হে অখিলেশ্বর দেব! চতুরাননও আপনাকে স্তব করিতে সম্যক সমর্থ নহেন। অতএব আপনি "ইহার আচরণ অতীব হীন, ইহার মনও বিষয়নিচয়েই আসক্ত, প্রসঙ্গক্রমেও আমাতে নিবিষ্ট হয় না; পরন্তু এ নিতান্ত নির্ব্বোধ মূঢ়।" ইহা ভাবিয়া এই প্রণত জনের প্রতি করুণা বিতরণ করুন। হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন। হে বিষ্ণো! আপনি পরম দয়ালু বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং আমি অনাথ, আমার প্রতি কৃপা করুন। হে হরে! আপনি পুরুষোত্তম, অতএব হে অনন্ত! এই সংসার-সাগরনিমগ্ন দীন জনকে উদ্ধার করুন। হে ভারত! ঐতরেয় কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া বিশালাক্ষ বাসুদেব সানন্দে তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস ঐতরেয়! আমি তোমার ভক্তিতে স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা দুর্লভ বর গ্রহণ কর।২১২—১২০। ঐতরেয় কহিলেন,—হে নাথ! আমি এই ঘোর সংসারে মজ্জিত হইতেছি, আপনি আমার কর্ণধার হউন। হে হরে! এই বরই আমার নিয়ত বাঞ্ছিত। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তোমার যখন এমন ভক্তি, তখন তো তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়াই রহিয়াছ। ত্রয়োদশ গ্রহ ও ত্রয়োদশ মহাগ্রহ * দ্বারা তোমার বন্ধন ঘটিবে না।

* মন, বুদ্ধি, ভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সকলের সমষ্টি গ্রহপদবাচ্য। আর বোদ্ধব্য, মন্তব্য, অহঙ্কার এবং শব্দাদি ও বচনাদি বিষয়—এই সমষ্টি ত্রয়োদশটী মহাগ্রহ।

পাপক্ষয়মাপ্স্যতি ॥ ২২৩ ॥ যস্মাদেতেন স্তোত্রেণ পাপং নাশমবাপ্স্যতি। অঘনাশনমিত্যেব তস্মাৎ খ্যাতিমবাপ্স্যতি ॥ ২২৪ ॥ একাদশ্যামুপোষ্যৈব মমাগ্রে যঃ পঠিষ্যতি। স্তবমেনং স পূতাত্মা মম লোকমবাপ্স্যতি ॥ ২২৫ ॥ সর্ব্বেষামেব ক্ষেত্রাণাং গুপ্তক্ষেত্রং প্রিয়ং যথা। তথা সর্ব্বস্তবানাঞ্চ স্তবোঽয়ং সুপ্রিয়ো মম ॥ ২২৬ ॥ যানি চোদ্দিশ্য ভূতানি জপ্যতেঽসৌ মহাত্মভিঃ। তানি শান্তিং ভগং প্রজ্ঞাং প্রাপ্স্যন্তি কৃপয়া মম ॥ ২২৭ ॥ ত্বঞ্চ বৎস শ্রৌত-ধর্ম্মান্ সম্যগাচর শ্রদ্ধয়া। ন তৈর্বন্ধং ময়ি ন্যস্তৈরাপ্স্যস্যনভিসন্ধিতৈঃ ॥ ২২৮ ॥ যজ যজ্ঞৈরবাপ্যৈব দারানন্দয় মাতরম্। ময়ি ধ্যানেন তীব্রেণ মামবাপ্স্যস্যসংশয়ম্ ॥ ২২৯ ॥ বুদ্ধির্মনোঽথ ভূতানি বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। ত্রয়োদশগ্রহৈর্হ্যে স্যুস্ত্রয়োদশ মহাগ্রহাঃ ॥ ২৩০ ॥ বোদ্ধব্যমথ মন্তব্যমহন্তা শব্দ এব চ। স্পর্শো রসো রূপগন্ধৌ বচনাদানমেব চ ॥ ২৩১ ॥ বিহৃত্যুৎসর্গ আনন্দস্ত্রয়োদশ মহাগ্রহাঃ। এতান্মহাগ্রহান্ পুত্র শুদ্ধাত্মৈঃ স্বকৈগ্রহৈঃ ॥ ২৩২ ॥ গৃহাণ ধ্যানযোগেন মমৈবং মোক্ষমাপ্স্যসি। এবং ত্বং কর্ম্মভির্বীর নৈষ্কর্ম্ম্যং সমবাপ্স্যসি ॥ ২৩৩ ॥ শুদ্ধং রসেন সংবিদ্ধং দক্ষো হেম যথাশ্নুতে। বর্ণাশ্রমাচারবতা ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা ॥ ২৩৪ ॥ মদনুধ্যানযুক্তেন মোক্ষো নাস্তীহ দুর্লভঃ। তস্মাদেবং বর্ত্তমানো নন্দ ব্রতপরায়ণঃ ॥ ২৩৫ ॥ উদ্ধৃত্য সপ্তপুরুষান্ত্বং ময়ি গমিষ্যসি। সাম্প্রতং প্রতিভাস্যন্তি বেদশ্চাপঠিতা অপি ॥ ২৩৬ ॥ ততস্ত্বং কোটিতীর্থে চ যজ্ঞে বৈ হরিমেধসঃ। যাহি তত্র ভবিষ্যন্তে সর্ব্বং মাতুরভীপ্সিতম্ ॥ ২৩৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্মূর্ত্তিমধ্যে বিবেশ হ। বিলোক্যমানোঽনিমিষং মাত্রা চৈব সুতেন চ ॥ ২৩৮ ॥ ততো মূর্ত্তিং নমস্কৃত্য বাসুদেবস্য বিস্মিতঃ। ঐতরেয়ঃ স্বজননীং মুদিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩৯ ॥ পুরাহমভবং শূদ্রো ভীতঃ সংসারদোষতঃ। পরিনিষ্ঠাগতং ধর্ম্মং ব্রাহ্মণং শরণং

এই গুপ্ত ক্ষেত্রে যে মানব নিয়ত ত্বৎকৃত এই স্তুতি দ্বারা মদীয় বাসুদেবমূর্ত্তির স্তব করিবে, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইবে। এই স্তব দ্বারা পাপ নাশ পাইবে বলিয়া অঘনাশন নামে ইহার খ্যাতি হইবে। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া আমার অগ্রে এই স্তব পাঠ করিবে, সে নিষ্পাপ হইয়া আমার লোকে গমন করিবে, এই গুপ্তক্ষেত্র যেমন আমার অপর ক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রিয়, তেমনি এই স্তব আমার অপরাপর সমস্ত স্তব হইতে প্রিয়। মহাত্মা মানব, যে যে ব্যক্তির উদ্দেশে এই স্তব পাঠ করিবে; সেই সেই প্রাণীই আমার কৃপায় শান্তি ঐশ্বর্য্য ও বুদ্ধি লাভ করিবে। বৎস! তুমিও শ্রদ্ধাসহকারে বৈদিক ধর্ম্মাচরণ কর, তুমি কোন ফল কামনা করিও না, কর্ম্মফল আমাতে ন্যস্ত করিও; তাহা হইলে সেই সকল কর্ম্মে তোমার সংসারবন্ধন ঘটিবে না। যজ্ঞোপকরণ পাইলেই যজ্ঞ করিও, মাতাকে ও পত্নীগণকে আনন্দিত করিও। আমাতে তীব্র ধ্যান করিও। তাহার ফলে শেষে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধি, মন, ভূতপঞ্চক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটী গ্রহ; এবং এই গ্রহগণ হইতে অপর ত্রয়োদশটী মহাগ্রহ জন্মে। ২২১—২৩০। বোদ্ধব্য, মন্তব্য, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, বিহার, উৎসর্গ, আনন্দ,—এই ত্রয়োদশটী মহাগ্রহ। পুত্র! তুমি স্বীয় শুদ্ধ গ্রহ সকল দ্বারা এই ত্রয়োদশটী মহাগ্রহ শোধন করিয়া ধ্যানযোগে আমাকে আশ্রয় কর; তাহা হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। হে বীর! দক্ষ ব্যক্তি যেমন রসসম্মিশ্র শুদ্ধ স্বর্ণ ভক্ষণ করিতে পারে, তদ্রূপ তুমিও এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা লাভ করিবে। আমার ধ্যান সহকারে বর্ণাশ্রমাচার পালন করিয়া আমাতে কর্ম্ম সকল ন্যস্ত করিলে মোক্ষ দুর্লভ থাকে না। অতএব হে পুত্র! তুমি এই ভাবে ব্রত পালনপূর্ব্বক এই রূপ আচরণ করিলে পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া অন্তে আমাতে লীন হইবে। তুমি বেদ পাঠ না করিয়া থাকিলেও সম্প্রতি তোমার বেদস্ফুরণ হইবে; তার পর তুমি কোটি তীর্থে হরিমেধা যে যজ্ঞ করিতেছেন, তথায় যাও। সেখানে তোমার মাতার অভীষ্ট সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে। এতক্ষণ ইতরা ও ঐতরেয়—দুই জনেই অনিমিষ নয়নে ভগবানকে অবলোকন করিতেছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এই সকল কথা বলিয়া সহসা সেই বাসুদেবমূর্ত্তি মধ্যে প্রবেশ করিলেন।২৩১—২৩৮। তখন ঐতেরেয়, বিস্মিতভাবে বাসুদেব মূর্ত্তিকে নমস্কার করিয়া সানন্দমনে মাতাকে কহিলেন,—মাতঃ! আমি পূর্ব্বে শূদ্রবংশে জন্মিয়াছিলাম এবং সংসারক্লেশে ভীত হইয়া কোনও এক নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হই।

গতঃ ॥ ২৪০ ॥ স কৃপালুর্মম প্রাহ মন্ত্রং বৈ দ্বাদশাক্ষরম্। সদেমং জপ চেত্যুক্তো তমহং জপ্তবান্ সদা ॥ ২৪১ ॥ তেন জাপ্যপ্রভাবেণ মমোৎপত্তিস্তবোদরাৎ। জাতস্মৃতির্বিষ্ণুভক্তিঃ স্থিতিরত্র চ সর্ব্বদা ॥ ২৪২ ॥ ইদানীঞ্চ প্রয়ামোষ যজ্ঞং তং হরিমেধসঃ। স্বদ্রূপং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং প্রণম্য ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ২৪৩ ॥ ততো মহীনগরকাখো কোটিতীর্থতলস্থিতম্। যজন্তং সংবৃতং বিপ্রৈঃ কোটিশস্তমুপাগমৎ ॥ ২৪৪ ॥ গেহায় মাতরং প্রোচ্য স যজ্ঞে প্রোক্তবান্ দ্বিজঃ। নমস্তস্মৈ ভগবতে বিষ্ণবেহকুণ্ঠমেধসে ॥ ২৪৫ ॥ যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মসাগরে। ইতি শ্লোকং মহার্থং তে হরিমেধমুখা দ্বিজাঃ ॥ ২৪৬ ॥ আকর্ণ্যাসনপূজাদ্যৈঃ পূজয়ামাসুরঙ্গ তম্। ততো বেদার্থনৈপুণ্যৈস্তেন তে তোষিতা দ্বিজাঃ ॥ ২৪৭ ॥ প্রদদুর্দক্ষিণাং সর্ব্বাং হরিমেধাঃ সুতামপি। দ্রব্যং কন্যাঞ্চ সংগৃহ্য স্বগৃহং সমুপাগমৎ ॥ ২৪৭ ॥ বন্দয়িত্বা স্বজননীং পুত্রানুৎপাদ্য চামলান্। ইষ্ট্বা যজ্ঞৈরৈতরেয়ো দ্বাদশীব্রততৎপরঃ ॥ ২৪৮ ॥ বাসুদেবানুধ্যানেন মোক্ষং পশ্চাদুপাগতঃ। এবংবিধো বাসুদেবঃ স্বয়মত্রাস্তি ভারত ॥ যোহর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ স্তৌতি সর্ব্বং তস্যাক্ষয়ং বিদুঃ। শিবধর্ম্মেষু যৎ প্রোক্তং ফলং পূর্ব্বং ময়া তব ॥ ২৫১ ॥ তাদৃশং লভতে মর্ত্ত্যো বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ঐতরেয়ব্রাহ্মণচরিত্রবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ। ততোহহং পার্থ ভূয়োহপি জনানুগ্রহকাম্যয়া। প্রত্যক্ষদেবং মার্ত্তণ্ডমত্রানেতুমিয়েষ হ ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যস্মাদুড়ুপো ভগবান্ রবিঃ। ইহামুত্র চ কৌন্তেয় বিশোদ্ধারী

তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উপদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিও। আমিও তখন হইতে সর্ব্বদা সেই মন্ত্র জপিতে লাগিলাম। সেই জপের ফলে আমি আপনার গর্ভে জাতিস্মর ও বিষ্ণুভক্ত হইয়া জন্মিয়াছি এবং এই বাসুদেবক্ষেত্রেই আমার সর্ব্বদা অবস্থান ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই বিষ্ণুর প্রীতিসাধনার্থ হরিমেধার যজ্ঞে যাই। তদর্থে প্রণতিসংকারে আপনার আদেশ লইতেছি। ঐতরেয় এই বলিয়া মাতাকে গৃহে যাইতে কহিয়া কোটিতীর্থতলস্থ মহীনগরে হরিমেধার যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন। দেখিলেন—কোটি কোটি ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাত্মা হরিমেধা যজ্ঞ করিতেছেন। ঐতরেয় তখন কহিলেন,—যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা কর্ম্মসাগরে পরিভ্রমণ করিতেছি, সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার। হে অর্জ্জুন! হরিমেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়ের এই মহার্থসম্পন্ন শ্লোক শ্রবণ করিয়া আসনাদিদানে তাঁহাকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। ঐতরেয় সেখানে বেদার্থ ব্যাখ্যান দ্বারা তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষিত করিলেন। তাঁহারা তখন ঐতরেয়কে বিবিধ দক্ষিণা দান করিলেন। আর হরিমেধা তাঁহাকে স্বীয় কন্যাও সম্প্রদান করিলেন। ঐতরেয় সেই সমস্ত দ্রব্য ও কন্যা লইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া জননীর চরণ-বন্দনা করিলেন। পরে কালক্রমে অমল পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। সেই দ্বাদশীব্রতপরায়ণ ঐতরেয় মুনি, বাসুদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার ফলে শেষে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। হে ভারত! স্বয়ং বাসুদেব এখানে এইরূপ প্রভাবশালী বাসুদেবমূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার অর্চ্চন পূজন স্তবন যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফলদায়ক হয়। সুধীগণ ইহা অবগত আছেন। হে অর্জ্জুন! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে শিবধর্ম্মের ফল বলিয়াছি, মানব বাসুদেবের প্রসাদেও তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে। ২৩৯—২৫২।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে পার্থ! অতঃপর আমি জনগণের উপকার সাধনমানসে পুনরায় এস্থানে প্রত্যক্ষ দেবতা মার্ত্তণ্ডকে আনয়নের অভিলাষ করিলাম। হে কুন্তী-নন্দন। ভগবান আদিত্য সমস্ত প্রাণীরই ইহ-পরকালে উড়ুপ (ভেলা) তুল্য। এইজন্য রবিকে বিশোদ্ধারী বলা

রবির্ম্মতঃ ॥ ২ ॥ যে স্মরন্তি রবিং ভক্ত্যা কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ। পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ সূর্য্যভক্তিপরা যে চ নিত্যং তদ্‌গতমানসাঃ। যে স্মরন্তি সদা সূর্য্যং ন তে দুঃখস্য ভাগিনঃ ॥ ৪ ॥ ভবনানি মনোজ্ঞানি বিবিধাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ। ধনং চাদৃষ্টপর্য্যন্তং সূর্য্যপূজাবিধেঃ ফলম্ ॥৫॥ দুর্লভা ভক্তিঃ সূর্য্যে বা দুর্লভং তস্য চার্চ্চনম্। দানঞ্চ দুর্লভং তস্মৈ ততো হোমশ্চ দুর্লভঃ ॥ ৬ ॥ নমস্কারাদিসংযুক্তং রবিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য সফলং তস্য জীবিতম্ ॥ ৭ ॥ ইত্যহং হৃদি সঞ্চিন্ত্য মাহাত্ম্যং রবিজং মহৎ। পূর্ণং বর্ষশতং পার্থ রবিং ভক্ত্যা হ্যতোষয়ম্ ॥ ৮ ॥ জপেন সুবিশুদ্ধেন ছন্দসাং বায়ুভোজনঃ। ততঃ শাদ্দ্বিতীয়াং মূর্ত্তিং কৃত্বা যোগবলাদ্বিভুঃ ॥ ৯ ॥ তেজসা দুর্দ্দশো ভাস্বান্ প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ১০ ॥ তমহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্য রবিং প্রভুম্। সামভির্বিবিধৈর্দেবং পর্য্যতোষয়মীশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ তুষ্টো মামাহ বরদো দেবর্ষে সুচিরং ত্বয়া। তপসারাধিতোঽস্মীতি বরং বৃণু যথেপ্সিতম্ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্তোঽহং লোকনাথং প্রাঞ্জলিঃ প্রাব্রবং বচঃ। যদি তুষ্টো ভবান্ মহ্যং যদি দেয়ো বরো মম ॥ ১৩ ॥ ততস্তে কামরূপে যা কলা নাথ প্রবর্ত্ততে। রাজবর্দ্ধনরাজ্ঞা যারাধিতা চ জনৈঃ পুরা ॥ ১৪ ॥ তয়া চ কলয়া ভানো সদাত্র স্থাতুমর্হসি। ততস্তথেতি দেবেন প্রোক্তে তুষ্টেন ভারত ॥ ১৫ ॥ অস্থাপয়মহং সূর্য্যং ভট্টাদিত্যাভিধানকম্। ভট্টেন স্থাপিতং যস্মান্ময়া তস্মাদ্রবির্জগৌ ॥ ১৬ ॥ ততঃ সম্পূজ্য তং পুষ্পৈঃ কৃতাবেশমহং রবিম্। ভক্ত্যুদ্রেকাপ্লুতাঙ্গোঽহথ স্তুতিমেতামথাচরম্ ॥ ১৭ ॥ সর্ব্ববেদরহস্যশ্চ নামভিশ্চ শতাষ্টভিঃ। সপ্তসপ্তিরচিন্ত্যাত্মা মহাকারুণিকোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ সঞ্জীবনো জয়ো জীবো জীবনাথো জগৎপতিঃ। কালাশ্রয়ঃ কালকর্ত্তা মহাযোগী মহামতিঃ ॥ ১৯ ॥ দেবঃ কমলানন্দনন্দনঃ। সহস্রপাচ্চ বরদো দিব্য-

---

যায়। যে সকল মানব ভক্তিসহকারে রবিকে স্মরণ করে, কিম্বা তাঁহার পূজা করে অথবা তদীয় নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়। যাহারা সূর্য্য-ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত তদ্‌গত চিত্তে সর্ব্বদা সূর্য্যকে স্মরণ করে, তাহারা কদাচ দুঃখভোগ করে না। সূর্য্য-পূজার ফলে মনোরম ভবন, বিবিধ আভরণ, উত্তমা স্ত্রী ও অগণিত ধন লাভ হয়। সূর্য্যে ভক্তিই দুর্লভ, তদপেক্ষা তাঁহার অর্চ্চন দুর্লভ ততদপেক্ষা তদুদ্দেশে দান দুর্লভ এবং সর্ব্বাপেক্ষা তদুদ্দেশে হোমানুষ্ঠান দুর্লভ। নমস্কারাদি সংযুক্ত "রবি" এই অক্ষরদ্বয় যাহার জিহ্বাগ্রে থাকে, তাহার জীবন সফল। হে পার্থ! আমি মনে মনে রবির এবম্বিধ মহৎ মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া সম্পূর্ণ শত বৎসর কাল ভক্তিসহকারে বায়ুমাত্র আহারে সুবিমল মন্ত্র জপ দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সাধন করিলাম। তাহাতে তখন বিভু রবি যোগবলে অপর একটী দ্বিতীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ১—১০। আমি তখন কৃতাঞ্জলি করে সেই ঈশ্বর বিভু রবিকে বিবিধ মধুর বাক্যে সম্বোধিত করিলাম। সেই বরদাতা রবি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনি আমাকে সুদীর্ঘ তপস্যায় আরাধিত করিয়াছেন, অতএব যথেচ্ছ বর গ্রহণ করুন। এই কথা শুনিয়া আমি সেই লোকনাথকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,—আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং আমাকে যদি বর দিতে হয়, তবে হে নাথ! কামরূপে আপনার যে একটী কলা আছে, পূর্ব্বে রাজবর্দ্ধন রাজা তদীয় প্রজাবর্গের সহিত যে কলার আরাধনা করিয়াছিলেন, হে ভানো! আপনি সেই কলা দ্বারা এখানে নিয়ত অধিষ্ঠান করুন। হে ভারত! সূর্য্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া আমার প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর আমি তাঁহাকে ভট্টাদিত্য নামে প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমি ভট্ট; আমি তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছি বলিয়া সেই দেবের নাম রাখা হয় ভট্টাদিত্য। রবি স্বয়ংই এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ রবি আমার প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে আবিষ্ট হইলে পর আমি তাঁহাকে ভক্তিরসাপ্লুত মানসে যথাবিধি পূজা করিয়া এইরূপ স্তব করিয়াছিলাম। যথা,—যাঁহার অষ্টোত্তর-শত নাম সর্ব্ববেদের রহস্যভূত, যিনি সপ্তাশ্বযোজিত রথে বিচরণ করেন, যাহার আত্মতত্ত্ব সাধারণের অচিন্ত্য, যিনি মহাকারুণিক, সঞ্জীবন, জয়, জীব, জীবনাথ, জগৎপতি, কালাশ্রয়, কালকর্ত্তা, মহাযোগী, মহামতি ও ভূতান্তকারী, যে দেব কমলকুলের বিকাশ করিয়া স্বয়ংও আনন্দিত হন, যিনি

কুণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মপ্রিয়োচিতাত্মা চ সবিতা বায়ুবাহনঃ। আদিত্যোহক্রোধনঃ সূর্য্যো রশ্মিমালী বিভাবসুঃ ॥ ২১ ॥ দিনকৃদ্দিনহৃন্মৌনী সুরথো রথিনাংবরঃ। রাজ্ঞীপতিঃ স্বর্ণরেতাঃ পূষা ত্বষ্টা দিবাকরঃ ॥ ২২ ॥ আকাশতিলকো ধাতা সংবিভাগী মনোহরঃ। প্রাজ্ঞঃ প্রজাপতির্ধন্যো বিষ্ণুঃ শ্রীশো ভিষগ্‌বরঃ ॥ ২৩ ॥ আলোককৃল্লোকনাথো লোকপাল-নমস্কৃতঃ। বিদিতাশয়শ্চ সুনয়ো মহাত্মা ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥ কীর্ত্তিকীর্ত্তিকরো নিত্যো রোচিষ্ণুঃ কল্ম-ষাপহঃ। জিতানন্দো মহাবীর্য্যো হংসঃ সংহারকারকঃ ॥ ২৫ ॥ কৃতকৃত্যঃ সুসঙ্গশ্চ বহুজ্ঞো বচসাং পতিঃ। বিশ্বপূজ্যো মৃত্যুহারী ঘৃণী ধর্ম্মস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥ প্রণতার্ত্তিহরোঽহরোগ অয়ুষ্মান্ সুখদঃ সুখী। মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রতী ব্রতফলপ্রদঃ ॥ ২৭ ॥ শুচিঃ পূর্ণো মোক্ষমার্গদাতা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। ধন্বন্তরিঃ প্রিয়াভাষী ধনুর্ব্বেদবিদেকারাট্ ॥ ২৮ ॥ জগৎপিতা ধূমকেতুর্ব্বিধুতো ধ্বান্তহা গুরুঃ। গোপতিশ্চ কৃতা-তিথ্যঃ শুভাচারঃ শুচিপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সামপ্রিয়ো লোকবন্ধুর্নৈকরূপো যুগাদিকৃৎ। ধর্ম্মসেতুর্লোক-সাক্ষী খেটকঃ সর্ব্বদঃ প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥ ময়ৈবং সংস্তুতো ভানুর্নাম্নামষ্টশতেন চ। তুষ্যতাং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকপ্রিয়ো বিভুঃ ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং সংস্তবাৎ প্রীতো ভাস্করো মামবোচত। সদাত্র কলয়া স্থাস্তে দেবর্ষে ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ৩২ ॥ যো মামত্র মহাভক্ত্যা ভট্টাদিত্যং প্রপূজয়েৎ। সহস্রশঃ কামরূপে সম্পূজ্যা-প্নোতি তৎফলম্ ॥ ৩৩ ॥ মামুদ্দিশ্য চ যো বিপ্রঃ স্বল্পং বা যদি বা বহু। দাস্যতেঽত্রাক্ষয়ং তচ্চ গ্রহীষ্যে করজং যথা ॥ ৩৪ ॥ রক্তোৎপলৈশ্চ কহ্লারৈঃ কেসরৈঃ করবীরকৈঃ। শতত্রয়ৈর্মহাপদ্মৈ রবি-বারেণ মানবাঃ ॥ ৩৫ ॥ সপ্তম্যামথ ষষ্ঠ্যাং বা যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মামিহ। যান্ যান্ প্রার্থয়তে কামাংস্তাং-স্তান্ প্রাপ্স্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬ ॥ দর্শনান্মম ভক্ত্যা চ নাশো ব্যাধিদরিদ্রয়োঃ। প্রণামাৎ স্বর্গমাপ্নোতি শ্রুত্বা মোক্ষং চ নিত্যশঃ ॥ ৩৭ ॥ অভক্তিং যশ্চ কর্ত্তা মে স গচ্ছেন্নিশ্চিতং ক্ষয়ম্। অষ্টোত্তরশতং নাম মমাগ্রে যত্ত্বয়েরিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিকালমেক-কালং বা পঠতঃ শৃণু যৎফলম্। কীর্ত্তিমান্ সুভগো বিদ্বান্ সুসুখী প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥ ভবেদ্বর্ষশতায়ুশ্চ

সহস্রপাদ, বরদ, দিব্য কুণ্ডলমণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রিয়, উচিতাত্মা, সবিতা, বায়ুবাহন, আদিত্য, অক্রো-ধন, সূর্য্য, রশ্মিমালী, বিভাবসু, দিনকর, দিন-হর, মৌনী, সুরথ, রথিবর, রাজ্ঞীপতি, স্বর্ণরেতা, পূষা, ত্বষ্টা, দিবাকর, আকাশতিলক, ধাতা, সংবিভাগী, মনোহর, প্রাজ্ঞ, প্রজাপতি, ধন্য, বিষ্ণু, শ্রীশ, ভিষগ্‌বর, আলোককৃৎ, লোকনাথ, লোক-পালনমস্কৃত, বিদিতাশয়, সুনয়, মহাত্মা, ভক্ত-বৎসল, কীর্ত্তি বীর্য্য...

ক্রতুফলপ্রদ, শুচি, পূর্ণ, ... দাতা, ভোক্তা, মহেশ্বর, ধন্বন্তরি, প্রিয়ভাষী, ধনুর্ব্বেদবিদ্, এক-রাট্, জগৎপিতা, ধূমকেতু, বিধুত, ধ্বান্তহা, গুরু, গোপতি, কৃতাতিথ্য, শুভাচার, শুচিপ্রিয়, সাম-প্রিয়, লোকবন্ধু, নৈকরূপ, যুগাদিকৃৎ, ধর্ম্মসেতু, লোকসাক্ষী, খেটক, সর্ব্বদ ও প্রভু; আমি সেই ভানুকে তাঁহার অষ্টোত্তর শত নামে স্তব করি-

লাম; সর্ব্বলোকপ্রিয় বিভু ভানু তজ্জন্য সর্ব্ব-লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হউন। ১১—৩১। ভগবান ভাস্কর আমার এই স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আমি আপনার প্রিয় সাধ-নার্থ কলা দ্বারা সদাই এখানে অধিষ্ঠান করিব। যে ব্যক্তি এখানে আমাকে এই ভট্টাদিত্যরূপে অর্চ্চনা করিবে, সে কামরূপে আমাকে সহস্র সহস্র বার অর্চ্চনায় যে ফল তত্তুল্য ফল প্রাপ্ত হইবে। কোন ব্রাহ্মণ আমার উদ্দেশে এখানে অল্প বা অধিক যাহাই দান করিবে, আমি তাহা করগৃহীতবৎ গ্রহণ করিব এবং তজ্জন্য উহা অক্ষয় ফলদায়ক হইবে। ...বার রবিবারে সপ্তমী বা ষষ্ঠীতে এখানে আমাকে ... নাগকেশর, ... করিবে সে ... ও

আমার দর্শনে ব্যাধি ও দারিদ্র্যের নাশ হয়; প্রণামে স্বর্গ লাভ হয় আর নিয়ত মন্মাহাত্ম্য শ্রবণে মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর আমাকে যে মূঢ় অভক্তি করিবে, নিশ্চয়ই সে ক্ষয় পাইবে। তুমি যে আমার শত নাম দ্বারা স্তব করিলে, ত্রিকালে বা একাকালে এই স্তব পাঠ করিলে যে ফল হইবে, তাহা শুন। সে কীর্ত্তিমান্, সুভগ, বিদ্বান্, প্রিয়দর্শন

সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ। যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা প্রয়তঃ শুচিঃ॥ ৪০॥ অক্ষয়ং স্বল্পমপ্যন্নং ভবেত্তস্যোপসাধিতম্। বিজয়ী চ ভবেন্নিত্যং তথা জাতিস্মরো ভবেৎ॥ ৪১॥ তস্মাদেতত্ত্বয়া জাপ্যং পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। তথা মমাগ্রে কুণ্ডং চ কুরু স্নানার্থমুত্তমম্॥ ৪২॥ কামরূপকলা যত্র তত্র কুণ্ডং বনে ভবেৎ। এবং দত্ত্বা বরান্ ভানুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৩॥ ততো ভাস্করবাক্যেন সিদ্ধেশস্য চ সব্যতঃ। বনমধ্যে ময়া কুণ্ডং কৃতং দর্ভশলাকয়া॥ ৪৪॥ কামরূপভবং কুণ্ডং বৃক্ষাস্তে চাপি ভারত। সংলীনাস্তন্মহাশ্চর্য্যং মমাজায়ত চেতসি॥ ৪৫॥ মাঘমাসস্য শুক্লায়াং সপ্তম্যাং স্ত্রী নরোঽপি বা। স্নানং কুণ্ডে শুভং কৃত্বা ভট্টাদিত্যং প্রপশ্যতি॥ ৪৬॥ তস্যানন্তং ভবেৎ পুণ্যং রথং যশ্চ প্রপূজয়েৎ। রথযাত্রাঞ্চ কুরুতে যস্মিন্ যস্মিন্নসৌ পথি॥ ৪৭॥ যে চ পশ্যন্তি লোকাস্তে ধন্যাঃ সর্ব্বে ন সংশয়ঃ। পুত্রবান্ধবধনৈর্যুক্তা নীরুজস্তেজসান্বিতাঃ॥ ৪৮॥ ভবিষ্যন্তি নরাস্তে যে কারয়ন্তি রথোৎসবম্। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং কীর্ত্তিতং বুধৈঃ॥ ৪৯॥ ভট্টাদিত্যস্য কুণ্ডে চ তৎ ফলং সপ্তমীদিনে। তত্র কুণ্ডে চ যঃ স্নাত্বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি। কপিলাগোশতস্যাসৌ দত্তস্য ফলমশ্নুতে॥ ৫০॥ অর্জ্জুন উবাচ। বাসুদেবাদয়ঃ সর্ব্বে বদন্ত্যেব মহামুনে॥ ৫১॥ ভাস্করার্ঘ্যং বিনা প্রাতঃকৃত্যং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্। তস্মাহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং বিধিবিদাং বর॥ ৫২॥ নারদ উবাচ। যথা ব্রহ্মাদয়ো দেবা যচ্ছন্ত্যর্ঘ্যং মহাত্মনে। ভাস্করায় শৃণু ত্বং তং বিধিং সর্ব্বাঘনাশনম্॥ ৫৩॥ প্রথমং তাবৎ প্রত্যূষে উদিতে সূর্য্যে শুচির্ভূত্বা গোময়কৃতমণ্ডলস্যোপরি রক্তচন্দনেন মণ্ডলকং কৃত্বা ততস্তাম্রপাত্রে রক্তচন্দনোদকশ্বেতচন্দনাদিদ্রব্যৈঃ প্রপূরণং কৃত্বা তন্মধ্যে হেমাক্ষতদূর্ব্বাদধিসর্পীংষি পরিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ॥ ৫৪॥ স্বশরীরমালভেৎ অনেন মন্ত্রেণ ওঁ খখোল্কায় নমঃ। সপ্তবারানুচ্চার্য্য স্নাতব্যম্। তেন শুদ্ধিরূপসঞ্জায়তে দেহস্যার্চ্চার্হতা ভবতি। পশ্চাদাসনস্থং দেবং সবিতারং মণ্ডলমধ্যে দ্বাদশা-

---

ও পরম সুখভাগী হইবে। আর সর্ব্বরোগহীন দেহে শত বৎসর জীবিত থাকিবে। যে মানব শুচি ও সংযতচিত্তে প্রতিদিন এই স্তুতি পাঠ করিবে কিম্বা শ্রবণ করিবে, তাহার গৃহ অক্ষয় ভক্ষভোজ্যে পূর্ণ থাকিবে, সে জাতিস্মর হইবে এবং সতত বিজয়ী হইবে। ৩২—৪১। ইহা একটী পরম স্বস্ত্যয়ন, এজন্য তুমি ইহা পাঠ করিও। যেখানে মদীয় কামরূপীয় কলা প্রতিষ্ঠিত হইল, তৎসন্নিধানে একটী কুণ্ড থাকা আবশ্যক; অতএব তুমি আমার অগ্রে একটী উত্তম কুণ্ড নির্ম্মাণ কর। উহাতে স্নানের সুবিধা হইবে। ভগবান্ ভানু আমাকে এইরূপ বরদানান্তে সেই স্থানে অন্তর্ধান করিলেন। অতঃপর আমি ভাস্করের আদেশানুরূপ সিদ্ধেশের বামভাগে বনমধ্যে দর্ভশলাকা দ্বারা একটী কুণ্ড নিম্মাণ করিলাম। হে অর্জ্জুন! সেই কুণ্ড দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, কামরূপের সেই কুণ্ড এবং সেই সকল বৃক্ষই এখানে আসিয়া নিলীন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ উহা দেখিয়া আমার বিস্ময় বোধ হইতে লাগিল। মাঘমাসে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহ সেই কুণ্ডে স্নানান্তে ভট্টাদিত্যকে দর্শন করে এবং রথের অর্চ্চনা করে, তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। যাহারা সেখানে রথযাত্রা করায় এবং যাহারা যে যে পথেই রথযাত্রা হউক, উহা দর্শন করে, তাহারা সকলেই ধন-ধান্য-পুত্র-পৌত্রাদিসমন্বিত, নীরোগ ও তেজস্বী হইয়া থাকে। সংসারে তাহারা ধন্য বলিয়া গণ্য হয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে যে ফল, সপ্তমীতে ভট্টাদিত্যকুণ্ডেও সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জন সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দান করে, সে শত কপিলা গাভীদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪২—৫০। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর! বাসুদেবাদি সকলেই বলেন যে, প্রাতঃকালে প্রথমে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দান না করিলে অপর সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হয়। অতএব হে বিধানবিদ্‌বরেণ্য! আমি তাহার বিশেষ বিধান শুনিতে অভিলাষ করি। নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহাত্মা ভাস্করকে যে বিধানে অর্ঘ্য দান করেন, আমি তাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শুন। উহা সর্ব্বপাপবিনাশক। প্রথমতঃ প্রত্যূষকালে সূর্য্যোদয় হইলে শুচি হইয়া গোময়রচিত মণ্ডলোপরি রক্তচন্দন দ্বারা একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে রক্তচন্দন, জল, শ্বেত চন্দনাদি দ্বারা একটী তাম্রপাত্র পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে স্বর্ণ, অক্ষত, দূর্ব্বা, দধি, ও ঘৃত দিয়া পাত্রটী স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ খখোল্কায় নমঃ" মন্ত্রে সাতবার আত্মদেহ মার্জ্জন করিবে। ইহাতে দেহ বিশুদ্ধ হইয়া পূজাকরণের যোগ্য হয়। পরে

স্মকং সুরাদিভিঃ সম্পূজ্যমানং ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তমর্ঘ্যপাত্রং শিরসি কৃত্বা ভূমৌ জানুনী নিপাত্য সূর্য্যাভিমুখ স্তদ্গতমনা ভূত্বার্ঘ্যমন্ত্রমুদাহরেৎ। তদুচ্যতে—সূর্য্যবক্ত্রাদ্বিনির্গতমিতি॥ ৫৫॥ যস্যোচ্চারণশব্দেন রথং সংস্থাপ্য ভাস্করঃ। প্রতিগৃহ্ণাতি চৈবার্ঘ্যং বরমিষ্টং চ গচ্ছতি॥ ৫৬॥ "ওঁ যস্যাহুঃ সপ্ত চ্ছন্দাংসি রথে তিষ্ঠন্তি বাজিনঃ। অরুণঃ সারথির্যস্য রথবাহোঽগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ৫৭॥ জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব বহন্তোঽশ্বমুখাস্তথা॥ ৫৮॥ ডিণ্ডিশ্চ শেষনাগশ্চ গণাধ্যক্ষস্তথৈব চ। স্কন্দরেবন্ততার্ক্ষ্যাশ্চ তথা কল্মাষপক্ষিণো॥ ৫৯॥ রাজ্ঞী চ নিক্ষুভা দেবী ললিতা চৈব সংজ্ঞিকা। তথা যজ্ঞভুজো দেবা যে চান্যে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬০॥ এভিঃ পরিবৃতো যোঽসাবধরোত্তরবাসিভিঃ। তমহং লোককর্ত্তারমাহ্বয়ামি তমেহাপহম্॥ ৬১॥ অস্মত্তো ভগবান্ ভানুরমুং যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ন্। ইদমর্ঘ্যং চ পাদ্যং চ প্রগৃহাণ নমো নমঃ॥"৬২॥ ইতি আবাহনম্। ওঁ সহস্রকিরণ বরদ জীবনরূপ তে নমঃ। ইতি সান্নিধ্যকরণম্। ওঁ ববট্ ইত্যুচ্চার্য্য সূর্য্যস্য চরণযুগলং পশ্যন্ ভুবি পদ্ভ্যাং পাত্রীং নির্ব্বাপয়েৎ পাদ্যং তদুচ্যতে। এবং পাদ্যং দত্ত্বা বদ্ধাঞ্জলিঃ সুস্বাগতমিতি কুর্য্যাৎ। "স্বাগতং ভগবন্নেহি মম প্রসাদং বিধায় আস্যতাম্। ইহ গৃহাণ পূজাঞ্চ প্রসাদঞ্চ ধিয়া কুরু। তিষ্ঠ ত্বং তাবদত্রৈব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥"৬৩॥ এবং বিজ্ঞাপনং দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ কমলাসনম্। এতৎকমলাসনং কমলনন্দন উপাবিশেতি। আসন উপবিষ্টস্য শেষাং পূজাং নিযোজয়েৎ অনেন বিধানেন। ওঁ সোমমূর্ত্তিক্ষীরোদপতয়ে নমঃ। ইতি ক্ষীরাদিস্নপনম্। ওঁ ভাস্করায় নীরবাসিনে নমঃ। ইতি জলস্নানম্। ততো বাসোযুগং শুভ্রং দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ। "ওঁ ইদং বাসোযুগং সূর্য্য গৃহাণ কৃপয়া মম। কটিভূষণমেকং তে দ্বিতীয়ং চাঙ্গপ্রাবরণম্॥" ৬৪॥ ততো যজ্ঞোপবীতং দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ। "ওঁ সূত্রতন্তুময়ং শুদ্ধং পবিত্রমিদমুত্তমম্। যজ্ঞোপবীতং দেবেশ প্রগৃহাণ নমোঽস্তু তে"॥ ৬৫॥ ততো যথাশক্তি শ্বেতমুকুটমুদ্রিকাদিভূষণানি দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ। "ওঁ মুকুটো রত্নবদ্ধোঽয়ং মুদ্রিকাং ভূষণানি চ। অলঙ্কারং গৃহাণেমং ময়া ভক্ত্যা সমর্পিতম্"॥ ৬৬॥ এবমলঙ্কারং নিবেদ্য পশ্চাৎ কেশরকুঙ্কুম-কর্পূররক্তচন্দনমিশ্রমনুলেপনং দদ্যাৎ॥ ৬৭॥ "ওঁ তবার্তিপ্রিয়বৃক্ষাণাং রসোঽয়ং তিগ্মদীধিতে। স তবৈবোচিতঃ স্বামিন্ গৃহাণ কৃপয়া মম"॥ ৬৮॥ ততশ্চম্পকজপাকরবীরকর্ণককেসরকোকনদাদিভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ॥ ৬৯॥ "ওঁ বিনস্পতরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ। আহারঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্"॥ ৭০॥ ইতি শল্লকীধূপমন্ত্রঃ। ততঃ পায়সাদিনিষ্পন্নং নৈবেদ্যং নিবেদযেদনেন মন্ত্রেণ। "ওঁ নৈবেদ্যমমৃতং সর্ব্ব-

---

মণ্ডলমধ্যে সূর্য্যদেবকে 'আসনস্থ দ্বাদশাত্মক ও দেবগণাদি দ্বারা পূজ্যমান' ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্ঘ্যপাত্রটী মস্তকে করিয়া জানুদ্বয় ভূতলে পাতনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে তদ্গতচিত্তে অর্ঘ্যমন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্র সূর্য্যমুখ-নির্গত। উহার উচ্চারণ-শব্দ শ্রবণে ভগবান্ ভাস্কর রথ স্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট বর দান করিয়া থাকেন। "ওঁ যস্যাহুঃ" ইত্যাদি "প্রগৃহাণ নমো নমঃ" পর্য্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে।৫৩—৬২। "ওঁ সহস্রকিরণ বরদ জীবনরূপ তে নমঃ" মন্ত্রে সন্নিধাপন করিবা "ও ববট্" মন্ত্রে সূর্য্যের পদদ্বয় মনে মনে অবলোকনপূর্ব্বক তদুপরি অর্ঘ্যদান করিবে। ভূতলেই এই অর্ঘ্য দিতে হয়। ইহাকেই পাদ্য দান বলিয়া জানিবে। এইরূপে পাদ্য দান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে এবং প্রতিবচন "সুস্বাগত" বলিয়া 'স্বাগতং ভগবন্' ইত্যাদি "করোম্যহং" পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনমন্ত্র পাঠান্তে "এতৎ কমলাসনং কমলনন্দন উপাবিশ" বলিয়া আসন দান করিবে। পরে সূর্য্যদেব আসনে বসিলেন চিন্তা করিয়া উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তাহার বিধান যথা,—"ওঁ সোমমূর্ত্তিক্ষীরোদপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। "ওঁ ভাস্করায় নীরবাসিনে নমঃ" মন্ত্রে জলস্নান করাইবে। "ইদং" ইত্যাদি "প্রাবরণং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র বসনযুগল দান করিবে। পরে "ওঁ সূত্রতন্তু" ইত্যাদি "নমোঽস্তুতে" পর্য্যন্ত মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত দান করিবে। "ওঁ মুকুট" ইত্যাদি "সমর্পিতম্" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শক্ত্যনুসারে শ্বেতমুকুট অঙ্গুরীয়কাদি আভরণ দিবে। পরে "ওঁ তবার্তিপ্রিয়" ইত্যাদি "মম" পর্য্যন্ত মন্ত্রে কেসর কুঙ্কুম কর্পূর রক্তচন্দন মিলিত অনুলেপন দিবে! অতঃপর চম্পক জবা করবীর কর্ণক নাগকেসর রক্তোৎপলাদি পুষ্প প্রদান করিবে। পরে "ওঁ বনস্পতি" ইত্যাদি "প্রতিগৃহ্যতাম্" পর্য্যন্ত মন্ত্রে ধূপ;

ভূতানাং প্রাণবর্দ্ধনম্ । পূর্ণপাত্রে ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্ন প্রসীদ মে" ॥৭১॥ ততঃ শৌচোদকতাম্বুলদীপারাত্রিক-শীতলিকাপুনঃপূজাদি নিবেদ্য যথাশক্ত্যা স্তুত্বা 'সুকৃতং দুষ্কৃতং বা ক্ষমস্বেতি প্রোচ্য বিসর্জ্জয়েৎ। ততো ভূয়ো নমস্য হেমবস্ত্রোপবীতালঙ্কারান্ ব্রাহ্মণায় নিবেদ্য নির্ম্মাল্যং সংহৃত্যাম্ভসি নিক্ষিপেৎ ॥ ৭২ ॥ ইত্যর্ঘ্যদানবিধিঃ। য এবং ভাস্করায়ার্ঘ্যং মূর্ত্তৌ-মণ্ডলকেঽপি বা। নিত্যং নিবেদয়েৎ প্রাতঃ স্যাদ্র-বেরাত্মবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ অনেন বিধিনা কর্ণো ভাস্করার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি। ততঃ সূর্য্যস্য পার্থাসাবাত্ম-বদ্বল্লভো মতঃ ॥ ৭৪ ॥ অশক্তশ্চেন্নিত্যমেকমর্ঘ্যং দদ্যাদ্দিবাকৃতে। ততোঽত্র রথসপ্তম্যাং কুণ্ডে দেযঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭৫ ॥ অশ্বমেধফলং প্রাপ্য সূর্য্যলোক-মবাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দাতব্যোঽর্ঘ্যোঽত্র ভারত ॥ ৭৬ ॥ এবংবিধস্ত্বসৌ দেবো ভট্টাদিত্যোঽত্র তিষ্ঠতি। ভূয়ানতোঽপি বহুশঃ পাপহা ধর্ম্মবর্দ্ধনঃ ॥ ৭৭ ॥ দিব্যমষ্টবিধং চাত্র সদ্যঃ প্রত্যযকারকম্। পাপানাং চোপভুক্তং হি যথা পার্থ হলাহলম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীসাগরসঙ্গমে ভট্টাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। দিব্যপ্রকারমিচ্ছামি শ্রোতুং চাহং মুনীশ্বর। কথং কার্য্যাণি কানীহ স্ফুটং যৈঃ পুণ্যপাপকম্ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ। শপথাঃ কোশ-ধটকৌ বিষাগ্নী তপ্তমাষকৌ। ফালং চ তণ্ডুলং চৈব দিব্যান্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ ॥২॥ অসাক্ষিকেষু চার্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ। রাজদ্রোহাভিশাপেষু সাহসেষু তথৈব চ ॥ ৩ ॥ অবিদন্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাভিলঙ্ঘয়েৎ। মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ সত্যার্থাঃ শপথাঃ কৃতাঃ ॥ ৪ ॥ জবনো নৃপতিঃ ক্ষীণো মিথ্যাশপথমাচরেৎ। বসিষ্ঠাগ্রে বৎসমধ্যে সান্বযঃ কিল ভারত ॥ ৫ ॥ অন্ধঃ শত্রুগৃহং গচ্ছেদ্‌যো মিথ্যাশপথাংশ্চরৎ। রৌরবস্য স্বয়ং দ্বারমুদ্‌ঘাটয়তি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৬ ॥ মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ। তাংশ্চ দেবাঃ প্রপশ্যন্তি

দান করিবে। পরে "ওঁ নৈবেদ্য" ইত্যাদি "প্রসীদ মে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পায়সাদি নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অতঃপর আচমনীয়, তাম্বুল, দীপ, আরাত্রিক ও শীতলিকা দানান্তে পুনরায় পূজা করিয়া যথাশক্তি স্তুতি করিয়া "সুকৃতং দুষ্কৃতং বা ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তারপর আবার প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ বস্ত্র উপবীত ও অলঙ্কার দান করিয়া নির্ম্মাল্যাপসারণান্তে জলে বিসর্জ্জন করিবে।৬৩—৭২। অর্ঘ্যদানবিধি এই কহিলাম। যে জন প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই বিধানমত মূর্ত্তিতে বা মণ্ডলে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য দান করে, সে রবির আত্মবৎ প্রিয় হয়। হে পার্থ! কর্ণ এই বিধানমতে প্রতিদিন সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দান করেন বলিয়া সূর্য্যের আত্মবৎ প্রিয় হইয়াছেন। আর যদি প্রতিদিন অর্ঘ্যদানে অসমর্থ হয়, তবে রথসপ্তমীতে সযত্নে অত্রত্য কুণ্ডে একটী অর্ঘ্য দান করিবে। তাহাতে মানব অশ্বমেধফল লাভ করিয়া অন্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! এই জন্যই সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে অর্ঘ্যদান করা কর্ত্তব্য। এখানে যে ভট্টাদিত্য আছেন, তিনি এইরূপ মহাপ্রভাবশালী পাপনাশক এবং ধর্ম্মবৃদ্ধি-কারী। হে অর্জ্জুন! এখানে অষ্টবিধ দিব্য আচরণ করিলেও সদ্যঃ প্রত্যক্ষফল লাভ হয়। পাপী ব্যক্তি এখানে দিব্য করিয়া হলাহল ভক্ষণের ন্যায় কোনরূপেই ত্রাণলাভ করিতে পারে না।৭৩—৭৮।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি আপনার নিকট এক্ষণে দিব্য প্রকরণ জানিতে চাই; যাহাতে পাপ ও পুণ্য সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়, সেই দিব্য কি? এবং কি প্রকারেই বা করিতে হয়। নারদ কহিলেন,—কোষ, তুলা, বিষ, অগ্নি, তপ্ত মাষ, ফাল ও তণ্ডুল,—এই আটটীকে সুধীগণ দিব্যরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। রাজদ্রোহ, অভিশাপ, সাহস কার্য্য ও অপরাপর অসাক্ষিক ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ ঘটিলে যদি তত্ত্ব নির্ণয়ে অসামর্থ্য ঘটে, তবে তখন শপথ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। মহর্ষিগণ ও দেবগণ সত্যনির্ণয়ার্থ এই সকল শপথ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জবন রাজা বসিষ্ঠের সমক্ষে মিথ্যা শপথ করিয়া এক বৎসর মধ্যেই অন্ধ ও সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। যে দুর্ম্মতি মানব মিথ্যা শপথ করে, সে শত্রুগ্রস্ত হয় এবং স্বয়ংই রৌরব নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকে। পাপীরা মনে করে যে, কেহ বুঝি তাহাদিগকে পাপাচার করিতে দেখিতে পাইল না; পরন্তু পিতৃ-

স্বস্বৈবান্তরপৌরুষাঃ ॥৭॥ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥ ৮ ॥ এবং তস্মাদভিজ্ঞায় সত্যার্থশপথাংশ্চরেৎ। বৃথা হি শপথান্ কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি ॥ ৯ ॥ ইদং সত্যং বদামীতি ব্রুবন সাক্ষী ভবান্ যতঃ। শুভাশুভফলং দেহি শুচিঃ পাদৌ রবেঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০ ॥ অথ শাস্ত্রস্য বিপ্রোঽপি শস্ত্রস্যাপি চ ক্ষত্রিয়ঃ। মাসং * স্পৃশংস্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রঃ স্বগুরুমেব চ ॥ ১১ ॥ মাতরং পিতরং পূজ্যং স্পৃশেৎ সাধারণং বিদম্। কোশস্য রূপং পূর্ব্বস্তে ব্যাখ্যাতং পাণ্ডুনন্দন ॥ ১২ ॥ বিপ্রবর্জ্জং তথা কোশং বর্ণিনাং দাপয়েন্নৃপঃ। যো যো যদ্দেবতাভক্তঃ পায়য়েত্তস্য তং নরম্ ॥ ১৩ ॥ সমভক্তঞ্চ দেবানামাদিত্যস্যৈব পায়য়েৎ। সর্ব্বেষাং চোগ্রদেবানাং স্নাপয়েদায়ুধাস্ত্রকম্ ॥ ১৪ ॥ স্নানোদকং বা সঙ্কল্পং গৃহীত্বা পায়য়েন্নবম্। ত্রিসপ্তরাত্রমধ্যে চ ফলং কোশস্য নির্দ্দিশেৎ ॥ ১৫ ॥ অতঃপরং মহাদিব্যবিধানং শৃণু যত্নবেৎ। সংশয়চ্ছেদি সর্ব্বেষাং ধার্ষ্ট্যাত্তদ্দিব্যমেব চ ॥ ১৬ ॥ সশিরস্কং প্রদাতব্যমিতি ব্রহ্মা পুরাব্রবীৎ। মহোগ্রাণাঞ্চ দাতব্যমশিরস্কমপি স্ফুটম্ ॥ ১৭ ॥ সাধূনাং বর্ণিনাং রাজ্ঞা ন শিরস্কং প্রদাপয়েৎ। ন প্রবাতে ধটং দেয়ং নোষ্ণকালে হুতাশনম্ ॥ ১৮ ॥ বর্ণিনাঞ্চ তথা কালং তণ্ডুলং মুখরোগিণাম্ ॥ ১৯ ॥ কুষ্ঠপিত্তার্দ্দিতানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নো বিষম্। তপ্তমাষকমহন্তি সর্ব্বে ধর্ম্ম্যং নিরত্যয়ম্ ॥ ২০ ॥ ন ব্যাধিমরকে দেশে শপথান্ কোশমেব চ। দিব্যাস্যাস্থুরকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্তম্ভয়ন্তীহ কেচন ॥ ২১ ॥ প্রতিঘাতবিদস্তেষাং যোজয়েদ্ধর্ম্মবৎসলান্। দিব্যানাং স্তম্ভকান্ জ্ঞাত্বা পাপান্নিত্যং মহীপতিঃ ॥ ২২ ॥ বিবাসয়েৎ স্বকাদ্রাষ্ট্রাত্তে হি লোকস্য কণ্টকাঃ। তেষামন্বেষণে যত্নং রাজা নিত্যং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ তে হি পাপসমাচারাস্তস্করেভ্যোঽপি তস্করাঃ। প্রাগ্ দৃষ্টদোষান্ স্বল্পেষু দিব্যেষু বিনিযোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥ মহৎস্বপি ন চাগেষু ধর্ম্মজ্ঞান্ ধর্ম্মবৎসলান্। ন মিথ্যাবচনং

দেবগণ তাহার সেই দুষ্কার্য্য অবলোকন করিয়া থাকেন। আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম,—ইঁহারা নরগণের সমস্ত কার্য্য জানিতে পারেন। ইহা জানিয়া সত্য শপথ করিবে। মিথ্যা শপথ করিলে ইহ পর উভয় কালেই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ১—৯। শুচি হইয়া রবির চরণে প্রণতিপূর্ব্বক "আমি ইহা সত্যই বলিতেছি, যেহেতু আপনি সাক্ষী আছেন, অতএব শুভাশুভ ফল দান করুন।" এইরূপ প্রার্থনা করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণ শাস্ত্রগ্রন্থ, ক্ষত্রিয় কোন অস্ত্র, বৈশ্য মাষকলায়াদি কোনও পণ্য-দ্রব্য এবং শূদ্র স্বীয় গুরু, মাতা, পিতা বা অপর কোন গুরুজনকে স্পর্শ করিয়া দিব্য গ্রহণ করিবে। ইহাই সাধারণ বিধি। হে পাণ্ডুনন্দন! আমি তো ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে কোষের স্বরূপ বলিয়াছি, উহা সাধারণ ব্রাহ্মণকে দিবে না, পরন্তু ব্রহ্মচারীদিগকে দিবে। যে, যে দেবতার ভক্ত, তাহাকে সেই দেবতার মন্ত্রে অভমন্ত্রিত জল পান করাইবে। যদি কেহ সকল দেবতায় সমান ভক্তিমান্ হয়, তবে তাহাকে সূর্য্যমন্ত্রপূত জল পান করাইবে। উগ্রদেবতাগণের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে, কিম্বা স্নানোদক বা সঙ্কল্পজল পান করাইবে। একবিংশতি দিনের মধ্যেই কোষের ফল প্রত্যক্ষ হয়। অতঃপর মহাদিব্য-বিধান বলিতেছি, শুন। উহা সাধারণ দিব্যে কেহ ধৃষ্টতা বশতঃ অবিশ্বাস করিলেও সর্ব্বসংশয়চ্ছেদন করে। ব্রহ্মা পুরাকালে বলিয়াছেন, মহাদিব্য শশিরস্কই দিবে, তবে মহোগ্রদিগের অশিরস্কও দেওয়া যায়। রাজা, সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগের সশিরস্ক দিবে না। প্রবাতস্থলে তুলা, উষ্ণকালে অগ্নি, ব্রহ্মচারীকে কৃষ্ণ তণ্ডুল এবং মুখরোগী, কুষ্ঠী, পিত্তরোগী ও ব্রাহ্মণকে বিষ দিবে না। তপ্তমাষক, ধর্ম্মানুসারে সকলকেই দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে কোনও বাধা নাই।১০—২০। ব্যাধিমরক-পীড়িত দেশে দিব্য শপথ বা কোষদিব্য করিবে না। কোন কোন দুষ্ট ব্যক্তি আসুর-মন্ত্র দ্বারা দিব্য শপথ সকল স্তম্ভিত করিয়া রাখে। তাহার প্রতিঘাত করিতে পারেন এমন ধর্ম্মবৎসল পুরুষগণকে দিব্য পরীক্ষা কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয়। রাজা সতত দিব্যস্তম্ভকগণের অনুসন্ধান করিয়া স্বরাষ্ট্র হইতে উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবেন; যে হেতু উহারা জনসমাজের কণ্টকস্বরূপ। রাজা নিয়তই তাহাদিগের অন্বেষণ বিষয়ে যত্ন করিবেন। সেই পাপী চৌরগণ সাধারণ তস্কর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে যাহারা দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ চৌর্য্যাদি ঘটিলেও দিব্যে নিয়োগ করিবেন। পরন্তু যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ ও

* মাংসং স্পৃশন্নিতি কচিৎ পাঠঃ।

যেষাং জন্মপ্রভৃতি বিদ্যতে॥ ২৫॥ শ্রদ্দধ্যাৎ পার্থিবস্তেষাং বচনাদেব ভারত। জ্ঞাত্বা ধর্ম্মিষ্ঠতাং রাজা পুরুষস্য বিচক্ষণঃ॥ ২৬॥ ক্রোধাৎ লোভাৎ কারয়ংশ্চ স্বয়মেব প্রদুষ্যতি। তস্মাৎ পাপিষু দিব্যং স্যাত্তত্রাদৌ প্রোচ্যতে ধটে॥ ২৭॥ সুসমায়াং পৃথিব্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে পূর্ব্বদক্ষিণে। যজ্ঞিয়স্য তু বৃক্ষস্য স্থাপ্যং স্যান্মুণ্ডকদ্বয়ম্॥ ২৮॥ মুণ্ডকস্য প্রমাণঞ্চ সপ্তহস্তং প্রকীর্ত্তিতম্। দ্বৌ হস্তৌ নিখনেৎ কাষ্ঠং দৃশ্যং স্যাদ্ধস্তপঞ্চকম্॥ ২৯॥ অন্তরন্তু তয়োঃ কার্য্যং তথা হস্তচতুষ্টয়ম্। মুণ্ডকোপরি কাষ্ঠঞ্চ দৃঢ়ং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৩০॥ চতুর্হস্তং তুলাকাষ্ঠমব্রণং কারয়েৎ স্থিরম্। খদিরার্জ্জুনবৃক্ষাণাং শিংশপাশালজং তথ॥ ৩১॥ তুলাকাষ্ঠে তু কর্ত্তব্যং তথা বৈ শিক্যকদ্বয়ম্। প্রাঙ্মুখো নিশ্চলঃ কার্য্যঃ শুচৌ দেশে ধটস্তথা॥ ৩২॥ পাষাণস্যাপি জায়েত স্তম্ভেষু চ ধটস্তথা। বণিক্ সুবর্ণকারো বা কুশলঃ কাংস্যকারকঃ॥ ৩৩॥ তুলাধারধরঃ কার্য্যো রিপৌ মিত্রে চ যঃ সমঃ। শ্রাবয়েৎ প্রাড়্বিবাকোহপি তুলাধারং বিচক্ষণঃ॥৩৪॥ ব্রহ্মঘ্নে যে স্মৃতা লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতকে। তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা॥ ৩৫॥ একস্মিংস্তোলয়েচ্ছিক্যে জ্ঞাতং স্বপোষিতং নরম্। দ্বিতীয়ে মৃত্তিকাং শুভ্রাং গৌরান্তু তুলয়েদ্‌বুধঃ॥ ৩৬॥ ইষ্টিকাভস্মপাষাণকপালাস্থীনি বর্জ্জয়েৎ। তোলয়িত্বা ততঃ পূর্ব্বং তস্মাত্তমবতারয়েৎ॥ ৩৭॥ মূর্দ্ধ্নি পত্রং ততো ন্যস্য ন্যস্তপত্রং নিবেশয়েৎ। পত্রে মন্ত্রস্ত্বয়ং লেখ্যো যঃ পুরোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৩৮॥ "ব্রহ্মণস্ত্বং সুতা দেবি তুলানাম্নেতি কথ্যতে। তুকারো গৌরবে নিত্যং লকারো লঘুনি স্মৃতঃ॥ ৩৯॥ গুরুলাঘবসংযোগাত্তুলা তেন নিগদ্যসে। সংশয়ান্মোচয়স্বৈনমভিশস্তং নরং শুভে॥" ৪০॥ ভূয় আরোপয়েত্তং তু নরং তস্মিন্ সপত্রকম্। তুলিতো যদি বর্দ্ধেত শুদ্ধো ভবতি ধর্ম্মতঃ॥ ৪১॥ হীয়মানো ন শুদ্ধঃ স্যাদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ। শিক্যচ্ছেদে তুলাভঙ্গে পুনরারোপয়েন্নরম্॥ ৪২॥ এবং নিঃসংশয়ং জ্ঞানং যচ্চান্যায়ং ন লোপয়েৎ। এতৎ সর্ব্বং রবৌ বারে কার্য্যং সম্পূজ্য ভাস্করম্॥৪৩॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি

ধর্ম্মবৎসল, মহদ্ব্যাপারেও তাঁহাদিগকে দিব্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা জন্মাবধি কদাচ মিথ্যা বলেন নাই, হে অর্জ্জুন! রাজা তাহাদিগের কথায়ই বিশ্বাস করিবেন। বিচক্ষণ রাজা ধর্ম্মিষ্ঠতা জানিয়াও যদি ক্রোধ-লোভাদিবশে তাহাদিগকে দিব্যে নিযুক্ত করেন, তবে নিজেই তজ্জন্য পাপভাগী হইয়া থাকেন; অতএব পাপী ব্যক্তিকেই দিব্যে নিযুক্ত করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ তুলাদিব্য বলিতেছি। যজ্ঞিয় বৃক্ষজ দুইটী কাষ্ঠস্তম্ভ লইয়া সুসম-ভূভাগে পূর্ব্বদক্ষিণদিকে নিখাত করিবে। উহার প্রত্যেকটী সপ্তহস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। দুই হাত পরিমাণ মাটীর মধ্যে থাকিবে, আর বাহিরে পাঁচ হাত দেখা যাইবে, দুইটী স্তম্ভের অন্তর থাকিবে চারিহাত। আর বিচক্ষণ মানব স্তম্ভোপরি একখানি দৃঢ়কাষ্ঠ স্থাপন করিবেন। তুলাকাষ্ঠ অব্রণ দৃঢ় ও চারিহস্ত পরিমাণ হইবে। উহা খদির অর্জ্জুন শিংশপা বা শালবৃক্ষে নির্ম্মিত করিবে। সেই তুলাকাষ্ঠে দুইগাছি শিক্য যোজনা করিবে। এই তুলাদিব্য শুচি প্রদেশেই কর্ত্তব্য। পাষাণাদিরচিত স্তম্ভেও তুলা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। বণিক্, সুবর্ণকার বা অপর কোন কুশল কাংস্যকার তুলাধারধারী হইবে। শত্রু-মিত্রে সমান ভাবেই তুলাধারণ করিতে হয়। বিচক্ষণ বিচারক তখন তুলাধারকে এই কথা শুনাইবেন। ব্রহ্মঘাতী, স্ত্রীঘাতী ও বালঘাতীর যে লোকে গতি, মিথ্যা তুলাধারকেরও সেই লোকে গতি হয়। মনুষ্যকে নিতান্ত উপবাসী জানিয়া এক দিকের শিক্যে আর অপর শিক্যে গৌর মৃত্তিকা দিয়া তোলন করিবে। তোলন কার্য্যে ইষ্টকা, ভস্ম,পাষাণ, কপাল ও অস্থি বর্জ্জন করিবে। তোলনান্তে সেই মনুষ্যকে তুলা হইতে অবতারিত করিবে। পরে তাহার মস্তকে একটী পত্র স্থাপন করিয়া তাহাকে উপবেশন করাইবে, ঐ পত্রে "ব্রহ্মণস্ত্বং" ইত্যাদি "শুভে" পর্য্যন্ত মন্ত্রটী লিখিয়া দিবে। পুরাকালে ব্রহ্মা এই মন্ত্রটী বলিয়াছেন।২১—৪০। পরে আবার সেই পত্র সহিত উক্ত মনুষ্যকে তুলায় আরোপণ করিবে। তাহাতে যদি সে ওজনে অধিক হয়, তবে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে; আর ওজনে কম হইলে তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করিবে। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। যদি তোলনকালে শিক্যচ্ছেদ কিম্বা তুলাভঙ্গ হয়, তবে পুনরায় তোলন করা আবশ্যক। এই প্রকারে নিঃসংশয়রূপে দোষী ও নির্দ্দোষ জানা যাইবে। অন্যায় আচরণ করিয়া কেহই তাহা গোপন করিতে পারিবে না। এই সমস্ত কার্য্য রবিবারে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনান্তে করা

বিষদিব্যং শৃণুষ মে ॥ ৪৪ ॥ দ্বিপ্রকারঞ্চ তৎ প্রোক্তং ঘটসর্পবিষং তথা। শৃঙ্গিণো বৎসনাভস্য হিমশৈলভবস্য বা ॥ ৪৫ ॥ যবাঃ সপ্ত প্রদাতব্যা অথবা ষড়্ঘৃতপ্লুতাঃ। মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তপত্রস্য পত্রে চৈবং নিবেশয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ "ত্বং বিষ ব্রহ্মণঃ পুত্র সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ। ত্রায়স্বৈনং নরং পাপাৎ সত্যেনাস্য ভবামৃতম্ ॥" ৪৭ ॥ যেন বেগৈর্বিনা জীর্ণং ছর্দ্দিমূর্চ্ছাবিবর্জ্জিতম্। তং তু শুদ্ধং বিজানীয়াদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্ষুধিতং ক্ষুধিতঃ সর্পং ঘটস্থং প্রোচ্য পূর্ব্ববৎ। সংস্পৃশেত্তালিকাঃ সপ্ত ন দশেচ্ছুধ্যতীতি সঃ ॥ ৪৯ ॥ অগ্নিদিব্যং যথা প্রাহ বিরিঞ্চিস্তচ্ছৃণুষ মে। সপ্ত মণ্ডলকান্ কুর্য্যাদ্দেবস্যাগ্রে রবেস্তথা ॥ ৫০ ॥ মণ্ডলান্মণ্ডলং কার্য্যং পূর্ব্বেণেতি বিনিশ্চয়ঃ। ষোড়শাঙ্গুলকং কার্য্যং মণ্ডলান্তাবদন্তরম্ ॥ ৫১ ॥ আর্দ্রবাসসমাহুয় তথা চৈবাপ্যুপোষিতম্। কারয়েৎ সর্ব্বদিব্যানি দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৫২ ॥ প্রত্যক্ষং কারয়েদ্দিব্যং রাজ্ঞো বাধিকৃতস্য বা। ব্রাহ্মণানাং শ্রুতবতাং প্রকৃতীনাং তথৈব চ ॥ ৫৩ ॥ পশ্চিমে দিনকালে হি প্রাঙ্মুখঃ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ। চতুরস্রে মণ্ডলেঽন্তে কৃত্বা চৈব সমৌ করৌ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষয়েয়ুঃ কৃতাদীনি হস্তয়োস্তস্য হারিণঃ। সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি বধ্নীয়ুঃ করয়োস্ততঃ ॥ ৫৫ ॥ নবেন কৃতসূত্রেণ কার্পাসেন দৃঢ়ং যথা। ততস্তু সুসমং কৃত্বা অষ্টাঙ্গুলমথায়সম্ ॥ ৫৬ ॥ পিণ্ডং হুতাশসন্তপ্তং পঞ্চাশৎপলিকং দৃঢ়ম্। আদৌ পূজাং রবেঃ কৃত্বা হুতাশস্যাথ কারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ রক্তচন্দনধূপাভ্যাং রক্তপুষ্পৈস্তথৈব চ। অভিশস্তস্য পত্রঞ্চ বধ্নীয়াচ্চৈব মূর্দ্ধনি ॥ ৫৮ ॥ মন্ত্রেণানেন সংযুক্তং ব্রাহ্মণাভিহিতেন চ। "ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারস্ত্বঞ্চ যজ্ঞেষু হূয়সে ॥ ৫৯ ॥ পাপং পুনাসি বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পাবক উচ্যসে। ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাং ত্বং মুখং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৬০ ॥ জঠরস্থোঽসি ভূতানাং ততো বেৎসি শুভাশুভম্। পাপেষু দর্শয়াত্মানমর্চ্চিষ্মান্ ভব পাবক। অথবা শুদ্ধভাবেষু শীতো ভব মহাবল" ॥ ৬১ ॥ ততোঽভিশস্তঃ শনকৈর্ম্মণ্ডলানি পরিক্রমেৎ ॥৬২॥ পরিক্রম্য শনৈর্জহ্যাল্লোহপিণ্ডং ততঃ ক্ষিতৌ। বিপত্রহস্তং তং পশ্চাৎ কারয়েদ্ব্রীহিমর্দ্দ-

---

কর্ত্তব্য। অতঃপর আমি বিষদিব্য-বিধান বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। উহাও ঘটসর্প ও বিষ, এই দ্বিবিধ। প্রথমতঃ পরীক্ষণীয় মানবের মস্তকে একটী পত্র বিন্যাস করিবে। সেই পত্রে "ত্বং বিষ" ইত্যাদি "ভবামৃতম্" পর্য্যন্ত মন্ত্রটী লিখিত হইবে। পরে ছয় বা সাত যব পরিমাণ ঘৃতাপ্লুত শৃঙ্গিবিষ, বৎসনাভ বিষ কিম্বা হিমালয়জ বিষ তাহাকে ভক্ষণ করাইবে। যদি তাহা অক্লেশে জীর্ণ হয়, যদি বমি বা মূর্চ্ছা না হয়, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিবে। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়াছেন। কোনও ঘট মধ্যে একটী ক্ষুধিত সর্প রাখিবে। পরীক্ষক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে পর ক্ষুধিত পরীক্ষণীয় মানব ঘটমধ্যে হস্ত প্রবেশিত করিয়া সেই সর্পকে স্পর্শ করিবে। তখন সাতটী করতল ধ্বনি করিতে হইবে। তৎকালে সর্প যদি তাহাকে দংশন না করে, তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে। ৪১—৪৯। ব্রহ্মা অগ্নিদিব্যের বিধান যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। সূর্য্যের সম্মুখে একটীর পর একটী এই ভাবে সাতটী মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্যে ষোড়শ অঙ্গুল পরিমাণে অবকাশ থাকিবে। সর্ব্বপ্রথমে আর একটী চতুরস্র মণ্ডল করিতে হইবে। পরীক্ষণীয় মানবকে সমস্ত দিব্য স্থলেই উপবাসী থাকিতে হয়। আর দেবতা ব্রাহ্মণ ও রাজা বা রাজপ্রতিনিধির সমক্ষেই দিব্য করাইতে হয়। তৎকালে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর বিশিষ্ট প্রজাবর্গের উপস্থিতি আবশ্যক। পরে অপরাহ্ণ কালে পরীক্ষণীয় মানব আর্দ্রবস্ত্রে শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইলে প্রতীহারীরা তাহার হস্তে কোন কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া সাতটী অশ্বত্থপত্র বন্ধন করিয়া দিবে। নব দৃঢ় কার্পাসসূত্রদ্বারা উহা বন্ধন করিতে হয়। পরে একটী অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ সুসম লৌহপিণ্ড অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। ঐ পিণ্ড ওজনে পঞ্চাশ পল ও সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা রবির পূজা করিয়া পরে অগ্নির পূজা করিবে। পরে একটী পত্রে "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি "মহাবল" পর্য্যন্ত মন্ত্র লিখিয়া পরীক্ষণীয় মানবের মস্তকে স্থাপন করিবে এবং কোনও ব্রাহ্মণ তাহা পাঠ করিবে। পরে পরীক্ষণীয় মানব পূর্ব্বোক্ত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হস্তে লইয়া যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল সকল পরিক্রম করিবে। সমস্ত মণ্ডল পরিক্রম হইলে ধীরে ধীরে লৌহপিণ্ডটী ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। পরে হস্তের পত্রগুলি ফেলিয়া দিয়া করতলে ব্রীহি ধান্য মর্দ্দন করিবে। ইহাতে

নম্॥ ৬৩॥ নির্ব্বিকারো করৌ দৃষ্টা শুদ্ধো ভবতি ধর্ম্মতঃ। ভয়াদ্বা পাতয়েদ্যস্তু তদধো বা বিভাব্যতে॥ ৬৪॥ পুনস্বাহারয়েল্লোহং বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তপ্তমাষবিধিং শৃণু॥ ৬৫॥ কারয়েদায়সং পাত্রং তাম্রং বা ষোড়শাঙ্গুলম্। চতুরঙ্গুলখাতন্তু মৃন্ময়ং বাপি কারয়েৎ॥ ৬৬॥ পূরয়েৎ ঘৃততৈলাভ্যাং পলৈর্বিংশতিভিস্ততঃ। সুতপ্তে নিক্ষিপেত্তত্র সুবর্ণস্য তু মাষকম্॥ ৬৭॥ বহ্ন্যুক্তং বিন্যসেন্মন্ত্রমভিশস্তস্য মূর্দ্ধনি। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগেন তপ্তমাষং সমুদ্ধরেৎ॥ ৬৮॥ শুদ্ধং জ্ঞেয়মসন্দিগ্ধং বিস্ফোটাদিবিবর্জ্জিতম্। ফালশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি তাং শৃণু ত্বং ধনঞ্জয়॥ ৬৯॥ আয়সং দ্বাদশপলং ঘটিতং কালমুচ্যতে। অষ্টাঙ্গুলমদীর্ঘঞ্চ চতুরঙ্গুলবিস্তৃতম্॥ বহ্ন্যুক্তং বিন্যসেন্মন্ত্রমভিশস্তস্য মূর্দ্ধনি। ত্রিঃপরাবর্ত্তয়েজ্জিহ্বাং লিহন্নস্মাৎ ষড়ঙ্গুলম্॥ ৭১॥ গবাং ক্ষীরং প্রদাতব্যং জিহ্বাশোধনমুত্তমম্। জিহ্বাপরীক্ষণং কুর্য্যাদ্দগ্ধা চেন্ন বিমোচ্যতে॥ ৭২॥ তং বিশুদ্ধং বিজানীয়াদ্বিশুদ্ধা চেত্তু জায়তে। তণ্ডুলস্যাথ বক্ষ্যামি বিধিধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৭৩॥ চৌর্য্যে তু তণ্ডুলা দেয়া ন চান্যত্র কথঞ্চন। তণ্ডুলাম্বুদকে সিক্তা রাত্রৌ তত্রৈব স্থাপয়েৎ॥ ৭৪॥ প্রভাতে কারিণে দেয়া ভক্ষণায় ন সংশয়ঃ। ত্রিঃকৃত্বঃ প্রাঙ্মুখশ্চৈব পত্রে নিষ্ঠীবয়েত্ততঃ॥ ৭৫॥ পিপ্পলস্যাথ ভূর্জ্জস্য ন ত্বন্যস্য কথঞ্চন। তাংস্তু বৈ কারয়েচ্ছুদ্ধাং-স্তণ্ডুলাঞ্শালিসম্ভবান্॥ ৭৬॥ মৃন্ময়ে ভাজনে কৃত্বা সবিতুঃ পুরতঃ স্থিতঃ। তণ্ডুলানমন্ত্রয়েচ্ছুদ্ধান্মন্ত্রেণানেন ধর্ম্মতঃ॥ ৭৭॥ "দীযসে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈর্মানুষাণাং বিশোধনম্। ততস্তণ্ডুল সত্যেন ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥ ৭৮॥ নিষ্ঠীবনে কৃতে তেষাং সবিতুঃ পুরতঃ স্থিতে। শোণিতং দৃশ্যতে যস্য তমশুদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৭৯॥ এবমষ্টবিধং দিব্যং পাপসংশয়ছেদনম্। ভট্টাদিত্যস্য পুরতো জায়তে কুরুনন্দন॥ ৮০॥ জলদিব্যং তথা প্রাহুর্দ্বিপ্রকারং পুরাবিদঃ। জলহস্তং স্মৃতং চৈকং মজ্জনং চাপরং বিদুঃ॥ ৮১॥ বাণক্ষেপস্তথাদানং যাবদ্বীর্য্যবতা কৃতম্। তাবত্তং মজ্জয়েজ্জীবেত্তথা তচ্ছুদ্ধিমাদিশেৎ॥ ৮২॥ এবংবিধমিদং স্থানং

যদি তাহার হস্তে কোন বিকার দৃষ্ট না হয়, তবে তাহাকে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। যদি কেহ ভয়বশতঃ লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেয়, তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ কার্য্য করাইবে। ইহাই বিধি। অতঃপর তপ্ত মাষবিধি বলিতেছি। শ্রবণ কর। ৫০—৬৫। প্রথমতঃ লৌহ তাম্র বা মৃত্তিকা দ্বারা ষোড়শাঙ্গুল পরিসর ও চতুরঙ্গুল গভীর পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিংশতি পল পরিমিত ঘৃত ও তৈল দ্বারা তাহা পূরণ করিবে। পরে তাহা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে এক-মাষক পরিমিত সুবর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে পরীক্ষণীয়ের মস্তকে পূর্ব্বোক্ত বহ্নিমন্ত্রে স্থাপন করিবে। পরে পরীক্ষণীয় ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি যোগে সেই তপ্ত মাষকটী উঠাইবে। তাহাতে যদি স্ফোটকাদি না হয়, তবে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে কালশুদ্ধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৬—৬৯। দ্বাদশ পল পরিমিত লৌহদ্বারা অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত একটী ফাল নির্ম্মাণ করিবে। পরীক্ষণীয়ের মস্তকে পূর্ব্ববৎ বহ্নিমন্ত্র বিন্যাস করিবে। পরে উক্ত ফাল উত্তপ্ত করিবে। পরীক্ষণীয় মানব জিহ্বাদ্বারা তিনিবার উক্ত ফাল লেহন করিবে। উহাকে জিহ্বাশোধনার্থ গোদুগ্ধ প্রদান করিবে। জিহ্বা যদি দগ্ধ হয়, তবে উক্ত ফাল জিহ্বায় সংলগ্ন হইয়া যাইবে। যদি জিহ্বা দগ্ধ না হয় তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। অতঃপর তণ্ডুলদিব্যের সনাতন বিধান বলিতেছি। চৌর্য্য ব্যাপারেই তণ্ডুল প্রদান করিবে। অন্যত্র তণ্ডুল দিব্য কদাচ বিহিত নহে। রাত্রিকালে জলমধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রভাত কালে সেই তণ্ডুল পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। পরীক্ষণীয় মানব পূর্ব্বাভিমুখে তণ্ডুল চর্ব্বণ করিয়া অশ্বত্থ পাত্র বা ভূর্জ্জ পত্রে নিষ্ঠীবন করিবে। প্রথমতঃ শালিতণ্ডুল সকল শোধন করিয়া লইতে হয়। তদর্থে মৃন্ময় পাত্রে তণ্ডুল সকল লইয়া সূর্য্যের অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে "দীযসে" ইত্যাদি "ত্রাতুমর্হসি" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সূর্য্যসমক্ষে উক্ত তণ্ডুল চর্ব্বণান্তে নিষ্ঠীবন করিলে যদি শোণিত দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে দোষী বলিয়া জানিবে। হে কুরুনন্দন! ভট্টাদিত্যের সমক্ষে এই অষ্টবিধ পাপসংশয়নাশক দিব্যই সফল হইয়া থাকে। ৭০—৮০। পুরাবিদ্‌গণ জলদিব্যও দুইপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী হস্তে জলধারণ ও অপরটী জলমধ্যে মজ্জন। পরীক্ষণীয় মানব জলমধ্যে মজ্জন করিলে তৎকালেই কোন বলবান্ ব্যক্তি একটী বাণ নিক্ষেপ করিবে এবং সেই বাণটী পুনরায় আনয়ন করিবে। বাণ আনীত হইলে পরীক্ষণীয়কে জল হইতে উঠাইবে। যদি সে

ভট্টাদিত্যস্য ভারত। মমৈব কৃপয়া ভানোর্জাত-মেতন্মহীতলে॥ ৬৩

ইতি শ্রীস্কান্দে ভট্টাদিত্যমাহাত্ম্যে দিব্যবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। তথা বহূদকস্থানে কথামাকর্ণয়াদ্ভুতাম্। যস্মাদ্বহূদকং কুণ্ডং কামরূপে যদস্তি চ॥১॥ তদস্তি চাত্র সঙ্ক্রান্তং তস্মাৎ প্রোক্তং বহূদকম্। কপিলেনাত্র তপ্ত্বা চ বর্ষাণি সুবহূন্যপি॥ ২॥ স্থাপিতং শোভনং লিঙ্গং কপিলেশ্বরসংজ্ঞিতম্। তচ্চ লিঙ্গং সদা পার্থ নন্দভদ্র ইতি স্মৃতঃ॥৩॥ বণিক্ সম্পূজয়ামাস ত্রিকালঞ্চ কৃতাদরঃ। সর্ব্বধর্ম্মবিশেষজ্ঞঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ইবাপরঃ॥ ৪॥ নাজ্ঞাতং তস্য কিঞ্চিচ্চ যদ্ধর্ম্মেষু প্রকীর্ত্ত্যতে। সর্ব্বেষাঞ্চ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ॥ ৫॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা ধর্ম্মমেনমুপাশ্রিতঃ। ন ভূতো ন ভবিষ্যশ্চ ন স ধর্ম্মোঽস্তি কিঞ্চন॥ ৬॥ বিদোষো যো হি সর্ব্বত্র নিশ্চিত্যৈবং ব্যবস্থিতঃ। অস্য ধর্ম্মসমুদ্রস্য সম্প্রবৃদ্ধস্য সর্ব্বতঃ॥ নির্ম্মথ্য নন্দভদ্রেণ আহৃতং তন্নিশাময়। বাণিজ্যং মন্যতে শ্রেষ্ঠং জীবনায় তদাস্থিতঃ॥ ৮॥ পরিচ্ছিন্নৈঃ কাষ্ঠতৃণৈঃ শরণং তেন কারিতম্। মদ্যবর্জ্জং ভেদবর্জ্জং কূটবর্জ্জং সমং তথা॥ ৯॥ সর্ব্বভূতেষু বাণিজ্যমল্পলাভেন সোঽচরৎ। অমায়য়া পরেভ্যো-ঽসৌ গৃহীত্বৈব ক্রয়াণকম্। অমায়য়ৈব ভূতেভ্যো বিক্রীণাত্যস্য সদ্ব্রতম্॥ ১০॥ কেচিদ্যজ্ঞং প্রশংসন্তি নন্দভদ্রো ন মন্যতে॥ ১১॥ দোষমেনং বিনিশ্চিত্য শৃণু তং পাণ্ডুনন্দন। লুব্ধোঽনৃতী দাম্ভিকশ্চ স্বপ্রশংসাপরায়ণঃ॥ ১২॥ যজন্ যজ্ঞৈর্জগদ্ধন্তি স্বং চান্ধতমসং নয়েৎ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে॥ ১৩॥ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ। যদ্যদা যজমানস্য ঋত্বিজো দ্রব্যমেব

এতাবৎকালে মরিয়া যায় তবে দোষী, নচেৎ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইবে। হে ভারত! ভানুর কৃপায় মহীতলে আমার প্রতিষ্ঠিত এই ভট্টাদিত্য ক্ষেত্র এবম্বিধ প্রভাবশালী হইয়াছে। ৮১—৮৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর বহূদকস্থলের অদ্ভুত কাহিনী শুন। ঐ বহূদক কুণ্ড কামরূপে আছে, এখানেও উহাই প্রতিষ্ঠিত। উহার বহূদক নাম কি জন্য হইয়াছে তাহাও বলিতেছি। কপিল মুনি এখানে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া কপিলেশ্বর নামে একটী মনোহর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে পার্থ! পূর্ব্বে নন্দভদ্র নামে এক বণিক্ প্রতিদিন ত্রিকালে সাদরে ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিত। সেই বণিক্ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। ধর্ম্মের এমন কোন তত্ত্বই ছিল না, যাহা সে জানিত না। সে সকলেরই সুহৃদের ন্যায় হিতসাধক ছিল। সে কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা সতত ধর্ম্মাসক্ত ছিল। সেই নন্দভদ্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিল যে, যাহাতে কোনরূপ দোষ-সংস্পর্শ নাই, এমন ধর্ম্ম হয় নাই এবং হইবেও না। জীবিকার জন্য কোনও বৃত্তি অবলম্বন করা আবশ্যক, পরন্তু এমন বৃত্তি নাই, যাহাতে পাপস্পর্শ না ঘটে। হে অর্জ্জুন! নন্দভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রবৃদ্ধ ধর্ম্মসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক যে সার আহরণ করিল, তাহা শুন। সে তখন অপরাপর বৃত্তি অপেক্ষা বাণিজ্যকেই শ্রেষ্ঠ জীবিকা স্থির করিল। সে সামান্য তৃণ-কাষ্ঠদ্বারা একখানি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল। সর্ব্ব প্রাণীর নিকট সমানভাবে অল্পলাভে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু মদ্য বিক্রয় কিম্বা কপটব্যবহার করিত না। সে অকপটে অপরের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া আবার অকপটেই তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। সদ্ব্রত মনে করিয়া সে এই নিয়মই অবলম্বন করিল। ১—১০। হে পাণ্ডুনন্দন! লোকে যজ্ঞের প্রশংসা করিত, কিন্তু নন্দভদ্র তাহাতে এইরূপ দোষ বিবেচনা করিয়া যজ্ঞের প্রাশস্ত্য স্বীকার করিত না। সে বলিত যে, লোভী, মিথ্যুক, দাম্ভিক, আত্মপ্রশংসাপরায়ণ মানবগণ যজ্ঞ করিয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করে এবং আপনাকেও অন্ধতমসে পাতিত করিয়া থাকে। অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলে তাহা আদিত্যে সংক্রান্ত হয়; আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির ফলে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি ঘটিয়া

চ॥ ১৪॥ চৌরপ্রায়স্য কলুষাজ্জন্ম জায়েজ্জনস্য হি। অদক্ষিণে বৃথা যজ্ঞে কৃতে চাপ্যবিধানতঃ॥১৫॥ পশবো লকুটৈর্হন্যুর্যজমানং মৃতং হতাঃ। তস্মাচ্ছুদ্ধৈর্ধ্ব-দ্রব্যৈর্যজমানঃ শুভঃ স্মৃতঃ॥ ১৬॥ যজ্ঞ এবং বিচার্য্যাসৌ যজ্ঞসারং সমাস্থিতঃ। শ্রদ্ধয়া দেবপূজা যা নমস্কারঃ স্তুতিঃ শুভা॥ ১৭॥ নৈবেদ্যং হবিষশ্চৈব যজ্ঞোহয়ং হি বিকল্মষঃ। স এব যজ্ঞঃ প্রোক্তো বৈ যেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ॥ ১৮॥ কেচিচ্ছংসন্তি সন্ন্যাসং নন্দভদ্রো ন মন্যতে। যো হি সন্ন্যস্য বিষয়ান্মনসা গৃহ্যতে পুনঃ॥ ১৯॥ উভয়ভ্রষ্ট এবাসৌ ভিন্না ভূমির্বিনশ্যতি। সন্ন্যাসস্য তু যৎসারং তস্তেনাবৃতমুত্তমম্॥ ২০॥ কস্যচিন্নৈব কর্ম্মাণি শপতে বা প্রশংসতি। নানামার্গস্থিতা-লোকাশ্চন্দ্র-বল্লীয়তে ক্ষিতৌ॥ ২১॥ ন দ্বেষ্টি নো কাময়তে ন বিরুদ্ধোঽনুরুধ্যতে। সমাশ্মকাঞ্চনো ধীবস্তুল্য-নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২২॥ অভয়ঃ সর্ব্বভূতেভ্যো যথান্ধবধিরাকৃতিঃ। ন কর্ম্মণাং ফলাকাঙ্ক্ষা শিবস্যা-রাধনং হি তৎ॥ ২৩॥ কারণাদ্ধর্ম্মমপ্যিচ্ছন্ন লোভঞ্চ ততশ্চরন্॥ ২৪॥ বিবিচ্য নন্দভদ্রস্তৎ সারং মোক্ষেষু জগৃহে। কৃষিং কেচিৎ প্রশংসন্তি নন্দভদ্রো ন মন্যতে॥ ২৫॥ যস্যাং ছিন্দন্তি বৃষণা বৃষাণাং চৈব নাসিকাম্। কর্ষয়ন্তি মহাভারান্ বধ্নন্তি দময়ন্তি চ॥২৬॥ বহুদংশমযান দেশান্নয়ন্তি বহুকর্দ্দমান। বাহসম্পীড়িতা ধুর্য্যাঃ সীদন্ত্যবিধিনা পরে॥ ২৭॥ মন্যন্তে ভ্রূণ-হত্যাপি বিশিষ্টা নাস্য কর্ম্মণঃ। অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম শ্রুতৌ তাঃ পীড়য়েৎ কথম্॥ ২৮॥ ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠমযোমুখম্। পঞ্চেন্দ্রিয়েষু জীবেষু সর্ব্বং বসতি দৈবতম্॥ ২৯॥ আদিত্যশ্চন্দ্রমা বায়ুঃ প্রভৃতৈাব চ তাংস্ত যঃ। বিক্রীণাতি সুমূঢ়স্য তস্য কা নু বিচারণা॥ ৩০॥ অজোঽগ্নির্ব্বরুণো মেষঃ সূর্য্যশ্চ পৃথিবী বিরাট্। ধেনুর্ব্বৎসশ্চ সোমো বৈ বিক্রীয়ৈতান্ন সিধ্যতি॥ ৩১॥ এবংবিধসঙ্কল্পশ্চ

থাকে। কিন্তু চৌরতুল্য যজমানের অসদুপার্জ্জিত দ্রব্যদ্বারা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া ঋত্বিক্‌গণ অবিধানে যাজন করেন, এবং বৃথা দ্রব্য হরণ করেন, আর যজমানও [illegible]যাচিত দক্ষিণা দান করেন না। সুতরাং তাদৃশ যজ্ঞের ফলে পাপনিবৃত্তি হয় না, পরন্তু জনগণ আরও পাপাক্রান্ত হইয়া থাকে। হত-ভাগ্য ঋত্বিকেরা বৃথাই কেবল পশুহিংসা করে এবং তাহার ফলে যজমানও হতপ্রায় হয়। অতএব যবাদি বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা যাগ করাই যজমানের শুভকর। নন্দভদ্র এইরূপ বিচার করিয়া সার যজ্ঞ অবলম্বন করিল। শ্রদ্ধা সহকারে দেবপূজা নমস্কার, স্তবপাঠ, হবির্দ্বারা নৈবেদ্যদান,—এই সকল যজ্ঞ পাপসংস্পর্শহীন। যাহা দ্বারা দেবতার তুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যজ্ঞপদবাচ্য। অনেকে সন্ন্যাসের প্রশংসা করেন, কিন্তু নন্দভদ্র, তদ্বিরুদ্ধ-বাদী। তাহার মতে, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিষয়ানুধ্যান করে, সে বিদীর্ণ ভূভাগস্থ ব্যক্তির ন্যায় ইহপর উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। সে সন্ন্যাসের যাহা সার তাহাই অবলম্বন করিয়াছিল।১১—২০। সে কাহারও কোন কর্ম্মে প্রশংসা বা আক্রোশ করিত না; ভূতলে চন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন পথবর্ত্তী জনগণের সহিতই মিশিত। দ্বেষ, অনুরাগ, বিরোধ, অনুরোধ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে পাষাণে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান করিত; অন্ধ ও বধি-রের ন্যায় স্তুতিতে বা নিন্দায় নির্ব্বিকার থাকিত। সর্ব্ব প্রাণীকেই অভয় দান করিত। কর্ম্মের ফল-কামনা পরিহারই শিবের আরাধনা; এজন্য ধর্ম্ম-কামনায় সর্ব্বথা লোভ বর্জ্জন কর্ত্তব্য। নন্দভদ্র ইহা বুঝিয়া সেই মোক্ষসাধন সার নিষ্কাম কর্ম্মা-নুষ্ঠান অবলম্বন করিল। অনেকে কৃষির প্রশংসা করেন, কিন্তু নন্দভদ্র, কৃষির প্রাশস্ত্য স্বীকার করিত না। তাহার মত এই যে, কৃষি কার্য্যে বৃষগণের বৃষণ-চ্ছেদন, নাসিকাবেধন, বন্ধন, দমন এবং উহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও মহাভারবাহন, প্রভৃতি করাইতে হয়; তদর্থে বৃষগণ কত ক্লেশ পায়,—দংশবহুল স্থানে যাইতে এবং বহু কর্দ্দমাতিক্রম করিতে বাধ্য হয়, অনুচিত বিন্যস্ত ভারবহনে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; এই জন্য ভ্রূণহত্যা ইহা অপেক্ষা অধিক নিন্দিত নহে। গোগণের একটী নাম অঘ্ন্যা (প্রহারের অযোগ্য); ইহা বেদে প্রসিদ্ধ; অতএব তাহাদিগকে পীড়িত করা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে কিরূপে? লৌহমুখ লাঙ্গলফাল দ্বারা ভূমি ও ভূমিগত অপরাপর জীবচয় নিহত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়া-ন্বিত জীবে আদিত্য চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ বিশিষ্টরূপে বাস করেন, যে সেই জীবকে বিক্রয় করে, সেই মূঢ়ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি কি প্রকার? ২১—৩০। অগ্নি অজ, বরুণ মেষ, সূর্য্য পৃথিবী, বিরাট্ ধেনু এবং সোম বৎস স্বরূপ; সুতরাং ইহাদিগকে বিক্রয় করিলে তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

যুতা দোষৈঃ কৃষিঃ সদা। অষ্টাগবং স্মৃতিঃ হলং ত্রিংশদ্ভাগং ত্যজেৎ কৃষেঃ ॥৩২॥ ধর্ম্মে দদ্যাৎ পশূন্ বৃদ্ধান্ পুষ্যাদেষা কৃষিঃ কুতঃ। সারমেতৎ কৃষেস্তেন নন্দভদ্রেণ চাদৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ বিসাধিতব্যান্যন্নানি স্বশক্ত্যা দেবপিতৃষু। মনুষ্যাদ্বিজভূতেষু নিযুজ্যাশ্নীত সর্ব্বদা ॥৩৪॥ কেচিচ্ছংসন্তি চৈশ্বর্য্যং নন্দভদ্রো ন মন্যতে। মানুষা মানুষানেব দাসভাবেন ভুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥ বধবন্ধনিরোধেন পীড়য়ন্তি দিবানিশম্। দেহং কিমেতদ্ধাতুঃ স্বং মাতুর্ব্বা জনকস্য বা ॥ ৩৬ ॥ মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা। ইতি সঞ্চিন্ত্য ব্যহরন্নমরা ইব ঈশ্বরাঃ ॥ ৩৭ ॥ ঐশ্বর্য্যমদপাপিষ্ঠা মহামদ্যমদাদয়ঃ। ঐশ্বর্য্যমদমত্তো হি না পতিত্বা হি মাদ্যতি ॥ ৩৮ ॥ আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু শ্রিয়া নৈব চ মাদ্যতি ॥ ৩৯ ॥ আত্মপ্রত্যয়বান্ দেহী কেশ্বরশ্চেদৃশোঽস্তি হি। ঐশ্বর্য্যস্যাপি সারং স জগ্রাহৈতন্নিশাময় ॥ ৪০ ॥ স্বশক্ত্যা

কৃষিকার্য্য এইপ্রকার সহস্র দোষে সতত দুষ্ট। একখানি হলে আটটি গোরু যোজনা করিতে হয়। কৃষিলব্ধ শস্যের ত্রিশ ভাগের একভাগ ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়। বৃদ্ধ পশুদিগকে পোষণ করিবে। ইহার অন্যথাচরণে পাপ হয়, সুতরাং এরূপ কৃষিকার্য্য কোথায় কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে? এজন্য নন্দভদ্র কৃষিকার্য্যের যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার মত এই যে, শক্তি অনুসারে পিতৃদেব মনুষ্যাদি প্রাণীকে খাদ্য প্রদানান্তে স্বয়ং ভক্ষণ করিবে। অনেকে ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করে, পরন্তু নন্দভদ্রের মত অন্যরূপ। মানুষেরা অপর মনুষ্যগণকেই দাস ভাবে উপভোগ করে, এবং বধ বন্ধন নিরোধাদি দ্বারা নিরন্তর পীড়া দেয়। বস্তুতঃ এই দেহ কি মাতার? না পিতার? না প্রতিপালকের না মাতামহের? না বলবানের? না ক্রেতার? না অগ্নির? না কুক্কুরের? ঐশ্বর্য্যশালী জনগণ ইহা চিন্তা না করিয়া আপনাকে অমর মনে করিয়াই যেন সাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ মহাপাপাচরণ করে। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত পুরুষ ভূপতিত না হইলেও প্রমত্তবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলতঃ ঐশ্বর্য্য দ্বারা মত্ত হয় না কিম্বা অনুজীবিগণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করে, এমন আত্মবিশ্বাসী ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ কোথায়? নন্দভদ্র এই সকল চিন্তা করিয়া ঐশ্বর্য্যের যাহা সার তাহাই গ্রহণ করিল। আমার নিকট তাহা শুন।

সর্ব্বভূতেষু যদসৌ ন পরাঙ্মুখঃ। তীর্থান্যেকে প্রশংসন্তি নন্দভদ্রো ন মন্যতে ॥ ৪১ ॥ শ্রমেণ সঙ্করাত্তাপশীতবাতক্ষুধা তৃষা। ক্রোধেন ধর্ম্মগেহস্য নাপি নাশমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২ ॥ সৌখ্যেন বা ধনস্যাপি শ্রদ্ধয়া স্বল্পগোঽর্থবান্। সমর্থো হি মহৎপুণ্যং শক্ত আপ্তুং ক্ক বাস্তি সঃ ॥ ৪৩ ॥ সদা শুচির্দ্দেবযাজী তীর্থসারং গৃহে গৃহে। নাপঃ পুনন্তি পাপানি ন শৈলা ন মহাশ্রমাঃ ॥ ৪৪ ॥ আত্মা পুনাতি পাপানি যদি পাপান্নিবর্ত্ততে। এবমেষ সমাচারং প্রাদুর্ভূ ততস্ততঃ ॥ ৪৫ ॥ একীকৃত্য সদা ধীমান্নন্দভদ্রঃ সমস্থিতঃ। তস্যৈবং বর্ত্ততঃ সাধোঃ স্পৃহয়ন্ত্যাপি দেবতাঃ ॥ ৪৬ ॥ বাসবপ্রমুখাঃ সর্ব্বং বিস্ময়ঞ্চ পরং যযুঃ। অত্রৈব স্থানকে চাপি শূদ্রোঽভূৎ প্রতিবেশ্মকঃ ॥ ৪৭ ॥ স নন্দভদ্রং ধর্ম্মিষ্ঠং পুনঃপুনরসূয়ত। নাস্তিকঃ স দুরাচারঃ সত্যব্রত ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৮ ॥ স সদা নন্দভদ্রস্য বিলোকয়তি চান্তরম্। ছিদ্রং চেদস্য পশ্যামি ততো ধর্ম্মান্নিবর্ত্তয়ে ॥ ৪৯ ॥ স্বভাব এব ক্রূরাণাং নাস্তিকানাং দুরাত্মনাম্। আত্মানং

৩১—৪০। সে নিজ শক্তি অনুসারে সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই সদয় ব্যবহার করিত। শক্তি থাকিতে কদাচ পরোপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইত না। অনেকে তীর্থের প্রশংসা করেন, কিন্তু নন্দভদ্র তাহা মানিত না। পরিশ্রম শীত বাত ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধাদি দ্বারা মানবের সঞ্চিত ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। ধনবান্ মানব গৃহে থাকিয়াই শ্রদ্ধাসহকারে ধনব্যয় দ্বারা অনায়াসে মহৎ পুণ্য অর্জ্জনে সমর্থ হয়, পরন্তু তাদৃশ মানব কোথায়? সতত শুচি ও দেবযাজী হইলে গৃহে গৃহেই তো সার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। জল, শৈল বা মহান্ আশ্রমসমূহও পাপশোধনে সমর্থ নহে, পরন্তু পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিলে আত্মাই নিখিল পাতক হইতে পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকে। নন্দভদ্র এইরূপ বিবিধ ধর্ম্মাচার সকলের সার একত্রিত করিয়া তদনুষ্ঠানে সতত কালাতিপাত করিতে লাগিল। সাধু নন্দভদ্রের এবম্বিধ আচরণে ইন্দ্রাদি দেবগণও সবিস্ময়ে তদীয়ানুকরণাভিলাষী হইলেন। সেইখানেই সত্যব্রত নামে নন্দভদ্রের প্রতিবাসী এক শূদ্র বাস করিত। সে নাস্তিক, দুরাচার এবং সতত নন্দভদ্রের বিদ্বেষী ছিল। "কোন ছিদ্র পাইলেই নন্দ-ভদ্রকে ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করিব" এই ভাবিয়া সে সর্ব্বদাই নন্দ-ভদ্রের ছিদ্রানুসন্ধান করিত। দুরাত্মা ক্রূর নাস্তিকদিগের স্বভাবই এই

পাতয়ন্ত্যেব পাতয়ন্ত্যপরঞ্চ যৎ॥ ৫০॥ ততস্ত্বেবং বর্ত্ততোঽস্য নন্দভদ্রস্য ধীমতঃ। একোঽভূত্তনয়ঃ কষ্টাদ্বার্দ্ধকে সোঽপ্যনশ্যত॥ ৫১॥ তচ্চ দৈবকৃতং মত্বা ন শুশোচ মহামতিঃ। দেবো বা মানবো বাপি কো হি দৈবাদ্বিমুচ্যতে॥ ৫২॥ ততোঽস্য সুপ্রিয়া ভার্য্যা সর্ব্বৈঃ সাধ্বীগুণৈর্যুতা। গৃহধর্ম্মস্য মূর্ত্তির্যা সাক্ষাদিব অরুন্ধতী॥ ৫৩॥ বিনাশমাগতা পার্থ কনকা নাম নামতঃ। ততো যতেন্দ্রিয়োঽপ্যেষ গৃহধর্ম্মবিনাশতঃ॥ ৫৪॥ শুশোচ হা কষ্টমিতি পাপোঽহমিতি চাসকৃৎ। তত্তস্য চান্তরং দৃষ্ট্বাঽহসাৎ সত্যব্রতশ্চিরাৎ॥ ৫৫॥ উপাব্রজ্য চ স্ম কষ্টঃ ব্রুবংস্তং নন্দভদ্রকম্। দধিকর্ণ ইবাসাদ্য নন্দভদ্রমুবাচ সঃ॥ ৫৬॥ হা নন্দভদ্র যদোবং তবাঽপ্যেবংবিধং ফলম্। এতেন মন্যে মনসি ধর্ম্মোঽপ্যেষ বৃথৈব যৎ॥ ৫৭॥ ইত্যাদি বহুধা প্রোচ্য তত্তদ্বাক্যং ততস্ততঃ। সত্যব্রতস্ততঃ প্রাহ নন্দভদ্রং কৃপান্বিতঃ॥ ৫৮॥ নন্দভদ্র সদা তুভ্যং বক্তুকামোঽস্মি কিঞ্চন। প্রস্তাবস্যাপ্যভাবাচ্চ নোদিতঞ্চ ময়া ক্বচিৎ॥৫৯॥ অপ্রস্তাবং ব্রুবন্ বাক্যং বৃহস্পতিরপি ধ্রুবম্। লভতে বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানঞ্চ হীনবৎ॥ ৬০॥ নন্দভদ্র উবাচ। ব্রূহি ব্রূহি ন মে কিঞ্চিৎ সাধু গোপ্যং প্রিয়ং পরম্। বচোভিঃ শুদ্ধসত্ত্বানাং ন মোক্ষোঽপ্যুপমীয়তে॥৬১॥ সত্যব্রত উবাচ। নবভির্নবভির্দোষৈশ্চৈব বিমুক্তং বাগ্বিদূষণৈঃ। নবভির্বুদ্ধিদোষৈশ্চ বাক্যং বক্ষ্যাম্যদোষবৎ॥ ৬২॥ সৌক্ষ্ম্যং সঙ্খ্যাক্রমশ্চাপি নির্ণয়ঃ সপ্রয়োজনঃ। পঞ্চৈতান্যর্থজাতানি যত্র তদ্বাক্যমুচ্যতে॥ ৬৩॥ ধর্ম্মমর্থং চ কামং চ মোক্ষং চোদ্দিশ্য চোচ্যতে। প্রয়োজনমিতি প্রোক্তং প্রথমং বাক্যলক্ষণম্॥ ৬৪॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রতিজ্ঞায় বিশেষতঃ। ইদং তদিতি বাক্যান্তে প্রোচ্যতে স বিনির্ণয়ঃ॥ ৬৫॥ ইদং পূর্ব্বমিদং পশ্চাদ্বক্তব্যং যৎক্রমেণ হি। ক্রমযোগং তমপ্যাহুর্বাক্যতত্ত্ববিদো বুধাঃ॥ ৬৬॥ দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ প্রমাণং প্রবিভাগতঃ। উভয়ার্থমপি প্রেক্ষ্য সা সঙ্খ্যেত্যুপধার্য্যতাম্॥ ৬৭॥ বাক্যজ্ঞেয়েষু ভিন্নেষু যত্রাভেদঃ প্রদৃশ্যতে। তত্রাতিশয়হেতুস্থং তৎ সৌক্ষ্ম্যমিতি

যে, তাহারা আপনাকে এবং অপরকেও অধোগামী করিয়া থাকে।৪১—৫০। ধীমান্ নন্দভদ্র এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর তাহার বৃদ্ধ বয়সে একটী পুত্র জন্মিল, কিন্তু সে পুত্রও অল্পদিন মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইল। "দেবতাই হউক আর মানুষই হউক; অদৃষ্ট খণ্ডাইতে কে পারে?" ইহা ভাবিয়া মহামতি নন্দভদ্র তাহাতে শোক করিল না। হে অর্জ্জুন! তাহার পত্নীর নাম ছিল কনকা। অরুন্ধতীর ন্যায় নিখিল সাধ্বীগুণমণ্ডিতা, পতির নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ও গৃহধর্ম্মের আশ্রয়ভূতা সেই পত্নীও কিয়ৎকালপরে লোকান্তরিত হইল। তাহাতে গৃহধর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়ায় নন্দভদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও "হায়! কি কষ্ট। আমি কি পাপী!" ইত্যাদি বলিয়া শোক করিতে লাগিল। সত্যব্রত দীর্ঘকালের পর তখন নন্দভদ্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া দধিকর্ণের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে আসিয়া নন্দভদ্রকে কহিল,—হায়! নন্দভদ্র! তোমারও যে এমন দশা ঘটিল, ইহাতে মনে হয়, এই যে 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করা যায়, ইহা নিতান্তই বৃথা। ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া পরে যেন সদয় ভাবেই নন্দভদ্রকে কহিল,—নন্দভদ্র! আমি তোমাকে কোন একটী কথা বলিবার জন্য নিয়তই উৎসুক হইয়া আছি, পরন্তু প্রসঙ্গের অভাবে এ যাবৎ তাহা বলা হয় নাই। কেননা অপ্রসঙ্গে কথা কহিলে বৃহস্পতিও নিশ্চয়ই হীনজনবৎ অবজ্ঞাত এবং নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ৫১—৬০। নন্দভদ্র কহিল,—বল, বল; আমার নিকট কোনও সাধু প্রিয় বাক্য গোপন করিবার আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধসত্ত্ব জনগণের বাক্যের সহিত মোক্ষেরও তুলনা হয় না। সত্যব্রত কহিল,—নয় নয়টী বাক্যদোষ ও নয়টী বুদ্ধিদোষ পরিহারপূর্ব্বক আমি নির্দ্দোষ বাক্যই বলিতেছি। যাহাতে সূক্ষ্মতা, সংখ্যা, ক্রম, প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত—এই পাঁচটী অর্থ বিদ্যমান, তাহাকেই বাক্য বলা যায়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনোদ্দেশে কথনই প্রয়োজন। ইহাই বাক্যের প্রথম লক্ষণ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে 'তাহাই এই' বলিয়া যে বাক্যের উপসংহার, তাহাই নির্ণয়পদবাচ্য। ইহা প্রথমে এবং ইহা শেষে বলা যাইবে বলিয়া যে ক্রমানুসারে তত্তদ্বিষয়ের উপন্যাস করা যায়, তাহাই বাক্যতত্ত্বজ্ঞগণের মতে ক্রমযোগ। দোষ ও গুণের যথাযথ বিচার করিয়া পরে যে উহাদিগের প্রমাণানুসারে বিভাগ করা, তাহাই সংখ্যা বলিয়া জানিও। বাক্য ও জ্ঞেয় বিষয়ের পরস্পর প্রভেদ থাকিলেও সবিশেষ প্রমাণ দ্বারা যে উভয়ের ঐক্যস্থাপন, তাহাই

নির্দ্দিশেৎ ॥ ৬৮ ॥ ইতি বাক্যগুণানাঞ্চ বাগ্দোষান দ্বিনব শৃণু। অপেতার্থমভিন্নার্থমপক্রমং তথাধিকম্ ॥ ৬৯ ॥ অশ্লক্ষ্ণং চাপি সন্দিগ্ধং পদান্তে গুরু চাক্ষরম্। পরাঙ্মুখমুখং যচ্চ অনৃতং চাপ্যসংস্কৃতম্ ॥ ৭০ ॥ বিরুদ্ধং যত্রিবর্গেণ ন্যূনং কষ্টাতিশব্দকম্। ব্যুৎক্রমাভিহিতং যচ্চ সশেষং চাপ্যহেতুকম্। নিষ্কারণঞ্চ বাগ্দোষান্ বুদ্ধিজান্ শৃণু ত্বং চ মান ॥ ৭১ ॥ কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়াচ্চৈব লোভাদ্দৈন্যাদনার্য্যকাৎ ॥ ৭২ ॥ হীনাত্মক্রোশতো মানান্ন চ বক্ষ্যামি কিঞ্চন। বক্তা শ্রোতা চ বাক্যঞ্চ যদা ত্ববিকলং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ সমমেতি বিবক্ষায়াং তদা সোঽর্থঃ প্রকাশতে। বক্তব্যে তু যদা বক্তা শ্রোতারমবমন্যতে ॥ ৭৪ ॥ শ্রোতা চাপ্যথ বক্তারং তদা বাক্যং ন রোহতি। অথ যঃ স্বপ্রিয়ং ব্রূয়াচ্ছ্রোতুর্বেৎস্যজ্য যদৃতম্ ॥ ৭৫ ॥ বিশঙ্কা জায়তে তস্মিন বাক্যং তদপি দোষবৎ। তস্মাদ্যঃ স্বপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা শ্রোতুশ্চাপ্যথ সৎ প্রিয়ম্ ॥ ৭৬ ॥ সত্যমেব প্রভাষেত স বক্তা নেতরো ভুবি। মিথ্যাবাদাঙ্গাস্ত্রজালসম্ভবান যদ্বিহায় চ ॥ ৭৭ ॥ সত্যমেব ব্রতং যস্মাত্তস্মাৎ সত্যব্রতস্ত্বহম্। সত্যং তে সম্প্রবক্ষ্যামি মত্তমর্হসি তত্তথা ॥ ৭৮ ॥ যদাপ্রভৃতি ভদ্র ত্বং পাষাণস্যার্চ্চনে রতঃ। তদাপ্রভৃতি কিঞ্চিচ্চ ন হি পশ্যামি শোভনম্ ॥ ৭৯ ॥ একঃ সোঽপি সুতো নষ্টো ভার্য্যা চার্য্যাপ্যনশ্যত। কূটানাং কর্ম্মণাং সাধো ফলমেবংবিধং ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ ক্ব দেবাঃ সন্তি মিথ্যৈতদ্দৃশ্যন্তে চেদ্ভবন্ত্যপি। সর্ব্বা চ কূটবিপ্রাণাং দ্রব্যার্থৈব বিকল্পনা ॥ ৮১ ॥ পিতৃমুদ্দিশ্য যচ্ছন্তি মম হাসঃ প্রজায়তে। অন্নস্যোপদ্রবং যচ্চ মৃতো হি কিমশিষ্যতে ॥ ৮২ ॥ যত্ত্বিদং বহুধা মূঢ়া বর্ণয়ন্তি দ্বিজাধমাঃ। বিশ্বনির্ম্মাণমখিলং তথাপি শৃণু সত্যতঃ ॥ ৮৩ ॥ উৎপত্তিশ্চাপি ভঙ্গশ্চ বিশ্বস্যৈতদ্দ্বয়ং মৃষা। এবমেব হি সর্ব্বঞ্চ সদিদং বর্ত্ততে জগৎ ॥ ৮৪ ॥ স্বভাবতো বিশ্বমিদং হি বর্ত্ততে স্বভাবতঃ সূর্য্যমুখা ভ্রমন্ত্যমী। স্বভাবতো বায়বো বান্তি নিত্যং স্বভাবতো বর্ষতি চাম্বুদোঽয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ স্বভাবতো রোহতি ধান্যজাতং স্বভাবতো বর্ষশীতাতপস্ত্বম্। স্বভাবতঃ সংস্থিতা মেদিনী চ

সূক্ষ্মতাপদবাচ্য। এগুলি হইল বাক্যের গুণ, এক্ষণে বাক্যের নয়ত্রয়টী দোষ বলিতেছি শুন। অপেতার্থ, অভিন্নার্থ, অপক্রম, অধিক, অশ্লক্ষ্ণ, সন্দিগ্ধ, পদান্তে অক্ষরের গুরুত্ব, পরাঙ্মুখ, অনৃত এবং অসংস্কৃত, ত্রিবর্গের বিরুদ্ধ, ন্যূন, কষ্টশব্দ, অতিশব্দ, ব্যুৎক্রমাভিহিত, সশেষ, অহেতুক ও নিষ্কারণ,—এগুলি বাক্যদোষ। বুদ্ধিদোষ সকল শুন। ৬১—৭১। কাম ক্রোধ ভয় লোভ দীনতা অনার্য্যতা হীনতা দয়া বা অভিমান বশতঃ আমি কোন কথা বলিতেছি না; পরন্তু ঐ সকল বুদ্ধিদোষ বর্জ্জন করিয়াই বলিতেছি। যখন বক্তা শ্রোতা ও বাক্য অবিকল হয় এবং বলিবার ইচ্ছাও থাকে, তখন অভীষ্ট অর্থ প্রকটিত হয়; আর যখন বক্তব্য বিষয়ে বক্তা, শ্রোতাকে অবমাননা করে কিম্বা শ্রোতা বক্তাকে অবজ্ঞা করে তখন বাক্য ফলোপধায়ক হয় না। আর যদি সত্যের অপলাপ করিয়া নিজের বা শ্রোতার মনোমত বাক্য বলা যায়, তাহাতে শ্রোতার সন্দেহ জন্মিতে পারে; অতএব তাদৃশ বাক্যও দোষাবহ। এজন্য যে ব্যক্তি নিজের ও শ্রোতার প্রিয় কথনে অনাদরপূর্ব্বক কেবলমাত্র সত্য বাক্যই বলে, তাহাকেই ভূতলে প্রকৃত বক্তা বলা যায়; অপরকে বক্তা বলা যায় না। শাস্ত্রজালোক্ত মিথ্যা বাক্য সকল পরিহারপূর্ব্বক সত্যভাষণই আমার ব্রত, এজন্য আমার নাম হইয়াছে সত্যব্রত। আমি তোমাকে সত্যবাক্যই বলিব, তুমিও তাহা সত্য বলিয়াই অবধারণ করিও। ওহে ভদ্র! যখন হইতে তুমি পাষাণের অর্চ্চনায় রত হইয়াছ, তদবধি আমি তোমার কোনও মঙ্গল দেখি নাই। একটী মাত্র পুত্র ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল! তোমার ভার্য্যা আর্য্যা কনকাও বিনষ্ট হইলেন! সাধু হে! কূট কর্ম্মের ফল এইরূপই হয়। ৭২—৮০। দেবতা সকল কোথায় আছে? থাকিলে অবশ্যই দেখা যাইত। দেবতাদির কল্পনা-সমূহ কেবল, কপটী ব্রাহ্মণগণের দ্রব্যলাভের জন্য হইয়াছে। পিতৃপিতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে দেখিয়া আমার হাস্য পায়! আবার সেই অন্নদানের উপদ্রব কত! মৃত ব্যক্তি কি খাইতে পারে? মূঢ় দ্বিজাধমেরা যে, এই বিশ্বের নির্ম্মাণবিষয়ে নানাবিধ বর্ণনা করে, তৎসম্বন্ধে সার সত্য শ্রবণ কর। বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশ—এ দুইই মিথ্যা। এ জগৎ এই ভাবেই চিরকাল বিদ্যমান আছে। এ বিশ্ব স্বভাবতই এই ভাবে আছে, সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্বভাবতই এই ভাবে ভ্রমণ করে, বায়ু সকলও স্বভাবতই এই ভাবে প্রবাহিত য় আর মেঘগণও স্বভাবতই বর্ষণ করিয়া থাকে। ধান্যাদি শস্য সকল স্বভাবতই

স্বভাবস্তঃ সরিতঃ সংপ্রবন্তি ॥ ৮৬ ॥ স্বভাবতঃ পর্ব্বতা ভান্তি নিত্যং স্বভাবতো বারিধিরেষ সংস্থিতঃ। স্বভাবতো গর্ভিণী সম্প্রসূতে স্বভাবতোঽমী বহুবশ্চ জীবাঃ॥ ৮৭ ॥ যথা স্বভাবেন ভবন্তি বক্রা ঋতুস্বভাবাদ্বদরীষু কণ্টকাঃ। তথা স্বভাবেন হি সর্ব্বমেতৎ প্রকাশতে কোঽপি কর্ত্তা ন দৃশ্যঃ॥ ৮৮ ॥ তদেবং সংস্থিতে লোকে মূঢো মুহ্যতি মত্তবৎ। মানুষ্যমপি যদ্ধূর্ত্তা বদন্ত্যগ্র্যং শৃণুষ তৎ॥ ৮৯ ॥ মানুষান্ন পরং কষ্টং বৈরিণাং নো ভবেদ্ধি তৎ। শোকস্থানসহস্রাণি মনুষ্যস্য ক্ষণে ক্ষণে॥ ৯০ ॥ মানুষ্যং হি স্মৃত্যাকারং সভাগ্যোঽস্মাদ্বিমুচ্যতে। পশবঃ পক্ষিণঃ কীটাঃ কৃময়শ্চ যথাসুখম্ ॥ ৯১ ॥ অবদ্ধা বিহরন্ত্যেতে যোনিরেষাং সুদুর্লভা। নিশ্চিন্তাঃ স্থাবরা হ্যেতে সৌখ্যমেষাং মহদ্ভুবি॥ ৯২ ॥ বহুনা কিং মনুষ্যেভ্যঃ সর্ব্বো ধন্যোঽন্যযোনিজঃ। স্বভাবমেব জানীহি পুণ্যাপুণ্যাদিকল্পনা॥ ৯৩ ॥ যদেকে স্থাবরাঃ কীটাঃ পতঙ্গা মানুষাদিকাঃ। তস্মান্মিথ্যা পরিত্যজ্য নন্দভদ্র যথাসুখম্। পিব ক্রীড়নকৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ সত্যমিদং ভুবি॥ ৯৪ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যেতৈরসুখৈর্ব্বাক্যৈরধুক্তৈরসমঞ্জসৈঃ॥৯৫॥ সত্যব্রতস্য নাকম্পন্নন্দভদ্রো মহামনাঃ। প্রহসন্নিব তং প্রাহ স্বক্ষোভ্যঃ সাগরো যথা ॥ ৯৬ ॥ যদ্ভবানাহ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সদা দুঃখস্য ভাগিনঃ। তন্মিথ্যা দুঃখজালানি পশ্যামঃ পাপিনামপি ॥ ৯৭ ॥ বধবন্ধপরিক্লেশাঃ পুত্রদারাদিপঞ্চতা। পাপিনামপি দৃশ্যন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মো গুরুর্মতঃ॥ ৯৮ ॥ অয়ং সাধুরহো কষ্টং কষ্টমস্য মহাজনাঃ। সাধোর্ব্বদন্ত্যেতদপি পাপিনাং দুর্লভং ত্বিদম্॥ ৯৯ ॥ দারাদিদ্রব্যলোভার্থং বিশতঃ পাপিনো গৃহে। ভবানপি বিভেত্যস্মাদ্দ্বেষ্টি কুপ্যতি তদ্বৃথা॥ ১০০ ॥ যথাস্য জগতো ব্রূষে নাস্তি হেতুর্মহেশ্বরঃ। তদ্বালভাষিতং তুভ্যং কিং রাজানং বিনা প্রজাঃ॥ ১০১ ॥ যচ্চ ব্রবীষি পাষাণং মিথ্যা লিঙ্গং সমর্চ্চসি। তদ্ভবাল্লিঙ্গমাহাত্ম্যং বেত্তি নাঙ্কো

অঙ্কুরিত হয়; শীত গ্রীষ্ম বর্ষাও স্বভাবতই হয়; পৃথিবী স্বভাবতই এই ভাবে আছে; আর নদী সকলও স্বভাবতই প্রবাহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বত সকল স্বভাবতই অবস্থিত রহিয়াছে, সমুদ্রও স্বভাবতই বর্ত্তমান আছে। গর্ভিণী রমণী স্বভাবতই প্রসব করে এবং স্বভাবতই বিবিধ প্রাণী বিবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ঋতুস্বভাবে যেমন বদরী-বৃক্ষের কণ্টকসমূহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বভাববশেই এতৎসমস্ত প্রকাশ পায়, ইহার কোনও কর্ত্তা দেখা যায় না। লোক সকল এইরূপ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূঢ় জনগণ মত্তের ন্যায় এ বিষয়ে মুগ্ধ হয়। ধূর্ত্তগণ যে মনুষ্যজন্মকে শ্রেষ্ঠ বলে, তদ্বিষয়ে সার তত্ত্ব বলিতেছি শুন। মানুষত্ব অপেক্ষা আর দুঃখদায়ক জন্ম নাই; শত্রুরও যেন মনুষ্যজন্ম না হয়। মানুষের ক্ষণে ক্ষণে সহস্র সহস্র শোকস্থান বিদ্যমান। ৮১—৯০। মনুষ্যত্বে পূর্ব্বস্মৃতি থাকে বলিয়া উহা অতীব ক্লেশদায়ক, সভাগ্য ব্যক্তিই এই মনুষ্যত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। পশু পক্ষী কৃমি কীটাদি প্রাণিগণ অবাধভাবে বিহার করিয়া থাকে; ঐ সকল যোনি অতীব দুর্লভ। স্থাবরসমূহ সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত, ভূতলে উহাদিগেরই মহাসুখ। অধিক কি বলিব, মানুষ ব্যতীত অপরাপর সকল জীবই সুখী। ফলতঃ পাপ-পুণ্যাদি কল্পনা এবং কেহ স্থাবর কেহ জঙ্গম কেহ পতঙ্গ ও কেহ বা মনুষ্যরূপে জন্মে—ইহাও স্বভাববশেই ঘটিয়া থাকে। অতএব নন্দভদ্র! তুমি ঐ সমস্ত মিথ্যা বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া যথাসুখে পানাহার বিহার কর। ভূতলে ইহাই সার সত্য। নারদ কহিলেন,—মহামনা নন্দভদ্র, সত্যব্রতের এই সমস্ত অসাধুজনোচিত অসঙ্গত বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; পরন্তু অক্ষোভ্য সাগরের ন্যায় সহাস্যে কহিল,—হে সত্যব্রত! তুমি যে কহিলে,—ধার্ম্মিক জনেরা সতত দুঃখভাগী হন, তাহা মিথ্যা কথা; যেহেতু পাপীদিগেরও বিবিধ দুঃখ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাই—পাপীরাও বধবন্ধনাদি ক্লেশ ভোগ করে এবং স্ত্রীপুত্রাদির বিনাশজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। সাধুজন কোনও ক্লেশ পাইলে মহাজনগণ বলেন যে, 'অহো! এব্যক্তি সাধু, ইহার এমন ক্লেশ ঘটিল!' পাপীদিগের পক্ষে এ প্রকার-উক্তিও দুর্লভ। কোনও পাপী ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে "এ ব্যক্তি দ্রব্য-দারাদি অপহরণ করিবে না কি?" এরূপ ভয়, তোমার মনেও হয়, পরন্তু একজন সাধু হইতে তাদৃশ ভয় হয় না। সুতরাং তুমি যে; সাধুদিগের প্রতি দ্বেষ ও কোপ প্রকাশ করিতেছ, তাহা বৃথা। ৯১—১০০। তুমি যে বলিতেছ, জগতের হেতু কোনও মহেশ্বর নাই, ইহা তো বালকের উক্তি! রাজা ব্যতীত প্রজা থাকে কি? আর

যথা রবিম্ ॥ ১০২ ॥ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরা সর্ব্বে রাজানশ্চ মহর্দ্ধিকাঃ। মানবা মুনয়শ্চৈব সর্ব্বে লিঙ্গং যজন্তি চ। ১০৩ ॥ স্বনামকানি চিহ্নানি তেষাং লিঙ্গানি সন্তি চ। এতে কিং স্বভবন্মূর্খাস্ত্বন্তু সত্যব্রতঃ সুধীঃ ॥১০৪॥ প্রতিষ্ঠাপ্য পুরা ব্রহ্মা পুষ্করে নীললোহিতম্। প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং সসর্জ্জেমাঃ প্রজাঃ প্রভুঃ ॥ ১০৫ ॥ বিষ্ণুনাপি নিহত্যাজৌ রাবণং পয়সাংনিধেঃ। তীরে রামেশ্বরং লিঙ্গং স্থাপিতং চাস্তি কিং মুধা ॥ ১০৬ ॥ বৃত্রং হত্বা পুরা শক্রো মহেন্দ্রে স্থাপ্য শঙ্করম্। লিঙ্গং বিমুক্তপাপোঽথ ত্রিদিবেঽদ্যাপি মোদতে ॥ ১০৭ ॥ স্থাপয়িত্বা শিবং সূর্য্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। নিরাময়োঽভূৎ সোমশ্চ প্রভাসে পশ্চিমোদধৌ ॥ ১০৮ ॥ কাশ্যাং যমশ্চ ধনদঃ সহ্যে গরুড়কশ্যপৌ। নৈমিষে বায়ুবরুণৌ স্থাপ্য লিঙ্গং প্রমোদিতাঃ ॥ ১০৯ ॥ অস্মিন্নেব স্তম্ভতীর্থে কুমারেশং গুহো বিভুঃ। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস সর্ব্বপাপহরং ন কিম্ ॥ ১১০ ॥ এবমন্যৈঃ সুরৈর্যানি পার্থিবৈর্মুনিভিস্তথা। সংস্থাপিতানি লিঙ্গানি তন্ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ১১১ ॥ পৃথিবীবাসিনঃ সর্ব্বে যে চ স্বর্গনিবাসিনঃ। পাতালবাসিনস্তৃপ্তা জায়ন্তে লিঙ্গপূজয়া ॥ ১১২ ॥ যচ্চ ব্রবীষি গীর্ব্বাণা ন সন্তি সন্তি চেৎ কুতঃ। কুত্রাপি নৈব দৃশ্যন্তে তেন মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ১১৩ ॥ রঙ্কবৎ কিং স্ম তে দেবা যাচন্তাং ত্বাং কুলত্থবৎ। যমিচ্ছসি মহাপ্রাজ্ঞং সাধকো হি গুরুস্তব ॥ ১১৪ ॥ স্বভাবান্নৈব সর্ব্বার্থাঃ সংসিদ্ধা যদি তে মতে। ভোজনাদি কথং সিধ্যেদ্বদ কর্ত্তারমন্তরা ॥ ১১৫ ॥ বদরীমন্তরেণাপি দৃশ্যন্তে কণ্টকা ন হি। তস্মাৎ কস্যাস্তি নির্ম্মাণং যস্য যাবত্তথৈব তৎ ॥ ১১৬ ॥ যচ্চ ব্রবীষি পশ্বাদ্যাঃ সুখিনো ধন্যকাস্ত্বমী। ত্বদৃতে নেদমুক্তঞ্চ কেনাপি শ্রুতমেব বা ॥ ১১৭ ॥ তামসা বিকলা যে চ কষ্টং তেষাঞ্চ শ্লাঘ্যতাম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়যুতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কুতো ধন্যা ন মানুষাঃ ॥ ১১৮ ॥ সত্যং তব ব্রতং মন্যে নরকায়

"তুমি মিথ্যা পাষাণ লিঙ্গ অর্চ্চনা করিতেছ" এই কথা যে বলিলে, তাহার কারণ—অন্ধ যেমন সূর্য্যকে জানে না, তদ্রূপ তুমিও লিঙ্গমাহাত্ম্য জান না। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহৈশ্বর্য্যশালী রাজগণ, মুনিগণ ও মানবগণ সকলেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিজ নিজ নামানুসারে চিহ্নিত প্রসিদ্ধ লিঙ্গ সকলও আছে। তবে কি তাঁহারা সকলেই মূর্খ ছিলেন, আর তুমি সত্যব্রত কেবল বুদ্ধিমান্ জন্মিয়াছ! প্রভু ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুষ্করক্ষেত্রে নীললোহিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণুও রণক্ষেত্রে রাবণকে নিহত করিয়া সাগরতীরে রামেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; সে লিঙ্গও তো আছে; তাহাও কি মিথ্যা? ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অদ্যাপি স্বর্গধামে বিহার করিতেছেন। সূর্য্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া নিরাময় হইয়াছেন। চন্দ্রও পশ্চিম সাগরতীরে প্রভাসক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরোগ হইয়াছেন। যম ও কুবের কাশীতে, গরুড় ও কেশব সহ্য পর্ব্বতে এবং বায়ু ও বরুণ নৈমিষারণ্যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুখী হইয়াছেন। আর বিভু কুমার, এই স্তম্ভ তীর্থে কুমারেশ নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; ঐ লিঙ্গ সর্ব্বপাপনাশক। ইহা সত্য নহে কি? ।১০১—১১০। এইরূপ অপরাপর দেবতা রাজা ও মুনিগণ যে সমস্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী ও পাতালবাসী—সকলেই লিঙ্গ পূজা করিয়া পরম সন্তোষলাভ করেন। আর তুমি যে বলিয়াছ—'দেবতা নাই, থাকিলে কোথাযও দেখা যায় না কেন?'—এ কথায় আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে। দরিদ্র যেমন কুলত্থ প্রার্থনা করে, দেবতারাও কি আসিয়া তদ্রূপ প্রার্থনা করিবেন? ওহে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি যাহা কামনা কর, তোমার গুরুই তাহা তোমাকে সাধন করিয়া দিতে পারেন; নচেৎ স্বভাববশেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। তথাপি যদি বল যে, স্বভাববশেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, তবে বিবেচনা করিয়া দেখ, কোনও কর্ত্তা না থাকিলে ভোজনাদি কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? বদরী বৃক্ষ ব্যতীত তাহার কণ্টক দেখা যায় না; অতএব উহা অবশ্যই কেহ নির্ম্মাণ করেন। সেই জন্য যেটী যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণের চিরন্তন রীতি আছে, সেটী সেই রকমেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আর যে বলিয়াছ—'পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী সুখী এবং উহারাই ধন্য'; তুমি ব্যতীত আর কেহ এরূপ উক্তি কদাচ করে নাই এবং শুনাও যায় নাই। যাহারা তামস ও বিকল, সেই সমস্ত পশুপক্ষ্যাদি জীবের যে ক্লেশ, তাহাও যদি শ্লাঘার বিষয় হয়, তবে

ত্বয়াদৃতম্। অত্যনর্থে ন ভীঃ কার্য্যা কামোঽয়ং ভবিতাচিরাৎ॥ ১১৯॥ আদাবাড়ম্বরেণৈব ব্রুবতো-হজ্ঞানমেব মে। ইত্থং নিঃসারতা ব্যক্তমাদাবাড়-ম্বরাত্তু যৎ॥ ১২০॥ মায়াবিনাং হি ব্রুবতাং বাক্যং চাড়ম্বরাবৃতম্। কুনাণকমিবোদ্দীপ্তং পরী-ক্ষেয়ং সদা সতাম্॥ ১২১॥ আদৌ মধ্যে তথা চান্তে যেষাং বাক্যমদোষবৎ। কষদাহৈঃ স্বর্ণমিব চ্ছেদেঽপি স্যাচ্ছুভং শুভম্॥ ১২২॥ ত্বয়ান্যথা প্রতিজ্ঞাতমুক্তং চৈবান্যথা পুনঃ। স্বদোষো নায়মস্মাকং তদ্বচঃ শৃণ্মো হি যে॥ ১২৩॥ নাস্তি-কানাঞ্চ সর্পাণাং বিষস্য চ গুণস্ত্রয়ম্। মোহয়ন্তি পরং যচ্চ দোষো নৈব পরস্য তু॥ ১২৪॥ আপো বস্ত্রং তিলাস্তৈলং গন্ধো বা স যথা তথা। পুষ্পাণা-মধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥ ১২৫॥ মোহ-জালস্য যো যোনির্মূঢ়ৈরিহ সমাগমঃ। অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥ ১২৬॥ তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ বৃদ্ধৈশ্চ শুদ্ধভাবৈস্তপস্বিভিঃ। সদ্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ॥ ১২৭॥ ন নীচৈর্নাপ্যবিদ্বদ্ভি-র্নানাত্মজ্ঞৈর্বিশেষতঃ। যেষাং ত্রীণ্যবদাতানি যোনির্বিদ্যা চ কর্ম্ম চ॥ ১২৮॥ তাংশ্চ সেবেদ্বি-শেষেণ শাস্ত্রং যেষাং হি বিদ্যতে। অসতাং দর্শন-স্পর্শসঞ্জল্পাসনভোজনৈঃ॥ ১২৯॥ ধর্ম্মাচারাৎ প্রহী-য়ন্তে ন চ সিধ্যন্তি মানবাঃ। বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ॥ ১৩০॥ মধ্যৈশ্চ মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ। ইতি ধর্ম্মং স্মরন্নাহং সঙ্গমার্থী পুনস্তব। যন্নিন্দসি দ্বিজানেব যৈরপেয়োঽর্ণবঃ কৃতঃ॥ ১৩১॥ বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্। নৈতত্ত্রয়ং যস্য ভবেৎপ্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্॥ ১৩২॥ ইতীরয়িত্বা বচনং মহাত্মা স নন্দভদ্রঃ সহসা তদৈব। গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য জগাম পুণ্যং বহূদকং ভট্টরবেশ্চ কুণ্ডম্॥ ১৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যে নন্দভদ্রবণিগ্-বৃত্তান্তবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত মনুষ্যগণ ধন্য নহে কি জন্য? আমার বোধ হয়, তুমি নরকলাভার্থ সাদরে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ; যাহা হউক, তুমি মহান্ অনর্থেও কিছুমাত্র ভয় করিও না; তোমার এই অভিলাষ অচিরকালেই সিদ্ধ হইবে। তুমি প্রথমে মহা আড়ম্বরে আমার অজ্ঞানোল্লেখ করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার এই প্রবাদ নিঃসারতা ব্যক্ত হইল। বেশী আড়ম্বর করিলে তাহার পরিনাম এইরূপই দৃষ্ট হয়। মায়াবীরা প্রথমে আড়ম্বর করিয়া যে বাগ্বিন্যাস করে, সাধু ব্যক্তির পক্ষে তাহা কুনাণ-কবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আদিতে মধ্যে ও অন্তে যাহাদিগের বাক্যে দোষ দর্শন হয় না, বহুবার দগ্ধ ও কষপাষাণে পরীক্ষিত স্বর্ণের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিলেও তাহা শুভ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ১১১—১২২। তুমি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর একরূপ বলিলে; ইহা তোমার দোষ নহে, পরন্তু আমরা তাহা শুনি বলিয়া উহা আমাদিগেরই দোষ। নাস্তিক, সর্প ও বিষ—এই তিন পদার্থের গুণই এই যে, উহারা জনগণকে মোহিত করে; সুতরাং তজ্জন্য উহারা দোষী নহে, সেই জনগণই দোষী। জল, বস্ত্র, তিল, তৈল ও গন্ধদ্রব্য পুষ্পাদির সংসর্গে সেই সেই গুণ লাভ করে; ফলতঃ সংসর্গেই গুণোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ইহলোকে দিনে দিনে মূঢ়জন সহ সংসর্গ করিলে মূঢ়তা অবশ্যই জন্মে, আর সাধুসঙ্গম করিলে তাহাতে অবশ্যই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ শুদ্ধভাব তাপস ও সজ্জন সহ সংসর্গ করা—শমপরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাদিগের বিদ্যা যোনি ও কর্ম্ম বিশুদ্ধ, সেই সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, লোকের সহিত সংসর্গ শ্রেয়স্কর। নীচ, অনাথজ্ঞ, বা অবিদ্বানের সহিত সংসর্গ করা কর্ত্তব্য নহে। অসজ্জনের দর্শন স্পর্শন ও তৎসহ আলাপ, একত্রোপবেশন বা একত্র ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে মানবগণ ধর্ম্মাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়; কোনমতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বুদ্ধি হীনজনসংসর্গে হীনতা প্রাপ্ত হয়, মধ্য জন সংসর্গে মধ্যম ভাব লাভ করে, আর শ্রেষ্ঠজন সংসর্গে উৎকর্ষযুক্ত হয়। আমি এই সমস্ত ধর্ম্মবিধান স্মরণ করিয়া অতঃপর আর তোমার সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা সাগরকে অপেয় করিয়া-ছেন, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করি-তেছ। বেদ প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, আর ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যও প্রমাণ; পরন্তু যে ব্যক্তির মতে এই তিনটী প্রমাণ নহে, তাহার বাক্য প্রমাণ বলিয়া কে গণনা করিবে? মহাত্মা নন্দভদ্র এই কথা বলিয়া তখনই সহসা গৃহ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক

ষটচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । বহূদকস্য কুণ্ডস্য তীরস্থং লিঙ্গমুত্তমম্ । কপিলেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য নন্দভদ্রস্ততঃ সুধীঃ ॥ ১ ॥ প্রণম্য চাগ্রতস্তস্থৌ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ । সংসারচরিতৈঃ কিঞ্চিদ্দুঃখী গাথাং ব্যগায়ত ॥ ২ ॥ স্রষ্টারমস্য জগতশ্চেৎ পশ্যামি সদাশিবম্ । নানাপৃচ্ছাভিরথ তং কুর্য্যাং নাথং বিলজ্জিতম্ ॥ ৩ ॥ অপূর্য্যমাণং তব কিং জগৎসংসৃজনং বিনা । নিরীহ বহুধা যত্তে সৃষ্টং ভার্গববজ্জগৎ ॥ ৪ ॥ সচেতনেন শুদ্ধেন রাগাদিরহিতেন চ । অথ কস্মাদাত্মসদৃশং ন সৃষ্টং নির্ম্মিতং জড়ম্ ॥ ৫ ॥ নির্বৈরেণ সমেনাথ সুখদুঃখভবাভবৈঃ । ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তং কিমেবং ক্লিশ্যতে জগৎ ॥ ৬ ॥ কাংশ্চিৎ স্বর্গেঽথ নরকে পাতয়সি সদাশিব । কিং ফলং সমবাপ্নোষি কিমেবং কুরুষে বদ ॥ ৭ ॥ ইষ্টৈঃ পুত্রাদিভির্নাথ বিযুক্তা মানবা ভূমৌ । ক্রন্দন্তি করুণাসার কিং ঘৃণাপি ভবেন্নতে ॥ ৮ ॥ অতীব নোচিতং সর্ব্বমেতদীশ্বর সর্ব্বথা । যত্তে ভক্তাঃ সমং পাপৈর্ম্মজ্জন্তে দুঃখসাগরে ॥ ৯ ॥ এবংবিধেন সংসারচারিত্রেণ বিমোহিতাঃ । স্থানান্তরং ন যাস্যামি ভোক্ষ্যে পাস্যামি নোদকম্ ॥ ১০ ॥ মরণান্তমেব যাস্যামি স্থাস্যে সঞ্চিন্তয়ন্নদঃ । স এবং বিমৃশন্নেব নন্দভদ্রঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ততশ্চতুর্থে দিবসে বহূদকতটে শুভে । কশ্চিদ্বালঃ সপ্তবর্ষঃ পীড়াপীড়িত আযযৌ ॥ ১২ ॥ কৃশোঽতীবগলৎকুষ্ঠী প্রমুহ্যংশ্চ পদে পদে । নন্দভদ্রমুবাচেদং কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য বালকঃ ॥ ১৩ ॥ অহো সুরূপসর্ব্বাঙ্গ কস্মাদ্দুঃখী ভবানপি । ততোঽস্য কারণং সর্ব্বং ব্যাচষ্ট নন্দভদ্রকঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা তৎকারণং সর্ব্বং বালো দীনমনাব্রবীৎ । অহো হা কষ্টমত্যুগ্রং বুধানাং যদ্যাকুলা ॥ ১৫ ॥ সম্পূর্ণেন্দ্রিয়গাত্রা যন্মর্ত্তুমিচ্ছন্তি বৈ বৃথা । মুহূর্ত্তাদ্ভাত্র খট্বাঙ্গো মোক্ষমার্গমুপাগতঃ ॥ ১৬ ॥ তদহো ভারতং খণ্ডং সত্যায়ুষি ত্যজেদ্ধি কঃ । অহমেব দৃঢো মন্যে পিতৃভ্যাং যো বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭ ॥ অশক্তশ্চলিতুং বাপি মর্ত্তুমিচ্ছামি

ভট্টাদিত্যের সেই বহূদক নামক পুণ্য কুণ্ডে যাত্রা করিল ।১২৩—১৩৩ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষটচত্বারিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর ধীমান্ নন্দভদ্র, বহূদক কুণ্ডের তীরস্থ কপিলেশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া সংসারব্যাপারে কিঞ্চিৎ দুঃখিতচিত্তে এই গাথা গান করিল ।—আমি যদি এই জগতের স্রষ্টা সদাশিবকে দেখিতে পাই, তবে প্রভুকে আমি নানাবিধ প্রশ্নে নিশ্চয়ই লজ্জিত করিব । হে নিষ্ক্রিয় ! তুমি সৃষ্টি না করিলেও কি এই জগৎ পরিপূর্ণ থাকে ? তুমি তো ভার্গবের ন্যায় নিরীহ হইয়াও নানাকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ । তুমি সচেতন, শুদ্ধ, এবং রাগাদিরহিত, তবে আত্মসদৃশ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিলে না কেন ? ইহাকে জড় করিলে কি জন্য ? তুমি নির্বৈর ও সম, তবে ব্রহ্মাদি কীটান্ত প্রাণী, সুখদুঃখ স্থিতিসংহারাদি দ্বারা ক্লেশ পায় কেন ? হে সদাশিব ! তুমি কাহাকেও স্বর্গে এবং কাহাকেও বা নরকে স্থাপন করিতেছ, ইহাতে তুমি কি ফল পাও ? এরূপ কর কেন ? তাহা বল । হে করুণাসার ! ইষ্ট-পুত্রাদিবিয়োগে এই মানবগণ কত ক্রন্দন করে, তাহা দেখিয়া তোমার কি দয়া হয় না ? তোমার ভক্তগণ যে পাপীদিগের সহিত তুল্যভাবে এবম্বিধ সংসার-ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হয়, হে ঈশ্বর ! ইহা সর্ব্বথা নিতান্তই অনুচিত । যাহা হউক, আমি আর স্থানান্তরে যাইব না কিম্বা পান-ভোজনও করিব না, এখানে থাকিয়াই মরিব । নন্দভদ্র এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল ! ১—১১ । অতঃপর চতুর্থ দিবসে সেই বহূদকের শুভ তট-প্রদেশে একটী সপ্তবর্ষীয় কৃশ রুগ্ন বালক আসিয়া উপস্থিত হইল । সে গলৎকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বলিয়া পদে পদে স্খলিত হইতেছিল ! সে অতিকষ্টে আত্মসংবরন করিয়া নন্দভদ্রকে কহিল,—ওহে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ! তোমাকেও দুঃখী দেখিতেছি কেন ? নন্দভদ্র তাহার প্রশ্নে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত বর্নন করিল । বালক তাহা শুনিয়া দীনমনে কহিল,—আহা । বুদ্ধিমানেরও যে এমন নির্ব্বুদ্ধিতা, ইহাতো অতি কষ্ট ! যে হেতু সম্পূর্ণেন্দ্রিয় ও সম্পূর্ণাঙ্গ জনও যে অনর্থক মরিতে যায় ! এই ভারত-ভূখণ্ডে খট্বাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তমাত্রে মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব আয়ু থাকিলে এই ভারতভূমি ত্যাগ করিতে কে চায় ? আমি পিতৃমাতৃবর্জ্জিত এবং চলিতেও অশক্ত, তথাপি কৃতা

নাপি চ। সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানা ইতি সত্যা বত শ্রুতিঃ ॥ ১৮। সন্তোষোঽপ্যুচিতস্তভ্যং দেহং যস্য দৃঢ়ং স্থিদম্। শরীরং নীরুজং চেন্মে ভবেদপি কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥ ক্ষণে ক্ষণে চ তৎ কুর্য্যাং ভুজ্যতে যদ্‌যুগেযুগে। ইন্দ্রিয়াণি বশে যস্য শরীরঞ্চ দৃঢ়ং ভবেৎ। সোঽপ্যন্যদিচ্ছতে চেচ্চ কোঽন্যস্তস্মাদ-চেতনঃ ॥ ২০ ॥ শোকস্থানসহস্রাণি হর্ষস্থানশতানি চ ॥ ২১ ॥ দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্। ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্ম্মসু ॥ ২২ ॥ মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ। অষ্টাঙ্গাং বুদ্ধিমাহুর্যাং সর্ব্বাশ্রেয়োবিঘাতিনীম্ ॥ ২৩ ॥ শ্রুতি-স্মৃত্যবিরুদ্ধা সা বুদ্ধিস্ত্বয্যস্তি নির্ম্মলা। অথ কৃচ্ছ্রেষু দুর্গেষু ব্যাপৎসু স্বজনস্য চ ॥ ২৪ ॥ শারীরমানসৈ-র্দুঃখৈর্ন সীদন্তি ভবদ্বিধাঃ। নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্ ॥ ২৫ ॥ আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ। মনোদেহসমুত্থাভ্যাং দুঃখাভ্যামর্পিতং জগৎ ॥ ২৫ ॥ তয়োর্ব্যাসসমাসাভ্যাং শমোপায়মিমং শৃণু। ব্যাধেরনিষ্টসংস্পর্শাচ্ছ্রমাদিষ্ট-বিসর্জ্জনাৎ ॥ ২৩ ॥ চতুর্ভিঃ কারণৈর্দুঃখং শারীরং মানসং চ যৎ। মানসং চাপ্যপ্রিয়স্য সংযোগঃ প্রিয়-বর্জ্জনম্ ॥ ২৮ ॥ দ্বিপ্রকারং মহাকষ্টং দ্বয়োরেতদুদা-হৃতম্। মানসেন হি দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে ॥ ॥ ২৯ ॥ অয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকম্। তদাশু প্রতিকারাচ্চ সততং চ বিবর্জ্জনাৎ ॥ ৩০ ॥ ব্যাধেরাধেশ্চ প্রশমং ক্রিয়াযোগদ্বয়েন তু। মানসং শময়েত্তস্মাজ্‌জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা ॥ ৩১ ॥ প্রশান্তে মানসে হ্যস্য শারীরমুপশাম্যতি। মনসো দুঃখমূলং তু স্নেহ ইত্যুপলভ্যতে ॥ ৩২ ॥ স্নেহাচ্চ সজ্জনো নিত্যং জন্তুর্দুঃখমুপৈতি চ। স্নেহমূলানি দুঃখানি স্নেহজানি ভয়ানি চ ॥ ৩৩ ॥ শোকহর্ষৌ তথায়াসঃ সর্ব্বং স্নেহাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥ স্নেহাৎ করণরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বৈষয়স্তথা। অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্ব্ব-স্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্যাগী তস্মান্ন দুঃখী স্যান্নির্ব্বৈরো নিরবগ্রহঃ। অত্যাগী জন্মমরণে প্রাপ্নোতীহ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ স্নেহং ন লিপ্সেত মিত্রেভ্যো ধনসঞ্চয়াৎ। স্বশরীরসমুত্থঞ্চ জ্ঞানেন বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ জ্ঞানান্বিতেষু সিদ্ধেষু

অবলম্বন করিয়া আছি, মরিতে চাই না। "সমস্ত লাভই অভিমান যুক্ত" এই শ্রুতি অতীব সত্য। তোমার যখন এই দেহ দৃঢ় আছে, তখন তোমার সন্তোষাবলম্বনই নিতান্ত উচিত। আমার শরীর যদি কোনরূপে নীরোগ হইত; তবে আমি ক্ষণে ক্ষণে এমন কাজ করিতাম যাহা যুগযুগান্ত যাবৎ ভোগ করা যাইত। যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, এবং শরীরও দৃঢ় আছে, সে যদি দেহান্তর কামনা করে, তবে তদপেক্ষা অচেতন আর কে আছে? সহস্র সহস্র শোকস্থান এবং শত শত হর্ষস্থান, মূঢ় ব্যক্তিকেই দিনে দিনে আক্রমণ করে, পরন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে না। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানবিরোধী বহুবিপদাকুল মূলচ্ছেদী কর্ম্মসমূহে কদাচ আসক্ত হন না। যাহাকে সর্ব্বাশুভঘাতিনী বলা যায়, আপনার সেই অষ্টাঙ্গ-বতী শ্রুতি-স্মৃতিসম্মতা নির্ম্মলা বুদ্ধি আছে; সুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কষ্টদায়ক স্বজনবিয়ো-গাদি কঠোর শারীর-মানস দুঃখে অভিভূত হন না। পণ্ডিতবুদ্ধি নরগণ অপ্রাপ্য প্রার্থনা বা নষ্ট বিষয়ে শোক করেন না; আর আপদেও মোহ প্রাপ্ত হন না। এই জগৎ মনো-দেহজ দুঃখে সমাক্রান্ত; সেই দুঃখের প্রশমোপায় আমি সংক্ষেপে ও বিস্তারে বলিতেছি? শ্রবণ করুন। ব্যাধি, অনিষ্ট-সংসর্গ, শ্রম ও ইষ্টবিয়োগ—এই চারি কারণে দৈহিক দুঃখ জন্মে। আর অপ্রিয়সংযোগ, ও প্রিয়বিয়োগ,—এই দুই প্রকার মানস দুঃখ। উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড দ্বারা কুম্ভস্থ জলের ন্যায় মানস দুঃখ দ্বারা শরীর উপতপ্ত হয়। ব্যাধি ও আধির আশু প্রতিকার ও তদ্বিষয়ক চিন্তাবর্জ্জন—এই দুইটী ক্রিয়াযোগে প্রতিকার ঘটিয়া থাকে। অতএব জলদ্বারা অগ্নির ন্যায় জ্ঞান দ্বারা মানসবিকার প্রশমিত করিবে। ১২—৩১। মানস প্রশান্ত হইলে শারীর দুঃখ আপ-নিই প্রশান্ত হয়। স্নেহই মানস দুঃখের মূল, ইহা বুঝা যায়; সাধু জনগণও স্নেহবশতই নিয়ত ক্লেশ ভোগ করেন। দুঃখমাত্রেই স্নেহমূলক, ভয় সকলও স্নেহ-জাত, শোক হর্ষ আয়াস সমস্তই স্নেহ হইতে জন্মে। স্নেহ হইতেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়নিচয়ে অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। এই দুইটীই নিতান্ত অশ্রেয়স্কর; তন্মধ্যে আবার পূর্ব্বটীই প্রধান। অতএব ত্যাগী ব্যক্তি নির্বৈর ও বন্ধনহীন হয়, কদাচ দুঃখ পায় না; কিন্তু অত্যাগী মানব পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য মিত্রের নিকটও স্নেহ কামনা করিবে না, কিম্বা ধন সম্পদেও স্নেহ করিবে না। স্বশরীরজ স্নেহকেও জ্ঞানদ্বারাই নিবারিত করিবে। পদ্মপত্রস্থ

শাস্ত্রজ্ঞেষু কৃতাত্মসু। ন তেষু সজ্জতে স্নেহঃ পদ্মপত্রেষ্বিবোদকম্ ॥ ৩৮॥ রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে। ইচ্ছা সঞ্জায়তে চাস্য ততস্তৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে ॥৩৯॥ তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী মতা। অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোররূপানুবন্ধিনী ॥ ৪০॥ যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। যাসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৪১॥ অনাদ্যন্তা তু সা তৃষ্ণা হৃদন্তর্দেহগতা নৃণাম্। বিনাশয়তি সম্ভূতা লোহং লোহমলো যথা ॥ ৪২॥ যথৈবৈধঃ সমুত্থেন বহ্নিনা নাশমৃচ্ছতি। তথাকৃতাত্মা লোভেন স্বোৎপন্নেন বিনশ্যতি ॥ ৪৩॥ তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ শরীরে চাত্মবন্ধুষু। প্রাপ্তেষু বা ন হৃষ্যেত নাশে বাপি ন শোচয়েৎ ॥ ৪৪॥ নন্দভদ্র উবাচ। অহো বাল ন বালস্ত্বং মতো মে ত্বাং নমাম্যহম্। ত্বদ্বাক্যৈরতিতৃপ্তোঽহং ত্বাং তু প্রক্ষ্যামি কিঞ্চন ॥ ৪৫॥ কামক্রোধাবহঙ্কারমিন্দ্রিয়াণি চ মানবাঃ। নিন্দন্তি তত্র মে নিত্যং বিবক্ষেয়ং প্রজায়তে ॥ ৪৬॥ অহমেব মমেদং চ কার্য্যমীদৃশকস্ত্বহম্। ইত্যাদি চাত্মবিজ্ঞানমহঙ্কার ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৭॥ পরিহার্য্যঃ স চেত্তং চ বিনোন্মত্তঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। কামোঽভিলাষ ইত্যুক্তঃ স চেৎ পুংসা বিবর্জ্জ্যতে ॥ ৪৮॥ কথং স্বর্গো মুমুক্ষা বা সাধ্যতে দৃষদা যথা। ক্রোধো বা যদি সন্ত্যাজ্যস্ততঃ শত্রুক্ষয়ঃ কথম্ ॥ ৪৯॥ বাহ্যানামান্তরাণাং বা বিনা তং তৃণবদ্বিদুঃ। ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যৈব দুষ্টানীতি নিপীড়য়েৎ ॥ ৫০॥ কথং স্যাদ্ধর্ম্মশ্রবণং কথং বা জীবনং ভবেৎ। এতস্মিন্মে মনো বিদ্ধং খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে ॥ ৫১॥ তথা কস্মাদিদং সৃষ্টং জড়ং বিশ্বং চিদাত্মনা। এবং যদ্বহুধা ক্লেশৈঃ পীড্যতে হা কুতস্ত্বিদম্ ॥ ৫২॥ বাল উবাচ। সম্যগেতদ্‌যথা পৃষ্টং যত্র মুহ্যন্তি জন্তবঃ। শৃণ্বেকাগ্রমনা ভূত্বা জ্ঞাতং দ্বৈপায়নান্ময়া ॥ ৫৩॥ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব অনাদী শৃণুমঃ পুরা। সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠেতে সৃষ্টেঃ প্রাগজরামরৌ ॥ ৫৪॥ ততঃ কালস্বভাবাভ্যাং প্রেরিতাঃ প্রকৃতিঃ পুরা। পুংসঃ সংযোগমৈচ্ছৎ সা

জলের ন্যায় জ্ঞানবান সিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ সংযতাত্মা জনগণে স্নেহ সংলগ্ন হইতে পারে না। অনুরাগাভিভূত পুরুষ কামদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার বিষয়ভোগে ইচ্ছা হয়, পরে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।৩২—৩৯। তৃষ্ণা, সর্ব্ব-পাপের আকর, নিয়ত উদ্বেগজনক, অধর্ম্ম-সাধিনী ও ঘোর সংসারে আবদ্ধকারিণী। দুর্ম্মতিগণের পক্ষে যাহা ত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, স্বয়ং জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যে রোগ প্রাণান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ হয়। সেই তৃষ্ণার আদি-অন্ত নাই; উহা নরগণের দেহমধ্যে বাস করে; অথচ উহা প্রাদুর্ভূত হইয়া লৌহমল যেমন লৌহকে নাশ করে, তদ্রূপ মনুষ্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কাষ্ঠ যেমন স্বসমুত্থ বহ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়, অজিতেন্দ্রিয় মানবও তদ্রূপ স্বোৎপন্ন লোভ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব শরীরে বা বন্ধুবান্ধবাদিতে স্নেহ করা কর্ত্তব্য নহে। আর ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা ইষ্টনাশে দুঃখিত হওয়াও অনুচিত।৪০—৪৪। নন্দভদ্র কহিল,—অহো বালক! আমার মতে তুমি বালক নহ; আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি তোমার বাক্যে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। মানবগণ, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে নিন্দা করিয়া থাকে; পরন্তু তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, 'আমি এই, ইহা আমার, আমি এই প্রকার' ইত্যাদিরূপ আত্ম-বিজ্ঞানই অহঙ্কার বলিয়া নিরূপিত। এই জ্ঞান ব্যতীত মানব উন্মত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং এই জ্ঞান কি পরিহার্য্য হইতে পারে? কামকেই তো অভিলাষ বলা যায়; তাহা পরিত্যাগ করিলে তো মানুষ পাষাণ তুল্য; সুতরাং স্বর্গ বা মোক্ষ সাধন হইবে কি রূপে? যদি ক্রোধ ত্যাজ্য হয়, তবে শত্রুক্ষয় কি প্রকারে হইবে? কি বাহ্য কি আভ্যন্তর—সমস্ত রিপুই ক্রোধ না থাকিলে মানুষকে তৃণবৎ তুচ্ছ করে। দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, তাহারাই যদি নিপীড়ন করে তবে শ্রবণাদি ধর্ম্ম সাধন কিম্বা জীবন যাপন নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। এই অজ্ঞান-সঙ্কটে পড়িয়া আমার মন খিন্ন হইতেছে। আর চিদাত্মা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিলেন কি জন্য এবং লোক সকল এইরূপ ক্লেশে যে পীড়িত হয়, ইহাই বা কি নিমিত্ত? ৪৫—৫২। বালক কহিল,—ইহা সত্য, তুমি যাহা জিজ্ঞাসিলে এ বিষয়ে প্রাণীরা মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমি এ তত্ত্ব দ্বৈপায়নের নিকট জানিয়াছি; তুমি একাগ্রচিত্তে শুন। আমরা শুনিয়াছি যে, প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি; সৃষ্টির আদিকালে তাঁহারা সাধর্ম্ম্যে অবস্থান করেন। তাঁহারা অজর ও

তদভাবাৎ প্রকুপ্যতি ॥ ৫৫ ॥ তত স্তমোময়ী সা চ লীলয়া দেববীক্ষিতা। রাজসী সমভূদ্দৃষ্টা সাত্ত্বিকী সমজায়ত ॥ ৫৬ ॥ এবং ত্রিগুণতাং যাতা প্রকৃতি-র্দেবদর্শনাৎ। তাং সমাস্থায় পরমস্ত্রিমূর্ত্তিঃ সমজায়ত ॥ ৫৭ ॥ তস্যাঃ প্রোচ্চারণার্থং চ প্রবৃত্তঃ স্বাংশতস্ততঃ। অসূয়ত মহত্তত্ত্বং ত্রিগুণং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ৫৮ ॥ অহঙ্কারস্ততো জাতঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ। তমো রজস্ত্বমাপদ্য রজঃ সত্ত্বগুণং নয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ শুদ্ধসত্ত্বে ততো মোক্ষং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। তমসো রজস-স্তস্মাৎ সংশুদ্ধ্যর্থং চ সর্বশঃ ॥ ৬০ ॥ জীবাত্মসংজ্ঞান্ স্বীয়াংশান ব্যভজৎ পরমেশ্বরঃ। তাবন্তস্তে চ ক্ষেত্রজ্ঞা দেহা যাবন্ত এব হি ॥ ৬১ ॥ নিঃসরন্তি যথা লোহাত্তপ্তাল্লিঙ্গাঃ স্ফুলিঙ্গকাঃ। তন্মাত্রভূতসর্গোঽস্য-হঙ্কারাত্তু তামসাৎ ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং সাত্ত্বিকাচ্চ ত্রিগুণানি চ তান্যপি। এতৈঃ সংসিদ্ধযন্ত্রেণ সচ্চিদানন্দবীক্ষণাৎ। রজস্তমশ্চ শোধ্যান্তে সত্ত্বে-

অমর। পরে কাল ও স্বভাব দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই প্রকৃতি, পুরুষসংযোগ কামনা করেন; পরন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষসংযোগের অভাব-বশতঃ তিনি কুপিত হন এবং পুরুষের দর্শন-মাত্রে তমোময়ী রজোময়ী ও সত্ত্বময়ী মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করেন। পুরুষের বীক্ষণবশেই প্রকৃতি দেবী এই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই পরম পুরুষও উক্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করেন। পুরুষসংসর্গে সেই প্রকৃতি দেবী নিজাংশভূত মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন। ধীমানগণের মতে উহা ত্রিগুণাত্মক। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে। তমোগুণ রজস্ত্ব, রজোগুণ সত্ত্বত্ব এবং সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। মনীষি-গণ এইরূপ বলেন। পরমেশ্বর উক্ত তমোগুণ ও রজোগুণের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ 'জীবাত্মা' নামে কতগুলি স্বকীয় অংশ সৃষ্টি করেন। যত দেহ আছে ক্ষেত্রজ্ঞের সংখ্যাও তাবৎ। উত্তপ্ত লৌহে আঘাত করিলে তাহা হইতে যেমন তত্তুল্য গুণশালী বিস্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়, ক্ষেত্রজ্ঞ সকলও তদ্রূপ। তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত প্রাদুর্ভূত হয়; আর সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল জন্মে। ইহারাও ত্রিগুণাত্মক। মুমুক্ষুরা সেই সচ্চিদান-

নৈব মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মাৎ কামং চ ক্রোধং চ ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৬৪ ॥ অহঙ্কারং চ সংসেব্য সাত্ত্বিকীং সিদ্ধিমশ্নুতে। রাজসাস্তামসাশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ কামাদয়স্ত্বমী ॥ ৬৫ ॥ সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বদা সেব্যাঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ। গুণত্রয়স্য বক্ষ্যামি সংক্ষেপাল্ল-ক্ষণং তব ॥ ৬৬ ॥ শাস্ত্রাভ্যাসস্ততো জ্ঞানং শৌচ-মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ-লক্ষণম্ ॥ ৬৭ ॥ অন্যায়েন ধনাদানং তন্দ্রী নাস্তিক্য-মেব চ। ক্রৌর্য্যং চ যাচকাদ্যং চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ৬৮ ॥ তস্মাদ্বুদ্ধিমুখৈস্ত্বৈঃ সাত্ত্বিকৈর্দেবতাং ভজেৎ। রাজসৈর্ম্মানবত্বং চ তামসৈঃ স্থাণু-যোনিতা ॥ ৬৯ ॥ বুদ্ধ্যাদ্যৈরেব মুক্তিঃ স্যাদেতৈরেব চ যাতনা ॥ ৭০ ॥ অমীষাং চাপ্যভাবে বৈ ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে। কলাদো হি কলাদীনাং সুবর্ণং শোধয়েদ্যথা ॥ ৭১ ॥ তথা রজস্তমশ্চৈব সংশোধ্যে সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ। অস্মাদেব গুণানাং চ সমবায়াদনাদিজাৎ ॥ ৭২ ॥ সুখিনো দুঃখিনশ্চৈব প্রাণিনঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ। অষ্টাবিংশতিলক্ষৈশ্চ গুণ-মেকৈকমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥ ব্যভজচ্চতুরাশীতিলক্ষাস্তা

ন্দেব সাক্ষাতে ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ-বিশেষবশে রজস্তমোগুণের শোধন করিয়া থাকেন ৫৩—৬৩। এই জন্য সাত্ত্বিক কাম ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারনিচয় অবলম্বন করিয়া সাত্ত্বিকী সিদ্ধি লাভ করা যায়। পরন্তু সংসারজিগীষু মানবগণের পক্ষে রাজস ও তামস কামাদি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবং সাত্ত্বিক কামাদি সর্ব্বদা সেব্য। এক্ষণে তোমাকে সংক্ষেপে গুণত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছি। শাস্ত্রাভ্যাস, জ্ঞানার্জ্জন শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মক্রিয়া ও আত্মচিন্তা—এ সকল সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ। অন্যায়পূর্ব্বক ধনার্জ্জন, আলস্য, নাস্তিক্য, ক্রূরতা, যাচকত্ব,—এ সকল তামস গুণ। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সাত্ত্বিক হইলে দেবত্ব, রাজস হইলে মনুষ্যত্ব এবং তামস হইলে স্থাবরত্ব লাভ হয়। এই বুদ্ধ্যাদি দ্বারা মুক্তিও হয় আবার নরকপ্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা-দিগের অভাবে কিছুই হইতে পারে না। স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণশোধন করে, তদ্রূপ সাত্ত্বিকগুণ দ্বারা রজঃস্তমোগুণকে শোধন করিবে। প্রাণিগণ এই অনাদি প্রকৃতিপুরুষজাত গুণগণের সমবায় হইতেই সুখী দুঃখী শাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়। ঈশ্বর গুণত্রয়ের প্রত্যেকটীকে অষ্টাবিংশতি লক্ষ ভাগে

জীবয়োনয়ঃ। সকাশান্মনসস্তস্মাদাত্মনঃ প্রভবন্তি হি ॥ ৭৪ ॥ ঈশ্বরাংশাশ্চ তে সর্ব্বে মোহিতাঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। ক্লেশানাসাদয়ন্ত্যেব যথৈবাধিকৃতা বিভোঃ ॥ ৭৫ ॥ অন্নানাং পয়সাং চাপি জীবানাং চাথ শ্রেয়সে। মানুষ্যমাহুস্তত্ত্বজ্ঞাঃ শিবভাবেন ভাবিতম্ ॥ ৭৬ ॥ নন্দভদ্র উবাচ। এবমেতৎ কিন্তু ভূয়ঃ প্রক্ষ্যাম্যেতন্মহামতে। ঈশ্বরাঃ সর্ব্বদাকারঃ পূজ্যন্তে যৈশ্চ দেবতাঃ॥ ৭৭ ॥ স্বভক্তাংস্তান্ দুঃখেভ্যঃ কস্মাদ্রক্ষন্তি মানবান। বিশেষাৎ কেঽপি দৃশ্যন্তে দুঃখমগ্নাঃ সুরান্ রতাঃ ॥ ৭৮ ॥ ইতি মে মুহ্যতে বুদ্ধিস্তং বা কিং বাল মন্যসে॥ ৭৯ ॥ বাল উবাচ। অশুচিশ্চ শুচিশ্চাপি দেবভক্তো দ্বিধা স্মৃতঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদ্দত্তো ভক্ত উচ্যতে॥ ৮০ ॥ অশুচির্দেবতাশ্চৈব যদা পূজয়তে নরঃ। তদা ভূতান্যাবিশন্তি স চ মুহ্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ৮১ ॥ বিমূঢশ্চাপ্যকার্য্যাণি তানি তানি নিষেবতে। ততো বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং নাশুচিঃ পূজয়েত্ততঃ। শুচিবাভা-

বিভক্ত করিয়া তৎসমবায়ে চতুরশীতি লক্ষ জীবযোনি সৃজন করিয়াছেন। সেই সমস্ত জীব সেই ঈশ্বরের মন হইতেই প্রাদুর্ভূত এবং সকলেই তদীয় অংশ-স্বরূপ। পরন্তু তাহারা সকলেই প্রাকৃত গুণে মোহা-ক্রান্ত; সেই জন্যই ঈশ্বরকৃত অধিকারানুসারে অন্ন-পানাদি বিষয়ে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন যে, সেই সমস্ত জীবজাতমধ্যে মনুষ্যত্বই শ্রেয়ঃসাধক, যেহেতু উহা শিবভাবে অনু-প্রাণিত। ৭৪—৭৬। নন্দভদ্র কহিল,—হে মহামতে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্যই বটে, কিন্তু আমি আবার একটী প্রশ্ন করিতেছি যে, ঐশ্বর্য্যশালী দেব-গণ সর্ব্বাভীষ্ট সাধন করেন আর লোকে তাঁহাদিগের পূজাও করে; তবে তাঁহারা স্ব স্ব ভক্তগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করেন না কিজন্য? বিশেষতঃ দেখিতে পাই—কোন কোন ব্যক্তি দেবতা-রত,পরন্তু দুঃখে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য এ বিষয়ে আমার বুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে। হে বালক! এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? বালক কহিল,—দেবভক্ত দুই প্রকার,—অশুচি ও শুচি। কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা দেবতায় আসক্ত ব্যক্তিকেই ভক্ত বলা যায়। মানব যখন অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করে, তখন তাঁহাতে ভূতাবেশ হয়, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিমূঢ় হইলেই বিবিধ অকার্য্য করে এবং তজ্জন্য অবিলম্বে বিনষ্ট হয়। সেই জন্যই

র্চয়েদ্যশ্চ তস্য চেদশুভং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥ তস্য পূর্ব্বকৃতং ব্যক্তং কর্ম্মণাং কোটিমুচ্যতে। মহেশ্বরো ব্রহ্মহত্যাভয়াদ্যত্র ততস্ততঃ ॥ ৮৩ ॥ সস্নৌ তীর্থেষু কস্মাচ্চ ইতরো মুচ্যতে কথম্। অম্বরীষসুতাং হৃত্বা পর্ব্বতান্নারদাস্তথা ॥ ৮৪ ॥ সীতাপহারমাপেদে রামোঽন্যো মুচ্যতে কথম্। ব্রহ্মাপি শিরসশ্ছেদং কাময়িত্বা সুতামগাৎ ॥ ৮৫ ॥ ইন্দ্রচন্দ্ররবিবিষ্ণু-প্রমুখাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ কৃতম্। তস্মাদবশ্যং কৃতং ভোজ্যমেব নরৈঃ সদা॥ ৮৬॥ মুচ্যতে কোঽপি স্বকৃতান্নৈবেতি শ্রুতিনির্ণয়ঃ। কিন্তু দেবপ্রসাদেন লভ্যমেকং সুরব্রতৈঃ॥ ৮৭ ॥ বহুভির্জন্মভির্ভোজ্যং ভুজ্যতৈকেন জন্মনা। তচ্চ ভুক্ত্বা ততস্তর্থো ভবেদিতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ৮৮ ॥ যে তপ্যন্তে গতৈঃ পাপৈঃ শুচয়ো দেবতারতাঃ। ইহ তে পুত্রপৌত্রৈশ্চ মোদন্তেঽত্র চেহ চ ॥ ৮৯ ॥ তস্মাদ্দেবাঃ সদা

অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করিতে নাই। আর শুচি ব্যক্তি দেবপূজাদি করিলে যদি তাহার অশুভ ঘটনা হয়, তবে তাহা তাহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মেরই ফল বলিতে হইবে। উহাতে তাহার সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় হয় বলিয়া জানা যায়। মহেশ্বরও ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে নানা তীর্থে স্নান করিয়া ত্রাণ পাইয়াছেন। ইতর সাধারণ ব্যক্তিরা কিরূপে কৃতকর্ম্ম ভোগ না করিয়া পরিত্রাণ পাইবে? ভগবান্ বিষ্ণু, নারদ ও পর্ব্বত মুনিকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অম্বরীষ রাজার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্রাবতারে তদীয় সীতা অপহৃতা হন। সুতরাং অপর লোকে দুষ্কৃত-ফলভোগ না করিয়া কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? ব্রহ্মা, স্বীয় কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এইরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে বাধ্য হন, সুতরাং নর-গণের স্ব স্ব কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেহই স্বকৃত কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত। কিন্তু দেবতার কৃপায় দেবভক্তগণ এই একটী বিশেষ ফল লাভ করে যে, বহু বহু জন্মে যে কর্ম্ম ভোগ করিতে হইত, তাহা এক জন্মেই ভোগ হইয়া যায়, আর সেই সকল কর্ম্মভোগ শেষ হইলে পরে বাঞ্ছিতার্থ লাভ করিতে পারে। ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহাদিগের পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম নাই, তাহারা যদি শুচি ভাবে দেবারাধনা করে, তবে তাহারা ইহলোকে পুত্র পৌত্রাদি পরিজনে

পূজ্যাঃ শুচিভিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ। প্রকৃতিঃ শোধনীয়া চ স্ববর্ণোদিতকর্ম্মভিঃ ॥ ৯০ ॥ স্বনুষ্ঠিতোঽপি ধর্ম্মঃ স্যাৎ ক্লেশায়ৈব বিনা শিবম্। দুরাচারস্য দেবোঽপি প্রাহেতি ভগবান্ হরঃ ॥ ৯১ ॥ ভোক্তব্যং স্বকৃতং তস্মাৎ পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ। স্বাচারেণ পরিত্যাজ্যৌ রাগদ্বেষাবিদং পরম্ ॥ ৯২ ॥ নন্দভদ্র উবাচ। শুদ্ধপ্রজ্ঞ কিমেতচ্চ পাপিনোঽপি নরা যদা। মোদমানাঃ প্রদৃশ্যন্তে দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৯৩ ॥ বাল উবাচ। ব্যক্তং তৈস্তমসা দত্তং দানং পূর্ব্বেষু জন্মসু। রজসা পূজিতঃ শম্ভুস্তৎপ্রাপ্তং স্বকৃতঞ্চ তৈঃ ॥ ৯৪ ॥ কিন্তু যৎ তমসা কর্ম্ম কৃতং তস্য প্রভাবতঃ। ধর্ম্মাথ ন রতির্ভূয়াস্তত্তস্তেনাং বিদাংবর ॥ ৯৫ ॥ ভুক্ত্বা পুণ্যফলং যাতি নরকং নাত্র সংশয়ঃ। অস্মিংশ্চ সংশয়ে প্রোক্তং মার্কণ্ডেয়েন শ্রূয়তে ॥ ৯৬ ॥ ইহৈবৈকস্য নামুত্র অমুত্রৈকস্য নো ইহ। ইহ চামুত্র চৈকস্য নামুত্রৈকস্য নো ইহ ॥ ৯৭ ॥ পূর্ব্বোপাত্তং ভবেৎ পুণ্যং ভুক্তির্নৈবার্জ্জয়ত্যপি। ইহ ভোগঃ স বৈ প্রোক্তো দুর্ভগস্যাল্পমেধসঃ ॥ ৯৮ ॥ পূর্ব্বোপাত্তং যস্য নাস্তি তপোভিশ্চার্জ্জয়ত্যপি। পরলোকে তস্য ভোগো ধীমতঃ স ক্রিয়াৎ স্ফুটম্ ॥ ৯৯ ॥ পূর্ব্বোপাত্তং যস্য নাস্তি পুণ্যং চেহাপি নার্জ্জয়েৎ। ততশ্চেহামুত্র বাপি ভো ধিক্ তঞ্চ নরাধমম্ ॥ ১০০ ॥ ইতি জ্ঞাত্বা মহাভাগ ত্যক্ত্বা শল্যানি কৃৎস্নশঃ। ভজ রুদ্রং বর্ণধর্ম্মং পালয়াস্মাৎ পরং ন হি ॥ ১০১ ॥ যো হি নষ্টেষ্বভীষ্টেষু প্রাপ্তেষ্বপি চ শোচতি। তৃপ্যেত বা ভবেদ্বদ্ধো নিশ্চিতং সোঽন্য-জন্মনঃ ॥ ১০২ ॥ নন্দভদ্র উবাচ। নমস্তভ্যমবালায় বালরূপায় ধীমতে। কো ভবাংস্তত্ত্বতো বেত্তুমিচ্ছামি ত্বাং শুচিস্মিতম্ ॥ ১০৩ ॥ বহবোঽপি ময়া বৃদ্ধা দৃষ্টাশ্চোপাসিতাঃ সদা। তেষামীদৃশকা বুদ্ধির্ন দৃষ্টা ন শ্রুতা ময়া ॥ ১০৪ ॥ যেন মে জন্মসন্দেহা নাশিতা

সানন্দে কালাতিপাত করে এবং পরকালেও সুখ-ভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য শুচি হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে সতত দেবারাধনা, এবং প্রকৃতি শোধ-নার্থ স্ববর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দুরাচার ব্যক্তি উত্তম রূপে ধর্ম্মাচরণ করিলেও তাহা তাহার মঙ্গলজনক হয় না, পরন্তু ক্লেশ-দায়কই হয়। দেব মহেশ্বরই ইহা বলিয়াছেন; অতএব স্বকৃত কর্ম্ম সকলকেই অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সকলেরই সদাচারে থাকিয়া সদাশিবের আরাধনা এবং রাগ-দ্বেষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহাই উত্তম বিধি। ৭৭—৯২। নন্দভদ্র কহিল,—ওহে শুদ্ধপ্রজ্ঞ! দেখা যায় যে, পাপী লোকেরাও সতত স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সানন্দে কালাতিপাত করে, তাহার কারণ কি? বালক কহিল,—নিশ্চয়ই তাহারা পূর্ব্বজন্মে তামস ও রাজস ভাবে দান ও শিবপূজাদি করিয়াছে; ইহ জন্মে সেই স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতেছে। কিন্তু হে জ্ঞানিবর! তামস কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া ইহ জন্মে তাহাদিগের ধর্ম্মে রতি জন্মে না। তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। এই সংশয়িত বিষয়ে শুনা যায়—মার্কণ্ডেয় এইরূপ বলিয়াছেন;—এক জনের কেবল ইহ কালে, একজনের কেবল পরকালে, একজনের ইহ-পর উভয় কালে পুণ্যফল ভোগ হয়. আর একজনের ইহ-পর কোন কালেই হয় না। যে দুর্ভাগা নির্বোধ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে পুণ্য করিয়া ইহ কালে তাহার ফলভোগ করে, কিন্তু ইহ কালে পুণ্যার্জ্জন করে না; তাহার কেবল ইহ কালেই সুখভোগ হয়, পরকালে হয় না। যাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য নাই, কিন্তু ইহ কালে তপস্যা দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করে, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ক্রিয়াফলে কেবল পরকালেই সুখভোগ হয়। যাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য নাই এবং ইহ কালেও যে পুণ্যার্জ্জন করে না, তাহার ইহ পর কোন কালেই সুখ ভোগ হয় না। সেই নরাধমকে ধিক্! হে মহাভাগ! তুমি ইহা বুঝিয়া সমস্ত ক্লেশে উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক রুদ্রের ভজন ও বর্ণধর্ম্মের পালন কর। ইহা অপেক্ষা আর সদুপায় নাই। যে জন ইষ্ট বিষয়ের নাশে শোক করে না কিম্বা প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হয় না, নিশ্চয়ই তাহার জন্মান্তরের প্রতিবন্ধ ঘটে। ৯৩—১০২। নন্দভদ্র কহিল,—হে বালক! তুমি বস্তুত বালক না হইয়াও বালকাকার ধারণ করিয়াছ, তুমি অতীব ধীমান ও সহাস্যবদন, তোমাকে নমস্কার! তুমি কে? আমি তাহা যথার্থ-রূপ জানিতে ইচ্ছা করি। আমি অনেকা-নেক বৃদ্ধ দেখিয়াছি এবং সতত তাঁহাদিগের উপাসনাও করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগেরও এতা-দৃশ বুদ্ধি দেখিও নাই কিম্বা শুনিও নাই,

লীলয়ৈব চ। তস্মাৎ সামান্যরূপস্ত্বং নিশ্চিতং ন মতং মম॥ ১০৫॥ বাল উবাচ। মহদেতৎ সমাখ্যেয়মেকাগ্রঃ শৃণু তত্ত্বতঃ। ইতঃ সপ্তাধিকে চাপি সপ্তমে জন্মনি ত্বহম্॥ ১০৬॥ বৈদিশে নগরে বিপ্রো নাম্নাসং ধর্ম্মজালিকঃ। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিশাস্ত্রার্থবিত্তরঃ॥ ১০৭॥ ব্যাখ্যাতা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং যথা সাক্ষাদ্বৃহস্পতিঃ। কিং ত্বহং বিবিধান্ ধর্ম্মান লোকানাং বর্ণয়ে ভৃশম্॥ ১০৮॥ স্বয়ং চাতিদুরাচারঃ পাপিনামপি পাপরাট্। মাংসাশী মদ্যসেবী চ পরদাররতঃ সদা॥ ১০৯॥ অসত্যভাষী দম্ভী চ সদা ধর্ম্মধ্বজী খলঃ। লোভী দুরাত্মা কথকো ন কর্ত্তা কর্হিচিৎ ক্বচিৎ॥ ১১০॥ যস্মাজ্জালিকবজ্জালং লোকেভ্যোহহং ক্ষিপামি চ। তত্ত্বজ্ঞা মাং ততঃ প্রাহুর্ধর্ম্মজালিক ইত্যুত॥ ১১১॥ সোহহং তৈর্বহুভিশ্চীর্ণৈঃ পাতকৈরন্ত আগতে। মৃতো গতো যমস্থানং পাতিতঃ কুটশাল্মলীম্॥ ১১২॥ যমদূতৈস্ততঃ কৃষ্টঃ স্মার্য্যমাণঃ স্বচেষ্টিতম্। খড়্গৈশ্চ কৃত্যমানোহহং জীবামি প্রম্রিয়ামি চ॥ ১১৩॥ আত্মানং বহুধা নিন্দন্ শাশ্বতীর্ন্যবসং সমাঃ। নরকে যা মতির্ভূয়াদ্ধর্ম্মং প্রতি প্রপীড়তঃ॥ ১১৪॥ সা চেন্মুহূর্ত্তমাত্রং স্যাদপি ধন্যস্ততঃ পুমান্। নমো নমঃ কর্ম্মভূম্যৈ সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ বা॥ ১১৫॥ যস্যাং মুহূর্ত্তমাত্রেণ যুগৈরপি ন নশ্যতি। ততো বিপশ্চিজ্জনকো মোক্ষয়ামাস নারকাৎ॥ ১১৬॥ তৈঃ সহাহং প্রমুক্তশ্চ কথঞ্চিদবপীডিতঃ। স্থাণুত্বমনুভূয়াথ ক্লেশানাসাদ্য ভূরিশঃ॥ ১১৭॥ কীটোহহমভবং পশ্চাত্তীরে সারস্বতে শুভে। তত্র মার্গে সুখমিব সংসুপ্তোহহং যদৃচ্ছয়া॥ ১১৮॥ আগচ্ছতো রথস্যাস্য শব্দমশ্রৌষমুন্নতম্। তং মেঘনিনদং শ্রুত্বা ভীতোহহং সহসা জবাৎ॥ ১১৯॥ মার্গমুৎসৃজ্য দূরেণ প্রপলায়নমাচরম্। এতস্মিন্নন্তরে ব্যাসস্তত্র প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া। স মামপশ্যত্ত্রস্তঞ্চ কৃপয়া সংযুতো মুনিঃ॥ ১২০॥ যন্ময়া সর্ব্বলোকানাং নানাধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১২১॥ বিপ্রজন্মনি তস্যৈব প্রভাবাদ্ব্যাসসঙ্গমঃ। ততঃ সর্ব্বরুতজ্ঞো মাং প্রাহার্চ্চ্যঃ কীটভাষয়া॥ ১২২॥

যেহেতু তুমি আমার জন্মবিষয়ক সন্দেহসমূহ অনায়াসেই বিনাশ করিলে, সেই জন্য আমার বোধ হয়, তুমি সামান্যাকার হইলেও নিশ্চই সামান্য ব্যক্তি নহ।১০৩—১০৫। বালক কহিল,—আমার উপাখ্যান অতি মহৎ; তুমি একাগ্রমনে তাহা যথাযথ শ্রবণ কর। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম জন্মে আমি বৈদিশনগরে ধর্ম্মজালিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলাম। সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতাম। লোক সকলকে সদাই বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতাম, কিন্তু নিজে অতি দুরাচার পাপীদিগের অগ্রগণ্য ছিলাম। আমি মদ্য-মাংসাশী, পরদাররত, মিথ্যাবাদী, দম্ভী, লোভী, খলস্বভাব ও ধর্ম্মধ্বজী ছিলাম। লোকদিগকে ধর্ম্মকথা কহিতাম বটে, কিন্তু কদাচ কোনও ধর্ম্মকার্য্য করিতাম না।১০৬—১১০। আমি জালিকের ন্যায় লোক মধ্যে পাপজাল বিস্তার করিয়া আত্মস্বার্থ উদ্ধার করিতাম বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ জনগণ আমাকে ধর্ম্মজালিক নামে অভিহিত করিতেন। আমি এইরূপ বহু পাপাচরণ করিয়াছিলাম বলিয়া মরণান্তে যমলোকে যাইয়া যমদূতগণ কর্ত্তৃক কূটশাল্মলী নরকে নিপাতিত হই। সেখানে তাহারা আমাকে দুষ্কৃতসমূহ স্মরণ করাইয়া খড়্গাদি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। আমি তাহাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইযাও মরিলাম না, কিন্তু মৃতপ্রায় হইয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে বহু বৎসর অতিক্রম করিলাম। নরকে যাতনাভোগকালে যে বুদ্ধি জন্মে, সেই বুদ্ধি যদি অন্যত্র মুহূর্ত্তমাত্রও হয়, তবে মানুষ ধন্য হইতে পারে। যেখানে মুহূর্ত্তমাত্রও সুকৃত বা দুষ্কৃত যাহা করা যায়, তাহা বহু যুগেও বিনষ্ট হয় না, সেই কর্ম্মভূমিকে নমস্কার; নমস্কার। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে ধর্ম্মরাজ অপরাপর নারকীদিগের সহিত আমাকেও সেই নরক হইতে মোচন করিলেন। তারপর আবার কিঞ্চিৎ শাসন ভোগ করিয়া আমি স্থাবরজন্ম লাভ করিলাম। সে জন্মে নানাক্লেশ ভোগ করিয়া পরে আবার শুভ সরস্বতীতীরে কীটরূপে জন্মলাভ করিলাম। একদা আমি পথমধ্যে সুপ্ত রহিয়াছি, এমন সময়ে রথাগমনের গভীর শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি সেই মেঘধ্বনিসম গভীরনাদে ভীত হইয়া পথ পরিহারপূর্ব্বক দূরে পলাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে ব্যাসমুনি যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে তাদৃশ ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া সদয় হইলেন।১১১—১২০। আমি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজন্মে লোক সকলকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলাম, তাহারই ফলে ব্যাসের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল। সর্ব্বভাষাবিজ্ঞ পূজনীয় ব্যাসমুনি তখন

কিমেবং নশ্যসে কীট কস্মান্মৃত্যোর্বিভেষি চ। অহো সমুচিতা ভীতির্মনুষ্যস্য কৃতস্তব ॥ ১২৩ ॥ ইত্যুক্তো মতিমান্ পূর্ব্বপুণ্যাদ্ব্যাসং তদোচিবান্। ন মে ভয়ং জগদ্বন্দ্য মৃত্যোরস্মাৎ কথঞ্চন ॥ ১২৪ ॥ এতদেব ভয়ং মান্য গচ্ছেয়মধমাং গতিম্। অস্যা অপি কুযোনেশ্চ সন্ত্যন্যাঃ কোটিশোহধমাঃ ॥ ১২৫ ॥ তাসু গর্ভাদিকক্লেশভীতস্তস্তোহস্মি নান্যথা ॥ ১২৬ ॥ ব্যাস উবাচ। মা ভয়ং কুরু সর্ব্বাভ্যো যোনিভ্যশ্চ চিরাদিব। মোক্ষয়িষ্যামি ব্রাহ্মণ্যং প্রাপয়িষ্যামি নিশ্চিতম্ ॥ ১২৭ ॥ ইত্যুক্তোহহং কালিয়েন তং প্রণম্য জগদ্গুরুম্। মার্গমাগত্য চক্রেণ পীড়িতো মৃত্যুমাগমম্ ॥ ১২৮ ॥ ততঃ কাকশৃগালাদিযোনি-ষস্মি যদাভবম্। তদা তদা সমাগম্য ব্যাসো মাং স্মারয়চ্চ তৎ ॥ ১২৯ ॥ ততো বহুবিধা যোনীঃ পরিক্রম্যাস্মি কর্ষিতঃ। ব্রাহ্মণস্য চ গেহেহস্যাং যোনৌ জাতোহতিদুঃখিতঃ ॥ ১৩০ ॥ ততো জন্মপ্রভৃত্যস্মি পিতৃভ্যাং পরিবর্জ্জিতঃ। গলৎকুষ্ঠী মহাপীড়ামেতাং যোহনুভবামি চ ॥ ১৩১ ॥ ততো মাং পঞ্চমে বর্ষে ব্যাস আগত্য জপ্তবান্। কর্ণে সারস্বতং মন্ত্রং তেনাহং সংস্মরামি চ ॥ ১৩২ ॥ অনধীতানি শাস্ত্রাণি বেদান্ ধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ। উক্তং ব্যাসেন চেদং মে গচ্ছ ক্ষেত্রং গুহস্য চ। তত্র ত্বং নন্দভদ্রঞ্চ আশ্বাসয় মহামতিম্ ॥১৩৩॥ ত্যক্তা বহূদকে প্রাণানস্থি-ক্ষেপং মহীজলে। কারায় ত্বং ততো ভাবী মৈত্রেয় ইতি সন্মুনিঃ ॥ ১৩৪ ॥ গমিষ্যসি ততো মোক্ষমিতি মাং ব্যাস উক্তবান্। আগতশ্চ ততশ্চাত্র বাহীকেভ্যোহতিক্লেশতঃ ॥ ১৩৫ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ব্বমাত্মনশ্চরিতং ময়া। পাপমেবংবিধং কষ্টং নন্দভদ্র সদা ত্যজ ॥ ১৩৬ ॥ নন্দভদ্র উবাচ। অহো মহাদ্ভুতং তুভ্যং চরিতং যেন মে হৃদি। ভূয়ঃ শতগুণং জাতং ধর্ম্মায় দৃঢমানসম্ ॥ ১৩৭ ॥ কিন্তু ত্বয়োক্তধর্ম্মস্য কর্ত্তুকামোহস্মি নিশ্চিতম্। ধর্ম্মং স্মর ভবাংস্তস্মাৎ কিঞ্চিদাদিশ নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৮ ॥ বাল উবাচ। অত্র তীর্থে চ সপ্তাহং নিরাহারস্ত্বহং

আমাকে কীটভাষায় কহিলেন,—ওহে কীট! তুমি এমনভাবে পলাইতেছ কেন? কি জন্য তুমি মৃত্যু-ভয় করিতেছ? আহা! মনুষ্যেরই মৃত্যুভয় করা উচিত, তোমার মৃত্যুভয় কি জন্য? ব্যাসের এই কথায় পূর্ব্ব পুণ্যফলে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল। আমি কহিলাম,—হে জগদ্বন্দ্য! মৃত্যু হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই, পরন্তু হে মান্য! যদি আরও অধম গতি প্রাপ্ত হই; এই ভয়ই হইতেছে। এই কুযোনি অপেক্ষা আরও কোটি কোটি অধম যোনি আছে; সেই সমস্ত যোনিতে না-জানি আমার আরও কত কত গর্ভাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, সেই ভয়েই আমি ভীত হইতেছি; নচেৎ অন্য কারণে ভয় পাই নাই। ব্যাস কহিলেন,—তুমি হীনযোনিসমূহ হইতে ভয় করিও না; আমি কিয়ৎকাল পরে তোমাকে মোচিত করিব,—নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রাহ্মণ্য পাওয়া-ইয়া দিব। গন্ধকালীনন্দন ব্যাস আমাকে এই কথা কহিলে আমি সেই জগদ্গুরুকে প্রণাম করিয়া পথে আসিয়া অবস্থান করিলাম এবং অবিলম্বেই রথচক্র-নিপীড়নে প্রাণ হারাইলাম। তারপর আমি কাক-শৃগালাদি যে যে যোনিতে জন্মলাভ করিলাম, সেই সেই যোনিতে ব্যাস আসিয়া আমাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি এইভাবে অনেকানেক যোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুক্লেশ-ভোগান্তে শেষে ব্রাহ্মণগৃহে এই জন্মলাভ করিয়াছি। এজন্মেও আমি অনেক কষ্ট ভোগ করিতেছি; জন্মাবধিই পিতা-মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং গলৎ-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া দারুণ ক্লেশ পাইতেছি। ১২১—১৩১। পরে যখন আমার পঞ্চমবর্ষ বয়স হইল, তখন ব্যাস আসিয়া আমার কর্ণে সারস্বত মন্ত্র উপ-দেশ করিলেন। তাহারই ফলে অনধীত হইলেও যাবতীয় বেদ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি আমার স্মৃতিপথারূঢ় হই-যাছে। ব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি কুমারক্ষেত্রে যাইয়া মহামতি নন্দভদ্রকে আশ্বাসিত করিও এবং বহূদকতীর্থে প্রাণপরিহারপূর্ব্বক মহী-তোয়ে তোমার অস্থিক্ষেপ করাইও; তাহা হইলে তুমি মৈত্রেয় নামে সাধু মুনি হইতে পারিবে। তার-পর তুমি মুক্ত হইবে। ব্যাস আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার আদেশ অনুসারে বাহীক দেশ হইতে অতি ক্লেশে এখানে আসিয়াছি। হে নন্দভদ্র! এই আমি তোমাকে সমগ্র আত্মচরিত কহিলাম; তুমি এবম্বিধ পাপকর পরিতাপ সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। নন্দভদ্র কহিল,—অহো! তোমার চরিত অতি অদ্ভুত! ইহা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুন-রায় শতগুণ ধর্ম্মাচরণবাসনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরন্তু তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি সেই ধর্ম্মই সম্যক্ আচরণ করিব; অতএব তুমি বিবেচনা করিয়া আমাকে আদেশ কর। ১৩২—১৩৮। বালক

স্থিতঃ। সূর্য্যমন্ত্রান্ জপিষ্যামি ত্যক্ষ্যামি চ ততস্তনুম্ ॥১৩৯॥ ততো বর্করিকাতীর্থে দগ্ধব্যোঽহং ত্বয়া তটে। অস্থীনি সাগরে চাপি মম ক্ষেপ্যাণি চাত্র হি ॥ ১৪০ ॥ যদি সাপহ্নবং চিত্তং ময্যতীব তবাস্তি চেৎ। ততস্ত্বাং গুরুকার্য্যার্থমাদেক্ষ্যামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১৪১ ॥ অস্মিন বহূদকে তীর্থে যত্র প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্। তত্র মন্নামচিহ্নস্তে সংস্থাপ্যো ভাস্করো বিভুঃ ॥ ১৪২ ॥ আরোগ্যং ধনধান্যঞ্চ পুত্রদারাদি-সম্পদঃ। ভাস্করো ভগবাংস্তুষ্টো দদাদেতচ্ছ্রুতে-র্বচঃ ॥ ১৪৩ ॥ সবিতা পরমো দেবঃ সর্ব্বস্বং বা দ্বিজন্মনাম্। বেদবেদাঙ্গগীতশ্চ ত্বমপ্যেনং সদা ভজ ॥ ১৪৪ ॥ বহূদকমিদং কুণ্ডং সংসেব্যঞ্চ সদা ত্বয়া। মাহাত্ম্যমস্য বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাদ্ব্যাসসূচিতম্ ॥ ১৪৫ ॥ বহূদকে কুণ্ডবরে স্নাতি যো বিধিবন্নরঃ। আরোগ্যং ধনধান্যাদ্যং তস্য স্যাৎ সর্ব্বজন্মসু ॥১৪৬॥ বহূদকে চ যঃ স্নাত্বা সপ্তম্যাং মাঘমাসকে। দদ্যাৎ পিণ্ডং পিতৃণাঞ্চ তেঽক্ষয়াং তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৪৭ ॥ বহূদকস্য তীরে যঃ শুচির্যজতি বৈ ক্রতুম্। শত-ক্রতুফলং তস্য নাস্তি কাচিদ্বিচারণা ॥ ১৪৮ ॥ অত্র যস্ত্যজতি প্রাণান্ বহূদকতটে নরঃ। মোদতে সূর্য্যলোকেঽসৌ ধর্ম্মিণাঞ্চ সুতো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥ বহূদকস্য তীরে চ যঃ কুর্য্যাজ্জপসাধনম্। সর্ব্বং লক্ষগুণং প্রোক্তং জপো হোমশ্চ পূজনম্ ॥ ১৫০ ॥ বহূদকস্য তীরে চ দ্বিজমেকঞ্চ ভোজয়েৎ। যো মিষ্টান্নেন তস্য স্যাদ্বিপ্রকোটিশ্চ ভোজিতা ॥ ১৫১ ॥ বহূদকস্য তীরে যা নারী গৌরিণিকাঃ শুভাঃ। সম্ভোজয়তি তস্যাশ্চ কুর্য্যাৎ সুস্বাগতং হ্যুমা ॥ ১৫২ ॥ বহূদকস্য তীরে চ যঃ কুর্য্যাদ্‌যোগসাধনম্। ষণ্মাসাভ্যন্তরে সিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৩ ॥ বহূদকস্য তীরে চ প্রেতানুদ্দিশ্য দীয়তে। যৎ কিঞ্চিদক্ষয়ং তেষামুপতিষ্ঠেন্ন চান্যথা ॥ ১৫৪ ॥ স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। কৃতং বহূদকতটে সর্ব্বং স্যাৎ সুমহৎ ফলম্ ॥ ১৫৫ ॥ ত্বয়ৈতদ্ধৃদি সন্ধার্য্যং ফলং ব্যাসেন সূচিতম্। বহূদকস্য কুণ্ডস্য নন্দভদ্র মহামতে ॥ ১৫৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা সোঽভবন্মৌনী স্নাত্বা কুণ্ডে ততঃ শুচিঃ। তীরে প্রস্তরমাশ্রিত্য স্বয়ং মন্ত্রান্ জজাপ হ ॥ ১৫৭ ॥ শ্রীনারদ

কহিল,—আমি এই তীর্থে সপ্তাহকাল নিরাহারে থাকিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিয়া পরে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি তখন আমাকে বর্করিকাতটে দগ্ধ করিয়া অস্থিগুলি মহীসাগরে নিক্ষেপ করিও। আর আমার প্রতি তোমার যদি অকপট শ্রদ্ধা থাকে, তবে তোমাকে একটী গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। এই বহূদক তীর্থে যেখানে আমি প্রাণত্যাগ করিব, তুমি সেখানে আমার নামে চিহ্নিত বিভু ভাস্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিও। শ্রুতির উক্তি এই যে, আরোগ্য ধন-ধান্য পুত্র দারাদি সম্পদ্ সকল ভগবান ভাস্কর তুষ্ট হইলে প্রদান করিয়া থাকেন। বেদবেদাঙ্গে ভগবান্ সবিতা পরম দেব ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বস্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; অতএব তুমিও সতত তাঁহাকে ভজনা কর। এই বহূদক কুণ্ডেরও তুমি সদাই সেবা করিও। উহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাস যেরূপ আভাষ দিয়াছেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, যে নর উত্তম বহূদক কুণ্ডে যথাবিধি স্নান করে, তাহার জন্মে জন্মেই আরোগ্য ধনধান্যাদি সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। মাঘমাসে শুক্লা সপ্তমীতে যে নর বহূদকতীর্থে পিতৃগণের পিণ্ড দান করে, তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। যে জন বহূদকতীরে শুদ্ধভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহার শত যজ্ঞফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে নর বহূদকতটে প্রাণ পরিহার করে, সে সূর্য্যলোকে সুদীর্ঘ কাল সানন্দে বাস করিয়া পরে ধার্ম্মিক ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। বহূদকতীরে জপ হোম পূজাদি কার্য্য করিলে তৎসমস্ত লক্ষগুণ ফলপ্রদ হয়। ১৩৯—১৫০। বহূদকতীরে মিষ্টান্নদ্বারা একটী মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। যে রমণী বহূদকতীরে শুভ কুমারীদিগকে ভোজন করায়, উমাদেবী তাহার অভীষ্ট সম্পাদন করেন। বহূদকতীরে যোগসাধন করিলে ছয় মাসেই তাহার সিদ্ধিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। বহূদকতীরে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্ত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অক্ষয় তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ যাহা কিছু বহূদকতীর্থে করা যায়, তৎসমস্ত সুমহৎ ফল প্রদান করে। হে মহামতি নন্দভদ্র! ব্যাসোক্ত এই বহূদক-কুণ্ডমহাত্ম্য তুমি স্মরণ রাখিও সেই বালক এই বলিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বহূদক কুণ্ডে স্নান করিয়া শুচি হইয়া তীর ভূমিতে একখানি প্রস্তরে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

উবাচ। ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে জহৌ বালো নিজান-স্বন্। সংস্কারিতো যথোক্তঞ্চ নন্দভদ্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ॥ ১৫৮॥ যত্র বালঃ স চ প্রাণান্ জহৌ জপপরায়ণঃ। বালাদিত্যমিতি খ্যাতং তত্রাস্থাপয়ত প্রভুম্॥ ১৫৯॥ বহূদকে চ যঃ স্নাত্বা বালাদিত্যং প্রপূজয়েৎ। তস্য তুষ্টো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি॥ ১৬০॥ নন্দভদ্রোঽপ্যথান্যস্যাং ভার্য্যায়ামপরান্ সুতান। উৎপাদ্যাত্মসমান্ ধীমান্ শিবসূর্য্যপরায়ণঃ॥ ১৬১॥ রুদ্রদেহং যযৌ পার্থ পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্। এবমেত-ন্মহাকুণ্ডং বহূদকমিতি স্মৃতম্॥ ১৬২॥ অস্য তীরে স্বমংশঞ্চ বল্লীনাথঃ প্রমোক্ষ্যতি। দত্তাত্রেয়স্য যো যোগী হ্যবতারো ভবিষ্যতি॥ ১৬৩॥ অর্চ্চয়িত্বা চ তং দেবং যোগসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। পশূনামৃদ্ধিমাপ্নোতি গোশরণ্যো হ্যসৌ প্রভুঃ॥ ১৬৪॥ পশ্চিমায়াং বুধ-সুতস্তথা ক্ষেত্রং স ভারত। পুরূরবাদিত্যমিতি স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১৬৫॥ সর্ব্বকামপ্রদশ্চাসৌ ভট্টাদিত্যসমো রবিঃ। বহূদকক্ষেত্রসম তস্য ভারত॥ ১৬৬॥ অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং জপ্তব্যং কর্ণমূলকে। পুত্রস্য বাপি শিষ্যস্য ন কথঞ্চন নাস্তিকে॥ ১৬৭॥ শৃণোতীদং শ্রদ্ধয়া যস্তস্য তুষ্যেচ্চ ভাস্করঃ। ধারয়ন্ হৃদয়ে মোক্ষং মুচ্যতে ভবসাগরাৎ॥ ১৬৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বহূদকমাহাত্ম্যে বালাদিত্যবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬॥

১৫১—১৫৭। শ্রীনারদ কহিলেন,—অতঃপর সপ্ত-রাত্রান্তে সেই বালক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নন্দভদ্র কতিপয় ব্রাহ্মণ আনিয়া তাহাকে যথোক্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিল। আর যেখানে সেই বালক জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেখানে বালাদিত্য নামে এক আদিত্যমূর্ত্তিস্থাপন করিল। যে মানব বহূদকে স্নান করিয়া বালাদিত্যকে পূজা করে, ভাস্কর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হন; সে মোক্ষোপায় প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! অতঃপর ধীমান নন্দভদ্রও পুনরায় পরিণয়পূর্ব্বক সেই ভার্য্যায় আত্মসদৃশ কতি-পয় পুত্র উৎপাদন করিয়া শিবের ও সূর্য্যের আরা-ধনা করত কালক্রমে প্রাণপরিহার করিয়া রুদ্রত্ব লাভ করিল,—যাহা হইতে আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। বহূদক কুণ্ড এইরূপ মহা-প্রভাবসম্পন্ন। ভাবিকালে এই বহূদকতীরে দত্তাত্রেয়ের অংশাবতার বল্লীনাথ নামক কোনও যোগী মুক্তি লাভ করিবেন। তিনি বলাদিত্যের অর্চ্চনা করিয়া যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। বালাদিত্যের অর্চ্চনায় মানব, পশুসম্পদ্ লাভ করে; যেহেতু সেই প্রভু গোসমূহের পালক। হে ভারত! বহূদকের পশ্চিম তীরে বুধনন্দন রাজা পুরূরবা "পুরূরবাদিত্য" নামে আদিত্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই পুরূরবাদিত্য, ভট্টা-দিত্যের ন্যায় সর্ব্বকামদাতা। হে ভারত! সেই ক্ষেত্রও বহূদকক্ষেত্রের ন্যায় মহাপুণ্যদায়ক। এই তীর্থের মাহাত্ম্য পুত্রের বা সৎ শিষ্যের কর্ণে উপ-দেশ করিবে; পরন্তু কদাচ নাস্তিককে উপদেশ করিবে না। যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ করে, ভাস্কর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হন। যদি হৃদয়ে ধারণ করে, তবে মানব ভবসাগর হইতে মুক্ত হয়।১৫৮—১৬৮।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো ময়াস্য তীর্থস্য রক্ষণায় পুনর্জয়। সমারাধ্য যথা দেবাঃ স্থাপিতাস্তচ্ছৃণুষ্ব ভোঃ॥ ১॥ যথাত্মা সর্ব্বভূতেষু ব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ। তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্যাপকা পরমেশ্বরী॥ ২॥ শক্তিপ্রসাদাদাপ্নোতি বীর্য্যং সর্ব্বাশ্চ সম্পদঃ। ঈশ্বরী সর্ব্বভূতেষু সা চৈবং পার্থ সংস্থিতা॥ ৩॥ বুদ্ধিশ্রীপুষ্টিলজ্জেতি তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা স্পৃহা। শ্রদ্ধা চ চেতনা শক্তির্মন্ত্রোৎসাহপ্রভুদ্ভবা॥ ৪॥ ইয়মেব চ বন্ধায় মোক্ষায়েয়ঞ্চ সর্ব্বদা। এনামারাধ্য

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অর্জ্জুন! অতঃপর আমি আবার এই তীর্থের রক্ষাবিধানার্থ দেবীগণের আরা-ধনা করিয়া যে ভাবে তাহাদিগকে এখানে স্থাপন করিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পরমেশ্বর পরমাত্মা যেমন সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, পরমেশ্বরী নিত্যা প্রকৃতিও তদ্রূপই সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া বিরাজ-মানা। সেই ঈশ্বরীর কৃপায়ই বীর্য্য ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! সেই প্রকৃতি দেবীই সর্ব্বভূতে বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, শ্রী, শান্তি, ক্ষমা, স্পৃহা, শ্রদ্ধা, চেতনা ও মন্ত্রণাশক্তি, প্রভুশক্তি প্রভৃতিরূপে বিরাজমানা। ইনিই সতত প্রাণীদিগকে বন্ধন ও

ঋৈশ্বর্য্যমিন্দ্রাদ্যাঃ সমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫ ॥ যে চ শক্তিং ন মন্যন্তে তিরস্কুর্ব্বন্তি চাধমাঃ। যোগীন্দ্রা অপি তে ব্যক্তং ভ্রশ্যন্তে কাশিজা যথা ॥ ৬ ॥ বারাণস্যাং কিল পুরা সিদ্ধযোগীশ্বরাঃ পুনঃ। অবমন্য চ তে শক্তিং পুনর্ভ্রংশমুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥ তস্মাৎ সদা দেহিনেয়ং শক্তিঃ পূজ্যৈব নিত্যদা। তুষ্টা দদাতি সা কামান্ রুষ্টা সংহরতে ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥ পরমা প্রকৃতিঃ সা চ বহুভেদৈর্ব্যবস্থিতা। তাসাং মধ্যে মহাদেব্যো হ্যত্র সংস্থাপিতাঃ শৃণু ॥ ৯ ॥ চতস্রস্তু মহাশক্ত্যশ্চতুর্দিক্ষু ব্যবস্থিতাঃ। সিদ্ধাম্বিকা তু পূর্ব্বস্যাং স্থাপিতা সা গুহেন চ ॥ ১০ ॥ জগদাদৌ মূলপ্রকৃতেরুৎপন্না সা প্রকীর্ত্ত্যতে। আরাধিতা যতঃ সিদ্ধৈস্তস্মাৎ সিদ্ধাম্বিকা চ সা ॥ ১১ ॥ দক্ষিণস্যাং তথা তারা সংস্থিতা স্থাপিতা ময়া। তারণার্থায় বেদানাং যস্মাৎ কূর্ম্মং সমাশ্রিতা ॥ ১২ ॥ যয়াবিষ্টঃ সমুজ্জহ্রে বেদান্ কূর্ম্মো জগদ্‌গুরুঃ। অনয়াবিষ্টদেহশ্চ বুধো বৌদ্ধান হনিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ কোটিশো বেদমার্গস্থ ধ্বংসকান্ পাপকর্ম্মিণঃ। ইয়ং ময়া সমারাধ্য সমানীতা গিরেঃ সিতাৎ ॥ ১৪ ॥ কোটিসংখ্যাভিরত্যুগ্রদেবীভিঃ সংবৃতা চ সা। দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য সংস্থিতা মম গৌরবাৎ ॥ ১৫ ॥ পশ্চিমায়াং তথা দেবী সংস্থিতা ভাস্বরা শুভা। যয়াবিষ্টানি ভাসন্তে ভাস্করপ্রমুখাণি চ ॥ ১৬ ॥ বিম্বানি সর্ব্বতারাণাং গচ্ছন্ত্যায়ান্তি চ দ্রুতম্। সৈষা মহাবলা শক্তির্ভাস্বরা কুরুনন্দন ॥ ১৭ ॥ ময়ারাধ্য সমানীতা কটাহাদত্র সংস্থিতা। কোটিকোটিবৃতা নিত্যং ত্রায়তে পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ১৮ ॥ উত্তরস্যাং তথা দেবী সংস্থিতা যোগনন্দিনী। পরমপ্রকৃতের্দেহাৎ পূর্ব্বং নিঃসৃতয়া যয়া ॥ ১৯ ॥ দৃষ্টা দৃষ্টা নির্ম্মলয়া যোগমাপুশ্চতুঃসনাঃ। যোগীশ্বরী চ সা দেবী সনকাদ্যৈঃ স্তুতোষিতা ॥ ২০ ॥ সৈব চাণ্ডকটাহান্মে সমারাধ্যাত্র প্রাপিতা। যোগিনীভিঃ পরিবৃতা সংস্থিতা চোত্তরাং দিশম্ ॥ ২১ ॥ এবমেতা মহাশক্ত্যশ্চতস্রঃ সংস্থিতাঃ সদা। পূজিতাঃ কামদা নিত্যং রুষ্টাঃ সংহরণক্ষমাঃ ॥

মোক্ষণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ইঁহাকে আরাধনা করিয়াই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। যে সমস্ত অধম ব্যক্তিরা শক্তিকে মানে না, তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা যোগীন্দ্র হইলেও কাশীধামস্থ সিদ্ধযোগিগণের ন্যায় নিশ্চিতই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বারাণসীতে সিদ্ধযোগীশ্বরগণ শক্তির অবমাননা করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এই জন্য স্থাবর জঙ্গম, দেহধারিমাত্রের পক্ষে চিরকালই সতত শক্তিপূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি তুষ্টা হইলে কামনা পূরণ করেন আর রুষ্টা হইলে ক্ষণমাত্রেই সংহার করিয়া থাকেন। সেই পরমা প্রকৃতি আবার বহু বিভিন্ন আকারে অবস্থিতা। তন্মধ্যে যে সকল মহাদেবী এখানে সংস্থাপিত আছেন, তাঁহাদের কথা শুন। এই ক্ষেত্রের চারিদিকে চারি মহাশক্তি বিরাজমানা। পূর্ব্বদিকে আছেন সিদ্ধাম্বিকা; কুমারই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের আদিমকালে ইনি মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। শাস্ত্রে এইরূপ কীর্ত্তিত আছে। সিদ্ধগণই প্রথমে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সিদ্ধাম্বিকা নামে খ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণদিকে আছেন তারা। আমিই তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছি। তিনি বেদ-পরিত্রাণার্থ কূর্ম্মদেবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু কূর্ম্মদেব সেই তারাশক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া বেদ সকল উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুধ, এই শক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াই বেদপথধ্বংসী কোটি কোটি পাপিষ্ঠ বৌদ্ধের উচ্ছেদ করিবেন। আমি আরাধনা করিয়া ইঁহাকে কৈলাসগিরি হইতে এখানে আনিয়াছি। ১—১৪। কোটি সংখ্যক অত্যুগ্র দেবী ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ইনি এইভাবে এই ক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে অবস্থান করত আমার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। পশ্চিমদিকে ভাস্বরা নামে শুভা দেবী বিরাজমানা। ইঁহারই আবেশে সূর্য্য-চন্দ্র-তারাদি বিম্ব সকল প্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পায় ও দ্রুতবেগে যাতায়াত করিয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! আমি আরাধনাবলে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ হইতে ইঁহাকে এখানে আনিয়াছি! ইনি কোটি কোটি সহচরী দেবী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে বিরাজ করত পশ্চিমদিক্ রক্ষা করিতেছেন। উত্তরদিকে যোগনন্দিনী অবস্থিতা। পুরাকালে সনকাদি ব্রহ্মনন্দন চারি জনের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া এই যোগেশ্বরী দেবী পরমপ্রকৃতির দেহ হইতে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাদিগকে নির্ম্মল নয়নে নিরীক্ষণ করায় তাঁহারা যোগ লাভ করেন। আমি আরাধনা করিয়া ইঁহাকে অণ্ডকটাহ হইতে এখানে আনয়ন করিয়াছি। ইনি যোগিনীগণে পরিবৃতা হইয়া উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এইভাবে চারি মহাশক্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইঁহারা

২২॥ ততশ্চ নব যে দুর্গাঃ সমানীতাঃ শৃণুষ তাঃ॥ ২৩॥ ত্রিপুরা নাম পরমা দেবী স্বাগুর্ষ্যা পুরা। আবিষ্টস্ত্রিপুরং নিন্থে ভস্মস্তং জগদীশ্বরঃ॥ ২৪॥ ত্রিপুরেতি ততস্তাং তু প্রোক্তবান্ ভগবান্ হরঃ। তুষ্টাব চ স্বয়ং তস্মাৎ পূজ্যা সা জগতামপি॥ ২৫॥ সা চারাধ্য সমানীতা ময়ামরে-শ্বরপর্ব্বতাৎ। ভক্তানাং কামদা সাস্তি ভট্টাদিত্য-সমীপতঃ॥ ২৬॥ অপরা চাপি কোলম্বা মহাশক্তিঃ সনাতনী। কোলরূপী যয়াবিষ্টঃ কেশবশ্চোজ্জহার গাম্॥ ২৭॥ তস্মাৎ সা বিষ্ণুনা চোক্তা কোলম্বেতি স্তুতার্চ্চিতা। সা চ দেবী ময়া পার্থ ভক্তিযোগেন তোষিতা॥ ২৮॥ বারাহগিরিসংস্থা মাং সমানীতা চ সাব্রবীৎ। যত্রাহং নারদ সদা তিষ্ঠামি কূপয়ার্থি-নাম্॥ ২৯॥ তত্র কূপেন সংস্থেয়ং রুদ্রাণীসংস্থিতেন বৈ। তং হি কূপং বিনা মহ্যং ন রতির্জায়তে ক্বচিৎ॥ ৩০॥ তস্মাত্তবান্ কূপবরং স্বয়মত্র খন দ্বিজ। এবমুক্তে পার্থ দেব্যা দর্ভমূলেন মে তদা॥ ৩১॥ কূপোঽখানি যত্র সাক্ষাদ্রুদ্রাণী কূপ আবভৌ। ততো ময়া তত্র দেবাঃ স্নাত্বা জপ্ত্বা চ তর্পিতাঃ॥ ৩২॥ পূজিতা চ ততো দেবী কোলম্বা জগদীশ্বরী। পরিতুষ্টা তদা দেবী প্রণতং মাং ততোঽব্রবীৎ॥ ৩৩॥ সদাত্র চাহং স্থাস্যামি প্রসাদং প্রাপিতা ত্বয়া। যে চ কূপেঽত্র সংস্নাত্বা মাঘাষ্টম্যাং বিশেষতঃ॥৩৪॥ পূজয়িষ্যন্তি মাং মর্ত্ত্যাস্তেষাং ছেৎস্যামি দুষ্কৃতম্। সর্ব্বতীর্থময়ো যশ্চ সর্ব্বর্ত্তুকবনে স্থিতঃ॥ ৩৫॥ মেরোঃ সমীপে রুদ্রাণ্যাঃ কূপ এষ স এব চ॥ ৩৬॥ প্রয়াগাদপি গঙ্গায়া গয়ায়াশ্চ বিশেষতঃ। কূপেঽস্মিন্ন-ধিকং স্নানং ময়া নারদ কীর্ত্তিতম্॥ ৩৭॥ তদহং তব বাক্যেন সংস্থিতাত্র তপোধন। গুহেনাথ সরঃ পুণ্যং পালয়িষ্যাম্যতন্দ্রিতা॥ ৩৮॥ কুমারেশং পূজয়িত্বা পূজয়িষ্যন্তি যে চ মাম্। দেবীভিঃ ষষ্টিকোটীভির্ভুতা তেষামভীষ্টদা॥ ৩৯॥ নারদ উবাচ। ইত্যুক্তোঽহং

পূজিত হইলে নিয়ত কাম প্রদান করেন আর রুষ্ট হইলে সংহার করিতে পারেন। ১৫—২২। তারপর আমি এখানে নবদুর্গার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। ত্রিপুরা নামে এক প্রসিদ্ধা পরমা দেবী আছেন। পুরাকালে জগদীশ্বর ত্রিপুরারি তৎকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াই ত্রিপুর ভস্ম করিতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ হর, সেইজন্য উক্ত দেবীকে 'ত্রিপুরা' নামে অভিহিতা করিয়াছেন এবং তিনি নিজে ইহাঁকে স্তবও করিয়াছেন। অতএব নিখিল জগদ্বাসীর পক্ষেই সেই ত্রিপুরার পূজা করা কর্ত্তব্য। আমি আরাধনা করিয়া অমরেশ্বর গিরি হইতে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। সেই ভক্তকামদায়িনী দেবী ভট্টাদিত্যের সমীপেই অবস্থান করিতেছেন। কোলম্বা নামে আর এক সনাতনী মহাশক্তি আছেন; কোল (শূকর) রূপী বিষ্ণু এই শক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া ধরণীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণু তখন ইহাঁকে 'কোলম্বা' নামে অর্চ্চনা ও স্তব করিয়া-ছিলেন। সেই জন্যই তিনি 'কোলম্বা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! তিনি বরাহ গিরিতে বাস করিতেন। আমি তাঁহাকে ভক্তিযোগে সন্তুষ্ট করিয়া এখানে আনিয়াছি। আনিবার সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! আমি যাচকদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যেখানে বাস করি, সেখানে একটী রুদ্রাণীকূপ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেই কূপ না থাকিলে আমার কুত্রাপি কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। হে দ্বিজ! অতএব তুমি স্বয়ংই এখানে একটী কূপ খনন কর। হে অর্জ্জুন! সেই দেবী এই কথা বলিলে তাঁহার কথানুসারে আমি দর্ভমূল দ্বারা সেখানে একটী কূপ খনন করিলাম। সেই কূপে রুদ্রাণী দেবী স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন। অতঃপর আমি সেখানে স্নানান্তে জপ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিলাম। পরে সেই জগদীশ্বরী কোলম্বা দেবীর অর্চ্চনা ও প্রণাম করিতে লাগিলাম। তাহাতে দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তখন আমাকে বলিলেন,—তুমি আমাকে অতিমাত্র পরিতুষ্ট করিয়াছ; তজ্জন্য আমি এখানে সদাই অবস্থান করিব। সাধারণ কালে—বিশেষতঃ মাঘ মাসের অষ্টমীতে এই কূপে স্নান করিয়া যাহারা আমাকে পূজা করিবে, সেই সমস্ত মানবের দুষ্কর্ম্মসমূহ আমি ছেদন করিয়া ফেলিব। সুমেরু পর্ব্বতের নিকট সর্ব্বঋতুজাত ফল-ফুলে সুশোভিত বনে রুদ্রাণী দেবীর যে সর্ব্ব-তীর্থাম্বুময় কূপ আছে, এই কূপকেও সেই কূপ বলিয়া অবধারণ কর। হে নারদ! আমি বলি-তেছি,—প্রয়াগ, গঙ্গা কিম্বা গয়াক্ষেত্র হইতেও এই কূপে স্নানের ফল, অধিক। হে তপোধন! আমি তোমার কথায় এখানে অবস্থান করিলাম, কুমারের সহিত অবধানসহকারে অত্রত্য পুণ্য সরোবর পালন করিব। যাহারা কুমারেশের পূজা করিয়া পরে

পার্থ দেব্যা তদানীং প্রীয়মাণয়া। প্রত্যব্রবং প্রমুদিতঃ কোলম্বাং বিশ্বমাতরম্ ॥ ৪০ ॥ অত্রাস্য মাতা ত্বং দেবি গুপ্তক্ষেত্রস্য কারণম্। তীর্থযাত্রা বৃথা তেষাং নার্চ্চয়ন্তীহ ত্বাং চ যে ॥ ৪১ ॥ ইদং চ যৎ সরঃ পুণ্যং ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি। ঈশ্বরী সরসোঽস্য ত্বং তীর্থস্যাস্য তথেশ্বরী ॥ ৪২ ॥ এব দীর্ঘং তপস্তপ্ত্বা স্থাপিতা ময়কা শুভা। মহাদুর্গা নরৈস্তস্মাৎ পূজ্যেয়ং সততং বুধৈঃ ॥ ৪৩ ॥ তৃতীয়া চ দিশি তস্যাং স্থিতা সংস্থাপিতা ময়া। গুহেন চ কপালেশ্যাঃ প্রভাবোঽস্যাঃ পুরেরিতঃ ॥ ৪৪ ॥ ধন্যাস্তে যে প্রপশ্যন্তি নিত্যমেনাং নরোত্তমাঃ। কপালেশ্বরমভ্যর্চ্চ্য বিশ্বশক্তিরিয়ং যতঃ ॥ ৪৫॥ এবমেতাস্তিস্রো দুর্গাঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি সংস্থিতাঃ। পশ্চিমায়াং প্রবক্ষ্যামি তিস্রো দুর্গা মহোত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ সুবর্ণাক্ষী তু যা দেবী ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী। সা ময়াত্র সমারাধ্য তীর্থে দেবী নিবেশিতা ॥ ৪৭ ॥ যে চৈনাং প্রণমিষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ। ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছক্তিঃ কোটীভির্দ্দেবীভিঃ পূজিতা চ তৈঃ ॥ ৪৮ ॥ অপরা চ মহাদুর্গা চর্চ্চিতা চেতি সংস্থিতা। রসাতলতলাত্তত্র ময়ানীতা সুভক্তিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ইয়মর্চ্চ্যা চ চিন্ত্যা চ বীরত্বং সমভীপ্সুভিঃ। বহুভির্দেবদৈতেয়ৈর্দদৌ তেভ্যশ্চ বীরতাম্ ॥ ৫০ ॥ ইয়মেব মহাদুর্গা শূদ্রকং বীরসত্তমম্। চৌরৈর্বদ্ধং কলৌ চাগ্রে মোক্ষয়িষ্যতি বিক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥ ততস্ত্বেতাং স চারাধ্য বীরেন্দ্রত্বমবাপ্স্যতি। নিহনিষ্যতি চাক্রম্য কালসেনমুখান্ রিপূন্ ॥ ৫২ ॥ তস্মাদিয়ং সমারাধ্যা বীর্য্যকামৈর্নরৈঃ সদা। চর্চ্চিতা যা মহাদুর্গা পশ্চিমায়াং দিশি স্থিতা ॥ ৫৩ ॥ তথা ত্রৈলোক্যবিজয়া তৃতীয়স্যাং দিশি স্থিতা। যামারাধ্য জয়ং প্রাপ্তস্ত্রিলোক্যাং রোহিণীপতিঃ। সোমলোকান্ময়ানীতা পূজিতা জয়দা সদা ॥ ৫৪ ॥ এবমেতাঃ পশ্চিমায়ামুত্তরস্যামতঃ শৃণু। তিস্রো দেব্যশ্চোত্তরস্যামেকবীরামুখাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ একবীরেতি যা দেবী

আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি ষষ্টি কোটি দেবীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার অভীষ্ট সাধন করিব। ২৩—৩৯। নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! সেই কোলম্বাদেবী প্রীত হইয়া আমাকে এইকথা কহিলে আমি তখন মুদিতমানসে সেই জগন্মাতাকে কহিলাম,—হে দেবি! তুমিই এই গুপ্ত ক্ষেত্রের মাতা, একারণ যাহারা তীর্থযাত্রা করিয়া তোমার অর্চ্চনা না করিবে, তাহাদিগের সেই তীর্থযাত্রাই বৃথা হইবে। এই সরোবরও তোমার নামেই প্রখ্যাত হইবে। এই সরোবরে ও এই তীর্থের তুমিই ঈশ্বরী। আমি সুদীর্ঘ তপস্যা করিয়া এইরূপ শুভা মহাদুর্গার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; সেই জন্য বুদ্ধিমান্ নরগণের পক্ষে সতত ইহাদিগের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়া দেবী কপালেশী। তাঁহাকে আমি ও গুহ উভয়েই এখানে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহার প্রভাব তো পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ইনিও পূর্ব্বোক্ত কোলম্বা দেবীর নিকটেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে নরোত্তমগণ কপালেশ্বরকে অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ ইহাকেও দর্শন করে, তাহারা ধন্য হয়। যেহেতু ইনি বিশ্বশক্তি। এই তিন দুর্গা পূর্ব্বদিকে বিরাজমান। পশ্চিমদিকে যে সকল অত্যুত্তম দুর্গাত্রয় আছেন, তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। ব্রহ্মাণ্ডপালনকারিণী যে শক্তি সুবর্ণাক্ষী নামে প্রখ্যাতা, আমি আরাধনা করিয়া তাঁহাকে এখানে স্থাপন করিয়াছি। এই দেবী ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবী দ্বারা পরিবেষ্টিতা। যে জন ইহাকে ভক্তিসহকারে পূজা ও প্রণাম করে, উক্ত দেবীগণ তাহার মঙ্গল বিধান করেন। ৪০—৪৮। অপরা যে মহাদুর্গা আছেন, তাঁহার নাম চর্চ্চিতা। আমি পরম ভক্তিযোগে রসাতল তল হইতে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। যাহারা বীরত্ব কামনা করে, তাহাদিগের পক্ষে এই দেবীর ধ্যান ও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। বহু দেবতা ও দৈত্য ইহার আরাধনা করিয়াছেন, ইনিও তাহাদিগকে বীরত্ব প্রদান করিয়াছেন। এই মহাদুর্গাই ভাবিকালে বীরসত্তম শূদ্রক, চৌরগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে বিক্রম প্রকাশে তাহাকে মোচন করিবেন। তার পর সেই শূদ্রক ইহার আরাধনা করিয়া বীরেন্দ্রত্ব লাভ করিবে এবং বিক্রমপ্রকাশে কালসেনপ্রমুখ রিপুবর্গের বিনাশ সাধন করিবে। অতএব বীর্য্যকামী নরগণের পক্ষে সতত ইহার আরাধনা করা আবশ্যক। পশ্চিমদিকে যে চর্চ্চিতা দেবী আছেন, তাঁহারই পার্শ্বে তৃতীয়াদুর্গা—ত্রৈলোক্যবিজয়া বিরাজমানা। রোহিণীপতি শশধর ইহারই আরাধনা করিয়া ত্রৈলোক্যে জয় লাভ করিয়াছিলেন। আমি সোমলোক হইতে তাহাকে আনিয়াছি। ইহার পূজা করিলে ইনি সতত জয় প্রদান করেন। ইহারা এই ভাবে পশ্চিম দিকে আছেন। এক্ষণে যাঁহারা উত্তর দিকে আছেন, তাঁহাদিগের কথা শুন। উত্তর দিকে একবীরা প্রভৃতি তিন

সাক্ষাৎ সা শিবপূজিতা। যয়াবিষ্টো জগৎ সর্ব্বং সংহরত্যেষ ভূতরাট্ ॥ ৫৬॥ বীর্য্যেণ হ্যেকবীরয়াঃ কৃত্বা লোকাংশ্চ ভস্মসাৎ। যুগৈকাদশপূর্ণন্তে বিলক্ষ্যোহভূৎ স ভস্মনি ॥ ৫৭ ॥ এবংবিধা হ্যেকবীরা শক্তিরেষা সনাতনী। পূজিতারাধিতা চৈব সর্ব্বাভীপ্সিতদা নৃণাম্ ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মলোকাৎ সমানীতা ময়ারাধ্যাত্র ভারত। নামকীর্ত্তনমপ্যস্যা দুষ্টানাং ঘাতনং বিদুঃ ॥ ৫৯ ॥ দ্বিতীয়া হরসিদ্ধ্যাখ্যা দেবী দুর্গা মহাবলা। শীকোত্তরাৎ সমারাধ্য ময়ানীতাত্র পাণ্ডব ॥ ৬০ ॥ যদা শীকোত্তরস্থেন পার্ব্বত্যা প্রার্থিতেন চ। রুদ্রেণ ডাকিনীমন্ত্রঃ প্রোক্তো দেব্যাঃ কৃপালুনা ॥ ৬১ ॥ তদা মন্ত্রপ্রভাবেণ মোহিতা গিরিজা সতী। তমেবাক্রম্য মাংসঞ্চ শোণিতঞ্চ ভবং পপৌ ॥ ৬২ ॥ ততো রুদ্রশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তার্ত্তিনাশিনী। হরসিদ্ধির্মহাদুর্গা মহামন্ত্রবিশারদা ॥ ৬৩ ॥ সা সহস্রভুজা দেবী সমাক্রম্যাভিপীড্য চ। মোক্ষয়ামাস গিরিশমশাপয়ত তাং তথা ॥ ৬৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি সা লোকে হরসিদ্ধিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। দেবীনাং ষষ্টিকোটীভিরাবৃতা পূজ্যতে সুরৈঃ ॥ ৬৫ ॥ এতামারাধ্য সুগ্রীবপ্রমুখা দোষনাশিনীম্। অভূবন সুমহাবীর্য্যা ডাকিনীসঙ্ঘনাশনাঃ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদেতাং পূজয়েত্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। ডাকিন্যাদ্যা ন সর্পন্তি হরসিদ্ধেরনন্তরম্ ॥ ৬৭ ॥ তৃতীয়েশানকোণস্থা চণ্ডিকা নবমী স্থিতা। বাগীশোঽপি লভেৎ পারং নৈব যস্যাঃ প্রবর্ণনে ॥ ৬৮ ॥ যা পুরা পার্ব্বতীদেহাদ্বিনিঃসৃত্য মহাসুরৌ। চণ্ডমুণ্ডৌ নিহত্যৈব ভক্ষয়ামাস ক্রোধতঃ ॥ ৬৯ ॥ অক্ষৌহিণীশতং হ্যেকং চণ্ডমুণ্ডৌ চ তাবুভৌ। নাপূর্য্যাতৈকগ্রাসোঽস্যাঃ কিংলক্ষ্যা যা স্থিয়ং হি সা ॥ ৭০ ॥ ইয়মেবান্ধকানাঞ্চ তৃষিতা শোণিতং পুনঃ। পপৌ ততো নিজগ্রাহ চান্ধকং ভগবান্ ভবঃ ॥ ৭১ ॥ ইয়ঞ্চ রক্তবীজানাং কৃত্বা পানঞ্চ রক্তজম্। অর্ব্বুদানাং চ কোটীভির্দৈত্যানাং পাপকর্ম্মিণাম্ ॥ ৭৩ ॥ অর্পয়ামাস তং দেব্যাশ্চামুণ্ডাপীতশোণিতম্। এষা তৃপ্যতি ভক্তানাং

দেবী বিরাজিতা। একবীরা দেবীসাক্ষাৎ শঙ্কর কর্ত্তৃক পূজিতা। সেই ভূতনাথ এই দেবী কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াই সমগ্র জগতের সংহার সাধন করেন। তিনি এই একবীরা দেবীর প্রভাবেই লোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া পরে একাদশ যুগান্তে সেই ভস্মরাশি মধ্যে প্রকটমূর্ত্তি হন। এইরূপ প্রভাবশালিনী সনাতনী একবীরা শক্তির আরাধনা ও অর্চ্চনা করিলে তিনি নরগণকে সর্ব্ব-বাঞ্ছিত প্রদান করেন। হে ভারত। আমি আরাধনাপ্রভাবে ব্রহ্মলোক হইতে ইঁহাকে এখানে আনিয়াছি; ইঁহার নামকীর্ত্তনেও দুষ্ট-দমন হয়, ইহা সুধীগণ অবগত আছেন। ৪৯—৫৯। দ্বিতীয়া দুর্গার নাম হরসিদ্ধা। এই দেবী মহাবল-শালিনী। হে অর্জ্জুন! আমি ইঁহাকে আরাধনা- [illegible]

ডাকিনীমন্ত্র প্রদান করিলে পর সেই মন্ত্রপ্রভাবে সতী গিরিনন্দিনী মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রুদ্র দেবকে আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় দেহ হইতে মাংস-শোণিত পান করিতে লাগিলেন। পরে রুদ্রদেবের শরীর হইতে সহস্রভুজা ক্লেশনাশিনী মহামন্ত্রবিশারদা মহাদুর্গা হরসিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হন এবং পার্ব্বতীকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া গালি দিতে দিতে রুদ্রদেবকে তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ করেন। সেই হইতেই তিনি হরসিদ্ধি নামে কীর্ত্তিত হন। ইনি ষষ্টিকোটি দেবীগণে পরিবেষ্টিতা। সুরগণ সতত ইঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই দোষনাশিনী হরসিদ্ধি দেবীর আরাধনা করিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ বহুব্যক্তি সুমহৎ বীর্য্যশালী হইয়া ডাকিনীসমূহনাশনে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব বাক্য, মন এবং কর্ম্ম দ্বারা ইঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য; তাহাতে ডাকিনীগণ কদাচ তাহার নিকটে যায় না। ইঁহার পর তৃতীয়া দেবী চণ্ডিকা ঈশানকোণে বিরাজমানা। ইনি নবমী দুর্গা। ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনে বৃহস্পতিও সম্যক্ পারদর্শী নহেন। পূর্ব্বে ইনি পার্ব্বতীর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে সক্রোধে [illegible] ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই চণ্ড ও [illegible] অক্ষৌহিণী [illegible] ইঁহার পূর্ণ এক- [illegible]। সুতরাং ইনি যে, কিরূপ প্রভাব-শালিনী তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝ। ইনিই তৃষিত হইয়া অন্ধকগণের শোণিত পান করিয়াছিলেন, তার পর ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হন। এই চামুণ্ডাই রক্তবীজের এবং তদীয় রক্তজ পাপিষ্ঠ—কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দৈত্যের রক্ত পান করিয়া তাহাদিগকে হতবীর্য্য করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবী তাহাকে সংহার করিতে

প্রণামেনাপি ভারত। কুণ্ডং চাস্যা ময়া দেব্যাঃ পুণ্যং নিষ্পাদিতং শুভম্। যত্র বৈ স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥ হরিসিদ্ধির্দ্দেবসিদ্ধির্ধর্ম্মসিদ্ধিশ্চ ভারত। বিবিধা প্রাপ্যতে সিদ্ধিস্তীর্থেহস্মিং-শ্চণ্ডিকারতৈঃ ॥ ৭৫ ॥ যশ্চ পূজয়তে দেবীং স্বল্পেন বহুনাপি বা। কাত্যায়নী কোটিশতৈর্ব্বৃতা তস্য বিভূতিদা ॥ ৭৬ ॥ এবমেতা মহাদুর্গা নব তীর্থেহত্র সংস্থিতাঃ। চতস্রশ্চাপি দিগ্দেব্যো নিত্যমর্চ্চ্যাঃ শুভেপ্সুভিঃ ॥ ৭৭ ॥ আশ্বিনস্য চ মাসস্য নবরাত্রে বিশেষতঃ। উপোষ্য চৈকভক্তৈর্ব্বা দেবীস্তেতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ বলিপূপকনৈবেদ্যৈস্তর্পণৈর্ধূপগন্ধিভিঃ। তস্য রক্ষাঞ্চ বন্ত্যেতা রথ্যাসু ত্রিকচত্বরে ॥ ৭৯ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নোপকুর্য্যুঃ প্রপীড়নম্। আপদো বিদ্রবন্ত্যাশু যোগিন্যো নন্দয়ন্তি তম্ ॥ ৮০ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৮১ ॥ আসাং যঃ কুরুতে ভক্তিং নরো নারী চ শ্রদ্ধয়া। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যাংশ্চিন্তয়তি চেতসি ॥ ৮২ ॥ কামগব্য ইমা দেব্যশ্চিন্তামণিনিভাস্তথা। কল্পবল্ল্যোহথ ভক্তানাং প্রতিচ্ছন্দোহত্র নৈব হি ॥ ৮৩ ॥ তথাত্র ভূতমাতাস্তি হরসিদ্ধেস্তু দক্ষিণে। তস্যা মাহাত্ম্যমতুলং সঙ্ক্ষেপাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৮৪ ॥ পূর্ব্বং কিল গুহো বিদ্বান পুণ্যে সারস্বতে তটে। ভূতপ্রেতপিশাচানামাধিরাজেঽভ্যষিচ্যত ॥ ৮৫ ॥ স চ সর্ব্বাণি ভূতানি মর্য্যাদায়ামধারয়ৎ। এতদন্নং প্রদাস্যৈব কৃপয়া ভগবান্ গুহঃ ॥ ৮৬ ॥ যদমন্ত্রহুতং কিঞ্চিদ্দেবাহ্যং চ যৎকৃতম্। অশ্রদ্ধয়া চ ক্রোধেন তদ্বস্তৃপ্ত্যৈ ভবিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥ ততস্তনেন ভোগেন তানি নন্দন্তি কৃৎস্নশঃ। ততঃ কেনাপি কালেন শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া কৃতম্ ॥ ৮৮ ॥ পুণ্যং তান্যেব ভূতানি গ্রসন্ত্যাক্রম্য দেবতাঃ। ততো দেবাঃ ক্ষুধার্ত্তাস্তে গুহায়ৈতন্ন্যবেদয়ন ॥ ৮৯ ॥ স বৈ তদাকর্ণ্য ক্রুদ্ধো গুহঃ কাল ইবাভবৎ। তস্য ক্রুদ্ধস্য ক্রপদ্মমধ্যাৎ কাচিদ্বিনির্গতা ॥ ৯০ ॥ জ্বালামালা-সুদুর্দ্দর্শা

সমর্থ হন। হে ভারত! এই দেবী ভক্তগণের প্রণামেই সন্তুষ্টা হন। আমি এই মহাদেবীর একটী শুভ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছি, উহার জল স্পর্শমাত্রেই সর্ব্বতীর্থফল লাভ হয়। চণ্ডিকার ভক্তগণ এই তীর্থে হরসিদ্ধি, দেবসিদ্ধি ও ধর্ম্মসিদ্ধি,—এই ত্রিবিধ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। সামান্য উপচারে কিম্বা বিশেষ উপচারে, যে ভাবেই হউক ইহাঁর অর্চ্চনা করিলে শতকোটি পরিবারযুক্তা কাত্যায়নী দেবী মানবকে বিভূতি প্রদান করিয়া থাকেন। ৬০—৭৬। এই ভাবে এই তীর্থে নবদুর্গা ও দিগ্দেবীচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শুভকামী জনগণের পক্ষে নিয়ত ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের নবরাত্রিতে উপবাস অথবা একাহার করিয়া এই দেবীগণের বলি পিষ্টক নৈবেদ্য তর্পণ ও ধূপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করা আবশ্যক। এরূপ করিলে এই দেবীগণ তাহাকে পথে, ত্রিকে ও চত্বারাদি স্থানে সতত রক্ষা করেন। ভূত প্রেত পিশাচাদি কদাচ তাহার কোনও পীড়া ঘটাইতে পারে না। তাহার সমস্ত আপদ্ বিদূরিত হয়। যোগিনীগণ তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। পুত্রার্থী পুত্র ও ধনার্থী ধন লাভ করে। রোগার্ত্ত ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। নর বা নারী যে কেহ ইহাঁদিগের প্রতি ভক্তি করিলে মনে মনে যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দেবীগণ ভক্তদিগের কামধেনু, চিন্তামণি ও কল্পলতার তুল্য; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।৭৭—৮৩। হরসিদ্ধির দক্ষিণদিকে ভূতমাতা দেবী বিরাজমানা। তাঁহার মহাত্ম্য অতুলনীয়। আমি তোমাকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। পুরাকালে কুমারদেব পুণ্য সরস্বতীতটে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির রাজত্বে অভিষিক্ত হন। তিনি অভিষিক্ত হইয়া কৃপাবশে সেই সমস্ত প্রাণীকে তাহাদিগের অন্নাদি কল্পনা করিয়া মর্য্যাদায় সংস্থাপন করেন। মন্ত্র ব্যতীত যাহা হোম করা যায়, বেদবিধি ব্যতীত যাহা করা যায়, আর অশ্রদ্ধায় বা ক্রোধবশে যাহা দান করা যায়, তৎসমস্তই তোমাদিগের তৃপ্তিবিধায়ক হইবে। ভগবান্ গুহ সেই ভূতাদিকে এই বলিয়া তাহাদিগের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। তদবধি তৎসমস্ত ভোগে উহারা সতত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। তারপর কালক্রমে উহারা শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় যে কিছু পুণ্য অনুষ্ঠিত হইত, তৎসমস্তও গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে দেবগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কুমারকে যাইয়া নিবেদন করিলেন। কুমার তাহা শুনিয়া ক্রোধে কালবৎ ভীষণমূর্ত্তি হইলেন। তখন তদীয় ক্রপদ্ম

নারী দ্বাদশলোচনা। সা চ প্রণম্য তং প্রাহ তব শক্তিরহং প্রভো। শীঘ্রমাদিশ মাং কৃত্যে কিং করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ৯১ ॥ স্কন্দ উবাচ। এতৈর্ভূতগণৈঃ পাপৈরুল্লঙ্ঘ্য মম শাসনম্ ॥ ৯২ ॥ মনুষ্যাদত্তং সকলং ভুজ্যতে স্বেচ্ছয়াধমৈঃ। শীঘ্রমেতানি ত্বং তস্মান্মর্য্যাদায়ামুপানয় ॥ ৯৩ ॥ এতাস্ত্বামনুব্রজিষ্যন্তি দেব্যঃ কোটিশতং শুভে। ততস্তথেতি সা চোক্তা দেবীভিঃ সংবৃতা তদা ॥ ৯৪ ॥ ময়ূরং সমুপাস্থায় গুহশক্তিঃ সমাগতা। সরোজবনমাসাদ্য ভূতসঙ্ঘানপশ্যত ॥ ৯৫ ॥ জঘান চ সমাসাদ্য দেবী নানাবিধায়ুধৈঃ। ততঃ প্রেতপিশাচাদ্যা হন্যমানা মহারণে ॥ ৯৬ ॥ প্রসাদয়ন্তি তাং দেবীং নানাবেশৈঃ সুদীনবৎ। কেচিদ্ব্রাহ্মণবেশৈশ্চ তাপসানা তথোক্তিভিঃ ॥ ৯৭ ॥ নৃত্যন্তি দেবি পদ্মাক্ষি প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ। ততঃ প্রসন্না সা দেবী ব্রিয়তাং স্বেচ্ছয়াহ তান ॥ ৯৮ ॥ তাং তে প্রোচুস্ত্রাহি নস্ত্বং ভূতমাতা ভবেশ্বরি। মর্য্যাদা নৈব ত্যক্ষ্যামো বয়ং স্কন্দবিনির্ম্মিতাম্ ॥ ৯৯ ॥ যে চৈবং ত্বাং তোষয়িষ্যন্তি তেষাং দেহি বরান সদা ॥ ১০০ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। বৈশাখে দর্শদিবসে যে চৈবং তোষয়ন্তি মাম্। অরিষ্টাভরণৈঃ পুষ্পৈর্দধিভক্তৈশ্চ পূজনৈঃ। তেষাং সর্বোপসর্গা বৈ যাস্যন্তি বিলয়ং স্ফুটম্ ॥ ১০১ ॥ এবং দত্ত্বা বরং দেবী মুমুদে ভূতসংবৃতা। এবংপ্রভাবা সা দেবী ময়ানীতাত্র ভারত ॥ ১০২ ॥ য এনাং প্রণমেন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বারিষ্টৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১০৩ ॥ এবংপ্রভাবাঃ পরিকীর্ত্তিতা ময়া সমাসতস্তীর্থবরেঽত্র দেব্যঃ। চতুর্দশৈবার্জ্জুন পূজিতা যাশ্চতুর্দ্দশস্থানবরৈর্নৃমুখ্যৈঃ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীদেব্যাখ্যানবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

মধ্য হইতে জ্বালামালাকুলা দুর্দ্দর্শা দ্বাদশলোচনা এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই রমণী কুমারকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রভো! আমি আপনার শক্তি; শীঘ্র আমাকে কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমি আপনার কোন্ অভীষ্ট সাধন করিব। ৮৪—৯১। কুমার কহিলেন,—এই পাপিষ্ঠ ভূতগণ আমার আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে মনুষ্যদত্ত সমস্তই ভোজন করিতেছে; অতএব তুমি এই সকল পাপিষ্ঠকে অবিলম্বে মর্য্যাদায় স্থাপন কর। শুভে। এই কোটি শত কোটি দেবী তোমার অনুগমন করিবেন। সেই কুমারশক্তি তখন তাহাই করিতেছি বলিয়া সেই শত কোটী দেবী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ময়ূরারোহণে পদ্মবনে যাইয়া ভূতসমূহ অবলোকন করিলেন এবং বিবিধ আয়ুধপ্রহারে তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই মহারণে প্রেত-পিশাচাদি হন্যমান হইয়া বিবিধ বেশ ধারণপূর্ব্বক দীনভাবে দেবীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিতে লাগিল। কেহ ব্রাহ্মণবেশে, কেহ বা তাপসবেশে তাঁহার নিকট যাইয়া "হে দেবি, পদ্মাক্ষি! প্রসন্ন হউন" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে সেই দেবী প্রসন্না হইয়া কহিলেন,—তোমরা কি বর চাও, গ্রহণ কর। তাহারা কহিল,—দেবি আমাদিগকে রক্ষা কর; হে ঈশ্বরি! তুমি ভূতগণের মাতা হও; আমরা কদাচ স্কন্দনির্ম্মিত মর্য্যাদা পরিহার করিব না। আর যাহারা এইভাবে আপনার সন্তোষ সাধন করিবে, আপনি তাহাদিগকে সদাই বরদান করিবেন। ৯২—১০০। দেবী কহিলেন,—যাহারা বৈশাখমাসের অমাবস্যায় শুভ আভরণ পুষ্প দধি ভোজ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া আমার সন্তোষ সাধন করিবে, তাহাদিগের সমস্ত উপসর্গ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। সেই দেবী এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ভূতগণ সহ বিহার করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই দেবীর প্রভাব এইরূপ। আমি তাঁহাকে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। যে মানব ইঁহাকে প্রণাম করে, সে সমস্ত অরিষ্ট হইতে মুক্ত হয়। হে অর্জ্জুন! এই তীর্থবরে প্রতিষ্ঠিত চতুর্দ্দশ দেবীর প্রভাব এই আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইঁহারা সেই সেই চতুর্দ্দশ স্থানে চতুর্দ্দশ প্রধান মনুষ্য কর্ত্তৃক পূজিত হন। ১০১—১০৪।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সোমনাথমহিং স্ফুটম্। শৃণ্বন যাং কীর্ত্তয়িষ্যামি পাপমোক্ষম-

---

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অতঃপর সোমনাথের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিলে

বাপ্নুয়াৎ॥ ১॥ পুরা ত্রেতাযুগে পার্থ চোলদেশ-সমুদ্ভবৌ। ঊর্জ্জয়ন্তশ্চ প্রালেয়ো বিপ্রাবাস্তাং মহাদ্যুতী॥ ২॥ তাবেকদা পুরাণার্থে শ্লোকমেকমপশ্যতাম্। তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাবাস্তাং কণ্টকিতত্বচৌ॥ ৩॥ প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি পুলস্ত্যায়াহ পদ্মভূঃ। ন যৈস্তত্রাপ্লুতং চৈব কিং তৈস্তীর্থমুপাসিতম্॥ ৪॥ ইতি শ্লোকং পঠিত্বা তৌ পুনঃপুনরভিষ্টুতম্। তত্রৈব চ প্রভাসায় নিঃসৃতৌ দ্রাতৃস্নেহমৌ॥ ৫॥ তৌ বনানি নদীশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ। মহর্ষিগণ-সংকীর্ণামুত্তীর্ণৌ নর্ম্মদাং শিবাম্॥ ৬॥ গুপ্তক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং মহীসাগরসঙ্গমম। তত্র শ্রুত্বা প্রভাসায় তন্মধ্যেন প্রতস্থতুঃ॥ ৭॥ ততো মার্গস্য শূন্যত্বাত্তৃট্-ক্ষুধাপীড়িতৌ ভৃশম্। তাস্তাং নিচেতনৌ বিপ্রৌ সিদ্ধলিঙ্গসমীপতঃ॥ ৮॥ সিদ্ধনাথং নমস্কৃত্য সম্প্রযাতৌ সুদুঃখিতঃ। ক্ষুধাবেগেন তীব্রেণ তৃষা মধ্যার্কতাপিতৌ॥ ৯॥ সহসা পতিতৌ ভূমৌ স্থূণপাদৌ বিমূর্চ্ছিতৌ। ততো মুহূর্ত্তাৎ প্রালেয় ঊর্জ্জয়ন্তমভাষত॥ ১০॥ কিঞ্চিদ্বিশ্বস্ত ধৈর্য্যাচ্চ সখে কিং ন শ্রুতং ত্বয়া। যথা যথা বিবর্ণাঙ্গো জায়তে তীর্থযাত্রয়া॥ ১১॥ তথাতথা ভবেদ্দানৈর্দীনঃ সোমেশ্বরো হরঃ। তথাস্তাং লুণ্ঠমানৌ তাবেবমুক্তে শ্রুতেঽপি চ॥ ১২॥ লুণ্ঠমানো জগামৈব প্রালেয়ঃ কিঞ্চিদন্তরে। উত্থিতং সহসা লিঙ্গং ভূমিং ভিত্ত্বা সুদুর্দশম্॥ ১৩॥ খে বাণী চাভবত্তত্র পুষ্পবর্ষপুরঃসরা। প্রালেয় তব হেতোস্তু সোমনাথসমং ফলম্। উত্থিতং সাগরতটে লিঙ্গং তিষ্ঠাত্র সুব্রত॥ ১৪॥ প্রালেয় উবাচ। যদ্যেবং সত্যমেতচ্চ তথাপ্যাত্মা প্রকল্পিতঃ॥ ১৫॥ প্রভাসায় প্রয়াতব্যং যদামৃত্যোর্ময়া স্ফুটম্। ততশ্চৈবোজ্জয়ন্তোঽপি মূর্চ্ছাভাবাল্লুঠন্ পুরঃ॥ ১৬॥ অপশ্যত্থিতং লিঙ্গং স চৈবং প্রত্যপদ্যত। ততঃ প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তো ভবশ্চক্রে তয়োর্দৃঢে॥ ১৭॥ দৃষ্ট্যা তনূ ততো যাতৌ প্রভাসং শিবসদ্ম চ।

মানব পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়। হে পার্থ। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে চোল দেশে ঊর্জ্জয়ন্ত ও প্রালেয় নামে মহা প্রভাবশালী দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা তাঁহারা একটী পুরাণ শ্লোক অবলোকন করিলেন। তাঁহারা সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও সেই শ্লোক দেখিয়া তাঁহাদিগের রোমাঞ্চ হইল। শ্লোকটী এই যে, "পদ্মজন্মা ব্রহ্মা, পুলস্ত্যকে প্রভাসাদি তীর্থের বিবরণ বলিয়াছেন। যাহারা সেই প্রভাসতীর্থে অবগাহন করে নাই, তাহারা কি তীর্থ করিয়াছে?" তাঁহারা এই শ্লোক পাঠ করিয়া বারম্বার প্রভাসের প্রশংসা করিয়া তখনই প্রভাসে যাত্রা করিলেন! তাঁহারা নানা নদী ও বিবিধ বানন অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে মহর্ষিগণাকীর্ণা শুভা নর্ম্মদা নদী পার হইলেন। সেখানে গুপ্তক্ষেত্রে মহীসাগর সঙ্গমের মাহাত্ম্য শুনিয়া সেই গুপ্তক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই প্রভাসে যাইতে আরম্ভ করিলেন। সে পথ জনশূন্য; সুতরাং যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। সেই স্থান সিদ্ধ-লিঙ্গের নিকটবর্ত্তী। ক্রমে তাঁহারা সিদ্ধনাথকে প্রণতি করিয়া অতি ক্লেশেই যাইতে লাগিলেন। অরিরিক্ত পথ-পর্য্যটন হেতু তাঁহাদিগের পদদ্বয় ফুলিয়াছিল; চলিবার শক্তি ছিল না। তখন মধ্যাহ্নকাল; তাঁহারা সূর্য্যতাপে প্রতপ্ত ও তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একস্থানে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে প্রালেয় ধৈর্য্যাবলম্বনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ঊর্জ্জয়ন্তকে কহিলেন, সখে! তুমি কি শুন নাই যে, তীর্থযাত্রী ব্যক্তি পথক্লেশে যেমন যেমন বিবর্ণাঙ্গ হয়, সোমেশ্বর শঙ্করও তেমনি তেমনি তাহাদিগকে সুকৃত দানে স্বয়ং দীন হইতে থাকেন। এই কথা বলিয়া এবং শুনিয়া উভয়েই গড়াইতে গড়াইতে যাইতে লাগিলেন। উর্জ্জয়ও কিঞ্চিৎ অগ্রে এবং প্রালেয় তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়াই সেইভাবে যাইতে লাগিলেন। সহসা ভূমি ভেদ করিয়া সেখানে একটী সমুজ্জ্বল লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল এবং পুষ্পবৃষ্টিসহকারে আকাশবাণী হইল যে, হে প্রালেয়। তোমার নিমিত্ত এই সাগরতটে সোমনাথসদৃশ ফলদায়ক লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। হে সুব্রত। তুমি এখানেই অবস্থান কর। ১—১৪। প্রালেয় কহিলেন,—যদিও ইহা সত্য বটে, তথাপি প্রভাস গমনার্থ সংকল্প করিয়াছি বলিয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, নিশ্চয়ই তাবৎ সেই প্রভাসোদ্দেশেই যাইব। তারপর উজ্জয়ন্তও গড়াইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে পূর্ব্ববৎ উত্থিত একটী লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়াই ভগবান শঙ্কর তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। তিনি সুবিমল দৃষ্টিপাতে তাঁহাদিগের উভয়েরই শরীর সুদৃঢ় করিয়া দিলেন। তারপর তাঁহারা প্রভাসে শিবনিবাসে যাইতে সক্ষম হই-

স্তাবেতৌ সোমনাথৌ দ্বৌ সিদ্ধেশ্বরসমীপতঃ॥ ১৮॥ উর্জ্জয়ন্তঃ প্রতীচ্যাঞ্চ প্রালেয়স্ত্বেশ্বরোঽপরঃ। সোমকুণ্ডাম্ভসি শনৈঃ স্নাত্বার্ণবমহীজলে॥ ১৯॥ সোমনাথদ্বয়ং পশ্যেজ্জন্মপাপাৎ প্রমুচ্যতে। ব্রহ্মাত্র স্থাপয়িত্বা তু হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্॥ ২০॥ মহী-নগরকে লিঙ্গং পাতালাৎ সুমহনোহরম্। তুষ্টাব দেবং প্রয়তঃ স্তুতিং তাং শৃণু পাণ্ডব॥ ২১॥ নমস্তে ভগবন্ রুদ্র ভাস্করামিততেজসে। নমো ভবায় রুদ্রায় রসাযাম্বুময়ায় তে॥ ২২॥ শর্ব্বায় ক্ষিতিরূপায় সদা সুরভিণে নমঃ। ঈশায় বায়বে তুভ্যং সংস্পর্শায় নমোনমঃ॥ ২৩॥ পশূনাং পতয়ে চাপি পাবকায়াতি-তেজসে। ভীমায় ব্যোমরূপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ॥ ২৪॥ মহাদেবায় সোমায় অমৃতায় নমোঽস্তু তে। উগ্রায় যজমানায় নমস্তে কর্ম্মযোগিনে॥ ২৫॥ ইত্যেবং নামভির্দিব্যৈঃ স্তব এব উদীরিতঃ। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি পিতামহকৃতং স্তবম্॥ ২৬॥ হাটকেশ্বরলিঙ্গস্য নিত্যঞ্চ প্রযতো নরঃ। অষ্টমূর্ত্তেঃ স সাযুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৭॥ হাটকেশ্বর-লিঙ্গঞ্চ প্রযতো যঃ স্মরেদপি। তস্য স্যাদ্বরদো ব্রহ্মা তেনেদং স্থাপিতং জয়॥ ২৮॥ এবংবিধানি তীর্থানি মহীসাগরসঙ্গমে। বহূনি সন্তি পুণ্যানি সংক্ষেপাদ্বর্ণিতানি মে॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে স্তম্ভতীর্থমাহাত্ম্যে সোমনাথবৃত্তান্ত-বর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

লেন। সেই দুই সোমনাথ,সিদ্ধেশ্বরের সমীপে বিরাজমান রহিয়াছেন। উর্জ্জয়ন্তের সোমনাথ পশ্চিমদিকে আর প্রালেয়ের সোমনাথ পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত। মানব সোমকুণ্ডের ও মহীসাগরের জলে স্নান করিয়া সেই সোমনাথদ্বয় দর্শন করিলে আজন্মকৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, পাতাল হইতে আনিয়া অতিসুন্দর হাটকেশ্বর লিঙ্গের এই ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর উঁহার যে স্তব করিয়াছিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! এক্ষণে তুমি সেই স্তব শুন। ১৮—২১। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্ আপনাকে নমস্কার। হে রুদ্র! আপনি ভাস্করসম তেজঃশালী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, রুদ্র রাস, অম্বুময়, শর্ব্ব, সুরভি, আপনাকে নমস্কার; আপনি ক্ষিতি-রূপী, আপনাকে সতত নমস্কার। আপনি ঈশ ও বায়ু, আপনাকে নমস্কার; আপনিই সংস্পর্শ, আপনাকে নমস্কার; আপনি পশুপতি, অতি তেজস্বী পাবক, ভীম, শব্দমাত্র ও ব্যোমরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাদেব, সোম, ও অমৃত; আপনাকে নমস্কার। আপনি উগ্র, যজমান ও কর্ম্মযোগী, আপনাকে নমস্কার। হে অর্জ্জুন! পিতামহ কৃত সেই স্তব এই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শঙ্করের কতিপয় নাম-সম্বলিত। যে মানব নিয়ত প্রযত-ভাবে এই পিতামহ-কৃত হাটকেশ্বর স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, সে অষ্টমূর্ত্তির সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। হে অর্জ্জুন! হাটকেশ্বর লিঙ্গ, যদি কেহ পবিত্রভাবে স্মরণও করে, তবে ব্রহ্মা তৎপ্রতি বরদাতা হন, সেইজন্যই উহা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীসাগরসঙ্গমে এবম্বিধ প্রভাবশালী অনেকানেক পুণ্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। ২২—২৯।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। অত্যদ্ভুতানি তীর্থানি লিঙ্গানি চ মহামুনে। শ্রুত্বা তব মুখাম্ভোজাদ্ভৃশং মে হৃষ্যতে মনঃ॥ ১॥ মহীনগরকস্যাপি স্থাপিতস্য ত্বয়া মুনে। যানি তীর্থানি মুখ্যানি তানি বর্ণয় মে প্রভো॥ ২॥ নারদ উবাচ। শ্রীমন্মহীনগরকে যানি তীর্থানি ফাল্গুন। তানি বক্ষ্যামি যত্রাস্তে জয়া-দিত্যো রবিঃ প্রভুঃ॥ ৩॥ জয়াদিত্যস্য যো নাম কীর্ত্তয়েদিহ মানবঃ। সর্ব্বরোগাবিনির্ম্মুক্তো লভেৎ

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাত্মন নারদ! আপনার মুখ-কমল হইতে অত্যদ্ভুত লিঙ্গ ও তীর্থনিচয়ের বিবরণ শুনিয়া আমার মনে পরম তৃপ্তি বোধ হইতেছে। হে প্রভো! এক্ষণে আপনার প্রতিষ্ঠিত মহীসাগরের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! যেখানে জয়াদিত্য নামে প্রতাপশালী আদিত্যদেব বিরাজিত, আমি সেই শ্রীমান্ মহীসাগরের তীর্থনিচয় বর্ণন করিতেছি। যে মানব জয়াদিত্যের নামও কীর্ত্তন করে, ইহলোকে সে সমস্ত রোগ

সোঽপি প্রদীপ্তিতম্ ॥ ৪ ॥ যস্য সন্দর্শনাদেব কল্যাণৈরপি পূর্য্যতে। মুচ্যতে চাপ্যকল্যাণৈঃ শ্রদ্ধাবান্ পার্থ মানবঃ ॥ ৫ ॥ তস্য দেবস্য চোৎপত্তিং শৃণু পার্থ বদামি তে। শৃণ্বন্ বা কীর্ত্তয়ন্ বাপি প্রসাদং ভাস্করাল্লভেৎ ॥ ৬ ॥ অহং সংস্থাপ্য সংস্থানমেতৎ কালেন কেনচিৎ। প্রয়াতো ভাস্করং লোকং দর্শনার্থী যদৃচ্ছয়া ॥ ৭ ॥ স মাং প্রণতমাসীনম ভ্যর্চ্চ্যার্ঘ্যেণ ভাস্করঃ। প্রহসন্নিব প্রাদেহং দেবো মধুরয়া গিরা ॥৮॥ কুত আগম্যতে বিপ্র ক চ বা প্রতিগম্যতে। ক চায়ং নারদমুনে কালস্তে বিহৃতোঽভবৎ ॥ ৯ ॥ নারদ উবাচ। এবমুক্তো ভাস্করেণ তং তদা প্রাব্রবং বচঃ। ভারতে বিহৃতঃ খণ্ডে মহীনগরকাদপি। দর্শনার্থং তব বিভো সমায়াতোঽস্মি ভাস্কর ॥ ১০ ॥ রবিরুবাচ। যত্ত্বয়া স্থাপিতং স্থানং তত্র যে সন্তি ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং গুণান্মম ক্রহি কিং গুণা নন্থ তে দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ নারদ উবাচ। এবং পৃষ্টো ভগবতা পুনরেবাব্রবং বচঃ ॥ ১২ ॥ যদি তান্ ভোঃ প্রশংসামি স্বীয়ান্ স্তৌতীতি বাচ্যতা। নিন্দামানর্হান্ কস্মাদ্বা কষ্টমেবোভয়ত্র চ ॥ ১৩ ॥ অথবাপারমাহাত্ম্যে সতি তেষাং মহাত্মনাম্। অল্পে কৃতে বর্ণনে স্যাদ্দোষ এব মহান্ মম ॥ ১৪ ॥ মদর্চ্চিতদ্বিজেন্দ্রাণাং যদি স্যাচ্ছ্রবণেপ্সুতা। ততঃ স্বয়ং বিলোক্যাস্তে গত্বেদং মে মতং রবে ॥ ১৫ ॥ ইতি শ্রুত্বা মম বচো রবিরাসীৎ সুবিস্মিতঃ। স্বয়ং দ্রক্ষ্যামি চোবাচ পুনঃপুনরহর্পতিঃ ॥ ১৬ ॥ সোঽথ বিপ্রতনুং কৃত্বা মাং বিসৃজ্যৈব ভাস্করঃ। প্রতপন্ দিবি যোগাচ্চ প্রয়াতোঽর্ণবরোধসি ॥ ১৭ ॥ জটাং ত্রিষবণস্নানপিঙ্গলাং ধারয়ন্নিব। বৃদ্ধদ্বিজো মহাতেজা দদৃশে ব্রাহ্মণৈর্মম ॥ ১৮ ॥ ততো হারীতপ্রমুখাঃ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনাঃ। উত্থায় ব্রহ্মশালায়াস্তে দ্বিজা দ্বিজমাদেবন ॥১৯॥ নমস্কৃত্য দ্বিজাগ্র্যং তে প্রহর্ষাদিদমব্রুবন্ ॥ ২০ ॥ অদ্য নো দিবসং পুণ্যঃ স্থানমদ্যোত্তমং ত্বিদম্।

হইতে বিমুক্ত এবং সর্ব্ববাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! যে জয়াদিত্যের দর্শনমাত্রেই শ্রদ্ধাবান মানব নিখিল কল্যাণ-ভাজন হয়, এবং অকল্যাণ-নিচয় হইতে বিমুক্তি লাভ করে, হে অর্জ্জুন! সেই জয়াদিত্যদেবের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আমি তোমাকে তাহা যথাযথ বলিতেছি। ইহা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেও মানব ভাস্করের কৃপালাভে সক্ষম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া কিয়ৎকাল পরে একদা ঔৎসুক্যবশে সূর্য্যদর্শনার্থ সূর্য্যলোকে গমন করি। সেখানে ভাস্করদেবকে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলে তিনি অর্ঘ্য দিয়া আমার অর্চ্চনা করিয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি কোথা হইতে আসিলেন এবং কোথায়ই বা যাইবেন? হে মুনিবর নারদ! মারদ এতকাল কোথায়ই বা বিহার করিয়াছেন? নারদ কহিলেন,—ভাস্করদেবের এই কথা শুনিয়া আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম,—বিভো! এতাবৎকাল ভারতভূখণ্ডে বিহার করিতেছিলাম; হে ভাস্কর! সম্প্রতি তত্রত্য মহীনগর হইতে আপনার দর্শন কামনায় এখানে আসিয়াছি।১—১০। রবি কহিলেন,—হে নারদ! আপনি যে স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের গুণ কিরূপ? আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন,—ভগবান্ ভাস্কর এই কথা কহিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম,—হে সূর্য্য! আমি যদি তাঁহাদিগের প্রশংসা করি, তবে "আত্মীয়গণের প্রশংসা করিতেছি" এইরূপ কথা উঠিবার সম্ভাবনা। আর তাহারা নিন্দনীয় নহেন; সুতরাং নিন্দাই বা করিব কেমনে?—উভয়থা কষ্ট উপস্থিত। আর সেই মহাত্মারা অপার গুণশালী হইলে, আমি যদি তাঁহাদিগের অল্প প্রশংসা করি, তাহাতেও আমার মহান্ দোষ ঘটিবে। অতএব আমার পূজিত সেই দ্বিজগণের গুণগণ বিজ্ঞানে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকিলে, আপনি স্বয়ং সেখানে যাইয়া প্রত্যক্ষ করুন। হে ভাস্কর! আমার ইহাই অভিমত। আমার এই কথা শুনিয়া রবি অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং "আমি নিজে যাইয়াই দেখিব" বারম্বার এই কথা কহিলেন। অনন্তর ভাস্কর আমাকে বিদায় দিয়া যোগপ্রভাবে গগনতলে তাপদায়ক মূর্ত্তি রাখিয়া অপর এক ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই সাগরতীর-ভূমে যাত্রা করিলেন। ত্রিসন্ধ্যস্নানে জটা যেমন পিঙ্গলবর্ণ হয়, তিনিও তদ্রূপ সুপিঙ্গ জটাধারণ করিয়া তেজস্বী বৃদ্ধব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে মদীয় ব্রাহ্মণগণেরই নয়নগোচর হইলেন।১১—১৮। তখন হারীতপ্রমুখ দ্বিজগন হর্ষোৎফুল্ললোচনে ব্রহ্মশালা হইতে সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুতগতি তদীয় সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সংঘে এই কথা কহিলেন,—আমাদিগের পক্ষে অদ্য এই দিবস পুণ্য বলিয়া

যত্ত্বয়া বিপ্রপ্রবর স্বয়মাগমনং কৃতম্ ॥ ২১ ॥ ধন্যস্য হি গৃহস্থস্য কৃপয়ৈব দ্বিজোত্তমাঃ। আতিথ্যবেশেণায়ান্তি পাবনার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ তত্ত্বং গেহানি চাস্মাকং পাদচংক্রমণেন চ। দর্শনাদ্ভোজনাৎ স্থানাদস্মাভিঃ সহ পাবয় ॥ ২৩ ॥ অতিথিরুবাচ। ভোজনং দ্বিবিধং বিপ্রা প্রাকৃতং পরমং তথা। তদহং সমাগিচ্ছামি দত্তং পরমভোজনম্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যেতদতিথেঃ শ্রুত্বা হারীতঃ পুত্রমব্রবীৎ। অষ্টবর্ষস্তু কমঠং বেৎসি পুত্র দ্বিজোদিতম্ ॥ ২৫ ॥ কমঠ উবাচ। তাত প্রণম্য ত্বাং বক্ষ্যে তাদৃক্ পরমভোজনম্। দ্বিজঞ্চ তর্পয়িস্যামি দত্ত্বা পরমভোজনম্ ॥ ২৬ ॥ সুতেন কিল জাতেন জায়তে চানৃণঃ পিতা। সত্যং করিষ্যে তদ্বাক্যং সন্তর্প্যাতিথিমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ ভোজনং দ্বিপ্রকারঞ্চ প্রবিভাগস্তয়োরয়ম্। প্রাকৃতং প্রোচ্যতে হ্যেবমন্যৎ পরমভোজনম্ ॥ ২৮ ॥ তত্র যৎ প্রাকৃতং নাম প্রকৃতিপ্রমুখস্য তৎ। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং গণস্যোক্তং হি তর্পণম্ ॥ ২৯ ॥ ষড়্রসং ভোজনং তচ্চ পঞ্চভেদং বদন্তি চ। যেন ভুক্তেন তৃপ্তং স্যাৎ ক্ষেত্রং যদ্দেহলক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥ যথাপরম্পরং নাম প্রোক্তং পরমভোজনম্। পরমঃ প্রোচ্যতে চাত্মা তস্য তদ্ভোজনং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ ততো নানাপ্রকারস্য ধর্ম্মস্য শ্রবণং হি যৎ। তদন্নং প্রোচ্যতে ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শ্রবণৌ মুখম্ ॥ ৩২ ॥ তদ্দাস্যামি দ্বিজাগ্রায় পৃচ্ছ বিপ্র যদিচ্ছসি। শক্তিতস্তর্পয়িষ্যামি ত্বামহং বিপ্রসংসদি ॥ ৩৩ ॥ নারদ উবাচ। কমঠস্যৈতদাকর্ণ্য সোঽতিথির্বচনং মহৎ। মনসৈব প্রশস্যামুং প্রশ্নমেনমথাকরোৎ ॥ ৩৪ ॥ কথং সঞ্জায়তে জন্তুঃ কথঞ্চাপি প্রলীয়তে। ভস্মতামথ সম্প্রাপ্য ক চায়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৫ ॥ কমঠ উবাচ। গুরবে প্রাগুনমস্কৃত্য ধর্ম্মায় তদনন্তরম্। ছন্দোগীতমমুং প্রশ্নং শক্ত্যা বক্ষ্যামি তে দ্বিজ ॥ ৩৬ ॥ জননে ত্রিবিধং কর্ম্ম হেতুর্জন্তোর্ভবেৎ কিল। পুণ্যং পাপঞ্চ মিশ্রঞ্চ সত্ত্বরাজসতামসম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র যঃ সাত্ত্বিকো নাম স স্বর্গং প্রতিপদ্যতে। স্বর্গাৎ কালপরিভ্রষ্টো ধনী ধর্ম্মী সুখী ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ তথা যস্তামসো নাম নরকং প্রতিপদ্যতে। মুক্ত্বা বহ্বীর্যাতনাশ্চ স্থাবরত্বং

গণ্য হইল; অদ্য এই স্থানও উত্তম বলিয়া নিশ্চিত হইল; যেহেতু হে বিপ্রবর! আপনি স্বয়ং এখানে আগমন করিয়াছেন। উত্তম দ্বিজগণ কৃপা করিয়াই ধন্য গৃহস্থগণের গৃহে তাহাদিগের পবিত্রতা বিধানার্থ অতিথিবেশে আগমন করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আপনি দর্শন, ভোজন ও পাদচারণ দ্বারা আমাদের সহিত আমাদের গৃহসমূহ পবিত্র করুন। অতিথি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! ভোজন দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও পরম; তন্মধ্যে আমি আপনাদিগের প্রদত্ত পরম ভোজনই বাঞ্ছা করি। অতিথির এই কথা শুনিয়া হারীত মুনি তাঁহার অষ্টবর্ষীয় কমঠ নামক পুত্রকে কহিলেন,—পুত্র! এই দ্বিজ যাহা কহিলেন, তুমি তাহা বুঝিয়াছ? কমঠ উত্তর করিলেন,—হে তাত! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি,—পরম ভোজন আমি জানি; তদ্দ্বারা এই দ্বিজের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিব। পুত্র জন্মিলে তদ্দ্বারা পিতা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন। আমি এই উত্তম অতিথির তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া সেই বাক্য সত্য করিব। ভোজন দুই প্রকার, প্রাকৃত ও পরম। তন্মধ্যে সাধারণ ভোজনকে প্রাকৃত বলা যায়। উহা দ্বারা প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের তৃপ্তিসাধন হয়। উহা ছয় রস দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাহাও পাঁচ প্রকার; সুধীগণ এইরূপ বলেন। এই প্রাকৃত ভোজনে দেহ নামক ক্ষেত্র তৃপ্ত হইয়া থাকে। ১৯—৩০। আর যে পরম ভোজনের কথা উক্ত হইল, তাহা পরমপদবাচ্য আত্মারই ভোজন। বিবিধ ধর্ম্মকথা শ্রবণই উহার অন্ন, ক্ষেত্রজ্ঞই উহার ভোক্তা এবং কর্ণযুগলই উহার মুখস্বরূপ। এই দ্বিজবরকে আমি তাহা দিব। হে বিপ্র! আপনি যাহা চাহেন বলুন, আমি এই বিপ্রসভামধ্যে আপনাকে যথাশক্তি তর্পিত করিব। নারদ কহিলেন,—সেই অতিথি; কমঠের তাদৃশ উর্জ্জিত বাক্য শ্রবণে মনে মনে তাহার প্রশংসা করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন যে, দেহীরা কিরূপে জন্মে?—কিরূপেই বা মরে? আর ভস্মীভূত হইয়াই বা কোথায় যায়? কমঠ কহিলেন,—হে দ্বিজ! প্রথমতঃ গুরুকে ও পরে ধর্ম্মকে নমস্কার করিয়া আপনার বেদগীত এই প্রশ্নের শক্ত্যনুসারে উত্তর দিতেছি। প্রাণীদিগের জন্ম সম্বন্ধে কর্ম্মই হেতু; সেই কর্ম্ম ত্রিবিধ,—পুণ্য, পাপ ও পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ। উহা আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়াত্মক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্মকারী প্রাণী প্রথমে স্বর্গবাসী হয়; পরে কালক্রমে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ইহলোকে ধনী ধর্ম্মী ও সুখী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। আর তামস কর্ম্মকারী প্রাণী প্রথমতঃ নরকগামী হয়; সেখানে বহু

প্রপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ মহতাং দর্শনস্পর্শৈরুপভোগ-সহাসনৈঃ। মহতা কালযোগেন সংসরন্মানবো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ সোঽপি দুঃখদারিদ্র্যাদৈর্বেষ্টিতো বিকলেন্দ্রিয়ঃ। প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বলোকানাং পাপস্যৈতদ্ধি লক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥ অথ যো মিশ্রকর্ম্মা স্যাত্তির্য্যক্ত্বং প্রতিপদ্যতে। মহতামেব সংসর্গাৎ সংসরন্মানবো ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ যস্য পুণ্যং পৃথুতরং পাপমল্পং হি হি জায়তে। স পূর্ব্বং দুঃখিতো ভূত্বা পশ্চাৎ-সৌখ্যান্বিতো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ পাপং পৃথুতরং যস্য পুণ্যমল্পতরং ভবেৎ ॥ পূর্ব্বং সুখী ততো দুঃখী মিশ্রস্যৈতদ্ধি লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র মানুষসম্ভূতিং শৃণু যাদৃগসৌ ভবেৎ। পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব শুক্রশোণিত-সঙ্গমে ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তো জীবঃ সংসরতে স্ফুটম্। গুণান্বিতমনোবুদ্ধিশুভাশুভসমন্বিতঃ ॥৪৬॥ জীবঃ প্রবিষ্টো গর্ভস্তু কললে প্রতিতিষ্ঠতি। মূঢশ্চ কললে তত্র মাসমাত্রঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়স্তু তথা মাসং ঘনীভূতঃ স তিষ্ঠতি। তস্যা-বয়বনির্ম্মাণং তৃতীয়ে মাসি জায়তে ॥ ৪৮ ॥ অস্থীনি চ তথা মাসি জায়ন্তে চ চতুর্থকে। ত্বগ্ জন্ম পঞ্চমে মাসি ষষ্ঠে রোম্ণাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥ সপ্তমে চ তথা মাসি প্রবোধশ্চাস্য জায়তে। মাতুরাহারপীতঞ্চ সপ্তমে মাস্যুপাশ্নুতে ॥ ৫০ ॥ অষ্টমে নবমে মাসি ভৃশমুদ্বিজতে ততঃ। জরায়ুণা বেষ্টিতাঙ্গো মুখে বদ্ধকরাঙ্গুলিঃ ॥ ৫১ ॥ মধ্যে ক্লীবস্তু বামে স্ত্রী দক্ষিণে পুরুষস্তথা। তিষ্ঠত্যুদরভাগে চ পৃষ্ঠেরধোমুখঃ কিল ॥ ৫২ ॥ যস্যাং তিষ্ঠত্যসৌ যোনৌ তাঞ্চ বেত্তি ন সংশয়ঃ। সর্ব্বং স্মরতি বৃত্তান্তং বহুনাং জন্মনামপি ॥৫৩॥ অন্ধে তমসি কিংদৃশ্যো গন্ধান্মোহং দৃঢ়ং লভেৎ। শীতে মাত্রা জলে পীতে শীতমুষ্ণং তাথোষ্ণকে ॥ ৫৪ ॥ ব্যায়ামে লভতে মাতুঃ ক্লেশং ব্যাধেশ্চ বেদনাম্। অলক্ষ্যাঃ পিতৃমাতৃভ্যাং জায়ন্তে ব্যাধয়ঃ পরাঃ ॥ ৫৫ ॥ সৌকুমার্য্যাদ্রুজং তীব্রাং জনয়ন্তি চ তস্য তে। স্বল্পমপ্যথ তং কালং বেত্তি বর্ষশতোপমম্ ॥ ৫৬ ॥ সন্ত-প্যতে ভৃশং গর্ভে কর্ম্মভিশ্চ পুরাতনৈঃ।

যাতনা ভোগান্তে স্থাবর হইয়া জন্মিয়া থাকে। তারপর মহাজনগণের দর্শন স্পর্শন উপভোগ ও একত্রাবস্থানাদির ফলে দীর্ঘকালান্তে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু মনুষ্যজন্মেও সে বিকলেন্দ্রিয়তা এবং দারিদ্র্যাদি বিবিধ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পাপের এবম্বিধ ফল লোক সকলের প্রত্যক্ষগোচর। ৩১—৪১। আর যে প্রাণী মিশ্র-কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে তির্য্যক্ যোনি লাভ করিয়া মহাজনগণের সংসর্গফলে কালক্রমে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহার পুণ্য অধিক, পাপ অল্প, সে প্রথমে দুঃখ ভোগ করিয়া পরে প্রভূত সুখভোগে সক্ষম হয়; আর যাহার পাপ অধিক, পুণ্য অল্প, সে প্রথমে সুখভোগ করিয়া পরে বহু দুঃখভোগ করিয়া থাকে। মিশ্র কর্ম্মের লক্ষণ এই প্রকার। তন্মধ্যে মনুষ্যোৎপত্তি যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ করুন। স্ত্রী-পুরুষের শোণিত-শুক্র মিলিত হইলে সর্ব্ব দোষ-হীন জীব ব্যক্তভাবে তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। শুভা-শুভ কর্ম্ম ও তদনুযায়ী গুণগানসমন্বিত হইয়া জীব মনোবুদ্ধ্যাদি সহ সেই শুক্রশোণিত-কলল মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করে। একমাস যাবৎ সেই কলল-মধ্যে সে মূঢ়ভাবেই থাকে; দ্বিতীয় মাসে কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে তাহার অবয়বোৎপত্তি হইতে থাকে। চতুর্থ মাসে তাহার অস্থি সকল নির্ম্মিত হয়। পঞ্চম মাসে তাহায় চর্ম্মোৎপত্তি, ষষ্ঠ মাসে রোমোদ্গম এবং সপ্তম মাসে চৈতন্য লাভ হয়। তখন সে মাতার আহার-রস গ্রহণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। অষ্টম ও নবম মাসে সে মাতৃকুক্ষিতে জরায়ু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টিত থাকে বলিয়া মুখে করাঙ্গুলি বিন্যাসপূর্ব্বক নিতান্তই উদ্বেগেই কালাতিপাত করে। শুনিয়াছি যে, ক্লীব সন্তান উদরের মধ্যভাগে, পুরুষ দক্ষিণ ভাগে এবং স্ত্রী হইলে বামভাগে মাতার পৃষ্ঠদিকে অধোমুখে অব-স্থান করে। তখন সে যে যোনিতে অবস্থান করে, তাহার তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকে; আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সকলের বৃত্তান্তও তখন তাহার স্মৃতি-পথারূঢ় হয়। কুক্ষিমধ্যে সে গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না; দুর্গন্ধে ক্ষণে ক্ষণে মোহপ্রাপ্ত হয়; মাতা শীতল জল পান করিলে শীতানুভব ও উষ্ণ-জলাদি পান করিলে উষ্ণতা-জনিত ক্লেশ বোধ করে। মাতা কোন পরিশ্রম করিলে তজ্জন্য কষ্ট এবং ব্যাধি নিমিত্তও বিবিধ যাতনা পায়। পিতা-মাতা যাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না, এমন ব্যাধি সকল জন্মিয়া সৌকুমার্য্য হেতু তাহাকে তীব্র পীড়া প্রদান করে। তখন সেই সামান্য মাত্র গর্ভবাস কালও তাহার পক্ষে শত বর্ষোপম বোধ হয় ॥৪২—৫৬॥

মনোরথাংশ্চ কুরুতে সুকৃতার্থং পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭ ॥ জন্ম চেদহমাপ্স্যামি মানুষো জীবিতং তথা। ততস্তৎ প্রকরিষ্যামি যেন মোক্ষো ভবেৎ স্ফুটম্ ॥ এবং তু চিন্তয়ানস্তু সীমন্তোন্নয়নাদনু। মাসদ্বয়ং তদ্‌ব্রজতি পীড়িতস্ত্রিযুগাকৃতি ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স্বকালে সম্পূর্ণে সূতিমারুতচালিতঃ। ভবত্যবাঙ্মুখো জন্তুঃ পীড়ামনুভবন্ পরাম্ ॥ ৬০ ॥ অধোমুখঃ সঙ্কটেন যোনিদ্বারেণ নিঃসরেৎ। পীড়য়া পীড্যমানোঽপি চর্ম্মোৎকর্ত্তনতুল্যয়া ॥ ৬১ ॥ করপত্রসমস্পর্শং করসংস্পর্শনাদিকম্। অসৌ জাতো বিজানাতি মাসমাত্রং বিমোহিতঃ ॥ ৬২ ॥ প্রাক্ কর্ম্মবশগস্তাস্য গর্ভজ্ঞানঞ্চ নশ্যতি। ততঃ করোতি কর্ম্মাণি শ্বেতরক্তাসিতানি চ ॥ ৬৩ ॥ অস্থিপট্টতুলাস্তম্ভস্নায়ুবন্ধেন যন্ত্রিতম্। রক্তমাংসমৃদালিপ্তং বিণ্মূত্রদ্রব্যভাজনম্ ॥ ৬৪ ॥ সপ্তভিত্তিসুসম্বদ্ধং ছন্নং রোমতৃণৈরপি। বদনৈকমহাদ্বারং গবাক্ষাষ্টবিভূষিতম্ ॥ ৬৫ ॥ ওষ্ঠদ্বয়কপাটঞ্চ দন্তার্গলবিমুদ্রিতম্। নাড়ীস্বেদপ্রবাহঞ্চ কফপিত্তপরিপ্লুতম্ ॥ ৬৬ ॥ জরাশোকসমাবিষ্টং কালবক্ত্রানলস্থিতম্। রাগদ্বেষাদিভির্ধ্বস্তং ষট্‌কৌশিকসমুদ্ভবম্ ॥ ৬৭ ॥ এবং সঞ্জায়তে পুংসো দেহগেহমিদং দ্বিজ। যস্মিন্ বসতি ক্ষেত্রজ্ঞো গৃহস্থো বুদ্ধিগেহিনী ॥ ৬৮ ॥ মোক্ষং স্বর্গঞ্চ নরকমাস্তে সংসাধয়ন্নপি ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কমঠসূর্য্যসংবাদে জীবস্য দেহোৎপত্তিবর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহই তখন গর্ভমধ্যে তাহার বিবিধ সন্তাপোৎপাদন করে। সেই জন্য সে তখন সুকৃতার্জ্জনার্থ বারম্বার কামনা করিয়া থাকে যে, আমি যদি মানুষ হইয়া জন্মিতে পারি, আর যদি জীবিত থাকি, তবে নিশ্চয়ই এমন কার্য্য করিব,—যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। সীমন্তোন্নয়নের কাল সে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পর দুই মাস যুগত্রয়ের ন্যায় বোধে অতিক্লেশে অতিবাহিত করে। তার পর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সূতিমারুতে চালিত হইয়া প্রাণী অতিক্লেশে অধোমুখ হয় এবং অপ্রশস্ত যোনিমুখ দ্বারা অতিক্লেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। তখন তাহার চর্ম্ম সকল যেন উৎকর্ত্তিত হইয়া যায় এবং করস্পর্শাদি করপত্রস্পর্শবৎ অতীব পীড়াদায়ক বোধ হয়। জন্মিয়াও সে মাসাবধি কাল এইরূপ কষ্ট ভোগ করে। তখন তাহার মোহ জন্মে, পূর্ব্বকর্ম্মের ফলে গর্ভাবস্থায় যে জ্ঞান ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয়, সেই জন্যই আবার সাত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকে। ৫৭—৬৩। জনগণের দেহ একটী গৃহস্বরূপ। অস্থি সকল পট্ট ও তুলার ন্যায়; স্নায়ুরূপ সূত্র দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় উহা স্তম্ভতুল্য হইয়াছে। রক্তমাংসরূপ মৃত্তিকা দ্বারা সম্যক্ প্রলিপ্ত সেই গৃহ সপ্ততল এবং মলমূত্রের আধার। উহা রোমরূপ তৃণে সমাচ্ছন্ন। বদনই উহার একমাত্র মহাদ্বার। আটখানি গবাক্ষে উহা বিভূষিত। ওষ্ঠদ্বয় উহার কপাট, দন্তরূপ অর্গল দ্বারা তাহা বদ্ধ করা যায়। নাড়ী ও স্বেদ উহার জলপ্রবাহ। কফ পিত্তে উহা আপ্লুত। জরা ও শোক উহাতে আবিষ্ট হইয়াছে। রাগ-দ্বেষাদি উহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। উহা কালের করাল বদনানলে অবস্থিত। হে দ্বিজ! জনগণের ষট্‌কৌশিক নির্ম্মিত দেহগৃহ এই ভাবে জন্মিয়া থাকে। ইঁহাতে ক্ষেত্রজ্ঞ গৃহস্থ, বুদ্ধিরূপিণী গৃহিণীর সহিত বাস করিয়া মোক্ষ-স্বর্গ-নরকাদি ফলোৎপাদন করেন। ৬৪—৬৯।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অতিথিরুবাচ। সাধ্ববালমতে বাল কমঠৈতত্ত্বয়োচ্যতে। শরীরলক্ষণং শ্রোতুং পুনরিচ্ছামি তদ্বদ ॥ ১ ॥ কমঠ উবাচ। যথৈতদ্বো ব্রহ্মাণ্ডং শরীরঞ্চ তথা শৃণু। পাদমূলঞ্চ পাতালং প্রপদঞ্চ রসাতলম্ ॥ ২ ॥ তলাতলং তথা গুল্ফৌ জঙ্ঘে চাস্য মহাতলম্। জানুনী সুতলঞ্চোরু বিতলঞ্চাতলং কটিম্ ॥ ৩ ॥ নাভিং মহীতলং প্রাহুর্ভুব-

পঞ্চাশ অধ্যায়।

অতিথি কহিলেন,—ওহে কমঠ! সাধু সাধু! তুমি বালক হইলেও তোমার বুদ্ধি বালকের ন্যায় নহে। তুমি উত্তম বলিয়াছ! এক্ষণে আমি আবার শরীরলক্ষণ শুনিতে চাই, অতএব তাহা তুমি বল। কমঠ কহিল,—এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন দেখিতেছেন, শরীরও তদ্রূপ। শ্রবণ করুন। পাদমূল পাতাল, পদাগ্র রসাতল, গুল্ফ তলাতল, জঙ্ঘা মহাতল, জানু সুতল, ঊরু বিতল, কোটী অতল, নাভি মহীতল,

র্লোকমথোদরম্। উরঃস্থলঞ্চ স্বর্লোকং মহর্গ্রীবা মুখং জনম্ ॥ ৪ ॥ নেত্রে তপঃ সত্যালোকং শীর্ষদেশং বদন্তি চ। তদ্যথা সপ্ত দ্বীপানি পৃথিব্যাং সংস্থিতানি চ ॥ ৫ ॥ তথাত্র ধাতবঃ সপ্ত নামতস্তান্নিবোধ মে। ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥ ৬ ॥ অস্থ্নামত্র শতানি স্যুস্ত্রীণি ষষ্ট্যাধিকানি চ। ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি নাড়ীনাং কথিতানি চ ॥ ৭ ॥ ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্রাণি তথান্যানি নবৈব তু। তা বহন্তি রসং দেহে জলং নদ্যো যথা ভুবি ॥ ৮ ॥ সার্দ্ধাভিস্তিসৃভিশ্ছন্নং সমস্তাদ্রোমকোটিভিঃ। শরীরং স্থূলসূক্ষ্মাভির্দৃশ্যাদৃশ্যা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯ ॥ ষড়ঙ্গানি প্রধানানি কথ্যমানানি মে শৃণু। দ্বৌ বাহূ সক্থিনী দ্বে চ মূর্দ্ধা জঠরমেব চ ॥ ১০ ॥ অন্ত্রাণাত্র তথা ত্রীণি সার্দ্ধব্যামত্রয়াণি চ। ত্রিব্যামানি তথা স্ত্রীণামাহুর্বেদবিদো দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ ঊর্দ্ধনালমধোবক্ত্রং হৃদি পদ্মং প্রকীর্ত্ত্যতে। হৃৎপদ্মবামতঃ প্লীহো দক্ষিণে স্যাত্তথা যকৃৎ ॥ ১২ ॥ মজ্জনো মেদসশ্চৈব বসায়াশ্চ তথা দ্বিজ। মূত্রস্য চৈব পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শকৃতস্তথা ॥ ১৩ ॥ রক্তস্য চ রসস্যাত্র গর্ত্তা দ্ব্যঙ্গুলয়ঃ স্মৃতাঃ। তেভ্যঃ প্রবর্ত্তমানাস্তে দেহং সন্ধারয়ন্ত্যত ॥ ১৪ ॥ সীবন্যশ্চ তথা সপ্ত পঞ্চ মূর্দ্ধানমাশ্রিতাঃ। একা মেঢ্রং গতা চৈকা তথা জিহ্বাং গতা দ্বিজ ॥ ১৫ ॥ নাড্যঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে নাভিপদ্মাত্তথাত্র চ। যাসাং শ্রেষ্ঠা শিরো যাতা সুষুম্নেড়াথ পিঙ্গলা ॥ ১৬ ॥ নাসিকাদ্বারমাসাদ্য সংস্থিতে দেহবর্দ্ধনে। বায়ুরগ্নিশ্চন্দ্রমাশ্চ পঞ্চধা পঞ্চধাত্র চ ॥ ১৭ ॥ প্রাণাপানসমানাশ্চ উদানো ব্যান এব চ। পঞ্চ ভেদাঃ স্মৃতা বায়োঃ কর্ম্মাণ্যেষাং বদন্তি চ ॥ ১৮ ॥ উচ্ছ্বাসশ্চৈব নিঃশ্বাসো হ্যন্নপানপ্রবেশনম্। আকণ্ঠাচ্ছীর্ষসংস্থানস্য প্রাণকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥ ত্যাগো বিণ্মূত্রশুক্রাণাং গর্ভবিস্রবণং তথা। অপানকর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং স্থানমস্য গুদোপরি ॥ ২০ ॥ সমানো ধারয়ত্যন্নং বিবেচয়তি চাপ্যথ। রসয়ংশ্চৈব চরতি সর্ব্বশ্রোণিষ্ববারিতঃ ॥ ২১ ॥ বাক্‌প্রবৃত্তিপ্রদোদ্গারে প্রযত্নে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আকণ্ঠমুখসংস্থানমুদানস্য প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ২২ ॥ ব্যানো হৃদি স্থিতো নিত্যং তথা দেহচরোঽপি চ। ধাতুবৃদ্ধি-

উদর ভুবর্লোক, বক্ষস্থল স্বর্লোক, গ্রীবা মহর্লোক, মুখ জনলোক, নেত্র তপোলোক এবং মস্তক সত্য লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পৃথিবীতে যেমন সপ্ত দ্বীপ আছে,দেহেও তদ্রূপ সপ্ত ধাতু বিদ্যমান। আমার নিকট নামানুসারে উহাদিগকে অবগত হউন। ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র,—এই সাতটী ধাতু। এই দেহে তিন শত ষাইট খানি অস্থি আছে। নাড়ী তিন প্রকার, তন্মধ্যে একপ্রকার ত্রিশ লক্ষ, অন্য প্রকার ছাপান্ন হাজার এবং অপর প্রকার নয়টী মাত্র। ভূতলে নদী সকল যেমন জল বহন করে, দেহেও সেই নাড়ী সকল তদ্রূপ রস বহন করিয়া থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে শরীরে রোমসংখ্যা সার্দ্ধত্রি-কোটি। উহার মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য এবং কতকগুলি অদৃশ্য। প্রধান ছয়টী অঙ্গের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। —দুই বাহু, দুই উরু, মস্তক ও উদর। ১—১০। এই দেহে সার্দ্ধ ব্যামত্রয় পরিমিত তিনটী অন্ত্র আছে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উহার পরিমাণ তিন ব্যাম। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলেন। হৃদয়ে একটী পদ্ম প্রকাশমান আছে, উহার নাল ঊর্দ্ধদিকে; উহা অধোমুখ প্রতিষ্ঠিত। সেই হৃৎপদ্মের বাম দিকে প্লীহা এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ বর্ত্তমান। হে দ্বিজ! মজ্জা, মেদ, বসা, মূত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মল, রক্ত ও রসের গর্ত্ত সকল দুই অঙ্গুলি পরিমিত, সেই সমস্ত গর্ত্ত হইতে পরিচালিত হইয়া উহারা দেহের রক্ষণ ও পোষণ করে। হে দ্বিজ! দেহে সাতটী সীবনী আছে; তন্মধ্যে পাঁচটী মস্তকে, একটী লিঙ্গে ও একটী জিহ্বায় বর্ত্তমান। নাভিপদ্ম হইতেই নাড়ী সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী নাড়ীই সর্ব্ব প্রধান। উহারা মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী নাসিকাদ্বারে স্থিত, ইহারাই দেহের পুষ্টিসাধন করে। বায়ু অগ্নি ও চন্দ্র প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া এই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বায়ু পাঁচ প্রকার,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস ও অন্নপানপ্রবেশন, এই তিনটী প্রাণের কর্ম্ম। ইহার বাসস্থান কণ্ঠ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত। মলমূত্রত্যাগ ও গর্ভবিমোচন অপানের কর্ম্ম। ইহার বাসস্থল গুহ্য প্রদেশ। ভুক্ত অন্নাদির ধারণ ও পরিপাকসাধন সমানের কার্য্য। এই সমান বায়ুই সর্ব্বশরীরে বিচরণপূর্ব্বক ভুক্ত অন্নরস দ্বারা সর্ব্ব শরীরের সরসতা সাধন করে। ১১—২১। বাক্‌প্রবৃত্তি, উদ্গার ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মপ্রযত্ন, উদান বায়ুর কার্য্য; উহা মুখ ও কণ্ঠের মধ্যস্থলবাসী ব্যান বায়ু হৃদয়বাসী পরন্তু নিয়ত সর্ব্বশরীরে বিচরণ

প্রদঃ স্বেদলালোন্মেষনিমেষকৃৎ ॥ ২৩। পাচকো রঞ্জকশ্চৈব সাধকালোচকৌ তথা। ভ্রাজকশ্চ তথা দেহে পঞ্চধা পাবকঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ পাচকস্তু পচত্যন্নং নিত্যং পক্বাশয়ে স্থিতঃ। আমাশয়স্থোঽপি রসং রঞ্জকঃ কুরুতে স্বসৃক ॥ ২৫ ॥ সাধকো হৃদিসংস্থশ্চ বুদ্ধ্যাদ্যুৎসাহকারকঃ। আলোচকশ্চ দৃক্‌সংস্থো রূপদর্শনশক্তিকৃৎ ॥ ২৬ ॥ ত্বক্‌সংস্থো ভ্রাজকো দেহং ভ্রাজয়েন্নির্ম্মলীকৃতঃ। ক্লেদকো বোধকশ্চৈব তর্পণঃ শ্লেষণস্তথা ॥ ২৭ ॥ আলম্বকস্তথা দেহে পঞ্চধা সোম উচ্যতে। ক্লেদকঃ ক্লেদয়ত্যন্নং নিত্যং পক্বাশয়ে স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ বোধকো রসনাস্থশ্চ রসানামববোধকঃ। শিরঃস্থশ্চক্ষুরাদীনাং তর্পণাত্তর্পণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥ সর্ব্বসন্ধিগতশ্চৈব শ্লেষ্মলঃ শ্লেষ্মকৃত্তথা। উরঃস্থঃ সর্ব্বগাত্রাণি স বৈ হ্যালম্বকঃ স্থিতঃ ॥৩০॥ এবং বায়ুগ্নিসোমৈশ্চ দেহঃ সন্ধারিতস্ত্বসৌ। আকাশজানি স্রোতাংসি তথা কোষ্ঠবিবিক্ততা ॥ ৩১ ॥ পার্থিবানীহ জানীহি ঘ্রাণকেশনখানি চ। অস্থীনি ধৈর্য্যং গুরুতা ত্বঙ্মাংসং হৃদয়ং গুদম্ ॥ ৩২ ॥ নাভির্মেদো যকৃন্মজ্জা অন্ত্রমামাশয়ঃ শিরা। স্নায়ুঃ পক্বাশয়শ্চৈব প্রাহুর্ব্বেদবিদো দ্বিজাঃ ॥৩৩॥ নেত্রয়োর্মণ্ডলং শুক্লং কফাদ্ভবতি পৈতৃকম্। কৃষ্ণঞ্চ মণ্ডলং বাতাত্তথা ভবতি মাতৃকম্ ॥৩৪॥ পক্ষ্মমণ্ডলমেকং তু দ্বিতীয়ং চর্ম্মমণ্ডলম্। শুক্লং তৃতীয়ং কথিতং চতুর্থং কৃষ্ণমণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥ দৃঙ্মণ্ডলং পঞ্চমং তু নেত্রং স্যাৎ পঞ্চমণ্ডলম্। অপরে নেত্রভাগে দ্বে উপাঙ্গোঽপাঙ্গ এব চ ॥৩৬॥ উপাঙ্গো নেত্রপর্য্যন্তো নাসামূলমপাঙ্গকঃ। বৃষণৌ চ তথা প্রোক্তৌ মেদোঽসৃক্কফমাংসকৌ ॥ ৩৭ ॥ অসৃঙ্মাংসময়ী জিহ্বা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। হস্তয়োরোষ্ঠয়োর্মেঢ্রং গ্রীবায়াং ষট্ চ কূর্চ্চকাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবমত্র স্থিতে জীবো দেহেঽস্মিন্ সপ্তসপ্তকে। পঞ্চবিংশতিকো ব্যাপ্য দেহং বাসোঽস্য মূর্দ্ধনি ॥ ৩৯ ॥ ত্বগসৃঙ্মাংসমিত্যাহুস্ত্রিকং মাতৃসমুদ্ভবম্। মেদোমজ্জাস্থিকং প্রোক্তং পিতৃজং ষট্ চ কৌশিকম্ ॥ ৪০ ॥ এবং ভূতময়ং দেহং পঞ্চভূতসমুদ্ভবৈঃ। অন্নৈর্যথা বৃদ্ধিমেতি তদহং বর্ণয়ামি তে ॥ ৪১ ॥ তদন্নং পিণ্ডকবলৈর্গ্রাসৈর্ভুক্তঞ্চ দেহিভিঃ। পূর্ব্ব-

করে এবং ধাতুপুষ্টি, স্বেদ, লালা, উন্মেষ-নিমেষাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই দেহে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, এই পাচ প্রকার অগ্নি বিরাজিত। পাচক অগ্নি নিয়ত পক্বাশয়ে থাকে এবং অন্নপাক করে। রঞ্জক অগ্নি আমাশয়ে থাকিয়া রসকে রঞ্জনপূর্ব্বক রক্তাকারে পরিণত করে। সাধক অগ্নি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বুদ্ধি-উৎসাহাদির বৃদ্ধি সাধন করে। আলোচক অগ্নি নেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক রূপদর্শন নিষ্পাদন করে আর ভ্রাজক অগ্নি ত্বকে থাকিয়া দেহকে নির্ম্মল ও জ্যোতিষ্মান্ করিয়া থাকে। ক্লেদক, বোধক, তর্পণ, শ্লেষণ ও আলম্বক, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া চন্দ্র দেহে বিরাজমান আছেন; ক্লেদক চন্দ্র নিয়ত পক্বাশয়ে অবস্থানপূর্ব্বক ভুক্ত অন্নের ক্লেদন করে। বোধক চন্দ্র রসনায় থাকিয়া রসসমূহের বোধ জন্মায়। তর্পণ চন্দ্র মস্তকে থাকিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পোষণ করে। শ্লেষ্মল চন্দ্র সর্ব্বসন্ধিগত; উহা শ্লেষ্মোৎপাদক। আলম্বক চন্দ্র হৃদয়স্থ; ইহা দ্বারাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পরস্পর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ২২—৩০। বায়ু অগ্নি ও চন্দ্র দ্বারা এই ভাবে দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। স্রোতঃসমূহ ও কুক্ষির অবকাশ আকাশজ। নাসিকা,কেশ, নখ, অস্থি, ধৈর্য্য গুরুত্ব, ত্বক্, মাংস, হৃদয়, গুহ্য, নাভি, মেদঃ, যকৃৎ, মজ্জা, অন্ত্র, আমাশয়,শিরা, স্নায়ু ও পক্বাশয়—বেদবাদী দ্বিজগণ ইহাদিগকে পার্থিব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আপনি ইহা অবগত হউন। নেত্রগোলকের শুক্লাংশ কফ হইতে জন্মে। ইহা পৈতৃক গুণ। কৃষ্ণাংশ বায়ু হইতে জন্মে; উহা মাতৃক গুণ। নেত্রের মণ্ডল পাঁচটী; যথা—প্রথম পক্ষ্মমণ্ডল, দ্বিতীয় চর্ম্মমণ্ডল, তৃতীয় শুক্লমণ্ডল, চতুর্থ কৃষ্ণমণ্ডল, পঞ্চম দৃঙ্মণ্ডল। নেত্রের দুই ভাগ উপাঙ্গ ও অপাঙ্গ নামে খ্যাত। নাসিকার দিকে যে অংশ, তাহার নাম অপাঙ্গ; আর নেত্রের শেষ ভাগ উপাঙ্গ পদবাচ্য। মেদ, রক্ত, কফ ও মাংসের সম্মিলনে মুষ্কদ্বয় সমুৎপন্ন। সকল দেহীরই জিহ্বা রক্তমাংসময়। হস্তদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, লিঙ্গ ও গ্রীবা—এই ছয় স্থলে কূর্চ্চক আছে। এই সপ্ত-সপ্তক দেহে পঞ্চবিংশতিক জীব এই ভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে; পরন্তু জীব উক্ত দেহের মস্তকেই অবস্থান করিয়া থাকে। ত্বক্, রক্ত ও মাংস—এই তিনটী মাতা হইতে এবং মেদঃ, মজ্জা ও অস্থি—এই তিনটী পিতা হইতে জন্মে। এই ছয়টী উপাদানে দেহকোষ সংগঠিত। এবম্ভূত দেহ, পঞ্চভূতজ অন্নে যে ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। ৩১—৪১। দেহিগণ গ্রাসপিণ্ডাকারে যে অন্ন ভক্ষণ করে, উহা

স্থূলাশয়ে বায়ুঃ প্রাণঃ প্রকুরুতে দ্বিধা ॥ ৪২ ॥ সম্প্রবিশ্যান্নমধ্যে তু পৃথগন্নং পৃথগ্ জলম্। অগ্নেরূর্দ্ধং জলং স্থাপ্য তদন্নং তজ্জলোপরি ॥ ৪৩ ॥ জলস্যাধঃ স্বয়ং প্রাণঃ স্থিত্বাগ্নিং ধমতে শনৈঃ। বায়ুনা ধম্যমানোঽগ্নিরত্যুষ্ণং কুরুতে জলম্ ॥ ৪৪ ॥ তদন্নমুষ্ণতোয়েন সমন্তাৎ পচ্যতে পুনঃ। দ্বিধা ভবতি তৎ পক্বং পৃথক্কিট্টং পৃথগ্রসম্ ॥ ৪৫ ॥ মলৈর্দ্বাদশভিঃ কিট্টং ভিন্নং দেহাদ্বহির্ব্রজেৎ। কর্ণাক্ষিনাসিকাজিহ্বাদন্তাঃ শিশ্নং গুদং নখাঃ ॥৪৬॥ রোমকূপাণি চৈব স্যুর্দ্বাদশৈতে মলাশ্রয়াঃ। হৃৎপদ্মপ্রতিবদ্ধাশ্চ সর্ব্বা নাড্যঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৭ ॥ তাসাং মুখেষু তং সূক্ষ্মং ব্যানঃ স্থাপয়তে রসম্। রসেন তেন তা নাড়ীঃ সমানঃ পূরয়েৎ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রয়ান্তি সম্পূর্ণাস্তাশ্চ দেহং সমন্ততঃ। ততঃ স নাড়িমধ্যস্থো রঞ্জকেনোষ্মণা রসঃ ॥ ৪৯ ॥ পচ্যতে পচ্যমানস্তু রুধিরত্বং ভজেৎ পুনঃ। ততস্ত্বগ্লোমকেশাশ্চ মাংসং স্নায়ু শিরাস্থি চ ॥ ৫০ ॥ নখা মজ্জা যথৈবমল্যং শুক্রবৃদ্ধিঃ ক্রমাদ্ভবেৎ। এবং দ্বাদশধান্নস্য পরিণামঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ৫১ ॥ এবমেতদ্বিনিষ্পন্নং শরীরং পুণ্যহেতবে। যথৈব স্যন্দনঃ শুভ্রো ভারসংবাহনায় চ ॥ ৫২ ॥ তৈলাভ্যঙ্গাদিভির্যত্নৈর্ব্বহুভিঃ পাল্যতে ন চেৎ। কিং কৃত্যং সাধ্যতে তেন যদি ভারং বহেন্ন হি ॥ ৫৩। এবমেতেন দেহেন কিং কৃত্যং ভোজনোত্তমৈঃ। বর্দ্ধিতেন ন চেৎ পুণ্যং কুরুতে পশুবচ্চ তৎ ॥ ৫৪ ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।— যস্মিন্ কালে চ দেশে চ বয়সা যাদৃশেন চ। কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম তত্তথা তেন ভুজ্যতে ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ সদা শুভং কার্য্যমবিচ্ছিন্নসুখার্থিভিঃ। বিচ্ছিদ্যন্তেঽন্যথা ভোগা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ৫৬ ॥ যস্মাৎ পাপেন দুঃখানি তীব্রাণি সুবহূন্যপি। তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যমাত্মপীড়াকরং হি তৎ ॥ ৫৭ ॥ এবং তে বর্ণিতঃ সাধো প্রশ্নোঽয়ং শক্তিতো ময়া। যথা সঞ্জায়তে প্রাণী যথা শৃণু প্রলীয়তে ॥ ৫৮ ॥ আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে সম্প্রাপ্তে মরণে নৃণাম্। স্বকর্ম্মবশগো

পক্বাশয়গত হইলে প্রাণবায়ু তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উহাকে বিভক্ত করিয়া উহার কঠিনাংশ ও তরলাংশ পৃথক্‌রূপে স্থাপন করে। জঠরাগ্নির ঊর্দ্ধে জলীয়াংশ এবং তদুপরি কঠিনাংশ স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং জলীয়াংশের নিম্নে থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সেই অগ্নি উক্ত জলীয়াংশকে উত্তপ্ত করে; সেই উষ্ণ জলদ্বারা ক্রমশঃ ক্লিন্ন হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। উহা পক্ব হইয়া আবার দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগ মল ও এক ভাগ রস নামে অভিহিত। কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, নেত্রদ্বয়, জিহ্বা, দন্ত, লিঙ্গ, গুহ্য, নখ ও রোমকূপ—এই দ্বাদশ ছিদ্র দ্বারা সেই মল সকল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। শরীরগত নাড়ীসমূহ হৃৎপদ্মে নিবদ্ধ। ব্যানবায়ু সেই সমস্ত নাড়ীমুখে উক্ত সূক্ষ্ম রসকে লইয়া স্থাপন করে এবং সমান বায়ু সেই রস দ্বারা উক্ত নাড়ী সকলকে সম্যক্ পূর্ণ করিয়া থাকে। তাহাতেই উক্ত নাড়ীপথে সর্ব্ব শরীরে রস পরিব্যাপ্ত হয়। নাড়ীমধ্যস্থ সেই রস আবার রঞ্জক পিত্তের উষ্মা দ্বারা পচ্যমান হইয়া রুধিরত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে ক্রমশঃ ত্বক্, লোম, কেশ, মাংস, স্নায়ু, শিরা, অস্থি, নখ, মজ্জা, ইন্দ্রিয়-প্রসাদ ও শুক্রবৃদ্ধি হইতে থাকে। অন্নের পরিণাম এই দ্বাদশ প্রকার কীর্ত্তিত আছে। ৪২—৫১। পুণ্য সাধনার্থ এই ভাবে এই শরীর নিষ্পন্ন হয়। এই শরীর ভারবহনার্থ নির্ম্মিত শুভ্র রথের ন্যায়। তৈল-লেপনাদি যত্ন না করিলে সেই রথদ্বারা যেমন ভারবাহন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ এই দেহদ্বারাও যদি পুণ্যার্জ্জন করা না যায়, তবে উত্তম ভোজনাদি দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধনে ফল কি? ফলতঃ পশু-দেহবৎ তাদৃশ মানবদেহও সর্ব্বথা বৃথা। এ সম্বন্ধে প্রাচীন কতিপয় শ্লোক আছে। যথা,—যে কালে, যে দেশে, যে বয়সে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়, সেই প্রাণী সেই ভাবেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। অতএব যাহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কামনা করে, তাহাদিগের পক্ষে সদাই শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুভানুষ্ঠান না করিলে গ্রীষ্মকালে অল্পজলা নদীর ন্যায় সুখভোগের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। পাপ করিলে বহু বহু তীব্র যাতনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া পাপ করা অকর্ত্তব্য। পাপকার্য্যমাত্রেই আত্মপীড়াজনক। হে সাধু দ্বিজবর! এই আমি আপনার নিকট যথাশক্তি আপনার প্রশ্নের উত্তর বর্ণন করিলাম; এক্ষণে প্রাণী যেরূপে জন্মে এবং যেরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জীবন-স্থাপক কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে মরণকাল উপস্থিত হয়। দেহী সর্ব্বথা স্বকর্ম্মাধীন বলিয়া তখন তদীয়

দেহী কৃষ্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চতন্মাত্রসহিতঃ সমনোবুদ্ধ্যহঙ্কৃতিঃ। পুণ্যাপাপময়ৈঃ পাশৈর্বদ্ধো জীবস্ত্যজেদ্বপুঃ ॥ ৬০ ॥ শীর্ষ্ণশ্চ সপ্তভিশ্ছিদ্রৈ-র্নির্গচ্ছেৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্। অধশ্চ পাপিনাং যান্তি যোগিনাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ ॥ ৬১ ॥ তৎক্ষণাৎ সোহথ গৃহ্লাতি শরীরং চাতিবাহিকম্! অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রং তু স্বপ্রাণৈরেব নির্ম্মিতম্ ॥ ৬২ ॥ ততস্তস্মিন্ স্থিতং জীবং দেহে যমভটাস্তদা। বদ্ধা নয়ন্তি মার্গেণ যাম্যে-নাতি যথাবলম্ ॥ ৬৩ ॥ তপ্তাম্বরীষতুল্যেন অয়োগুড়নিভেন চ। প্রতপ্তসিকতেনাপি তাম্রপাত্র-নিভেন চ ॥ ৬৪ ॥ ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং মহীতলাৎ। কৃষ্যমাণো যমপুরীং নীয়তে পাপ-কৃদ্ভটৈঃ ॥ ৬৫ ॥ ক্বচিচ্ছীতং মহাদুর্গমন্ধকারং ক্বচিন্মহৎ। অগ্নিসংস্পর্শবদনৈঃ কাককাকোল-জম্বুকৈঃ ॥ ৬৬ ॥ মক্ষিকাদংশমশকৈর্ভক্ষ্যতে সর্পবৃশ্চিকৈঃ। ভক্ষ্যমাণোহপি তৈর্জ্জন্তুঃ ক্রন্দতে ম্রিয়তে ন হি ॥ ৬৭ ॥ ক্বচিচ্চ ভক্ষ্যতে ঘোরৈ রাক্ষসৈঃ কৃষ্যতেহস্যতে। দহ্যমানোহতিঘোরেণ সৈকতেন চ নীয়তে ॥ ৬৮ ॥ মুহূর্ত্তৈর্দ্দশভির্যাতি তং মার্গমতিদুস্তরম্। তং কালং সুমহদ্বেত্তি পুরুষো বর্ষসম্মিতম্ ॥ ৬৯ ॥ তার্য্যতে চ নদীং ঘোরাং পূযশোণিতবাহিনীম্। নদীং বৈতরণীং নাম ক্লেশ-শৈবলশাদ্বলাম্ ॥ ৭০ ॥ ততো যমস্য পুরতঃ স্থাপ্যতে যমকিঙ্করৈঃ। পাপী মহাভয়ং পশ্যেৎ কালান্তকমুখৈর্বৃতম্ ॥ ৭১ ॥ পুণ্যকর্ম্মা সৌম্যরূপং ধর্ম্মরাজং তদা কিল। মনুষ্যা এব গচ্ছন্তি যমলোকং ন চাপরে ॥ ৭২ ॥ মরণানন্তরং তেষাং জন্তূনাং যোনিপূরণম্। তথাহি প্রেতা মনুজাঃ শ্রূয়ন্তে নান্যজন্তবঃ ॥ ৭৩ ॥ ধার্ম্মিকঃ পূজ্যতে তত্র পাপঃ পাশগলো ভবেৎ। ধার্ম্মিকশ্চ যথা যাতি তং মার্গং শৃণু বচ্মি তে ॥ ৭৪ ॥ আরামদ্রুমদাতারঃ ফলপুষ্পবতা যথা। ছায়য়া চ সুখং যান্তি তথা যে চ্ছত্রদা নরাঃ ॥ ৭৫ ॥ উপানহপ্রদা যানৈর্বিতৃষাঃ পূর্ত্তধর্ম্মিণঃ। বিমানৈর্যানদা যান্তি তথা শয্যাসনপ্রদাঃ ॥ ৭৬ ॥

কর্ম্মানুসারে যমকিঙ্করগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে। পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত জীব তখন স্বীয় পাপ-পুণ্যময় পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করে। ৫২—৬০। পুণ্য-কর্ম্মাদিগের ঊর্দ্ধাঙ্গের সপ্ত ছিদ্র দ্বারা, পাপীদিগের নিম্নাঙ্গের ছিদ্রসমূহ দ্বারা এবং যোগীদিগের ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা জীব বহির্গমন করিয়া থাকে। সে নির্গত হইয়াই স্বীয় প্রাণ-বিনির্ম্মিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র আতিবাহিক দেহ পরিগ্রহ করে। জীব সেই আতিবাহিক দেহে প্রবিষ্ট হইলে যমদূতগণ তখন তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক সবেগে যাম্য পথ দিয়া লইয়া যায়। মহীতল হইতে সেই যমপুরী ষড়শীতিসহস্র যোজন। সেই পথ কোথায়ও উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রতুল্য, কোথায়ও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডতুল্য, কোথায়ও প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ এবং কোন স্থলে অত্যুত্তাপহেতু তাম্রপাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। যমদূতগণ পাপীকে সেই পথে আকর্ষণপূর্ব্বক সবেগে লইয়া যায়। সেই পথের কোথায়ও অত্যন্ত শীত, কোন স্থান অতীব দুর্গম এবং কোথায়ও গাঢ় অন্ধকার। যাহাদিগের দংশনে অগ্নিস্পর্শবৎ দারুণ ক্লেশ জন্মে, তাদৃশ ভীষণ কাক, কাকোল, শৃগাল, মক্ষিকা, দংশ, মশক, সর্প, বৃশ্চিকাদি জন্তুগণ সেই পাপীকে মুহুর্মুহুঃ দংশন দ্বারা নিপীড়িত করে। তাহাদিগের দ্বারা জীব ভক্ষ্যমাণ হইয়াও মরে না, কিন্তু দারুণ যাতনাই ভোগ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ঘোর রাক্ষসগণ কখন আকর্ষণ কখনও বা ভক্ষণ করিতে থাকে। সেই পথে এই ভাবে কখন অতিঘোর উত্তপ্ত সিকতাময়পথে সবেগে আকৃষ্ট হইয়া সেই অতি দুস্তর দীর্ঘ পথ কেবলমাত্র দ্বাদশ মুহূর্ত্তে নীত হয়। জীব, অত্যন্ত ক্লেশানুভব করে বলিয়া তৎকালে সেই সামান্য সময়ও বহু বর্ষ বলিয়া বোধ করে। ইহার পর আবার পূয-শোণিতবাহিনী কেশশৈবালপূর্ণা ঘোরা বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। ৬১—৭০। তারপর যমকিঙ্কর-গণ জীবকে লইয়া যমসমীপে উপস্থাপিত করে। তখন পাপীরা সেই ধর্ম্মরাজ যমকে অতি ঘোরাকার ও কালান্তকাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পুণ্যাত্মারা অতীব সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া থাকে। মনুষ্য-গণই মরণান্তে যমপুরে যায়, অপরাপর জন্তু যম-লোকে যায় না, পরন্তু তাহারা মরণান্তে অবিলম্বে অপর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ শুনা যায় যে, মনুষ্যগণই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য জন্তু প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। মরণান্তে ধার্ম্মিকগণ সস-ম্মানে এবং পাপীরা পাশবন্ধনে যমলোকে নীত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে পথে যমলোকে যায়, তাহার বিবরণ শুনুন; আমি বলিতেছি। উদ্যান প্রদাতা জনগণ ফল-পুষ্পশোভিত পথে, ছত্রপ্রদাতা ছায়াসমন্বিত পথে, পাদুকাদাতা যানোরোহণে, খাত-সরোবরাদিদাতা তৃষ্ণাবিহীন হইয়া, যান শয্যা-

ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তথা তৃপ্তা যান্তি ভোজনদায়িনঃ। দীপপ্রদাঃ প্রকাশেন গোপ্রদাস্তাং নদীং সুখম্ ॥৭৭॥ শ্রীসূর্য্যং শ্রীমহাদেবং ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমম্। জন্মপ্রভৃতি তে যান্তি পূজ্যমানা যমানুগৈঃ ॥ ৭৮॥ মহীং গাং কাঞ্চনং লোহং তিলান কার্পাসমেব চ। লবণং সপ্ত ধান্যঞ্চ দত্ত্বা যাতি সুখং নরঃ॥ ৭৯॥ তেষাং তত্র গতানাঞ্চ পাপিনাং পুণ্যকর্ম্মিণাম্। চিত্রগুপ্তঃ প্রেতপায় নিরূপয়তি বৈ ততঃ॥ ৮০॥ প্রেতলোকে স বসতি ততঃ সম্বৎসরং নরঃ। বৎসরেণ চ তেনাস্য শরীর-মভিজায়তে॥ ৮১॥ সোদকুম্ভমথান্নাদ্যং বান্ধবৈর্যৎ প্রদীয়তে। দিনে দিনে স তদ্ভুক্ত্বা তেন বৃদ্ধিং প্রযাতি চ॥ ৮২॥ পূর্ব্বদত্তমথান্নাদ্যং প্রাপ্নোতি স্বয়মেব চ। স্বয়ং যেন ন দত্তঞ্চ তথা দাতা ন বিদ্যতে॥ ৮৩॥ ন চাপ্যুদকদাতাসৌ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামতিপীড্যতে। বান্ধবৈস্তূদকং দত্তং নদীভূত্বোপতিষ্ঠতি ॥ ৮৪॥ মাসি মাসি চ যচ্ছ্রাদ্ধং ষোড়শশ্রাদ্ধপূর্ব্বকম্। অত্র ন ক্রিয়তে যস্য প্রেতত্বাৎ স ন মুচ্যতে॥ ৮৫॥

মানুষেণ দিনেনৈব প্রেতলোকে দিনং স্মৃতম্। তস্মাদ্দিনে দিনে দেয়ং প্রেতায়ান্নঞ্চ বৎসরম্॥ ৮৬॥ তত্রঞ্চ শ্মাশানিকা নাম গণা যাম্যা ভয়াবহাঃ। শীতবাতাতপোপেতং তত্র রক্ষন্তি পাপিনম্ ॥ ৮৭॥ যথেহ বন্ধনে কশ্চিদ্রক্ষ্যতে বিষমৈর্নরৈঃ। প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে ষোড়শশ্রাদ্ধপূর্ব্বকাঃ ॥ ৮৮॥ যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি প্রেতত্বাদ্বৈ যুগৈরপি। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স্মৃকৃতে নরঃ ॥ ৮৯॥ পূর্ণে সংবৎসরে দেহং সম্পূর্ণং প্রতিপদ্যতে। পাপাত্মা ঘোররূপস্তু ধার্ম্মিকো দিব্যমুত্তমম্ ॥ ৯০॥ ততঃ স নরকং যাতি স্বর্গং বা স্বেন কর্ম্মণা। রৌরবাদ্যাশ্চ নরকাঃ পাতালতলসংস্থিতা ॥ ৯১॥ ভূরাদ্যাঃ সত্যপর্য্যন্তাঃ স্বর্লোকস্যোর্দ্ধমাশ্রিতাঃ। ইতিহাস-পুরাণেষু বেদস্মৃতিষু যচ্ছ্রুতম্॥ ৯২॥ পুণ্যং তেন ভবেৎ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়াৎ। তত্রাপি কাল-বসতিকর্ম্মণামনুরূপতঃ॥ ৯৩॥ অর্বাক্‌সপিণ্ডীকরণং যস্য বর্ষাচ্চ বা কৃতম্। প্রেতত্বমপি তস্যাপি প্রোক্তং সম্বৎসরং ধ্রুবম্॥ ৯৪॥ যৈরিষ্টঞ্চ ত্রিভির্মেঘৈরর্চ্চিতং

আসনাদিদাতা বিমানযোগে, এবং ভক্ষ-ভোজ্য-দাতা উত্তম ভোজনে তৃপ্ত হইয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকে। দীপদাতা সুপ্রশস্ত পথে যায় এবং গোপ্রদাতা জনগণ সুখে বৈতরণী নদী পার হয়। যাহারা শ্রীসূর্য্য, শ্রীমহাদেব ও শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি আজন্ম ভক্তিমান, যমদূতগণ তাহাদিগকে সসম্মানে লইয়া যায়। যাহারা ভূমি, গো, সুবর্ণ, লৌহ, তিল, কার্পাস, লবণ ও সপ্তবিধ ধান্য দান করে, তাহারা সুখেই সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। পাপী বা পুণ্যাত্মা যাহারাই সেখানে যাউক, চিত্রগুপ্ত তাহা-দিগের বিষয় যমরাজকে নিবেদন করেন।৭১—৮০। সেই মানব একবৎসর উক্ত প্রেতলোকেই বাস করে; সেই একবৎসরে তাহার দেহ সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বান্ধবগণ যে সজল কুম্ভ অন্নাদি দান করে, জীব তাহা ভোজন করিয়া দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে; জীব ইহলোকে যাহা দানাদি করে প্রেতলোকে তৎসমস্ত উপভোগ করিয়া থাকে। আর যাহারা ইহলোকে দান করে নাই, কিম্বা যাহা-দিগকে কোন বান্ধবাদিও অন্নজল দান করে না, সে উক্ত প্রেতলোকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিয়ত পীড়িত হয়। বান্ধবগণ যে জলদান করে, তাহা নদীরূপে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সমীপস্থ হয়। ইহলোকে যাহার উদ্দেশে মাসিকাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহার প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হয় না। মানুষ লোকের দিনের ও প্রেতলোকের দিনের পরিমাণ তুল্য। সুতরাং সংবসর যাবৎ প্রতিদিনই প্রেতের উদ্দেশে অন্ন-জল প্রদান করা কর্ত্তব্য। যমের যে শ্মাশানিক নামে ভয়ঙ্কর অনুচরগণ আছে, তাহারা পাপীকে শীত বাতাতপোপেত স্থানে রক্ষা করিয়া থাকে। ইহলোকে যেমন বন্দী ব্যক্তি রক্ষিগণে রক্ষিত হয়, প্রেতলোকেও জীব তদ্রূপই প্রেতত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার উদ্দেশে ষোড়শ শ্রাদ্ধ ও প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত না হয়, বহু যুগেও তাহার প্রেতত্ব হইতে বিমুক্তি হয় না। পরন্তু সংবসরান্তে বান্ধবগণ সপিণ্ডীকরণানুষ্ঠান করিলে সেই জীব সম্পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হয়। পাপাত্মা ঘোরাকার এবং পুণ্যাত্মা সুন্দর দিব্য দেহ লাভ করে। ৮১—৯০। অতঃপর সেই জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। রৌরবাদি নরক সমস্ত পাতালতলে প্রতিষ্ঠিত। আর ভূঃপ্রভৃতি সত্য লোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধভাগে বিরাজিত। ইতি-হাস পুরাণ বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায় যে, পুণ্য কর্ম্মে স্বর্গ আর পাপ কর্ম্মে নরকপ্রাপ্তি হয়। সেখানেও দেশকালানুসারে কর্ম্মানুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এক বৎসরের মধ্যেও যদি

বা স্মরত্রয়ম্। প্রেতলোকং ন তে যান্তি তথা যে সমরে হতাঃ ॥ ৯৫ ॥ শুদ্ধেন পুণ্যেন দিবঞ্চ শুদ্ধাং পাপেন শুদ্ধেন তথা তমোহন্ধম্। মিশ্রেণ স্বর্গং নরকঞ্চ যাতি দেহস্তথৈবাস্য ভবেচ্চ তাদৃক্ ॥ ৯৬ ॥ প্রশ্নত্রয়ঞ্চেতি তব প্রণীতমুৎপত্তিমৃত্যু পরলোকবাসঃ। যথা গুরুর্মে সমদাজহার কিং ত্বং ইচ্ছসুত তদ্বদামি ॥ ৯৭

ইতি শ্রীস্কান্দে আদিত্যকমঠসংবাদে জীবস্য
পারলৌকিকগত্যাদিবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অতিথিরুবাচ। যদেতৎ পরলোকস্য স্বরূপং ব্যাহৃতং ত্বয়া। আগমং সমুপাশ্রিত্য তত্তথৈব ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ কিন্ত্বত্র নাস্তিকাঃ পাপাঃ সন্দিহন্তেঽল্পচেতনাঃ। তেষাং নিঃসংশয়কৃতে বদ কর্ম্মফলং হি যৎ ॥ ২ ॥ ইহৈব কস্য কস্যৈব কর্ম্মণঃ পাপকস্য চ। প্রভাবাৎ কীদৃশো জায়েৎ কমঠৈতদ্বদাস্তি চেৎ ॥ ৩ ॥ কমঠ উবাচ। সর্ব্বমেতৎ প্রবক্ষ্যামি স্থিরো ভূত্বা শৃণুষ তৎ। যথা মম গুরুঃ প্রাহ যন্মে চেতসি সংস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ। সুবর্ণচৌরঃ কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ ॥ ৫ ॥ সংসর্গী সর্ব্বরোগী স্যাৎ পঞ্চ পাতকিনস্তমী। নিন্দামাকর্ণ্য সাধূনাং বধিরঃ সম্প্রজায়তে। স্বয়ং প্রকীর্ত্তয়েচ্চাপি মূকঃ পাপেনাভিজায়তে। আজ্ঞালোপী গুরূণাঞ্চ অপস্মারী ভবেন্নরঃ ॥ ৭ ॥ অবজ্ঞাকারকস্তেষাং কৃমিরেবাভিজায়তে। উপেক্ষতঃ পূজ্যকার্য্যং দুষ্প্রজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৮ ॥ চৌর্য্যায় সাধুদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্যাবৎ পদানি চ। তাবদ্বর্ষাণি পঙ্গুত্বং স প্রাপ্নোতি নরাধমঃ ॥ ৯ ॥ দত্ত্বা হরতি তদ্ভূয়ো জায়তে কৃকলাসকঃ। কুপিতানপ্রসাদ্যৈব পূজ্যান্ স্যাচ্ছীর্ষরোগবান্ ॥ ১০ ॥ রজস্বলামভিগচ্ছংশ্চ চণ্ডালঃ সম্প্রজায়তে। বস্ত্রাপহারী শ্বিত্রী স্যাৎ কৃষ্ণকুষ্ঠী

সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি জীব এক বৎসর যাবৎ প্রেতযোনিতেই বাস করে, ইহা সুনিশ্চিত। যাহারা অশ্বমেধাদি তিনটী যজ্ঞ করে, যাহারা শিবাদি দেবত্রয়ের অর্চ্চনা করে, আর যাহারা সম্মুখ-সমরে নিহত হয়, তাহারা প্রেতলোকে যায় না। বিশুদ্ধ পুণ্যে বিশুদ্ধ স্বর্গ, বিশুদ্ধ পাপে তাদৃশ ঘোর অন্ধতমঃ এবং মিশ্র কর্ম্মে স্বর্গ ও নরক উভয়ই ভোগ করে; তত্তৎকালে তাহার দেহও তত্তৎ ফলভোগযোগ্যই হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! আপনি যে, জীবের উৎপত্তি, মৃত্যু ও পরলোকগতি বিষয়ক তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার গুরু যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাই আপনাকে কহিলাম। এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় শুনিতে চাহেন?—বলুন, আমি তাহারও উত্তর প্রদান করিতেছি।৯১—৯৭।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অতিথি কহিলেন,—হে কমঠ! তুমি যে শাস্ত্রাবলম্বনে পরলোকের স্বরূপ বর্ণন করিলে, তাহা সত্যই বটে; সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে অল্পবুদ্ধি নাস্তিক পাষণ্ডগণ সন্দেহ করিয়া থাকে; তাহাদিগের সন্দেহনিবারণার্থ কর্ম্মের যেমন যেমন ফল হয়, তাহা তুমি বর্ণন কর। হে কমঠ! যে যে পাপ-পুণ্যের ফলে জীব ইহলোকে যে যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করে, তোমার জ্ঞাত থাকিলে তাহা তুমি বর্ণন কর। কমঠ কহিল,—আমি এতৎ সমস্তই বলিতেছি, আপনি স্থিরভাবে শ্রবণ করুন। এ সম্বন্ধে আমার গুরু যেমন উপদেশ দিয়াছেন এবং আমার চিত্তে যেরূপ ধারণা, আমি তদনুসারে বলিতেছি। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি ক্ষয়রোগী হয়; সুরাপায়ী ব্যক্তি শ্যাবদন্ত, স্বর্ণচৌর কুনখী, গুরুদারহর্ত্তা দুশ্চর্ম্মা এবং ইহাদিগের সংসর্গকারী ব্যক্তি উক্ত সর্ব্বরোগাক্রান্ত হয়। ইহারা পঞ্চ মহাপাতকী। সাধুজনের নিন্দা শ্রবণ করিলে মানব বধির হয়; আর স্বয়ং সাধুনিন্দা করিলে সেই পাপে মূক হইয়া থাকে। গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অপস্মার হয়, গুরুজনের অবজ্ঞা করিলে কৃমিযোনি লাভ করে। পূজ্যজনের পূজায় উপেক্ষা করিলে মানব দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া থাকে। সাধুজনের দ্রব্যাপহরণার্থ যত পদক্ষেপ করে, সেই নরাধম তত বৎসর পঙ্গু হইয়া থাকে। দান করিয়া পুনরায় তাহা হরণ করিলে কৃকলাশ হয়। কুপিত গুরুজনকে অনুনয়াদি দ্বারা শান্ত না করিলে শিরোরোগী হইয়া থাকে।—১—১০। রজস্বলাসঙ্গমে চণ্ডালত্ব হয়; এবং বস্ত্রাপহারী শ্বিত্ররোগী হইয়া

তথাগ্নিদঃ ॥ ১১ ॥ দর্দ্দুরো রূপ্যহারী স্যাৎ কূটসাক্ষী মুখারুজঃ। পরদারাংশ্চ কামেন দ্রষ্টা স্যাদক্ষিরোগবান্ ॥ ১২ ॥ প্রতিজ্ঞা যাপ্রযচ্ছন্ যো হল্পায়ুর্জ্জায়তে নরঃ। বিপ্রবৃত্ত্যপহারী স্যাদজীর্ণো সর্ব্বদাধমঃ ॥১৩॥ নৈষ্ঠিকান্নাশনাদ্ভুয়ো নিবৃত্তো রোগবান সদা। পত্নী-বহুত্বে ত্বেকস্যাং রেতোমোক্ষঃ ক্ষয়ী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ স্বামিনা 'ধর্ম্মযুক্তো যস্ত্বন্যায়েন সমাচরেৎ। স্বয়ং বা ভক্ষয়েদ্দ্রব্যং স মূঢ়ঃ স্যাজ্জলোদরী ॥ ১৫ ॥ দুর্ব্বলং পীড্যমানং যো বলবান সমুপেক্ষতে। অঙ্গহীনঃ স চ ভবেদন্নহৃৎ ক্ষুধিতো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ ব্যবহারে পক্ষপাতী জিহ্বারোগী ভবেন্নরঃ। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিং সঙ্কার্য্য পত্ন্যাদীষ্টবিয়োগকৃৎ ॥ ১৭ ॥ স্বয়ম্পাকাগ্রভোজী যো গলরোগমবাপ্নুয়াৎ। পঞ্চযজ্ঞানকৃত্বৈব ভুঞ্জানো গ্রামশূকরঃ ॥ ১৮ ॥ পর্ব্বমৈথুন-কৃন্মেহী পরিত্যজ্য স্বগেহিনীম্। বেশ্যা-দিরক্তো মূঢাত্মা খল্বাটো জায়তে নরঃ ॥ ১৯ ॥ পরিক্ষীণান্ মিত্রবন্ধূন্ স্বামিনং দায়তানুগান্। অবমত্য নিবৃত্তাত্মা ক্লিষ্টবৃত্তিঃ সদা ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ছদ্মনোপ-চরেদ্যস্তু পিতরৌ স্বামিনং গুরূন। প্রাপ্তব্যার্থস্যাতি-কষ্টাৎ পরিভ্রংশোহর্থজো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ বিশ্রব্ধস্যা-পহারী তু দুঃখানাং ভাজনং ভবেৎ। ধার্ম্মিকে ক্ষুদ্রকারী যো নরঃ স বামনো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ দুর্ব্বলবৃষবাহী যঃ কটিলূতী ভবেৎ স চ ॥ ২৩ ॥ জাত্যন্ধশ্চাপি যো গোঘ্নো নিষ্পশুর্দুঃখকৃদ্গবাম্। নির্দ্দয়ো গোষু ঘাতাদ্যৈঃ সদা সোহধ্বসু কষ্টগঃ ॥২৪॥ নিস্তেজকঃ সভার্য্যাং যো গলগণ্ডী স জায়তে। সদা ক্রোধী চ চণ্ডালঃ পূতিবক্ত্রশ্চ সূচকঃ ॥ ২৫ ॥ অজবিক্রয়কৃদ্ব্যাধঃ কুণ্ডাশী ভৃতকো ভবেৎ। নাস্তিকস্তিলপিণ্ডী স্যাদশ্রদ্ধো গীতজীবনঃ ॥ ২৬ ॥ অভক্ষ্যাদো গণ্ডমালী স্ত্রীবাদী চাসুতস্য কৃৎ। অন্যায়তো জ্ঞানগ্রাহী মূর্খো ভবতি মানবঃ ॥ ২৭ ॥ শাস্ত্রচৌরঃ কেকরাক্ষঃ কথাং পুণ্যাঞ্চ দ্বেষ্টি যঃ। কৃমিবক্ত্রঃ স চ ভবেদ্দ্বিভ্রষ্টো নরকাৎ কুধীঃ ॥ ২৮ ॥

থাকে। অগ্নিদাতা কৃষ্ণকুষ্ঠাক্রান্ত, রৌপ্যাপহারী দুর্দ্দুররোগী, এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা মুখরোগী হইয়া জন্মে। সকামভাবে পরনারীদর্শনে মানব নেত্র রোগী হয়; আর প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা দান না করিলে মানব অল্পায়ু হইয়া থাকে। যে অধম মানব ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ করে, সে সর্ব্বদা অজীর্ণরোগে ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিভোগ্য হবিষ্যাহার পরিহার করিলে সতত রোগ ভোগ করিতে হয়। বহু পত্নী থাকিতে যদি কেবল মাত্র এক পত্নীতেই সঙ্গম করে তবে সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। প্রভু কোনও ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিলে, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করে কিম্বা স্বয়ং স্বামিদ্রব্য আত্মসাৎ করে, সে জলোদর রোগাক্রান্ত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়াও যদি বলবান ব্যক্তি উপেক্ষা করে, তবে সে অঙ্গহীন হয়। অন্নাপহরণ করিলে তাহাকে ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতে হয়। বিচারকার্য্যে পক্ষপাত করিলে তাহার জিহ্বারোগ জন্মে। কাহারও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইলে তাহার ভার্য্যাদি প্রিয়জনের বিয়োগ-দুঃখ ভোগ হয়। স্বয়ং পাক করিয়া তাহার অগ্রভাগ স্বয়ংই ভোজন করিলে তাহার কণ্ঠরোগ জন্মে। পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে মানব গ্রাম্যশূকর শরীর লাভ করে। পর্ব্বকালে মৈথুন করিলে মেহরোগ জন্মে। নিজ পত্নীকে ছাড়িয়া বেশ্যাদিতে আসক্ত মানবের খালিত্য রোগ জন্মে। দুরবস্থাপন্ন বন্ধু-বান্ধব প্রভু প্রিয়জন বা অনুগত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে জন স্বয়ং সন্তুষ্ট ভাবে থাকে, তাহাকে সতত ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ১১—২০। পিতা মাতা প্রভু ও গুরু-জনগণের সহিত কপট ব্যবহার করিলে তাহার লব্ধব্য বিষয়লাভে অতিশয় ক্লেশ হয় এবং নিয়ত অর্থনাশ ঘটিয়া থাকে। বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তি দুঃখ-ভাজন হয়। যে নর ধার্ম্মিক জনের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করে, সে বামন হইয়া জন্মে। দুর্ব্বল বৃষদ্বারা ভারবহন করাইলে কটিলূত রোগাক্রান্ত হয়। গোঘাতী ব্যক্তি জন্মান্ধ হয়, আর গোগণের পীড়াদায়ক নর পশুহীন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ গো সকলকে প্রহারাদি দ্বারা সতত উৎপীড়ন করিলে নিয়ত পথক্লেশ পায়। সভামধ্যে কাহাকেও অপদস্থ করিলে গলগণ্ড রোগ জন্মে। সদাক্রোধী ব্যক্তি চণ্ডাল হয় আর গোপনে পর-কুৎসাকারী মানব পূতিমুখ হইয়া থাকে। ছাগ বিক্রয়কারী ব্যাধ হয়; কুণ্ডাশী ব্যক্তি বেতনজীবী হয়; নাস্তিক মানব তিলপিণ্ডী হয়; আর বেদবিধিতে অশ্রদ্ধাবান নর গীতজীবী হইয়া জন্মে। অভক্ষ্য ভক্ষণকারী ব্যক্তির গণ্ডমালা রোগ হয়। মদ্যনির্ম্মাতা মানবের স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। মানব অন্যায়পূর্ব্বক জ্ঞান গ্রহণ করিলে মূর্খ হয়, শাস্ত্রচৌর্য্য করিলে কেকর-নেত্র হয়; এবং পুণ্য কথায় বিদ্বেষ করিলে

দৈবদ্বিজগবাং বৃত্তিহারকো বাস্তভক্ষকৃৎ। তড়াগারামভেত্তা যো ভবেদ্বিকলপাণিকঃ॥ ২৯॥ ব্যবহারে ছলগ্রাহী ভৃত্যগ্রস্তো ভবেন্নরঃ। সদা পুরুষরোগী স্যাৎ পরদাররতো নরঃ॥ ৩০॥ বাতরোগী কুবৈদ্যঃ স্যাদ্দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ। মধুমেহী খরীগামী গোত্রস্ত্রীমৈথুনোঽপ্রসূঃ॥ ৩১॥ স্বসারং মাতরং পুত্রবধূং গচ্ছন্নবীজবান্। কৃতঘ্নঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং বৈফল্যং সমুপাপ্নুতে॥ ৩২॥ ইত্যেষ লক্ষণোদ্দেশঃ পাপিনাং পরিকীর্ত্তিতঃ। চিত্রগুপ্তোঽপি মুহ্যেত সকলস্যানুবর্ণনে॥ ৩৩॥ এতে নরকবিভ্রষ্টা ভুক্ত্বা যোনীঃ সহস্রশঃ। এবংবিধৈশ্চিহ্নিতাশ্চ জায়ন্তে লক্ষণৈর্নরাঃ॥ ৩৪॥ যে হি ধর্ম্মং ন মন্যন্তে তথা যে ব্যসনৈর্জ্জিতাঃ। অনুমানেন বোদ্ধব্যাঃ যদেতে শেষপাপিনঃ॥ ৩৫॥ যেষাং ত্বন্তগতং পাপং স্বর্গাদ্বা যে সমাগতাঃ। সর্ব্বব্যসননির্ম্মুক্তা ধর্ম্মমেকং ভজন্তি তে॥ ৩৬॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।—ধর্ম্মাদনবমং সৌখ্যমধর্ম্মাদ্দুঃখসম্ভবঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মং সুখার্থায় কুর্য্যাৎ পাপং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৭॥ লোকদ্বয়েঽপি যৎ সৌখ্যং তদ্ধর্ম্মাৎ প্রোচ্যতে যতঃ। ধর্ম্মমেকমতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩৮॥ মুহূর্ত্তমপি জীবেত নরঃ শুক্লেন কর্ম্মণা। ন কল্পমপি জীবেত লোকদ্বয়বিরোধিনা॥ ৩৯॥ ইতি পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র যথাশক্ত্যা ময়েরিতম্। অযুক্তং যুক্তমথবা ক্ষন্তব্যং কিং বদামি চ॥ ৪০॥ নারদ উবাচ। কমঠস্যেতদাকর্ণ্য অষ্টবর্ষস্য ভাষিতম্। ভগবান্ ভাস্করঃ প্রীতো বভূবাতীব বিস্মিতঃ॥ ৪১॥ প্রশশংস চ তান্ বিপ্রান্ হারীতপ্রমুখাংস্তদা। অহো বসুমতী ধন্যা দ্বিজৈরেবংবিধোত্তমৈঃ॥ ৪২॥ অথ প্রজাপতির্ধন্যো যন্মর্য্যাদাভিপালকাঃ। অমীভির্ব্রাহ্মণবরৈর্ধন্যা বেদাশ্চ সম্প্রতি॥ ৪৩॥ যেষাং মধ্যে বালবুদ্ধিরিয়মেতাদৃশী স্ফুটা। হারীতপ্রমুখাণাং হি কা বৈ বুদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৪৪॥ অসংশয়ং ত্রিলোকস্থমেষামবিদিতং ন হি। যথৈতান্নারদঃ প্রাহ ভূয়স্তস্মাদমী

সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি নরকভোগান্তে ইহলোকে কৃমিবক্ত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেব, দ্বিজ ও গোগণের বৃত্তিহরণকারী ব্যক্তি বাস্তভক্ষী হয়; আর তড়াগ ও উদ্যানবিনাশক মানবের হস্ত বিফল হইয়া যায়। ২১—২৯। বিচার কার্য্যে ছল করিয়া উপেক্ষা করিলে মানব ভৃত্য জন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরনারীনিরত নর ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে রত হইলে বাত রোগাক্রান্ত হয়। গুরুদারগামী দুশ্চর্ম্মা হইয়া থাকে। গর্দ্দভী গমনে মধুমেহ রোগ জন্মে। সগোত্রাগামী নির্ব্বংশ হয়। ভগিনী মাতা ও পুত্রবধূ গমনে সন্তানোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। কৃতঘ্ন মানব সর্ব্বকর্ম্মেই বিফলপ্রযত্ন হয়। পাপীদিগের লক্ষণ এই আমি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম। চিত্রগুপ্তও ইহার সম্যক্ বর্ণনে অসমর্থ। এই সমস্ত পাপী নরকভোগান্তে উক্ত লক্ষণসমূহে চিহ্নিত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। যাহারা ধর্ম্ম মানে না এবং যাহারা ব্যসনে সমাক্রান্ত, তাহারা যে কিরূপ পাপী আর কিরূপ ফলই বা ভোগ করিবে, তাহা অনুমান দ্বারাই বোদ্ধব্য। হে দ্বিজ! যাহাদিগের পাপ নাই, কিম্বা যাহারা স্বর্গ হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বব্যসনহীন ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক আছে, যথা,—ধর্ম্ম হইতে পরম সুখ আর অধর্ম্ম হইতে দুঃখোৎপত্তি হয়; অতএব সুখলাভার্থ ধর্ম্মাচরণ করিবে এবং পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইবে। যেহেতু ধর্ম্মদ্বারা ইহ-পর উভয় লোকেই প্রভূত সুখভোগ হয়, ইহা সুধীগণ বলিয়া থাকেন। এই জন্য সর্ব্বকর্ম্ম সাধনোদ্দেশে একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। শুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকাও ভাল; পরন্তু লোকদ্বয়বিরোধী পাপকর্ম্ম করিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণও ভাল নহে। হে দ্বিজ! এই আমি আপনার প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর দান করিলাম; ভাল-মন্দ যাহা বলিয়া থাকি, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। অতঃপর আপনাকে আর কি বলিব? ৩০—৪০। নারদ কহিলেন,—ভগবান্ ভাস্কর, সেই অষ্টবর্ষীয় বালক কমঠের এই কথা শুনিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং সবিস্ময়ে হারীতপ্রমুখ মুনিগণকে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন,—আহা! এবম্বিধ উত্তম দ্বিজগণকে ধারণ করিয়া বসুমতী ধন্যা হইয়াছেন; আর ইহাঁরা যাঁহার বিধি প্রতিপালন করেন, সেই প্রজাপতিও ধন্য। এই বিপ্রবরগণ দ্বারা সম্প্রতি বেদ সকলও ধন্য হইয়াছে। যাঁহাদিগের মধ্যস্থ বালকেরও বুদ্ধি এতাদৃশ সুনির্ম্মল! ইহাতে হারীতপ্রমুখ বৃদ্ধগণের বুদ্ধি যে কিরূপ সমুজ্জ্বল তাহা অনুমানগম্য, নিশ্চয়ই ত্রিলোকে ইহাঁদিগের কিছুমাত্র অবিদিত নাই। নারদ ইহাঁদিগের বিষয় যেমন বলিয়াছিলেন, আমি

বহু ॥ ৪৫ ॥ ইতি প্রশস্য তান্ বিপ্রান্ প্রহৃষ্টো রবিরব্রবীৎ। অহং সূর্য্যো বিপ্রমুখ্যা যুষ্মাকং দর্শনাৎ কৃতে ॥ ৪৬ ॥ সমাগতঃ সূর্য্যলোকাৎ প্রাপ্তং নেত্রফলঞ্চ মে। ভবদ্বিধৈর্বিপ্রমুখ্যৈঃ সংল্লনসহাসনাৎ ॥ ৪৭ ॥ অন্ত্যজা অপি পূয়ন্তে কিং পুনর্মাদৃশা দ্বিজাঃ। সর্ব্বথা নারদো ধন্যো যোঽসৌ ত্রৈলোক্যতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥ যুষ্মাভির্বিধাতে শ্রেয়ো যস্য বৈ ধূতকিল্বিষৈঃ। প্রণমামি চ বঃ সর্ব্বান্মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ। তপো বিদ্যা চ বৃত্তঞ্চ যতো বার্দ্ধক্যকারণম্ ॥ ৪৯ ॥ বরং মত্তো বৃণীধ্বঞ্চ দুর্লভং যং হৃদীচ্ছত। যূয়ং স্বয়ং হি বরদা মৎসঙ্গো মাস্ত নিষ্ফলঃ ॥ ৫০ ॥ দেবতানাং হি সংসর্গো নিষ্ফলো নোপজায়তে। তস্মান্মত্তো বরং কিঞ্চিদ্ বৃণীধ্বং প্রদদামি বঃ ॥ ৫১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। ইতি সূর্য্যবচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥ সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা পাদ্যার্ঘ্যস্তুতিবন্দনৈঃ। মণ্ডলাদীন্মহাজপ্যান্ গৃণন্তঃ প্রোচিরে রবিম্ ॥ ৫৩ ॥

জয়াদিত্য জয় স্বামিন্ জয় ভানো জয়ামল। জয় বেদপতে শশ্বত্তারয়াস্মানহর্পতে ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রাণাং ত্বং পরো দেবো বিপ্রসর্গোঽপি ত্বন্ময়ঃ। নিতরাং পূতমেতন্নঃ স্থানং দেব ত্বয়েক্ষিতম্ ॥ ৫৫ ॥ অদ্য নঃ সফলা বেদা অদ্য নঃ সফলাঃ ক্রিয়াঃ। অদ্য নঃ সফলং গেহং ত্বয়া সঙ্গমা গোপতে ॥ ৫৬ ॥ বরং যদি প্রদাতাসি তদেনং প্রবৃণীমহে। আস্মাকীনমিদং স্থানং ন হি ত্যাজ্যং কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। যস্মাদ্ভবদ্ভিঃ পূর্ব্বং হি জয়াদিত্যেতি চোদিতম্। জয়াদিত্য ইতি খ্যাতস্তস্মাৎ স্থাস্যেঽহমত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৮ ॥ যাবন্মহী সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতা নগরাণি চ। তাবৎ স্থানমিদং বিপ্রা ন হি ত্যক্ষ্যামি কর্হিচিৎ ॥ ৫৯ ॥ দারিদ্র্যরোগসঙ্ঘাতান্ দদ্রবো মণ্ডলানি চ। কুষ্ঠাদীন্নাশয়িষ্যামি ভজতামত্র সংস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥ যো মামত্র স্থিতং চাপি পূজয়িষ্যতি মানবঃ। সূর্য্যলোকমিবাগম্য পূজাং তস্য ভজাম্যহম্। ৬১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ। এবমুক্তে ভগবতা

দেখিতেছি, ইহাঁরা তদপেক্ষায়ও অধিক প্রশংসার্হ। ভগবান্ রবি হৃষ্টচিত্তে এই ভাবে তাঁহাদিগকে বহু প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! আমি সূর্য্য; আপনাদিগের দর্শনার্থ আমি সূর্য্যলোক হইতে এখানে আসিয়াছি। পরন্তু আমার নয়নের সাফল্যও ঘটিয়াছে। হে দ্বিজগণ! আপনাদের ন্যায় বিপ্রবরগণ সহ একত্রাবস্থানে ও কথাবার্ত্তায় অন্ত্যজেরাও পবিত্র হয়, মাদৃশ ব্যক্তির কথা কি? ত্রৈলোক্যতত্ত্বজ্ঞ নারদ মুনি সর্ব্বথাই ধন্য; যেহেতু তাদৃশ নিষ্কল্মষ সাধুগণ তাঁহার শ্রেয়ঃসাধন করিতেছেন। তপস্যা, বিদ্যা ও সদাচার,—এই তিনটীই বিপ্রগণের গৌরবজনক; এজন্য আমি আপনাদিগের সকলকেই বুদ্ধিমনঃসমাধানপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। আপনারা যাহা কামনা করেন, আমার নিকট সেই দুর্লভ বর গ্রহণ করুন। যদিও আপনারা স্বয়ংই বরদানক্ষম, তথাপি আমার সঙ্গ নিষ্ফল না হউক। দেবতাদিগের সংসর্গ কদাচ বিফল হয় না; সেই জন্যই আপনারা আমার নিকট কোনও বর প্রার্থনা করুন; আমি তাহা প্রদান করিব। ৪১—৫১। নারদ কহিলেন,—সূর্য্যের এই কথা শুনিয়া সেই দ্বিজবরগণ সহর্ষে পরম ভক্তিসহকারে পাদ্য অর্ঘ্য স্তুতি বন্দন ও মণ্ডলাদি মহাজপ্য পাঠ দ্বারা সেই

রবি দেবকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন,—হে আদিত্য! আপনার জয় হউক, হে স্বামিন! আপনার জয় হউক, হে ভানো! আপনার জয় হউক, হে অমল! আপনার জয় হউক; হে বেদপতে! আপনার জয় হউক। হে অহর্পতে! আপনি আমাদিকে ত্রাণ করুন। আপনি বিপ্রগণের পরম দেবতা, বিপ্রসৃষ্টিও ত্বন্ময়। হে দেব! আপনার দ্বারা বিলোকিত হওয়ায় আমাদিগের এই স্থানও অতিশয় পবিত্র হইল। অদ্য আমাদিগের বেদাধ্যয়ন সফল, অদ্য আমাদিগের ক্রিয়ানুষ্ঠান সফল; এবং হে কিরণরাজ! আপনার সমাগমে অদ্য আমাদিগের গৃহও সফল হইল। আপনি যদি বর দান করিতে চাহেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদিগের এই স্থান কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। শ্রীসূর্য্য কহিলেন,—যেহেতু আপনারা প্রথমেই আমাকে জয়াদিত্য বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন, তজ্জন্য আমি এখানে জয়াদিত্য নামেই সতত অবস্থান করিব। মহী পর্ব্বত সমুদ্র ও নগর সকল যাবৎ থাকিবে, হে বিপ্রগণ! আমি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এ স্থান কদাচ পরিত্যাগ করিব না। এখানে থাকিয়া আমি ভক্তগণের দরিদ্রতা ও দদ্রু, মণ্ডল, কুষ্ঠাদি রোগ সকল বিনাশ করিব। যে মানব আমাকে এখানে পূজা করিবে, সূর্য্যলোকে যাইয়া আমার অর্চ্চনা করিলে তাহাতে

হারীতাদ্যা দ্বিজোত্তমাঃ। মূর্ত্তিং সংস্থাপয়ামাসু-র্বেদোদিতবিধানতঃ॥ ৬২॥ ততো দ্বিজাঃ প্রাহুরেবং কমঠং ত্বৎকৃতে রবিঃ। অত্র স্বামী স্থিতস্তস্মাৎ প্রথমং স্তুহি ত্বং রবিম্॥ ৬৩॥ ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণৈঃ সর্ব্বৈঃ কমঠো বাগ্মিনাং বরঃ। প্রণিপত্য জয়াদিত্যং মহাস্তোত্রমিদং জগৌ॥ ৬৪॥ ন ত্বং কৃতঃ কেবল-সংশ্রুতশ্চ যজুষোবং ব্যাহরত্যাদিদেব। চতুর্বিধা ভারতী দূরদূরং ধৃষ্টঃ স্তৌমি স্বার্থকামঃ ক্ষমৈতৎ॥৬৫॥ মার্ত্তণ্ড সূর্য্যাংশুরবিস্তথেন্দ্রো ভানুর্ভগশ্চার্য্যমা স্বর্ণরেতাঃ॥ ৬৬॥ দিবাকরো মিত্রবিষ্ণুশ্চ দেব খ্যাতস্ত্বং বৈ দ্বাদশাত্মা নমস্তে। লোকত্রয়ং বৈ তব গর্ভগেহং জলাধারঃ প্রোচ্যসে খং সমগ্রম্॥ ৬৭॥ নক্ষত্রমালা কুসুমাভিমালা তস্মৈ নমো ব্যোমলিঙ্গায় তুভ্যম্॥ ৬৮॥ ত্বং দেবদেবস্ত্বমনাথনাথস্ত্বং প্রাপ্যপালঃ কৃপণে কৃপালুঃ। ত্বং নেত্রনেত্রং জনবুদ্ধিবুদ্ধিরাকাশ-কাশো জয় জীবজীবঃ॥ ৬৯॥ দারিদ্র্যদারিদ্র্য-নিধে নিধীনামমঙ্গলামঙ্গল শর্ম্মশর্ম্ম। রোগপ্ররোগঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং চিরং জয়াদিত্য জয়াপ্রমেয়॥ ৭০॥ ব্যাধিগ্রস্তং কুষ্ঠরোগাভিভূতং ভগ্নঘ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞম্। মাতা পিতা বান্ধবাঃ সর্ব্বৈস্ত্যক্তং পাসি কোঽস্তি ত্বদন্যঃ॥ ৭১॥ ত্বং মে পিতা ত্বং জননী ত্বমেব ত্বং মে গুরুর্ব্বান্ধবাশ্চ ত্বমেব। ত্বং মে ধর্ম্মস্ত্বং মে মোক্ষমার্গো দাসস্তভ্যং ত্যজ বা রক্ষ দেব॥ ৭২॥ পাপোঽস্মি মূঢ়োঽস্মি মহোগ্র-কর্ম্মা রৌদ্রোঽস্মি নাচারনিধানমস্মি। তথাপি তুভ্যং প্রণিপত্য পাদযোর্জ্জয়ং ভক্তানামর্পয় শ্রীজয়ার্ক॥ ৭৩॥ নারদ উবাচ। এবং স্তুতো জয়াদিত্যঃ কমঠেন মহাত্মনা। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রাহ তং প্রহসন্নিব॥ ৭৪॥ জয়াদিত্যাষ্টকমিদং যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্। অনেন স্তোষ্যতে যো মাং ভুবি তস্য ন দুর্লভম্॥ ৭৫॥ রবিবারে বিশেষেণ

যেমন প্রীতি লাভ করি, তৎপ্রতি তদ্রূপই প্রীত হইব। ৫২—৬১। শ্রীনারদ কহিলেন,—ভগবান্ আদিত্য এইরূপ বলিলে পর হারীতাদি মুনিগণ বেদোক্ত বিধানে সে স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পরে দ্বিজগণ কমঠকে কহিলেন যে, তোমার জন্যই রবি দেব এখানে অবস্থিত হইয়াছেন; অতএব প্রথমতঃ তুমিই তাঁহাকে স্তব কর। বাগ্মিবর কমঠ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জয়াদিত্যকে প্রণতি-পূর্ব্বক এই মহাস্তোত্র পাঠ করিলেন। যথা,—হে আদিদেব। আপনি কাহারও কৃত নহেন, পরন্তু কেবল মাত্র শ্রুতই হইতেছেন; যজুর্ব্বেদে এইরূপ উক্তি আছে। বস্তুতঃ চতুর্ব্বিধ বাণী আপনার তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে দূরে দূরেই থাকে,নিকটেও যাইতে পারে না; আমি ধৃষ্ট, তথাপি স্বার্থসাধনার্থ আপনাকে স্তব করিতেছি। আপনি এই অপরাধ ক্ষমা করুন। মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, অংশু, রবি, ইন্দ্র, ভানু, ভর্গ, অর্য্যমা, স্বর্ণরেতা; দিবাকর, মিত্র, বিষ্ণু, ও দ্বাদশাত্মা নামে আপনি বিখ্যাত; হে দেব! আপনাকে নমস্কার। এই লোকত্রয় আপনার অন্তর্গৃহ স্বরূপ, সমগ্র নভোমণ্ডল আপনার জলাধার স্বরূপ, নক্ষত্রমালা পুষ্পমালাবৎ আপনার শোভা সম্পাদন করে; আপনি স্বয়ং ব্যোমবিহারী হংস-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবদেব; আপনি অনাথনাথ; আপনি শরণাগতপালক ও দীনজনে দয়াবান্। আপনি, নয়নের নয়ন, বুদ্ধিরও বুদ্ধি, আকাশেরও প্রকাশক এবং জীবনেরও জীবন স্বরূপ; আপনার জয় হউক। আপনি দরিদ্রতার দরিদ্রতা, নিধির নিধি, অমঙ্গলের অমঙ্গল, মঙ্গলের মঙ্গল এবং রোগেরও রোগ-স্বরূপ। হে অপ্রমেয় জয়াদিত্য! আপনি চির-কাল পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া জয়যুক্ত হউন। ৬২—৭০। ব্যাধিগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, ভগ্ন-নাসিক, শীর্ণদেহ, সংজ্ঞাহীন মানবকে মাতা পিতা বান্ধবাদি সকলেই পরিত্যাগ করে, পরন্তু এক-মাত্র আপনিই তাদৃশ সর্ব্বজনপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। আপনার ন্যায় দয়ালু আর কে আছে? আপনি আমাকে রক্ষাই করুন আর পরিত্যাগই করুন, আপনিই আমার মাতা, আপনিই পিতা, আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার বান্ধব, আপনিই আমার ধর্ম্ম, আপনিই আমার মোক্ষমার্গ, এবং আমি আপনারই দাস! এক্ষণে আমি পাপী, মূঢ়, মহোগ্র-কর্ম্মা ও রৌদ্রস্বভাব; আর আমি সদাচারও পালন করি না; হে শ্রী-জয়াদিত্য। তথাপি আপনার পদযুগলে প্রণত হইয়া আপনারই জয় কীর্ত্তন করিতেছি। আপনি ভক্ত-জনের জয় বিধান করুন। নারদ কহিলেন,—মহাত্মা কমঠ, এইরূপ স্তব করিলে ভগবান্ জয়াদিত্য সহাস্য বদনে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—হে কমঠ! তোমার কীর্ত্তিত এই জয়া-দিত্যাষ্টক দ্বারা যে মানব আমার স্তব করিবে,

মাং সমভ্যর্চ্চ্য যঃ পঠেৎ। তস্য রোগা ন শিষ্যন্তি দারিদ্র্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥ ৭৬॥ ত্বয়া চ তোষিতো বৎস তব দদ্মি বরং ত্বমুম্। সর্ব্বজ্ঞো ভুবি ভূত্বা ত্বং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি॥ ৭৭॥ ত্বৎপিতা স্মৃতিকারশ্চ ভবিষ্যতি দ্বিজার্চ্চিতঃ। স্থানস্যাস্য ন নাশশ্চ কদাচিৎ প্রভবিষ্যতি॥ ৭৮॥ ন চৈতৎস্থানকং বৎস পরিত্যক্ষ্যামি কর্হিচিৎ। এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরর্চ্চিতঃ স্তুতঃ॥ ৭৯॥ অনুজ্ঞাপ্য দ্বিজেন্দ্রাংস্তাংস্তত্রৈবান্তর্দধে প্রভুঃ। এবং পার্থ সমুৎপন্নো জয়াদিত্যোঽত্র ভূতলে॥ ৮০॥ আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে রবিবারে চ সুব্রত। আশ্বিনে ভানুবারেণ যো জয়াদিত্যমর্চ্চয়েৎ॥ ৮১॥ কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। পূজনাদ্রক্তমাল্যৈশ্চ রক্তচন্দনকুঙ্কুমৈঃ॥ ৮২॥ লেপনাদ্গন্ধধূপাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপায়সৈঃ। ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ॥ ৮৩॥ মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকং চ গচ্ছতি। পুত্রদারধনান্যায়ুঃ প্রাপ্য সাংসারিকং সুখম্॥ ৮৪॥ ইষ্টকামৈঃ সমাযুক্তঃ সূর্য্যলোকে চিরং বসেৎ॥ ৮৫॥ সর্ব্বেষু রবিবারেষু জয়াদিত্যস্য দর্শনম্। কীর্ত্তনং স্মরণং বাপি সর্ব্বরোগোপশান্তিদম্॥ ৮৬॥ অনাদিনিধনং দেবমব্যক্তং তেজসাং নিধিম্। যে ভক্তাস্তে চ লীয়ন্তে সৌরস্থানে নিরাময়ে॥ ৮৭॥ সূর্য্যোপরাগে সম্প্রাপ্তে রবিকূপে সমাহিতঃ। স্নানং যঃ কুরুতে পার্থ হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৮৮॥ দানং চৈব যথাশক্ত্যা জয়াদিত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ। তস্য পুণ্যস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনা জয়॥ ৮৯॥ কুরুক্ষেত্রেষু যৎ পুণ্যং প্রভাসে পুষ্করেষু চ। বারাণস্যাং চ যৎপুণ্যং প্রয়াগে নৈমিষেঽপি বা। তৎ পুণ্যং লভতে মর্ত্ত্যো জয়াদিত্যপ্রসাদতঃ॥ ৯০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জয়াদিত্যমহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। কোটিতীর্থং কথং জাতং কেন বা নির্ম্মিতং মুনে। কস্মাদ্বা কোটিতীর্থানাং

ভূতলে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। বিশেষতঃ রবিবারে যদি কেহ আমার অর্চ্চনান্তে এই স্তব পাঠ করে, তবে তাহার রোগ বা দরিদ্রতা নিশ্চয়ই থাকে না। বৎস! তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই বর দিতেছি যে, তুমি ভূতলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে এবং মরণান্তে মুক্তিলাভ করিবে। দ্বিজগণার্চ্চিত তোমার পিতাও প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রকার হইবেন। আর কদাচ এই স্থানের বিনাশ ঘটিবে না। বৎস! আমিও কদাচ এ স্থান পরিহার করিব না। ভগবান্ রবি এই কথা বলিয়া সেই দ্বিজগণ দ্বারা অর্চ্চিত ও পূজিত হইয়া তাঁহাদিগের অভিমত লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। হে অর্জ্জুন! এই ভূতলে এই ভাবেই জয়াদিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ৬৩—৮০। হে সুব্রত! আশ্বিন মাসে রবিবারে অশ্বিনী নক্ষত্রযোগে যদি কেহ কোটিতীর্থে স্নানান্তে জয়াদিত্যের অর্চ্চনা করে, তবে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতেও বিমুক্ত হয়। রক্ত মাল্য, রক্ত চন্দন, কুঙ্কুম, গন্ধাদি অনুলেপন, ধূপ, ঘৃত-পায়স নৈবেদ্যাদি উপচারে জয়াদিত্যের অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, গুরুদারহারী কিম্বা চৌর ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করে। সে দীর্ঘায়ু হইয়া পুত্রদার-ধনাদিজনিত সাংসারিক সুখ-ভোগান্তে সূর্য্যলোকে অভিমত কামভোগ সহকারে চিরকাল বাস করিয়া থাকে। সমস্ত রবিবারেই জয়াদিত্যের দর্শন কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলেও সর্ব্বপাপ শান্তি হয়। সেই অনাদিনিধন অব্যক্ত তেজোনিধি রবিদেবের যাহারা ভক্ত, তাহারা নিরাময় সূর্য্যলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পার্থ! যে মানব সূর্য্যগ্রহণ কালে সমাহিত মানসে রবিকূপে স্নান করিয়া জয়াদিত্যের সম্মুখে যত্ন সহকারে হোম ও যথাশক্তি দান কর্ম্ম করে, হে অর্জ্জুন! তাহার পুণ্যমাহাত্ম্য তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর।—কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে, পুষ্করে, বারাণসীতে, প্রয়াগে বা নৈমিষারণ্যে যেমন পুণ্য লাভ হয়, মানব জয়াদিত্যের প্রসাদে তাদৃশ পুণ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮১—৯০।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর! কোটিতীর্থ কি প্রকারে জন্মিল? কেই বা উহা নির্ম্মাণ

কলমস্তোচ্যতে মুনে ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ। যদা মে স্থাপিতং স্থানং প্রসাদ্যাথ ময়া প্রভুঃ। ব্রহ্মলোকাৎ সমানীতঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ২ ॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং ভগবান্ বিধিঃ। সস্মার কোটিতীর্থানাং স্মৃতাস্তত্রাগতানি চ ॥ ৩ ॥ স্বর্গাত্তু দশলক্ষাণি সপ্ততিশ্চ মহীতলাৎ। পাতালাদ্বিংশলক্ষাণি স্মৃতাস্তভ্যাগতানি চ ॥ ৪ ॥ অনেন প্রবিভাগেণ লিঙ্গান্যপি কুরূদ্বহ। আয়াতানি যথা পূজাং বিদধাতি পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ ততোঽভিবিবেচনং কৃত্বা লিঙ্গান্যভ্যর্চ্চ্য পদ্মভূঃ। মধ্যাহ্নকৃত্যং সংসাধ্য মম প্রেম্না বরং দদৌ ॥ ৬ ॥ ততো ভগবতা হ্যত্র মনসা নির্ম্মিতং সরঃ। ভগবানর্চ্চিতস্তীর্থৈরিদমূচে প্রজাপতিঃ ॥ ৭ ॥ কিং কুর্ম্মো ভগবন্ ধাতরাদেশং দেহি নঃ প্রভো। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥ এতস্মিন সরসি স্থেয়ং তীর্থৈঃ সর্ব্বৈরথাত্র চ। একস্মিংশ্চ তথা লিঙ্গে সর্ব্বলিঙ্গৈর্ম্মার্চ্চনাৎ ॥ ৯ ॥ কোটীনামেব তীর্থানাং লিঙ্গানাং স্নানপূজয়া। দানেন চ ফলং ত্বত্র যদি সত্যং বচো মম ॥ ১০ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে চাত্র পিণ্ডদানং যথাবিধি। পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ স্নাত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েদ্দেবং কোটীশ্বরমনন্যধীঃ। কোটিলিঙ্গার্চ্চনফলং ব্যক্তং তস্যোপজায়তে ॥ ১২ ॥ ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। তেষাং স ফলমাপ্নোতি কোটিতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ১৩ ॥ এবং দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং যযৌ প্রভুঃ। কোটিতীর্থং চ সঞ্জাতং ততঃ প্রভৃতি বিশ্রুতম্ ॥ ১৪ ॥ অস্য তীরে পুরা পার্থ ব্রহ্মাদ্যৈর্দেবসত্তমৈঃ। যজ্ঞান্ বহুবিধান্ কৃত্বা ততঃ সিদ্ধিং পরাং যযুঃ ॥ ১৫ ॥ বসিষ্ঠাদ্যৈর্মুনিবরৈস্তপশ্চীর্ণং পুরানঘ। মনসোঽভীপ্সিতান্ কামান প্রাপুরন্যে তপোধনাঃ ॥ ১৬ ॥ অত্র তীর্থে পুরা পার্থ অত্রিণা বিহিতং তপঃ। কোটিতীর্থাদ্দক্ষিণতঃ স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ অত্রীশ্বরাভিসংজ্ঞং তু মহাপাপহরং পরম্। স্থাপয়িত্বা চ তল্লিঙ্গমগ্রে চক্রে সরোবরম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা চ

করিয়াছে? আর কি জন্যই বা উহা কোটিতীর্থফলদায়ক বলিয়া উক্ত হয়? নারদ কহিলেন,—আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন ব্রহ্মলোক হইতে প্রভু পিতামহ ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া এখানে আনয়ন করি, তখন ভগবান্ বিধাতা মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থ এই স্থানেই কোটিতীর্থের স্মরণ করেন, স্মৃতিমাত্রেই কোটিতীর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বর্গ হইতে দশ লক্ষ, মহীতল হইতে সপ্ততিলক্ষ এবং পাতাল হইতে বিংশ লক্ষ তীর্থ তখন ব্রহ্মার স্মরণমাত্রে সেখানে সমাগত হইয়াছিল। হে কুরুকুলধুরন্ধর! পিতামহ পূজা করিবেন বলিয়া এই নিয়মে এক কোটি লিঙ্গও এখানে আসিয়াছিল। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সেই সমস্ত লিঙ্গের অভিবেক করিয়া পূজাপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকৃত্য সমাধা করিলেন। তিনি প্রীতিবশে তখন আমাকে বরদান করিয়াছিলেন। তারপর ভগবান্ ব্রহ্মা এখানে মানস-কল্পনায় একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে তীর্থসমূহ প্রজাপতিকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বিধাতঃ! আমরা কি করিব? হে প্রভো! আমাদিগকে আদেশ করুন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া কহিলেন,—হে তীর্থগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এই সরোবরে অবস্থান করিও। আর হে লিঙ্গগণ! তোমরাও সকলেই আমার পূজিত একটী লিঙ্গেই অধিষ্ঠিত থাকিও। যদি আমার বাক্য সত্য হয়, তবে যেন এই সরোবরে স্নানে কোটিতীর্থস্নানের এবং একটী লিঙ্গের অর্চ্চনায় কোটি লিঙ্গের অর্চ্চনার ফললাভ হয়। ১—১০। এই স্থানে যে ব্যক্তি যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে, তদীয় পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়; সংশয় নাই। যে মানব স্নানান্তে অনন্যমনে কোটীশ্বরের অর্চ্চনা করে, নিশ্চয়ই তাহার কোটিলিঙ্গার্চ্চন-ফল লাভ হয়। ত্রৈলোক্যে গঙ্গাদি যে সকল তীর্থ ও নদী আছে, কোটিতীর্থে অবগাহন করিলে মানব তৎসমস্তেরই ফল প্রাপ্ত হয়। প্রভু ব্রহ্মা এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সেই হইতেই কোটিতীর্থ জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহার তীরে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে অনঘ! পূর্ব্বে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ইহার তীরে তপস্যাচরণ করিয়াছেন; আর অপরাপর কত তপোধন মুনি এখানে তপস্যা করিয়া অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে মুনিবর অত্রি এই তীর্থে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি কোটিতীর্থের দক্ষিণ দিকে অত্রীশ্বর নামে উত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ মহাপাপনাশক। সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর আবার তিনি উক্ত লিঙ্গের অগ্রভাগে একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন।

যো মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। অত্রীশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য রুদ্রলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ১৯ ॥ ভরদ্বাজেন মুনিনা কোটিতীর্থে সরোবরে। তপশ্চীর্ণং মহাবাহো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ কিল ॥ ২০ ॥ ভরদ্বাজেশ্বরং লিঙ্গং স্থাপিতং সুমনোহরম্। তত্র কৃত্বা সরো রম্যং পরাং মুদমবাপ্তবান্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ। ভরদ্বাজেশ্বরং পূজ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২২ ॥ ততশ্চ কোটিতীর্থেঽস্মিন গৌতমো ভগবানৃষিঃ। অতপাত তপো ঘোরমহল্যাসঙ্গমাশয়া ॥ ২৩ ॥ তং কামং প্রাপ্তবান ধীমান পরাং মুদমুপাগতঃ। অহল্যায়া সমাযোগমেতত্তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৪॥ অস্মিন ক্ষেত্রে মহালিঙ্গং গৌতমেশ্বরসংজ্ঞিতম্। স্থাপয়ামাস ভগবানহল্যাসরসস্তটে ॥ ২৫ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। অহল্যায়া কদা ব্রহ্মন্ খানিতং বৈ মহৎসরঃ। তন্মম ব্রূহি সকলমহল্যাসরঃকারণম্ ॥ ২৬ ॥ নারদ উবাচ। অহল্যা শাপমাপন্না গৌতমাৎ কিল ফাল্গুন। পুরা চেন্দ্রসমাযোগে পরং দুঃখমুপাগতা ॥ ২৭ ॥

ততো দুঃখার্ত্তঃ স মুনিঃ কোটিতীর্থেঽকরোত্তপঃ। তপসা তেন বৈ পার্থাহল্যায়া সহ সঙ্গতঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ সাধ্বী পরং হৃষ্টা অত্র ক্ষেত্রে সরোবরম্। চকার সুমহৎ পুণ্যং তীর্থোদৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ২৯ ॥ অহল্যাসরসি স্নানং পিণ্ডদানং সমাচরেৎ। গৌতমেশং চ সম্পূজ্য ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥ কোটিতীর্থে নরশ্রেষ্ঠ অনেকে মুনয়োঽমলাঃ। তপস্তপ্ত্বা সুঘোরং চ পরাং সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥৩১॥ রাজভির্বহুভিঃ পূর্ব্বং তপো দানং তথাধ্বরাঃ। অস্মিংস্তীর্থে সুবিহিতাঃ পরাং সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥ ৩২ ॥ অস্য তীরে দ্বিজং চৈকং মৃষ্টান্নৈর্যশ্চ তর্পয়েৎ। তেন শ্রদ্ধাসহায়েন কোটির্ভবতি তর্পিতা ॥ ৩৩ ॥ অস্য তীরে নরঃ পার্থ রত্নানি বিবিধানি চ। গোভূমিতিলধান্যানি বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৩৪ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া পার্থ দ্বিজেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি। শতকোটিগুণং পুণ্যং কোটিতীর্থপ্রভাবতঃ। কোটিতীর্থে প্রতিশ্রুত্য দ্বিজেভ্যো ন প্রযচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥ নরকে পাতয়িত্বা চ কুলমেকোত্তরং শতম্। আত্মানং পাতয়েৎ

মানব উক্ত কুণ্ডে স্নানান্তে অত্রীশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া যদি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তবে সে চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। হে মহাবাহো! মুনিবর ভরদ্বাজ কোটিতীর্থ সরোবরে তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে একটী সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ভরদ্বাজেশ্বর নামে অতি মনোহর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। মানব সেখানে স্নানান্তে ভক্তিসহকারে যথাবিধানে ভরদ্বাজেশ্বরের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে শিবলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। ভগবান্ গৌতম ঋষি অহল্যা-সঙ্গম কামনায় এই কোটিতীর্থেই ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই ধীমান্ মুনির তপঃপ্রভাবে কামনা পূর্ণ হইয়াছিল ;—তিনি এই তীর্থের প্রভাবে অহল্যার সহিত সংযোগ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি অহল্যা-সরোবরের তীরে গৌতমেশ্বর নামে একটী মহৎ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১—২৫। অর্জ্জুন কহিলেন,—ব্রহ্মন্! অহল্যা কোন্ সময় সেই মহৎ সরোবর খানিত করেন? আপনি আমাকে সেই অহল্যা-সরোবরের যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বলুন। নারদ কহিলেন,—হে ফাল্গুন, অর্জ্জুন! শুনিয়াছি যে, পুরাকালে গৌতমপত্নী অহল্যা ইন্দ্রের সংস্পর্শে দূষিতা হওয়ায় মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে অভি-

শাপ দিয়াছিলেন। সেইজন্য অহল্যা অতি দুরবস্থা প্রাপ্ত হন। মুনিবর গৌতমও তখন অতিদুঃখে কোটিতীর্থে যাইয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। হে পার্থ! তিনি সেই তপস্যাপ্রভাবে পুনরায় অহল্যার সহিত সঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। তখন সাধ্বী অহল্যা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এই ক্ষেত্রে একটী পুণ্য সরোবর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা তীর্থতোয়ে পরিপূরিত করেন। অহল্যা সরোবরে স্নানান্তে গৌতমেশ্বরের পূজা করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরবর! অনেকানেক অমল মুনি এই কোটিতীর্থে তপস্যাচরণ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বহু বহু রাজা এই তীর্থে বিধানমত তপস্যা-দান-যজ্ঞাদি করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই তীর্থে একটী মাত্র ব্রাহ্মণকেও শ্রদ্ধাসহকারে মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। হে পার্থ! এই কোটিতীর্থের তীরে মানব শ্রদ্ধাযুক্ত মানসে যদি ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি, তিল, ধান্য, বসনাদি দ্রব্য সম্প্রদান করে, তবে তাহাতে কোটিতীর্থপ্রভাবে অন্য তীর্থ অপেক্ষা শতকোটিগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। যদি কেহ কোটিতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, তবে

পশ্চাদ্দারুণং রৌরবং মহৎ ॥ ৩৬ ॥ মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে প্রাতঃকালে তথামলে। যঃ স্নাতি মকরাদিত্যে তস্য পুণ্যং শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্। সর্ব্বদানব্রতৈর্যচ্চ কোটিতীর্থে দিনেদিনে ॥ ৩৮ ॥ তৎপুণ্যং লভতে মর্ত্ত্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। কন্যাগতে সবিতরি যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ॥ ৩৯ ॥ পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি গয়াশ্রাদ্ধশতৈর্ন তু। কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে স্নানাদি কুরুতে যদি ॥ ৪০ ॥ তদক্ষয়ফলং সর্ব্বং ব্রহ্মণো বচনং যথা। ইষ্ট্বাত্র যজ্ঞমেকং তু কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৪১ ॥ কন্যাং ব্রাহ্মেণ বিধিনা দত্ত্বা কোটিগুণং ফলম্। সর্ব্বদানং কোটিগুণং কোটিতীর্থে ভবেদ্‌যতঃ ॥ ৪২ ॥ কোটিতীর্থে ত্যজেৎ প্রাণান্ হৃদি কৃত্বা তু মাধবম্। তস্য পার্থ চিরং স্বর্গে হ্যক্ষয়া শাশ্বতী গতিঃ ॥ ৪৩ ॥ কোটিতীর্থে তীর্থবরে দেহত্যাগং করোতি যঃ। তস্য পূজাং প্রকুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৪ ॥ অস্য তীরে দেহদাহো যস্য কস্য প্রজায়তে। অস্থিক্ষেপো যশ্চ ভবেন্মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৫ ॥ তৎফলং গদিতুং পার্থ বাগীশোঽপি ন বৈ ক্ষমঃ। এতজ্‌জ্ঞাত্বা পরং পার্থ কোটিতীর্থং প্রসেবতে ॥ ৪৬ ॥ দিনেদিনে ফলং তস্য কাপিলং গোসহস্রকম্। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে তস্মাদেতৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

সে স্বীয় একশত একজন পূর্ব্বপুরুষের সহিত দারুণ মহারৌরব নরকে পতিত হয়। সৌর-মাঘমাসে বিমল প্রাতঃকালে যদি প্রতিদিন কোটিতীর্থে স্নান করে, তবে যে কি ফললাভ হয়, তাহা আমার নিকট শুন। সর্ব্বতীর্থসেবায় যে পুণ্য, সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল এবং সমস্ত দানে ও সমস্ত ব্রতাচরণে যে সুকৃত জন্মে, মানব প্রতিদিনই তত্তুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কোনও বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে, যে ব্যক্তি এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহার পিতৃগণ এমন তৃপ্তিলাভ করেন যে, শত শত গয়াশ্রাদ্ধ করিলেও তাঁহাদিগের তাদৃশ তৃপ্তি হয় না। কার্ত্তিক মাসে এখানে যদি স্নানাদি করে, তবে তৎসমস্ত অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। ইহা ব্রহ্মারই বাক্য। এখানে একটী যজ্ঞ করিলেও কোটি যজ্ঞের ফললাভ হয়। এখানে ব্রাহ্মবিধানে একটী কন্যাদান করিলে কোটি কন্যাদানের ফল হয়। বস্তুতঃ কোটিতীর্থে সমস্ত দানই কোটিগুণ ফলপ্রদ। হৃদয়ে মাধবকে চিন্তা করিয়া যদি কেহ কোটিতীর্থে প্রাণ পরিহার করে, হে পার্থ! তাহার চিরকাল স্বর্গবাস হয়। যে ব্যক্তি কোটিতীর্থে প্রাণত্যাগ করে ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার অর্চ্চনা করেন। এই কোটিতীর্থের তীরে যাহার দেহ দাহ হয়, এবং যাহার অস্থি মহীসাগর-সঙ্গমে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার যে ফললাভ হয়, হে পার্থ! তাহা কীর্ত্তন করিতে বাচস্পতিও সমর্থ নহেন। হে অর্জ্জুন! ইহা জানিয়া যে জন কোটি-তীর্থের সেবা করে, দিনে দিনে তাহার সহস্র কপিলা-দানের ফল প্রাপ্তি হয়। এইজন্য এই কোটিতীর্থ, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে সুদুর্লভ। ২৬—৪৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি শালা-মাহাত্ম্যমুত্তমম্। সংস্থাপিতে পুরা স্থানে প্রোক্তোঽহং দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥ ১ ॥ স্থানস্য রক্ষণার্থায় উপায়ং কুরু সুব্রত। ততো ময়া প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যে স্থান-রক্ষণম্ ॥ ২ ॥ আরাধিতা ময়া পশ্চাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ। ত্রয়স্তেকাগ্রচিত্তেন ততস্তুষ্টাঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ সমাগম্যাথ মাং প্রোচুর্নারদ ব্রিয়তাং বরঃ। প্রোক্তং তানর্চ্চ্য চ ময়া ক্রিয়তাং স্থানরক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর তোমার নিকট উত্তম শালামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিলে পর দ্বিজবর-গণ আমাকে কহিলেন যে, হে সুব্রত! তুমি এই স্থানের রক্ষা নিমিত্ত কোনও উপায় কর। তাঁহাদিগের কথায় আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এস্থানের রক্ষা বিধান করিব। পরে আমি একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের আরাধনা করি-লাম। তাহাতে তাঁহারা তিন জনেই তুষ্ট হইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং কহিলেন যে, হে নারদ! তুমি বর গ্রহণ কর। আমি তখন তাঁহা-দিগকে যথাযোগ্য অর্চ্চনান্তে কহিলাম যে, হে

অয়মেব বরো মহ্যং দেয়ো দেবৈঃ সুরোত্তমৈঃ। স্থানলোপো যথা ন স্যাদ্যথা কীর্ত্তির্ভবেন্মম ॥ ৫ ॥ এবমস্ত্বিতি দেবেশৈঃ প্রতিজ্ঞাতং তদা মুনে। স্বাংশেন প্রকরিষ্যাম দ্বিজানাং তব রক্ষণম্ ॥ ৬ ॥ এবমুক্ত্বা কলা মুক্তা দেবৈ স্ত্রিপুরুষৈঃ স্বয়ম্। অন্তর্দ্ধানং ততঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বেহপি সুরসত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ ততো ময়া দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং শালাগ্রে স্থানরক্ষণম্। স্থাপিতাশ্চ পৃথগ্দেবাস্ত্রয়স্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৮ ॥ পীড্যমানা যদা বিপ্রাঃ কেনাপি চ ভবন্তি হি। পূর্ব্বাহ্নে চাপি ঋগ্বেদং মধ্যাহ্নে চ যজুংস্যথ ॥ ৯ ॥ যামে তৃতীয়ে সামানি তারস্বরমধীত্য চ। শাপং যস্য প্রদাস্যন্তি শালাগ্রে ভৃশরোষিতাঃ ॥ ১০ ॥ সপ্তাহাদ্বর্ষমধ্যাদ্বা ত্রিবর্ষাদ্ভস্মতাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥ প্রতিজ্ঞাতা স্থানরক্ষা যদি বো নারদাগ্রতঃ। সত্যেন তেন নো বৈরী ভস্মীভবতু হ ক্ষণাৎ। অনেন শাপমন্ত্রেণ ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ শালাং ত্রিপুরুষাং তত্র যঃ পশ্যতি দিনেদিনে। অর্চ্চয়েত্তোষয়েচ্চাসৌ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥ ইতি ত্রিপুরুষশালামাহাত্ম্যম্। নারদ উবাচ। অথাস্তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি মদীয়সরসো মহৎ ॥ ১৪ ॥ মাহাত্ম্যমতুলং পার্থ দেবানামপি দুর্লভম্। ময়া পূর্ব্বং সরঃ খাতং দর্ভাঙ্কুরশলাকয়া ॥ ১৫ ॥ মৃত্তিকা তাম্রপাত্রেণ ত্যক্তা বাহ্যে ততঃ স্বয়ম্। সর্ব্বেষামেব তীর্থানামাহৃত্যোদকমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ তত্তত্র সরসি ক্ষিপ্তং তেন সম্পূরিতং সরঃ। আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে ভানুবারে নরঃ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে তত্র স্নাত্বা দানং বিশেষতঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৮ ॥ নারদীয়ং সরো হ্যেতদ্বিখ্যাতং জগতীতলে। মহতা পুণ্যযোগেন দেবৈরপি হি লভ্যতে ॥ ১৯ ॥ যদত্র দীয়তে দানং হূয়তে যচ্চ পাবকে। সর্ব্বং তদক্ষয়ং বিদ্যাজ্জপানশনসাধনাৎ ॥ ২০ ॥ নারদীয়ে সরঃশ্রেষ্ঠে স্নাত্বা যো নারদেশ্বরম্। পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১ ॥ অত্র তীর্থে পুরা পার্থ সর্ব্বনাগৈস্তপঃ কৃতম্। কদ্রুশাপস্য মোক্ষার্থমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥ ২২ ॥ ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা এতত্তীর্থপ্রভাবতঃ। ততো নাগেশ্বরং লিঙ্গং

সুরোত্তমগণ। আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমার প্রতিষ্ঠিত স্থান লুপ্ত হইতে না পারে, যাহাতে আমার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা করুন।—আমার এই স্থান রক্ষা করুন। আমাকে এই বরই দান করুন। তখন তাঁহারা কহিলেন,—মুনিবর! "তথাস্তু"; আমরা স্বীয় স্বীয় অংশে তোমার স্থাপিত দ্বিজগণের রক্ষা করিব। সেই দেবত্রয় এই বলিয়া এখানে স্বীয় স্বীয় কলা স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। পরে আমি দ্বিজগণসহ শালামধ্যে স্থান কল্পনা করিয়া সেই ত্রিভুবনেশ্বর দেবত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠা করিলাম। বিপ্রগণ যদি কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া ক্রোধাকুল মনে সেই স্থানে পূর্ব্বাহ্নে ঋক্ বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ এবং তৃতীয় প্রহরে তারস্বরে সাম বেদ পাঠ করিয়া শালামধ্যে থাকিয়া অভিসম্পাত করেন, তবে সেই ব্যক্তি সপ্তাহ বা একবর্ষে, অথবা বর্ষত্রয় মধ্যে অবশ্যই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। "প্রতিজ্ঞাতা" ইত্যাদি "ক্ষণাৎ" পর্য্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্রে অভিশাপ দিতে হয়। তাহাতে নিশ্চয়ই অভিশপ্ত ব্যক্তি ভস্মীভূত হয়। উক্ত পুরুষত্রয়াধিষ্ঠিত শালার প্রতিদিন দর্শন অর্চ্চন ও উক্ত দেবত্রয়ের সন্তোষ সাধন করিলে মানব স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ১—১৩। ইতি ত্রিপুরুষ-শালামাহাত্ম্য। নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! অতঃপর আমার সরোবরের সুমহৎ মাহাত্ম্য-কথা কীর্ত্তন করিতেছি। উহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। পূর্ব্বে আমি কুশশলাকা দ্বারা সরোবর খনন করিয়া তাম্রপাত্রে করিয়া সেই মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ বাহিরে নিয়া ফেলিয়াছিলাম। পরে সমস্ত তীর্থের উত্তম জল আনিয়া সেই সরোবরে নিক্ষেপ করত তাহা পরিপূর্ণ করিলাম। যে মানব আশ্বিন মাসে রবিবারে শুচি হইয়া সেখানে স্নানান্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং বিশেষতঃ দান কার্য্য করে, তদীয় পিতৃলোক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। জগতে বিখ্যাত এই নারদীয় সরোবর, সুমহৎ পুণ্যযোগেই লব্ধ হয়, নচেৎ দেবগণের পক্ষেও উহা দুর্লভ। সেখানে যাহা দান করা যায় এবং যাহা অগ্নিতে হোম করা যায়, আর জপ, অনশনব্রত ও উপাসনাদি যাহা কিছু করা যায়, তৎ সমস্তই অক্ষয় ফলদায়ক হইয়া থাকে। ১৪—২০। যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নারদীয় সরোবরে শ্রদ্ধাসহকারে স্নানপূর্ব্বক নারদেশ্বরের অর্চ্চনা করে, সে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে সর্পগণ সকলেই কদ্রুপ্রদত্ত শাপমোচনার্থ ও আত্মহিতবিধানার্থ এই তীর্থে তপস্যাচরণ করিয়াছিল; এবং তাহাতে

স্থাপয়ামাসুরূর্জ্জিতম্ ॥ ২৩॥ নারদাদুত্তরে ভাগে সর্ব্বে নাগাঃ প্রহর্ষিতাঃ। নারদীয়ে সরঃশ্রেষ্ঠে যঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্ধরম্ ॥ ২৪॥ নাগেশ্বরং মহাভক্ত্যা তস্য পুণ্যমনন্তকম্। তেষাং সর্পভয়ং নাস্তি নাগানাং বচনং যথা ॥ ২৫॥ ইতি নারদীয়সরোমাহাত্ম্যম্। নারদ উবাচ। অপরদ্বারকা নাম দেবী চাত্রাস্তি পাণ্ডব ॥ ২৬॥ সা চ ব্রহ্মাণ্ডদ্বারে বৈ সদৈব বিহিতালয়া। চতুর্ব্বিংশতিকোটীভির্দ্দেবীভিঃ পরিরক্ষিতা॥ ২৭॥ ততো দীর্ঘং তপস্তপ্ত্বা ময়ানীতাত্র তোষিতা। অপরস্মিংস্ততো দ্বারে স্থাপিতা পরমেশ্বরী ॥ ২৮॥ পূর্ব্বস্মিন্নগরদ্বারে স্থাপিতা দ্বারবাসিনী। নবমী চৈত্রমাসস্য কৃষ্ণপক্ষে ভবেত্তু যা॥ ২৯॥ কুণ্ডে স্নানং নরঃ কৃত্বা তাং চ দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিবাকুলনৈবেদ্যৈর্গন্ধধূপাদিপূজনৈঃ ॥ ৩০॥ সপ্তজন্মকৃতং পাপং নাশমায়াতি তৎক্ষণাৎ। যান্যান্ প্রার্থয়তে কামাংস্তাংস্তানাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩১॥ বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং স্নানমাত্রেণ তত্র বৈ। নবম্যাং চৈত্রমাসস্য পুষ্পধূপার্ঘ্যপূজয়া ॥ ৩২॥ বিঘ্নানি নাশয়েদ্দেবী সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছতি। ভক্তানাং তৎক্ষণাদেব সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩॥ উত্তরদ্বারকাং চাপি পূজয়েদ্বং বিধিবন্নরঃ। এতদেব ফলং সোহপি প্রাপ্নুয়ান্মানবোত্তমঃ ॥ ৩৪॥ পূর্ব্বদ্বারে তু বৈ দেবী যা স্থিতা দ্বারবাসিনী। তস্যাঃ পূজনমাত্রেণ প্রাপ্নুয়াদ্বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৩৫॥ আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে নবরাত্রে বিশেষতঃ। উপোষ্য নবরাত্রং চ স্নাত্বা কুণ্ডে সমাহিতঃ ॥ ৩৬॥ পূজয়েদ্দেবতাং ভক্ত্যা পুষ্পধূপান্নতর্পণৈঃ। অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো লভতে ধনম্ ॥ ৩৭॥ বন্ধ্যা প্রসূয়তে পার্থ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থাদিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। মমাপি পার্থ তত্রাস্তি মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণকাম্যয়া। তত্র নাহং ত্যজমাঙ্গ ছত্রদণ্ডবিভূষিতাম্ ॥ ১॥ কার্ত্তিকস্য তু যা শুক্লা ভবত্যে-

---

তাহারা এই তীর্থের প্রভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তারপর সমস্ত নাগগণ মিলিত হইয়া সহর্ষে নারদেশ্বরের উত্তর দিকে নাগেশ্বর নামে একটী ঊর্জ্জিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে মানব সেই শ্রেষ্ঠ নারদীয় সরোবরে স্নানান্তে ভক্তিসহকারে নাগেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয়, কদাচ তাহার সর্পভয় হয় না। ইহা নাগগণেরই উক্তি।১৫—২৫। ইতি নারদীয়সরোবরমাহাত্ম্য। নারদ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! অপরদ্বারকা নামে এক দেবীও এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি চতুর্বিংশতি কোটি পরিবার দেবীগণে পরিরক্ষিতা হইয়া সতত ব্রহ্মাণ্ডদ্বারে বিরাজমানা। সেই জন্যই আমি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া সেই পরমেশ্বরী দ্বারবাসিনীকে নগরের পূর্ব্বদ্বারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সন্তোষসাধন করিয়াছি। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীতে মনুষ্য তত্রত্য কুণ্ডে স্নানান্তে বলিদান, বকুলপুষ্প, নৈবেদ্য, গন্ধ, ধূপাদি দ্বারা সেই দেবীকে পূজা করিলে তাহার সপ্তজন্মকৃত পাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং সেই মানব যাহা যাহা কামনা করে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। বন্ধ্যানারী সেখানে স্নান করিলে অচির কাল মধ্যেই পুত্র লাভ করে। চৈত্র মাসের নবমীতে অর্ঘ্য গন্ধ-ধূপাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিলে দেবী ভক্তগণের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করেন এবং দেবীর প্রসাদে সাধকের সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। হে অর্জ্জুন! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর এইরূপ নিয়মে উত্তরদ্বারকাদেবীর অর্চ্চনা করিলেও উক্ত প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়; এবং সে জনসমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। পূর্ব্বদ্বারে যে দ্বারবাসিনী দেবী আছেন, তাঁহার পূজা করিলেও মানব অভিমত লাভে সমর্থ হয়। আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ নবরাত্রে প্রতিদিন উপবাসপূর্ব্বক সমাহিত মনে কুণ্ডে স্নানান্তে ভক্তিসহকারে পুষ্প, ধূপ, তর্পণ ও অন্নাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিলে অপুত্র ব্যক্তি বহুপুত্র, নির্ধন মানব প্রভূত ধন এবং বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে; হে অর্জ্জুন! ইহাতে কোনও বিচার বিতর্কের প্রয়োজন নাই। ২৬—৩৮।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে পার্থ, অর্জ্জুন! সেখানে আমারও এক মূর্ত্তি আছে। আমি কোনও ব্রাহ্মণের অনুরোধে সেখানে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি।

কাদশী শুভা। তস্যাং মদর্চ্চনং কৃত্বা কলিদোষৈর্ব্বিমুচ্যতে॥ ২॥ অর্জ্জুন উবাচ। বাল্যাৎ প্রভৃতি সন্দেহো মমায়ং হৃদি বর্ত্ততে। পৃচ্ছতস্তং চ মে বিপ্র ন ক্রোধং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩॥ সদা ত্বং মোক্ষধর্ম্মেষু পরিনিষ্ঠাং পরং গতঃ॥ সর্ব্বভূতসমো দান্তো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪॥ ত্যক্তনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী মোক্ষস্থঃ পরিকীর্ত্ত্যসে। ত্বঞ্চ নারদ লোকেষু বায়ুবচ্চপলো মুনে॥ ৫॥ সৌদামিনীব বিচরন্ দৃশ্যসে প্রাজ্ঞসম্মতঃ। সদা কলিকরো লোকে নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বপ্রাণিষু॥ ৬॥ বহূনাং হি সহস্রাণি দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্। রাজ্ঞাং মুনীন্দ্রদৈত্যানাং কলের্নষ্টানি তেঽভবন্॥ ৭॥ কস্মাত্তে দেখা চেষ্টা তে সন্দেহং মে হর দ্বিজ। সন্দেহান্ন সুখং শেতে বাণবিদ্ধো মৃগো যথা॥ ৮॥ সূত উবাচ। শৌনকেদং বচঃ শ্রুত্বা ফাল্গুনান্নারদো মুনিঃ। প্রহসন্নিব বাভ্রব্যবদনং স নিরৈক্ষত॥ ৯॥ স চ বাভ্রব্যমানা বৈ হারীতস্যান্বয়োদ্ভবঃ। ব্রাহ্মণো নারদমুনেঃ সমীপে বর্ত্ততে সদা॥ ১০॥ স চ জ্ঞাত্বা মহাবুদ্ধির্নারদস্য মনীষিতম্ প্রহসন্নিব প্রোবাচ ফাল্গুনং স্নিগ্ধয়া গিরা॥ ১১॥ বাভ্রব্য উবাচ। সত্যমেতদ্‌যথাত্থ ত্বং নারদং প্রতি পাণ্ডব। সর্ব্বোঽপি চাত্র বৃত্তান্তে সংশয়ং যাতি মানবঃ॥ ১২॥ তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যথা কৃষ্ণান্ময়া শ্রুতম্। স্তোককালান্তরে পূর্ব্বং সর্ব্বং যাদবনন্দনঃ॥ ১৩॥ মহীসাগরযাত্রায়াং কৃষ্ণস্তত্রাযযৌ প্রভুঃ। উগ্রসেনেন সহিতো বসুদেবেন বভ্রুণা॥ ১৪॥ রামেণ রৌক্মিণেয়েন যুযুধানাদিভিস্তদা। স চ জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিসমং মহীসাগরসঙ্গমে॥ ১৫॥ পিণ্ডদানাদিকং কৃত্বা দত্বা দানাদি ভূরিশঃ। গুহেশ্বরাদিলিঙ্গানি যত্নতঃ প্রতিপূজ্য চ॥ ১৬॥ স্নানং কৃত্বা কোটিতীর্থে জয়াদিত্যং সমর্চ্চ্য চ। পূজয়ন্নারদমুনিং যুক্তঃ কৃষ্ণো মহামনাঃ॥ ১৭॥ উগ্রসেনেন রাজ্ঞা বৈ পূর্ব্বজেন জটায়ুনা। মদাদিবিপ্রমুখ্যানাং বহূনাং চোপশৃণ্বতাম্। উগ্রসেনো মহারাজঃ কৃষ্ণং প্রোবাচ সংসদি॥ ১৮॥ উগ্রসেন উবাচ। কৃষ্ণ প্রক্ষ্যামি ত্বামেকং সংশয়ং বদ তং মম॥ ১৯॥

হে অর্জ্জুন! সেখানে আমি ছত্রদণ্ডাদি বিপ্রোচিত ভূষণ পরিহার করি নাই। কার্ত্তিক মাসে শুক্লা একাদশীতে আমার অর্চ্চনা করিলে মানব কলিদোষে আক্রান্ত হয় না। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দ্বিজবর। বালক কাল হইতেই আমার মনে এই সন্দেহটী আছে; আমি আজি তাহাই জিজ্ঞাসা করিব, আপনি যেন তাহাতে ক্রোধ করিবেন না। আপনি মোক্ষধর্ম্মনিরত, পরম নিষ্ঠাবান্, সর্ব্বভূতে সমব্যবহারী, দমসম্পন্ন, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, নিন্দা-স্তুতিহীন, মৌনী ও মোক্ষমার্গপ্রস্থিত বলিয়া সাধারণে কীর্ত্তিত হন। পরন্তু হে নারদ! দেখিতে পাই আপনি লোকে বায়ুবৎ চঞ্চল, প্রাজ্ঞ জনের প্রশংসাই হইলেও আপনি সৌদামিনীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। হে মুনে! দেখা যায়, আপনি লোকে সদাই বিবাদপরায়ণ এবং সর্ব্বপ্রাণীতেই নির্দ্দয়। আপনার জন্য বিবাদ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, রাজা, মুনি, দৈত্যাদি বহু সহস্র ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার এরূপ চেষ্টা কেন? হে দ্বিজ! আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন। মনে কোনও সন্দেহ জন্মিলে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় মানব সুখে শয়ন করিতে পারে না। ১—৮। সূত কহিলেন,—হে শৌনক মুনিবর! অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া নারদ মুনি হাসিতে হাসিতে পার্শ্বস্থ বাভ্রব্যের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। সেই বাভ্রব্য মুনি, হারীত মুনির বংশসম্ভূত, তিনি সদাই নারদের নিকট থাকেন। মহাবুদ্ধি বাভ্রব্য মুনি তখন নারদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সহাস্য মুখে স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন। বাভ্রব্য কহিলেন,—হে পাণ্ডব! তুমি যে নারদমুনি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, ইহা সত্যই বটে। তুমি বলিয়া নহে, সকল ব্যক্তিই এ বিষয়ে এবম্বিধ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে একদা যাদবানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মহীসাগরযাত্রায় আগমন করেন। তখন তাঁহার সহিত উগ্রসেন, বাসুদেব, বভ্রু, রাম, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিলেন। তিনি জটাধর উগ্রসেন ও অগ্রজ রামের সহিত মহীসাগরসঙ্গমে স্বীয় জ্ঞাতিগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য্য এবং অপর বিবিধ দান কার্য্য করিয়া সযত্নে গুহেশ্বরাদি লিঙ্গার্চ্চন করিলেন। তিনি কোটিতীর্থে স্নান, জয়াদিত্যের অর্চ্চন এবং নারদ মুনির অর্চ্চনা করিলেন। পরে মহারাজ উগ্রসেন, মাদৃশ দ্বিজবরগণের সমক্ষে সভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি তোমাকে একটী

যোঽয়ং নাম মহাবুদ্ধির্নারদো বিশ্ববন্দিতঃ। কস্মাদেষোঽতিচপলো বায়ুবদ্ভ্রমতে জগৎ। কলিপ্রিয়শ্চ কস্মাদ্বা কস্মাত্ত্বয্যতিপ্রীতিমান্ ॥ ২০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। সত্যং রাজংস্ত্বয়া পৃষ্টমেতৎসর্ব্বং বদামি তে। দক্ষেণ তু পুরা শপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ২১ ॥ সৃষ্টিমার্গাৎ সুতান্ বীক্ষ্য নারদেন বিচালিতান্। নাবস্থানঞ্চ লোকেষু ভ্রমতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥ পৈশুন্যবক্তা চ তথা দ্বিতীযানাং প্রচালনাৎ। ইতি শাপদ্বয়ং প্রাপ্য দ্বিবিধাত্মজচালনাৎ ॥ ২৩ ॥ নিবাকর্ত্তুং সমর্থোঽপি মুনির্মেনে তথৈব তৎ। এতাবান্ সাধুবাদো হি যতশ্চ ক্ষমতে স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥ বিনাশকালং চাবেক্ষ্য কলিং বর্দ্ধয়তে যতঃ। সত্যং চ বক্তি তস্মাৎ স ন চ পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৫ ॥ ভ্রমতোঽপি চ সর্ব্বত্র নাস্য যস্মাৎ পৃথগ্‌ভ্রমনঃ। ধ্যেয়াদ্ভবতি নৈব স্যাদ্ভ্রমদোষস্ততোঽস্য চ। যস্য প্রীতির্ময়ি তস্য পরমা তচ্ছৃণুষ্ব চ ॥ ২৬ ॥ অহং হি সর্ব্বদা স্তৌমি নারদং দেবদর্শনম্। মহেন্দ্রগদিতেনৈব স্তোত্রেণ শৃণু তন্নৃপ ॥ ২৭ ॥ শ্রুতচারিত্রয়োর্জাতো যস্যাহন্তা ন বিদ্যতে। অগুপ্তশ্রুতচারিত্রং নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ অরতিক্রোধচাপল্যে ভয়ং নৈতানি যস্য চ। অদীর্ঘসূত্রং ধীরঞ্চ নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥ কামাদ্বা যদি বা লোভাদ্বাচং যো নান্যথা বদেৎ। উপাস্যং সর্ব্বজন্তূনাং নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥ আধ্যাত্মগতিতত্ত্বজ্ঞং ক্ষান্তং শক্তং জিতেন্দ্রিয়ম্। ঋজুং যথার্থবক্তারং নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা নয়েন বিনয়েন চ। জন্মনা তপসা বৃদ্ধং নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥ সুখশীলং সুখং বেশং সুভোজং স্বাচরং শুভম্। সুচক্ষুষং সুবাক্যং চ নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥ কল্যাণং কুরুতে গাঢ়ং পাপং যস্য ন বিদ্যতে। ন প্রীয়তে পরানর্থে যোঽসৌ তং নৌমি নারদম্ ॥ ৩৪ ॥

বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি আমার এই সংশয় অপনোদন কর। এই যে বিশ্ববন্দিত মহাবুদ্ধি নারদ, ইনি বায়ুর ন্যায় অতি চপল ভাবে জগতে পরিভ্রমণ করেন কেন? আর ইনি বিবাদপ্রিয়ই বা কেন? আর তোমার প্রতিই বা সমধিক প্রীতিমান্ কি জন্য? ৯—২০। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন। আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আপনার জিজ্ঞাসিত এ বিষয় আমি যথাযথ বলিতেছি। পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি, সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলে পর নারদ সেই পুত্রগণকে কুপরামর্শ দিয়া নিবৃত্তিমার্গে সমাসক্ত করেন। তাহাতে দক্ষপ্রজাপতি কুপিত হইয়া নারদকে অভিশাপ দিলেন যে, তোমাকে সর্ব্বদাই জগতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে; কদাচ তুমি কোথায়ও অধিক ক্ষণ অবস্থান করিতে পারিবে না। এই অভিশাপের পরও দক্ষ প্রজাপতি আবার কতিপয় প্রজাসৃষ্টি করিলে, নারদ তাহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ পথভ্রষ্ট করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি তখন আবার নারদকে দ্বিতীয় অভিশাপ দিলেন যে, তুমি নিয়ত খলস্বভাব হইবে। দক্ষ প্রজাপতির দুই বারের সন্তানগণকেই নারদ পথভ্রষ্ট করায় এই দ্বিবিধ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরন্তু নারদ মুনি এই শাপদ্বয় নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহা মানিয়া লইলেন। ফলতঃ নারদ স্বয়ংই ক্ষমা করেন; এই প্রকার সাধুবাদ তাঁহার আছে। তিনি বিনাশকাল উপস্থিত দেখিয়াই বিবাদ-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন এবং তিনি সত্যবাদী, একারণ তাঁহার পাপস্পর্শ হয় না। ইনি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিলেও ধ্যেয় বস্তু হইতে ইঁহার মন বিচলিত হয় না; এই জন্যই ইঁহার ভ্রমণ দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমার প্রতি যে তাঁহার পরমা প্রীতি, তাহার কারণ শুনুন। দেবদর্শন নারদকে আমি সর্ব্বদাই মহেন্দ্রনিগদিত স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়া থাকি। রাজন্! আপনি সেই স্তব শ্রবণ করুন। যথা,—যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞ ও চরিত্রজ অহঙ্কার নাই, অথচ যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিমল চরিত্র গুপ্ত নহে, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। অপ্রীতি, ক্রোধ, চাপল্য ও ভয় যাঁহার নাই, যিনি ধীর পরন্তু দীর্ঘসূত্রী নহেন, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। কাম কিম্বা লোভ বশে যিনি অসত্যোক্তি করেন না, আমি সেই সর্ব্বলোকোপাস্য নারদকে নমস্কার করি।২১—৩০। যিনি অধ্যাত্মগতি-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, ক্ষমাবান্, কর্ম্মঠ, জিতেন্দ্রিয়, সরলপ্রকৃতি ও যথার্থ বক্তা, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি তেজ, যশ, বুদ্ধি, নীতি, জ্ঞান, বিনয়, জন্ম ও তপস্যা দ্বারা সর্ব্বলোকে প্রবীণ বলিয়া পরিচিত, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি সুশীল, সুবেশ, সুভোজী, সুমূর্ত্তি, সুলোচন, সুভাষী ও সদাচারী, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি সকলেরই পরমকল্যাণ সাধন করেন, যিনি পাপহীন, এবং যিনি পরের

বেদস্মৃতিপুরাণোক্তধর্ম্মে যো নিত্যমাস্থিতঃ। প্রিয়াপ্রিয়বিমুক্তং তং নারদং প্রণমাম্যহম্॥ ৩৫॥ অশনাদিষ্বলিপ্তং চ পণ্ডিতং নালসং দ্বিজম্। বহুশ্রুতং চিত্রকথং নারদং প্রণমাম্যহম্॥ ৩৬॥ নার্থে ক্রোধে চ কামে চ ভূতপূর্ব্বোঽস্য বিভ্রমঃ। যেনৈতে নাশিতা দোষা নারদং তং নমাম্যহম্॥ ৩৭॥ বীতসম্মোহদোষো যো দৃঢ়ভক্তিশ্চ শ্রেয়সি। সুনয়ং সত্রপং তং চ নারদং প্রণমাম্যহম্॥ ৩৮॥ অসক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেষু যঃ সক্তাত্মেতি লক্ষ্যতে। অদীর্ঘসংশয়ো বাগ্মী নারদং তং নমাম্যহম্॥ ৩৯॥ ন ত্যজত্যাগমং কিঞ্চিদ্‌যস্তপো নোপজীবতি। অবন্ধ্যকালো যস্যাত্মা তমহং নৌমি নারদম্॥ ৪০॥ কৃতশ্রমং কৃতপ্রজ্ঞং ন চ তৃপ্তং সমাধিতঃ। নিত্যং যত্নাৎ প্রমত্তং চ নারদং তং নমাম্যহম্॥ ৪১॥ ন হৃষ্যত্যর্থলাভেন যোঽলাভে ন ব্যথত্যপি। স্থিরবুদ্ধিরসক্তাত্মা তমহং নৌমি নারদম্॥ ৪২॥ তং সর্ব্বগুণসম্পন্নং দক্ষং শুচিমকাতরম্। কালজ্ঞঞ্চ নয়জ্ঞং চ শরণং যামি নারদম্॥ ৪৩॥ ইমং স্তবং নারদস্য নিত্যং রাজন্ পঠাম্যহম্। তেন মে পরমাং প্রীতিং করোতি মুনিসত্তমঃ॥ ৪৪॥ অন্যোঽপি যঃ শুচির্ভূত্বা নিত্যমেতাং স্তুতিং জপেৎ। অচিরাত্তস্য দেবর্ষিঃ প্রসাদং কুরুতে পরম্॥ ৪৫॥ এতান্ গুণান্নারদস্য ত্বমথাকর্ণ্য পার্থিব। জপ নিত্যং স্তবং পুণ্যং প্রীতস্তে ভবিতা মুনিঃ॥ ৪৬॥ বাভ্রব্য উবাচ। ইতি কৃষ্ণমুখাচ্ছ্রুত্বা নারদস্য গুণা নৃপঃ। বভূব পরমপ্রীতশ্চক্রে তচ্চ তথা বচঃ॥৪৭॥ ততো নারদমানর্চ্চ দত্ত্বা দানং চ পুষ্কলম্। নারদীয়দ্বিজাগ্র্যাণাং নারদঃ প্রীয়তামিতি॥ ৪৮॥ যযৌ দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সভ্রাতৃজ্ঞাতিবান্ধবঃ। তীর্থযাত্রামিমাং কৃত্বা বিধিবৎপুরুষোত্তমঃ॥ ৪৯॥ তথা ত্বমপি কৌরব্য নারদস্য গুণানিমান্। শ্রুত্বা শ্রদ্ধাময়ো ভূত্বা শৃণু কৃত্যং যদত্র চ॥ ৫০॥ কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রবোধিন্যামসৌ মুনিঃ। বিষ্ণোর্ধ্যানসমাধেশ্চ প্রবুদ্ধো জায়তে সদা॥ ৫১॥ তস্মিন্ দিনে নারদেন নির্ম্মিতে-

অনর্থপাতে কদাচ প্রীতি বোধ করেন না, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি বেদ স্মৃতি পুরাণাদিতে নিয়ত আস্থাবান, আর যিনি প্রিয়-অপ্রিয় হইতে বিমুক্ত, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। পান-ভোজনাদিতে যিনি অনাসক্ত, যিনি পণ্ডিত, অনলস ও দ্বিজ, যিনি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, ও বিচিত্রভাষী, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। অর্থে কামে বা ক্রোধে, কদাচ যাঁহার বিভ্রম ঘটে নাই, যিনি এই সমস্ত দোষ নাশ করিয়াছেন, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যাঁহার সম্মোহ-দোষ সম্যক্ নিবৃত্ত, এবং যিনি শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে দৃঢ়-ভক্তিসম্পন্ন, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত হইলেও আসক্তবৎ লক্ষিত হন, কোন সংশয়ই যাঁহার চিত্তে দীর্ঘকাল স্থান পায় না, যিনি বাগ্মী আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি কদাচ শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন না, কিম্বা তপস্যাকে উপজীব্য করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ কদাচ বৃথা কালক্ষেপ করে না; আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি কৃতশ্রম ও কৃতপ্রজ্ঞ; যিনি নিয়ত সমাধি দ্বারা সন্তুষ্ট; আর যিনি সতত যত্নপরায়ণ, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি লাভে হৃষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হন না; যিনি নিয়ত স্থিরবুদ্ধি ও সর্ব্বত্র অনাসক্ত, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, দক্ষ, শুচি, সর্ব্বত্র অকাতর, কালজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ, আমি সেই নারদের শরণাপন্ন হই। রাজন! আমি প্রতিদিনই নারদের এই স্তব পাঠ করি। সেই জন্যই মুনিসত্তম নারদ আমার প্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট। অপর কোন মানবও যদি শুচি হইয়া নিয়ত এই স্তুতি পাঠ করে, দেবর্ষি তৎপ্রতিও অচিরকাল মধ্যেই প্রসন্ন হন। হে রাজন্! আপনি তো নারদের এই সমস্ত গুণ শুনিলেন, অতএব এখন হইতে প্রতিদিন এই স্তব পাঠ করুন; তাহা হইলে মুনিবর নারদ আপনার প্রতি প্রীত হইবেন। ৩১—৪৬। বাভ্রব্য কহিলেন,—রাজা উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের মুখে নারদের এতৎ সমস্ত গুণ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং সেই কথানুসারে নারদকে অর্চ্চনা করিয়া নারদীয় দ্বিজবরগণকে নারদের প্রীতিকামনায় যথেষ্ট দান দ্বারা পরিতোষিত করিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে ভ্রাতা জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সহ তীর্থযাত্রা করিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলেন। হে কৌরব্য! তুমিও তদ্রূপ নারদের গুণ শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। তদ্বিষয়ে আমি কৃত্য নির্দ্দেশ করিতেছি।—সেই মুনি কার্ত্তিক মাসে শুক্ল-দ্বাদশীতে প্রবোধিনী-দিনে বিষ্ণুর ধ্যান-সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই দিন এখানে নারদনির্ম্মিত কূপে স্নান করিয়া সমাহিত

হত্রৈব কূপকে। স্নানং কৃত্বা প্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ৫২ ॥ তপো দানং জপশ্চাত্র কূপে ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ ইদং বিষ্ণিতি মন্ত্রেণ ততো বিষ্ণুং প্রবোধয়েৎ। নারদঞ্চ মুনিং পশ্চান্মন্ত্রেণানেন পাণ্ডব ॥ ৫৪ ॥ যোগনিদ্রা যথা ত্যক্তা হরিণা মুনিসত্তম। তথা লোকোপকারায় ভবানপি পরিত্যজ ॥ ৫৫ ॥ ইতি মন্ত্রেণ চোত্থাপ্য নারদং পরিপূজয়েৎ। কৃষ্ণপ্রোদিতয়া স্তুত্যা ছত্রধোত্রার্চ্চনৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৬ ॥ শক্ত্যা দ্বিজানাং দেয়ঞ্চ ছত্রং ধোত্রং কমণ্ডলুম্। প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা নারদঃ প্রীযতামিতি ॥ ৫৭ ॥ এবং কৃতে প্রসাদাৎ স মুনেঃ পাপেন মুচ্যতে। জায়তে ন কলিস্তস্য ন চাসৌথ্যং ভবেদিহ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীস্কান্দে নারদমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইতি বাভ্রব্যবচনমাকর্ণ্য কুরুনন্দনঃ প্রাণমন্নারদং ভক্ত্যা বিস্মিতঃ পুলকান্বিতঃ ॥ ১ ॥ প্রশস্য চ চিরং কালং পুনর্নারদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ গুপ্তক্ষেত্রস্য মহাত্ম্যং শৃণ্বানস্ত্বন্মুখান্মুনে। তৃপ্তিং নৈবাধিগচ্ছামি ভূয়স্তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ। মহালিঙ্গস্য বক্ষ্যামি মহিমানং কুরূদ্বহ। গৌতমেশ্বরলিঙ্গস্য সাবধানঃ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৪ ॥ অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ। গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥ গুপ্তক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং স চ জ্ঞাত্বা মহোত্তমম্। যোগসংসাধনং কুর্ব্বন্নত্র তেপে তপো মহৎ ॥ ৬ ॥ যোগসিদ্ধিং ততঃ প্রাপ্য গৌতমেন মহাত্মনা অত্র সংস্থাপিতং লিঙ্গং গৌতমেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥ সংস্নাপ্যৈতন্মহালিঙ্গং চন্দনেন বিলিপ্য চ। সম্পূজ্য পুষ্পৈর্বিবিধৈর্গুগ্গুলং দাহয়েৎ পুরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৮ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। যোগস্বরূপমিচ্ছামি শ্রোতুং নারদ তত্ত্বতঃ। যোগং সর্ব্বে প্রশংসন্তি যতঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমম্ ॥ ৯ ॥ নারদ উবাচ। সমাসাত্তব বক্ষ্যামি যোগতত্ত্বং কুরূদ্বহ। শ্রবণাদপি

মনে সযত্নে শ্রাদ্ধ করিবে। এই কূপে তপস্যা দান ও জপ কার্য্য অক্ষয় হয়। পরে "ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নারদকেও প্রাবোধিত করিবে। মন্ত্র যথা—"যোগনিদ্রা" ইত্যাদি "পরিত্যজ" পর্য্যন্ত। এই মন্ত্রে নারদকে উত্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। কৃষ্ণপ্রোক্ত স্তবও পাঠ করিবে। ছত্র ও বস্ত্র দান ও অন্যান্য শুভ উপচার দান করিব। নারদের প্রীতি উদ্দেশে যথাশক্তি দ্বিজগণকে ছত্র বস্ত্র ও কমণ্ডলু দান করিবে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। এইরূপ করিলে সেই মানব নারদের প্রসাদে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কদাচ কাহারও সহিত তাহার বিবাদ হয় না, এবং সে ইহলোকে কদাচ ক্লেশ পায় না। ৪৭—৫৮।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বাভ্রব্যের এই কথা শুনিয়া কুরুনন্দন অর্জ্জুন সবিস্ময়ে রোমাঞ্চিতকায়ে ভক্তিসহকারে নারদকে প্রণাম করিলেন। পরে অনেক ক্ষণ নারদকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় কহিলেন,—হে মুনিবর নারদ! গুপ্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আপনার মুখে শুনিয়া আমার তৃপ্তির সীমা হয় নাই, অতএব পুনরায় তাহাই বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! এক্ষণে আমি গৌতমেশ্বর মহালিঙ্গের মাহাত্ম্য-কথা তোমাকে বলিতেছি; তুমি অবধান সহকারে তাহা শুন। অক্ষপাদ গৌতম নামে এক মুনি ছিলেন। তিনিই গোদাবরী নদীকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি অহল্যার পতি এবং প্রভুত্ব সম্পন্ন মুনি। তিনি এই গুপ্তক্ষেত্রের অত্যুত্তম মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া যোগসাধনার্থ এখানে আসিয়া সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করেন। পরে সেই মহাত্মা গৌতম, যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া এখানে গৌতমেশ্বর নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মহালিঙ্গকে স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা বিলেপনপূর্ব্বক বিবিধ পুষ্পে অর্চ্চনা করিবে। তৎকালে পুরোভাগে গুগ্গুলু দগ্ধ করিয়া ধূপ দিবে। ইহাতে মানব সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে নারদ! আপনার নিকট যথাযথ যোগতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করি। যে হেতু সকলেই যোগকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ১—৯। নারদ কহিলেন,—হে কুরুকুল-ধুরন্ধর!

নৈর্ম্মল্যং যস্ত স্যাৎ সেবনাৎ কিমু॥ ১০॥ চিত্তবৃত্তি-নিরোধাখ্যং যোগতত্ত্বং । তদষ্টাঙ্গ-প্রকারেণ সা হ যোগিনঃ॥ ১১ যমশ্চ নিয়ম-শ্চৈব প্রাণায়ামস্তৃতীয়কঃ। প্রত্যাহারো ধারণা চ ধেয়ং ধ্যানঞ্চ সপ্তমম্॥ ১২॥ সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো যোগঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ। প্রত্যেকং লক্ষণং তেষা-মষ্টানাং শৃণু পাণ্ডব॥ ১৩॥ অনুক্রমান্নরো যেষাং সাধনাদ্‌যোগমশ্নুতে। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহৌ॥ ১৪॥ এতে পঞ্চ যমাঃ প্রোক্তাঃ শৃণ্বেষামপি লক্ষণম্। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় প্রবর্ত্ততে॥ ১৫॥ অহিংসৈষা সমাখ্যাতা বেদসংবিহিতা চ যা। দৃষ্টং শ্রুতং চানুমিতং স্বানুভূতং যথার্থতঃ॥ ১৬॥ কথনং সত্যমিত্যুক্তং পরপীড়া-বিবর্জ্জিতম্। অনাদানং পরস্বানামাপদ্যপি কথঞ্চন॥ ১৭॥ মনসা কর্ম্মণা বাচা তদস্তেয়ং প্রকীর্ত্তিতম্। অমৈথুনং যতীনাঞ্চ মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥ ১৮॥ ঋতৌ স্বদারগমনং গেহিনাং ব্রহ্মচর্য্যতা। যতীনাং সর্ব্বসন্ন্যাসো মনোবাক্কায়কর্ম্মণা॥ ১৯॥ গৃহস্থানাঞ্চ মনসা স্মৃত এষোহপরিগ্রহঃ। এতে যমাস্তব প্রোক্তাঃ পঞ্চৈব নিয়মান্ শৃণু॥ ২০॥ শৌচং তুষ্টিস্তপশ্চৈব জপো ভক্তির্গুরোস্তথা। এতেষামপি পঞ্চানাং পৃথক্ সংশৃণু লক্ষণম্॥ ২১॥ বাহ্যমাভ্যন্তরং চৈব দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে। বাহ্যন্তু মৃজ্জলৈঃ প্রোক্তমান্তরং শুদ্ধমানসম্॥ ২২॥ ন্যায়েনাগতয়া বৃত্ত্যা ভিক্ষয়া বার্ত্তয়াপি চ। সন্তোষো যস্ত সততং সা তুষ্টিরিতি চোচ্যতে॥২৩॥ চান্দ্রায়ণাদীনি পুনস্তপাংসি বিহিতানি চ। আহারলাঘবপরঃ কুর্য্যাত্তত্তপ উচ্যতে॥ ২৪॥ স্বাধ্যায়স্ত জপঃ প্রোক্তঃ প্রণবাভ্যসনাদিকঃ। শিবে জ্ঞানে গুরৌ ভক্তির্গুরুভক্তিরিতি স্মৃতা॥ ২৫॥ এবং সংসাধ্য নিয়মান্ সংযমাংশ্চ বিচক্ষণঃ। প্রাণায়ামান্ সন্দধ্যান্নান্যথা যোগসাধকঃ॥ ২৬॥ যতোহশুচি-শরীরস্ত ধায়ুকোপো মহান্ ভবেৎ। বায়ুকোপাৎ কুষ্ঠতা চ জড়ত্বাদীনুপাশ্নুতে॥ ২৭॥ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ শুদ্ধং কৃত্বা দেহং যতেৎ পরম্। প্রাণায়ামস্ত বক্ষ্যামি লক্ষণং শৃণু পাণ্ডব॥ ২৮॥ প্রাণাপান-নিরোধশ্চ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। লঘুমধ্যোত্তরী-য়াখ্যঃ স চ ধীরৈস্ত্রিধোদিতঃ॥ ২৯॥ লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু মাত্রা নিমিষ উন্মিষঃ। দ্বিগুণো মধ্যমস্তোক্তস্ত্রি-

---

আমি তোমাকে সংক্ষেপে যোগ-তত্ত্ব বলিতেছি। ইহার শ্রবণেও নৈর্ম্মল্য লাভ হয়, অনুষ্ঠানের কথা আর কি বলিব? চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলে। যোগিগণ তাহা অষ্টাঙ্গ বিভাগে সাধন করেন। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যেয় ও সমাধি; যোগ এই অষ্টাঙ্গযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। হে পাণ্ডব! এই অষ্টাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শুন। জনগণ যথাক্রমে এই অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটী যম পদবাচ্য। ইহাদিগে-রও লক্ষণ শুন। সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার এবং বেদবিহিত হিংসাকেই অহিংসা বলা যায়। দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত বিষয়ের যথাযথ প্রকটনকেই সত্য বলে। ইহাতে পরপীড়া বর্জ্জিত হয়। আপৎ-কালেও মনঃকর্ম্ম-বাক্যে কোনরূপে পরস্ব গ্রহণ না করাকেই অস্তেয় বলে। যতিগণের পক্ষে কায়মনো-বাক্যে মৈথুন বর্জ্জন, আর গৃহস্থগণের পক্ষে ঋতু-কালে স্বপত্নীসঙ্গম ব্রহ্মচর্য্যপদবাচ্য। অপরিগ্রহ শব্দে যতিগণের পক্ষে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্যাগ আর গৃহিগণের পক্ষে কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্য পরি-হারই বুঝিবে। এই তোমাকে যম কহিলাম, এক্ষণে পাঁচটী নিয়ম শুন। ১০—২০। যথা—শৌচ, তুষ্টি, তপস্যা, জপ, ও গুরুভক্তি; এই পাঁচটী নিয়-মেরও আবার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শুন। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা বাহ্য শৌচ, আর মনঃশোধনই আন্তর শৌচ। ন্যায়াগত বৃত্তি, বা ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্যে যে সন্তোষ, তাহাকেই তুষ্টি বলা যায়। আহারলাঘব সহকারে অনুষ্ঠিত চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মকে তপস্যা বলে। বেদাধ্যয়ন ও প্রণবাদি বারম্বার উচ্চারণকে জপ বলা যায়। শৈব বিধানে ও স্বীয় গুরুতে যে ভক্তি তাহাই গুরুভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। বিচক্ষণ মানব এই সমস্ত যম-নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক প্রণায়াম অভ্যাস করিবে, নচেৎ যোগসাধক হইতে পারে না। অশুচি শরীরে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলে প্রবল বায়ুর প্রকোপ হয়; এবং তাহাতে কুষ্ঠ রোগ বা জড়তাদি ঘটিতে পারে। সেই জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে দেহশোধন করিয়া পরে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। হে অর্জ্জুন! প্রাণায়ামের লক্ষণ বলিতেছি, শুন। প্রাণ ও অপান বায়ুকে রোধ করাই প্রাণায়াম বলিয়া কীর্ত্তিত। বীরগণ তাহাকেও আবার লঘু মধ্য ও উত্তর ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দ্বাদশ মাত্রাত্মক প্রাণায়াম লঘু, এক নিমিষ-

গুণশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন তু বেপথুম্। বিষাদঞ্চ তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ ॥ ৩১ ॥ পদ্মাখ্যমাসনং কৃত্বা রেচকং পূরকং তথা। কুম্ভকঞ্চ সুখাসীনঃ প্রাণায়ামং ত্রিধাভ্যসেৎ ॥ ৩২ ॥ প্রাণানামুপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ। যথা পর্ব্বতধাতুনাং ধ্মাতানাং দহ্যতে মলঃ ॥ ৩৩ ॥ তথেন্দ্রিয়বৃতো দোষঃ প্রাণায়ামেন দহ্যতে। গোশতং কাপিলং দত্ত্বা যৎফলং তৎফলং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ প্রাণায়ামেন যোগজ্ঞস্তস্মাৎ প্রাণং সদা যমেৎ। প্রাণায়ামেন সিধ্যন্তি দিব্যাঃ শান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥ শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ যথাক্রমম্। সহজাগন্তুকামানাং পাপানাঞ্চ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৩৬ ॥ বাসনা শান্তিরিত্যাখ্যঃ প্রথমো জায়তে গুণঃ। লোভমোহাত্মকান্ দোষান্নিরাকৃত্যৈব কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৭ ॥ তপসাঞ্চ যদা প্রাপ্তিঃ সা শান্তিরিতি চোচ্যতে। সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ বুদ্ধের্ব্বৈ মরুতামপি ॥ ৩৮ ॥ প্রসাদ ইতি স প্রোক্তঃ প্রাণায়ামেবং চতুষ্টয়ম্। এবংফলং সদা যোগী প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ ॥ ৩৯ ॥ মৃদুত্বং সেব্যমানাস্তু সিংহশার্দ্দূলকুঞ্জরাঃ। যথা যান্তি তথা প্রাণো বশ্যো ভবতি সাধিতঃ ॥ ৪০ ॥ প্রাণায়ামস্তথা প্রোক্তঃ প্রত্যাহারং ততঃ শৃণু। বিষয়েষু প্রবৃত্তস্য চেতসো বিনিবর্ত্তনম্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্যাহারং বিনির্দ্দিষ্টং তস্য সংযমনং হি যৎ। প্রত্যাহারস্ত্বয়ং প্রোক্তো ধারণালক্ষণং শৃণু ॥ ৪২ ॥ যথা তোয়ার্থিনস্তোয়ং পত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ। আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং যোগী নয়তি সাধিতম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রাগ্‌নাভ্যাং হৃদয়ে বায়ুরথ তালৌ ভ্রুবোরন্তরে। চতুর্দ্দলে ষড়্দেশে চ দ্বাদশে ষোড়শব্দিকে ॥ ৪৪ ॥ আকুঞ্চনেনৈবমূর্দ্ধমুন্নীয় পবনং শনৈঃ। মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রে তং প্রাণং সন্ধারয়েৎ কৃতী ॥ ৪৫ ॥ প্রাণায়ামা দশ দ্বৌ চ ধারণৈষা প্রকীর্ত্ত্যতে। দশৈতা ধারণাঃ স্থাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥ ধারণাস্থস্য যদ্ধ্যেয়ং তস্য ত্বং শৃণু লক্ষণম্। ধ্যেয়ং বহুবিধং পার্থ যস্যান্তো নোপলভ্যতে ॥ ৪৭ ॥ কেচিচ্ছিবং হরিং কেচিৎ কেচিৎ সূর্য্যং বিধিং পরে। কেচিদ্দেবীং মহদ্ভূতান্যুত ধ্যায়ন্তি কেচন ॥ ৪৮ ॥ তত্র

কেহ মাত্রা বলে। উহার দ্বিগুণ হইলে মধ্যম এবং ত্রিগুণ মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে উত্তম বলে। ২১—৩০। প্রথম প্রাণায়ামে স্বেদজয়, দ্বিতীয় প্রাণায়ামে কম্প এবং তৃতীয় প্রাণায়ামে বিষাদ জয় করিবে। এইরূপে যথাক্রমে উক্ত দোষত্রয় জয় করিতে হয়। পদ্মাসনে সুস্থরূপে উপবেশন করিয়া রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিবে। একক্রমে তিনবার এই রেচক-পূরক-কুম্ভকাখ্য প্রাণায়াম করিতে হয়। ইহাতেই একটী পূর্ণ প্রাণায়াম হয়। প্রাণ সকলের উপরোধ হয় বলিয়াই ইহার নাম প্রাণায়াম। পার্ব্বত্য ধাতু সকল যেমন উত্তপ্ত হইলে তাহার মল সকল দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াবৃত দোষসমূহ প্রাণায়ামে বিদূরিত হইয়া যায়। শত কপিলাগাভী দান করিলে যে ফল, একটী প্রাণায়ামে সেই ফল হয়। অতএব যোগজ্ঞ ব্যক্তির সদাই প্রাণ সংযম করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম দ্বারা শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ নামক চতুর্ব্বিধ বিভূতি লাভ হয়। সহজ ও অগন্তুক-কামনা দোষসমূহের উপশমকেই শান্তি বলে, আর লোভমোহাদি দোষ নাশ করিয়া তপোবৈভব লাভকেও শান্তি বলা যায়। ইহাই যোগের প্রথম গুণ। সমস্ত ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বায়ুর সম্যক্ প্রসন্নতাই প্রসাদ পদবাচ্য। এই গুণচতুষ্টয় এই ভাবেই যথাক্রমে লাভ হয়। যোগের এবম্বিধ ফল বলিয়া যোগলাভার্থ সদাই প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সিংহ ব্যাঘ্র কুঞ্জরাদি দুর্দ্ধর্ষ প্রাণীও যেমন উপসেবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুও তদ্রূপই বশীভূত হইয়া থাকে।৩১—৪০। এই তো প্রাণায়াম কহিলাম, এক্ষণে প্রত্যাহার শুন। বিষয়ে প্রবৃত্ত চিত্তকে সেই সেই বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করাই প্রত্যাহার বলিয়া নির্দিষ্ট। ফলতঃ চিত্তের সংযমই প্রত্যাহার। উহা তো কহিলাম, এক্ষণে ধারণার লক্ষণ শুন। পিপাসু ব্যক্তি যেমন পত্রাদিরচিত নল দ্বারা অল্পে অল্পে জল পান করে, যোগীও তদ্রূপ অল্পে অল্পেই বায়ু পান করিবে। কৃতী সাধক শনৈঃশনৈঃ বায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক যথাক্রমে নাভিতে, হৃদয়ে, তালুতে,ভ্রূমধ্যে, চতুর্দ্দলে, ষড়্দলে, দ্বাদশদলে, ষোড়শদলে ও দ্বিদলে, মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরুদ্ধ করিবে। দ্বাদশটী প্রাণায়ামে এই ধারণা জন্মে। এইরূপই কীর্ত্তিত আছে। এই দশ স্থানে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিলে সেই যোগী অক্ষর ব্রহ্মের সাম্য প্রাপ্ত হয়। ধারণাস্থ ব্যক্তির ধ্যেয় বিষয়ের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি; তুমি তাহা শ্রবণ কর। ধ্যেয় বহুবিধ, হে অর্জ্জুন! উহার অন্ত পাওয়া যায় না। কেহ শিবকে, কেহ হরিকে

যো যচ্চ ধ্যায়েত স চ তত্র প্রলীয়তে। তস্মাৎ সদা শিবং দেবং পঞ্চবক্ত্রং হরং স্মরেৎ ॥ ৪৯ ॥ পদ্মাসনস্থং তং গৌরং বীজপূরকরং স্থিতম্। দশহস্তং সুপ্রসন্নবদনং ধ্যানমাস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥ ধ্যেয়মেতত্তব প্রোক্তং তস্মাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ। ধ্যানস্য লক্ষণং চৈতন্নিমেষার্দ্ধমপি স্ফুটম্ ॥ ৫১ ॥ ন পৃথগ্জায়তে ধ্যেয়াদ্ধারণাং যঃ সমাস্থিতঃ। এবমেতাং দুরারোহাং ভূমিমাস্থায় যোগবিৎ ॥ ৫২ ॥ ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েৎ পশ্চাৎ সমাধিরিতি কীর্ত্ত্যতে। সমাধের্লক্ষণং সম্যগ্ব্রুবতো মে নিশাময় ॥ ৫৩ ॥ শব্দস্পর্শরসৈর্হীনং গন্ধরূপবিবর্জ্জিতম্। পরং পুরুষং সম্প্রাপ্তঃ সমাধিস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ তাং তু প্রাপ্য নরো বিঘ্নৈর্নাভিভূয়েত কর্হিচিৎ। সমাধিস্থশ্চ দুঃখেন গুরুণাপি ন চাল্যতে ॥ ৫৫ ॥ শঙ্খাদ্যাঃ শতশস্তস্য বাদ্যন্তে যদি কর্ণয়োঃ। ভের্য্যশ্চ যদি হন্যন্তে শব্দং বাহ্যং ন বিন্দতি ॥ ৫৬ ॥ কশাপ্রহারাভিহতো বহ্নিদগ্ধতনুস্তথা। শীতাঢ্যেঽবস্থিতো ঘোরে স্পর্শং বাহ্যং ন বিন্দতি ॥ ৫৭ ॥ রূপে গন্ধে রসে বাহ্যে তাদৃশস্য তু কা কথা। দৃষ্ট্বা য আত্মনাত্মানং সমাধিং লভতে পুনঃ ॥ ৫৮ ॥ তৃষ্ণা বাথ বুভুক্ষা বা বাধেতে তং ন কর্হিচিৎ ॥ ৫৯ ॥ ন স্বর্গে ন চ পাতালে মানুষ্যে ক্ব চ তৎসুখম্। সমাধিং নিশ্চলং প্রাপ্য যৎ সুখং বিদন্তে নরঃ ॥ ৬০ ॥ এবমারূঢ়যোগস্য তস্যাপি কুরুনন্দন। পঞ্চোপসর্গাঃ কটুকাঃ প্রবর্ত্তন্তে যথা শৃণু ॥ ৬১ ॥ প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তোঽথ ভীষণঃ। প্রতিভা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রাতিভোঽয়ং চ সাত্ত্বিকঃ ॥৬২॥ তেন যো মদমাদদ্যাদ্যোগী শীঘ্রং চ চেতসঃ। যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রবণং শ্রাবণস্তু সঃ ॥ ৬৩ ॥ দ্বিতীয়ঃ সাত্ত্বিকশ্চায়মস্মান্মত্তো বিনশ্যতি। অষ্টৌ পশ্যতি যোনীশ্চ দেবানাং দৈব ইত্যসৌ ॥ ৬৪ ॥ অয়ং চ সাত্ত্বিকো দোষো মদাদস্মাদ্বিনশ্যতি। আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জনাবর্ত্তে যদাকুলঃ ॥৬৫॥ আবর্ত্তাখ্যস্ত্বয়ং দোষো রাজসঃ স মহাভয়ঃ। ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্ব মনো দোষৈশ্চ যোগিনঃ ॥ ৬৬ ॥ সমস্তাধারবিভ্রংশাদ্

কেহ সূর্য্যকে, কেহ ব্রহ্মাকে, এবং কেহ বা মহামহিমান্বিতা দেবীকে ধ্যান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যে যাহার ধ্যান করে, সে তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। সেই জন্য পঞ্চানন, দশভুজ, পদ্মাসীন, গৌরকান্তি, সুপ্রসন্নবদন, ধ্যানাসক্ত, বীজপূরহস্ত, সদাশিব শঙ্কর দেবকেই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৪১—৫০। এই আমি তোমার নিকট ধ্যেয় বর্ণন করিলাম, এইরূপ ধ্যেয় বস্তু ধ্যান করা বিধেয়। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত-স্থাপনই ধ্যানপদবাচ্য। নিমেষার্দ্ধ কালও এইরূপ ধ্যেয় পদার্থে চিত্ত ধারণা করিলে তাহাকে ধ্যান বলা যায়। যোগবিদ্ ব্যক্তি দুরারোহ যোগ-ভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক এইরূপ ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ-কাল বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ না করিলে তাহাই সমাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আমি সমাধির লক্ষণ যথাযথ বলিতেছি, তুমি শুন। শব্দ-স্পর্শ-রস-গন্ধ-রূপহীন পরম পুরুষ যাহার চিত্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত তাহাকেই সমাধিস্থ বলে। মানব সেই অবস্থা পাইয়া কদাচ বিঘ্ননিবহ দ্বারা অভিভূত হয় না। গুরুতর দুঃখেও তাহার মন বিচলিত হয় না। তাহার কাণের কাছে শত শত ভেরী বাদ্যাদি বাজাইলেও সে সেই শব্দ বা বাহিরের কোনও শব্দই শুনিতে পায় না। তাহাকে যদি কশাদ্বারা প্রহার কিম্বা বহ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যায় অথবা সে যদি অত্যন্ত শীতাঢ্য স্থানেও অবস্থান করে, তথাপি তাহার বাহ্য স্পর্শবোধ হয় না বলিয় সে তৎসমস্ত কিছুই জানিতে পারে না। এই রূপ আত্মা দ্বারা আত্মা দর্শনে নিবিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি সমাধিলাভ করিয়াছে, তাহার বাহ্য রূপ রস-গন্ধাদিতেও কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না। তাহাকে কদাচ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া দেয় না। মানব নিশ্চল সমাধিস্থ হইয়া যে সুখ বোধ করে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা পাতালে তাদৃশ সুখ কোথায়? ৫১—৬০। হে কুরুনন্দন! এইরূপে যোগারূঢ় হইলেও যোগীর পাঁচটী পীড়াপ্রদ উপসর্গ ঘটে, তাহা আমি বলিতেছি, শুন। উহাদিগের নাম প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত্ত। এই আবর্ত্ত দোষ অতি ভীষণ। তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাকে প্রাতিভ বলে; উহা সাত্ত্বিক। উহাতে যোগী ব্যক্তি শীঘ্রই গর্ব্বিত হইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতেও শ্রবণসামর্থ্যকে শ্রাবণ বলে, ইহা দ্বিতীয় উপসর্গ, ইহা দ্বারা মত্ত হইলে যোগী বিনষ্ট হয়। ইহাও সাত্ত্বিক। অষ্টবিধ দেব-যোনির দর্শনশক্তিকে দৈব বলে। ইহাও সাত্ত্বিক। ইহাতে মত্ত হইলেও যোগী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জলের আবর্ত্তের ন্যায় জনসমাজরূপ আবর্ত্তে চিত্তের আকুলীভাবকে আবর্ত্ত বলে। এই দোষ রাজস। ইহা অতিশয় ভয়ঙ্কর। যোগীর অব-লম্বনহীন মন যে দোষবশতঃ সমস্ত আধার হইতে

ভ্রমাখ্যস্তামসো গুণঃ। এতৈর্নাশিতযোগাশ্চ সকলা দেবযোনয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ। প্রাবৃত্য কম্বলং শুক্লং যোগী তস্মান্মনোময়ম্ ॥ ৬৮ ॥ চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ। আহারাঃ সাত্ত্বিকাশ্চৈব সংসেব্যাঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৬৯ ॥ রাজসৈস্তামসৈশ্চৈব যোগী সিধ্যেন্ন কর্হিচিৎ। শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ॥ ৭০ ॥ স্বধর্ম্মাদনপেতেষু ভিক্ষা যাচ্যা চ যোগিনা। ভৈক্ষং যবান্নং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা ॥ ৭১ ॥ ফলমূলং বিপক্কং বা কণপিণ্যাকশক্তবঃ। শ্রুতা ইত্যেত আহারা যোগিনাং সিদ্ধিকারকাঃ ॥ ৭২ ॥ মৃত্যুকালং বিদিত্বা চ নিমিত্তৈর্যোগসাধকঃ। যোগং যুঞ্জীত কালস্য বঞ্চনার্থং সমাহিতঃ ॥ ৭৩ ॥ নিমিত্তানি চ বক্ষ্যামি মৃত্যুং যো বেত্তি যোগবিৎ। রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তীহ সতী চ যম্ ॥ ৭৪ ॥ দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি। নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং প্রদৃশ্য চ ॥ ৭৫ ॥ এবং চ বীক্ষ্য বল্গন্তং তং বিদ্বানমৃত্যুমাগতম্। ঋক্ষবানর-রথযুগ্যস্থো গায়ন্ যো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৭৬ ॥ যাতি মজ্জেদথো পঙ্কে গোময়ে বা ন জীবতি। কেশাঙ্গারৈস্তথা ভস্মভুজঙ্গৈর্নির্জলাং নদীম্ ॥ ৭৭ ॥ এষামন্যতমৈঃ পূর্ণাং দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন জীবতি। করালৈর্বিকটৈ রুক্ষৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ॥ ৭৮ ॥ পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং ভজেন্নরঃ। সূর্য্যোদয়ে যস্য শিবা ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্ ॥ ৭৯ ॥ বিপরীতং পরীতং বা স সদ্যো মৃত্যুমৃচ্ছতি। দীপাবিগন্ধং নো বেত্তি বমত্যগ্নিং তথা নিশি ॥ ৮০ ॥ নাত্মানং পরনেত্রস্থং বীক্ষতে ন স জীবতি। শক্রায়ুধং চার্দ্ধরাত্রে দিবা বা গ্রহণং তথা ॥ ৮১ ॥ দৃষ্ট্বা মন্যেত স ক্ষীণমাত্মজীবিতমাপ্তবান্। নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োর্নমনোন্নতী ॥ ৮২ ॥ নেত্রং চ বামং স্রবতি যস্য তস্যায়ুরুদ্গতম্। আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা চাপ্যসিতা যদা ॥৮৩॥ তদা প্রাজ্ঞো বিজানীয়াদাসন্নং মৃত্যুমাত্মনঃ। উষ্ট্ররাসভযানেন স্বপ্নে যো যাতি দক্ষিণাম্ ॥ ৮৪ ॥ দিশং কর্ণৌ পিধায়াপি নির্ঘোষং

ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, ইহাকে ভ্রম বলে। ইহা তামস দোষ। এই সকল ঘোরতর উপসর্গ দ্বারা যোগভ্রষ্ট হইয়া দেবযোনিসমূহ পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করে। অতএব যোগী ব্যক্তি মনোময় শুক্লকম্বল প্রাবরণ করিয়া মনকে পরব্রহ্মে নিবেশ করত তাঁহাকেই চিন্তা করিবে। যোগসিদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তির সাত্ত্বিক আহার করা আবশ্যক। রাজস বা তামস আহার করিলে কদাচ যোগসিদ্ধি হয় না। যোগী ব্যক্তির শ্রদ্ধালু, দান্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মহাত্মা শ্রোত্রিয়ের নিকট ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ভিক্ষালব্ধ যবান্ন, তক্র, দুগ্ধ, যাবক (জাউ), পক্ব বা অপক্ব ফল-মূল, তণ্ডুলকণা ও পিন্যাক (খৈল);—এই সকল আহার যোগসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া শুনিয়াছি। লক্ষণ দ্বারা মৃত্যুকাল জ্ঞাত হইয়া সেই কালকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠান করিবে। যোগীরা যে সমস্ত নিমিত্ত দর্শনে মৃত্যুকাল জানিতে পারেন, আমি তাহা বলিতেছি। স্বপ্নে, রক্ত বা কৃষ্ণবসনধারিণী রমণী গান করিতে করিতে যাহাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায় সে জীবিত থাকে না। স্বপ্নে নগ্ন সন্ন্যাসীকে হাসিতে বা আস্ফালন করিতে দেখিলে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিবে। ৬৭—৭৫। স্বপ্নে ভল্লুক বা বানর দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করিয়া গান করিতে করিতে যদি দক্ষিণ দিকে যায় আর সাগরের পঙ্কে বা গোময় মধ্যে নিমগ্ন হয়, তবে সে জীবিত থাকে না। স্বপ্নে, কেশ অঙ্গার ভস্ম বা ভুজঙ্গ দ্বারা নির্জলা নদীকে পরিপূর্ণ দেখিলে জীবন থাকে না। মানব স্বপ্নে, ভয়ঙ্কর রূক্ষ বিকটাকার উদ্যতাস্ত্র পুরুষগণ কর্ত্তৃক পাষাণ দ্বারা তাড়িত হইলে সদ্যই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সূর্য্যোদয়কালে শৃগাল চীৎকার করিতে করিতে যাহার সম্মুখে বা প্রতিমুখে গমন করে, তাহারও সদ্যই মৃত্যু হয়। যদি দীপনির্ব্বাণের গন্ধ না পায় কিম্বা সহসা নিশাভাগে রক্ত বমন করে, তবে সেও সদ্যই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। পরনেত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব না দেখিলেও তাহার মৃত্যু হয়। শাস্ত্রবিশ্বাসী মানব অর্দ্ধরাত্রে ইন্দ্রধনু কিম্বা দিবসে গ্রহণ দর্শন করিলেও আত্মজীবিত কাল ফুরাইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। যাহার নাসিকা বক্র হইয়াছে, কর্ণদ্বয়ের উন্নমন বা অবনমন ঘটিয়াছে কিম্বা বামনেত্র-স্রাব হইতেছে, তাহারও আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিবে। যখন মুখ আরক্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ দেখিবে, তখন আপন মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিবে। স্বপ্নে উষ্ট্র বা গর্দ্দভ দ্বারা বাহিত রথে যদি দক্ষিণ দিকে যায়, তাহারও মৃত্যু আসন্ন। কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন

শৃণুয়াৎ চ। ন স জীবেত্তথা স্বপ্নে পতিতস্ত পিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥ দ্বারং ন চোত্তিষ্ঠতি চ শুভ্রা দৃষ্টিশ্চ লোহিতা। স্বপ্নেহগ্নিং প্রবিশেদ্‌যশ্চ ন চ নিষ্ক্রমতে পুনঃ॥ ৮৬ ॥ জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তস্য জীবিতম্। যশ্চাভিহন্যতে দুষ্টৈর্ভূতৈ রাত্রাবথো দিবা ॥ ৮৭ ॥ প্রকৃতৈর্বিকৃতৈর্বাপি তস্যাসন্নৌ যমান্তকৌ। দেবতানাং গুরূণাঞ্চ পিত্রোর্জ্ঞানবিদাং তথা ॥ ৮৮ ॥ নিন্দামবজ্ঞাং কুরুতে ভক্তো ভূত্বা ন জীবতি। এবং দৃষ্টা নিমিত্তানি বিপরীতানি যোগবিৎ ॥ ৮৯ ॥ ধারণাং সম্যগাস্থায় সমাধাবচলো ভবেৎ। যদি নেচ্ছন্তি তে মৃত্যুং ততো নাসৌ প্রপদ্যতে ॥ ৯০ ॥ বিমুক্তিমথবা বাঞ্ছেদ্বিসৃজেদ্ ব্রহ্মমূর্দ্ধনি। সন্তি দেহে বিমুক্তে চ উপসর্গাশ্চ যে পুনঃ। যোগিনং সমুপায়ান্তি শৃণু তানপি পাণ্ডব ॥ ৯২ ॥ ঐশান্যে রাক্ষসপুরে যাক্ষে গান্ধর্ব এব চ ॥ ৯২ ॥ ঐন্দ্রে সৌম্যে প্রজাপত্যে ব্রাহ্মে চাষ্টসু সিদ্ধয়ঃ। ভবন্তি চাষ্টৌ শৃণু তাঃ পার্থিব্যাপ্যা চ তৈজসী ॥ ৯৩ ॥ বায়বী ব্যোমাত্মিকা চৈব মানসাহঙ্কবা মতিঃ। প্রত্যেকমষ্টধাভিন্না দ্বিগুণা দ্বিগুণা ক্রমাৎ। ৯৪ ॥ পূর্ব্বে চাষ্টৌ চতুঃষষ্টিরন্তে শৃণুষ্ব তদ্‌যথা। স্থূলতা হ্রস্বতা বাল্যং বার্দ্ধক্যং যৌবনং তথা ॥ ৯৫ ॥ নানাজাতিস্বরূপঞ্চ চতুর্ভির্দেহধারণম্। পার্থিবাংশং বিনা নিত্যমষ্টৌ পার্থিবসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ বিজিতে পৃথিবীতত্ত্বে যদৈশান্যে ভবন্তি চ। ভূমাবিব জলে বাসো নাতুরোঽর্ণবমাপিবেৎ ॥ ৯৭ ॥ সর্ব্বত্র জলপ্রাপ্তিশ্চ অপি শুষ্কং দ্রবং ফলম্। ত্রিভির্দেহস্য ধরণং নদীর্ব্বা স্থাপয়েৎ করে ॥ ৯৮ ॥ অব্রণত্বং শরীরস্য কান্তিশ্চাথাষ্টকং স্মৃতম্। অষ্টৌ পূর্ব্বা ইমাশ্চাষ্টৌ রাক্ষসানাং পুরে স্মৃতাঃ ॥৯৯॥ দেহাদগ্নিবিনিস্মাণং তত্তাপভয়বর্জ্জনম্। শাকুদহঞ্চ লোকানাং জলমধ্যেঽগ্নিজ্বালনম্ ॥ ১০০ ॥ অগ্নিগ্রহশ্চ হস্তেন স্মৃতিমাত্রেণ পাবনম্। ভস্মীভূতস্য নির্ম্মাণং দ্বাভ্যাং দেহস্য ধারণম্ ॥ ১০১ ॥ পূর্ব্বাঃ ষোড়শ চাপ্যষ্টৌ তেজসো যক্ষসদ্মনি। মনোগতিত্বং ভূতানামন্তর্নিবেশনং তথা ॥ ১০২ ॥ পর্ব্বতাদিমহাভারবহনং

করিলে যে ব্যক্তি (গুড় গুড়) শব্দ শুনিতে পায় না, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পতিত হয়, পরন্তু উঠিবার চেষ্টা করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়; কিম্বা যে ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয়; অথবা ঐরূপ জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতেও বহির্গত না হয়; আর যাহার স্বভাবশুভ্র নয়নদ্বয় লোহিতবর্ণ হয়, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ অল্পকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে। দিবসে অথবা রাত্রিকালে যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভূতগণ অভিঘাত করে, তাহারও মৃত্যু আসন্ন। যে ব্যক্তি দেবতা, গুরু, পিতামাতা, কিম্বা কোনও জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্ত হইয়াও নিন্দা বা অবজ্ঞা করে, সেও জীবিত থাকে না। যোগবিদ্ ব্যক্তি এইরূপ স্বভাববৈপরীত্যাদি নিমিত্ত সকল দেখিয়া যদি মৃত্যু কামনা না থাকে, তবে সম্যক্ প্রকারে ধারণাবলম্বনে সমাধিতে অচল হইবে; পরন্তু মুক্তি অভিলাষ থাকিলে ব্রহ্মরন্ধ্রেই অবস্থান করিবে। হে অর্জ্জুন! এই অবস্থাকেই মুক্তবস্থা বলে। পরন্ত এই অবস্থায়ও যোগীর যে সমস্ত উপসর্গ জন্মে, তাহাও তুমি শুন ।৭৬—৯১। ঐশানী রাক্ষসী যাক্ষী গান্ধর্বী ঐন্দ্রী সৌম্যা প্রাজাপত্যা ও ব্রাহ্মী এই অষ্টবিধ সিদ্ধি আছে। ইহারা আবার প্রত্যেকে পার্থিবা, জলীয়া, তৈজসী, বায়বী, ব্যোমাত্মিকা, মানসী, অহঙ্কারাত্মিকা ও বুদ্ধিজা ভেদে সমুদয়ে চতুঃষষ্টি প্রকার। তন্মধ্যে শেষোক্ত সিদ্ধির বর্ণন করিতেছি। স্থূলতা, হ্রস্বতা, বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবন, নানাকার ধারণ প্রভৃতি পার্থিব সিদ্ধি অষ্টবিধ। পার্থিব তত্ত্বে সিদ্ধি হইলে পৃথিবী ব্যতীত অপর ভূতচতুষ্টয় দ্বারাই দেহ ধারণ করা যায়। ইহা ঐশানী সিদ্ধির অন্তর্গত। জলতত্ত্বে সিদ্ধ মানব জলমধ্যেও ভূতলবৎ বিচরণ করিতে পারে; সমুদ্র পান করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই সে জল প্রাপ্ত হয়, এমন কি শুষ্ক ফলকে রসাল করিতে পারে। করতলে নদী ধারণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার শরীর ব্রণহীন হয় এবং সে পরম কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এ সকল সিদ্ধি রাক্ষসী। এই সিদ্ধি প্রাপ্ত মানব তেজঃ বায়ু ও আকাশ,—এই তিন তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণে সমর্থ হয়। দেহ হইতে অগ্নি উৎপাদন, অগ্নিতাপে পীড়াভাব, শক্তিমত্তা, জল মধ্যেও অগ্নি প্রজ্বালন, হস্তে অগ্নি ধারণ, ভস্মীভূত দ্রব্যের পুনরুৎপাদন এবং বায়ু ও আকাশ তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণ—এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ—সমুদায়ে চতুর্বিংশতি সিদ্ধি যাক্ষী; ইহা অগ্নিতত্ত্ব জয়ের ফল। মনোগতি, ভূতগণের অন্তরে প্রবেশ, পর্ব্বতাদি মহাভার

লীলয়ৈব চ। লঘুত্বং গৌরবঞ্চৈব পাণিভ্যাং বায়ুধারণম্ ॥ ১০৩ ॥ অঙ্গুল্যগ্রনিপাতেন ভূমেঃ সর্ব্বত্র কম্পনম্। একেন দেহনিষ্পত্তির্গান্ধর্ব্বে বাস্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ চতুর্ব্বিংশতি পূর্ব্বাশ্চাপ্যষ্টাবেতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ। গন্ধর্ব্বলোকে দ্বাত্রিংশদত ঊর্দ্ধং নিশাময় ॥ ১০৫ ॥ ছায়াবিহীননিষ্পত্তিরিন্দ্রিয়াণামদর্শনম্। আকাশগমনং নিত্যমিন্দ্রিয়াদিশমঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৬ ॥ দূরে চ শব্দগ্রহণং সর্ব্বশব্দাবগাহনম্। তন্মাত্রলিঙ্গগ্রহণং সর্ব্বপ্রাণিনিদর্শনম্ ॥ ১০৭ ॥ অষ্টৌ বাতাত্মিকাশ্চৈন্দ্রে দ্বাত্রিংশদপি পূর্ব্বকাঃ। যথাকামোপলব্ধিশ্চ যথাকামবিনির্গমঃ ॥ ১০৮ ॥ সর্ব্বত্রাভিভবশ্চৈব সর্ব্বগুহ্যনিদর্শনম্। সংসারদর্শনং চাপি মানস্যোহষ্টৌ চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ চত্বারিংশচ্চ পূর্ব্বাশ্চ সোমলোকে স্মৃতাস্ত্বিমাঃ। ছেদনং তাপনং বন্ধঃ সংসারপরিবর্ত্তনম্ ॥ ১১০ ॥ সর্ব্বভূতপ্রসাদত্বং মৃত্যুকালজয়স্তথা। অহঙ্কারোদ্ভবশ্চাষ্টৌ প্রাজাপত্যে চ পূর্ব্বিকাঃ ॥ ১১১ ॥ আকারেণ জগৎসৃষ্টিস্তথানুগ্রহ এব চ। প্রলয়স্যাধিকারঃ চ লোকচিত্তপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১১২ ॥ অসাদৃশ্যমিদং ব্যক্তং নির্ব্বাণঞ্চ পৃথক্পৃথক্। শুভেতরস্য কর্ত্তৃত্বমষ্টৌ বৃদ্ধিভবাস্ত্বমী ॥ ১১৩ ॥ ষট্পঞ্চাশত্তথা পূর্ব্বাশ্চতুঃষষ্টিরিমে গুণাঃ। ব্রাহ্ম্যে পদে প্রবর্ত্তন্তে গুহ্যমেতত্তবেরিতম্ ॥ ১১৪ ॥ জীবতো দেহভেদে বা সিদ্ধাশ্চৈতাস্তু যোগিনাম্। সক্তো নৈব বিধাতব্যো ভয়াৎ পতনসম্ভবাৎ ॥ ১১৫ ॥ এতান্ গুণাননিরাকৃত্য যুঞ্জতো যোগিনস্তদা। সিদ্ধয়োহষ্টৌ প্রবর্ত্তন্তে যোগসংসিদ্ধিকারকাঃ ॥ ১১৬ ॥ অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ। প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরে ॥ ১১৭ ॥ যত্র কামাবসায়িত্বং মাহেশ্বরপদস্থিতাঃ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমণিমা শীঘ্রত্বাল্লঘিমা স্মৃতা ॥ ১১৮ ॥ মহিমাশেষপূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ। প্রাকাম্যমস্য ব্যাপিত্বাদীশিত্বং চেশ্বরো যতঃ ॥ ১১৯ ॥ বশিত্বাদ্বশিতা নাম সপ্তমী সিদ্ধিরুত্তমা। যত্রেচ্ছা তত্র চ স্থানং তত্র কামাবসায়িতা ॥ ১২০ ॥ ঐশ্বরং পদমাপ্তস্য ভবন্ত্যেতাশ্চ সিদ্ধয়ঃ। ততো ন জায়তে নৈব বর্দ্ধতে ন বিনশ্যতি ॥ ১২১ ॥ এষ মুক্ত ইতি প্রোক্তো য এবং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ। যথা জলং জলেনৈকাং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি ॥ ১২২ ॥ তথৈবং সাত্ম্যমভ্যেতি

বহন, লঘুতা, গুরুতা, করদ্বারা বায়ুধারণ, অঙ্গুলির আঘাতে সর্ব্ব ভূমির কম্পননিষ্পাদন আর কেবল আকাশ তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণ, এই সমস্ত গান্ধর্ব্বা। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি এবং এই অষ্ট,—সমুদয়ে দ্বাত্রিংশৎ সিদ্ধি বায়ুতত্ত্ব জয়ে আয়ত্ত হয়। অতঃপর শুন। ছায়াহীন হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহের গোপন, আকাশগমন, ইন্দ্রিয়সংযম, দূরশব্দ শ্রবণ, সর্ব্ব শব্দ বোধ, তন্মাত্র প্রত্যক্ষ-করণ, সর্ব্ব প্রাণিদর্শন, এ সকল ঐন্দ্রী সিদ্ধি। পূর্ব্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ও এই বাতাত্মিকা আট প্রকার,—সমুদয়ে চত্বারিংশৎ প্রকার সিদ্ধি কহিলাম। কামনানুসারে কামপ্রাপ্তি, কামানুরূপে গমন, সর্ব্বত্র অনভিভব, সমস্ত গোপ্য বিষয় দর্শন, সংসার-জ্ঞান প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি মানসী। পূর্ব্বোক্ত চত্বারিংশৎ ও এই অষ্ট,—সমুদয়ে অষ্টচত্বারিংশৎ সিদ্ধি সৌম্যা। ছেদন, তাপন, বন্ধন, সংসার পরিবর্ত্তন, সর্ব্বভূতপ্রসাদন, কালজয়, মৃত্যুবিজয় প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি অহঙ্কারজা। পূর্ব্বোক্ত অষ্টচত্বারিংশৎ এবং এই অষ্ট—সমুদয়ে ষট্পঞ্চাশৎ সিদ্ধি প্রাজাপত্যা। ইঙ্গিত মাত্রেই জগতের সৃষ্টি ও অনুগ্রহ, প্রলয়াধিকার, পরচিত্তে প্রবেশ, অসাদৃশ্য প্রকটন, অশুভসমূহের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ সাধন ও সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি বুদ্ধিজা। এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত ষট্পঞ্চাশৎ,—সমুদয়ে চতুঃষষ্টি সিদ্ধি ব্রাহ্মী। এই গুহ্য কথা তোমায় আমি কহিলাম। ৯২—১১৪। যোগীদিগের জীবিত কালে বা জীবনান্তে এই সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়। পরন্তু এ সকল আয়ত্ত হইলেও পতনভয়ে ইহাতে আসক্ত হইতে নাই। এই সমস্ত গুণে উপেক্ষা করিয়া যোগাভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধিকর অষ্ট সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বাশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব, এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধিলাভ হইলে যোগীর নিয়ত মাহেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠা হয়। অণিমা অতি সূক্ষ্মতা, লঘিমা শীঘ্রতা, মহিমা পূজ্যত্ব, প্রাপ্তি কামনামাত্রে তত্তদ্বস্তু লাভ, প্রাকাম্য ব্যাপিত্ব, ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য, বশিত্ব বশীকরণশক্তি, আর কামাবসায়িতা ইচ্ছানুসারে যে সে স্থানে স্থিতি। ঐশ্বর পদ প্রাপ্ত হইলে এই সমস্ত সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই জন্য এ সকল সিদ্ধিলাভ হইলে সে আর বৃদ্ধি পায় না, জন্মে না বা মরণাপন্ন হয় না। ইহাকেই মুক্ত বলে। অগাধ জল মধ্যে অপর একটু জল নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন বিলীন হইয়া যায়, মুক্ত ব্যক্তির আত্মাও তদ্রূপ সেই পরমাত্মাতেই

যোগেনাত্মা পরাত্মনা। এবং জ্ঞাত্বা ফলং যোগী সদা যোগং সমভ্যসেৎ ॥ ১২৩ ॥ অত্রোপমাং ব্যাহরন্তি যোগার্থে যোগিনোঽমলাঃ। শশাঙ্করশ্মি-সংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্ ॥ ১২৪ ॥ সমুৎসৃজতি নৈকঃ সন্নুপমা সান্তি যোগিনঃ। কপিঞ্জলাখুনকুলা বসন্তি স্বামিবদ্ গৃহে ॥ ১২৫ ॥ ধ্বস্তে যান্ত্যন্যতো দুঃখং ন তেষাং সোপমা যতেঃ। মৃদ্দেহকল্পদেহোঽপি মুখাগ্রেণ কনীয়সা ॥ ১২৬ ॥ করোতি মৃদ্ভাগচয়-মুপদেশঃ স যোগিনঃ। পশুপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈঃ পত্র-পুষ্পফলান্বিতম্ ॥ ১২৭ ॥ বৃক্ষং বিলুপ্যমানঞ্চ লব্ধা সিধ্যন্তি যোগিনঃ। রুরুগাত্রবিষাণাগ্রমালক্ষ্য তিলকাকৃতিম্ ॥ ১২৮ ॥ সহ তেন বিবর্দ্ধেত যোগী সিদ্ধিমুপাপ্নুতে। দ্রবাং পূর্ণমুপাদায় পাত্রমারোহতে ভুবঃ ॥ ১২৯ ॥ তুঙ্গমার্গং বিলোকৈবেং বিজ্ঞাতং

বিলীন হইয়া থাকে। যোগের এবম্বিধ ফল জানিয়া সদাই যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অমল যোগিগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপমা প্রয়োগ করেন যে, চন্দ্রকান্ত মণি যেমন চন্দ্রকিরণসংযোগে এবং সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যকিরণ সংযোগে জল ও অগ্নি উদ্গিরণ করে, পরন্তু উহারা একক ভাবে তাহা পারে না, যোগীও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি সহ-যোগে বিশেষ বিশেষ গুণ আয়ত্ত করিবেন। ইহাই যোগীর উপমাস্থল। কপিঞ্জল মূষিক ও নকুল— ইহারা প্রভুবৎ গৃহে বাস করে বটে, আবার গৃহ বিধ্বস্ত হইলে অন্যত্র গমন করে, ইহাতে কোন দুঃখ বোধ করে না; যোগীও তদ্রূপ দেহাদিতে মমতা পরিহার করিবেন। ইহাও যোগীর উপমা-স্থল। মুখ দ্বারা মৃত্তিকোৎপাদক কীটবিশেষ (উই পোকা) যেমন অল্পে অল্পে দীর্ঘ কালে প্রভূত মৃত্তিকা উৎপাদন করে; যোগীও তদ্রূপ সাধন-বলে ক্রমে ক্রমে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিবেন। যোগীর ইহাও উপদেশ বলিয়া জ্ঞাতব্য। পত্র-পুষ্প-ফলশোভিত বৃক্ষ যেমন পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদি দ্বারা বিধ্বস্ত হয়, দেহাদিও তদ্রূপই কালাদি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে; এই জ্ঞান জন্মিলে সেই যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। রুরু মৃগের বাল্যাবস্থায় তাহার শৃঙ্গ তিলকবৎ থাকে, পরে ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যোগীও সেই দৃষ্টা-ন্তের অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ যোগমার্গে অগ্রসর হইবেন। তৈলাদি দ্রব্যপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া মনুষ্য যেমন উচ্চ স্থানে আরোহণ করে, যোগীও

কিং ন যোগিনাম্। তদ্গেহং যত্র বসতি তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি ॥ ১৩০ ॥ যেন নিষ্পাদ্যতে চার্থঃ স্বয়ং স্যাদ্‌যোগসিদ্ধয়ে। তথা জ্ঞানমুপাসীত যোগী যৎ কার্য্যসাধকম্ ॥ ১৩১ ॥ জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগ-বিঘ্নকরী হি সা। ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিত-শ্চরেৎ। অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩২ ॥ ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ পিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ। আহারং সাত্ত্বিকং সেবেন্ন তং যেন বিচেতনঃ ॥ ১৩৪ ॥ স্বাদয়ং তঞ্চ ভুঞ্জানো রৌরবস্য প্রিয়াতিথিঃ। বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥ যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী যতিঃ স্মৃতঃ। অনুরাগং জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্ত্তনম্ ॥ ১৩৬ ॥ ন বিভ্যতি চ সত্ত্বানি সিদ্ধের্লক্ষণমুচ্যতে ॥ ১৩৭ ॥ অলৌল্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বং গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরী-ষয়োশ্চ। কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসৌম্যতা চ যোগ-প্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্ ॥ ১৩৮ ॥ সমাহিতো ব্রহ্ম-

তাহারই দৃষ্টান্তে সাবধানে অত্যুচ্চ যোগমার্গে আরোহণ করিবেন। এই সকল দৃষ্টান্তে যোগী, কি ভাবে যোগমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা কি বুঝেন না? যোগসিদ্ধি কামনা থাকিলে সেই ব্যক্তি যেখানে বাস করেন তাহাই গৃহ এবং যাহা খাইয়া জীবন ধারণ হয় তাহাই ভোজ্য জ্ঞানে সন্তুষ্ট মনে যাহাতে যোগসিদ্ধি হয়, তদনুকূল আচরণ করিবে। যোগী তদীয় যোগসাধনানুকূল জ্ঞান মাত্রই উপার্জ্জন করিবে; বহু জ্ঞানার্জ্জন যোগবিঘ্নকর। 'ইহা জ্ঞেয়, ইহা জ্ঞেয়' এইরূপ করিয়া যে ব্যক্তি সতৃষ্ণ ভাবে বিচরণ করে, সে সহস্র কল্পজীবী হইলেও জ্ঞেয় পদার্থ প্রাপ্ত হয় না। ১১৫—১৩২। সঙ্গহীন, ক্রোধরহিত, যথালব্ধ আহারে তৃপ্ত, যোগী মানব বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যানে মনো-নিবেশ করিবে। সাত্ত্বিক আহার করিবে; রাজস-তামস আহার বর্জ্জন করিবে; যেহেতু রাজস-তামস আহারে রৌরব নরকের প্রিয় অতিথি হইতে হয়। বাগ্দণ্ড কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড,—যাহার এই ত্রিবিধ দণ্ড সংযত, সেই যতিকে ত্রিদণ্ডী বলে। সিদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জনগণের অনুরাগ হয়, তাহারা পরোক্ষেও তদীয় গুণ কীর্ত্তন করে এবং সে কোন জন্তু হইতেই ভীত হয় না। ইহাই সিদ্ধির লক্ষণ। অচপলতা, আরোগ্য অনিষ্ঠুরতা, মলমূত্রের সদ্গন্ধ, কান্তি, প্রসন্নতা, স্বরমাধুর্য্য,—এ সকল যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির

পরোঽপ্রমাদী শুচিস্তথৈকান্তরতির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। সমাপ্নুয়াদ্‌যোগমিমং মহামনা বিমুক্তিমাপ্নোতি ততশ্চ যোগতঃ ॥ ১৩৯ ॥ কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা ভাগ্যবতী চ তেন। অবাহ্যমার্গে সুখ-সিন্ধুমগ্নং লগ্নং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥১৪০ ॥ বিশুদ্ধ-বুদ্ধিঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ সমস্তভূতেষু বসন্ সমো হি যঃ। স্থানং পরং শাশ্বতমব্যয়ং চ যতির্হি গত্বা ন পুনঃ প্রজায়তে ॥ ১৪১ ॥ ইদং ময়া যোগরহস্যমুক্তমেবং-বিধং গৌতমঃ প্রাপ যোগম্। তেনৈতচ্চ স্থাপিতং পার্থ লিঙ্গং সন্দর্শনাদর্চ্চনাৎ কল্মষঘ্নম্ ॥ ১৪২ ॥ যশ্চাশ্বিনে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিনে রাত্রৌ সমভ্যর্চ্চতি লিঙ্গমেতৎ। স্নাত্বা অহল্যাসরসি প্রধানে শ্রদ্ধায় সর্ব্বং প্রবিধায় ভক্তিতঃ ॥ ১৪৩ ॥ মহোপকারেণ বিমুক্তপাপঃ স যাতি যত্রাস্তি স গৌতমো মুনিঃ ॥ ১৪৪ ॥ ইদং ময়া পার্থ তব প্রণীতং গুপ্তস্য ক্ষেত্রস্য সমাসযোগাৎ। মাহাত্ম্যমেতৎসকলং শৃণোতি যঃ স স্যাদ্বিশুদ্ধঃ কিমু বচ্মি ভূয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥ য ইদং শৃণুযাদ্ভক্ত্যা গৌত-মাখ্যানমুত্তমম্। পুত্রপৌত্রপ্রিয়ং প্রাপ্য স যাতি পদমব্যয়ম্ ॥ ১৪৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্যসবিস্তরযোগ-লক্ষণবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রথম সিদ্ধিচিহ্ন। ব্রহ্মপরায়ণ, সমাহিতচেতা, অপ্রমাদী, শুচি, নির্জ্জনপ্রিয়, বিজিতেন্দ্রিয়, উন্নতমনা মানবই এই যোগ আয়ত্ত করিতে পারে এবং তাহারই ফলে বিমুক্ত হইয়া থাকে। যাহার মন, পরব্রহ্মে লগ্ন হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দসুখে নিমগ্ন হয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না, তদ্দ্বারা তদীয় কুল পবিত্র, বসুন্ধরা ভাগ্যবতী বলিয়া গণ্য ও তদীয় জননী কৃতার্থ হন। ১৩৩—১৪০। বিশুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞানবান, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন যতি ব্যক্তি শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়, তথা হইতে পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমাকে যোগরহস্য কহিলাম। মহাত্মা গৌতম এই যোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গের দর্শনে ও অর্চ্চনে কল্মষরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে অহল্যা-সরোবরে স্নানান্তে শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত উপচার দ্বারা সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই গৌতম মুনি যেখানে বাস করিতেছেন, সেই স্থানে বাস করিতে পারে। হে পার্থ! এই আমি তোমার নিকট গুপ্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কহিলাম। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ শ্রবণ করে, সে সর্ব্বথা পবিত্র হয়। অতঃপর আর কোন্ কথা তোমাকে কহিব? যে ব্যক্তি এই উত্তম গৌতমাখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে পুত্র-পৌত্রাদি জনিত সুখ ভোগান্তে অন্তে অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। ১৪১—১৪৬।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মেশং লিঙ্গমুত্তমম্। যস্য স্মরণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং ভবেৎ ॥ ১ ॥ একদা তু পুরা পার্থ সৃষ্টিকামেন ব্রহ্মণা। তপঃ সুচরিতং ঘোরং সার্দ্ধবর্ষসহস্রকম্ ॥ ২ ॥ তপসা তেন সন্তুষ্টঃ পার্ব্বতীপতিশঙ্করঃ। বরমস্মৈ ততঃ প্রাদাল্লোককর্ত্রে স্ববাঞ্ছিতম্ ॥ ৩ ॥ ততো হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ কৃতকৃত্যঃ পিতামহঃ। জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং স্বয়ং লিঙ্গং চকার হ ॥ ৪ ॥ চখান চ সরঃ পুণ্যং নাম্না ব্রহ্মসরঃ শুভম্। মহীনগরকাৎ পূর্ব্বে মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ অস্য তীরে মহালিঙ্গং স্থাপয়ামাস বৈ বিভুঃ। তত্র দেবঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিদাতে

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! অতঃপর যাহার স্মরণ মাত্রে মনুষ্য বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়, আমি সেই উত্তম ব্রহ্মেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছি। অর্জ্জুন! পূর্ব্বে ব্রহ্মা কোন সময়ে সৃষ্টিকামনায় সার্দ্ধ সমস্র বৎসর কাল সুনিয়মে কঠোর তপস্যা আচরণ করেন। তাহাতে পার্ব্বতী-পতি শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া সেই লোককর্ত্তাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন। তখন পিতামহ হৃষ্ট হইয়া সানন্দ মানসে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জানিয়া স্বয়ং একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুণ্যপ্রদ একটী সরোবরও খনন করেন। সেই শুভ সরোবরের নাম ব্রহ্মসরঃ। উহা মহীনগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মহা-পাতকনাশক। বিভু ব্রহ্মা সেই সরোবরের তীরে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে শঙ্কর সাক্ষাৎ

কিল শঙ্করঃ ॥ ৬ ॥ পুষ্করাদধিকং তীর্থং ব্রহ্মেশং নাম ফাল্গুন। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা পিণ্ডদানং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ দানং চৈব যথাশক্ত্যা কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষতঃ। দেবং প্রপূজয়েদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মেশং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৮ ॥ পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্। পুষ্করেষু চ যৎপুণ্যং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ॥ ৯ ॥ গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি তীর্থস্যাস্যাবগাহনাৎ ॥ ১০ ॥ মোক্ষলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং শৃণু পার্থ মহাদ্ভুতম্। ময়া স্থানহিতার্থঞ্চ সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ স্থাপিতং প্রবরং লিঙ্গং নাম্না মোক্ষেশ্বরং হরম্। দর্ভাগ্রেণ ততঃ পার্থ কূপং খানিতবানহম্ ॥ ১২ ॥ প্রসাদ্য লোককর্ত্তারং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্। কমণ্ডলোর্ব্রহ্মণশ্চ সমানীতা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥ কূপেঽস্মিন্মোক্ষনাথস্য লোকানাং প্রেতমুক্তয়ে। কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী ॥ ১৪ ॥ কূপে স্নাত্বা নরস্তস্যাং তিলপিণ্ডং সমাচরেৎ। প্রেতানুদ্দিশ্য নিয়তং মোক্ষতীর্থফলং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ কুলে ন জায়তে তস্য প্রেতঃ পার্থ ন সংশয়ঃ। প্রেতা মোক্ষং প্রগচ্ছন্তি তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥ ১৬ ॥ জয়াদিত্যকূপবরে নরঃ স্নাত্বা প্রযত্নতঃ। গর্ত্তেশ্বরং নমস্কৃত্য ন স গর্ত্তেষু মজ্জতি ॥ ১৭ ॥ ইদং ময়া পার্থ তব প্রণীতং গুপ্তস্য ক্ষেত্রস্য সমাসযোগাৎ। মহাত্ম্যমেতৎসকলং শৃণোতি যঃ স্যাদ্বিশুদ্ধঃ কিমু বচ্মি ভূয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বর-মোক্ষেশ্বর-গর্ত্তেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো বিপ্রা নারদশ্চ সমারাধ্য মহেশ্বরম্। মহীনগরকে পুণ্যে স্থাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ১ ॥ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় কেদারং লিঙ্গমুত্তমম্। অত্রীশাদুত্তরে ভাগে মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ অত্রিকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি। অত্রীশঞ্চ নমস্কৃত্য কেদারং যঃ প্রপশ্যতি ॥ ৩ ॥ মাতৃঃ

বিদ্যমান। হে অর্জ্জুন! পুষ্কর তীর্থ অপেক্ষাও সেই ব্রহ্মেশ লিঙ্গ অধিক পুণ্যদায়ক। নর যে কোন সময়ে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেখানে স্নান করিয়া পিণ্ডদান করিবে। যথাশক্তি দানও করিবে, আর হৃষ্টচিত্তে ভক্তিসহকারে ব্রহ্মেশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। এরূপ করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃগণ তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুষ্কর তীর্থে, কুরুক্ষেত্রে কিম্বা গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানব সেই ব্রহ্মসরোবরে স্নান করিলেও তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১—১০। অর্জ্জুন! এক্ষণে মোক্ষ লিঙ্গের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুন। আমি এই স্থানের হিতার্থবিধানার্থ মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া মোক্ষেশ্বর নামে একটী উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করি। তারপর আমি কুশাগ্র দ্বারা একটী কূপ খনন করিয়া লোকস্রষ্টা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তদীয় কমণ্ডলু হইতে সরস্বতীকে আনিয়া লোকসমূহের প্রেতত্ব নিবারণার্থই আমি মোক্ষনাথের সমীপস্থ সেই কূপ স্থাপন করিলাম। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে মানব সেই কূপে স্নানান্তে প্রেতগণের উদ্দেশে তিলপিণ্ডদান করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি মোক্ষ তীর্থের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! তাহার বংশে কদাচ কাহারও প্রেতত্ব হয় না। এ কথায় কোনও সংশয় নাই। এই তীর্থের প্রভাবে প্রেতগণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। যে মানব জয়াদিত্যকূপে সযত্নে স্নানান্তে গর্ত্তেশ্বরকে দর্শন করে, সে কদাচ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হয় না। হে অর্জ্জুন! এই আমি তোমার নিকট গুপ্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সমগ্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়। অতঃপর তোমাকে আর কোন্ কথা কহিব? ১১—১৮।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! ইহার পর আমি নারদ এবং অপরাপর মুনিগণ মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া লোকহিত কামনায় পুণ্য মহীনগরে অত্রীশ লিঙ্গের উত্তর ভাগে উত্তম কেদার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলাম। সেই লিঙ্গ মহাপাতকনাশক। যে মানব অত্রিকুণ্ডে স্নানান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অত্রীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক কেদার লিঙ্গ দর্শন করে,

স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেন্মুক্তিভাগ্ভবেৎ। ততো রুদ্রো নীলকণ্ঠং নারদায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥ স্বয়ং দত্ত্বা স্বয়ং তস্থৌ মহীনগরকে শুভে। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠং প্রপশ্যতি ॥ ৫ ॥ জয়াদিত্যং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। জয়াদিত্যং পূজয়ন্তি কূপে স্নাত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ ন তেষাং বংশনাশোঽস্তি জয়াদিত্যপ্রসাদতঃ। ইদং তে কথিতং পার্থ মহীনগরকস্য চ ॥ ৭ ॥ আখ্যানং সকলং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নীলকণ্ঠমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ। গুপ্তক্ষেত্রমিদং কস্মাৎ কস্মাদ্গুপ্তঞ্চ নারদ। যস্য প্রভাবঃ সুমহাংশ্চৈব কস্যাপি সংস্তুতঃ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ। পুরাতনীমত্র কথাং গুপ্তক্ষেত্রস্য কারণে। শৃণু পাণ্ডব শাপেন গুপ্তমাসীদিদং যথা ॥ ২ ॥ পুরা নিমিত্তে কস্মিংশ্চিৎ সর্ব্বতীর্থাধিদেবতাঃ। প্রণামায় ব্রহ্মসদো ব্রহ্মাণং সহিতা যযুঃ ॥ ৩ ॥ পুষ্করস্য প্রভাসস্য নিমিষস্যার্ব্বুদস্য চ। কুরুক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মারণ্যস্য দেবতাঃ ॥ ৪ ॥ বস্ত্রাপথস্য শ্বেতস্য ফল্গুতীর্থস্য চাপি যাঃ। কেদারস্য তথান্যেষাং ক্ষেত্রাণাং কোটিশোঽপি যাঃ ॥ ৫ ॥ সিন্ধুসাগরযোগস্য মহীসাগরকস্য চ। গঙ্গাসাগরযোগস্য অধিপাঃ শকরস্য চ ॥৬॥ গঙ্গারেবামুখানাং তু নদীনামধিদেবতাঃ। শোণহ্রদপুরোগাণাং হ্রদানাং চাধিদেবতাঃ ॥ ৭॥ তে সর্ব্বে সঙ্ঘশো ভূত্বা শ্রৈষ্ঠ্যজ্ঞানায় চাত্মনঃ। সমুপাজগ্মুরমলা মহতীং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ৮ ॥ তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি সমায়াতানি বীক্ষ্য সঃ। উত্তস্থৌ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ সভাসদ্ভিঃ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥ প্রণম্য সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ প্রবদ্ধকরসম্পুটঃ। তীর্থানি ভগবানাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১০ ॥ অদ্য নঃ সদ্ম সকলং যুষ্মাভিরতিপাবিতম্। বয়ঞ্চ পাবিতা ভূয়ো যুষ্মাকং দর্শনাদপি ॥ ১১ ॥ তীর্থানাং দর্শনং শ্রেয়ঃ স্পর্শনং স্নানমেব চ। কীর্ত্তনং স্মরণং চাপি ন স্যাৎ পুণ্যং বিনা পরম্ ॥ ১২ ॥ মহাপাপান্বিতা রৌদ্রাস্থপি যে স্যুঃ সুনিষ্ঠুরাঃ। তেঽপি তীর্থৈঃ প্রপূয়ন্তে কিং পুনর্ধর্ম্মসংস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা

সে পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করে না; পরন্তু মুক্তিভাগী হয়। সেই কেদার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর ভগবান্ শঙ্কর আমাকে নীলকণ্ঠ লিঙ্গ প্রদান করেন এবং আমি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলে প্রভু শঙ্কর শুভ মহীনগরে সেই লিঙ্গেই বাস করিতে থাকেন। যে মানব কোটি তীর্থে স্নানান্তে নীলকণ্ঠকে দর্শন করিয়া জয়াদিত্যকে নমস্কার করে, সে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত নরোত্তম, জয়াদিত্যকে পূজা করে, জয়াদিত্যের প্রসাদে কদাচ তাহাদিগের বংশনাশ ঘটে না। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট এই যে, মহীনগর-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এই সমস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।১—৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে নারদ! গুপ্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য তো সুমহৎ; তবে ইহা গুপ্ত হইল কেন? আর ইহার মাহাত্ম্যই বা গুপ্ত রহিল কি জন্য? নারদ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! এই গুপ্ত ক্ষেত্র সম্বন্ধে পুরাতনী কথা বলিতেছি; শাপ-বশতঃ ইহা যে প্রকারে গুপ্ত হইয়াছে, তাহা তুমি শুন। পুরাকালে কোনও কারণে সর্ব্বতীর্থ-দেবতাগণ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া ব্রহ্মসভায় গমন করেন। পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, অর্ব্বুদাচল, কুরুক্ষেত্র, ধর্ম্মারণ্য, বস্ত্রাপথ, শ্বেততীর্থ, ফল্গু তীর্থ, শূকর তীর্থ, গঙ্গা, রেবা, শোণ, কেদার, গঙ্গাসাগর, মহীসাগর, সিন্ধুসাগর প্রভৃতি অন্য ও কোটি কোটি অমল তীর্থ-ক্ষেত্রায়তনাদির অধি-দেবতাগণ, সকলে মিলিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য নির্ব্বাচনার্থ ব্রহ্মসভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা সেই সমস্ত তীর্থাদিগকে সমাগত দর্শনে সভাসদ্গণ সহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে তাঁহাদিগকে প্রণতি করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে কহিলেন,—অদ্য আপনাদিগের দ্বারা আমার আলয় সম্যক্ পবিত্রীকৃত হইল। আর আপনাদিগের দর্শনলাভে আমরাও পবিত্র হইলাম। তীর্থসমূহের দর্শন স্পর্শন কীর্ত্তন স্মরণ ও উহাতে স্নান করিলে শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি হয়। এতাদৃশ পুণ্যজনক আর কিছুই নাই। তীর্থগণ দ্বারা মহাপাপী ক্রূর নিষ্ঠুর ব্যক্তিরাও পবিত্রতা লাভ করে, যাহারা ধার্ম্মিক তাহা

পুলস্ত্যং স পুত্রমভ্যাদিদেশ হ। শীঘ্রমর্ঘ্যং তীর্থহেতোঃ সমানয় যথার্চ্চয়ে॥ ১৪॥ পুলস্ত্য উবাচ। অসংখ্যানীহ তীর্থানি দৃশ্যন্তে পদ্মসম্ভব। যথাদিশসি মাং তাত অর্ঘ্যমেকমুপানয়ে॥ ১৫॥ ধর্ম্মপ্রবচনে শ্লোকো যত এষ প্রগীয়তে॥ ১৬॥ ভবেয়ুর্যদ্যসংখ্যাতা অর্ঘ্যযোগ্যাঃ সমর্চ্চনে। ততস্তেষাং বরিষ্ঠায় দাতব্যোঽর্ঘ্যঃ কিলৈকতঃ॥ ১৭॥ ব্রহ্মোবাচ। সাভিপ্রায়ং সাধু বৎস ত্বয়া প্রোক্তমিদং বচঃ। এবং কুরুষ্বৈকমর্ঘমানয় ত্বং সুশীঘ্রতঃ॥ ১৮॥ নারদ উবাচ। ততঃ পুলস্ত্যো বেগেন সমানিন্যেঽর্ঘ্যমুত্তমম্। তং চ ব্রহ্মা করে গৃহ্য তীর্থান্যাহেতি ভারতীম্॥ ১৯॥ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ সংহত্য মুখ্যস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্ত্যতাম্। তস্মৈ চার্ঘ্যং প্রযচ্ছামি নৈবং মামনয়ঃ স্পৃশেৎ॥ ২০॥ তীর্থান্যূচুঃ। ন বয়ং শ্রেষ্ঠতাং বিদ্মঃ কথঞ্চন পরস্পরম্। অস্মাদ্ধেতোশ্চ সম্প্রাপ্তা জ্ঞাত্বা দেহি ত্বমেব তৎ॥ ২১॥ ব্রহ্মোবাচ। নাহং বেদ্মি শ্রেষ্ঠতাং বঃ কথঞ্চন নমোঽস্তু বঃ। সর্ব্বে চাপারমাহাত্ম্যং স্বয়ং মে বক্তুমর্হথ॥ ২২॥ যত্র গঙ্গা গয়া কাশী পুষ্করং নৈমিষং তথা। কুরুক্ষেত্রং তথা রেবা মহীসাগরসঙ্গমঃ॥ ২৩॥ প্রভাসাদ্যানি শতশো যত্র নাস্তাত্র কা মতিঃ॥ ২৪॥ নারদ উবাচ। এবমুক্তে পদ্মভুবা কোঽপি নোবাচ কিঞ্চন। চিরেণেদং ততঃ প্রাহ মহীসাগরসঙ্গমঃ॥ ২৫॥ মমৈনমর্ঘ্যং ত্বং যচ্ছ চতুরানন শীঘ্রতঃ। যতঃ কোটিকলায়াং বা মম কোঽপি ন পূর্য্যতে॥ ২৬॥ যতশ্চেন্দ্রদ্যুম্নরাজ্ঞা তাপ্যমানা বসুন্ধরা। সর্ব্বতীর্থদ্রবীভূতা মহীনামাভবন্নদী॥ ২৭॥ সা চ সর্ব্বাণি তীর্থানি সংযুক্তানি ময়া সহ। সর্ব্বতীর্থময়স্তস্মাদস্মি খ্যাতো জগত্রয়ে॥ ২৮॥ গুহেন চ মহালিঙ্গং কুমারেশ্বরমীশ্বরম্। সংস্থাপ্য তীর্থমুখ্যত্বং মম দত্তং মহাত্মনা॥ ২৯॥ নারদেনাপি মত্তীরে স্থানং সংস্থাপ্য শোভনম্। সর্ব্বেভ্যঃ পুণ্যক্ষেত্রেভ্যো দত্তং শ্রৈষ্ঠ্যং পুরা মম॥ ৩০॥ এবং ত্রিভির্হেতুবরৈর্মমৈবার্ঘ্যঃ প্রদীয়তাম্। গুণৈকদেশেঽপি সমং মম তীর্থং ন বৈ পরম্॥ ৩১॥

দিগের কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মা এই বলিয়া পুত্র পুলস্ত্যকে কহিলেন যে, শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়ন কর, এই তীর্থগণকে অর্চ্চনা করিব।১—১৪। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব! দেখিতেছি তীর্থগণ অসংখ্য; হে তাত! আমাকে যেমন আদেশ করিলেন, তদনুসারে আমি একটী অর্ঘ্য আনয়ন করিতেছি; যেহেতু ধর্ম্মপ্রবচনে এইরূপ একটী শ্লোক গীত হইয়া থাকে যে, যদি অর্ঘ্যযোগ্য ব্যক্তিগণ অসংখ্য হন, তবে তন্মধ্যে কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই একটী অর্ঘ্য দিবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—সাধু বৎস! তুমি ভালই বলিয়াছ; তোমার এ অভিপ্রায় উত্তম। তুমি তাহাই কর,—একটী অর্ঘ্যই শীঘ্র আনয়ন কর। নারদ কহিলেন,—পরে পুলস্ত্য দ্রুতগতি যাইয়া উত্তম অর্ঘ্য লইয়া আসিলেন। ব্রহ্মা সেই অর্ঘ্য হস্তে লইয়া কহিলেন যে, হে তীর্থগণ! আপনারা আসুন; আসিয়া সকলে মিলিয়া আপনাদিগের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তির নির্দ্দেশ করুন; আমি তাঁহাকেই এই অর্ঘ্য দান করিব। এরূপ করিলে আমার কোনও অন্যায় ব্যবহার হইবে না।১৫—২০। তীর্থগণ কহিলেন,—আমরাই পরস্পর শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিতে পারি নাই বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি কোনরূপে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন করিতে পারিব না; আপনাদিগকে নমস্কার। আপনারা আপনাদিগের অপার মাহাত্ম্য স্বয়ংই ব্যক্ত করুন। গঙ্গা গয়া কাশী পুষ্কর নৈমিষ কুরুক্ষেত্র রেবা মহীসাগরসঙ্গম প্রভাসাদি শত শত তীর্থ যেখানে উপস্থিত, সেস্থলে মাদৃশ ব্যক্তির বিবেচনার কথা কি? নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে কেহই আর কোন কথা কহিলেন না, কিয়ৎকালান্তে মহীসাগরসঙ্গম কহিলেন,—হে চতুরানন! আপনি এই অর্ঘ্য আমাকেই অবিলম্বে প্রদান করুন। কেননা, ইঁহারা কেহই আমার কোটি অংশাংশেরও তুল্য নহেন। দেখুন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার যজ্ঞাগ্নিতাপে বসুন্ধরা সন্তপ্তা হইয়া সমস্ত তীর্থের সহিত দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বতীর্থ-দ্রবরূপিণী নদীই মহী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই সর্ব্বতীর্থযুক্তা মহী নদী আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন; সেই জন্যই আমি ত্রিজগতে সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছি। কার্ত্তিকেয়ও এখানে কুমারেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাকেই তীর্থমধ্যে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। নারদ মুনিও আমারই তীরে মনোরম স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত পুণ্য ক্ষেত্র মধ্যে আমাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। এই তিনটী কারণে অপর তীর্থের সহিত আমার গুণগত সমতা থাকিলেও অন্য তীর্থ আমার তুল্য

ইত্যুক্তে বচনে পার্থ তীর্থরাজেন ভারত। সর্ব্বে নোচুঃ কিঞ্চনাপি কিং ব্রহ্মা বক্ষ্যতীতি যৎ॥ ৩২॥ ততো ব্রহ্মসুতো জ্যেষ্ঠঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ। দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য ধর্ম্মো বচনমব্রবীৎ॥ ৩৩॥ অহো কষ্টমিদং কুক্তং তীর্থরাজেন মোহতঃ। সন্তোঽপি ন গুণা বাচ্যাঃ স্বয়ং সদ্ভিঃ স্বকা যতঃ॥ ৩৪॥ স্বীয়ান্ গুণান্ স্বয়ং যো হি সম্পৎসু প্রক্ষিপন পরান্। ব্রবীতি রাজসস্তেষ হ্যহঙ্কারো জুগুপ্সিতঃ॥ ৩৫॥ তস্মাদস্মাদহঙ্কারাৎ সৎস্বপ্যেষু গুণেষু চ। অপ্রখ্যাতং ধ্বস্তরূপমিদং তীর্থং ভবিষ্যতি॥ ৩৬॥ স্তম্ভতীর্থমিতি খ্যাতং স্তম্ভো গর্ব্বঃ কৃতো যতঃ। স্তম্ভস্য হি ফলং সদ্যো ব্রহ্মাপি প্রাপ কিং পরঃ॥ ৩৭॥ ইত্যুক্তে ধর্ম্মদেবেন হাহেতি রব উত্থিতঃ। ততঃ শীঘ্রং সমায়াতো যোগীশোঽহঞ্চ পাণ্ডব॥ ৩৮॥ গুহস্ততো বচঃ প্রাহ ধর্ম্মদেবসমাগমে। অযুক্তমেতচ্ছাপোঽয়ং দত্তো যদ্ধর্ম্ম ধার্ষ্ট্যতঃ॥ ৩৯॥ ব্রবীতু কোঽপি সর্ব্বেষাং তীর্থানাং তেষু বর্ত্ততাম্। যদৈশ্বর্য্যং নার্হতেঽসৌ মহীসাগরসঙ্গমঃ॥৪০॥ তিষ্ঠন্ত্বাত্মগুণো যচ্চ তীর্থরাজেন বর্ণিতঃ। তত্র কো বিগুণো নামামিথ্যাবাদো যতো গুণঃ॥ ৪১॥ অহো ন যুক্তং পালানাং যদি তেঽপ্যবিমৃশ্য চ। এবমর্থান্ করিষ্যন্তি কং যাস্তি শরণং প্রজাঃ॥ ৪২॥ এবমুক্তে গুহেনাথ ধর্ম্মো বচনমব্রবীৎ। সত্যমেতদ্‌যদহোঽয়ং মহীসাগরসঙ্গমঃ॥ ৪৩॥ মুখ্যত্বং সর্ব্বতীর্থানামর্ঘ্যং চাপি পিতামহাৎ। কিন্তু নাত্মগুণা বাচ্যাঃ সতামেতৎ সদা ব্রতম্। পরোক্ষেঽপি স্বপ্রশংসা ব্রহ্মাণমপি চালযেৎ॥ ৪৪॥ স্বপ্রশংসাং প্রকুর্ব্বাণঃ পরাক্ষেপসমন্বিতাম্। কিং দিবঃ পৃথিবীং পূর্ব্বং যযাতির্ন পপাত হ। যানি পূর্ব্বং প্রমাণানি কৃতানীশেন ধীমতা॥ ৪৫॥ তানি সম্পালনীয়ানি তানি কোঽতিক্রমেদ্বুধঃ। তব পিত্রা সমাদিশ্য যদর্থং স্থাপিতা বযম॥ ৪৬॥ পালয়ামাস এতচ্চ ত্বং পালয়িতুমর্হসি। ঈশ্বরাঃ স্বপ্রমাণেন ভবন্তো যদি কুর্ব্বতে॥ ৪৭॥ তদস্মাভিরিদং যুক্তং শাসনং

বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।১৬—৩১। হে অর্জ্জুন! তীর্থরাজ মহীসাগরসঙ্গম এই কথা কহিলে অপরাপর তীর্থগণ তখন 'ব্রহ্মা কি বলেন,' তৎপ্রতীক্ষায় রহিলেন, কেহই কোন কথা কহিলেন না। অতঃপর ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্বেতমাল্যানুলেপনধারী ধর্ম্ম দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—অহো! কি কষ্ট! তীর্থরাজ মোহ বশতঃ কি কু-উক্তি করিলেন! গুণ থাকিলেও স্বয়ং তাহার উল্লেখ করা সাধুজনের অকর্ত্তব্য। কারণ, যদি কেহ সম্পদে গর্ব্বিত হইয়া অপরকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক নিজ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে; তাহার সেই অহঙ্কার রাজস; উহা নিন্দার্হ। অতএব অপরাপর গুণগণ থাকিলেও এই তীর্থ অপ্রখ্যাত ও বিনষ্টপ্রায় হইবে, আর অর্থাৎ স্তম্ভ গর্ব্ব করিয়াছেন বলিয়া এখন হইতে এই তীর্থ 'স্তম্ভ' তীর্থ নামেই বিখ্যাতি লাভ করিবে। অপরের কথা কি?—ব্রহ্মাও স্তম্ভের সদ্য ফল পাইয়াছেন। ধর্ম্মদেব এই কথা কহিলে সভামধ্যে তখন 'হাহা' রব উত্থিত হইল। হে পাণ্ডব! আমি যোগীশ্বর; আমিও তখন সহসা সেখানে উপস্থিত হইলাম। কার্ত্তিকেয় তখন ধর্ম্ম দেবের উদ্দেশে কহিলেন,—হে ধর্ম্ম! তুমি যে ধৃষ্টতাবশে শাপ দিলে, ইহা নিতান্ত অন্যায়। এই তো অপরাপর তীর্থগণ উপস্থিত আছেন, এই মহীসাগরসঙ্গম যদি সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী না হন; তবে ইঁহারা তাহা বলুন। ইনি যে আত্মগুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে ইঁহার যদি না থাকে, তবেই ইঁহার উক্তি দোষাবহ হইতে পারে; নচেৎ ইনি অমিথ্যা উক্তি করিয়া থাকিলে তাহা তো গুণ বলিয়াই গণ্য। ৩২—৪১। অহো! লোকপালগণের কি অন্যায়াচরণ! তাঁহারা যদি অবিবেকবশে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন, তবে প্রজা কাহার শরণ লইবে? কুমার এই কথা কহিলে ধর্ম্ম কহিলেন,—ইহা সত্য যে, মহীসাগরসঙ্গমই সর্ব্বতীর্থমধ্যে মুখ্যত্বের অধিকারী এবং পিতামহের নিকট তাঁহারই অর্ঘ্যটী প্রাপ্য; পরন্তু সাধুগণ কদাচ আত্মগুণ কীর্ত্তন করেন না; ইহা তাঁহাদিগের নিয়ত ব্রত। পরোক্ষে আত্মপ্রশংসা করিলেও তাহা ব্রহ্মাকেও বিচালিত করিয়া তুলে। মহারাজ যযাতি যে স্বর্গ হইতে পুনরায় মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা কি স্বপ্রশংসা করার জন্য নহে? পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ঈশ্বর যে সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন, তৎসমস্ত সম্যক্ পালন করাই কর্ত্তব্য, কোন ধীমান্ মানব তাহার লঙ্ঘন করিবে? তোমার পিতার আদেশানুসারে আমরা যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, এবং আদেশ পালন করিতেছি, তোমারও তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। আপনারা প্রভু, আপনারা যদি এইরূপ স্বেচ্ছা ব্যবহার করেন, তবে প্রথমতঃ আমাদিগকে তৎসমস্ত আদেশ

দিশ্যতাং পরম্। এবমুক্ত্বা স্বীয়মুদ্রাং ভোক্তুকামং বৃষং তদা ॥ ৪৮ ॥ অহং প্রস্তাবমন্বীক্ষ্য বাক্যমেতদুদৈরয়ম্। নমো ধর্ম্মায় মহতে বিশ্বধাত্রে মহাত্মনে ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্নিত্যং পূজিতায়াঘনাশিনে। যদি মুদ্রাং ভবান্ ধর্ম্ম পরিত্যক্ষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৫০ ॥ তদস্মাকং কুতো ভাবো মা বিশ্বং নাশয় প্রভো। যোগীশ্বরং গুহং চাপি সম্মানয়িতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥ শিববন্মাননীয়ো হি যতঃ সাক্ষাচ্ছিবাত্মজঃ। ত্বাঞ্চ দেবো গুহঃ স্বামী সম্মানয়িতুমর্হতি ॥ ৫২ ॥ যুবয়োরৈক্যভাবেন সুখং জীবেদিদং জগৎ। ত্বয়া প্রদত্তঃ শাপোঽয়ং মা প্রত্যাখ্যাতিলক্ষণঃ ॥ ৫৩ ॥ অনুগ্রহশ্চ ক্রিয়তাং তীর্থরাজস্য মানদ ॥ ৫৪ ॥ এবমুচ্চরমাণং মাং প্রশস্যাহাপি পদ্মভূঃ। সাধ্বেতন্নারদেনোক্তং ধর্ম্মৈতদ্বচনং কুরু ॥ ৫৫ ॥ সম্মানয় গুহং চাপি গুহঃ স্বামী যতো হি নঃ। এবমুক্তে ব্রহ্মণা চ ধর্ম্মো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥ নমো গুহায় সিদ্ধায় কিঙ্করা যস্য তে বয়ম্। মদীয়াং স্কন্দ বিজ্ঞপ্তিং নাথৈনামবধারয় ॥ ৫৭ ॥ স্তম্ভাদেতন্মহাতীর্থমপ্রসিদ্ধং ভবিষ্যতি। স্তম্ভতীর্থমিতি খ্যাতং সুপ্রসিদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ স্তম্ভতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। যশ্চাত্র স্নানদানানি প্রকরিষ্যতি মানবঃ ॥ ৫৯ ॥ যথোক্তঞ্চ ফলং তস্য স্ফুটং সর্ব্বং ভবিষ্যতি। শনিবারে হ্যমাবস্যা ভবেত্তস্যাঃ ফলঞ্চ যৎ ॥ ৬০ ॥ মহীসাগরযাত্রায়াং ভবেত্তচ্চাবধারয়। প্রভাসদশযাত্রাভিঃ সপ্তভিঃ পুষ্করস্য চ ॥ ৬১ ॥ অষ্টাভিশ্চ প্রয়াগস্য তৎফলং প্রভবিষ্যতি। পঞ্চভিঃ কুরুক্ষেত্রস্য নকুলীশস্য চ ত্রিভিঃ ॥ ৬২ ॥ অর্ব্বুদস্য চ যৎ ষড়্ভিস্তৎফলঞ্চ ভবিষ্যতি। বস্ত্রাপথস্য তিসৃভির্গঙ্গায়াঃ পঞ্চভিশ্চ যৎ ॥ ৬৩ ॥ কূপোদর্য্যাশ্চতুর্ভিশ্চ তৎফলং প্রভবিষ্যতি। কাশ্যাঃ ষড়্ভিস্তথা যৎ স্যাদ্গোদাবর্য্যাশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৬৪ ॥ তৎফলং স্তম্ভতীর্থে বৈ শনিদর্শে ভবিষ্যতি। এবং দত্তে বরে স্কন্দস্তথা প্রীতমনাভবৎ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মাপি স্তম্ভতীর্থায় দদাবর্ঘ্যং সমাহিতঃ। দদৌ চ সর্ব্বতীর্থানাং শ্রেষ্ঠত্বমমিতদ্যুতিঃ ॥ ৬৬ ॥ তীর্থানি চ গুহং নাথং সম্মান্য বিসসর্জ্জ সঃ। এবমেতৎ পুরা বৃত্তং গুপ্তক্ষেত্রস্য কারণম্ ॥ ৬৭ ॥ ভূয়শ্চাপি প্রসিদ্ধ্যর্থং প্রেষিতাপ্সরসোঽত্র

করিয়া পশ্চাৎ তাহা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মদেব ক্রুদ্ধচিত্তে এই কথা কহিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিহারাভিপ্রায় করিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রস্তাবানুসারে তখন কহিলাম যে, হে ধর্ম্ম! আপনি মহান্ মহাত্মা ও বিশ্বের ধাতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও নিয়ত আপনার পূজা করেন; আপনি পাপনাশক; আপনাকে নমস্কার। হে ধর্ম্ম! আপনি যদি স্বব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, তবে আমাদের সত্তা থাকিবে কিরূপে? অতএব প্রভো! আপনি বিশ্বের বিনাশ বিধান করিবেন না। আর এই যোগীশ্বর কুমারেরও সম্মান করা আপনার উচিত; কেননা, শিবনন্দন শিবের ন্যায়ই माननीय। তদ্রূপ কুমারের পক্ষেও ভবদীয় সম্মাননা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ আপনাদের উভয়ে ঐক্য থাকিলেই এই জগৎ সুখে থাকিতে পারে। আর আপনি যে এই অভিশাপ দিয়াছেন, ইহারও কিছু প্রত্যাখ্যান সম্ভব নহে; পরন্তু হে মানদ! তীর্থরাজের প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্ত্তব্য; কেননা আপনিই লোকের পদগৌরব-দানকর্ত্তা। ৪২—৫৪। আমি এইরূপ বলিতে থাকিলে পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সহাস্যে কহিলেন;—নারদ ভাল কথাই বলিয়াছেন, হে ধর্ম্ম! তুমিও এই কথামতই কার্য্য কর। কুমারকেও সম্মানিত কর। কেননা, কুমার আমাদিগের স্বামী।' ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ধর্ম্ম কহিলেন,—আমরা যাঁহার কিঙ্কর, সেই সিদ্ধ কুমারকে নমস্কার করি। হে নাথ, কুমার! আমার এই বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন। স্তম্ভ প্রকাশ করা হেতু এই তীর্থ অপ্রসিদ্ধ হইবে বটে, পরন্তু স্তম্ভতীর্থ নামে সুবিখ্যাতি লাভ করিবে। স্তম্ভতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াও এই তীর্থ—সর্ব্বতীর্থফলই প্রদান করিবে। মানব এই স্তম্ভতীর্থে স্নান-দানাদি করিলেও পূর্ব্ববৎ যথোক্ত ফলই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। শনিবারে অমাবস্যাতে মহীসাগরসঙ্গমে যে ফল হইত, স্তম্ভতীর্থেও সেই ফলই হইবে। আরও শুন,—প্রভাসের দশ যাত্রা, পুষ্করের সপ্ত যাত্রা, প্রয়াগের অষ্ট যাত্রা, কুরুক্ষেত্রের পঞ্চ যাত্রা, নকুলীশের তিন যাত্রা, অর্ব্বুদের ছয় যাত্রা, বস্ত্রাপথের তিন যাত্রা, গঙ্গার পঞ্চ যাত্রা, কাশীর ছয় যাত্রা, কূপোদরীর চারি যাত্রা ও গোদাবরীর পঞ্চ যাত্রায় যে ফল, শনিবারে অমাবস্যায় স্তম্ভতীর্থেও সেই ফলই হইবে। ধর্ম্ম এইরূপ বর দান করিলে কুমার তাহাতে প্রীত হইলেন। অতঃপর অমিতদ্যুতি ব্রহ্মাও সমাহিত-চিত্তে স্তম্ভতীর্থকেই সর্ব্বতীর্থমধ্যে প্রাধান্য দিয়া অর্ঘ্যদান করিলেন। পরে তীর্থগণকে এবং কুমারকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। পুরাকালে গুপ্ত ক্ষেত্র সম্বন্ধে

মে। বিমোক্ষিতা গ্রাহরূপাস্তয়া তাশ্চ কুরূদ্বহ ॥৬৮॥ যতো ধর্ম্মস্য সর্ব্বস্য নানারূপৈঃ প্রবর্ত্ততঃ। পরিত্রাণায় ভবতঃ কৃষ্ণস্য চ ভবো ভবে ॥ ৬৯ ॥ তদিদং বর্ণিতং তুভ্যং সর্ব্বতীর্থফলং মহৎ। শ্রুত্বৈতদাদিতঃ পূর্ব্বং পুমান্ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ সূত উবাচ। শ্রুত্বেতি বিজয়ো ধীমান্ প্রশশংস সুবিস্মিতঃ। বিসৃষ্টো নারদাদ্যৈশ্চ দ্বারকাং প্রতি জগ্মিবান্ ॥৭১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহীসাগরমাহাত্ম্যবর্ণনেঽর্জ্জুনতীর্থযাত্রাপরিসমাপ্তিবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। অত্যদ্ভুতমিদং সূত গুপ্তক্ষেত্রস্য পাবনম্। মহন্মাহাত্ম্যমতুলং কীর্ত্তিতং হর্ষবর্দ্ধনম্ ॥ ১ ॥ পুনর্বৎ সিদ্ধলিঙ্গস্য পূর্ব্বং মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে। ইত্যুক্তং যৎপ্রসাদেন সিদ্ধমাতুশ্চ সেৎস্যতি ॥ ২ ॥ বিজয়ো নাম পুণ্যাত্মা সাহায্যাচ্চণ্ডিলস্য চ। কো হ্যসৌ চণ্ডিলো নাম বিজয়োনামকস্তথা ॥৩॥ কথঞ্চ প্রাপ্তবান্ সিদ্ধিং সিদ্ধমাতুঃ প্রসাদতঃ। এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন শ্রোতুং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৪ ॥ সতাং চরিত্রশ্রবণে কৌতুকং কস্য নো ভবেৎ। উগ্রশ্রবা উবাচ। সাধু পৃষ্টমিদং বিপ্রা দূরান্তরিতমপ্যুত ॥৫॥ শ্রুতাং দ্বৈপায়নমুখাৎ কথাং বক্ষ্যামি চাত্র বঃ। পুরা দ্রুপদরাজস্য পুত্রীমাসাদ্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৬ ॥ ধৃতরাষ্ট্রমতে পশ্চাদিন্দ্রপ্রস্থং ন্যবেশয়ন। রক্ষিতা বাসুদেবেন কদাচিত্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥ ৭ ॥ উপবিষ্টাঃ সভামধ্যে কথাশ্চক্রুঃ পৃথগ্বিধাঃ। দেবর্ষিপিতৃভূতানাং রাজ্ঞাঞ্চাপি প্রকীর্ত্তনে ॥ ৮ ॥ ক্রিয়মাণেঽথ তত্রাগাদ্ভীমপুত্রো ঘটোৎকচঃ। তং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৯ ॥ উত্থায় সহসা পীঠাদালিলিঙ্গুর্মুদা যুতাঃ। স চ তান প্রণতঃ প্রহ্বো ববন্দে ভীমনন্দনঃ ॥ ১০ ॥ সাশিষঞ্চ ততো রাজ্ঞা স্বোৎসঙ্গ উপবেশিতঃ। আঘ্রায় স্নেহতো মূর্দ্ধি প্রোক্তশ্চ জনসংসদি ॥ ১১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কুত আগমাতে পুত্র ক চায় বিহৃতস্ত্বয়া। কালঃ ক্বচিৎ সুখং

এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ৫৫—৬৭। হে কুরুনন্দন! ইহার পর আবার ভাবিকালে তীর্থের প্রসিদ্ধি বিধানার্থ অপ্সরারা প্রেরিত হইয়াছিল, পরন্তু তুমিই তাহাদিগকে কুম্ভীররূপ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছ। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই নানারূপে প্রবৃত্ত হন; আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জনগণের পরিত্রাণার্থ সংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এই আমি তোমাকে সর্ব্বতীর্থ-ফলদায়ক মহাতীর্থের বৃত্তান্ত কহিলাম; মানব ইহা আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেও পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! ধীমান্ অর্জ্জুন, নারদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সুবিস্ময়ে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নারদাদি মুনিগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ৬৮—৭১।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! তুমি গুপ্তক্ষেত্রের অত্যদ্ভুত পুণ্যদায়ক আনন্দপ্রদ অতুলনীয় মহা মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে। কিন্তু পূর্ব্বে সিদ্ধলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকালে বলিয়াছিলে যে, ধর্ম্মাত্মা বিজয় সিদ্ধমাতার কৃপায় চণ্ডিলের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই বিজয় কে? আর চণ্ডিলই বা কে? সিদ্ধমাতার কৃপায় সিদ্ধিলাভই বা কিরূপে হইল? আমাদের নিকট সেই বৃত্তান্ত বর্ণন কর, ইহা শুনিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইয়াছে। সাধুদিগের চরিত্র শুনিতে কাহারই বা কৌতূহল না হয়? সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। যদিও এই প্রস্তাব বহু পূর্ব্বে কথান্তরে অন্তরিত হইয়াছে, তথাপি আমি দ্বৈপায়নের মুখে যেমন শুনিয়াছি তদ্রূপই আপনাদিগকে বলিতেছি। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্রুপরাজের কন্যাকে লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারেই ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করিতে থাকেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে পালন করিতেন। ১-৭। একদা পাণ্ডবগণ সভায় উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূত-রাজা প্রভৃতির চরিতকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সেই সময় সেখানে ভীমনন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পঞ্চ পাণ্ডব ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব সহসা আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমনন্দন ঘটোৎকচও তাঁহাদিগকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে উৎসঙ্গে বসাইয়া স্নেহবশে মস্তকাঘ্রাণকরত কহিলেন,—পুত্র! তুমি কোথা হইতে

রাজ্যং কুরুষে মাতুলং তব ॥ ১২ ॥ কশ্চিদ্দেবেষু বিপ্রেষু গোষু সাধুষু সর্ব্বদা। হৈড়ম্বে নাপকুরুষে প্রিয়মেতদ্ধরেশ্চ নঃ ॥ ১৩ ॥ হিড়ম্বস্য বনং সর্ব্বং তস্য যে সৈন্যরাক্ষসাঃ। পাল্যমানাস্ত্বয়া সাধো বর্দ্ধন্তে জনক্ষেমকাঃ ॥ ১৪ ॥ কচ্চিন্নন্দতি তে মাতা ভৃশং নঃ প্রিয়কারিণী। কন্যৈব যা পুরা ভীমং ত্যক্ত্বা মানং পতিং শ্রিতা ॥ ১৫ ॥ ইতি পৃষ্টো ধর্ম্মরাজ্ঞা স্ময়ন্ হৈড়ম্বিরব্রবীৎ। হতে তস্মিন্ দুরাচারে মাতুলেহস্মি নিয়োজিতঃ ॥ ১৬ ॥ তদ্রাজ্যং শাসনে স্থাপ্য দুষ্টান্নিঘ্নংশ্চরাম্যহম্। মাতা কুশলিনী দেবী তপো দিব্যমুপাশ্রিতা ॥ ১৭ ॥ মামুবাচ সদা পুত্র পিতৄণাং ভক্তিকৃদ্ভব। সোহহং মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা মেরুপাদাৎ সমাগতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রণামায়ৈব ভবতাং ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা। আত্মানঞ্চ মহত্যর্থে কস্মিংশ্চিত্তু নিযোজিতম্। ভবদ্ভিরহমিচ্ছামি ফলং যস্মাদিদং মহৎ ॥ ১৯ ॥ যদাজ্ঞাপালনং পুত্রঃ পিতৄণাং সর্ব্বদা চরেৎ। অথোর্দ্ধলোকান্ স জয়েদিহ জায়েত কীর্ত্তিমান্ ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তবন্তং তং রাজা পরিরভ্য পুনঃপুনঃ। উবাচ ধর্ম্মরাট্ পুত্রমানন্দাশ্রুঃ সগদ্গদম্ ॥ ২১ ॥ ত্বমেব নো ভক্তিকারী সহায়শ্চাপি বর্ত্তসে ॥ ২২ ॥ এতদর্থঞ্চ হৈড়ম্বে পুত্রানিচ্ছন্তি সাধবঃ। ইহামুত্র তারয়ন্তে ত্বাদৃশাশ্চাপি পুত্রকাঃ ॥ ২৩ ॥ অবশ্যং যাদৃশী মাতা তাদৃশস্তনয়ো ভবেৎ। মাতা তে চ ভক্তিমতী দৃঢ়ং নস্তঞ্চ তাদৃশঃ ॥ ২৪ ॥ অহো সুদুষ্করং দেবী কুরুতে মে প্রিয়া বধূঃ। যা ভর্ত্তৃশ্রিয়মুল্লঙ্ঘ্য তপ এব সমাশ্রিতা ॥ ২৫ ॥ নূনং কামেন ভোগৈর্বা কৃত্যং বধ্বা ন মে মনাক্। যা পুত্রসুখমন্বীক্ষ্য পরলোকার্থমাশ্রিতা ॥ দুষ্কুলীনাপি যা ভক্ত্যা সূতেহপত্যঞ্চ ভক্তিমৎ। কুলীনমেব তন্মন্যে মমেদং মতমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ এবং বহূনি বাক্যানি তানি তানি বদন্ নৃপঃ। ধর্ম্মরাজঃ সমাভাষ্য কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ জানাসি যথা ভীমাদভূদয়ম্। জাতমাত্রস্তু

আসিলে? এতকাল কোথায় বিহার করিয়াছ? তুমি তোমার মাতুলের রাজ্য সুখে পালন করিতেছ তো? হে হিড়িম্বানন্দন! তুমি তো ব্রাহ্মণ গো এবং সাধুর অপকার কর না? উহারা আমাদের এবং হরিরও প্রিয়। হে সাধো! হিড়িম্বের সমস্ত বন ও রাক্ষস সৈন্য সমুদায় তোমা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া সুখশান্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তো? আমাদিগের অতীব প্রিয়কারিণী তোমার মাতা সানন্দে আছেন তো? তিনি কন্যাকালেই অভিমান পরিহার করিয়া ভীমকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে হিড়িম্বাতনয় সহাস্য আস্যে কহিলেন,—সেই দুরাচার মাতুল নিহত হইলে পর আমি তাহার রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছি এবং রাজ্য বশীভূত করিয়া দুষ্টদিগকে দমন করত বিচরণ করিতেছি। জননী দেবী দিব্য তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি কুশলেই আছেন। তিনি সদাই আমাকে বলেন যে, পুত্র! তুমি পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান্ হইও। আমি সেই মাতার কথানুসারেই মেরুগিরির পাদদেশ হইতে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আপনাদিগকে প্রণাম করিতেই আসিয়াছি। আর আমাকে আপনারা কোনও মহৎ কার্য্যে নিয়োগ করেন, ইহাই আমার অভিলাষ; কারণ আপনাদিগের আদেশ পালন আমার পক্ষে মহাফলদায়ক। পুত্র যদি পিতৃগণের আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করে, তবে সে ইহলোকে কীর্ত্তিমান এবং ঊর্দ্ধলোক সকল জয় করিতে সমর্থ হয়। ৮—২০। পুত্র ঘটোৎকচ এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাঁহাকে বারম্বার আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে কহিলেন,—তুমিই আমাদিগের প্রতি ভক্তিমান্ সহায় আছ; হে হিড়িম্বানন্দন! এই জন্যই সাধুগণ পুত্র কামনা করেন। তোমার ন্যায় পুত্র হইলেই সে ইহপর উভয় কালে পরিত্রাণ করিতে পারে। অবশ্য, মাতা যেমন, পুত্রও তেমনি তো হইবে? তোমার মাতা আমাদিগের প্রতি অতীব ভক্তিমতী; তাই তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ। অহো! আমার প্রিয় বধূমাতা দেবী সুদুষ্কর কার্য্য করিতেছেন। কেননা, তিনি পতির এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। নিশ্চয়ই বধূমাতার কামভোগে আর স্পৃহা নাই; নচেৎ তিনি পুত্রের এতাদৃশ সুখ দেখিয়াও পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ঈদৃশ যত্ন করিবেন কেন? হীন কুলে জন্মিয়াও যিনি গুরুজনে ভক্তিমতী এবং ঈদৃশ ভক্তিমান্ সন্তান প্রসব করেন, আমি তাঁহাকে সৎকুলীনা বলিয়াই মনে করি। ইহাই আমার উত্তম মত। ধর্ম্মরাজ এইরূপ নানা কথা কহিয়া পরে কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি জান কি?—ভীম হইতে

যশ্চাসীদ্‌যৌবনস্থো মহাবলঃ ॥ ২৯ ॥ অষ্টানাং দেবযোনীনাং যতো জন্ম চ যৌবনম্। সদ্য এব ভবেত্তস্মাৎ সদ্যোঽস্যাসীচ্চ যৌবনম্ ॥ ৩০ ॥ তদস্যোচিতদারার্থে সদা চিন্তাস্তি কৃষ্ণ মে। উচিতং বত হৈড়ম্বেঃ ক্ব কলত্রং করোম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ ত্বম্বান কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ত্রিলোকীমপি বেৎসি চ। হৈড়ম্বেরুচিতাং দারান্ বক্তুমর্হসি যাদব ॥ ৩২ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্তো ধর্ম্মরাজ্ঞা ক্ষণং ধ্যাত্বা জনার্দ্দনঃ। ধর্ম্মরাজমিদং বাক্যং পদান্তরিতমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ অস্তি রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দারানস্যোচিতাং শুভাম্। সাম্প্রতং সংস্থিতা রম্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে বরে ॥ ৩৪ ॥ সা চ পুত্রী মুরোঃ পার্থ দৈত্যস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ। যোঽসৌ নরকদৈত্যস্য প্রাণতুল্যঃ সখাভবৎ ॥ ৩৫ ॥ স চ মে নিহতো ঘোরঃ পাশদুর্গসমন্বিতঃ। নরকশ্চ দুরাচারস্তমেতদ্বেৎসি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো হতে মুরৌ দৈত্যে মযা তস্য সুতাব্রজৎ। যোদ্ধুং মামতিবীর্য্যত্বাদ্‌ঘোরা কামকটঙ্কটা ॥ ৩৭ ॥ তাং ততোঽহং মহাযুদ্ধে খড়্গাখেটকধারিণীম্। অযোধয়ং মহাবাণৈঃ সুশার্ঙ্গধনুষশ্চ্যুতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ খড়্গেন চিচ্ছেদ বাণান্মম সা চ মুরোঃ সুতা। সমাগম্য চ খড়্গেন গরুড়ং মূর্দ্ধ্যতাড়য়ৎ ॥ ৩৯ ॥ স চ মোহসমাবিষ্টো গরুড়োঽভূদচেতনঃ। ততস্তস্যা বধার্থায় ময়া চক্রং সমুদ্যতম্ ॥ ৪০ ॥ চক্রং সমুদ্যতং দৃষ্ট্বা মযা তস্মিন্ রণাজিরে। কামাখ্যাং নাম মাং দেবী পুরঃ স্থিত্বা বচোঽব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥ নৈনাং হন্তুং ভবানর্হো রক্ষৈতাং পুরুষোত্তম। অজেযত্বং মযা হ্যস্যৈ দত্তং খড়্গঞ্চ খেটকম্ ॥ ৪২ ॥ বুদ্ধিরপ্রতিমা চাপি শক্তিশ্চ পরমা রণে। ততস্ত্বয়া ত্রিরাত্রেঽপি ন জিতাসীন্মুরোঃ সুতা ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্তে তদা দেব্যাং বচনং চাহমব্রবম্। অয়মেষ নিবৃত্তোঽস্মি বারয়ৈনাঞ্চ ত্বং শুভে ॥ ৪৪ ॥ ততশ্চালিঙ্গ্য তাং ভক্তাং কামাখ্যা বাক্যমব্রবীৎ। ভদ্রে রণান্নিবর্ত্তস্ব নায়ং হন্তুং কথঞ্চন ॥ ৪৫ ॥ শক্যঃ কেনাপি সমরে মাধবো রণদুর্জ্জয়ঃ। নাভূদস্তি ভবিষ্যো বা য এনং সংযুগে জয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ অপি বা ত্র্যম্বকঃ পুত্রি নৈনং শক্তঃ কুতোঽন্যকঃ।

ইনি যেরূপে উৎপন্ন হন। এই মহাবল জন্ম মাত্রেই যৌবনশালী হন। তাহার কারণ এই যে, অষ্টবিধ দেবযোনির জন্ম মাত্রেই যৌবনাবস্থা হইয়া থাকে। সেই জন্যই ইনি জন্মিবামাত্র যৌবনবান্ হইয়াছেন। অতএব হে কৃষ্ণ! ইহাঁর যোগ্য পত্নীর নিমিত্ত সদাই আমার মনে চিন্তা রহিয়াছে। আমি এই হিড়িম্বা-নন্দনের যোগ্য কলত্র কোথায় স্থির করিব, হে কৃষ্ণ! তুমি তো সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিলোকের অখিল সংবাদই বিজ্ঞাত; অতএব হে যাদব! এই হিড়িম্বানন্দের যোগ্য দারসংগ্রহের বিষয় তোমার বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ২২—৩২। সূত কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিলে জনার্দ্দন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন,—হে রাজন্! শুনুন; আমি ইহাঁর দারযোগ্য সুপাত্রীর কথা বলিতেছি। সম্প্রতি তিনি রম্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে অবস্থান করিতেছেন। হে পৃথানন্দন! তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা মুরু দানবের কন্যা, মুরু দৈত্য নরক দৈত্যের প্রাণসম সখা ছিলেন। সেই পাশদুর্গাশ্রয়ী ঘোর মুরু দৈত্যকে এবং দুরাচার নরককে আমি নিহত করিয়াছি; তাহা তো আপনি সমস্তই অবগত আছেন। আমি মুরু দৈত্যকে বিনাশ করিলে পর তদীয় কন্যা কামকটঙ্কটা অতিশয় বীর্য্যশালিনী বলিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খড়্গ-খেটকাস্ত্র দ্বারা মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি তখন শার্ঙ্গধনুর্মুক্ত মহাবাণ বর্ষণ দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। তিনি খড়্গ দ্বারা আমার নিক্ষিপ্ত বাণজাল ছেদনপূর্ব্বক সহসা আসিয়া গরুড়ের মস্তকে খড়্গাঘাত করিলেন। তাহাতে তখন গরুড় মোহাবিষ্ট—অচেতন হইয়া পড়িল। আমি তখন তাঁহার বধার্থ চক্র উদ্যত করিলাম। তখন সেই রণস্থলে আমার সমক্ষে কামাখ্যা দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! ইহাকে আপনার সংহার করা উচিত নহে; কেননা, আমি ইহাঁকে যুদ্ধে অজেয়ত্ব এবং খড়্গ ও খেটক প্রদান করিয়াছি। আর একটী শক্তি এবং অতুলনীয়া বুদ্ধিও ইহাকে দিয়াছি। সেই জন্য তুমি ত্রিরাত্র যত্ন করিলেও এই মুরুনন্দিনীকে পরাজয় করিতে পারিবে না। কামাখ্যা দেবী এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম,—শুভে! এই আমি নিবৃত্ত হইলাম, পরন্তু আপনিও উহাঁকে নিবারণ করুন।৩২—৪৪। অতঃপর কামাখ্যা দেবী সেই ভক্তমতী কাম-কটঙ্কটাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। এই মাধব দুর্জ্জয়, যুদ্ধে কেহই ইহাঁকে কোন রূপে সংহার করিতে সক্ষম নহে। যুদ্ধে ইহাঁকে জয় করিতে পারে এমন কেহ হয় নাই, বিদ্যমান নাই, কিম্বা জন্মিবেও না। হে পুত্রি!

তস্মাদেনং নমস্কৃত্য ভাবিনং শ্বশুরং শুভে ॥ ৪৭ ॥ রণাদস্মান্নিবর্ত্তস্ব তবোচিতমিদং স্ফুটম্। অস্য ভ্রাতুর্হি ভীমস্য স্নুষা ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৪৮ ॥ তস্মাত্ত্বং শ্বশুরং ভদ্রে সম্মানয় জনার্দ্দনম্। ন চ শোকস্ত্বয়া কার্য্যঃ পিতরং প্রতি পণ্ডিতে ॥ ৪৯ ॥ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। বহুবশ্চাস্য বেত্তারো বদ কেনাপি বার্য্যতে ॥ ৫০ ॥ ঋষীংশ্চ দেবাংশ্চ মহাসুরাংশ্চ ত্রৈবিদ্যাবিদ্যান্ পুরুষান্ নৃপাংশ্চ। কান্ মৃত্যুরেকো ন পতেত কালে পরাবরজ্ঞোঽহত্র ন মুহ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫১ ॥ শ্লাঘ্য এব হি তে মৃত্যুঃ পিতুরস্মাজ্জনার্দ্দনাৎ। সর্ব্বপাতকনির্ম্মুক্তো গতোঽসৌ ধাম বৈষ্ণবম্ ॥ ৫২ ॥ এবং কামাখ্যয়া প্রোক্তা সা চ কামকটঙ্কটা। ত্যক্ত্বা ক্রোধঞ্চ সংবৃতা গাত্রাণি প্রণতা চ মাম্ ॥ ৫৩ ॥ তামহং সাশিষঞ্চাপি প্রাবোচং ভরতর্ষভ। অস্মিন্নেব পুরে তিষ্ঠ ভগদত্তপ্রপূজিতা ॥ ৫৪ ॥ ময়া দেব্যা পৃথিব্যা চ ভগদত্তঃ কৃতো নৃপঃ। স তে পূজাং বহুবিধাং করিষ্যতি স্বসুর্যথা ॥৫৫ ॥ বসন্তী চাত্র তং বীরং হৈড়িম্বং পতিমাপ্স্যসি। এবমাশ্বাস্য তাং দেবীং মৌর্ব্বীং চাহং ব্যসর্জ্জয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ সা স্থিতা চ পুরে তত্র গতোঽহং শক্রসদ্ম চ। ততো দ্বারবতীং প্রাপ্য ত্বয়া সহ সমাগতঃ ॥ ৫৭ ॥ এবমেষোচিতা দারা হৈড়ম্বেবিদ্যতে শুভা। কামাখ্যে চ রণে ঘোরা যা বিদ্যুদিব ভাসতে ॥ ৫৮ ॥ ন চ রূপং বর্ণিতং মে শ্বশুরস্যোচিতং যতঃ। সাধোর্হি নৈতদুচিতং সর্ব্বস্ত্রীণাং প্রবর্ণনম্ ॥ ৫৯ ॥ পুনরেকশ্চ সময়ঃ কৃতস্তং শৃণু যস্তয়া। যো মাং নিরুত্তরাং প্রশ্নে কুর্য্যেব বিজয়েৎ পুমান্ ॥ ৬০ ॥ যো মে প্রতিবলশ্চাপি স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। এবঞ্চ সময়ং শ্রুত্বা বহবো দৈত্যরাক্ষসাঃ ॥ ৬১ ॥ তস্যা জয়ার্থমগমংস্তেঽপি জিত্বা হতাস্তয়া। যো য এনাং গতঃ পূর্ব্বং ন স ভূয়ো ন্যবর্ত্তত ॥ ৬২ ॥ বহ্নেরিব প্রভাং দীপ্তাং পতঙ্গানাং সমুচ্চয়ঃ। এবমেতাদৃশীং মৌর্ব্বীং জেতুমুৎসহতে যদি ॥ ৬৩ ॥ ঘটোৎকচো মহাবীর্য্যো

শঙ্করও ইঁহাকে জয় করিতে সক্ষম নহেন, অপরের কথা কি? বিশেষতঃ ইনি তোমার ভাবী শ্বশুর; সুতরাং ইঁহাকে নমস্কার করিয়া এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার পক্ষে ইহাই উচিত। নিশ্চয়ই তুমি ইঁহার ভ্রাতা ভীমের পুত্রবধূ হইবে। অতএব ভদ্রে! তুমি তোমার শ্বশুর জনার্দ্দনকে সম্মানিত কর। অয়ি পণ্ডিতে! তোমার পিতার জন্যও তুমি শোক করিও না। জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত; আর মৃতের পুনরায় জন্ম হইবেই। বড় লোকেই এ তত্ত্ব জানে; পরন্তু বল দেখি, কে ইহার ব্যত্যয় করিতে পারে? ঋষি দেবতা মহাসুর রাজা কিম্বা বিদ্যাত্রয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ,—একই মৃত্যু ইঁহাদিগের কাহাকে বিহিতকালে আক্রমণ না করে? ইহপরকালতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই জন্য এ বিষয়ে কদাচ মুগ্ধ হন না। তোমার পিতা যে, এই জনার্দ্দনের হাতে মরিয়াছেন, ইহা তো শ্লাঘার বিষয়। কারণ, তিনি সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন।৪৫—৫২। কামাখ্যা দেবী এইরূপ কহিলে কামকটঙ্কটা ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক বসন দ্বারা যথাযোগ্য গাত্রাবরণ করিয়া আমাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। হে ভবতশ্রেষ্ঠ! আমিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলাম যে, তুমি এই নরকাসুরের পুরেই অবস্থান কর; নরকতনয় ভগদত্ত তোমাকে সসম্মানে সযত্নে প্রতিপালন করিবে। আমি এবং পৃথিবী দেবী উভয়ে নরকরাজ্যে তৎপুত্র ভবদত্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তিনি তোমাকে নিজ ভগিনীর ন্যায় প্রতি পালন করিবেন। তুমি এখানে বাস করিলেই হিড়িম্বনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সেই মুরুনন্দিনীকে বিদায় দিয়া আমি সুরেন্দ্রসদনে প্রস্থান করি। তারপর দ্বারকায় যাই; সেখান হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি। এই সুলক্ষণা কন্যাই হিড়িম্বানন্দনের যোগ্য পাত্রী। কামাখ্যা প্রদেশে ইনি রণস্থলে বিদ্যুতের ন্যায় বিহার করেন। আমি শ্বশুর, ইঁহার রূপ বর্ণনা করা আমার উচিত নয়। কোন সাধুর পক্ষেই স্ত্রীগণের রূপবর্ণনা করা উচিত নহে। তিনি যে আবার একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা শুনন।—"যে পুরুষ আমাকে প্রশ্ন দ্বারা নিরুত্তর করিয়া বিজয়ী হইবে এবং যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর হইবে, সেই ব্যক্তিই আমার পতি হইতে পারিবে।" এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অনেকানেক দৈত্য রাক্ষস তাহাকে পরাজয় করিতে গিয়াছে; পরন্তু তৎকর্ত্তৃক নিজেরাই পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে যে ব্যক্তি ইঁহাকে জয় করিতে গিয়াছে, তাহারা কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। সকলেরই প্রদীপ্ত অনলশিখায় পতঙ্গদলের দশা ঘটিয়াছে। মহাবীর্য্য ঘটোৎকচ

ভার্য্যাস্য নিয়তং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অলং সর্ব্বগুণৈস্তস্য যস্যাস্ত্যেকো গুণো মহান্। ক্রিয়তে কিং হি ক্ষীরেণ যদি তদ্বিষমিশ্রিতম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রাণাধিকং ভৈমসেনিং কথং কেবলসাহসাৎ। ক্ষিপেয়ং তব বাক্যানাং শুদ্ধানাং চাথ কোবিদম্ ॥ ৬৬ ॥ অন্যা অপি স্ত্রিয়ঃ সন্তি দেশে দেশে জনার্দ্দন। বহ্ব্যস্তাসাং বরাং কাঞ্চিদ্‌যোষিতং বক্তুমর্হসি ॥ ৬৭ ॥ ভীম উবাচ। সম্যগুক্তং কেশবেন বাক্যং বহ্বর্থমুত্তমম্। রাজ্ঞা পুনঃ স্নেহবশাদ্‌যদুক্তং তন্ন ভাতি মে ॥ ৬৮ ॥ কার্য্যে দুঃসাধ্য এব স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য পরাক্রমঃ। করীন্দ্রস্যেব যূথেষু গজানাং ন মৃগেষু চ ॥ ৬৯ ॥ আত্মা প্রখ্যাতিমানেয়ঃ সর্ব্বথা বীরপুঙ্গবৈঃ। সা চ খ্যাতিঃ কথং জায়েদ্দুঃসাধ্যাকরণাদৃতে ॥ ৭০ ॥ নহ্যাত্মবশগং পার্থ হৈড়ম্বেরস্য রক্ষণম্। যেন দত্তস্ত্বয়ং ধাত্রা স এনং পালয়িষ্যতি ॥ ৭১ ॥ সর্ব্বথোচ্চপদারোহে যত্নঃ কার্য্যো বিজানতা। তত্র সিধ্যতি চেদ্দৈবান্নাসৌ দোষো বিজানতঃ ॥ ৭২ ॥ যথা দেবব্রতস্ত্বেকো জহ্রে কাশিসুতাঃ পুরা। তথৈক এব হৈড়ম্বির্মৌর্ব্বীং প্রাপ্নোতু মা চিরম্ ॥ ৭৩ ॥ অর্জ্জুন উবাচ। কেবলং পৌরুষপরং ভীমেনোক্তমিদং বচঃ। অবলং দৈবহেতুত্বাৎ প্রবলং প্রতিভাতি মে ॥ ৭৪ ॥ ন মৃষা হি বচো হ্যেতে কামাখ্যা যা পুরাব্রবীৎ। ভীমসেনসুতঃ পাণিং তব ভদ্রে গ্রহীষ্যতি ॥ ৭৫ ॥ অনেন হেতুনা যাতু শীঘ্রং তত্র ঘটোৎকচঃ। ইতি মে রোচতে কৃষ্ণ তব কিং হি রোচতে ॥ ৭৬ ॥ কৃষ্ণ উবাচ। রোচতে মে বচস্তত্তং ভীমস্য চ মহাত্মনঃ। ন হি তুল্যো ভৈমসেনের্বুদ্ধৌ বীর্য্যে চ কশ্চন ॥ ৭৭ ॥ অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি প্রাপ্তামেব মুরোঃ সুতাম্। তচ্ছীঘ্রং যাতু হৈড়ম্বিস্তস্য কিং পুত্র মন্যসে ॥ ৭৮ ॥ ঘটোৎকচ উবাচ। ন হি ন্যায্যাঃ স্বকা বক্তুং পূজ্যানামগ্রতো গুণাঃ। প্রবৃত্তা এব ভাসন্তে সদ্‌গুণাশ্চ রবেঃ করাঃ ॥ ৭৯ ॥ সর্ব্বথা তৎকরিষ্যামি পিতরো যেন মেহমলাঃ।

যদি এতাদৃশী মুরুনন্দিনীকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ইহার ভার্য্যা হইবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাঁহার সর্ব্বগুণ থাকিলেও তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাঁহার যে একটী মহাগুণ রহিয়াছে। যদি বিষমিশ্রিত হয়, তবে সে দুগ্ধ দিয়া কি হবে? ঘটোৎকচও তো তোমার সাধু প্রস্তাব সমস্তই শুনিয়া বুঝিয়াছে; আমি সেই প্রাণাধিক ভীমনন্দনকে কেবল সাহসে ভর করিয়া এমন বিপৎসাগরে ফেলিব কেমন করিয়া? হে জনার্দ্দন! দেশে দেশে আরও তো কত কত কন্যা আছে, তাহার মধ্যে কোনও একটী সৎপাত্রীর উল্লেখ কর। ৫৩—৬৭। ভীম কহিলেন,—কেশব ভালই বলিয়াছেন, তাহার কথা অতি উত্তম এবং বিশেষ অভিপ্রায়গুম্ফিত। পরন্তু রাজা স্নেহবশে যাহা বলিলেন, তাহা আমার ভাল বোধ হয় না। ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম দুঃসাধ্য কার্য্যেই প্রকটিত হয়, গজযূথ মধ্যেই করীন্দ্রের বিক্রম পরীক্ষা হইতে পারে, নচেৎ মৃগদলমধ্যে তাহার পরীক্ষা হয় না। বীরত্বাভিমানীদিগের পক্ষে আত্মা যাহাতে প্রখ্যাত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দুঃসাধ্য কার্য্য না করিলে সেই খ্যাতি কিরূপে হইবে? হে পার্থ মহারাজ! এই ঘটোৎকচের রক্ষণ আত্মবশ নহে, পরন্তু ইহাকে যে বিধাতা প্রদান করিয়াছেন, তিনিই রক্ষণও করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই উচ্চ পদবীতে আরোহণার্থ যত্ন করা আবশ্যক। যদি দৈববশে তাহা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাতেও শোক করা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেবব্রত ভীষ্ম যেমন একাকীই কাশিরাজের কন্যাত্রয় অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; এই ঘটোৎকচও তেমনি একাকী যাইয়া সেই মুরুনন্দিনীকে লাভ করুন। এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। অর্জ্জুন কহিলেন,—ভীম যাহা কহিলেন, ইহা কেবল পৌরুষোচিত; পরন্তু দৈবভাব নিমিত্ত সেই অবলাকে প্রবলা বলিয়াই আমার বোধ হয়। তবে কামাখ্যা দেবী যে পূর্ব্বে তাঁহাকে বর দিয়াছেন যে,—ভীমসেনসুত তোমার পাণিগ্রহণ করিবে; সে কথা মিথ্যা হইতে না। সেই জন্য ঘটোৎকচ শীঘ্রই সেখানে গমন করুন, হে কৃষ্ণ! আমার তো ইহাই ভাল বোধ হয়। তোমার কি অভিপ্রায় বল। ৬৮—৭৬। কৃষ্ণ কহিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি যাহা বলিলে এবং মহাত্মা ভীম যাহা বলিলেন, আমারও তাহাই মত। বুদ্ধিতে বা বীর্য্যে ঘটোৎকচের তুল্য অপর কেহ নাই। আর আমার অন্তরাত্মাও মুরুনন্দিনীকে প্রাপ্ত বলিয়াই বোধ করিতেছে। অতএব ঘটোৎকচ শীঘ্রই সেখানে যাউন। পুত্র! তোমারই বা অভিপ্রায় কি? ঘটোৎকচ কহিলেন,—পূজ্যজনসমক্ষে স্বীয় গুণ বর্ণন করা উচিত নহে। সদ্‌গুণ ও রবিকিরণ—ইহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই নিজ মহিমা

লজ্জিষ্যন্তি ন সংসৎসু ময়া পুত্রেণ পাণ্ডবাঃ॥ ৮০॥ এবমুক্তা মহাবাহুরুত্থায় প্রণনাম তান্। জয়াশীর্ভিশ্চ পিতৃভির্বর্দ্ধিতো গন্তুমৈচ্ছত ॥ ৮১ ॥ তং গন্তুকামমাহেদমভিনন্দ্য জনার্দনঃ। কথাকথনকালে মাং স্মরেথাস্ত্বং জয়াবহম্॥ ৮২॥ যথা বুদ্ধিং সুদুর্ভেদ্যাং বর্দ্ধয়ামি বলঞ্চ তে। ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য তং কৃষ্ণো ব্যসর্জ্জত সাশিষম্॥ ৮৩॥ ততো হিড়িম্বাতনয়ো মহৌজাঃ সূর্য্যাক্ষকালাক্ষমহোদরানুগঃ। বিয়ৎপথং প্রাপ্য জগাম তৎপুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম দিনব্যপায়ে॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বর্ব্বরীকোপাখ্যানে ঘটোৎকচস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং প্রতি গমনবর্ণনং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সোঽথ প্রাগ্‌জ্যোতিষাদ্বাহ্যে মহোপবনসংস্থিতম্ সহস্রভূমিকং গেহমপশ্যত হিরণ্ময়ম্॥ ১॥ বেণুবীণামৃদঙ্গানাং নিঃস্বনৈঃ পরিপূরিতম্। দশসাহস্রসংখ্যাভিশ্চেটীভিঃ পরিপূরিতম্॥ ২॥ আয়ান্তিঃ প্রতিযান্তিশ্চ ভগদত্তস্য কিঙ্করৈঃ। কিমিচ্ছন্তীতি ভগিনী পৃচ্ছকৈরভিপূরিতম্॥ ৩॥ তদাসাদ্য স হৈড়ম্বির্মেরোঃ শিখরবদ্‌গৃহম্। দ্বারি স্থিতাং সন্দদর্শ কর্ণপ্রাবরণাং সখীম্। ৪॥ তামাহ ললিতং বীরো ভদ্রে সা ক্ব মুরোঃ সুতা। কামুকো দ্রষ্টুমিচ্ছামি দূরদেশাগতোঽতিথিঃ॥ ৪॥ কর্ণপ্রাবরণোবাচ। কিং তবাস্তি মহাবাহো তয়া মৌর্ব্ব্যা প্রয়োজনম্। কোটিশো নিহতাঃ পূর্ব্বং তয়া কামুক কামুকাঃ॥ ৬॥ তব রূপমহং দৃষ্ট্বা ঘটহাসং সদোৎকচম্। প্রণম্য পাদয়োর্বীরং স্থিতা তে বচনঙ্করী॥ ৭॥ তন্ময়া সহ মোদস্ব ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংশ্চ কামুক। দাস্যাম্যনুচরাণান্তে ত্রয়াণাঞ্চ প্রিয়াত্রয়ম্॥ ঘটোৎকচ উবাচ। কল্যাণি কিংবদন্তী তে প্রমুক্তা স্বোচিতা শুভে। পুনর্নৈতদ্বচস্তভ্যং বিশতে মম চেতসি॥ ৯॥ বামঃ কামো যতো ভদ্রে যস্মিন্নুপ-

বিস্তার করে। আমি সর্ব্বথা তাহাই করিব,— যাহাতে আমার অমল পিতৃগণ পাণ্ডবেরা আমার মত পুত্র দ্বারা সভায় লজ্জা প্রাপ্ত না হন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া উত্থানপূর্ব্বক পিতৃগণকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। ঘটোৎকচ তখন যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। বাসুদেব তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন যে, সেই কন্যার সহিত কথা কহিবার সময় তুমি আমাকে স্মরণ করিও, তাহাতে আমি তোমায় জয় প্রদান করিব। আমি তোমার বুদ্ধিকে দুর্ভেদ্য করিব এবং তোমার বলও বর্দ্ধিত করিয়া দিব। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর মহাবিক্রম হিড়িম্বানন্দন সূর্য্যাক্ষ, কালাক্ষ ও মহোদর নামক অনুচরত্রয়ের সহিত অপরাহ্ন কালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাভিমুখে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। ৭৭—৮৪।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই ঘটোৎকচ যাইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের বহির্ভাগে সুমহৎ উপবনে পরিবেষ্টিত স্বর্ণময় সহস্রভূমিক অট্টালিকা অবলোকন করিলেন। সেই পুরী বেণু বীণা মৃদঙ্গাদিরবে মুখরিত এবং দশসহস্র পরিচারিকায় পরিবেষ্টিত। ভগদত্তের অনুচরগণ কেহ সেখানে আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, এবং কেহ বা "ভগিনী কি চাহেন?" বলিয়া শব্দ করিতেছে। ঘটোৎকচ সেই মেরুশিখরসদৃশ ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া কর্ণপ্রাবরণা সখীকে বিলোকন করিলেন। বীর ঘটোৎকচ মধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! সেই মুরু-নন্দিনী কোথায়? আমি কামুক হইয়া দূর দেশ হইতে তাঁহার দর্শনার্থী অতিথি হইয়া আসিয়াছি। কর্ণপ্রাবরণা কহিল,—হে মহাবাহো! সেই মুরু-নন্দিনীকে তোমার কি প্রয়োজন? হে কামুক! তোমার ন্যায় কোটি কোটি কামুক ব্যক্তি তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। তোমার রূপ দেখিতেছি, ঘটের ন্যায় বিকট হাস্যশালী এবং সদাই উর্দ্ধকেশ। হে বীর! তোমার পাদযুগলে প্রণাম করিয়া তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া রহিলাম। অতএব হে কামুক! তুমি আমার সহিত এখানে থাকিয়া বিহার এবং বিশেষ ভোগ্য উপভোগ কর। আমি তোমাকে তিনজন সপত্নীক অনুচর প্রদান করিব। ঘটোৎকচ কহিলেন,—অয়ি কল্যাণি! আমরা তোমাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ কিম্বদন্তী শুনিয়াছি; তুমি তাহাই স্পষ্ট প্রকটিত করিলে। পরন্তু

নিবদ্ধ্যতে। স চাত্র নৈব বধ্নাতি তদ্বয়ং কিং প্রকুর্ম্মহে॥ ১০॥ অদ্য তে স্বামিনী দৃষ্টা জিতা বা ক্রীড়তে ময়া। তয়া বা বিজিতো যাস্থে পূর্ব্বেষাং কামিনাং গতিম্॥ ১১॥ কর্ণপ্রাবরণে তস্মাচ্ছীঘ্রমেব নিবেদ্যতাম্। যথা দর্শনমাত্রেণ পূজয়ত্যতিথিং খলু॥ ১২॥ ইতি ভৈমের্ব্বচঃ শ্রুত্বা প্রস্খলন্তী নিশাচরী। প্রাসাদশিখরস্থাং তাং মৌর্ব্বীমেবং বচোঽবদৎ॥ ১৩॥ দেবি কোঽপি যুবা শ্রীমাং-স্ত্রৈলোক্যেঽমিতপ্রভঃ। কামাতিথিস্তব দ্বারি বর্ত্ততে দিশ তৎপরম্॥ ১৪॥ কামকটঙ্কটোবাচ। মুচ্যতাং শীঘ্রমেবাসৌ কিমর্থং বা বিলম্বসে। কদাচিদ্দৈবসঙ্গত্যা সময়ো মেঽভিপূর্য্যতে॥ ১৫॥ ইত্যুক্তবচনাচ্চেটী প্রাপ্যাবোচদ্ঘটোৎকচম্। ব্রজ শীঘ্রং কামুক ত্বং তস্য মৃত্যোশ্চ সন্নিধৌ॥ ১৬॥ ইত্যুক্তঃ স প্রহৃষ্টৈব তত্রোৎসৃজ্য স্বকানুগান। প্রবিবেশ গৃহং ভৈমিঃ সিংহো মেরুগুহামিব॥ ১৭॥ স পশ্যন্ শুকসঙ্ঘাতান্ পারাবতগণাংস্তথা। সারিকাশ্চ মদোন্মত্তাশ্চেটীস্তাং চাপ্যপশ্যত॥ ১৮॥ রূপেণ বয়সা চৈব রতেরপি রতিঙ্করীম্। আন্দোলকসুখাসীনাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥ ১৯॥ তাং বিদ্যুতমিবোন্নদ্ধাং দৃষ্ট্বা ভৈমিরচিন্তয়ৎ। অহো কৃষ্ণেন পিত্রা মে নির্দ্দিষ্টেয়ং মমোচিতা॥২০॥ ন্যায্যমেতৎকৃতে পূর্ব্বং নষ্টা যৎকামিনাং গণাঃ। শরীরং ক্ষয়পর্য্যাপ্তং ক্ষীয়তে যদি কামিনাম্॥ ২১॥ কামিনীনাং কৃতে যেষাং ক্ষীয়তে গণনাত্র কা। এবং বহুবিধং কামী চিন্তয়ন্নাহ ভীমভূঃ॥২২॥ নিষ্ঠুরে বজ্রহৃদয়ে প্রাপ্তোঽহমতিথিস্তব। উচিতাং তৎ সতাং পূজাং কুরু যা তে হৃদি স্থিতা॥ ২৩॥. ইতি হৈড়ম্বিবচনং শ্রুত্বা কামকটঙ্কটা। বিস্মিতাভূত্তস্য রূপাৎ স্বং নিনিন্দ চ বালিশম্॥ ২৪॥ ধিগহং যন্ময়া পূর্ব্বং সময়ঃ স কৃতোঽভবৎ। ন কৃতোঽভূদ্যদি পুরা অভবিষ্যদসৌ পতিঃ॥ ২৫॥ ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা ভৈমিং বচনমব্রবীৎ। বৃথা সমাগতো ভদ্র জীবন্ যাহি পুনঃ সুখী॥ ২৬॥ অথ কামযসে মাং ত্বং তৎ কথাং

তোমার ওকথা আমার চিত্তে প্রবেশ করিল না। ভদ্রে! কাম কুটিল-প্রকৃতি; সে এক স্থানে নিবদ্ধ হইলে আর অন্যত্র আবদ্ধ হয় না। সুতরাং আমরা কি করিতে পারি। অদ্য হয় তোমার স্বামিনীকে দেখিয়া পরাজয় করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিব; না হয় তৎকর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কামুকদিগের গতি লাভ করিব। সুতরাং কর্ণপ্রাবরণে! তুমি শীঘ্র যাইয়া আমার কথা তোমার স্বামিনীকে নিবেদন কর। তিনি যেন দর্শনমাত্র দানে অতিথিসৎকার করেন। ১—১২। ঘটোৎকচের কথা শুনিয়া নিশাচরী কর্ণপ্রাবরণা স্খলিতপদে যাইয়া প্রাসাদশিখরস্থিতা কামকটঙ্কটাকে কহিল,—দেবি! ত্রিলোকমধ্যে অমিতকান্তি শ্রীমান্ কোনও যুবা আপনার দ্বারে কামাতিথি হইয়া আসিয়াছে; অতএব কর্ত্তব্য আদেশ করুন। কামকটঙ্কটা কহিলেন,—তাহাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, কিজন্যই বা বিলম্ব করিতেছ? এত দিনে বোধ হয় দৈবযোগে আমার সময় পূর্ণ হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কর্ণপ্রাবরণা আসিয়া ঘটোৎকচকে কহিল,—ওহে কামুক! তুমি অবিলম্বে সেই মৃত্যুরূপিণীর নিকট যাও। এই কথা শুনিয়া ভীমনন্দন সেই স্থানে অনুচরগণকে রাখিয়া সিংহ যেমন মেরুগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—অনেকানেক শুক সারিকা ও পারাবত এবং মদোন্মত্ত কিঙ্করীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। একখানি দোলায় কামকটঙ্কটা সুখাসীনা রহিয়াছেন। তিনি রূপে ও যৌবনে রতিরও প্রীতিকারিণী। তিনি সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ঘটোৎকচ তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আহা! আমার পিতা কৃষ্ণ যে ইঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইনিই আমার যোগ্য বটেন। ইঁহার জন্য যে, পূর্ব্বে কামিগণ বিনষ্ট হইয়াছেন, তাহা ন্যায্য। শরীরতো ক্ষয়শীল; সুতরাং কামুকদিগের তাদৃশ শরীর যদি কামিনীদিগের জন্য ক্ষয় পায়, পাউক; তাহার আর গণনা কি? কামুক ঘটোৎকচ এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—অয়ি বজ্রসম-নিষ্ঠুর-হৃদয়ে! আমি তোমার নিকট অতিথি হইয়া আসিয়াছি। অতএব তোমার মনোগত সজ্জনোচিত সৎকার কর। ঘটোৎকচের এই কথা শুনিয়া কামকটঙ্কটা তখন বিস্মিতা হইলেন এবং তদীয়রূপ দর্শনে আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। "ধিক্! আমি পূর্ব্বে যে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি তাহা না করিতাম, তবে ইনি অবশ্যই আমার পতি হইতেন।" কামকটঙ্কটা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘটোৎকচকে কহিলেন,—ভদ্র! তুমি বৃথাই আসিয়াছ; তুমি জীবন লইয়া পুনরায় প্রতিগমন কর। আর যদি আমাকে

শীঘ্রমুচ্চর। কথামাভাষ্য যদি মাং সন্দেহে পাতয়িষ্যসি। ততোহহং বশগা জাতা যতো না স্বপ্রযাসে ময়া ॥২৭॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তবচনামেনাং নেত্রোপান্তেন বীক্ষ্য সঃ ॥ ২৮ ॥ স্মৃত্বা চরাচরগুরুং কৃষ্ণমারব্ধবান কথাম্। কশ্চিদ্ধিদ ভবৎ পল্লাং যুবা কোহপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥ তস্য চৈকা সুতা জজ্ঞে ভার্য্যা তস্য মৃতাভবৎ। ততো বালিকাং পুত্রীং ররক্ষ চ পুপোষ চ ॥ ৩০ ॥ সা যদা ভিন্নযৌবনগা বাল্মিতাবয়ব শুভা। প্রোন্নসংকুচমধ্যাঙ্গী প্রোন্নস-মুখাম্বুজা ॥ ৩১ ॥ তদা স্য কামমুলি ভমানানং প্রজহো মদ প্রোবাচ তাঞ্চ তনয়াং সমালিঙ্গ্য দুরাশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ প্রাতিবেশ্যকপুত্রী ত্বং ময়ানায়াত্র পোষিতা। ভার্য্যার্থং সুচিরং কালং তৎকাম্যং সাধয় প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তা সা চ মেনে চ তত্তথৈব বচস্তদা। পতিত্বেন চ বব্রে তং ভার্য্যাত্বেন স তাং তথা ॥ ৩৪ ॥ ততস্তস্যাং সুতা জজ্ঞে তস্মান্মদন-রাসভাৎ। বদ সা তস্য ভবতি কিং দৌহিত্রী সুতাথবা। এনং প্রশ্নং মম ব্রূহি শীঘ্রং চেচ্ছক্তি রস্তি তে ॥ ৩৫ ॥ সূত উবাচ। ইতি প্রশ্নং সা চ শ্রুত্বা-চিন্তয়দ্বহুধা হৃদি ॥ ৩৬ ॥ ন চ পশ্যতি নির্দ্ধারং প্রশ্নস্যাস্য কথঞ্চন। ততঃ প্রশ্নেন বিজিতা স্বাং শক্তিং সমুপাদদে ॥ ৩৭ ॥ অতাড়য়দ্রুক্মরজ্জুং করাভ্যাং দোলকস্য চ। ততো রক্ষাংসি নিপেতুঃ কোটিশো ভীষণাকৃতি ॥ ৩৮ ॥ সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মহিষাশ্চিত্রকা মৃগাঃ। সমীক্ষ্য তানসংখ্যেয়ান্ খাদিতুং ধাবতো রুষা ॥ ৩৯ ॥ অবাদযন্নখৌ ভৈমিঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠজৌ হসন। ততো বিনিঃসৃতাস্তত্র দ্বিগুণা রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥ তৈর্মৌর্ব্বীনির্ম্মিতাঃ সর্ব্বে ক্ষণাদেব স্ম ভক্ষিতাঃ। বিজিতায়াং স্বশক্তৌ চ বলশক্তিমথাদদে ॥ ৪১ ॥ উত্থায় সহসা দোলাৎ খড়্গমাদাতুমৈচ্ছত। উত্তিষ্ঠন্তীং চ তাং ভৈমিরন্বসৃত্য জবাদিব ॥ ৪২ ॥ কেশেম্বাদায় সব্যেন পাণিনাপাতয়দ্ভুবি। ততঃ কণ্ঠে সব্যপাদং দত্ত্বাদায়

কামনা কর, তাহা হইলে অবিলম্বেই কোনও প্রস্তাব উপন্যাস কর। কোনও কথায় যদি আমাকে সন্দেহে ফেলিতে পার, তবে আমি তোমার বশীভূতা হইব; নচেৎ তুমি মৎকর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। ১৯—২৭। সূত কহিলেন, কামকটঙ্কটা এই কথা কহিলে ঘটোৎকচ তাহাকে নেত্রপ্রান্ত দ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক চরাচরগুরু কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। কোনও অজি-তেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহার পত্নীতে একটী কন্যা উৎপাদন করে; তাহার পর পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে সে সেই বালিকাটীকে লালন-পালন করিতে থাকে। কালক্রমে সেই কন্যা যৌবনোন্মুখী হইলে, তাহার সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ ও মধ্যভাগ কুচযুগল দ্বারা বিলসিত হইল, মুখমণ্ডল পঙ্কজের ন্যায় কান্তি প্রকটিত করিতে লাগিল। তাহাতে সেই কামুকের মনো-মাতঙ্গ কাম দ্বারা বিচালিত হইয়া সংযমরূপ আলান-স্তম্ভ পরিহার করিল। সেই দুরাত্মা তখন একদা সেই কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিল, প্রিয়ে! তুমি আমার কোনও প্রতিবেশীর কন্যা; আমি তোমাকে ভার্য্যা করিবার জন্য আনিয়া এতকাল পোষণ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি আমার অভিলাষ পূরণ কর। এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিল এবং তাহাকে পতিরূপে বরণ করিল; সেই কামুকও তাহাকেই পত্নীরূপে স্বীকার করিয়া লইল। অতঃপর মদন-গর্দ্দভের শাসনে সেই কন্যার গর্ভে উক্ত কামুকের একটী কন্যা জন্মিল। এখন বল দেখি, এই কন্যা উক্ত কামুকের দৌহিত্রী?—না কন্যা? তোমার যদি শক্তি থাকে, তুমি অবিলম্বে আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। ২৮—৩৫। সূত কহিলেন,—কাম-কটঙ্কটা এই প্রশ্ন শুনিয়া অনেকক্ষণ মনে মনে নানা চিন্তা করিলেন, কিন্তু প্রশ্নের কোনই সদুত্তর স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রশ্নে বিজিত হইয়া স্বীয় শক্তির আশ্রয় লইলেন,—কর দ্বারা দোলার স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বয় আয়ত করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ভীষণাকার রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, চিত্রব্যাঘ্র ও মৃগ প্রাদুর্ভূত হইয়া সক্রোধে ত্রাসে ঘটোৎকচকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে ভীমনন্দন সহাস্যে আস্যে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির নখদ্বয় বাদন করিলেন। তখন পূর্ব্বোক্তাকার রাক্ষসাদি দ্বিগুণ পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইল এবং ক্ষণমাত্রে মুরুনন্দিনী-সৃষ্ট রাক্ষসাদিকে নিঃশেষে খাইয়া ফেলিল। নিজ শক্তি নিহত হইল দেখিয়া কামকটঙ্কটা তখন স্বকীয় বলশক্তি প্রয়োগে অভিলাষ করিলেন,—সহসা দোলা হইতে উঠিয়া খড়্গ ধারণের উদ্যম করি-লেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীম-তনয় তৎক্ষণাৎ সবেগে যাইয়া বামহস্তে কেশাকর্ষণ-

চ কর্ত্তিকাম্ ॥ ৪৩ ॥ দক্ষিণেন করেণাস্যাশ্ছেত্তুমৈচ্ছত নাসিকাম্। বিস্ফুরন্তী ততো মৌর্ব্বী মন্দমাহ ঘটোৎকচম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রশ্নেন শক্ত্যা চ বলেন নাথ ত্রিধা ত্বয়াহং বিজিতা নমস্তে। তন্মুঞ্চ মাং কর্ম্মকরী তবাস্মি সমাদিশ ত্বং প্রকরোমি তচ্চ ॥ ৪৫ ॥ ঘটোৎকচ উবাচ। যদ্যেবং তর্হি মুক্তাসি ভূয়ো দর্শয় যদ্বলম্। এবমুক্তা মুমোচৈনাং মুক্তা চাহ প্রণম্য সা ॥ ৪৬ ॥ জানামি ত্বাং মহাবাহো বীরং শক্তিমতাং বরম্। সর্ব্বরাক্ষসভর্ত্তারং ত্রৈলোক্যেঽমিতবিক্রমম্ ॥ ৪৭ ॥ গুহ্যকাধিপতিস্ত্বং হি কালনাভ ইতি স্মৃতঃ। ষষ্টিকোটিপতির্জাতো যক্ষরক্ষার্থতে ভুবি ॥ ৪৮ ॥ ইতি মাং প্রাহ কামাখ্যা সর্ব্বং তৎসংস্মরাম্যহম্ ॥ ইদং গেহং সানুগং মে দত্তং ময়াত্মনা তব। সমাদিশ প্রাণনাথ কমাদেশং করোমি তে ॥ ৪৯ ॥ ঘটোৎকচ উবাচ। প্রচ্ছন্নস্তস্য ঘটতে ন বিবাহঃ কথঞ্চন ॥ ৫০ ॥ মৌর্ব্বি যস্য হি বর্ত্তন্তে পিতরৌ বান্ধবাস্তথা। তস্মাৎ শীঘ্রং বহ শুভে শক্রপ্রস্থায় সাম্প্রতি ॥ ৫১ ॥ অয়ং কুলক্রমোঽস্মাকং যদ্ভার্য্যা পতিমুদ্বহেৎ। তত্রানুজ্ঞাং সমাসাদ্য পরিণেষ্যামি ত্বামহম্ ॥ ৫২ ॥ ভগদত্তমথো নাথং ততো মৌর্ব্বী ন্যবেদয়ৎ ॥ সমাদায় বহুদ্রব্যং বিসসর্জ্জাথ ভ্রাতরম্ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ পৃষ্ঠিং সমারোপ্য ঘটোৎকচমানন্দিতা। নানাদ্রব্যপরীবারা শক্রপ্রস্থং সমাব্রজৎ ॥ ৫৪ ॥ ততোঽসৌ বাসুদেবেন পাণ্ডবৈশ্চাভিনন্দিতঃ। শুভে লগ্নে পাণিমস্যা জগৃহে ভীমনন্দনঃ ॥ ৫৫ ॥ কুরূণাং রাক্ষসানাং চ প্রোক্তো-ত্তমোবিধানতঃ। উদ্বাহ্য তাং ততো ধনেশ্চ তর্পয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥ ৫৬ ॥ কুন্তী চ দ্রৌপদী চোভে মুমুদাতে নিতান্ততঃ। মঙ্গলান্যস্য চক্রাতে মৌর্ব্ব্যাশ্চ ধনতর্পিতে ॥ ৫৭ ॥ ততো বিবাহে নির্বৃত্তে প্রতিপূজ্য ঘটোৎকচম্। ভার্য্যয়া সহিতং রাজা স্বরাজ্যায় সমাদিশৎ ॥ ৫৮ ॥ মৌর্ব্ব্যাজ্ঞাং শিরসা গৃহ্য হৈড়িম্বি-ভার্য্যয়ান্বিতঃ। শুভং হিড়ম্বস্য বনে স্বরাজ্যং সমুপাব্রজৎ ॥ ৫৯ ॥ ততো রাক্ষসযোষাভির্ব্বীরকাংস্যৈঃ

পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া বামপাদ দ্বারা কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা লইয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। মুরুতনয়ার তখন আর কোন সামর্থ্য রহিল না, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা মাত্র করিতেছিলেন। তদবস্থায় তিনি ঘটোৎকচকে কহিলেন,—নাথ! প্রশ্ন, শক্তি, বল,—এই তিনেই তুমি আমাকে জয় করিয়াছ। অতএব আমি তোমার দাসী হইলাম; তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোচন কর, যাহা ইচ্ছা আদেশ কর; আমি তাহাই করিব।৩৬—৪৫। ঘটোৎকচ কহিলেন,—যদি এরূপ হয়, তবে তুমি মুক্ত হইলে, পুনরায় বলপ্রদর্শন করিতে পার। এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহাবাহু, বীর! আমি তোমাকে জানি, তুমি শক্তিমান্‌গণের অগ্রগণ্য, সমস্ত রাক্ষসপতি, ত্রৈলোক্যে অমিতবিক্রম, ষষ্টিকোটিপতি ও গুহ্যকরাজ কালনাভ। তুমি যক্ষগণের রক্ষণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ। কামাখ্যা দেবী আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন, আমার তাহা স্মরণ আছে। আমি আমার আত্মা ও পরিচারকগণ সহ এই ভবন সমস্তই তোমাকে দান করিলাম। হে প্রাণনাথ! আদেশ কর, তোমার কোন্ আদেশ পালন করিব? ৪৬—৪৯। ঘটোৎকচ কহিলেন,—অয়ি মুরুনন্দিনি! যাহার পিতা মাতা বা বান্ধবগণ বর্ত্তমান, তাহার পক্ষে গোপনে বিবাহ করা কখনও সম্ভব হয় না; অতএব শুভে! এক্ষণে তুমি আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া চল। আমাদের ইহাই কুলাচার যে, ভার্য্যাই পতিকে লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া গুরুগণের অনুমতি লইয়া তোমাকে বিবাহ করিব। অতঃপর মুরুতনয়া অভিভাবক ভ্রাতা ভগদত্তকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং তাঁহার নিকট বহু দ্রব্য-সম্ভার লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। পরে আনন্দিতা মুরুতনয়া বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার সহ ঘটোৎকচকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোপণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। ঘটোৎকচ সেখানে পৌঁছিয়া বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। অতঃপর শুভলগ্নে কুরু ও রাক্ষস বংশের উত্তম বিবাহবিধানে সেই মুরুতনয়ার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ধন দ্বারা পাণ্ডবদিগের তৃপ্তি সাধন করিলেন। এই ব্যাপারে কুন্তী ও দ্রৌপদী সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বর-বধূর মাঙ্গল্যাচার সকল নির্ব্বাহ করিলেন। তাহারাও বহু ধন লাভে অতীব প্রীত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর ঘটোৎকচকে তদীয় পত্নীর সহিত প্রত্যভিনন্দনপূর্ব্বক রাজ্যে যাইতে অনুমতি করিলেন। ঘটোৎকচও রাজআজ্ঞা মস্তকে লইয়া পত্নী মুরনন্দিনীর সহিত স্বীয় রাজ্যে—শুভ হিড়িম্ববনে যাত্রা করিলেন। রাজ্যে উপস্থিত হইলে রাক্ষস-সীমন্তিনীগণ বীর-

প্রবর্দ্ধিতঃ। মহোৎসবেন মহতা স্বরাজ্যে প্রমুমোদ সঃ ॥ ৬০ ॥ ততো বনেষু চিত্রেষু নিম্নগাপুলিনেষু চ। রমে সহ তয়া ভৈমির্মন্দোদর্য্যেব রাবণঃ ॥ ৬১ ॥ এবং বিক্রীড়তস্তস্য গর্ভো জজ্ঞে মুহাত্মতেঃ। হৈড়ম্বে রাক্ষসব্যাঘ্রাদ্বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ৬২ ॥ স জাতমাত্রো ববৃধে ক্ষণাদ্‌যৌবনগোঽভবৎ। নীলমেঘচয়প্রখ্যো ঘটাস্যো দীর্ঘলোচনঃ ॥ ৬৩ ॥ উর্দ্ধকেশশ্চোর্দ্ধরোমা পিতরৌ প্রণতোঽব্রবীৎ। প্রণমামি যুবাং চোভৌ জাতস্য পিতরৌ গুরূ ॥ ৬৪ ॥ ভবতোর্হি প্রিয়ং কৃত্বা অনৃণঃ স্যাং সদা হ্যহম্। ভবদ্ভ্যাং দত্তমিচ্ছামি অভিধানং যথাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥ অতঃ পরং তু যচ্ছ্রেয়ঃ কর্ত্তব্যং প্রোন্নতিপ্রদম্। ততো ভৈমিস্তমালিঙ্গ্য পুত্রং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ বর্ব্বরাকারকেশত্বাদ্বর্ব্বরীকাভিধো ভবান্। ভবিষ্যতি মহাবাহো কুলস্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৭ ॥ শ্রেয়শ্চ তে যৎপরমং দৃঢ়ং চ তৎকীর্ত্ত্যতে বহুধা বিপ্রমুখ্যৈঃ। প্রক্ষ্যাবহে তদ্‌যদুবংশনাথং গত্বা পুরীং দ্বারকাং বাসুদেবম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বর্ব্বরীকোৎপত্তিবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততো ঘটোৎকচো মুক্ত্বা তত্র কামকটঙ্কটাম্। পুত্রেণানুগতো ধীমান্ বিয়ুতা দ্বারকাং যযৌ ॥১॥ আগচ্ছন্তং চ তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাক্ষসানুগম্। দ্বারকাবাসিনো যোধাশ্চক্রুরত্যুল্বণং রবম্ ॥২॥ গ্রামে গ্রামে সুসন্নদ্ধা নবলক্ষমিতা রথাঃ। রাক্ষসৌ দ্বৌ সমায়াতৌ পাত্যেতাং বিশিখৈরিতি ॥ ৩ ॥ তান্ গৃহীতায়ুধান্ দৃষ্ট্বা যদুবীরান্ ঘটোৎকচঃ। প্রগৃহ্য বিপুলং বাহুং জগৌ তারস্বরেণ সঃ ॥ ৪ ॥ রাক্ষসং বিত্ত মাং বীরা ভীমপুত্রং ঘটোৎকচম্। সুপ্রিয়ং বাসুদেবস্য প্রণামার্থমুপাগতম্ ॥ ৫ ॥ নিবেদয়ত মাং প্রাপ্তং যাদবেন্দ্রায় সাত্মজম্। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তে কৃষ্ণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৬ ॥ আহ দেবঃ সভাস্থশ্চ শীঘ্রমত্রাব্রজ ত্বসৌ। ততঃ প্রবেশয়ামাসুর্দ্বারকাং তে ঘটোৎকচম্ ॥ ৭ ॥ সপুত্রঃ সোঽপি রম্যাণি

কাংস্য বাদনসহকারে মহামহোৎসবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তিনি অতি প্রীতির সহিত সেখানে সানন্দে বাস করত মন্দোদরী সহ রাবণের ন্যায় বিবিধ বিচিত্র নদী বন পুলিনাদিতে সেই মুরুনন্দিনীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।৫০—৬১। মহাদ্যুতি মুরুতনয়া এইভাবে রাক্ষসবর ভীমতনয়ের সহিত বিহার করিতে থাকিলেন, কালক্রমে গর্ভবতী হইলেন। নবরবিসমপ্রভ সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্ষণ মাত্রে বৃদ্ধি লাভ করিয়া যৌবনশালী হইল। নীলমেঘরাশিবৎ সেই সন্তানের বদনমণ্ডল ঘটতুল্য, এবং লোচনযুগল দীর্ঘ। সে উর্দ্ধকেশ ও উর্দ্ধরোমা। সেই পুত্র তখন পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, —আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি, সন্তানের পিতা-মাতাই গুরু। অতএব আমি সদাই আপনাদের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া ঋণমুক্ত হইব। আমার ইচ্ছা যে, আপনারা আমাকে কোন নাম প্রদান করুন। তার পর যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব। ঘটোৎকচ তখন পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—পুত্র! তোমার কেশসমূহ বর্ব্বরাকার বলিয়া তোমার নাম রাখিলাম—বর্ব্বরীক। হে মহাবাহো! তুমি কুলের আনন্দ বর্দ্ধন কর। যাহা পরম শ্রেয়ঃ, ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপেই তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। আমরা দ্বারকা পুরীতে যাইয়া যদুপতি বাসুদেবকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।৬২—৬৮।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর ধীমান্ ঘটোৎকচ সেখানে কামকটঙ্কটাকে রাখিয়া পুত্রের সহিত আকাশপথে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। দ্বারকাবাসী সৈন্যগণ একজন রাক্ষসের সহিত আর একজন রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া অত্যুচ্চ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, গ্রামে গ্রামে সকলে সুসজ্জিত হও, —দুইজন রাক্ষস আসিতেছে, তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে নিপাতিত কর। ঘটোৎকচ সেই যদুবীরদিগকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া বিপুল বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক তারস্বরে কহিলেন,—হে বীরগণ! আমাকে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষস বলিয়া অবগত হও; আমি বাসুদেবের অতীব প্রিয়পাত্র; তাঁহাকেই প্রণাম করিতে আমি পুত্রের সহিত আসিয়াছি। তোমরা যাদবেন্দ্রকে এই সংবাদ জ্ঞাপন কর। বীরগণ এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া সে সংবাদ জানাইল; শ্রীকৃষ্ণ তখন সভায় ছিলেন। তিনি কহিলেন,—শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস। তখন তাহারা যাইয়া ঘটোৎকচকে দ্বারকায় প্রবেশ করাইল।

বনান্যুপবনানি চ। ক্রীড়াশৈলাংশ্চ হর্ম্ম্যাণি সম্পশ্যন্নাগতঃ সভাম্ ॥ ৮ ॥ স তত্র উগ্রসেনং চ বাসুদেবঞ্চ সাত্যকিম্। অক্রূররামপ্রমুখান্ ববন্দে কৃষ্ণমেব চ ॥ ৯ ॥ তং পাদয়োর্নিপতিতং সমালিঙ্গ্য সহাত্মজম্। সাশিষং স্বসমীপস্থমুপবেশ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ পুত্র রাক্ষসশার্দ্দূল কুরূণাং কুলবর্দ্ধন। কুশলং সর্ব্বতঃ কচ্চিৎ কিমর্থন্তে সমাগমঃ ॥ ১১ ॥ ঘটোৎকচ উবাচ। দেব যুষ্মৎপ্রসাদেন সর্ব্বতঃ কুশলং মম। শ্রূয়তাং কারণং স্বামিন্ যদর্থমহমাগতঃ ॥১২॥ দেবোপ-দিষ্টভার্য্যায়াং জাতোঽয়ং তনয়ো মম। স চ প্রশ্নং বক্ষ্যতি ত্বাং শ্রূয়তামাগতস্ততঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। বৎস মৌর্ব্বেয় ব্রূহি ত্বং সর্ব্বং পৃচ্ছ যদিচ্ছসি। যথা ঘটোৎকচো মহ্যং সুপ্রিয়শ্চ তথা ভবান্ ॥ ১৪ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। প্রণম্য ত্বামাদি-দেবং মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ। প্রক্ষ্যামি কেন শ্রেয়ঃ স্যাজ্জন্তোর্জাতস্য মাধব ॥ ১৫ ॥ কেচিচ্ছ্রেয়ো ধর্ম্ম-মাহুরৈশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্। কেচিদ্দমং তপো দ্রব্যং ভোগামুক্তিং চ কেচন ॥ ১৬ ॥ তদেবং শতসংখ্যেষু শ্রেয়স্সু পুরুষোত্তম। মম চৈবং কুলস্যাস্য শ্রেয়ো যদ্ ব্রূহি নিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। বৎস পৃথক্ পৃথক্ প্রোক্তং বর্ণানাং শ্রেয় উত্তমম্। ব্রাহ্মণানাং তপো মূলং দমোঽধ্যয়নমেব চ ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মপ্রকটনং চাপি শ্রেয় উক্তং মনীষিভিঃ। বলং সাধ্যং পূর্ব্বমেব ক্ষত্রিয়াণাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥ দুষ্টানাং শাসনং চাপি সাধূনাং পরিপালনম্। পাশুপাল্যং চ বৈশ্যানাং কৃষিবিজ্ঞানমেব চ ॥ ২০ ॥ শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন বাণিগ্ ভবেৎ। শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥ ২১ ॥ ভার্য্যা-রতির্ভৃত্যপোষ্টা শুচিঃ শ্রদ্ধাপরায়ণঃ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ হাপয়েৎ ॥ ২২ ॥ ত্বম্ভবান্ ক্ষত্রিয়-কুলে জতোঽসি কুরু তচ্ছৃণু। বলং সাধয় পূর্ব্বং ত্বমতুলং তেন শিক্ষয় ॥ ২৩ ॥ দুষ্টান্ পালয় সাধূংশ্চ স্বর্গমেবমবাপ্স্যসি। বলঞ্চ লভ্যতে পুত্র দেবীনাং সুপ্রসাদতঃ ॥২৪॥ তদ্ভবান বলপ্রাপ্ত্যর্থং দেব্যারাধন-

---

ঘটোৎকচও পুত্রের সহিত তত্রত্য রম্য বন উপবন ক্রীড়াশৈল হর্ম্ম্যাদি বিলোকন করিতে করিতে সভায় প্রবেশ করিলেন। পরে সভাস্থ উগ্রসেন, বসুদেব, সাত্যকি, অক্রূর, বলরাম প্রভৃতিকে ও শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পাদপতিত সপুত্র ঘটোৎকচকে উঠাইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আশীর্বাদ সহকারে নিজ সমীপে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—হে কুরুকুলবর্দ্ধন রাক্ষসশার্দ্দূল পুত্র! তোমার সর্ব্ববিষয়ে কুশল তো? তুমি কিজন্য আসিযাছ? ১—১১। ঘটোৎকচ কহি-লেন,—দেব! আপনার প্রসাদে আমার সর্ব্ব-বিষয়েই কুশল। প্রভো! আমি যেজন্য আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনার উপদিষ্ট ভার্য্যাতেই আমার এই পুত্র জন্মিয়াছে। আপনাকে এই পুত্র একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, সেই জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—বৎস মৌর্ব্বেয়! তোমার যাহা ইচ্ছা সমস্তই জিজ্ঞাসা করিতে পার। ঘটোৎকচও আমার যেমন অতি প্রিয়পাত্র, তুমিও তদ্রূপই। বর্ব্বরীক কহিল,—হে মাধব! আপনি আদিদেব। আমি আপনাকে বুদ্ধিমনঃসমাধানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জীবগণের কিরূপে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। কেহ ধর্ম্ম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান, কেহ ভোজন, কেহ দম, কেহ তপস্যা, কেহ দ্রব্য, কেহ ভোগ এবং কেহ বা মুক্তিকেই শ্রেয়োরূপে কীর্ত্তন করেন। হে পুরুষোত্তম! শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে এইরূপ শত শত মতভেদ থাকিলেও আমার এবং মদীয় কুলের যাহা শ্রেয়ঃসাধন, তাহাই নিশ্চয় করিয়া বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভদ্র! বর্ণচতুষ্টয়ের শ্রেয়ঃসাধন পৃথক পৃথক্ রূপে উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের তপস্যা, দম, বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মপ্রচার,—এই সকলই শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনীষিগণ কীর্ত্তন করেন। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলসাধ্য কার্য্য, দুষ্টের দমন ও সাধুগণের পরিপালন,—এই সমস্তই শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া পূর্ব্বে সুধীগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্য-দিগের পক্ষে পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম ও বিজ্ঞানাভ্যাস, আর শূদ্রগণের পক্ষে দ্বিজসেবা, বাণিজ্য, কিম্বা দ্বিজগণের হিতসাধন হয় এরূপ বিবিধ শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। স্বপত্নীরত, ভৃত্য-পালক, শুচি ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নমস্কারমন্ত্রে পঞ্চ যজ্ঞ সম্পাদন করিবে; পরন্তু কদাচ পঞ্চযজ্ঞের বাধা করিবে না। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছ, অতএব শুন,—প্রথমতঃ অতুল বল সাধন কর; পরে সেই বলের সাহায্যে দুষ্ট জনের শাসন এবং সাধুগণের পালন কর; তাহা হইলেই স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। পুত্র! দেবীগণের প্রসাদেই অতুল বললাভ হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি বল-

মাচর ॥ ২৫ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। কস্মিন ক্ষেত্রে চ কাং দেবীং কথমারাধয়াম্যহম্। এতৎপ্রসাদ-প্রবণং মনঃ কৃত্বা নিবেদয় ॥ ২৬ ॥ সূত উবাচ। ইতি পৃষ্টঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রাহ দামোদরো বিষ্ণুঃ। বৎস ক্ষেত্রং প্রবক্ষ্যামি যত্র তপ্স্যসি তত্তপঃ। গুপ্তক্ষেত্রমিতি খ্যাতং মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ২৭ ॥ তত্র ত্রিভুবনে যাশ্চ সন্তি দেবাঃ পৃথগ্বিধাঃ। নারদেন সমানীতাস্তাশ্চৈক্যং সুমহাত্মনা ॥ ২৮ ॥ চতস্রস্তস্য দিগ্দেব্যো নব দুর্গাশ্চ সন্তি যাঃ। সমারাধয় তা গত্বা তাসামৈক্যং হি দুর্লভম্ ॥ ২৯ ॥ নিত্যং পূজয় তাঃ পুত্র পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ। স্তুতিভিশ্চোপহারৈশ্চ যথা তুষ্যন্তি তাস্তব ॥ ৩০ ॥ তুষ্টাসু দেবীষু বলং ধনঞ্চ কীর্ত্তিশ্চ পুত্রাঃ সুভগাশ্চ দারাঃ। স্বর্গস্তথা মুক্তিপদঞ্চ সৎসুখং ন দুর্লভং সত্যমেতদ্ব্রবোক্তম্ ॥ ৩১ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা বর্ব্বরীকং কৃষ্ণঃ প্রাহ ঘটোৎকচম্। ঘটোৎকচায়ং পুত্রস্তে দৃঢ়ং সুহৃদয়ো হ্যসৌ ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ সুহৃদয়েত্যেবং দত্তং নাম ময়া দ্বিকম্। এবমুক্ত্বা সমালিঙ্গ্য সন্তর্প্য বিবিধৈর্ধনৈঃ ॥ ৩৩ ॥ গুপ্তক্ষেত্রায় ভগবান্ বর্ব্বরীকং সমাদিশৎ। সোঽথ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পিতরং যদবাংশ্চ তান্ ॥ ৩৪ ॥ অনুজ্ঞাপ্য চ তান্ সর্ব্বান্ গুপ্তক্ষেত্রং সমাব্রজৎ। ঘটোৎকচোঽপি কৃষ্ণেন বিসৃষ্টঃ স্ববনং যযৌ ॥ ৩৫ ॥ স্মরন্ পুত্রগুণান্ পত্ন্যা স্বরাজ্যং সমপালয়ৎ। ততঃ সুহৃদয়ো ধীমান্ দক্ষ-স্থল্যাং কৃতাশ্রমঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস দেবীঃ কর্ম্মসমাধিভিঃ। নিত্যং পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ উপহারৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্যারাধয়তো দেব্য-স্তত্তুষ্টুর্হায়নৈস্ত্রিভিঃ। ততঃ প্রত্যক্ষতো ভূত্বা বলাত্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥ বলং যত্ত্রিষু লোকেষু কস্যাচিন্নাস্তি দুর্লভম্। ঊচুশ্চ কঞ্চিৎকালং ত্বং বসাত্রৈব মহাদ্যুতে ॥ ৩৯ ॥ সঙ্গত্যা বিজয়স্য ত্বং ভূয়ঃ শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি। ইত্যুক্তঃ সর্ব্বদেবীভিঃ স তত্রৈব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ আজগামাথ বিজয়ো নাম্না মাগধব্রাহ্মণঃ। স সর্ব্বাং পৃথিবীং কৃত্বা পাদা-ক্রান্তাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ কাশ্যাং বিদ্যাবলং

লাভার্থ দেবীর আরাধনা কর।১১—২৫। বর্ব্বরীক কহিলেন,—আমি কোন্ স্থানে কোন বিধানে কোন্ দেবীর আরাধনা করিব?—আপনি প্রসন্নমনে তাহা উপদেশ করুন। সূত কহিলেন,—বিষ্ণু দামোদর তখন ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! যেখানে তুমি তপস্যা করিবে, আমি সেই ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি,—উহা মহীসাগরসঙ্গম তীর্থে গুপ্ত-ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিভুবনে পৃথক্ পৃথক যত দেবী আছেন, সুমহাত্মা দেবর্ষি নারদ তৎসমস্তই সেখানে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে যে চারি দিগ্দেবী আছেন এবং নবদুর্গা রহিয়া-ছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগের আরাধনা কর। ইহাঁদিগের ঐক্য অতীব দুর্লভ। পুত্র! তুমি প্রতিদিন পুষ্প-ধূপানুলেপনে তাঁহাদিগকে পূজা করিও। তাঁহারা উপহার প্রদানে ও স্তুতিবচনে সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তোমার বল, ধন, কীর্ত্তি, পুত্র, অনুকূলা পত্নী, স্বর্গ কিম্বা সদানন্দময় মুক্তি পদও দুর্লভ নহে। তোমাকে যথার্থ বলিলাম। ২৭—৩১। সূত কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ বর্ব্বরীককে এই বলিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন,—ঘটোৎকচ! তোমার এই পুত্র অতীব সাধুচেতা। সেইজন্য আমি ইহাকে "সুহৃদয়" নাম দিলাম। এইটী ইহাঁর দ্বিতীয় নাম হইল। ভগবান কৃষ্ণ এই বলিয়া বর্ব্বরীককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিবিধ ধনদানে সন্তো-ষিত করিয়া গুপ্তক্ষেত্রে যাইতে অনুমতি করিলেন। বর্ব্বরীক ও কৃষ্ণকে, স্বীয় পিতাকে এবং তত্রত্য যাদব-গণকে প্রণতি করিয়া সকলের অনুমতি লইয়া গুপ্তক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পরে ঘটোৎকচও কৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া নিজ বনে প্রস্থান করি-লেন এবং পুত্রের গুণাবলী স্মরণ করত স্বীয় রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ধীমান সুহৃদয় গুপ্তক্ষেত্রে যাইয়া দক্ষস্থলীতে থাকিয়া ত্রিকালে কর্ম্ম ও সমাধি যোগে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ উপহার দ্বারা সেই দেবীদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিন বৎসর অতীত হইলে সেই দেবীগণ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং তাহাকে ত্রিলোকদুর্লভ অসামান্য বল প্রদান করিলেন। দেবীগণ আরও কহিলেন যে, হে মহাদ্যুতি বর্ব্বরীক! তুমি কিয়ৎকাল এখানে অপেক্ষা কর, তাহা হইলে বিজয়ের সহিত তোমার মিলন ঘটিবে, তাহাতে তোমার আরও মঙ্গল লাভ হইবে। দেবীগণের এই কথা শুনিয়া বর্ব্বরীক সিখানেই কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন। পরে তথায় বিজয় নামক মগধদেশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বিজবর, পদব্রজে সমগ্র মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং কাশীতে

প্রাপ্য সাধনার্থমুপাযযৌ। গুহেশ্বরমুখাস্তেষু সপ্তলিঙ্গান্যপূজয়ৎ ॥ ৪২ ॥ আরাধয়ামাস চিরং দেবীর্বিদ্যাফলাপ্তয়ে। ততস্তুষ্টাস্তস্য দেব্যঃ স্বপ্নে প্রোচুরিদং বচঃ ॥ ৪৩ ॥ বিদ্যাং সাধয় ত্বং সাধো সিদ্ধমাতুঃ পুরোঽঙ্গনে। অয়ং ভক্তঃ সুহৃদয়ঃ সাহায্যং তে করিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিজয়ঃ স্বপ্নমধ্যতঃ। উত্থায় গত্বা দেব্যাস্তং বব্রে ভীমাত্মজাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥ সোঽপি দেবীবচঃ শ্রুত্বা মেনে সাহায্যকারণম্। ততঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপোষ্য বিজয়ঃ শুচিঃ ॥ ৪৬ ॥ স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্যৈব লিঙ্গানি দেবীশ্চৈবার্চ্চয়ৎ পৃথক্। কৃত্বা স্নানমুপোষ্যৈব বর্ব্বরীকোঽন্তিকেঽভবৎ ॥ ৪৭ ॥ প্রথমায়াং ততো রাত্রৌ যযৌ সিদ্ধাম্বিকাপুরঃ। মণ্ডলং তত্র কৃত্বা চ ভগাকারং করান্নব ॥ ৪৮ ॥ অষ্টদিক্ষ্বষ্টকীলাংশ্চ নিখন্যৈব সমন্ত্রকান্। কৃষ্ণাজিনধরো ভূত্বা বর্ব্বরীকসমন্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥ শিখামাবন্ধ্য দিগ্বন্ধং কৃত্বারেভে ততো বিধিম্। মধ্যে মণ্ডলকস্যাপি কুণ্ডে শুভ্রে ত্রিমেখলে ॥ ৫০ ॥ সমর্প্য চ ততঃ পঙ্ক্তিং পালিবান মহাতেজিনম্। সংস্থাপ্য কীলানভিতো বর্ব্বরীকমথাব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ শুচির্ব্বিনিদ্রঃ সন্তিষ্ঠ স্তবং দেব্যাঃ সমুদ্গিরন্। যাবৎকর্ম্ম করোম্যেষ যথা বিঘ্নং ন জায়তে ॥ ৫২ ॥ ইত্যুক্তে সংস্থিতে তত্র বর্ব্বরীকে মহাবলে। বিজয়ঃ শোষণং দাহং প্লাবনং কৃতবান্ যমী ॥ ৫৩ ॥ ততঃ সুখাসনো ভূত্বা গুরুভ্যো নম ইতি। মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা গুরুভ্যঃ প্রণম্য চ। ততো গণেশ্বরবিধানমারব্ধবান্ ॥ ৫৪ ॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং গণপতেঃ পরম্ ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বকার্য্যকরং স্বল্পং মহার্থং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥৫৬॥ ওঁ গাংগীংগূংগৈংগৌংগঃ সপ্তাক্ষরোঽয়ং মহামন্ত্রঃ। ওঁ গণপতিমন্ত্রস্য গণকো নাম ঋষিঃ বিঘ্নেশ্বরো দেবতা গং বীজম্ ওঁ শক্তিঃ পূজার্থে জপার্থে বা তিলকার্থে বা মনস ঈপ্সিতার্থে বা হোমার্থে বা বিনিয়োগ ইতি। সাধকস্য পূর্ব্বং তিলককরণম্। ওঁ গাংগণপতয়ে নমঃ। ইতি তিলকস্যোপরি অক্ষতান দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ। ওঁ গাংগণপতয়ে নমঃ। ইতি তিলকমন্ত্রঃ। ওঁগাং গণপতয়ে নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ গণেশায় পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। মূলমন্ত্রেণাত্র চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপনৈবেদ্যপূগীফলতাম্বূলাদিকং

সাধন সম্বন্ধীয় বিশেষ বিদ্যা লাভ করিয়া সম্প্রতি সাধনার্থ এখানে আসিয়াছেন। তিনি গুহেশ্বরপ্রমুখ সপ্তলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিদ্যাফল লাভার্থ দীর্ঘকাল দেবীগণের আরাধনা করেন, তাহাতে দেবগণ তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করেন যে, ওহে সাধু, বর্ব্বরীক! তুমি সিদ্ধমাতার পুরোভাগে অঙ্গনে থাকিয়া বিদ্যা সাধন কর। ভক্ত সুহৃদয়, তোমার সাধন কর্ম্মে সাহায্য করিবেন। বিজয় এই কথা শুনিয়া সেই স্বপ্নাবস্থাতেই উঠিয়া দেবীসমীপে যাইয়া বর্ব্বরীককে সাহায্যার্থ বরণ করিলেন। বর্ব্বরীকও দেবীর আদেশ শুনিয়া সোৎসাহে সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে বিজয় উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুচিভাবে লিঙ্গ সকলের ও দেবীগণের অর্চ্চনা করিলেন। বর্ব্বরীকও উপবাসী থাকিয়া স্নানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩২—৪৭। তাঁহারা উভয়ে প্রথম রাত্রিতেই সিদ্ধাম্বিকার পুরোভাগে গমন করিলেন এবং সেখানে নবকরপরিমিত ভগাকার একটী মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। সমন্ত্রে অষ্টদিকে অভিমন্ত্রিত অষ্টকীলক নিখাত করিলেন। উভয়ে কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক শিখাবন্ধন ও দিগ্বন্ধন করিলেন। অনন্তর মণ্ডলান্তর্গত মেখলাত্রয়ান্বিত শুভ্র কুণ্ডমধ্যে মন্ত্রপূত খড়্গ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার খদিরকাষ্ঠকৃত কীলক সকল প্রোথিত করিয়া বর্ব্বরীককে কহিলেন,—আমি যতক্ষণ কর্ম্মানুষ্ঠান করি, তুমি তৎকালে শুচিভাবে দেবীর স্তব পাঠ সহকারে জাগিয়া থাক, যেন আমার কোন বিঘ্ন না ঘটে। এই কথানুসারে মহাবল বর্ব্বরীক রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর সংযতাত্মা বিজয় ভূতশুদ্ধ্যর্থ স্বীয় দেহের শোধন দহন আপ্লাবনাদি কার্য্য করিলেন। পরে সুখাসনে উপবেশন করিয়া "গুং-গুরুভ্যো নমঃ" মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপান্তে গুরু-প্রণাম করিয়া পরে গাণেশ্বর বিধান আরম্ভ করিলেন।৪৮—৫৪। অতঃপর আমি গণপতির সর্ব্বকার্য্যসাধক মহার্থসম্পন্ন সর্ব্বসিদ্ধপ্রদ মন্ত্র সকল বলিতেছি। "ওঁ গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রই মহামন্ত্র। এই গণপতিমন্ত্রের ঋষি গণক, দেবতা বিঘ্নেশ্বর, বীজ গং, শক্তি ওঁ, পূজা, জপ, তিলক, হোম, কিম্বা বাঞ্ছিত লাভ বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ বিহিত। সাধক প্রথমতঃ "ও গাং গণপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে তিলক করিবে; এবং "ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ" বলিয়া সেই তিলকোপরি অক্ষত বিকিরণ করিবে। "ওঁ, গাং গণপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে। পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্রে চন্দন

দদ্যাৎ। অত ঊর্দ্ধং মূলমন্ত্রেণ জপং কুর্য্যাৎ। অষ্টোত্তরশতং সহস্রং লক্ষং কোটিং চেতি যথাশক্তি জপ্ত্বা দশাংশহোমার্থে গণেশাগ্নয়ে আবাহয়ামীতি অগ্নিমাবাহ্য, ওঁগাং গণপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ গুগ্‌গুলগুটিকাভির্হোমং বিদধ্যাদ্ বিনিয়োগং চেতি গাণেশ্বরো মহাকল্পঃ। য এবং সর্ব্ববিঘ্নেষু সাধয়েন্মন্ত্রমুত্তমম্। সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মনোহভীষ্টঞ্চ সিধ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ডাকিন্যো যাতুধানাশ্চ প্রেতাদ্যাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ। শত্রূণাং জায়তে নাশো বশীকরণমেব চ ॥ ৫৮ ॥ ইমং গাণেশ্বরং কল্পং বিজানন্ বিজয়োঽপি চ। তিলকং বিধিনা কৃত্বা জপ্ত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৫৯ ॥ দশাংশং গুটিকা কৃত্বা পূজ্য সিদ্ধবিনায়কম্। সিদ্ধেয়ক্ষেত্রপালস্য চক্রে পূজাং ততো নিশি ॥ ৬০

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাবিদ্যাসাধনে গাণেশ্বরকল্পবর্ণনং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য গুপারি ও তাম্বুলাদি প্রদান করিবে। পরে মূলমন্ত্র যথাশক্তি অষ্টোত্তর শত, সহস্র, লক্ষ বা এককোটি জপ করিয়া তদ্দশাংশ হোম করিবার জন্য "গণেশাগ্নয়ে আবাহয়ামি" বলিয়া গণেশাগ্নির আবাহন করিবে, এবং "গাং গণপতয়ে স্বাহা" বলিয়া গুগ্‌গুলু গুটিকা দ্বারা যথাকাম হোম করিবে। ইহাই গণেশ্বরের মহাকল্প। যে কোন বিঘ্ন হউক না, এই প্রণালীতে মন্ত্রসাধন করিলে সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয়, এবং সাধক সর্ব্ববাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। ডাকিনী, রাক্ষস ও প্রেতাদি ভয়ঙ্কর দেবযোনি সকল তাহার নিকট যায় না। তাহার শত্রুগণ বিনষ্ট হয়; এবং সকলেই তাহার বাশীভূত হইয়া থাকে। বিজয়, এই গণেশ্বর কল্প জানিতেন। তিনি যথাবিধি তিলক করিয়া অষ্টোত্তরশত জপান্তে দশাংশ গুটিকাহোম ও সিদ্ধবিনায়কের পূজা করিয়া পরে সেই রাত্রিকালে সেই সিদ্ধেয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের পূজাও নির্ব্বাহ করিলেন। ৫৬—৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। সূত শ্রুতা পুরাস্মাভিরুৎপত্তির্গণপস্য চ। ক্ষেত্রনাথঃ কথং জজ্ঞে বদৈতচ্ছ্রুণুতাং হি নঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। যদা দারুকদৈত্যেন পীড্যমানা দিবৌকসঃ। শিবং দেব্যা সহাসীনং প্রণিপত্যেদমব্রবন্ ॥ ২ ॥ দেব দৈত্যেন ঘোরেণ দুর্জ্জয়েন সুরাসুরৈঃ। পীড়িতা দারুকেণ স্মঃ স্বস্থানাচ্চাপি চ্যাবিতাঃ ॥ ৩ ॥ ন বিষ্ণুনা ন চেন্দ্রেণ ন চান্যেনাপি কেনচিৎ। শক্যো হন্তুং স দুষ্টাত্মা অর্দ্ধনারীশ্বরং বিনা ॥ ৪ ॥ তেন সম্পীড্যমানানামস্মাকং শরণং ভব। ইত্যুক্ত্বা রুরুদুর্দেবাস্ত্রাহিত্রাহীতি চাব্রবন্ ॥ ৫ ॥ ততোঽতিকৃপয়াবিষ্টহরকণ্ঠস্য কালিমাম্। গৃহীত্বা পার্ব্বতী চক্রে নারীমেকাং মহাভয়াম্ ॥ ৬ ॥ আত্মশক্তিং তত্র মুক্ত্বা প্রোবাচেদং বচঃ শুভা। যস্মাদতীব কালাসি নাম্না ত্বং কালিকা ভব ॥ ৭ ॥ দেবারিঞ্চ দুরাত্মানং শীঘ্রং নাশয় শোভনে। এবমুক্তা মহারাবা কালিকা প্রাপ্য তং

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বে আমরা গণপতির উৎপত্তিবার্ত্তা শুনিয়াছি; পরন্তু তিনি কিরূপে এই ক্ষেত্রের আধিপত্য লাভ করিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—দারুক দৈত্য যখন দেবগণকে পীড়া দিতেছিল, তখন একদা দেবগণ যাইয়া দেবীর সহিত সমাসীন মহেশ্বরকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেব! দারুক দৈত্য আমাদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে; সেই দুর্জ্জয় ঘোর দানব, সুরাসুরের অজেয়; আমরা তৎকর্ত্তৃক স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। সেই দুষ্টাত্মাকে ভবদীয় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ব্যতীত বিষ্ণু ইন্দ্র প্রমুখ অপর কেহই জয় করিতে সমর্থ নহেন। আমরা তৎকর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইতেছি; আপনি আমাদিগের আশ্রয় হউন; আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই বলিয়া দেবগণ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর সেই অমরনিকরের প্রতি করুণাপরবশ হইলেন। কল্যাণকারিণী পার্ব্বতী দেবী তখন শঙ্করের কণ্ঠকালিমা গ্রহণ করিয়া এক ভয়ঙ্করী নারী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে আত্মশক্তি ন্যস্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন,—অয়ি শোভনে। তুমি অতীব কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া তোমার নাম হইল—কালিকা; তুমি সেই

ভ্রাঃ ॥ ৮ ॥ রবেণৈব মৃতং চক্রে সানুগং স্ফুটিত-হৃদম্। ততোঽবন্তীশ্মশানস্থা মহারাবানমুঞ্চত ॥ ৯ ॥ যেয়াসন্ বিকলা লোকাস্ত্রয়োঽপি প্রমৃতা যথা। ততো রুদ্রো বালরূপং কৃত্বা বিশ্বকৃতে বিভুঃ ॥ ১০ ॥ রুদং-স্তস্যাঃ সমীপে চাপ্যাগতঃ প্রেতসদ্মনি। রুদন্তঞ্চ ততো বালং কৃত্বোৎসঙ্গে কৃপান্বিতা ॥ ১১ ॥ কালিকাপায়য়ৎ স্তন্যং মা রুদেতি প্রজল্পতী। স্তন্য-ব্যাজেন বালোঽপি পপৌ ক্রোধং তদঙ্গজম্ ॥ ১২ ॥ যাসৌ হরকণ্ঠভববিষাদাসীৎ সুদুর্দ্ধরা। পীত-ক্রোধস্বভাবে চ সৌম্যাসীৎ কালিকা তদা ॥ ১৩ ॥ বালোঽপি বালরূপং তত্ত্যক্তুমৈচ্ছৎ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ততো দেবাঃ কালিকায়াঃ শঙ্কমানাঃ পুনর্ভয়ম্। উচুর্ম্মা বাল বালত্বং পরিত্যজ কৃপাং কুরু ॥ ১৫ ॥ বাল উবাচ। ন ভেতব্যং কালিকায়াঃ সৌম্যা দেবী যতঃ কৃতা। অস্তি চেদ্ভবতাং ভীতিরন্যান্ স্রক্ষ্যামি

দুরাত্মা সুরবৈরীকে বিনাশ কর। কালিকা দেবী এই কথা শুনিয়া মহা চীৎকার করিতে করিতে সেই দারুক দৈত্য সমীপে যাইয়া চীৎকার দ্বারাই তাহাকে অনুচরগণসহ নিহত করিলেন। চীৎকারশব্দে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি অবন্তীর শ্মশানভূমে যাইয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাহাতে সমগ্র ত্রিলোকবাসী বিকলেন্দ্রিয় —মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বিভু রুদ্র তখন জগতের হিত সাধনার্থ বালকরূপে রোদন করিতে করিতে সেই শ্মশানে কালিকা দেবীর সমীপে যাইয়া উপ-স্থিত হইলেন। কালিকা দেবী তখন কৃপাবশে সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া "রোদন করিও না" বলিতে বলিতে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। বালক-রূপী শঙ্কর তখন স্তন্যপানচ্ছলে তদীয় দেহগত কোপ-রাশি পান করিয়া ফেলিলেন। ১—১২। শম্ভুর কণ্ঠস্থ বিষ হইতে কালিকাদেবীর সেই দারুণ ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সেই ক্রোধ পীত হইলে কালিকাদেবী তখন সৌম্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। বালকও তখন কৃতকার্য্য হইয়া বালকরূপ পরিহার করিতে অভি-লাষী হইলেন। দেবগণ তাহা বুঝিয়া কালিকা হইতে পুনরায় ভয়াশঙ্কায় কহিলেন,—হে বালক! আপনি বালকত্ব পরিহার করিবেন না। আমা-দিগের প্রতি কৃপা করুন। বালক কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা কালিকার ভয় করিও না; ইহাঁকে আমি শান্ত করিয়াছি; তথাপি যদি, তোমাদিগের ভয় হয়, তবে আমি অপর কতকগুলি বালক সৃজন

বালকান্। চতুঃষষ্টিক্ষেত্রপালানিত্যুক্ত্বা সোঽসৃজন্-মুখাৎ ॥ ১৬ ॥ প্রাহ তান্ বালরূপাংশ্চ বালরূপী মহে-শ্বরঃ। স্বর্গেষু পঞ্চবিংশানাং পাতালেষু চ তাব-তাম্ ॥ ১৭ ॥ চতুর্দ্দশানাং ভূর্লোকে বাসো বঃ পালনং তথা। অয়মেব শ্মশানস্থো ভবিতা শ্বা চ বাহনম্ ॥ ১৮ ॥ নৈবেদ্যং ভবতাং রাজমাষতণ্ডুল-মিশ্রকাঃ। অনভ্যর্চ্চ্য চ যো যুষ্মান্ কিঞ্চিৎ কৃত্যং বিধাস্যতি ॥ ১৯ ॥ তস্য তন্নিষ্ফলং ভাবি ভুক্তং প্রেতৈশ্চ রাক্ষসৈঃ। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তত্রৈবা-ন্তরধীয়ত ॥ ২০ ॥ ক্ষেত্রপালাঃ স্থিতাশ্চৈব যথা-স্থানে নিরূপিতাঃ। ইতিঃ বঃ ক্ষেত্রপালানাং সৃষ্টিঃ প্রোক্তা সমাসতঃ ॥ ২১ ॥ আরাধনং প্রবক্ষ্যামি যেন প্রীতা ভবন্তি তে ॥ ২২ ॥ ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ ইতি নবাক্ষরো মহামন্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥ অনেনাত্র চন্দনাদি দত্ত্বা রাজমাষতণ্ডুলমিশ্রকাংশ্চ চতুঃষষ্টি-কৃতভাগান্ বটকান্নিবেদ্য তাবত্যো দীপিকাস্তাবন্তি পত্রাণি পূগানি নিবেদ্য দণ্ডবৎ প্রণম্য মহাস্তুতিমেতাং জপেৎ ॥ ২৪ ॥ ওঁ ঊর্দ্ধকেশা বিরূপাক্ষা নিত্যং যে

করিতেছি। সেই বালকগণ চতুঃষষ্টি ক্ষেত্রের পালক হইবেন। এই বলিয়া তিনি মুখ হইতে চতুঃষষ্টি বালক সৃজন করিলেন। বালরূপী মহেশ্বর সেই বালকগণকে তখন কহিলেন,—তোমরা পঁচিশ জন স্বর্গে, পঁচিশ জন পাতালে, আর চতুর্দ্দশ জন এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া তত্তৎ ক্ষেত্র পালন কর। সক-লেই শ্মশানে বাস করিবে। সকলেরই কুক্কুর বাহন নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজমাষমিশ্রিত তণ্ডুল তোমা-দিগের নৈবেদ্য নির্দ্দেশ করিলাম। তোমাদিগের অর্চ্চনা না করিয়া যে কেহ যাহা কিছু পূজাদি কার্য্য করিবে, তৎসমস্তই বিফল হইবে। প্রেত রাক্ষ-সাদি দেবযোনিগণ তাহাতে ভক্ষণ করিবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষেত্রপালগণও যথানিরূপিত স্থানসমূহে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষেত্রপালগণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলাম। এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মে তাদৃশ আরাধনাবিধি বলিতেছি। ১৩—২২। "ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই নবাক্ষর মন্ত্রই ক্ষেত্র-পালের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রে চন্দনাদি দানান্তে রাজমাষমিশ্রিত তণ্ডুল চতুঃষষ্টিভাগে বিভক্ত করিয়া চতুঃষষ্টি দীপ ও চতুঃষষ্টিভাগ তাম্বূল ও গুপারী নিবেদনান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই স্তব পাঠ

ঘোররূপিণঃ। রক্তনেত্রাশ্চ পিঙ্গাক্ষাঃ ক্ষেত্রপালান্নমামি তান্॥ ২৫॥ অম্বরো হ্যাপকুম্ভশ্চ ইড়াচারস্তথৈব যঃ। ইন্দ্রমূর্ত্তিশ্চ কোলাক্ষ উপপাদ ঋতুংসনঃ॥ ২৬॥ সিদ্ধেয়শ্চৈব বালকো নীলপাদেকদংষ্ট্রিকঃ। ইরাপতিশ্চাঘহারী বিঘ্নহারী তথান্তকঃ॥ ২৭॥ উর্দ্ধপাদঃ কম্বলশ্চ খঞ্জনঃ খর এব চ। গোমুখশ্চৈব জঙ্ঘালো গণনাথশ্চ বারণঃ॥ ২৮॥ জটালোহপ্যজটালশ্চ নৌমি স্বঃক্ষেত্রপালকান্। ঋকারো হঠকারী চ টঙ্কপাণিঃ খনিস্তথা॥২৯॥ ঠঠকণো জম্বরশ্চ স্ফুলিঙ্গাস্যস্তড়িদ্রুচিঃ। দন্তুরো ঘননাদশ্চ নন্দকশ্চ তথাপরঃ॥ ৩০॥ ফেৎকারকারী পঞ্চাস্যো বর্ব্বরী ভীমরূপবান্। ভগ্নপক্ষঃ কালমেঘো যুবানো ভাস্করস্তথা॥ ৩১॥ রৌরবশ্চাপি লম্বোষ্ঠো বণিজঃ সুজটালিকঃ। সুগন্ধো হুহুকশ্চৈব নৌমি পাতালরক্ষকান্॥ ৩২॥ সর্ব্বলিঙ্গেষু হুঙ্কারঃ শ্মশানেষু ভয়াবহঃ। মহালক্ষো বনে ঘোরে জ্বালাক্ষো বসতৌ স্থিতঃ॥ ৩৩॥ একবৃক্ষশ্চ বৃক্ষেষু করালবদনো নিশি। ঘণ্টারবো গুহাবাসী পদ্মখঞ্জো জলে স্থিতঃ॥ ৩৪॥ চত্বরেষু দুরারোহঃ পর্ব্বতে কুরবস্তথা। নির্ঝরেষু প্রবাহাখ্যো মাণিভদ্রো নিধিষ্বপি॥ ৩৫॥ রসক্ষেত্রে রসাধ্যক্ষো যজ্ঞবাটেষু কোটনঃ। চতুর্দ্দশ ভুবং বাপ্য স্থিতাশ্চৈবং নমামি তান্॥ ৩৬॥ এবং চতুঃষষ্টিমিতাঞ্ছরণং যামি ক্ষেত্রপান্। প্রসীদন্তু প্রসীদন্তু তৃপ্যন্তু মম পূজয়া॥ ৩৭॥ সর্ব্বকার্য্যেষু যশ্চৈবং ক্ষেত্রপানর্চ্চয়েচ্ছুচিঃ। ক্ষেত্রপাস্তস্য তুষ্যন্তি যচ্ছন্তি চ সমীহিতম্॥ ৩৮॥ ইমং ক্ষেত্রপকল্পঞ্চ বিজানন বিজয়স্তথা। যথোক্তবিধিনাভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধেয়ং তুষ্টুবে চ তম্॥ ৩৯॥ প্রণম্য চ ততো দেবীমানর্চ্চ্য বটযক্ষিণীম্। পুরা যদা নারদেন কলাপগ্রামতো দ্বিজাঃ॥ ৪০॥ সমানীতাস্তৈশ্চ সাকং সুনন্দা নাম ব্রাহ্মণী। বিধবাভ্যাগতা তত্র তপস্তপ্তুং মহীতটে॥ ৪১॥ সা কৃচ্ছ্রাণি পরাকাংশ্চ অতিকৃচ্ছ্রাণি কুর্ব্বতী। জ্যেষ্ঠে ভাদ্রপদে চক্রে সাবিত্র্যা দ্বে ত্রিরাত্রিকে॥ ৪২॥ মাসোপবাসঞ্চ তথা কার্ত্তিকে কুলনন্দিনী। সপ্তলিঙ্গানি সম্পূজ্য দেবীপূজাং সদা ব্যধাৎ॥ ৪৩॥ দর্শে স্নানং তথা চক্রে মহীসাগরসঙ্গমে। ইত্যাদি বহুভিস্তৈস্তৈর্নিত্যং নিয়মপালনৈঃ॥ ৪৪॥ ধুতপাপা যযৌ লোকমুমায়াঃ কৃতস্বাগতা। অংশেন চ তটে তস্মিন্ সম্ভূতা বটযক্ষিণী॥ ৪৫॥ তস্যাস্তুষ্টৌ বরং

করিবে। যথা,—যাহারা উর্দ্ধনেত্র, বিরূপাক্ষ, নিয়ত ঘোরাকার ও রক্তপিঙ্গললোচন, আমি সেই ক্ষেত্রপালগণকে নমস্কার করি। অম্বর, আপকুম্ভ, ইড়াচার, ইন্দ্রমূর্ত্তি, কোলাক্ষ, উপপাদ, ঋতুংসন, সিদ্ধেয়, বালক, নীলপাদ, একদংষ্ট্রী, ইড়াপতি, অঘহারী, বিঘ্নহারী, অন্তক, উর্দ্ধপাদ, কম্বল, খঞ্জন, খর, গোমুখ, জঙ্ঘাল, গণনাথ, বারণ, জটাল, অজটাল, ইহারা স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল। আমি ইহাঁদিগকে নমস্কার করি, ঋকার, হঠকারী, টঙ্কপাণি, খনি, ঠঠকণ, জম্বর, স্ফুলিঙ্গাস্য, তড়িদ্রুচি, দন্তুর, ঘননাদ, নন্দক, ফেৎকারকারী, পঞ্চাস্য, বর্ব্বরী, ভীমরূপ ভগ্নপক্ষ, কালমেঘ, যুবান, ভাস্কর, রৌরব, লম্বোষ্ঠ, বণিজ, সুজটালিক, সুগন্ধ, হুহুক, ইহাঁরা পাতালরক্ষক। আমি ইহাঁদিগকে নমস্কার করি। সর্ব্বলিঙ্গস্থ হুঙ্কর, শ্মশানস্থ ভয়াবহ, ঘোরবনবাসী মহালক্ষ, বাস্তুবাসী, জ্বালাক্ষ, বৃক্ষবাসী একবৃক্ষ, রাত্রিবিহারী করালবদন, গুহাবাসী ঘণ্টারব, জলবাসী, পদ্মখঞ্জ, চত্বরস্থ, দুরারোহ, পর্ব্বতস্থ কুরব, নির্ঝরস্থ প্রবাহ, নিধিবাসী মাণিভদ্র, রসক্ষেত্রস্থ রসাধ্যক্ষ, যজ্ঞভূমিস্থ কোটন, ভূতলস্থ এই চতুর্দ্দশ জন ক্ষেত্রপালকে আমি নমস্কার করি। এই চতুঃষষ্টিসংখ্যক ক্ষেত্রপালের শরণাপন্ন হইলাম; ইহাঁরা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমার কৃত পূজায় তৃপ্তি লাভ করুন।২৫—৩৭। যে মানব শুচিভাবে সর্ব্বকার্য্যেই এই বিধানে ক্ষেত্রপালগণকে অর্চ্চনা করে, তৎপ্রতি ক্ষেত্রপালগণ তুষ্ট হন এবং তাহাকে সমস্ত বাঞ্ছিত দান করেন। বিজয় এই ক্ষেত্রপালকল্প সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি যথোক্ত বিধানে তত্রত্য ক্ষেত্রপাল সিদ্ধেয়কে অর্চ্চনান্তে স্তুতি নতি করিলেন। পরে বটযক্ষিণীর পূজা করিলেন। পূর্ব্বে যখন নারদ মুনি কলাপগ্রাম হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন, তখন সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত সুনন্দা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী মহীতটে তপস্যার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি কৃচ্ছ্র, পরাক, অতিকৃচ্ছ্রাদি ব্রত করিতেন। জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রমাসে সাবিত্রী ব্রত বিধানে ত্রিরাত্রোপবাস ব্রত করিতেন। কার্ত্তিক মাসে মাসোপবাস করিতেন। নিয়ত সপ্তলিঙ্গের অর্চ্চনান্তে দেবীপূজা করিতেন। অমাবস্যায় মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিতেন। এইরূপে বিবিধ নিয়ম পালন করিয়া তিনি নিষ্পাপ দেহে উমাদেবীর অভ্যর্থনায় অংশরূপে উমালোকে গমন করিলেন এবং অংশদ্বারা সেই মহীতটে বটযক্ষিণীরূপে রহিলেন। সিদ্ধলিঙ্গবাসী শঙ্কর

প্রাদাৎ সিদ্ধলিঙ্গস্থিতো হরঃ। অনভ্যর্চ্চ্য য এনাং চ মৎপূজাং প্রকরিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ তস্য তন্নিষ্ফলং সর্ব্বমিত্যুক্তং পাল্যমেব মে। তস্মাৎ প্রপূজয়েন্নিত্যং বটস্থাং বটযক্ষিণীম্। পুষ্পৈর্ধূপৈস্তু নৈবেদ্যৈর্মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ সুনন্দে নন্দনীয়াসি পূজামেতাং গৃহাণ মে। প্রসীদ সর্ব্বকালেষু মম ত্বং বটযক্ষিণি ॥ ৪৮ ॥ এবং সম্পূজ্য তাং নত্বা ক্ষমাপ্য বটযক্ষিণীম্। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নরো নারী চ সর্ব্বদা ॥ ৪৯ ॥ বিজয়শ্চাপি মাহাত্ম্যমিদং জানন্মহামতিঃ। আনর্চ্চ বটবৃক্ষস্থাং ভক্তিতো বটযক্ষিণীম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সিদ্ধাম্বিকাং স্তুত্বা জপ্তবানপরাজিতাম্। মহাবিদ্যাং বৈষ্ণবীন্তু সাধনেন সমন্বিতাম্ ॥ ৫১ ॥ যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখক্ষয়ো ভবেৎ। তাং বিদ্যাং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুধ্বং বিপ্রপুঙ্গবাঃ ॥ ৫২ ॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঽনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় পীতবাসসে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-নিরুদ্ধ-হয়শিরো-বরাহ-নরসিংহ-বামন-ত্রিবিক্রম-রাম-রাম বরপ্রদ নমোঽস্তু তে নমোঽস্তু তে অসুর-দৈত্যদানব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেতপিশাচকুষ্মাণ্ডসিদ্ধযোগিনীডাকিনীস্কন্দপুরোগমান গ্রহান্নক্ষত্রগ্রহাংশ্চান্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ গদয়া মুষলেন হলেন ভস্মীকুরু সহস্রবাহবে সহস্রচরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্র জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহ মহাপুরুষ বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ দামোদর হৃষীকেশ সর্ব্বাসুরোৎসাদন সর্ব্বভূতবশঙ্কর সর্ব্বদুঃখপ্রভেদন সর্ব্বযন্ত্রপ্রভঞ্জন সর্ব্বনাগপ্রমর্দন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বাহিতপ্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্বরপ্রণাশন সর্ব্বগ্রহনিবারণ সর্ব্বপাপপ্রশমন জনার্দ্দন জনানন্দকর নমোঽস্তু তে স্বাহা ॥ ৫৩ ॥ ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং জপতি পঠতি শৃণোতি স্মরতি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি ন চ তস্য বায়ুগ্নিবজ্রোপলাশনিবর্ষভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চ চৌরভয়ং ন চ শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ ক্বচিদ্রাত্র্যন্ধকারস্ত্রীরাজকুলবিষোপবিষগরদবশীকরণ-বিদ্বেষণোচ্চাটন-বধবন্ধভয়ং বা ন ভবেদেতৈর্মন্ত্রপদৈরুদাহৃতৈর্হৃদা বদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ ॥ ৫৫ ॥ তদ্‌যথা, নমো নমস্তেঽস্তু অভয়ে অনঘে অজিতে অত্রাসিতে অমৃতে অপরাজিতে পঠিতসিদ্ধে স্মরিতসিদ্ধে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তোকে সরসি সরস্বতি ধরণি ধারিণি সৌদামিনি অদিতে বিনতে গৌরি গান্ধারি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি সদ্যোঽবয়বচয়নকরি স্থলগতং জলগতমন্তরিক্ষগতং বা রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতভয়োপদ্রবেভ্যো রক্ষ রক্ষ স্বাহা ॥ ৫৬ ॥ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি। ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা

তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই বটযক্ষিণীকে পূজা না করিয়া আমার পূজা করিবে, তাহার তৎসমস্ত পূজাদি কার্য্য সর্ব্বথা বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং মৎকৃত এই নিয়ম সকলেরই অবশ্য পালনীয়। অতএব পুষ্প ধূপ নৈবেদ্যাদি উপচারে সেই বটবৃক্ষবাসিনী বটযক্ষিণীকে "সুনন্দে ইত্যাদি" "বটযাক্ষণি" পর্য্যন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। নর বা নারী এই বিধান অনুসারে সেই বটযক্ষিণীকে পূজাপূর্ব্বক প্রণামান্তে তৎসকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সর্ব্ব বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। মহামতি বিজয়ও এই মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া ভক্তিসহকারে বটবৃক্ষবাসিনী বটযক্ষিণীকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধাম্বিকারও স্তুতি করিলেন। অতঃপর যাঁহার স্মরণমাত্রে সর্ব্বদুঃখক্ষয় হয়, সেই বৈষ্ণবী অপরাজিতা মহাবিদ্যা জপ করিলেন। হে বিপ্রবরগণ! আমি সেই বিদ্যা কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা শ্রবণ করুন।৩৮—৫২। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি "নমোঽস্তু তে স্বাহা" পর্য্যন্তই সেই অপরাজিতা বিদ্যা। যে ব্যক্তি এই পরম বৈষ্ণবী অপরাজিতা মহাবিদ্যা জপ পাঠ শ্রবণ স্মরণ ধারণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার বায়ু, অগ্নি, বজ্র, প্রস্তর, অশনি বা বৃষ্টির ভয় হয় না; সমুদ্রভয়, গ্রহভয়, চৌরভয়, কিম্বা শ্বাপভয় থাকে না। কদাচ রাত্রি, অন্ধকার, স্ত্রী, রাজকুল, বিষ, উপবিষ, গরদান, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বধ, বন্ধনাদির ভয় হয় না;—যদি সম্যক্ পূজিত ও সুসিদ্ধ এই সমস্ত মন্ত্রপদের উচ্চারণ, বা হৃদয়ে ধারণ করা হয়। সেই সমস্ত মন্ত্র যথা, —"নমো নমস্তে" ইত্যাদি "রক্ষ রক্ষ স্বাহা"। যে রমণীর, আর্ত্তব নাশ গর্ভপাত, মৃতবৎসা দোষ, কিম্বা কাকবন্ধ্যাদোষ ঘটিয়াছে,

ভবেৎ। ধারয়েত ইমাং বিদ্যামেভির্দোষৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৫৭ ॥ রণে রাজকুলে দ্যূতে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ। শস্ত্রং ধারয়তে হেবাং সমরে কাণ্ডধারিণী ॥ ৫৮ ॥ গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং নিত্যং নাশকরী তথা। শিরোরোগজ্বরাণাং চ নাশনী সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫৯ ॥ তদ্‌যথা,—হন হন কালি সর সর কালি সর সর গৌরি ধম ধম গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে তালে মালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে নাশয় পাপং হন দুঃস্বপ্নং বিনাশয় কষ্টনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি শূলিনি অপমৃত্যু-বিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুর্দ্দমদমিনি শর্ব্বরি কিরাতি মাতঙ্গি ওঁ হ্রাঁ হ্রঁ হ্রঁ হ্রঁ ক্রাঁ ক্রঁ ক্রঁ ক্রঁ স্বর স্বর যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা সর্ব্বান্ দম দম মর্দ্দ মর্দ্দ তাপয় তাপয় পাতয় পাতয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি বিনায়কি ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চামুণ্ডে বারুণি প্রচণ্ড বিদ্যোতে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি বিজয়ে শান্তিস্বস্তি-পুষ্টিবিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু বাসিনি প্রতিবিদ্যাং কুরু কুরু আকর্ষিণি বেশিনি জ্বালামালিনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি মনোন্মানিনি রক্ষ রক্ষ বায়বো জ্বালামালিনি তাপনি শোষণি নীলপতাকিনি মহাগৌরি মহাশ্রয়ে মহাময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে কামদুঘে যথামনীষিতং কার্য্যং তন্মম সিধ্যতু স্বাহা ওঁ স্বাহা ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃস্বাহা যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা ওঁ বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা ॥৬০॥ ইতীমাং সাধয়ামাস বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্। বিজয়ঃ সংযতো ভূত্বা মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ ॥ ৬১। য ইমাং পঠতে নিত্যং সাধনেন বিনাপি চ। তস্যাপি সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বর্ব্বরীকোপাখ্যানে মহাবিদ্যাসাধন-বর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অশ্বত্থলাক্ষাবহ্নৌ চ সর্ষপান্ কেসরপ্লুতান। জুহ্বতো মন্ত্রমুখ্যৈশ্চ বলাতিবল-সংজ্ঞকৈঃ ॥১॥ যামে তু প্রথমে যাতে কাচিন্নারী সমাযযৌ। শোণিতাক্তৈকবসনা মহোচ্চোর্দ্ধশিরোরুহা ॥ ২ ॥ দারুণাক্ষী শুক্লদন্তী ভয়স্যাপি ভয়ঙ্করী। সা রুরোদ মহারাবং প্রাপ্য তাং হোমভূমিকাম্ ॥ ৩ ॥ তাং দৃষ্ট্বা চুক্ষুভে সদ্যো বিজয়ো ভীতিমানিব। বর্ব্বরীকশ্চ নির্ভীতিস্তস্যাঃ সম্মুখমাযযৌ ॥ ৪ ॥ ততঃ কণ্ঠং সমাশ্রিত্য তস্যা মতিমতাং বরঃ। রুরোদ দ্বিগুণং বীরো মেঘবন্নাদয়ন্ বহু ॥ ৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা সা চ যাবন্মুঞ্চতি কীর্ত্তিকাম্। তাবন্নিম্পী-

সে এই বিদ্যা ধারণ করিলে তৎসমস্ত দোষে আক্রান্ত হয় না। রণস্থলে, রাজকুলে ও দ্যূতে তাহার নিয়ত জয় হয়। রণক্ষেত্রে তদীয় সাহায্যার্থ কাণ্ডধারিণী দেবী অস্ত্র ধারণ করেন। সমস্ত দেহীরই গুল্ম, শূল, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও জ্বর নাশ বিষয়ে এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ সবিশেষ ফলদায়ক। মন্ত্র যথা,—"হন হন" ইত্যাদি "অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা" পর্য্যন্ত। বিজয় সংযত হইয়া বুদ্ধি-মনঃ সমাধানপূর্ব্বক এই বৈষ্ণবী অপরাজিতা বিদ্যা সাধন করিয়াছিলেন। হে দ্বিজবরগণ! সাধন ব্যতীতও যদি কেহ প্রতিদিন এই বিদ্যা পাঠ করে তবে তাহারও সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যায়। ৫৩—৬২।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অশ্বত্থসমিধ ও লাক্ষা দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নিতে বলা ও অতিবলা মন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত কেশরাপ্লুত সর্ষপ দ্বারা হোম করিতে থাকিলে রাত্রির প্রথম যামান্তে এক রমণী সেখানে প্রাদুর্ভূত হইল। সেই রমণী একবস্ত্রা, সে বস্ত্রখানি আবার শোণিতাপ্লুত, কেশজাল ঊর্দ্ধমুখ ও অত্যুন্নত, নয়নদ্বয় অতি ভীষণ, এবং দশনশ্রেণী শুক্লবর্ণ। সেই নারীমূর্ত্তি ভয়েরও ভয়ঙ্করী। সে সেই হোমভূমিতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া বিজয় সহসা ভয় বশতঃ ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু মতিমান্‌গণের অগ্রগণ্য বর্ব্বরীক নির্ভয়ে তাহার সমীপে যাইয়া তদীয় কণ্ঠে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদপেক্ষাও দ্বিগুণ তারস্বরে মেঘের ন্যায় ভীষণ রোদন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সেই রমণী বিস্মিত হইয়া যেমন গলা

ড়িতে কণ্ঠে মোক্তুং তস্মিন্ন চাশকৎ ॥ ৬ ॥ পীড্যমানে চ বলিনা কণ্ঠে তস্যা মুহুর্ম্মুহুঃ। মুমোচ বিবিধা শব্দান্ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষণং রাবাংস্ততো মুক্ত্বা ত্রাহি মুঞ্চেতি বক্ত্যণু। ততঃ কৃপালুনা মুক্তা পাদয়োঃ পতিতাব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ শরণং তে প্রপন্নাস্মি দাসী কর্ম্মকরী তব। মহাজিহ্বেতি মাং বিদ্ধি রাক্ষসীং কামরূপিণীম্ ॥ ৯ ॥ কাশীশ্মশাননিলয়াং দেবদানবদর্পহাম্। দদাসি যদি মে বীর দুর্লভাং প্রাণদক্ষিণাম্ ॥ ১০ ॥ ততস্তপশ্চরিষ্যামি সর্ব্বভূতা-ভয়প্রদা। অস্মিন্নর্থে স্বদেবস্য শপথা মে তথাত্মনঃ ॥ ১১ ॥ যদ্যেতদ্ব্যত্যয়ং কুর্য্যাং ভস্মীভূয়াং ততঃ ক্ষণম্। এবং ব্রুবাণাং তাং বীরো নিগৃহ্য শপথৈ-র্দৃঢ়ম্ ॥ ১২ ॥ মুমোচ সাপি সংহৃষ্টা কৃচ্ছ্রান মুক্তা যযৌ বনম্। সোহপি বীরঃ খড়্গাধারী তত্রৈবা-বস্থিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ ততো মধ্যমরাত্রৌ চ গর্জ্জিতং শ্রূয়তে মহৎ। অন্ধকারশ্চ সঞ্জজ্ঞে তমো-হন্ধনরকপ্রভম্ ॥ ১৪ ॥ দদৃশে চ ততঃ শৈলঃ শত-শৃঙ্গোহতিবিস্তরঃ। নানাশিলাঃ প্রমুমুচে নানা-বৃক্ষাংশ্চ সোচ্ছ্রয়ান্ ॥ ১৫ ॥ নানানির্ঝরসজ্জোষং ববৃষে শোণিতং বহু। তং তথা নগমালোক্য নির্ভীতো ভৈমিনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥ পর্ব্বতো দ্বিগুণো ভূত্বা পর্ব্বতং সহসাপ্লুতঃ। পদাভিজঘ্নে সংহৃত্য পর্ব্বতং স্বেন ভূভৃতা ॥ ১৭ ॥ তদা বিশীর্ণঃ সোহভূচ্চ পর্ব্বতো ভূমিমণ্ডলে। ততো যোজনদেহাত্মা শত-শীর্ষঃ শতোদরঃ ॥ ১৮ ॥ বক্ত্রৈর্মুঞ্চন্মহাজ্বালাং রেপ-লেন্দ্রোহভ্যধাবত। তং ধাবমানং দৃষ্ট্বৈব বর্ব্ব-রীকো মহাবলঃ ॥ ১৯। বিধায় তাদৃশং রূপং নর্দ্দন্তং চাপ্যধাবত। ততো মধ্যমরাত্রৌ তৌ লঘু চিত্রঞ্চ যুযুধ্ৎ চ ॥ ২০ ॥ যযুধাতে বাণজালৈর্যথা প্রাবৃষি তোয়দৌ। ছিন্নচাপৌ চ খড়্গাভ্যাং ছিন্ন-খড়্গৌ চ মুষ্টিভিঃ ॥ ২১ ॥ পর্ব্বতাবিব সৎপক্ষৌ চিরং যুযুধতুঃ স্থিরম্। ততঃ কক্ষে সমুৎপাট্য ভ্রাময়িত্বা মুহূর্ত্তকম্ ॥ ২২ ॥ ভূমৌ প্রধর্ষয়ামাস

দ্বারা বর্ব্বরীককে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, অমনি বর্ব্বরীক তাহার কণ্ঠদেশ সবলে চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে সে তখন আর অস্ত্রাঘাত করিতে পারিল না; পরন্তু বলবান্ বর্ব্বরীক কর্ত্তৃক বারম্বার সবলে কণ্ঠদেশে নিপীড়িত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ বিবিধ নিনাদ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপে চীৎকার করিয়া পরে "পরিত্রাণ কর, ছাড়িয়া দেও"—মৃদুভাবে এই কথা বলিতে লাগিল। তখন বর্ব্বরীক কৃপা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে তদীয় পদদ্বয়ে পতিত হইয়া কহিল,—আমি তোমার শরণাপন্না, তোমার দাসী ও কিন্নরী হইলাম। আমাকে কামরূপিণী মহাজিহ্বানাম্নী রাক্ষসী বলিয়া অবধারণ কর। আমি দেব-দানব-দর্পহারিণী ও কাশী-শ্মশানবাসিনী। হে বীর! আমাকে যদি দুর্লভ প্রাণ-দক্ষিণা প্রদান করেন, তবে অতঃপর আমি সর্ব্বভূতের অভয়-প্রদারূপেই তপস্যায় নিবিষ্ট হইব। এ বিষয়ে আমি আমার ইষ্ট দেবতার ও আত্মার শপথ করিতেছি; এবং ইহাও শপথ করিতেছি যে, যদি ইহার ব্যত্যয় করি, তবে যেন আমি ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হই। বীর বর্ব্বরীক তখন তাহাকে এইরূপ আরও শপথ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। সেই রাক্ষসী এইরূপে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়া বনে প্রস্থান করিল; বর্ব্বরীকও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ১—১৩। অতঃপর মধ্যম রাত্রে ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল এবং তমোহন্ধনরকের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইল। ইহার পর একটী সুবৃহৎ শতশৃঙ্গ পর্ব্বত দৃষ্ট হইল এবং তাহা হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ ও বিবিধাকার প্রস্তর সকল বর্ষণ হইতে লাগিল। নানা নির্ঝরের ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। বহুল শোণিত বৃষ্টি হইতে লাগিল। ভীমনন্দন তাহাতে অণুমাত্র ভীত না হইয়া তদপেক্ষা দ্বিগুণাকার এক পর্ব্বত হইয়া সহসা লম্ফ প্রদানে সেই শতশৃঙ্গ পর্ব্বতোপরি পতিত হইয়া পদদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতে সেই শতশৃঙ্গ গিরি ভূতলে পতিত ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। শতশৃঙ্গ-পর্ব্বতরূপী রেপলেন্দ্র তখন শতশীর্ষ, শতোদর ও যোজনব্যাপী আকার ধারণপূর্ব্বক মুখসমূহ দ্বারা ভীষণ অগ্নিশিখা উদগিরণ করিতে করিতে ঘোরনাদে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া মহাবল বর্ব্বরীকও তখন তাদৃশ আকার পরিগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। সেই মধ্যরাত্রে তাঁহাদিগের দুইজনের তখন দ্রুত-গতি বিচিত্র মনোহর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়েরই ধনু ছিন্ন হইয়া গেল; তখন খড়্গযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরে খড়্গও ছিন্ন হইল, তখন মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

প্রস্থতশ্চ মুমোচ হ। চিক্ষেপ চাগ্নিকোণে তং মহী-সাগররোধসি ॥ ২৪ ॥ তদ্দূরে রেপলেন্দ্রাখ্যং গ্রামমদ্যাপি বর্ত্ততে। এবং স রেপলো নাম বৃত্রতুল্য-পরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥ নাথঃ শ্মশানস্যাবন্ত্যা বিঘ্নকৃন্নি-হতোঽভবৎ। তং নিহত্য পুনর্বীরো বর্ব্বরীকঃ স্থিতোঽভবৎ ॥ ২৫ ॥ ততস্তৃতীয়যামে চ প্রতীচ্যা দিশ আযযৌ। পর্ব্বতাভা মহানাদা পাদৈঃ কম্পয়তীব ভূঃ ॥ ২৬ ॥ দুহদ্রুহাখ্যাশ্বতরী মেঘ-ভ্রষ্টা তড়িতদ্‌যথা। তামায়ান্তীং তথা দৃষ্ট্বা সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভাম্ ॥ ২৭ ॥ উপস্থিতা জবাদ্ভৈমী ক্রুরোহ প্রহসন্নিব। বেগাত্ততঃ প্রদ্রবন্তীং তুণ্ডে প্রাহত্য মুষ্টিভিঃ ॥ ২৮ ॥ স্থাপয়ামাস তত্রৈব তস্থৌ সা চাতিপীড়িতা। ততঃ ক্রুদ্ধা মহারাব ক্রুত্বাপ্লুত্য দুহদ্রুহা ॥ ২৯ ॥ জগত্যামাশু চিক্ষেপ বর্ব্বরীকং তথেচ্ছকম্। ততো নর্দিত্বা চাতীব পাদঘাতমমুঞ্চত ॥ ৩০ ॥ পাদৌ চ বীরঃ সংগৃহ্য চিক্ষেপ ভুবি লীলয়া। ততঃ পুনঃ সমুত্থায় ধাবন্তীং তাং নিগৃহ্য সঃ ॥ ৩১ ॥ মুষ্টিনা পাতয়িত্বৈব দন্তান্ কণ্ঠমপীড়য়ৎ। ক্লিন্নং বাস ইবাপীড্য প্রাণানত্যাজয়দ্-দ্রুতম্ ॥ ৩২ ॥ এবং সীকোত্তরস্থানে শ্মশানৈক-পদোদ্ভবা। শাকিনীনামধীশা সা বর্ব্বরীকেণ সূদিতা ॥ ৩৩ ॥ হত্বা তাং চাপি চিক্ষেপ প্রতীচ্যামেব লীলয়া। দুহদ্রুহাখ্যমদ্যাপি তত্র গ্রামঃ স্ম বর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥ ততস্তথৈব সন্তস্থৌ বর্ব্বরীকোঽভিরক্ষণে। ততশ্চতুর্থে যামে চ প্রাপ্তঃ ক্ষপণকোঽদ্ভুতঃ ॥ ৩৫ ॥ মুণ্ডী নগ্নো ময়ূরাণাং পিচ্ছধারী মহাব্রতঃ। প্রোবাচ চেদং বচনং হাহা কষ্টমতীব ভোঃ ॥ ৩৬ ॥ অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তদাগ্নির্জ্জাল্যতে কুতঃ। হূয়মানে যতো বহ্নৌ সূক্ষ্মজীববধো মহান্ ॥ ৩৭ ॥ শ্রুত্বেদং বচনং তস্য বর্ব্বরীকোঽব্রবীৎ স্ময়ন্। বদনে সর্ব্বদেবানাং হূয়মানে স্ম পাবকে ॥ ৩৮ ॥ অনৃতং ভাষসে পাপ শিক্ষাযোগ্যাঽসি দৃশ্যতে। ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য

উভয়েই অনেকক্ষণ যাবৎ পক্ষবান পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে যুদ্ধ করিলেন। তারপর বর্ব্বরীক সহসা রেপলেন্দ্রকে কক্ষদেশে ধরিয়া ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল ভ্রামিত করিয়া ভূতলে নিষ্পেষণ করিলেন। যখন দেখিলেন যে, তাহার প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন,—মহীসাগরতীরে কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাপি সেখানে রেপলেন্দ্র নামে গ্রাম আছে। অবন্তীদেশের শ্মশানপতি, বৃত্রতুল্য পরাক্রমশালী, সাধকগণের বিঘ্নকারী রেপলেন্দ্র এই ভাবে নিহত হইয়াছিল। বীর বর্ব্বরীক তাহাকে নিহত করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিলেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহর কালে আবার পশ্চিম দিক্ হইতে পর্ব্বতশব্দবৎ ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল; তত্রত্য ভূমিও যেন অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে দুহদ্রুহা অশ্বতরী মেঘভ্রষ্টা বিদ্যুতের ন্যায় আসিতে লাগিল। ভীমনন্দন সূর্য্যবহ্নিসম কান্তিমতী সেই দুহদ্রুহাকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া সবেগে যাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তুণ্ডে বহু মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানেই থামাইয়া রাখিতে অভিলাষ করিলেন। পরন্তু দুহদ্রুহা তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহানাদ সহকারে লম্ফ প্রদানে বর্ব্বরীককে ভূতলে নিক্ষেপ করিল; এবং ঘোর নিনাদ সহকারে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। বীর বর্ব্বরীক তখন সহসা তাহাকে পদদ্বয়ে ধরিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে আস্ফালিত করিলেন, পরন্তু দুহদ্রুহা সহসা উঠিয়া ধাবিত হইল। বর্ব্বরীকও তখন অবিলম্বেই আবার তাহাকে ধরিয়া এমন মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, তাহাতে তাহার দশনশ্রেণী স্খলিত হইয়া গেল। বর্ব্বরীক তাহাকে ধরিয়া আর্দ্রবসনের ন্যায় গাঢ় নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে অবিলম্বে তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল। ১৪—৩২। সেই সীকোত্তর স্থানে শ্মশানপথ-সম্ভূতা শাকিনীগণনায়িকা দুহদ্রুহা এইরূপে বর্ব্বরীক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। বর্ব্বরীক তাহাকে হত্যা করিয়া পশ্চিমদিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি—সেখানে দুহদ্রুহা নামে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম বিদ্যমান আছে। অতঃপরও বর্ব্বরীক পূর্ব্ববৎ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে চতুর্থ প্রহরে এক অদ্ভুতাকার মুণ্ডিতমস্তক নগ্ন এবং ময়ূরবর্হধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল—সে যেন মহান্ ব্রত পালন করিতেছে। সে কহিল,—হায়! হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! ওহে! অহিংসাই হইল পরম ধর্ম্ম; সুতরাং অগ্নি প্রজ্বালন করা যায় কিরূপে? কেননা, বহ্নিতে হোম করিতে থাকিলে তখন তো অনেকানেক সূক্ষ্মজীবের বধ হয়। তাহার এই কথা শুনিয়া বর্ব্বরীক সহাস্যে কহিলেন,—অগ্নি সমস্ত দেবতার বদনস্বরূপ, সুতরাং তাহাতে হোম করাই তো বিধি। রে পাপ! তুই মিথ্যা কথা কহিতে-

কক্ষামধ্যে স্থিরোঽস্থ চ ॥ ৩৯ ॥ দন্তামুষ্টিপ্রহারৈশ্চ সমাহত্যাভ্যপাতয়ৎ। রুধিরাবিলবক্ত্রং তং মুমোচ পতিতং ভুবি ॥ ৪০ ॥ স ক্ষণাচ্চেতনাং প্রাপ্য ঘোর-দৈত্যবপুর্ধরঃ। ভয়াত্তস্মৈঃ প্রদুদ্রাব গুহাবিবর-মাবিশৎ ॥ ৪১ ॥ বহুপ্রভেতি নগরী ষষ্টিযোজন-মায়তা। তস্যাং বিবেশ সহসা তং চানু বর্ব্বরীককঃ ॥ ৪২ ॥ বর্ব্বরীকং ততো দৃষ্ট্বা নাদোঽভুচ্চ পলাশিনাম্। ধাবধ্বং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ভিদ্যতামিতি ॥ ৪৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দৈত্যবীরাণাং কোটয়ো নব ভীষণাঃ। নানায়ুধধরা বীরং বর্ব্বরীকমুপাদ্রবন ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্ট্বা তান্ কোটিশো দৈত্যান্ ক্রুদ্ধো ভীমাত্মজাত্মজঃ। নিমীল্য সহসা নেত্রে তেষাং মধ্যমধাবত ॥ ৪৫ ॥ পাদঘাতৈস্ততঃ কাংশ্চিদ্ ভুজাঘাতৈস্তথাপরান। হৃদয়স্যাভিঘাতৈশ্চ ক্ষণং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাদ্ ভূমিসমং করী। নবকোটি-স্তথা জঘ্নে সহ তেন পলাশিনা ॥ ৪৭ ॥ ততো নাগাঃ সমাগম্য বাসুকিপ্রমুখাস্তদা। তুষ্টুবু-র্বিবিধৈর্বাক্যৈরূচুঃ সুহৃদয়ঞ্চ তে ॥ ৪৮ ॥ নাগানাং পরমং কৃত্যং কৃতন্তে ভৈমিনন্দন। পলাশী নাম

ছিস্! রে দুর্মতে! সেইজন্য তোকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই বলিয়াই বর্ব্বরীক সহসা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া কক্ষতলে ন্যস্ত করিলেন এবং তদীয় মুখে বহু মুষ্ট্যাঘাতপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাহার দন্তপংক্তি স্খলিত হইয়া গেল, সে রুধিরাপ্লুত-মুখে অচেতন হইল। অনন্তর ক্ষণকালপরে সে চৈতন্য লাভ করিয়া ঘোর দৈত্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বর্ব্বরীকের ভয়ে দ্রুতগতি পলায়ন করিয়া গুহাবিবরে প্রবেশ করিল। সেই গুহামধ্যে ষষ্টিযোজন বিস্তৃতা বহুপ্রভানামে নগরী বিদ্যমান। সন্ন্যাসবেশী দৈত্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া বর্ব্বরীকও তাহার অনুসরণ করিলেন। বর্ব্বরীককে দেখিয়া তখন মাংসাশীগণ, "ধাবন কর' ইহাকে হনন কর, ছেদন কর," ইত্যাদি রূপ চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া নব কোটি ভীষণাকার দৈত্য বীর বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বর্ব্বরীকের প্রতি ধাবিত হইল। ভীমের পৌত্র বর্ব্বরীক তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সক্রোধে সহসা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গ যেমন নলবন দলন করে, তদ্রূপ করাঘাত পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলের আঘাতে পূর্ব্বপলায়িত পলাশী দৈত্যের

দৈত্যোঽয়ং নীতো যৎ সানুগো যমম্ ॥ ৪৯ ॥ অনেন হি বয়ং বীর সানুগেন দুরাত্মনা। পীড়িতা বিবিধো-পায়ৈঃ পাতালাদপ্যধঃ কৃতাঃ ॥ ৫০ ॥ বরঃ বৃণীষ ত্বং তস্মান্নাগেভ্যোঽভিমতং পরম্। বরদাঃ সর্ব্ব এব স্ম বয়ং তুভ্যং সুতোষিতাঃ ॥ ৫১ ॥ সুহৃদয় উবাচ। যদি দেয়ো বরো মহ্যং তদেনং প্ররুণোম্যহম্। সর্ব্ববিঘ্নবিনির্ম্মুক্তো বিজয়ঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২ ॥ তথাস্ত্বেতি তং প্রোচুঃ প্রহৃষ্টা বায়ুভোজনাঃ। স চ তেভ্যঃ পুরীং দত্ত্বা নিবৃত্তো নাগপূজিতঃ ॥ ৫৩ ॥ বিবরস্থ চ মধ্যেন সমাগচ্ছন্মহাপ্রভম্। সর্ব্বরত্ন-ময়ং লিঙ্গং স্থিতং কল্পতরোরধঃ ॥ ৫৪ ॥ অর্চ্চ্য-মানং সুবহ্বীভির্নাগকন্যাভিরৈক্ষত। ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো নাগকন্যা অপৃচ্ছত ॥ ৫৫ ॥ কেনেদং স্থাপিতং লিঙ্গং সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভম্। লিঙ্গাদপি চতুর্দ্দিক্ষু মার্গা শেচমে তু কীদৃশাঃ ॥ ৫৬ ॥ ইতি

সহিত তাহাদিগের সকলকেই নিঃশেষে নিহত করিলেন। অতঃপর বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ আসিয়া বিবিধ মধুর বাক্যে সেই সুহৃদয় বর্ব্বরীককে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—হে ভীম-পৌত্র! আপনি যে পলাশী দৈত্যকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে নাগগণের পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। হে বীর! এই দুরাত্মা ইহার অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বিবিধ প্রকার লাঞ্ছনা দিয়াছে; ইহার অত্যাচারে আমরা পাতালেরও নিম্নতর ভাগে যাইতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব তুমি নাগগণের নিকট অভিমত বর গ্রহণ কর; আমরা সকলেই সন্তুষ্ট মনে তোমাকে বরদানে অভিলাষী হইয়াছি। ৩৭—৫১। সুহৃদয় কহিলেন,—নাগগণ! আমাকে যদি বর দিতে হয়, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, বিজয় যেন সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। নাগগণ হৃষ্টচিত্তে "তথাস্তু" বাক্যে তাঁহাকে সেই বরই দান করিলেন। বর্ব্বরীকও তখন নাগগণকেই সেই পুরী প্রদান করিয়া নাগগণ কর্ত্তৃক সসম্মানে সৎকৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিবরপথে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথে দেখিলেন,—এক-স্থানে কল্পতরুমূলে একটী সর্ব্বরত্নময় লিঙ্গ বিরাজ-মান; অনেক নাগকন্যা তাহার অর্চ্চনা করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত চিত্তে নাগকন্যাগণকে জিজ্ঞা-সিলেন,—এই সূর্য্যাগ্নি সম সমুজ্জ্বল লিঙ্গটী কে স্থাপন করিয়াছে? আর লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে এই যে সকল

বীরবচঃ শ্রুত্বা বৃহৎকটিপয়োধরা। সব্রীড়ং স্মিতাপাঙ্গনির্ম্মোক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥ সর্ব্বপন্নগরাজেন শেষেণ সুমহাত্মনা। তপস্তপ্ত্বা মহালিঙ্গমিদমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫১ ॥ দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ধ্যানাদর্চ্চনাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদম্। লিঙ্গাৎ পূর্ব্বেণ মার্গোঽয়ং যাতি শ্রীপর্ব্বতং ভুবি ॥ ৫৯ ॥ এলাপত্রেণ বিহিতো নাগানাং তত্র প্রাপ্তয়ে। দক্ষিণেন চ মার্গোঽয়ং যাতি শূর্পারকং ভুবি ॥ ৬০ ॥ কর্কোটকেন নাগেন কৃতোঽয়ং তত্র প্রাপ্তয়ে। পশ্চিমেন চ মার্গোঽয়ং প্রভাসং যাতি সুপ্রভম্ ॥ ৬১ ॥ ঐরাবতেন বিহিতো নাগানাং গমনায় চ। উত্তরেণ চ মার্গোঽয়ং যেন যাতুং ভবান্ স্থিতঃ ॥ ৬২ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে সিদ্ধলিঙ্গং যাতি শক্তিগুহাকৃতঃ। বিহিতস্তক্ষকেণাসৌ যাতুং তত্র মহাত্মনা ॥ ৬৩ ॥ ইতীদং বর্ণিতং বীর বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রূয়তাং মম। কো ভবানধুনৈবেতো দৈত্যপৃষ্ঠগতোঽভবৎ। অধুনৈব তথৈকাকী সমায়াতোঽত্র নো বদ ॥ ৬৪ ॥ বয়ঞ্চ সর্ব্বাস্তে দাস্যস্ত্বাং পতিং প্রবৃণীমহে। অস্মাভিঃ সহিতঃ ক্রীড় বিবিধাস্বত্র ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। অহং কুরুকুলোৎপন্নঃ পাণ্ডুপুত্রস্য পৌত্রকঃ। বর্ব্বরীক ইতি খ্যাতস্তং দৈত্যং হন্তুমাগতঃ ॥ ৬৬ ॥ স চ দৈত্যো হতঃ পাপঃ পুনর্যাস্যে মহীতলম্। ভবতীভিশ্চ মে নাস্তি কৃত্যং ভো ভোঃ কথঞ্চন ॥ ৬৭ ॥ ব্রহ্মচারিব্রতং যস্মাদহং সততমাস্থিতঃ। ইত্যুক্ত্বাভ্যর্চ্চ্য তল্লিঙ্গং প্রণিপত্য চ দণ্ডবৎ ॥ ৬৮ ॥ উর্দ্ধমাচক্রমে বীরঃ কাতরং তাভিরীক্ষিতঃ। ততো বহিঃ সমাগত্য সপ্রকাশং মুখং তদা ॥ ৬৯ ॥ প্রহর্ষেণৈব পূর্ব্বস্যা বিজয়ং দদৃশে দিশঃ। তস্মিন কালে চ বিজয়ঃ কর্ম্ম সর্ব্বং সমাপ্তবান ॥ ৭০ ॥ কান্ত্যা সূর্য্যসমাভাস উর্দ্ধমাচক্রমে ক্ষণাৎ। ততো বিয়দ্গতং দৈবৈঃ পুষ্পবর্ষমভূন্মহৎ ॥ ৭১ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। বিজয়ো বর্ব্বরীকঞ্চ ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৭২ ॥ তব প্রসাদাদ্বীরেশ সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা ময়াতুলা। চিরং জীব চিরং নন্দ চিরং বস

পথ দেখা যাইতেছে; ইহাই বা কিরূপ? বীর বর্ব্বরীকের এই কথা শুনিয়া কোনও বিশালকটিতটা পীনস্তনী রমণী সলজ্জ সস্মিত মুখে কটাক্ষবিক্ষেপ সহকারে কহিল, সর্ব্বসর্পরাজ সুমহাত্মা শেষনাগ সুমহৎ তপস্যা করিয়া এখানে এই মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। এই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন ধ্যান ও অর্চ্চন করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়। লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে এই যে পথ দেখিতেছেন, ইহা দ্বারা ভূতলে শ্রীপর্ব্বতে যাওয়া যায়। এলাপত্র নাগ, নাগগণের গমনাগমনার্থ এই পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন দক্ষিণ দিকে এই যে পথ, ইহা দ্বারা ভূতলে শূর্পারক তীর্থে যাওয়া যায়। কর্কোটক নাগ, সেখানে যাতায়াত নিমিত্ত এই পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। পশ্চিম দিকের এই পথে মহাপ্রভাব প্রভাস তীর্থে যাওয়া যায়; ঐরাবত নাগ, নাগগণের গমনাগমন জন্য এই পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনি যে পথে যাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ইহা উত্তর দিকের পথ; এই পথে গুপ্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধলিঙ্গ সমীপে যাওয়া যায়। এই গুহা-পথই শক্তিগুহা নামে প্রসিদ্ধ। মহাত্মা তক্ষক, যাতায়াতার্থ এই পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৩৪—৬৩। হে বীর! এইতো আপনাকে পথের কথা কহিলাম। এক্ষণে আমার বিজ্ঞাপন শুনুন। আপনি তো এখনই এক দৈত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন, আবার এখনই একাকী ফিরিয়া আসিলেন; আপনি কে? আমাদিগকে তাহা বলুন। আমরা সকলেই আপনার দাসী,—আমরা আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতেছি। আপনি আমাদিগের সহিত অত্রত্য বিবিধ বিচিত্র ক্ষেত্রে বিহার করিতে থাকুন। বর্ব্বরীক কহিলেন,—কুরুকুলে আমার উৎপত্তি; আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের পৌত্র। আমার নাম বর্ব্বরীক, আমি সেই দৈত্যকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলাম। সে দৈত্যকে নিহত করিয়াছি; এক্ষণে পুনরায় ভূতলে যাইব। হে নারীগণ! তোমাদিগের দ্বারা আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কারণ, আমি নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। বীর বর্ব্বরীক এই বলিয়া সেই লিঙ্গের অর্চ্চনান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই কন্যাগণ তখন কাতর ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বর্ব্বরীক ক্রমে সেই বিবরের বহির্ভাগে আসিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিক্ সুপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে; বিজয় সহাস্যমুখে অবস্থিত আছেন। বিজয় তখন সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল শরীরে ক্ষণমাত্রে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর উঠিলেই দেবগণ সুমহৎ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত ও অপ্সরারা নৃত্য করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। বিজয় তখন আকাশে থাকিয়াই বর্ব্বরীককে কহিলেন,—হে বীরবর! তোমার প্রসাদে আমি অতুলনীয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। তুমি চিরকাল জীবিত থাক,

চিরং জয় ॥ ৭৩ ॥ অত এব হি সাধূনাং সঙ্গমিচ্ছন্তি সাধবঃ। ঔষধং সর্ব্বদোষাণাং ভবেৎ সৎসঙ্গমো যতঃ ॥ ৭৪ ॥ ত্বঞ্চ হোমস্থিতং ভস্ম সিন্দূরসদৃশ-প্রভম্। নিঃশল্যং সবিবরকং পূর্যমাণং গৃহাণ চ ॥ ৭৫ ॥ অক্ষয্যমেতৎ সংগ্রামে প্রথমং তে প্রমুক্তঃ। শত্রূণাং স্থানকং মৃত্যোর্দেহং ধ্বস্তং করিষ্যতি ॥ ৭৬॥ এবং সুখেন বিজয়ঃ শত্রূণান্তে ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। উপকুর্য্যান্নিরাকাঙ্ক্ষো যঃ স সাধুরিতীর্য্যতে। সাকাঙ্ক্ষমুপকুর্য্যাদ্যঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ ॥ ৭৮ ॥ তদ্দেহি ভস্ম চান্যস্মৈ কেনাপ্যর্থো ন মেঽস্ত্যপি। প্রসাদসুমুখাং দৃষ্টিং বিনা নান্যদ্বৃণোমি তে ॥ ৭৯ ॥ দেবা উচুঃ। কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবিষ্যতি মহান্ রণঃ। ততো ভূমিস্থিতং ভস্ম প্রাপ্স্যন্তি যদি কৌরবাঃ ॥ ৮০ ॥ মহাননর্থো ভবিতা পাণ্ডবানাং ততঃ স্ফুটম্। তস্মাদ্‌গৃহাণ ত্বং ভস্ম সোঽপি চক্রে তথা বচঃ ॥ ৮১ ॥ দেবীভিঃ সহিতা দেবাঃ সম্মান্য বিজয়ঞ্চ তে। সিদ্ধৈশ্বর্য্যং দত্বন্তস্মৈ সিদ্ধসেনেতি নাম চ ॥ ৮২ ॥ এবং স বিজয়ো বিপ্রঃ সিদ্ধিং লেভে সুদুর্লভাম্। বর্ব্বরীকশ্চ কৃত্যৈ-তদ্দেবীভক্তিরতোঽবসৎ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিজয়স্য সিদ্ধিলাভবর্ণনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চিরকাল আনন্দ লাভ কর, চিরকাল ভূমণ্ডলে সুখে বাস কর, এবং চির কাল জয়যুক্ত হও। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদোষেরই ঔষধ; সেই জন্যই সাধুগণ সাধুসঙ্গের অভিলাষ করেন। তুমি হোমকুণ্ডস্থ সিন্দূরসমকান্তি ভস্ম—যাহা শর্করাদি শল্যহীন এবং যাহা বিবরমুখে প্রবেশ করিতেছে, তাহাই গ্রহণ কর। তুমি সংগ্রামকালে এই ভস্ম লইয়া শত্রু-গণের প্রতি নিক্ষেপ করিও; ইহাতে শত্রুগণের দেহ ও গেহ বিধ্বস্ত হইবে, শত্রুগণ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে, সুতরাং অনায়াসেই তোমার বিজয় লাভ হইবে। বর্ব্বরীক কহিলেন,—নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি উপকার করেন, তাঁহাকেই সাধু বলা যায়; পরন্তু স্বার্থবুদ্ধিতে উপকার করিলে কোনগুণে তাহাকে সাধু বলা যাইবে? অতএব আপনি অন্য কাহাকেও এই ভস্ম প্রদান করুন; আমার ইহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার সুপ্রসন্ন বদনের অবলোকন কামনা করি; অপর কিছুই চাই না।৬৪—৭৯। দেবগণ কহিলেন,—হে বর্ব্বরীক! ভাবিকালে কৌরবগণ সহ পাণ্ডব গণের তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে; ভূমিস্থিত এই ভস্ম যদি কোন রকমে কৌরবেরা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পক্ষে মহান্ অনর্থপাত হইবে। অতএব তুমি এই ভস্ম গ্রহণ কর। এই কথা শুনিয়া বর্ব্বরীকও তখন সেই ভস্ম গ্রহণ করিলেন। এ দিকে দেবগণও অপরাপর দেবীগণের সহিত মিলিত ভাবে বিজয়কে সম্মান সহকারে সিদ্ধৈশ্বর্য্য দানান্তে সিদ্ধসেন নাম প্রদান করিলেন। সেই বিজয় নামক বিপ্র, এইভাবে সুদুর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ব্বরীকও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিয়া দেবীগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৮০—৮৩।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং তত্র স্থিতে তীরে দেব্যা-রাধনতৎপরে ॥ সপ্তলিঙ্গার্চ্চনরতে ভীমনন্দন-নন্দনে ॥ ১ ॥ ততঃ কালেন কেনাপি পাণ্ডবা দ্যূতনির্জ্জিতাঃ। তত্রাজগ্মুশ্চ ক্রমতস্তীর্থস্নানকৃতে ভুবম্ ॥ ২ ॥ প্রাগেব চণ্ডিকাং দেবীং ক্ষেত্রাদী-শানতঃ স্থিতাম্। আসেদুর্মার্গখিন্নাস্তে দ্রৌপদী-পঞ্চমাস্তদা ॥ ৩ ॥ তত্রৈব চোপবিষ্টোঽভূত্তদানীং চণ্ডিকাগণঃ। বর্ব্বরীকশ্চ তান্ বীরান্ সমায়াতান-পশ্যত ॥৪॥ পরং নাসৌ বেদ পাণ্ডূন্ পাণ্ডবাস্তঞ্চ নো বিদুঃ। আজন্ম যস্মান্নৈবাভূৎ পাণ্ডূনাং চাস্য সঙ্গমঃ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভীমনন্দন-নন্দন বর্ব্বরীক এই ভাবে সপ্তলিঙ্গের অর্চ্চনাপূর্ব্বক দেবীর আরাধনায় নিবিষ্ট হইলে পর কিয়ৎকালান্তে পাণ্ডবগণ দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তীর্থস্নানার্থ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর সহিত পথক্লেশে ব্যাকুল ছিলেন বলিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের ঈশানকোনস্থ চণ্ডিকা-মন্দিরেই প্রবেশ করিলেন। তখন সেখানে চণ্ডিকার পরিচারক বর্ব্বরীকও উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সেই বীরগণকে আসিতে দেখিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডব বলিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না; আর

৫ ॥ ততঃ প্রবিশ্য বৈ তস্মিন্ দেবীমাসাদ্য পাণ্ডবাঃ। পিণ্ডকাদ্যং তত্র মুক্ত্বা তৃষা প্রৈক্ষি জলং তদা ॥ ৬ ॥ ততো ভীমঃ কুণ্ডমধ্যং জলং পাতুং বিবেশ হ; প্রবিশন্তং চ তং প্রাহ যুধিষ্ঠির ইদং বচঃ ॥ ৭ ॥ উদ্ধৃত্য ভীম তোয়ং ত্বং পাদৌ প্রক্ষাল্য ভো বহিঃ। ততঃ পিবান্যথা দোষো মহাংস্ত্বামুপপৎস্যতে ॥ ৮ ॥ এতদ্ভ্রাতুর্বচো ভীমস্তৃষাব্যাকুললোচনঃ। অশ্রুত্বৈব বিবেশাসৌ কুণ্ডমধ্যং জলেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥ স চ দৃষ্ট্বা জলং পাতুং তত্রৈব কৃতনিশ্চয়ঃ। মুখং হস্তৌ চ চরণৌ ক্ষালয়ামাস শুদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥ যতঃ পীতং জলং পুংসামপ্রক্ষাল্য চ যদ্ভবেৎ। প্রেতাঃ পিশাচাস্তদ্রূপং সংক্রম্য প্রপিবন্তি তৎ ॥ ১১ ॥ এবং প্রক্ষালয়ানে চ পাদৌ তত্র বৃকোদরে। উপবিষ্টস্তদা প্রাহ সত্যং সুহৃদয়ো বচঃ ॥ ১২ ॥ দুর্ম্মতে ভোঃ কিমেতত্ত্বং কুরুষে পাপনিশ্চয়ঃ। দেবীকুণ্ডে ক্ষালয়সি মুখং পাদৌ করৌ চ যৎ ॥ ১৩ ॥ যতো দেবী সদানেন জলেন স্নাপ্যতে ময়া। তদত্র প্রক্ষিপংস্তোয়ং মলপাপান্ন বিভ্যসি ॥ ১৪ ॥ মলাক্তং তোয়ং যন্নাম অস্পৃশ্যং তন্নরৈরপি। কুতো দেবৈশ্চ তৎপাপং স্পৃশ্যতে তত্ত্বতো বদ ॥ ১৫ ॥ শীঘ্রং চ ত্বং নিঃসরাস্মাৎ কুণ্ডাদ্ভূত্বা বহিঃ পিব। যদ্যেবং পাপমূঢোঽসি তীর্থেষু ভ্রমসে কুতঃ ॥ ১৬ ॥ ভীম উবাচ। কিমেতদ্ভাষসে ক্রূর পরুষং রাক্ষসাধম। যতস্তোয়ানি জন্তুনামুপভোগার্থমেব হি ॥ ১৭ ॥ তীর্থেষু কার্য্যং স্নানং চেত্যুক্তং মুনিবরৈরপি। অঙ্গপ্রক্ষালনং স্নানমুক্তং মাং নিন্দসে কুতঃ ॥ ১৮ ॥ যদি ন ক্রিয়তে পানমঙ্গপ্রক্ষালনং তথা। তৎ কিমর্থং পূর্ত্তধর্ম্মাঃ ক্রিয়ন্তে ধর্ম্মশালিভিঃ ॥ ১৯ ॥ সুহৃদয় উবাচ। স্নাতব্যং তীর্থমুখ্যেষু সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ। চরেষু কিং তু সংবিশ্য স্থাবরেষু বহিঃ স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ স্থাবরেষ্বপি সংবিশ্য তত্র স্নানং বিধীয়তে। ন যত্র দেবস্নানার্থং ভক্তৈঃ সংগৃহ্যতে জলম্ ॥ ২১ ॥ যচ্চ হস্তশতাদূর্দ্ধং সরস্তত্র বিধীয়তে। সংবেশেঽপি ক্রমশ্চায়ং পাদৌ প্রক্ষাল্য যদ্বহিঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ স্নানং

পাণ্ডবেরাও তাঁহাকে বর্ব্বরীক বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। কারণ, জন্মাবধি ইহাঁর সহিত পাণ্ডবগণের কখনও মিলন ঘটে নাই। পাণ্ডবগণ সেখানে দেবীর সমীপে যাইয়া সঙ্গীয় দ্রব্যাদি স্থাপনান্তে তৃষ্ণাবশে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে ভীম, জলপানার্থ কুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন,—ওহে ভীম! তুমি জল তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কুণ্ডের বহির্ভাগে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তারপর জলপান কর; নচেৎ তোমার মহান্ দোষ হইবে। তৃষ্ণায় উদ্‌ভ্রান্তনেত্র ভীম কিন্তু সে কথা শুনিতে পাইলেন না; তিনি জলপানার্থ কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন, এবং জল দেখিয়া জলপান বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করিয়া দেহশুদ্ধিনিমিত্ত মুখ, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সেই জলে প্রক্ষালন করিলেন। কারণ উক্ত পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন না করিয়া জলপান করিলে প্রেত-পিশাচাদি দেব-যোনিগণ সেই মানবের শরীরে সংক্রান্ত হইয়া উক্ত জলপান করিয়া থাকে। ১—১১। বৃকোদর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই জলমধ্যে পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিলেন, দেখিয়া উপরিভাগে অবস্থিত সুহৃদয় বর্ব্বরীক তাঁহাকে এই সত্যবাক্য কহিলেন;—ওহে দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ! তুমি যে দেবীকুণ্ডে পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিলে; একি ব্যবহার? এই কুণ্ডের জলদ্বারা আমি প্রতিদিন দেবীকে স্নান করাই; আর তুমি কিনা তাহাতে মলক্ষেপ করিলে!—তোমার পাপের ভয় নাই? মলাক্তজল মানবগণেরও অস্পৃশ্য, দেবতাকে তাহা স্পর্শ করান যায় কেমন করিয়া?—বল দেখি? তুমি শীঘ্র এই কুণ্ডের বাহিরে আইস; বাহিরে আসিয়া জলপান কর। রে পাপিষ্ঠ! তুমি যদি এমনই মূর্খ, তবে তীর্থ ভ্রমণ করিতেছ কিরূপে? ভীম কহিলেন,—রে ক্রূর! রাক্ষসাধম! এত কটুকথা বলিতেছ কেন? সমস্ত জলইতো প্রাণিগণের উপভোগার্থ নির্দ্দিষ্ট। আবার তীর্থে স্নান করিতেও তো মুনিবরগণ বিধান করিয়াছেন। স্নান শব্দেই অঙ্গ প্রক্ষালন বুঝায়। তবে আমাকে নিন্দা করিতেছিস্ কেন? যদি পান বা অঙ্গ-প্রক্ষালন করা না যায়, তবে ধার্ম্মিকগণ পূর্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কি জন্য? সুহৃদয় কহিলেন,—শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করা কর্ত্তব্য, ইহা সত্যই বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বিশেষ বিধান এইরূপ যে, চল-জলাশয়ে অবগাহন করিয়া, আর স্থির-জলাশয়ে বাহিরে থাকিয়া স্নান করিতে হয়। বিশেষতঃ স্থাবরেও অবগাহন স্নান করা যায়,—যদি তাহা হইতে ভক্তগণ দেবস্নানার্থ জল সংগ্রহ না করে। আর যে সরোবর শতহস্ত পরিসর, বহির্ভাগে পাদপ্রক্ষালন করিয়া তাহাতেও অবগাহন করিতে

প্রকর্ত্তব্যমন্তথা দোষ উচ্যতে। কিং ন শ্রুতস্বয়া প্রোক্তঃ শ্লোকঃ পদ্মভুবা পুরা ॥ ২৩ ॥ মলং মূত্রং পুরীষঞ্চ শ্লেষ্ম নিষ্ঠীবনাশ্রু চ। গণ্ডূষাশ্চৈব মুঞ্চন্তি যে তে ব্রহ্মহণৈঃ সমাঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মান্নিঃসর শীঘ্রং ত্বং যদ্যেবমজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎকিমর্থং দুরাচার তীর্থে-ষটসি বালিশ ॥ ২৫ ॥ যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্। নির্ব্বিকারাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ স হি তীর্থ-ফলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥ ভীম উবাচ। অধর্ম্মো বাপি ধর্ম্মোঽস্তু নির্গন্তুং নৈব শক্নুয়াম্। ক্ষুধা তৃষা ময়া নিত্যং বারিতুং নৈব শক্যতে ॥ ২৭ ॥ সুহৃদয় উবাচ। জীবিতার্থে ভবান কস্মাৎ পাপং প্রকুরুতে বদ। কিং ন শ্রুতস্ত্বয়া শ্লোকঃ শিবিনা যঃ সমীরিতঃ ॥ ২৮ ॥ মুহূর্ত্তমপি জীবেত নরঃ শুক্লেন কর্ম্মণা। ন কল্পমপি জীবেত লোকদ্বয়বিরোধিনা ॥ ২৯ ॥ ভীম উবাচ। কাকারবেণ তে মহ্যং কর্ণৌ বধিরতাং গতৌ। পাস্যাম্যেব জলং চাত্র কামং বিলপ শুষ্য বা ॥ ৩০ ॥ সুহৃদয় উবাচ। ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতস্ত্বহং ধর্ম্মাভিরক্ষিণাম্। তস্মাত্তে পাতকং কর্ত্তুং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥ তস্মাকাথ শীঘ্রং ত্বমস্মাৎ কুণ্ডাদ্বিনিঃসর ॥ ৩২ ॥ ইষ্টকাশকলৈঃ শীঘ্রং চূর্ণয়িষ্যেঽন্যথা শিরঃ। ইত্যুক্ত্বা চেষ্টকাং গৃহ্য মুমোচ শিরসঃ প্রতি ॥ ৩৩ ॥ ভীমশ্চ বঞ্চয়িত্বা তামুৎপ্লুত্য বহিরাব্রজৎ। ভর্ৎসয়ন্তৌ ততশ্চোভাবন্যোন্যং ভীমবিক্রমৌ ॥ ৩৪ ॥ যুযুধাতে প্রলম্বাভ্যাং বাহুভ্যাং যুদ্ধপারগৌ। ব্যূঢোরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলা-বুভৌ ॥ ৩৫ ॥ মুষ্টিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈশ্চ জানুভিশ্চাভি-জঘ্নতুঃ। ততো মুহূর্ত্তাৎ কৌরব্যঃ পর্য্যহীয়ত পাণ্ডবঃ ॥ ৩৬ ॥ হীয়মানস্ততো ভীম উদ্যতোঽভূৎ পুনঃপুনঃ। অহীয়ত ততোঽপ্যঙ্গ ববৃধে বর্ব্বরীককঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো ভীমং সমুৎপাট্য বর্ব্বরীকো বলাদিব। নিষ্পপেষ ততঃ ক্রুদ্ধস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩৮ ॥ মূর্চ্ছিতং চৈনমাদায় বিষ্ফুরন্তং পুনঃপুনঃ। সাগরায় প্রচলিতঃ ক্ষেপ্তুং তত্র মহাম্ভসি ॥ ৩৯ ॥ দদৃশুঃ

হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্নান করিলে পাপভাগী হইতে হয়। এ সম্বন্ধে পুরাকালে ব্রহ্মা যে একটী শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা কি শুন নাই? সেই শ্লোক যথা,—যাহারা জলমধ্যে মল, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন ও গণ্ডূষ পরিত্যাগ করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতীর তুল্য। অতএব তুমি অবিলম্বে কুণ্ডের বাহির হও। ওরে দুরাচার, মূর্খ! তুই যদি এমনই অজিতেন্দ্রিয়, তবে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিস্ কিজন্য? যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, এবং মন সম্যক্ সংযত, আর যাহার সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বিকারে সম্পাদিত হয়, সে-ই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। ভীম কহিলেন,—অধর্ম্মই হউক, আর ধর্ম্মই হউক, আমি বাহিরে যাইতে পারিব না; চিরকালই আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারি না। সুহৃদয় কহিলেন,—তুমি প্রাণের জন্য কেন পাপ করিতেছ, বল। শিবি যে একটী শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শুন নাই? সেই শ্লোক যথা,—বিশুদ্ধ কর্ম্মাচরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র জীবিত থাকাও ভাল, পরন্তু ইহ পর উভয় কালের বিরোধী পাপ কর্ম্ম করিয়া কল্পকাল জীবিত থাকাও ভাল নহে।২২—২৯। ভীম কহিলেন,—তোর 'কা' 'কা' রবে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়া গেল; তুই যথেচ্ছ বিলাপই কর, আর শুকাইয়াই মর, আমি কিন্তু এখানে জল-পান করিবই। সুহৃদয় কহিলেন,—আমি ধর্ম্মপালক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছি; সেই জন্য তোমাকে কোন মতেই এখানে পাতকাচরণ করিতে দিব না। অতএব রে হতভাগ্য! তুই শীঘ্র এই কুণ্ড হইতে বহির্গত হ'। নচেৎ অবিলম্বে এই ইষ্টকা-খণ্ড দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বর্ব্বরীক এই বলিয়াই এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া ভীমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ভীম একটু সরিয়া যাইয়া লম্ফ প্রদানে কুণ্ডের বাহিরে আসিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীমবিক্রম যুদ্ধপারগ বীরদ্বয় পরস্পর সুদীর্ঘ বাহুবিক্ষেপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই উন্নত-বক্ষস্থল, দীর্ঘবাহু এবং বাহুযুদ্ধে পারদর্শী। তাঁহারা মুষ্টি, পাদপার্ষ্ণি ও জানুদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তার পর কিয়ৎ-কালান্তে পাণ্ডুনন্দন ভীম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি বারম্বার উদ্যম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি অঙ্গ তাঁহার ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। আর বর্ব্বরীক ক্রমে বর্দ্ধিতবিক্রমই হইতে লাগিলেন। পরে বর্ব্বরীক সক্রোধে বলপূর্ব্বক ভীমকে উঠাইয়া মহীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। ভীম তখন মূর্চ্ছিত হইয়া অল্পাল্প স্পন্দন মাত্র করিতে লাগিলেন। বর্ব্বরীক তখন তাঁহাকে সাগরজলে ক্ষেপণার্থ

পাণ্ডবা নৈতদ্দেব্যা নয়নযন্ত্রিতাঃ ॥ ৪০ ॥ তথা গৃহীতে কুরুবীরমুখ্যে বীরেণ তেন।দ্ভুতবিক্রমেণ। আশ্চর্য্যমাসীদ্দিবি দেবতানাং দেবীভিরাকাশতলে নিরীক্ষ্য তম্ ॥ ৪১ ॥ সাগরস্য ততস্তীরে বর্ব্বরীকং গতং তদা। নিরীক্ষ্য ভগবান রুদ্রো বিয়ৎস্থঃ সমভাষত ॥ ৪২ ॥ ভোভো রাক্ষসশার্দ্দূল বর্ব্বরীক মহাবল। মুঞ্চৈনং ভরতশ্রেষ্ঠং ভীমং তব পিতামহম্ ॥ ৪৩ ॥ অয়ং হি তীর্থযাত্রায়াং বিচরন্ ভ্রাতৃভির্যুতঃ। কৃষ্ণয়া চাপ্যদস্তীর্থং স্নাতুমেবাভ্যুপাযযৌ ॥ ৪৪ ॥ সম্মানং সর্ব্বথা তস্মাদর্হঃ কৌরবনন্দনঃ। অপাপো বা সপাপো বা পূজ্য এব পিতামহঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত উবাচ। ইতি রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা সহসা তং বিমুচ্য সঃ। অপতৎ পাদয়োর্গা ধিক্ কষ্টং কষ্টঞ্চ প্রাহ সঃ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতাং চেতি পুনঃ পুনরবোচত। শিরশ্চ তাড়য়ন্ স্বীয়ং রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥ তং তথা পরিশোচন্তং মুহ্যমানং মুহুর্ম্মুহুঃ। ভীমসেনঃ সমালিঙ্গ্য আঘ্রায় চ বচোঽব্রবীৎ ॥ ৪৮ ॥ বয়ং ত্বাং নৈব জানীমস্ত্বং চাস্মাঞ্জন্মকালতঃ। অত্র বাসশ্চ তে পুত্র ভৈমেঃ কৃষ্ণাচ্চ সংশ্রুতঃ ॥ ৪৯ ॥ পরং নো বিস্মৃতং সর্ব্বং নানাদুঃখৈঃ প্রমুহ্যতাম্। দুঃখিতানাং যতঃ সর্ব্বা স্মৃতির্লুপ্তা ভবেৎ স্ফুটম্ ॥ ৫০ ॥ তদস্মাকমিদং দুঃখং সর্ব্বং কালবিধানতঃ। মা শোচস্ত্বঞ্চ তনয় ন তে দোষোঽস্তি চাণ্বপি ॥ ৫১ ॥ যতঃ সর্ব্বঃ ক্ষত্রিয়স্য দণ্ড্যো বিপথি সংস্থিতঃ। আত্মাপি দণ্ড্যঃ সাধুনাং প্রবৃত্তঃ কুপথাদ্যদি ॥ ৫২ ॥ পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃপুত্রাদীনাং কিমুচ্যতে। অতীব মম হর্ষোঽয়ং ধন্যোঽহং পূর্ব্বজাশ্চ মে ॥ ৫৩ ॥ যস্য ত্বীদৃশকঃ পৌত্রো ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মপালকঃ। বরার্হস্ত্বং প্রশংসার্হো ভবান্ যেষাং সতাং তথা ॥ ৫৪ ॥ তস্মাচ্ছোকং বিহায়েমং স্বস্থো ভবিতুমর্হসি ॥ ৫৫ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। পাপং মাং তাততাত ত্বং ব্রহ্মঘ্নাদপি কুৎসিতম্। অপ্রশস্যং নার্হসীহ দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুমপি প্রভো ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বেষামেব পাপানাং নিষ্কৃতিঃ

লইয়া চলিলেন। দেবী তখন পাণ্ডবগণের নয়নাবরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ ব্যাপার দেখিতে পাইলেন না। ৩০—৪০। অদ্ভুতবিক্রম বীর বর্ব্বরীক সেই কুরুবীরবর ভীমসেনকে সেই ভাবে লইয়া যাইতে থাকিলে তখন তাহা দেখিয়া আকাশতলস্থ দেব-দেবীগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। বর্ব্বরীক যখন ভীমকে লইয়া সাগরতীরে উপনীত হইলেন, তখন রুদ্রদেব আকাশে থাকিয়া কহিলেন,—ওহে ওহে রাক্ষসশার্দ্দূল, মহাবল, বর্ব্বরীক! এই ভরতবংশপ্রধান ভীমকে পরিত্যাগ কর; ইনি তোমার পিতামহ। ইনি ইহাঁর অপর ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া এই তীর্থে স্নানার্থ আসিয়াছেন। সুতরাং এই কৌরবনন্দন, সপাপ বা অপাপ যাহাই হউন, তোমার পিতামহ বলিয়া ইনি তোমার সর্ব্বথা সম্মানার্হ। সূত কহিলেন,—রুদ্রের এই কথা শুনিয়া বর্ব্বরীক সহসা ভীমকে মোচনপূর্ব্বক "হা ধিক্! কি কষ্ট! কি কষ্ট!" এই বলিয়া তদীয় পাদতলে নিপতিত হইলেন এবং "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন" এই কথা বারম্বার কহিতে লাগিলেন; আর মুহুর্মুহু নিজ মস্তকে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তখন সেই মুহুর্মুহুঃ মুহ্যমান রোদন-পরায়ণ বর্ব্বরীককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন,—পুত্র! আমরা তোমাকে কখনও দেখি নাই, আর তুমিও জন্মাবধি আমাদিগকে দেখ নাই। তবে কৃষ্ণের ও ঘটোৎকচের নিকট তুমি যে এখানে বাস করিতেছ, তাহা শুনিয়াছি মাত্র। কিন্তু আমরা নানা দুঃখের নিপীড়নে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি; কারণ, দেখা যায় যে, দুঃখিতগণের সমস্ত স্মৃতিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৪১—৫০। ফলতঃ আমাদিগের এই দুঃখ, সম্পূর্ণ কালপ্রভাবকৃত; সুতরাং বৎস। এজন্য তুমি অণুমাত্রও শোক করিও না! ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। কারণ, বিপথগামী সমস্ত ব্যক্তিই ক্ষত্রিয়ের দণ্ডার্হ। আর পিতা মাতা সুহৃদ্-ভ্রাতাদির কথা কি?—সাধুদিগের পক্ষে কুপথগামী আত্মাও দণ্ডনীয়। ইহা আমার অতীব হর্ষের বিষয়! তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ সাধুপালক পৌত্রদ্বারা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সহ আমি ধন্য হইলাম। তুমি সাধুসমাজে বরলাভযোগ্য এবং প্রশংসাভাজন হও। তুমি শোক পরিহার করিয়া সুস্থ হও। বর্ব্বরীক কহিলেন,—প্রভো পিতামহ! আমি পাপিষ্ঠ। ব্রহ্মঘাতী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; কোন মতেই প্রশংসাভাজন নহি; অতএব আপনার স্পর্শনের বা দর্শনেরও আমি অযোগ্য। পণ্ডিতগণ সমস্ত পাপেরই নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন; পরন্ত

প্রোচ্যতে বুধৈঃ। পিত্রোরভক্তস্য পুনর্নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে॥ ৩৭॥ তদৃযেন দেহেন ময়া তাততাতো- হভিপীড়িতঃ। তৎ স্বমেব সমুৎস্রক্ষ্যে মহীসাগর- সঙ্গমে॥ ৫৮॥ নৈবং ভবেয়মন্তেষু অপি জন্মসু পাতকী। ন মামস্মাদভিপ্রায়দর্হঃ কোহপি নিবর্ত্তি- তুম্॥ ৫৯॥ যতোহংশেন বিলিপ্যেত প্রায়শ্চিত্তান্নি- বারকঃ। এবমুক্তা সমুৎপ্লুত্য যযৌ চৈবার্ণবং বলী॥ ৬০॥ সমুদ্রোহপি চকম্পে চ কথমেনং নিহন্ম্যহম্। ততঃ সিদ্ধাম্বিকা যাশ্চ দেব্যস্তত্র চতুর্দ্দশ॥ ৬১॥ সমালিঙ্গ্য চ সংস্থাপ্য রুদ্রেণ সহিতা জগুঃ। অজ্ঞাত- বিহিতে পাপে নাস্তি বীরেন্দ্র কল্মষম্॥ ৬২॥ শাস্ত্রেযুক্তমিদং বাক্যং নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি। অমুঞ্চ পৃষ্ঠলগ্নং ত্বং পশ্য ভোঃ স্বং পিতামহম্॥ ৬৩॥ পুত্র- পুত্রেতি ভাষন্তমনু ত্বা মরণোন্মুখম্। অধুনা চেৎ স্বকং দেহং বীর ত্বং পরিত্যক্ষ্যসি॥ ৬৪॥ ততস্ত্যক্ষ্যতি ভীমোহপি পাতকং তন্মহত্তব। এবং জ্ঞাত্বা ধারয় ত্বং স্বশরীরং মহামতে॥ ৬৫॥ অথ চেত্ত্যক্তুকামস্ত্বং তত্রাপি বচনং শৃণু। স্বল্পেনৈব চ কালেন কৃষ্ণাদ্দেবকিনন্দনাৎ॥ ৬৬॥ দেহপাতস্তব প্রোক্তস্তং প্রতীক্ষ যদীচ্ছসি। যতো বিষ্ণুকরাদ্বৎস দেহপাতো বিশিষ্যতে॥ ৬৭॥ তস্মাৎ প্রতীক্ষ তং কালমস্মাকং প্রার্থিতেন চ। এবমুক্তো নিববৃতে বর্ব্বরীকোহপি দুর্ম্মনাঃ॥ ৬৮॥ রুদ্রং দেবীশ্চ চামুণ্ডাং সোপালম্ভং বচোহব্রবীৎ। ত্বমেব দেবি জানাসি রক্ষ্যন্তে শার্ঙ্গধন্বনা॥ ৬৯॥ পাণ্ডবা ভূমিকৃত্যার্থে তত্তে কস্মাদুপেক্ষিতম্। ত্বয়া চ সমুপাগত্য রক্ষি- তোহয়ং বৃকোদরঃ॥ ৭০॥ দেব্যুবাচ। অহঞ্চ রক্ষয়িষ্যামি স্বভক্তং কৃষ্ণমুত্যুতঃ। যস্মাচ্চ চণ্ডিকা- কৃত্যে কৃতোহনেন মহারণঃ। তস্মাচ্চণ্ডিলনাম্নায়ং বিশ্বপূজ্যো ভবিষ্যতি॥ ৭১॥ এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে দেবা দেব্যস্ত্বদৃশ্যতাম্। ভীমোহপি তং সমাদায় পাণ্ডুভ্যঃ সর্ব্বমুচিবান্॥ ৭২॥ বিস্মিতাঃ পাণ্ডবাস্তঞ্চ পূজয়িত্বা পুনঃপুনঃ। যথোক্তবিধিনা তীর্থস্নানমতন্দ্রিতাঃ॥ ৭৩॥ ভীমোহপি যত্র

পিতামাতার অভক্ত সন্তানের কোনও নিষ্কৃতি বিধান করেন নাই। অতএব আমি যে শরীর দ্বারা পিতামহের পীড়া জন্মাইয়াছি, নিজেই সেই শরীর মহীসাগরসঙ্গমে বিসর্জ্জন করিব। আমি যেন অপরাপর জন্মে এরূপ পাতকী না হই। এই অভিপ্রায় হইতে আমাকে কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কারণ, প্রায়শ্চিত্তের নিবা- রক ব্যক্তি অংশতঃ মূল পাপীর পাপভাগী হয়। বলবান্ বর্ব্বরীক এই বলিয়াই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। তখন সমুদ্রও "ইহাকে আমি কিরূপে বিনাশ করিব?" ভাবিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তত্রত্য সিদ্ধাম্বিকা ও অপরাপর চতুর্দ্দশ দেবী তখন রুদ্রের সহিত সেখানে আবির্ভূত হইয়া বর্ব্বরীককে আলিঙ্গন- পূর্ব্বক সান্ত্বনা সহকারে কহিলেন,—হে বীরেন্দ্র! অজ্ঞানবশে যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে পাপ হয় না। এ কথা শাস্ত্রসমূহে উক্ত আছে। সুতরাং তাহার অন্যথাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। হে বীর! আর ঐ দেখ, তোমার পিতামহ, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'পুত্র, পুত্র' রবে মরণোন্মুখ হইয়া আগমন করিতেছেন। হে বীর! তুমি যদি এখন দেহত্যাগ কর, তবে ভীমও নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তোমার মহৎ পাপ সঞ্চয় হইবে। হে মহামতে! তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া নিজ জীবন রক্ষা কর। আর যদি নিতান্ত পক্ষেই তুমি দেহত্যাগে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে তদ্বিষয়েও আমার কথা শুন। অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার দেহপাত বিহিত হইয়া রহি- য়াছে, তুমি তাবৎকাল অপেক্ষা কর। কারণ, বৎস! বিষ্ণুর হস্তে দেহপাত সবিশেষ উৎকর্ষ- সাধক অতএব তুমি আমাদিগের কথায় তাবৎকাল প্রতীক্ষা কর। এই কথা শুনিয়া বর্ব্বরীক দুঃখিতচিত্তে দেহত্যাগে বিরত হইলেন এবং রুদ্রকে, দেবীগণকে ও চামুণ্ডাকে উপালম্ভ- সহকারে কহিলেন,—হে দেবি! আপনি তো জানেনই যে, ভূমণ্ডলের কার্য্যবিশেষ-সাধনার্থ শ্রীকৃষ্ণ সতত্ই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করেন কেন? আপনিও তো আসিয়া এই বৃকোদরকেই রক্ষা করিলেন। দেবী তখন ভীমকে কহিলেন, আমি কৃষ্ণের হস্ত হইতে আমার ভক্তকে অবশ্যই রক্ষা করিব; চণ্ডি- কার কার্য্য সাধনার্থ এই বর্ব্বরীক মহাযুদ্ধ করিবেন বলিয়া ইনি জগতে 'চণ্ডিল' নামে সম্মানিত হইবেন। এই বলিয়া দেবদেবীগণ সকলেই অদৃশ্য হইলেন। ভীমও বর্ব্বরীককে লইয়া আসিয়া পাণ্ডবগণকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। পাণ্ডবগণ সবিস্ময়ে বর্ব্বরীকের সাধুবাদ করিয়া পরে সোদ্যমে যথাবিধি তীর্থস্নান

রুদ্রেণ মোক্ষিতস্তত্র সুপ্রভম্। লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস ভীমেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৭৪ ॥ জ্যেষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামুপোষিতঃ। রাত্রৌ সম্পূজ্য ভীমেশং জন্মপাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥ যথৈব লিঙ্গানি সুপূজিতানি সপ্তাত্র মুখ্যানি মহাফলানি। ভীমেশ্বরং লিঙ্গমিদং তথৈব সমস্তপাপাপহরং সুপূজ্যম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভীমেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। উষিত্বা সপ্তরাত্রাণি তীর্থেঽস্মিন ভ্রাতৃভিঃ সহ। যুধিষ্ঠিরো মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥ ১ ॥ প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা দেবীলিঙ্গান্যথার্চ্চ্য চ। কৃত্বা প্রদক্ষিণং ক্ষেত্রে দেবীস্তোত্রং জজাপ সঃ। প্রয়াণকালেষু সদা জপ্যং কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। দেবি পূজ্যে মহাশক্তে কৃষ্ণস্য ভগিনি প্রিয়ে। নত্বা ত্বং শরণং যামি মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ৩ ॥ সঙ্কর্ষণাভয়দানে কৃষ্ণচ্ছবিসমপ্রভে। একানংশে মহাদেবি পুত্রবল্লাহি মাং শিবে ॥ ৪ ॥ ত্বয়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্তরূপয়া। ইতি মত্বা ত্বাং গতোঽস্মি শরণং ত্রাহি মাং শুভে ॥ ৫ ॥ কার্য্যারম্ভেষু সর্ব্বেষু সানুগেন ময়া তব। স্ব আত্মা কল্পিতো ভদ্রে জ্ঞাত্বৈতদনুকম্প্যতাম্ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ। ইতি ব্রুবাণং রাজানং শিরোবদ্ধাঞ্জলিং তদা। বায়ুপুত্রঃ প্রহস্যৈব সাসূয়মিদমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ যে ত্বাং রাজন্ বদন্ত্যেবং সর্ব্বজ্ঞোঽয়ং যুধিষ্ঠিরঃ। বৃথৈব বচনং তেষাং যতস্ত্বং বেৎসি নাণ্বপি ॥ ৮ ॥ কো হি প্রজ্ঞাবতাং মুখ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বরঃ। স্ত্রীণাং শরণমাপদ্যেদৃজুবুদ্ধির্যথা ভবান্ ॥ ৯ ॥ যতস্ত্বমেব বেৎসীদং সর্ব্বশাস্ত্রেষু কীর্ত্ত্যতে। জড়েয়ং প্রকৃতির্মূঢ়া যয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥ ১০ ॥ সচেতনঞ্চ পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ বিচেতনাম্। প্রাহুর্ব্বুধা নরাধ্যক্ষ পুংসশ্চ প্রকৃতিঃ প্রিয়া ॥ ১১ ॥ তৎস্বয়ং পুরুষো ভূত্বা যুধিষ্ঠির বৃথামতে। প্রকৃতিং নৌসি নত্বা তাং হাসো মেঽতীব জায়তে ॥ ১২ ॥ আরোহয়েচ্ছিরো নৈব

করিলেন। ভীম, যেখানে রুদ্র কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছিলেন, সেখানে 'ভীমেশ্বর' নামে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তে উপবাসী থাকিয়া নিশীথে ভীমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে আজন্ম কৃতপাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়। সেখানে মহাফলসাধক যে সপ্ত লিঙ্গ আছে, ভীমেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলেও তাদৃশ ফল জন্মে, এবং সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। ৫১—৭৬।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ সেই তীর্থে সপ্ত রাত্রি বাস করিয়া পরে প্রস্থান মানসে প্রাতঃকালে বিমল তীর্থজলে স্নানান্তে দেবীগণের ও সপ্ত লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দেবীস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই স্তুতি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তিত, উহা যাত্রাকালে পাঠ করিতে হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী পূজনীয়া মহাশক্তি দেবি! আমি আপনাকে কায়মনোবাক্যকর্ম্মে নমস্কার করিয়া আশ্রয় করিতেছি। আপনি সঙ্কর্ষণকে অভয় দান করিয়াছেন, আপনি কৃষ্ণসম কান্তিমতী; হে একানংশা মহাদেবি! হে শিবে! আপনি আমাকে পুত্রবৎ পালন করুন। আপনি অব্যক্তরূপিণী, আপনিই এই জগৎ বিস্তার করিয়াছেন, আমি ইহা জানিয়াই আপনার শরণাপন্ন হইলাম; হে শুভে! আমাকে ত্রাণ করুন। সমস্ত কার্য্যারম্ভে আমি অনুচরগণসহ স্বীয় আত্মা আপনাতে ন্যস্ত করিয়া থাকি। ভদ্রে! আপনি ইহা জানিয়া মৎপ্রতি কৃপা বিতরণ করুন। সূত কহিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া এইরূপ বলিতে থাকিলে ভীমসেন একটু বিরক্তির সহিত তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! লোকে যে আপনাকে "যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্ঞ" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে নির্দ্দেশ করে, আমি দেখিতেছি, তাহাদের সে কথা নিতান্ত মিথ্যা; কারণ, আপনি তো কিছুই জানেন না। বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও কোন্ ব্যক্তি আপনার ন্যায় সরলচিত্তে স্ত্রীদিগের শরণাপন্ন হয়? আপনিই তো জানেন, আর সকল শাস্ত্রেও কীর্ত্তিত আছে যে, যিনি জগতের মোহ বিধান করেন, সেই প্রকৃতিদেবী জড়া ও মূঢ়া। ১—১০। হে নরনাথ! পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে অচেতনা ও পুরুষকে সচেতন বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি পুরুষের পত্নী। হে বৃথাজ্ঞান যুধিষ্ঠির মহারাজ! আপনি

কচিদ্ধিত্বা উপানহৌ। যথা স মূঢ়ো ভবতি দেবী-ভক্তিরতস্তথা॥ ১৩॥ যদি তে বন্দিবৎ পার্থ তিষ্ঠেত্বাণ্যনিবারিতা। তৎ কিমর্থং মহাদেবং ন স্তৌষি ত্রিপুরান্তকম্॥ ১৪॥ অলক্ষ্যমিতি বা মত্বা মহেশানং মহামতে। ততঃ কিমর্থং দাশাহং ন স্তৌষি পুরুষোত্তমম্॥ ১৫॥ যস্য প্রসাদাদস্মাভিঃ প্রাপ্তা দ্রুপদনন্দিনী। ইন্দ্রপ্রস্থে তথা রাজ্যং রাজসূয়স্তয়া কৃতঃ॥ ১৬॥ বিজয়েন ধনুর্লব্ধং জরাসন্ধো ময়া হতঃ। প্রত্যাহর্তুং তথেচ্ছামঃ কৌরবেভ্যঃ স্বকাং শ্রিয়ম্॥ ১৬॥ যস্য প্রসাদাত্তং মুক্ত্বা কৃষ্ণং হা স্তৌষি যজ্জয়ী। অথ স্বয়ং কৌরবাণামুৎপন্নং কুলসত্তমে॥ ১৮॥ জানন্নাত্মানমল্পত্বাদ্দুর্দ্ধে স্তৌষি যাদবম্। তৎকিমর্থং মহাবীর্য্যং ন স্তৌষ্যর্জ্জুনমুত্তমম্॥ ১৯॥ যেন বিদ্ধং পুরা লক্ষ্যং যেন কর্ণাদয়ো জিতাঃ। যেন তৎ খাণ্ডবং দগ্ধং যজ্ঞে যেন নৃপা জিতাঃ॥ ২০॥ শ্রূয়তে যেন বিক্রম্য মহেশানোঽপি নির্জ্জিতঃ। স্বর্লোকসংস্থিতস্তস্য শরণং যাহি স্তৌষি চ॥ ২১॥ অথবা তেন শক্তেন রাজ্যং মে নার্পিতং কৃতঃ। ইতি মত্বা বৃথৈব ত্বং ন স্তৌষি ভ্রাতরং মম॥ ২২॥ ততো মাং বা কথং বীরং ন স্তৌষি ত্বং যুধিষ্ঠির। যেন ত্বং রক্ষিতঃ পূর্ব্বং লাক্ষাগেহাগ্নিমধ্যতঃ॥ ২৩॥ বৃক্ষেণাহত্য মদ্রেশো নদীং শুষ্কাং প্রসারিতঃ। রাজরাজস্তথা যেন জরাসন্ধো নিপাতিতঃ॥ ২৪॥ পূর্ব্বা দিঙ্নির্জ্জিতা যেন যেন পূর্ব্বং বকো হতঃ। হিড়িম্বশ্চ মহাবীরঃ কির্ম্মীরশ্চাধুনা বনে॥ ২৫॥ কালেকালে চ রক্ষামি ত্বামেবাহং সদানুগঃ। ন তাং পশ্যামি রক্ষন্তীং নত্বা যাং স্তৌষি ভারত॥ ২৬॥ অথ ক্ষুধাবলং জ্ঞাত্বা মামৌদরিকসত্তমম্। ক্রূরং সাহসিকং চৈব ন স্তৌষি ক্ষমিণাং বরঃ॥ ২৭॥ ততঃ সুসংযতো ভূত্বা প্রণবং সমুদীরয়ন্। কথং ন যাসি মার্গে ত্বং বৃথালাপো হি দোষভাক্॥ ২৮॥ প্রেতাঃ পিশাচা রক্ষাংসি বৃথালাপরতং নরম্।

স্বয়ং পুরুষ হইয়া সেই প্রকৃতিকে প্রণতি করিতেছেন, ইহাতে আমার হাসি পাইতেছে। পাদুকা কদাচ মস্তকে আরোহণের যোগ্য হয় না; পরন্তু যে ব্যক্তি সেই পাদুকা মস্তকে ধারণ করে, দেবীভক্ত মূঢ় মানবও তদ্রূপ। হে পার্থ! বন্দিজনবৎ যদি আপনার অনর্গল বাগ্‌বিন্যাস করিতেই হয়, তবে ত্রিপুরহর শঙ্করের স্তব করুন না কেন? হে মহামতে! মহেশ্বর অলক্ষ্য বলিয়া যদি তাঁহাকে স্তব না করেন, তবে পুরুষোত্তম বাসুদেবেরও তো স্তুতি করিতে পারেন! যাঁহার প্রসাদে আমরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছি; আপনি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিয়াছেন, ও রাজসূয় অনুষ্ঠান করিয়াছেন; অর্জ্জুন উত্তম ধনু লাভ করিয়াছেন; আমি জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছি এবং এখনও আমরা কৌরবগণ হইতে স্বীয় রাজলক্ষ্মীকে আত্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিতেছি, সেই কৃষ্ণকে পরিহার করিয়া—তৎকৃপায় জয়যুক্ত ভবাদৃশ ব্যক্তি অপরের স্তব করিতেছেন; হায় কি কষ্ট। আর যদি ইহা ভাবেন যে, আমি উত্তম কৌরবকুলে জন্মিয়াছি, সুতরাং আত্মকুলাপেক্ষা হীন যদুবংশীয় কৃষ্ণের স্তব করিব কি প্রকারে?—তাহাও আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র; তাহা হইলেও আপনি অর্জ্জুনের স্তব করুন না কেন? ইনি পূর্ব্বে দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে লক্ষ্য বেধ করিয়াছেন, কর্ণপ্রমুখ বীরগণকে জয় করিয়াছেন, খাণ্ডববন দাহ করিয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণকে নির্জ্জিত করিয়াছেন, শুনিয়াছি, ইনি বিক্রমপ্রকাশে মহেশকেও জয় করিয়াছেন, এবং ইনি স্বর্গেও বাস করিয়াছেন; সুতরাং ইঁহাকেই স্তব করুন, এবং ইঁহারই আশ্রয় লউন। অথবা "অর্জ্জুন সক্ষম হইয়াও আমাকে রাজ্য জয় করিয়া প্রদান করিলেন না" ইহা ভাবিয়া যদি তাঁহাকে স্তব করিতে অভিলাষ না হয়, তবে হে বীর যুধিষ্ঠির! আপনি আমাকে স্তব করুন না কেন? যৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে আপনি জতুগৃহে অগ্নিমধ্য হইতে রক্ষিত হইয়াছেন, বৃক্ষাঘাতে মদ্রপতি আহত ও শুষ্কনদী মধ্যে পাতিত হইয়াছেন, রাজরাজ জরাসন্ধ নিপাতিত হইয়াছেন, পূর্ব্বদিক বিজিত হইয়াছে, পূর্ব্বে বক ও মহাবীর হিড়িম্ব রাক্ষস হত হইয়াছে, অধুনা বনমধ্যে কির্ম্মীরও নিপাতিত হইয়াছে, আমি সেই ভীম; কালে কালে আমিই আপনাকে সতত অনুগমনপূর্ব্বক রক্ষা করি, সুতরাং আমাকেই স্তব করুন না কেন? হে ভারত! আপনি যাহাকে স্তব করিতেছেন, কদাচ তাহাকে তো আপনার রক্ষা করিতে দেখি নাই। আর যদি আমাকে ক্ষুধাক্রান্ত, নিতান্ত ঔদরিক, ক্রূর, ও সাহসিক বোধে স্তব না করেন, তবে হে ক্ষমাবান্‌দিগের অগ্রগণ্য মহারাজ! আপনি সুসংযত ভাবে প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে পথে যাইতে থাকুন। বৃথালাপ করা দোষাহ। বৃথালাপীর শরীরে প্রেত-পিশাচাদি আবিষ্ট হয়; তাহাতে সে ব্যক্তি

আবিশন্তি তদাবিষ্টো বক্ত্যবদ্ধং পুনঃপুনঃ॥ ২৯॥ বৃথালাপী যদশ্নাতি যৎকরোতি শুভং ক্বচিৎ। প্রেতাদিতৃপ্তয়ে সর্ব্বমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥ ৩০॥ নায়ং তস্যাস্তি বৈ লোকঃ কুত এব পরো ভবেৎ। তস্মাদ্বিজানতা যত্নাত্ত্যাজ্যমেব বৃথা বচঃ॥ ৩১॥ এবং সংস্মারিতোঽপি ত্বং যদি ভূয়ঃ প্রবর্ত্তসে। ভূতাবিষ্টশ্চিকিৎস্যো নো বিবিধৈরৌষধৈর্ভবান্॥ ৩২॥ সূত উবাচ। ইতি প্রবর্ণিতাং শ্রুত্বা ভীমসেনেন ভারতীম্। পটীমিব প্রবিততাং বিহস্যাহ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩৩॥ নূনং ত্বমল্পবিজ্ঞানো বেদাধীতাস্ত্বয়া বৃথা। মাতরং সর্ব্বভূতানামম্বিকাং যন্ন মন্যসে॥ ৩৪॥ স্ত্রীপক্ষ ইতি মত্বা তামবজানাসি ভোঃ কথম্। স্ত্রী সতী ন প্রণম্যা কিং ত্বয়া কুন্তী বৃকোদর॥ ৩৫॥ যদি ন স্যান্মহামায়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চ্চিতা। তব দেহোদ্ভবঃ পার্থ কথং স্যাত্তত্ত্বতো বদ॥ ৩৬॥ ঈশ্বরঃ পরমাত্মা তাং ত্যক্তুং শক্তঃ কথং ন হি। পুনর্ভেজে যতো দেবীং তেন মন্যে মহোজ্জিতাম্॥ ৩৭॥ বাসুদেবোঽপি নিত্যং তাং স্তৌতি শক্তিং পরাৎপরাম্। অহং যদি চিকিৎস্যঃ স্যাং চিকিৎস্যঃ সোঽপি কিং ভবেৎ॥ ৩৮॥ নৈবং ভূয়ঃ প্রবক্তব্যং মৌর্খ্যাৎ প্রতি মহেশ্বরীম্। ভূমৌ নিপত্য শরণং যাহি চেৎ সুখমিচ্ছসি॥ ৩৯॥ ভীম উবাচ। সর্ব্বোপায়ৈর্বোধয়ন্তি চাটা হস্তগতং নরম্। ইদমেবৌষধং তত্র তৈঃ সার্দ্ধং জল্পনং ন হি॥ ৪০॥ মুণ্ডে মুণ্ডে মতির্ভিন্না সত্যমেতন্নৃপ স্ফুটম্। স্বাভীষ্টং কুরুতে সর্ব্বঃ কুর্ম্মোঽহভীষ্টং বয়ং তথা॥ ৪১॥ নাগাযুতসমপ্রাণো বায়ুপুত্রো বৃকোদরঃ। ন স্ত্রিয়ং শরণং গচ্ছেদ্বাঙ্মাত্রেণ কথঞ্চন॥ ৪২॥ ইত্যুক্ত্বা বচনং ভীমো হ্যনুবব্রাজ তং নৃপম্। রাজাপি সানুগো যাতো ন সাধ্বিতি মুহুর্ব্রুবন্॥ ৪৩॥ ততঃ ক্ষণেন বিকলস্থিতশ্চেতশ্চ প্রস্খলন্। উবাচ বচনং ভীমঃ সুসম্ভ্রান্তো নৃপং প্রতি॥ ৪৪॥ ধর্ম্মরাজ মহাবুদ্ধে পশ্য মাং নৃপসত্তম। চক্ষুর্ভ্যাং নৈব পশ্যামি বৈকল্যং কিমিদং মম॥ ৪৫॥ রাজোবাচ। ভীম ভীম ধ্রুবং

বারম্বার অসম্বদ্ধ বাগ্‌বিন্যাস করিতে বাধ্য হয়। বৃথালাপী মানব যাহা ভোজন করে, বা যে কিছু সৎকার্য্য করে, তৎসমস্তই প্রেতাদির তৃপ্তি-বিধায়ক হয়। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বৃথালাপীর ইহ লোকেই সুখলাভ হয় না; পরলোকের আর কথা কি? সেই জন্য জ্ঞানবান মানবের পক্ষে বৃথালাপ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আপনাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তথাপি যদি আপনি বৃথালাপ করিতে থাকেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং আমাদিগের পক্ষে বিবিধ ঔষধাদি দ্বারা আপনার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ১১—৩২। ভীমসেনোক্ত বিশাল বসন-তুল্য বিস্তৃত এবম্বিধ বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণে যুধিষ্ঠির সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন,—নিশ্চয়ই তুমি নির্ব্বোধ, তুমি বৃথাই বেদাধ্যয়ন করিয়াছ; কারণ সর্ব্বভূতের মাতৃরূপিণী অম্বিকাকে সম্মান করিতেছ না। গুহে! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছ কেন? মাতা কুন্তীও তো স্ত্রী; তিনি কি প্রণামার্হা নহেন? যদি ব্রহ্মা বিষ্ণুও শিবাদির অর্চ্চিতা মহামায়া না থাকিতেন, তবে তোমার দেহোৎপত্তি হইত কি প্রকারে? হে পার্থ! তুমি তাহা যথার্থতঃ বল দেখি? পরমাত্মা মহেশ্বরও সেই মায়াকে কোনরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন; কারণ, তিনিও তো পুনরায় সেই মায়ার আশ্রয় লইয়াছেন। বাসুদেবও প্রতিদিন সেই পরাৎপরা শক্তিকে স্তব করেন। আমি যদি চিকিৎস্য হইয়া থাকি, তবে সেই বাসুদেবও তো চিকিৎসাযোগ্য। তুমি মূর্খতাবশে পুনরায় সেই মহেশ্বরীর প্রতি ওরূপ উক্তি করিও না। যদি সুখকামনা থাকে, তবে ভূপতিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। ৩৩—৩৯। ভীম কহিলেন,—চাটুকারগণ সমস্ত উপায় দ্বারা মনুষ্যকে আয়ত্ত করিয়াই প্রবোধ প্রদান করে; সেরূপ স্থলে তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ না করাই চিকিৎসা। রাজন্! "মুণ্ডে মুণ্ডেই বুদ্ধির পার্থক্য হয়" এই প্রবাদ বাক্য নিতান্ত সত্য। সকলেই স্বীয় অভীষ্ট সাধন করে; সুতরাং আমরাও অভীষ্ট কার্য্যই করিব। অযুত-মাতঙ্গসম বলবান্ বায়ু-নন্দন ভীমসেন, কদাচ বাক্যমাত্রে কোন স্ত্রীর শরণাপন্ন হইবে না। ভীম এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাজাও বারম্বার "ইহা ভাল নহে" এই কথা বলিতে বলিতে অনুগামীদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন। অতঃপর ক্ষণকালান্তে ভীম ইতস্ততঃ প্রস্খলিত হইতে হইতে বিকল-কায়ে সম্ভ্রান্ত-চিত্তে রাজাকে কহিলেন,—হে নৃপসত্তম মহাবুদ্ধি ধর্ম্ম-রাজ! আমাকে দেখুন; আমি আর চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না; আমার এ কি বৈকল্য ঘটিল?

দেবী কুপিতা তে মহেশ্বরী। তেন নষ্টে চক্ষুষী তে মহাসাহসবল্লভ ॥ ৪৬ ॥ তৎ সাম্প্রতমভিপ্রেহি শরণং পরমেশ্বরীম্। পুনঃ প্রসন্না তে দদ্যাৎ কদাচিন্নয়নে পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ ভীম উবাচ। অহমপাঙ্গ জানামি সমো দেব্যা ন কশ্চন। প্রভাবপ্রত্যয়ার্থং হি সদা নিন্দামি তাং পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ প্রভাবং দৃষ্ট্বৈবং নিপত্য বসুধাতলে। মনোবাগ্‌বুদ্ধিভির্নত্বা শরণং স্তৌমি মাতরম্ ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। গত্বৈব দেব্যাঃ শরণং ভীমস্তুষ্টাব মাতরম্ ॥ ৫০ ॥ ভীম উবাচ। সর্ব্বভূতাম্বিকে দেবি ব্রহ্মাণ্ডশতপূরকে। বালিশং বালকং স্বীয়ং ত্রাহি ত্রাহি নমোঽস্তু তে ॥ ৫১ ॥ ত্বং ব্রাহ্মী ব্রহ্মণঃ শক্তির্বৈষ্ণবী ত্বং চ শাম্ভবী। ত্রিমূর্ত্তিঃ শক্তিরূপা ত্বং রক্ষ রক্ষ নমোঽস্তু তে ॥৫২॥ ত্বমৈন্দ্রী চ ত্বমাগ্নেয়ী ত্বং যাম্যা ত্বঞ্চ নৈঋর্তী। ত্বং বারুণী ত্বং বায়ব্যা ত্ব কৌবেরী নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩ ॥ ঐশানি দেবি বারাহি নারসিংহি জয়প্রদে। কৌমারি কুলকল্যাণি রূপেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥ ত্বং সূর্য্যে ত্বং তথা সোমে ত্বং ভৌমে ত্বং বুধে গুরৌ। ত্বং শুক্রে ত্বং স্থিতা রাহৌ ত্বং কেতুষু নমোঽস্তু তে ॥ ৫৫ ॥ বসসি ধ্রুবচক্রে ত্বং মুনিচক্রে চ তে স্থিতিঃ। ভচক্রেষু খচক্রেষু ভূচক্রে চ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৬ ॥ সপ্তদ্বীপেষু ত্বং দেবি সমুদ্রেষু চ সপ্তসু। সপ্তস্বপি চ পাতালেষবসংস্থে নমোঽস্তু তে ॥ ৫৭ ॥ ত্বং দেবি চাবতারেষু বিষ্ণোঃ সাহায্যকারিণী। বিষ্ণুনাভ্যর্থ্যসে তস্মাত্রাহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ৫৮ ॥ চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে ফলদে চত্বরপ্রিয়ে। চরাচরস্তুতে দেবি চরণৌ প্রণমামি তে ॥ ৫৯ ॥ মহাঘোরে কালরাত্রি ঘণ্টালি বিকটোজ্জ্বলে। সততং সপ্তমীপূজ্যে নেত্রদে শরণং ভব ॥ ৬০ ॥ মেরুবাসিনি পিঙ্গাক্ষি নেত্রত্রাণৈককারিণি। হুহুঙ্কারধ্বস্তদৈত্যে শরণ্যে শরণং ভব ॥ ৬১ ॥ মহানাদে মহাবীর্য্যে মহামোহবিনাশিনি। মহাবন্ধাপহে দেবি দেহি নেত্রত্রয়ং মম ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা যদি ত্বং সত্যতোঽম্বিকে। ততো মে মঙ্গলং দেহি নেত্রদানান্নমোঽস্তু

রাজা কহিলেন,—ভীম! হে ভীম! নিশ্চয়ই দেবী মহেশ্বরী তোমার প্রতি কুপিতা হইয়াছেন; সেই জন্যই হে মহাসাহসপ্রিয়! তোমার চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি মনে মনে সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে তিনি প্রসন্না হইয়া তোমাকে আবার নয়ন দান করিতে পারেন। ভীম কহিলেন,—হে মহারাজ! দেবীর তুল্য যে অপর কেহই নাই, আমিও তাহা জানি; পরন্তু তদীয় প্রভাব দর্শনার্থই আমি নিয়ত তাঁহার নিন্দা করি। অতএব এক্ষণে আমি তাঁহার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলাম, সুতরাং ভূপতিত হইয়া মনোবাক্য-বুদ্ধি-যোগে সেই মাতার শরণাপন্ন হইয়া তদীয় স্তব করিতেছি। ৩৪—৫০। সূত কহিলেন,—ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভীম কহিলেন,—হে সর্ব্বভূতজননি! হে শত ব্রহ্মাণ্ডপূরণকারিণী দেবি! আপনার এই নির্ব্বোধ সন্তানকে পরিত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী, আপনিই বৈষ্ণবী এবং আপনিই শাম্ভবী। আপনিই ত্রিমূর্ত্তিধারিণী পরমা শক্তি; আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আপনাকে নমস্কার। আপনি ঐন্দ্রী, আপনিই আগ্নেয়ী, আপনিই যাম্যা, এবং আপনিই বারুণী, বায়ব্যা, ও কৌবেরী, আপনাকে নমস্কার। হে ঐশানি! হে বারাহি! হে নারসিংহি, হে জয়প্রদে! হে কৌমারি! হে কুলকল্যাণি! হে রূপেশ্বরি! আপনাকে নমস্কার। আপনি সূর্য্যে, সোমে, মঙ্গলে, বুধে, বৃহস্পতিতে, শুক্রে, রাহুতে ও কেতুগণেও নিয়ত অবস্থিতা; আপনাকে নমস্কার। আপনি ধ্রুবচক্রে, মুনিচক্রে, ক্ষেত্রচক্রে, আকাশচক্রে ও ভচক্রে সদা বিরাজমানা; আপনাকে নমস্কার। আপনি সপ্ত-দ্বীপে, সপ্ত সমুদ্রে ও সপ্ত পাতালে সতত অবস্থিতা; আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! বিষ্ণুর অবতারসমূহে আপনি সেই বিষ্ণুর প্রার্থনায়ই সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকেন; হে মাতঃ! আমাকে পরিত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। হে চতুর্ভুজে! হে চতুর্ম্মুখে! হে কর্ম্মফলপ্রদে! হে চত্বরপ্রিয়ে! হে চরাচর স্তুতে! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করিতেছি। হে মহাঘোরে! হে কালরাত্রি! হে ঘণ্টালি! হে বিকটোজ্জ্বলে! হে সতত সপ্তমীপূজ্যে! হে নেত্রদে! আমাকে ত্রাণ করুন। হে মেরুবাসিনি! হে পিঙ্গাক্ষি! হে একমাত্র নেত্রত্রাণকারিণি! হে হুহুঙ্কার দ্বারা দৈত্যবিনাশিনি! হে শরণ্যে! আমার অবলম্বন হউন। হে মহানাদে! হে মহাবীর্য্যে! হে মহামোহবিনাশিনি! হে মহাবন্ধহারিণি! হে দেবি! আমাকে নেত্রত্রয় দান করুন। হে অম্বিকে! আপনি যদি প্রকৃতই সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী হন, তবে নেত্রদানে আমার মঙ্গলবিধান

তে॥ যদি সর্ব্বকৃপালুভ্যঃ সত্যতস্ত্বং কৃপাবতী। ততঃ কৃপাং কুরু ময়ি দেহি নেত্রে নমোঽস্তু তে॥ ৬৪॥ পাপোঽয়মিতি যদ্দেবি প্রকুপ্যসি বৃথৈব তৎ। ত্বং মাং মোহয়সি ত্বেবং ন তে তৎ কিং নমোঽস্তু তে॥ ৬৫॥ স্বয়মুৎপাদ্য যো রেণুং বেষ্টিতস্তেন কুপ্যতি। তথা কুপ্যসি মে মাতরনাথস্যাস্য দর্শয়॥ ৬৬॥ ইতি স্তুতা পাণ্ডবেন দেবী কৃষ্ণচ্ছবিচ্ছবিঃ। রামা রামাভিবদনা প্রত্যক্ষা সমজায়ত॥ ৬৭॥ বিদ্যুৎকোটিসমাভাসমুকুটেনাতিশোভিতা। সূর্য্যবিম্বপ্রভাভ্যাঞ্চ কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতা॥ ৬৮॥ প্রবাহেণেব হারেণ সুরনদ্যা বিরাজিতা। কল্পদ্রুমপ্রসূনৈশ্চ পূর্ণাবতংসমণ্ডিতা॥ ৬৯। দন্তেন্দুকান্তিবিধ্বস্তভক্তমোহমহাভয়া। খড়্গচর্ম্মশূলপাত্রচতুর্ভুজবিরাজিতা॥ ৭০॥ বাসসা তড়িদাভেন মেঘলেখেব বেষ্টিতা। মালয়া সুমমালিন্যা ভ্রাজিতা সালিমালয়া॥ ৭১॥ সতাং শরণদাভ্যাঞ্চ পদ্ভ্যাং নূপুররাজিতা। জয়েতি পুষ্পবর্ষৈশ্চ শক্রাদ্যৈরভিপূজিতা॥ ৭২॥ গণৈর্দ্দেবীভিরাকীর্ণা শতপত্ত্রৈর্ব্বরামলৈঃ। তাং তাদৃশীং ব্যোম্নি দৃষ্ট্বা মাতরং ব্যোমবাহিনীম্॥ ৭৩॥ ভূমৌ নিপত্য রাজেন্দ্রো নমো নম ইতি স্থিতঃ। ভীমোঽপি মাতরং দৃষ্ট্বা যথা বালোঽভিধাবতি॥ ৭৪॥ তথা সম্মুখমাধাবজ্জয় মাতরিতি ব্রুবন্। দর্শনেনৈব দেব্যাশ্চ শুভনেত্রত্রয়স্তদা॥ ৭৫॥ প্রণিপত্য নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং মুহুর্জগৌ। প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি পুনর্ম্মাতঃ প্রসীদ মে॥ ৭৬॥ পুনঃ প্রসীদ পাপস্য ক্ষমাশীলে প্রসীদ মে॥ ৭৭॥ এবং স্তুতা ভগবতী স্বয়মুত্থাপ্য পার্থিবম্। ভীমং চোৎসঙ্গমারোপ্য কৃপয়েদং বচোঽব্রবীৎ॥ ৭৮॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যত্ত্বয়াভিহিতং স্তোত্রং তেন তুষ্টা তবোপরি। অতো নেত্রত্রয়ং দত্তং দ্বে বাহ্যে চান্তরং পরম্॥ ৭৯॥ নাহং কোপং যত্র তত্র দর্শয়ামি বৃকোদর। ত্বং তু প্রমাণপুরুষস্ততঃ ক্রোধমদর্শয়ম্॥ ৮০॥ নৈতৎ প্রিয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য ভ্রাতুর্মে ক্রোধমাচরম্। ভবন্তো বাসুদেবস্য

করুন; আপনাকে নমস্কার। আপনি যদি প্রকৃতই সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা দয়াবতী হন, তবে আমার প্রতি কৃপা করিয়া মদীয় নষ্ট নেত্রদ্বয় দান করুন। আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! 'এ ব্যক্তি পাপী' ইহা ভাবিয়া যে কুপিত হইয়াছেন, সে কোপ সর্ব্বথা অনুচিত; কারণ, আপনিই তো আমাকে মোহিত করিয়াছেন, সুতরাং সে দোষ তো আপনারই। আপনাকে নমস্কার। স্বয়ং ধূলি উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, সেই ধূলির প্রতি কোপ করা যেমন, আপনিও আমার প্রতি সেইরূপই কোপ করিতেছেন। হে মাতঃ! আমি অনাথ; আমাকে দর্শনদান করুন। ৫১—৬৬। কৃষ্ণসম কৃষ্ণকান্তি, মনোরমমুখী দেবী, এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভীমের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তদীয় সেই মূর্ত্তি, কোটিসৌদামিনী-সমপ্রভও মুকুটে সুশোভিতা; সূর্য্যবিম্ব সম কুণ্ডলদ্বয়ে বিরাজিতা; এবং গঙ্গাপ্রবাহবৎ স্বচ্ছহার দ্বারা মণ্ডিতা। কল্পতরু-কুসুমনিচয় তদীয় অবতংস পূর্ণ! তদীয় দশনেন্দুর কান্তিতে ভক্তজনের মহামোহভয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাঁহার চারি হস্তে খড়্গ, চর্ম্ম, শূল ও পানপাত্র বিরাজমান। মেঘসদৃশী সেই দেবী, সৌদামিনীসম বসনে বেষ্টিতা, এবং অলিমালাসমাকুল কুসুমমালায় সুশোভিতা। সাধুগণের আশ্রয় তদীয় পদদ্বয় নূপুর-বিরাজিত। ইন্দ্রাদি দেবগণ জয়শব্দোচ্চারণে অভিনন্দন সহকারে অমল কমলচয় দ্বারা তাহার অর্চ্চনাতৎপর। বহুসংখ্যক গণ ও অনেকানেক দেবী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির, সেই ব্যোমবাহিনী দেবীকে তাদৃশরূপে আকাশে অবলোকনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া "নমো নমঃ" বলিতে লাগিলেন। ভীমও সেই জগদম্বাকে দেখিয়া, মাতার দর্শনে বালক সন্তানের ন্যায় "মাতঃ! তোমার জয় হউক" বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। দেবীর দর্শন মাত্রেই ভীমের শুভ নেত্রদ্বয় নির্দোষরূপে প্রকাশ পাইল। ভীম তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক "তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার; হে দেবি! হে পদ্মাক্ষি! হে মাতঃ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি পাপী, হে ক্ষমাশীলে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এই কথা বলিতে লাগিলেন। ভগবতী এইরূপ স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাবশে রাজাকে ও ভীমকে স্বয়ং উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং কহিলেন,—হে ভীম! তুমি যে আমার স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এবং সেই জন্য তোমাকে নেত্রত্রয় প্রদান করিতেছি। তোমার অন্তরে একটী (জ্ঞাননেত্র) এবং বাহিরে দুইটী নেত্র প্রাকাশ পাইবে। হে বৃকোদর! আমি যেখানে-সেখানে কোপ প্রকাশ করি না, পরন্তু তুমি একজন নিষ্ঠাবান্ বীর্য্যবান পুরুষ; সেই জন্যই তোমাকে একটু ক্রোধ প্রদর্শন করিলাম। এই

যত্র প্রাণা বহিশ্চরাঃ ॥ ৮১ ॥ ত্বঞ্চ নিন্দসি মাং নিত্যং তচ্চ জানে বৃকোদর। মৎপ্রভাবপরিজ্ঞানহেতবে কীদৃশস্থিতি ॥ ৮৩ ॥ তদেবং নৈব ভূয়স্তে প্রকর্ত্তব্যং কথঞ্চন। অক্ষিক্ষেপো হি পূজ্যানামাবহত্যধিকং রুজম্ ॥ ৮৪ ॥ তদিদানীং সর্ব্বমেবং ক্ষন্তব্যঞ্চ পরস্পরম্। যচ্চ ব্রবীমি ত্বাং বীর তন্নিশাময় ভারত ॥ ৮৫ ॥ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিরাবির্ভবেদ্ধরিঃ। তদা তদাবতীর্য্যাহং বিষ্ণোরস্য সহায়িনী ॥ ৮৬ ॥ ইদানীং চ হরির্জাতো বসুদেবসুতো ভুবি। অহঞ্চ গোপনন্দস্য একানংশাভিধা সুতা ॥ ৮৭ ॥ তদ্‌যথা ভগবান্ কৃষ্ণো মম ভ্রাতাভিপূজিতঃ। ভবন্তোঽপি তথা মহ্যং ভ্রাতরঃ পাণ্ডবাঃ সদা ॥ ৮৮ ॥ যে ভীমভগিনীত্যেবং মাং স্তোষ্যন্তি নরোত্তমাঃ। আবাধা নাশয়িষ্যামি তেষাং হর্ষসমন্বিতা ॥ ৮৯ ॥ ত্বঞ্চ ভ্রাতুর্জ্জয়ং বীর প্রদাস্যসি মহারণে। ভুজয়োস্তে বসিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রনিপাতনে ॥ ৯০ ॥ কৃত্বা রাজ্যঞ্চ বর্ষাণি ষট্‌ত্রিংশত্তদনন্তরম্। মহাপ্রস্থানধর্ম্মেণ পৃথ্বীং পরিচরিষ্যথ ॥ ৯১ ॥ অস্মিন্নেব ততো দেশে লোহো নাম মহাসুরঃ। ভবতাং ন্যস্তশস্ত্রাণাং বধার্থং প্রক্রমিষ্যতি ॥৯২॥ ততস্তং সর্ব্বভূতানামবধ্যং ভবতাং কৃতে। অন্ধং কৃত্বা পাতয়িষ্যে ততো যূয়ং প্রয়াস্যথ ॥ ৯৩ ॥ নিস্তীর্য্য চ হিমং সর্ব্বং নিমগ্না বালুকার্ণবে। স্বর্গং যাস্যতি রাজৈকঃ সশরীরো গমিষ্যতি ॥ ৯৪ ॥ অন্ধো যত্র কৃতো লোহো লোহাণাভিধয়া পুরম্। ভবিষ্যতি চ তত্রৈব স্থাস্যেঽহং কলয়া সদা ॥ ৯৫ ॥ ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে কেলো নাম ভবিষ্যতি। মম ভক্তস্তস্য নাম্না ভাব্যা কেলেশ্বরীত্যহম্ ॥ ৯৬ ॥ বৈলাকশ্চাপরো ভক্তো ভবিষ্যতি মমোত্তমঃ। তস্যারাধনতঃ খ্যাতিং প্রযাস্যামি কলৌ যুগে ॥ ৯৭ ॥ লোহাণাসংস্থিতাশ্চৈব যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং জনাঃ। শ্রদ্ধয়া সিতসপ্তম্যাং তে চ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৯৮ ॥ অন্ধানাঞ্চ প্রদাস্যামি ভাবীনি নয়নান্যহম্। তস্মিন্ দিনে তর্পিতাহং ভক্তিভাবেন পাণ্ডব ॥ ৯৯ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠেন চ ভবাংস্তত্র কুণ্ডং

কোপ প্রকাশ, কৃষ্ণেরও প্রিয় নহে; ইহাতে আমার ভ্রাতা কৃষ্ণেরও ক্রোধোৎপত্তি হওয়া সম্ভব; কারণ, তোমরা সেই কৃষ্ণের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। হে বৃকোদর! তুমি যে আমাকে নিয়ত নিন্দা কর, এবং তাহা যে আমার প্রভাব কি প্রকার, তাহাই জানিবার জন্য,—আমি তাহাও জ্ঞাত আছি। অতএব তুমি কদাচ আর এরূপ কার্য্য করিও না। দেখ, মান্যজনগণের চক্ষু নষ্ট হইলে মহাক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে পরস্পর সকলেরই এ বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। 'আর তোমাকে যে অপর এক বিষয় বলিতেছি, হে ভারত! তুমি তাহা শুন। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখন তখনই ভূতলে শ্রীহরি আবির্ভূত হন; আমিও তখন আবির্ভূত হইয়া সেই বিষ্ণুর সাহায্য করিয়া থাকি। অধুনা হরি, ভূতলে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন, আমি নন্দগোপের কন্যারূপে একানংশা নামে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং পূজনীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আমার ভ্রাতা, হে পাণ্ডবগণ! তোমরাও সতত আমার তদ্রূপ ভ্রাতা বলিয়াই গণ্য। যে নরোত্তমগণ, আমাকে 'ভীমভগিনী' বলিয়া স্তব করিবে, আমি সহর্ষে তাহাদিগের সমস্ত পীড়া নিবারণ করিব। হে বীর! তুমি মহাযুদ্ধ করিয়া তোমার ভ্রাতার বিজয় সাধন করিবে; আমি তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহার-ব্যাপারে তোমার বাহুযুগলে বাস করিব। তোমরা ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে ধর্ম্মানুসারে মহাপ্রস্থান অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। তখন এই মহাতীর্থেই লৌহ নামে কোনও মহাসুর তোমাদিগকে নিরস্ত্র দর্শনে বধার্থ আক্রমণ করিবে; আমি তখন সর্ব্বভূতের অবধ্য সেই দানবকে তোমাদের জন্য অন্ধ করিয়া পাতিত করিব। পরে তোমরা প্রস্থান করিয়া সমস্ত হিম অতিক্রম করিতে পারিবে; পরন্তু শেষে বালুকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে; একমাত্র রাজা যুধিষ্ঠিরই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবেন। লোহাসুর যেখানে অন্ধীকৃত হইবে, সেই স্থানে কালক্রমে লোহাণা নামে একটী পুরী হইবে। আমি সেখানে অংশ দ্বারা সদা অধিষ্ঠিত থাকিব। অতঃপর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে 'কেল' নামে আমার একজন ভক্ত জন্মিবে, তাহার নামানুসারে আমি সেই হইতে 'কেলেশ্বরী' নামে খ্যাতি লাভ করিব। 'বৈলাক' নামে আমার অপর এক উত্তম ভক্ত জন্মিবে। তৎকৃত আরাধনায় আমি কলিযুগে সবিশেষ বিখ্যাত হইব। সেই লোহাণা পুরে, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে যে সকল মানব ভক্তি সহকারে আমার অর্চ্চনা করিবে, সেই পূজার ফলে, তাহারা সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। হে পাণ্ডব! সেই দিন অন্ধজনগণ যদি আমার পূজা করে, তবে আমি তাহাদিগকে ভাবিকালে নয়ন দান

বিধাস্যতি। সর্ব্বতীর্থস্নানতুল্যং তত্র স্নানঞ্চ তদ্দিনে॥ ১০০॥ মৎস্থানাং নেত্রনেত্রত্বতেজস্তন্মাত্রমুত্তমম্। উদ্ধৃত্য যোজয়িষ্যামি প্রত্যক্ষং তদ্ভবিষ্যতি॥ ১০১॥ এবং মম মহাস্থানং কলৌ খ্যাতং ভবিষ্যতি॥ ১০২॥ লোহাণাখ্যং মহাবাহো নাম কেলেশ্বরীতি চ। দুর্গমাখ্যং ততো হত্বা অস্মিন্ ক্ষেত্রে চ ভারত॥ ১০৩॥ দুর্গা নাম ভবিষ্যামি মহীসাগরপূর্ব্বতঃ। ধর্ম্মারণ্যে বসিষ্যামি ভবতাং ত্রাণকারণাৎ॥ ১০৪॥ ধর্ম্মারণ্যে স্থিতাঞ্চৈব যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ। আশ্বিনে মাসি চৈত্রে বা নবম্যাং শুক্লপক্ষকে॥ ১০৫॥ স্নাত্বা মহীসাগরে চ তেষাং দাস্যামি বাঞ্ছিতম্। বিধিনা যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং চ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥ ১০৬॥ পুত্রপৌত্রান্ প্রদাস্যামি স্বর্গং মোক্ষং ন সংশয়ঃ। প্রবেশে চ কলেঃ কালে ভবতাং বংশসম্ভবঃ। বৎসরাজঃ পাণ্ডবানাং তোষয়িষ্যতি যত্নতঃ॥ ১০৭॥ যস্য নাম্না ততঃ খ্যাতা ভবিষ্যামি কলৌ যুগে। বৎসেশ্বরীতি বৎসস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থদায়িনী॥ ১০৮॥ মৎপ্রসাদাৎ স রাজা বৈ ভবনোত্তাপকারিণীম্। অট্টালয়াং নাম তদা রাক্ষসীং নিহনিষ্যতি॥ ১০৯॥ তস্যাশ্চাপি বধস্থানমট্টালজমিতি স্থিতম্। ভবিষ্যতি পুরং তত্র মাং চ সংস্থাপয়িষ্যতি॥ ১১০॥ অট্টালয়াজগ্রামে মামর্চ্চয়িষ্যন্তি যে জনাঃ। বৎসেশ্বরীং সিতাষ্টম্যামাশ্বিনে তৈঃ সদার্চ্চিতা॥ ১১১॥ বৎসেশ্বরীঞ্চ যে দেবীং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তেষাং সর্ব্বফলাবাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১১২॥ ইত্থমট্টালয়ে বাসো লোহাণে চ ভবিষ্যতি। ধর্ম্মারণ্যে মহাক্ষেত্রে মহীসাগরসন্নিধৌ॥ ১১৩॥ মম লোকহিতার্থায় লোহস্য চ নিশম্যতাম্। অজ্ঞীকৃতো ময়া লোহো বহ্বীস্তপ্ত্বা তপঃ সমাঃ॥ ১১৪॥ বৃত্রাসুর ইবাজেয়ো লোকানুৎসাদয়িষ্যতি। তং চ বিশ্বপতির্ধীমানবতীর্য্য বুধো হরিঃ॥ ১১৫॥ যত্র হন্তা তত্র গ্রামং লোহাটীতি ভবিষ্যতি। গয়ো নাম মহাদৈত্যো ভবতাং বিঘ্নকৃত্তদা॥ ১১৬॥

করিব। সেদিন সেখানে স্নান কার্য্য সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। তুমি উক্তদিনে সেখানে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটী কূপ খনন করিও। ৬৮—১০০। আমি সেখানে মৎস্যগণের নয়নের নয়নত্বসম্পাদক তেজস্তন্মাত্র উদ্ধার করিয়া স্নাত অন্ধগণের নয়নে যোজনা করিয়া দিব। তাহাতেই কিয়ৎকালান্তে তাহারা চক্ষুষ্মান্ হইবে। এই অসাধারণ ব্যাপার নরগণের প্রত্যক্ষগোচর হইবে বলিয়া কলিকালে আমার সেই স্থান একটী মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইবে, এবং হে মহাবাহো! সেই স্থান লোহাণা এবং কেলেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে ভারত! অতঃপর আমি আমার এই ক্ষেত্রেই কিয়দ্দিনান্তে দুর্গম নামক অসুরকে বিনাশ করিব; তজ্জন্য আমার দুর্গা নামে খ্যাতি হইবে। তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমি মহীসাগরের পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মারণ্যেও বাস করিব। আশ্বিন মাসে কিম্বা চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষীয় নবমীতে মহীসাগরে স্নানান্তে মদীয় ধর্ম্মারণ্যবাসিনী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে, মানবগণকে আমি সর্ব্ববাঞ্ছিত প্রদান করিব। আর যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে বিহিত বিধি অনুসারে আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাদিগকে পুত্র পৌত্র স্বর্গ মোক্ষ, সমস্তই দান করিব; এ বিষয়ে সংশয় নাই। কলিযুগের প্রবেশকালে তোমাদিগেরই বংশসম্ভূত বৎসরাজ অতি যত্নপূর্ব্বক আমার তুষ্টি সম্পাদন করিবে। কলিযুগে তখন হইতে আমি সেই বৎসরাজের নামেই বিখ্যাত হইব;—বৎস নামক রাজার সর্ব্বার্থসাধন হেতু 'বৎসেশ্বরী' নামে আমার প্রসিদ্ধি হইবে। সেই রাজা আমারই প্রসাদে ভবনোত্তাপকারিণী অট্টালয়া নাম্নী রাক্ষসীকে নিহত করিবেন। সেই রাক্ষসীর বধস্থানে একটী নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহা অট্টালজ নামে প্রখ্যাত হইবে। জনগণ সেই নগরে আমারও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই অট্টালয়াজ গ্রামে আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে যে সকল মানব আমার সেই বৎসেশ্বরী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে, তাহারা মদীয় সদার্চ্চনাজন্য ফল লাভ করিবে। যে সকল মানব সেই বৎসেশ্বরীর নিয়ত আরাধনা করিবে, তাহাদিগের সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই প্রকারে লোকহিতবিধানার্থ অট্টালয়ে, লোহাণে এবং মহীসাগরের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ধর্ম্মারণ্যে আমার বাস হইবে। এক্ষণে লোহ নামক অসুরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমি লোহাসুরকে অজ্ঞীভূত করিলে পর সে বহু বৎসর যাবৎ তপস্যা করিয়া বৃত্রাসুরের ন্যায় অজেয় হইবে। তাহার অত্যাচারে যখন লোক সকল উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিবে, তখন বিশ্বপতি বিষ্ণু বুধরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাকে সংহার করিবেন। যেস্থানে তদীয় বধকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, সেই স্থানে লোহাটী নামে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনাদিগের বিঘ্নকারী

প্রস্থানে লোহবদ্ভাবী করিষ্যে তং নপুংসকম্। গয়ত্রাড়েতি মাং তত্র পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ ১১৭॥ গ্রামঞ্চাপি গয়ত্রাড়ং তত্র খ্যাতং ভবিষ্যতি। গয়-ত্রাড়ে গয়ত্রাড়াং যেহর্চ্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ ১১৮॥ মাঘাষ্টম্যাং ন শিষ্যন্তি তস্য সর্ব্বেহপ্যুপদ্রবাঃ। যে চ মাং কোপয়িষ্যন্তি পাণ্ডবারাধিতাং সদা॥ ১১৯॥ তেষাং পুংস্ত্বং হরিষ্যামি মহারৌদ্রেহধিতির্ম্মতি। পরি-বারশ্চ মে চাত্র ষণ্ঢঃ সর্ব্বো ভবিষ্যতি॥ ১২০॥ তস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে রৌদ্রে রুদ্রেহতিনির্ঘৃণে। এবং তৃতীয়ং তন্মহৎ স্থানমত্র ভবিষ্যতি॥ ১২১॥ ভবৎসু চ স্বর্গতেষু গয়োহপি সুমহত্তপঃ। তপ্ত্বা প্রাপ্য পুনঃ পুংস্ত্বং লোকান্ সম্পীড়য়িষ্যতি॥ ১২২॥ গয়াতীর্থং গতং তং চ গয়াধ্বংসনকাম্যয়া। বুধ এব জগৎস্বামী তত্র তং সূদয়িষ্যতি॥ ১২৩॥ ইত্থং শ্রীমান্ পীতবাসা অবতীর্য্য বুধঃ প্রভুঃ। বহূনি কৃত্বা কর্ম্মাণি স্বস্থানং প্রতিপৎস্যতে॥ ১২৪॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং ভবিষ্যং পাণ্ডবা ময়া। ভবতাং চিত্তনির্বৃত্তৌ শ্রূয়তাং ভূয় এব চ॥ ১২৫॥ ইদং তীর্থবরং মহ্যং সংসেব্যং সর্ব্বদা প্রিয়ম্। কৃতং যদত্রাগমনং তেন প্রীতিঃ পরা মম॥ ১২৬॥ ভীমস্য চাপি পৌত্রেণ দৃঢ়ং সন্তোষিতাস্মি চ। দেব্যঃ সর্ব্বাশ্চ মদ্রূপং নৈতজ্জ্ঞেয়মতোহন্যথা॥ ১২৭॥ ব্রজধ্বঞ্চাপি তীর্থানি যানি বো ন কৃতানি চ। আবাধাস্বস্মি সর্ব্বাসু স্মরণীয়া স্বসেব চ॥ ১২৮॥ আপৃচ্ছে চাপি বঃ সর্ব্বান্ যূয়ং কৃষ্ণসমা মম॥ ১২৯॥ সূত উবাচ। ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ। পুনঃপুনঃ প্রণম্যৈনাং নাপশ্যন্ দীপবদ্গতাম্॥ ১৩০॥ ততস্তে বর্ব্বরীকঞ্চ সংস্থাপ্যাত্রৈব নিষ্ঠিতম্। আগচ্ছ যোগে চোক্তেদং চক্রুস্তীর্থানি মুখ্যশঃ॥ ১৩১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বর্ব্বরীকোপাখ্যানে কেলেশ্বরী-বৎসে-শ্বরী-তুর্গাদেবী-গয়ত্রাড়ামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চসপ্তিতমোহধ্যায়ঃ॥ ৬৫॥

গয নামক মহাদৈত্য প্রস্থান প্রদেশে লোহাসুরের ন্যায় মহা উপদ্রবকারী হইবে; আমি তাহাকে ক্লীব করিয়া ফেলিব। সেখানে গয়ত্রাড় নামে একখানি গ্রাম এবং গয়ত্রাড়া নাম্নী মদীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নরগণ আমাকে অর্চ্চনা করিবে। সেই গয়ত্রাড় গ্রামে যাহারা মাঘশুক্লাষ্টমীতে মদীয় গয়ত্রাড়া মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে, তাহাদিগের সমস্ত উপদ্রব অবিলম্বে দূরীভূত হইবে। হে পাণ্ডব! জনগণের আরাধনাই সেই মদীয় গয়-ত্রাড়া মূর্ত্তির যাঁহারা কোপোৎপাদন করিবে, আমি মহারুদ্র দ্বারা আবিষ্টা বলিয়া ক্রোধবশে তাহাদিগের পুরুষত্ব নাশ করিব। সেখানে আমার যাহারা পরিবার থাকিবে, তাহারাও সকলেই পুরুষত্বহীন হইবে। ১০১—১২০। কলিযুগের অতি রৌদ্র ঘোর অবস্থায়,—যখন রুদ্রদেব প্রজাবর্গের প্রতি সবি-শেষ রুষ্ট থাকিবেন, তখন আমার সেই তৃতীয় স্থান প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। তোমরা স্বর্গগত হইলে পর গয়াসুর আবার সুমহৎ তপস্যা করিয়া পুরুষত্ব লাভ করিবে এবং লোক সকলের মহাপীড়া জন্মাইতে থাকিবে। সে গয়াধামের ধ্বংস সাধনার্থ গয়াধামোদ্দেশে যাত্রা করিলে জগৎ-পতি বুধ তখন তাহাকে সেই স্থানেই বিনাশ করিবেন। শ্রীমান্ প্রভু বিষ্ণু বুধরূপে অবতীর্ণ হইয়া এইরূপ লোকরক্ষাকর বহু কার্য্য করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন। হে পাণ্ডবগণ! তোমা-দিগের চিত্তৃপ্তি-বিধানার্থ এই আমি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্য বৃত্তান্ত কহিলাম। অতঃপর আর এক কথা শুন। ইহা আমার প্রিয় তীর্থ; তোমরা সতত এ তীর্থের সেবা করিও। এই তীর্থে যে তোমরা আসিয়াছ, তাহাতেই আমার সবিশেষ প্রীতি সাধন হইয়াছে। আর ভীমের পৌত্রও আমায় অতীব সন্তোষিত করিয়াছে। তোমরা জানিও, সমস্ত দেবীই আমার রূপান্তর; তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তোমরা যেসকল তীর্থে যাও নাই, তৎসমস্ত তীর্থে যাত্রা কর, যে কোনও বাধা উপস্থিত হউক, আমাকে স্মরণ করিও; আমাকে তোমাদিগের ভগিনীর ন্যায় অব-ধারণ কর। তোমরা আমার কৃষ্ণবৎ প্রিয়। সেই জন্য তোমাদের সকলকেই আমি এক্ষণে বিদায়-সম্ভাষণ করিতেছি। দেবীর এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করি-লেন। দেবী তখন দীপনির্ব্বাণবৎ সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পাণ্ডবগণ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা বর্ব্বরীককে বনবাসাবসানে তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে বলিয়া প্রধান প্রধান তীর্থে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২১—১৩১।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে ব্যতীতে সময়ে তদা। উপপ্লবে সঙ্গতেষু সর্ব্বরাজসু পাণ্ডবাঃ॥ ১॥ যোদ্ধুমাগত্য সন্তস্থুঃ কুরুক্ষেত্রং মহারথাঃ। কৌরবাশ্চাপি সন্তস্থুর্দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ॥ ২॥ ততো ভীষ্মেণ প্রোক্তাংশ্চ নরৈঃ শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরঃ। রথাতিরথসংখ্যাস্তু রাজ্ঞাং মধ্যে বচোঽব্রবীৎ॥ ৩॥ ভীষ্মেণ বিহিতা কৃষ্ণ রথাতিরথবর্ণনা। ততো দুর্য্যোধনোঽপৃচ্ছদিদং স্বীয়ান্ মহারথান॥ ৪॥ সসৈন্যান্ পাণ্ডবানেতান্ হন্যাৎ কালেন কেন কঃ। মাসেন তু প্রতিজ্ঞাতং ভীষ্মেণ চ কৃপেণ চ॥ ৫॥ পক্ষং দ্রোণেন চাহ্না চ দশভির্দ্রৌণিনা রণে। সর্ব্বাভিঃ কর্ণেন চ তথা সদা মম ভয়ঙ্করা॥ ৬॥ তদহং স্বাংশ্চ পৃচ্ছামি কেন কালেন হন্তি কঃ। এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭॥ অযুক্তমেতদ্ভীষ্মাদ্যৈঃ প্রতিজ্ঞাতং যুধিষ্ঠির। ততো জয়ে চ বিজয়ে নিশ্চয়ো হি মৃষৈব তৎ॥ ৮॥ তথাপি যে সন্তি নৃপাঃ সন্নদ্ধা রণসংস্থিতাঃ। পশ্যৈতান্ পুরুষব্যাঘ্রান কালকল্পান্ দুরাসাদন্॥ ৯॥ দ্রুপদং চ বিরাটং চ ধৃষ্টকেতুং চ কৈকয়ম্। সহদেবং সাত্যকিং চ চেকিতানং চ দুর্জ্জয়ম্॥ ১০॥ ধৃষ্টদ্যুম্নং সপুত্রং চ মহাবীর্য্যং ঘটোৎকচম্। ভীমাদীংশ্চ মহেষ্বাসান্ কেশবং চাপরাজিতম্॥ ১১॥ মন্যেঽহমেকমেকস্তেতেষাং হন্যাৎ কৌরববাহিনীম্। সন্নদ্ধাঃ প্রতিদৃশ্যন্তে ভীষ্মাদ্যা বহবো রথাঃ॥ ১২॥ তেভ্যো ভয়ং ন কার্য্যং তে ফল্গবোঽমী মৃগা ইব॥ ১৩॥ অস্মাকং ধনুষাং ঘোষৈরিদানীমেব ভারত। কৌরবা বিদ্রবিষ্যন্তি সিংহত্রস্তা মৃগা ইব॥ ১৪॥ বৃদ্ধাদ্ভীষ্মাদ্দ্বিজাদ্‌বৃদ্ধাদ্দ্রোণাদপি কৃপাদপি। বালিশাৎ কিং ভয়ং দ্রৌণেঃ সূতপুত্রাচ্চ দুর্ম্মতেঃ॥ ১৫॥ অথবা চিত্তনির্বৃত্যৈ জ্ঞাতুমিচ্ছসি ভারত। শত্রূণাং প্রত্যনীকেষু সন্ধাবচ্ছৃণু মে বচঃ॥ ১৬॥ একোঽহমেব সংগ্রামে সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু তে রথাঃ। একাহ্না ক্ষপয়ে সর্ব্বান কৌরবান্ সৈন্যসংযুতান্॥ ১৭॥ ইত্যর্জ্জুনবচঃ শ্রুত্বা স্ময়ন দামোদরোঽব্রবীৎ। এবমেতদ্‌যথা প্রাহ

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অতঃপর ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে মহারথ পাণ্ডবগণ উপপ্লব নগরে অপর রাজগণ সহ মিলিত হইয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগ করিলেন এবং তদর্থে সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইয়া অবস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণও যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তখন রথী মহারথী অতিরথী প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির চরমুখে তাহা শুনিয়া সেই রাজমণ্ডলমধ্যে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভীষ্ম রথী মহারথী অতিরথী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন; তখন দুর্য্যোধন তৎপক্ষীয় বীরগণমধ্যে কে কতকালে পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সমর্থ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম ও কৃপ একমাসে, দ্রোণ একপক্ষ কালে, অশ্বত্থামা দশ দিনে, এবং আমি যাহাকে নিয়ত ভয় করি, সেই কর্ণ ছয়দিনে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আমিও আমার সৈন্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কে কত কালে কৌরবদল দলনে সমর্থ? রাজার এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ভীষ্ম প্রভৃতি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা নহে; কারণ, যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত; তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন নিশ্চয় করা যায় না। আপনার পক্ষেও যে সমস্ত রাজা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখুন না কেন?—এই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্রগণ দুর্জ্জয় কাল-তুল্য। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু, কৈকয়, সহদেব, সাত্যকি, দুর্জ্জয়, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পুত্র সহিত মহাবীর্য্য ঘটোৎকচ, ভীম প্রমুখ অপর বীরবরগণ এবং রণে অপরাজিত ভগবান্ কেশব,—ইহাঁরা প্রত্যেকেই কৌরববাহিনী সংহার করিতে সমর্থ বলিয়া আমার বোধ হয়। এই যে ভীষ্মাদি বীরগণকে সজ্জিত দেখিতেছেন, আপনি ইহাদের কোন ভয় করিবেন না, কারণ, উহারা সংখ্যায় অধিক হইলেও মৃগদলবৎ নিতান্ত তুচ্ছ। হে ভারত! আমাদিগের ধনুর্ঘোষ শ্রবণে এই কৌরবগণ এখনই সিংহবিত্রাসিত মৃগযুথবৎ বিদ্রাবিত হইবে। ১—১৪। ভীষ্ম বৃদ্ধ, দ্রোণও বৃদ্ধ, কৃপও বৃদ্ধ, অশ্বত্থামা মূর্খ, আর সূতপুত্র কর্ণও দুর্ম্মতি; সুতরাং ইহাদিগের হইতে ভয় কি? অথবা রাজন্! আপনি চিত্ত শান্তি নিমিত্ত যদি স্বপক্ষীয় বীরগণের বীর্য্য-পরিমাণ জানিতে চাহেন, তবে শুনুন; আপনার অপর সৈন্যসামন্ত ব্যতীত আমি একাকীই সৈন্য-সমন্বিত কৌরবগণকে এক দিনের মধ্যে সংহার করিতে সমর্থ। অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া বাসুদেব

ফাল্গুনোঽয়ং মৃষা ন তৎ ॥ ১৮ ॥ ততশ্চ শঙ্খান্ ভেরীশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্করান্। নিবার্য্য রাজমধ্যস্থো বর্ব্বরীকো বচোঽব্রবীৎ ॥১৯॥ যেন তপ্তং গুপ্তক্ষেত্রে যেন দেব্যঃ সুতোষিতাঃ। যস্যাতুলং বাহুবলং তেন চোক্তং নিশম্যতাম্ ॥ ২০। যদব্রবীমি বচঃ সত্যং শৃণুধ্বং তন্নরাধিপাঃ। আত্মনো বীর্য্যসদৃশং কেবলং ন তু দর্পতঃ ॥ ২১ ॥ যদার্য্যেণ প্রতিজ্ঞাত-মর্জ্জুনেন মহাত্মনা। ন মর্ষয়ামি তদ্বাক্যং কালক্ষেপো মহানয়ম্ ॥ ২২ ॥ সর্ব্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু সার্জ্জুনাঃ সহকেশবাঃ। একো মুহূর্ত্তাদ্ভীষ্মাদীন সর্ব্বান্নেষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২৩ ॥ ময়ি তিষ্ঠতি কেনাপি শস্ত্রং গ্রাহ্যং ন ক্ষত্রিয়ৈঃ। স্বধর্ম্মশপথো বোঽস্তু মৃতে গ্রাহ্যং ততো ময়ি ॥ ২৪ ॥ পশ্যধ্বং মে বলং বাহ্বোর্দেব্যা-রাধনসম্ভবম্। মাহাত্ম্যং গুপ্তক্ষেত্রস্য তথা ভক্তিঞ্চ পাণ্ডুষু ॥ ২৫ ॥ পশ্যধ্বং মে ধনুর্ঘোরং তূণীরাবক্ষয়ৌ তথা। খড়্গং চ দেব্যা যদ্দত্তং ততো বচ্মি বচাংস্যিদম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্ষত্রিয়া বিস্ময়ং যযুঃ। অর্জ্জুনশ্চ কটাক্ষেপে লজ্জিতঃ কৃষ্ণমৈক্ষত ॥ ২৭ ॥ তমাহ ললিতং কৃষ্ণঃ ফাল্গুনং পরমং বচঃ। আত্মৌ-পয়িকমেবেদং ভৈমিপুত্রোঽভ্যভাষত ॥ ২৮ ॥ নবকোটিযুতোঽনেন পলাশী নিহতঃ পুরা। ক্ষণাদেব চ পাতালে শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্ ॥ ২৯ ॥ পুনঃ প্রক্ষ্যামহে ত্বেনং কেনোপায়েন কৌরবান্। মুহূর্ত্তা-দ্ধংসি ক্রহীতি পৃচ্ছ্যতাং চাহ তং জয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স্ময়ন যাদবেন্দ্রো ভৈমিপুত্রমভাষত ॥ ৩১ ॥ ভীষ্মদ্রোণকৃপদ্রৌণিকর্ণদুর্য্যোধনাদিভিঃ। গুপ্তাং ত্র্যম্বকতর্জ্জেয়াং সেনাং হংসি কথং ক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ অয়ং মহান বিস্ময়স্তে বচসো ভৈমিনন্দন। সম্ভূতঃ সর্ব্বরাজ্ঞাং চ ফাল্গুনস্য চ ধীমতঃ ॥ ৩৩ ॥ তদ্ব্রূহি কেনোপায়েন মুহূর্ত্তাদ্ধংসি কৌরবান্। উপায়বীর্য্যং তে জ্ঞাত্বা মংস্যামো বয়মপ্যুত ॥ ৩৪ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তো বাসুদেবেন সর্ব্বভূতেশ্বরেণ চ। সিংহবক্ষাঃ পর্ব্বতাভো নানাভূষণভূষিতঃ ॥৩৫॥ ঘটাস্যো ঘটহাসশ্চ ঊর্দ্ধকেশোঽতিদীপ্তিমান্। বিদ্যুদক্ষো বায়ুজবো

ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—ইহা ঠিক। অর্জ্জুন যে কহিলেন, ইহা মিথ্যা নহে। তখন শত শত শঙ্খ-ভেরী-পুষ্করাদি বাদ্য সকল নিবারণ করিয়া সেই রাজমণ্ডলমধ্যগত বর্ব্বরীক কহিলেন,—যে জন গুপ্তক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছে, যে ব্যক্তি দেবীগণকে সন্তোষিত করিয়াছে, যাহার বাহুবল অতুলনীয়, সেই বীরের কথা শুনুন। হে রাজ-গণ! কেবল দর্পবশে নহে, পরন্তু আত্মবীর্য্যানুরূপ যে সত্য কথা বলিতেছি, আপনারা তাহা শুনুন। পূজনীয় মহাত্মা অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, আমি সে কথায় সন্তুষ্ট নহি, কারণ তাহাতে অত্যন্ত বৃথা কাল-ক্ষেপ বোধ হয়। অর্জ্জুন-কেশবাদি সহ আপনারা সকলে থাকুন, আমি একাকী মুহূর্ত্তমাত্রেই ভীষ্মপ্রমুখ সমস্ত কৌরবদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিতে পারি। আমি উপস্থিত থাকিতে আর কোনও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই; আমি যদি মরি, তবে পশ্চাৎ অপর সকলে অস্ত্র ধারণ করিবেন। দেবীর আরাধনালব্ধ মদীয় বাহুবল সকলে দেখুন;—দেখিয়া গুপ্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ভক্তি কিরূপ?—তাহা অবগত হউন। এই আমার ঘোর ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, এবং দেবীদত্ত খড়্গ দেখুন,—যাহার জন্য আমি এরূপ গর্ব্বোক্তি করি-তেছি। বর্ব্বরীকের এই বাক্য শুনিয়া ক্ষত্রিয়গণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। অর্জ্জুন একটু লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে মধুর স্বরে এই পরম সত্য কথা কহিলেন যে, ভীমের পৌত্র আপনার যোগ্য কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি পাতালে যাইয়া নব-কোটি পরিবার সহিত পলাশী দানবকে ক্ষণমাত্রেই বিনাশ করিয়াছেন; এই অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরন্তু কি উপায়ে মুহূর্ত্তমধ্যে কৌরবগণকে নিহত করিতে পারেন, তাহা ইঁহাকে জিজ্ঞাসিব? অর্জ্জুন কহিলেন হাঁ, জিজ্ঞাসা করুন।১৫—৩০। তখন যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভীমপৌত্রকে সহাস্যে কহিলেন,—হে বর্ব্বরীক! ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-অশ্ব-থামা-কর্ণ-দুর্য্যোধনাদি দ্বারা পরিরক্ষিত কৌরব-সৈন্য মৃত্যুঞ্জয়েরও অজেয় বলিয়া বোধ হয়; তুমি তাহা মুহূর্ত্তমাত্রে কি প্রকারে সংহার করিতে পার? হে ভীম-পৌত্র! তোমার কথায় এই সমস্ত রাজগণের এবং ধীমান্ অর্জ্জুনেরও মহান্ বিস্ময় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি কোন্ উপায়ে কৌরবগণকে মুহূর্ত্তমাত্রে সংহার করিতে পার, তাহা বল; আমরা সেই উপায় ও বীর্য্যের কথা শুনিয়া তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারি। সূত কহিলেন,—সর্ব্বভূতপতি বাসুদেব এই কথা কহিলে পর সিংহসম-সমুন্নত-বক্ষস্থলশালী, পর্ব্বতাকার, ঘটাস্য, ঘটহাস্য, ঊর্দ্ধকেশ, বিদ্যুন্নেত্র, বায়ুবেগী,

যশ্চেচ্ছেন্নাশয়েজ্জগৎ ॥ ৩৬ ॥ দেবীদত্তাতুলবলো বর্ব্বরীকোঽভ্যভাষত। যদি বো মানসং বীরা উপায়স্য প্রদর্শনে ॥ ২৭ ॥ তদহং দর্শয়াম্যেব পশ্যধ্বং সহকেশবাঃ। ইত্যুক্ত্বা ধনুরারোপ্য সন্দধে বিশিখং ত্বরন্। নিঃশল্যং চাপি সম্পূর্ণং সিন্দুরাভেণ ভস্মনা ॥৩৮॥ আকর্ণমাকৃষ্য চ তং মুমোচ মুখাদথোত্থিতমভূচ্চ ভস্ম ॥ ৩৯ ॥ সেনাদ্বয়ে তচ্চ পপাত শীঘ্রং যস্যৈব যত্রাস্তি চ মৃত্যুমর্ম্ম। সর্ব্বরোমসু ভীষ্মস্য কণ্ঠে রাধেয়দ্রোণয়োঃ ॥ ৪০ ॥ উরৌ দুর্য্যোধনস্যাপি শল্যস্যাপি চ বক্ষসি। কণ্ঠে চ শকুনের্দীপ্তং ভগদত্তস্য চাপতৎ ॥ ৪১ ॥ কৃষ্ণস্য পাদতলকে কণ্ঠে দ্রুপদমৎস্যয়োঃ। শিখণ্ডিনস্তথা কট্যাং কণ্ঠে সেনাপতেস্তথা ॥ ৪২ ॥ পপাত রক্তং তদ্ভস্ম যত্র যেষাং চ মর্ম্ম চ। কেবলং চৈব পাণ্ডূনাং কৃপদ্রৌণ্যোশ্চ নাস্পৃশৎ ॥৪৩॥ ইতি কৃত্বা ততো ভূয়ো বর্ব্বরীকোঽভ্যভাষত। দৃষ্টং ভবদ্ভিরেবং যন্ময়া মর্ম্ম নিরীক্ষিতম্ ॥ ৪৪ ॥ অধুনা পাতয়িষ্যামি মর্ম্মস্বেষাং শিতাঙ্কুরান্।

নানাভূষণভূষিত, ইচ্ছামাত্রেই জগৎ-সংহারক্ষম ও দেবীদত্ত বরপ্রভাবে অতুল বলসম্পন্ন বীরবর বর্ব্বরীক কহিলেন,—হে বীরগণ। আপনারা যদি সেই উপায় প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আমি তাহা দেখাইতেছি, আপনারা কেশবের সহিত তাহা প্রত্যক্ষ করুন। এই বলিয়াই ত্বরা সহকারে ধনু আনত করিয়া তাহাতে সেই পূর্ব্বোক্ত নিঃশল্য সিন্দূরাভ ভস্মানুলিপ্ত একটী বাণ যোজন করিলেন। পরে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক সেই বাণ নিক্ষেপ করিলে সেই বাণের মুখ হইতে ভস্ম উড়িয়া পড়িতে লাগিল। সেই ভস্ম উভয় সেনাদলে সৈন্যগণের প্রত্যেকেরই মৃত্যুমর্ম্মে পতিত হইল। ভীষ্মের সমস্ত রোমকূপে, কর্ণের ও দ্রোণের কণ্ঠদেশে, দুর্য্যোধনের উরুদেশে, শল্যের বক্ষঃস্থলে, শকুনির ও ভগদত্তের কণ্ঠে, কৃষ্ণের পাদতলে, দ্রুপদের ও বিরাটের কণ্ঠদেশে, শিখণ্ডীর কটিতটে, ধৃষ্টদ্যুম্নের কণ্ঠে, এবং অপরাপর বীরগণের যাহার যেখানে মৃত্যুমর্ম্ম—সেই সেই স্থানেই সেই রক্তবর্ণ ভস্ম পতিত হইল! কেবল মাত্র পঞ্চ পাণ্ডব, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামাকে সেই ভস্ম স্পর্শ করিল না। ইহার পর বর্ব্বরীক কহিলেন, —আমি যে সকলের মৃত্যুমর্ম্ম অবলোকন করিলাম, আপনারা ইহা দেখিলেন তো? এক্ষণে

দেবীদত্তানমোঘাখ্যান্ যৈর্ম্মরিষ্যন্ত্যমী ক্ষণাৎ ॥ ৪৫ শপথা বঃ স্বধর্ম্মস্য শস্ত্রং গ্রাহ্যং ন বঃ ক্বচিৎ। মুহূর্ত্তাৎ পাতয়িষ্যামি শস্ত্রনেতাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৬ ॥ ততো বিস্মিতচিত্তানাং যুধিষ্ঠিরপুরোগিণাম্। আসীন্নিনাদঃ সুমহান্ সাধুসাধ্বিতি শংসতাম্ ॥ ৪৭ ॥ বাসুদেবশ্চ সংক্রুদ্ধশ্চক্রেণ নিশিতেন চ। এবং ব্রুবত এবাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা ন্যপাতয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বমাসীদাবিগ্নং রাজমণ্ডলম্। ব্যলোকয়ন্ কেশবং তে বিস্মিতাশ্চাভবন্ ভৃশম্ ॥ ৪৯ ॥ কিমেতদিতি প্রাহুশ্চ বর্ব্বরীকঃ কুতো হতঃ। পাণ্ডবাশ্চাপি মুমুচুরশ্রূণি সহপার্থিবাঃ ॥ ৫০ ॥ হাহা পুত্রেতি চ গৃণন্ প্রস্খলংশ্চ পদেপদে। ঘটোৎকচোঽপতদ্দীনঃ পুত্রোপরি বিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেব্যশ্চতুর্দ্দশ সমাযযুঃ ॥ ৫২ ॥ সিদ্ধাম্বিকা ক্রোড়মাতা কপালী তারা সুবর্ণা চ ত্রিলোকজেত্রী। ভাণেশ্বরী চর্চ্চিকা চৈকবীরা যোগেশ্বরী চণ্ডিকা ত্রৈপুরা চ ॥ ৫৩ ॥ ভূতাম্বিকা হরসিদ্ধিস্তথাযুঃ সম্প্রাপ্য তস্থুর্নৃপবিস্ময়ঙ্করাঃ। শ্রীচণ্ডিকাখ্যাস্য ততো ঘটোৎকচং প্রোবাচ বাক্যং মহতা স্বরেণ ॥ ৫৪ ॥ শৃণুধ্বং

ইহাদিগের সেই সমস্ত মর্ম্মপ্রদেশে নিশিত শর প্রহার করিব। সেই সমস্ত দেবীদত্ত অমোঘ বাণাঘাতে ইহাঁরা ক্ষণমাত্রেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন; আপনাদিগের স্বধর্ম্মের শপথ;—আপনারা শস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল শত্রুকে নিশিত শরপ্রহারে পাতিত করিতেছি। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ রাজগণ বিস্মিতচিত্তে সুমহান্ সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু মাহাত্মা বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তৎকালে নিশিত চক্রাঘাতে তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তাহাতে সেই সমগ্র রাজমণ্ডল তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সকলেই বিস্মিত হইয়া কেশবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই “একি! বর্ব্বরীককে কেন সংহার করা হইল?” এই কথা বলিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ অপরাপর রাজগণ সহ রোদন করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ তখন “হা পুত্র! হা পুত্র!” বলিয়া স্খলিতপদে দীনভাবে যাইয়া পুত্রের উপর পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ৩১—৫১। ইতিমধ্যে সেখানে সিদ্ধাম্বিকা, ক্রোড়মাতা, কপালী, তারা, সুবর্ণা, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভাণেশ্বরী, চর্চ্চিকা, একবীরা, যোগেশ্বরী, চণ্ডিকা,

পার্থিবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেন বিদিতাত্মনা। হেতুনা যেন নিহতো বর্ব্বরীকো মহাবলঃ ॥ ৫৫ ॥ মেরুমূর্দ্ধি পুরা পৃথ্বী সমবেতান্ দিবৌকসঃ। ভারাক্রান্তা জগাদৈতান্ ভারোঽপহ্রিয়তাং হি মে ॥৫৬॥ ততো ব্রহ্মা প্রাহ বিষ্ণুং ভগবংস্ত্বমিদং শৃণু। দেবাস্ত্বামনুগমিষ্যন্তি ভারং হর ভুবঃ প্রভো ॥ ৫৭ ॥ ততস্তথেতি তন্মেনে বচনং বিষ্ণুরব্যয়ঃ। এতস্মিন্নন্তরে বাহুমুদ্ধৃত্যোচ্চৈর-ভাষত ॥ ৫৮ ॥ সূর্য্যবর্চ্চেতি যক্ষেন্দ্রশ্চতুরাশীতি-কোটিপঃ। কিমর্থং মানুষে লোকে ভবদ্ভির্জন্ম কার্য্যতে ॥ ৫৯ ॥ ময়ি তিষ্ঠতি দোষাণামনেকানাং মহাস্পদে। সর্ব্বে ভবন্তো মোদন্তু স্বর্গেষু সহ বিষ্ণুনা ॥ ৬০ ॥ অহমেকোঽবতীর্য্যৈতান হনিষ্যামি ভুবো ভরান। স্বধর্ম্মশপথা বো বৈ সন্তি চেজ্জন্ম প্রাপ্স্যথ ॥ ৬১ ॥ ইত্যুক্তবচনে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধস্তং সমভাষত। দুর্ম্মতে সর্ব্বদেবানামবিষহ্যং মহাভরম্ ॥ ৬২ ॥ ক্রষে স্বসাধ্যং মোহাত্ত্বং শাপযোগ্যোঽর্হসি বালিশ। দেশ-কালোচিতং স্বীয়ং পরস্য চ বলং হৃদা ॥ ৬৩ ॥ অবিচার্য্যৈব প্রভুষু বক্তি সোঽর্হতি দণ্ডনম্। তস্মাদ্ভূভারহরণে যুদ্ধস্যোপক্রমে সতি ॥ ৬৪ ॥ শরীরনাশং কৃষ্ণাত্ত্বমবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ। এবং শপ্তো ব্রহ্মণাসৌ বিষ্ণুমেতদযাচত ॥ ৬৫ ॥ যদ্যেবং ভবিতা নাশস্তদেকং দেব প্রার্থয়ে। জন্মপ্রভৃতি মে দেহি মতিং সর্ব্বার্থসাধনীম্ ॥৬৬॥ ততস্তথেতি তং প্রাহ কেশবো দেবসংসদি। শিরস্তে পূজয়িষ্যন্তি দেব্যাঃ পূজ্যো ভবিষ্যসি ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তা চাবতীর্ণোঽসৌ সহ দেবৈর্হরিস্তদা। হরির্নাম স কৃষ্ণোঽসৌ ভবন্তস্তে তথা সুরাঃ ॥ ৬৮ ॥ সূর্য্যবর্চ্চাঃ স চায়ং হি নিহতো ভৈমিপুত্রকঃ। প্রাক্‌ছাপং ব্রহ্মণঃ স্মৃত্বা হতোঽনেন মহাত্মনা। তস্মাদ্দোষো ন কৃষ্ণেঽস্মিন্ দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্বভূমিপৈঃ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যদুক্তং ভূমিপা দেব্যা তত্তথৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥ যদ্যেনমধুনা নৈব হন্যাং ব্রহ্মবচোঽন্যথা। ততো ভবেদিতি স্মৃত্বা

ত্রিপুরা, ভুতাম্বিকা ও হরসিদ্ধি,—এই চতুর্দ্দশ দেবী প্রাদুর্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচণ্ডিকা দেবী ঘটোৎকচকে আশ্বাসিত করিয়া তারস্বরে কহিলেন, হে রাজগণ! এই আত্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ যে জন্য মহাবল বর্ব্বরীককে নিহত করিলেন, তোমরা তাহা শুন। পূর্ব্বে পৃথিবী, ভারাক্রান্ত হইয়া মেরুশিখরে যাইয়া দেবগণকে স্বীয় ভারাপনয়নার্থ অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কহিলেন যে হে প্রভো! আমার কথা শুনুন। হে ভগবান! আপনি যাইয়া ভুভার হরণ করুন; তদর্থে দেবগণ আপনার অনুগমন করিবেন। অব্যয় বিষ্ণু সে কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইতি মধ্যে চতুরশীতিকোটি-যক্ষাধিপতি সূর্য্যবর্চ্চা বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে, হে দেবগণ! আমি বহু দোষের আকর; অতএব আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনারা কি নিমিত্ত নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিবেন? আপনারা সকলেই বিষ্ণুর সহিত স্বর্গে বিহার করিতে থাকুন, আমি একাকী অবতীর্ণ হইয়াই এই ভুভার হরণ করিব। আমি ধর্ম্মশপথ করিয়া বলিতেছি, আপনাদিগের জন্ম লইবার কোন আবশ্যকতা নাই।৫২—৬১। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা সক্রোধে কহিলেন,—হে দুর্ম্মতি যক্ষেন্দ্র! যাহা সর্ব্ব দেবতার পক্ষেও দুঃসহ, তুমি মোহবশে তাহা আত্মসাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছ; ওহে নির্ব্বোধ! তুমি এই দুষ্কার্য্য হেতু শাপযোগ্য হইয়াছ। যে ব্যক্তি দেশ-কালানুরূপ স্বীয় ও পরকীয় বলাবল অন্তরে বিচার না করিয়াই প্রভুসমীপে বলাবল-বিষয়ক প্রস্তাব করে, সে দণ্ডার্হ হয়। অতএব ভূভারহরণ ব্যাপারে যুদ্ধের উপক্রমকালে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তোমার শরীরবিনাশ ঘটিবে; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই যক্ষরাজ তখন বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! যদি আমার এইরূপ দেহনাশই হয়, তবে তৎসম্বন্ধে আমি একটী প্রার্থনা করিতেছি,—জন্মাবধি যেন আমার মতি, ইষ্টার্থ-সাধনোন্মুখী হয়। কেশব সেই দেবসভায় 'তথাস্তু' বাক্যে তদীয় প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কহিলেন,—দেবীর পূজকগণ তোমার মস্তকও পূজা করিবে; সুতরাং তুমি জগতে সাধারণের পূজ্য হইয়া থাকিবে। এই কথার পর ভগবান্ হরি, দেবগণ সহ ভূতলে অবতীর্ণ হন। সেই হরিই এই কৃষ্ণ; সেই দেবগণই তোমরা; আর সেই সূর্য্য-বর্চ্চাই এই নিহত বর্ব্বরীক। মহাত্মা কৃষ্ণ, ব্রহ্মার সেই পূর্ব্বোক্ত শাপবাণী স্মরণ করিয়াই ইহাকে নিহত করিয়াছেন। অতএব এ কার্য্যে কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করা রাজগণের কাহারও উচিত নহে।৬২—৬৯। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভূপতিগণ! দেবী যাহা কহিলেন, তাহা ঐরূপই বটে; সংশয় নাই। আমি যদি ইহাকে এক্ষণে হত্যা না

ময়াসৌ বিনিপাতিতঃ॥ ৭১॥ গুপ্তক্ষেত্রে ময়ৈবাসৌ নিযুক্তো দেব্যনুস্মৃতৌ। পূর্ব্বং দত্তং বরং স্বীয়ং স্মরতা দেবসংসদি॥ ৭২॥ ইত্যুক্তে চণ্ডিকা দেবী তদা ভক্তশিরস্ত্বিদম্। অভ্যুক্ষ্য সুধয়া শীঘ্রমজরং চামরং ব্যধাৎ॥ ৭৩॥ যথা রাহুশিরস্তদ্বচ্ছিরঃ প্রণনাম তান্। উবাচ চ দিদৃক্ষামি যুদ্ধং তদনুমন্যতাম্॥ ৭৪॥ ততঃ কৃষ্ণো বচঃ প্রাহ মেঘগম্ভীরবাক্প্রভুঃ। যাবন্মহী সনক্ষত্রা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৭৫॥ তাবত্ত্বং সর্ব্বলোকানাং বৎস পূজ্যো ভবিষ্যসি। দেবীলোকেষু সর্ব্বেষু দেবীবদ্বিচরিষ্যসি॥ ৭৬॥ স্বভক্তানাঞ্চ লোকেষু দেবীনাং দাস্যসে স্থিতিম্। বালানাং যে ভবিষ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ। পিড়কাস্তাঃ সুখেনৈব শাময়িষ্যসি পূজনাৎ॥ ৭৭॥ ইদং চ শৃঙ্গমারুহ্য পশ্য যুদ্ধং যথা ভবেৎ॥৭৮॥ ধাবন্তঃ কৌরবাস্বস্মান বয়ং যামস্যমূর্নিতি। ইত্যুক্তে বাসুদেবেন দেব্যোঽথাম্বরমাবিশন্॥ ৭৯॥ বর্ব্বরীকশিরশ্চৈব গিরিশৃঙ্গমবাপ্য তৎ। দেহস্য ভূমিসংস্কারাশ্চাভবন্ শিরসো নহি। ততো যুদ্ধং মহদভূৎ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥ ৮০॥ অষ্টাদশাহেন হতা যে চ দ্রোণবৃষাদয়ঃ। দুর্য্যোধনে হতে ক্রূরে অষ্টাদশদিনাত্যয়ে॥ ৮১॥ যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাতিমধ্যে গোবিন্দং সমভাষত। পুরুষোত্তম সংগ্রামমমুং সন্তারিতা বয়ম্। ত্বয়ৈব নাথেন হরে নমস্তে পুরুষোত্তম॥ ৮২॥ শ্রুত্বা তস্যাপি সাস্য়মিদং ভীমো বচোঽব্রবীৎ॥ ৮৩॥ যেন ধ্বস্তা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তং নিরাকৃত্য মাং নৃপ। পুরুষোত্তমং কৃষ্ণমিতি ব্রবীষি কিমু মূঢ়বৎ॥ ৮৪॥ ধৃষ্টদ্যুম্নং ফাল্গুনঞ্চ সাত্যকিং মাঞ্চ পাণ্ডব। নিরাকৃত্য ব্রবীষ্যেব স্তুতং ধিক্ত্বাং যুধিষ্ঠির॥ ৮৫॥ অর্জ্জুন উবাচ। মৈবং মৈবং ব্রূহি ভীম ন ত্বং বেৎসি জনার্দ্দনম্। ন ময়া ন ত্বয়া পার্থ নান্যেনাপ্যারয়ো হতাঃ॥ ৮৬॥ অহং হি সর্ব্বদাগ্রস্থং নরং

করিতাম, তবে ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়িত। ইহা ভাবিয়াই আমি ইহাকে বিনাশ করিয়াছি। আমিই ইহাকে গুপ্তক্ষেত্রে যাইয়া দেবীর উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছিলাম; কারণ, পূর্ব্বে দেবসভায় এসম্বন্ধে ইহাকে বর প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে পর চণ্ডিকাদেবী স্বীয় ভক্তের সেই মস্তকটী লইয়া অমৃত দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিলেন; তাহাতে সে মস্তকটী চিরতরে অজর অমর হইয়া রহিল। রাহুর মস্তকবৎ সেই মস্তকটী তখন সকলকে প্রণাম করিল; এবং কহিল যে, আমি এই উপস্থিত যুদ্ধ দর্শনে অভিলাষী, অতএব আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। প্রভু কৃষ্ণ তখন মেঘসম-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—যাবৎকাল মহীমণ্ডল, নক্ষত্র সকল ও চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল হে বৎস। তুমি সর্ব্বলোকের পূজার্হ হইবে; সমস্ত দেবীলোকে তুমি দেবীর ন্যায় সসম্মানে বিচরণ করিবে; আর ভক্তজনগণকেও দেবীলোকে বাস করাইবে। বালকগণের যে বাত-পিত্ত-কফজ সকল পিড়কা হইবে, তোমার পূজা করিলে তুমি অচিরকালেই তাহা প্রশমিত করিয়া দিবে। আর তুমি এই গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অবস্থান কর; এখানে থাকিয়াই যেরূপ যুদ্ধ হইবে, তাহা দেখিবে। সম্প্রতি কৌরবগণ আমাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়াছে, অতএব আমরাও তাহাদিগের প্রতি অভিযান করি। বাসুদেব এই কথা কহিলে দেবীগণ সকলেই আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। বর্ব্বরীকের মস্তকটীও গিরিশৃঙ্গ হইয়া রহিল। তাহার শরীর ভূতলে ছিল, তাহা যথাবিধি সংস্কৃত হইল; কিন্তু সেই মস্তকের কোনও সংস্কার হইল না। অতঃপর কুরুপাণ্ডব সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ দিন সেই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দ্রোণ-কর্ণাদি বীরগণ সকলেই নিহত হন। সেই অষ্টাদশ দিনান্তে ক্রূরচেতা দুর্য্যোধনও কালগ্রস্ত হন। পরে জ্ঞাতিমধ্যস্থ যুধিষ্ঠির, গোবিন্দকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! তুমি আমাদিগকে এই সুমহৎ সংগ্রামসাগরে পার করিলে! হে হরে! হে নাথ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার। এই কথা শুনিয়া ভীম একটু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন,—রাজন্! যৎকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিধ্বস্ত হইয়াছে, আমি সেই ভীম; আপনি আমাকে তুচ্ছ করিয়া মূর্খের ন্যায় কৃষ্ণকে "পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম" বলিয়া কেন স্তব করিতেছেন? হে পাণ্ডব! ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, অর্জ্জুন, আমি,—আমাদিগকে ছাড়িয়া আপনি সারথির স্তুতিবাদ করিতেছেন! হে যুধিষ্ঠির! আপনাকে ধিক্! ৭০—৮৫। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ভীম। না, না; আপনি ওরূপ বলিবেন না; আপনি জনার্দ্দনকে প্রকৃতপক্ষে জানেন না। আমি বা আপনি বা অপর কোন বীর,—কাহার

পশ্যামি সংযুগে। নিঘ্নন্তং শাত্রবাংস্তত্র ন জানে কোঽপ্যসাবিতি ॥ ৮৭ ॥ ভীম উবাচ। বিভ্রান্তোঽসি ধ্রুবং পার্থ নাত্র হন্তা নরোঽপরঃ। অথ চেদস্তি ত্বৎপৌত্রমুচ্চস্থং বচ্মি হন্ত কঃ ॥ ৮৮ ॥ উপসৃত্য ততো ভীমো বর্ব্বরীকমপৃচ্ছত। ত্বয়েতে কেন নিহতা ধার্ত্তরাষ্ট্রা হি শত্রবঃ ॥ ৮৯ ॥ বর্ব্বরীক উবাচ। একো ময়া পুমান্ দৃষ্টো যুধ্যমানঃ পরৈঃ সহ। সব্যতঃ পঞ্চবক্ত্রঃ স দক্ষিণে চৈকবক্ত্রকঃ ॥ ৯০ ॥ সব্যতো দশহস্তশ্চ ধৃতশূলাদ্যদায়ুধঃ। দক্ষিণে চ চতুর্হস্তো ধৃতচক্রাদ্যদায়ুধঃ ॥ ৯১ ॥ সব্যতশ্চ জটাধারী দক্ষিণে মুকুটোচ্চয়ঃ। সব্যতো ভস্মধারী চ দক্ষিণে ধৃতচন্দনঃ ॥ ৯২ ॥ সব্যতশ্চন্দ্রধারী চ দক্ষিণে কৌস্তুভদ্যুতিঃ। মমাপি তদ্দর্শনতো মহদ্ভয়মজায়ত ॥ ৯৩ ॥ ঈদৃশো মে নরো দৃষ্টো ন চান্যো যো জঘান তান্। ইত্যুক্তে পুষ্পবর্ষস্তু খাদাসীৎ সুমহাপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ সস্বনুর্দেববাদ্যানি সাধুসাধ্বিতি বৈ জগুঃ। বিস্মিতাঃ পাণ্ডবাশ্চাসন্ প্রণেমুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ বিলক্ষশ্চাভবদ্ভীমো নিশ্বাসাংশ্চাপ্যমুঞ্চত। তং ততঃ কেশবঃ স্বামী সমাদায় করে দৃঢ়ে ॥ ৯৬ ॥ কুরুশার্দ্দূল এহীতি প্রোচ্য সস্মার কাশ্যপিম্। আরুহ্য গরুড়ং পশ্চাৎ স্মৃতমাত্রমুপস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥ ভীমেন সহিতো ব্যোম্নি প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্। ততোঽর্ণবমতীত্যৈব সুবেলঞ্চ মহাগিরিম্ ॥ ৯৮ ॥ লঙ্কাসমীপে দৃষ্ট্বৈব সরঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্বচঃ। কুরুশার্দ্দূল পশ্যেদং সরো দ্বাদশযোজনম্ ॥ ৯৯ ॥ যদি শূরোঽসি তচ্ছীঘ্রমানয়াস্য তলান্মৃদম্। ইত্যুক্তো গরুড়াচ্ছীঘ্রং ন্যপতত্তজ্জলে বলী ॥ ১০০ ॥ যোজনং বায়ুজবাদ্গচ্ছন্নধো নাস্তমপশ্যত। ততো ভীমো বিনিঃসৃত্য ভগ্নবীর্য্যোঽভ্যভাষত ॥ ১০১ ॥ অগাধমেতৎ সুমহৎ সরঃ কৈশ্চিন্মহাবলৈঃ। অহং খাদিতুমারব্ধঃ কথঞ্চিচ্চাপি নির্গতঃ ॥ ১০২ ॥ এবমুক্তো হসন্ কৃষ্ণ উচ্চি-

---

দ্বারাই শত্রুগণ নিহত হয় নাই; যুদ্ধকালে আমি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, আমার অগ্রে অগ্রে কে যেন একজন পুরুষ শত্রুবর্গকে নিহত করিয়া অগ্রসর হন। তিনি যে কে?—তাহা আমি জানি না। ভীম কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হইয়াছ। এ যুদ্ধে অপর কেহই শত্রুহন্তা ছিল না। তথাপি যদি এ কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়,—অপর কোন পুরুষকে তুমি যদি হন্তা বলিয়া বোধ কর, তবে মীমাংসার্থ চল, তোমার সেই শৃঙ্গস্থ পৌত্রকে যাইয়া 'কে হন্তা?'—জিজ্ঞাসা করি। ভীম এই বলিয়া যাইয়া বর্ব্বরীককে জিজ্ঞাসিলেন যে, 'এই কৌরবগণকে কে নিহত করিয়াছে?'—তাহা বল। বর্ব্বরীক কহিলেন,—আমি শত্রুগণসহ কেবল একজন পুরুষকেই যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; সেই পুরুষ বামদিকে পঞ্চমুখ এবং দক্ষিণদিকে একমুখ। বামদিকে তাঁহার দশখানি হস্ত, তাহাতে শূলাদি আয়ুধ সকল বিদ্যমান; আর দক্ষিণদিকে তাঁহার চারিখানি হস্ত; তাহাতে চক্রাদি অস্ত্র-শস্ত্র বিধৃত। তাঁহার বামদিকে জটাজাল এবং দক্ষিণদিকে উজ্জ্বল মুকুট শোভমান। তাঁহার বামাঙ্গে ভস্ম এবং দক্ষিণাঙ্গে চন্দনানুলেপন। তিনি বামাঙ্গে চন্দ্রকলাধারী আর দক্ষিণাঙ্গে কৌস্তুভশোভিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনেও ভয় হইয়াছিল। যিনি সেই কৌরবদলের সংহার করিয়াছেন, আমি তাদৃশ পুরুষ আর কদাচ দেখি নাই। বর্ব্বরীক এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেব-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, এবং "সাধু, সাধু" শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইয়া পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিলেন। ভীম লজ্জিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। প্রভু কেশব তখন দৃঢ়রূপে ভীমের হস্তধারণপূর্ব্বক "হে কুরুশার্দ্দূল! আইস" এই বলিয়াই গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্রেই গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীমের সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া আকাশপথে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা দক্ষিণসমুদ্র পার হইয়া সুবেল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া লঙ্কার সমীপে উপনীত হইলেন। সেখানে একটী সরোবর দেখিয়া কৃষ্ণ, ভীমকে কহিলেন,—হে কুরুশার্দ্দূল! দেখ, এই সরোবরটী দ্বাদশ-যোজন। তুমি যদি শূর হও, তবে অবিলম্বে ইহার তলপ্রদেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ কর। এই কথা শুনিয়া বীরবর ভীম সহসা গরুড় হইতে লম্ফ প্রদানে সেই সরোবরে পতিত হইলেন এবং বায়ুসমবেগে এক যোজন নিম্নে যাইয়াও তাহার তলদেশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি ভগ্নমনে সরোবর হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই সুমহৎ সরোবর অগাধ, তাহাতে আবার কতিপয় মহাবল জলজন্তু আমাকে ভক্ষণের উদ্যোগ করিয়াছিল; আমি কোনমতে উঠিয়া আসিয়াছি। তেজস্বী কৃষ্ণ একথা শুনিয়া হাস্য সহকারে

ক্ষেপ মহৎ সরঃ। স্বেনাঙ্গুষ্ঠেন তেজস্বী তদর্দ্ধার্দ্ধম-জায়ত ॥ ১০৩ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ প্রাহ কিমিদং কৃষ্ণ ব্রূহি মে ॥ ১০৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কুম্ভকর্ণ ইতি খ্যাতঃ পুরাসীন্নিশাচরঃ। রামবাণহতস্তস্য চ্ছির-শ্ছিন্নং সুদুর্ম্মতেঃ ॥ ১০৫ ॥ শিরসস্তস্য তালুক্য-খণ্ডমেতদ্বৃকোদর। যোজনদ্বাদশায়ামং মৃদু ক্ষিপ্তং বিচূর্ণিতম্ ॥ ১০৬ ॥ বিধ্বস্তশ্চ যৈস্তে তু সরোগেয়াভিধাঃ সুরাঃ। ত্রিকূটস্য শিলাভিশ্চ চূর্ণিতা যে চ কোটিশঃ ॥ ১০৭ ॥ এতে হি বিশ্ব-রিপবো নিহতাঃ স্যুরুপায়তঃ। গচ্ছামঃ পাণ্ডবান্ ভীম দ্রৌণির্যান্ হরতে দৃঢম্ ॥ ১০৮ ॥ ততো ভীমঃ প্রণম্যাহ মনোবাক্কায়বুদ্ধিভিঃ। কৃতমাজন্মতঃ সর্ব্বং কুকৃতং ক্ষম কেশব ॥ ১০৯ ॥ পুরুষোত্তম ভবান্নাথ বালিশস্য প্রসীদ মে। ততঃ ক্ষান্তমিতি প্রোচ্য ভীমেন সহিতো হরিঃ ॥ ১১০ ॥ রণাজিরং ভূয় এত্য বর্ব্বরীকং বচোঽব্রবীৎ। চরন্নেবং সুহৃদয় সর্ব্ব-লোকেষু নিত্যশঃ ॥ ১১১ ॥ পূজিতঃ সর্ব্বলোকৈস্ত্বং যচ্ছংস্তেষাং বরান্ বৃতান্। গুপ্তক্ষেত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং সর্ব্বক্ষেত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ১১২ ॥ দেহস্থল্যাং তথা বাসী ক্ষমস্ব দুষ্কৃতঞ্চ যৎ। ইত্যুক্তস্তান্নমস্কৃত্য ভৈমিঃ স্বৈরং যযৌ মুদা ॥ ১১৩ ॥ বাসুদেবোঽপি কার্য্যাণি সর্ব্বাণ্যৌর্দ্ধমকারয়ৎ। ইতি বো বর্ণিতোৎ-পত্তির্বর্ব্বরীকস্য বাড়বাঃ। স্তবং চাস্য প্রবক্ষ্যামি যেন তুষ্যতি যক্ষরাট্ ॥ ১১৪ ॥ জয় জয় চতুরশীতি কোটিপরিবার সূর্য্যবর্চ্চাভিধান যক্ষরাজ জয় ভূভার-হরণপ্রবৃত্ত লঘুশাপপ্রাপ্তনৈর্ঋতযোনিসম্ভব জয় কামকটঙ্কটাকুক্ষিরাজহংস জয় ঘটোৎকচানন্দ-বর্দ্ধন বর্ব্বরীকাভিধান জয় কৃষ্ণোপদিষ্টশ্রীগুপ্তক্ষেত্র-দেবীসমারাধনপ্রাপ্তাতুলবীর্য্য জয় বিজয়সিদ্ধিদায়ক জয় পিঙ্গলা-রেপলেন্দ্র-দুহদ্রুহা-নবকোটীশ্বর-পলাশন-

---

স্বকীয় অঙ্গুষ্ঠচালনায় সেই মহৎ সরোবরটী উল্টা-ইয়া ফেলিলেন। সেই সরোবরে তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধার্দ্ধ মাত্র জল রহিল। ভীম তাহা দেখিয়া বিস্মিত-চিত্তে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এ কি? আমাকে তাহা বল। ৮৬—১০৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ নামে এক রাক্ষস ছিল, রামচন্দ্রের বাণাঘাতে সেই দুর্ম্মতি নিশাচরের মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, সেই ছিন্ন মস্তকের তালুখণ্ডটী এই সরোবরাকার হইয়া রহিয়াছে। হে বৃকোদর! এই তালুখণ্ড পুরাতন হইয়াছে বলিয়া আমি অতি মৃদুভাবে প্রক্ষেপ করিলেও ইহা চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তোমাকে যাহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা সরোগেয় নামক দেব-যোনিবিশেষ। ইহারা জগতের বৈরী; কৌশল ক্রমে ইহাদিগকে নিহত করা আবশ্যক। ত্রিকূটগিরির শিলাঘাতে ইহাদের কোটি কোটি ব্যক্তি চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। হে ভীম! চল, আমরা পাণ্ডবগণ-সমীপে যাই; দ্রোণনন্দন তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভীম তখন বাক্যমনঃকায়-বুদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে কেশব! আমি আজন্ম যাহা কিছু দুর্ব্ব্যবহার করি-য়াছি, তৎসমস্ত ক্ষমা করুন। হে নাথ, পুরুষোত্তম! আমি অজ্ঞান, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন "ক্ষমা করিলাম" বলিয়া ভীমের সহিত পুনরায় রণভূমে আসিয়া বর্ব্বরীককে কহিলেন,—হে সুহৃদয়! তুমি এইভাবে নিয়ত সমস্ত লোকে বিচরণপূর্ব্বক সকলের প্রার্থনা পূরণ করিও; সকলেই তোমাকে পূজা করিবে। তুমি কদাচ এই গুপ্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিও না। ঐ ক্ষেত্র, সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট। আর তুমি দেহস্থলীতেও বাস করিও; সেখানে থাকিয়া প্রণত জনগণের দুষ্কৃতসমূহ মার্জ্জন করিও। ভীমপৌত্র বর্ব্বরীক এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া সানন্দমনে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। বাসুদেবও তদুদ্দেশে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পাদন করাইলেন। হে পাণ্ডবগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট বর্ব্বরী-কের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ইহাঁর স্তবও বলিতেছি; এই স্তব পাঠে সেই যক্ষরাজ সন্তুষ্ট হন। হে চতুরশীতি কোটি পরিবারযুক্ত সূর্য্যবর্চ্চা নামে প্রসিদ্ধ যক্ষরাজ! হে ভূভারহরণপ্রবৃত্ত! আপনি লঘু দোষে শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসযোনি লাভ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক। আপনি কামকটঙ্কটার কুক্ষি-রূপ সরোবরের রাজহংস! আপনার জয় হউক। আপনি ঘটোৎকচের আনন্দ বৃদ্ধি করেন; আপ-নার জয় হউক। আপনার জয় হউক। আপনি কৃষ্ণের উপদেশে গুপ্তক্ষেত্রবাসিনী দেবীগণের আরাধনা করিয়া অতুল বীর্য্য লাভ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক। আপনার সাহায্যেই বিজয়, সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনি পিঙ্গলা দুহদ্রুহা রেপলেন্দ্র ও নবকোটী-রাক্ষসপতি পলাশী রাক্ষসরূপ কাননের

দাবানল জয় ভূপাতালান্তরালে নাগকন্যাপরিহারক জয় ভীমমানমর্দ্দন জয় সকলকৌরবসেনাবধমুহূর্ত্তপ্রবৃত্ত জয় শ্রীকৃষ্ণবরলব্ধসর্ব্ববরপ্রদানসামর্থ্য জয় জয় কলিকালবন্দিত নমো নমস্তে পাহি পাহীতি ॥ ১১৫ ॥ অনেন যঃ সুহৃদয়ং শ্রাবণেহভ্যর্চ্চ্য দর্শকে। বৈশাখে চ ত্রয়োদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে দ্বিজোত্তমাঃ। শতদীপৈঃ পূরিকাভিঃ সংস্তবেত্তস্য তুষ্যতি ॥ ১১৬ ॥ ততো বিপ্রা নারদশ্চ সমারাধ্য মহেশ্বরম্। মহীনগরকে পুণ্যে স্থাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ১১৭ ॥ লোকানাঞ্চ হিতার্থায় কেদারং লিঙ্গমুত্তমম্। অত্রীশাদুত্তরে ভাগে মহাপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১৮ ॥ অত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি। অত্রীশঞ্চ নমস্কৃত্য কেদারঞ্চ প্রপশ্যতি ॥ ১১৯ ॥ মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেন্মুক্তিভাগ্ভবেৎ। ততো রুদ্রো নীলকণ্ঠো নারদায় মহাত্মনে ॥ ১২০ ॥ বরং দত্ত্বা স্বয়ং তস্থৌ মহীনগরকে শুভে। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠং প্রপশ্যতি ॥ ১২১ ॥ জয়াদিত্যং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ। জয়াদিত্যং পূজয়ন্তি কূপে স্নাত্বা নরোত্তমাঃ ॥ ১২২ ॥ ন তেষাং বংশনাশোহস্তি জয়াদিত্যপ্রসাদতঃ। তেষাং কুলে ন রোগঃ স্যান্ন দারিদ্র্যং ন লাঞ্ছনম্ ॥ ১২৩ ॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা ধনধান্যসমাযুতাঃ। ভুক্ত্বা ভোগানিহ বহূন্ সূর্য্যলোকে বসন্তি তে ॥ ১২৪ ॥ ইতি প্রোক্তং ময়া বিপ্রা গুপ্তক্ষেত্রং সমাসতঃ। সপ্তক্রোশপ্রমাণঞ্চ ক্ষেত্রস্যাস্য পুরা দ্বিজাঃ। স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১২৫ ॥ ইতি বো বর্ণিতঃ পুণ্যো মহীসাগরসম্ভবঃ। শৃণ্বন্ সঙ্কীর্ত্তয়ংশ্চৈবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১২৬ ॥ য ইদং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্মহীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১২৭ ॥ গুপ্তক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সকলং শ্রাবয়েদ্যদি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১২৮ ॥ কোটিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং মহীনগরকস্য চ। শৃণোতি

দাবানল! আপনার জয় হউক। আপনি ভূমি ও পাতালের অন্তরাল ভাগে উপযাচিকা নাগকন্যাগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আপনার জয় হউক। আপনি ভীমেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন; আপনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কৌরব-সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আপনার জয় হউক। আপনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকলকে বরদান করিবার সামর্থ্যরূপ বর লাভ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক! কলিকালে আপনি সাধারণের বন্দিত হইবেন। অপনার জয় হউক। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার; রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই স্তুতিগাথা দ্বারা শ্রাবণ মাসে অমাবস্যা-দিবসে এবং বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে শতসংখ্যক প্রদীপ ও পুরিকা নিবেদনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সেই সুহৃদয়ের স্তব করে, তৎপ্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। ১০৫—১১৬। হে বিপ্রগণ! অতঃপর অন্য বৃত্তান্ত শুনুন। নারদমুনি সেই পুণ্য মহাসাগর-সঙ্গমে লোকহিতসাধনার্থ শঙ্করের আরাধনা করিয়া কেদার নামে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ঐ লিঙ্গ অত্রীশলিঙ্গের উত্তর দিকে বিরাজমান। উহা মহাপাপবিনাশক। মানব তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানান্তে অত্রীশকে নমস্কার করিবে; পরে যাইয়া কেদারকে দর্শন করিবে, এরূপ করিলে সেই মানবকে আর কদাচ মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার পর নীলকণ্ঠ রুদ্রদেব স্বয়ং আসিয়া মহাত্মা নারদকে বর দান করেন; পরে তিনি নারদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই শুভমহীনগরে বিরাজমান রহিয়াছেন। মানব যদি কোটিতীর্থে স্নান করিয়া নীলকণ্ঠকে দর্শনান্তে জয়াদিত্যকে প্রণাম করে, তবে তাহার রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। যে সকল নরোত্তম কূপে স্নানান্তে জয়াদিত্যকে পূজা করে, জয়াদিত্যের প্রসাদে কদাচ তাহাদিগের বংশনাশ হয় না। তাহাদিগের বংশে কদাচ রোগ, দারিদ্র্য কিম্বা কোনরূপ লাঞ্ছনা ঘটে না। তাহারা ইহলোকে পুত্র-পৌত্র সহ ধন-ধান্যাদি বিবিধ ভোগ্য উপভোগান্তে অন্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট গুপ্তক্ষেত্রের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রের পরিমাণ সপ্ত ক্রোশ মাত্র। ইহা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদায়ক। আপনাদিগের নিকট আমি, এই যে মহীসাগরসঙ্গমের কথা কহিলাম, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করিলেও মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। বিদ্বান্ মানব মহীনদীর উত্তম মাহাত্ম্য যদি কাহাকেও শ্রবণ করায়, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। আর যদি সমগ্র গুপ্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তবে মানব সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যশালী হয়; এবং ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে

শ্রাবয়েদ্যস্তু ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১২৯ ॥ কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। দানং দদ্যাদ্যথা-শক্ত্যা শৃণুধ্বং তৎফলং হি মে ॥ ১৩০ ॥ স্বর্গপাতাল-মর্ত্ত্যেষু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ। তেষু দানেষু যৎ পুণ্যং তৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ১৩১ ॥ অশ্বমেধা-দিভির্যজ্ঞৈরিষ্টৈশ্চৈবাপ্তদক্ষিণৈঃ। সর্ব্বব্রততপোভিশ্চ কৃতৈর্যৎ পুণ্যমাপ্যতে ॥ ১৩২ ॥ তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে বিপ্রাঃ কোটিতীর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ ইদং পবিত্রং খলু পুণ্যদং সদা যশস্করং পাপহরং পরাৎপরম্। শৃণোতি ভক্ত্যা পুরুষঃ স পুণ্যভাগস্তুক্ষয়ে রুদ্র-সলোকতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩৪ ॥ ধন্যং যশস্যং নিয়তং সুপুণ্যং স্বর্গমোক্ষদং পাপহরং নরাণাম্। শৃণোতি নিত্যং নিয়তঃ শুচিঃ পুমান্ ভিত্ত্বা রবিং বিষ্ণুপদং প্রয়াতি ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা-খণ্ডে গুপ্তক্ষেত্রমাহাত্ম্য-পরিসমাপ্তিবর্ণনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

তেও মুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি কোটিতী-র্থের এবং মহীসাগরে মাহাত্ম্য শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। নর কোটিতীর্থে স্নানান্তে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক শক্ত্যনু-সারে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা শুন;—স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থে দান করিলে যে ফল তাদৃশ ফললাভ হয়। যথেষ্ট দক্ষিণান্বিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্ববিধ ব্রত বা তপস্যাচরণ করিলে যে ফল, হে বিপ্রগণ। কোটিতীর্থের প্রভাবে তৎসমস্ত পুণ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পবিত্র উপা-খ্যান, জনগণের পুণ্যপ্রদ, সতত যশস্কর, ও পাপহর; ইহা পরাৎপর শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যে মানব ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করে, সে পুণ্যভাগী হইয়া জীবনান্তে রুদ্রের সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হয়। স্বর্গ-মোক্ষদায়ক যশস্কর ও ধন্যতাসাধক এই উপাখ্যান, যে মানব শুচি হইয়া সংযতচিত্তে শ্রবণ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যাইয়া বিষ্ণুপদে বিলীন হয়।—১৩৫।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

সমাপ্তমিদং কুমারিকাখণ্ডম্ ॥ ২ ॥

মাহেশ্বরখণ্ডম্।

অরুণাচল-মাহাত্ম্যম্।

পূর্ব্বার্দ্ধম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ললাটে ত্রৈপুণ্ড্রী নিটিলকৃতকস্তূরিতিলকঃ স্ফুরন্মালাধারঃ স্ফুরিতকটিকৌপীনবসনঃ। দধানো ভুজঙ্গেন্দ্রং শিরসি ফণিরাজং শশিকলাং প্রদীপঃ সর্ব্বেষামরুণগিরিযোগী বিজয়তে॥ ১॥ ব্যাস উবাচ। অথাহুর্ম্মুনয়ঃ সূতং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। অরুণাচলমাহাত্ম্যং সূত শুশ্রূষবো বয়ম্॥ ২॥ তন্মাহাত্ম্যং বদেত্যুক্তঃ সূতঃ প্রোবাচ তান্মুনীন। শ্রীসূত উবাচ। এতদর্থং চতুর্ব্বক্ত্রং পপ্রচ্ছ সনকঃ পুরা॥ ৩॥ শৃণুতাবহিতা যূয়ং তদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্। যদাকর্ণ্যতাং ভক্ত্যা নরাণাং পাপনাশনম্॥ ৪॥ সত্যালোকে স্থিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং কমলাসনম্। সনকঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ॥ ৫॥ সনক উবাচ। ভুবনাধার দেবেশ বেদবেদ্য চতুর্ম্মুখ। আসীদশেষবিজ্ঞানং প্রসাদাত্তবতো মম॥ ৬॥ ভবদ্ভক্তিবিভূত্যা মে শোধিতে চিত্তদর্পণে। বিম্বতে সকলং জ্ঞানং সকৃদেবোপদেশতঃ॥ ৭॥ সারার্থং বেদবেদানাং শিবজ্ঞানমনাকুলম্। লব্ধবানহমত্যন্তকটাক্ষৈস্তে জগদ্‌গুরো॥ ৮॥ লিঙ্গানি ভুবি শৈবানি দিব্যানি চ কৃপানিধে। মানুষাণি চ সৈদ্ধানি ভৌতানি সুরনায়ক॥ ৯॥ যল্লিঙ্গমমলং দিব্যমরিচ্ছেদনবৈভবম্। স্বয়ম্ভু জাম্ববে দ্বীপে তৈজসং তদ্বদস্ব মে॥ ১০॥ নামস্মরণমাত্রেণ যৎপাতকবিনাশনম্। শিবসারূপ্যদং নিত্যং মহৎ বদ দয়া-

---

প্রথম অধ্যায়।

যাঁহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, ভ্রূমধ্যে কস্তূরীতিলক, গলে উজ্জ্বল মালা ও কটিতটে কৌপীন বসন বিরাজমান; যিনি স্বীয় মস্তকে ভুজঙ্গেন্দ্র ও চন্দ্রকলা ধারণ করেন এবং যিনি সমস্ত জগতের প্রদীপস্বরূপ, সেই অরুণাচলবাসী যোগিবর জয়যুক্ত হউন। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে কহিলেন,—আমরা আপনার নিকট অরুণাচলের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি। সূত তখন সেই ঋষিগণকে "অরুণাচল-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি" এই কথা বলিলেন। সূত বলিলেন—পুরাকালে সনক ব্রহ্মাকে এই অরুণাচলের মাহাত্ম্য-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যাহা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে মানবগণের পাপ বিনষ্ট হয়, সম্প্রতি আমি সেই অরুণাচলমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি; আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কমলাসন ব্রহ্মা সত্যলোকে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে সনক অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভুবনাধার! হে দেবেশ! হে বেদবেদ্য, হে চতুর্ম্মুখ! আপনার অনুগ্রহে আমার অশেষবিধ বিজ্ঞান জন্মিয়াছে, আপনার প্রতি ভক্তিরূপ বিভূতি দ্বারা আমার চিত্তরূপ দর্পণ পরিশোধিত হইয়াছে এবং আপনার একবার মাত্র উপদেশেই সকল জ্ঞান প্রতিফলিত হইতেছে। হে জগদ্‌গুরো! অনাবিল শিবজ্ঞানই বেদের সার অর্থ, আপনার করুণাকটাক্ষে তাহাও আমি বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি। হে দয়ানিধে! এই ভূমণ্ডলে দিব্য, মানুষ, সিদ্ধ ও ভূতসম্বন্ধীয় যে সকল শিবলিঙ্গ বিরাজমান এবং হে সুরনায়ক! যে লিঙ্গ অমল, শত্রুনাশনে সমর্থ, জম্বুদ্বীপে স্বয়ং সমুৎপন্ন ও তৈজস—এই সকল লিঙ্গের বিবরণ আমার নিকট বলুন। হে দয়ানিধে! যাহার নাম স্মরণ করিবামাত্র পাতক

নিধে ॥ ১১ ॥ অনাদিজগদাধারং যত্তেজঃ শৈবমব্যয়ম্। যচ্চ দৃষ্ট্বা কৃতার্থঃ স্যাত্তন্মহ্যমুপদিশ্যতাম্ ॥ ১২ ॥ ইতি ভক্তিমতস্তস্য কৌতূহলসমন্বিতম্। বাক্যমাকর্ণ্য ভগবান্ প্রসসাদ তপোনিধিঃ। দধ্যৌ চ সুচিরং শম্ভুং পঙ্কজাসনসংস্থিতঃ। অন্তরঙ্গসুখাম্ভোধিমগ্নচেতাশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্ট্বা যদা পুরা দৃষ্টং তেজঃস্তম্ভময়ং শিবম্। উত্তীর্ণসকলাধারং ন কিঞ্চিৎপ্রত্যবুধ্যত ॥ ১৫ ॥ পুনরাজ্ঞাং শিবাল্লব্ধামনুপালয়িতুং প্রভুঃ। নির্ব্বর্ত্ত্য হৃদয়ং যোগাৎ সস্মার সুতমানতম্ ॥ ১৬ ॥ শিবদর্শনসঞ্জাতপুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ। আনন্দবাষ্পবন্নেত্রঃ সগদ্গদমভাষত ॥১৭॥ ব্রহ্মোবাচ। অস্তঃ সংস্মারিতঃ পুত্র ভবতাহং পুরাতনম্। শিবযোগমনুধ্যায়ন্নস্মার্ষং তব চাদরাৎ ॥ ১৮ ॥ শিবভক্তিঃ পরা জাতা তপোভির্ব্বহুভিস্তব। তয়া মদীয়ং হৃদয়ং ব্যবর্ত্তিতমিব ক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥ পাবয়ন্তি জগৎ সর্ব্বং চরিত্রৈস্তে নিরাকুলে। যেষাং সদাশিবে ভক্তির্ব্বর্দ্ধতে সার্ব্বকালিকী ॥ ২০ ॥ সম্ভাষণং সহাবাসঃ ক্রীড়া চৈব বিমিশ্রণম্। দর্শনং শিবভক্তানাং স্মরণং চাঘনাশনম্ ॥ ২১ ॥ শ্রূয়তামদ্ভুতং শৈবমাবির্ভূতং যথা পুরা। অব্যাজকরুণাপূর্ণমরুণাদ্যভিধং মহঃ ॥ ২২ ॥ অহং নারায়ণশ্চোভৌ জাতৌ বিশ্বাধিকোদয়াৎ। বহু স্যামিতি সঙ্কল্পং বিতন্বানাৎ সদাশিবাৎ ॥ ২৩ ॥ স্বভাবেন সমুদ্ভূতৌ বিবদন্তৌ পরস্পরম্। ন চ শ্রান্তৌ নিযুধ্যন্তৌ সাহঙ্কারৌ কদাচন ॥ ২৪ ॥ পরস্পরং রণোৎসাহমাবয়োরতিভীষণম্। আলোক্য করুণামূর্ত্তির্বিচিন্তয়দথেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ কিমর্থমনয়োর্যুদ্ধং জায়তে লোকনাশনম্। ময়া সৃষ্টমহং পাতেতি বিবাদমধিতস্থুষোঃ ॥ ২৬ ॥ সময়েঽস্মিন্ স্বয়ং লক্ষ্যো মুগ্ধয়োরনয়োর্ভৃশম্। যদি যুদ্ধং ন রোৎস্যামি তদা

সকল বিনষ্ট হয় ও নিত্য শিবসারূপ্যপদ লাভ হইয়া থাকে তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যে অব্যয় শৈবতেজ অনাদি অনন্ত জগতের আধার, স্বরূপ এবং যাঁহাকে দর্শন করিলে কৃতার্থ হওয়া যায়, আপনি আমাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। ১—১২। অনন্তর তপোনিধি ভগবান্ ব্রহ্মা ভক্তিমান্ সনকের এবংবিধ কৌতূহলাক্রান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং সুখসাগরমগ্নচিত্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া শম্ভুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রভু ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে তেজস্তম্ভময় সর্ব্বাধারাতিক্রান্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তৎকালে তাহার কোনই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই, আজ ধ্যানযোগে সেই শিবকে পুনরায় দর্শন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং যোগবলে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া বিনীত পুত্র সনককে স্মরণ করিলেন। শিব সন্দর্শনে তাঁহার শরীরে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, নয়নে আনন্দবারি দেখা দিল, তিনি গদ্গদ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি আজ আমাকে পুরাতন শিবযোগ স্মরণ করাইয়া দিয়াছ, আমি তোমার জন্যই আজ সেই শিবযোগ চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বহু তপস্যা দ্বারা তোমার শ্রেষ্ঠ শিবভক্তি জন্মিয়াছে, এবং তুমি সেই শিবভক্তিবলেই আজ ক্ষণকাল মধ্যে আমার হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছ। দেখ, নিরাকুল সদাশিবে সর্ব্বদা যাঁহাদিগের ভক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারাই স্বস্ব পূত চরিত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। শিবভক্তগণের দর্শন, নামশ্রবণ, সম্ভাষণ, সহবাস, ক্রীড়া, সংসর্গ এবং স্মরণ এই সমস্তই পাপ বিনষ্ট করে। যে শিবের করুণা ছলহীন, যিনি অরুণাদি আখ্যায় অভিহিত তেজঃস্বরূপ তিনি পূর্ব্বকালে যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত আবির্ভাব-বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩—২২। 'আমি বহু হইব' এইরূপ সঙ্কল্পকারী বিশ্বাতিক্রমী সদাশিব হইতে আমি ও নারায়ণ সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে এক সময় আমি বলি "আমি বড়" নারায়ণ বলেন "আমি বড়" ক্রমে আমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে আমরা স্বস্ব অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করি; কিন্তু কোনক্রমেই আমরা শ্রান্ত হইলাম না। অনন্তর করুণমূর্ত্তি ঈশ্বর সদাশিব আমাদের পরস্পর অতিভীষণ সমরোৎসাহ সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন,—আজ কিজন্য ইহাদের এই অনর্থ ও লোকক্ষয়কর সমর বাধিয়া উঠিতেছে? আমিই এই জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা, তবে ইহারা কেন এই বিবাদ উপস্থিত করিতেছেন? এই নিরতিশয় মুগ্ধ ব্রহ্মা ও নারায়ণ সমক্ষে এই সময়েই স্বয়ং আমার যাওয়া উচিত হইতেছে,

শাস্তুবনক্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥ দেবেষু মম মাহাত্ম্যং বিশ্বাধিকতয়া শ্রুতম্। ন জানাতে ইমৌ মুগ্ধৌ ক্রোধতো গলিতস্মৃতী ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বোঽপি জন্তুরাত্মানমধিকং মন্যতে ভৃশম্। অমতান্তসমাধিক্যস্বধঃ পততি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৯ ॥ যদ্যহং ক্বাপি ভুবনে দাস্যামি মিতিমাত্মনঃ। তদা তদ্রূপাবজ্ঞানাৎ স আত্মা সোঽপি মামিয়াৎ ॥ ৩০ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা স্বয়মেব সদাশিবঃ। আবয়োর্ম্মধ্যতোর্মধ্যে বহ্নিস্তম্ভঃ সমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥ অতীত্য সকলাল্লোকান্ সর্ব্বতোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩২ ॥ অনাদ্যন্ততয়া চাথ দৃগার্ত্তৌ সংব্যতিষ্ঠিতাম্ ॥ তেজঃস্তম্ভং জ্বলন্তং তমালোক্য শিবশাশয়ো ॥ ৩৩ ॥ আবয়োঃ পুরতো জাতা বাণী চাপ্যশরীরিণী। কিমর্থং বালকৌ যুদ্ধং কল্প্যতে মূঢমানসৌ ॥ ৩৪ ॥ যুবয়োর্বলবৈষম্যং শিব এব বিবেক্ষ্যতে। তেজঃস্তম্ভময়ং রূপমিদং শম্ভোর্ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥ আদ্যন্তয়োর্যদি যুবামীক্ষেথাং বলাধিকৌ। ইতি তাং গিরমাকর্ণ্য নিযুদ্ধাদ্বিরতৌ তদা ॥ ৩৬ ॥ অহং বিষ্ণুশ্চ গতিমান্ বিচেতুং তত্ত্বব্যবস্থিতৌ। অগ্নিস্তম্ভময়ং রূপং শম্ভোরাদ্যন্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৭ ॥ অলৌকিকং ব্যবসিতাবাবামাদ্যন্তভাগতঃ। বিম্বিতং ব্যোমগং চন্দ্রং যথা বালৌ জিঘৃক্ষতঃ ॥ ৩৮ ॥ তথৈবাবাং সমুদ্যুক্তৌ পরিচ্ছেত্তুঞ্চ তন্মহঃ। অথ বিষ্ণুর্ম্মহোৎসাহাৎ ক্রোড়োঽভূৎ সুমহাবপুঃ ॥ ৩৯ ॥ তন্মূলবিচয়াযাঞ্চ ভূমিগর্ভং ব্যদারয়ৎ। অহঞ্চ হংসতাং প্রাপ্তো মহাবেগং সমুৎপতন ॥ ৪০ ॥ দিদৃক্ষুস্তচ্ছিরোভাগং বিয়দূর্দ্ধমগাহিষম্। অবোধো দারয়ন্ ক্ষৌণিমশেষামপি মাধবঃ ॥ ৪১ ॥ আবির্ভূতমবাধস্তাদগ্নিস্তম্ভমবৈক্ষত। অনেককোটিবর্ষাণি বিচিন্বন্নপি তেজসঃ ॥ ৪২ ॥ অপশ্যন্নাদিমক্ষয্যমার্ত্তরূপঃ স বিহ্বলঃ। বিশীর্ণদংষ্ট্রবলয়ো বিগলৎসন্ধিবন্ধনঃ ॥ ৪৩ ॥ শ্রমাতুরস্তথা-

কেননা, যদি আমি এই সমরের প্রতিরোধ না করি, তবে ত্রিলোক বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদে আমার মাহাত্ম্য বিশ্রুত হইয়াছে, ক্রোধে মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি ইহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, এজন্য ইহারা উভয়ে তাহা জানিতে পারিতেছেন না। নিখিল প্রাণীই স্বীয় আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইয়া থাকে, কিন্তু যে দুর্ম্মতি অসঙ্গতরূপে স্বীয় আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, সে অধঃপতিত হয়। যদি বা আমি কখনও কোন লোকে পরিমিত আত্মা প্রেরণ করি, তথাপি সেই আত্মাও তাহার স্বরূপ বিদিত হইয়া আমাকেই পুনরায় আশ্রয় করিয়া থাকে। সদাশিব স্বয়ং মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমরকারী আমাদের উভয়ের মধ্যে এক বহ্নিস্তম্ভরূপে সমুদ্ভূত হইলেন। সেই স্তম্ভ সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া সকল দিকে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই আদি-অন্ত-বিহীন জ্বলন্ত তেজস্তম্ভ সন্দর্শন করিয়া আমাদের আর্ত্ত দৃষ্টি প্রতিহত হইল এবং আমাদের আশাভরসা যেন শিথিল হইয়া আসিল। তৎকালে "তোমরা মূঢ়বুদ্ধি বালকের ন্যায় কি জন্য যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছ, তোমাদের বলবৈষম্য শিবই বলিয়া দিবেন, এই যে তেজস্তম্ভময় রূপ দেখিতেছ, ইহা শম্ভুই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ ইহার আদি ও অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হইবে, সে-ই বলাধিক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত হইবে", এইরূপ এক আকাশবাণী আমাদের অগ্রে উত্থিত হইল। তখন আমরা এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলাম। ২৩—৩৬। পরে গতিমান্ আমি ও বিষ্ণু ইহার একটা নিশ্চয় করিবার জন্য আদি-অন্তবিহীন অগ্নিস্তম্ভময় সেই শিবরূপের আদি ও অন্তভাগ অবলোকন করিতে উদ্যম করিলাম। বালক যেরূপ আকাশে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হয়, আমরাও তদ্রূপ সেই শিবতেজের পরিচ্ছেদ করিতে উদ্যুক্ত হইলাম। অনন্তর মহোৎসাহসম্পন্ন বিষ্ণু শূকররূপে বিপুলশরীর ধারণ করিয়া ঐ তেজস্তম্ভের মূলদেশ অন্বেষণমানসে ভূগর্ভ বিদারণ করিলেন এবং আমি হংসত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক তেজস্তম্ভের শিরোদেশ দর্শনমানসে মহাবেগে আকাশে উৎপতিত হইলাম। ক্রমে মাধব অশেষরূপে পৃথিবীর নিম্নদেশ বিদারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যতই তিনি অধোদিকে যাইতে লাগিলেন, ততই দেখিতে লাগিলেন যেন, এই তেজস্তম্ভ আরও নিম্নদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি অনেক কোটি বর্ষ সেই তেজের অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি একান্ত আর্ত্ত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দংষ্ট্রাবলয় বিশীর্ণ হইয়া গেল, সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল এবং তিনি শ্রমাতুর

ক্রান্তো নো যাতুমশকদ্ধরিঃ। বারাহং রূপমতুলং সন্ধারয়িতুমক্ষমঃ ॥ ৪৪ ॥ বিহন্তুমপি বিশ্রান্তো বিষসাদ রমাপতিঃ। অচিন্ত্যমদমেয়াত্মা পরিশ্রান্তশরীরবান্ ॥ ৪৫ ॥ গলিতশ্রীঃ ক্রিয়াশ্রান্তঃ শরণ্যং শিবমাশ্রয়ন্। ধিঙ্মমেদং মহন্মোহাদ্যমহঙ্কারসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৬ ॥ যেনাহমাত্মনো নাথমাত্মানং নাববুদ্ধবান্ ॥ অয়ং হি সর্ব্ববেদানাং দেবানাং জগতামপি ॥ ৪৭ ॥ মূলভূতঃ শিবঃ সাক্ষান্মূলমস্য কথং ভবেৎ। অস্মাদেব সমুদ্ভূতোহস্ম্যহমাদ্যন্তবর্জ্জিতাৎ ॥ ৪৮ ॥ যন্ময়ান্বেষ্টুমারব্ধং শিবং পশুবপুর্দ্ধৃতা অব্যাজকরুণাবন্ধোঃ পিতুঃ শম্ভোঃ প্রসাদতঃ ॥ ৪৯ ॥ পুনরেবেদৃশী লব্ধা মতির্মে স্বাত্মবোধিনা। স্বয়মেব মহাদেবঃ শম্ভুর্যং পাতুমিচ্ছতি ॥ ৫০ ॥ তস্য সদ্যো ভবেজ্জ্ঞানমনহঙ্কারমাত্মজম্। ন শক্নোমি পুনঃ কর্ত্তুং পূজামস্য জগদ্গুরোঃ ॥ ৫১ ॥ নিবেদয়ামি চাত্মানং শরণং যামি শঙ্করম্। ইতি দধ্যৌ শিবং বিষ্ণুঃ স্তত্যাঅর্পিতচেতনঃ ॥ ৫২ ॥ সৎপ্রসাদাদ্ভূতপতেঃ পুনরেবোদ্ধৃতঃ ক্ষিতৌ। অহঞ্চ গগনেঽভ্রাম্যমনেকানপি বৎসরান্ ॥ ৫৩ ॥ আঘূর্ণমাননয়নঃ শ্লথপক্ষঃ শ্রমং গতঃ। উপর্য্যুপরি চাপশ্যং জ্বলনং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥ তেজঃস্তম্ভং স্থূললিঙ্গাভং শৈবং তেজঃ সুরার্চ্চিতম্। আহুঃ স্ম কেচিদালোক্য সিদ্ধাস্তেজোঽংশসম্ভবাঃ ॥ ৫৫ ॥ নিত্যাং শম্ভোঃ পরাং কোটিং দিদৃক্ষুং মাং কৃতোদ্যমম্। অহোঽয়ং সত্যং মুগ্ধত্বমদ্যাপি চ চিকীর্ষতি ॥ ৫৬ ॥ আসন্নদেহপাতোঽপি নাহঙ্কারোঽস্য বৈ গতঃ। বিশীর্যমাণপক্ষোঽয়ং শ্রান্ত্বা বিভ্রান্তলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥ অপারতেজসি ব্যর্থো বিমোহোঽয়ং ভবিষ্যতি। এবং ব্যাকুলচিত্তোঽয়ং ক্রোড়রূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্যাবর্ত্তিতঃ শিবেনৈব নির্ব্ব্যাজকরুণাজুষা। ঈদৃশাং ব্রহ্মমুখ্যাণাং সুরাণাং কোটিসম্ভবঃ ॥ ৫৯ ॥ যত্তেজঃপরমাণুভ্যস্তস্য পারং দিদৃক্ষতে। স্বাত্মনো যো গতো ধাত্বা সময়ে ভগবাঞ্ছিবঃ ॥ ৫০ ॥ যদি বুদ্ধিং দদাত্যস্মৈ তস্য নষ্টে-

---

ও তৃষার্ত্ত হইয়া আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। রমাপতি হরি আর অতুলনীয় শূকররূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি একান্ত শ্রান্ত হইয়া অতীব অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন অমেয়াত্মা পরিশ্রান্তশরীর হরি ভ্রষ্টশ্রী হইয়া শরণ্য শিবের আশ্রয় লইলেন এবং মনে মনে আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অহঙ্কারই আমার এই মহা মোহের কারণ, কেননা আমি আত্মারও নাথ শিবকে জানিতে পারি নাই। এই শিবই নিখিল বেদ, দেব ও জগতের সাক্ষাৎ মূলীভূত; অতএব ইঁহার আবার মূল কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আদ্যন্তবিবর্জ্জিত শিব হইতেই আমি সমুদ্ভূত হইয়াছি, আর আমি যে এই পশুশরীর ধারণ করিয়া শিবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাও ছলহীন করুণাবিতরণকারী পিতা সেই শম্ভুরই অনুগ্রহ; আবার পুনরায় যে আমার এইরূপ আত্মবোধরূপ মতি হইয়াছে, ইহাও তাঁহারই অনুগ্রহে, সন্দেহ নাই। মহাদেব শম্ভু স্বয়ং যাহাকে রক্ষা করিতে মনন করেন, তাহার সদ্যই অহঙ্কাররহিত আত্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। আমি এই জগদ্গুরু শঙ্করের পূজা করিতে অসমর্থ, অতএব আমি শঙ্করের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণ লইলাম। বিষ্ণু এইরূপে স্তুতি দ্বারা আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শিবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং ভূতপতির অনুগ্রহে ভূগর্ভ হইতে ক্ষিতিতলে পুনরায় উত্থিত হইলেন। আমিও অনেক বৎসর আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া ঘূর্ণমাননয়ন শিথিলপক্ষ ও পরিশ্রান্ত হইলাম, এবং উপর্য্যুপরি যতই ঊর্দ্ধে যাইতে লাগিলাম, ততই দেখিতে লাগিলাম যেন, সুরপূজিত শৈব তোজোময় স্থূললিঙ্গরূপ সেই তেজস্তম্ভ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কতই ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে। আমি শম্ভুর তেজোময় স্তম্ভের অন্তদর্শনে উদ্যম করিলাম, আমাকে দর্শন করিয়া তৎকালে শিবাংশসম্ভূত সিদ্ধগণ খেদ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছে, কেন না এই ব্যক্তির দেহপাত অতি সন্নিহিত, এখনও ইহার অহঙ্কার নিবৃত্ত হইল না? ইহার পক্ষ বিশীর্ণ, নয়ন বিভ্রান্ত এবং দেহ শ্রান্তক্লান্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি অচিরকালেই অপার তেজোদর্শনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইবে। ইহার মত ব্যাকুলচিত্ত শূকররূপীজনার্দ্দনও শম্ভুর ছলহীন করুণালাভ করিয়া তেজোময় স্তম্ভের অন্তদর্শনরূপ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহার তেজোরূপ পরমাণু হইতে ব্রহ্মবিষ্ণুসদৃশ প্রধান প্রধান কোটি কোটি সুরগণ সমুদ্ভূত হয়, কেবল স্বীয় গতিশক্তি দ্বারা তদীয় অন্তদর্শনে সমুৎসুক মোহাচ্ছন্ন ব্রহ্মাকে সেই ভগবান্ শিবই যদি কৃপাপূর্ব্বক বুদ্ধি দান করেন, তবেই

দহংক্রিয়া। ইতোবং বদতাং তেষাং সিদ্ধানাং সদয়ং বচঃ॥ ৬১॥ আকর্ণ্য শীর্ণাহঙ্কারো হৃদমাত্মন্যচিন্তয়ম্। ন বেদরাশিবিজ্ঞানাত্তপস্তীর্থনিষেবণাৎ॥ ৬২॥ সঞ্জায়তে শিবজ্ঞানমস্থৈবানুগ্রহাদৃতে। শীর্ণেহপি পক্ষযুগলে সীদত্যঙ্গে হৃচঞ্চলে॥ ৬৩॥ পুনরুৎসহতে চেতঃ স্বাহঙ্কারস্য সংগ্রহে। ধিঙ্মামহংক্রিয়াক্রান্তমনাত্মবলবেদিনম্॥ ৬৪॥ শিবার্পিতমনস্কেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যঃ সততং নমঃ। যেষাং সংসর্গলব্ধেন তপসা শোধিতাশয়ঃ॥ ৬৫॥ শিবমেনং বিজানামি স্বাত্মহেতুং পুরঃস্থিতম্। যৎপ্রসাদোপলব্ধেন বিভবেন সমন্বিতাঃ॥ ৬৬॥ দেবাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি সততং শমিতারয়ঃ। যস্য বেদা ন জানন্তি পরমার্থং মহাগমৈঃ॥ ৬৭॥ তমেব শরণং যামি শম্ভুং বিশ্ববিলক্ষণম্। অবাদিষমথাভাষ্যং বিষ্ণুং কমললোচনম্॥ ৬৮॥ লব্ধদেহঃ শিবং ভক্ত্যা সংশ্রিতশ্চন্দ্রশেখরম্। অহো কিমিদমাশ্চর্য্যমাগতং শৌর্য্যশালিনাম্॥ ৬৯॥ শম্ভুনা যৎসমুদ্ভূতমহঙ্কারমুপাশ্রিতৌ। আবাং পরস্পরং যুদ্ধমাকর্ণ্য বিপুলং মহৎ॥ ৭০॥ স এব শঙ্করঃ সর্ব্বমহঙ্কারমথাবয়োঃ। অপাহরদমেয়াত্মা স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনাৎ॥ ৭১॥ ইমমীশ্বরমানতং সুরৈরনলস্তম্ভময়ং সদাশিবম্। অভিপূজয়িতুং প্রবর্ত্ততে স ভবেদ্বৈ ভবসাগরস্য নৌঃ॥ ৭২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে ব্রহ্মসনকসংবাদে লিঙ্গপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ইহার অহঙ্কার বিনষ্ট হইতে পারে। সিদ্ধগণ এইরূপ করুণ বাক্যে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমার অহঙ্কার খর্ব্ব হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল বেদজ্ঞান, তীর্থসেবা বা তপস্যা দ্বারাই শিব-বিজ্ঞান, লাভ হয় না। আমি দেখিতেছি,—আমার পক্ষযুগল শীর্ণ ও অঙ্গ অচঞ্চল হইলেও আমার চিত্ত অহঙ্কারসংগ্রহে হইতেছে; আমি আত্মবলাবল জানিতে পারিতেছি না, অতএব অহঙ্কারসমাক্রান্ত আমাকে ধিক্! যাঁহাদের মন শিবে সমর্পিত হইয়াছে, এবং যাঁহাদের সংসর্গ লাভ করিয়া আজ আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল, আমি এক্ষণে সেই সিদ্ধগণকে সতত মনস্কার করি। যাঁহার অনুগ্রহে বিবিধ বিভবসম্পন্ন সুরগণ সতত শত্রু প্রশমন করিতে সমর্থ হন, বেদও যাঁহার পরম অর্থতত্ত্ব বিদিত হইতে অসমর্থ, যিনি আত্মাকে বিদিত হইবার একামাত্র উপায়স্বরূপ, আমি এক্ষণে সম্মুখস্থিত বিশ্ববিলক্ষণ সেই শম্ভুর শরণ লই। আমি কমললোচন বিষ্ণুর প্রতি অকথ্যবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, এক্ষণে আমি লব্ধদেহ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রশেখর শিবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব। অহো! শৌর্য্যশালীদিগের পক্ষে ইহা কি এক অদ্ভুত ঘটনা। আমরা শম্ভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি! আবার সেই অমেয়াত্মা শম্ভুই আমাদিগের বিপুল যুদ্ধোদ্যম সন্দর্শন করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের যাবতীয় অহঙ্কার অপহরণ করিয়াছেন। এই অনলস্তম্ভময় ঈশ্বর সদাশিবকে সুরগণ সতত নমস্কার করেন, ইনিই সকলের পূজ্য এবং ইনিই সংসার সাগরের নৌকাস্বরূপ। ৬১—৭২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অথাহমুচ্চরন্ বেদানশেষৈর্বদনৈঃ শিবম্। অস্তৌষং ভক্তিসম্পূর্ণং কৃত্বা মানসমর্চ্চনম্॥ ১॥ নমঃ শিবায় মহতে সর্ব্বলোকৈকহেতবে। যেন প্রকাশ্যতে সর্ব্বং ধ্রিয়তে সততং নমঃ॥ ২॥ বিশ্বব্যাপ্তমিদং তেজঃ প্রকাশয়তি সন্ততম্। নেক্ষন্তে ত্বদযাহীনা জাত্যন্ধা ভাস্করং যথা॥ ৩॥ ভূলিঙ্গমমলং হ্যেতদ্দৃশ্যমধ্যাত্মচক্ষুষা। অন্তঃস্থং বা বহিঃস্থং বা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর আমি চতুর্ম্মুখে মঙ্গলময় বেদ সকল উচ্চারণ করিলাম এবং মনে মনে মহাদেবকে পূজা করিয়া সম্পূর্ণভক্তি দ্বারা তাঁহার এইরূপে স্তব করিতে লাগিলাম;—যিনি প্রাণিনিবহের একমাত্র কারণ, যিনি সমস্ত প্রকাশ ও সতত ধারণ করেন, সেই মহান্ শিবকে নমস্কার। হে শিব! আপনার তেজ এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; আপনি সতত এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, জাতমাত্র অন্ধব্যক্তি যেমন সূর্য্যদর্শনে অসমর্থ হয়, আপনার

স্বস্তক্রৈরনুভূয়তে ॥ ৪ ॥ অপরিচ্ছেদ্যমাকারমন্তরাত্মনি যোগিনঃ। তদেতত্তব দেবেশ জ্বলিতং দর্পণো যথা ॥ ৫ ॥ অথবা শাঙ্করী শক্তিঃ সত্যাণোরপ্যণীয়সী। মত্তো নাস্ত্যতরঃ কশ্চিদ্যন্ময্যপি বিলীয়তে ॥ ৬ ॥ অণুস্তে [করুণাপাত্রং মহত্ত্বং ধ্রুবমশ্নুতে। নাধিকোঽস্তি পরস্তত্তো ন মত্তোঽপি ত্বদাশ্রয়াৎ ॥ ৭ ॥ ত্বয্যর্পিতং মনস্তত্তো ন বিয়োগমপেক্ষতে। বাচঃ কথং প্রবৃত্তিঃ স্যাত্তব বৈভবকীর্তনে ॥ ৮ ॥ স্বয়মীশ মহাদেব প্রসীদ ভুবনাধিক। আদিশ প্রযতং ভক্তমপেক্ষিতনিযুক্তিষু ॥ ৯ ॥ ইদং বিজ্ঞাপ্য বিনয়ান্নমস্কৃত্বা পুনঃপুনঃ। প্রাঞ্জলির্দেবদেবেশং ন্যষীদং সবিধে বিভোঃ ॥ ১০ ॥ অথ বিষ্ণুর্নবাম্ভোদগম্ভীরধ্বনিরভ্যধাৎ। বাচঃ কৃতার্থয়ন্ ভূয়ঃ শুক্রাঃ শঙ্করকীর্তনৈঃ ॥ ১১ ॥ জয় ত্রিভুবনাধীশ জয় গঙ্গাধর প্রভো। জয় নাথ বিরূপাক্ষ জয় চন্দ্রার্দ্ধশেখর ॥ ১২ ॥ অব্যাজমমিতং শম্ভো কারুণ্যং তব বর্দ্ধতে। যেন নির্ধূতমখিলং ভক্তেষু জ্ঞানমাহিতম্ ॥ ১৩ ॥ পালনং সর্ববিদ্যানাং প্রাপণং ভূতিসঞ্চয়ঃ। পুরাণঞ্চ সুপুত্রাণাং পিতুরেব প্রবর্দ্ধনম্ ॥ ১৪ ॥ শতানামপি মূর্ত্তীনামেকামপি নবৈঃ স্তবৈঃ। স্তোতুং ন শক্যমেশান সমবায়স্ত কিং পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ত্বমেব ত্বামলং বেত্তুং যদি বা ত্বৎপ্রসাদতঃ। ভ্রমরঃ কীটমাকৃষ্য স্বাত্মানং কিং ন চানয়েৎ ॥ ১৬ ॥ দেবাস্ত্বদংশসম্ভূতিপ্রভবো ন ভবন্তি কিম্। অপ্যায়স্যাগ্নিকীলস্য দাহশক্তির্ন কিং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ দেশকালক্রিয়াযোগাদ্যথাগ্নের্ভেদসম্ভবঃ। তথা বিষয়ভেদেন ত্বমেকোঽপি বিভিদ্যসে ॥ ১৮ ॥ অনুগ্রহপরো দেব

অনুগ্রহে বঞ্চিত ব্যক্তিও তদ্রূপ আপনাকে দর্শন করিতে পারে না। হে দেবেশ! এই যে অমল স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দেখা যাইতেছে, ইহা অন্তঃস্থই হউক আর বহিঃস্থই হউক, আপনার ভক্তগণই অধ্যাত্মচক্ষু দ্বারা ইহা অনুমান করিতে সমর্থ হয়। দর্পণে যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, যোগিগণ তদ্রূপ নিজ আত্মাতেই আপনার এই জ্বলিত অপরিচ্ছেদ্য আকার সন্দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা ইহা অণু হইতে অণীয়সী আপনার এক নিত্য শাঙ্করী শক্তি। এই শক্তি আমাতে বিলীন হয় বলিয়া আমা হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, কেননা আপনার করুণার পাত্র হইলে অণুও বৃহদাকার ধারণ করে। আপনা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব আপনি আমার আশ্রয় বলিয়া আমা হইতেও কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। আপনাতে মনস্তত্ত্ব ন্যস্ত হইলে, তাহা আর কখনও বিযুক্ত হয় না, অতএব আপনার ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তনে কি করিয়া বাক্যের প্রবৃত্তি হইবে? হে মহাদেব! আপনি স্বয়ংই ঈশ ও এই ত্রিভুবন হইতে বৃহৎ, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার প্রযতভক্ত, আপনার নিয়োগের অপেক্ষা করিতেছি, আমার যাহা কর্ত্তব্য, আদেশ করুন। ব্রহ্মা বিনয়সহকারে দেবদেব বিভু সদাশিবকে ইহা বিজ্ঞাপিত করিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু নবমেঘগম্ভীরধ্বনির ন্যায় এক শব্দ উচ্চারণ করিলেন; তাঁহার অমলবাক্যাবলী শিব-কীর্ত্তনে প্রযুক্ত হইয়া কৃতার্থম্মন্য হইল। তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! গঙ্গাধর! ত্রিভুবনাধীশ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে নাথ! বিরূপাক্ষ! চন্দ্রার্দ্ধশেখর! আপনার জয় হউক। হে শম্ভো! আপনার কারুণ্যে কোনরূপ ছল নাই এবং উহা অমিত ও নিত্যবর্দ্ধনশীল; আপনি ঐ করুণাবলেই ভক্তগণকে নিখিল অমল জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। আপনার কারুণ্য গুণে যাবতীয় বিদ্যার পরিপুষ্টি হয়; আপনার করুণায় নিখিল বিদ্যা লাভ ঘটে এবং আপনার করুণায়ই মানবের বিবিধ বিভূতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে দেবেশ! পিতা হইতে যেরূপ সুপুত্রগণ নিত্য বর্দ্ধিত হয়, আপনার করুণায় মানবগণও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ঈশান! আপনার মূর্ত্তি শত শত, আপনার ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটীরও স্তব করা অসম্ভব, যুগপৎ সমস্ত মূর্ত্তির স্তব সম্বন্ধে আর কি বলিব? ১—১৫। হে দেব! আপনিই একমাত্র আপনাকে জানিতে পারেন; যদি বা কখনও অপর কেহ আপনাকে বিদিত হইয়া থাকে, তাহাও আপনারই অনুগ্রহে বলিতে হইবে। ভ্রমর যেমন কোন কীট আকর্ষণ করিয়া আপনার সারূপ্য প্রদান করে, তদ্রূপ আপনিও আপনার ভক্তগণকে সারূপ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অগ্নিসংযোগে লৌহশঙ্কু ও যেমন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়, দেবগণ তদ্রূপ আপনার অংশসম্ভূত বলিয়াই প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। হে দেব! দেশ, কাল, এবং ক্রিয়াযোগে যেরূপ অনলের প্রভেদ হয়, তদ্রূপ আপনি এক হইয়াও বিষয়ভেদে বিভিন্ন হইয়াছেন। হে দেব! হে অখিলাধার শঙ্কর! আমাদের প্রতি কৃপা

মূর্ত্তিং দর্শয় শঙ্কর। আবয়োরখিলাধার নয়নানন্দদায়িনীম্ ॥ ১৯ ॥ এবং প্রণমতোর্দেবঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতম্। প্রসসাদ পরং শম্ভুঃ স্তবতোরাবয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২০ ॥ তেজঃস্তম্ভাৎ পুনস্তস্মাদ্দেবশ্চন্দ্রার্দ্ধশেখরঃ। আবির্বভূব পুরুষঃ কপিলঃ কালকন্ধরঃ ॥ পরশুং বালহরিণং করৈরভয়বিভ্রমৌ। দধানঃ পুরুষোঽবাদীৎ পুত্রাবাবামিতি প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি যুবয়োর্ভক্ত্যা যুক্তাত্মনোর্ময়ি। ভবতং সর্ব্বলোকানাং সৃষ্টিরক্ষাধিপৌ যুবাম্ ॥ ২৩ ॥ যুবয়োরিষ্টসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভূতোঽস্ম্যহং যতঃ। বরং বৃণুতমস্মত্তঞ্চ বরদোঽহমুপাগতঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি দেবস্য বচনাৎ সুপ্রীতৌ চ কৃতাঞ্জলী। বিজ্ঞাপয়ামাসিব তৌ স্বং স্বমর্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥ অহং মন্যৈঃ শিশুপ্রায়জগত্রয়বিধায়কঃ। সংস্তবন্ বৈদিকৈর্মন্ত্রৈরীশানমপরাজিতম্ ॥ ২৬ ॥ নমস্যেঽহমিদং রূপং শশ্বদ্বরদমীশ্বরম্। তেজোময়ং মহাদেবং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥ আপূর্য্যমাণং ভবতা তেজসা গগনান্তরম্। পরিপৃচ্ছ্যঃ সুরাবাসঃ ক্ষণাদ্দেব ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বা দেবাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। নাবসন্ দিবি সঞ্চারং লভেরংস্তেজসা তব ॥ ২৯ ॥ পৃথ্বী চ সকলা চৈব তপ্যমানা তবৌজসা। চরাচরসমুৎপত্তিক্ষমা নৈব ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ উপসংহৃত্য তেজঃ স্বমরুণাচলসংজ্ঞয়া। ভব স্থাবরলিঙ্গং ত্বং লোকানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৩১ ॥ জ্যোতির্ম্ময়মিদং রূপমরুণাচলসংজ্ঞিতম্। যে নমন্তি নরা ভক্ত্যা তে ভবন্ত্যমরাধিকাঃ ॥ ৩২ ॥ সেবন্তাং সকলা লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। গণাশ্চ বিবিধা ভূমৌ মানুষং ভাবমাস্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ দিব্যারামসমুদ্ভূতকল্পকাদ্যাঃ সুরদ্রুমাঃ। সেবিনস্তাং প্ররোহন্তু ভরিতা বিবিধৈঃ ফলৈঃ ॥ ৩৪ ॥ দিব্যৌষধিগণাঃ সর্ব্বে সিংহাদ্যা মৃগজাতয়ঃ। প্রশান্তাঃ পরিবর্ত্তন্তাং পাপকল্মষনাশনম্ ॥ ৩৫ ॥ অয়নদ্বয়ভিন্নেন গমনেনাপি সংযুতঃ। ন লঙ্ঘয়িষ্যতি রবিঃ শৃঙ্গং লিঙ্গতনোস্তব ॥ ৩৬ ॥ দিব্যদুন্দুভিশব্দানাং ঘোষৈঃ পুষ্পোঘ-

---

প্রদর্শনপূর্ব্বক নয়নানন্দদায়িনী ভবদীয় মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণামপূর্ব্বক শম্ভুর এইরূপ স্তব করিলে তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখনই সেই তেজঃস্তম্ভস্থিত অপর একটা স্তম্ভ হইতে চন্দ্রশেখর আবির্ভূত হইলেন। সেই পরমপুরুষ কপিলবর্ণবিশিষ্ট, তাঁহার কন্ধর কৃষ্ণবর্ণ, তিনি বাহুচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পরশু, বালহরিণ, বর এবং অভয় ধারণ করিতেছেন। সেই পরম পুরুষ বিভু আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে যুক্তাত্মা তনয়দ্বয়! তোমাদিগের ভক্তিদর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি, তোমরা উভয়েই নিখিললোকের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা; আমি তোমাদের উভয়েরই ইষ্টসিদ্ধির জন্য আবির্ভূত হইয়াছি; আমি তোমাদিগকে বরদান করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবদেবের বাক্যে আমরা অতীব প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ নিজ প্রয়োজন পৃথক্ভাগে নিবেদন করিলাম। আমি বলিলাম,—আমি অভিনব ত্রিজগতের স্রষ্টা, আমি অপরাজিত ঈশানকে বৈদিকমন্ত্রনিবহ দ্বারা সম্যক্প্রকারে স্তব করিতেছি। আমি আপনার বরদ, ঈশ্বর, তেজোময়, যোগিধ্যেয়, নিরঞ্জন, মহাদেবরূপ নিত্যরূপকে নমস্কার করি। আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা গগনমণ্ডল এরূপ ভাবে পরিপূরিত করিতেছেন যে, ক্ষণকাল মধ্যেই সুরলোক কোথায়, তাহা হয়ত প্রশ্ন করিয়া জানিতে হইবে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব এবং পরমর্ষিগণ আপনার তেজঃস্পৃষ্ট হইয়া স্বর্গে আর বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। হে দেব! আপনার তেজে সমগ্র পৃথিবী তাপিতা হইয়া চরাচর উৎপাদন করিতে অসমর্থা হইয়াছেন। অতএব হে দেব-দেব! আপনি অরুণাচলাখ্য স্থাবর লিঙ্গ হউন এবং লোকসকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপনার এই তেজ উপসংহার করুন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক আপনার অরুণাচলাখ্য এই জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপকে নমস্কার করিবে, সে অমরনিকর হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। এই ভূমিতলাস্থিত নিখিললোক, এমন কি সিদ্ধ, পরমর্ষি, অন্যান্য গণদেবতাগণ মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সেবা করিবে। ১৯—৩৩। আপনার সেবার জন্য বিবিধ ফলভারাবনত সুরতরু কল্পদ্রুম সকল অত্রত্য দিব্য উদ্যানে সমুদ্ভূত হউক। সিংহাদি পশুসকল পাপবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক দিব্যৌষধিগণ-সমন্বিত এই উদ্যান ভূমির ইতস্ততঃ প্রশান্তভাবে বিচরণ করুক। আপনার লিঙ্গতনু অরুণাচলের শৃঙ্গ সূর্য্যদেব কদাচ দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ

বৃষ্টিভিঃ। সেবিতো ভব দেব ত্বমপ্সরোনৃত্য-গীতিভিঃ॥ ৩৭॥ অমরত্বঞ্চ সিদ্ধত্বং রসসিদ্ধীশ্চ নির্বৃতিম্। লভন্তাং মানুষা নিত্যং ত্বৎসন্নিধিমুপাগতাঃ॥ ৩৮॥ ঈশত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ সৌভাগ্যং কালবঞ্চনম্। ত্বামাশ্রিত্য নরাঃ সর্ব্বে লভন্তামরুণাচল॥ ৩৯॥ সর্ব্বাবয়বদানেন সর্ব্বব্যাধিবিনাশনাৎ। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানেন দৃশ্যো ভব মহীতলে॥ ৪০॥ তথেতি বরদং দেবমরুণাদ্রিপতিং শিবম্। প্রণম্য কমলানাথঃ প্রার্থয়ন্নিদমব্রবীৎ॥ ৪১॥ প্রসীদ করুণাপূর্ণ শোণশৈলেশ্বর প্রভো। মহেশ সর্ব্বলোকানাং হিতায় প্রকটোদয়॥ ৪২॥ যদাহং ত্বামুপাশ্রিত্য জগদ্রক্ষণদক্ষিণঃ। শ্রীপতিত্বমনুপ্রাপ্তস্তদা ভক্তা ভবন্তু তে॥ ৪৩॥ নাল্পপুণ্যৈরুপাস্যেত ত্বদ্রূপং মহদদ্ভুতম্। ময়া চ ব্রহ্মণা চৈবমদৃষ্টপদশেখরঃ॥ ৪৪॥ প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্নৃত্যগীতৈশ্চ পূজনৈঃ। ত্বামর্চ্চয়ন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থাস্তে গতাংহসঃ॥ ৪৫॥ উপবাসৈর্ব্রতৈঃ সত্রৈরুপহারৈস্তথার্চ্চনৈঃ। ত্বামর্চ্চয়ন্তি মনুজাঃ সার্ব্বভৌমা ভবন্তু তে॥ ৪৬॥ আরামং মণ্ডপঞ্চাপি কূপং বিধিবিশোধনম্। কুর্ব্বতামরুণাদ্রীশ সন্নিধানে পুনর্ভব॥ ৪৭॥ অঙ্গপ্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ। অশেষপাতকৈঃ সদ্যো বিমুক্তো নির্ম্মলাশয়ঃ॥ ৪৮॥ আবামপ্যবিমুঞ্চন্তৌ সদা ত্বৎপাদপঙ্কজম্। ধ্যাতব্যং মনুজৈঃ সর্ব্বৈস্তব সন্নিধিমাগতৈঃ॥ ৪৯॥ তথাস্ত্বিতি বরং দত্ত্বা বিষ্ণবে চন্দ্রশেখরঃ। অরুণাচলরূপেণ প্রাপ্তঃ স্থাবরলিঙ্গতাম্॥ ৫০॥ তৈজসং লিঙ্গমেতদ্ধি সর্ব্বলোকৈককারণম্। অরুণাদ্রিরিতি খ্যাতং দৃশ্যতে বসুধাতলে॥ ৫১॥ যুগান্তসময়ে ক্ষুব্ধৈশ্চতুর্ভিরপি সাগরৈঃ। অপিনির্ম্মগ্নলোকান্তৈরস্পৃষ্টান্তিকভূতলম্॥ ৫২॥ গজপ্রমাণৈঃ পৃষতৈঃ পূরয়ন্তো জগত্রয়ম্। পুষ্করাদ্যা মহামেঘা বিশ্রান্তা যস্য সানুনি॥ ৫৩॥ প্রবৃত্তে ভূতসংহারে প্রকৃতৌ প্রতিসঞ্চরে। ভবিষ্যৎসর্ব্ববীজানি নিবেদ্যুর্যত্র নিশ্চয়ম্॥ ৫৪॥ ময়া চাহূয়মানেভ্যঃ প্রলয়ানন্তরং পুনঃ। যৎপাদসেবিবিপ্রেভ্যো

গমনে লঙ্ঘন করিবেন না। হে দেব! অপ্সরোগণ দিব্য দুন্দুভি ও শঙ্খধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি ও নৃত্য গীতাদি দ্বারা আপনার সতত সেবা করিবে। মানবগণ আপনার সমীপে আগমন করিয়া নিত্য অমরত্ব, সিদ্ধত্ব, রাসায়নিক সিদ্ধি ও নির্বৃতি লাভ করুক। হে অরুণাচল! মানবগণ আপনাকে আশ্রয় করিয়া ঈশত্ব, বশিত্ব, সৌভাগ্য এবং অমরত্ব লাভ করুক। হে সদাশিব! সর্ব্বব্যাধিনাশক ত্বদীয় অবয়ব প্রদান করিয়া আপনি মহীতলে দৃশ্য লিঙ্গরূপে অবস্থান করুন এবং আপনি লোক সকলের অভীষ্টপ্রদ হউন। অনন্তর অরুণাদ্রিপতি "তথাস্তু" বলিয়া ব্রহ্মার বাক্যে অঙ্গীকার করিলে রমাপতি বিষ্ণু সেই বরদ শিবকে প্রণাম ও প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—হে শোণশৈলেশ্বর! আপনার হৃদয় করুণায় পূর্ণ, হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন। হে মহেশ! নিখিল লোকের হিতের নিমিত্তই আপনার অভ্যুদয়। আমি আপনাকে আশ্রয় করিয়া যৎকালে লক্ষ্মীপতিরূপে ত্রিলোকের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইব, তৎকালে ত্বদীয় ভক্তগণ আমার সহায় হউন। অল্প পুণ্যদ্বারা আপনার এই মহা অদ্ভুত রূপে তপস্যা অসম্ভব। আমি এবং ব্রহ্মা আপনার অধঃ ও উর্দ্ধদিগের অন্তদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। যে মানব প্রদক্ষিণ, সম্যকরূপ নমস্কার, নৃত্য, গীত এবং পূজা দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিবে, তাহারা বিগতপাপ ও কৃতার্থ হইবে। মানব উপবাস, ব্রত, যজ্ঞ, উপহার এবং পূজাদ্রব্য দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিবে। হে অরুণাদ্রীশ! আপনার এই আবাস সমীপে আরাম, মণ্ডপ বা বিধিপূর্ব্বক শোধিত কূপাদি জলাশয় প্রতিষ্ঠাকারীর আর জন্ম হইবে না। মানব আপনার শরীর প্রদক্ষিণ করিতে অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিত ও অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মলাশয় হইবে। হে সদাশিব! আমরা এক্ষণে উভয়েই আপনার পাদপদ্মসমীপে অবস্থিত হইলাম। হে দেবেশ! মনুজগণ আপনার সমীপে আগমন করিয়া সতত ত্বদীয় পাদসরোজ ধ্যান করিবে। অনন্তর চন্দ্রশেখর "তথাস্তু" বলিয়া বিষ্ণুকে বরদানপূর্ব্বক অরুণাচলরূপে স্থাবর লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বসুধাতলে এই যে অরুণাচলাখ্য তৈজস লিঙ্গ দেখা যাইতেছে, এই লিঙ্গই একমাত্র নিখিললোকের কারণস্বরূপ। যুগান্তসময়ে সাগরচতুষ্টয় ক্ষুভিত হইলেও ইঁহার সন্নিহিত ভূমিতল জলমগ্ন হয় না। ৩৪—৫২। যে পুষ্করাদি মহামেঘ সকল গজপ্রমাণ বারিবিন্দুবর্ষণ দ্বারা ত্রিজগৎ পূরিত করে, তাহারাও এই অরুণাচলের সানুদেশে বিশ্রাম করিয়া থাকে। প্রকৃতি যৎকালে ভূতনিবহ সংহার করিয়া নিজগর্ভে ধারণ করেন, তখন এই অরুণাচলেই সৃষ্টির ভাবী বীজ সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রলয়ের পর পুনর্ব্বার মৎকর্ত্তৃক

বেদাধ্যয়নসংগ্রহঃ ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বাসামপি বিদ্যানাং কলানাং শাস্ত্রসম্পদাম্। আগমানাঞ্চ বেদানাং যত্র সত্যব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৬ ॥ যদ্‌গুহাগহ্বরান্তঃস্থা মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। জটিনঃ সম্প্রকাশন্তে কোটিসূর্য্যাগ্নি-তেজসঃ ॥৫৭॥ পঞ্চব্রহ্মময়ৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাক্ষরবপুর্ধরৈঃ। অকারপীঠিকারূঢ়ো নাদাত্মা যঃ সদাশিবঃ ॥ ৫৮ ॥ অষ্টভিশ্চ সদা লিঙ্গৈরষ্টদিক্‌পালপূজিতঃ। অষ্টমূর্ত্তি-তয়া যোঽয়মষ্টসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৫৯ ॥ যত্র সিদ্ধাস্তথা-লোকান্ স্বান স্বান্ মুক্ত্বা সুরেশ্বরাঃ। অপেক্ষন্তে স্থিতা মুক্তিং বিহায় কনকাচলম্ ॥ ৬০ ॥ এবং বসুন্ধরাপুণ্যপরিপাকসমুচ্চয়ঃ। অরুণাদ্রিবিতি খ্যাতো ভক্তভক্তিবরপ্রদঃ ॥ ৬১ ॥ কৈলাসান-মেরুশিখরাদাগতৈর্দেবসঙ্ঘৈঃ। পূজ্যতে শোণ-শৈলাত্মা শম্ভুঃ সর্ব্ববরপ্রদঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি কমলজ-বক্ত্রপদ্মজাতং মুদিতমনাঃ সনকো নিশম্য ভক্ত্যা। বিরচিতবিনয়ঃ প্রণম্য পুত্রঃ পিতরমপৃচ্ছদশেষ-বেদসারম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করস্য স্থাবরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

আহৃত এই অরুণাদ্রির পাদসেবী বিপ্রগণ হইতে বেদাধ্যয়নাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। যে আগম ও বেদাদি শাস্ত্রে কলাবিদ্যাদি যাবতীয় বিদ্যাসম্পৎ নিহিত, সেই আগমাদি শাস্ত্রেরও আশ্রয়স্থান এই অরুণাচল। কোটি কোটি সূর্য্য ও অগ্নি তুল্য তেজস্বী সংশিতব্রত জটাধারী মুনি-গণ ইহারই গুহাগহ্বর মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পঞ্চব্রহ্মময়, পঞ্চাক্ষর শরীরধারী, মন্ত্রময় অকাররূপ পীঠিকারূঢ়, নাদাত্মা সদাশিবই এই অরুণাচলরূপে বিরাজিত। ইনি সর্ব্বদা অষ্ট-বিধ লিঙ্গরূপে প্রকাশমান, অষ্টদিক্‌পাল সতত ইঁহার পূজা করেন এবং ইনি সর্ব্বাদি অষ্টমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অষ্ট-সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সিদ্ধিগণ স্ব স্ব স্থান এবং সুরেশ্বরগণ কনকাচল সুমেরু পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিকামনায় এই অরুণা-দ্রিতে বাস করেন। এইরূপ বসুন্ধরার যে কিছু পুণ্যপরিপাক পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তই এই অরুণাদ্রিতে সমবেত হইয়াছে এবং এই বিখ্যাত অরুণাদ্রি ভক্তগণকে পরমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; এমন কি পরম পবিত্র কৈলাস ও মেরুশিখর হইতে দেবগণ সমাগত হইয়া সর্ব্ববিধ বরপ্রদ শোণ-শৈলাত্মা শম্ভুকে পূজা করিয়া থাকেন।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সনক উবাচ। ভগবান্নরুণাদ্রীশমাহাত্ম্যমিদ-মদ্ভুতম্। শ্রুতং শিবপ্রসাদেন দয়য়া তে জগদ্‌-গুরোঃ ॥ ১ ॥ আশ্চর্য্যমেতন্মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপ-বিনাশনম্। আরাধয়ন্ পুনঃ কে বা বরদং শোণ-পর্ব্বতম্ ॥২॥ অনাদিরন্তরহিতঃ শিবঃ শোণাচলাকৃতিঃ। যুবয়োস্তপসা দেব বরদানায় সংস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ সকৃৎ সঙ্কীর্ত্তিতে নাম্নি শোণাদ্রিরিতি মুক্তিদে। সন্নিধিঃ সর্ব্বকামানাং জায়তে চাঘনাশনম্ ॥৪॥ শিবশব্দামৃতা-স্বাদঃ শিবার্চ্চনকথাক্রমঃ। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ উবাচ করুণামূর্ত্তি-ররুণাদ্রীশমানমন্। ব্রহ্মোবাচ। শ্রূয়তাং বৎস পার্ব্বত্যাশ্চরিতং যৎপুরাতনম্ ॥ ৬ ॥ অরুণাদ্রী-শমাশ্রিত্য যথা সা নির্বৃতাভবৎ। আসসাদ মহাদেবঃ

কমলযোনি ব্রহ্মার মুখপদ্ম-নিঃসৃত বাক্যজাত শ্রবণ করিয়া মুদিতমনা ব্রহ্মনন্দন সনক ভক্তি ও বিনয়-সহকারে পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় বেদের সার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৩—৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

সনক কহিলেন,—হে জগদ্‌গুরো ভগবন্! শিব-প্রসাদে এবং আপনার অনুগ্রহে এ উত্তম অরু-ণাদ্রিপতি ভূতপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম; নিখিল-পাপবিনাশন অরুণাদ্রিপতির এই মাহাত্ম্য অতীব অদ্ভুত। এই শোণশৈলশরীর শিব, আদি ও অন্ত-বিহীন। ইনি আপনাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া বর-দান করিবার জন্য অবস্থিত। মুক্তিদ "শোণাদ্রি" এই শব্দটী একবার উচ্চারণ করিলে বিবিধ পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুর লাভ হইয়া থাকে। আরও দেখুন,—শিবপূজার কথাক্রম এবং শিবশব্দ এই সকলই অমৃততুল্য স্বাদু; অতএব হে দেব! এই বরদ শোণশৈলকে কে, আরাধনা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই আমার শুনিবার অভিলাষ হই-তেছে। অরুণাদ্রিপতির একান্ত ভক্ত সনকের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণামূর্ত্তি দেবদেব পিতামহ উত্তর করিলেন। ১—৫। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস! পুরাকালে অরুণাদ্রিপতি মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া পার্ব্বতী যেরূপে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে

কদাচিৎ পার্ব্বতীপতিঃ॥ ৭॥ রত্নসিংহাসনং দিব্যং রত্নতোরণসংযুতম্। রত্নপুষ্পফলোপেতকল্পদ্রুম-মনোহরম্॥ ৮॥ পরার্দ্ধ্যদৃষদাস্তীর্ণং বদ্ধমুক্তা-বিতানকম্। বিমুক্তপুষ্পপ্রকরদিব্যধূপোরুসৌরভম্॥ ৯॥ প্রলম্বমালিকাজালনিনদদ্ভৃঙ্গসঙ্কুলম্। দিব্য-তূর্য্যঘনধ্বানপ্রনৃত্যদ্‌গুহবাহনম্॥ ১০॥ পার্ব্বতী-সিংহসঞ্চারপরিত্রস্তমহাগজম্। অপ্সরোভিঃ প্রনর্ত্তা-ভির্গায়ন্তীভিশ্চ কেবলম্॥ ১১॥ আসেবিতপুরো-রঙ্গং দিক্‌পালকনিষেবিতম্। ঋগ্‌যজুঃসামজৈর্মন্ত্রৈঃ স্তবদ্ভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ১২॥ ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা দেবৈঃ সিদ্ধৈ রাজর্ষিভির্বৃতম্। গণৈশ্চ বিবিধাকারৈর্ভস্মা-লঙ্কৃতবিগ্রহৈঃ॥ ১৩॥ রুদ্রাক্ষধারসুভগৈরাপূর্ণং শিবতৎপরৈঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিতৌর্য্যত্রিকজ-নিস্বনৈঃ॥ ১৪॥ ঘণ্টাটঙ্কারসুভগৈর্বেদধ্বনিবিমি-শ্রিতৈঃ। মনোহরং মহাদিব্যমাসনং পার্ব্বতীসখঃ॥ ১৫॥ অলঙ্কার ভগবান্ ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া। আস্থায় বিমলং রূপং সর্ব্বতেজোময়ং শিবম্॥ ১৬॥ অম্বিকাসহিতঃ শ্রীমান্ বিজহার দয়ানিধিঃ। সঙ্গী-তেন কথাভেদৈর্দ্যূতক্রীড়াবিকল্পনৈঃ॥ ১৭॥ গণানাং বিকটৈর্নৃত্যৈ রময়ামাস পার্ব্বতীম্। বিসৃজ্য সক-লান্ দেবানৃষীংশ্চাপি সভাসদঃ॥ ১৮॥ বরান্ প্রদায় বিবিধান্ ভক্তলোকায় বাঞ্ছিতান্। আগমেষু বিচিত্রেষু সর্ব্বর্ত্তুকুসুমেষু চ॥ ১৯॥ বিজহারোময়া সার্দ্ধং রত্নপ্রাসাদপঙ্‌ক্তিষু। বাপিকাসু মনোজ্ঞাসু রত্নসোপানপঙ্‌ক্তিষু॥ ২০॥ কেলিপর্ব্বতশৃঙ্গেষু হেমরম্ভাবনান্তরে। গঙ্গাতরঙ্গশীতেন ফুল্লপঙ্কজ-গন্ধিনা॥ ২১॥ বাতেন মন্দগতিনা বিহারবিহত-শ্রমঃ। স্বকামতঃ স্বয়ং দেবঃ প্রেয়সীমভ্যনন্দয়ৎ॥ ২২॥ রতিরূপাং শিবাং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দ-রীম্। কদাচিদ্রহসি প্রীতা নিজাজ্ঞাবশবর্ত্তিনম্॥ ২৩॥ রমণং জানতী মুগ্ধা পশ্চাদভ্যেত্য সাদরম্। করাভ্যাং কমলাভাভ্যাং ত্রিনেত্রাণি জগদ্‌গুরোঃ॥

পার্ব্বতীর সেই পুরাতন চরিত শ্রবণ কর। কোন এক সময়ে পার্ব্বতীপতি মহাদেব রত্নতোরণযুক্ত দিব্য-রত্নসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সেই রত্নাসন রত্ন-কুসুমদ্বারা শোভিত হইয়া যেন কল্পতরুর ন্যায় মনোহর-রূপ ধারণ করিয়াছিল। ঐ আসনের আস্তরণ মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। আসনের উপরিভাগ বিবিধ মুক্তাখচিত চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং বিকসিত কুসুম-সমূহ ও দিব্য ধূপ-সৌরভে সতত আমোদিত হইতেছিল। উহার চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত পুষ্পমাল্যজালে ভ্রমরগণ গুন-গুন-রবে নিনাদ করিতেছিল এবং গুহবাহন ময়ূরগণ ঘন-দিব্য-তূর্য্য-নাদে আমোদিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। তখন পার্ব্বতী-বাহন সিংহের প্রচরণে মহাগজ সকল ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহার সম্মুখস্থিত অপ্সরোগণ কেবল নৃত্য ও গীতদ্বারা সেবা করত তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। দিক্‌-পাল সকল সতত তাঁহার সেবা এবং মুনিপুঙ্গবগণ ঋক্, যজুঃ ও সামময় মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষি, দেব, সিদ্ধ, রাজর্ষি এবং ভস্মবিভূষিত রুদ্রাক্ষধারী শিবতৎপর শুভগ বিবিধ গণদেবতাগণ দ্বারা তদীয় আসন-সন্নিহিত স্থান সকল পরিপূর্ণ ছিল। সেই স্থান বেদ-ধ্বনিবিমিশ্রিত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, তৌর্য্যত্রিক, ঘণ্টা ও শোভন টঙ্কার শব্দে মুখরিত হইয়াছিল। ভগবান্ পার্ব্বতীপতি ভক্তগণের হিতকামনায় সেই মনোহর মহা দিব্য রত্নাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৬—১৬। তখন দয়ানিধি শ্রীমান্ মহাদেব তেজো-ময় বিমল শুভদ রূপ ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। শিব নিখিল দেব, ঋষি ও সভাসদ্‌গণকে পরিত্যাগ করিয়া কখন সঙ্গীত, কখন বিবিধ সরসভাষণ, কখন দ্যূতক্রীড়া এবং কখন বা গণদেবতাগণের বিকট নৃত্য দর্শন প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর পার্ব্বতীর প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তিনি তদীয় ভক্তগণকে বিবিধ বাঞ্ছিত বর প্রদানপূর্ব্বক বিচিত্র কুসুমশোভিত মনোজ্ঞ ঋতু সকলে রত্নপ্রাসাদশ্রেণীতে উমার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিহার-গৃহসমীপে রত্নসোপানপঙ্‌ক্তি-শোভিত মনোজ্ঞ বাপী কূপাদি বিদ্যমান ছিল এবং কেলিপর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ হেমরম্ভাতরু দ্বারা সতত শোভিত থাকিত। গঙ্গার তরঙ্গসংসর্গে মন্দ মন্দ প্রবহমাণ সুশীতল পদ্মগন্ধি সমীরণ তাঁহার রতিশ্রম উপশম করিত। দেবদেব স্বীয় কামনাবশে স্বয়ংই সর্ব্ব-সুভগসুন্দরী শুভদায়িনী রতিরূপা প্রেয়সী দেবী পার্ব্বতীর প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময় মুগ্ধা পার্ব্বতী প্রীতি বশতঃ জগদ্‌গুরু শঙ্করের পশ্চাদ্ দিক্ হইতে আসিয়া পদ্মগর্ভ করদ্বয় দ্বারা নির্জ্জনে তাঁহার নয়নত্রয় চাপিয়া ধরিলেন। দেবী পার্ব্বতী নিজ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া

২৪ ॥ পিদধে লীলয়া শম্ভোঃ কিমেতদিতি কৌতুকাৎ। চন্দ্রাদিত্যাগ্নিরূপেণ পিহিতেষ্বক্ষিষু ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ অন্ধকারোঽভবত্তত্র চিরকালং ভয়ঙ্করঃ। নিমিষার্দ্ধেন দেবস্য জগ্মুর্বৎসরকোটয়ঃ ॥ ২৬ ॥ দেবীলীলাসমুত্থেন তমসাভূজ্জগৎক্ষয়ঃ। তমসা পূরিতং বিশ্বমপারেণ সমন্ততঃ ॥ ২৭ ॥ শূন্যং জ্যোতিঃপ্রচারেণ বিনাশং প্রত্যপদ্যত। ন ব্যজৃম্ভন্ত বিবুধা ন চ বেদাশ্চকাশিরে ॥ ২৮ ॥ নাপি জীবাঃ সমভবন্নব্যক্তং কেবলং স্থিতম্। জগতামপি সর্ব্বেষামকালে বীক্ষ্য সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ২৯ ॥ তপসা লব্ধস্ফূর্ত্তীনাং বিচারঃ সমপদ্যত। কিমেতত্তমসো জন্ম ভুবনক্ষয়কারণম্ ॥ ৩০ ॥ ভগবানপি সর্ব্বাত্মা ন নূনং কালমাক্ষিপৎ। দেবী বিনোদরূপেণ পিধত্তে পুরজিদ্দৃশঃ ॥ ৩১ ॥ তেনেদমখিলং জাতং নিস্তেজো ভুবনত্রয়ম্। অকালতমসা ব্যাপ্তে সকলে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩২ ॥ কা গতির্লব্ধরাজ্যানাং তপসা দেবজন্মনাম্। ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন পূজ্যন্তে সুরা ভুবি ॥ ৩৩ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা বীক্ষ্য তে জ্ঞানচক্ষুষা। নিত্যাস্তে সুরয়ো ভক্ত্যা শম্ভুমানম্য তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ সর্ব্বজগৎকর্ত্রে শিবায় পরমাত্মনে। মায়য়া শক্তিরূপেণ পৃথগ্ভাবমুপেয়ুষে ॥ ৩৫ ॥ অবিনাভাবিনী শক্তিরাদ্যেকা শিবরূপিণী। লীলয়া জগদুৎপত্তিরক্ষাসংহৃতিকারিণী ॥ ৩৬ ॥ অর্দ্ধাঙ্গী সা তব দেব শিবশক্ত্যাত্মকং বপুঃ। এক এব মহাদেবো ন পরে ত্বদ্বিনা বিভো ॥ ৩৭ ॥ লীলয়া তব লোকোঽয়মকালে প্রলয়ং গতঃ। করুণা তব নির্ব্যাজা বর্দ্ধতাং লোকবর্দ্ধনী ॥ ৩৮ ॥ ভবতো নিমিষার্দ্ধেন তেজসামুপসংহৃতেঃ। গতান্যনেকবর্ষাণি জগতাং নাশহেতবে ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রসীদ করুণামূর্ত্তে কাল সদাশিব। বিরম প্রণয়ারব্ধাদমুষ্মাল্লোকসঙ্ক্ষয়াৎ ॥ ৪০ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ভক্তানাং সিদ্ধিশালিনাম্। বিসৃজাক্ষীণি গৌরীতি করুণামূর্ত্তিরব্রবীৎ ॥

"ইহা এক রম্য কৌতুক" এইরূপ মনে করিয়াই আদরপূর্ব্বক এই লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ক্রমে চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নিরূপ ত্রিলোচনের লোচনত্রয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন, অমনি সহসা এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে না-হইতেই অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে দেব ঈশানের কোটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। অনন্তর দেবীর লীলাকৃত এই ব্যাপারে যে অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল, তদ্দ্বারা জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, অন্ধকারে বিশ্বের চারিদিক্ পূর্ণ হইল এবং গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ-প্রচার না থাকায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেল। দেবগণ স্ফূর্ত্তিহীন হইলেন, বেদের প্রতিভা বিলুপ্ত হইল; তৎকালে কোন জীবেরই অস্তিত্ব থাকিল না, সমস্তই যেন কেবল একমাত্র অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত হইল। অকালে সমস্ত জগতের ক্ষীণাবস্থা দেখিয়া তপস্যাদ্বারা লব্ধস্ফূর্ত্তি জনগণের মনে ইহা কি এক ভুবনক্ষয়কারক অন্ধকারের আবির্ভাব হইল ইত্যাদিরূপ বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হইল, তাঁহারা আরও তর্ক করিতে লাগিলেন,—নিশ্চয়ই সর্ব্বাত্মা ভগবান কালক্ষেপ করিতেছেন না। দেবী পার্ব্বতী কৌতুকপরবশ হইয়া ত্রিপুরারির নয়নত্রয় আচ্ছাদন করিয়াছেন, তজ্জন্যই এই ত্রিভুবনে ঘোর অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ "অকালে ভুবনত্রয় অন্ধকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে তপস্যা দ্বারা লব্ধরাজ্য দেবগণের কি গতি হইবে? কেননা সম্প্রতি ভূলোকে কোথাও যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে না এবং দেবগণ কোথাও পূজা পাইতেছেন না" জ্ঞাননেত্র দ্বারা ইত্যাদিরূপ অনর্থ দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শম্ভুকে প্রণাম করত নিত্য স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৭—৩৪। তাঁহারা বলিলেন,—সর্ব্বজগৎকর্ত্তা পরমাত্মা শম্ভুকে নমস্কার, যিনি স্বীয় শক্তিরূপ মায়া দ্বারা পৃথক্ ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। লীলাবশত আপনার অবিনাভাবিনী শিবরূপিণী আদ্যাশক্তি এই জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করিতেছেন। হে দেব! সেই শক্তি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং আপনার শরীর শিব-শক্তিময়। হে বিভো! মহাদেবরূপী একমাত্র আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনা ভিন্ন আর কেহই নাই; হে দেব! আপনার এই লীলাবশতঃ অকালে এই লোকত্রয় বিনাশপ্রাপ্ত হইল! এক্ষণে লোকবৃদ্ধিকারিণী আপনার অকপট করুণা নিত্য প্রবর্দ্ধিত হউক! হে দেব! আপনার এই তেজ উপসংহার করিতে করিতে অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে জগদ্বিনাশকর অনেক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে; হে করুণামূর্ত্তি সদাশিব! আপনি প্রসন্ন হউন। হে কাল! এই প্রণয়ারব্ধ লোকক্ষয়কর ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন! ভক্তগণের সিদ্ধিদাতা করুণামূর্ত্তি শঙ্কর সুরগণের এই স্তুতিবাক্য শ্রবণ

৪১ ॥ বিসসর্জ্জ চ সা দেবী পিধানং হরচক্ষুষাম্। সোমসূর্য্যাগ্নিরূপাণাং প্রকাশমভবজ্জগৎ ॥ ৪২ ॥ কিয়ান্ কালো গতশ্চেতি পৃষ্টৈঃ সিদ্ধৈশ্চ বৈ নতৈঃ। উক্তং ত্বন্নিমিষার্দ্ধেন জগ্মুর্ব্বৎসরকোটয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অথ দেবঃ কৃপামূর্ত্তিরালোক্য বিহসন্ প্রিয়াম্। অব্রবীৎ পরমোদারঃ পরং ধর্ম্মার্থসংগ্রহম্ ॥ ৪৪ ॥ অবিচার্য্য কৃতং মুগ্ধে ভুবনক্ষয়কারণাৎ। অযুক্তমিহ পশ্যামি জগন্মাতুস্তবৈব হি ॥ ৪৫ ॥ অহমপ্যখিলান্ লোকান্ সংহরিষ্যামি সঙ্ক্ষয়ে। প্রাপ্তে কালে ত্বয়া মৌগ্ধ্যাদকালে প্রলয়ং গতাঃ ॥ ৪৬॥ কেয়ং বা ত্বাদৃশী কুর্য্যাদীদৃশং সদ্বিগর্হিতম্। কর্ম্ম নর্ম্মণ্যপি সদা কৃপামূর্ত্তির্ন বাধতে ॥ ৪৭॥ ইতি শম্ভোর্ব্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মলোপভয়াকুলা। কিং করিষ্যামি তচ্ছান্ত্যৈ ইত্যপৃচ্ছৎ স্ম তং প্রিয়া ॥ ৪৮ ॥ অথ দেবঃ প্রসন্নাত্মা ব্যাজহার দয়ানিধিঃ। দেব্যাস্তেনানুতাপেন ভক্ত্যা চ তোষিতঃ শিবঃ ॥ ৪৯ ॥ মন্মূর্ত্তেস্তব কেয়ং বা প্রায়শ্চিত্তিরিহোচ্যতে। অথাপি ধর্ম্মমার্গোহয়ং ত্বয়ৈব পরিপাল্যতে ॥ ৫০ ॥ শ্রুতিস্মৃতিক্রিয়াকল্পা বিদ্যাশ্চ বিবুধাদয়ঃ। ত্বদ্রূপমেতদখিলং মহদর্থোঽস্মি তন্ময়ঃ ॥ ৫১ ॥ মাত্ত্বয়াভিন্নয়া দেব্যা ভাব্যং লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥ তস্মাল্লোকানুরূপং তে প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। ষড়বিধো গদিতো ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃতিবিচারতঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বামিনা নানুপাল্যেত যদি ত্যাজ্যোঽনুজীবিভিঃ। ন ত্বাং বিহায় শক্নোমি ক্ষণমপ্যাসিতুং ক্বচিৎ ॥ ৫৪ ॥ অহমেব তপঃ সর্ব্বং করিষ্যাম্যাত্মনি স্থিতঃ। পৃথ্বী চ সকলা ভূয়াত্তপসা সফলা তব ॥ ৫৫ ॥ ত্বৎপাদপদ্মসংস্পর্শাত্ত্বত্তপোদর্শনাদপি। নিরস্যন্তি স্বসান্নিধ্যাদ্দুষ্টজাতমুপদ্রবম্ ॥ ৫৬ ॥ কর্ম্মভূমেস্তমাধিক্যহেতবে পুণ্যমাচর। ত্বত্তপশ্চরণং লোকে বীক্ষ্য সর্ব্বোঽপি সন্ততম্ ॥ ৫৭ ॥ ধর্ম্মে দৃঢ়তরাং বুদ্ধিং নিবধ্নীয়ান্ন সংশয়ঃ। কৃতার্থয়িষ্যতি মহীং দয়া তে ধর্ম্মপালনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ ত্বমেতৎ সকলং প্রোক্তা বেদৈর্দেবি সনাতনৈঃ। অস্তি

করিয়া কহিলেন,—হে গৌরি! আমার চক্ষু ছাড়িয়া দাও। অনন্তর ভবের বাক্যে ভবানী সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ হরনয়নের আবরণস্বরূপ তদীয় কর উত্তোলন করিলেন, জগৎ প্রকাশমান হইল। তখন প্রণত সিদ্ধগণ প্রশ্ন করিলেন,—দেব! এই ব্যাপারে কতকাল অতীত হইয়াছে? হর উত্তর করিলেন,—আমার নিমেষার্দ্ধকালে কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অনন্তর কৃপামূর্ত্তি পরমোদার দেব হর, প্রিয়া পার্ব্বতীকে অবলোকন করত ঈষৎ হাস্য করিয়া এই অর্থযুক্ত পরম বাক্য কহিলেন,—হে মুগ্ধে! তুমি জগতের মাতা, অতএব বিচার না করিয়া ভুবনক্ষয়কর এই অন্যায় কার্য্য তোমার উচিত হয় নাই। কালপ্রাপ্ত হইলে আমিই অখিল লোক সংহার করিয়া থাকি, কিন্তু তোমা কর্ত্তৃক অকালে এই লোক সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তোমার মত কে এইরূপ সাধুবিগর্হিত কার্য্য করে? কৃপামূর্ত্তি ব্যক্তি উপহাসচ্ছলেও মর্ম্মপীড়কের কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। অনন্তর শম্ভুর বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মলোপভয়ে সমাকুলা শঙ্করী "ইহার শান্তির জন্য এখন আমি কি করিব?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দেবীর বাক্যে দয়ানিধি প্রসন্নাত্মা শিব বলিলেন,—হে প্রিয়ে! তোমার অনুতাপ ও ভক্তি দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; যদিও তুমিই আমার অপরমূর্ত্তি, তোমার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি থাকিবে? তথাপি তোমার ধর্ম্মানুমোদিত পথে চলা উচিত। দেবি! শ্রুতি, স্মৃতি, ক্রিয়া, কল্প, বিদ্যা এবং দেবাদি এই সমস্তই তোমার স্বরূপ, এমন কি আমিও তোমাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছি; কিন্তু লোক সৃষ্টির জন্য তুমি ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছ। অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় তোমার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে। দেখ, শ্রুতি ও স্মৃতি বিচার দ্বারা ধর্ম্ম ষড়্‌বিধ কথিত হইয়াছে, প্রভু যদি এই সকল ধর্ম্ম পালন না করেন, তবে অনুজীবিগণ অবশ্যই তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কদাচ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারি না, অতএব আমিই স্বীয় আত্মায় অবস্থিত হইয়া তোমার প্রতিনিধিরূপে তপস্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার তপস্যা দ্বারা পৃথিবী প্রভৃত ফলবতী হইবে এবং তোমার পাদপদ্ম সংস্পর্শে ও তপস্যাদর্শনে পৃথিবীর দুষ্ট উপদ্রব সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব কর্ম্মভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য তুমিই তপশ্চরণ কর। আরও দেখ, লোক সকল তোমার তপস্যা দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে ধর্ম্মে দৃঢ়মতি হইবে এবং ধর্ম্ম পালন দ্বারা তোমার দয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিবে। ৫৫—৫৮। হে দেবি! সনাতন বেদ শাস্ত্র সকলে যে ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই তোমার

কাঞ্চীপুরী খ্যাতা সর্ব্বভূতিসমন্বিতা ॥ ৫৯ ॥ যা দিবং দেবসম্পূর্ণাং প্রত্যক্ষয়তি ভূতলে। যত্র স্বল্পং তপঃ কিঞ্চিদনন্তফলমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥ দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে বাসং বাঞ্ছন্তি সন্ততম্। তত্র কম্পেতি বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥ ৬১ ॥ যত্র স্থিতানাং মর্ত্ত্যানাং কম্পন্তে পাপকোটয়ঃ। তত্র চূতদ্রুমশ্চৈকো রাজতে নিত্যপল্লবঃ ॥ ৬২ ॥ সম্পূর্ণশীতলচ্ছায়ঃ প্রসূনফলপল্লবৈঃ। তত্র জপ্তং হুতং দত্তমনন্তফলদং ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥ গণাশ্চ বিবিধাকারা ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ। পরিতস্তাং নিষেবন্তাং বিষ্ণুমুখ্যাস্তথা পরাঃ ॥৬৪॥ অহং চ নিষ্কলো ভূত্বা তব মানসপঙ্কজে। সন্নিধাস্যামি মা ভূস্ত্বং দেবি মদ্বিরহাকুলা ॥ ৬৫ ॥ ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেবী কম্পান্তিকং যযৌ। তপঃ কর্ত্তুং সখীযুক্তা বিস্ময়াক্রান্তলোচনা ॥ ৬৬ ॥ কম্পাং চ বিমলাং সিন্ধুং মুনিসঙ্ঘনিসেবিতাম্। আলোক্য কোমলদলমেকাম্রং দৃষ্টিবারণম্ ॥ ৬৭ ॥ ফলপুষ্পসমাকীর্ণং কোকিলালাপসঙ্কুলম্। প্রসসাদ পুনর্দেবং সস্মার চ মহেশ্বরম্ ॥ ৬৮ ॥ কামাগ্নিপরিবীতাঙ্গী তপঃক্ষামেব সাভবৎ। অভ্যভাষত সা গৌরী বিজয়াং পার্শ্ববর্ত্তিনীম্ ॥ ৬৯ ॥ কামশোকপরীতাঙ্গী পুরারিবিরহাকুলা ॥ ৭০ ॥ ইমমঘহরমাগতানিশং স্বয়মপি পূজয়িতুং তপোভিরীশম্। অয়মভিনবপল্লবপ্রসূনঃ স্মরয়তি মাং স্মরবন্ধুরেকচূতঃ ॥ ৭১ ॥ কথমিব বিরহঃ শিবস্য সহ্যঃ ক্ষুভিতধিয়াত্র ভৃশং মনোভবেন। তদপি চ তরুণেন্দুচূড়পাদস্মরণমহৌষধমেকমেব দৃষ্টম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বত্যাঃ শিবনেত্রমীলনেন তমসা ক্ষুব্ধলোকপাপভয়েন কাঞ্চ্যাং কম্পাস্থিতৈ-কাম্রতলে তপশ্চর্য্যার্থমাগমনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অথাভ্যধত্ত বিজয়া[illegible]ম্যা জগদম্বিকাম্। সান্ত্বয়ন্তী স্তুতিশতৈরুপায়ৈঃ শিবদর্শনৈঃ ॥ ১ ॥

নিকটে কথিত হইল। হে দেবি! সর্ব্ববিভূতি-বিভূষিতা কাঞ্চীনাম্নী এক পুরী আছে। ঐ পুরী ভূতলে যেন দেবতাপূর্ণ স্বর্গের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় অতি অল্পমাত্র তপস্যা করিলেও অনন্তফল প্রাপ্তি ঘটে। দেব ও মুনিগণ তথায় সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। কাঞ্চীপুরীর মধ্যে সর্ব্বপাপবিনাশিনী বিখ্যাতা কম্পানাম্নী একটী নদী আছে, ঐ নদীর তীরে অবস্থান করিলে মানবগণের কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয়। তথায় নিত্য পল্লবশালী এক চূততরু বিরাজিত। ঐ চূততরুর ছায়া নিত্য ফলপুষ্প-পল্লবদ্বারা অতীব সুশীতল। সেখানে যে কিছু জপ, হোম ও দান করা যায়, তাহা অনন্তফলদায়ক হইয়া থাকে। নানারূপ গণদেবতা, ডাকিনী, যোগিনী এবং বিষ্ণুপ্রমুখ প্রধান প্রধান দেবতাগণ ঐ চূততরুর সন্নিহিত স্থান সকল সেবা করিয়া থাকেন। হে দেবি! আমি নিষ্কল হইয়া তোমার মানসসরোজে বিরাজ করিব; তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হইও না, আমি সর্ব্বদা তোমার সন্নিধানে অবস্থান করিব। মহাদেব দেবীর প্রতি এইরূপ বলিলে বিস্ময়াক্রান্তলোচনা দেবী সখী সমভিব্যাহারে কম্পাসমীপে গমন করিলেন। দেবী পার্ব্বতী মুনিজন-নিষেবিত বিমল কম্পা দর্শন করিলেন এবং তথায় ঘন সন্নিবিষ্ট কোমলদলসমন্বিত ফলপুষ্প-সমাকীর্ণ কোকিলালাপ-সমাকুল এক আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এতদ্দর্শনে কামানলপীড়িতা পার্ব্বতী যেন তপঃক্ষীণা হইয়া দেব মহেশের অনুগ্রহ লাভার্থ তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। অনঙ্গশোক-পীড়িতাঙ্গী ত্রিপুরারি-বিরহ-কাতরা গৌরী পার্শ্ববর্ত্তিনী বিজয়াকে নিরন্তর বলিতে লাগিলেন,—আমি স্বয়ং সতত তপস্যা দ্বারা হরকে পূজা করিবার জন্য এই পাপবিনাশন স্থানে আসিলাম; কিন্তু বলিব কি, এই অভিনব পল্লব-প্রসূন-সমন্বিত মদন-বন্ধু চূততরু আমাকে স্মর-স্মরণ করাইয়া দিতেছে! এখানে মনোভব আমার মন অত্যন্ত ক্ষোভিত করিতেছে, অতএব আমি কেমন করিয়া হরবিরহ সহ্য করিব? আমি দেখিতেছি,—চন্দ্রশেখরের পাদপদ্ম স্মরণই আমার এই কামপীড়ার একমাত্র মহৌষধ। ৫৯—৭২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর বিজয়া জগদম্বিকাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া শিব-দর্শনলাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।—হে দেবি!

দেবি ত্বমবিনাভূতা সদা দেবেন শম্ভুনা। প্রাণেশ্বরী ত্বমেকাসি শক্তিস্তস্য পরাত্মনঃ ॥ ২ ॥ তথা মায়াং ত্বমাত্মীয়াং সন্দর্শয়িতুমীহসে। পৃথক্ ভাবমিবেশানঃ প্রকাশয়তি ন স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ আদেশং প্রতিগৃহ্যৈব সমুপেতাসি পার্ব্বতি। অলঙ্ঘনীয়া সেবাজ্ঞা শাম্ভবী সর্ব্বদা ত্বয়া ॥৪॥ বিধাতব্যং তপঃ প্রাপ্তং স্থানেঽস্মিন্নিব কল্পিতে। নিবৃত্ত্য নিখিলান্ কামাঞ্ছম্ভুমাশ্রিতয়া ত্বয়া ॥ ৫ ॥ অন্যথাপি জগদ্রক্ষা ত্বদধীনা জগন্ময়ি। ধর্ম্মসংরক্ষণং ভূয়ঃ শিবেন সহিতং তব ॥ ৬ ॥ নিষ্কলং শিবমত্যান্তং ধ্যায়ন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্। বিয়োগদুঃখং কচ্চিত্ত্বং ন স্মরিষ্যসি পার্ব্বতি ॥ ৭ ॥ ভক্তানাং তব মুখ্যানাং ত্বৈবাচারসংগ্রহঃ। উপদেশিতয়া লোকে প্রথতাং ধর্ম্মবৎসলে ॥ ৮ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা গৌরী সুস্থিরমানসা। তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে কম্পানদ্যাস্তটে শুভে ॥ ৯ ॥ বিমুচ্য বিবিধা ভূষা রুদ্রাক্ষগণভূষিতা। বিসৃজ্য দিব্যং বসনং পর্য্যধাদ্বল্কলে শুভে ॥ ১০ ॥ অলকৈঃ সহসা শিল্পমনয়চ্চ কপর্দ্দতাম্। অলিম্পত তনুং সর্ব্বাং ভস্মনা মুক্তকুঙ্কুমা ॥ ১১ ॥ মৃগেষু কৃতসন্তোষা শিলোঞ্ছীকৃতবৃত্তিষু। জজাপ নিয়মোপেতা শিবপঞ্চাক্ষরং পরম্ ॥ ১২ ॥ কৃত্বা ত্রিষবণং স্নানং কম্পাপয়সি নির্ম্মলে। কৃত্বা চ সৈকতং লিঙ্গং পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৩ ॥ বৃক্ষপ্ররোপণৈর্দ্দানৈরশেষাতিথিপূজনৈঃ। শ্রান্তিং হরন্তী জীবানাং দেবী ধর্ম্মমপালয়ৎ ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থা বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়া। হেমন্তে জলমধ্যস্থা শিশিরে চাকরোত্তপঃ ॥ ১৫ ॥ পুণ্যাত্মনাং মহর্ষীণাং দর্শনার্থমুপেয়ুষাম্। বিস্ময়ং জনয়ামাস পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৬ ॥ কদাচিৎ স্বয়মুচ্চিত্য বনান্তাৎ পল্লবান্বিতম্। পুষ্পোৎকরং বিশেষেণ শোধিতুং সমুপাবিশৎ ॥ ১৭ ॥ কৃত্বা চ সৈকতং লিঙ্গং কম্পারোধসি পাবনে। সম্পূজয়িতুমারেভে ন্যাসাবাহনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্রক্তৈঃ পুষ্পৈশ্চ চন্দনৈঃ। পঞ্চাবরণসংযুক্তং ক্রমাদানর্চ্চ শঙ্করম্ ॥ ১৯ ॥ ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্তিভাব-

---

আপনি দেব শিবের সতত অভিন্নহৃদয়া শক্তি এবং আপনিই সেই পরমাত্মা শিবের একমাত্র প্রাণেশ্বরী। আপনি এ কি আত্মমায়া প্রদর্শন করিতেছেন? কিন্তু স্বয়ং ঈশান ত কখন আপনার সহিত পৃথক্‌ভাব দেখান না? হে পার্ব্বতি! আপনি শিবের নিদেশেই এখানে আসিয়াছেন, আর সেই শম্ভুর আজ্ঞা আপনার কদাচ লঙ্ঘনীয় নহে। আপনি নিখিল কামনা পরিত্যাগ ও শম্ভুকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কল্পিত এই পুণ্যস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করুন। হে জগন্ময়ি! ত্রিলোকরক্ষা আপনারই অধীন এবং আপনি শিবের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন। হে পার্ব্বতি! আপনি স্বীয় আত্মায় অবস্থিত নিষ্কল শিবের সতত ধ্যান করিলে কদাচ আপনার শিববিরহ-দুঃখ মনে স্থান পাইবে না। হে ধর্ম্মবৎসল! আপনি উপদেশিকারূপে এইরূপ করিলে আপনার প্রধান প্রধান ভক্তগণের মধ্যে ভবদীয় আচারসংগ্রহ বিস্তার পাইবে। গৌরী বিজয়ার বাক্যে মনঃ সুস্থির করিয়া, সুশোভন কম্পানদীর তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যাকালে তিনি অন্যান্য আভরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রুদ্রাক্ষ ভূষণে ভূষিতা হইলেন এবং দিব্য বসন বিসর্জ্জন দিয়া দুইখানি মনোরম বল্কল পরিধান করিলেন তিনি তখন চূর্ণকুন্তলাদি কেশবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া জটা ধারণ করিলেন এবং কুঙ্কুম ত্যাগ করিয়া ভস্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিলেন। মৃগগণ তৃণধান্যাদি ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইলে তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট তৃণধান্য আনয়ন করিয়া ভোজনবৃত্তি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; এইরূপে সর্ব্ববিধ নিয়মযুক্ত হইয়া তিনি পঞ্চাক্ষর শিব মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তপস্যা সময়ে তিনি কম্পার নির্ম্মল সলিলে ত্রিষবণ স্নান করিয়া কম্পা-সৈকত দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক আদর সহকারে পূজা করিতেন। দেবী পার্ব্বতী বৃক্ষ রোপণ, দান ও অতিথিগণের অশেষবিধ পূজা করত জীবগণের শ্রান্তি দূর করিয়া ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। নিদাঘে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থান, বর্ষাসময়ে স্থণ্ডিলে শয়ন এবং হেমন্ত ও শিশিরে জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ তাঁহার দর্শনার্থ আসিয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ১—১৬। এক সময় গৌরী বনমধ্য হইতে স্বয়ং পল্লবান্বিত বিশুদ্ধ প্রচুর পুষ্প চয়ন এবং কম্পা-সিকতা দ্বারা লিঙ্গনির্ম্মাণ করিয়া ন্যাস ও আবাহনপূর্ব্বক পবিত্র কম্পাতটে সম্যক্‌রূপে শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। তিনি বিধিপূর্ব্বক রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া পঞ্চাবরণযুক্ত শঙ্করকে ক্রমে পূজা

সমন্বিতৈঃ। অপরোক্ষিতমীশানমালুলোকে পুরোহিতম্॥ ২০॥ অথ দেবঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সংশোধয়িতুমম্বিকাম্। কম্পানদ্যাঃ প্রবাহেণ মহতা পর্য্যবেষ্টয়ৎ॥ ২১॥ অতিবৃদ্ধং প্রবাহং তং কম্পায়াঃ সমুপস্থিতম্। আলোক্য নিয়মাসীনামাহুঃ সখ্যস্তদাম্বিকাম্॥ ২২॥ উত্তিষ্ঠ দেবি বহুলঃ প্রবাহোহয়ং বিজৃম্ভতে। দিশাং মুখানি সম্পূর্য্য তরসা প্লাবয়িষ্যতি॥ ২৩॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যায়ন্তী মীলিতেক্ষণা। উন্মীল্য বেগমতুলং নদ্যাস্তং সমবৈক্ষত॥ ২৪॥ অচিন্তয়চ্চ সা দেবী পূজাবিঘ্নসমাকুলা। কিং করোমি ন শক্নোমি হাতুমারব্ধমর্চ্চনম্॥ ২৫॥ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুমবিঘ্নেন প্রায়ঃ পুণ্যাত্মনাং ভুবি। ঘটতে ধর্ম্মসংযোগো মনোরথফলপ্রদঃ॥২৬॥ সৈকতং লিঙ্গমতুলপ্রবাহাল্লয়মেষ্যতি। লিঙ্গনাশে বিমোক্ষ্যন্তি সখ্যঃ প্রাণসংগ্রহঃ॥ ১৭॥ প্রবাহোহয়ং সমায়াতি শিবমায়াবিনির্ম্মিতঃ। বিশোধয়িতুমাত্মানং ভক্তিযুক্তং নিজে পদে॥ ২৮॥ আলিঙ্গ্য সুদৃঢ়ং দোর্ভ্যামেতল্লিঙ্গমনাকুলম্। অহং বৎস্যামি যাতাশু সখ্যো যূয়ং বিদূরতঃ॥ ২৯॥ ইত্যুক্ত্বা সৈকতং লিঙ্গং গাঢ়মালিঙ্গ্য সাম্বিকা। ন মুমোচ প্রবাহেণ বেষ্ট্যমানাপি বেগতঃ॥ ৩০॥ স্তনচুচুকনির্ম্মগ্নমুদ্রাদর্শিতলাঞ্ছনম্। মহালিঙ্গং স্বসংযুক্তং প্রণনাম তদাদরাৎ॥ ৩১॥ নিমীলিতেক্ষণা ধ্যাননিষ্ঠৈকহৃদয়া স্থিতা। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী সা স্মরন্তী সদাশিবম্॥ ৩২॥ কম্পস্বেদপারত্রাণলজ্জাপ্রণয়কেলিদাৎ। ক্ষণমপ্যচলা লিঙ্গান্ন বিয়োগমপেক্ষতে॥ ৩৩॥ অথ তামব্রবীৎ কাপি দৈবী বাগশরীরিণী। বিমুঞ্চ বালিকে লিঙ্গং প্রবাহোহয়ং গতো মহান্॥ ৩৪॥ ত্বয়ার্চ্চিতমিদং লিঙ্গং সৈকতং স্থিরবৈভবম্। ভবিষ্যতি মহাভাগে বরদং সুরপূজিতম্॥ ৩৫॥ তপশ্চর্য্যাং তবালোক্য রচিতং ধর্ম্মপালনম্। লিঙ্গং চৈতন্নমস্কৃত্য কৃতার্থাঃ সন্তু মানবাঃ॥ ৩৬॥ অহং হি তৈজসং রূপমাস্থায় বসুধাতলে। বসামি চাত্র সিদ্ধার্থমরুণাচলসংজ্ঞয়া॥ ৩৭॥ ক্ষণদ্ধি সর্ব্বলোকেভ্যঃ পক্কং পাপসঞ্চয়ম্। ক্ষণো ন বিদ্যতে

করিলেন। অনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া শিব-উদ্দেশে ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য প্রদান করিয়া দেখিলেন,—অপরোক্ষ দেব ঈশান তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অনন্তর দেব সাক্ষাৎ শিব অম্বিকাকে পবিত্র করিবার জন্য কম্পানদীর অত্যন্ত বেগশালী প্রবাহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহার সখীগণ কম্পানদীর বর্দ্ধমান প্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়া নিয়মাসীনা অম্বিকাকে কহিল,—দেবি! কম্পানদীর প্রবাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অত্যন্ত বেগগমনে কম্পাপ্রবাহ সকল দিক্ই পরিপ্লাবিত করিবে, অতএব গাত্রোত্থান কর। সখীর বাক্যে ধ্যানাবস্থিতা দেবী ভগবতী নয়ন উন্মীলন করিয়া, কম্পানদীর অতুলনীয় বেগ সন্দর্শন করিলেন। দেবী পূজার বিঘ্ন দর্শনে সমাকুলা হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি এখন কি করি, আরব্ধ পূজাই বা কিরূপে পরিত্যাগ করি! ইহা নিশ্চিতই যে, ইহলোকে ফলপ্রদ পুণ্যকারীদিগের শ্রেয়োলাভ মনোরথ ধর্ম্মসংযোগ বিনা বিঘ্নে প্রায়শঃ ঘটে না। এখনই এই অতুলার্থনীয় প্রবাহে সৈকতলিঙ্গ লয়প্রাপ্ত হইবে আর লিঙ্গ বিনষ্ট হইলেই আমার ভক্তগণ প্রাণত্যাগ করিবে। আমার মনে হয়,—শিবপদে ভক্তিযুক্ত আমার আত্মাকে বিশোধিত করিবার জন্য এই শিবমায়াবিনির্ম্মিত প্রবাহ আসিতেছে। অতএব সখিগণ! তোমরা সত্বর এস্থান হইতে চলিয়া যাও; আমি হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া অনাকুলভাবে অবস্থান করি। এইরূপ বলিয়া সেই অম্বিকা শিবলিঙ্গকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বেগশালী প্রবাহবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়াও সেই লিঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। জলপ্রবাহে যখন তাঁহার স্তনাগ্রভাগ নিমগ্ন হইল, তখন তিনি মুদ্রালাঞ্ছনাদি দর্শনপূর্ব্বক স্বালিঙ্গিত সদাশিবকে সাদরে প্রণাম করিলেন। ধ্যাননিবিষ্টহৃদয়া প্রমুদিতাক্ষী পুলকাঞ্চিতদেহা দেবী অম্বিকা নিরন্তর সদাশিবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।১৯—৩২। তখন তাঁহার কম্প, স্বেদ, ভীতি, প্রণয়, লজ্জা, কেলি—এই সকল উপস্থিত যুগপৎ হইলেও তিনি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল বা লিঙ্গবিযুক্ত হইলেন না। অনন্তর এক অশরীরিণী দৈববাণী তাঁহাকে বলিল,—"হে বালিকে! মহাপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, তুমি লিঙ্গ ত্যাগ কর। তুমি এই স্থিরবৈভব সৈকতলিঙ্গের পূজা করিয়াছ, অতএব হে মহাভাগে! এই বরদ শিবলিঙ্গ সুরগণেরও পূজিত; তোমার তপশ্চর্য্যা ও ধর্ম্মপালন দর্শন এবং এই লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া মানবগণ কৃতার্থ হউক। আমি তৈজস রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে প্রাণিগণের সিদ্ধিকামনায় অরুণাচলনামে এই লিঙ্গে বাস করিব। এই লিঙ্গ নিখিললোকের

যস্মিন্ দৃষ্টে তেনারুণাচলঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋষয়ঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বা মহাত্মানশ্চ যোগিনঃ। মুক্ত্বা কৈলাসশিখরং মেরুং চৈনমুপাসতে ॥ ৩৯ ॥ মংদশজাতয়োঃ পূর্ব্বং যুধ্যতোর্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ। অহং মোহমপাকর্ত্তুং তেজোরূপো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মণা হংসরূপেণ বিষ্ণুনা ক্রোড়রূপিণা। অদৃষ্টশেখরপদঃ প্রণতো ভক্তিযোগতঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রসন্নঃ প্রত্যক্ষ-স্তাভ্যাং বরমভীপ্সিতম্। প্রাদাং জগত্রয়স্যাস্য সংরক্ষাথা তু কৌশলম্ ॥ ৪২ ॥ প্রার্থিতশ্চ পুনস্তাভ্যামরুণাচলসংজ্ঞয়া। অনৈষি তৈজসং রূপমহং স্থাবরলিঙ্গতাম্ ॥ ৪৩ ॥ গত্বা পৃচ্ছ মহা-ভাগং মদ্ভক্তং গৌতমং মুনিম্। অরুণাচলমা-হাত্ম্যং শ্রুত্বা তত্র তপশ্চর ॥ ৪৪ ॥ তত্র তে দর্শয়ি-ষ্যামি তৈজসং রূপমাত্মনঃ। সর্ব্বপাপনিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বলোকহিতায় চ ॥ ৪৫ ॥ ইতি বাচং সমাকর্ণ্য নিষ্কলাৎ কথিতাং শিবাৎ। তথেতি সহসা দেবী গন্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৬ ॥ অথ দেবানৃষীন্ সর্ব্বান্ পশ্চাৎ সেবার্থমাগতান্। অবাদীদম্বিকালোক্য স্নেহপূর্ণেন চক্ষুষা ॥ ৪৭ ॥ তিষ্ঠতাত্রৈব বৈ দেবা মুনয়শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নিয়মাংশ্চাধিতিষ্ঠন্তঃ কম্পারোধসি পাবনে ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধনম্। পূজ্যতাং সৈকতং লিঙ্গং কুচকঙ্কণলাঞ্ছনম্ ॥ ৪৯ ॥ অহঞ্চ নিষ্কলং রূপমাস্থায়ৈতদ্দিবানিশম্। আরাধয়ামি মন্ত্রেণ শোণেশ্বরং বরপ্রদম্ ॥ ৫০ ॥ মত্তপশ্চরণাল্লোকে মদ্ধর্ম্মপরিপালনাৎ। মল্লিঙ্গ-দর্শনাচ্চৈব সিধ্যন্ত্বিষ্টবিভূতয়ঃ ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বকাম-প্রদানেন কামাক্ষীমিতি কামতঃ। মাং প্রণম্যাত্র মদ্ভক্তা লভন্তাং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৫২ ॥ অহং হি দেবদেবস্য শম্ভোরব্যাহতো জনঃ। আদেশং পালয়ি-ষ্যামি গত্বারুণমহীধরম্ ॥ ৫৩ ॥ তত্র গত্বা তপস্তীব্রং কৃত্বা শম্ভুপ্রসাদাৎ চ। মাং তু লব্ধবরাং যূয়ং পশ্চা-দ্দ্রক্ষ্যথ সঙ্গতাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইতি সর্ব্বান্ বিসৃজ্যাশু সম্ভক্তান পাদসেবিনঃ। অরুণাদ্রিং গতা বালা

পাপসঞ্চয় রোধ করেন এবং এই অচল দর্শন করিলে রুণ অর্থাৎ পাপ বিদূরিত হয়, এজন্য ইহঁার নাম অরুণাচল হইয়াছে। ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং মহাত্মা যোগিগণ মেরু ও কৈলাসশিখর পরিত্যাগ করিয়া এই অরুণাচলের উপাসনা করেন। মদীয় অংশসম্ভব যুধ্যমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূর্ব্বকালে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের মোহ-বিনাশের জন্যই আমি তেজোরূপে অবস্থিত হইয়াছিলাম। হংসরূপধারী ব্রহ্মা এবং শূকরশরীর বিষ্ণু অনেক আয়াসেও আমার আদি অন্ত দর্শন করিতে না পারিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করেন। অনন্তর প্রীত হইয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন-দান ও অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়াছিলাম। তৎ-কালে লোকহিতের নিমিত্ত তাঁহারা উভয়েই পুন-রায় আমাকে অরুণাচলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রার্থনা করেন আমি। তাঁহাদের প্রার্থনানু-সারে এই তেজোরূপ উপসংহার করিয়া স্থাবর-লিঙ্গে পরিণত হইয়াছি। তুমি এক্ষণে আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান মহাভাগ গৌতম মুনির নিকটে গমনপূর্ব্বক এই অরুণাচলের মাহাত্ম্যকথা জিজ্ঞাসা কর, এবং তাঁহার নিকট অরুণাচলমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তদীয় আশ্রমে তপস্যাচরণ কর। নিখিল লোকের হিতকামনায় ও সর্ব্ববিধ পাপ-নিবৃত্তির জন্য আমি সেখানে তোমাকে আমার স্বীয় তেজোরূপ দর্শন করাইব। নিষ্কল শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী অম্বিকা "তাহাই হউক" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গৌতম-সন্নিধানে গমন করিতে উপক্রম করিলেন। যে সকল দেব ঋষি তথায় তপস্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন, অম্বিকা গমনকালে স্নেহপূর্ণনয়নে তাহাদিগকে বলিলেন, হে দৃঢ়ব্রত দেব ও মুনিগণ! নিয়মাধিষ্ঠিত হইয়া আপনারা এই পূত কম্পাতীরে বাস করুন এবং আপনারা সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কর নিখিল সৌভাগ্যবর্দ্ধন মদীয় কুচকঙ্কণলাঞ্ছিত এই সৈকত লিঙ্গ পূজা করুন। আমিও নিষ্কল রূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্রদ্বারা এই শোণেশ্বর বরদ লিঙ্গের আরাধনা করিব। আমার তপশ্চর্য্যা, ধর্ম্মপালন ও লিঙ্গদর্শন দ্বারা লোকে অভিলষিত ঐশ্বর্য্য সকল সিদ্ধ হউক। আমি সর্ব্বকামনা প্রদান করি। আমার ভক্তগণ আমাকে কামাক্ষী জানিয়া কামনাপূর্ব্বক প্রণাম করত অভিলষিত বর লাভ করুক। আমি দেবদেব শম্ভুর অনুগত; অতএব আমি এক্ষণে অরুণমহীধরে গমন করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতি-পালন করিব। আমি সেখানে গিয়া তীব্র তপশ্চরণ-পূর্ব্বক শম্ভুর প্রসন্নতা লাভ করিলে পশ্চাৎ আপ-নারাও সুসঙ্গত হইয়া আমার দর্শন লাভ করিবেন। ৩৩—৫৪। বালিকা অম্বিকা এইরূপে শঙ্করাজ্ঞায় তদীয় পাদসেবী ভক্ত দেবঋষি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া

তপসে শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ৫৫ ॥ নিত্যাভিসেবিতাকারি সখীভির্ভিযোগতঃ। আসসাদারুণাদ্রীশং দিব্যদুন্দুভিনাদিতম্ ॥ ৫৬ ॥ অন্তস্তেজোময়ং শান্তমরুণাচলনায়কম্। অপ্সরোনৃত্যগীতৈশ্চ পূজিতং পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রণম্য স্থাবরং লিঙ্গং কৌতূহলসমন্বিতা। সিদ্ধানাং যোগিনাং সার্থমৃষীণাং চাপ্যবৈক্ষত ৫৮ ॥ অত্রির্ভৃগুর্ভরদ্বাজঃ কশ্যপশ্চাঙ্গিরাস্তথা। কুৎসশ্চ গৌতমশ্চান্যে সিদ্ধবিদ্যাধরামরাঃ ॥ ৫৯ ॥ তপঃ কুর্ব্বন্তি সততমপেক্ষিতবরাপ্তয়ে। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চান্যাঃ পরিতঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৬০ ॥ দিব্যলিঙ্গমিদং পূজ্যমরুণাদ্রিরিতি স্মৃতম্। বন্দস্বেতি সুরৈঃ প্রোক্তা প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৬১ ॥ অভ্যর্থিতা পুনঃ সর্ব্বৈরাতিথ্যার্থে মহর্ষিভিঃ। শিবাজ্ঞয়া গৌতমো মে দ্রষ্টব্য ইতি সাবদৎ ॥ ৬২ ॥ অয়মত্রর্ষিভির্ভক্তৈর্নির্দ্দিষ্টং তমথাভ্যগাৎ। স মুনিঃ শিবভক্তানাং প্রথমস্তপসাং নিধিঃ ॥ ৬৩ ॥ বনান্তরং গতঃ প্রাতঃ সমিৎকুশফলাহৃতেঃ। অতিথীনাশ্রমং প্রাপ্তানর্চ্চ-যেতি দৃঢ়ব্রতান্ ॥ ৬৪ ॥ শিষ্যানাদিশ্য ধর্ম্মাত্মা গতশ্চ বিপিনান্তরম্। অথ সা গৌতমং দ্রষ্টুমাগতা পর্ণশালিকাম্ ॥ ৬৫ ॥ ক্ব গতো মুনিরিত্যুক্তেরিত আয়াস্যতি ক্ষণাৎ। শিষ্যৈরভ্যর্থিতেত্যুক্তা ফলমূলৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ অভ্যুত্থানেনাসনেন পাদোনার্ঘ্যেণ সূনৃতৈঃ। বচনৈঃ ফলমূলেন সার্চ্চিতা শিষ্যসম্পদা ॥ ৬৭ ॥ ক্ষণং ক্ষমস্বেত্যুচুস্তামন্তে জগ্মুস্তদন্তিকম্। দেব্যাং প্রবিষ্টমাত্রায়াং মহর্ষেরাশ্রমো মহান ॥ ৬৮ ॥ অভবৎ কল্পবহুলো মণিপ্রাসাদসঙ্কুলঃ। বনান্তরাতুপাবৃত্ত্য সমিৎকুশফলাহরঃ ॥ ৬৯ ॥ অপশ্যৎ স্বাশ্রমং দূরে বিমানশতশোভিতম্। কিমেতদিতি সাশ্চর্য্যং চিন্তয়ন্মুনিপুঙ্গবঃ ॥৭০॥ গৌর্য্যাঃ সমাগমং সর্ব্বমপশ্যজ্জ জ্ঞানচক্ষুসা। শীঘ্রং নিবর্ত্তমানোঽসৌ দ্রষ্টুং তাং লোকমাতরম্ ॥ ৭১ ॥ শিষ্যৈঃ

তপস্যার্থ সত্বর অরুণাচলে গমন করিলেন। অম্বিকা অরুণাচলে অবস্থান করিলে সখীগণ তদীয় আদেশ ক্রমে তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার বাসস্থান—অভ্যন্তর-তেজঃপূর্ণ শান্ত অচলনায়ক অরুণাচলে দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইত এবং অপ্সরোগণ গীত, নৃত্য ও কুসুমবর্ষণ দ্বারা তদীয় অচলের পূজা করিতেন। কৌতূহলান্বিতা অম্বিকা সেই স্থাবর লিঙ্গ অরুণাচলকে প্রণামপূর্ব্বক সিদ্ধযোগিগণ ও ঋষি সকলকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, অত্রি, ভৃগু, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, অঙ্গিরা, কুৎস, গৌতম এবং অন্যান্য সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ বরপ্রাপ্তির জন্য তপশ্চরণ করিতেছেন। গঙ্গা ও অন্যান্য নদী সকল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিতেছেন। এই পূজ্য দিব্য লিঙ্গ অরুণাদ্রিরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। অনন্তর সুরগণ 'বন্দনা কর' এইরূপ বলিলে দেবী অম্বিকা অরুণাচলকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। তখন মহর্ষিগণ আতিথ্য গ্রহণের জন্য অম্বিকার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, শিবের আজ্ঞায় আমি গৌতমকে সন্দর্শন করিব। অনন্তর অম্বিকার বাক্যে গৌতমভক্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক গৌতমের উপবেশনস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; অম্বিকা তথায় গমন করিলেন। শিবভক্তগণেয় অগ্রণী তপোনিধি গৌতম প্রভাতকালে সমিৎ-কুশ-ফলাহরণের জন্য বনান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা গৌতম বনগমন সময়ে শিষ্যগণের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, আমার আশ্রমে যে সকল দৃঢ়ব্রত অতিথি আগমন করিবেন, তোমরা তাঁহাদের পূজা করিবে। অনন্তর দেবী অম্বিকা গৌতমদর্শনমানসে তাঁহার ক্ষুদ্র পর্ণশালাসমীপে গমন করিলে শিষ্যগণ "তিনি নিকটেই কোন স্থানে গমন করিয়াছেন, এখনই আসিবেন" এইরূপ বলিয়া গৌতমনির্দেশবশতঃ অম্বিকার অভ্যর্থনা করিয়া সুগন্ধি ফলমূল, সুমৃতবাক্য, অভ্যুত্থান, আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। গৌতমশিষ্যগণ মধুরবাক্য এবং ফলমূলাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক "আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন" এইরূপ বলিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে অন্য কেহ গৌতমের অন্বেষণে গমন করিলেন। এদিকে দেবী আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মহর্ষি গৌতমের অতিবৃহৎ আশ্রম বহু কল্পপাদপ-সমন্বিত ও বহুল মণিময় প্রসাদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সমিৎ, কুশ ও ফলাহরণপূর্ব্বক মহর্ষি গৌতম বন হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে দেখিলেন,—তাঁহার আশ্রম শত শত বিমানে উপশোভিত হইয়াছে। মুনিপুঙ্গম গৌতম "একি বিস্ময়কর ব্যাপার!" এইরূপ চিন্তা করিলেন। ৫৫—৭০। তিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে গৌরীর আগমন জানিতে পারিলেন। তিনি লোকমাতা গৌরীকে সন্দর্শন করিবার জন্য সত্বর তথায় আগমন করিতে

শীঘ্রচরৈর্বৃত্তমাবেদিতমথাশৃণোৎ ॥ ৭২ ॥ অথ মহর্ষিরূপাগতকৌতুকো নিজতপঃফলমেব তদাগমম্। শিবদয়াকলিতং পরিচিন্তয়ন্নভজদাশ্রমমাশ্রিতবৎসলঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলে পার্ব্বত্যাঃগৌতমাশ্রমাগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অরণ্যাদ্‌গৌতমং শান্তমুটজদ্বার আগতম্। প্রত্যাধাতুং প্রববৃতে শিবভক্তির্জ্জগন্ময়ী ॥ ১ ॥ আলুলোকে সমায়াতং গৌতমং শিষ্যসেবিতম্। লম্বমানশিরঃশ্মশ্রুসম্পূর্ণমুখমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥ জটাভিরতিতাম্রাভিস্তীর্থস্নানবিশুদ্ধিভিঃ। ন্যস্তরুদ্রাক্ষমণিভির্জ্জ্বালাভিরিব পাবকম্ ॥ ৩ ॥ ভস্মত্রিপুণ্ড্রকোপেতবিশালনিটলোজ্জ্বলম্। শুক্লযজ্ঞোপবীতেন পূর্ণং রুদ্রাক্ষদামভিঃ ॥ ৪ ॥ দধানং বল্কলে রক্তে তপঃকৃশিতবিগ্রহম্। জপন্তং বৈদিকান্মন্ত্রান্ রুদ্রপ্রীতিকরান্ বহূন্ ॥ ৫ ॥ শম্ভুনাবসিতোদাত্তসারূপ্যমিব ভাষিতম্। তেজোনিধিং দয়াপূর্ণং প্রত্যক্ষমিব ভাস্করম্ ॥ ৬ ॥ আলোক্য তং মহাত্মানং বৃদ্ধং শম্ভুপদাশ্রয়ম্। কৃতাঞ্জলিপুটা গৌরী প্রণন্তুমুপচক্রমে ॥ কৃতাঞ্জলিং মুনির্বীক্ষ্য সমস্তজগদম্বিকাম্। কিমেতদিতি সাশ্চর্য্যং বারয়ন্ প্রণনাম সঃ ॥ ৮ ॥ স্বাগতং গৌরি সুভগে লোকমাতর্দয়ানিধে। ব্যাজেন ভক্তসংরক্ষাং কর্ত্তুমত্রাগতাসি হে ॥ ৯ ॥ অহো মান্যে মান্যমর্থং বিজ্ঞায়ৈব পুরা বয়ম্। পৃথগ্‌ভাবমিবালম্ব্য শিষ্যাদিভিঃ সমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ যদ্দেবি তে ন চেৎ কিঞ্চিন্মায়াবিলসিতং নিজম্। ততঃ প্রপঞ্চসংসিদ্ধিঃ কথমেব ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥ তিষ্ঠত্বশেষং মে বক্তুং মায়াবিলসিতং তব। ন শক্যতে যন্নির্ণেতুং ত্বদীয়ৈশ্চ কদাচন ॥ ১২ ॥ আস্যতাং পাবনে শুদ্ধ আসনে

লাগিলেন। ইত্যবসরে শীঘ্রচর তদীয় শিষ্যগণও সত্বর গিয়া এ সংবাদ তাঁহাকে নিবেদন করিল। অনন্তর আশ্রিতবৎসল মহর্ষি স্বীয় তপঃফল স্বয়ং আগত দেখিয়া পরম কৌতুকান্বিত হইলেন এবং ইহা শিবের দয়া প্রযুক্তই হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিজ আশ্রমের আশ্রয় লইলেন। ৭১—৭৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—শান্ত মহর্ষি গৌতম অরণ্য হইতে আগমন করিয়া পর্ণ-কুটীরের দ্বারে উপনীত হইলে শিবপরায়ণা জগন্ময়ী পার্ব্বতী বাৎসল্য বশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌতমের আগমনকালে দেবী দেখিলেন, তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ গমন করিতেছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ মুখাবৃত শ্মশ্রু সকল লম্বমান, শিরঃস্থিত জটা সকল অতি তাম্রবর্ণ এবং তীর্থস্নান দ্বারা বিশুদ্ধ; তাঁহার গলস্থিত রুদ্রাক্ষমণি সকল যেন জ্বালামালাকুল অনলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রে তাঁহার বিশাল ভ্রূমধ্যস্থল উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তাঁহার উপবীতধারণস্থান শুক্ল যজ্ঞোপবীত ও রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত রহিয়াছে। তপঃকৃশশরীর সেই মহর্ষি রক্তবল্কল পরিধান করিয়া রুদ্রপ্রীতিকর বৈদিক মন্ত্র সকল জপ করিতে করিতে আসিতেছেন, যেন তিনি শম্ভুসমাবেশিত উত্তম সারূপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। শিবপদাশ্রিত বৃদ্ধ তেজোনিধি, দয়াপূর্ণ, সাক্ষাৎ ভাস্করবৎ মহাত্মা গৌতমকে আগমন করিতে দেখিয়া গৌরী করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিতে উপক্রম করিলেন। নিখিল লোক-মাতা অম্বিকাকে বদ্ধাঞ্জলি দেখিয়া মহর্ষি গৌতম "একি বিস্ময়কর কার্য্য" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বারণ করত প্রণত হইলেন। তিনি বলিলেন,—সুভগে গৌরি! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে লোকজননি দয়ানিধে! অহো! আপনি ভক্ত রক্ষা করিবার জন্য ছল করিয়া এখানে আসিয়াছেন। অহো মান্যে! পাছে আমার শিষ্যগণকে দেখিয়া আপনি তাহাদিগকে প্রণাম করেন, এই আশঙ্কায়ই আমি শিষ্যগণের সহিত পৃথক্ ভাবে আসিয়াছি। ১—১০। কেন না, আমি আপনাকে প্রণাম করিলে তাহারাও কদাচ আপনার প্রণাম গ্রহণ করিবে না। হে দেবি! আপনি যে আমাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইহা আপনার পক্ষে যুক্তই হইয়াছে; কেন না, আপনার মায়াবিলাস দ্বারাই প্রপঞ্চসংসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাও আপনার মায়াবিলাস, কিন্তু হে দেবি! আমি ঐ তত্ত্ব জানিয়াও কিরূপে আপনার প্রণাম গ্রহণ করি! আপনার যে মায়া আপনার গণগণই নির্ণয় করিতে

কুশনির্ম্মিতে। গৃহ্যতাং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ দত্তঞ্চ বিধিবন্ময়া ॥ ১৩ ॥ ইতি শিষ্যৈঃ সমানীতে দর্ভাঙ্কে পরমাসনে। আসীনামম্বিকাং বৃদ্ধো মুনিরানর্চ্চ ভক্তিমান্ ॥ ১৪ ॥ নিবেদ্য সকলাং পূজাং ভক্তিভাবসমন্বিতঃ। গৌর্য্যা সমভ্যনুজ্ঞাতঃ স্বয়মপ্যাসনে স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ উবাচ দশনজ্যোৎস্নাপরিধৌতদিশামুখঃ। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সানন্দাশ্রু সগদ্গদম্ ॥১৬॥ অহো দেবস্য মাহাত্ম্যং শম্ভোরমিততেজসঃ। সদ্ভক্তরক্ষণায় ত্বামাদিশদ্ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭ ॥ অসিদ্ধমন্ত্রলব্ধব্যং কিং বাস্তত্ব বিদ্যতে। অন্বৈতদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং সন্দর্শয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ কৈলাসশৈলবৃত্তান্তঃ কম্পাতটতপঃস্থিতঃ। অরুণাদ্রিসমাদেশঃ সর্ব্বং জ্ঞাতমিদং ময়া ॥ ১৯ ॥ আগতাসি মহাভাগে ভক্তাশ্রমমিমং স্বয়ম্। স্নেহেন করুণামূর্ত্তে কর্ত্তব্যমুপদিশ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহর্ষেঃ সর্ব্ববেদিনঃ। অম্বিকা প্রাহ কুতুকাৎ স্তবন্তী তং মহামুনিম্ ॥ ২১ ॥ মহাবৈভবমেতত্তে দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ। মধ্যে তপস্বিনাং ত্বং তু দ্রষ্টব্য ইতি চাদিশৎ ॥ ২২ ॥ আগমানাং শিবোক্তানাং বেদানামপি পারগঃ। তপসা শম্ভুভক্তানাং ত্বমেব শিবসম্মতঃ ॥ ২৩ ॥ অরুণাচলনাম্নাহং তিষ্ঠামীত্যব্রবীচ্ছিবঃ। অস্যাচলস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যঞ্চ ভবন্মুখাৎ ॥ ২৪ ॥ প্রাপ্তাস্ম্যহং তপঃ কর্ত্তুমরুণাচলসন্নিধৌ। ভবতাং দর্শনাদেব স্বয়মীশঃ প্রসীদতি ॥ ২৫ ॥ শিবভক্তেন সম্ভাষা শিবসঙ্কীর্ত্তনশ্রবঃ। শিবলিঙ্গার্চ্চনং লোকে বপুগ্রহফলোদয়ঃ ॥ ২৬ তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যং ভবতো মুখাৎ সুব্যক্তমুপদেশেন জ্ঞানতোঽসি পিতা মম ॥ ২৭ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা গৌতমস্তপসাং নিধিঃ আচখ্যৌ গিরিশং ধ্যায়ন্নরুণাচলবৈভবম্ ॥ ২৮ অজ্ঞাতমিব যৎকিঞ্চিৎ পৃচ্ছ্যতে চ পুনস্ত্বয়া। অবৈমি সর্ব্ববিদ্যানাং মায়া শৈবী ত্বমেব সা ॥ ২৯ ॥ অথবা ভক্তবক্ত্রেণ শিববৈভবসংশ্রবঃ। শিক্ষণং শাম্ভবং

সমর্থ হয় না, সে মায়াবিলাসের কথা আমি আর কি বলিব? হে পাবনে! এখন থাকুক সে কথা, এই পূত কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি মদ্দত্ত পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করুন। অনন্তর ভক্তিমান্ বৃদ্ধ মুনি শিষ্যগণসমানীত পরম পবিত্র কুশাসনে সমাসীনা অম্বিকাকে পূজা করিলেন এবং ভক্তিভাবে পূজা সকল নিবেদনপূর্ব্বক পার্ব্বতীর অনুমতি লইয়া নিজেও এক আসনে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি গৌতম যখন কিছু বলিবার জন্য মুখব্যাদান করিলেন, তখন তাঁহার দশন-জ্যোৎস্নায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল; পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া গেল; নয়নে আনন্দবারি দেখা দিল এবং তাঁহার কণ্ঠ গদ্গদ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন,—অহো! অমিততেজা দেব শম্ভুর কি মাহাত্ম্য! ভক্তবৎসল শম্ভু তদীয় সাধু ভক্তগণের রক্ষার জন্যই আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন! হে দেবি! আপনার অন্য এমন কি অলভ্য আছে যে, আপনি তপস্যাদ্বারা তাহা লাভ করিবেন? হে মাতঃ! ঈশ্বর সদাশিব আপনার ভক্তি প্রদর্শনের জন্যই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। কৈলাসবৃত্তান্ত, কম্পাতটের তপস্যা এবং অরুণাদ্রীশের আদেশ, এ সমস্তই আমি বিদিত আছি। হে মহাভাগে! আপনি স্নেহবশতই স্বীয় ভক্তের আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। হে করুণামূর্ত্তে! এখন আমি কি করিব, আদেশ করুন। সর্ব্ববিৎ মহর্ষি গৌতমের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অম্বিকা কৌতুক বশতঃ স্তব করিতে করিতে সেই মহামুনি গৌতমকে বলিলেন,—হে মুনে! স্বয়ং দেবদেব শিব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তপস্বীদিগের মধ্যে আপনি দর্শনযোগ্য, ইহা আপনার এক মহাবিভূতি। আপনি শিবোক্ত আগম ও বেদশাস্ত্রে পারগ এবং তপস্যা দ্বারা শিবভক্তগণের মধ্যে আপনিই শিবসম্মত। "আমিই অরুণাচল নামে অবস্থান করিব" শিব এই যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই অরুণাচলের মাহাত্ম্য আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিব এবং এজন্যই আমি অরুণাচলসমীপে তপস্যার্থ আগমন করিয়াছি। আপনার দর্শনেই স্বয়ং সদাশিব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।১১—২৫। কেননা শিবভক্তের সহিত আলাপ, শিবসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ এবং শিবলিঙ্গার্চ্চন—লোকে এই সকলই দেহধারণের ফলস্বরূপ; অতএব আপনার মুখে এই সকল কথা আমি শ্রবণ করিব। হে মুনে! সুব্যক্ত উপদেশ দানে জ্ঞানতঃ আপনি আমার পিতা। দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে তপোনিধি গৌতম গিরীশকে ধ্যান করিয়া অরুণাচলবিভূতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে দেবি! আপনি নিখিল বিদ্যার শৈবী মায়া, ইহা আমি জানি; আপনার প্রশ্ন শুনিয়া আমার অনুমান হইতেছে, আপনি এ সমস্ত

তেষাং তব তুষ্টেশ্চ কারণম্ ॥ ৩০ ॥ পঠিতানাঞ্চ বেদানাং যদাবৃত্তফলাবহম্। বদতাং শৃণ্বতাং লোকে শিবসঙ্কীর্ত্তনং তথা ॥ ৩১ ॥ সফলান্যদ্য সর্ব্বাণি তপাংসি চরিতানি মে। যদহং শম্ভুনাদিষ্টং মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ে শ্রুতম্ ॥ ৩২ ॥ শিবাশিবপ্রসাদেন মাহাত্ম্যমিদমদ্ভুতম্ ॥ ৩৩ ॥ অরুণাচলমাহাত্ম্যং দুরিতক্ষয়কারণম্। শ্রূয়তামনবদ্যাঙ্গি পুরাবৃত্তমিদং মহৎ ॥ ৩৪ ॥ অরুণাদ্রিময়ং লিঙ্গমাবির্ভূতং যথা পুরা। ন শক্যতে পুনর্ব্বক্তুমশেষং বক্ত্রকোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥ অরুণাচলমাহাত্ম্যং ব্রহ্মণামপি কোটিভিঃ। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা পূর্ব্বং সোমভাস্করবহ্নিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রাদিভিশ্চ দিক্‌পালৈঃ পূজিতশ্চাষ্টসিদ্ধয়ে। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ৩৭ ॥ খগৈশ্চ মুনিভির্দ্দিব্যৈঃ সিদ্ধযোগিভিরর্চ্চিতঃ। তত্তৎপাপনিবৃত্ত্যর্থং তত্তদীপ্সিতসিদ্ধয়ে ॥ ৩৮ ॥ আরাধিতোহয়ং ভগবানরুণাদ্রিপতিঃ শিবঃ। দৃষ্টো হরতি পাপানি সেবিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥ কীর্ত্তিতোহপি জনৈর্দ্দূরৈঃ শোণাদ্রিরিতি মুক্তিদঃ। তেজঃস্তম্ভময়ং রূপমরুণাদ্রিরিতি শ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥ ধ্যায়ন্তো যোগিনশ্চিত্তে শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ। দত্তং হুতঞ্চ যৎকিঞ্চিজ্জপ্তং চাপ্যতপঃ কৃতম্ ॥ ৪১ ॥ অক্ষয্যং ভবতি প্রাপ্তমরুণাচলসন্নিধৌ। পুরা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবতেজোংহশসম্ভবৌ ॥ ৪২ ॥ সাহঙ্কারৌ যুযুধতুঃ পরস্পরজিগীষয়া। তথা তয়োর্গর্ব্বশান্ত্যৈ যোগিধ্যেয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিতেজোময়ং রূপমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্। সম্প্রাপ্য তস্থৌ তন্মধ্যে দিশো দশ বিভাসয়ন্ ॥ ৪৪ ॥ তেজঃস্তম্ভস্য তস্যাথ দ্রষ্টুমাদ্যন্তভাগয়োঃ। হংসক্রোড়তনূ কৃত্বা জগ্মতুর্দ্যাং রসাতলম্ ॥ ৪৫ ॥ তৌ বিষণ্নমুখৌ দৃষ্ট্বা ভগবান্ করুণানিধিঃ। আবির্ব্বভূব চ তয়োর্ব্বরং প্রাদাদভীপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥ তৎপ্রার্থিতশ্চ দেবেশো যাতঃ স্থাবরলিঙ্গতাম্। অরুণাদ্রিরিতি খ্যাতঃ প্রশান্তঃ সম্প্রকাশতে ॥ ৪৭ ॥ দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈরপ্সরোগীতনর্ত্তনৈঃ। পূজ্যতে তৈজসং লিঙ্গং পুষ্পবৃষ্টিশতৈঃ সদা ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মণামপ্যতীতানাং পুরা যন্নবতেঃ

জানিয়াও যেন অবিদিতার ন্যায় পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন; অথবা ভক্তমুখে শম্ভুতত্ত্ববিষয়ক শিক্ষা এবং শিববিভূতি শ্রবণ আপনার তুষ্টির কারণ হইবে। অধীত বেদের পুনঃ পুনঃ পাঠে যেরূপ ফল লাভ হয়, ইহলোকে শিবসঙ্কীর্ত্তন বা তচ্ছ্রবণ তদ্রূপ ফলদায়ক। আমার আচরিত তপস্যা সকল আজ সফল হইল, কেননা শিব ও শিবানীর অনুগ্রহে আজ আমি শম্ভুর আদিষ্ট এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে অনিন্দিতগাত্রি! এই দুরিতক্ষয়কারক পুরাবৃত্ত অরুণাচলমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। হে দেবি! পূর্ব্বকালে অরুণাদ্রিময় এই শিবলিঙ্গ যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, কোটিমুখেও তাহার মহামাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মাও কোটি মুখে এই অরুণাচলের মহাত্ম্য অশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। পুরাকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, অনল, এবং ইন্দ্রাদি দিকপাল অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য এই অরুণাচলকে পূজা করিয়াছিলেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, খগ এবং দিব্য মুনিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পাপনিবৃত্তি ও ইষ্টসিদ্ধির জন্য এই অরুণাদ্রিপতি শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর দর্শনে পাপনাশ, সেবায় অভীষ্টলাভ হয়; মানবগণ দূর হইতেও যদি "শোণাদ্রি" এই নামটী কীর্ত্তন করে, তবে শিব তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। তেজস্তম্ভময় বিখ্যাত অরুণাদ্রিকে ধ্যান করিয়া যোগিগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। এই অরুণাচলসন্নিধানে যে কিছু দান, হোম ও তপস্যা কৃত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পুরাকালে শিবতেজোংহশ-সম্ভব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অহঙ্কারবশতঃ পরস্পর জিগীষু হইয়াছিলেন; তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যোগিধ্যেয় সদাশিব এই আদি-অন্তবিহীন অগ্নিতেজোময় রূপ ধারণপূর্ব্বক দশদিক্ উদ্‌ভাসিত করিয়া এই স্থাবর লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করেন।২৬—৪৪। অনন্তর ব্রহ্মা হংসরূপ এবং বিষ্ণু শূকরশরীর ধারণ করিয়া যথাক্রমে উর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করত ইহাঁর আদ্যন্ত দর্শনে উদ্যম করেন। অনন্তর অকৃতকার্য্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বিষণ্নবদন সন্দর্শন করত করুণানিধি ভগবান্ ভূতপতি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্টবর প্রদান করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনা অনুসারে তেজস্তম্ভরূপী হর স্থাবরলিঙ্গতা প্রাপ্ত হন। হে দেবি! এইরূপে প্রশান্ত অরুণাদ্রি সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দিব্য দুন্দুভিনিনাদ, অপ্সরোগণের নৃত্যগীত ও সর্ব্বদা কুসুমবর্ষণ দ্বারা এই তৈজসলিঙ্গ সতত পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রভুঃ। বিষ্ণুনাভিসমুদ্ভূতো ব্রহ্মা লোকান্ সসর্জ্জ হি ॥ ৪৯ ॥ স কদাচিত্তপোবিঘ্নং কর্ত্তুকামেন যোগিনাম্। ইন্দ্রেণ প্রার্থিতো ব্রহ্মা সসর্জ্জ ললিতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫০ ॥ লাবণ্যগুণসম্পূর্ণামালোক্য কমলেক্ষণাম্। মুমোহ কন্দর্পশরৈঃ স বিদ্ধহৃদয়ো বিধিঃ ॥ ৫১ ॥ স্পৃষ্টুকামং তমালোক্য ব্রহ্মাণং কমলাসনম্। নত্বা প্রদক্ষিণব্যাজাদগান্তমৈচ্ছদ্বরাপ্সরাঃ ॥ ৫২ ॥ অস্যাং প্রদক্ষিণাং ভক্ত্যা কুর্ব্বাণায়াং প্রজাপতেঃ। চতস্যভ্যোঽপি দিগ্‌ভ্যোঽস্য মুখান্যুদভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ৫৩ ॥ সা বালা পক্ষিণী ভূত্বা গগনং সমগাত্তত। পুনশ্চ খগরূপেণ সমায়ান্তং সমীক্ষ্য সা ॥ ৫৪ ॥ শরণং যাচমানা সা শোণাদ্রিমিমমাশ্রয়ৎ। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চ ত্বমদৃষ্টপদশেখরঃ ॥ ৫৫ ॥ রক্ষ মামরুণাদ্রীশ শরণ্য শরণাগতাম্। ইতি তস্যাং ভয়ার্ত্তায়াং ক্রোশন্ত্যামরুণাচলাৎ ॥ ৫৬ ॥ উদভূৎ স্থাবরাল্লিঙ্গাদ্ব্যাধঃ কশ্চিদ্ধনুর্দ্ধরঃ। সন্ধায় সায়কং চাপে সমেঘগগনদ্যুতিঃ ॥ ৫৭ ॥ নিষাদে পুরতো দৃষ্টে মোহস্তস্য ননাশ হি। ততঃ প্রসন্নহৃদয়োঽতিনম্রঃ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৫৮ ॥ নমশ্চক্রে শরণ্যায় শোণাদ্রিপতয়ে তদা। সর্ব্বপাপক্ষয়কৃতে নমস্তভ্যং পিনাকিনে ॥ ৫৯ ॥ অরুণাচলরূপায় ভক্তবশ্যায় শম্ভবে। অজ্ঞানতাং স্বভক্তানামকর্ম্মবিনিবর্ত্তনে ॥ ৬০ ॥ ত্বদন্যঃ কঃ প্রভুঃ কর্ত্তুমশক্যঞ্চাপি দেহিনাম্। উপসংহর মে দেহং তেজসা পাপনিশ্চয়ম্ ॥ ৬১ ॥ অন্যং বা সৃজ বিশ্বাত্মন্ ব্রহ্মাণং লোকসৃষ্টয়ে। অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা শিবো দীনস্য বেধসঃ ॥ ৬২ ॥ উবাচ করুণামূর্ত্তির্ভূত্বা চন্দ্রার্দ্ধশেখরঃ। দত্তঃ কালস্তব ময়া পূর্ব্বৈব ন নিবর্ত্ত্যতে ॥ ৬৩ ॥ কং বা রাগাদয়ো দোষা ন বাধেরন্ প্রভুস্থিতম্। তস্মাদ্দূরস্থিতোঽপ্যেতদরুণাচলসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৪ ॥ ভজস্ব তৈজসং লিঙ্গং সর্ব্বদোষনিবৃত্তয়ে। বাচিকং মানসং পাপং কায়িকং বা চ যদ্ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥ বিনশ্যতি ক্ষণাৎ সর্ব্বমরুণাচলদর্শনাৎ। প্রদক্ষিণা-নমস্কারৈঃ স্মরণৈরর্চ্চনৈঃ

পুরাকালে ষণ্ণবতি ব্রহ্মা অতীত হইলে কল্পক্ষয়ে পুনরায় বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া লোক-সৃষ্টি করেন। এক সময় যোগিগণের যোগ-বিঘ্ন-কামনায় ইন্দ্র কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রভু ব্রহ্মা এক রমণীয় রমণীকে সৃষ্টি করেন। অনন্তর ব্রহ্মা সেই নানা লাবণ্যগুণে পরিপূর্ণা কমলনয়না কামিনীকে দর্শন করতঃ কামশরে বিদ্ধ হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইলেন। তখন কমলাসন ব্রহ্মা ঐ অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠা ললনাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সে তাঁহাকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইল। প্রজাপতি ঐ ভক্তিমতী কামিনীকে প্রদক্ষিণচ্ছলে গমনে উদ্যত দেখিয়া চতুর্ব্বদন হইলেন। বালা অপ্সরা সহসা তাঁহার চারিদিক্ হইতে চারিখানি মুখের আবির্ভাব দেখিয়া পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইল। ইহাতেও সে নিষ্কৃতি পাইল না; ব্রহ্মাও পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন করিলেন। অনন্তর অপ্সরা খগরূপী ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া অরুণাচলের শরণ লইল। অরুণাদ্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে শরণ্য! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমার অন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। হে অরুণাদ্রীশ! আমায় রক্ষা কর। রোদনপরায়ণা ভীতা-কামিনীর এইরূপ করুণবাণী শ্রবণমাত্র স্থাবরলিঙ্গরূপী অরুণাচল হইতে এক সহসা ধনুর্দ্ধারী ব্যাধের আবির্ভাব হইল। জলদজালাকুল কৃষ্ণবর্ণ আকাশের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন ব্যাধ শরাসনে সায়ক সন্ধান করিয়া ব্রহ্মার অগ্রবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যাধকে দেখিয়া তাঁহার মোহ অপসৃত হইল। তখন প্রসন্ন-হৃদয় কমলযোনি ব্রহ্মা অতি বিনয়-নম্রভাবে শরণ্য শোণাদ্রিপতিকে নমস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে পিনাকিন্! আপনি নিখিল-পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি অরুণাচলরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের বশ্য হইয়াছেন, আপনি মঙ্গল বিতরণ করেন, আপনাকে নমস্কার। হে শম্ভো! আপনি জ্ঞানহীন স্বীয় ভক্তগণকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, আপনি ভিন্ন আর প্রভু কে আছেন? দেহিগণ সম্বন্ধে আপনার অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। হে বিশ্বাত্মন! স্বীয় তেজো-দ্বারা মদীয় এই কলুষিত শরীরের বিনাশ করুন, অথবা লোক-সৃষ্টির জন্য অন্য ব্রহ্মা সৃজন করুন। অনন্তর দীন কমলযোনির বাক্য শ্রবণে চন্দ্রার্দ্ধশেখর করুণার্দ্র হইয়া উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে তোমাকে আমি যে অধিকার প্রদান করিয়াছি, উহা আর ফিরাইয়া লইবার নহে, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, প্রভুশক্তিসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তিকে না রাগাদি দোষ আক্রমণ করিয়া থাকে? অতএব তুমি নিখিলদোষের উপশমের জন্য দূরে থাকিয়া এই অরুণাচল নামক আমার তৈজস লিঙ্গের ভজনা কর। দেখ, এই অরুণাচল দর্শন করিবামাত্র মানবগণের বাচিক, মানসিক, এবং কায়িক এই ত্রিবিধ পাপই ক্ষণকাল-

স্তবৈঃ ॥ ৬৬ ॥ অরুণাদ্রিরয়ং নৃণাং সর্ব্বকল্মষনাশনঃ। কৈলাসে মেরুশৃঙ্গে বা স্বস্থানেষু কলাদ্রিষু ॥ ৬৭ ॥ সংদৃষ্টঃ কশ্চিদেবাহমরুণাদ্রিরয়ং স্বয়ম্। যচ্ছৃঙ্গ-দর্শনান্ নৃণাং চক্ষুর্লাভেন কেবলম্ ॥ ৬৮ ॥ ভবেৎ সর্ব্বাঘনাশশ্চ লাভশ্চ জ্ঞানচক্ষুষঃ। মদংশসম্ভবো ব্রহ্মা স্বনাম্না ব্রহ্মপুষ্করে ॥ ৬৯ ॥ অত্র স্নাতঃ পুরা ব্রহ্মন্ মোহোহগাজ্জগতীপতেঃ। স্নাত্বা ত্বং ব্রহ্ম-তীর্থে মাং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭০ ॥ মৌনী প্রদক্ষিণং কৃত্বা বিশ্বাত্মন ভব বিজ্বরঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি বচনমুদীর্য্য বিশ্বনাথঃ স্থিতমরুণাচলরূপতো মহে-শম্। অথ সরসি নিমজ্জ্য পদ্মজন্মা দুরিতহরং সম-পূজয়ৎ ক্রমেণ ॥ ৭২ ॥ ইমমরুণগিরীশমেষ বেধা যমনিয়মাদিবিশুদ্ধচিত্তযোগঃ। স্ফুটতরমভিপূজ্য সোপচারং হৃতদুরিতোহথ জগাম চাধিপত্যম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মপুষ্করমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মধ্যে বিনষ্ট হয়। প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্মরণ বা স্তব করিলে এই অরুণাদ্রি মানবের সর্ব্ববিধ পাপ নাশ করিয়া থাকেন। কৈলাস, মেরুশৃঙ্গ, কলাদ্রি এই সকল স্থানে আমি দৃশ্যমান হইলেও এই অরুণাদ্রিই আমার শরীর। ইহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের সর্ব্বপাপ বিদূরিত ও জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! তুমি আমারই অংশ-সম্ভূত, ত্বদীয় নামে বিখ্যাত এই ব্রহ্মপুষ্করে স্নান করিয়া পূর্ব্বকালে জগৎপতিরও মোহ অপগত হইয়াছিল। হে বিশ্বাত্মন্! এক্ষণে তুমি আমার এই ব্রহ্মতীর্থে স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমার পূজা ও মৌনী হইয়া প্রদক্ষিণ কর, তবেই বিজ্বর হইতে পারিবে। অনন্তর বিশ্বনাথ সদাশিব এইরূপ বলিলে পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মা দুরিতহর ব্রহ্মসরোবরে স্নান করিয়া অরুণচলরূপে বিরাজিত মহেশের পূজা করিলেন, এবং ক্রমে তিনি যমনিয়মাদিদ্বারা বিশুদ্ধদেহ হইয়া উপচার সহকারে এই অরুণাচলেশ মহেশের প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিয়া দুরিত-বিদূরিত করত নিজ আধিপত্য লাভ করিলেন। ৬৫—৭৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

গৌতম উবাচ। পুরা নারায়ণঃ কল্পে শয়ানঃ সলিলার্ণবে। শেষপর্য্যঙ্কশয়নে কদাচিন্নৈব বুধ্যত। ১ ॥ তমসা পূরিতং বিশ্বমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। বীক্ষ্য কল্পাবসানেহপি বিবেদুর্নিত্যসূরয়ঃ ॥ ২ ॥ অহো কষ্টমিদং রূপং তমসা বিশ্বমোহনম্। যেন কল্পা-বসানেহপি বিষ্ণুর্নাদ্যাপি বুধ্যতে ॥ ৩ ॥ জ্যোতিষঃ পুরুষং পূর্ণমপশ্যন্ত সুরা অপি। কথং বা তমসঃ শান্তিং লভেরন পরিভাবিনঃ ॥ ৪ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবদেবমুমাপতিম্। চিন্তয়ামাসুরাত্মস্থং তেজোরাশি নিরঞ্জনম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবাং-স্তেজোরাশির্মহেশ্বরঃ। বিশ্বাবনায় বিজ্ঞপ্তঃ প্রণতৈ-র্নিত্যসূরিভিঃ ॥ ৬ ॥ ততস্তেজোময়াচ্ছম্ভোঃ স্ফুলি-ঙ্গাংশুসমুদ্ভবাঃ। উদস্তম্ভন্ত দেবানাং ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ কোটয়ঃ ॥ ৭ ॥ বোধিতঃ সকলৈর্দেবৈঃ সমুত্থায় রমাপতিঃ। প্রভাতং বীক্ষ্য সকলং মনস্যেবমচি-

---

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌতম বলিলেন,—পুরাকালে নারায়ণ ক্ষীরোদ-সাগরে শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক দিনেও তাঁহার জাগরণ হয় না। তৎকালে অন্ধকারে বিশ্ব পরিপূরিত ও অপরিজ্ঞাত হয়, তখন বিশ্বের কি এক অলক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কল্পাব-সানে সুরগণ বিশ্বের ঈদৃশ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া নিত্যই বিষণ্ণ হইতে থাকেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহারা মনোবেদনা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন,—অহো! কি কষ্ট উপস্থিত, অন্ধকারের কি বিশ্ব-বিমোহন রূপ! কল্পের অবসান হইয়া গেল, এখনও বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইলেন না। অনন্তর পরাভূত সুরগণ "জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ পুরুষকে দেখিতে না পাইলে এই অন্ধকারের শান্তি হইবে না" মনে মনে এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক আত্মস্থ তেজোরাশি নিরঞ্জন দেবদেব উমাপতিকে স্মরণ করিলেন। তদনন্তর প্রণত সুরগণ কর্ত্তৃক বিশ্বরক্ষণের জন্য বিজ্ঞপ্ত হইয়া বিশ্বপতি তেজোরাশি ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন এবং সেই তেজোময় মহেশের অংশুস্ফুলিঙ্গ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতার আবির্ভাব হইল। তখন সেই দেবগণ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া রমাপতি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রভাতকাল অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবি-

স্বয়ং ॥ ৮ ॥ ময়া তমসি উদ্রেকাদকালে শয়নং কৃতম্। প্রবোধায় পরং জ্যোতিঃ স্বয়ং দৃষ্টঃ সদাশিবঃ ॥ ৯ ॥ জগদুৎপত্তিকৃত্যানি স্বয়ং কর্ত্তুং ব্যবস্থতি। কিং ময়াত্র পুনঃ কার্য্যং ব্রহ্মণা বা স্বয়ম্ভুবা ॥ ১০ ॥ ধিঙমাং স্থিতমনাত্মজ্ঞং নিদ্রয়া হৃতচেতসম্। অথবা সর্ব্বকর্ত্তারং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥ ১১ ॥ সর্ব্বদোষপ্রশমনং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্। পবিত্রমল্পপুণ্যানাং দুর্লভং শম্ভুদর্শনম্ ॥ ১২ ॥ চিন্তয়ন্নেবমাত্মস্থং জ্যোতির্লিঙ্গং সদাশিবম্। প্রণনাম হরির্ভক্ত্যা দেবমষ্টাঙ্গতো মুহুঃ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বস্রষ্টারমীশানং তুষ্টাব দুরিতচ্ছিদম্। অথ তেজোময়ঃ শম্ভুঃ শরণ্যঃ শরণাগতম্ ॥ ১৪ ॥ অনুগৃহ্য কটাক্ষৈস্তং সমুত্তিষ্ঠেত্যভাষত। উত্থায় করুণাপূর্ণং শম্ভুং চন্দ্রার্দ্ধশেখরম্ ॥ ১৫ ॥ নমস্ত্রিভুবনেশায় ত্রিমূর্ত্তিগুণধারিণে। ত্রিদেববপুষে তুভ্যং ত্রিদৃশে ত্রিপুরদ্রুহে ॥ ১৬ ॥ ত্বমেব জগতামীশো নিজাংশৈর্দেবতাময়ৈঃ। কার্য্যকারণরূপেণ করোষি স্বেচ্ছয়া ক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ মাং নিযুজ্য জগদ্‌গুপ্তৌ পরিমোহ্য চ মায়য়া। ন দোষমুত সঙ্কল্পং বিহাতুমপি নেচ্ছসি ॥ ১৮ ॥ কিং করোমি জগন্মূর্ত্তৌ ন্যস্তভারোঽস্ম্যহং ত্বয়ি। ন দোষমীহসে নূনমকালশয়নেন মাম্ ॥ ১৯ ॥ হর শম্ভো হরেরার্ত্তিমনুতাপং সমীক্ষ্য সঃ। আদিদেশ হরঃ শ্রীমান্ প্রায়শ্চিত্তং হরেরিদম্ ॥ ২০ ॥ অরুণাচলরূপেণ তিষ্ঠামি বসুধাতলে। তস্য দর্শনমাত্রেণ ভবিতা তে তমঃক্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥ পূর্ব্বস্মৈ বিষ্ণবে তত্র বরো দত্তো ময়া পুরা। তদেব তৈজসং লিঙ্গমরুণাচলসংজ্ঞিতম্ ॥ ২২ ॥ তেজোময়মিদং রূপং প্রশান্তং লোকরক্ষণাৎ। যদগ্নিময়মব্যক্তমপারগুণবৈভবম্ ॥ ২৩ ॥ নদীনাং নির্ঝরাণাঞ্চ মেঘমুক্তাম্ভসামপি। অন্তর্জ্যোতির্ম্ময়ত্বেন লয়স্তত্রৈব দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥ অন্ধানাং দৃষ্টিলাভেন পঙ্গূনাং পাদসঞ্চরৈঃ। অপুত্রাণাং চ পুত্রাপ্ত্যা মূকানাং বাকপ্রবৃত্তিভিঃ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদানেন সর্ব্বব্যাধিবিমোচনৈঃ। সর্ব্বপাপপ্রশমনৈর্যৎ সর্ব্ববরদং স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে

লেন,—তমোগুণের উদ্রেক হওয়ায় আমি অকালে শয়ন করিয়াছি, আমার প্রবোধের জন্য স্বয়ং সদাশিবই পরম তেজোময়রূপে দেখা দিয়াছেন, বুঝি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কার্য্য সদাশিব স্বয়ংই করিবেন। এইরূপ হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কি আমার আর কোন কার্য্য থাকিবে না, অতএব নিদ্রাহতচেতন অনাত্মজ্ঞ আমাকে ধিক্। দুঃখ করিয়াই বা কি করিব? এখন আমি সর্ব্বদোষপ্রশমন সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ সকলের কর্ত্তা শঙ্করের শরণ লই। অল্পপুণ্য ব্যক্তির পবিত্র শম্ভুদর্শন দুর্লভ। এইরূপ মনে করিয়া হরি ভক্তিপূর্ব্বক আত্মস্থ জ্যোতির্ম্ময় দেব সদাশিবকে বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং দুরিতনাশন বিশ্বস্রষ্টা ঈশানকে স্তব করিলেন। অনন্তর শরণাগতবৎসল তেজোময় শম্ভু শরণাগত হরিকে কটাক্ষবিক্ষেপে অনুগৃহীত করিয়া বলিলেন,—বৎস! গাত্রোত্থান কর। হরি গাত্রোত্থান করিয়া করুণাপূর্ণ চন্দ্রার্দ্ধশেখর শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—ত্রিভুবনেশ, সত্ত্বরজস্তমোময় ত্রিগুণধারী, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক ত্রিদেববপু, ত্রিপুররিপু ত্রিনয়নকে নমস্কার। হে শম্ভো! আপনিই জগতের কর্ত্তা, আপনিই নিজাংশসম্ভূত দেবময় শরীরে কার্য্যকারণরূপে স্বেচ্ছায়ই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। আপনিই আমাকে জগতের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া আবার আজ নিজ মায়ায় আমাকে বিমোহিত করিয়াছেন। ইহা আপনার দোষ নহে, হে প্রভো! যদি আপনি আজ এই সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন, তবে আমি আর কি করিব? আমি ত্বদীয় জগন্ময় মূর্ত্তিতে সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলাম।১—১৯। হে হর! হে শম্ভো! আমিও পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনার দোষ দিতে পারি না; কেননা আমিই তমোগুণ আশ্রয় করিয়া অকালে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। অনন্তর আদিদেব শ্রীমান্ হর, হরির আর্ত্তি ও অনুতাপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আদেশ করিলেন। হর বলিলেন,—হে হরে! আমি বসুধাতলে অরুণাচলরূপে বিরাজ করিব, সেই অরুণাদ্রির দর্শনমাত্রেই তোমার তমোগুণ বিনষ্ট হইবে। পূর্ব্বকল্পীয় বিষ্ণুকেও আমি এইরূপ বর দিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই এই মদীয় তৈজস লিঙ্গ অরুণাচল নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। এই যে তেজোময় প্রশান্ত রূপ দেখিতেছ, ইহা লোকরক্ষার জন্য ব্যবস্থিত। এই অপরিসীম গুণ-বৈভবযুক্ত অব্যক্ত অন্তর্জ্যোতির্ময় অগ্নিময় তেজেই নদী, নির্ঝর ও মেঘমুক্ত জল বিলীন হইয়া থাকে। ইঁহার দর্শনে অন্ধের দৃষ্টি, পঙ্গুর পাদসঞ্চার, অপুত্রের পুত্র, এবং মূকের বাক্‌প্রবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইনি সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান, সকল রোগ নিবারণ, নিখিল পাপবিমোচন এবং

শম্ভুর্হরিশ্চৈবারুণাচলম্ ॥ আগত্য তপ আস্থায় শোণাচলমুপাস্ত চ ॥ ২৭ ॥ তমদ্রিং পরিতো দৃষ্ট্বা সুরান্ কাননসংশ্রয়ান্। ঋষীণামাশ্রমান্ পুণ্যান্ স্থাপয়ামাস বৈ হরিঃ। বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্ সমস্তান্মূর্ত্তিধারিণঃ ॥২৮॥ সসর্জ্জ দিব্যরূপাণাং শতমপ্সরসাং কুলম্। নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সেবধ্বমিতি চাদিশৎ ॥ ২৯ ॥ স্নাত্বা ব্রহ্মসরস্যস্মিন্ বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। প্রদক্ষিণং চকারামুমরুণাদ্রিং সমর্চ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥ অপাপঃ সর্ব্বলোকানামাধিপত্যং চ লব্ধবান্। রময়া সহিতো নিত্যমভিরূপস্বরূপয়া ॥ ৩১ ॥ ভাস্করস্তেজসাং রাশিরসুরৈরপি পীড়িতঃ। ব্রহ্মোপদেশাদানর্চ্চ ভক্ত্যারুণগিরীশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ নিমজ্জ্য বিমলে তীর্থে পাবনে ব্রহ্মনির্ম্মিতে। প্রদক্ষিণং চকারৈনমরুণাদ্রিং স্বয়ম্প্রভুম্ ॥ ৩৩ ॥ অশেষদৈত্যবিজয়ং লব্ধা মেরুপ্রদক্ষিণম্। লেভে চ পরমং তেজঃ পরতেজঃপ্রণাশনম্ ॥ ৩৪ ॥ দক্ষশাপানলাক্রান্তঃ সোমঃ শিববচোবলাৎ। অরুণাচলমভ্যর্চ্চ্য লব্ধরূপোঽভবৎ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নির্ব্রহ্মর্ষিশাপেন যক্ষ্মরোগপ্রপীড়িতঃ। অপূতোঽপি পবিত্রোঽভূদরুণাচলসেবয়া ॥ ৩৬ ॥ শক্রো বৃত্রং বলং পাকং নমুচিং জম্ভমুদ্ধতম্। শিবলব্ধবরান্ দৈত্যান্ পুরা হত্বা জগৎপতীন্ ॥৩৭॥ পাতকৈশ্চ পরিক্ষীণস্তথা লোকান্তমাশ্রিতঃ। শম্ভুং প্রসাদ্য তপসা শিবেন পরিচোদিতঃ ॥ ৩৮ ॥ অরুণাদ্রিং সমভ্যর্চ্চ্য বিপাপোঽভূৎ সুরাধিপঃ। ইষ্ট্বা চ হয়মেধেন প্রীণয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩৯ ॥ লব্ধা চেন্দ্রপদং শক্রঃ শতমপ্সরসাং কুলম্। সেবার্থমাদিশচ্ছ্রীমান দিব্যদুন্দুভিসেবয়া ॥ ৪০ ॥ পুষ্পমেঘান্ সমাদিশ্য দিব্যাভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ। সমর্চ্চয়তি শোণাদ্রিং দিবি নিত্যং চ বন্দতে ॥৪১॥ শেষোঽপি শোণশৈলেশং সমভ্যর্চ্চ্য শিবাজ্ঞয়া। অভজৎ কামরূপত্বং মহীমণ্ডলধারকঃ ॥৪২॥ অন্যে নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। দিক্‌পালাশ্চ তমভ্যর্চ্চ্য লেভিরেঽপেক্ষিতান্ বরান্ ॥ ৪৩ ॥ দৈবৈরশেষৈর্দৈত্যাদীন্ জেতুকামৈঃ সমুদ্যতৈঃ। প্রার্থিতঃ সর্ব্বতোঽভীষ্টবরদোঽরুণভূধরঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্বষ্ট্রা বিরচিতাকার আদিত্যস্তেজসা তপন। গ্রহনাথস্ত শোণাদ্রিং বিলঙ্ঘয়িতুমুদ্যতঃ ॥

বিবিধ বর দান করিয়া থাকেন। শম্ভু এইরূপ বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, হরিও অরুণাচলে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি, সেই অদ্রির চতুর্দ্দিকে কাননাশ্রিত সুরগণকে সন্দর্শন করিয়া তথায় ঋষিগণের অনেক পুণ্যাশ্রম সংস্থাপন করিলেন। সেখানে উপনিষদাদি অঙ্গের সহিত মূর্ত্তিমান্ সমস্ত বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরি দিব্যরূপ শতশত অপ্সরা সৃজন করত নৃত্যগীতবাদিত্রাদি দ্বারা অরুণাচলের সেবা করিতে আদেশ করিলেন। কমললোচন হরি ব্রহ্মসরোবরে স্নান, অরুণাদ্রির পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং নিখিল লোকের আধিপত্য লাভ [illegible] সুরূপা রমার সহিত সতত বিহার করিতে লাগিলেন। হে দেবি! একদা তেজোরাশি ভাস্কর অসুরনিকর কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার আদেশে ভক্তিপূর্ব্বক অরুণাদ্রীশের উপাসনা করেন। তিনি ব্রহ্মনির্ম্মিত এই পূততীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক স্বয়ংপ্রভু অরুণাদ্রিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরতেজঃপ্রণাশন পরম তেজঃপ্রাপ্ত হন, এবং মেরু প্রদক্ষিণ করত দৈত্যগণকে অশেষরূপে নির্জ্জিত করেন। দক্ষশাপানলাক্রান্ত চন্দ্র শিববাক্যে অরুণাচলকে পূজা করিয়া পুনরায় পূর্ব্বরূপ লাভ করেন। এক সময় অগ্নি, ব্রহ্মর্ষিশাপে পীড়িত হইয়াছিলেন। অরুণাদ্রির সেবা করিয়া সেই অপবিত্র অগ্নিও পূত হইয়াছিলেন।২০—৩৬। পুরাকালে সুররাজ ইন্দ্র—শিববরে বলীয়ান্ জগৎপতি বৃত্র, বল, পাক, নমুচি, উদ্ধত জম্ভ প্রভৃতি অসুরগণকে নিহত করিয়া পাতকলিপ্ত হন এবং সেই পাপে পরিক্ষীণ হইয়া অন্যলোকের আশ্রয় লন। এই সুরাধিপ ইন্দ্রও তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসন্নতা লাভ করেন এবং তাঁহারই আদেশে অরুণাচলের অর্চ্চনা করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীমান সুররাজ অশ্বমেধ যাগ দ্বারা শঙ্করকে প্রীত করিয়া ইন্দ্রপদ লাভ করত শত শত অপ্সরাকে দিব্য দুন্দুভি দ্বারা এবং পুষ্কর নামক মেঘগণকে দিব্য কুসুম বর্ষণ দ্বারা অরুণাদ্রির সেবা করিতে আদেশপূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে থাকিয়া অরুণাচলের অর্চ্চনা ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। মহীমণ্ডলধারী সর্পরাজ শেষও শিবের উপদেশে শোণশৈলেশের উপাসনা করিয়া কামরূপত্ব প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নাগ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরা ও দিক্‌পালগণও অরুণাদ্রির পূজা করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছিলেন এবং দৈত্যগণের পরাজয় কামনায় মহাদ্যুতিশালী সুরগণও এই অভীষ্ট বরদ অরুণ ভূধরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া ইঁহার প্রসন্নতা কামনা করেন। এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত মূর্ত্তি

৪৫ ॥ রথবাহাঃ পুনস্তস্য শক্তিহীনাঃ শ্রম গতাঃ। সোঽপি শ্রিয়া বিহীনশ্চ জাতঃ শোণাদ্রিতেজসা ॥ ৪৬ ॥ নাশক্নোচ্চ দিবং গন্তুং সর্ব্বগস্যাংশুমালিনঃ। স তু ব্রহ্মোপদেশেন সমারাধ্যারুণাচলম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রীত্যা তস্মাদ্বিভোর্লেভে মার্গং ব্যোম্নো হ্যক্লিষ্টভান। ততঃ প্রভৃতি তিগ্মাংশুঃ স হি শোণাখ্যপর্ব্বতম্ ॥৪৮॥ ন লঙ্ঘয়তি কিং তস্য প্রদক্ষিণপরিক্রমৈঃ। দক্ষযাগ-পরিধ্বস্তা হীনাঙ্গাস্ত্রিদশাঃ পুরা ॥৪৯॥ অরুণাচলমারাধ্য নবান্যঙ্গানি লেভিরে। পূষা দন্তং শিখী হস্তং ভগো নেত্রং স্বখণ্ডিতম্ ॥ ৫০ ॥ ঘ্রাণং বাণী চ লেভে বা শোণাচলনিষেবণাৎ। ভার্গবঃ ক্ষীণনেত্রঃ স বিষ্ণু-হস্তকুশাগ্রতঃ ॥ ৫১ ॥ বলিদত্তাবনীদানজলধারা-নিরোধতঃ। স তু শোণাচলং গত্বা তপঃ কৃত্বাতি-দুষ্করম্ ॥ ৫২ ॥ লেভে নেত্রং চ পূতাত্মা ভাস্বরাখ্যে গিরৌ স্থিতঃ। অরুণাচলনাথস্য সেবয়া সূর্য্যসারথিঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রতর্দ্দনাখ্যো নৃপতির্গৃহীত্বা দেবকন্যকাম্। অরুণাদ্রিপতের্গানং কুর্ব্বন্তীঃ সাদরোঽভবৎ ॥ ৫৪ ॥

আদিত্য তেজ দ্বারা শোণাদ্রিকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হন, কিন্তু শোণাদ্রির তেজে তাঁহার বাহনগণ শ্রান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তাঁহারও শ্রী বিলুপ্ত হয়। সর্ব্বগ অংশুমালী সূর্য্যের বাহনগণ আর আকাশে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন সূর্য্য ব্রহ্মার উপদেশে অরুণ ভূধরের আরাধনা করিয়া সেই প্রীতিমান বিভু হইতে স্বীয় আকাশগতি ও অক্লিষ্ট অশ্বলাভ করিলেন; এবং তদবধি তিগ্ম-তেজা সূর্য্য শোণাখ্য অচলকে কদাচ লঙ্ঘন না করিয়া কেবল প্রদক্ষিণক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরাকালে দক্ষযাগ-বিধ্বস্ত পূষা, শিখী, ভগ, ও বাণী প্রভৃতি সুরগণ হীনাঙ্গ হইয়াছিলেন, অরুণা-চলের আরাধনা করিয়া তাঁহারা যথাক্রমে দন্ত, হস্ত, অখণ্ডিতনেত্র এবং ঘ্রাণ প্রভৃতি নূতন অঙ্গসকল লাভ করিয়াছিলেন। বলি, বামনকে অবনীদানে উদ্যত হইলে শুক্র ভৃঙ্গার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দান-জলধারা নিরোধ করেন, তখন বিষ্ণু হস্তস্থিত কুশাগ্র দ্বারা ভৃঙ্গারের জল-প্রণালী মুক্ত করিতে গিয়া তাঁহাকে একাক্ষিবিহীন করিয়াছিলেন; সেই ক্ষীণ-নেত্র ভার্গব শোণাচলে গমনপূর্ব্বক অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া নেত্রলাভ করিয়াছিলেন। অরুণাচল-নাথের সেবা দ্বারা সূর্য্যসারথি পূত কলেবরে ভাস্ক-রাখ্য পর্ব্বতে বাস করেন। প্রতর্দ্দন নামক নৃপতি অরুণাদ্রিপতির মাহাত্ম্যগাথা কীর্ত্তনকারিণী এক

ক্ষণাৎ কপিমুখো জাতো মন্ত্রিভিশ্চোদিতো নৃপঃ প্রত্যর্প্য তাং পুনশ্চান্যাঃ প্রাদাদরুণভূভৃতে ॥ ৫৫ ততশ্চারুমুখো জাতঃ প্রসাদাদরুণেশিতুঃ। সাযুজ্য-মস্মৈ সকলং দত্তবান্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫৬ ॥ অরুণা-চলনাথস্য সন্নিধৌ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। গন্ধর্ব্বঃ পুষ্পকাখ্যস্তু ভক্তিহীনো হ্যগাৎ পুরা ॥৫৭॥ ততো ব্যাঘ্রমুখং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বপরিচারকাঃ। কিমেতদিতি সাশ্চর্য্যং পপ্রচ্ছুস্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৮ ॥ অথ নারদানিদ্দিষ্টমবজ্ঞাফল-মাত্মনঃ। বুদ্ধারুণাদ্রিং সম্পূজ্য পুনশ্চ সুমুখোঽভবৎ ॥ ৫৯ ॥ শিবভূমিরিদং খ্যাতা পরিতো যোজনদ্বয়ম্। মুক্তিস্তত্র প্রমীতানাং কদাপি বিলয়ো ন হি ॥ ৬০ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ পুরা ভূমৌ শাপদোষসমন্বিতাঃ। সিষেবিরে-ঽরুণাদ্রিং বৈ নাথো জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৬১ ॥ শাপমোক্ষং দদৌ শ্রীমান সপ্তর্ষীণাং মহাত্ম-নাম্। সপ্তর্ষিভিঃ কৃতং তীর্থং সর্ব্বপাপবিনা-শনম্ ॥ ৬২ ॥ শোণাচলস্য নিকটে দৃশ্যতে পাবনং শুভম্। পঙ্গুর্মুনিঃ শোণশৈলং পাদৌ লব্ধুং সমাগতঃ ॥ ৬৩ ॥ অন্তর্হিতপ্রাণিমার্গো দারুহস্তপুটে বহন্। জানুচংক্রমণব্যগ্রঃ শোণনদ্যাস্তটং গতঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবকন্যাকে গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে বানরমুখ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি মন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় সেই কন্যাকে প্রত্যর্পণ ও অরুণাদ্রির সেবার জন্য অন্য বহু কন্যা প্রদান করিয়া অরুণাদ্রীশের প্রসাদে মনোজ্ঞ মুখ লাভ করেন এবং নৃপতির ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অরুণাদ্রীশ তাঁহাকে সকল সাযুজ্য প্রদান করেন। ৩৭—৫৬। অরুণাচলের সমীপবাসী জ্ঞান-হীন পুষ্কর নামক এক গন্ধর্ব্ব অরুণাদ্রির প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ব্যাঘ্রমুখ প্রাপ্ত হইলে তদীয় পরিচা-রকগণ ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার মনে করিয়া বিস্ময় সহকারে পরস্পর বিচার বিতর্ক করিতে লাগিল। তখন অরুণাদ্রির অবজ্ঞায় এইরূপ ঘটিয়াছে জানিয়া সেই গন্ধর্ব্ব তাঁহার পূজা করত পুনরায় সুমুখ প্রাপ্ত হইল। এই অরুণাদ্রের চতু যোজনদ্বয় স্থান শিবভূমি নামে বিখ্যাত। এই স্থানে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয়, কদাচ বিলয় হয় না। পুরা-কালে শাপদোষসমন্বিত সপ্তর্ষি অরুণাদ্রিকে নিঃসং-শয়রূপে নাথ জানিয়া এই তাঁহার সেবা করেন। অনন্তর শ্রীমান্ সদাশিব মহাত্মা সপ্তর্ষিগণকে মোক্ষ-দান করিয়াছিলেন। শোণাচলের নিকটে সপ্তর্ষিগণ প্রতিষ্ঠিত সকল কলুষবিনাশী শুভদায়ক এক পূত তীর্থ পরিদৃশ্যমান হয়। এক পঙ্গু মুনি শোণাদ্রির নিকট পদদ্বয়লাভলালসায় আগমন করেন।

দারুহস্তপুটে তীর্থে নিচিক্ষেপ পিপাসতঃ। জানু-চঙক্রমণে তস্মিন্ ধূর্ত্তস্তোয়ং পিপাসতি॥ ৬৫॥ অথ শোণাচলং প্রাপ্তঃ কথং বা দারুহস্তবঃ। কিমেতদিতি তং পৃচ্ছন্নাধাবৎ কলিতৎপরঃ॥ ৬৬॥ লব্ধপাদশ্চ সহসা জগাম চ নিজালয়ম্। নাদ্রাক্ষীৎ পুরুষং তত্র দারুহস্তৌ পুরোগমৌ॥ ৬৭॥ স্বয়ং গৃহীত্বা চালোক্য ববন্দেঽরুণপর্ব্বতম্। ননন্দ লব্ধচরণো লব্ধরূপো মহামুনিঃ॥ ৬৮॥ বিস্ময়োৎফুল্লনয়নৈঃ শিবভক্তৈর্মহাত্মভিঃ। পূজিতো লব্ধপাদঃ সন জগাম চ যথাগতম্॥ ৬৯॥ বালী শক্রসুতঃ শ্রীমানুদয়াদ্রিভুতঃ। অস্তাচলস্য শিখরং প্রতিগন্তুং সমুদ্যতঃ॥ ৭০॥ আলুলোকেঽরুণগিরিং মধ্যে দেবনমস্কৃতম্। ঊর্দ্ধং গন্তুং সমুদ্যুক্তঃ ক্ষীণবীর্য্যোঽপতদ্ভুবি॥ ৭১॥ পিত্রা শক্রেণ সঙ্গম্য চোদিতঃ শোণপর্ব্বতম্। লিঙ্গং তৈজসমভ্যর্চ্চ্য লব্ধবীর্য্যোঽভবৎ পুনঃ॥ ৭২॥ নলঃ পূর্ব্বং সমভ্যর্চ্চ্য স্বস্বপ্নী মানবপ্রিয়াঃ। পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা নীতিসারসমন্বিতঃ॥ ৭৩॥ ইলঃ প্রবিশ্য সহসা গৌরীবনমখণ্ডিতম্। স্ত্রীভাবং সমনুপ্রাপ্তঃ পপ্রচ্ছ স্বং পুরোধসম্॥ ৭৪॥ বশিষ্ঠেন সমাদিষ্টঃ শোণাদ্রিং সমপূজয়ৎ। তপসারাধ্য দেবেশং পুনঃ পুংস্ত্বমুপাগতঃ॥ ৭৫॥ সোমোপদেশাত্তত্ত্বজ্ঞাত্ম সম্মারারুণপর্ব্বতম্। ঈশানুগ্রহতো লেভে শাপমোক্ষং তপোধিকঃ॥ ৭৬॥ লেভে চ পরমং স্থানমপ্রাপ্যমমরৈরপি। ভরতো মৃগশাবস্য স্মরণাদায়ুষোঽন্তায়ে॥ ৭৭॥ ন মুক্তিং প্রাপ যোগেন মৃগজন্মনি সঙ্গতঃ। পত্নীবিরহজং দুঃখং প্রাপ্তবানমিতং হরিঃ॥ ৭৮॥ পুনর্ভৃগূপদেশেন শোণাদ্রিমিমমর্চ্চয়ন্। অবতারেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বদুঃখান্ত্যপাকরোৎ॥ ৭৯॥ সরস্বতী চ সাবিত্রী শ্রীর্ভূমিঃ সরিতস্তথা। অভ্যর্চ্চ্য শোণশৈলেশমাপদো নিরতারিষুঃ॥ ৮০॥ ভাস্করঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বিশ্বামিত্রস্থ দক্ষিণে। পশ্চিমে বরুণো ভাগে ত্রিশূলং চোত্তরাশ্রয়ম্॥ ৮১॥ যোজনদ্বয়পর্য্যন্তে সীমাঃ শৈলেষু সংস্থিতাঃ। চতস্রো দেবতা-

---

মুনি দারুনির্ম্মিত যষ্টিদ্বয়ের উপর উভয় হস্ত ন্যস্ত করিয়া জানুদ্বারা কুটিলগতি অবলম্বনপূর্ব্বক শোণ-নদীর তটে সমাগত হন। তিনি পিপাসাবশতঃ দারুহস্তপুট নদীর তীরে রাখিয়া জলপান করিতে-ছিলেন, এমন সময় এক ধূর্ত্ত তাঁহার ঐ দারুহস্তপুট জলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—আপনি শোণাচলে আগমন করিয়াছেন, এই শোণ—যাহাতে পঙ্গুর পাদলাভ হয়, অতএব আপনার হস্তে দারুহস্ত পুট কেন? বিবাদ নিরত ঐ ধূর্ত্ত এই বলিয়া যেমন অন্তর্হিত হইল, অমনি মুনিও সহসা পাদদ্বয় লাভ করিয়া নিজালয়ে গমন করি-লেন। তিনি সেখানে ধূর্ত্তপুরুষকে আর দেখিতে পাইলেন না; দারুহস্তপুট গ্রহণ করিয়া অরুণ পর্ব্বতকে দর্শনপূর্ব্বক বন্দনা করিলেন। মুনি পাদ-দয় লাভ করিয়া রূপবান্ হইলেন, বিস্ময়ে তাঁহার নয়ন উৎফুল্ল হইল। শিবভক্ত মহাত্মাগণ তাঁহার পূজা করিলেন এবং লব্ধপাদ সেই মুনি পাদচারে যথা-স্থানে গমন করিলেন। ইন্দ্রতনয় শ্রীমান্ বালী উদয়াদ্রির শৃঙ্গদেশ হইতে অস্তাচলের শিখরে গমন করিতে উদ্যম করেন, তাঁহার গমনসময়ে মধ্যে সেই দেবনমস্কৃত অরুণগিরিকে দর্শন করিয়া তিনি আরও ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন করিলে হীনবীর্য্য হইয়া ভূতলে পতিত হন। অনন্তর শোণপর্ব্বতাগত পিতা ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই তৈজস লিঙ্গের পূজা করত পুনরায় স্বীয় বীর্য্যলাভ করেন। নীতি-সার-সমন্বিত ধর্ম্মাত্মা নল পূর্ব্বকালে এই অরুণ-গিরিকে পূজা করিয়া প্রজাগণকে পালন করিয়া-ছিলেন। রাজা ইল অখণ্ডিত গৌরীবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক সহসা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরোহিত বশি-ষ্ঠকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অনন্তর ইল বশিষ্ঠাদেশে শোণাদ্রির পূজা ও দেবেশকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া পুনরায় পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইল সোমের উপদেশে ভক্তিপূর্ব্বক অরুণ গিরিকে স্মরণ করিয়া ঈশানের অনুগ্রহে শাপমুক্ত হন; এবং অমরদুর্লভ পরম স্থান লাভ করেন। ভরত মরণসময়ে মৃগশাবক স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য যোগদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মৃগযোনি প্রাপ্ত হন। তিনিও অরুণ ভূধরের আরাধনা করিয়া দেবদুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরি বিষম পত্নীবিরহজনিত দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া ভৃগুর উপদেশে অরুণাচলের অর্চ্চনা করেন। তিনি অরুণাচলকে স্মরণ করিয়া সমস্ত অবতারের সকল দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। ৫৭—৭৯। সরস্বতী, সাবিত্রী, শ্রী, ভূমি এবং নদী সকল শোণ-শৈলেশের পূজা করিয়া বিবিধ আপদ্ নিরাকৃত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বদিকে দিবাকর, দক্ষিণে বিশ্বামিত্র, পশ্চিমে বরুণ এবং উত্তরদিকে ত্রিশূল অবস্থিত; যোজন-দ্বয় পর্য্যন্ত এই শৈলের সীমা কথিত হয়। পূর্ব্বোক্ত

শ্চৈতাঃ সেবন্তে শোণপর্ব্বতম্ ॥ ৮২ ॥ স্থিতাঃ সীমাবসানেষু শোণাদ্রীশমবস্থিতম্। নমন্তি দেবাশ্চত্বারঃ শিবং শোণাচলাকৃতিম্ ॥ ৮৩ ॥ অস্তোত্তরস্মিঞ্ছিখরে দৃশ্যতে বটভূরুহঃ। সিদ্ধবেশঃ সদেবাস্তে যস্য মূলে মহেশ্বরঃ ॥ ৮৪ ॥ যস্য চ্ছায়াতিমহতী সর্ব্বদা মণ্ডলাকৃতিঃ। লক্ষ্যতে বিস্ময়োপেতৈঃ সর্ব্বদা দেবমানবৈঃ ॥ ৮৫ ॥ অষ্টভিঃ পরিতো লিঙ্গৈরষ্টদিক্‌পালপূজিতৈঃ। অষ্টাসু সংস্থিতৈর্দিক্ষু শোভতে হ্যপসেবিতঃ ॥ ৮৬ ॥ নৃপাণাং শম্ভুভক্তানাং শঙ্করাজ্ঞানুপালিনাম্। অত্রৈব মহদাস্থানমাদিদেবেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৮৭ ॥ বকুলশ্চ মহাংস্তত্র সদার্থিতফলপ্রদঃ। আগমার্থবিদা মূলে বামদেবেন সেব্যতে ॥ ৮৮ ॥ অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সম্পূজ্যারুণভূধরম্। সংস্থাপ্য লিঙ্গে বিমলে তেপাতে তাদৃশং তপঃ ॥ ৮৯ ॥ হিরণ্যগর্ভতনয়ঃ পুরা শোণনদঃ পুমান্। অত্র তীব্রং তপস্তপ্ত্বা গঙ্গাভিমুখগোঽভবৎ ॥ ৯০ ॥ অত্র শোণনদী পুণ্যা প্রবহত্যমলোদকা। বেণা চ পুণ্যতটিনী পরিতঃ সেবতেঽচলম্ ॥ ৯১ ॥ বায়ব্যাশ্চ দিশো ভাগে বায়ুতীর্থঞ্চ শোভতে। তত্র স্নাত্বা মরুৎ পূর্ব্বং জগৎপ্রাণত্বমাপ্তবান্ ॥ ৯২ ॥ উত্তরেঽস্য গিরেস্তীর্থং সুবর্ণকমলোজ্জ্বলম্। দিব্যসৌগন্ধিকাকীর্ণং হংসভৃঙ্গমনোহরম্ ॥ ৯৩ ॥ কৌবেরং তীর্থমৈশান্যামৈশান্যং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ। স্নাত্বা বিষ্ণুত্বমভজৎ কমলালালিতাকৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥ নবগ্রহাঃ পুরা তত্র স্নাত্বা গ্রহপদং গতাঃ। নবগ্রহপ্রসাদশ্চ জায়তে তত্র মজ্জতাম্ ॥ ৯৬ ॥ দুর্গা বিনায়কস্কন্দৌ ক্ষেত্রপালঃ সরস্বতী। রক্ষন্তি পারতস্তীর্থং ব্রাহ্মমেতদনন্তরম্ ॥ ৯৭ ॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্ম্মদাসিন্ধুকাবের্য্যঃ শোণঃ শোণনদী চ সা ॥ ৯৮ ॥ এতা গুপ্তা নিষেবন্তে পূর্ব্বাদ্যাশাসু সন্ততম্। নশ্যন্ত্যঃ সকলং পাপমাত্মক্ষেত্রসমুদ্ভবম্ ॥ ৯৯ ॥ অন্যাশ্চ সরিতো দিব্যাঃ পার্থিবাশ্চ শুভোদকাঃ। উদযন্ত্যত্র সহসা শোণাদ্রীশপ্রসাদতঃ ॥ ১০০ ॥ আগস্ত্যং দক্ষিণে ভাগে তীর্থং মহদুদাহৃতম্। সর্ব্বভাষার্থসংসিদ্ধির্জায়তে তত্র মজ্জতাম্ ॥ ১০১ ॥ অত্রাগস্ত্যঃ সমাগত্য স্নাত্বা মুনিগণাবৃতঃ। অভ্যর্চ্চয়তি শোণাদ্রিং

দেবতাচতুষ্টয় সতত এই সকল স্থানে অবস্থিত হইয়া শোণ শৈলের উপাসনা করেন; এবং উঁহারা সীমাবসানে অবস্থিত হইয়া শোণ শৈলাকৃতি শোণেশ্বর শিবকে সতত প্রণাম করিয়া থাকেন। ইঁহার শিখরের উত্তরদিকে এক বটতরু দৃষ্ট হয়, মহেশ্বর ইঁহার মূলে সিদ্ধবেশে সতত বিরাজ করেন। এই বটতরুর মণ্ডলাকৃতি মহতী ছায়া—দেব ও মানবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। এই অরুণাচলের বহির্ভাগে আটদিকে আটটি লিঙ্গ বিদ্যমান। অষ্টদিক্‌পাল ঐ দিক্ সকলে অবস্থিত থাকিয়া ঐ আটটী লিঙ্গের পূজা করেন। শিবাজ্ঞাপালনকারী ভক্ত নৃপগণের জন্য স্বয়ং আদিদেব শিবই প্রধান প্রধান স্থান সকল নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে একটী প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষ আছে। এই বকুলবৃক্ষ সর্ব্বদা প্রার্থিত ফলদান করিয়া থাকেন। আগমার্থবিৎ বামদেব এই বকুলের মূলদেশ সেবা করেন। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই মুনিদ্বয় অরুণাদ্রি দর্শন করিয়া এখানে দুইটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা করেন। হিরণ্যগর্ভতনয় শোণনদ পূর্ব্বকালে তীব্র তপশ্চরণ করিয়া গঙ্গামুখে মিলিত হন। এখানে বিমলসলিলা শোণ নদী এবং এই অচলের চতুর্দ্দিকে পবিত্র বেণ্নানদী প্রবাহিত হইয়া শোণেশের সেবা করিয়া থাকেন। অচলের বায়ব্য দেশে বায়ুতীর্থ বিরাজিত; ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মরুৎ জগৎপ্রাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। গিরির উত্তরভাগে কৌবের তীর্থ, এই স্থান সুবর্ণকমলের ন্যায় উজ্জ্বল, দিব্য সুগন্ধাকীর্ণ এবং হংস ও মৃগগণের বিচরণে মনোরম। ঈশানদিকে উত্তম ঐশান তীর্থ। তাহার পশ্চিমভাগে কমললোচন বিষ্ণু বিদ্যমান। এখানে স্নান করিলে কমলা লালিতাকৃতি হইয়া বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবগ্রহগণ এই স্থানে স্নান করিয়া গ্রহপদ লাভ করিয়াছেন। এখানে অবগাহন করিলে গ্রহগণের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। দুর্গা, বিনায়ক, কার্ত্তিকেয়, ক্ষেত্রপাল এবং সরস্বতী ইঁহারা চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া তীর্থ রক্ষা করিতেছেন। অনন্তর ব্রাহ্মতীর্থ। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, শোণ, শোণনদী—ইঁহারা পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে ঐ ব্রাহ্মতীর্থ সতত রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আত্মক্ষেত্রসমুদ্ভব নিখিল পাপ বিনাশ করেন। শোণাদ্রির প্রসাদে এখানে ক্ষণে ক্ষণে অন্যান্য শুভোদকা দিব্যা ও পার্থিবী বহু নদী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। শোণেশের দক্ষিণভাগে মহাদুরিতহারী অগস্ত্যতীর্থ; এখানে মজ্জনকারীর সকল ভাষায় সিদ্ধিলাভ হয়। অগস্ত্য অন্যান্য মুনিগণে পরিবৃত হইয়া মাসে মাসে এখানে আগমন-

মাসি ভাদ্রপদে সদা ॥ ১০২ ॥ বাশিষ্ঠমুত্তরে ভাগে তীর্থং দিব্যং শুভোদয়ম্। সর্ব্ববেদার্থসংসিদ্ধির্জায়তে তত্র মজ্জনাৎ ॥ ১০৩ ॥ অত্র মেরোঃ সমাগত্য বশিষ্ঠো ভগবান ঋষিঃ। করোত্যাশ্বযুজে মাসি শোণাদ্রীশনিষেবণম্ ॥ ১০৪ ॥ গঙ্গা নাম মহত্তীর্থং পূর্ব্বোত্তরদিশি স্থিতম্। তত্র স্নানাদ্ভবেন নৃণাং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১০৫ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ কার্ত্তিকে মাসি সঙ্গতাঃ। অত্রারুণাদ্রিনাথস্য সেবাং কুর্ব্বন্তি সাদরম্ ॥ ১০৬ ॥ ব্রাহ্ম্যং নাম মহাতীর্থমরুণাদ্রীশসন্নিধৌ। তস্যোপসঙ্গমাৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যাদি নশ্যতি ॥ ১০৭ ॥ মার্গে মাসি সমাগত্য ব্রহ্মলোকাৎ পিতামহঃ। স্নাত্বা তৎ প্রত্যহং দেবমর্চ্চয়ত্যরুণাচলম্ ॥ ১০৮ ॥ পৌষে মাসি সমাগত্য স্নাত্বা তীর্থে নিজৈঃ সুরৈঃ। মহেন্দ্রঃ শোণশৈলেশমভ্যর্চ্চয়তি শঙ্করম্ ॥ ১০৯॥ শৈবং নাম মহাতীর্থং সন্নিধৌ তত্র বর্ত্ততে। রুদ্রো ব্রহ্মকপালেন সহ তত্র ন্যমজ্জত ॥ ১১০ ॥ অত্র শম্ভুর্গণৈঃ সার্দ্ধং মাঘে মাসি প্রসীদতি। প্রায়শ্চিত্তানি সর্ব্বাণি নৃণাং সফলয়ন্ ভুবি ॥১১১ ॥ আগ্নেয়মগ্নিদিগ্‌ভাগে তীর্থং সৌভাগ্যদায়কম্। অগ্নিরত্র পুরা স্নাত্বা স্বাহয়া সঙ্গতঃ সুখী ॥ ১১২ ॥ অনঙ্গোঽপি স্মরঃ স্নাত্বা ফাল্গুনে মাসি সঙ্গতঃ। অভ্যর্চ্চ্য শোণশৈলেশমভূৎ সর্ব্বসুখাধিপঃ ॥ ১১৩ ॥ দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং বৈষ্ণবং তীর্থমদ্ভুতম্। ব্রহ্মর্ষয়ঃ সদা তত্র বসন্তি কৃতকৌতুকাঃ ॥ ১১৪ ॥ চৈত্রে মাসি সমাগত্য বিষ্ণুস্তত্র রমাপতিঃ। স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্যারুণাদ্রীশমভবল্লোকনায়কঃ ॥ ১১৫ ॥ সৌরং নাম মহাতীর্থং কৌবেরদিশি ভূষিতম্। সর্ব্বরোগোপশান্তিশ্চ জায়তে তত্র মজ্জনাৎ ॥ ১১৬ ॥ বৈশাখে মাসি দিনকৃৎ স্নাত্বাত্রেশং নিষেবতে। বালখিল্যৈঃ সমং শ্রীমান্ বেদৈশ্চ সহ সঙ্গতঃ ॥ ১১৭ ॥ আশ্বিনং পাবনং তীর্থমীশব্রহ্মোত্তরে স্থিতম্। আপ্লুতৌ ভিষজৌ দস্রৌ পূতাবত্র নিমজ্জনাৎ ॥ ১১৮ ॥ অত্রাশ্বিনৌ সমাগত্য স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য চ শঙ্করম্। দক্ষিণে শোণশৈলস্য নিকটে বর্ত্ততে শুভম্ ॥ ১১৯ ॥ কামদং মোক্ষদং চৈব তীর্থং পাণ্ডবসংজ্ঞিতম্। পুরা হি পাণ্ডবাস্তত্র মজ্জনাৎ ক্ষিতিনায়কাঃ ॥ ১২০ ॥ অত্র ধাত্রী সমাগত্য সর্ব্বৌষধফলান্বিতা। জ্যেষ্ঠে মাসি

পূর্ব্বক শোণাদ্রির পূজা করেন, আর ভাদ্রমাসে সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন। উত্তরভাগে দিব্য শুভোদয় বাশিষ্ঠ তীর্থ। এখানে অবগাহন করিলে নিখিল বেদার্থের সংসিদ্ধি হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি আশ্বিন মাসে মেরু হইতে আগমনপূর্ব্বক শোণাদ্রির সেবা করিয়া থাকেন। মহাতীর্থ গঙ্গা ইহার পূর্ব্বোত্তর দিকে বিদ্যমান। এই গঙ্গায় স্নান করিলে মানবগণের সর্ব্বপাতক বিনষ্ট হয়। গঙ্গাদি নদী সকল কার্ত্তিক মাসে ইহাঁর সহিত সঙ্গত হইয়া আদর সহকারে অরুণাদ্রির সেবা করিয়া থাকেন। অরুণাদ্রির সন্নিধানে যে ব্রাহ্মতীর্থের বিষয় কথিত হইয়াছে, ঐ ব্রাহ্মতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রত্যহ স্নান ও অরুণাচলের অর্চ্চনা করেন। সুররাজ অন্যান্য সুরগণ সহ পৌষমাসে এখানে আগমন করিয়া স্নান ও শোণশৈলেশ শঙ্করের পূজা করিয়া থাকেন। ঐ ব্রাহ্মতীর্থসমীপে শৈব নামক মহাতীর্থ। ব্রহ্মকপালসহ রুদ্র এই তীর্থে অবগাহন করেন। মাঘ মাসে স্বীয় গণসহ শম্ভু এইখানে উপস্থিত হইয়া ভূতলস্থ মানবগণের পাপক্ষয়কারক ব্রত সকল সফল করিয়া থাকেন। আগ্নেয়দিকে সৌভাগ্যদায়ক আগ্নেয়তীর্থ; পুরাকালে অগ্নি এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্বাহার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইয়াছিলেন। ৮০—১১২। ফাল্গুন মাসে এই তীর্থে অবগাহন ও শোণশৈলেশের পূজা করিয়া অঙ্গহীন মদনও অঙ্গবান্ হইয়া সমস্ত বসুধার আধিপত্য লাভ করেন। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অদ্‌ভুত বৈষ্ণব তীর্থ, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে এখানে সতত বাস করেন। রমাপতি বিষ্ণু চৈত্র মাসে এখানে আগমনপূর্ব্বক স্নান ও অরুণভূধরাধীশের অর্চ্চনা করিয়া লোকনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৌবের দিকে সৌর মহাতীর্থ; এই তীর্থে মজ্জনকারীর সর্ব্বরোগশান্তি হয়। শ্রীমান্ দিনকর বৈশাখ মাসে এখানে আসিয়া স্নান ও অরুণনাথের সেবা করিয়া থাকেন এবং বালখিল্য ও বেদ সকলের সঙ্গে মিলিত হন। ঈশ ব্রহ্মের উত্তরে পাবন আশ্বিন তীর্থ অবস্থিত; ভিষগ্‌বর অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তীর্থে স্নান করিয়া আপ্লুত হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখানে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া থাকেন। শোণশৈলের দক্ষিণে পাণ্ডবসংজ্ঞক তীর্থ বিদ্যমান। এই তীর্থ কামদ, মোক্ষদ এবং শুভদ। পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ এই তীর্থে নিমজ্জন করিয়া ক্ষিতিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত

সমং দেবৈরর্চ্চয়চ্চারুণাচলম্ ॥ ১২১ ॥ আষাঢ়ে মাসি সন্ত্যক্তা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। অভ্যর্চ্চ্য শোণশৈলেশমাগচ্ছন্নধ্বরাধ্যতাম্ ॥ ১২২ ॥ বৈশ্বদেবং মহাতীর্থং সোমসূর্য্যোত্তরাশ্রয়ম্। বিশ্বাধিপত্যমতুলং লভ্যতে তত্র মজ্জনাৎ ॥ ১২৩ ॥ পরিতো লক্ষ্যতে তীর্থং পূর্ব্বস্যাং দিশি শোভনে। অত্র লক্ষ্মীঃ পুরা স্নাত্বা লেভে পুরুষমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥ উত্তরস্যাং দিশি পুরা পুণ্যা স্কন্দনদী স্থিতা। অত্র স্নাত্বা পুরা স্কন্দঃ সম্প্রাপ্তো বিপুলং বলম্ ॥ ১২৫ ॥ পশ্চিমস্যাং দিশি খ্যাতা পরা কুম্ভনদী শুভা। অগস্ত্যঃ কুম্ভকঃ কুম্ভস্তত্র নিত্যং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২৬ ॥ গঙ্গা চ মূলভাগস্থা যমুনা গগনে স্থিতা। সোমোদ্ভবা শিরোভাগে সেবন্তে শোণপর্ব্বতম্ ॥ ১২৭ ॥ বহূন্যপি চ তীর্থানি সন্ততানি সমন্ততঃ। তেষাং ভেদান্ পুরা বেত্তুং মার্কণ্ডেয়স্ত নাশকৎ ॥ ১২৮ ॥ তপোভির্বহুভিঃ সোঽয়ং শোণাদ্রীশমতোষয়ৎ। প্রার্থয়ামাস চ বরং প্রীতাত্তস্মান্মুনীশ্বরঃ ॥ ১২৯ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ভগবন্নরুণাদ্রীশ তীর্থভেদাঃ সহস্রশঃ। প্রখ্যাতাশ্চ প্রকাশন্তে দুর্ব্বোধাস্ত্বল্পচেতসাম্ ॥ ১৩০ ॥ কথমেকত্র সান্নিধ্যং লভেরন্ ভুবি মানবাঃ। অপর্য্যাপ্তশ্চ ভবতি পৃথগেষাং নিষেবণে ॥ ১৩১ ॥ অন্তর্নিগূঢ়তেজাস্ত্বং গত্বা যঃ সকলৈঃ সুরৈঃ। আরাধ্যসে কুরু তথা শোণাদ্রিস্পর্শভীরুভিঃ ॥ ১৩২ ॥ অহঞ্চ শম্ভুমভ্যর্চ্চ্য তপসারুণপর্ব্বতম্। সর্ব্বলোকোপকারার্থং সূক্ষ্মলিঙ্গমপূজয়ম্ ॥ ১৩৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মকৃতং দিব্যং বিমানং বিবিধোৎসবম্। সঙ্কল্প্য সকলান্ ভোগান্ নিত্যানজনয়ৎ পুনঃ ॥ ১৩৪ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বিবিধান্যবাপুর্ম্মুনিপুঙ্গবাঃ। শিবকার্য্যাণি সর্ব্বাণি চক্রুর্ভক্তিসমন্বিতাঃ ॥ ১৩৫ ॥ ময়া চ শম্ভুমভ্যর্চ্চ্য কৃতাগ্ন্যাহুতিসম্ভবাঃ। সপ্ত কন্যা বরারোহাঃ পূজার্থং বিনিযোজিতাঃ ॥ ১৩৬ ॥ হতশত্রুগণৈর্ভূপৈর্লব্ধরাজ্যৈঃ পুরা নৃপৈঃ। প্রত্যেকং বিবিধৈর্ভোগৈঃ শোণশৈলাধিপোঽর্চ্চিতঃ ॥ ১৩৭ ॥ ইদমনুভববৈভবং বিচিত্রং দুরিতহরং শিবলিঙ্গমদ্রিরূপম্। অমলমনভিগম্যনামধেয়ং বরমরুণাদ্রিনায়কং ভজস্ব ॥ ১৩৮ ॥ অবনতজনরক্ষণোচিতস্য স্মরণনিরাকৃতবিশ্বকল্মষস্য।

ধাত্রী জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবগণসহ এখানে আসিয়া অরুণাচলের পূজা করিয়াছিলেন। আষাঢ় মাসে মহাবল বিশ্বেদেবগণ স্বীয় যজ্ঞীয় পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে শোণাদ্রীশকে পূজা করিবার জন্য আগমন করেন। সোমসূর্য্যের আশ্রয়স্বরূপ এই মহাতীর্থে মজ্জন করিলে অতুল বিশ্বাধিপতিত্ব লাভ হয়। ইহার সকল দিকেই তীর্থ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত তীর্থই সমধিক প্রশংসনীয়। এই পূর্ব্বদিক্‌স্থিত তীর্থে স্নান করিয়া লক্ষ্মী উত্তম পুরুষ বিষ্ণুকে লাভ করেন। পূর্ব্বকালে ইহার উত্তরদিকে এক পবিত্র স্কন্দনদী ছিল। এই স্কন্দনদীতে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয় বিপুল বলশালী হইয়াছিলেন। পশ্চিমদিকে সুশোভনা শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা কুম্ভনদী; কুম্ভযোনি অগস্ত্য এই স্থানে নিত্য অবস্থান করেন। গঙ্গা শোণশৈলের মূলদেশ, যমুনা গগনদেশ এবং সোমোদ্ভবা শিখরদেশের সেবা করেন। এই শোণশৈলের চারিদিকে বহু পবিত্র তীর্থ আছে। পূর্ব্বকালে মার্কণ্ডেয়ও উহার সংখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। মার্কণ্ডেয় বহু তপস্যা করিয়া শোণেশের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন। মার্কণ্ডেয় বলেন,—হে অরুণাদ্রীশ! সহস্র সহস্র তীর্থভেদ দৃষ্ট হয়। অল্পচিত্ত লোকদিগের পক্ষে ঐ সকল বিখ্যাত তীর্থ দুর্ব্বোধ্য। ভগবন্! মানবগণ বসুধাতলে কিরূপে ঐ সকল তীর্থের একত্র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে? ভূতলস্থ তীর্থসকলের পৃথক্ পৃথক্ সেবা করা বড়ই দুষ্কর; অতএব শোণাদ্রিস্পর্শভীরু সুরগণ আপনার অন্তর্নিগূঢ়তেজ অবধারণ করিয়া যেরূপে আপনার আরাধনা করিতে পারেন, তাহার প্রতিবিধান করুন। আমি তপস্যা দ্বারা অরুণগিরিরূপী শঙ্করের আরাধনা ও লোকহিতকামনায় তদীয় সূক্ষ্মলিঙ্গের পূজা করিয়া বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত দিব্য বিমান, বিবিধ উৎসব, কামনা এবং নিখিল ভোগ্যবস্তু নিত্য জন্য করিয়াছি। মুনিপুঙ্গবগণ ভক্তিভরে শিবকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি শম্ভুর পূজা করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে ঐ আহুতি হইতে সপ্ত কন্যা সমুদ্ভূত হয়। আমি ঐ বরারোহা কন্যাগণকে শম্ভুর পূজার জন্য বিনিযোজিত করিয়াছি। পূর্ব্বকালে হতশত্রু নৃপতিগণ পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়া সকলেই বিবিধ ভোগোপহার দ্বারা শোণশৈলেশের পূজা করিয়াছেন। "অনমুভব-বিভূতি বিচিত্র দুরিতহর অমল অনভিগম্য অরুণাদ্রিনামক নায়ক অদ্রিরূপ শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ ভজনা কর। যিনি অবনত জনগণের রক্ষণে তৎপর, যাঁহার স্মরণমাত্রে নিখিল দুরিত

ভজনমমিতপুণ্যরাশিযোগাদরুণগিরেঃ কৃতিনঃ পরং লভন্ত ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলস্থবিবিধতীর্থমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ। কথমগ্নিময়ং লিঙ্গমভিগম্যমভূদ্ভুবি। প্রাণিনামপি সর্ব্বেষামুপশান্তিং কথং গতঃ ॥ ১ ॥ তীর্থনামুদ্ভবঃ পুণ্যাৎ কথঞ্চারুণপর্ব্বতাৎ। উপসংহৃতসর্ব্বাঙ্গঃ কথং বা বদ মেঽচলঃ ॥ ২ ॥ গৌতম উবাচ। কৃতে ত্বগ্নিময়ঃ শৈলস্ত্রেতায়াং মণিপর্ব্বতঃ। দ্বাপরে হাটকগিরিঃ কলৌ মরকতাচলঃ ॥ ৩ ॥ বহুযোজনপর্য্যন্তং কৃতে বহ্নিময়ে স্থিতে। বহিঃপ্রদক্ষিণং চক্রুঃ প্রশাম্যন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥ শনৈঃ শান্তোঽরুণাদ্রীশঃ শ্রীমানভ্যর্থিতঃ সুরৈঃ। লোকগুপ্ত্যর্থমত্যর্থমুপশান্তোঽরুণাচলঃ ॥ ৫ ॥ অথ গৌরী মুনিং প্রাহ কথং শান্তোঽরুণাচলঃ। কথং বা প্রার্থয়ামাসুর্দেবেশং ত্রিদশা ইমম্ ॥ ৬ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা গৌতমস্তভ্যভাষত। প্রশস্য ভক্তিমতুলাং তস্যাস্তত্ত্বার্থবেদিনীম্ ॥ ৭ ॥ গৌতম উবাচ। অগ্নিরূপং পুরা শৈলমাসাদয়িতুমক্ষমাঃ। পুরা সুরাঃ স্তুতিং চক্রুরভ্যর্চ্চ্য ক্রতুসম্ভবৈঃ ॥ ৮ ॥ ভগবন্নরুণাদ্রীশ সর্ব্বলোকহিতাবহ। অগ্নিরূপোঽপি সংশান্তঃ প্রকাশস্ব মহীতলে ॥ ৯ ॥ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। ইতি ত্বাং সকলা বেদাঃ স্তুবন্তি শিববিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ নমস্তাম্রায়ারুণায় শিবায় পরমাত্মনে। বেদবেদ্যস্বরূপায় সোমায় সুখরূপিণে ॥ ১১ ॥ ত্বদ্রূপমখিলং দেব জগদেতচ্চরাচরম্। বিধানমিব তে রূপং দেবানামিদমীক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥ বর্ষতাঞ্চ পয়োদানাং নির্ঝরাণাঞ্চ ভূয়সাম্। সলিলোপায়সংহারো যুক্তস্তে যুগসংক্ষয়ে ॥ ১২ ॥ অগ্নেরাপঃ সমুদ্ভূতাস্তত্তো হি পরমাত্মনঃ। বিশ্বসৃষ্টিং বিতন্বন্তি বিচিত্রগুণবৈভবাৎ ॥ ১৪ ॥ শীতো ভব মহাদেব শোণাচল কৃপানিধে। সর্ব্বেষামপি জীবানামভি-

---

নিবারিত হয়, যাঁহার ভজনা করিলে অতুলীয় পুণ্যরাশির সংযোগ হয়, সেই কৃতী অরুণগিরির আশ্রয় লাভ করে। ১১৩—১৩৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—ভূতলে প্রাণিগণ কিরূপে অগ্নিময় লিঙ্গলাভ করিল? কিরূপে শান্তি প্রাপ্ত হইল? পুণ্য অরুণপর্ব্বত হইতে তীর্থসমূহের কিরূপে উৎপত্তি হইল? এবং এই অচল কিরূপেই বা সর্ব্বাঙ্গ উপসংহৃত করিলেন? হে মুনে! এই সকল আমাকে বলুন। মহর্ষি গৌতম উত্তর করিলেন,—পর্ব্বত সকল সত্যযুগে অগ্নিময়, ত্রেতায় মণিময়, দ্বাপরে হাটকময় এবং কলিকালে মরকত ময় হয়। সত্যযুগে অগ্নিময় গিরি বহুযোজন অঙ্গবিস্তার করিয়া অবস্থিত হইলে মহর্ষিগণ উহার বহির্দ্দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া শম প্রাপ্ত হন। অনন্তর সুরগণ লোকহিতের নিমিত্ত অগ্নিময় অরুণাদ্রিপতির নিকট তদীয় শান্তি ভাব কামনা করেন। তখন সুরগণের বারবার অভ্যর্থ প্রার্থনায় অরুণাদ্রীশ শান্তভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর গৌরী মুনিকে আবার প্রশ্ন করিলেন;—সুরেশগণ কেন তাঁহাকে শান্তভাব ধারণের প্রার্থনা করেন? এবং কিরূপেই বা অরুণগিরি শান্তভাব প্রাপ্ত হন? তত্ত্বার্থভাবিণী দেবীর অতুল ভক্তি দর্শন করিয়া তদীয় প্রশ্নে মহর্ষি গৌতম প্রত্যুত্তর করিলেন। গৌতম বলিলেন,—পুরাকালে সুরগণ অগ্নিময় অরুণগিরিতে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া বিবিধ যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করেন। হে ভগবন্ অরুণাদ্রীশ! আপনি নিখিললোকের হিতসাধন করেন, অতএব আপনার অগ্নিরূপ উপশমিত করিয়া শান্তভাব ধারণ করত মহীতলে প্রকাশিত হউন। ১—৯। হে প্রভো! আপনার এই অগ্নিবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সুমঙ্গল তাম্রবর্ণ ধারণ করুন। হে ঈশ! আপনার আশ্রিত দেবগণ ভবদীয় শিবশরীরের আরাধনা করিতেছেন;—তাম্রারুণরূপ পরমাত্মা শিবকে নমস্কার। বেদবেদ্যস্বরূপ সুখরূপী সোমকে নমস্কার। হে দেব! অখিল চরাচর জগৎই আপনার রূপ, আপনার রূপই দেবগণের নিধানস্বরূপ বলিয়া লক্ষিত হয়। বর্ষণশীল মেঘও নিখিল নির্ঝর,—যুগক্ষয়ে ইহাদের যে সলিলবৃদ্ধি বা উপসংহৃতি হইয়া থাকে ঐ সকলই আপনাতে যুক্ত রহিয়াছে। পরমাত্মরূপী আপনা হইতেই প্রথমে অগ্নি এবং সেই অনল হইতে জল সমুদ্ভূত হইয়া বিচিত্র গুণ-বিভূতিসমন্বিত হইয়া বিশ্বসৃষ্টি বিস্তার করিয়া

গম্যো ভব প্রভো॥ ১৫॥ ইতি স্তুতঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্নানবৈর্ভক্তবৎসলঃ। সদ্যঃ শীতলতাং গচ্ছন্নভিগম্যোঽভবৎ প্রভুঃ॥ ১৬॥ প্রাবর্ত্তন্ত পুনর্নদ্যো নির্ঝরাশ্চ বহূদকাঃ। বর্ষতামপি মেঘানাং ন জগ্রাহ জলং বহ্নিঃ॥ ১৭॥ তথাপি তরুণার্কোদ্যৎকালাগ্নিশতকোটিভিঃ। সমানদীপ্তিরভজজ্জীবানামভিগম্যতাম্॥ ১৮॥ বিসৃজ্য বিশ্বসলিলং নদীশ্চ রসবিক্ষরৈঃ। সম্পূর্য্যঃ সকলৈর্দেবঃ সর্ব্বদা সম্প্রকাশতে॥ ১৯॥ তীর্থানি তানি তান্যাসন পরিতঃ প্রার্থনাবশাৎ। দিক্পালানাং সুরাণাঞ্চ মহর্ষীণাং মহাত্মনাম্॥ ২০॥ ব্রহ্মোবাচ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গৌরী কুতুকসংযুতা। তীর্থানামুদ্ভবং সর্ব্বং শ্রোতুং সমুপচক্রমে॥ ২১॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কানি তীর্থানি জাতানি শোণাদ্রের্লোকগুপ্তয়ে। ভগবন্ ব্রূহি সকলং তীর্থানামুদ্ভবং মম॥ ২২॥ ইতি তস্যা বচঃ শৃণ্বন গিরিশাৎ সংশ্রুতং পুরা। তীর্থানামুদ্ভবং সর্ব্বং ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে॥ ২৩॥ গৌতম উবাচ। ঐন্দ্রং নাম মহাতীর্থমিন্দ্রভাগে সমুত্থিতম্। তত্র স্নাত্বা পুরা শক্রো ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহয়ৎ॥ ২৪॥ ব্রহ্মতীর্থং পুনর্দিব্যং বহ্নিকোণে সমুত্থিতম্। পরস্ত্রীসঙ্গমাৎ পাপং বহ্নিঃ স্নাত্বাত্র চাত্যজৎ॥ ২৫॥ যাম্যং নাম মহাতীর্থং যমভাগে বিজৃম্ভতে। অত্র স্নাত্বা যমোঽহত্যাক্ষীদ্ভয়ং ব্রহ্মাস্ত্রসম্ভবম্॥ ২৬॥ নৈঋর্তং তু মহাতীর্থং নৈঋর্ত্যাং দিশি শোভতে। ভূতবেতালবিজয়ং তত্র স্নাত্বর্ষয়ো গতাঃ॥ ২৭॥ পশ্চিমে বারুণং তীর্থং দিগ্ভাগে চ প্রকাশতে। শল্যকোষং পুরা লেভে স্নাত্বাত্র বরুণো নিজম্॥ ২৮॥ বায়ব্যে বায়বীয়ঞ্চ তীর্থমত্র প্রকাশতে। তত্র স্নাত্বা যযৌ বায়ুর্জগৎপ্রাণত্ববৈভবম্॥ ২৯॥ উত্তরে চাত্র দিগ্ভাগে সোমতীর্থমিতি স্মৃতম্। তত্র স্নাত্বা পুরা সোমো যক্ষ্মরোগাদমুক্যত॥ ৩০॥ ঐশানে চাত্র দিগ্ভাগে বিষ্ণুতীর্থমিতি স্মৃতম্। তত্র স্নাত্বা পুরা বিষ্ণুঃ শ্রিয়া চ সহ সঙ্গতঃ॥ ৩১॥ মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা দেবি প্রার্থয়ামাস শঙ্করম্। সদাশিব মহাদেব দেবদেব জগৎপতে॥ ৩২॥ বহুনামিহ তীর্থানামেকত্র স্যাৎ সমাগমঃ। কেনোপায়েন ভগবন কৃপয়া বদ

থাকেন। হে কৃপানিধে মহাদেব! আপনি শীতল হউন, হে প্রভো শোণাচল! আপনি জীবনিবহের অভিগম্য হউন! ভক্তবৎসল প্রভু শিব প্রণত সুরগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া সদ্যঃ শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন তিনি লোকগণের অভিগম্য হইলেন। অনন্তর বর্ষণশীল মেঘ হইতে নিপতিত জল আর অগ্নি শোষণ করিলেন না। সদাশিব এইরূপে শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াও উদীয়মান শত শত কোটি তরুণার্ক ও কালাগ্নির সমান কিরণ ধারণ করিয়া প্রাণিগণের অভিগম্যতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেব শঙ্কর বিশ্বের সলিল ও নদী সকল সৃজন করিয়া রসক্ষরণ দ্বারা পরিপূরিত করিয়া সতত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। সুর, দিক্পাল ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় সেই সকল সলিলই পূর্ব্বোক্ত তীর্থরূপে পরিণত হইয়া অরুণগিরির চারিদিকে বিরাজিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—গৌতমের বাক্যশ্রবণে কৌতুকান্বিতা দেবী গৌরী তীর্থসমূহের উদ্ভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—ভগবন্! লোকরক্ষার জন্য শোণাদ্রির দেহ হইতে কি কি তীর্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই সকল তীর্থের উৎপত্তি-কথা কীর্ত্তন করুন। পুরাকালে গৌতম দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তীর্থসমূহের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করিতে উপক্রম করেন। ১০—২৩। গৌতম বলিলেন,—ইন্দ্রভাগে ঐন্দ্রনামক মহাতীর্থ সমুত্থিত; পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর অগ্নিকোণে দিব্য ব্রাহ্মতীর্থ; এখানে স্নান করিয়া বহ্নি পরস্ত্রীসঙ্গমজনিত পাপ ত্যাগ করেন। যমভাগে যাম্যনামক মহাতীর্থ, যম এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রসমুদ্ভব ভয় হইতে পরিত্রাণ পান। নৈঋর্তদিকে নৈঋর্ত মহাতীর্থ শোভিত, ঋষিগণ এই নৈঋর্ত তীর্থে স্নান করিয়া ভূত বেতালাদি জয় করিয়াছেন। পশ্চিমদিগ্ভাগে বারুণতীর্থ, পুরাকালে বরুণ এখানে স্নান করিয়া স্বকীয় শৈল্যকোষ লাভ করেন। বায়ব্যদিকে বায়বীয় তীর্থ সম্যক্প্রকারে প্রকাশমান, এখানে স্নান করিয়া বায়ু জগৎপ্রাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উত্তরদিগ্ভাগে সোমতীর্থ, পূর্ব্বকালে সোম এই তীর্থে স্নান করিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হন। ঈশানদিগ্ভাগে বিষ্ণুতীর্থ কথিত হয়, এখানে স্নান করিয়া বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। হে দেবি! পুরাকালে মার্কণ্ডেয় শঙ্করকে প্রার্থনা করেন;—হে সদাশিব দেবদেব জগৎপতে মহাদেব ভগবন্ শঙ্কর! কি উপায়ে এখানে বহুতীর্থের সমাবেশ

শঙ্কর ॥ ৩৩ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবদেব উমাপতিঃ। উপায়ং দর্শয়ামাস মুনয়ে প্রীতমানসঃ ॥ ৩৪ ॥ মহেশ্বর উবাচ। সদোপহারবেলায়াং সর্ব্বতীর্থসমুচ্চয়ঃ। সন্নিধিং মম সম্প্রাপ্তঃ সেবতে গূঢ়রূপতঃ ॥ ৩৫ ॥ নাস্ত্যদন্বেষণীয়ং তে তীর্থমত্র মহামুনে। মমোপহারবেলায়াং দৃশ্যতে তীর্থসঞ্চয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাদ্ভক্তিযুতৈর্নিত্যং সর্ব্বতীর্থসমাগমঃ। মুনিভিশ্চ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্বেদান্তে বিলোক্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতি দেবি পুরা দেবো মার্কণ্ডেয়ায় শঙ্করঃ। উপাদিশদমেয়াত্মা তীর্থসন্দর্শনক্রমম্ ॥ ৩৮ ॥ গৌতম উবাচ। সর্ব্বাণ্যপি চ পুণ্যানি তীর্থানি শিবসন্নিধৌ। সদোপহারবেলায়াং দৃশ্যানি কিল মানবৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্রতং তীর্থং তপো বেদা যজ্ঞাশ্চ নিয়মাদয়ঃ। যোগাশ্চ শোণশৈলেশদর্শনাদ্দৃষ্টসঞ্চরাঃ ॥ ৪০ ॥ নিশম্য বাক্যং মুনিপুঙ্গবস্য প্রসেদুষী পর্ব্বতরাজপুত্রী। অবোচদত্যদ্ভুতমেতদত্র ত্বয়োপদিষ্টং ভুবি তীর্থজালম্ ॥ ৪১ ॥ অহং কৃতার্থা তপতাং বরিষ্ঠ ত্বৎসঙ্গমাৎ সম্প্রতি তীর্থজালম্। প্রাপ্তা নমস্তেহস্তু তপোবিশেষং শিবোহপি মেহত্রাদিশদেব কর্ত্তুম্ ॥ ৪২ ॥ কথং গিরীশঃ পুনরত্র দেবঃ স্ফুরন্মহাবহ্নিবপুর্দ্ধরোহপি। প্রশান্তরূপঃ পরমেশ্বরোহয়মভ্যর্চনীয়ো ভুবি মর্ত্ত্যবর্গৈঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলস্থবিবিধতীর্থবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

গৌতম উবাচ। শৃণু দেবি পুরাবৃত্তং কৈলাসে মেরুধন্বিনা। আদিষ্টস্তীর্থযাত্রার্থমহং লিঙ্গানি বীক্ষিতুম্ ॥ ১ ॥ রুদ্রক্ষেত্রে চ কেদারে তথা বদরিকাশ্রমে। কাশ্যাং পুণ্যেষু দেশেষু তথা শ্রীপর্ব্বতে শিবে ॥ ২ ॥ কাঞ্চীমুখ্যাসু পুণ্যাসু পুরীষপ্যগমং তদা। ঋষিভির্বিবুধৈঃ সার্দ্ধং গণৈর্যোগিভিরুত্তমৈঃ ॥ ৩ ॥ স্থাপিতানি চ লিঙ্গানি স্বয়ম্ভূনি চ দৃষ্টবান্। তত্রতত্র মহাভাগে তীর্থানি শিবসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥ সেবমানঃ সশিষ্যোহহং পর্য্যটন পৃথিবীমিমাম্। এবং তীর্থানি সর্ব্বাণি গাহমানো ব্রতান্বিতঃ ॥ ৫ ॥ তপাংসি

হইতে পারে? মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শুনিয়া প্রীতমনাঃ দেবদেব উমাপতি তাঁহাকে তীর্থসমাবেশের উপায় প্রদর্শন করেন। মহেশ্বর বলেন,—আমার পূজার সময় তীর্থসমূহ গূঢ়রূপে আমার সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া সতত আমাকে সেবা করিয়া থাকে। হে মহামুনে! আপনার আর অন্বেষণীয় কিছু নাই, আপনি আমার পূজাসময়ে মৎসন্নিধানে ভক্তি সহকারে নিখিল তীর্থের সমাগম সতত সন্দর্শন করিবেন। ঐ সকল তীর্থসমাগম অন্যান্য সুরমুনিগণের বেদ্য নহে, আপনি উহা দর্শন করুন। হে দেবি! পুরাকালে অমেয়াত্মা শঙ্কর মার্কণ্ডেয়কে এইরূপে তীর্থদর্শনক্রম উপদেশ করিয়াছিলেন। গৌতম বলিলেন,—হে দেবি! মানবগণ শিবের পূজাসময়ে তৎসন্নিধানে নিখিল পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া থাকে। ব্রত, তীর্থ, তপস্যা, বেদ, যজ্ঞ, নিয়মাদি এবং যোগনিবহ শোণশৈলেশের দর্শনমাত্রে মানবের নয়নসমীপে সঞ্চার করে। অনন্তর মুনিপুঙ্গবের বাক্য শ্রবণে পর্ব্বতরাজপুত্রী প্রসন্না হইয়া বলিলেন,—হে মুনে! তীর্থসমূহ বিষয়ে আপনি আমাকে অদ্ভুত উপদেশ প্রদান করিলেন। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! আপনার সংসর্গ লাভে এবং তদনন্তর সম্প্রতি আপনার মুখে তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য শ্রবণে আমি কৃতার্থ হইলাম। হে মুনে! শিব আমাকে এইরূপ করিতেই আদেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাকে নমস্কার। হে মুনে! প্রদীপ্ত মহানলময়শরীর দেব গিরীশ পরমেশ্বর কিরূপে প্রশান্তরূপ ধারণপূর্ব্বক লোকে মানবগণের পূজ্য হইয়াছিলেন, পুনরায় এ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ২৪--৪৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়।

গৌতম বলিলেন,—হে দেবি! পুরাবৃত্ত শ্রবণ করুন;—মেরুধন্বা শঙ্কর কর্ত্তৃক তীর্থযাত্রার্থ ও লিঙ্গদর্শন জন্য আদিষ্ট হইয়া আমি রুদ্রক্ষেত্র কৈলাস, কেদার, বদরিকাশ্রম, পুণ্যদেশ কাশী, শ্রীপর্ব্বত এবং কাঞ্চীপ্রমুখ পুণ্য পুরীতে গমন করিয়াছিলাম। ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া ঋষি, দেব, গণদেবতা এবং শ্রেষ্ঠ যোগিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এবং বহু স্বয়ম্ভূলিঙ্গ সন্দর্শন করি। হে মহাভাগে! আমি শিষ্যগণ সহ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া শিবসন্নিহিত সেই সকল স্থানস্থিত সমস্ত তীর্থের সেবা করি। হে দেবি!

যজ্ঞকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ভূমিং সমাচরম্। শিবস্মরণ-সংযুক্তঃ শিবলিঙ্গানি সন্নমন ॥ ৬॥ সর্ব্বাণি ভুবি পুণ্যানি দেশমেতমুপাশ্রয়ম্। অত্র দেব মহাদেব-মবিকেশং ত্রিয়ম্বকম্ ॥ ৭॥ অরুণাদ্রিরিতি খ্যাতং পর্ব্বতং লিঙ্গমৈক্ষিনি। অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মুন-য়শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৮॥ কন্দমূলফলাহারা দৃষ্টাঃ শোণাদ্রিসেবকাঃ। অস্তোষমাদিমং লিঙ্গমরুণাদ্রি-ময়ং মহৎ ॥ ৯॥ আদোন ব্রহ্মণা পূর্ব্বমর্চ্চিতং দিব্যচক্ষুষা। অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ১০॥ ইতি দেবাঃ স্তবন্তি ত্বামরুণাদীশ সন্ততম্। নমস্তাম্রায় চারুণায় শিবায় পরমাত্মনে ॥ ১১॥ সর্ব্ববেদস্বরূপায় নিত্যায়ামৃতমূর্ত্তয়ে। কালায় করুণার্দ্রায় দৃষ্টিপেয়ামৃতাব্ধয়ে ॥ ১২॥ ভক্তবাৎসল্য-পূর্ণায় পুণ্যায় পুরভেদিনে। দর্শনং তব দেবেশ সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ১৩॥ ভুবি লব্ধবতাং ভূয়ো নান্যৎকার্য্যং তপঃ ক্বচিৎ। ভবতা কর্ম্মভূরেবা বর্ত্ততেঽদ্য নিরোধিতা ॥ ১৪॥ প্রার্থয়ন্তে স্বয়ং বাসান্ দেবাশ্চাত্র ত্বদাশ্রয়ে। কালসংগ্রহসঞ্জাতং ফলং লব্ধং ময়াধুনা ॥ ১৫॥ অন্যৎ কৃতং তপঃ সর্ব্বং ত্বদ্দর্শনফলং মম। ঈদৃশং তব দেবেশ রূপমত্যদ্ভুতোদয়ম্ ॥ ১৬॥ একমাদ্রিময়ং লিঙ্গং ন কচিদ্দৃষ্ট-বান্ ভুবি। সূর্য্যেন্দ্বগ্নিসুসংযুক্তকোণত্রয়মনোহরম্ ॥ ১৭॥ ত্রিমূর্ত্তিরূপ দেবেশ দৃশ্যতে তে বপুর্ম্মহৎ। শক্তিত্রয়স্বরূপেণ কালত্রয়বিধানকম্ ॥ ১৮॥ ত্রিবে-দাঙ্গং ত্রিকোণাঙ্গং লিঙ্গং তে দৃষ্টমদ্ভুতম্। ত্রৈলোক্য-রক্ষণার্থায় বিততং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১৯॥ দৃশ্যতে বসুধাভাগে শোণাদ্রিরিতি বিশ্রুতঃ। অজ্ঞানতাং চ মর্ত্ত্যানাং সমালোকনমাত্রতঃ ॥ ২০॥ বিতরত্য-খিলান ভোগানব্যাজকরুণানিধিঃ। অর্চ্চয়া রহিতং লিঙ্গমন্যং শূন্যমদাহৃতম্ ॥ ২১॥ ইদং তু পূজিতং দেবৈঃ সদা সর্ব্ববরপ্রদম্। প্রসীদ করুণাপূর্ণ শোণাচল মহেশ্বর ॥ ২২॥ ত্রায়স্ব ভবভীতং মাং প্রপন্নং ভক্তবৎসল। দ্রষ্টব্যং দ্রষ্টুমেতত্তে রূপমত্যদ্ভুতং মহৎ ॥ ২৩॥ কৃতার্থয় কৃপাসিন্ধো শরণ্য শরণাগতম্। ইতি সংস্তূয়মানো মে দেবঃ শোণাচলেশ্বরঃ ॥ ২৪॥

ব্রতধারণপূর্ব্বক এইরূপে সমস্ত তীর্থে অবগাহন, তপস্যা ও যজ্ঞকর্ম্ম করত বসুধা বিচরণ করিতে করিতে শিবস্মরণসংযুক্ত হইয়া সতত শিবকে প্রণাম করত ভূলোকস্থিত সমস্ত পুণ্যদেশ সন্দর্শন করি। অনন্তর এই স্থানে আসিয়া বিখ্যাত অরুণাদ্রিরূপী লিঙ্গবিগ্রহ মহাদেব দেব অম্বিকাপতি ত্র্যম্বককে সন্দর্শন করি। এখানে সিদ্ধগণ ও দৃঢ়ব্রত মহাত্মা মুনি-গণ কন্দমূলফলাশী হইয়া সতত শম্ভুর সেবা করেন। আমি এই অরুণাদ্রিময় আদিম মহালিঙ্গের স্তব করি।—পূর্ব্বকালে প্রথমে দিব্যচক্ষু ব্রহ্মা আপনার পূজা করেন। আপনি পূর্ব্বে অগ্নিময়রূপে অবস্থিত ছিলেন, সুরগণের স্তবে প্রীত হইয়া পরে আবার তাম্রারুণময় সুমঙ্গল শরীর ধারণ করেন। তখন দেবগণ এইরূপে সতত আপনার সম্যক্ স্তব করিয়াছিলেন।—তাম্র, অরুণ, পরমাত্মা শিবকে নম-স্কার; সর্ব্ববেদস্বরূপ, নিত্যামৃতমূর্ত্তি কাল করুণার্দ্র-হৃদয়, দৃষ্টিমাত্রে সমুদ্রপায়ী, ভক্তবাৎসল্যপূর্ণ, পুণ্য, পুরভেত্তা শিবকে নমস্কার। হে দেবেশ! আপনার দর্শনেই সকল ধর্ম্মফলপ্রাপ্তি হয়; পৃথিবীতে যাঁহারা আপনার কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর তপস্যাদি কোনই কার্য্যই নাই; আপনি আজ কর্ম্মভূমি নিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; অধিক কি, দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়াও এখানে আপনার আশ্রয়ে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আমি কালসংগ্রহজাত সমস্ত ফলই লাভ করিয়াছি, আপনার দর্শনে আমার অন্যান্য তপস্যার ফল সফল হইল। হে দেবেশ! আপনার ঈদৃশ অত্যদ্ভুতোদয় রূপ একমাত্র অরুণাদ্রিময় লিঙ্গ ভিন্ন ভূতলে আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। হে ত্রিমূর্ত্তিরূপ দেবেশ! সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিসংযুক্ত ত্রিকোণান্বিত এবং মনোহর মহাশরীর-রূপ ত্বদীয় লিঙ্গ অদ্য দর্শন করিলাম। হে ঈশ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিধায়ক, শক্তিত্রয়স্বরূপ, বেদত্রয়বেদ্য এবং ত্রিকোণাকার তোমার এই যে অদ্ভুত লিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে, স্বীয়রূপে অবস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য রক্ষণের জন্য ইহা তুমি স্বয়ংই বিস্তার করিয়াছ।১—১৯। বসুধাতলে এই যে আপনার বিশ্রুত করুণানিধি শোণাচলরূপ শরীর পরিদৃশ্যমান হইতেছে, অজ্ঞান মানবদিগকে দর্শনদানমাত্রে অখিলভোগ বিতরণ জন্য ইহা আপনারই এক ছলবিশেষ। লিঙ্গের অর্চ্চনহীন অন্য যে কিছু কার্য্য সবই নিষ্ফল। নিরন্তর দেবগণ সর্ব্ববরপ্রদ এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। হে ভক্তবৎসল, করুণাপূর্ণ, মহেশ্বর শোণাচল! ভবভীত শরণ্য আমাকে ত্রাণ করুন। আপনার মহা অদ্ভুতরূপ দৃষ্ট এবং দ্রষ্টব্য; হে কৃপাসিন্ধো, শরণ্য! শরণাগত আমাকে কৃতার্থ করুন। আমি

অদর্শয়ৎ পরং রূপং দিব্যমেহীত্যুবাচ মাম্। প্রীতো-হস্মি ভবতঃ স্তোত্রৈর্ভক্ত্যা চ পরয়া ভৃশম্ ॥ ২৫ ॥ অত্রৈব ভবতো বাসো নিত্যমস্তু মমান্তিকে। সম্পূজয় চ মাং নিত্যং ভুবি ভোগৈঃ সনাতনৈঃ ॥ ২৬ ॥ তপসা তপ সর্ব্বেষাং মহত্ত্বমিহ দর্শয়। পূর্ব্বং কৈলাস-শিখরে বসন্তং ত্বাং তপোহন্বিতম্ ॥ ২৭ ॥ আদিশং পৃথিবীভাগে শোণাদ্রৌ পূজয়েতি মাম্। সপ্তর্ষি-পূজিতা পূজা দিবি মে সম্প্রকাশতে ॥ ২৮ ॥ তথা নিত্যার্চ্চনাযুক্তঃ প্রকাশয় ধরাতলে। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং হিতায় ত্বং তপোহধিকঃ ॥ ২৯ ॥ ভুবি মাং পূজয়ার্চ্চাভিরাগমোক্তাভিরাদরাৎ। দিব্যা মম মহাপূজা দৃশ্যা হি দিবি দৈবতৈঃ ॥ ৩০ ॥ প্রকাশনীয়া ভবতা পার্থিবী বসুধাতলে। মাহাত্ম্যং পূর্ব্বমেবোক্তং যথাহমরুণাচলঃ ॥ ৩১ ॥ স্থিতো বসুন্ধরাভাগে ময়া প্রীতং তু তে ভৃশম্। যে বা সম্পূজয়ন্তি স্ম পূর্ব্বং মাং সুকৃতাধিকাঃ ॥ ৩২ ॥ তেভ্যস্ত্বমধিকো ভূমৌ প্রকাশস্ব শিবার্চ্চনম্। ইত্যাদিষ্টো হি দেবেশং প্রণম্য ভবভক্তিমান ॥ ৩৩ ॥ অথপৃচ্ছং দয়াপূর্ণমরুণাদ্রীশমানমন্। অনাসাদ্যমিদং রূপমগ্নিরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥ কথমদ্যার্চ্চয়াম্যেনং মর্ত্ত্যালোকো-চিতার্চ্চনৈঃ। আদেশমিমমব্যর্থং কথং বা কল্পয়াম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥ উপায়মাদিশ শ্রীমন্নভিগম্যো যথা ভবান্। ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ শ্রীমানশোণাচলেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ অনুগ্রহীদশেষাত্মা প্রণতং মাং দয়ানিধিঃ। অহং তু সূক্ষ্মলিঙ্গানি প্রকাশিষ্যে মহীতলে ॥ ৩৭ ॥ আগ-মোক্তক্রিয়াভেদৈঃ পূজাং মে প্রতিপাদয়। পঞ্চাবরণ-সংযুক্তং লিঙ্গং মে সূক্ষ্মমদ্ভুতম্ ॥ ৩৮ ॥ অরুণাদ্রী-শ্বরাভিখ্যং সম্পূজয় তপোবলৈঃ। ইত্যাদিশ্য মহাদেবঃ স্বয়ম্ভু বিমলং মহৎ ॥ ৩৯ ॥ রূপং মে দর্শয়ামাস সূক্ষ্মলিঙ্গাত্মনা শিবঃ। আলোক্য বিমলং লিঙ্গং সূক্ষ্মং তৎস্বয়মচ্ছিতম্ ॥ ৪০ ॥ অশেষাবরণো-পেতং কৃতার্থহৃদয়োহভবম্। পুনর্ব্বিজ্ঞাপয়ং দেবং শম্ভুমাশ্রিতবৎসলম্ ॥ ৪১ ॥ আগমোক্তপ্রকারাণাম-নিরীক্ষ্যত্বমাগতম্। কথং তু তব রূপাণাং নাম-ভেদান্ বিযোজিতান ॥ ৪২ ॥ জানীয়াং করুণামূর্ত্তে স্বয়মীশ্বর মৎপ্রভো। পূজকাস্তব কে বা স্যুর্মন্দিরং

দেব শোণাচলকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি আমাকে তদীয় দিব্যরূপ প্রদর্শন করাইলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি তোমার স্তোত্র এবং নিরতিশয় ভক্তি দ্বারা পরম প্রীত হই-য়াছি, তুমি আমার সমীপে আগমন কর ও এখানেই তুমি নিত্য বাস করিয়া সনাতন যোগদ্বারা বসুধাতলে আমাকে নিত্যপূজা কর। তুমি তপস্যা দ্বারা তোমার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করাও। হে তপোনিধে! তুমি যখন তপস্যান্বিত হইয়া কৈলাসশিখরে বাস করিতে, তখনও আমি তোমাকে এই ভূতলস্থিত শোণশৈলে আমার পূজা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম। সপ্তর্ষিগণ আমাকে যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গেও বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে; তুমিও আমাকে সেইরূপে পূজা করিয়া ধরাতলে বিশ্রুত হও। তুমি নিখিল প্রাণীর হিতের জন্য এইরূপ করিয়া তপস্যা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কর। তুমি বসুধাতলে আগমোক্ত বিধি দ্বারা আমার এরূপভাবে পূজা করিবে, যেন স্বর্গস্থিত দেবগণও ঐ দিব্য মহাপূজা আদরপূর্ব্বক দর্শন করেন তুমি পৃথিবীতেও ঐরূপে পার্থিবী পূজার প্রচার কর। যেরূপে বসুন্ধরায় অদ্রিরূপে অবস্থান করি, আমার সেই অরুণাচলরূপের মাহাত্ম্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি সুকৃতিবশতঃ পূর্ব্বে যে সকল মানব আমার পূজা করিয়াছে, তুমি ভূতলে শিবার্চ্চন করিয়া সেই সকল মানব হইতে শ্রেষ্ঠ হও। শঙ্কর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুনরায় সেই দেবেশের প্রতি ভক্তিবশতঃ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—শ্রীমন্! আমি কিরূপে আপনার এই আদেশ প্রতিপালন করিব এবং কি উপায়েই বা আপনার দর্শন লাভ করিব, তাহার উপায় বিধান করুন। শ্রীমান্ দেব শোণেশ্বরসন্নিধানে এইরূপ প্রার্থনা করিলে অমে-য়াত্মা দয়ানিধি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রণত আমার প্রতি আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি বসুধাতলে আমার সূক্ষ্ম লিঙ্গ প্রকাশ করিব, তুমি আগমোক্ত বিধান দ্বারা আমার ঐ সকল লিঙ্গের পূজা করিবে। তুমি তপোবল দ্বারা আমার ঐ অরুণাদ্রীশ নামক পাঞ্চাবরণে সংযুক্ত অদ্ভুত সূক্ষ্ম লিঙ্গের পূজা কর। সূক্ষ্ম লিঙ্গাত্মা মহাদেব আমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বিমল শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভু-লিঙ্গরূপ আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আমিও অশেষাবরণযুক্ত ঐ স্বয়ম্ভু বিমল সূক্ষ্ম লিঙ্গ অবলোকন করিয়া কৃতার্থহৃদয় হইলাম। অনন্তর আবারও আমি আশ্রিতবৎসল শম্ভুকে নিবেদন করি-লাম।২০-৪১। হে করুণামূর্ত্তে! আপনি স্বয়ং ঈশ্বর ও আমার প্রভু, হে দেব! আগমোক্ত প্রকার অনেক; আমি ঐ সকল সম্যক বিদিত নহি। আমি কেমন

বাত্র কীদৃশম্॥ ৪৩॥ কথং স্তোত্রং কথং পূজা কে বাত্র পরিচারকাঃ। স্থানরক্ষা কথং বা স্যাৎ কে বাত্মপরিক্ষকাঃ॥ ৪৪॥ কথং বা মানুষী পূজা নিত্যা সম্বর্দ্ধতে তব। আগতা বহবো দেবাঃ শ্রদ্ধেয়ং মনুজৈঃ কথম্॥ ৪৫॥ প্রসীদ পরমেশান স্বয়মাজ্ঞাপয়াখিলম্। এবং বিজ্ঞাপিতো দেবঃ শোণাদ্রীশঃ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ৪৬॥ আজ্ঞাপয়ত্তদা দেবো বিশ্বকর্ম্মাণমাগতম্। সৃজ ত্বং নগরং দিব্যমরুণাখ্যং গুণাণ্বিকম্॥ ৪৭॥ মন্দিরং মম দিব্যঞ্চ মহামণিগণোজ্জ্বলম্। তৌর্য্যত্রিকং সপর্য্যাঙ্গং তস্মে সর্ব্বং প্রকল্পয়॥ ৪৮॥ আবভাবে শিবঃ শ্রীমান্নামভেদার্চ্চনক্রমম্। ব্রতঞ্চ করুণামূর্ত্তিররুণাদ্রীশ্বরঃ শিবঃ॥ ৪৯॥ শৃণু তস্মে চ যে সৃষ্টা পূজার্থং পরিচারকাঃ। শৃণু গৌতম সর্ব্বং মে মানুষং পূজনক্রমম্॥ ৫০॥ য এব সর্ব্বলোকানাং ক্ষেমায় প্রথতে ভুবি। ইদং তেজোময়ং লিঙ্গমতুলং দৃশ্যতে মহৎ॥ ৫১॥ অরুণাদ্রীশ্বরাভিখ্যং পূজ্যতাং সততং ত্বয়া। শক্তিস্ম-মোত্তরে ভাগে পূজ্যা নিত্যোদয়া মুদা॥ ৫২॥ দধতী স্থানমাহাত্ম্যমপীতকুচনামিকা। অরুণাচলরাজোহয়মবিভাগঃ প্রিয়ান্বিতঃ॥ ৫৩॥ উৎসবার্থো মহাদেবঃ পূজ্যো ভোগসুতাবৃতঃ। বোধদো ভক্তলোকস্য দত্তাভয়করঃ শিবঃ॥ ৫৪॥ সারঙ্গং পরশুং বিভ্রৎ প্রসন্নবদনঃ সদা। উমাস্কন্দেশ্বরঃ শম্ভুর্দিব্যরত্নবিভূষণঃ॥ ৫৫॥ আভয়া ভাসয়ল্লোকানবিকুণ্ঠশ্রিয়ান্বিতঃ। শক্তেরুৎসবভদ্রে চ সম্পূজ্যা সুন্দরেশ্বরী॥ ৫৬॥ সর্ব্বভূষণসংযুক্তা শৃঙ্গাররসবর্দ্ধনী। বালো গণপতিঃ পূজ্যঃ পুরস্তাদ্ভূতিনন্দনঃ॥ ৫৭॥ মদান্তিকমলঙ্কুর্ব্বন্ ভক্ষ্যভোজ্যৈর্বহূদয়ৈঃ। মৎপার্শ্বমবিমুঞ্চন্তী শোণরেখাঙ্কিতেক্ষণা॥ ৫৮॥ উৎসবার্থা পরা শক্তিরন্তিকস্থৈব পূজ্যতাম্। মুখরাজিত্রপতিঃ শ্রীমান্ নৃত্যংস্তাণ্ডবপণ্ডিতঃ॥ ৫৯॥ উৎসবার্থং সমভ্যর্চ্চ্যশ্চক্রগ্রেহমৃতেশ্বরঃ। শক্তিশ্চান্যা মহাভাগা সম্পূজ্যা ভুবিনায়কা॥ ৬০॥ দ্বারে নন্দী মহাকালঃ পুরস্তাৎ সূর্য্যসন্নিভঃ। ভক্তানাং মম

করিয়া বহুরূপী আপনার নামভেদ অবগত হইব? আপনার পূজক কে? মন্দিরই বা কিরূপ? কিরূপে পূজা ও স্তব করিতে হয়? এবং পরিচারকই বা কাহারা? এবং কিরূপে পূজাস্থান রক্ষা করিতে হয়? শরীররক্ষীই বা কাহারা? এবং কি করিয়াই বা মানুষী পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে; হে পরমেশান! বহুদেবতা ইহা শুনিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছেন। কিরূপে মানুষী শ্রদ্ধা সম্পাদিত হইবে? আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং এই সমস্ত আদেশ করুন। শোণাদ্রিপতি দেব স্বয়ং প্রভু তৎকালে মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সমাগত বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! বিবিধগুণযুক্ত দিব্য আরণ্য নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় মহামণিগণ দ্বারা উজ্জ্বল আমার এক দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ কর এবং ঐ মন্দির মধ্যে মদীয় পরিচর্য্যাঙ্গ তৌর্য্যত্রিক সন্নিবেশিত কর। অনন্তর শ্রীমান্ শিব বিবিধ অর্চ্চনাভেদ এবং উহার ক্রম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। করুণামূর্ত্তি অরুণাদ্রিপতি ঈশ্বর শিব-ব্রতের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে তদীয় পূজার জন্য যে সকল পরিচারক সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর শিব বলিলেন,—হে গৌতম! সর্ব্ববিধ মানুষী পূজার ক্রম শ্রবণ কর। যিনি নিখিললোকপালের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতলে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তুমি আমার সেই তেজোময় অতুলনীয় অরুণাদ্রীশ্বরাখ্য মহালিঙ্গের সতত কর। অপীতকুচনাম্নী শক্তি আমার উত্তর ভাগে অবস্থিত হইয়া আমার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ইনি নিত্য অভ্যুদয়শালিনী এবং পূজ্যা।৪২-৫২। এই অরুণাচলরাজ সর্ব্বদা প্রিয়ান্বিত হইয়া বিরাজ করেন, কদাচ প্রিয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন হন না। ইনি ভোগসুখাবৃত, উৎসবার্থী, পূজ্য মহাদেব, ভক্তগণের জ্ঞানদ, অভয়দাতা শিব; ইনি সারঙ্গ ও পরশুধারী, সর্ব্বদা প্রসন্নবদন; ইঁহার কক্ষদেশে উমাদেবী বিরাজিত; ইনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; ইনি শম্ভু, সর্ব্বরত্নবিভূষিত, অকুণ্ঠিতশ্রীসম্পন্ন এবং ইনি স্বীয় আভাদ্বারা লোকসকল সমুদ্ভাসিত করেন। মদীয় শক্তির উৎসব-ভদ্রপীঠে সুন্দরেশ্বরী সম্যক্‌পূজিতা হন। ইনি সর্ব্বভূষণসংযুক্তা ও শৃঙ্গাররসবর্দ্ধিনী। সম্মুখে বিভূতিবর্দ্ধন পূজ্য বালক গণপতি ইনি ভক্ষ্য-ভোজ্য ও বিবিধ অভ্যুদয় দ্বারা মৎসমীপবর্ত্তী স্থান সমলঙ্কৃত করেন। হে গৌতম! শোণরেখাঙ্কিতনয়না উৎসবার্থা পরা শক্তি সতত আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী! ইনি কদাচ আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করেন না। তুমি ইঁহাকে পূজা করিবে। তাণ্ডবপণ্ডিত শ্রীমান্ অমৃতেশ্বর মুখরাজিত্রপতি উৎসবার্থ আমার চক্রের সমক্ষে নৃত্য করেন এবং ইনি সতত পূজিত হইয়া থাকেন। আমার অন্য অনেক শক্তি আছেন। সেই মহাভাগা শক্তিনিচয় ভুবনরক্ষণে

সর্ব্বেষাং পূজনং চাপি কল্প্যতাম্॥ ৬১॥ দক্ষিণে মাতরঃ পূজ্যা বিঘ্নশাস্তৃসমন্বিতাঃ। সম্পূজ্যো নৈর্ঋতে কোণে বিঘ্ননাশো বিনায়কাঃ॥ ৬২॥ স্কন্দঃ শক্তিধরশ্চৈবৈশানকোণে সমর্চ্চ্যতাম্। লিঙ্গানি চ মনোজ্ঞানি পূজনীয়ান্যনন্তরম্॥ ৬৩॥ মন্দিরং মম সম্পূজ্য দক্ষিণামূর্ত্তি দক্ষিণম্। পশ্চিমে বিষ্ণুরূপাঙ্কমগ্নিরূপান্বিতং তথা॥ ৬৪॥ উত্তরে ব্রহ্মরূপাঙ্কং পূর্ব্বে সারঙ্গভূযুতম্। সর্ব্বদেবগুণোপেতং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥ ৬৫॥ অপীতকুচনাথায়াঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্। মন্দিরং গুরু সম্পূজ্য দিক্‌পালকবধূবৃতম্॥ ৬৬॥ মন্দিরস্যাবনার্থায় দেবীবৈভবনায়কাঃ॥ ৬৭॥ ক্ষেত্রপালন্তু সম্পূজ্য সর্ব্বাবরণসংযুতম্। পুত্রস্য ত্রাণমায়াতা পূজ্যারুণগিরীশ্বরী॥ ৬৮॥ কালী বহুবিধাশ্চান্যা দেবতা বিধিপালকাঃ। উৎসবা বিবিধাঃ কল্প্যাঃ প্রতিমাসমহোদয়াঃ॥ ৬৯॥ সৃজস্ব কন্যকা দিব্যাঃ শিবদেবার্চ্চনে রতাঃ। নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা রূপসৌভাগ্যসংযুতাঃ॥ ৭০॥ চারুবিভ্রমসংযুক্তাঃ কামদা নিত্যপাবনাঃ। শিষ্যানাদিশ বেদজ্ঞান্ সদাচারসমুজ্জ্বলান্॥ ৭১॥ দিব্যোপচারসংসিদ্ধ্যৈ সুভগাঞ্ছুদ্ধচেতসঃ। দীক্ষিতান্ বিমলাঞ্ছুদ্ধাঞ্ছৈবাগমবিশারদান্॥ ৭২॥ শৈবাচারপ্রসিদ্ধ্যর্থমাদিশাভ্যর্চ্চনে মম। মার্দ্দলাঞ্ছাঙ্খিকান্ বৈণাংস্তালিকান্ বেণুবাদকান্॥ ৭৩॥ শৌল্বিকান্ সৃজ সন্ধিদাংশ্চতুর্ব্বিদ্যাবিশারদান্। ক্ষত্রিয়ান্ বিবিধান্ বৈশ্যাঞ্ছূদ্রাংশ্চ শিবসম্মতান্॥ ৭৪॥ চত্বারশ্চ মঠাঃ কল্প্যাশ্চতুর্দিক্তীর্থবাসিনাম্। মুনীনাং শিবভক্তানাং নিরাশানাং নিবাসতঃ॥ ৭৫॥ তেষু স্থিতা মুনীন্দ্রা মে রক্ষন্তু শিবপূজনম্। ভিক্ষমাণাঃ পুনঃ শৈবা ভক্তাঃ পাশুপতা অপি॥ ৭৬॥ পালয়ন্তু সদান্বে চ যুক্তাঃ কাপালিকা অপি। সর্ব্বেসাং জায়মানানাং জাতানাং সম্ভবিষ্যতাম্॥ ৭৭॥ অব্যাহতাজ্ঞমারক্ষ্যমিদং স্থানং মহীভৃতাম্। বকুলশ্চ মহানত্র দৃশ্যতে দিব্যভূরুহঃ॥ ৭৮॥ অত্র ভক্তা বিতন্বন্তু শিবকার্য্যবিনিশ্চয়ম্। অত্র যে দীয়তে দ্রব্যমপ্রেক্ষিতপরাপ্তয়ে॥ ৭৯॥ যত্তদক্ষয্যফলদমারক্ষ্যং শিবসেবকৈঃ। ভক্তৈর্ব্বিজ্ঞাপিতং চার্থং শ্রোষ্যামি পুরতঃ স্থিতৈঃ॥ ৮০॥ সর্ব্বং সম্পাদয়িষ্যামি তেষাং

পূজিতা হইয়া থাকেন। দ্বারদেশে সম্মুখভাগে সূর্য্যসন্নিভ মহাকাল নন্দী। হে মুনে! এই সকল মদীয় ভক্তগণকেও পূজা করিবে। আমার দক্ষিণে বিঘ্নেশগণ-সমন্বিত পূজ্যা মাতৃগণ, নৈঋত কোণে বিঘ্ননাশন বিনায়কগণ এবং ঈশান কোণে শক্তিধর কার্ত্তিকেয়; ইঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে। অনন্তর মদীয় মনোজ্ঞ লিঙ্গ সকল পূজনীয়। তার পর দক্ষিণদিকে দক্ষিণামূর্ত্তি, পশ্চিমে অগ্নিরূপসমন্বিত ক্রোড়াবস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, উত্তরে ক্রোড়াবস্থিত ব্রহ্মমূর্ত্তি ব্রহ্মা, এবং পূর্ব্বে সারঙ্গযুক্ত মূর্ত্তিসমন্বিত সর্ব্বদেবগুণযুক্ত সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মদীয় মন্দিরের পূজা করিয়া সর্ব্বশক্তিসমন্বিত অপীতকুচনাথার মন্দিরের পূজা করিবে। এই মন্দির বৃহৎ এবং দিক্‌পালবধূগণে পরিবৃত। মন্দিরের রক্ষার জন্য বৈভবনায়িকা দেবতারা তথায় বিরাজ করেন। অনন্তর সর্ব্বাবরণসংযুক্ত ক্ষেত্রপালমন্দির। অরুণগিরীশ্বরী এই ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া পুত্রের পরিত্রাণ সাধন করেন। এখানে বহুবিধা কালী আছেন, ইঁহারা সকলেই বিধিপালিকা। এই সমস্ত দেবালয়ে প্রতিমাসেই বিবিধ মঙ্গলময় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। হে মুনে! তুমি শিবপূজারতা, নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা, রূপসৌভাগ্যসংযুক্তা, মনোজ্ঞবিলাসসমন্বিতা, কামদা এবং নিত্যপাবনা কন্যাগণকে সৃজন কর। বেদজ্ঞ, সদাচারসমুজ্জ্বল, শুদ্ধচিত্ত, দিব্য উপচার আহরণার্থ শুভগ, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষিত, বিমল, শুদ্ধ, শিবাগমবিশারদ, শৌচাচারসমন্বিত ত্বদীয় শিষ্যগণের প্রতি আমার পূজা গ্রহণের আদেশ কর। মার্দ্দল, শাঙ্খিক, বৈণ, তালিক, বেণুবাদক, এবং শৌলিকগণ ও অন্যান্য চতুর্বিদ্যাবিশারদদিগকে সৃজন কর। এতদ্ভিন্ন আমার শাসনে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সৃজন কর, এবং তীর্থবাসী নিরাশী শিবভক্তের বাসের জন্য চারিদিকে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত কর। ৫৩—৭৫। মুনীন্দ্রগণ ঐ মঠে অবস্থান করিয়া আমার পূজাদি পালন করুন। ভিক্ষ্যমাণ শিবভক্ত, পাশুপত এমন কি অন্যান্য কাপালিকগণও যুক্তমনে আমার পূজা করুক। যে সকল জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে বা জন্মিবে—সকল মহীপালই আমার আদেশ অব্যাহত রূপে প্রতিপালন করুক। এইখানে যে একটী দিব্য মহান্ বকুল বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, মদীয় ভক্তগণ এই স্থানে শিবকার্য্য বিনিশ্চয় করুক। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া এখানে আমাকে যাহা কিছু দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে এবং শিবসেবকগণ কর্ত্তৃক উহা

চিন্তানুকূলকম্। অপরাধসহস্রাণি ক্ষন্তে মাং স্বৰ্চ্চতামহম্॥ ৮১॥ আগমোক্তা চ পূজেয়ং মানুষী নির্ম্মিতা যতঃ। গ্রহীষ্যে তামহং সর্ব্বামর্চ্চাং সর্ব্বাগমোদিতাম্॥ ৮২॥ সঙ্কল্পিতং ভবেৎ কর্ম্ম প্রীতিকৃন্মম সেবকৈঃ। আগমার্থানশেষাংস্তমালোক্য সময়োচিতান্॥ ৮৩॥ বিধায়াভ্যর্চ্চনাভেদাল্লোঁকরক্ষাকৃতে মুনে। কর্ত্তব্যা মহতী পূজা পৌর্ণমাস্যান্তু সাদরম্॥ ৮৪॥ সত্রাণি বিবিধান্যত্র কর্ত্তব্যানি সহস্রশঃ। বিবিধানি চ দানানি শক্ত্যা চৈবাস্য সন্নিধৌ॥৮৫॥ অব্যুচ্ছিন্নপ্রদীপস্য দাতারো মম সন্নিধৌ। তেজোময়মিদং রূপং মম যান্তি ন সংশয়ঃ॥ ৮৬॥ জলজং তরুজং পুষ্পং কক্ষজঞ্চ লতোদ্ভবম্। দদতে যে চ ভক্ত্যা যে তে ভবিষ্যন্তি ভূভৃতঃ॥ ৮৭॥ তেষাং পুরোগতঃ সাক্ষাদহং জেষ্যামি বিদ্বিষঃ। যস্য যস্য তু দেশস্য যো যো রাজা তপোঽধিকঃ॥ ৮৮॥ তত্তৎ সমৃদ্ধিতং রম্যং সম্ভবং দদতেঽত্র মে। মৎসন্নিধিমুপাগত্য দুরাত্মানোঽপি ভূমিপাঃ॥ ৮৯॥ শিবভক্তা ভৃশং পূর্ণা

রক্ষিত হইবে। আমার সম্মুখে ভক্তগণের নিবেদিত বিষয় সকল আমি শ্রবণ করিয়া থাকি এবং তাহাদের মনের অনুকূল ফল সকল প্রদান করি। যাহারা আমার সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করে, তাহাদের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করি। এই যে আগমোক্ত মানুষী পূজা বিহিত হইয়াছে, সর্ব্বাগম-সম্মত এই মানুষী পূজা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। মদীয় সেবকগণ কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত কর্ম্ম আমার প্রিয়কারী হইয়া থাকে। হে মুনে! সময়োচিত অশেষ আগমার্থ দর্শন করিয়া লোকরক্ষার জন্য বিবিধ অর্চ্চনাভেদ পালনপূর্ব্বক পৌর্ণমাসীদিনে আদর সহকারে আমার মহতী পূজা করিবে। তুমি এই অরুণভূধরসমীপে বিবিধ সহস্র সহস্র যজ্ঞ এবং শক্তি অনুসারে যথাবিধি দান করিবে। আমার সন্নিধানে যাহারা সতত প্রজ্জলিত প্রদীপ দান করে, তাহারা আমার এই তেজোময় রূপ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক জলজ, তরুজ, কক্ষজ কিংবা লতোদ্ভব পুষ্প প্রদান করে, তাহারা রাজা হয় এবং আমি তাহাদের সম্মুখস্থ হইয়া শত্রুকুল বিনাশ করিয়া থাকি। যে যে দেশে যে যে রাজা তপোবলে বলীয়ান্ হইয়াছে, তাহারা স্ব স্ব সমৃদ্ধি অনুসারে রম্য বস্তু সকল আমাকে প্রদান করিবে। নিতান্ত দুরাত্মা ভূমিপালগণও আমার সমীপে

ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৯০॥ ইতি শম্ভুমুখোত্থিতং বচঃ সম্প্রশ্রুত্য বিধূতকল্মষঃ। অহমানতবান্ ব্যজিজ্ঞপং কুতুকাচ্ছোণগিরীশ্বরং শিবম্॥ ৯১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণেশ্বরারাধনামাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

গৌতম উবাচ। ভগবন্নরুণাদ্রীশ নামধেয়ানি তে ভৃশম্। বিশেষাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি স্থানেঽস্মিন্ সুরপূজিতে॥ ১॥ মহেশ্বর উবাচ। নামানি শৃণু মে ব্রহ্মমুখ্যানি দ্বিজসত্তম। দুর্লভান্যল্পপুণ্যানাং কামদানি সদা ভুবি॥ ২॥ শোণাদ্রীশোঽরুণাদ্রীশো দেবাধীশো জনপ্রিয়ঃ। প্রপন্নরক্ষকো ধীরঃ শিবসেবকবর্দ্ধকঃ॥ ৩॥ অক্ষিপেয়ামৃতেশানঃ স্ত্রীপুংভাবপ্রদায়কঃ। ভক্তবিজ্ঞপ্তিসন্ধাতা দীনবন্দিবিমোচকঃ॥ ৪॥ মুখরাঙ্ঘ্রিপতিঃ শ্রীমান্ মৃড়ো মৃগমদেশ্বরঃ। ভক্তপ্রেক্ষণকৃৎ সাক্ষী ভক্তদোষনিবর্ত্তকঃ॥ ৫॥ জ্ঞানসম্বন্ধনাথশ্চ শ্রীহলাহলসুন্দরঃ।

আগমন করিয়া সম্পূর্ণ শিবভক্ত হয়। হে দেবি! মহাদেবমুখোত্থিত এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি নিষ্পাপ হইলাম এবং প্রণামপূর্ব্বক কৌতুকবশতঃ সেই শোণাদ্রিপতিসমীপে আবার প্রশ্ন করিলাম।৭৬—৯১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮

নবম অধ্যায়।

গৌতম বলিলেন,—হে ভগবন্ অরুণাদ্রীশ! আপনার নাম অনেক; আমি এই সুরপূজিত স্থানে অবস্থিত হইয়া বিশেষরূপে তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ দ্বিজসত্তম! এই বসুধাতলে অল্পপুণ্যকারীদিগের দুর্লভ মদীয় কামদ নাম সকল শ্রবণ কর। নাম যথা—শোণাদ্রীশ, অরুণাদ্রীশ, দেবাধীশ, জনপ্রিয়, প্রপন্নরক্ষক, ধীর, শিবসেবকবর্দ্ধক, অক্ষিপেয়ামৃতাধান, স্ত্রীপুংভাবপ্রদায়ক, ভক্তবিজ্ঞপ্তিসন্ধাতা, দীনবন্দিবিমোচক, মুখরাঙ্ঘ্রিপতি, শ্রীমান, মৃড়, মৃগমদেশ্বর, ভক্তপ্রেক্ষণকৃৎ, সাক্ষী, ভক্তদোষনিবর্ত্তক, জ্ঞানসম্বন্ধনাথ, শ্রীহলাহলসুন্দর,

আঢ্যবৈশ্বর্য্যদাতা চ স্মর্ত্তৃসর্ব্বাঘনাশনঃ ॥ ৬ ব্যত্যস্তনৃত্যরজধ্বজধৃক্ সকান্তির্নটনেশ্বরঃ। সামপ্রিয়ঃ কলিধ্বংসী বেদমূর্ত্তির্নিরঞ্জনঃ ॥ ৭ ॥ জগন্নাথো মহাদেবস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকঃ। ভক্তাপরাধসোঢা চ যোগীশো ভোগনায়কঃ ॥ ৮ ॥ বালমূর্ত্তিঃ ক্ষমারূপী ধর্ম্মরক্ষো বৃষধ্বজঃ। হরো গিরীশ্বরো ভর্গশ্চন্দ্ররেখাবতংসকঃ ॥ ৯ ॥ স্মরান্তকোহন্ধকরিপুঃ সিদ্ধরাজদিগম্বরঃ। আগমপ্রিয় ঈশানো ভস্মরুদ্রাক্ষলাঞ্ছনঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীপতিঃ শঙ্করঃ স্রষ্টা সর্ব্ববিদ্যেশ্বরোহনঘঃ। গঙ্গাধরঃ ক্রতুধ্বংসী বিমলো নাগভূষণঃ ॥ ১১ ॥ অরুণো বহুরূপশ্চ বিরূপাক্ষোহক্ষরাকৃতিঃ। অনাদিরন্তরহিতঃ শিবকামঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ১২ ॥ সচ্চিদানন্দরূপশ্চ সর্ব্বাত্মা জীবধারকঃ। স্ত্রীসঙ্গবাসসুভগো বিধির্বিহিতসুন্দরঃ ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানপ্রদো মুক্তিদশ্চ ভক্তবাঞ্ছিতদায়কঃ। আশ্চর্য্যবৈভবঃ কামী নিরবদ্যো নিধিপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ শূলী পশুপতিঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুর্গিরিশো মৃড়ঃ। এতানি মম মুখ্যানি নামান্যত্র মহামুনে ॥ ১৫ ॥ অন্যানি দিব্যনামানি পুরাণোক্তানি সংস্মর। প্রদক্ষিণেন মাং নিত্যং বিশেষাত্বং সমর্চ্চয় ॥ ১৬ ॥ প্রদক্ষিণপ্রিয়ো যস্মাদহং শোণাচলাকৃতিঃ। ইত্যাজ্ঞপ্তো মহাদেবমর্চ্চয়ন্নরুণাচলম্। অবিমুক্তস্মিহাবাসং কৃতবানহমদ্রিজে ॥ ১৭ ॥ গৌর্য্যুবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ গৌতমার্য্য মুনীশ্বর। প্রদক্ষিণস্য মাহাত্ম্যং ব্রূহি মে শোণভূভৃতঃ ॥ কস্মিন্ কালে কথং কার্য্যং কৈর্ব্বা পূর্ব্বং প্রদক্ষিণম্। কৃতং শোণাদ্রিনাথস্য প্রাপ্তমিষ্টং পরং পদম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ইতি পৃষ্টো মুনিঃ প্রাহ গৌতমঃ শৈলকন্যকাম্। শ্রূয়তাং দেবি মাহাত্ম্যমাদিশম্মে মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ মহাদেব উবাচ। অহং হি শৈলশৈলাত্মা প্রকাশো বসুধাতলে ॥ ২১ ॥ পরিতো মাং সুরাঃ সর্ব্বে বর্ত্তন্তে মুনিভিঃ সহ ॥ ২২ ॥ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ। তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণপদেপদে ॥ ২৩ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়াযুতানি চ। সিধ্যন্তি সর্ব্বতীর্থানি প্রদক্ষিণপদেপদে ॥ ২৪ ॥ অপি প্রহীণস্য সমস্তলক্ষণৈঃ ক্রিয়াবিহীনস্য নিকৃষ্টজন্মনঃ। প্রদক্ষিণীকৃত্য শশাঙ্কশেখরং প্রয়াস্যতঃ কস্য ন সিদ্ধিরগ্রতঃ ॥ ২৫ ॥ সমস্ত তীর্থাভিগমেষু পুণ্যং সমস্তযজ্ঞাগমধর্ম্মজাতম্। অবাপ্যতে শোণমহীধরস্য প্রদক্ষিণাপ্রক্রমণেন সত্যম্ ॥ ২৬ ॥ পদেনৈকেন ভূলোকং দ্বিতীয়েনান্তরিক্ষকম্। তৃতীয়েন দিবং মর্ত্ত্যো

আঢ্য বৈশ্বর্য্যদাতা, স্মর্ত্তৃসর্ব্বাঘনাশন, ব্যত্যস্তনৃত্যধ্বজধৃক্, সকান্তি, নটনেশ্বর, সামপ্রিয়, কলিধ্বংসী, বেদমূর্ত্তি, নিরঞ্জন, জগন্নাথ, মহাদেব, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরান্তক, ভক্তাপরাধসোঢা, যোগীশ, ভোগনায়ক, বালমূর্ত্তি, ক্ষমারূপী, ধর্ম্মরক্ষ, বৃষধ্বজ, হর, গিরীশ্বর, ভর্গ, চন্দ্ররেখাবতংসক, স্মরান্তক, অন্ধকরিপু, সিদ্ধরাজ, দিগম্বর, আগমপ্রিয়, ঈশান, ভস্মরুদ্রাক্ষমালক, শ্রীপতি, শঙ্কর, স্রষ্টা, সর্ব্ববিদ্যেশ্বর, অনঘ, গঙ্গাধর, ক্রতুধ্বংসী, বিমল, নাগভূষণ, অরুণ, বহুরূপ, বিরূপাক্ষ, অক্ষরাকৃতি, অনাদি, অন্তরহিত, শিবকাম, স্বয়ংপ্রভু, সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বাত্মা, জীবধারক, স্ত্রীসঙ্গবাসসুভগ, বিধি, বিহিতসুন্দর, জ্ঞানপ্রদ, মুক্তিদ, ভক্তবাঞ্ছিতদায়ক, আশ্চর্য্যবৈভব, কামী, নিরবদ্য, নিধিপ্রদ, শূলী, পশুপতি, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, গিরিশ, মৃড়—হে মহামুনে! এই সকল আমার মুখ্য নাম, অন্য দিব্য নাম সকল পূর্ব্বে বলিয়াছি, তৎসমস্ত স্মরণ কর এবং প্রদক্ষিণ করত নিত্য আমাকে পূজা কর; কেন না শোণাচলবিগ্রহধারী আমি প্রদক্ষিণপ্রিয়। হে গিরিকুমারি! আমি এইরূপে অভিহিত হইয়া অরুণাচলরূপী মহাদেবকে পূজা করত এখানে নিত্য বাস করিতেছি, তদবধি আর এস্থান পরিত্যাগ করি নাই। গৌরী বলিলেন,—আপনি শোণাদ্রিনাথের ইষ্ট পরমপদই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহর্ষি গৌতম এই কথা শুনিয়া শৈলসুতাকে কহিলেন,—হে দেবি! মহেশ্বর আমাকে তাঁহার স্বকীয়মাহাত্ম্য যেরূপ বলিয়াছেন, শ্রবণ কর।১—২০। মহাদেব বলিয়াছিলেন, আমি বসুধাতলে যৎকালে শোণশৈলরূপে প্রকশিত হই, মুনিগণসমভিব্যাহারী সুরগণ তখন আমার চারিদিকে বিরাজ করেন; অতএব এই শোণাচল প্রদক্ষিণ করিলে প্রতিপদে জন্মান্তরকৃত যেকিছু পাপ তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়; এবং পদে পদে সহস্র অশ্বমেধ, অযুত বাজপেয় ও নিখিল তীর্থপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সমস্ত শুভলক্ষণবিহীন, ক্রিয়াত্যাগী ও নিকৃষ্টজন্মা ব্যক্তিরও শশাঙ্কশেখরের প্রদক্ষিণ ও তাঁহার দর্শন লাভে কোন্ সিদ্ধি না লাভ হয়? আমি সত্যসত্যই বলিতেছি, সমস্ত তীর্থ গমনে যে পুণ্য, নিখিল যজ্ঞ ও আগমধর্ম্ম—এক মাত্র শোণভূধরের প্রদক্ষিণ ও সম্যক্ পরিক্রমায় তাহা লাভ হইয়া থাকে। ইহাকে প্রদক্ষিণ করিলে মানব প্রথমপদে ভূলোক, দ্বিতীয়ে অন্তরীক্ষ, তৃতীয়ে

জয়ত্যস্য প্রদক্ষিণে ॥ ২৭ ॥ একেন মানসং পাপং দ্বিতীয়েন তু বাচিকম্। কায়িকং তু তৃতীয়েন পদেন ক্ষীয়তে নৃণাম্ ॥ ২৮ ॥ পাতকানি চ সর্ব্বাণি পদেনৈকেন মার্জ্জয়েৎ। দ্বিতীয়েন তপঃ সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যস্য প্রদক্ষিণাৎ ॥ ২৯ ॥ পর্ণশালা মহর্ষীণাং সিদ্ধানাঞ্চ সহস্রশঃ। সুরাণাঞ্চ তথাবাসা বিদ্যন্তেঽত্র সহস্রশঃ ॥ ৩০ ॥ অত্র সিদ্ধঃ পুনর্নিত্যং বসাম্যগ্রে সুরার্চ্চিতঃ। মমান্তরে গুহা দিব্যা ধ্যাতব্যা ভোগসংযুতা ॥ ৩১ ॥ অগ্নিস্তম্ভময়ং রূপমরুণাদ্রিরিতি শ্রুতম্। ধ্যায়ল্লিঙ্গং মম বৃহন্মন্দং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩২ ॥ অষ্টমূর্ত্তিময়ং লিঙ্গমিদং যৈস্তৈজসং ভৃশম্। ধ্যাত্বা প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন পাতকানি বিনির্দ্দহেৎ ॥ ৩৩ ॥ ন পুনঃ সম্ভবস্তস্য যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্। শোণাচলাকৃতের্নিত্যং নিত্যত্বং ধ্রুবমশ্নুতে ॥ ৩৪ ॥ অস্য পাদরজঃস্পর্শাৎ পূয়তে সকলা মহী। পদমেকন্তু ধত্তে যঃ শোণাদ্রীশপ্রদক্ষিণে ॥ ৩৫ ॥ নমস্কুর্ব্বন্ প্রতিদিশং ধ্যায়ন্ স্তৌতি কৃতাঞ্জলিঃ। অসংস্পৃষ্টকরঃ কৈশ্চিন্মন্দং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৬ ॥ আসন্নপ্রসবা নারী যথা গচ্ছেদনাকুলম্। তথা প্রদক্ষিণং কুর্য্যাদশৃণ্বংশ্চ পদধ্বনিম্ ॥ ৩৭ ॥ স্নাতো বিশুদ্ধবেশঃ সন্ ভস্মরুদ্রাক্ষভূষিতঃ। শিবস্মরণসংসক্তো মন্দং দদ্যাৎ পদং বুধঃ ॥ ৩৮ ॥ মনূনাং চরতামগ্রে দেবানাঞ্চ সহস্রশঃ। অদৃশ্যানাঞ্চ সিদ্ধানাং নান্যেষাং বায়ুরূপিণাম্ ॥ ৩৯ ॥ সঙ্ঘট্টমতিসম্মর্দ্দং মার্গরোধং বিচিন্তয়ন্। অনুকূলেন ভক্তঃ সঙ্কৈর্দদ্যাৎ পদং বুধঃ ॥ ৪০ ॥ অথবা শিবনামানি সঙ্কীর্ত্ত্য বরগীতিভিঃ। শিবনৃত্যঞ্চ রচয়ন্ ভক্তৈঃ সার্দ্ধং পরিক্রমেৎ ॥ ৪১ ॥ মাহাত্ম্যং মম বা শৃণ্বননন্যমতিরাদরাৎ। শনৈঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাদানন্দরসনির্ভরঃ ॥ ৪২ ॥ দানৈশ্চ বিবিধৈঃ পুণ্যৈঃপকারৈস্তথার্থিনাম্। যথামতি দয়াপূর্ণ আস্তিকঃ পরিতো ব্রজেৎ ॥ ৪৩ ॥ কৃতে স্বগ্নিময়ং লিঙ্গং ত্রেতায়াং মণিপর্ব্বতম্। দ্বাপরে চিন্তয়েদ্ধৈমং কলৌ মরকতাচলম্ ॥ ৪৪ ॥ অথবা স্ফাটিকং রূপমরুণস্য স্বয়ম্প্রভম্। ধ্যায়ন বিমুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥ অবাঙ্মনসগম্যত্বাদপ্রমেয়তয়া স্বগম্। অগ্নিত্বাচ্চ পরং লিঙ্গমনাসাদ্যাচলাভিধম্ ॥

স্বর্গলোক জয় করে এবং সেই মানবের একপদক্ষেপে মানস পাপ, দ্বিতীয়ে বাচিক এবং তৃতীয়ে কায়িক পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই প্রদক্ষিণ ব্যাপারে প্রথম পাদক্ষেপে সকল পাতক নষ্ট ও দ্বিতীয় পাদক্ষেপে মানবের যাবতীয় তপ সিদ্ধ হয়। এখানে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণের সহস্র সহস্র পর্ণশালা ও সুরগণের আবাসস্থান বিদ্যমান। এখানে সুরপূজিত সিদ্ধগণের "আমি অগ্রে বাস করিব, আমি অগ্রে বাস করিব" নিয়ত এইরূপে জল্পনা চলিয়া থাকে। আমার অরুণাদ্রিরূপ দেহমধ্যে ভোগসংযুক্ত ও ধ্যানযোগ্য দিব্য দিব্য গুহাও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার এই বিখ্যাত অগ্নিস্তম্ভ অরুণগিরিরূপ বৃহৎ লিঙ্গের ধ্যান করিতে করিতে ইহার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। আমার অষ্টমূর্ত্তিময় এই তৈজস মহালিঙ্গের ধ্যান করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে পাতক সকল দগ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি শোণাচলের প্রদক্ষিণ করে, তাহার আর জন্মলাভ হয় না। তাহার নিত্যত্ব অখণ্ডিত। যে ব্যক্তি শোণাদ্রির প্রদক্ষিণ কার্য্যে একপদও ন্যস্ত করে, তাহার পাদরজঃস্পর্শে সমগ্র পৃথিবী পবিত্রা হন। প্রতিদিকে নমস্কার ও অসংস্পৃষ্টকরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে করিতে মন্দ মন্দ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রদক্ষিণকালে আসন্নপ্রসবা অব্যগ্রগামিণী রমণীর ন্যায় এরূপ মন্দ মন্দ গমন করিবে, যেন পাদশব্দ শ্রুতিগোচর না হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি স্নান করিয়া বিশুদ্ধবেশ ধারণ এবং ভস্ম ও রুদ্রাক্ষভূষিত হইয়া শিবকে স্মরণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবেন। বিদ্বান্ ভক্তগণ প্রদক্ষিণকালে অগ্রগামী সহস্র সহস্র মনুদেবতা এবং অন্যান্য বায়ুরূপী অদৃশ্য সিদ্ধগণের সংঘট্ট, সম্মর্দ্দ ও গতিরোধ চিন্তা করিতে করিতে অনুকূল ক্রমে ধীরে-ধীরে পাদক্ষেপ করিবেন। ২১—৪০। অথবা মনোজ্ঞ গীত দ্বারা শিবনাম সকল সঙ্কীর্ত্তন ও শিবনৃত্য রচনা করিয়া ভক্তগণ সহ পরিক্রমা করিবে; কিম্বা অনন্যমতি হইয়া আদর সহকারে আমার মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দরসে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিবে। প্রদক্ষিণ করিবার পূর্ব্বে বিবিধ পবিত্র দানাদি দ্বারা অর্থিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া জ্ঞানানুসারে দয়াপূর্ণ ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিবে। সত্যকালে অগ্নিময়, ত্রেতায় মণিময়, দ্বাপরে সুবর্ণময় এবং কলিকালে মারকতলিঙ্গ চিন্তা করিবে; অথবা স্ফাটিকময় এই স্বয়ম্ভু অরুণাচলের রূপ স্মরণপূর্ব্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন করিবে। অরুণাচলরূপী আমার এই শ্রেষ্ঠলিঙ্গ

ধ্যাত্বা প্রদক্ষিণং কর্ত্তুরভিগম্যোঽহমঞ্জসা। তত্ত পাদরজো নৃণামজরামরকারণম্॥ ৪৭॥ রূপমেকন্তু ধত্তে যঃ শোণাদ্রিশপ্রদক্ষিণে। বাহনানি সুরেন্দ্রাণাং প্রার্থয়ন্তে পরস্পরম্॥ ৪৮॥ কুর্ব্বতাং চরণং বোঢ়ুমরুণাদ্রীপ্রদক্ষিণাম্। ছায়াপ্রদানং কুর্ব্বন্তি কল্পকাদ্যাঃ সুরদ্রুমাঃ॥ ৪৯॥ কুর্ব্বতাং ভুবি মর্ত্ত্যানামরুণাদ্রিপ্রদক্ষিণাম্। দেবগন্ধর্ব্বকাদানাং সহস্রেণ সমাবৃতাঃ॥ ৫০॥ সেবন্তে তে গণাকীর্ণা বিমানশতকোটয়ঃ। মম প্রদক্ষিণং ভূমৌ কুর্ব্বতাং পাদপাংসুভিঃ॥ ৫১॥ পাবিতা মহতী বীথী দৃষ্টা শিবপদপ্রদা। অঙ্গপ্রদক্ষিণং কুর্ব্বন ক্ষণাৎ স্বর্গাতনুর্ভবেৎ॥ ৫২॥ প্রাপ্তো বজ্রশরীরত্বং ন ধৃষ্যতে মহীতলে। ব্যোমযানোৎসুকা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ॥ ৫৩॥ অদৃশ্যাঃ সঞ্চরন্ত্যত্র পশ্যন্তে মম সন্নিধিম্। বিনয়ং মম ভক্তিঞ্চ প্রদক্ষিণপরিক্রমে॥ ৫৪॥ দৃষ্ট্বা হর্ষসমাযুক্তা মর্ত্ত্যেভ্যো দদতে বরম্। অত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ পুরা কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্॥ ৫৫॥ প্রত্যহং মার্গমাসীনাঃ প্রত্যেকং কোটিতাং গতাঃ। আদিত্যাদ্যাঃ গ্রহাঃ সর্ব্বে পুরা কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্॥ ৫৬॥ সম্পূর্ণজগতীভাগে সর্ব্বে গ্রহপতাং গতাঃ। যঃ করোতি নরো ভূমৌ সূর্য্যবারে প্রদক্ষিণাম্॥ ৫৭॥ স সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্বা মুক্তঃ শিবপুরং ব্রজেৎ। সোমবারে নরঃ কুর্ব্বন্নরুণাদ্রিপ্রদক্ষিণাম্॥ ৫৮॥ অজরামরতাং প্রাপ্তো নাসৌম্যো ভবতি ক্ষিতৌ। ভৌমবারে নরঃ কুর্ব্বন্নরুণাদ্রিপ্রদক্ষিণাম্। আনৃণ্যমখিলং প্রাপ্য সার্ব্বভৌমো ভবেদ্ধ্রুবম্। বুধবারে নরঃ কুর্ব্বঞ্ছোণাদ্রীশপ্রদক্ষিণাম্॥ ৬০॥ সর্ব্বজ্ঞতামনুপ্রাপ্তঃ স বাচাং পতিতামিয়াৎ। গুরুবারে নরঃ কুর্ব্বন্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৬১॥ প্রদক্ষিণেন শোণাদ্রেঃ স তু লোকগুরুর্ভবেৎ। ভৃগুবারে নরঃ কুর্ব্বন্নরুণাদ্রিপ্রদক্ষিণাম্॥ ৬২॥ সম্প্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীং লভতে বৈষ্ণবং পদম্। মন্দবারে নরঃ কৃত্বা শোণাদ্রীশপ্রদক্ষিণাম্॥ ৬৩॥ বিমুক্তো গ্রহপীড়াভিঃ স বিশ্ববিজয়ী ভবেৎ। নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি পুরা তদ্দৈবতৈঃ সহ॥ ৬৪॥ মম প্রদক্ষিণাং কর্ত্তুঃ পুণ্যানি সহসা ব্রজেৎ। তিথয়ঃ করণানীহ যোগাশ্চ মম সম্মতাঃ॥ ৬৫॥ অভীষ্টফলদা জাতাঃ কুর্ব্বতাং মৎপ্রদক্ষিণাম্। মুহূর্ত্তা বিবিধা হোরাঃ সৌম্যাশ্চ

বাক্য মনের অগোচর এবং অপ্রমেয়। আর আমি অগ্নিময়রূপ বলিয়া অনধিগম্য, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানপূর্ব্বক আমায় প্রদক্ষিণ করে, আমি সদ্যই তাহার অধিগম্য হইয়া থাকি। এই অরুণাদ্রির পাদরজই মানবগণের জরামরণ দূর করে। যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণকালে অরুণাদ্রির রূপ একবার মাত্র ধ্যান করে, দেবেন্দ্রগণের বাহননিচয় তাহাকে পরস্পর প্রার্থনা করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র দেব-গন্ধর্ব্বাদি স্ব স্ব গণে সমাকীর্ণ ও শতকোটি বাহনে সমাবৃত হইয়া ইহাঁর সেবা করিয়া থাকে। ভূমিতলে আমার প্রদক্ষিণকারী মানবগণের পাদপাংশু দ্বারা যে মহতী বীথী নির্ম্মিত হয়, ঐ বীথীদর্শনেও শিবপদপ্রাপ্তি হয়। আমার অঙ্গপ্রদক্ষিণকারী ক্ষণকালমধ্যে স্বর্গে গমন করে। তাহার শরীর অশনির সমান দৃঢ় হয়, এবং মহীতলে সে কদাচ ধর্ষিত হয় না। ব্যোমযানোৎসুক, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ আমার সন্নিধানে অদৃশ্য হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা প্রদক্ষিণ ও পরিক্রমায় মর্ত্ত্যদিগের বিনয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রফুল্লমনে তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। পূর্ব্বকালে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা এই স্থানে প্রদক্ষিণ ও এই পথে সমাসীন হইয়া প্রত্যেকেই কোটিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐরূপে আদিত্যাদি গ্রহগণ পুরাকালে এই স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত জগন্মণ্ডলের গ্রহপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। যে মানব রবিবারে এই ভূমিতে প্রদক্ষিণ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত মুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন করে। মানব সোমবারে অরুণাদ্রিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অজর ও অমরত্ব লাভ করে, এবং বসুধাতলে কদাচ সে ব্যক্তি অসৌম্য হয় না। মঙ্গলবারে নর অরুণাদ্রি প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব্ববিধ আনৃণ্য লাভ করিয়া নিঃসংশয় সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে। বুধবারে মানব সোণাদ্রি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বাচস্পতি হয়। বৃহস্পতিবারে শোণশৈলের প্রদক্ষিণ করিয়া মানব সর্ব্বদেবনমস্কৃত ও লোকগুরু হয়। মানব শুক্রবারে অরুণাচলকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহতী লক্ষ্মী লাভ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। শনিবারে শোণাদ্রির প্রদক্ষিণে মানবের গ্রহপীড়াদি হয় না এবং সে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। উক্তরূপে আমার প্রদক্ষিণকারী মানবের স্ব স্ব দৈবতসহ নক্ষত্রগণ সহসা শুভদায়ক হয়, এবং আমার সম্মত তিথি, করণ ও যোগ সকল তাহাদের অভীষ্ট ফল দান করে। সৌম্য ও অভ্যুদয়শালিনী বিবিধ মুহূর্ত্ত ও

সন্ততোদয়াঃ ॥ ৬৬ ॥ মৎপ্রদক্ষিণকর্তৃণাং জায়ন্তে সততং শুভাঃ। প্রচ্ছিনত্তি প্রকারোঽঘং দকারো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ॥ ৬৭ ॥ ক্ষিকারাৎ ক্ষীয়তে কর্ম্ম চকারো মুক্তিদায়কঃ। দুর্ব্বলাঃ কার্শ্যসংযুক্তা আধিব্যাধিবিজৃম্ভিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ মম প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুচ্যন্তে সর্ব্বদুষ্কৃতৈঃ। মম প্রদক্ষিণং কর্তুর্ভক্ত্যা পাদেন সন্ততম্ ॥ ৬৯ ॥ ক্ষণেন সাধ্বীং পশ্যামি ত্রৈলোক্যস্থ প্রদক্ষিণাম্। লোকেশাশ্চ দিগীশাশ্চ যে চান্যে কারণেশ্বরাঃ ॥ ৭০ ॥ মম প্রদক্ষিণাং কৃত্বা স্থিরা রাজ্যে পুরাভবন্। অহং চ গণসংযুক্তঃ সর্ব্বদেবাবিসংযুতঃ ॥ ৭১ ॥ উত্তরায়ণসংযোগে করোমি স্বপ্রদক্ষিণাম্। মদ্রূপং তৈজসং লিঙ্গমরুণাদ্রিরিতি শ্রুতম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রৈলোক্যস্থ হিতার্থায় করিষ্যামি প্রদক্ষিণাম্। আগতা চ পরাঙ্গে চ গৌরী তপ ইহাদ্ভুতম্ ॥৭৩॥ কর্তুং প্রদক্ষিণং কৃত্বা মামেষ্যত্যনঘা পুনঃ কার্ত্তিকে মাসি নক্ষত্রে কৃত্তিকাখ্যে মহাতপাঃ ॥ ৭৪। মম প্রদক্ষিণাং গৌরী প্রদোষে রচযিষ্যতি। নরাণামল্পপুণ্যানাং দুর্লভং তৎপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৭৫ ॥ জ্যোতির্লিঙ্গস্থ দৃষ্টস্থ দেবীপ্রার্থনয়া তথা। ময়া সমেতা দেবী সা প্রাপ্তাপীতকুচাভিধা ॥ ৭৬ ॥

হোয়া আমার প্রদক্ষিণকারিগণের সতত শুভদায়ক হয়। প্রদক্ষিণ শব্দের 'প্র'কার প্রকৃষ্ট প্রকারে বন্ধনচ্ছেদন, 'দ'কার অভীষ্ট প্রদান, 'ক্ষি'কার কর্ম্মক্ষয় এবং 'ণ'কার মুক্তিদান করে। দুর্ব্বল, কৃশ, আধিব্যাধিযুক্ত মানবও আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সকল দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক সতত আমার প্রদক্ষিণকারী মানব একপাদমাত্র ন্যস্ত করিলেই তাহার ত্রৈলোক্য প্রদক্ষিণ করা হয়। পুরাকালে লোকেশ, দিগীশ এবং অন্যান্য কারণেশ্বরগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্যে সুস্থিরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, আমিও লোকহিত-কামনায় আমার গণ ও দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরায়ণসংযোগে মদীয় তৈজসলিঙ্গস্বরূপে বিখ্যাত এই অরুণাদ্রির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি। অধিক বলিব কি, অনঘা গৌরীও অদ্ভুত তপশ্চরণ জন্য এই শোণাদ্রির প্রদক্ষিণ করিয়া আমাতে সঙ্গত হইয়া থাকেন। মহাতপা গৌরী কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকা নক্ষত্রে প্রদোষকালে আমাকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণ বা দেবী-প্রার্থিত জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন,—অল্পপুণ্যমানগণের পক্ষে একান্ত দুর্লভ। দেবী পার্ব্বতী আমার সহিত

আশ্বাস্যতি সুরান্ সর্ব্বানুত্তরায়ণসঙ্গমে। দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং সিদ্ধানামপি রক্ষসাম্ ॥ ৭৭ ॥ সর্ব্বেষাং দেবযোনীনাং ভবিতা তত্র সঙ্গমঃ। যে তদা মাং সমাগত্য পূজয়ন্তি তপোঽধিকাঃ ॥ ৭৮ ॥ সর্ব্বজন্মকৃতাঘৌঘপ্রায়শ্চিত্তং ব্রজন্তি তে। দুর্লভং তদ্দিনং পুংসামুত্তরায়ণসঙ্গমে ॥ ৭৯ ॥ তদা মদ্রূপমভ্যর্চ্চ্য কৃতার্থাঃ সন্তু মানবাঃ। প্রদক্ষিণং তু মে দিব্যং কুর্ব্বন্তি চ মহীভুজঃ ॥ ৮০ ॥ তেষাং পুরোগতঃ সাক্ষাদহং জেষ্যামি বিদ্বিষঃ। রাজা যস্থ তু দেশস্থ যো যো রাজা তপোঽধিকঃ ॥ ৮১ ॥ স কারয়েদ্বিপ্রমুখৈঃ শ্রোত্রিয়ৈর্মে প্রদক্ষিণাম্। মণ্ডলং মণ্ডলার্দ্ধং বা সঙ্কল্পবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮২ ॥ তস্থ তস্থ স্থিরং রাজ্যং শত্রূণাং চ পরাহতিম্। করিষ্যামি মুনে নিত্যমহমেব পুরঃ স্থিতঃ ॥ ৮৩ ॥ ন বাহনেন কুর্ব্বীত মম জাতু প্রদক্ষিণাম্। ধর্ম্মলুব্ধমনা জানন্ শিবাচারপারিপ্লুতিম্ ॥ ৮৪ ॥ ধর্ম্মকেতুঃ পুরা রাজা যমলোকাদুপাগতঃ। মম প্রদক্ষিণাং কর্তুং তুরগেণাভ্যরোচয়ৎ ॥ ৮৫ ॥ ক্ষণেন তুরগো জাতো

মিলিত হইয়া অপীতকুচাখ্যা প্রাপ্ত হইযাছেন, এবং তিনিই উত্তরায়ণসংযোগে এখানে আগমন করিয়া সুরগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া থাকেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, রক্ষ, এবং অন্যান্য নিখিল দেবযোনির এখানে সমাগম হইয়া থাকে। যে সকল অধিক তপস্যাসম্পন্ন মানব এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমার পূজা করে, তাহাদের সকল জন্মকৃত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। উত্তরায়ণসঙ্গমে পুরুষগণের এই দিন সুদুর্লভ, অতএব মানবগণ তদ্দিনে আমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হউক। যে রাজগণ আমার এই দিব্যরূপের প্রদক্ষিণ করে, আমি তাহার সম্মুখাগত হইয়া স্বয়ংই তাহার শত্রু বিনাশ করি। যে যে দেশে যে যে রাজা অধিক তপস্যা-সম্পন্ন, তাঁহারাই প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণসহ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া যে নৃপ সম্পূর্ণ মণ্ডল বা মণ্ডলার্দ্ধ পরিভ্রমণ করেন, আমিই তাঁহার অগ্রে থাকিয়া তদীয় অরিকুল বিনাশ করি এবং তিনি নিত্য রাজ্যে সুস্থির হইয়া থাকেন।৪১—৮৩। ধর্ম্মলোভী ব্যক্তি শৈবাচারের বিলোপ ঘটে, ইহা জানিয়া কদাচ বাহনে আরূঢ় হইয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করিবে না। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেতু নামক জনৈক রাজা যমপুর হইতে আগমনপূর্ব্বক অশ্বারোহণে আমাকে

গণনাথঃ সুরার্চ্চিতঃ। প্রতিপেদে পদং শৈবং বিমুচ্য ধরণীপতিম্॥ ৮৬॥ বীক্ষ্য তং বাহনং ভূয়ো গণনাথবপুর্দ্ধরম্। পাদপ্রদক্ষিণাং কৃত্বা স্বয়ঞ্চ গণপোঽভবৎ॥ ৮৭॥ তদাপ্রভৃতি শক্রাদ্যাঃ সুরা বিষ্ণুসমন্বিতাঃ। পাদাভ্যামেব কুর্ব্বন্তি মম সর্ব্বে প্রদক্ষিণাম্॥ ৮৮॥ স্বর্গান্নিপাতিতঃ কোঽপি সিদ্ধঃ কালে তপঃক্ষয়াৎ। প্রদক্ষিণাং ততঃ কৃত্বা পুনর্লব্ধপদোঽভবৎ॥ ৮৯॥ স্খলিতং পাদজং রক্তং মম কর্ত্তুঃ প্রদক্ষিণম্। মাজ্জাতে তস্য দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারকেসরৈঃ॥ ৯০॥ প্রদক্ষিণমহাবীথী শিলাশকলঘট্টিতম্। পদং সন্ধার্য্যতে পুংসাং শ্রীপয়োধরকুঙ্কুমৈঃ॥ ৯১॥ মণিপর্ব্বতশৃঙ্গেষু কল্পদ্রুমবনান্তরে। সঞ্চরন্তি সদা মর্ত্ত্যা মম কৃত্বা প্রদক্ষিণম্॥ ৯২॥ গৌর্য্যুবাচ। উপচারপ্রবৃত্তানাং ফলং মে শংস সুব্রত। যৈর্যৈর্জনঃ কৃতার্থঃ স্যাদ্যথাশক্তি কৃতাদরঃ॥ ৯৩॥ মুনিরুবাচ। উপচারফলং দেবি শৃণু বক্ষ্যাম্যহং তব। যন্মহ্যং কৃপয়া পূর্ব্বমুক্তবান্ পরমেশ্বরঃ॥ ৯৪॥ লূতীতন্তুকজালানি সংসৃজ্য ক্বচিদেব মে। জাতিস্মরৌ মহীধ্রেঽস্মিন্ সোঽহঞ্চকৈর্মমাং ব্যবেষ্টয়ৎ॥ ৯৫॥ গজঃ কশ্চিত্তৃষাক্রান্তো বিমুচ্য চ মধু ক্বচিৎ। বনপল্লবমুৎকীর্য্য মুক্তোঽভূদ্গণনায়কঃ॥ ৯৬॥ কৃময়ো বিলুঠন্তো মে পার্শ্বে দুরিতবর্জ্জিতাঃ। সিদ্ধবেশাঃ পুনঃ সর্ব্বে মম লোকং ব্রজন্তি তে॥ ৯৭॥ অব্যুচ্ছিন্নপ্রদীপার্চ্চিঃ ক্ষণমপ্যাদধাতি যঃ। স্বয়ম্প্রকাশঃ স ভবন্ মম সারূপ্যমশ্নুতে॥ ৯৮॥ হারীতঃ কোঽপি সম্প্রাপ্তঃ শাখানীড়ো মমান্তিকে। খদ্যোতো দীপবদ্রক্তং তাবন্মুক্তিং সমাগতঃ॥ ৯৯॥ গাবঃ প্রস্রবণৈঃ সিক্ত্বা বৎসস্মরণসম্ভবৈঃ। মৎপার্শ্বে মুক্তিমাপুস্তা মম লোকং সমাশ্রয়ন্॥ ১০০॥ কাকঃ পক্ষজবাতেন বলিগ্রহণলোলুপঃ। মাজ্জয়ন্মৎপুরোভাগং মুক্তিং প্রাপদাত ক্ষণাৎ॥ ১০১॥ মূষকো মদ্গুহাভাগং মণিসঙ্ঘবিকর্ষণৈঃ। প্রকাশয়ন্ বিতিমিরং মম রূপমপদ্যত॥ ১০২॥ ছায়াবৃক্ষত্বমাস্থাতুং মুনয়স্ত্রিদশা অপি। প্রার্থয়ন্ত্যেব মৎপার্শ্বে ন পুনঃসম্ভবেচ্ছয়া॥ ১০৩॥ গোপুরং শিখরং শালাং

প্রদক্ষিণ করেন। তখন ঐ অশ্ব ক্ষণকালমধ্যে সুরপুজিত গণনাথত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মহীপালকে পরিত্যাগ করিয়া শৈবপদ লাভ করে। অনন্তর রাজা গণনাথশরীরধারী সেই স্বীয় বাহন অবলোকন করিয়া পাদদ্বারা অরুণাদ্রির প্রদক্ষিণ করত নিজেও গণপতিত্ব লাভ করেন; তদবধি বিষ্ণুসমন্বিত ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই পাদদ্বারা আমার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। কোন এককালে জনৈক সিদ্ধ তপঃক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। তিনিও অরুণাদ্রির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় স্বীয়পদলাভ করেন। আমার প্রদক্ষিণ কালে তাঁহার পাদ হইতে রক্ত স্খলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-কেসরদ্বারা উহা পরিমার্জ্জিত করেন। পুরুষগণের প্রদক্ষিণ-মহাবীথীর শিলাখণ্ডঘট্টিত পদচিহ্ন লক্ষ্মীও কুচকুঙ্কুমরাশি ধারণ করিয়া থাকেন। আমার প্রদক্ষিণ করিয়া মানবগণ মণিপর্ব্বতশৃঙ্গের কল্পদ্রুমবনে রক্ষিত হইয়া থাকেন। গৌরী বলিলেন,—মানবগণ শক্তি অনুসারে আদরপূর্ব্বক শিবকে যে যে উপচার দান করিয়া কৃতার্থ হয়, এক্ষণে সেই উপচারবিষয়ক কথা কীর্ত্তন করুন। মহর্ষি গৌতম উত্তর করিলেন,—হে দেবি! এবিষয়ে মহেশ্বর কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শিব বলিয়াছেন, এক লূতী (মাকশা, মাকড়) আমার উদ্দেশ্যে তন্তুজাল ত্যাগ করিয়াছিল, লূতী এই অরুণাদ্রিতে আমাকে স্বীয় তন্তুজাল দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন এক তৃষ্ণার্ত্ত গজ এই স্থানে মদক্ষরণ ও বনপল্লব উন্মূলিত করিয়া মুক্তিলাভ করত গণনায়ক হয়। কৃমিকুল আমার পার্শ্বে দেহলুণ্ঠন করিয়া দুরিতবর্জ্জিত হয় এবং উহারা সকলেই সিদ্ধবেশ ধারণপূর্ব্বক আমার লোকে গমন করে। যাহারা আমার এই স্থানে অনির্ব্বাপিত দীপশিখা প্রদান করে, তাহারা ক্ষণকালে স্বয়ংপ্রকাশমন হইয়া আমার সারূপ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন এক হারীতপক্ষী আমার সন্নিধানে নীড় নির্ম্মাণ এবং খদ্যোত (জোনাকী) কীট দ্বারা রাত্রিতে তাহার আলোক সম্পাদন করে, আমার স্থান আলোকিত করিয়াই ঐ খদ্যোত মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ৮৪-৯৯। স্বীয় বৎস স্মরণে মৎপার্শ্বে দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া গাভীগণ আমার লোক আশ্রয় পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছিল। বলিগ্রহণলোলুপ এক কাক পক্ষবাত দ্বারা আমার সম্মুখভাগ মার্জ্জন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এক মূষিক মণিনিচয় আহরণ করিয়া আমার গুহা প্রদেশ আলোকিত করত আমার রূপ প্রাপ্ত হয়। দেব ও মুনিগণ আমার পার্শ্বগত ছায়া-বৃক্ষত্বপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়াও তাহা লাভ

মণ্ডপং বাপিকামপি। কুর্ব্বতাং মৎপুরোভাগে সিধ্যন্তীষ্টার্থসম্পদঃ॥ ১০৪ ॥ সদা মর্ত্ত্যৈরনাসাদ্যমগ্নিলিঙ্গমিদং মম। অনাসাদ্যাচলেশাখ্যং পূজ্যতাং বসুধাতলে॥ ১০৫ ॥ বীক্ষণস্পর্শনধ্যানৈঃ স্বভূতং নিখিলং জগৎ। পোষয়ন্তী পরা শক্তিঃ পূজ্যাপীতকুচাভিধা॥ ১০৬ ॥ সর্ব্বলোকৈকজননী সম্প্রাপ্তা নিত্যযৌবনম্। যৌবনপ্রার্থিভিঃ সেব্যা সদাপীতকুচাভিধা॥ ১০৭ ॥ ক্ষণান্তস্য পুরোভাগে বসতাং প্রাণিনামিহ। পরত্র বাত্র দুষ্প্রাপ্যমিষ্টবস্তু ন বিদ্যতে॥ ১০৮ ॥ অপ্রমেয়গুণাধারমপেক্ষিতবরপ্রদম্। অশেষভোগনিলয়ং শোণাদ্রীশং সমর্চ্চয়॥ ১০৯ ॥ লব্ধকামা পুনঃ শম্ভুমাশ্রয়িষ্যসি সুব্রতে॥ তপশ্চরণমপ্যেতত্তব লোকহিতাবহম্॥ ১১০ ॥ ন কেবলং তব তপঃ স্ববাঞ্ছিতফলপ্রদম্। তপস্যতামৃষীণাঞ্চ ক্ষেমায়ৈব ভবিষ্যতি॥ ১১১ ॥ কারণান্তরমাশঙ্ক্য তপঃ কুর্ব্বতি দেবতাঃ। রহস্যং দেবতানান্তু ফলেনৈবানুমীয়তে॥ ১১২ ॥ বয়ঞ্চ সহসংবাসাত্তব ব্রতনিরীক্ষণাৎ। কৃতার্থাঃ স্মায় দেবেশি তপসা নঃ কৃতার্থতা॥ ১১৩ ॥ ইতি তস্য মুনের্ব্বাক্যমর্থগর্ভং নিশম্য সা। গৌরী কৌতুকসংযুক্তা প্রশশংস মহামুনিম্॥ ১১৪ ॥ তপঃ কিমন্যৎ কর্ত্তব্যং লব্ধং তব তু দর্শনম্। অরুণাদ্রিরয়ং দৃষ্টঃ শ্রুতং মাহাত্ম্যমস্য চ॥ ১১৫ ॥ অহো ভূমেস্তু বৈচিত্র্যং যতো দৃষ্টা দিবোঽধিকা। যত্রৈব তৈজসং লিঙ্গং দেবতানাং বরপ্রদঃ॥ ১১৬ ॥ শিবঃ প্রসাদসিদ্ধো মে দর্শিতং স্থানমাত্মনঃ। অত্রৈব শিবমারাধ্য বশীকুর্য্যাং জগদ্গুরুম্॥ ১১৭ ॥ অবিনাভূতমৈক্যং মে দেবেন ভবতাৎ সদা। ত্বয়া কৃতেন সাহ্যেন ভবেয়ং শিবনায়িকা॥ ১১৮ ॥ ইতি গৌতমসন্নিধৌ তদাশীঃ কৃতসংবিত্তপ আদরেণ কর্ত্তুম্। অভজদ্রুচিরাঞ্চ পর্ণশালাং মুনিনা চানুমতা তথেতি ভক্ত্যা॥ ১১৯॥ সুকুমারতনুঃ সরোরুহাক্ষী ঘনতুঙ্গস্তনকল্পিতোত্তরীয়া। জটিলা হরিনীলরত্নকান্তির্গিরিজা রাজতি দেহবত্তপঃশ্রীঃ॥ ১২০ ॥ নিয়মৈর্বহুভিস্তপোবিশেষৈঃ

করিতে সমর্থ হন না। আমার সম্মুখে গোপুর, শিখর, শালা, মণ্ডপ বা বাপী নির্ম্মাণকারীর অভীষ্টসম্পদ্ সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার এই অগ্নিময় লিঙ্গ মানবগণের সতত অনধিগম্য। হে মুনে! বসুধাতলে আমার এই অরুণাচলের পূজা কর। আমার এই অচলের দর্শন, স্পর্শন ও ধ্যান দ্বারাই নিখিলজগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং আমার অপীতকুচাখ্যা পূজ্যা পরা শক্তিই এ জগতের সতত পোষণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকের একমাত্র জননী অপীতকুচাখ্যা শক্তি স্থির যৌবনলাভ করিয়াছেন। যে সকল মানব স্থির যৌবন কামনা করে, তাহারা সতত এই শক্তির সেবা করিয়া থাকে। যে সকল মানব ক্ষণকাল এই শক্তির সমীপে বাস করে; কি ইহ, কি পর, কোন বস্তুই তাহাদের দুষ্প্রাপ্য থাকে না। হে সুব্রতে! গুণাধার, অপ্রমেয় অভীষ্টপ্রদ, অশেষ ভোগনিলয় এই অরুণাদ্রিপতিকে সম্যক্ পূজা করুন। তাহা হইলেই আপনি লব্ধকামা হইয়া পুনরায় শম্ভুকে আশ্রয় করিতে পারিবেন। এই তপস্যা আপনার কোনরূপ স্বীয় অভীষ্টলাভের জন্য নহে—আপনার এই তপশ্চরণ লোকহিতাবহ; আপনার অনুষ্ঠিত এই তপস্যা দ্বারা তপস্যাশীল ঋষিগণের কুশল সাধিত হইয়া থাকে। আপনার এই তপস্যার কারণান্তর আশঙ্কা করিয়া সুরগণ তপস্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের তপস্যারহস্য ফল দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে। হে দেবেশি! আপনার সহিত একত্র বাস ও আপনার ব্রত নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, কিন্তু তপস্যাদ্বারা নহে। মহর্ষি গৌতমের এবংবিধ অর্থগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দেবী গৌরী কৌতুকান্বিতা হইয়া সেই মহামুনির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং মুনিসন্নিধানে থাকিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন;—মুনে! আপনার দর্শন লাভেই আমার সকল সিদ্ধ হইয়াছে, আমি আর কি তপস্যা করিব? যেখানে দেবগণবরপ্রদ তৈজস লিঙ্গ বিদ্যমান; অহো! এই ভূমির কি বৈচিত্র্য! ইহা যেন স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমি আজ এই উত্তমস্থান দর্শন করিলাম, অতএব শিব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমি এই স্থানেই শিবের সেবা করিয়া সেই জগদ্গুরুকে বশ করিব; শিবের সহিত সতত আমার অবিনাভাব সম্পাদিত হইবে এবং তাঁহার কৃত সাহায্যে আমি শিবনায়িকা হইব। অনন্তর মহর্ষি গৌতম তপস্যার্থ পার্ব্বতীকে পর্ণশালায় গমন করিতে অনুমতি করিলে, লব্ধজ্ঞানা দেবী ভক্তিপূর্ব্বক "তাহাই হউক" বলিয়া সাদরে অঙ্গীকারপূর্ব্বক তৎকালে গৌতমসমীপে মনোজ্ঞ পর্ণশালায় গমন করিলেন। অনন্তর হরিতনীলকান্তি সুকুমারতনু কমলনয়না দেবী পার্ব্বতী তদীয় ঘনতুঙ্গ কুচের উপর উত্তরীয় পরিধান এবং মস্তকে জটাধারণ করিয়া মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। এবং নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিধ তপো

ক্রতুষু প্রাগুবিচিত্রযোগবন্ধৈঃ। নিগমাগমদৃষ্টধর্ম্মমার্গং সকলং সা তু কৃতার্থতামনৈষীৎ ॥ ১২১ ॥ তপসা বিবিধেন তপ্যমানা ন কদাচিৎ পরিখেদমাপ তন্বী। পরিরত্নময়ী চ কাপি বল্লী নিতরাং দীপ্তিমতী বভূব বালা ॥ ১২২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরুণেশ্বরপ্রদক্ষিণামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অথ দেবা মহীং হিত্বা মহিষাসুরপীড়িতাঃ। নত্বা গৌরীং তপস্যন্তীং জগ্মুঃ শরণমাকুলাঃ ॥ ১ ॥ অথ তানভয়ং দেহি দেবীতি ভয়বিহ্বলান্। অমরান্ বীক্ষ্য সাদেবী কিং কার্য্যমিতি চাভ্যধাৎ ॥ ২ ॥ ততো বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দৈত্যোত্থাভয়মাত্মনাম্। দেব্যৈ বদ্ধাঞ্জলিপুটা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩ ॥ দেবা উচুঃ ॥ অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ সুখং ক্রীড়তি নন্দনে। ঐরাবতমুখান্ সর্ব্বান্ দিঙ্নাগান্নিজমন্দিরে ॥৪॥ আবাসন বিনোদার্থ-

তপস্যা ও যজ্ঞলব্ধ বহুবিধ যোগ দ্বারা আগমনিগম প্রদিষ্ট ধর্ম্মমার্গ সকল কৃতার্থ করিলেন। তৎকালে বিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াও কদাচ তিনি ক্ষীণা হন নাই, বরঞ্চ সেই তন্বী বালা হরিতরত্নময়ী বল্লীর ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০০—১২২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—একদা মহিষাসুর-পীড়িত দেবগণ আকুল হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্বিনী গৌরীকে নমস্কার করত তাঁহার শরণ লইলেন। তৎকালে "হে দেবি! আমাদিগকে অভয় প্রদান কর" ভয়বিহ্বল দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে দেবী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া এখন কি কর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অসুরেন্দ্র হইতে তাঁহাদের যে ভয় উপস্থিত রহিয়াছে, দেবীর সমীপে তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—মহিষাসুর স্বর্গীয় অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া নন্দনবনে সুখে সতত ক্রীড়া করিতেছে, করিণীগণ সহ ঐরাবত প্রমুখ গজগণকে গ্রহণ

মঙ্গনাভিঃ সহাগতান্। উচ্চৈঃশ্রবঃপুরোগানামুপভোগং করোত্যসৌ ॥ ৫ ॥ মন্দুরাস্বস্থ রম্যাসু দৃশ্যন্তে লক্ষকোটয়ঃ। হুতাশবাহনং মেষং পুত্রারোহার্থমীপ্সতি ॥ ৬ ॥ যাম্যং মহিষমানীয় শকটে সোঽভ্যবাহয়ৎ। সিদ্ধীরাকৃষ্য সকলা গৃহকর্ম্মণি চাদিশৎ ॥৭॥ অপ্সরঃসঞ্জমখিলমাত্মসেবার্থমানয়ৎ। অন্যৎকিমপি যৎস্ত রত্নভূতং জগত্রয়ে ॥ ৭ ॥ অনাহৃতং পুনর্হর্ত্তুং ন বিশ্রাম্যতি কোপবান্। বয়ঞ্চ সেবকা ভূত্বা নিত্যং ভীতিসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥ পূজয়ন্তশ্চ তস্যাজ্ঞাং নান্যাং বীক্ষামহে গতিম্। শরণাগতসন্ত্রাণং তপঃফলমুদাহৃতম্ ॥ ১০ ॥ দুর্জ্জয়োঽয়ং বরো দৈত্যঃ সর্ব্বেষাং বলিনামপি। সুরাণামপি দৈত্যানাং শিবাল্লব্ধবরোদয়ঃ ॥ ১১ ॥ অস্য শৃঙ্গাহতঃ সিন্ধুর্ব্যাবৰ্জ্জিতমিতি ব্রুবন্। রত্নোপহারদানেন নিত্যং তৎপ্রীতিমিচ্ছতি ॥ ১২ ॥ পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎক্ষিপ্য শৃঙ্গাগ্রেণ মহোদ্ধতঃ। ক্রীড়তি ক্ষোদিতাশেষধাতুধূলিবিলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ ন শক্যমস্কুলং

করিয়া আমোদপ্রমোদের জন্য নিজ মন্দিরে রক্ষিত করিয়াছে, উচ্চৈঃশ্রবপ্রমুখ লক্ষ কোটি অশ্ব অপহরণ করিয়া রম্য অশ্বশালায় স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে উপভোগ করিতেছে; হুতাশন বাহন মেষকে তদীয় তনয়ের বাহন জন্য নিযুক্ত করিয়াছে; যমের মহিষকে আনয়নপূর্ব্বক শকট বাহনে নিযুক্ত করিয়াছে; সিদ্ধিগণকে আকর্ষণ করিয়া তাহার গৃহকর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছে; অপ্সরাকুলকে নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছে এবং কোপবান্ মহিষাসুর ত্রিজগতে, অন্য যে কিছু রত্ন ছিল তৎসমস্তই গ্রহণ করিয়াছে; এমন কি, যাহা অনাহৃত ছিল, তাহাও অপহরণ করিতেছে, এখনও ক্ষান্ত হয় নাই। আমরা ভীতিসমন্বিত হইয়া নিত্য তাহার সেবা করিতেছি, তাহার আজ্ঞা পালন ও পূজা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। শরণাগতের সম্যক্ পরিত্রাণই তপস্যার ফল বলিয়া কথিত হয়। এই মহিষাসুর শিবসমীপে বরলাভ করিয়া নিখিল বলশালী সুরাসুরগণের নিকট অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র ইহার শৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া "এই দিতেছি, এই দিতেছি" এইরূপ বলিয়া ব্যস্ততা সহকারে রত্নোপহার দান দ্বারা নিত্য তাহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। ১—১২। মহা উদ্ধত মহিষাসুর শৃঙ্গাগ্রদ্বারা পর্ব্বত সকল উন্মূলনপূর্ব্বক, শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতগাত্র বিচূর্ণিত

তস্য বলমস্মত্তুরাসদম্। ত্বমেব বিজানীহি হত্বা তে নিজতেজসা॥ ১৪॥ শম্ভুশক্তিঃ পরা সেয়ং স্ত্রীরূপেণাত্র দৃশ্যতে। ত্বয়ৈবাহং নিহন্তব্যঃ শিবাল্লব্ধবরোঽসুরম্॥ ১৫॥ ন জানীমো বয়ং দেবি কিঞ্চিচ্ছম্ভুবিচেষ্টিতম্। কেবলং পালনীয়া স্ম জগন্মাত্রা সদা ত্বয়া॥ ১৬॥ ইতি তেষাং ভয়ার্ত্তানামাকর্ণ্য বচনং শুভম্। ব্যাজহার প্রসন্নাত্মা দেবী দত্ত্বাভয়ং তদা॥ ১৭॥ শরণাগতসন্ত্রাণং তপসি সুস্থিতয়া ময়া। কর্ত্তব্যমমরাঃ কালাৎ ক্ষীণঃ শত্রুর্ভবিষ্যতি॥ ১৮॥ উপায়েন সমাকৃষ্য হনিষ্যামি মহাসুরম্। নিরাগসস্ত হননমদ্য মে ন হি যুজ্যতে ১৯॥ ধর্ম্মগে ধর্ম্মভেত্তারঃ শলভত্বং ব্রজন্তি হি। দেবাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য গিরিকন্যকাম্॥ ২০॥ জগ্মুর্যথাগতং সর্বে হৃষ্টচেতসঃ॥ ২১॥ গতেষু তেষু দেবেষু গৌরী কমললোচনা। বভূব মোহিনী শক্তিঃ কান্তিযুক্তা ততোদরী॥ ২৩॥ সা দেবী দিক্ষু শৈলেষু চতুর্ষ্বরূপভৃতঃ। রক্ষার্থং স্থাপিতবতী চতুরো বটুকান্ বরান্॥ ২৪॥ যদা কৈলাসশিখরাদাগতা শৈলকন্যকা। অন্বগচ্ছন সেবমানাশ্চতস্রো মাতরস্তদা॥ ২৪॥ দুন্দুভিঃ সত্যবত্যাখ্যা তথা চানবমী পরা। সুন্দরীতি চতস্রস্তামন্বযুঃ পরিচারিকাঃ॥২৫॥ বিমুক্তাতাতিথিং শ্রান্তং ক্ষুৎপিপাসাসমন্বিতম্। অরুণাদ্রিমিমং দ্রষ্টুং নাস্থমিত্যব্রবীচ্চ তান্॥ ২৬॥ সীমাশৈলাস্থিতান্ বীরাংস্তানাদিশ্য বলাধিকান্। তপশ্চচারাদ্রিকন্যা গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ॥ ২৭॥ তস্যাং তপস্যন্ত্যাং তন্বঙ্গ্যাং ন তাপঃ কশ্চিদপ্যভূৎ। ববর্ষ কালে জলদঃ সফলাশ্চাভবন্ দ্রুমাঃ॥ ২৮॥ বিরোধীনি চ সত্ত্বানি মুমুচুঃ পূর্ব্বমৎসরম্। আশ্রমঃ সর্ব্বজন্তূনাং শরণ্যোঽভূদ্ভয়াপহঃ॥ ২৯॥ যোজনদ্বয়পর্য্যন্তং সীমাশৈলেষু সংস্থিতৈঃ। চতুর্ভির্বটুকৈঃ শুবে রক্ষিতশ্চারুণাচলঃ॥ ৩০॥ নোদভূৎ কশ্চন ত্রাসো ন চ দৃষ্টো ভয়োদয়ঃ। ন ব্যাধিপীড়নং চাসীত্তত্র নারীবিজৃম্ভণম্॥ ৩১॥ কৃতার্থা মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রশংসন্তো নগাত্মজাম্। শিবলোকপদং কেচিৎ

করিয়া ধাতুধূলিদ্বারা বিলেপন রচনা করিতেছে। আমরা তাহার বল সহ্য করিতে অশক্ত হইয়াছি; হে দেবি! আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই দুর্দ্দমনীয় বল সহ্য করিতে সমর্থ নহে, ইহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন; অতএব হে দেবি! আপনি নিজ তেজ দ্বারা ইহার নিধন সাধন করুন! আপনি শম্ভুর পরা শক্তি হইলেও তদীয় স্ত্রীরূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন। আপনিই শিবলব্ধবর এই মহিষাসুরকে নিধন করিতে সমর্থ। হে দেবি! আমরা শম্ভুর চেষ্টা কিছুই জানিতে সমর্থ নহি। হে জগন্মাতঃ! আমরা কেবল আপনা দ্বারা পরিপালিত হইতেছি। অনন্তর ভয়ার্ত্ত দেবগণের এবম্বিধ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নাত্মা দেবী তাঁহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক বলিলেন;—হে সুরগণ! আমি তপস্যায় অবস্থিত হইয়া শরণাগতের ত্রাণ করিব, যথাকালে তোমাদিগের শত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে সুরগণ! অদ্য নিরপরাধ শত্রুর হনন করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না; অতএব কোন এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমি এই অসুরকে বিনাশ করিব। দেখ, ধর্ম্মের ভেদকারীরা শলভত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর দেবগণ দেবীর এই অভয়বাণী শ্রবণপূর্ব্বক গিরিকন্যাকে প্রণাম করত নির্ভয় ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে কমললোচনা গৌরী বিস্তৃতোদরা কান্তিমতী মোহিনীশক্তির রূপ ধারণ করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিক্স্থিত শৈল-চতুষ্টয়ে অরুণাচলের রক্ষা নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বটুক-চতুষ্টয় প্রতি স্থিত করিলেন। অনন্তর যৎকালে শৈলজা কৈলাস শিখর হইতে আগমন করিলেন, তখন দুন্দুভি, সত্যবতী, অনবমী এবং সুন্দরী—এই মাতৃচতুষ্টয় তাঁহার সেবার জন্য পরিচারিকারূপে অনুগমন করিয়াছিলেন।১৩—২৫। অনন্তর দেবী সীমাস্থলস্থিত বলীয়ান বটুক-চতুষ্টয়ের প্রতি আদেশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই অরুণাদ্রির দর্শনমানসে আগমন করিবে, সেই শ্রান্ত ক্ষুৎপিপাসান্বিত অতিথিকে কদাচ পরিত্যাগ করিও না। দেবী গিরিজা এইরূপ আদেশ দিয়া গৌতমাশ্রমসন্নিধানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তন্বঙ্গী গৌরীর তপস্যাকালে কোনরূপ খেদ সমুদ্ভূত হয় নাই; তৎকালে যথাকালে জলদ জলবর্ষী, বৃক্ষ সকল ফলশালী, পরস্পর বিরোধী প্রাণিগণ মৎসরত্যাগী এবং আশ্রম সকল নিখিল-প্রাণীর শরণ্য ও ভয়হারী হইল। সীমাশৈলস্থিত বীর-বটুক-চতুষ্টয় অরুণাদ্রির যোজনদ্বয় পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে লাগিল। তখন সমস্ত ভয় বা ত্রাস একেবারেই তিরোহিত হইল। তখন ব্যাধিপীড়ন, বা শত্রুভয় রহিল না, কৃতার্থ মুনিগণ ইতস্ততঃ গিরিজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বা আশ্রমসকলকে শিবলোক বলিয়া

প্রত্যাশংসংস্তথাশ্রমম্॥ ৩২ ॥ সা চ গৌরী তপো ঘোরং কুর্ব্বতী চ দিবানিশম্। ন তৃপ্তিমাযযৌ বালা শিবসন্তোষকারকম্॥ ৩৩ ॥ মহিষশ্চ মহাবীর্য্যো মৃগয়াং কর্ত্তুমুদ্যতঃ। চচার কাননং সর্ব্বং বিদূরে শোণভূভৃতঃ॥ ৩৪ ॥ দৈত্যসৈন্যসমাযুক্তো মৃগযুথান্যনেকশঃ। বনেষু নিঘ্নংস্তরসা বিচচারাশু ভক্ষয়ন্॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্বিভির্নিভির্বীরৈর্মৃগাঃ কেচিদসুক্রতাঃ। ভযার্ত্তাঃ পবিধাবন্তঃ প্রাবিশংস্তং তথাশ্রমম্॥ ৩৬ ॥ অনুব্রজন্তো দিতিজা মৃগাংস্তান্ হন্তুমুদ্যতাঃ। বারিতা বটুকৈর্বীরৈর্ন্নায়াতাত্রেতি সত্বরৈঃ॥ ৩৭ ॥ কিমর্থেতি তদা পৃষ্টা বটুকা দুষ্টদানবৈঃ। তপস্যতি বরারোহা কন্যাত্রেত্যাহুরঞ্জসা॥ ৩৮ ॥ ন কেনচিৎ প্রবেষ্টব্যং বলিনা মুনিসেবিতম্। তপঃস্থানমিদং দেব্যাঃ শরণাগতরক্ষকম্॥ ৩৯ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা বলিনো দুষ্টদানবাঃ। তথেতি বিনিবৃত্ত্যাশু কর্ত্তব্যং সমচিন্তয়ন্॥ ৪০ ॥ মায়য়া পক্ষিরূপাস্তে প্রবিশ্যাশ্রমমাদরাৎ। আরামবৃক্ষশাখাসু নিবেশ্য দদৃশুর্দেবীম্॥ ৪১ ॥ সা পুনর্ন্নিসিতারণ্যে সর্ব্বর্ত্তুকুসুমান্বিতে। তপস্যন্তী তদা দৃষ্টা মায়াদৈত্যস্য সৈনিকৈঃ॥৪২॥ রূপলাবণ্যতে তস্যা নিশ্চয়ং তপসি স্থিতম্। বীক্ষ্য তে বিস্ময়োপেতা গত্বা তস্মৈ ন্যবেদয়ন্॥ ৪৩॥ স স্মরার্ত্তো বৃদ্ধরূপঃ প্রবিবেশাশ্রমং তদা। পূজিতোহস্যাঃ সখীভিশ্চ গতশ্রান্তিরিব স্থিতঃ॥ ৪৪ ॥ বৃদ্ধোঽপৃচ্ছৎ কিমর্থং তু তপোহস্যা ইতি তাস্তথা। বালা কান্তপ্রসাদার্থং চিরমত্র তপস্যতি॥ ৪৫ ॥ পরং স বলবান্ কান্তো ন কদাপি প্রসীদতি। কার্য্যং বিবাহসময়ে মনোরথং যথোচিতম্॥ ৪৬॥ অপূর্ব্বপ্রভুণা তেন নবোপকরণং মহৎ। সদ্যোজাতকুলালেন সদ্যঃস্বষ্টৈর্বিপাচিতৈঃ॥ ৪৭॥ ভাজনৈরপি সাদ্যস্কৈস্তৈঃ পক্বৈশ্চ শালিভিঃ। তাদৃশৈঃ সাধনৈঃ সর্ব্বৈস্তাদৃশৈর্দ্রব্যসঞ্চয়ৈঃ॥ ৪৮ ॥ অপূর্ব্বদৃষ্টবিভবৈঃ কার্য্যং স্যাদুপকারণম্। সিদ্ধে তথোপকরণেঽস্যাঃ সদ্যোঽস্য স্বয়ংবরঃ॥ ৪৯ ॥ ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা বিহসন্মহিষো

কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দেবীবালা গৌরীও নিরন্তর শিব সন্তোষকর ঘোর তপশ্চরণ করিয়াও তৃপ্তির সীমাসন্দর্শন করিলেন না। মহাবীর্য্য মহিষ মৃগয়ারত হইয়া শোণ ভূধরের অদূরস্থ কাননভূমে বিচরণ করিতে লাগিল। মহিষাসুর অসুরসেনাপরিবৃত হইয়া অতিপ্রচণ্ডবেগে অনেক মৃগযুথের বধসাধন করত ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তদীয় বলবান বীর ধনুর্দ্ধারী সেনাগণ কর্ত্তৃক মৃগকুল আকুলিত হইয়া দ্রুতবেগে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিল, দিতিজগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেই মৃগগণকে হনন করিতে উদ্যত হইলে বীর বটুকগণ সত্বর সেই অসুরগণকে তথায় প্রবেশ করিতে বারণ করিল। অনন্তর দুষ্ট অসুরগণ বটুকদিগকে আশ্রমে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, বটুকেরা উত্তর করিল,—এখানে বরারোহা গৌরী তপশ্চরণ করিতেছেন; অতএব তপোবীর্য্য-সম্পন্ন মুনিগণনিষেবিত আশ্রমে সহসা কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। ইহা দেবীর তপঃস্থান, এই স্থান শরণাগতের রক্ষক। দুষ্ট দানবগণ বলবান্ বটুকদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ক্ষণকালমধ্যে মায়াদ্বারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং দেবীর রূপ-দর্শন বাসনায় আরামস্থিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া তাঁহার রূপসন্দর্শন করিতে লাগিল।২৬—৪১। অনন্তর মায়াদৈত্যের সৈন্যগণ দেখিল,—সেই দেবী সর্ব্বকাল-কুসুমিত মনোরম কাননমধ্যে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার রূপ-লাবণ্য যেন তপস্যায়ই দৃঢ়রূপে নিয়োজিত হইয়াছে। দানবগণ দেবীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তথা হইতে গমনপূর্ব্বক মহিষাসুরকে সমস্ত নিবেদন করিল। তখন সৈন্যমুখে এই সংবাদ শুনিয়া মদন-পীড়িত মহিষাসুর বৃদ্ধরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলে দেবীর পরিচারিকাগণ দ্বারা পূজিত হইয়া গতশ্রমের ন্যায় অবস্থান করিল। কপট বৃদ্ধবেশী মহিষাসুর পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইনি কিজন্য তপস্যা করিতেছেন? তাহারা উত্তর করিল,—এই বালা স্বামীর প্রসাদলাভার্থ এখানে বিচিত্র তপস্যা করিতেছেন; কিন্তু ইঁহার বলবান্ স্বামী কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছেন না; দেবীর প্রার্থিত সেই অপূর্ব্ব-প্রভু বিবিধ নূতন উপকরণাদি দিয়া বিবাহকালে ইহার যথোচিত অভীষ্ট পূরণ করিবেন। সদ্যোজাত কুম্ভকারের সদ্যোবিপাচিত মৃত্তিকাভাজনে পক্বশালি ধান্য ভক্ত করিয়া ঈদৃশ অপূর্ব্বদৃষ্ট-বিভবযুক্ত দ্রব্যসঞ্চয় দ্বারা সেই মহা উপচার কল্পিত হইবে এবং এইরূপ উপচার সিদ্ধ হইলে তখনই স্বয়ম্বর সম্পাদিত হইবে। মহিষাসুর

ইত্যধাৎ। তপঃফলমহং প্রাপ্তঃ সত্যমস্তা ইতি স্থিতম্। মদীয়াং সকলাং ভূতিং শৃণু বালে তপস্বিনি॥ ৫০॥ মহিষোহহং মহাবীরো দৈত্যেন্দ্রঃ সুরবন্দিতঃ। জগত্রয়মিদং সর্ব্বং ময়ৈব পরিগৃহ্যতে॥ ৫১॥ অনন্তবীরসম্ভাবো ময্যেব ভুজগুম্ফণা। কামরূপোঽস্ম্যহং বালে সর্ব্বভোগপ্রদায়কঃ॥ ৫২॥ ভজ মাং তব ভর্ত্তারং প্রাণিনাং তপসঃ ফলম্। সর্ব্বং সম্পাদয়িষ্যামি কল্পবৃক্ষৈঃ সমাহৃতৈঃ॥ ৫৩॥ সৃজামি তপসা চাহং বিশ্বকর্ম্মাণমাদিতঃ। কামধেনুসহস্রাণি সৃজামি তপসা ক্ষণাৎ॥৫৪॥ নবভির্নিধিভিঃ প্রাপ্তৈঃ পার্শ্বস্থৈর্নিত্যদা মম। অপেক্ষিতার্থসংসিদ্ধিঃ সহসৈবোপপাদ্যতে॥ ৫৫॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স্মৃতদেবাভবৎ ক্রমাৎ। বিসৃজ্য মৌনং শনকৈর্বিহসন্তী তমব্রবীৎ॥ ৫৬॥ অহং বলবতো ভার্য্যা ভবিষ্যামি তপশ্চিরম্। করোমি যদাসি বলী বলং দর্শয় মে নিজম্॥ ৫৭॥ বিরচ স্ত্রীস্বভাবং স্বং শ্রুত্বা তদ্বাক্যমুত্থিতম্। হতে কোঽয়মিতি ক্রোধান্ননর্দ মহিষাসুরঃ॥ ৫৮॥ জিঘৃক্ষুস্তং সমায়ান্তং বীক্ষ্য তং মহিষাসুরম্। অভূদ্দুরাসদা দুর্গা কন্যা সা জ্বলনাকৃতিঃ॥ ৫৯॥ মহামায়াং সমালোক্য জ্বলন্তীং পুরতঃ স্থিতাম্। স্বয়ং স মহিষাকারো ববৃধে মেরুসন্নিভঃ॥ ৬০॥ কুলভূধরশৃঙ্গাণি শৃঙ্গাভ্যাং মুহুরাক্ষিপন্। আজুহাব নিজাং সেনামাপূরিতদিগন্তরাম্॥ ৬১॥ অথ ব্রহ্মমুখা দেবাঃ প্রণম্য বিবিধায়ুধৈঃ। পূজয়ামাসুরাত্মীয়ৈর্দুর্গাং কালাগ্নিরূপিণীম্॥ ৬২॥ পঞ্চহেতীর্হরিঃ প্রাদাদ্দশ চাপি সদাশিবঃ। ব্রহ্মা চতস্রশ্চ তদা তস্যৈ মায়াতিরোহিতাঃ॥ ৬৩॥ দিক্‌পালাশ্চ সুরাশ্চান্যে পর্ব্বতাশ্চ পয়োধয়ঃ। স্বীয়ৈরাভরণৈঃ শস্ত্রৈরধুষ্যাস্তামপূজয়ন্॥ ৬৪॥ মায়া সা বহুভির্হস্তৈর্জ্জ্বলদায়ুধসঙ্কুলৈঃ। আবদ্ধকবচা তূর্ণং দুর্গাভূৎ সিংহবাহনা॥ ৬৫॥ আপূরিতদিশাভোগা তেজস্তৎ সোঢ়ুমক্ষমঃ। দুর্গায়া ঘোরমালোক্য মহিষস্তু পলায়িতঃ॥ ৬৬॥ অথ তেজো নিজং ঘোরং প্রজ্বলৎ সোঢ়ুমক্ষমম্। পলায়মানমালোক্য মহিষং সা ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৬৭॥ উপায়েন নিহন্তব্যো দুষ্টোঽয়ং মহিষাসুরঃ। মদপূর্ব্বং

পরিচারিকাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-আস্যে বলিতে লাগিল,—এইরূপ তপঃফল লাভ করিবার জন্য ইহাঁর ঈদৃশ তপশ্চরণ! হে বালে, তপস্বিনি! এক্ষণে আমার ঐশ্বর্য্য শ্রবণ কর! আমি সুরপূজিত দৈত্যেন্দ্র মহাবীর মহিষাসুর। আমি এই ত্রিজগতের অধীশ্বর। আমার ভুজবীর্য্যে অন্যান্য বীরগণ বীরত্ব পরিহার করিয়াছে। হে বালে! আমি কামরূপী এবং সর্ব্বভোগ-প্রদায়ক; অতএব তোমার তপস্যার ফলরূপ আমাকে পতিরূপে ভজনা কর। আমি সমাহৃত কল্পদ্রুম দ্বারা প্রাণিগণের তপঃফল সাধিত করিয়া থাকি; আমি ক্ষণকালমধ্যে তপস্যাদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা ও সহস্র সহস্র কামধেনু সৃজন করিতে সমর্থ। নব নিধি সতত আমার পার্শ্বগত হইয়া অভীষ্টপ্রাপ্তির অপেক্ষা করে। মহিষাসুরের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দেবী অভীষ্টদেবের স্মরণপূর্ব্বক মৌনভাব ত্যাগ করিলেন এবং ক্রমে সহাস্য-আস্যে তাহাকে বলিলেন,—আমি বলবানের ভার্য্যা হইব, এজন্য সুচিরকাল তপস্যা করিতেছি। তুমি যদি তাদৃশ বলবান্ হও, তবে আমাকে তোমার বল প্রদর্শন কর; পরন্তু স্ত্রীজনোচিত স্বভাব প্রকাশ করিও না। অনন্তর মহিষাসুর দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষবশে নিনাদ করিয়া উঠিল এবং মনে মনে ভাবিল—এ বালা কে! অতঃপর মহিষাসুর তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিলে তিনি জ্বলনাকৃতি দুরাসদ দুর্গারূপ ধারণ করিলেন। মহিষাকার মহিষাসুরও দীপ্তিমতী মহামায়াকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেরুপর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইল। মহিষাসুর শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা কুলাচলের শৃঙ্গসকল উৎপাটিত করিল এবং দিগন্তর-পরিপূরিত স্বকীয় সৈন্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিল।৪২—৬১। অনন্তর ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব বিবিধ আয়ুধদ্বারা সেই কালাগ্নিরূপিণী দেবীর পূজা করিলেন। হরি পাঁচটী, সদাশিব দশটী, এবং ব্রহ্মা চারিটী হেতি অস্ত্র দেবীকে প্রদান করিলেন। মায়াতীত দিক্‌পাল সকল, অন্যান্য দেবগণ, পর্ব্বত, সমুদ্র ইহাঁরাও স্ব স্ব আভরণ ও অস্ত্রদ্বারা অধৃষ্যা সেই দেবীর পূজা করিলেন। তখন সেই মায়া দুর্গা দেবী বহুহস্তে প্রজ্বলিত আয়ুধ ন্যস্ত করিয়া কবচ দ্বারা শরীর আবৃত করত সত্বর সিংহে আরোহণ করিলেন। তাঁহার তেজে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া গেল। দুর্গার সেই ভয়ঙ্কর তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া মহিষাসুরও পলায়ন করিল। অনন্তর দেবী প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় স্বীয় তেজ ধারণে অক্ষম হইলেন এবং মহিষাসুরকেও পলায়মান দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন;—এখন কি উপায়ে এই দুষ্ট মহিষাসুরকে বধ করি? ব্যাধ যেরূপ

নিবৃত্তস্তে মৃগা মৃগযুভির্বনে॥ ৬৮॥ দূতোক্তিভিঃ সমাকৃষ্য মৃদ্বীভির্মর্ম্মবৃত্তিভিঃ। কোপমস্য সমুত্থাব্য করিষ্যেঽভিমুখং ক্ষণাৎ॥ ৬৯॥ অধর্ম্মবৃত্তিযুক্তানাং ধর্ম্মবাক্যপরিশ্রবাৎ। কোপঃ সমুদ্ভবেৎ সদ্যঃ স্বজীবক্ষয়কারণম্॥ ৭০॥ অথবা ধর্ম্মবুদ্ধিঃ সন যদি শান্তো ভবিষ্যতি; তদা হিতোপদেশেন ধর্ম্মলোপো ন সম্ভবেৎ॥ ৭১॥ তপস্বিভিঃ সদা কার্য্যঃ কোপ-ত্যাগঃ ফলান্বিতঃ। ধর্ম্মহানির্ন সোঢব্যা তৎকোপো হি তপঃ পরম্॥ ৭২॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য সা গৌরী মায়া সুরগুরুং মুনিম্। সঙ্কল্প্য বানরমুখং প্রাহিণোদ-সুরং প্রতি॥ ৭৩॥ গচ্ছ ত্বং মায়য়া যুক্তো মহর্ষে বানরানন। মহিষং বোধয়িত্বা চ বচনং শীঘ্রমাব্রজ॥ ৭৪॥ মৈব ত্বমরুণাদ্রীশমূপপীড়য় দুর্ম্মতে। অত্র দুর্ম্মনসাং বীর্য্যমদৃশ্যং ভবতি ক্ষণাৎ। ৭৫॥ ন কলেরুপতাপোঽত্র নাসুরৈরপি পীড়নম্। ন সাহসঞ্চ শুভদং শিবভক্তিমতামপি॥ ৭৬॥ পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈর্লব্ধবীর্য্যমহোদয়ঃ। মা ত্বং শোণাচলেশাগ্নৌ শলভত্বং ভজাসুর॥ ৭৭॥ শিবেন দত্তা বিভবাস্তব পূর্ব্বতপোবলাৎ। দহ্যেরন্ যত্র তরসা দাববহ্নৌ যথা দ্রুমাঃ॥ ৭৮॥ অত্র ধর্ম্মাত্মনাং বাসঃ শিবভক্তিমতাং সদা। পরপীড়াপ্রসক্তানাং ভবেদ্রোগশতাবৃতঃ॥৭৯॥ ঐশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্তো বলমন্যদ্দুরাসদম্। কিমর্থং স্বল্পবুদ্ধিঃ সন্ স্বদোষৈর্নাশমেষ্যসি॥ ৮০॥ ময়া কন্যা পুনর্দৃষ্টা বিশেষাদবলা মতা। অন্তর্গতোঽরুণাদ্রীশ এতস্মাৎ সা বিশেষাতে॥ ৮১॥ অথবা যুক্তিভেদৈস্ত্বং শাস্ত্রৈর্বা শিবসম্মতৈঃ। অনিগ্রাহ্যমনোবৃত্তিরাত্মসৈন্যং সমানয়॥ ৮২॥ তেন লোকান সমস্তাংস্ত্বং বাধসে বলগর্ব্বিতঃ। তৎসৈন্যং তব বৃদ্ধঞ্চ ক্ষণাদ্ধক্ষ্যামি তেজসা॥ ৮৩॥ আনীয় সকলং সৈন্যমগ্রে স্থাপয় সায়ুধম। সদ্যস্ত্বাত্মবলৈঃ স্পষ্টৈঃ সংহরিষ্যামি তৎক্ষণাৎ॥ ৮৪॥ মচ্ছস্ত্রপরিকৃত্তস্য সসৈন্যস্য তবাসুষঃ। মুক্তিরত্রৈব ভবিতা কো জানাতি শিবেহিতন্॥ ৮৫॥ বার্য্যমাণোঽপি পূর্ব্বেণ কর্ম্মণা।

মৃগগণকে প্রলোভিত করিয়া আনয়ন করে, আমিও তদ্রূপ মর্ম্মস্পর্শী মৃদু দূতোক্তি দ্বারা ইহাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ইহার ক্রোধ জন্মাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে আমার সম্মুখীন করিব। অধর্ম্মবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বাক্য শ্রবণে সদ্যই ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং উহাই তাহার মরণের কারণ হইয়া থাকে। অথবা ধর্ম্ম বাক্য শ্রবণে সে যদি ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া শান্ত হয়, তবে হিতোপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে। তপস্বীদিগের ক্রোধপরিত্যাগ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; কিন্তু ধর্ম্মহানি কদাচ সহনীয় নহে। ধর্ম্মহানি ঘটিলে তাহার রক্ষার জন্য যে কোপ করা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতপ। গৌরী এইরূপে চিন্তা করিয়া মায়াকল্পিত সুরগুরু নামক মুনিকে মহিষাসুর-সমীপে প্রেরণ করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে বানরমুখ মহর্ষে! তুমি মায়াযুক্ত হইয়া গমন কর এবং মহিষাসুরকে আমার বাক্য সকল বুঝাইয়া দিয়া সত্বর প্রত্যাগমন কর। তুমি তাহাকে বলিবে,—রে দুর্ম্মতে! তুই কদাচ অরুণভূধরের পীড়া প্রদান করিস্ না, এখানে দুর্ম্মনাদিগের বল-বীর্য্য ক্ষণকাল মধ্যে বিলুপ্ত হয়। এখানে কলির উপতাপ, অসুরের পীড়ন ও কোনরূপ দুঃসাহস প্রভুত্ব করিতে পারে না। এখানে শিবভক্ত ব্যক্তি-গণের শুভ হইয়া থাকে। তুমি পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য দ্বারা বীর্য্যলাভ করিয়া অভ্যুদয়শালী হইয়াছ; হে অসুর! শোণাচলানলে কদাচ তুমি শলভত্ব লাভ করিও না। তোমার পূর্ব্বতপোবলে শিবই তোমাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, দাবানলে দ্রুম যেমন দগ্ধ হয়, সত্বরই তোমার ঐশ্বর্য্য তদ্রূপ দগ্ধ হইবে। এই স্থান ধর্ম্মাত্মা শিবভক্তগণের সতত বাসযোগ্য; এখানে পরপীড়া-প্রসক্ত ব্যক্তি-গণের শত শত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অন্যান্য দুরাসদ বলও লাভ করিয়াছ, অতএব কি জন্য অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত স্বীয়দোষে নাশ প্রাপ্ত হইবে? ৬৯—৮০। আমি দেখিতেছি, সে কন্যা, বিশেষতঃ অবলা, তারপর ঐ কন্যা অরুণা-দ্রিতে অবস্থিত সুতরাং দুর্দ্ধর্ষা; অথবা বিবিধ যুক্তি কিংবা শিবসম্মত শাস্ত্র দ্বারাও তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পার না; কেননা, তাঁহার মনোবৃত্তি তোমাতে অর্পিত হয় নাই। ইহাতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, তবে যে সকল সৈন্য দ্বারা তুমি বল-দর্পিত হইয়া নিখিল লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া থাক, তাহাদিগকে আনয়ন কর। আমি সেই সকল সৈন্য সহ তোমাকে ক্ষণকাল মধ্যে তপস্যা দ্বারা দগ্ধ করিব। তোমার সকল সৈন্য আনয়ন-পূর্ব্বক আয়ুধযুক্ত করিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন কর, আত্মবল প্রয়োগ দ্বারা সদ্যই তাহাদিগকে সংহার করিব। আমার অস্ত্রে তোমার প্রাণ সহ সৈন্যগণ ছিন্ন হইয়া এখানে মুক্তি লাভ করিবে, কে জানে যে, ইহা শিবেরই নির্ব্বন্ধ। লোক নিষিধ্য-

প্রেরিতো জনঃ। অবশঃ কর্ম্ম কুরুতে ভুঙক্তে চ সদৃশং ফলম্ ॥ ৮৬ ॥ ত্বয়াপি করুণাবাক্যং বক্তব্যং কিল ভূরিভিঃ। অকার্য্যবিনিবৃত্ত্যর্থং নিত্যধর্ম্মানুপালনে ॥ ৮৭ ॥ ইতি গৌর্য্যা সমাদিষ্টাং বাচং কপিমুখো মুনিঃ। দূতঃ সন্ সমুমাচষ্ট মহিষস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥ সোঽপি সর্ব্বং সমাকর্ণ্য ক্রোধবেগসমাকুলঃ। তং ভক্ষয়িতুমারেভে সোঽপি মায়াবলাদ্‌যযৌ ॥ ৮৯ ॥ অথ সৈন্যং নিজং সর্ব্বং সমাহূয় দুরাশয়ঃ। সন্নদ্ধং সায়ুধং যোদ্ধুমাদিশল্লোক-ভীষণম্ ॥ ৯০ ॥ যুগান্তসময়োদ্বেলচতুরর্ণবসন্নিভম্। সৈন্যানাং সৈন্যমতুলং শোণাদ্রিং পর্য্যবেষ্টয়ৎ ॥ ৯১ ॥ অথ গৌরী সমালোক্য দৈত্যানাং সৈন্যমদ্ভুতম্। সসর্জ্জ তৈজসাঙ্কুরান্ ঘোরান্ ভূতগণান বহূন ॥ ৯২ ॥ একপাদাক্ষিচরণা লম্বকর্ণপয়োধরাঃ। পাণিপাদ-শিরঃকুক্ষিবক্ত্রাৎ কেচিদ্বিনির্গতাঃ ॥ ৯৩ ॥ অহং গ্রসামি সকলমপর্য্যাপ্তমিদং মম। অহমেব হনিষ্যামি দৈত্যসৈন্যমশেষতঃ ॥ ৯৪ ॥ কিং ত্বয়াত্র পুনঃ কার্য্যং বীক্ষ্য ত্বং তিষ্ঠ কেবলম্। অহমেবাত্র যোৎস্যামীত্যভাষন্ত পরস্পরম্ ॥ ৯৫ ॥ তেষাং কথয়তাং শঙ্খং গণানাং যোগিনীগণৈঃ। অধমৎ সা ভগবতী হন্তুং তদ্দৈত্যমণ্ডলম্ ॥ ৯৬ ॥ আলোক্য তাং তথারূপামাপতংস্তস্য সৈনিকাঃ। দর্শয়ন্তঃ স্ববীর্য্যাণি স্বামিনোঽগ্রে ধৃতায়ুধাঃ। ববৃষুঃ শস্ত্রবর্ষাণি দৈত্যাঃ প্রতিদিগন্তরম্। বাণৈঃ কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্তৈস্তানি সা তু ন্যবারয়ৎ ॥ ৯৮ ॥ রথানাং বারণেন্দ্রানাং হয়ানাং লক্ষকোটিভিঃ। যুযুধুর্ভূত-বেতালা দেব্যা সৃষ্টাস্তু দুর্জ্জয়াঃ ॥ ৯৯ ॥ মাতরো বিবিধাকারা ডাকিন্যো. যোগিনীগণাঃ। সৃষ্টাশ্চ তেজসা ভূয়ঃ পিশাচাঃ প্রেতরাক্ষসাঃ ॥ ১০০ ॥ দেব্যা সৃষ্টেন সৈন্যেন দুর্জ্জয়েন মহাসুরাঃ। ভক্ষিতাশ্চূর্ণিতা ভিন্না দারিতা নিহতাঃ ক্ষণাৎ ॥ ১০১ ॥ দেবী চ সায়ুধা দৃপ্তা জলন্তী নিহতাসুরৈঃ। নৃত্যদ্ভূতগণৈর্যুক্তৈ রক্তৈর্ম্মাংসৈশ্চ তোষিতৈঃ ॥ ১০২ ॥ যদা কৈলাস-শিখরাৎ প্রাপ্তা কর্ত্তুং তপোভুবম্। তদা সমাগতাঃ কাশ্চিন্মাতৃকা দেহগুপ্তয়ে ॥ ১০৩ ॥ দুন্দুভিঃ সত্য-বত্যাখ্যা তথা চাম্ববতী পরা। সুন্দরীতি চতস্রস্তা

মান হইয়াও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মপ্রেরণায় অবশ হইয়া কার্য্য করে, কিন্তু তৎকার্য্যের ফলও তাদৃশই ভোগ করিয়া থাকে। তুমিও নিত্য ধর্ম্মপালন-বিষয়ে অকার্য্যনিবৃত্তির জন্য বহু করুণাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক! বানরমুখ মুনি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহিষাসুরের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক দেবী গৌরীর আদিষ্ট এই সকল কথা কহিলেন। মহিষাসুরও তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ করত ক্রোধ-সমাকুল হইয়া মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি মায়াবল অবলম্বন করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুরাশয় মহিষাসুর স্বীয় সেনা-গণকে আহ্বান করিয়া আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তখন যুগান্ত কালের উদ্বেল চতুঃসাগরের ন্যায় অদম্য অসুর সৈন্যনিকর অরুণভূধরকে পরিবেষ্টিত করিল। অনন্তর গৌরী অদ্ভুত অসুরসেনাগণকে দর্শন করিয়া তেজস্বী ঘোররূপী শূর এবং একপাদ, একাক্ষি, একচরণ, লম্বকর্ণ, লম্বপয়োধরসম্পন্ন বহু গণদেবতা সৃজন করিলেন। তাঁহার হস্ত, পদ, শির, কুক্ষি, এবং বক্ত্র হইতে কত কত বীর নির্গত হইয়া একজন অপরকে বলিতে লাগিল,—"আমিই এই সকল সৈন্য গ্রাস করিব, ইহা আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমিই নিঃশেষরূপে অসুরসৈন্য সংহার করিব, তুমি আর কি করিবে,—দর্শন কর, অবস্থান কর। আমিই যুদ্ধ করিব" দেবীপক্ষীয়গণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতে থাকিলে দেবী ভগবতী দৈত্য-কুল নির্ম্মূল করিবার জন্য যোগিনীগণদ্বারা শঙ্খধ্বনি করাইলেন। ৮১—৯৬। মহিষাসুরসৈন্যগণ দেবীর ঐ রূপ দেখিয়া দেবীর সৈন্যের উপর পতিত হইল এবং আয়ুধধারণ ও প্রভুর অগ্রে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব বীর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। দৈত্যগণ সকলদিকেই শর বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবীও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত বাণদ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন। লক্ষ লক্ষ কোটি রথ, হস্তী ও হয় দ্বারা বাহিত হইয়া দেবীসৃষ্ট বেতালগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীর তেজ হইতে জাত বিবিধাকার মাতৃকা, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, প্রেত ও রাক্ষস প্রভৃতি দুর্জ্জয় সেনাগণ কর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যে মহাসুরগণের অনেকে ভক্ষিত, চূর্ণিত, ভিন্ন, দারিত ও নিহত হইতে লাগিল। দেবী আয়ুধ ধারণ করিয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইলেন, এবং তাঁহার অসুরনিহন্তা সৈন্যগণ ভূতগণসহ নৃত্য করিতে করিতে অসুরগণের মাংস-শোণিত ভক্ষণ করিতে লাগিল। দেবী যখন তপস্যার্থ কৈলাস-শিখর হইতে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার শরীররক্ষার জন্য দুন্দুভি, সত্যবতী, অম্ববতী এবং

অন্যয়ঃ পরিচারিকাঃ ॥ ১০৪ ॥ দেব্যাঃ সৃষ্টা চ চামুণ্ডা দংষ্ট্রাবলয়ভীষণা। দৈত্যকৃত্তিবসা মাংস-রক্তভৃপ্তা চচার সা ॥ ১০৫ ॥ অসুরং কঞ্চিদাক্রম্য নটনং সা চকার হ ॥ ১০৬ ॥ অথ তাং সমবেক্ষ্য দুর্ম্মদো হি জ্বলয়ামাস চ কোপবহ্নিনা স্বঃ। অতি-তীব্রবিবৃত্তভীম-নেত্রশ্রুতি-শৃঙ্গাগ্রবিভিন্ন-মেঘজালঃ ॥ ১০৭ ॥ জলদগ্নিশিখাভদীর্ঘজিহ্বা-পরিলীঢ়োন্নতশৈল-শৃঙ্গভাগঃ। অবনিং দলয়ন্ খুরাভিঘাতৈরসকৃৎ-পাংসুভিরাস্বনন্ দিগন্তান্ ॥ ১০৮ ॥ অতিঘর্ঘরদীর্ঘ-ঘোরনাদস্ফুটদণ্ডভ্রমমোহিতামরো যঃ। ধৃতবালধিদণ্ড-তাড্যমানপ্রতিশীর্ণমিতশস্ত্রবর্ষসঙ্ঘঃ ॥ ১০৯ ॥ মৃতয়ে ব্যগমদ্বলিত্রয়াঢ্যাং মৃগরাজস্থিতিভাসুরাং ভবা-নীম্ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেব্যাস্তপশ্চর্য্যায়াং মহিষাসুরেণ সহ যুদ্ধবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সুন্দরী নামক মাতৃকাচতুষ্টয়ও দেবীর অনুগমন করিয়াছিলেন। দেবী-সৃষ্ট ভীষণ দংষ্ট্রা-বলয়শালিনী চামুণ্ডা দৈত্যচর্ম্মপরিধানা ও দৈত্য-মাংসশোণিত-তৃপ্তা হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং কোন কোন অসুরকে আক্রমণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্ম্মদ মহিষাসুর তাঁহাকে দর্শন করিয়া কোপানলে জ্বলিয়া উঠিল, এবং ভীষণ অতিতীব্র নেত্র ও কর্ণ বিবৃত্ত করিয়া শৃঙ্গাগ্রদ্বারা মেঘমালা বিভিন্ন করিতে লাগিল। মহিষাসুর জলদগ্নিশিখার ন্যায় দীর্ঘ জিহ্বা লেহন করিতে থাকিলে ঐ জিহ্বা যেন শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল; তাহার খুরাগ্রঘাতে অবনীতল বিদলিত হইল, খুরাঘাত-শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; এবং খুরোত্থিত পাংশু-দ্বারা দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঐ অসুর অতিদীর্ঘ ঘর্ঘরনাদ ও প্রদীপ্ত দণ্ড-ভ্রমণ করিয়া অমরসমূহকে মোহিত করিয়া ফেলিল এবং চামর ও দণ্ডধারণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে শস্ত্রবর্ষণদ্বারা দেবীর সমস্ত অস্ত্রই প্রতি শীর্ণ করিল। তখন বিলম্বিত বলিত্রয়ভূষণা সিংহবাহিনী ভাবানী সেই অসুরের মৃত্যুকামনায় পতির চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৯৭—১০০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ। স তু সিংহস্থিতাং গৌরীং জ্বলন্তীং বিবিধায়ুধাম্। শৈলবর্ষেণ মহতা কুপিতঃ সমপূরয়ৎ ॥ ১ ॥ শরবর্ষেণ মহতা তন্নিবার্য্য বিদূরতঃ। বিভেদ নিশিতৈঃ শস্ত্রৈরশেষং তস্য বিগ্রহম্ ॥ ২ ॥ ভিদ্য-মানোঽপি দৈত্যেন্দ্রঃ শৈলসারপ্রবৃদ্ধরঃ। বিষাদং নাগমৎ কিঞ্চিদ্ববৃধে যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৩ ॥ ভিদ্যমানঃ স খড়্গেন চক্রৈরসিভিশ্চ ষ্টিভিঃ। শূলেন চায়ুধৈ-শ্চান্যৈরন্তর্দ্ধানমগাহত ॥ ৪ ॥ ততঃ সিংহাকৃতির্ভীমঃ প্রচণ্ডনিনদাননঃ। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ শিতনখঃ পরিবভ্রাম কেশরী ॥ ৫ ॥ দেবীসিংহশ্চপেটেন তাড়য়ামাস পাপিনা। দৈত্যসিংহস্য চ নখৈস্তস্য বক্ষো ব্যদা-রয়ৎ ॥ ৬ ॥ অথ ব্যাঘ্রতয়া প্রাপ্তঃ স্ফুটব্যাত্তাননো মহান্। তং হস্তঞ্চ বলাদ্দেবী বেগেন করমক্ষিপৎ ॥ ৭ ॥ দীর্ঘাভির্নীলরেখাভিঃ পূর্ণঃ পিঙ্গলবিগ্রহঃ। যানাবলিভিরাকীর্ণঃ স্বর্ণাদ্রিরিব সঞ্চরন্ ॥ ৮ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কুপিত মহিষাসুর বিবিধ আয়ুধভূষণা সিংহবাহিনী দীপ্তিমতী গৌরীকে ভীষণ শৈলবর্ষণ দ্বারা আপূরিত করিল। দেবীও নিশিত ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা দূর হইতে ঐ শৈল নিবারিত করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন। কিন্তু শৈলের ন্যায় সারবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ দৈত্যপতি ভিদ্যমান হইয়াও দুর্দ্ধর্ষ ও বর্দ্ধমান হইয়া উঠিল। সে অণুমাত্রও বিষণ্ণ হইল না। অনন্তর খড়্গ, চক্র, অসি, শূল, এবং অন্যান্য আয়ুধদ্বারা ভীষণ-রূপে ভিদ্যমান হইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। তখন মহিষাসুর শ্বেতনখ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র প্রচণ্ড-নাদকারী ভীষণ সিংহের বেশ রচনা করিয়া রণা-ঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে দেবীবাহন কেশরী তাহাকে চপেটাঘাতে বিতাড়িত ও নখনিকরদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদারিত করিল।১-৬। অনন্তর সে ভীষণ শার্দ্দূলরূপ ধারণ ও ভীমমুখ ব্যাদান করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাকে নিহত করিবার জন্য দেবী কর প্রসারণ করিলেন। দুর্ব্বল মৃগ যেরূপ আত্মত্রাণের জন্য বলশালীপশুর সহিত সংগ্রাম করে, দীর্ঘ নীলরেখানিকর দ্বারা পূর্ণ, পিঙ্গলদেহ, যান-নিচয়ে সমাকীর্ণ সেই বলী, স্বর্ণগিরির ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে দেবীর সম্মুখীন হইয়া সমর করিতে

মৃগেন্দ্রমিব পরিত্রাতুং মুচ্যমানোঽগ্রতো বলী জ্বলন্তমিব রোষাগ্নিং জিহ্বাগ্রেঃতিভিরাবহন্॥ ৯॥ আগচ্ছন্তং রয়াদ্দেবী ভল্লেন শশিবর্চ্চসা। প্রতি-বিব্যাধ তং ব্যাঘ্রং পুরত্রয়মিবেশ্বরঃ॥ ১০॥ স বাণস্তন্মুখে মগ্নস্তদ্রক্তেন সমুক্ষিতঃ। জগাহে গগনং ভিত্ত্বা দেহমস্য বিনির্গতঃ॥ ১১॥ স দৈত্যো বারণো ভূত্বা দেবীমাশ্বভ্যুপাগমৎ। বলিভিঃ পঙ্ক্তি-ভির্দৈন্তৈস্তস্যাঃ প্রীতিমিবাবহন্॥ ১২॥ তং গজেন্দ্রং সমায়ান্তং মদক্লিন্নমহীতলম্। দেবীসিংহস্তদা দৃষ্ট্বা ননর্দ্দ চ জঘান চ॥১৩॥ অথ খড়্গধরো বীরশ্চর্ম্মপাণিঃ সমুদ্গতঃ। বক্ত্রং দধানো বভ্রাম দংষ্ট্রাভ্রুকুটিভীষণম্॥ ১৪॥ দেবী চ বিলসৎখড়্গচক্রচক্রলসৎকরা। যুযোধ তেন বীরেণ ভগ্নশীর্ষাভ্যপদ্যত॥ ১৫॥ ভূয়ঃ স মাহিষং রূপমাস্থায়াসুরমায়য়া। দেব্যা যোদ্ধুং প্রববৃতে যথাপূর্ব্বমনাকুলম্॥ ১৬॥ অথ দেবৈ-র্মুনীন্দ্রৈশ্চ চোদিতো গৌতমো মুনিঃ। প্রবোধয়িতু-মারেভে স্তুতিভির্জ্জগদম্বিকাম্॥ ১৭॥ ত্বয়ি সর্ব্বস্য জগতঃ প্রাণশক্তিঃ পরা মতা। ওজঃশক্তির্জ্ঞান-শক্তির্ব্বলশক্তিশ্চ গম্যতে॥ ১৮॥ কিমেতদদ্য মোহায় যুদ্ধমারভ্যতে ত্বয়া। উপসংহর দৈত্যো ভুবনগুপ্তয়ে॥ ১৯॥ ভিন্নানামস্য দেহানা-মুপসংহরণাস্তব। বলয়শ্চোপদিষ্টস্তে নিগমোক্তা বরপ্রদাঃ॥ ২০॥ অন্যথা তৃণকল্পস্য শত্রোরস্য নিবর্হণে। কালাগ্নিবর্চ্চসো দেবি কিমর্থং সম্ভ্রমস্থিয়ান্॥ ২১॥ স্বশক্তিমবসংস্তভ্য সমাকর্ষয়তাং রিপোঃ। প্রাণশক্তিং ত্রিশূলেন গুণত্রয়বপুর্দ্ধৃতা॥ ২২॥ ইতি স্ম বোধিতা তেন পুরা ভগবতী তদা। মহিষাসুর-মাক্রম্য ত্রিশূলেনাভ্যধাবয়ৎ॥ ২৩॥ অনেকগিরি-সঙ্কাশং দেব্যা বিগ্রহমাত্মনঃ। অশক্তস্তং ধারয়িতুং সসাদ মহিষাসুরঃ॥২৪॥ নিষ্পিষ্টো বিলুঠন্ ক্রোশন্না-ক্রান্তশ্চ পরিস্ফুরন্। নির্গন্তমুদ্গতশিরা ন শশাকাসুরা-ধিপঃ॥ ২৫॥ ত্রিশূলমুখভিন্নাঙ্গরক্তধারাসমুদ্ধতঃ। সমুদ্র ইব সঞ্জাতঃ সন্ধ্যারুণকলেবরঃ॥ ২৬॥ অথ খড়্গেন তীক্ষ্ণেন কর্ত্তয়িত্বা চ তচ্ছিরঃ। ননর্ত্ত তস্য

লাগিল। প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় জিহ্বালেহন করিতে করিতে সেই শার্দ্দুলকে আসিতে দেখিয়া দেবী ত্রিপুরবিনাশী শিবের ন্যায় চন্দ্রকান্তি ভল্লাস্ত্র দ্বারা প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আঘাত করিলেন। দেবীনিক্ষিপ্ত ঐ শর তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিল এবং শোণিতলিপ্ত হইয়া তাহার দেহ ভেদ করত বিনির্গত হইয়া গগনমার্গে চলিয়া গেল। অনন্তর মহিষাসুর করিরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় পশুবল প্রদ-র্শনে দেবীর প্রীতি উৎপাদন করত মদবারি দ্বারা মহীতল ক্লিন্ন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপ-স্থিত হইল। সেই গজেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া দেবীবাহন সিংহ ভীষণ নাদ করত তাহাকে নিহত করিল। অনন্তর বীর মহিষাসুর অঙ্গুলীত্রয়-সমন্বিত করে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক দংষ্ট্রাদ্বারা ভ্রুকুটী-ভীষণবদন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীর নিকট উপস্থিত হইল; দেবীও খড়্গ-চক্র-শোভিত করে সেই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবীর অস্ত্রে অসুরের মস্তক ছিন্ন হইলে মহিষাসুরও আসুর মায়াদ্বারা পুনরপি মহিষবেশ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, অনাকুল ভাবে তদ্রূপই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর দেব মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহর্ষি গৌতম বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা জগদম্বিকাকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌতম বলিলেন,—হে দেবি! সমস্ত জগতের ওজঃশক্তি,জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি এবং প্রাণশক্তি তোমাতে অবস্থিত। তুমি মোহপ্রাপ্ত হইয়া অদ্য এ কিরূপ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? হে দেবি! ত্রিলোকের রক্ষার জন্য এই অসুরকে সত্বর সংহার কর। আজ ইহার বিভিন্ন দেহের বিনাশ সাধন করিতে বরপ্রদ নিগমোক্ত বলি সকল নিয়োগ করা বিধেয়। হে দেবি! এই তৃণকল্প শত্রুর প্রাণহরণ করিতে কিজন্য আজ তোমার কালাগ্নিরূপ তেজের আবির্ভাব! ৭—২১। হে দেবি! ইহা তোমার ভ্রম। তুমি নিজশক্তিকে স্তম্ভন করিয়া গুণত্রয়রূপধারিণী হও এবং ত্রিশূলদ্বারা শত্রুর প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ কর। তখন দেবী ভগবতী মহর্ষি গৌতমকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া মহিষা-সুরকে আক্রমণপূর্ব্বক ত্রিশূল দ্বারা ভূতলে প্রোথিত করিলেন। অনন্তর মহিষাসুর কনকাগিরিসন্নিভ দেবীর দেহভার ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইল এবং বিলুণ্ঠন ও আক্রোশন করত আক্রান্ত ও নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। তাহার সে উজ্জ্বল মস্তক আর উত্তোলন করিতে পারিল না; ত্রিশূল মুখদ্বারা ভিন্ন হইয়া তাহার শরীরে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। ঐ রুধিরধারা দেখিয়া মনে হইল যেন, সন্ধ্যাকালীন অরুণিতকলেবর সিন্ধুর আবির্ভাব হইয়াছে। অনন্তর দেবী মহিষমর্দ্দিনী তীক্ষ্ণ

শিরসি তিষ্ঠন্তী মহিষার্দ্দিনী ॥ ২৭ ॥ দুর্গাং সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ প্রশশংসুর্ম্মহর্ষয়ঃ। পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দেবৈর্মুক্তা সমন্ততঃ। প্রণতঃ প্রাঞ্জলির্দেবীং তুষ্টাব বিবুধাধিপঃ ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ। নমস্তে জগতাং মাত্রে ভূতানাং বীজসংবিদে ॥ ২৯ ॥ ভক্তিঃ শ্রদ্ধা চ ভজতাং শক্তিশ্চাসি ত্বমম্বিকে। কারণং পরমা কীর্ত্তিঃ শান্তির্দান্তিঃ কলা ক্ষমা ॥ ৩০ ॥ একৈব বিশ্বরূপা ত্বং নামভেদৈর্নিগদ্যসে। তেষু তেষু পদেম্বস্মাংস্তপোহনুগুণসিদ্ধিষু ॥ ৩১ ॥ নিযুজ্য শত্রুং নির্ভিদ্য শিবা জ্ঞেয়া প্রকাশসে। হতোহয়ং মহিষো দুষ্টো বিনিকৃত্তশ্চ শাম্ভবি ॥ ৩২ ॥ ছিন্নমেতস্য তু শিরঃ সজীবমিব লক্ষ্যতে। রক্তনেত্রং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং জ্বলজ্জিহ্বং চলং শিরঃ ॥ ৩৩ ॥ আক্রম্য তব তিষ্ঠন্ত্যা রূপমেব সদাস্তু নঃ। চক্রশৃঙ্গধনুর্ব্বাণখড়্গাচর্ম্মবরাভয়ৈঃ ॥ ৩৪ ॥ শূলঘণ্টাঙ্কুশকপালকুলিশাদিভিঃ। অশেষদেবতামূর্ত্তিরশেষৈর্দেবতায়ুধৈঃ ॥ ৩৫ ॥ আপূরিতা ত্বমেবাম্ব সর্ব্বশত্রূন্নিহংসি নঃ। আয়ুধানাং সহস্রাণি তন্ময়ান্তে বিভূতয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্বজ্জিতায়ান্তয়ঃ সর্ব্বে বিবিধায়ুধবাহনাঃ। রথনাগহয়ৈর্যুক্তাঃ সসৈন্যা অপি ভূভৃতঃ ॥ ৩৭ ॥ ক্ষণেন দগ্ধবীর্য্যাঃ স্যুস্ত্বৎপ্রসাদবিবর্জ্জিতাঃ। অপদোহপ্যল্পবীর্য্যোহপি ত্বৎপাদাম্বুজসেবকঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিলোকনাথতাং প্রাপ্তঃ প্রথতে কীর্ত্তিমণ্ডিতঃ। তদ্রূপমিদমত্যুগ্রং ধ্যায়তামর্চ্চতাং সদা ॥ ৩৯ ॥ ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিদ্ভবেদ্বিজয়শালিনাম্। ঈদৃশং সর্ব্বলোকেষু রূপং তে দেববন্দিতম্ ॥ ৪০ ॥ পূজ্যতামিষ্টসিদ্ধ্যর্থং দেবৈর্মর্ত্ত্যৈশ্চ সর্ব্বদা। মাতরশ্চ ত্বয়া সৃষ্টাঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাঃ ॥ ৪১ ॥ সগণাঃ প্রতিপূজ্যন্তাং সর্ব্বস্থানেষু সর্ব্বদা। অয়ঞ্চ নিহতো দৈত্যস্ত্বৎপাদকৃতলাঞ্ছনঃ ॥ ৪২ ॥ তব ভক্তৈঃ সদা পূজ্যস্ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বদগ্রতঃ। ইত্থং সুরেন্দ্রপ্রণুতা সর্ব্বর্ষিসুরসেবিতা ॥ তথেতি বরদা দেবী সসর্জ্জ চ দিবং প্রতি। স্বয়মপ্যাশ্বনস্তত্র তদ্রূপং বিবিধায়ুধম্ ॥ ৪৪ ॥ সংস্থাপ্য মাতৃভিঃ সার্দ্ধং স্থানরক্ষণমাতনোৎ। সংগৃহ্য বিমলং রূপং সখীজনসমাবৃতা ॥ ৪৫ ॥ মহিষস্য শিরোহপস্তু-

খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তকের উপর অবস্থানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ দুর্গার প্রশংসা করিলেন। দেবগণ চারিদিক্ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবরাজ ইন্দ্র প্রণত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, নিখিল প্রাণীর বীজরূপ জগন্মাতাকে নমস্কার। হে অম্বিকে! আপনি ত্বদীয় ভক্তগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, শক্তি, কারণ, পরমা কীর্ত্তি, শান্তি, দান্তি, কলা এবং ক্ষমা, আপনি একমাত্র বিশ্বরূপা, তথাপি আপনার নামভেদ কথিত হইয়া থাকে। আপনি আপনার তপোগুণসিদ্ধ বিভিন্ন পদে ইন্দ্রাদিরূপে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া শত্রু বিনাশ করত শিবা নামে বিদিত হইয়া থাকেন। হে শাম্ভবি! আপনি এই দুষ্ট মহিষাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়া ইহাকে নিহত করিয়াছেন; কিন্তু ইহার ছিন্নমস্তক যেন জীবিতের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। হে দেবি! ইহার রক্ত নেত্র, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ, প্রদীপ্ত জিহ্বা ও চঞ্চল মস্তক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করায় আপনার যে রূপ হইয়াছে, ইহা যেন আমরা দর্শন করিতে পারি। হে মাতঃ আপনি চক্র, শৃঙ্গ, ধনু, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, বর, অভয়, শূল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, কপাল ও কুলিশাদি অনন্ত দেবাস্ত্র ধারণ করিয়া অসংখ্য দেবমূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং ঐ সকল আয়ুধদ্বারা আমাদের শত্রুগণকে আপূরিত করিয়া বিনষ্ট করেন। বশীভূত আয়ুধ সকলই আপনার ভূষণ। ঐ সকল আয়ুধ দ্বারাই বিবিধ আয়ুধ ও বাহনসম্পন্ন রিপুকুল নির্ম্মূল করেন। রথ, নাগ ও অশ্বযুক্ত বাহনসমন্বিত সসৈন্য নৃপগণও আপনার অনুগ্রহ-বঞ্চিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে দগ্ধবীর্য্য হন। পদহীন অল্পবীর্য্য ব্যক্তিও আপনার পাদপদ্ম সেবা দ্বারা কীর্ত্তিবিভূষিত ও ত্রিলোকপতি হয়। আপনার এই অত্যুগ্ররূপ ধ্যানকারীর কোনরূপ শত্রুভয় থাকে না এবং তাহারা বিজয়যুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকেই স্ব স্ব ইষ্ট সিদ্ধির জন্য দেব ও মানবগণ সতত আপনার দেববন্দিত এই রূপের পূজা করুক। আর আপনি যে মাতৃগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ হউন। ২২—৪২। তাঁহারাও স্বস্বগণসহ সকল স্থানে পূজিত হউন। হে দেবি! আপনার পদদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া এই মহাসুর নিহত হইয়াছে, অতএব আপনার ভক্তগণ ইহাকেও আপনার সম্মুখে রাখিয়া পূজা করুক। দেবী, সুর ও সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রণতা এবং সপ্তর্ষিগণ দ্বারা সেবিতা হইয়া "তাহাই হউক" বলিয়া বরদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্গগমনের জন্য বিদায় দিলেন এবং স্বয়ংও মাতৃগণসহ বিবিধায়ুধসমন্বিত নিজরূপ তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সখীগণসমাবৃতা হইয়া

বিকৃতং খড়্গধারয়া। কথয়ন্তী পুনস্তস্য চিত্রং লোকবিভূষণম্ ॥ ৪৬ ॥ সখীভিঃ সহ সা বালা কণ্ঠং তস্য ব্যলোকয়ৎ। অপশ্যচ্চ তদা লিঙ্গং কর্ত্তুং তস্য চ পূজনম্ ॥ ৪৭ ॥ আদত্ত সহসা গৌরী লিঙ্গং তস্য গলে স্থিতম্। আলোকয়চ্চ সুচিরং রক্তধারাপরিপ্লুতম্ ॥ ৪৮ ॥ আসজ্জত পুনর্লিঙ্গমস্যাঃ পাণিতলং গতম্। বিমোচয়িতুমুদ্যুক্তা নাশক্নোল্লগ্নমঞ্জসা ৪৯ ॥ অচিন্তয়চ্চ সা দেবী কিমেতদিতি বিস্ময়াৎ বিষাদেন চ সংযুক্তা মহর্ষীণাং পুরঃ স্থিতা ॥ ৫০ আহতঃ শিবভক্তোঽয়মিতি শোকং সমাবিশৎ অগর্হত ভৃশং মৌঢ্যমাত্মনঃ স্ত্রীস্বভাবজম্ ॥ ৫১ অবিচার্য সমারব্ধং শিবভক্তনিবর্হণম্। উপতাপপরীতাঙ্গী গৌতমং মুনিসত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ উপগম্যাব্রবীদ্বালা সাহসং কৃতমাত্মনা। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ গৌতমার্য্য মুনীশ্বর ॥ ৫৩ ॥ মান্যয়া ধর্ম্মরূপেণ কোঽপ্যধর্ম্মঃ প্রকল্পিতঃ। দেবানাং রক্ষণং কর্ত্তুমভয়ং দাতুমুদ্যতা ॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞানান্মহিষং দৈত্যং শিবভক্তিমমর্দ্দয়ম্। রজসাক্রান্তবুদ্ধীনাং ন ভবেদ্ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ৫৫ ॥ গুরুপ্রসাদসুলভঃ স্ফুরদ্বিঘ্নশতাকুলঃ। সুদুর্দ্ধর্ষা নিরাচারদুর্দ্দমাঃ শিবসংশ্রয়াঃ ॥ ৫৬ ॥ বিশেষতো লিঙ্গধরাঃ শিবস্তান্ বহু মন্যতে। পুরা পুরত্রয়াবাসা দৈতেয়া লিঙ্গধারকাঃ ॥ ৫৭ ॥ অজিতাঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং মুক্তলিঙ্গা নিষূদিতাঃ। অস্য কণ্ঠস্থিতং লিঙ্গং মম পাণিং ন মুঞ্চতি ॥ ৫৮ ॥ কথং পাপং নিরস্যামি শিবভক্তবধাশ্রিতম্। অস্য কণ্ঠস্থিতং লিঙ্গং ধারয়ন্তি তপোন্বিতা ॥ ৫৯ ॥ তীর্থযাত্রাং কারয়ামি যাবচ্ছম্ভুঃ প্রসীদতি। পুনঃ কৈলাসমুখ্যেষু শম্ভুস্থানেষু ভূরিষু। তীর্থেষু রচিত- স্নানা লপ্স্যে পাপবিশোধনম্ ॥ ৬০ ॥ ইতি তস্যাঃ পরিশ্রান্তিং দুর্দ্ধর্ষপরিশঙ্কয়া ॥ ৬১ ॥ আকর্ণ্য শিবধর্ম্মজ্ঞো ভয়ার্ত্তাং তামবোচত। মা ভৈষীর্গিরিজে মোহাচ্ছিবভক্তো হতস্ত্বিতি ॥ ৬২ ॥ ধর্ম্মসূক্ষ্মার্থবেত্তারো দুর্লভা গিরিকন্যকে। সদা শিবস্য বদনৈঃ সদ্যোজাতাদিসংশ্রিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥ আগমাঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তা অষ্টাবিংশতিকোটয়ঃ। নির্ণয়াঃ শিবভক্তানাং শিব-

বিমলরূপ ধারণ করিলেন এবং খড়্গ দ্বারা বিকৃতীকৃত মহিষের মস্তক দর্শন করিতে করিতে সখীগণসহ লোকমনোরম বিচিত্র আলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন গৌরী সখীগণসহ মহিষাসুরের গলদেশ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অসুরের গলদেশে এক শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। গৌরী তখন পূজা করিবার জন্য ঐ লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনই ঐ লিঙ্গ তাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়া গেল, অনেক যত্ন করিয়াও লিঙ্গের মোচন করিতে সমর্থ হইলেন না এবং তৎক্ষণাৎ দেখিলেন, অসুরের শরীর রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে। গৌরী এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং "ইহা কি করিলাম" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্নমনে মহর্ষিগণসমীপে উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি এই শিবভক্তকে আহত করিয়া শোকপ্রাপ্ত হইয়াছি, স্ত্রীস্বভাববশতঃ মোহাচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। আমি অবিচারে এই শিবভক্তকে পীড়া প্রদান করিয়াছি।" অনন্তর তপ্যমানা বালা পার্ব্বতী মুনিসত্তম গৌতমের নিকট উপনীত হইয়া অজ্ঞানকৃত নিন্দিত কার্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমি ধর্ম্মরূপে লোকগণের মান্য; কিন্তু হে মুনীশ্বর! আর্য্য গৌতম! দেবগণের রক্ষণ ও অভয়দান করিতে গিয়া কোন এক অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি। আমি অজ্ঞানবশত শিবভক্ত মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছি। যাহাদের বুদ্ধি রজোগুণাক্রান্ত, তাহাদের ধর্ম্মসংগ্রহ হয় না, যদিও বা গুরুর অনুগ্রহে সুলভ হয়, তাহাও শত শত বিঘ্নসমাকুল! মন্দ বৃক্ষও যদি শিবের আশ্রয় লাভ করে, তবে সে দুর্দ্ধর্ষ হয়, মানুষের কথা আর কি বলিব? বিশেষতঃ লিঙ্গকণ্ঠ মানবকে শিবও বহু সম্মান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ত্রিপুরবাসী লিঙ্গধারণ করিয়া অজেয় হইয়াছিল, তাহারা যখন লিঙ্গ পরিত্যাগ করে, শিব তৎকালেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ আমার পাণিতল ত্যাগ করিতেছে না, অতএব হে মুনে! শিবভক্তবধজনিত এই পাপ কিরূপে দূর করিব, আপনি তাহার উপায় বলুন। আমি তপস্যান্বিত হইয়া অসুরের কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক যাবৎকাল পর্য্যন্ত শম্ভু প্রসন্ন না হন, তাবৎকাল তীর্থযাত্রা করিব এবং পুনরায় কৈলাসপ্রমুখ বহু শম্ভুক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিশুদ্ধিলাভ করিব ।৪৩—৬০। নিন্দিত ধর্ম্মাচরণে ভীতা পার্ব্বতীর এবংবিধ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া শিবধর্ম্মজ্ঞ গৌতম তাঁহাকে বলিলেন,—হে গিরিজে! তুমি ভয় করিও না, মোহবশতই তুমি শিবভক্তকে বিনাশ করিয়াছ। হে গিরিকুমারি! ধর্ম্মের সূক্ষ্মার্থবেত্তা দুর্লভ। শিবের সদ্যোজাতাদি

মার্গস্থ শোভনাঃ ॥ ৬৪ ॥ তেষু তেষু মুনীন্দ্রৈশ্চ নস্বেব প্রতিপাদ্যতে। কালো মুখঞ্চ কঙ্কালং শৈবং পাশুপতং তথা ॥ ৬৫ ॥ মহাব্রতং পঞ্চ চৈতাঃ শিবমার্গপ্রবৃত্তয়ঃ। ভেদাশ্চ বহবস্তেষামন্যোন্যস্য শিবে রতাঃ ॥ ৬৬ ॥ সাধ্য একো হি বলবান্ সর্ব্বৈস্তেরনিশং শিবঃ। সর্ব্ব এব সদা পূজ্যাঃ স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ অমৎসরৈঃ শিবে ভক্তঃ শিবাজ্ঞাপরিপালকৈঃ। বেদৈশ্চ বর্হাভর্যজ্ঞৈর্ভক্ত্যা চ পরয়া শিবঃ ॥ ৬৮ ॥ আরাধ্যতে মহাদেবঃ সর্ব্বদা সর্ব্বদায়কঃ। জীবহিংসা ন কর্ত্তব্যা বিশেষেণ তপস্বিভিঃ ॥ ৬৯ ॥ শিবধর্ম্মস্য ভেত্তারো নিহন্তব্যাস্তথাঞ্জসা। ন বেষজুষি বীক্ষেত ন লিঙ্গং নৈব সম্ভবম্ ॥ ৭০ ॥ শিবধর্ম্মস্য ভেত্তারং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। বহুভিঃ স্ফূর্ত্তয়া বুদ্ধ্যা ধর্ম্মবিদ্ভির্নিরূপিতে ॥ ৭১ ॥ শিবধর্ম্মস্য বিলয়ে সদ্যঃ শক্তিঃ প্রবর্ত্ততে। অস্য কর্ম্ম পুনর্দিষ্টং লিঙ্গমৈশ্বর্য্যচর্চ্চিতম্ ॥ ৭২ ॥ ন জেতুং শক্যতে দেবি তেনাসৌ সর্ব্বদৈবতৈঃ। যদয়ং নিহতো দেবি ত্বয়া শঙ্করমান্যয়া ॥ ৭৩ ॥ আক্রান্তঃ শাপদোষেণ মহর্ষীণাং শিবাশ্রয়াৎ। অথ তে কুপিতাস্তস্য বৈষম্যাদবমানতঃ ॥ ৭৪ ॥ শেপুর্মহিষবদ্দুষ্টো মহিষোঽস্ত্বং ভবস্থিতি। ততস্তদ্বচনাৎ সদ্যো মহিষোঽভূৎ ক্ষণাত্তথা ॥ ৭৫ ॥ প্রণম্য তোষয়ামাস যযাচে শাপমোচনম্। দত্ত্বা প্রকামরূপত্বং দহুরস্মৈ প্রসাদিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ মহিষত্বেঽপি সংহারং স্বয়ং দেব্যা শিবাজ্ঞয়া। বিবাদো ন চ কর্ত্তব্যো অঙ্গদর্শনতস্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥ সিদ্ধানাং শিবরূপাণামবজ্ঞা কং ন বাধতে। মহিষত্বে সমুৎপন্নে দোষেণ সমুপস্থিতে ॥ ৭৮ ॥ সিদ্ধপ্রসাদাল্লব্ধোঽয়ং শাপনাশস্ত্বয়া কৃতঃ। সর্ব্বে লোকাশ্চ সন্ত্রাতা দুষ্টোঽয়ং পরিরক্ষিতঃ ॥ ৭৯ ॥ শাপদোষসমুৎপন্নে মহিষত্বে বিমোচিতে। ত্বয়া চ গিরিশপ্রীত্যৈ তপঃ কুর্ব্বাণয়াদ্রিজে ॥ ৮০ ॥ দ্রষ্টব্যং তৈজসং লিঙ্গমরুণাচল-সংজ্ঞিতম্। পূর্ব্বজন্মনি ভক্তোঽয়মরুণাদ্রিপতেঃ স্ফুটম্ ॥ ৮১ ॥ মহিষত্বে মদাক্রান্তঃ পরং লিঙ্গেন

পঞ্চমুখ দ্বারা অষ্টাবিংশতি আগমের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল আগমে শিবভক্তগণের উত্তম শিবমার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল আগমার্থ নির্ণয় মুনীন্দ্রগণও অবগত হইতে সমর্থ নহেন। কাল, মুখ, কঙ্কাল, শৈব এবং পাশুপত শিবব্রতরত শিবমার্গগামীর এই পঞ্চ মহাব্রত। ইহার আবার পরস্পর বহু ভেদ কথিত হয়। কিন্তু যতই ভেদ কথিত হউক না কেন, একমাত্র শিবই সর্ব্ববিধ ব্রতের সাধ্য। শিবাজ্ঞাপরিপালক স্বধর্ম্ম পরিনিষ্ঠিত অমৎসর ব্যক্তিগণ সমস্ত শিবভক্তকেই পূজা করিয়া থাকেন। বহু বেদ ও যজ্ঞ দ্বারা পরমভক্তিসহকারে সর্ব্বদায়ক মহাদেব সর্ব্বদা আরাধনীয়। বিশেষতঃ তপস্বিগণের কদাচ জীবহিংসা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাহারা শিবধর্ম্মের হিংসা করে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা কেবলমাত্র শিবভক্তের বেশ ধারণ করে, পরন্তু লিঙ্গ ধারণ করে না, তাহারাই শিবধর্ম্মভেত্তা, এইরূপ ব্যক্তিগণকে বিচার না করিয়াই বধ করিবে। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ প্রশস্ত বুদ্ধি দ্বারা যে শিবধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই শিবধর্ম্মের বিলয়কালে সহসা শক্তির আবির্ভাব হয়। মহিষাসুরের একমাত্র শিবার্চ্চনই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল; এজন্য সমস্ত দেবগণও ইহার বধসাধনে সমর্থ হন নাই। হে দেবি! তুমি শঙ্করমান্য, এই মহিষাসুর শিবভক্ত মহর্ষিগণের শাপদোষে আক্রান্ত হইয়াছিল; তাই আজ তুমি ইহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ। বিষমকারী এই অসুর হইতে ঋষিগণ অবমানিত হইয়া "তুমি মহিষ হও" এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ঋষিগণের বচনানুসারে ঐ অসুর সদ্য মহিষশরীর প্রাপ্ত হয়।৬১—৬৫। তৎকালে ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া এই অসুর শাপবিমোচন প্রার্থনা করে। তাঁহারাও প্রসন্ন হইয়া ইহার কামরূপত্ব প্রাপ্তির বিষয় আদেশ করেন এবং মহিষশরীরেই শিবের আজ্ঞায় দেবীকর্ত্তৃক হত হইবে, ইহাও সেই ঋষিগণ বিহিত করিয়াছিলেন। হে দেবি! তোমার শরীরে বিষাদের চিহ্ন দেখিতেছি, তুমি বিষন্ন হইও না; দেখ, শিবরূপী সিদ্ধগণের অবজ্ঞা কাহাকে না পীড়িত করে? শাপদোষে এই অসুর মহিষশরীর পরিগ্রহ করিলে সিদ্ধগণের অনুগ্রহেই তুমি ইহার শাপ বিনাশ করিয়াছ। এই মহিষরূপী অসুরদ্বারা লোক সকল সন্ত্রাসিত হইত; আমি দেখিতেছি, শাপদোষসমুৎপন্ন মহিষকে মুক্ত করিয়া তুমিই ঐ সকল লোক রক্ষা করিলে। হে পর্ব্বতপুত্রি! এক্ষণে তুমি শিবপ্রীতির জন্য তপস্যা করিয়া তদীয় অরুণাচলাখ্য তৈজস লিঙ্গ দর্শন কর। এই মহিষাসুর পূর্ব্বজন্মে শিবভক্ত ছিল, তাই মদাক্রান্ত মহিষশরীরেও উত্তম

সঙ্গতঃ। ভক্ত্যা লিঙ্গধরং হন্তুং কঃ সমর্থো জগত্রয়ে॥ ৮২॥ দৃষ্টাঃ পুরত্রয়ে পূর্ব্বং রুদ্রেণ পূজিতাসুরাঃ। ত্বৎখড়্গপরিকৃত্তেন কণ্ঠেনাস্ত বরাননে॥ ৮৩॥ দীক্ষাদিরহিতং লিঙ্গং দত্তং হন্তীতি চোদিতম্। কৃতং হি মহিষেণাপি ভক্তিতো লিঙ্গধারণম্॥ ৮৪॥ কদাচিৎ ক্ষপণোক্তানাং বিভাবাৎ প্রত্যয়ং গতঃ। পূর্ব্বজন্মতপোযোগাৎ স্মরণো লিঙ্গধারণাৎ॥ ৮৫॥ ত্বৎপাদপদ্মসংস্পর্শাদয়ং মুক্তো ন সংশয়ঃ। মদুক্তনিষ্কৃতীনাস্ত পাতকানাঞ্চ নাশনম্॥ ৮৬॥ দর্শনং শৈলবর্যস্য প্রায়শ্চিত্তং পরং মতম্। সংস্থাপ্য বিবিধাঞ্ছৈবাঞ্ছিবসিদ্ধান্তবেদিনঃ॥ ৮৭॥ আবাহ্য সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদোষনিবৃত্তয়ে। সরঃ কিমপি সম্পাদ্য স্নাত্বা তত্র বরাননে॥ ৮৮॥ অঘমর্ষণসংযুক্তা সলিঙ্গা স্নানমাচর। ত্রিসন্ধ্যং চৈব মাসান্তে দেবযাগমহোৎসবে॥ ৮৯॥ আরাধয়োপচারৈস্ত্বমরুণাদ্রিময়ং শিবম্॥ ৯০॥ এবং তস্য মুনের্নিশম্য বচনং শৈবার্থসম্ভাবিতং প্রীতা দেবনমস্কৃতা গিরিসুতা দেবী জগদ্রক্ষিকা। শৈবং ধর্ম্মমিমং বিধাতুমুচিতং শোণাচলস্যাগ্রতস্তীর্থাগাহনবুদ্ধিমাশু বিদধে কর্ত্তুং স্বঘক্ষালনম্॥ ৯১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহিষাসুরশিরঃসংলগ্নতাবৃত্তান্তবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ইতি সম্ভাসমাণে তু মহর্ষৌ মুনিসেবিতে। বিজহৌ গিরিজা শঙ্কাং শিবভক্তবধাশ্রিতাম্॥ ১॥ অথান্তরিক্ষাদুদভূদ্বাণী কর্ণমনোহরা। মা গমঃ শৈলকন্যে ত্বং পাপনিষ্কৃতিকারণাৎ॥ ২॥ গঙ্গা চ যমুনা সিন্ধুর্গোদাপি চ সরস্বতী। নর্ম্মদা সা চ কাবেরী শোণঃ শোণনদী চ সা॥ ৩॥ অত্রৈব নব তীর্থানি সন্তবস্তু শিলাতলে। ত্বৎখড়্গাদারিতে দেবি কুরু তত্রাঘমর্ষণম্॥ ৪॥ আশ্বিন্যাশ্বযুজে মাসি জ্যেষ্ঠানক্ষত্র আগতে। নিমজ্জ্য খড়্গতীর্থে ত্বং সলিঙ্গা মাসমাবস॥ ৫॥ নিবর্ত্ত্য সাবনং মাসমত্র দিক্‌পালসম্মিতম্। ততঃ পাণিস্থিতং লিঙ্গং লব্ধা

লিঙ্গ ধারণ করিয়াছে। হে জগন্ময়ে! ভক্তিপূর্ব্বক লিঙ্গ ধারণ করিলে কে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হয়? ইহার প্রমাণস্বরূপ ত্রিপুরবাসী রুদ্রপূজিত অসুরত্রয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হে বরাননে! এই অসুর দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, অথচ লিঙ্গধারণ করিয়াছিল; অদীক্ষিত ব্যক্তি লিঙ্গ ধারণ করিলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। তুমিও সেইজন্যই ইহাকে নিধন করিতে সমর্থ হইয়াছ। মহিষ কোন এক সময় জনৈক ক্ষপণকের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গ ধারণ করিয়াছিল। এই মহিষ পূর্ব্বজন্মে তপোযোগে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ ধারণ করিয়াছে বলিয়া আজ তোমার পাদপদ্ম সংস্পর্শে মুক্তিলাভ করিল, ইহা নিসংশয়। আমি যে সকল কথা কহিলাম, ইহা পরম পাবন এবং আমার মতে শৈলশ্রেষ্ঠ অরুণাদ্রির দর্শনই এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। হে বরাননে! তুমি বিবিধ শিবসিদ্ধান্তবাদী শৈবগণকে প্রতিষ্ঠিত ও তীর্থ সকল আবাহন করিয়া দোষসমূহের নিবৃত্তির জন্য কোন এক সরোবর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অঘমর্ষণ-মন্ত্রে লিঙ্গ সহ স্নান কর এবং সংক্রান্তিদিনে ত্রিসন্ধ্যা যাগাদি উৎসবদ্বারা বিবিধ উপচারে অরুণাচলময় শিবের আরাধনা কর। অনন্তর গিরিজা দেবী জগদ্রক্ষিকা মুনির এবংবিধ শিবার্থসম্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিভরে শঙ্করকে প্রণাম করিলেন এবং এই শৈবধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, এইরূপ মনে করিয়া শোণশৈলের শিখরস্থিত তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পাপক্ষালন করিতে বাসনা করিলেন। ৭৬—৯১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণপূজিত মহর্ষি গৌতম এইরূপ বলিলে গিরিজা শিবভক্তবধজনিত পাপাশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে অন্তঃকরণমনোহর এক আকাশবাণী হইল,—"হে শৈলসুতে! পাপনিষ্কৃতি করিবার জন্য তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিও না। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী, শোণনদ, শোণনদী, এই নয়টী তীর্থ এই শিলাতলেই অবস্থান করুক। তোমার খড়্গবিদারিত এই তীর্থেই, তুমিই অঘমর্ষণ কর। আশ্বিন মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আগত হইলে এই খড়্গতীর্থে লিঙ্গসহ নিমজ্জন করিয়া মাস মাত্র বাস কর। দিক্‌পাল সম্মিত সাবন মাস ৩০ দিন এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া অনন্তর পাণিস্থিত

পাপবিশোধনম্ ॥ ৬ ॥ প্রতিষ্ঠাপয় তীর্থাগ্রে লোকানুগ্রহকারণাৎ। উত্তীর্য্য তীর্থবর্য্যেঽস্মিন্ স্নাত্বা লিঙ্গেঽর্চ্চিতে শিবে ॥ ৭ ॥ তাপত্রয়োপশান্তিশ্চ ত্রৈলোক্যস্য ন সংশয়ঃ। সর্ব্বপাপহরং লিঙ্গং স্থাবরং তীর্থসন্নিধৌ ॥ ৮ ॥ স্থাপয় স্থিরয়া ভক্ত্যা সদা লোকহিতায় চ। নক্ষত্রে বৈশ্বদৈবত্যে দেবক্যাঃ সঙ্গমাচর ॥ ৯ ॥ মহোৎসবসমাযুক্তং যাবদ্দশ দিনাবধি। কৃত্বা চাবভৃথং পুণ্যনক্ষত্রে বহ্নিদৈবতে ॥ ১০ ॥ সায়মভ্যর্চ্চ্য বিধিবচ্ছোণাচলবপুর্মম। ততস্তে দর্শয়িষ্যামি তৈজসং রূপমাত্মনঃ ॥ ১১ ॥ এতৎ কৃতন্তে লোকানাং রক্ষায়ৈ সম্ভবিষ্যতি। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিবচনঞ্চ সা ॥ ১২ ॥ উভয়ং কর্ত্তুমারেভে তপসা শৈলকন্যকা। খড়্গেন দারয়ামাস শিলাতলমনাকুলা ॥ ১৩ ॥ উদভূদ্ভুত তীর্থানাং নবকং তত্র তৎক্ষণাৎ। তস্য কণ্ঠস্থিতং লিঙ্গং ধ্যায়ন্তী পর্ব্বতাত্মজা ॥ ১৪ ॥ তীর্থে মমজ্জ তস্মিন্ সা মুনীনামভ্যনুজ্ঞয়া। তীর্থানাং নবকং তত্র সঞ্জাতং স্ফটিকপ্রভম্ ॥ ১৫ ॥ অন্তর্ব্বসতিতঃ কান্ত্যা মেচকীকৃতমঞ্জসা। বসন্ত্যাং শৈলকন্যায়াং তীর্থে ত্রিংশদিনং তথ ॥ ১৬ ॥ শম্ভোর্বিরহসন্তপ্তং মনশ্চঞ্চলতাং যযৌ। তত্র শ্রিয়া সরোজানি চক্ষুষোৎপলকাননম্ ॥ ১৭ ॥ মন্দস্মিতেন কুমুদং সসর্জ্জ সলিলস্য সা। দেব্যাস্তেনোদবাসেন লোকাশ্চ নিরুপদ্রবাঃ কৃতার্থাঃ সহসা জাতাস্তত্তৎকালকলান্বিতাঃ। ॥ ১৮ ॥ মাসান্তে সা সমুত্তীর্য্য কৃত্বা দেব্যুৎসবং তথা ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিকে মাসি নক্ষত্রে কৃত্তিকাখ্যে নিশোদয়ে। পূজয়িত্বা তপঃসিদ্ধৈরুপচারৈর্বহুদৈঃ ॥ ২০ ॥ অরুণাদ্রিময়ং লিঙ্গং তুষ্টাব জগদম্বিকা। নমস্তে বিশ্বরূপায় শোণাচলবপুর্ভৃতে ॥ ২১ ॥ তেজোময়াদ্রিলিঙ্গায় সর্ব্বপাতকনাশিনে। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চ ত্বং দুষ্পরিচ্ছেদ্যবৈভবঃ ॥ ২২ ॥ অগ্নিরূপোঽপি সঞ্জাতো লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়ে। শক্ত্যা চ তত্ত্বসঙ্ঘাতকরঃ কালানলাকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥ অদ্রিশ্রেষ্ঠারুণাদ্রীশ রূপলাবণ্যবারিধে। বিচিত্ররূপমেতত্তে বেদবেদ্যং সুরার্চ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥ তেজসাং দেব সর্ব্বেষাং বীজভূতং

স্থিত লিঙ্গলাভ করত নিষ্পাপ হইবে। হে দেবি! অনন্তর ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই লিঙ্গ এই শ্রেষ্ঠতীর্থে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই পরমতীর্থে স্নান এবং শিবার্চ্চন করিয়া ত্রিলোক নিঃশংসয় আধিদৈবিকাদি তাপত্রয় পরিহারপূর্ব্বক শান্তিলাভ করুক। হে দেবি! পুনরায় বলি, তুমি লোকহিতের জন্য স্থিরভক্তি সহকারে এই তীর্থসমীপে সর্ব্বপাপহর স্থাবর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কর। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে দেবকী এখানে আগমন করেন। তুমি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া দশ দিন পর্য্যন্ত মহোৎসব কর এবং পুণ্য কৃত্তিকানক্ষত্রে অবভৃথস্নান করিয়া শোণভূধররূপী আমার শরীর পূজা কর। হে দেবি! এইরূপ করিলেই আমি তোমাকে আমার তেজোময় রূপ প্রদর্শন করিব এবং তোমার এই কার্য্যে সকল লোকের রক্ষা হইবে।” অনন্তর গিরিজা মহর্ষিবাক্য ও আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তপস্যা দ্বারা স্বীয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি খড়্গদ্বারা অনাকুলভাবে শিলাতল বিদারণ করিলে তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে গঙ্গাদি নয়টী তীর্থ আবির্ভূত হইল। দেবী পার্ব্বতীও সেই অসুরের কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ চিন্তা করিতে করিতে মুনিগণের আদেশক্রমে সেই তীর্থে নিমজ্জন করিলেন। দেবী ঐ তীর্থে বাস করায় তীর্থনবক সদ্য স্ফটিকপ্রভ হইয়া এক বিচিত্ররূপ ধারণ করিল। অনন্তর শৈলনন্দিনী ত্রিংশৎ দিবস ঐ তীর্থে বাস করিলে শম্ভুর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই সলিলে কমলাদি না থাকিলেও তাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা সলিলের কমল, চক্ষুর প্রভায় কমলবন এবং মন্দ হাস্যে কুমুদ সৃষ্ট হইল। তপস্বিনী দেবী সেই তীর্থ জলমধ্যে বাস করায়, লোকসকল তৎকালজাত ফল প্রাপ্ত হইয়া সদ্যই নিরুপদ্রব ও কৃতার্থ হইল। ১—১৮। জগন্মাতা গৌরীও এক মাস অতীত হইলে সেই জল হইতে উত্থিত হইয়া দেবীর উৎসব করিলেন এবং কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রে নিশা সময়ে তপঃসিদ্ধ বহু উপচার দ্বারা অরুণাচলময়লিঙ্গের পূজা ও স্তব করিলেন। তিনি বলিলেন,—শোণাচলশরীরধারী বিশ্বরূপ সর্ব্বপাতকনাশন তেজোময় অদ্রিলিঙ্গকে নমস্কার করি। হে দেব! ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পূর্ব্বকালে তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমাদর্শন করিতে পারেন নাই, তুমি ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই এই অগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছ। হে রূপলাবণ্যজলধি অদ্রিশ্রেষ্ঠ অরুণাদ্রীশ! আপনি শক্তি দ্বারা যথার্থ তত্ত্ব একত্র মিলিত করেন এবং আপনি কালানলরূপী। আপনার বেদবেদ্য ও সুরার্চ্চিত এই রূপ অতীব

নিগদ্যসে। দিব্যং হি পরমং তেজস্তব দেব মহেশ্বর ॥ ২৫ ॥ যৎপুরা ব্রহ্মণা দৃষ্টং বিষ্ণুনা চ বিচিন্বতা। অদ্য পূতাস্মি দেবেশ তব সন্দর্শনাদহম্ ॥ ২৬ ॥ তেজো দর্শয় মে দিব্যং সর্ব্বদোষহরং পরম্। প্রার্থয়ন্ত্যাং তদা দেব্যামরুণাদ্রিময়ঃ শিবঃ ॥ ২৭ ॥ আবির্ব্বভূব তেজোভিরাপূর্য্য ভুবনান্তরম্। কোটি-সূর্য্যোদয়প্রখ্যং তুল্যং পূর্ণেন্দুকোটিভিঃ ॥ ২৮ ॥ কালাগ্নিকোটিসঙ্কাশং তেজঃ পরমদৃশ্যত। প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা মুনিভিঃ সার্দ্ধমম্বিকা ॥ ২৯ ॥ বিস্ময়া-ক্রান্তহৃদয়া ননন্দ নলিনেক্ষণা। অথ তেজো-নিধেস্তস্মাদরুণাদ্রিঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ হিরণ্ময়ো-হব্রবীদ্বাচং পুরুষঃ কালকন্ধরঃ। প্রসন্নোহস্মি তপো-ভিস্তে স্থানেষু মম কল্পিতৈঃ ॥ ৩১ ॥ তেজোময়মিদং রূপমীক্ষিতঞ্চ ত্বয়াধুনা। কারণৈর্ব্বহুভির্লোকান রক্ষেথাস্ত্বং জগন্ময়ি ॥ ৩২ ॥ তপাংসি কুরুষে ভূমৌ কিমন্যৎ প্রার্থিতং তব। মল্লোচনস্থিয়া তেহদ্য তমো-রাশিঃ সমুত্থিতঃ ॥৩৩॥ অশেষো হি প্রশান্তোহভূত্তেজ সোহস্য নিরীক্ষণাৎ। অয়ং তু মহিষো দুষ্টো মদ্ভক্তিং লিঙ্গপূজকঃ ॥ ৩৪ ॥ জগ্রাহ সহসা হেতুস্তস্য লিঙ্গং গলে স্থিতম্। অনেন ভক্ষিতং তচ্চ নাস্তিক-স্যোপদেশতঃ ॥ ৩৫ ॥ অকরোন্ময্যবিশ্বাসং লিঙ্গরূপে গলে স্থিতে। ক্রমেণ সোহপি সম্প্রাপ্তো মুনিজন্ম মনোহরম্ ॥ ॥ মামেবাভ্যর্চ্চয়ন্ ধ্যায়ন্ গণনাথ-ত্বমাবসন্। পূর্ব্বজন্মনি ভক্তোহয়ং মহিষোহপি ত্বয়া হতঃ ॥ ৩৭ ॥ চিরং মল্লিঙ্গধৃগ্যস্মাৎ সিদ্ধিরস্যাপি দেব্যতঃ। শিবলিঙ্গেষ্ববিশ্বাসঃ শিবভক্তাবমাননম্ ॥ ৩৮ ॥ ন কর্ত্তব্যং সদা ভক্তৈস্তস্মাদ্বৈ মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ। দীক্ষয়া রহিতং লিঙ্গং যেন সন্ধার্য্যতে বলাৎ ॥ ৩৯ ॥ ন তাদৃশং ফলং দত্তে বজ্রবত্তং নিহন্তি চ। ন দোষস্তত্র কিঞ্চিত্তে শোণাচলনিরীক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥ সফলা নয়নাবাপ্তিঃ সর্ব্বদোষবিনাশনাৎ। ত্বৎপুত্রে-স্তন্যদানেন ধাত্র্যোপক্রমান্ময়ে ॥ ৪১ ॥ ত্বামপীত-কুচাং চক্রে বৎসলাং ভক্তরক্ষিণীম্। নক্ষত্রে কৃত্তিকাখ্যেহত্র তব সন্নিধিলোভতঃ ॥ ৪২ ॥ প্রায়-

বিচিত্র এবং নিখিলতেজের কারণরূপে কীর্ত্তিত। হে দেব মহেশ্বর! পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আপনার যে দিব্য পরমতেজের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, হে দেবেশ! আজ সর্ব্বদোষহর সেই দিব্যতেজ-প্রদর্শন করুন, আমি উহা দর্শন করিয়া পূত হই। অনন্তর দেবীর প্রার্থনায় তখন অরুণাচলরূপী শিব স্বীয় তেজোদ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই পরম তেজ যেন কোটি সূর্য্য ও কোটি পূর্ণচন্দ্র এবং কোটি কালাগ্নির উদয়কালীন তেজের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজোদর্শনে বিস্মিতহৃদয়া কমললোচনা অম্বিকা আনন্দিত হইলেন এবং মুনিগণ সহ সেই তেজকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই তেজোরাশি হইতে অরুণাদ্রিরূপ নীলকণ্ঠ হিরণ্ময় দিব্যপুরুষ সমুত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! মৎকল্পিত এই স্থানে তুমি প্রভূত তপস্যা করিয়াছ, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। হে জগন্ময়ি! তুমি সম্প্রতি আমার তেজোময় রূপ সন্দর্শন করিলে, হে দেবি! এক্ষণে তুমি বহুবিধ উপায় দ্বারা ত্রিলোক রক্ষা কর। তুমি বসুধাতলে বহুতপস্যা করিয়াছ, কিন্তু তোমার ত অন্য কোন প্রার্থিত বস্তু নাই! তুমি আমার নয়ন আচ্ছাদন করিলে মদীয় নয়ন-তেজে যে তমোরাশি উত্থিত হয়, তাহাও এই অরুণ-ভূধরের নিরীক্ষণে অশেষরূপে প্রশান্ত হইয়াছে। এই যে দুষ্ট মহিষকে দেখিতেছ, এ আমার প্রতি ভক্তি-মান্ ও লিঙ্গপূজক ছিল। ১৯-৩৪। কিন্তু বিনা দীক্ষা-তেই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া গলে ধারণ করিয়াছিল। আমি লিঙ্গরূপে উহার গলে বাস করিতেছি, এ বিশ্বাস মহিষের ছিল না, সেই নাস্তিকের উপদেশে ঐ লিঙ্গকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দেবি! বলিব কি, ঐ লিঙ্গের প্রভাবে ক্রমে ঐ অসুর মনোহর মুনি-জন্ম লাভ করে, অনন্তর ক্রমে আমার পূজা ও ধ্যান করিয়া গণনাথত্ব লাভ করে। হে দেবি! তুমি যে মহিষকে বিনাশ করিয়াছ, পূর্ব্বজন্মে এই অসুর আমার ভক্ত ছিল এবং সতত মদীয় লিঙ্গ-ধারণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দেখ, মুক্তিকামী ভক্ত-গণের কদাচ শিবলিঙ্গে অবিশ্বাস বা শিব-ভক্তের নিন্দাকরা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি দীক্ষাবিরহিত হইয়া বলপূর্ব্বক লিঙ্গধারণ করে তাহার তাদৃশ ফল লাভ হয় না, পরন্তু বজ্রের ন্যায় হইয়া ঐ লিঙ্গই তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। হে দেবি! মহিষাসুরবিনাশে তোমার কোনই দোষ নাই, তুমি এক্ষণে সর্ব্বদোষ-নাশন শোণাচল দর্শন করিয়া নয়ন সফল কর। তুমি ভক্তিরূপিণী, এবং বৎসলা, তুমি ধাত্রীর ন্যায় তনয়গণকে স্তন্যদান করিয়া থাক বলিয়া তোমাকে অপীত-কুচারূপে স্থাপন করা হইয়াছে। কৃত্তিকা

শ্চিন্তাভিধানেন ভবাপীতকুচাভিধা। পূজাশেষং সমাধায় ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥ ৪৩ ॥ ভজ মাং করুণামূর্ত্তিরপীতকুচনায়িকা। ইতি দেবস্য বচনমাকর্ণ্যাত্যন্তশীতলম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রণম্য প্রার্থিতবতী প্রোবাচ চ তমম্বিকা। দেবদেব প্রসাদেন ত্বয়ানুগ্রহশালিনা ॥ ৪৫ ॥ এতত্তে দর্শিতং তেজো দৃষ্টং দেবৈশ্চ মানবৈঃ। প্রত্যক্ষং কৃত্তিকামাসি মদ্ব্রতান্তমহোৎসবে ॥ ৪৬ ॥ নক্ষত্রে কৃত্তিকাখ্যেঽস্মিংস্তেজস্তে দৃশ্যতাং পরম্। তদ্বীক্ষিতমিদং তেজঃ পরমং প্রতিবৎসরম্ ॥ ৪৭ ॥ দৃষ্ট্বা সমস্তৈর্দুরিতৈর্মুচ্যন্তাং সর্ব্বজন্তবঃ। তথেতি দেবদেবেন প্রোচেঽথান্তর্দধে গিরৌ ॥ ৪৮ । প্রদক্ষিণং চকারৈনং সখীভিঃ সা ততোঽম্বিকা। ঘনশ্যামলয়া কান্ত্যা পরিতো জৃম্ভমাণয়া ॥ ৪৯ ॥ অরুণাদ্রিময়ং লিঙ্গং চক্রে মরকতপ্রভম্। মন্দং চরন্তী জাতাভিঃ প্রভাভিঃ পাদপদ্ময়োঃ ॥ ৫০ ॥ তস্তার পরিতো ভূমিং পদ্মপত্রৈঃ সপল্লবৈঃ। প্রফুল্লকনকাম্ভোজনীলোৎপলদলোৎকরৈঃ অর্চ্চয়ন্তীব শোণাদ্রিমভিতো দৃষ্টিকান্তিভিঃ। ॥ ৫১ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালানামঙ্গনাভির্নিষেবিতা ॥ ৫২ ॥ প্রসাদিতা মাতৃগণৈর্গন্ধদানবিভূষণৈঃ। ছত্রচামরভৃঙ্গারতালবৃন্তকলাচিকাঃ ॥ ৫৩ ॥ বহন্তীভিঃ সুরস্ত্রীভির্বৃতা মুনিবধূযুতা। প্রদক্ষিণং চকারৈনমরুণাদ্রিং স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ৫৪ ॥ কাঙ্ক্ষন্তী শিবসাযুজ্যং বিবাহাগ্নিমিবাদ্রিজা। তস্যাঃ প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা কুর্ব্বাণায়াঃ পদেপদে ॥ ৫৫ ॥ প্রেষিতা শম্ভুনা দেবাঃ পরিবব্রুঃ সুরেশ্বরাঃ। সরস্বতীসমং ধাত্রা বিষ্ণুনা চ সমং রমা ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বদিক্‌পালকান্তাভিঃ সমেতা শৈলবালিকা। নিরুন্ধতীব দেবেন্দ্রং সলিলৈর্বরদানতঃ ॥ ৫৭ ॥ অদ্রিনাথস্বরূপস্য শীতত্বমিব কুর্ব্বতী। তপস্যয়া বিনাভাবাদ্দেবস্যেব কৃতস্মৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥ দুষ্করস্যোদবাসস্য বোধয়ন্তীব সাধুতাম্। ঋষীণাং দেবমান্যানামুপদেষ্টুমিব ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥ ক্রীডামিব পুরাভ্যস্তাং তপসাপি চ সঙ্গতা। আত্মানং বিরহোত্তপ্তমাত্মস্থং তাদৃশং শিবম্ ॥ ৬০ ॥ সঞ্চিন্ত্য

নক্ষত্রে এই তীর্থে সমাগত ব্যক্তিগণের পাপনাশ করিয়া তুমি আপীতকুচাখ্যায় বিখ্যাত হও। হে আপীতকুচনায়িকে! ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করত পূজা সমাধানপূর্ব্বক করুণা করিয়া আমাকে সেবা কর। অনন্তর দেবী অম্বিকা সদাশিবের এবংবিধ সুশীতল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবদেব! দেব ও মানবগণ আপনার যে তেজ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, আপনার অনুগ্রহপূর্ণ দয়া দ্বারাই আজ আমাকে সেই তেজ দর্শন করাইলেন। দেব! কার্ত্তিকমাসে আমার ব্রতোৎসবান্তে আমি আপনার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম, প্রাণিগণকে প্রতিবৎসর কৃত্তিকানক্ষত্রে আপনার এই পরম তেজ প্রদর্শন করুন; প্রাণিগণ আপনার এই পরম তেজ দর্শন করিয়া সমস্ত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হউক। অনন্তর দেবীর প্রার্থনায় দেবদেব "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া অরুণাদ্রিতে অদৃশ্য হইলেন; দেবী পার্ব্বতীও সখীগণ সহ সেই অরুণাদ্রিকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তদীয় ঘনশ্যামল কান্তি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত করিয়া অরুণাদ্রিময় লিঙ্গকে মরকতের ন্যায় রূপবান্ করিয়া তুলিলেন। মন্থরগামিনী দেবীর পাদপদ্মচ্ছটায় তৎসন্নিহিত ভূমি সকল যেন সপল্লব প্রফুল্ল কনককমল ও নীলোৎপল দ্বারা অস্তীর্ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি চতুর্দ্দিকে উদ্‌ভাসিত স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারাই যেন শোণাচলের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।৩৪—৫১। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অঙ্গনারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; মাতৃগণ গন্ধাদিদানে তাঁহার আভরণ রচনায় তাঁহাকে প্রসন্ন করিল এবং সহস্র সহস্র মুনিপত্নীরা তাঁহার ছত্র, চামর, ভৃঙ্গার, তালবৃন্ত ও তাম্বুলসম্পুটক বহন করিতে লাগিল। তখন গিরিজা স্বয়ম্ভু অরুণাদ্রিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহাগ্নির নিকট প্রার্থনার ন্যায় তাঁহার নিকট সাযুজ্য আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবী ভক্তিসহকারে পদে পদে অরুণাদ্রির প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সরস্বতীসহ ব্রহ্মা, রমার সহিত হরি এবং স্বস্ব পত্নীগণ সহ দিক্‌পাল প্রভৃতি শম্ভুপ্রেরিত সুরেশ্বরগণ আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন। শৈলসুতা দিক্‌পালগণে পরিবৃত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল;—তিনি যেন সলিলবর্ষণে দেবেন্দ্রকেও নিরোধ করিয়াছেন; অগ্নিতেজোময় অরুণাদ্রিরও শীতত্ব সম্পাদন করিতেছেন; তপস্যালব্ধ দেবদেবের কর স্পর্শ করিয়া তাঁহার সহিত অবিনাভাব প্রদর্শন করিতেছেন; দুষ্কর উদকবাসের সাধুতা জ্ঞাপন করিতেছেন; দেবমান্য মুনিগণের উপদেশক্রমে পূর্ব্বাভ্যস্ত ক্রীড়ার ন্যায় তপস্যার সহিত সঙ্গত হইয়া-

চোভয়োঃ কর্ত্তুং শীতলত্বং জলে স্থিতা। তীর্থানামিব সর্ব্বেষামুদ্ভূতানাং শিলাতলে ॥ ৬১ ॥ আধিক্যমথ লোকস্থ বক্তুকামা স্বয়ং স্থিতা। দুরিতঘ্নং চ পঞ্চাগ্নি-নর্থাবাসং সুহৃৎকরম্ ॥ ৬২ ॥ অধিগম্য তপস্তস্থ শান্তিং কর্ত্তুমিব স্থিতা। মহিষাসুরকণ্ঠোত্থরক্তধারা-পরিপ্লুতম্ ॥ ৬৩ ॥ ক্ষালয়ন্তীব লিঙ্গং তদমলৈস্তীর্থ-বারিভিঃ। অরুণাখ্যং পুরং রম্যং নির্ম্মিতং বিশ্ব-কর্ম্মণা ॥ ৬৪ ॥ অপীতকুচনাথেশশোণাদ্রীশ্বরতুষ্টয়ে। শৃঙ্গেষু যস্থ সৌধেষু বসন্ত্যো বারযোষিতঃ ॥ ৬৫ ॥ অধঃকৃতাভ্রতড়িতো জিগীষন্তীব চামরীঃ। যত্তুঙ্গসৌধ-শৃঙ্গাগ্রে গায়ন্তীর্বারযোষিতঃ ॥ ৬৬ ॥ সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরবিরাজিতম্। অষ্টাপদরথাক্রান্তমষ্ট-বীথিবিরাজিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অষ্টাপদপথাকারমষ্টদিক্-পালপূজিতম্। অষ্টসিদ্ধিযুতৈঃ সিদ্ধৈরষ্টমূর্ত্তিপদা-শ্রয়ৈঃ ॥৬৮॥ অষ্টাঙ্গভক্তিযুক্তৈস্তৈর্যুক্তমষ্টাঙ্গবুদ্ধিভিঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্যগুণোপেতমুপবর্ণপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৯ ॥ লসৎ-সুবর্ণহর্ম্যশালামালাসমাশ্রিতম্। শঙ্খদুন্দুভি-নিঃস্বানমৃদঙ্গমুরজাদিভিঃ ॥ ৭০ ॥ বীণাবেণুমুখৈস্তালৈঃ সালাপৈরুপরঞ্জিতম্। ব্রহ্মঘোষনিনাদেন মহর্ষীণাং শিবাত্মনাম্ ॥ ৭১ ॥ সেবিতব্যং দিনে দিব্যসমদর্শ-বৃষধ্বজম্। নবরত্নপ্রভাজালৈর্নবগ্রহসমোদয়ৈঃ ॥৭২॥ নিশাদিবসয়োরেবং দর্শয়ন্নিব সর্ব্বদা। বিষ্ণুঃ স্থিতশ্চ তং প্রীত্যা সিষেব পুরতো বিভুম্ ॥ ৭৩ ॥ শক্রঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষঃ সমাযযৌ। পপাত দিব্য-গন্ধাঢ্যং পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্যোমগঙ্গা-জলোৎ-সঙ্গশীতলো মরুদাববৌ। অতীব সৌরভা-মোদবাতিতাখিলদিঙ্মুখঃ ॥ ৭৫ ॥ কনককান্তিতশৃঙ্গাগ্র-পরিধূতবনাবলিঃ। দর্পসম্ভ্রমসন্নদ্ধো ননাদ বৃষভো মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥ বসন্তপ্রমুখাঃ সর্ব্বে সহর্ষমৃতবঃ পুরঃ। অসেবন্ত প্রিয়করৈঃ পুষ্পৈঃ স্বয়মথোচিতৈঃ ॥ ৭৭ ॥ গণৈশ্চ বিবিধাকারাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। সুরাশ্চ কুতুকোপেতাঃ সমাগচ্ছন্ দিদৃক্ষবঃ ॥ ৭৮ ॥ কুঙ্কুম-ক্ষোদসম্মিশ্রকর্পূররজসাঞ্চিতঃ। চর্য্যামুষ্টিমহাসারঃ সমকীর্য্যত সর্ব্বতঃ ॥ ৭৯ ॥ অথ মৃদঙ্গকমর্দ্দলঝল্লরী-

ছেন; বিরহতপ্ত আত্মা এবং অরুণাদ্রিরূপ শিব যেন এই উভয়কেই শীতল করিবার জন্য জলে অবস্থান করিয়াছেন; তাঁহার খড়্গবিদারিত শিলাতলে সমুদ্ভূত তীর্থ সকলের আধিক্য এবং ভুবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যেন তিনি অবস্থান করিতে-ছেন; তিনি যেন তপস্যা আশ্রয় করিয়া সুহৃৎকর-মনোরথপ্রসাধক দুরিতনাশক পঞ্চাগ্নিকে শান্ত করিবার জন্য অবস্থিত হইয়াছেন; তিনি যেন মহিষাসুরের কণ্ঠদেশপরিস্রুত-রুধিরধারা-পরিপ্লুত সেই লিঙ্গকে অমলতীর্থবারিদ্বারা ধৌত করিতে-ছেন; বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত রম্য অরুণাখ্যপুরের সৌধ-ময় শৃঙ্গে অপীতকুচনাথ শোণাদ্রির তৃপ্তির জন্য যে সকল বাররমণী বাস করে এবং রূপচ্ছটায় যে সকল সুরনারী বিদ্যুৎকেও ধিক্কার দেয়, তাহাদিগকেও যেন তিনি জিগীষা করিতেছেন। যাহার ধবল তুঙ্গ শৃঙ্গাগ্রে গণিকাগণ গান করে; যেখানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিরাজিত; সে স্থান অষ্টাপদ রথ দ্বারা আক্রান্ত ও অষ্টবীথী দ্বারা সুশোভিত, যেখানে অষ্টাপদ-রথাকারে দিক্‌পালগণ পূজিত হন, অষ্টমূর্ত্তি যাঁহাদের আশ্রয়; তাদৃশ অষ্টসিদ্ধিযুক্ত সিদ্ধগণ যাঁহার অষ্টমূর্ত্তিকে অষ্টাঙ্গভক্তি ও অষ্টাঙ্গজ্ঞান দ্বারা আশ্রয় করিয়া থাকেন; যে স্থান চাতুর্ব্বর্ণ্যগুণযুক্ত ও অন্যান্য বর্ণ দ্বারা শোভ-মান; যেখানে গৃহশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপ্ত সুবর্ণবর্ণ ও মলিন হইয়া যায়; যেস্থান শঙ্খ, দুন্দভি, মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা, বেণু, মুখতালধ্বনি ও বিবিধ বিচিত্র আলাপ দ্বারা রঞ্জিত; যে স্থান শিবাত্মা মহর্ষিগণের ব্রহ্মঘোষে নিনাদিত, যেখানে সমদর্শী দিব্য বৃষধ্বজ প্রতিদিন পূজিত হন; যে স্থান নবরত্নপ্রভ নবগ্রহের উদয়ে যেন দিবা রাত্রি উভয় সময়েই সতত সমানভাবে দৃষ্ট হয়;—বিষ্ণু সেই শোণ-শৈলের পুরোভাগে বাস করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক বিভুর সেবা করেন।৫২—৭৩। সহস্রাক্ষ সুররাজ অন্যান্য সুর-গণ সহ এস্থানে আগমন করেন; এখানে চারিদিক্ হইতে দিব্যগন্ধসমন্বিত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হয়; আকাশ-গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গমে শীতল হইয়া বায়ু এখানে প্রবা-হিত হয় এবং এই স্থানের অখিল দিঙ্মণ্ডল নিরু-পম সৌরভ দ্বারা বাসিত ও আমোদিত হইয়া থাকে। এখানে কনককান্তি শৃঙ্গাগ্র দ্বারা বনশ্রেণী কম্পিত করিয়া উচ্ছৃঙ্খল গর্ব্বিত যুদ্ধকামী বৃষ বার-বার নিনাদ করিতেছে; বসন্তপ্রমুখ ঋতু সকল হর্ষ সহকারে প্রিয়কর কুসুম চয়ন করিয়া স্বয়ং ইহাঁর উপাসনা করিতেছে; বিবিধাকারে গণদেবতা, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও সুরগণ কৌতুকবশতঃ ইহাঁর সন্দর্শন-মানসে এখানে আগমন করিয়া থাকেন এবং ইহাঁর পরিচর্য্যার জন্য দৃঢ়মুষ্টি পরিচারকগণ কুঙ্কুমচূর্ণ-সম্মিশ্র কর্পূররজঃসমন্বিত গুটিকা সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছে। অনন্তর সুরগণ মৃদঙ্গ, মর্দ্দল

পটহদুন্দুভিতালসমন্বিতৈঃ। জলজকাচককাহলনিস্বনৈঃ সুরকৃতৈর্ভুবনং সমপূরয়ন্ ॥ ৮০ ॥ সুরবধূজন-নৃত্যনিরন্তরোল্লুলিতভুম্বরুগায়নগীতিভিঃ। অভিবৃতো মুনিদেবগণান্বিতো বৃষগতঃ সমদর্শি বৃষধ্বজঃ ॥ ৮১ ॥ সরসমেত্য শিবঃ করুণানিধির্নতমুখীমপি তামপল-জ্জয়া। ললিতমঙ্কমনঙ্গরিপুঃ শিবাং ধৃতিমহানধিরোপ্য জহর্ষ সঃ ॥ ৮২ ॥ ললিতয়া নিজয়া প্রিয়য়ান্বিতঃ সুরমুনীন্দ্রসমাজসমাবৃতঃ। ললিতমপ্সরসাং মুহুরাদ-রান্নটনমৈক্ষত গীতিসমন্বিতম্ ॥ ৮৩ ॥ অথ শিবঃ সুররাজসমর্পিতান্ শুভপটীরমুখানিলসৌরভান্। হিমগিরিপ্রহিতাংশ্চ সমগ্রহীন্মৃগমদৈঃ সহ গন্ধ-সমুচ্চয়ান্ ॥ ৮৪ ॥ সমনুলেপিতহারসুমণ্ডিতা-বভিগতৌ সিততাং সমলঙ্কতৌ। স্বয়মপীতকুচাকুচ-কুঙ্মলাবরণরঞ্জণচঞ্চলসৎকরৌ ॥ ৮৫ ॥ কঠিনতুঙ্গ-ঘনস্তনকোরকস্থগিতমঙ্গলগন্ধমনোহরান্। গিরি-সুতামধিগম্য শিবঃ স্বয়ং বিরহতাপমশেষমপাকরোৎ ॥ ৮৬ ॥ অথ বিনোদশতৈরুপলক্ষিতাং নিজবিয়োগজ-তাপকৃশান্বিতাম্। অরুণশৈলপতিঃ স্বয়মদ্রিজাং বরমভীপ্সিতমর্থয় চেত্যশাৎ ॥ ৮৭ ॥ সকুতুকং প্রণিপত্য নগাত্মজা পুররিপুং ভুবনত্রয়গুপ্তয়ে। ইমমযাচত শোণগিরীশ্বরং বরমুদারমনুগ্রহসম্মুদম্ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীস্কান্দে দেব্যা শিবসমাগমবর্ণনং নাম দ্বাদশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অথ গৌরী পুরারাতিং প্রণম্য জগদম্বিকা। অযাচত্তাদৃশা শম্ভুমবিনাভাবমাত্মনঃ ॥১॥ ইদং বিজ্ঞাপয়ামাস লোকানুগ্রহকারণাৎ। কৃপয়া পরয়া পূর্ণা গৌরী সংবাদসুন্দরী ॥ ২ ॥ ন ত্যাজ্য-মেতত্তে রূপমত্র দৃষ্টিমনোহরম্। অহং ত্বয়া ন চ ত্যাজ্যা সাপরাধাপি সর্ব্বদা। মনোহরমিদং রূপ-মেতত্তে লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩ ॥ আলোক্যতাং সদা সর্ব্বৈর্দিব্যগন্ধসমন্বিতম্। ভুজঙ্গগরলব্রহ্মকপাল-শিবভস্মভিঃ ॥ ৪ ॥ ভীষণৈরলমীশান জয় বেশপরি-

---

ঝল্লরী, পটহ, তাল-লয়সমন্বিত দুন্দুভি, জলজবেণু, কাহাল প্রভৃতি নিনাদিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল আপূরিত করিলেন; মুনি ও গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃষারূঢ় বৃষধ্বজ দেখা দিলেন। তখন সুরবধূগণ নিত্য উল্লাস সহকারে বিবিধ নৃত্য ও তুম্বুরু তালসমন্বিত গীতি দ্বারা হরকে বরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর করুণা-নিধি রসরসিক শিবকে দেখিয়া দেবী লজ্জাবশতঃ অবনতমুখী হইলে ধৃতিমান্ অনঙ্গরিপু তাঁহাকে কমল করে স্বীয় অঙ্কে আরোপণ করিয়া হৃষ্ট হই-লেন। তখন শিব আদর সহকারে সুর ও মুনি-গণে পরিবৃত হইয়া নিজ প্রিয় কোমলাঙ্গী অম্বিকার সহিত অপ্সরোগণের গীতিসমন্বিত নৃত্য বার বার অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন শিব হিম-গিরির গুহাগত মনোজ্ঞ সৌরভসমন্বিত বায়ুসহ সুররাজ। ইন্দ্রপ্রদত্ত-কস্তুরীবাসিত গন্ধনিচয় গ্রহণ করিলেন. তিনি অনুলেপনলিপ্ত, হার দ্বারা মণ্ডিত ও করদ্বয় প্রসারিত করিয়া অপীতকুচা দেবীর কুচদ্বয়ে ন্যস্ত করিলেন। তখন দেবীর কুচকুট্মলের কুঙ্কুমদ্বারা তাঁহার করদ্বয় মনোহর শোভা ধারণ করিল। অনন্তর তিনি দেবীর তুঙ্গ কঠিন উপর তদীয় হস্ত ন্যস্ত করিলেন এবং মঙ্গলযুক্ত মনোহরগন্ধশালিনী শৈলনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিরহতাপ দূর করিলেন। তৎকালে অরুণশৈলপতি শিব স্বীয় বিয়োগতাপে কৃশাঙ্গী দেবীকে অসীম হর্ষসহকারে সন্দর্শন করি-লেন এবং বলিলেন,—হে দেবি! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। শিবের অনুগ্রহ দর্শনে দেবী গিরিকুমারী কুতূহলান্বিত হইয়া ত্রিলোকের রক্ষার জন্য ত্রিপুররিপু শোণগিরীশ্বরের নিকট এই উদার বর যাচ্ঞা করিলেন। ৭৪—৮৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর জগন্মাতা গৌরী ত্রিপুরারিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় আত্মার অবিনাভাব কামনা করিলেন। ত্রিলো-কের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ মধুরভাষিণী গৌরী আরও প্রার্থনা করিলেন যে, আমি যেন আমার মনোহর রূপ ত্যাগ না করি এবং অপরাধ করিয়াও আপনাকর্ত্তৃক কখন পরিত্যক্ত না হই। হে ঈশান! ত্রিলোকের মঙ্গলাবহ, সতত দিব্যগন্ধসমন্বিত আপনার এই মনোহর রূপ যেন সর্ব্বদা দেখিতে পাই; কিন্তু হে দেব! ভুজঙ্গের গর, ব্রহ্মকপাল ও ভস্ম দ্বারা এই রূপ অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, ইহা আমি দর্শন করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনি অন্য কোন রূপান্তর ধারণ করিয়া

প্রেহিতঃ। সুকুমারো ভবেদ্দিব্যমালাগন্ধাম্বরাদিভিঃ। ৫॥ ভূষিতো রত্নভূষাভির্বিহরস্ব মহেশ্বর। আগতা নিত্যমীশান দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ॥ ৬॥ সেবন্তামত্র দেবেশং নৃত্যবাদিত্রগীতিভিঃ। গণাশ্চ মানুষা ভূত্বা সেবন্তাং ত্বামহর্নিশম্॥ ৭॥ ত্বৎপ্রসাদাদয়ং দেব সুগন্ধিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। আবয়োঃ সঙ্গমো দৃষ্টো ভূয়াৎ সর্ব্বার্থদায়কঃ॥ ৮॥ গৃহীতমত্র দেবেশ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকং বপুঃ। চরিতং তব কৈঙ্কর্য্যমস্তু ভক্তিঃ সদা তব॥৯॥ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমপরাধসহস্রকম। ক্ষমাতাং তব ভক্তানামনন্যশরণেক্ষণাৎ॥ ১০॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শম্ভুঃ শোণাচলেশ্বরঃ। তমেব বরদঃ প্রাদাদ্বরং সর্ব্বমভীপ্সিতম্॥ ১১॥ আভাষ্য গৌরীং কৌতুকাদ্রন্তুকামঃ স্বয়ং শিবঃ। ধারয় ত্বং মৃগমদং মনোজ্ঞমিদমুচিবান॥ ১২॥ মহাদেব উবাচ। পুলকাখ্যো মহান্ দৈত্যো মৃগরূপী তপোহধিকম্। কৃত্বা প্রাপ বরং মত্তঃ সৌগন্ধ্যং পরমাদ্ভুতম॥ ১৩॥ লব্ধা বর স্বগন্ধেনামোহয়ৎ সুরযোষিতঃ। তথৈবাধর্ম্মসম্প্রাপ্তো ব্যথিতে সকলং জগৎ॥ ১৪॥ দেবৈরভ্যর্থিতঃ সোহহমাহূয়াসুরনায়কম্। বিমুঞ্চ লোকরক্ষার্থমাসুরং দেহমিত্যশাম্॥ ১৫॥ পুলক উবাচ। ত্যক্ষ্যামি দেবদেবেশ দেহমেতং ত্বদাজ্ঞয়া। প্রণম্য ভক্তিমনসা মামপ্যর্চ্চ্যেদমুচিবাম্॥ ১৬॥ মদঙ্গসম্ভবং দিব্যং সৌরভং বিশ্বমোহনম্। ধার্য্যতাং দেবদেবেশ সদা সাদরচেতসা॥ ১৭॥ পুলকস্বেদজাতো হি সদা প্রথ্যায়তাং তব। অয়ং মৃগমদো লোকে শৃঙ্গাররসবর্দ্ধনঃ॥ ১৮॥ ত্বৎপ্রিয়ঃ কান্তিসৌভাগ্যরূপলাবণ্যদায়কঃ। বিসৃজামি নিজং দেহং দেবদেব জগৎপতে॥ ১৯॥ সদা বল্লভতো দেব্যা দিব্যসৌরভলুব্ধয়া। মদংশসম্ভবা যে স্যুর্মৃগাস্তপোলব্ধসৌরভা॥ ২০॥ লীয়ন্তাং তব দেবেশ মূর্ত্তাবালেপনচ্ছলাৎ। তথেতি ময্যুক্তবতি স দৈত্যঃ পুলকাভিধঃ॥২১॥ বিসসর্জ্জ নিজং দেহং ময়ি সন্ন্যস্তজীবিতঃ। ততস্তদঙ্গসম্ভূতং মদং বহুলসৌরভম্॥ ২২ অধারয়মহং প্রেম্ণা শতশৃঙ্গারবর্দ্ধনম্। তপসা

আপনার রূপ সুকুমার করুন। হে মহেশ্বর! আপনার জয় হউক, আপনি দিব্যমালা, উত্তমগন্ধ এবং বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া আমার সহিত বিহার করুন। হে ঈশান! দেব ও গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নিত্য এস্থানে আগমন করিয়া থাকে, নৃত্য, বাদিত্র ও গীতাদি দ্বারা তাহারা আপনার নিত্য সেবা করুক এবং ত্বদীয় গণদেবতাগণ মানুষবেশ ধারণ করিয়া নিরন্তর আপনার শুশ্রূষা করুক। হে দেব! আপনার অনুগ্রহে সুগন্ধি ও পুষ্টিবর্দ্ধন আমাদের এই সঙ্গম নিখিল অভীষ্টদায়ক হউক। আপনি এখানে অখিলমন্ত্রাত্মক শরীর ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনাতে আমার এইরূপ ভক্তি হউক যেন, আমি সতত কিঙ্করী হইয়া আপনার চরিত আচরণ করিতে পারি এবং হে দেব! আপনার যেসকল ভক্ত কেবল আপনাকেই দর্শন করে ও আপনারই আচরণ লইয়াছে, নিত্য তাহাদের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করুন। দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোণাচলনাথ বরদ শম্ভু তদ্রূপ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ বরদান করিলেন এবং গৌরীকে সম্ভাষণ করিয়া কৌতুক বশতঃ স্বয়ংই রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "দেবি! তুমি এই মনোজ্ঞ কস্তূরী ধারণ কর।" মহাদেব গৌরীকে বলিলেন,—মৃগরূপধারী পুলকাখ্য নামক এক শ্রেষ্ঠ দানব ছিল, সে অত্যন্ত তপস্যা করিয়া আমার নিকট বরলাভ করে, দানব এ বরপ্রভাবে পরমাদ্ভুত সৌগন্ধ লাভ করিয়া স্বীয় গন্ধ দ্বারা সুররমণীগণকে মোহিত করিয়াছিল। অসুরের সেই পাপে সমস্ত জগৎ ব্যথিত হইয়া উঠিলে দেবতাগণ আমার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রার্থনায় আমি সেই অসুরনায়ককে আহ্বান করিয়া বলিলাম,—হে দানব! লোকরক্ষার জন্য তুমি তোমার এই আসুরশরীর পরিত্যাগ কর।১—১৫। পুলক উত্তর করিল,—হে দেবদেবেশ! আমি আপনার আদেশে এই দেহ ত্যাগ করিব, কিন্তু দেবদেবেশ! লোকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া আমাকে পূজা করুক এবং বিশ্ববিমোহন আমার এই অঙ্গসম্ভব দিব্য সৌরভ আদর সহকারে সতত আপনি ধারণ করুন। এই পুলক স্বেদজাত মৃগমদ শৃঙ্গাররসবর্দ্ধন, আপনার প্রিয় এবং কান্তি, সৌভাগ্য, রূপ ও লাবণ্যদায়ক, লোকে সর্ব্বদা আপনার মুখে ইহা কীর্ত্তিত হউক। হে দেবদেব! জগৎপতে! আমি স্বীয় শরীর ত্যাগ করিতেছি, দিব্য সৌরভলোলুপ দেবী সতত ইহার আদর করুন এবং যাহারা আমার অংশজাত ও তপস্যা দ্বারা আমার এই সৌরভ লাভ করিবে, অনুলেপনের মত তাহারা আমার শরীরে বিলীন হউক। অনন্তর আমি 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিলে, পুলকাখ্য দানব আমাতে জীবন অর্পণ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিল। অনন্তর আমি প্রেমসহকারে সেই

দেবদেবেশি তপ্তং তব বপুঃ কৃশম্ ॥ ২৩ ॥ মদঙ্গঞ্চ বিয়োগাত্ত ইদং নির্ব্বাপয়াধুনা। ইতি প্রশস্য বহুধা পুলকস্নেহসম্ভূতম্ ॥ ২৪ ॥ আলিলিম্প মহাদেবঃ পার্ব্বতীং প্রেমমন্দিরম্। অপৃচ্ছচ্চ হসন্ দেবঃ পার্ব্বতীং ললনাকৃতিম্ ॥ ২৫ ॥ কিমেতদিতি হস্তোত্থং দৃষ্ট্বা তং জগদম্বিকা। অব্রবীদরুণাদ্রীশমানম্য জগদম্বিকা ॥ ২৬ ॥ আগতিং তস্য পুষ্পস্য সদা স্বকরবর্ত্তিনঃ ॥ ২৭ ॥ দেব্যুবাচ। অহং কৈলাস শিখরাদ্দেবদেব ত্বদাজ্ঞয়া। তপঃ কর্ত্তুমনু প্রাপ্তা কাঞ্চীং কনকতোরণাম্ ॥ ২৮॥ অবাপ্য মানসোদ্ভূতং কহ্লারমিদমুত্তমম্। আরাধয়ং মহাদেবমম্লানশুক্র-সৌরভম্ ॥ ২৯ ॥ যদক্ষয়মবিশ্রান্তমর্চ্চনাযোজিতং ময়া অবিচ্ছিন্নমহাদীপ্তিঃ কামধেনুঘৃতাপ্লুতঃ ॥ ৩০ ॥ অবেক্ষণীয়ো ভূপালৈরনুপাল্যশ্চ সর্ব্বদা। ধর্ম্মলক্ষণ-মাধেয়ং লোকরক্ষার্থমাদরাৎ ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বাভীপ্সিত-সিদ্ধ্যর্থং মৎপ্রীতিকরণায় চ। ময়া সংস্থাপিতা ধর্ম্মা দ্বাত্রিংশল্লোকগুপ্তয়ে ॥ ৩২ ॥ রক্ষণীয়া প্রযত্নেন তৎ-সন্নিধিমুপাগতৈঃ। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং সর্ব্বভোগ-কৃতোৎসবম্। আলোক্যতামিদং রূপং কন্যায়াং মম কান্তিমৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শম্ভুঃ শোণাচলেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ তথেতি বরদঃ প্রাদাদ্বরং সর্ব্বমভীপ্সিতম্। এষ শোণাচলঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে লোকপূজিতঃ ॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বদা বরদা গৌর্য্যা সর্ব্বভোগৈশ্চ সংবৃতঃ। য এতচ্ছাম্ভবং রূপমরুণাদ্রি-তয়া স্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ সম্পশ্যন্তি নমস্যন্তি কৃতার্থাঃ সর্ব্ব এব তে। অরুণাচলমাহাত্ম্যমেতচ্ছৃণ্বন্তি যে ভুবি ॥ ৩৭ ॥ ভবন্তি সততং তেষাং সমগ্রাঃ সর্ব্ব-সম্পদঃ। শ্রীমত্ত্বং বাক্‌পতিত্বঞ্চ রূপমব্যাহতং বলম্ ॥ ৩৮ ॥ লভন্তে পাপনাশঞ্চ মাহাত্ম্যস্যাস্য ধারণাৎ। সর্ব্বতীর্থাভিষবণং সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াফলম্ ॥ ৩৯ ॥ সদাশিবপ্রসাদঞ্চ দত্তে শোণাদ্রিদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥ ইতি কৈলাসশিখরাৎ প্রাপ্তা দেবী শিবাজ্ঞয়া। শাপমোক্ষং গতবতী শোণাচলনিরীক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ স্থানেষন্যেষু দেবস্য বিদ্যমানেষু চ ক্ষিতৌ। দিবি

অসুরের শরীরসম্ভব অত্যন্ত শৃঙ্গারবর্দ্ধক বিপুল সৌরভযুক্ত মদ ধারণ করিলাম। হে দেবদেবেশি! তপস্যায় তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে এবং বিরহে আমার শরীরও কৃশ হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি এই মদ শরীরে লেপন কর। মহাদেব পুলক-স্নেহজাত মদের এইরূপ প্রশংসা করিয়া প্রেমনিলয় পার্ব্বতীর শরীরে তাহা লেপন করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে লোলাকৃতি পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার হস্ত হইতে এ কি উত্থিত হইয়াছে? শিবের প্রশ্নে জগন্মাতা পার্ব্বতী হস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অরুণাচলনাথকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার করস্থিত পুষ্পটীর বিবরণ বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব! তপ-স্যার্থ আপনার আদেশে আমি কৈলাসশিখর হইতে কনকতোরণা কাঞ্চীপুরীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য মানস সরোবরে এই অম্লানকান্তি শুক্রসৌরভ উত্তম কমলটী প্রাপ্ত হইয়া কাঞ্চীপুরস্থ মহাদেবের আরাধনা করি। যিনি অক্ষয়, পূর্ব্বেও আমি যাঁহাকে অবি-শ্রান্তভাবে পূজা করিয়াছি, যাঁহার দীপ্তির সীমা নাই, যিনি কামধেনুর দুগ্ধ হইতে সমুত্থিত ঘৃতদ্বারা আপ্লুত হন, সকল অভীষ্টসিদ্ধি ও আমার প্রীতির জন্য ভূপালগণ সতত সেই মহাদেবের দর্শন ও সেবা করিয়া থাকেন। আমি লোকরক্ষার জন্য দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছি, লোক-হিতার্থী ভূপালগণ আদরপূর্ব্বক তাহা ধারণ করেন এবং সেই সকল ধর্ম্মরক্ষার জন্য এই মহাদেব সমীপে আগমন করিয়া থাকেন। হে দেব! সর্ব্বা-লঙ্কারভূষিত ও বিবিধ ভোগদ্বারা আনন্দযুক্ত মদীয় এইরূপ সকলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে দর্শন করুক।১৬—৩৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—শোণাচলেশ বরদ শম্ভু দেবীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া সকল অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন শোণাদ্রি সর্ব্বদা বরদা গৌরীকর্ত্তৃক সেবিত ও বিবিধ ভোগযুক্ত, ইনি লোকপূজিত ও শ্রীমান্; যাঁহারা অরুণভূধররূপে স্থিত এই শম্ভুর রূপ দর্শন বা ইহাঁকে নমস্কার করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন। ভূতলে যাহারা এই অরুণাচলমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারা প্রভূত সম্পত্তিশালী, শ্রীমান্ ও বাক্‌পতি হয় এবং তাহাদের রূপ ও অব্যাহত বললাভ হইয়া থাকে। এই শোণাদ্রির মাহাত্ম্য ধারণে মানব বিগতপাপ হইয়া সকল তীর্থস্নান ও বিবিধ যাগানুষ্ঠান জন্য ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁর দর্শনে সদাশিবের প্রস-ন্নতা লাভ করে। শিবের আদেশে দেবী কৈলাস-শিখর হইতে আগমনপূর্ব্বক এই স্থানে শোণাচল নিরীক্ষণ করিয়া শাপমুক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতিতলে ও স্বর্গে এই শোণাচল ভিন্ন শিবের অন্যান্য অনেক অত্যন্ত পবিত্র ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিলেও এই স্থানে

চাত্যন্তপুণ্যেষু শম্ভুরত্র প্রমোদিবান্॥ ৪২॥ অয়ং সদাশিবঃ সাক্ষাদরুণাচলরূপতঃ। দৃশ্যতে পরমং তেজঃ সর্গস্থিত্যন্তকারণম্॥ ৪৩॥ এতত্তু তৈজসং লিঙ্গং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্। দৃশ্যতে কর্ম্মভূরেষা তেন ধর্ম্মাধিকা মতা॥ ৪৪॥ অরুণাচলনাথস্য তেজসা ধূতকল্মষাঃ। ভক্তিমন্তো নরা লোকে সুখমাপ্স্যন্তি সর্ব্বতঃ॥৪৫॥ প্রদক্ষিণৈর্নমস্কারৈস্তপোভির্নিয়মৈরপি। যেঽর্চ্চয়ন্ত্যরুণাদ্রীশং তেষাং শম্ভুর্ব্বশঙ্গতঃ॥ ৪৬॥ ন তথা তপসা যোগৈর্দানৈঃ প্রীণাতি শঙ্করঃ। যথা সকৃদপি প্রাপ্তাদরুণাচলদর্শনাৎ॥ ৪৭॥ স্বয়ম্ভুবঃ সদা বেদাঃ সেতিহাসা দিবি স্থিতাঃ। পরিতো গিরিরূপাস্তে স্তুবন্ত্যরুণপর্ব্বতম্॥ ৪৮॥ এতস্য বৈভবং সর্ব্বং ন ময়া ন চ শার্ঙ্গিণা। বচসা শক্যতে বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি॥ ৪৯॥ দেবাশ্চ হরিমুখ্যাস্তে কল্পকাদ্যাঃ সুরদ্রুমাঃ। প্রচ্ছন্নরূপাঃ সেবন্তে সর্ব্বদৈবারুণাচলম্॥ ৫০॥ ন তস্য কলিদোষঃ স্যান্নাধিব্যাধিবিজৃম্ভণা। যত্র সম্পূজ্যতে লিঙ্গমরুণাচলসংজ্ঞিতম্॥ ৫১॥ ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং তব শম্ভুপদাশ্রয়ম্। চরিতং হ্যরুণস্যাস্য কল্পপুণ্যদুরাসদম্॥ ৫২॥ সূত উবাচ। ইতি বিধিমুখনিঃসৃতামুদারামরুণগিরীশকথাসুধাপগাং হি। শ্রুতিপুটযুগলাৎ পিবন্মনোজ্ঞাং সনকমুনিস্তপসাং ফলং স লেভে॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্যে পূর্ব্বার্দ্ধে শিবেনারুণাচলস্য সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যবরপ্রদানবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

সদাশিব সত্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সুতরাং ইহা ধর্ম্মাচরণে শ্রেষ্ঠ, কেননা এইস্থান কর্ম্মভূমি, সদাশিব সাক্ষাৎ অরুণাচলরূপে এখানে বিরাজিত, ইঁহার যে পরম তেজ দৃষ্ট হয়, এই তেজই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং সর্ব্বদেবনমস্কৃত তৈজস লিঙ্গ। অরুণাচলের তেজে পাপ বিধৌত হয়, ইঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে লোক সকল সুখলাভ করে, যিনি প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিবিধ তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা অরুণাচলনাথের অর্চ্চনা করেন, শম্ভু তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। একবার অরুণাচলে গমন করিয়া শম্ভুকে দর্শন করিলে তাঁহার যেরূপ প্রীতি হয়, তপস্যা, দান কিংবা যোগদ্বারাও তিনি তাদৃশ প্রীত হন না। ইতিহাস সহ স্বর্গীয় স্বয়ম্ভু বেদচতুষ্টয় গিরিরূপে বিরাজিত হইয়া অরুণগিরির চতুর্দ্দিকে স্তব করিয়া থাকেন। ইঁহার সকল বিভূতি আমি কিংবা শার্ঙ্গধর বিষ্ণু শতকোটি বর্ষেও বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। হরিপ্রমুখ সুরগণ এবং কল্পদ্রুমাদি বৃক্ষ—সকলেই প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদেবরূপী অরুণাচলের সেবা করেন। যেখানে অরুণচলাখ্য লিঙ্গ অর্চ্চিত হন, তথায় পাপ বা আধিব্যাধির আধিপত্য থাকে না। হে বৎস সনক! এই আমি শম্ভুপদাশ্রয়, কল্পপ্রমাণ পুণ্যে ও অপ্রাপ্য নিখিল অরুণচরিত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন সনক—বিধাতা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত এইরূপ অরুণগিরীশের উদার মনোজ্ঞ কথামৃত কর্ণযুগলে পান করিয়া স্বীয় তপস্যার ফল লাভ করিলেন। ৩৮—৫২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

সমাপ্তমিদং অরুণাচলমাহাত্ম্যং পূর্ব্বার্দ্ধম্। ৩।

মাহেশ্বরখণ্ডম্।

অরুণাচল-মাহাত্ম্যম্।

উত্তরার্দ্ধম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। বসন্তো নৈমিষারণ্যে মুনয়ঃ সূতমব্রুবন্। মুনয়ঃ উচুঃ। স্থানানামুত্তমং শৈবং যৎস্থলং তদ্বদস্ব নঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ। যূয়ং শৃণুত যৎপূর্ব্বং নন্দীশ্বরমুখাচ্ছ্রুতম্। মার্কণ্ডেয়েন তদ্বক্ষ্যে মুনয়ঃ শৃণুতাদরাৎ ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। নন্দীশ্বর ত্বয়া প্রোক্তো মহিমা মাধ্যমেশ্বরঃ। ময়াপ্যবধৃতঃ সর্ব্বো ভক্তিশ্রদ্ধার্দ্রচেতসা ॥ ৩ ॥ তথাপি বদ মে ভূয়ো দেবদেব দয়ানিধে। অহং যৎপরিপৃচ্ছামি ভবন্তং বিহিতাদরঃ ॥ ৪ ॥ ত্বয়াপ্যবিদিতং কিঞ্চিন্নাস্ত্যত্র ভুবনত্রয়ে। সর্ব্বাগমপুরাণেষু বাহেষ্বাভ্যন্তরেষু চ ॥ ৫ ॥ স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং ভূমিরেব বিশিষ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মাণি নির্ম্মাতুং তত্তৎফলপরায়ণৈঃ ॥ ৬ ॥ ফলঞ্চ ত্রিবিধং পুংসাং ত্বয়ৈব কথিতং পুরা। ভূমৌ সুখং স্বর্গভোগঃ কৈবল্যমিতি ভেদতঃ ॥ ৭ ॥ পুণ্যক্ষয়েণ ক্ষীয়েত প্রায়ঃ প্রাথমিকং দ্বয়ম্। ক্ষীয়তে ন তৃতীয়ন্তু কর্ম্মণামেব নাশ্রয়াৎ ॥ ৮ ॥ তৎসিদ্ধিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা বিশুদ্ধজ্ঞানগোচরা। সর্ব্বেষাং দুর্লভং শুদ্ধজ্ঞানং দেহভৃতাং পুনঃ ॥ ৯ ॥ তজ্জ্ঞানং কুত্র বা ক্ষেত্রে শাস্ত্রাদিপঠনং বিনা। শিবপূজনমাত্রেণ সিধ্যেৎ সর্ব্বশরীরিণাম্ ॥ ১০ ॥ জ্ঞানযোগক্রিয়াচর্য্যাস্বশৈবাণাং শরীরিণাম্। অপি শৈবাগমোক্তাসু ন বুদ্ধিঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥ যস্য স্থানস্য মাহাত্ম্যাদল্পৈরপি শরীরিণঃ। লভ্যন্তে নিয়মৈঃ শুদ্ধজ্ঞানং তন্মম কথ্যতাম্ ॥ ১২ ॥ ভস্মরুদ্রাক্ষবহনাদীশ্বর-

প্রথম অধ্যায়।

ব্যসদেব বলিলেন,—একদা নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সমবেত হইয়া সূতকে বলিলেন,—হে সূত! যে ক্ষেত্র নিখিল ক্ষেত্র হইতে উত্তম, আপনি আমাদিগের নিকট সেই শৈব ক্ষেত্রের বিষয় কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা যত্ন সহকারে শ্রবণ করুন; পূর্ব্বে ভগবান মার্কণ্ডেয় নন্দীশ্বরের মুখে এতদ্বিষয় যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—হে নন্দীশ্বর! আপনি মধ্যমেশ্বরের মহিমা যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছেন; আমিও তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু হে দেবদেব দয়ানিধে! তথাপি আপনি, আমি পুনরায় আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা যত্ন সহকারে আমাকে বলুন। এই ত্রিভুবনে এবং গুহ্যাগুহ্য নিখিল আগম-পুরাণাদি শাস্ত্রে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। জনগণের স্বর্গাপবর্গদায়ক এবং তত্তৎফলপরায়ণ ব্যক্তিগণের সর্ব্ব কর্ম্মসম্পাদক এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে সুখ, স্বর্গভোগ ও কৈবল্যভেদে জনগণের ত্রিবিধ ফল আপনা কর্ত্তৃকই অভিহিত হইয়াছে। ঐ ফলত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটী প্রায় পুণ্যক্ষয়ে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; কিন্তু তৃতীয় ফলটী কর্ম্ম-সম্পর্করাহিত্য বশতঃ ক্ষীণ হয় না। ইহার বিশুদ্ধ জ্ঞানগোচরা সিদ্ধি, আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেহধারী সকলের বিশুদ্ধ জ্ঞান সুদুর্লভ। শাস্ত্রপাঠাদি ব্যতিরেকে মাত্র শিবপূজন দ্বারা শরীরীদিগের ঐরূপ জ্ঞান কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে? দেখুন, শৈবাগমোক্ত জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াচর্য্যা সমুদয়ে মানবগণের বুদ্ধি সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না! সুতরাং যে ক্ষেত্রের মহাত্ম্যে অল্পায়াসে মানবগণের যমনিয়মাদির সহিত শুদ্ধজ্ঞান লাভ হয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১—১২। যে স্থানে ভস্ম

স্মরণাৎ সকৃৎ। যত্র মুগ্ধৈরপি শ্রেয়ো লভ্যং তৎ স্থানমুচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥ অবুদ্ধিপূর্ব্বকেণাপি যত্র বাসেন দেহিনাম্। অবিঘ্নং সেৎস্যতে শ্রেয়ঃ স্থানং তন্মে-হনুগৃহ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ জাতানাং বর্ণসাঙ্কর্য্যে তৈরশ্চীং যোনিমীয়ুষাম্। স্থাবরাণামপি শ্রেয়ো যত্র তৎ-ক্ষেত্রমুচ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥ ইতীরয়িত্বা স মৃকণ্ডুনন্দনঃ সমং মুনীন্দ্রৈরপরৈর্ম্মহাত্মভিঃ। পপাত তস্যা-ঙ্ঘ্রি সরোরুহদ্বয়ে শিলাদসূনোরখিলাগমাব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহি-
তায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্যে
উত্তরার্দ্ধে স্থানমাহাত্ম্যপ্রস্তাববর্ণনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। স্থানং ত্বয়া মুনে পৃষ্টমস্তি মাহেশ্বরাগ্রণি। চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানামপি শর্ম্মণে ॥ ১ ॥ প্রকল্পিতং হি দেবেন তত্তৎকর্ম্মানু-গুণ্যতঃ। শরীরভাজাং জননং তাসু তাস্বপি যোনিষু ॥ ২ ॥ ত্বয়া শুশ্রূষিতং তেষাং হিতায় মহতে হ্যলম্।

লেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ, এবং একবার মাত্র ঈশ্বর স্মরণ করিলে মুগ্ধ ব্যক্তিরাও শ্রেয়োলাভ করিতে সক্ষম হয়, যে স্থানে মানব ভ্রমক্রমেও বাস করিলে নির্ব্বিঘ্নে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে এবং বর্ণসাঙ্কর্য্যে জাত, তির্য্যক্‌যোনিগত ও স্থাবরদিগেরও যেখানে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই স্থান আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। এই কথা বলিয়া মৃকণ্ডুনন্দন অপরাপর মহাত্মা মুনিগণের সহিত সেই অখিলাগমাব্ধি শিলাদ-নন্দনের পাদ-পদ্মযুগলে পতিত হইলেন। ১৩—১৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মুনে! ভবৎ-পৃষ্ট মহেশ্বরপ্রধান স্থান চরাচর নিখিল ভূতের সুখলা-ভার্থ দেব মহেশ্বর কল্পনা করিয়াছেন। তত্তৎ-কর্ম্মানুগুণ্য বশতঃ শরীরীদিগের সেই সেই যোনি-তেই জন্ম হইয়া থাকে। আপনি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিয়া ঐ সকল প্রাণীর মহৎ হিত সাধন করিলেন;

অন্যথা সংসৃতের্হানিঃ কল্পকোটিশতৈর্ন হি ॥ ৩ ॥ স্বল্পৈর্হি কর্ম্মভির্জ্ঞানৈরপি প্রাপ্তা পুনঃপুনঃ। ঘটীযন্ত্রনয়া-জন্মমরণে নৈব শাম্যতঃ ॥ ৪ ॥ কথং নু বিরতো দেহী গর্ভমোকসমাগমাৎ। বিশ্রান্তয়ে প্রকল্পেত বিশুদ্ধজ্ঞানতো বিনা ॥ ৫ ॥ প্রদেশাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং প্রসঙ্গবশতো ময়া। ঋষিভেদাদিকং তেষু নিবাসঃ কৃত্তিবাসসঃ ॥ ৬ ॥ কেচিত্তীরেষু গঙ্গায়াঃ কেচিৎ সারস্বতে তটে। কালিন্দীতীরয়োরন্যে কতি-চিচ্ছোণরোধসি ॥ ৭ ॥ অপরে নর্ম্মদাতীরে পরে গোদাবরীতটে। কতিচিদ্‌গোমতীতীরেষ্বন্যে হৈম-বতীতটে ॥ ৮ ॥ সমুদ্রপার্শ্বেষিতরে দ্বীপেষন্যে সর-স্বতাম। মুখেষু কেচিৎ সিন্ধুনাং সম্ভেদেষ্বপি কেচন ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণবেণীতটে কেচিত্তুঙ্গভদ্রান্তিকে পরে। উপবেণ্যাং কতিপয়ে পরে শক্ত্যাপগান্তিকে ॥ ১০ ॥ কাবেরীতীর ইতরে কেচিদ্বেগবতীতটে। অন্যে তু তাম্রপর্ণ্যাশ্চ কতিচিন্মুরলাতটে ॥ ১১ ॥ কেচি-দৈরাবতীতীরেষ্বিতরে যাতুকাক্ষিকে ॥ ১২ ॥ কম্পা-তটেষু কতিচিৎ কতিচিৎকুমারী-তীরে পরে চ

এরূপ প্রশ্ন না করিলে তাহাদের ধারাবাহিক সংসৃতির নিবৃত্তি শত কোটি কল্পেও হইত না। তাহারা স্বল্প জ্ঞান-কর্ম্মে উপলক্ষিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ এই সংসারে আগমন করিত; অপিচ ঘটীযন্ত্রের মজ্জন-উন্মজ্জনের ন্যায় তাহাদের জন্ম-মরণ নিবৃত্ত হইত না। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত দেহী কি প্রকারে গর্ভ-নিবাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে? আমি প্রসঙ্গক্রমে প্রাণিগণের জনন-মরণ-নিবারক প্রদেশ সকল এবং ঐ ঐ প্রদেশ-সমূহের ঋষিভেদ ও কৃত্তিবাস-নিবাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১—৬। তন্মধ্যে কতিপয় গঙ্গাতীরে, কতিপয় সরস্বতীতটে, কতিপয় কালিন্দীর উভয়-তীরে, কতিপয় শোণ-তটে, কতিপয় নর্ম্মদাতীরে, কতিপয় গোদাবরীতটে, কতিপয় গোমতী-তীরে, কতিপয় হৈমবতী-তটে, কতিপয় সমুদ্র-পার্শ্বে, কতিপয় সাগর-দ্বীপে, কতিপয় সিন্ধুমুখে ও সিন্ধু-সম্ভেদে, কতিপয় কৃষ্ণবেণাতটে, কতিপয় তুঙ্গভদ্রা-ন্তিকে, কতিপয় উপবেণীতে, কতিপয় শক্তি-আপগা-সমীপে, কতিপয় কাবেরীতটে, কতিপয় বেগবতী-তটে, কতিপয় তাম্রপর্ণী-তটে, কতিপয় মুরলা-তটে, কতিপয় ঐরাবতীতটে, কতকগুলি যাতুকাক্ষীতটে, কতকগুলি কম্পাতটে, কতকগুলি কুমারী-তীরে,

তমসাবরুণান্তিকেঽন্তে। মন্দাকিনীসবিধয়োরিতরে পরেঽপি শিপ্রাতটে পরিসরেষু পরে সরয্বাঃ ॥ ১৩ ॥ বিপাশাভ্যাস ইতরে শতদ্রুতিতটে পরে। চর্ম্মণ্বত্যুপকণ্ঠেঽন্যে কেচিদ্ভীমরথীতটে ॥ ১৪ ॥ কেচিদ্বিন্দুসরোঽভ্যর্ণে পরে পম্পাসরস্তটে। অভ্যর্ণকেঽপি ভৈরব্যাঃ কতিচিৎ কৌশিকীতটে ॥ ১৫ ॥ অপরে মালিনীতীরে পরে গন্ধবতীতটে। কতিচিন্মানসোপান্তে কেচিদচ্ছোদরোধসি ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রদ্যুম্নসরস্তন্ত একে তু মণিকর্ণিকে। পরে তু বরদাতীরে তাপ্যাং কতিচনাপরে। পাতালগঙ্গাসবিধে শরাবত্যন্তিকে পরে ॥ ১৭ ॥ লোহিত্যাকূলয়োঃ কেচিৎ কতিচিৎকালমাতটে। বিতস্তোপান্তিকে ত্বন্যে চন্দ্রভাগান্তিকে পরে ॥ ১৮ ॥ মুরলোপান্তিকে কেচিৎ পয়োষ্ণীতীরয়োঃ পরে। কেচিন্মধুমতীতীরে কেচনাম্নু পিনাকিনীম্ ॥ ১৯ ॥ উক্তং বারাণসীক্ষেত্রং ক্রোশপঞ্চকপাবনম্। দেবস্তত্রাবিমুক্তাখ্যো বিশালাক্ষ্যা সমর্চ্চিতঃ ॥ ২০ ॥ কপালমোচনং যত্র যত্রাস্তে কালভৈরবঃ। মৃতানাং যত্র রুদ্রত্বং কাশীং বিদ্ধি হি তাং মুনে ॥ ২১ ॥ গয়াপ্রয়াগাবপি তে কথিতৌ সর্ব্বসিদ্ধিদৌ। যত্র পিণ্ডপ্রদানেন তুষ্যন্তি পিতরঃ কিল ॥ ২২ ॥ আকর্ণিতঞ্চ কেদারং যস্মিন্মহিষরূপধৃক্। দেবোঽপি চ হতো দেব্যা সর্ব্বশ্রেয়স্করো নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুংসাং ক্ষেত্রং বদরিকাশ্রমম্। যত্রাস্তে ত্র্যম্বকো দেব্যা নরনারায়ণার্চ্চিতঃ ॥ ২৪ ॥ শ্রুতং হি নৈমিষং ক্ষেত্রং ত্বয়া যত্র মহেশ্বরঃ। দেবদেবাভিধঃ পুণ্যো দেবী সারঙ্গধারিণী ॥ ২৫ ॥ অমরেশমিতি স্থানং প্রোক্তং সর্ব্বার্থসাধকম্। ওঙ্কারনামা তত্রেশশ্চণ্ডিকাখ্যা মহেশ্বরী ॥ ২৬ ॥ পুষ্করাখ্যং মহাস্থানং শ্রুতন্তে কথিতং ময়া। যত্র দেবো রুজোগন্ধিঃ পুরুহূতা মহেশ্বরী ॥ ২৭ ॥ আষাঢী নাম তে স্থানং পাবনং কথিতং ময়া। আষাঢ়েশো হরস্তত্র রতীশা পরমেশ্বরী ॥ ২৮ ॥ দণ্ডিমুণ্ডীসমাখ্যঞ্চ স্থানং তে কথিতং ময়া। যত্র মুণ্ডী মহাদেবো দণ্ডিকা পরমেশ্বরী ॥ ২৯ ॥ লাকুলং নাম তে স্থানং সংশুদ্ধং কথিতং ময়া। লাকুলীশো হরো যস্মিন্ননঙ্গা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩০ ॥ ভারভূতিরিতি স্থানং ভবতোঽভিহিতং ময়া। যত্র ভারাভিধঃ

কতকগুলি বরুণা-তটে, কতকগুলি তমসা-তটে, কতকগুলি মন্দাকিনীর উভয় তীরে, কতকগুলি শিপ্রাতটে, কতকগুলি সরযু-পরিসরে, কতকগুলি বিপাশা-সন্নিকটে, কতকগুলি শতদ্রুতটে, কতকগুলি চর্ম্মণ্বতী-উপকণ্ঠে, কতকগুলি ভীমরথী-তটে, কতকগুলি বিন্দুসরঃসমীপে, কতিপয় পম্পা-তটে, কতিপয় ভৈরবী-তটে, কতিপয় কৌশিকী-তটে, কতিপয় মালিনীতীরে, কতিপয় গন্ধবতীতটে, কতিপয় মানস-সমীপে, কতিপয় অচ্ছোদ-তীরে, কতিপয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরতীরে,কতিপয় মণিকর্ণিকায়, কতিপয় বরদাতীরে, কতিপয় তাপীতীরে, কতিপয় পাতাল-গঙ্গাসন্নিধানে, কতিপয় শরাবতীসমীপে, কতিপয় লোহিতীনদীর উভয় কূলে, কতিপয় কালমা-তটে, কতিপয় বিতস্তা-তটে, কতিপয় চন্দ্রভাগা-সমীপে, কতিপয় মুরলা-সমীপে, কতিপয় পয়োষ্ণীর উভয় তীরে, কতিপয় মধুমতীতটে, এবং কতিপয় পিনাকিনীতটে অবস্থিত। বারাণসীক্ষেত্র ক্রোশ-পঞ্চক-পাবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে বিমুক্তাখ্য দেব, দেবী বিশালাক্ষী কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত হন; যে স্থানে কপালমোচন নামক কালভৈরব বিরাজিত; যে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিগণের রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে; ঐ ক্ষেত্রের নামই কাশী। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ গয়া-প্রয়াগের কথা আপনাকে বলিয়াছি। ঐ স্থানদ্বয়ে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোক পরিতুষ্ট হন। আপনি কেদার নামক তীর্থের কথা শুনিয়াছেন—ঐ তীর্থে মহিষরূপধারী দেব নরগণকে শ্রেয়ঃ প্রদান করেন। বদরিকাশ্রমক্ষেত্র মানবের সর্ব্বসিদ্ধিকর। এই দেব ত্র্যম্বক, দেবীর সহিত নর-নারায়ণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। আপনি নৈমিষারণ্য নামক তীর্থের বিষয় অবগত আছেন; এখানে দেব মহেশ্বর দেবদেবাভিধ এবং দেবী সারঙ্গধারিণী। সর্ব্বার্থসাধক অমরেশ নামক তীর্থ কথিত হইয়াছে। এই তীর্থের মহেশ্বরের নাম ওঁকার এবং মহেশ্বরীর নাম চণ্ডিকা। আপনি পুষ্করাখ্য তীর্থের কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন; আমি ইহা আপনাকে বলিয়াছি। এই তীর্থে দেব রুজোগন্ধি-নামা এবং দেবী পুরুহূতানাম্নী। আষাঢ়ী নামক পবিত্র স্থানের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, এই স্থানে হরের নাম আষাঢ়েশ এবং পরমেশীর নাম রতীশা। দণ্ডিমুণ্ডী নামক তীর্থের বিষয় আমি আপনাকে বলিয়াছি। এখানে মহাদেবের নাম মুণ্ডী ও পরমেশ্বরীর নাম দণ্ডিকা। ৭—২৯। লাকুল নামক পবিত্র স্থানের কথা আপনার নিকট কথিত হইয়াছে; এই তীর্থে হরের নাম লাকুলীশ এবং হরপ্রিয়ার নাম সর্ব্বমঙ্গলা অনঙ্গা। ভারভূতি নামক তীর্থ আপনার নিকট কথিত হইয়াছে; এই তীর্থে শম্ভুর

শম্ভুর্ভূত্যাখ্যা ভূধরাত্মজা ॥ ৩১ ॥ অরালকেশ্বরং নাম স্থানং তে কথিতং ময়া। যত্র সূক্ষ্মাভিধঃ শূলী সূক্ষ্মাখ্যা শৈলনন্দিনী ॥ ৩২ ॥ গয়ানাম মহাক্ষেত্রং তব প্রস্তাবিতং ময়া। মঙ্গলাখ্যা শিবা যত্র শঙ্করঃ প্রপিতামহঃ ॥ ৩৩ ॥ কুরুক্ষেত্রমিতি স্থানং ভবতে বিনিবেদিতম্। যত্র স্থাণুপ্রিয়া দেবী দেবঃ স্থাণুসমাহ্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ উক্তং কনখলং নাম ময়া তে স্থানমুত্তমম্। উগ্রো যত্র পুরারাতিরুগ্রা গিরিবরাত্মজা ॥ ৩৫ ॥ তামকাখ্যং মহাক্ষেত্রং মার্কণ্ডেয় ময়োদিতম্। দেবী স্বায়ম্ভুবী যত্র স্বয়ম্ভুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ অট্টহাসমিতি প্রোক্তং মহাস্থানং ময়া তব। যত্রার্কঃ পূজয়িত্বেশমাসীৎ পূর্ণমনোরথঃ ॥ ৩৭ ॥ কৃত্তিবাসাভিধং ক্ষেত্রমুক্তং তে বেদবিত্তম। যঃ কৈলাসাদপি শ্লাঘ্যো নিবাসঃ কৃত্তিবাসসঃ ॥ ৩৮ ॥ ভ্রমরাম্বিকয়া দেব্যা মহেশো মল্লিকার্জ্জুনঃ। শ্রীশৈলে সৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩৯ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে কালহস্তীতি শঙ্করঃ। ব্যাসেনারাধিতো ভৃঙ্গমুখরালকয়াম্বয়া ॥ ৪০ ॥ কাঞ্চ্যামেকাম্রমূলস্থঃ কামাখ্যা কামশাসনঃ। তপশ্চর্য্যাভিসংশ্লিষ্টো বলয়েনাঙ্কিতোঽভবম্ ॥ ৪১ ॥ অম্বিব্যাঘ্রপুরং নাম তিল্লিকাননমধ্যগম্। যত্র নৃত্যন্তমীশানং পর্য্যুপাস্তে পতঞ্জলিঃ ॥ ৪২ ॥ শ্বেতারণ্যমিতি স্থানমুক্তং তব ময়া পুরা। ভগ্নমৈরাবতো দন্তং ভেজে যত্র শিবার্চ্চনাৎ ॥ ৪৩ ॥ সেতুবন্ধমিতি স্থানমবোচং তত্র রাঘবঃ। রামনাথাখ্যয়া দেবমংহোঘ্নং প্রত্যতিষ্ঠিপৎ ॥ ৪৪ ॥ গতপ্রত্যাহ্বয়স্থানং বিদ্যতে বৃষভধ্বজঃ। যত্র জম্বুতরোর্ম্মূলে জগদ্রক্ষার্থমাশ্রিতঃ ॥ ৪৫ ॥ মণিমুক্তানদীমধ্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধাচলাহ্বয়ে নিত্যং সন্নিহিতো দেব ইত্যাকর্ণিত এব তে ॥ ৪৬ ॥ শ্রীমন্মধ্যার্জ্জুনং নাম শ্রুতং স্থানমনুত্তমম্। যস্মিন্ বরপ্রদো নিত্যং গৌরীসহচরো হরঃ ॥ ৪৭ ॥ আশ্রিতং সোমনাথেন সোমতীর্থং ত্বয়া শ্রুতম্। যত্র ত্যক্তবতাং দেহং ন ভূয়ো ভববন্ধনম্ ॥ ৪৮ ॥ আকর্ণিতং হি ভবতা ক্ষেত্রং সিদ্ধবটাহ্বয়ম্। যত্র সিদ্ধাঃ সমর্চ্চন্তি জ্যোতির্লিঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥ অশ্রাবি খলু তে ক্ষেত্রং কমলালয়সংজ্ঞকম্। বল্মীকেশার্চ্চনান্মেভে

নাম তার এবং ভূধরাত্মজার নাম ভূতি। অরালকেশ্বর নামক তীর্থ আমি আপনার নিকট কহিয়াছি; এখানে শূলীর নাম সূক্ষ্ম এবং শৈলনন্দিনীর নাম সূক্ষ্মা। আমি আপনার নিকট গয়াতীর্থের প্রস্তাব করিয়াছি; এখানে শিবা মঙ্গলাখ্যা এবং শিব প্রপিতামহাখ্য। কুরুক্ষেত্রতীর্থের বিষয় আপনাকে নিবেদন করা হইয়াছে; এখানে দেবী স্থাণুপ্রিয়া এবং দেব স্থাণুনামা। কনখল নামক উত্তম তীর্থের কথা আপনাকে বলিয়াছি; এখানে পুরারাতির নাম উগ্র এবং গিরিবরাত্মজা উগ্রানাম্নী। তামকাখ্য মহাক্ষেত্রের বিষয় আপনার নিকট কথিত হইয়াছে; এখানে দেবী স্বায়ম্ভুবী এবং দেব স্বয়ম্ভু। অট্টহাস মহাতীর্থের কথা আপনাকে বলিয়াছি; এখানে অর্ক ঈশের পূজা করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। হে বেদবিত্তম! কৃত্তিবাস নামক ক্ষেত্রের কথা আপনার নিকটে নিবেদিত হইয়াছে; এই স্থান মহাদেবের কৈলাস অপেক্ষাও প্রিয়তর আবাসভূমি। এখানে ভ্রমরানাম্নী অম্বিকা দেবীর সহিত মল্লিকার্জ্জুন নামক মহেশ বিরাজিত। পরমেষ্ঠী শ্রীশৈলে সৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থ মহাদেবের পূজা করেন। সুবর্ণমুখরী তীরে শঙ্কর কালহস্তী নামে বিখ্যাত এবং ভৃঙ্গ-মুখরালকানাম্নী জগজ্জননী দুর্গার সহিত বিরাজিত। কাঞ্চীতে কামাক্ষীর সহিত কামশাসন একাম্রমূলে অবস্থিত এবং তপশ্চারিণী কামাক্ষী দেবীর সহিত অভিসংশ্লিষ্ট দেব কামশাসন এই স্থানে দেবী কর্ত্তৃক বলয় দ্বারা অঙ্কিত। তিল্লিকানন-মধ্যস্থিত ব্যাঘ্রপুর নামে এক তীর্থে পতঞ্জলি নৃত্যকারী মহেশের উপাসনা করেন। শ্বেতারণ্য নামক তীর্থের কথা আমি আপনাকে নিবেদন করিয়াছি; এই স্থানে ঐরাবত স্বীয় ভগ্ন দন্ত দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়াছিল। সেতুবন্ধ নামক তীর্থের কথা বলিয়াছি; এই স্থানে রাঘব রামনাথাখ্য পাপঘ্ন দেব শঙ্করের প্রতিষ্ঠা করেন। গতপ্রত্যাহ্বয় নামক এক তীর্থ আছে; তথায় বৃষভধ্বজ জগৎরক্ষার্থ জম্বুতরুর মূল আশ্রয় করেন। মণিমুক্তানদীসমীপে বৃদ্ধাচলনামক ক্ষেত্রে দেব শঙ্কর নিত্য সন্নিহিত। এ কথা আপনি আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্যার্জ্জুন নামক অনুত্তম স্থান, আপনি শ্রবণ করিয়াছেন; এখানে গৌরী-সহচর হর নিত্য বরপ্রদ। সোমনাথাশ্রিত সোমতীর্থের কথা আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। এখানে দেহত্যাগ করিলে জীবের ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। আপনি সিদ্ধবট নামক তীর্থক্ষেত্রের কথা শুনিয়াছেন; এখানে সিদ্ধগণ জ্যোতির্লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন।৩০-৪৯। কমলালয় তীর্থবার্ত্তা আপনি শুনিয়া-

যত্র শ্রীর্জীবিতা হরেঃ ॥ ৫০ ॥ শ্রুতবানসি কঙ্কাদ্রিং যত্র সন্নিহিতো হরঃ। ইদানীমপ্যুপাসাতে মোক্ষায় ব্রহ্মকেশবৌ ॥ ৫১ ॥ শ্রীমদ্দ্রোণপুরং বেৎসি যস্মিন্ কলিযুগক্ষয়ে। নৌকামারূঢ়বানব্ধৌ ক্ষুভিতে পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৫২ ॥ শ্রুতং ব্রহ্মপুরং নাম ক্ষেত্রং যত্রেন্দ্রজিৎ পুরা। আর্য্যপুষ্করিণীতীরে স্থাপয়ামাস ধূর্জ্জটিম্ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীকোটিকাখ্যং জ্ঞানাভিক্ষেত্রং যত্রেন্দুশেখরঃ। সমারাধয়তাং পুংসাং পাপকোটীর্ব্যপোহতি ॥ ৫৪ ॥ আকর্ণিতশ্চ গোকর্ণং শিবং যৎসন্নিধানতঃ। আরিরাধয়িষুঃ স্বর্গং জামদগ্ন্যো ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৫ ॥ ত্রিপুরান্তকমুক্তং তে ক্ষেত্রং যত্র ত্রিয়ম্বকঃ। নিরাকরোতি নিরয়াস্তয়ং দৃষ্টবতাং নৃণাম্ ॥ ৫৬ ॥ উক্তং কালাঞ্জনং ক্ষেত্রং যদ্বাসী কালকন্ধরঃ। নির্ব্বাপয়তি ভক্তানাং ঘোরসংসারসংজ্বরম্ ॥ ৫৭ ॥ প্রিয়ালবণমাখ্যাতং ক্ষেত্রং যত্রাম্বিকাপতিঃ। পয়োর্থিনে পয়ঃসিন্ধুং বিততারোপমন্যবে ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রং প্রভাসমুক্তং তে যত্র খণ্ডেন্দুশেখরঃ। পূজিতঃ শৌরিসীরিভ্যাং দত্তবানক্ষয়ং ফলম্ ॥ ৫৯ ॥ বেদারণ্যং বিজানীষে যস্মিন্ প্রমথনায়কঃ। অভ্যর্থিতোঽভূন্মোক্ষার্থং দক্ষেণ প্রাকৃতাগসা ॥ ৬০ ॥ হেমকূটং ত্বমশ্রৌষীঃ স্থানং বিষমচক্ষুষঃ। পুংসাং তপস্যতাং যত্র পুনর্জ্জন্মতো ন ভীঃ ॥ ৬১ ॥ ক্ষেত্রং বেণুবনং নাম বিদ্যতে পাপনাশনম্। যত্র বংশলতাগর্ভাজ্জাতো মুক্তামণিঃ শিবা ॥ ৬২ ॥ জালন্ধরমিতি স্থানমন্ধকারেস্ত্বয়া শ্রুতম্। লেভে গণপতাং তত্র তপস্যাভির্জ্জলন্ধরঃ ॥ ৬৩ ॥ জ্বালামুখমিতি স্থানমজ্ঞাসীঃ কথিতং ময়া। যত্র জ্বালামুখী দেবী কালরুদ্রমপূজয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ অস্তি ভদ্রবটো নাম ক্ষেত্রমুক্তং শ্রুতং ত্বয়া। ত্র্যম্বকং যত্র হেরম্বঃ সম্পদে পর্য্যপূজয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ ন্যগ্রোধারণ্যমুক্তং তে যত্রোগ্রো নিম্নমে কিল। উচ্চণ্ডতাণ্ডবং কাল্যা সাকং সজ্ঘর্ষমেযিবান্ ॥ ৬৬ ॥ গন্ধমাদনসংজ্ঞং তৎ ক্ষেত্রমাকর্ণিতং ত্বয়া। আঞ্জনেয়েন রচিতং যত্র মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চনম্ ॥ ৬৭ ॥ গোপর্ব্বতমিতি স্থানং শম্ভোঃ প্রখ্যাপিতং ময়া। যত্র পাণিনিনা লেভে বৈয়াকরণিকাগ্র্যতা ॥

ছেন; এই তীর্থে বল্মীকেশ নামক হরের অর্চ্চনা করিয়া শ্রীদেবী হরির জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আপনি কঙ্কাদ্রিতীর্থের কথা শুনিয়াছিলেন; এখানে ভগবান্ হর সন্নিহিত এবং ব্রহ্মা ও কেশব এই স্থানে মোক্ষ লাভের নিমিত্ত উপাসনা করেন। আপনি দ্রোণপুর নামক তীর্থ অবগত আছেন? এই স্থানে কলিযুগক্ষয়ে পার্ব্বতীপতি ক্ষুভিত সাগরে নৌকা আরোহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুর নামক তীর্থ আপনি জানিয়াছেন, এখানে পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎ আর্য্যপুষ্করিণীর তীরে ধূর্জ্জটিকে স্থাপিত করেন। শ্রীকোটিক-নামক জ্ঞানময় ক্ষেত্র; এখানে ইন্দুশেখর আরাধনাকারী মানবের পাপরাশি বিদূরিত করেন। গোকর্ণ তীর্থ আপনার শ্রুত আছে, এখানে জামদগ্ন্য শিবারাধনা অভিলাষ করিয়া স্বর্গভোগকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ত্রিপুরান্তক তীর্থের কথা আপনাকে বলিয়াছি। এই তীর্থে ত্র্যম্বক দর্শক নরগণের নিরয়-ভয় নিরাকরণ করেন। কালাঞ্জন ক্ষেত্রবিষয়ক কথা উক্ত হইয়াছে; এই স্থানবাসী কালকন্ধর দেব ভক্তগণের ঘোর সংসারজ্বর নিবারণ করেন। প্রিয়ালবণ ক্ষেত্র আখ্যাত হইয়াছে, এখানে অম্বিকাপতি পয়ঃপ্রার্থী উপমন্যুকে পয়ঃসিন্ধু প্রদান করেন। প্রভাস ক্ষেত্রের কথা আপনাকে বলিয়াছি, এই তীর্থে খণ্ডেন্দুশেখর রামকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত হইয়া অক্ষয় ফল প্রদান করেন। বেদারণ্য নামক তীর্থ জানেন, এই তীর্থে প্রমথনায়ক কৃতবৈর দক্ষ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহাকে মোক্ষ প্রদান করেন। আপনি হেমকূট তীর্থের কথা শুনিয়াছেন, এখানে বিষমবিলোচনের নিবাস এবং ঐ তীর্থে তপস্যা করিলে মানবগণের পুনর্জ্জন্ম হইতে ভয় থাকে না। বেণুবণ নামক পাপনাশক তীর্থ; ঐ তীর্থে বংশলতাগর্ভ হইতে মুক্তামণিরূপিণী শিবা প্রাদুর্ভূত হন। জালন্ধর নামক অন্ধকারির প্রসিদ্ধ তীর্থ আপনি শ্রুত আছেন, এখানে জলন্ধর তপস্যা দ্বারা গণপালত্ব লাভ করে। জ্বালামুখ নামক মৎকথিত স্থান আপনি জ্ঞাত আছেন, এখানে জ্বালামুখী দেবী কালরুদ্রের পূজা করেন। ভদ্রবট নামে এক ক্ষেত্র আছে; আমি উহা বলিয়াছি, আপনিও শুনিয়াছেন। এই তীর্থে হেরম্ব সম্পদর্থ ত্র্যম্বকের পূজা করেন।৫০—৬৫। ন্যগ্রোধারণ্য তীর্থ উক্ত হইয়াছে,এই তীর্থে ভগবান্ উগ্র উচ্চণ্ড তাণ্ডবে কালীর সহিত সঙ্ঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গন্ধমাদনসংজ্ঞক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র আপনার আকর্ণিত হইয়াছে; ঐ তীর্থে আঞ্জনেয় মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চ্চনা করেন। গোপর্ব্বত নামে শম্ভুতীর্থ, আমি আপনাকে বলিয়াছি; এই তীর্থে ভগবান্ পাণিনিমুনি তপস্যা করিয়া

৬৮॥ বীরকোষ্ঠমিতি ক্ষেত্রস্থানং ত্বয়বধারিতম্। যত্র প্রচেতসা লেভে তপসা কবিমুখ্যতা॥ ৬৯॥ মহাতীর্থমিতি প্রোক্তং জানীষে যত্র শম্ভুনা। অধ্যাপিতাঃ সুপর্ব্বাণঃ সর্ব্বেঽপি দ্রুহিণাদয়ঃ॥ ৭০॥ ময়ূরপুরমুক্তং তে ক্ষেত্রং মাহেশ্বরং ময়া। লেভে যত্র ব্রতস্থেন হ্রাদিনী বজ্রপাণিনা॥ ৭১॥ শ্রীসুন্দর-মিতি ক্ষেত্রমুক্তং বেগবতীতটে। কলাবপি যুগে যস্মিন্ দেবদেবেন দীপ্যতে॥ ৭২॥ কুম্ভকোণ-মিতি স্থানং শম্ভোর্ব্বেৎসি হি যত্র সা। গঙ্গাপি মাঘে সান্নিধ্যং কুরুতে স্বাঘশান্তয়ে॥ ৭৩॥ অনু-গোদাবরীতীরং ত্র্যম্বকং নাম তে শ্রুতম্। শক্তিং যত্র গুহো লেভে তারকাসুরঘাতিনীম্॥ ৭৪॥ শ্রীপাটবং ব্যাঘ্রপুরমাখ্যাতং বেদবিত্তম। ত্রিশঙ্কুনা জাতিশুদ্ধ্যৈ যত্র গঙ্গাধরোঽর্চ্চিতঃ॥ ৭৫॥ ক্ষেত্রং কদম্বপুর্য্যাখ্যং ভবতা চাবধারিতম্। ত্বৎকৃতে যত্র শূলেন কৃতান্তং শম্ভুরক্ষিণোৎ॥ ৭৬॥ অবিনাশাখ্য-মুক্তং তে ক্ষেত্রং যত্র বৃষধ্বজঃ। সান্নিধ্যং পড়ি-কণ্ঠায় বিততার প্রসেদিবান্॥ ৭৭॥ রক্তকানন-মাখ্যাতং ময়া ক্ষেত্রং তবা নঘ। মিত্রাবরুণয়োর্যত্র রুদ্রোঽর্জ্জান বরপ্রদঃ॥ ৭৮॥ শ্রীহাটকেশ্বরং ক্ষেত্রং পাতালস্থং ত্বয়া শ্রুতম্। যত্র বৈরোচনির্দেবং স্বপদপ্রাপ্তয়েঽর্চ্চতি॥ ৭৯॥ বেৎসি শম্ভোঃ প্রিয়া-বাসং কৈলাসং নিত্যসেবকঃ। যত্র যক্ষেশ্বরস্ত্র্যক্ষম-ভ্যর্চ্চয়তি ভক্তিতঃ॥ ৮০॥ স্থানানি খণ্ডপরশোরি-ত্যুক্তানি ময়া পুরা। ত্বয়াপ্যবধৃতান্যেব কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৮১॥ ইত্যুচিবানেষু শিলাদনন্দনো মুনের্মৃকণ্ডোস্তনয়ং মুনীশ্বরম্। ভক্ত্যা নমন্তং পদয়োঃ করেণ পস্পর্শ মৌলৌ করুণারসার্দ্রঃ॥ ৮২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উত্তরার্দ্ধে মহীমণ্ডলস্থবিবিধশিবক্ষেত্র-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ভগবন্ বঞ্চনেনালং ত্বদেক-প্রবণে ময়ি। কিং মাদৃশোঽস্তি তে শিবাত্বৎ-কৃপৈবাত্র সাক্ষিণী॥ ১॥ স্থানেষু প্রাক্তদুক্তেষু

বৈয়াকরণিকাগ্রণী হইয়াছিলেন। বীরকোষ্ঠ নামক তীর্থের কথা আপনি অবশ্যই অবধারণ করিয়াছেন, এইস্থানে প্রচেতা তপস্যা দ্বারা কবিমুখ্যতা লাভ করেন। মহাতীর্থ বলিয়া কথিত তীর্থের বিষয় আপনি জানেন! এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ শম্ভু কর্ত্তৃক অধ্যাপিত হন। ময়ূরপুর নামক মহে-শ্বর ক্ষেত্র, আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। এই তীর্থে তপস্যা করিয়া ইন্দ্র বজ্রলাভ করেন। বেগবতীতটস্থিত শ্রীসুন্দর নামক তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে, কলিযুগেও ভগবান্ দেবদেব এখানে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। কুম্ভকোণ নামক তীর্থের বিষয় অবগত আছেন; এখানে পাবনী গঙ্গা দেবীও পাপশান্তির জন্য মাঘ মাসে সন্নিহিত হন। গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বক নামক তীর্থের বিষয় অবশ্যই আপনি শ্রুত আছেন; এইস্থানে দেব-সেনানী তারকাসুরঘাতিনী শক্তি লাভ করেন। হে বেদবিত্তম! ব্যাঘ্রপুর শ্রীপাটন তীর্থ আখ্যাত হইয়াছে, এই তীর্থে ত্রিশঙ্কু জাতি-শুদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাধরের অর্চ্চনা করেন। কদম্বপুরী ক্ষেত্র, আপনি ধারণা করিয়াছেন ত? এই স্থানে আপনার জন্য ভগবান্ শূলী শূল দ্বারা কৃতান্তকে তাড়না করিয়াছিলেন। অবি-নাশাখ্য ক্ষেত্রের কথা আপনাকে বলিয়াছি, এখানে বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়া পড়িকণ্ঠকে সান্নিধ্য বিতরণ করেন। হে অনঘ! আমি আপনাকে রক্তকানন তীর্থের কথা বলিয়াছি, এই তীর্থে ভগবান্ রুদ্র মিত্রাবরুণকে বর প্রদান করেন। পাতালস্থ শ্রীহাটকেশ্বর তীর্থের কথা আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। এই তীর্থে বৈরোচনি স্বপদ প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ শঙ্করের অর্চ্চনা করেন। আপনি শম্ভুর প্রিয়নিবাস কৈলাস ক্ষেত্র জানেন; এখানে নিত্য সেবক যক্ষেশ্বর ভক্তি-পূর্ব্বক ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করেন। খণ্ডপরশুর এই সকল স্থান আমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি এবং আপনিও তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। অধুনা আপনি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? এই কথা বলিয়া শিলাদনন্দন করুণার্দ্র-চিত্তে পদযুগলে প্রণত মুনীশ্বর মৃকণ্ডুতনয়ের মস্তক স্পর্শ করিলেন। ৬৬—৮২।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি ত্বদেকপ্রবণ; সুতরাং আমার মত ব্যক্তির প্রতি আপনার কপট সম্ভাষণের প্রয়োজন নাই।

ফলানি চ পৃথক্ পৃথক্। যত্র সর্ব্বফলপ্রাপ্তিঃ স্থানং তদ্বদ মে বিভো ॥ ২॥ চরাচরাণাং ভূতানাং জানতামপ্যজানতাম্। যস্য স্মরণমাত্রেণ মুক্তিস্তদ্বদ দেশিক ॥ ৩॥ পশ্যৈতেন ময়ৈকেন ভগবান্নাম্বারাধ্যসে। সর্ব্বৈরপ্যেতদর্থং হি মুনিভিঃ পরিবার্য্যসে ॥ ৪॥ পুলহেন পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন মরীচিনা। অগস্ত্যেন দধীচেন নক্রুণা ভৃগুণাত্রিণা ॥ ৫ ॥ জাবালিনা জৈমিনিনা ধৌম্যেন জমদগ্নিনা। উপযাজেন যাজেন ভরতেনার্ব্বরীবতা ॥ ৬॥ পিপ্পলাদেন কণ্বেন কুমুদেনোপমন্যুনা। কুমুদাক্ষেণ কুৎসেন বৎসেন বরতন্তুনা॥ ৭ ॥ বিভাণ্ডকেন ব্যাসেন কণ্বরীযেণ কণ্ডুনা। মাণ্ডব্যেন মতঙ্গেন কুক্ষিণা মাণ্ডকর্ণিনা ॥৮॥ চণ্ডকৌশিকশাণ্ডিল্যশাকটায়নকৌশিকৈঃ। শাতাতপমধুচ্ছন্দোগর্গসৌভরিরোমশৈঃ॥ ৯॥ আপস্তম্বপৃথুস্তম্বভার্গবোদঙ্কপর্ব্বতৈঃ। ভারদ্বাজেন দাল্‌ভ্যেন দাস্তেন শ্বেতকেতুনা ॥ ১০॥ কৌণ্ডিন্যপুণ্ডরীকাভ্যাং রৈভ্যেণ তৃণবিন্দুনা। বাল্মীকিনা নারদেন বহ্নিনা দৃঢ়মন্যুনা ॥ ১১॥ বোধায়নসুবোধাভ্যাং হারীতেন মৃকণ্ডুনা। দুর্ব্বাসসাতিতীক্ষেন জালপাদেন শক্তিনা॥ ১২॥ কাঙ্কার্য্যেণ নদন্তেন দেবদত্তেন স্থক্ষুনা। সুশ্রুতা চাগ্নিবেশ্যেন গালবেন মরুত্বতা ॥ ১৩॥ লোকাক্ষিণা বিশ্রবসা সৈন্ধবেন সুমন্তুনা। শিশুপায়নমৌদ্গল্যপথ্যচাবনমাতুরৈঃ॥ ১৪॥ ঋষ্যশৃঙ্গৈকপাৎক্রৌঞ্চদৃঢ়গোমুখদেবলৈঃ। অঙ্গিরোবামদেবৌর্ব্বপতঞ্জলিকপিঞ্জলৈঃ ॥ ১৫॥ সনৎকুমারসনকসনন্দনসনাতনৈঃ। হিরণ্যনাভসত্যাখ্যবাতাশনসুহোতৃভিঃ ॥১৬॥ মৈত্রেয়পুষ্পজিৎসত্যতপঃশালীষ্যশৈশিরৈঃ। নিদাঘোতথ্যসংবর্ত্তশৌক্কায়নিপরাশরৈঃ ॥১৭॥ বৈশম্পায়নকৌশল্যশারদ্বতকপিধ্বজৈঃ। কুশস্বার্চ্চিককৈবল্যযাজ্ঞবল্ক্যাশ্বলায়নৈঃ ॥ ১৮॥ কুক্কাতপোত্তমানন্তকরুণামলকপ্রিয়ৈঃ। চরকেণ পবিত্রেণ কপিলেন কণাশিনা॥ ১৯॥ নরনারায়ণাভ্যাং চ দিব্যৈশ্চান্যৈর্মহর্ষিভিঃ। মৎপ্রশ্নোত্তরশুশ্রূষাতৎপরৈঃ প্রত্যবেক্ষ্যসে ॥ ২০॥ মাহেশ্বরাগ্রগণ্যস্ত্বং সমস্তাগমপারগঃ। ব্যাপ্তশ্চ সর্ব্বলোকেষু যস্মাত্তদনুশাধি নঃ ॥ ২১॥ ত্বন্মুখাদেব ভগবান্ বয়মেতে সুশিক্ষিতাঃ। পূর্ব্বমেব ত্বয়া দেব

আপনার কি আমার মত শিষ্য আছে? আমার প্রতি শিষ্যোপযোগিনী আপনার কৃপাই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আপনি পূর্ব্বে স্থান ও তৎফল পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিয়াছেন; হে বিভো! আপাততঃ যে স্থানে সর্ব্ব ফলপ্রাপ্তি হয়, সেই স্থানের বিষয় আপনি কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী চরাচর যাবতীয় জীবের যে স্থানস্মরণ মাত্রে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, আপনি সেই স্থানের বিষয় প্রকাশ করুন। হে ভগবন্! আপনি দেখুন, কেবল যে আমি একা আপনার আরাধনা করিতেছি, তাহা নহে; আপনার নিকট মোক্ষপ্রাপক স্থান শ্রবণ করিবার জন্য মুনিগণ সকলেই আপনাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। মুনিগণের নাম; যথা—পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, মরীচি, অগস্ত্য, দধীচ, নক্রু, ভৃগু, অত্রি, জাবালি, জৈমিনি, ধৌম্য, জমদগ্নি, উপযাজ, যাজ, ভরত, অর্ব্বরীবৎ, পিপ্পলাদ, কণ্ব, কুমুদ, উপমন্যু, কুমুদাক্ষ, কুৎস, বৎস, বরতন্তু, বিভাণ্ডক, ব্যাস, কণ্বরীব, কণ্ডু, মাণ্ডব্য, মতঙ্গ, কুক্ষি, খাণ্ডকি, চণ্ডকৌশিক, শাণ্ডিল্য, শাকটায়ন, কৌশিক, শাতাতপ, মধুচ্ছন্দ গর্গ, সৌভরি, রোমশ, আপস্তম্ব, ভার্গব, উদঙ্ক, পর্ব্বত, ভারদ্বাজ, দাল্‌ভ্য, দাস্ত, শ্বেতকেতু, কৌণ্ডিন্য, পুণ্ডরীক, রৈভ্য, তৃণবিন্দু, বাল্মীকি, নারদ, বহ্নি, দৃঢ়মন্যু, বোধায়ন, সুবোধ, হারীত, মৃকণ্ডু, দুর্ব্বাসা, অতিতীক্ষ, জালপাদ, শক্তি, কাঙ্কার্য্য, নদন্ত, দেবদত্ত, স্থক্ষু, সুশ্রুত, অগ্নিবেশ্য, গালব, মরুত্বৎ, লোকাক্ষি, বিশ্রবা, সৈন্ধব, সুমন্তু, শিশুপায়ন, মৌদ্গল্য, পথ্য, চাবনমাতুর, ঋষ্যশৃঙ্গ, একপাৎ, ক্রৌঞ্চ, দৃঢ়, গোমুখ, দেবল, অঙ্গিরা, বামদেব, ঔর্ব্ব, পতঞ্জলি, কপিঞ্জল, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, হিরণ্যনাভ, সত্যাখ্য, বাতাশন, সুহোতৃ, মৈত্রেয়, পুষ্পজিৎ, সত্যতপা, শালীষ্য, শৈশির, নিদাঘ, উতথ্য, সম্বর্ত্ত, শৌক্কায়নি, পরাশর, বৈশম্পায়ন, কৌশল্য, শারদ্বত, কপিধ্বজ, কুশস্বার্চ্চিক, কৈবল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, আশ্বলায়ন, কুক্কাতপ, উত্তম, অনন্ত, করুণ, আমলকপ্রিয়, চরক, পবিত্র কপিল, কণাশী, নর ও নারায়ণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহর্ষিগণও আমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণমানসে আপনার মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। আপনি মাহেশ্বরাগ্রগণ্য সমস্তাগম-পারগ, ও সর্ব্বলোকব্যাপ্ত। অতএব আমাকে উপদেশ প্রদানে অনুশাসন করুন। ১—২১। হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনার মুখে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়াই আমরা শিক্ষিত হই-

কিং বাক্যমুপপদ্যতে ॥ ২২ ॥ দিব্যাগমপুরাণানি দ্রষ্টব্যাঃ পরমেশ্বরঃ। কাত্যায়নী বা স্কন্দো বা ভগবান্ বাথ বা ভবান্ ॥ ২৩ ॥ ত্বয়ি যদ্যস্তি নো ভক্তির্দয়া চাস্মাসু তে যদি। রহস্যমিদমুদ্‌ঘাট্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৪ ॥ ইত্থং মৃকণ্ডুতনয়েন স নন্দিকেশো বিজ্ঞাপিতঃ সবিনয়ং স্ময়মানবক্ত্রম্। তং প্রাহ চোন্নততরং শিবভক্তিমৎসু প্রাগ্‌ভক্তিতোষিতশিবাপ্তশরীরসিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হরুণাচলাখ্যরহস্যস্থানপ্রশ্নবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। মুনে মনঃপরীক্ষার্থং তথা ত্বং ভাবিতো ময়া। তব চেন্নাভিধাস্যামি কস্য বাক্যস্য কথ্যতে ॥ ১ ॥ ত্বাদৃগন্যোঽস্তি কিং লোকে শিবধর্ম্মপরায়ণঃ। যেন স্বল্পায়ুষাপ্যেবং নিত্যো নাভাবি ভক্তিতঃ ॥ ২ ॥ কস্যচিৎস্য কৃতে দেবঃ স্বস্যৈবাজ্ঞাকরং যমম্। ক্রুদ্ধো নিয়ন্ত্রয়ামাস চরণাঙ্গুষ্ঠপীড়িতম্ ॥৩ ॥ ত্বমেব শাঙ্করান্ধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ বিদ্ধি রহস্যতঃ। যোহগ্রেহসি কালবদ্ ভ্রান্তঃ পরিপক্কোহসি চেতসা ॥ ৪ ॥ ত্বয়ৈবাস্তেন কেনাহমেবং শুশ্রূষিতশ্চিরম্। ত্বয়ীব কস্মিন্নন্যস্মিন্মমাপি প্রীতিরীদৃশী ॥ ৫ ॥ উপদেক্ষ্যামি তে ক্ষেত্রং গুপ্তং তদ্ধর্ম্মশাসনৈঃ। ভক্ত্যাবধারণীয়ং যদ্ভক্তিকৈবল্যকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৬ ॥ আদরাদনযুক্তানং শিষ্যং যো দেশিকঃ স্বয়ম্। উপদেশেন সন্তুষ্টং ন করোতি স কিঙ্গুরুঃ ॥ ৭ ॥ সমাহিতমনা ভূত্বা বিশ্বাসং কুরু শাশ্বতম্। ময়োপদিশ্যমানেঽস্মিন্ রহস্যে পারমেশ্বরে ॥ ৮ ॥ স্মর স্মরান্তকং দেবং বন্দস্বাধ্যায শাঙ্করীম্। উপাংশূচ্চারয়োঙ্কারং শ্রেয়স্তে মহদাগতম্ ॥ ৯ ॥ অস্তি দক্ষিণদিগ্‌ভাগে দ্রাবিড়েষু তপোধন। অরুণাখ্যং মহাক্ষেত্রং তরুণেন্দুশিখামণেঃ ॥ ১০ ॥ যোজনত্রয়বিস্তীর্ণমুপাস্যং শিবযোগিভিঃ। তদ্ভূমের্হৃদয়ং বিদ্ধি শিবস্য হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ১১ ॥ তত্র দেবঃ স্বয়ং শম্ভুঃ পর্ব্বতাকারতাং গতঃ। অরুণাচলসংজ্ঞাবানস্তি

য়াছি। অধুনা আগম-পুরাণাদিবিসয়ক উপদেশ আর কি শ্রবণ করিব? এক্ষণে আমরা পরমেশ্বর, কাত্যায়নী, স্কন্দ অথবা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনাতে যদি আমাদের ভক্তি থাকে, এবং আমাদের প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আপনি আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। নন্দিকেশ্বর মৃকণ্ডুতনয় কর্ত্তৃক এই প্রকার সস্মিত ও বিনীতভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া অপর শিবভক্তিমান্‌দিগের মধ্যে ভক্তি-তোষিত-শিবশিবাপ্ত-শরীরসিদ্ধি সেই মৃকণ্ডুতনয়কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। ২২—২৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মুনে! আমি আপনার মন পরীক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়াছিলাম; আপনাকে যদি না বলিব ত আর অন্য কাহাকে বলিব বলুন? আপনার মত শিবধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি কি আর জগতে আছে? স্বল্পায়ুঃ থাকিয়াও আপনি শিব-ভক্তি-প্রভাবে চিরজীবী হইয়াছেন। আপনি ভিন্ন অন্য কাহার জন্য দেবশঙ্কর নিজ আজ্ঞাকারী ভৃত্য যমকে চরণাঙ্গুষ্ঠপীড়নে তাড়না করিয়াছিলেন? আপনিই সম্যক্ সর্ব্ব সরহস্য শঙ্কর-ধর্ম্ম অবগত আছেন! আপনি অগ্রে কালবৎ ভ্রান্ত ছিলেন, এখন আপনার চিত্ত পরিপক্ক হইয়াছে। আপনার মত অন্য কাহার কর্ত্তৃক আমি সুচির-কাল শুশ্রূষিত হইয়াছি? আপনার মত অন্য কাহার প্রতি আমার এতাদৃশী প্রীতি? অতএব আমি ধর্ম্মশাসন দ্বারা গুপ্তক্ষেত্র সকল আপনাকে উপদেশ দিব। ভক্তি ও কৈবল্যকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা ঐ উপদেশ ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণা করেন। যে উপদেষ্টা সাদর-জিজ্ঞাসু শিষ্যকে স্বয়ং সদুপদেশ প্রদানে সন্তুষ্ট না করেন, তিনি কুৎসিত গুরু। ১—৭। আপনি সমাহিতমনা হইয়া আমা কর্ত্তৃক উপদিশ্যমান এই পারমেশ্বর রহস্যে শাশ্বতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপনি দেব স্মরান্তককে স্মরণ করুন, ধ্যানান্তে শঙ্কর শক্তির বন্দনা করুন এবং উপাংশুভাবে ওঙ্কার উচ্চারণ করুন; ইহাতে আপনার মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা আপনিই আসিবে। হে তপোধন! দক্ষিণাপথে দ্রাবিড় নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে, ঐস্থানে তরুণেন্দুশিখামণি শম্ভুর অরুণাখ্য মহাক্ষেত্র বিদ্যমান। ঐ ক্ষেত্র যোজনত্রয় বিস্তীর্ণ ও শৈবযোগিগণের উপাস্য। জানিবে—ঐ ভূমির হৃদয়-দেশ শিবের হৃদয়ঙ্গম। দেব শম্ভু স্বয়ং ঐ স্থানে পর্ব্বতাকার প্রাপ্ত হইয়া অরুণাচল সংজ্ঞায় লোক-হিতকররূপে বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্থান

লোকহিতাবহঃ ॥ ১২ ॥ আবাসঃ সর্ব্বসিদ্ধানাং মহর্ষীণাং সুপর্ব্বণাম্। বিদ্যাধরাণাং যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি ॥ ১৩ ॥ সুমেরোরপি কৈলাসাদপ্যসৌ মন্দরাদপি। মাননীয়ো মহর্ষীণাং যঃ স্বয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ স্পৃহয়ন্তি যদীয়েভ্যো জন্তুভ্যোঽপি দিবৌকসঃ। অযত্নলভ্যমুক্তিভ্যো দিবাবাসপ্রবঞ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥ ন কল্পবৃক্ষাঃ সদৃশা যত্রত্যানাং মহীরুহাম্। পত্রপুষ্পফলৈর্নিত্যং যেঽর্চ্চয়ন্তি গিরৌ হরম্ ॥ ১৬ ॥ হিংসৈকরুচয়ো ব্যাধা অপি রূপানুসারতঃ। অনন্তা যত্র দেবস্য প্রাদক্ষিণ্যফলাস্পদম্ ॥ ১৭ ॥ যতুদ্দেশচরা মেঘাঃ শিখরাণ্যভিবন্ধকাঃ। গঙ্গাবতো হিমবতোঽপ্যধিকং স্বং বিজানতে ॥ ১৮ ॥ কলারাবাঃ খগা যত্র ক্বণন্তে কীচকা অপি। যক্ষকিন্নরগন্ধর্ব্বৈর্লভ্যতে দুর্লভং পদম্ ॥ ১৯ ॥ স্মরন্তো যত্র খদ্যোতাঃ কৃষ্ণপক্ষে নিশাগমে। আরার্ত্তিকপ্রদাতৄণাং দেবস্যাপ্নুবতে পদম্ ॥ ২০ ॥ নিষ্প্রত্যুহকৃতাশ্লেষা নিত্যং যত্তটিনীরুহাঃ। সৌভাগ্যগর্ব্বতো দেবীমপর্ণামবমন্বতে ॥ ২১ ॥ যস্যোত্তুঙ্গস্য শৃঙ্গাগ্রসঙ্গমা অপি তারকাঃ। আত্মনো লব্ধসামান্যাশ্চান্দ্রেণ বহু মন্বতে ॥ ২২ ॥ মৃগাঃ সর্ব্বেঽপি সততং চরন্তো যত্র সানুষু। পাণিপ্রণয়িনং শম্ভোরেণমপ্যবজানতে ॥ ২৩ ॥ যস্য পাদান্তিকচরৈঃ প্রায়েণ শবরৈরপি। নিকুম্ভকুম্ভসাদৃশ্যমযত্নাদুপলভ্যতে ॥ ২৪ ॥ কিং বহূক্ত্যাভ্যসূয়ন্তে দ্বৈমাতুরকুমারয়োঃ। যদঙ্গরূঢ়াস্তরবস্তির্য্যঞ্চঃ শবরা অপি ॥ ২৫ ॥ সিংহব্যাঘ্রদ্বিপা যস্মিন্ কালে ত্যক্তকলেবরাঃ। বাসপ্রদস্থান্মান্যন্তে ধ্রুবং শোণাদ্রিশম্ভুনা ॥ ২৬ ॥ অস্য ভাস্করনামাদ্রিঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি দৃশ্যতে। যত্র স্থিতঃ সদা বজ্রী সেবতে শোণপর্ব্বতম্ ॥ ২৭ ॥ প্রতীচ্যাং দিশি দণ্ডাদ্রিরিতি কশ্চিন্মহীধরঃ। প্রাচেতসস্তদগাঃ সেবতেঽরুণপর্ব্বতম্ ॥ ২৮ ॥ দক্ষিণস্যাঞ্চ শোণাদ্রেরদ্রিরস্ত্যমরাচলঃ। কালঃ শোণাদ্রিসেবার্থমধ্যাস্তে তদধিত্যকাম্ ॥ ২৯ ॥ উত্তরেঽস্মিন্ হরিদ্ভাগে সিদ্ধাধ্যাসিতকন্দরঃ। বিরাজতে ত্রিশূলাদ্রিঃ শ্রীদেন পরিপালিতঃ ॥ ৩০ ॥ তৎপর্য্যন্তপ্রভৃতানামন্যেষামপি ভূভৃতাম্। তটকেষপরে চৈব দিক্পালাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩১ ॥ ধারিতা যেন সততং সর্ব্বেঽপি ধরণীরুহাঃ। আরাধনাদপ্যধিকমধিগচ্ছন্তি

নিখিল সিদ্ধ মহর্ষি, সুপর্ণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের আবাস-স্থল। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ ঐ অরুণাচল সুমেরু, কৈলাস, ও মন্দর হইতেও মহর্ষিগণের মাননীয়। স্বর্গবাস-বঞ্চিত দেবগণ ঐ অরুণাচলের অযত্নলভ্য-মুক্তি জন্তু হইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কল্পবৃক্ষ সকলও ঐ অচলস্থ মহীরুহসমূহের সদৃশ নহে; কেন না, তাহারা পত্রপুষ্পফলের স্খলনব্যাজে হরের অর্চ্চনা করিতেছে। বিভিন্ন রূপধারী হিংসা-প্রবণ ব্যাধগণও নিত্য-বিচরণচ্ছলে দেবদেবের প্রদক্ষিণ করে বলিয়া তাহারাও দেব-প্রদক্ষিণের ফল লাভ করিয়া থাকে। ঐ অচলের কটি-দেশচারী মেঘদল শিখরদেশ পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়াও আপনাকে গঙ্গাবান্ হিমবানেরও ঊর্দ্ধস্থিত ও পবিত্র বলিয়া মনে করে। ঐ অচলস্থ কলনাদী বিহঙ্গমগণ ও ক্বণনশীল কীচক-সমূহ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের দুর্ল্লভ পদ অধিকার করিয়াছে। খদ্যোতশ্রেণী কৃষ্ণপক্ষনিশাগমে ঐ অচলের আরত্রিক-প্রদাতার কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ অচলের নির্ব্বিঘ্নকৃতালিঙ্গন তটিনীরুহ পাদপনিচয় সৌভাগ্য গর্ব্বে দেবী অপর্ণাকেও অবমাননা করিয়াছে। ঐ উত্তুঙ্গ অচলের শৃঙ্গের সহিত সঙ্গম করিলেও স্বীয় পত্নী তারকাদিগকে চন্দ্র আপনার সাম্যলাভ করিতে দেখিয়া বহুমান-পুরঃসর গ্রহণ করিতেন। মৃগকুল ঐ অচলের সানুদেশে বিচরণ করিতে করিতে শম্ভুপাণিপ্রণয়ী মৃগটীকেও অবজ্ঞা করিত। ঐ অচল-পাদচারী শবরগণও অনায়াসে নিকুম্ভ-কুম্ভসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে; অধিক আর কি বলিব ? ঐ অচলস্থ তরুনিচয়, তির্য্যক্‌গণ ও শবর-সমূহও গণপতি ও কুমারের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ এক পিতৃজাত বলিয়া স্পর্দ্ধা করে।১৮-২৫। ঐ অচলচারী সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বিপসমূহ উপযুক্ত কালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ঐ অচলরূপী শম্ভু, তাহাদের বাসপ্রদ বলিয়া তাহাদিগকে কৃপা করেন। এই অচলস্থ ভাস্কর নামক পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, এই স্থানে থাকিয়া ইন্দ্র শোণপর্ব্বতের সেবা করেন। প্রতীচীদিকে দণ্ডাদ্রি প্রাচেতস এই স্থানে থাকিয়া অরুণাচলের সেবা করেন। শোণাদ্রির দক্ষিণে অমরাচল। কাল শোণাদ্রিসেবার নিমিত্ত উহার অধিত্যকায় বাস করেন। উত্তরদিগ্‌ভাগে সিদ্ধসেবিত-কন্দর ত্রিশূলাদ্রি; ইহা শ্রীদায়ক দেবতা কর্ত্তৃক পরিপালিত। ইহার পর্য্যন্তস্থিত অন্যান্য ভূধরের তটপ্রদেশে অপর দিক্‌পালগণ উপাসনা করেন। ঐ অরুণাচল

বৈভবম্ ॥ ৩২ ॥ যস্মিন্ গিরীশে সংদৃষ্টে মেনা-তুহিনভূভৃতোঃ। সমানসম্বন্ধতয়া প্রমোদো বৰ্দ্ধতে-তরাম্ ॥ ৩৩ ॥ তরুপল্লবলক্ষেণ লক্ষ্যমাণজটাধরঃ। স্থাবরোঽয়ং স্বয়ং শম্ভুরিহেশ ইব জঙ্গমঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্যোতিষ্মত্তোয়শৃঙ্গস্থ দ্বিপার্শ্বস্থেন্দুভাস্করঃ। ব্যনক্তি স্বস্থ লোকেভ্যস্তেজস্ত্রিতয়নেত্রতাম্ ॥ ৩৫ ॥ বর্ষাসু শিখরাধস্তাদভিনীলবলাহকঃ। বিরাজতে যঃ কণ্ঠেন কালকূটমিবোদ্বহন্ ॥ ৩৬ ॥ সহস্রপাদঃ সাহস্র-শীর্ষো যঃ পর্ব্বতেশ্বরঃ। উক্তো ন কেবলং শ্রুত্যা সাক্ষাদপ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ শিরোলীনামরসরিৎ-স্রোতাঃ প্রাগিতি নাদ্ভুতম্। গিরীশোঽদ্যাপি যঃ শৃঙ্গলীনানেকসরিদ্গণঃ ॥ ৩৮ ॥ আসাদিতাপকটকঃ শারদৈর্যঃ পয়োধরৈঃ। বিড়ম্বয়তি গোশ্রেষ্ঠমারূঢ়-বৃষপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯ ॥ যত্র শৃঙ্গাগ্রসংলগ্নসংলগ্ননীল-লোহিতঃ। স্থাণুত্বং স্থাবরত্বেন গহনত্বেন ভীম-তাম্ ॥ ৪০ ॥ সুদুর্গমত্বাদুগ্রত্বমপি ধত্তে ন নামতঃ। ক্ষুদ্রাঃ সরীসৃপা যত্র কটকেষু কৃতাস্পদাঃ ॥ ৪১ ॥ তক্ষকানন্তসর্পাদ্যৈঃ স্পৰ্দ্ধন্তে ভুজগেশ্বরৈঃ। অষ্টা-ভির্যোঽভিতঃ কোণৈরাবির্ভূতো বিভূতিভিঃ ॥ ৪২ ॥ সুস্পষ্টং বিশিনষ্টীব স্বকীয়ামষ্টমূর্ত্তিতাম্। যেণ্যাঃ-শক্তিতরঙ্গিণ্যোরিড়াপিঙ্গলয়োঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ শিবস্থ শৃঙ্গতো মধ্যে সুষুম্না কমলাপগা। জ্যোতিঃ-স্তম্ভস্বরূপস্থ মূলাগ্রে যস্থ বীক্ষতুম্ ॥ ৪৪ ॥ কোল-হংসাকৃতী নালং ব্রহ্মবিষ্ণূ বভূবতুঃ। তাভ্যাঞ্চ প্রার্থিতঃ শম্ভুস্তস্মিন্ সান্নিধ্যবানভূৎ ॥ ৪৫ ॥ অরুণা-চলনাথাখ্যং প্রপন্নঃ প্রমদৈঃ সমম্। গৌতমস্তত্র যোগীন্দ্রঃ সহস্রং পরিবৎসরাৎ ॥ ৪৬ ॥ তপ্ত্বা তপাংসি তীব্রাণি সাক্ষাচ্চক্রে সদাশিবম্। প্রালেয়-শৈলকন্যাপি তত্র কৃত্বা তপঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥ অলব্ধ-বামদেহার্দ্ধং মন্মথারেঃ প্রসেদুষঃ। গৌর্য্যা প্রতি-ষ্ঠিতং তত্র প্রবালাদ্রীশ্বরাভিধম্ ॥ ৪৭ ॥ লিঙ্গং ভোগপ্রদং পুংসাং কৈবল্যায় প্রকল্পতে। তত্র গৌরীনিদেশেন দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী ॥ ৪৯ ॥ সাক্ষাদ্-ভূয় সতাং দত্তে মন্ত্রসিদ্ধিমবিঘ্নতঃ। খড়্গাতীর্থমিতি

যখন নিখিল ধরণীরুহ পদার্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তখন তাহার আরাধনা করিলে যে অধিক বৈভব লাভ হইবে, সে বিষয় আর সন্দেহ কি আছে? এই অচলে গিরিশ দৃষ্ট হন বলিয়া মেনা ও তুহিনা-চলের তাঁহার সহিত সমান সম্বন্ধবশতঃ মহান্ প্রমোদ বৰ্দ্ধিত হয়। সাক্ষাৎ স্থাবর শম্ভুস্বরূপ এই অরুণাচল লক্ষ লক্ষ তরুপল্লব দ্বারা জটাধর জঙ্গম মহেশের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অত্রত্য জ্যোতির্ম্ময় তোয়শৃঙ্গের উভয় পার্শ্বস্থ ইন্দু-ভাস্কর স্বীয় লোক হইতে তেজ বিতরণ করিয়া শম্ভুস্বরূপ এই অচলের ত্রিনেত্রতা প্রতিপাদন করিতেছেন। বর্ষাকালে ঐ অচলের শিখরাধর প্রদেশে অতিনীল বলাহকশ্রেণী বিরাজিত থাকায় তাহাকে কালকূট-কৃষ্ণকণ্ঠ নীল-কণ্ঠের ন্যায় শোভিত দেখা যায়। এই অচলরাজ সহস্রপাদ ও সহস্রশীর্ষ এ কথা আমি কেবল শুনিয়া বলিতেছি না; ইহা সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশের মস্তকে পূর্ব্বে যে সুর-সরিৎ-স্রোতঃ বিলীন ছিল, একথা অদ্ভুত নহে; কেননা, অদ্যাপি সেই গিরিশস্বরূপ এই অরুণাচলের শৃঙ্গে সুরসরিৎ-সমূহ বিলীন রহিয়াছে। শারদ পয়োদবৃন্দ ঐ অচলের কটিদেশের অধোদেশ আশ্রয় করায় উহা বৃষভারূঢ় বৃষভবাহনের অনুকরণ করিয়া থাকে। এই অচলের শৃঙ্গাগ্রে সংলগ্ন নীললোহিত সংলগ্ন আছেন। তিনি ও অরুণাচল এতদুভয় অভিন্ন; সুতরাং অরুণাচল স্থাবর বলিয়া তাঁহার নাম স্থাণু, গহন বলিয়া তাহার নাম ভীম এবং দুর্গম বলিয়া তাঁহার নাম উগ্র হইয়াছে। তাঁহার এই সকল নাম অন্বুগতার্থ—নামমাত্র নহে। ক্ষুদ্র সরীসৃপ সকল ঐ অচলের মধ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তক্ষক, অনন্ত-সর্প প্রভৃতি ভুজগেশ্বরগণের সহিত স্পৰ্দ্ধা প্রকাশ করে। ঐ অদ্রি উভয়দিকে অষ্ট বিভূতিরূপ অষ্ট কোণের সহিত আবির্ভূত হইয়া স্বীয় অষ্টমূর্ত্তিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে। ঐ অচলে ইড়া-পিঙ্গলাস্বরূপ আদ্যাশক্তি ও তরঙ্গিণী এবং শিব-স্বরূপ শৃঙ্গের মধ্যস্থলে সুষুম্নাস্বরূপে কমলাপগা বিরাজিত। কোলহংসাকৃতি ভগবান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু ঐ জ্যোতিস্তম্ভ স্বরূপ শম্ভুর পাদদেশ ও অগ্র অব-লোকন করিতে অসমর্থ হইয়া শম্ভুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সহর্ষে অরুণাচল-নাথ ন্যামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ঐ অচলে সান্নিধ্য সংস্থাপন করেন। যোগিশ্রেষ্ঠ গৌতম ঐ অচলে সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়া সদাশিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শৈল-সুতাও ঐ স্থানে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মন্মথা-রির বামদেহার্দ্ধ লাভ করিতে না পারায় ঐ স্থানে প্রবালাদ্রীশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ লিঙ্গ পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যদায়ক। ঐ স্থানে গৌরীর আদেশে মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া

খ্যাতং তত্র গৌর্য্যাশ্রমে নবম্ ॥ ৫০ ॥ সকৃন্নি-মজ্জনান্নৃণাং পঞ্চপাতকনাশনম্। দুর্গয়া চার্চ্চিতং লিঙ্গং পাপনাশননামকম্ ॥ ৫১ ॥ সকৃৎপ্রণামমাত্রেণ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। তত্র বজ্রাঙ্গদো রাজা বিত্ত-সারো ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৫২ ॥ পুনস্তদ্ভক্তিমাহাত্ম্যা-চ্ছিবসাযুজ্যমাপ্তবান্। তস্য প্রদক্ষিণেনৈব কান্তি-শালিকলাধরৌ ॥ ৫৩ ॥ বিদ্যাধরেশ্বরৌ মুক্তৌ দুর্ব্বাসঃশাপবন্ধনাৎ। নাস্তি শোণাদ্রিতঃ ক্ষেত্রং নাস্তি পঞ্চাক্ষরান্মনুঃ ॥ ৫৪ ॥ নাস্তি মাহেশ্বরাদ্ধর্ম্মো নাস্তি দেবো মহেশ্বরাৎ। নাস্তি জ্ঞানং শিব-জ্ঞানান্নাস্তি শ্রীরুদ্রতঃ শ্রুতিঃ ॥ ৫৫ ॥ নাস্তি শৈবা-গ্রণীর্ব্বিষ্ণোর্নাস্তি রক্ষা বিভূতিতঃ। নাস্তি ভক্তেঃ সদাচারো নাস্তি রক্ষাকরাদ্‌গুরুঃ ॥ ৫৬ ॥ নাস্তি রুদ্রাক্ষতো ভূষা নাস্তি শাস্ত্রং শিবাগমাৎ। নাস্তি বিল্বদলাৎপত্রং নাস্তি পুষ্পং সুবর্ণকাৎ ॥ ৫৭ ॥ নাস্তি বৈরাগ্যতঃ সৌখ্যং নাস্তি মুক্তেঃ পরং পদম্। নারুণাদ্রেঃ সমো মেরুর্ন কৈলাসো ন মন্দরঃ ॥ ৫৮ ॥ তে নিবাসা গিরিব্যাপ্তাঃ সোঽয়ং তু গিরিশঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ ইতি বদতি শিলাদ-নন্দনে মুদিতমনাঃ স মৃকণ্ডুনন্দনঃ। পুনরপি বহুশঃ প্রণম্য তং চকিতমনা ভবতো ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ৬০ ॥ কিং কিং নৃণাং কর্ম্ম ভবায় জায়তে কথন্তু তত্তন্নরকায় শ্রূয়তে। তেষাঞ্চ তেষাঞ্চ কথং প্রতিক্রিয়া কথন্তু তত্তন্মম কথ্যতামিতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলস্থানমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। শুদ্ধসত্ত্বগুণোপেতো লোকেঽস্মিন্ দুর্লভঃ পুমান্। রজস্তমোগুণোপেতা ভবন্তি সুলভা নরাঃ ॥১॥ সাত্ত্বিকঃ পুণ্যশীলস্ত্বান্নিঃশ্রেয়-সমবাপ্নুযাৎ। বৈচিত্র্যাৎ কর্ম্মণামেষামনুভোগায় বেধসা ॥ ২ ॥ বৈচিত্র্যাণ্যেব সৃষ্টানি নরকাণ্যত্র তত্র চ। মহারৌরবভাগ্‌ভূত্বা খরঃ শ্বা শূকরোঽপি বা ॥ ৩ ॥ চণ্ডালো বা ভবেৎ প্রেত্য পুরুষো ব্রহ্ম-হত্যয়া। চিরং রৌরবসংরুদ্ধঃ কৃমিকীটপতঙ্গতাম্ ॥

সাধুদিগকে নির্ব্বিঘ্নে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করেন। ঐ গৌরী-আশ্রমে খড়্গতীর্থ নামে খ্যাত এক অভিনব তীর্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ তীর্থে একবার মাত্র স্নান করিলে মানবের পঞ্চপাতক বিনষ্ট হয়। দুর্গা পাপ-নাশন নামক এক লিঙ্গ অর্চ্চনা করেন। ঐ লিঙ্গকে প্রণাম করিবামাত্র সর্ব্বপাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে প্রভূত বিত্তশালী বজ্রাঙ্গদ রাজা বিষয়-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া অত্রত্য লিঙ্গকে যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং ঐ লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে তিনি শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ঐ লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদ্যাধররাজ কান্তিশালী ও কলাধর, ইঁহারা উভয়ে দুর্ব্বাসার শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। শোণাদ্রি হইতে উত্তম ক্ষেত্র, পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র হইতে উত্তম মন্ত্র, মাহেশ্বর ধর্ম্ম হইতে উত্তম ধর্ম্ম, শিব-জ্ঞান হইতে উত্তম জ্ঞান, শ্রীরুদ্র হইতে উত্তম শ্রুতি, বিষ্ণু হইতে উত্তম শৈব, বিভূতি হইতে উত্তম রক্ষা, ভক্তি হইতে উত্তম সদাচার, রক্ষক হইতে উত্তম গুরু, রুদ্রাক্ষ হইতে উত্তম ভূষা, শিবাগম হইতে উত্তম শাস্ত্র, বিল্বপত্র হইতে উত্তম পত্র, সুবর্ণক হইতে উত্তম পুষ্প, বৈরাগ্য হইতে উত্তম সৌখ্য, এবং মুক্তি হইতে উত্তমপদ আর নাই। মেরু, কৈলাস ও মন্দর, ইহারা অরুণাদ্রির সমকক্ষ নহে। এই গিরিনিবাস সমুদয় অরুণাদ্রি-ব্যাপ্ত এবং এই অরুণাদ্রিই সাক্ষাৎ গিরিশস্বরূপ। শিলাদনন্দন হৃষ্টান্তঃকরণে এই প্রকার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিলে মৃকণ্ডু নন্দন সংসারভয়ে চকিত হইয়া তাঁহাকে বহু অভিবাদনপুরঃসর পুনরপি বলিলেন,—কোন্ কোন্ কর্ম্ম মানবের সংসারবন্ধনের হেতু হয়,—কি প্রকারেই বা সেই সেই কর্ম্ম নরকের হেতু হইয়া থাকে,— সেই সেই সংসার-নরকোৎপাদক কর্ম্মের প্রতিকার কি এবং কেনই বা সেই কর্ম্ম হইয়া থাকে? বলুন। ২৬—৬১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—সংসারে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণো-পেত লোক অতিদুর্ল্লভ; রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট লোকই সুলভ। সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিই পুণ্যস্বভাব বশতঃ মুক্তিপদাধিকারী হন। কর্ম্মবৈচিত্র্য হেতু মানবগণের উপভোগের নিমিত্ত বেধা ইহ-পরলোকে বিচিত্র নরক সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবগণ ব্রহ্মহত্যা করিয়া কর্ম্মবিপাকবশত মহারৌরব নরকে পতিত হইয়া পরিশেষে গর্দ্দভ, কুক্কুর, শূকর ও চণ্ডাল প্রভৃতি যোনি আশ্রয় করে। দ্বিজগণ সুরাপান করিলে

৪ ॥ প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং সুরাপানেন চ দ্বিজঃ। ব্রহ্মস্বহরণাদ্ ব্রহ্মরাক্ষসত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ যদ্‌যত্তু চোরয়েত্তত্তচ্ছূন্যং স্যাদন্যজন্মনি। অসিপত্রবনে পীড়ামবাপ্য সুচিরং পুনঃ ॥ ৬ ॥ নপুংসকত্বং সঙ্গচ্ছেৎ পুরুষো গুরুতল্পগঃ। তপ্তৈঃ কালায়সৈর্দণ্ডৈঃ পীড়িতো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৭ ॥ নরকে কালসূত্রাখ্যে নিবসেৎ পরদারগঃ। অগ্নিদো নিবসেদ্‌ঘোরে সুঘোরে গরদায়কঃ ॥ ৮ ॥ মহাঘোরে চ পিশুনোঽবীচ্যাং ধর্ম্মবিনিন্দকঃ। বসেৎ করালে মিত্রঘ্নস্তভীমে হিংসৈকতৎপরঃ ॥ ৯ ॥ সংহারে ছদ্মপাপিষ্ঠো মৃষাবাদী ভয়ানকে। অসিঘোরে বসেদ্বাপি কূপ-ক্ষেত্রনরাদিহৃৎ ॥ ১০ ॥ বজ্রে পরদ্রোহরতো মাংসাশী তরলে দ্বিজ। তীক্ষ্ণে মাতৃপিতৃদ্রোহী তাপনে জপদূষকঃ ॥১১॥ অশ্বঘ্নোঽপি নিরুচ্ছ্বাসে বসেদ্গোঘ্নশ্চ দারুণে। ভ্রূণহা নিবসেচ্চণ্ডে স্ত্রীহত্যাকৃৎ কুকূলকে ॥ ১২ ॥ দেবস্বহারী দহনে ঘোরঘোরে পরস্বহৃৎ। কৃতান্তদূতা নরকে সর্ব্বানেব হি পাপিনঃ ॥ ১৩ ॥ বধ্নন্তি পাশৈর্নিঘ্নন্তি দণ্ডৈর্বিধ্যন্তি শঙ্কুভিঃ। তীক্ষ্ণায়-শ্চঞ্চবঃ কঙ্কাঃ ক্রূরদংষ্ট্রা মহোরগাঃ ॥ ১৪ ॥ কালেয়-কাশ্চ ব্যাঘ্রাশ্চ হিংস্রাশ্চান্যে দশন্ত্যমূন্। শকলী-কুর্ব্বতে শস্ত্রৈর্দহন্তি দেহমেব চ ॥ ১৫ ॥ খনন্তি গহ্বরে খড্গে কশাভিস্তাড়য়ন্তি চ। তৈলদ্রোণ্যাং বিপচ্যন্তে তুদ্যন্তে সূক্ষ্মসূচিভিঃ ॥ ১৬ ॥ বাহ্যন্তে দুর্ব্বহান্ ভারান্ যমদূতৈর্হি পাপিনঃ। ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ॥ ১৭ ॥ স্বর্ণাপহারী কুনখী দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ। অপস্মারী গুরুদ্রোহী চণ্ডালো বেদ-দূষকঃ ॥ ১৮ ॥ কূটসাক্ষী চাক্ষিরোগী মন্দাগ্নিশ্চাগ্র-ভোজনঃ। বিদ্যাপহারী মূকঃ স্যাদন্ধঃ পুস্তক-চোরকঃ ॥ ১৯ ॥ পরদাররতঃ পঙ্গুর্বধিরঃ পরনিন্দকঃ ॥ বিড়্‌বরাহো নিরাচারো জিহ্বারোগী চ তস্করঃ ॥ ২০ ॥ অভ্যাগতাতিথিত্যাগী কপোলকণ্টকো ভবেৎ। পর্ব্বসু স্ত্রীরতো মেহী পূত্যাস্যোঽভক্ষ্যভক্ষকঃ ॥২১ ॥ মর্য্যাদাভেদকো দাসস্তটাকারামহৃৎখরঃ। প্রতি-শ্রুতাপ্রদাতা স্যাদল্পায়ুঃ শ্বা বিকত্থনঃ ॥ ২২ ॥ বিষ্ণু-

---

রৌরব নরকে পতিত হইয়া অবশেষে কৃমি-কীট ও পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব লাভ হইয়া থাকে। যে যাহা চুরি করে, সে ঐ দ্রব্য পর জন্মে প্রাপ্ত হয় না। গুরুতল্পগামী মানব অসিপত্র বনে সুচিরকাল দারুণ পীড়া উপভোগান্তে অবশেষে নপুংসকত্ব লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। পরদারগামী ব্যক্তি জীবনান্তে যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক তপ্ত ভীষণ কালায়স দণ্ড দ্বারা নিপীড়িত হইয়া কালসূত্র নরকে বাস করিয়া থাকে। অগ্নিদায়ী ঘোর নামক নরকে, বিষদায়ী সুঘোর নামক নরকে, পিশুন মহাঘোর নরকে, ধর্ম্মনিন্দক অবীচি নরকে, মিত্রঘ্ন করাল নামক নরকে, হিংসক ব্যক্তি ভীম নামক নরকে, ছদ্মপাপিষ্ঠ ব্যক্তি সংহার নামক নরকে, মিথ্যাবাদী ভয়ানক নামক নরকে, কূপ, ক্ষেত্র ও মনুষ্যাপহারী ব্যক্তি অসিঘোর নরকে, পরদ্রোহনিরত ব্যক্তি বজ্র নামক নরকে, মাংসাশী তরল নামক নরকে, পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহী তীক্ষ্ণ নরকে, জপদূষক তাপন নামক নরকে, অশ্বঘ্ন ব্যক্তি নিরুচ্ছ্বাস নরকে, গোঘ্ন ব্যক্তি দারুণ নরকে, ভ্রূণহা চণ্ড নরকে, স্ত্রীহত্যাকারী কুকূল নরকে, দেবস্বহারী দহন নরকে এবং পরস্বাপহারী ব্যক্তি ঘোরঘোর নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। অতিভীষণ কৃতান্ত দূতগণ নরকে নিপতিত পাপী সকলকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া থাকে এবং অতিদৃঢ় শঙ্কু তাহাদের গাত্রে বিদ্ধ করিয়া দেয়। সুতীক্ষ্ণ লৌহচঞ্চুবিশিষ্ট কঙ্ক সকল, ক্রূরদংষ্ট্র সর্পগণ, কালেয়ক সকল এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি অন্যান্য হিংস্র জন্তুগণও ঐ নরক-নিপতিত পাপিগণকে নিরন্তর দংশন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কৃতান্ত-দূতগণ শস্ত্রপ্রহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, কখন তাহাদের গাত্রে অগ্নি লাগাইয়া দেয়।১—১৫। কখন বা নিবিড় গর্ত্তে প্রোথিত করে, কখন কখন নিদারুণ-রূপে কশাঘাত করে, কখন বা তাহাদিগকে তৈল-দ্রোণীতে ফেলিয়া ভর্জ্জিত করে, কখন তাহাদের গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচী ফুটাইয়া দেয় এবং কখন বা তাহাদিগকে দুর্ব্বহ ভার বহন করায়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি ক্ষয়রোগী, সুরাপায়ী শ্যাবদন্তক, স্বর্ণাপহারী কুনখী, গুরুতল্পগামী দুশ্চর্ম্মা, গুরুদ্রোহী অপস্মারী, বেদদূষক চণ্ডাল, কূটসাক্ষী অক্ষিরোগী, অগ্রভোজী মন্দাগ্নি, বিদ্যাপহারী মূক, পুস্তকচোর অন্ধ, পরদার-রত পঙ্গু, পরনিন্দক বধির, কদাচারী বরাহ, তস্কর জিহ্বারোগী, অভ্যাগত ও অতিথিত্যাগী ব্যক্তি কপোলকণ্টক রোগবিশিষ্ট, পর্ব্বকালে স্ত্রীগামী ব্যক্তি মেহরোগী এবং অভক্ষ-ভক্ষক পূত্যাস্য হইয়া থাকে। মর্য্যাদাভেদক ব্যক্তি দাস, তটাক-আরাম-হারী ব্যক্তি খর, যে প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করে,

দ্রোহী চ সরটঃ শিবদ্রোহী চ মূষকঃ। এবং পাপ-ফলং জ্ঞাত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ তচ্চাস্মিন্নরুণে ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যং সম্যগাস্তিকৈঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি নিশম্য স দুষ্কৃতকারিণাং বহুবিধাং নরকেষু নৃণাং ব্যথাম্। চরণয়োঃ পতিতশ্চ তদা পুনঃপুনরযাচত তচ্ছমনক্রিয়াম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলমাহাত্ম্যে কর্ম্মবিপাকবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। বিস্তরাৎ কথয়াম্যদ্য প্রায়শ্চিত্তং মহাংহসাম্। সর্ব্বেষামবধৎস্ব ত্বমবলম্ব্যাস্তিকীং ধিয়ম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মহা প্রাপ্য শোণাদ্রিং নিমগ্নঃ খড়্গাতীর্থকে। জপন্ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং ভস্মরুদ্রাক্ষধারকঃ ॥ ২ ॥ কৃতোপবাসঃ সম্পূজ্য প্রয়তঃ পরমেশ্বরম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বর্ষং ভিক্ষাশী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ বিশেষপূজাশুশ্রূষাং কুর্য্যাদ্দেবস্য ভক্তিতঃ। ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪ ॥ সুরাপোঽপ্যরুণক্ষেত্রে বর্ষমেকং বসন্ প্রতি। প্রাগ্বৎ কৃতসমাচারঃ সম্পূজ্যৈবং মহেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥ ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্দেবং শতরুদ্রীয়মুচ্চরন্। সুরাপানোদ্ভবেনাশু পাপেন পরিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥ সুবর্ণস্তেয়কৃচ্ছোণক্ষেত্রে বিল্বদলৈর্হরম্। অভ্যর্চ্চ্য ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পাপান্মুচ্যেত দুষ্করাৎ ॥ ৭ ॥ গুরুদাররতির্গত্বা কৃত্তিকাস্বরুণাচলম্। যথাপূর্ব্বং ব্রতী ভূত্বা সহস্রেণ প্রদীপকৈঃ ॥ ৮ ॥ মাসত্রয়ং সমারাধ্য শ্রীশোণাচলশঙ্করম্। প্রদদ্যাদ্ভূষিতাং কন্যাং ব্রাহ্মণায় সুধীমতে ॥ ৯ ॥ ষড়ক্ষরং জপেন্নিত্যং তেন মুচ্যেত পাপ্মনা। শিবলোকে চ নিবসেদাসংসারং ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ পরদারাপহর্ত্তা চ ক্ষেত্রেঽস্মিন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। মাসমেকং নবৈঃ পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যারুণশঙ্করম্ ॥ ১১ ॥ মাহেশ্বরায় বিতরেদ্ধনং শক্ত্যানুগুণ্যতঃ। তৎক্ষণেন বিনির্ম্মুক্তস্তস্মাৎ পাপাদ্ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥ গরদোঽপ্যরুণক্ষেত্রে ব্রতী

সে অল্পায়ু, বিকত্থন ব্যক্তি কুক্কুর, বিষ্ণুদ্রোহী সরট এবং শিবদ্রোহী মূষক। এইরূপ পাপের ফল অবগত হইয়া প্রায় সকলের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা কর্ত্তব্য। আস্তিক ব্যক্তিগণ এই সকল প্রায়শ্চিত্ত অরুণাচলক্ষেত্রে করিবেন। মৃকণ্ডুনন্দন নন্দীশ্বর হইতে দুষ্কৃতকারী মানবগণের নরকবিষয়িণী বহুবিধ পীড়নের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং উক্ত প্রকার দারুণ নরকযাতনা নিবারণের উপায়-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ১৬—২৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মৃকণ্ডু-নন্দন! অদ্য আমি নিখিল পাপিগণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি আস্তিকী বুদ্ধি অবলম্বনে তাহা অবধান কর। ব্রহ্মহা ব্যক্তি শোণাদ্রিতে গমন করিয়া খড়্গাতীর্থে স্নানান্তে ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করত প্রয়তভাবে পরমেশ্বরের পূজা করিবে। অনন্তর নিয়তেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাশী হইয়া বর্ষ সহকারে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেবের বিশেষরূপে পূজা ও শুশ্রূষা করিবে; এরূপ করিলে ঐ ব্রহ্মহা ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। সুরাপায়ী ব্যক্তি বর্ষকাল যাবৎ অরুণক্ষেত্রে বাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মহেশ্বরের পূজা করিয়া শতরুদ্রিয় উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীর দ্বারা দেবদেবকে স্নান করাইবে। এরূপ করিলে সে সুরাপান নিমিত্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। সুবর্ণচোর ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া বিল্বদলদ্বারা হরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, এরূপ করিলে সে দুষ্কর সুবর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। গুরুদারগামী ব্যক্তি কৃত্তিকায় অরুণাচলে গমন করিয়া যথাপূর্ব্ব ব্রতাচরণপূর্ব্বক সহস্র প্রদীপদ্বারা মাসত্রয় যাবৎ শোণাচলস্থিত মহেশ্বরের আরাধনাপুরঃসর ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সালঙ্কারা কন্যা দান করিয়া নিত্য ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে; এরূপ করিলে সে গুরুদার-রতি-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যাবৎ সংসার শিবলোকে বাস করিয়া থাকে; ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। পরদারগামী ব্যক্তি এই ক্ষেত্রেই নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া একমাস যাবৎ নব পুষ্প দ্বারা অরুণাচলস্থ শঙ্করের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে মহেশ্বরকে ধনদানান্তে তৎক্ষণাৎ পরদাররতি জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। গরদ

হুত্বা যথা পুরা। ক্ষীরোপহারং দেবায় দত্বা দোষেণ মুচ্যতে॥ ১৩॥ পিশুনোহপ্যরুণক্ষেত্রে ব্রতী বেদরতো নরঃ। অধ্যাপয়েদ্দ্বিজান্মুখ্যাংস্ততো নিষ্কল্মষো ভবেৎ॥ ১৪॥ অগ্নিদোহপ্যরুণক্ষেত্রে ত্রীন্মাসান্ পূর্ব্ববদ্‌ব্রতী। দদ্যাচ্ছৈবায় নির্ম্মায্য গৃহং তৎপাপশান্তয়ে॥১৫॥ ধর্ম্মানিন্দাকরঃ শোণক্ষেত্রে বর্ষং ব্রতী বসন্! ছত্রাদিকং প্রকুর্ব্বীত যথাশক্ত্য-ঘশান্তয়ে॥ ১৬॥ পিতৃদ্রোহ্যরুণক্ষেত্রে তিষ্ঠন্মাস মতন্দ্রিতঃ। গিরিশায় দ্বিজেভ্যোহপি প্রদদ্যাদ্গাঃ সহস্রশঃ॥ ১৭॥ গ্রহোপরাগকালেষু ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহুন। বিমুঞ্চেদ্ বৃষভং নীলং বিমুচ্যেত ততোংহসঃ॥ ১৮॥ স্ত্রীঘ্নশ্চাপি শিশুঘ্নোহপি শোণ-ক্ষেত্রমুপোষিবান্। ব্যতীপাতে তিলান্ দদ্যাদ্দ্বিজেভ্যো দুরিতচ্ছিদে॥ ১৯॥ প্রচ্ছন্নপাপরুচ্ছোণক্ষেত্রে-হস্মিন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। গুপ্তদানানি কুর্ব্বীত ভবেদ্ধি গতকল্মষঃ॥ ২০॥ মৃষাভাষ্যরুণক্ষেত্রে ষণ্মাসান্নিব-সন্ ব্রতী। শোণাচলেশ্বরস্তোত্রপাঠেন স্যাদকল্মষঃ॥ ২১॥ কূপাদিভেদকৃচ্ছোণক্ষেত্রমাসাদ্য ভক্তিতঃ। তটাকান্ খানয়েত্তত্র ধ্রুবং নির্ব্বৃজিনো ভবেৎ॥ ২২॥ ক্ষেত্রাপহারী দেবায় ক্ষেত্রং দদ্যান্মহাফলম্। আরামকণ্টকোহপ্যস্মৈ দদ্যাদুদ্যানমুত্তমম্॥ ২৩॥ গৃহাপহারী কুর্ব্বীত দেবস্যায়তনং নবম্। অংহসা তেন নির্ম্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥ পরদ্রোহী বসন শোণক্ষেত্রে মাহেশ্বরান ধনৈঃ। প্রীণয়িত্বা পরঁলোকান্নিঃসংশয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ২৫॥ পশ্বাদিমাংস-ভুক্ শোণক্ষেত্রে পক্ষত্রয়ং ব্রতী। প্রীণয়েদরুণেশানং সোপহারৈর্মনোহরৈঃ॥ ২৬॥ ত্রিঃশোণাচলনাথেতি নিনদন্নর্ঘো ভবেৎ। নিবসন্নরুণক্ষেত্রে পূজয়ে-দরুণেশ্বরম্॥ ২৭॥ অরুণেশ্বরমন্ত্রঞ্চ জপেন্মোক্ষেচ্ছু-রাদরাৎ। যদ্যস্যাভিহিতং তেন পদ্ভ্যামেব প্রদক্ষিণাম্ ২৮॥ কুর্ব্বতারুণশৈলস্য তৎপ্রাপ্যং শুভমঞ্জসা। ক্ষুতেষু স্খলিতেষত্যাহিতে দুঃস্বপ্নদর্শনে॥ ২৯॥ প্রীত্যুৎকর্ষেহপি চ বুধৈরুচ্চার্য্যোহরুণশঙ্করঃ। অপি বর্ণাশ্রমভ্রষ্টঃ শিবদ্রোহরতোহপি বা॥ ৩০॥ ত্রীণ্য-ব্দান্যরুণক্ষেত্রে বসন মুচ্যেত পাতকৈঃ। পার্থিবঃ

ব্যক্তিও অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রতাব-লম্বনে দেবদেবকে ক্ষীরোপহার প্রদান করিয়া বিষপ্রয়োগজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। পিশুন ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রতাবলম্বনে মুখ্য ব্রাহ্মণগণকে বেদ অধ্যাপনা করিলে নিষ্কল্মষ হইয়া থাকে। অগ্নিপ্রদাতা ব্যক্তিও ঐ ক্ষেত্রে গমন করিয়া তিনমাস যাবৎ পূর্ব্ববৎ ব্রতী থাকিয়া দেবদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে; ইহাতে তাহার পাপশান্তি হইবে। ধর্ম্মনিন্দক ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে বর্ষযাবৎ ব্রতাবলম্বনে বাস করিয়া যথাশক্তি যাগাদি অনুষ্ঠান করিবে, এরূপ করিলে তাহার পাপশান্তি হইবে। পিতৃ-দ্রোহী ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া একমাস কাল যাবৎ অতন্দ্রিতভাবে অবস্থান করিয়া গিরিশ-উদ্দেশে ও ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো দান করিবে, এবং গ্রহোপরাগকালে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নীলবৃষ মোচন করিবে। এরূপ করিলে সে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। স্ত্রীঘাতী ব্যক্তি স্বীয় পাপাপনোদনের জন্য শোণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া ব্যতী-পাতে দ্বিজগণকে তিল দান করিবে। প্রচ্ছন্নভাবে পাপকারী ব্যক্তি পাপশান্তির নিমিত্ত ঐ শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক গুপ্তভাবে দান করিলে নিষ্পাপ হইবে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে ছয়মাসকাল ব্রতাবলম্বনে বাস করিয়া শোণাচলেশ্বরের স্তোত্র পাঠান্তে বিগত-পাপ হইবে। ১—২১। কূপাদিভেদকারী ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া স্বীয় পাপাপনোদনের জন্য তটাক খনন করাইবে। ক্ষেত্রাপহারী ব্যক্তি দেব-দেবকে ক্ষেত্র, আরামকণ্টক ব্যক্তি উত্তম উদ্যান, এবং গৃহাপহারী দেবদেবকে আয়তন নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। এরূপ করিলে তাহারা পাপমুক্ত হইয়া শিব সাযুজ্যলাভ করিবে। পরদ্রোহী ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে বাস করিয়া ধন দ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ বিধানান্তে নিঃসংশয়ে পরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্বাদি-মাংসাহারী ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া ত্রিপক্ষ-কাল ব্রতাবলম্বনে যদি মনোহর উপহার দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করে এবং হে শোণাচলনাথ! এই বলিয়া তিনবার তাঁহাকে আহ্বান করে তবে নিষ্পাপ হইবে। মুক্তিকামী ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে বাস করিয়া অরুণেশ্বরের পূজা করিবে এবং পরমাদরে তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে। কেহ যদি পদব্রজে অরুণাচল শৈলের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মহেশের নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সত্বর শ্রেয়োলাভ করে। ক্ষুত, স্খলিত, অত্যাহিত দুঃস্বপ্নদর্শন, এবং প্রীতি-উৎকর্ষে বুধগণের অরুণশঙ্করের নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রমভ্রষ্ট ও শিবদ্রোহকারীও যদি তিন বৎসর অরুণক্ষেত্রে বাস করে, তাহা হইলে

শিবলোকোঽহং মূর্ত্তমেতত্ত্রীশিরঃ ॥ ৩১ ॥ এষ দক্ষিণকৈলাসো যোঽসাবরুণপর্ব্বতঃ। অন্যেষ সিদ্ধক্ষেত্রেষু তপোভিঃ সিদ্ধয়ো নৃণাম্ ॥ ৩২ ॥ অস্মিন স্মরণমাত্রেণ তারতম্যং বিচিন্ত্যতাম্। যদ্গঙ্গায়াং প্রয়াগে যৎ কাশ্যাং বৈ পুষ্করেষু যৎ ॥ ৩৩ ॥ কর্ম্ম সেতৌ চ যৎ পুংসাং শোণক্ষেত্রে ততোঽধিকম্। অগ্নিষ্টোমং বাজপেয়ং বৈরাজং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৩৪ ॥ রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ কুর্য্যাচ্ছোণাচলে বুধঃ॥ একাহং বারুণক্ষেত্রে নরো যঃ স্যাদুপোষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্য চান্দ্রায়ণশতং ভবেৎ সান্তপনাযুতম্। ষোড়শাপি মহাদানান্যরুণক্ষেত্রসন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥ অনুষ্ঠিতানি কল্পোক্তং কুর্ব্বন্তি দ্বিগুণং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতি নন্দিকেশ্বরমুখেন শুশ্রুবান মুনিনন্দনোঽথ নিরয়প্রতিক্রিয়াম্। অভিনন্দ্য তং বদ দিনর্ত্তুবৎসরপ্রমুখার্চ্চনক্রমমিতি ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধে
পাপাপনোদকপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। রক্তোৎপলৈরর্কবারে যঃ শোণাদ্রীশমর্চ্চয়েৎ। অবশ্যং তস্য সিধ্যন্তি সার্ব্বভৌমমহর্দ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ সৌম্যবারেঽরুণাদ্রীশং কস্তূরীকরবীরকৈঃ। যঃ পূজয়তি তস্য স্যাৎ সত্যলোকে সুখাসিকা ॥ ২ ॥ গুরুবারে সিতাম্ভোজৈঃ শোণেশং বরিবস্যতঃ। জনলোকে চিরং বাসঃ সিদ্ধৈঃ সহ ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ চম্পকৈর্মল্লিকাভিশ্চ শুক্রবারে সমর্চ্চয়েৎ। তপোলোকং প্রপদ্যেত ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতঃ ॥ ৪ ॥ সৌরিবারে চ জাতীভিঃ সমারাধ্যারুণেশ্বরম্। ন যাতু যমলোকানাং পাপীয়ানপি কল্পতে ॥ ৫ ॥ প্রথমায়াং তিথৌ দেবস্যোপহারং সমর্পয়েৎ। যঃ পায়সেন স ভবেদ্ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥ দ্বিতীয়স্যাং তিথৌ ভক্ত্যা যো দধ্যন্নং নিবেদয়েৎ। স ভবেদ্ভাগ্যবান্ শ্রেষ্ঠঃ সোমপাশ্চ ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥ তৃতীয়ায়াঞ্চ যোঽপূপৈঃ শোণেশং পরিতর্পয়েৎ। তস্যাব্যাহতমারোগ্যমাশরীরং ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ চতুর্থ্যামরুণেশায় পূর্ণকুম্ভোৎকরা-

---

সে পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই অরুণাচল পার্থিব স্বর্গস্বরূপ, মূর্ত্তিমান ত্রয়ীশিরঃস্বরূপ, এবং দক্ষিণ কৈলাসস্বরূপ জানিবে। অন্য সিদ্ধক্ষেত্র সকলে তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়, আর এই অরুণক্ষেত্রে স্মরণমাত্রে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; ইহাতেই অন্য সিদ্ধক্ষেত্রের সহিত ইহার তারতম্য বুঝিয়া লউন। গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী, পুষ্কর, ও সেতুবন্ধে মানবকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, শোণক্ষেত্রে ততোঽধিক করিতে হয় জানিবেন। বিদ্বান ব্যক্তি শোণাচলে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, বৈরাজ, সর্ব্বতোমুখ, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যাগ করিবেন। মানব যদি অরুণক্ষেত্রে একাহ উপবাসী থাকে, তাহা হইলে তাহার শত চান্দ্রায়ণ ও অযুত সান্তপন ব্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। অরুণাচলের সন্নিকটে ষোড়শ মহাদান অনুষ্ঠিত হইলে দ্বিগুণফল লাভ হয়। মৃকণ্ডুনন্দন নন্দীকেশ্বরমুখে উক্ত প্রকার নরকপ্রক্রিয়া শ্রবণ করিয়া তাঁহা অভিনন্দন করিলেন এবং বলিলেন,— আপনি দিন, ঋতু, বৎসরভেদে পূজাক্রম কীর্ত্তন করুন। ২২—৩৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—যে ব্যক্তি রবিবারে রক্তোৎপল দ্বারা শোণাদ্রিনাথের অর্চ্চনা করে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির সার্ব্বভৌম-সমৃদ্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সোমবারে কস্তূরী-করবীরক দ্বারা অরুণাচলনাথের পূজা করে, তাহার সত্য লোকে বসতি হয়। গুরুবারে সিতাম্ভোজ দ্বারা শোণেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধগণের সহিত জনলোকে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুক্রবারে চম্পক এবং মল্লিকা দ্বারা শোণাচলনাথের অর্চ্চনা করে, সে ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া তপোলোকে নিবাস করে। সৌরিবারে জাতি পুষ্প দ্বারা অরুণাচলনাথের অর্চ্চনা করিয়া মানব পাপীয়ান্ হইলেও যমালয়ের অযোগ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমা তিথিতে দেবদেবকে পায়স উপহার প্রদান করে, সে ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিমান্ হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক যে নর দেবদেবকে দধ্যন্ন নিবেদন করে, সে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ এবং নিশ্চিতই সোমপায়ী হয়। যে মানব তৃতীয়া তিথিতে অপূপ দ্বারা শোণেশ্বরের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার যাবৎ শরীর আরোগ্য লাভ হয়। ১—৮। চতুর্থীতে অরুণেশ্বরকে

দিকম্। নিবেদয়তি যস্তস্য ভবেৎ পূর্ণো মনোরথঃ॥ ৯॥ মুদ্গৌদনঞ্চ পঞ্চম্যামুপহারং প্রকল্পয়েৎ। শোণেশ্বরায় ভক্ত্যা যঃ স স্যাদক্ষয্যবৈভবঃ॥ ১০॥ ষষ্ঠ্যাং গুড়ৌদনং দদ্যাদরুণাচলশম্ভবে। ভক্ত্যা যস্তস্য সন্তানো ন কদাচিৎ প্রহীয়তে॥ ১১॥ তিলৌদনং যঃ সপ্তম্যাং শোণেশায় সমর্পয়েৎ। স দীনোহপ্যধমর্ণত্বমযত্নেন ব্যপোহতি॥ ১২॥ অষ্টম্যাং রাজশাল্যন্নং যো দদ্যাচ্ছোণশম্ভবে। তস্য সেবা বিনাপি স্যাদ্রাজলোকো বশীকৃতঃ॥ ১৩॥ গোধূমান্নং নবম্যাঞ্চ শোণাদ্রীশায় যোহর্পয়েৎ। রাজযক্ষ্মাদয়স্তস্য ন ভবিষ্যন্তি জাতু চ॥ ১৪॥ দশম্যাং শোণনাথায় যঃ করম্ভং নিবেদয়েৎ। স ভবেৎ সর্ব্বলোকানাং সদৈব প্রীতিভাজনম্॥ ১৫॥ পৃথুকৈরুপহারান্ য একাদশ্যাং প্রকল্পয়েৎ। অরুণাচলনাথস্য স ভবেদকুতোভয়ঃ॥ ১৬॥ দ্বাদশ্যাং শোণনাথায় সূপৌদননিবেদনম্। যঃ করোতি ভবেত্তস্য নির্বিঘাতো মনোরথঃ॥ ১৭॥ যঃ সক্তূনরুণেশায় ত্রয়োদশ্যাং সমর্পয়েৎ। তস্যাব্যাকুলচিত্তত্বমশ্রান্তমপি জায়তে॥ ১৮॥ অর্পয়েচ্ছোণনাথায় ফলানি বিবিধানি যঃ। চতুর্দ্দশ্যাং স মূঢ়োহপি সিদ্ধসারস্বতো ভবেৎ॥ ১৯॥ যঃ পৌর্ণমাস্যাং শোণাদ্রিনাথায় বিনিবেদয়েৎ। পনসস্য ফলং তস্য চক্ষুরোগো ন জায়তে॥ ২০॥ কুহ্বাঞ্চ সঙ্গমে ভক্ত্যা কন্দমূলাদি যোহর্পয়েৎ। শোণাচলেশ্বরায়াস্য তৃপ্যন্তি পিতরঃ কিল॥ ২১॥ অশ্বিন্যামরুণেশায় দদ্যাদ্বাসাংসি ভক্তিমান্। ভরণ্যামরুণেশায় দদ্যাদাভরণান্যপি॥ ২২॥ কৃত্তিকাসু প্রদীপাংশ্চ রোহিণ্যাং রৌপ্যমর্পয়েৎ। মৃগশীর্ষে মলয়জমার্দ্রায়াং হরিচন্দনম্॥২৩॥ পুনর্ব্বসৌ মৃগমদং পুষ্যে কর্পূরমর্পয়েৎ। কাশ্মীরোদ্ভবমাশ্লেষে মঘায়াং তুহিনোদকম্॥ ২৪॥ তাম্বূলং পূর্ব্বফাল্গুন্যাং ধূপমুত্তরফাল্গুনে। কালাগুরুংশ্চ হস্তর্ক্ষে চিত্রায়াং যক্ষকর্দ্দমম্॥ ২৫॥ স্বাত্যাং সুবাসিনীবৃন্দং বিশাখায়াং প্রকীর্ণকম্। মৈত্রে চ মুক্তাতপত্রং জ্যেষ্ঠায়াং বৈন্নকান্যপি॥ ২৬॥ মূলে মুক্তাসরান্ পূর্ব্বাষাঢ়ে মকুটমর্পয়েৎ। রত্নানি চোত্তরাষাঢ়ে শ্রবণে ভদ্রপীঠিকাম্॥ ২৭॥ অষ্টাপদং ধনিষ্ঠায়াং বাসঃ শতভিষজ্যপি। পূর্ব্বভাদ্রপদে ভোগানুত্তরায়াং তুরঙ্গমান্॥ ২৮॥ রেবত্যাঞ্চ রথং হৈমং প্রদদ্যাচ্ছোণশম্ভবে। দদ্যাৎ কৃত্বা মহাপূজাং তত এবার্পিতেশ্বরঃ॥ ২৯॥ পূজ্যো রাশিষু মেষাদি-

পূর্ণকুম্ভ ও উৎকরাদি প্রদান করিলে মানব পূর্ণমনোরথ হয়। কেহ যদি পঞ্চমী তিথিতে শোণেশ্বরকে মুদ্গৌদন উপহার প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বৈভব অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ষষ্ঠী তিথিতে অরুণাচল শম্ভুকে গুড়ৌদন প্রদান করে, কদাপি তাহার সন্তান-বিয়োগ হয় না। যে নর সপ্তমীতিথিতে শোণেশ্বরকে তিলৌদন প্রদান করে, সে ব্যক্তি দীন হইলেও তাহার অনায়াসে অধমর্ণত্ব খণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি শোণশম্ভুকে অষ্টমীতিথিতে রাজশালি অন্নপ্রদান করে, সেবা ব্যতিরেকেই রাজলোক তাঁহার বশীভূত হয়। যে মানব নবমী তিথিতে শোণাদ্রিনাথকে গোধূমান্ন অর্পণ করে, কদাচিৎ তাহার রাজযক্ষ্মাদি রোগ হয় না। দশমী তিথিতে যে ব্যক্তি অরুণাচলনাথকে করম্ভ নিবেদন করিয়া দেয়, সে সর্ব্বদা সকলের প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একাদশী তিথিতে পৃথুকদ্বারা অরুণাচলনাথের উপহার কল্পনা করে, সে ব্যক্তি অকুতোভয় হয়। যে নর দ্বাদশী তিথিতে শোণনাথকে সূপৌদন নিবেদন করে, কদাপি তাহার মনোরথ অসিদ্ধ থাকে না। যে নর ত্রয়োদশী তিথিতে শোণেশকে সক্তু নিবেদন করে, কদাপি তাহার চিত্তবৈকল্য হয় না। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শোণনাথকে বিবিধ ফল প্রদান করে, সে ব্যক্তি মূঢ় হইলেও সিদ্ধ-সারস্বত হয়। যে মানব পৌর্ণমাসী তিথিতে শোণাদ্রিনাথকে পনসফল অর্পণ করে, তাহার কদাপি চক্ষুরোগ হয় না।১৯—২০। যে নর অমাবস্যা সঙ্গমে ভক্তিভরে শোণাচলনাথকে কন্দ-মূলাদি প্রদান করে, তাহার পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হয়। ভক্তিমান্ ব্যক্তি অশ্বিনীনক্ষত্রে অরুণেশকে বস্ত্র প্রদান করিবে এবং ভরণীতে আভরণ, কৃত্তিকায় প্রদীপ, রোহিণীতে রৌপ্য, মৃগশীর্ষে চন্দন, আর্দ্রাতে হরিচন্দন, পুনর্বসুতে মৃগমদ, পুষ্যায় কর্পূর, অশ্লেষায় কাশ্মীরদেশজাত বস্তু, মঘায় তুহিনোদক, পূর্ব্বফল্গুনীতে তাম্বূল, উত্তর ফল্গুনীতে ধূপ, হস্তায় কালাগুরু, চিত্রায় যক্ষকর্দ্দম, স্বাতিতে সুবাসিনীবৃন্দ, বিশাখায় প্রকীর্ণক, মৈত্রে মুক্তাতপত্র, জ্যেষ্ঠায় বৈন্নক, মূলায় মুক্তাময়, পূর্ব্বাষাঢ়ায় মুকুট, উত্তরাষাঢ়ায় রত্ন, শ্রবণায় ভদ্রপীঠিকা, ধনিষ্ঠায় সুবর্ণ, শতভিষায় বাস, পূর্ব্বভাদ্রপদে ভোগ্যবস্তু, উত্তরভাদ্রপদে তুরঙ্গম এবং রেবতীনক্ষত্রে হৈমরথ প্রদান করিবে। এই সকল দ্রব্য

মরুণেশো বিশেষতঃ। সিন্ধুবারৈঃ কুরুবকৈঃ ককুভৈঃ পাটলৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥ কুটজৈর্নীপকুসুমৈর্জীবন্তী-মল্লিকাদিভিঃ। সরোরুহৈর্দমনকৈর্নন্দ্যাবর্ত্তসরো-রুহৈঃ ॥ ৩১ ॥ পঞ্চামৃতেন স্নপয়ন্ ভয়োরুপ রাগয়োঃ। পঞ্চাক্ষরেণ কুর্ব্বীত শোণনাথস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ স্নপনং পঞ্চগব্যেন দ্বয়োরয়নয়ো-রপি। ষড়ক্ষরেণ কুর্ব্বীত গব্যেন স্নপনক্রিয়াম্ ॥ ৩৩ ॥ প্রণবেনৈব কুর্ব্বীত ক্ষীরেণ স্নপনক্রিয়াম্। অরুণাচলনাথস্য ভক্ত্যা বিষুবয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রাহ্ণে স্যাদ্রুদ্রতুলসী মধ্যাহ্নে কৃতমালকম্। অপ-রাহ্ণে মল্লিকা চ শোণাদ্রীশস্য শস্যতে ॥ ৩৫ ॥ অর্দ্ধোদয়ে চ স্নপয়েৎ সহস্রকলশোদকৈঃ। শত-রুদ্রীয়মুচ্চার্য্য শ্রীশোণাচলশম্ভবে ॥ ৩৬ ॥ শিবরাত্রৌ বিশেষেণ ত্রিশিখৈর্বিল্বপত্রকৈঃ। কমলৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ জাগরূকো যতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ দিব্যাগমবিধানতঃ। পূজয়েদপবর্গার্থং শোণশৈলে মহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ মাসি পৌষে চ দেবস্য কুর্য্যা-দাগ্নেয়মুৎসবম্। নবান্নৈরুপদং-শাদৈর্ব্ব্যাহৃতাঞ্চরন্ বুধঃ ॥ ৩৯ ॥ বৈশাখে চ বিশাখায়াং শিবতন্ত্রানু-সারতঃ। শোণাচলেশ্বরস্যাস্য কুর্য্যাদ্দমনকোৎ-সবম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাবোধিকং মার্গশীর্ষে প্রাতর্নির্ম্মায় সামভিঃ। মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত শোণশৈলস্য ভক্তিমান্ ॥ ৪১ ॥ শনিপ্রদোষেষ্বার্দ্রাসু ব্যতী-পাতেষু পর্ব্বসু। সোমার্কবারয়োশ্চার্চ্চেচ্ছো-ণাদ্রীশং যথাগমম্ ॥ ৪২ ॥ দীক্ষোপনয়নোদ্বাহ-পুত্রজন্মাদিকেম্বপি। বিশেষপূজাং কুর্ব্বীত শোণ-নাথস্য ভক্তিমান্ ॥ ৪৩ ॥ অপি স্বজন্মনক্ষত্রে সম্পৎস্বাপৎসু ভীতিষু। প্রবেশনির্গমনয়োশ্চার্চ্চ-নীয়োঽরুণেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রতিচক্রাগমে পাদবন্ধনে নববৈভবে। অরুণেশার্চ্চনং কুর্য্যাদভিযানেষু চ দ্বিষাম্ ॥ ৪৫ ॥ স্মরেদতিদবীয়াংশ্চেৎপশ্যেৎ পর্য্যন্তগো যদি। স্থিতশ্চেদরুণক্ষেত্রে ত্রিকালং পূজয়েচ্ছিবম্। ৪৭ ॥ কিমন্যদ্বদ বৎসেতি উদ্ধৃতা ভুজমুচ্যতে। অরুণক্ষেত্রতো নান্যদলং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥ ৩৭ ॥ স্মর-ণেন মনঃশ্রোত্রে শ্রবণাদ্দর্শনাদ্দৃশৌঃ। জিহ্বাঞ্চ কীর্ত্তনাচ্ছোণক্ষেত্রং সদ্যঃ পুনাত্যলম্ ॥ ৩৮ ॥ অরুণেঽস্মিন্মহাক্ষেত্রে দেহিভির্লব্ধজন্মভিঃ। জীব-দ্ভির্লভ্যতে ভোগো মোক্ষশ্চোন্মুক্তজীবিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অরুণেশের মহতী পূজা করিয়া অর্পণ করিতে হয়। সিন্ধুবার, কুরবক, ককুভ, পাটল, কুটজ, নীপ, কুসুম, জীবন্তী, মল্লিকা, সরোরুহ, দমনক, এবং নন্দ্যাবর্ত্ত-সরোরুহ দ্বারা যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে অরুণেশের বিশেষরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহণে পঞ্চামৃত দ্বারা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শোণনাথের পূজা করা কর্ত্তব্য। অয়নদ্বয়ে ষড়ক্ষর মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা শোণনাথকে স্নান করাইতে হয়। বিষুবদ্বয়ে প্রণব মন্ত্রে ক্ষীরদ্বারা তাঁহাকে স্নান করান উচিত। পূর্ব্বাহ্ণে রুদ্রতুলসী, মধ্যাহ্নে কৃতমাল এবং অপরাহ্ণে মল্লিকাপুষ্প দ্বারা শোণনাথের পূজা করা প্রশস্ত। অর্দ্ধোদয় যোগে সহস্রকলশ জল দ্বারা শতরুদ্রীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শোণশৈলে শ্রীশোণাচল শম্ভুর স্নান করান কর্ত্তব্য। শিবরাত্রিদিনে যতেন্দ্রিয় নর জাগরিত থাকিয়া ত্রিশিখ বিল্বপত্র, কমল ও কর্ণিকার পুষ্পদ্বারা দিব্যাগম বিধানে মহেশের পূজা সমাধা করিয়া গীত-বাদ্য নৃত্য দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধা-নার্থ অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিবে। এরূপ করিলে মানবের অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। পৌষ মাসে ব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণে নবান্নাদি দ্বারা মহেশের অর্চ্চনা করিয়া পরে তাঁহার আগ্নেয় উৎসব সম্পন্ন করিতে হয়। বৈশাখমাসে বিশাখা নক্ষত্রে শিব-তন্ত্রানুসারে শোণাচলনাথের দমনকোৎসব সমাধা করিতে হয়।২১—৪০। ভক্তিমান্ মানব মার্গশীর্ষ মাসে সাম মন্ত্র দ্বারা প্রাতঃকালে শোণশৈলের প্রাবোধিক নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। শনিবারে প্রদোষে, আর্দ্রা নক্ষত্রে, ব্যতীপাতে, পর্ব্বে, সোম ও রবিবারে আগমবিধানে শোণাচলনাথের অর্চ্চনা করিবে। ভক্তিমান্ মানব, দীক্ষা, উপনয়ন, উদ্বাহ এবং পুত্রজাতকর্ম্মাদি মঙ্গলদিবসে শোণনাথের বিশেষ-রূপে পূজা করিবে। নিজ জন্মনক্ষত্রে, সম্পদে, আপদে, ভয়ে, এবং গৃহপ্রবেশ-নির্গমে অরুণেশ্বর দেব অর্চ্চনীয়। মানবের ব্রতিচক্রাগম, পাদবন্ধন, নববৈভব এবং শত্রু-অভিযানে অরুণেশদেবের অর্চ্চনা করা বিধেয়। অতিদূরস্থ ব্যক্তি অরুণাচল-নাথের স্মরণ, সীমানাস্থিত ব্যক্তি দর্শন এবং ক্ষেত্র-স্থিত ব্যক্তি তাঁহার ত্রৈকালিক পূজা করিবে। অতঃ-পর নন্দিকেশ্বর হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আর কি বলিব—বল, স্বর্গাপবর্গ প্রদান করিতে অরুণাচলের ন্যায় সমর্থ আর কোন ক্ষেত্রই নাই। ইহা স্মরণে মন, শ্রবণে শ্রুতিযুগ, দর্শনে নয়নদ্বয় এবং কীর্ত্তনে জিহ্বা পবিত্র হয়। এই অরুণাচল মহাক্ষেত্রে লব্ধজন্মা দেহিগণ জীবিতা-

অন্যত্র মুক্তদেহানামপ্যত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণা। অপি পাপাত্মনাং পুংসামপবর্গো ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ অযোধ্যাং মথুরাং মায়াং কাশীং কাঞ্চীমবন্তিকাম্। দ্বারকাং চারুণক্ষেত্রমতিশেতে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তবন্তং চ শিলাদপুত্রং মৃকণ্ডুসূনুঃ পুনরপ্যুবাচ। মাহাত্ম্যমেতন্মহনীয়কীর্ত্তে ভূয়োঽপি পৃচ্ছামি বদস্ব মহ্যম্ ॥৫২॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধে কাম্যকর্ম্মবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অরুণাচলমাহাত্ম্যং বিস্তরাৎপরিপৃচ্ছতা। মার্কণ্ডেয় ত্বয়া মন্যে ময়ি ন্যস্তো মহান্ ভরঃ ॥ ১ ॥ স্থানে কুতুহলাক্রিপ্তং মনস্তব মহামতে। যঃ শোণাদ্রীশচরিতং ন বেত্তি স নরঃ পশুঃ ॥ ২ ॥ কথং বা শক্যতে বক্তুং জ্ঞানানৈরপি কার্ৎস্ন্যতঃ। শোণাচলজুষঃ শম্ভোর্ম্মাহাত্ম্যং মহিতোদয়ম্ ॥ ৩ ॥ কথং বা শ্রুতমপ্যেতদাশ্চর্য্যরসভাবিতৈঃ। অশেষমবধার্য্যেত প্রজ্ঞাবৎপ্রবরৈরপি ॥ ৪ ॥ ইদানীং স্মর চিত্রস্তু চরিত্রং স্মরবৈরিণঃ। পরামৃতানুভূত্যৈব সত্যং নৃত্যতি মে মনঃ ॥ ৫ ॥ অদ্ভুতং শিবচারিত্রমাস্কন্দিতমনোহরম্। মম বর্ণয়িতুং কার্ৎস্ন্যান্নৈব শক্নোতি শেমুষী ॥ ৬ ॥ তথাপ্যেষ প্রবক্ষ্যেঽহমংশাংশেন যথামতি। পুণ্যং শোণাদ্রিনাথস্য মাহাত্ম্যং শ্রূয়তাং মুনে ॥৭॥ পুরাদিদেবঃ কল্পাদৌ নির্ব্বিকল্পো মহেশ্বরঃ। স্বেচ্ছয়া সকলং বিশ্বং পুনরপ্যুদভাবয়ৎ ॥ ৮ ॥ উদ্ভাবিতঞ্চ তদ্বিশ্বং স্রষ্টুং পাতুঞ্চ সর্ব্বদা। অবিচ্ছিন্নাদিদেবোঽসৌ ব্রহ্মবিষ্ণূ বিনির্ম্মমে ॥৯॥ অসৃজদ্দক্ষিণাঙ্গেন ত্র্যম্বকঃ পরমেষ্ঠিনম্। বিষ্টরশ্রবসং দেবো বামাঙ্গেন চ সৃষ্টবান্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মাণং রজসা বিষ্ণুং সত্ত্বেন সমযূযুজৎ। নিযুক্তৌ দেবদেবেন তৌ বিরঞ্চ্যচ্যুতাবুভৌ ॥ ১১ ॥ ঈশাতে সর্ব্বজগতাং সৃষ্টিরক্ষাবিধানয়োঃ। মনসৈব মরীচ্যাদীন্ সসর্জ্জ ব্রাহ্মণান্ দশ ॥ ১২ ॥ দক্ষং চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাৎ সৃষ্ট্বৈ প্রাবর্ত্তয়দ্বিধিঃ। মুখেন ব্রাহ্মণান্ দোর্ভ্যাং ক্ষত্রিয়ান্-

---

বস্থায় ভোগ এবং উন্মুক্তজীবনাবস্থায় মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; অন্যত্র মুক্তদেহ পাপাত্মা ব্যক্তিগণেরও এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। এই অরুণাচল ক্ষেত্র অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকাদি তীর্থ ক্ষেত্রকেও অতিক্রম করিয়াছে; নিঃসন্দেহ। শিলাদপুত্র এইরূপ বলিলে মৃকণ্ডুতনয় পুনরায় বলিলেন,—হে মহনীয়কীর্ত্তে! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি ভূয়ঃ এই মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ৪১—৫২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মার্কণ্ডেয়! আপনি বিস্তৃতরূপে অরুণাচল-মাহাত্ম্য প্রশ্ন করায় আমার মনে হয় যে, আপনি আমাতে মহতী আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। হে মহামতে! উপযুক্ত বিষয়েই আপনার মন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছে। যে নর শোণাদ্রিনাথমাহাত্ম্য-বিদিত নহে, সে পশুর সমান। আমি অবগত থাকিলেও কি প্রকারে শোণাচলনাথের মহনীয় মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে সক্ষম হইব? এই আশ্চর্য্যরস-ভাবিত বিষয় আমি কি প্রকারেই বা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম? প্রাজ্ঞপ্রবর ব্যক্তিরাই ইহা অবধারণ করিতে সমর্থ হন। আপনি ইদানীং স্মরবৈরীর বিচিত্র চরিত্র স্মরণ করুন। আমার মন সেই পরমামৃতরসানুভব দ্বারাই যেন সত্য সত্য নৃত্য করিতেছে। এই আস্কন্দিত-মনোহর শিব-চরিত্র অতি অদ্ভুত। ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করা আমার বুদ্ধিতে সঙ্কুলান হইবে কি না?—সন্দেহ।১—৬। হে মুনি! তথাপি আমি অংশাংশরূপে যথামতি শোণাচলনাথের পুণ্যমহিমা বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে কল্পাদি কালে আদিদেব নির্ব্বিকল্প মহেশ্বর স্বেচ্ছাবশে পুনরপি নিখিল বিশ্ব উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবিত সেই বিশ্ব সর্ব্বদা সৃজন ও পালন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উৎপাদন করেন। ব্রহ্মাকে স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ হইতে রজোগুণ যুক্ত করিয়া এবং বিষ্ণুকে স্বীয় বামাঙ্গ হইতে সত্ত্ব-গুণযুক্ত করিয়া সৃজন করেন। সৃষ্ট বিরিঞ্চি ও অচ্যুত ইঁহারা উভয়ে দেবদেব কর্ত্তৃক সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি ও রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রভুত্ব লাভ করেন। বিধি সর্ব্বপ্রথমে মন হইতে সৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি দশজন ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে সৃষ্ট দক্ষকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর

ঙ্গতো বিশঃ ॥ ১৩ ॥ শূদ্রাংশ্চ পদ্ভ্যাং নিরমাৎ স্বয়ঞ্চ কমলাসনঃ। মরীচিতনয়াজ্জজ্ঞুঃ কশ্যপাদসুরাঃ সুরাঃ ॥১৪॥ মরুতঃ ফণিনো গৃধ্রা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽপি চ। মনুশ্চ যস্য সন্তানো মানবোঽয়ং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥ নানাজাতিত্বমাপাদ্য নানাকর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ। অত্রেশ্চ সমভূদার্ষং ক্ষাত্রঞ্চ দ্বিবিধং কুলম্ ॥ ১৬ ॥ পুলস্ত্য-পুলহাভ্যাঞ্চ জজ্ঞিরে যক্ষরাক্ষসাঃ। উতথ্যগীষ্প-তিমুখা জজ্ঞিরেঽঙ্গিরসো মুনেঃ ॥ ১৭ ॥ ভৃগোরগ্নিঃ সমুদভূচ্চ্যবনাদ্যাস্তথর্ষয়ঃ। বসিষ্ঠপ্রমুখেভ্যশ্চ সম্বভূবুর্ম্মহর্ষয়ঃ। যৎপুত্রপৌত্রৈর্ভুবনমিদমাপূর্য্যতে-ঽখিলম্ ॥১৮॥ এবং ব্রহ্মাত্মজৈঃ স্বীয়ৈরিদমাপূরয়জ্জ-গৎ। কালেন বৈভবেনাপি বিসস্মার মহেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ অচ্যুতোঽপি ভৃগোঃ পুত্রীমুদ্বাহ কমলাল-য়াম্। মৎস্যাদিরূপো জগতি ভবন্নাস্মরদীশ্বরম্ ॥ ২০ ॥ সৃষ্টিস্থিতিভ্যাং দ্রুহিণাজনাভৌ স্বাধীনতাং নূনমুপাগতাভ্যাম্। অতীব গর্ব্বং দধতুর্ন কস্য মদোঽধিকারেণ ভবেন্নরস্য ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেঽরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধে সৃষ্টিবর্ণনংনামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদযুগল হইতে শূদ্র-গণকে সৃষ্টি করিলেন। পরে মরীচিতনয় কশ্যপ হইতে সুর, অসুর মরুৎ, ফণী, গৃধ্র, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ জন্মগ্রহণ করে। মনু হইতে মানব প্রবর্ত্তিত হইল। ইহারা সকলে নানা জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া নানা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইল। আর্ষ ও ক্ষাত্র ভেদে অত্রির দ্বিবিধ কুল প্রব-র্ত্তিত হইল। পুলস্ত্য ও পুলহ হইতে যক্ষ-রাক্ষসগণ জন্ম গ্রহণ করিল। মুনি অঙ্গিরা হইতে উতথ্য ও গীষ্পতি প্রভৃতি জন্ম লাভ করেন। ভৃগু হইতে অগ্নি ও চ্যবনাদি ঋষি উদ্ভূত হন। বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্রহ্মনন্দনগণ হইতে মহর্ষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। এই মহর্ষিগণের পুত্রপৌত্রাদি কর্ত্তৃকই এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকারে ব্রহ্মা স্বীয় আত্মজগণ দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালপ্রভাবে স্বীয় বৈভবের গরিমায় তিনিও মহেশ্বরকে ভুলিয়া যান। অচ্যুতও ভৃগুর পুত্রী কমলালয়াকে বিবাহ করিয়া এই জগতে মৎস্যাদিরূপ ধারণপূর্ব্বক ঈশ্বরকে আর স্মরণ করেন না। জগতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত সৃষ্টি-স্থিতির প্রভু হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ইহাঁরা উভয়েই অতীব গর্ব্বিত হইয়াছেন, অধিকার প্রাপ্ত হইলে কোন্ মানবের না অহঙ্কার হয় বলুন? । ৭—২১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। অহমেব প্রভুরিতী প্ররূ-ঢ়াধিকগর্ব্বয়োঃ। বিরঞ্চ্যচ্যুতয়োরাসীদ্বিবাদো মোহ-সম্ভবঃ ॥ ১ ॥ রজোবিকারাভ্যধিকো বাহ্যে নীল ইবোত্থিতঃ। বিশ্বসৃষ্টিকরো বিষ্ণুং বিরঞ্চো-ঽব্রূত গর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। কথং ত্বমধিক-শ্চাসি বিষ্ণো জনয়িতুর্ম্মম। পিতামহস্য লোকানাং কিমেবমতিমোহিতঃ ॥ ৩ ॥ ত্বত্ত এবোদিতৌ দৈত্যৌ নিহত্য মধুকৈটভৌ। দৈত্যারিরিতি মুগ্ধ ত্বং গর্ব্বং বহসি কেশব ॥ ৪ ॥ ত্বামেব সৃজতো নিত্যং বহুধা মম বেধসঃ। অদ্যাপ্যায়াসজাং পীড়াং ন পরিত্য জতঃ করৌ ॥ ৫ ॥ মম শ্রমাম্বুসোদ্ভূতে মহাম্ভোধৌ নিমজ্জতঃ। নৈয়গ্রোধং ন চোৎপন্নং কুতস্তেঽস্য-বলম্বনম্ ॥ ৬ ॥ মদুপজ্ঞে মহাম্ভোধৌ প্লবতে কোঽপি পন্নগঃ। তদাশ্রয়স্তমূর্দ্ধং তে পদ্মং তচ্চাসনং

নবম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—একদা বিরিঞ্চি ও অচ্যুতের "আমিই প্রভু" এইরূপ গর্ব্বারূঢ় হওয়ায় পরস্পরের মোহসম্ভূত বিবাদ উপস্থিত হয়। রজোবিকারাভ্যধিক বাহ্য নীলবৎ বিশ্বসৃষ্টিকর বিরিঞ্চি সগর্ব্বে বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণো! আমি লোক সকলের পিতামহ এবং জনয়িতা, আমা হইতে তুমি বড় হইলে কি প্রকারে? তুমি কি একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছ? মুগ্ধ কেশব! তোমার দেহ হইতেই উত্থিত মধুকৈটভ নামক দুইটা দৈত্যের নিধন সাধন করিয়া তুমি 'দৈত্যারি' হইয়াছ মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেছ? দেখ, বহুবার তোমাকে সৃজন করায় আমার হস্তদ্বয় অদ্যাপি ব্যায়াম-জনিত পীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আমার শ্রমজল হইতে মহা-অম্ভোনিধি উৎপন্ন হয়, তাহাতে তুমি নিমজ্জিত হও। বলি, তখন যদি আমি তাহাতে বটপত্র না ভাসাইতাম, তাহা হইলে তুমি কি অবলম্বন করিতে? আমিই যার নিদান, সেই সাগরমধ্যে একটী পন্নগ জন্মিয়াছিল, সেই

মম॥ ৭॥ কুতস্তমোময়ে ব্রূহি ত্বয়ি সত্ত্বগুণোদয়ঃ। স বেৎসি কিং ত্বং প্রকৃতিং নিদ্রাজড়িমনির্ভরঃ॥ ৮॥ জলাশয়ে প্রস্বপতা দৈত্যভীত্যা জনার্দ্দন। কথং ত্বয়া রক্ষিতাসৌ মদধীনা জগত্রয়ী॥ ৯॥ চতুর্ভ্যো মম বক্ত্রেভ্যো বেদাঃ সমুদয়ং গতাঃ। চৈতন্যরূপিণী শক্তিঃ কলত্রং মে সরস্বতী॥ ১০॥ ময়া হি সৃজ্যতে বিশ্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্। রক্ষ্যতে চ তদিন্দ্রাদ্যৈর্ম্মামকৈঃ পুত্রপৌত্রকৈঃ॥ ১১॥ ততঃ কথয় বৈকুণ্ঠ মন্নিযোজ্যেষু কশ্চন। জগতামীশ্বরান্মত্তঃ কথং নামাতিরিচ্যসে॥ ১২॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইত্থং সরোষসংরম্ভে বিধৌ পৌরুষভাষিণি। নারায়ণোঽপি সাসূয়ং স্মিতৈবং সমভাষত॥ ১৩॥ বিষ্ণুরুবাচ। বিরঞ্চে মুঞ্চ সংরম্ভং বৃথা খলু বিকত্থসে। নাভীসরোজসঞ্জাতো মম ত্বমবধারয়॥ ১৪॥ যোগনিদ্রাং ময়োন্মুচ্য পুরা হ মধুকৈটভৌ। ন চেদ্যন্মথিতৌ তাভ্যাং তথৈব ত্বাঃ প্রণাশিতঃ॥ ১৫॥ সোমকপ্রমুখান্ দৈত্যান্ হন্তুমাত্মেচ্ছয়া মম॥ ধৃতমৎস্যাদিরূপস্য কো বাস্তঃ সৃষ্টিকারণম্॥ ১৬॥ ন কিঞ্চিদপি পশ্যন্তি রজসারূঢ়দৃষ্টয়ঃ। রজোময়েন ভবতা কিং নিরূপয়িতুং ক্ষমম্॥ ১৭॥ অবিনাভাবিনী শক্তির্নিত্যং মে পদ্মবাসিনী। যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ জগত্রিতয়মেধতে॥ ১৮॥ ভূতান্যমূনি কালোঽয়মাত্মনোঽপ্যহমেব হি। ময়া বিরহিতং কিং বা ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ১৯॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা দিক্‌পালা মনবোঽপ্যহম্। ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়ীমেনাং মদধীনাং বিচিন্তয়॥ ২০॥ মমৈব বিনিযোগেন সৃষ্টিশক্তিঃ স্বয়ং স্থিতা। তন্মে ত্রৈলোক্যনাথস্য কিং ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সমোঽথবা॥ ২১॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। এবং মোহান্ধমনসোরন্যোন্যং প্রতিগর্জ্জতোঃ। যযাবনল্পসময়ঃ সংবর্ত্তসদৃশস্তয়োঃ॥ ২২॥ উদয়াস্তময়ৌ স্যাতাং ন তদা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। নক্ষত্রাণি চ তারাশ্চ গ্রহাশ্চ ক্ষীণতাং যযুঃ॥ ২৩॥ নাবর্ম্মরুতো বা ন জজ্বলুর্জ্জাতবেদসঃ। নাস্তারিক্ষং ন চ ক্ষৌণী ন দিশোঽপি চকাশিরে॥ ২৪॥ সমুদ্রাশ্চুক্ষুভুঃ সর্ব্বে পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে। ওষধ্যঃ শোষ-

---

পন্নগটী তোমার আশ্রয়; আর তোমার ঊর্দ্ধে যে পদ্ম, সেই পদ্ম হইল আমার আসন। তুমি হইলে তমোময়, তোমাতে আর কি প্রকারে সত্ত্বগুণের উদয় হইতে পারে বল? হে জনার্দ্দন! তুমি তমোময় এবং নিদ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন, সুতরাং তুমি প্রকৃতিকে জানিবে কি প্রকারে? তুমি দৈত্যভয়ে জলাশয়ে নিদ্রা যাইতেছিলে, তুমি আমার রক্ষা করিলে কি প্রকারে? এই ত্রিভুবন যে আমার বশীভূত। চতুর্ব্বেদ আমার চতুর্ম্মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্যরূপিণী শক্তি—সরস্বতী আমার পত্নী। আমি এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সৃজন করিয়াছি; আমার ইন্দ্রাদি পুত্র-পৌত্রগণ তাহা রক্ষা করিতেছে, অতএব হে বৈকুণ্ঠ! তুমি বল, কে, নিয়োজ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল? জগতের ঈশ্বর আমি, আমা হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ হইলে কি প্রকারে? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—সরোষ-সংরম্ভ বিধি এই প্রকার আত্মপৌরুষ খ্যাপন করিলে, নারায়ণও অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া সস্মিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—বিরিঞ্চে। দম্ভ পরিত্যাগ কর। বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি আমার নাভিকমল হইতে জন্মিয়াছ, স্মরণ হয় না কি? পূর্ব্বে আমি যোগ-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মধুকৈটভকে যদি মথিত না করিতাম, তাহা হইলে তুমি দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক সেই অবস্থাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে। ১—১৫। আমি সোমক প্রমুখ দৈত্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাবশে মৎস্যাদি শরীর ধারণ করিয়াছি, আমার আবার অন্য সৃষ্টি কারণ কে? যাহাদের নয়নে রজোগুণের আবরণ পড়িয়া যায়, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। তুমি রজোময়, সুতরাং তুমি আর তার বুঝিবে কি? পদ্মালয়া, আমার নিত্য সহচারিণী শক্তি; তাঁহার কটাক্ষমাত্রেতে ত্রিজগৎ পবিত্র হয়। চরাচর নিখিল ভূত, কাল, ও আত্মা এ সমুদয়ই আমি; আমা বিরহিত এই ত্রিভুবনে আর কি আছে? আদিত্য, বসু, রুদ্র, দিক্‌পাল, ও মনু, এ সকলই আমি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রয়ী আমারই অধীন জানিবে। আমারই নিয়োগে সৃষ্টিশক্তি স্থিতিশালিনী। অতএব আমিই হইলাম লোকনাথ; তুমি কি প্রকারে আমার সদৃশ বা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি ও বিষ্ণু উভয়ে মোহান্ধকারে পতিত হইয়া সম্বর্ত্তক-সদৃশ এইরূপ গর্জ্জন করিতে থাকিলে, বহুকাল গত হইয়া গেল। চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত রহিত হইল, নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। বায়ু বহিল না; অগ্নি জ্বলিল না, আকাশ, পৃথিবী, দিক্ এ সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। সাগর ক্ষুব্ধ হইল, পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল, ওষধি সকল শুকাইয়া গেল;

মাসেষ্বরবসেঽস্তঞ্চ জন্তবঃ॥ ২৫॥ পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষাদি-কালস্য নিয়মো গতঃ। অহোরাত্রব্যবস্থাপি প্রণাশং সমুপায়যৌ॥ ২৬॥ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা মরীচ্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ। সর্ব্বেঽপ্যকালে সম্প্রাপ্তং কল্পান্তং মেনিরে তদা॥ ২৭॥ এবং জাতে মহাক্ষোভে ভূতাক্রন্দ-প্রচোদিতঃ। ভূতনাথো জগজ্জাতমবিদ্যায়ামবুধ্যত॥ ২৮॥ ব্যচিন্তয়চ্চ বিশ্বাত্মা বিশ্বসংরক্ষণোদ্যতঃ। অবাহ্যয়া দৃশাপশ্যদনয়োর্ম্মোহকারণম্॥ ২৯॥ স্বামিনং সকলৈশ্বর্য্যদাতারং মাং মদোদ্ধতৌ। বিস্মৃত্য স্বং স্বমেবৈতাবমংসেতাং জগৎপ্রভূ॥ ৩০॥ অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যদিমৌ দ্রুহিণাচ্যুতৌ। জানানাবপি মাং সম্যগভূতামেবমুদ্ধতৌ॥ ৩১॥ অজ্ঞানতিমিরো-দ্ভূতিদূষিতাশয়লোচনঃ। জনঃ প্রাপ্তং স্তুতমপি প্রায়ো বস্তু ন পশ্যতি॥ ৩২॥ কৃতাপরাধাবপ্যেতৌ নিমগ্নৌ মোহসাগরে। ময়া নোপেক্ষণীয়ৌ হি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৩৩॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা মায়াবৈবশ্যমেতয়োঃ। দেবো দয়ামহাম্ভোধি-র্ব্যপোহয়িতুমৈহত॥ ৩৪॥ অহোঽনুকম্পা তরুণেন্দু-মৌলেঃ স্বভাবসিদ্ধা ভুবনত্রয়েঽস্মিন্। অসৌ প্রমোহাম্বুধিমধ্যতোঽভূদাবির্নিরস্তাবপি ধাতৃবিষ্ণূ॥ ৩৫

ইতি শ্রীস্কান্দেঽরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধে শিববিষ্ণু-বিবাদবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। আজ্ঞাপয় বিভো মহ্যং যথা শম্ভুঃ সনাতনঃ। অনুজগ্রাহ মোহান্ধৌ বৈকুণ্ঠ-পরমেষ্ঠিনৌ॥ ১॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। শৃণুষ্ব সর্ব্বং বক্ষ্যামি বিস্তরেণ যথাযথম্। যদেব দেবো বিদধে দয়য়া ভক্তবৎসলঃ॥ ২॥ অথোদস্বাত্তয়ো-র্মধ্যে তথা বিবদমানয়োঃ। জ্যোতিঃস্তম্ভস্বমভ্যেত্য রোদোরন্ধ্রনিরোধকঃ॥ ৩॥ মহতা জৃম্ভমাণেন তস্য ব্রহ্মাণ্ডভেদিনঃ। অন্তরিক্ষমতিশ্যামং সমুৎক্ষিপ্তমি-বাভবৎ॥ ৪॥ বিষয়ুর্বিবর্ণতা তস্য জ্যোতির্লিঙ্গস্য তেজসা। দিশো বিরেজিরে সদ্যো দূরবিস্তারিতা ইব॥ ৫॥ তীব্রৈস্তস্য মহাজালৈঃ শোষিতা ইব

জীবজন্তুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল; পক্ষ, মাস ঋতু, বর্ষ প্রভৃতি কালের নিয়ম রহিল না, দিন ও রাত্রি-ব্যবস্থা থাকিল না। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলে অকালে কালপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই প্রকার মহাক্ষোভ উপস্থিত হইলে ভূতগ্রামের ভয় উপস্থিত দেখিয়া বিশ্বাত্মা ভূতনাথ জগজ্জাত অবিদ্যাপ্রভাবে প্রবোধিত হইয়া বিশ্বের রক্ষোপায় চিন্তা করিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে বিধি বিষ্ণুর বিবাদের কারণ নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বগতভাবে বলিলেন—বিধি বিষ্ণু উভয়েই মদোদ্ধত হইয়া নিখিল ঐশ্বর্য্য-দাতা প্রভু আমাকে বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে জগৎপ্রভু বলিয়া মনে করি-য়াছে। অহো মোহের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! যে হেতু এই বিধি-বিষ্ণু আমাকে সম্যক্ জানিয়াও এরূপ উদ্ধত হইয়াছে। অজ্ঞান-তিমির দ্বারা যাহার আশয় ও লোচন দূষিত হয়, সে সম্মুখাগত স্তবকারী ব্যক্তিকেও পায় না। অধুনা লোকহিতের নিমিত্ত মোহ-সাগরে নিমগ্ন কৃতাপরাধ এই উদ্ধতদ্বয়কে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। এই মনে করিয়া দয়া-বারিধি দেব ঈশান মায়াবশীভূত বিধি-বিষ্ণুকে বিপজ্জনোহ করিতে প্রয়াস পাইলেন। অহো! এই ত্রৈলোক্যে তরুণেন্দু-মৌলির কি অনির্ব্বচনীয় স্বভাবসিদ্ধা অনুকম্পা! তিনি বিধি-বিষ্ণুর মোহরূপ অম্বুধি মধ্যে যেমন আবির্ভূত হইলেন, অমনি তাঁহারা উভয়ে নিরস্ত হইলেন। ১৬৩৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো! মোহান্ধ বিধিবিষ্ণুর প্রতি সনাতন শম্ভু যেরূপে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—শ্রবণ করুন; ভক্তবৎসল দেব ভবানীপতি যেরূপে বিধি-বিষ্ণুর প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমি তৎসমস্ত বিস্তৃতরূপে যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। ভগবান্ দেবদেব জ্যোতিঃস্তম্ভস্বরূপ লিঙ্গরূপে বিরাজমান বিধিবিষ্ণুর মধ্যস্থলে ভূমি ও স্বর্গের অবকাশ নিরোধ করত প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন বিজৃম্ভমাণ ব্রহ্মাণ্ড-ভেদী লিঙ্গ দ্বারা অতি শ্যাম অন্তরীক্ষ সমুৎক্ষিপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ লিঙ্গের তেজে সর্ব্বদিক্ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। দিক্ সকল দূরবিস্তা-রিতবৎ বিরাজিত হইল। ১—৫। ঐ লিঙ্গের অতি তীব্র জ্বালামালা দ্বারা সাগর শোষিতবৎ প্রতিভাত

সাগরাঃ। বিমুক্তবীচি সংক্ষোভাঃ স্বামেব প্রকৃতিং যযুঃ ॥ ৬॥ ব্যদ্যোতন্ত দিবি প্রাগ্বদ্গ্রহাস্তারাগণৈঃ সহ। তেজঃস্তম্ভাৎ সমুত্তিন্নাঃ স্ফুলিঙ্গা ইব কেচন ॥ ৭॥ তজসা তস্য শোণেন গৈরিকেণেব রঞ্জিতাঃ। ভৌমরবিশ্রিয়ং সর্ব্বেঽপ্যাবহন্নবনীভৃতঃ॥ ৮॥ সমুদ্রাস্তৎপ্রতিচ্ছায়ানির্ভরাশ্লিষ্টযাদসঃ। পদ্মরাগশিলাখণ্ডে ঘটিতা ইব রেজিরে॥ ৯॥ প্রবালগুচ্ছৈঃ প্রত্যগ্রৈর্লম্বিতা ইব পাদপাঃ। নদ্যশ্চ নির্ঝরোৎফুল্লকহ্লারা ইব রেজিরে॥ ১০॥ মহী কুঙ্কুমলিপ্তেব দিশঃ সিন্দূরিতা ইব। সর্ব্বারুণমিব ব্যোম সমন্তাৎ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১১॥ ব্রহ্মাণ্ডকর্পরমভূত্তন্মহঃপূরিতান্তরম্। শোণিতেনেব সম্পূর্ণং কপালং কৃত্তিবাসসঃ॥ ১২॥ এবম্প্রবর্দ্ধমানেন তেজঃস্তম্ভেন তেন চ। অরুণাকারতাং ভেজে বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ১৩॥ তেজোলিঙ্গং তদাশ্চর্য্যং দৃষ্ট্বা ত্যক্তমিথঃক্রুধৌ। অচিন্তয়েতামেকৈকং চতুর্ম্মুখচতুর্ভুজৌ॥ ১৪॥ কিমেষ বসুধাং ভিত্ত্বা শেষাদীনাং ফণাভৃতাম্। ফণামাণিক্যমহসাং রাশিরুন্মুখতাং গতঃ॥ ১৫॥ কিং বা কল্পান্তসুলভপ্রাদুর্ভাবাঃ প্রভাকরাঃ। দ্বাদশাপি নভোভূম্যোর্ম্মধ্যে যুগপদুত্থিতাঃ॥ ১৬॥ আহোস্বিন্মেঘসঙ্ঘর্ষাদ্বিততা ব্যোমমধ্যতঃ। অন্যোন্যং মিলিতাঃ ক্ষিপ্রা নিপতন্ত্যবনীতলে॥ ১৭॥ প্রতিঘ্নন্নেব তেজোভিরক্ষোঃ শক্তিমনুক্ষণম্। স্বনির্ব্বিশেষিতাশেষভূতজালঃ প্রবর্দ্ধতে॥ ১৮॥ এষ উদ্দীপ্যমানোঽপি সন্তাপায় ন কল্পতে। নেদীয়াংস্যপি ভূতানি ন নির্দ্দহতি বহ্নিবৎ॥ ১৯॥ এতস্য কান্তিসংক্রান্ত্যা জগদেব ন কেবলম্। মদীয়মপি শোণত্বমন্বপ্রাপ্তমহো বপুঃ॥ ২০॥ কস্মাদেষ সমুৎপন্নঃ কিম্মূলঃ কিমুপাধিকঃ। কুতস্ত্যাঃ কিমুপাদানঃ কয়া শক্ত্যা প্রকাশতে॥ ২১॥ কিয়ানবধিরেতস্য বিশ্বক্রির্য্যগধোর্দ্ধতঃ। অবগাঢ়শ্চ পাতালং কিয়ন্মাত্রমসাবিতি॥ ২২॥ তদেতদখিলং জ্ঞাতুং মনঃ পর্য্যুৎসুকং মুহুঃ। ইচ্ছত্যুৎপতিতুং ব্যোম প্রবেষ্টুঞ্চ রসাতলম্॥ ২৩॥ ইতি চিন্তাভরাক্রান্তৌ তেজঃস্তম্ভাবলোকনাৎ। উভাবপ্যবকুলিতৌ বৈকুণ্ঠপরমেষ্ঠিনৌ॥ ২৪॥ অভাষত চ গোবিন্দঃ সুতরামেব

হইল এবং তখন সাগরের বীচিসংক্ষোভ রহিত হওয়ায় প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইল। আকাশমণ্ডলে গ্রহগণ তারাগণের সহিত পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় তেজস্তম্ভ কর্তৃক সমুত্তিন্ন হইলে স্ফুলিঙ্গবৎ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার গৈরিকের ন্যায় লোহিতবর্ণ তেজ দ্বারা অচলসমূহ রঞ্জিত হইয়া ভৌম রবির কান্তি ধারণ করিল। ঐ লিঙ্গের প্রতিচ্ছায়ায় সাগরের জল ও জলজন্তু সকল আশ্লিষ্ট হওয়ায় সাগর যেন পদ্মরাগশিলাখণ্ড-ঘটিতবৎ বিরাজিত হইয়াছিল। পাদপ সকল ঐ লিঙ্গেরদীপ্তিচ্ছটায় যেন অভিনব প্রবালগুচ্ছে লম্বিত হইয়াছিল। নদী সকল উৎফুল্ল-কহ্লারাবৎ বিরাজিত ছিল এবং মহী কুঙ্কুমলিপ্তাবৎ, দিক্ সকল সিন্দুরিতাবৎ ও আকাশমণ্ডল সর্ব্বদিকে অরুণাভ দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লিঙ্গতেজে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পূরিত এবং কৃত্তিবাসের কপাল লোহিতবর্ণবৎ বিভাত হইল। তেজঃস্তম্ভ-স্বরূপ মহাদেবের ঐ লিঙ্গ এইরূপে বর্দ্ধমান হইলে সচরাচর বিশ্ব অরুণাকার ধারণ করিল। তখন চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ভুজ ইঁহারা উভয়ে অত্যাশ্চর্য্য তেজোময় লিঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ইহা কি ফণাভৃৎ শেষাদির ফণামাণিক্যের তেজোরাশি বসুধা ভেদ করিয়া উথিত হইল! না—কল্পান্তকাল-সুলভ-প্রাদুর্ভাব দ্বাদশাদিত্য ভূমি ও নভোমণ্ডলের মধ্যে যুগপৎ উদিত হইলেন! অথবা ব্যোম-মধ্যে মেঘ-সংঘর্ষ বশতঃ বিততা বিদ্যুল্লতা পরস্পর মিলিত হইয়া অবনীতলে নিপতিত হইল! ইহা তেজ দ্বারা অনুক্ষণ অক্ষিশক্তি প্রতিহত করিয়া অশেষ ভূতময়রূপে প্রবৃদ্ধ হইতেছে।৬—১৮। কিন্তু ইহা উদ্দীপ্যমান হইলেও সন্তাপ দিতেছে না; ভূতগ্রাম নিকটস্থ হইলেও বহ্নিবৎ দাহ করিতেছে না; ইহার কান্তিচ্ছটায় কেবল যে জগৎ লোহিতবর্ণ হইল, তাহা নহে; অহো! এই যে মদীয় বপুও লৌহিত্য ধারণ করিয়াছে! ইহা কাহা হইতে সমুৎপন্ন হইল? ইহার নিদান কে? ইহার উপাধিই বা কি? কোথায় ইহার নিবাস? ইহার উপাদানই বা কি? কোন্ শক্তি দ্বারাই বা ইহা প্রকাশ পাইতেছে? ইহার চতুর্দ্দিকের ও অধঃ উর্দ্ধের পরিমাণ কত? ইহা পাতালের দিকেই বা কতদূর অবগাঢ় আছে; এই সমস্ত জানিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ইহা আকাশে উঠিবার ইচ্ছা করিতেছে, কি রসাতলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে? বিধিবিষ্ণু উভয়েই তেজঃস্তম্ভ লিঙ্গ দর্শনে এই প্রকার চিন্তা-ভরাক্রান্ত হইয়া আকুলিত

গর্ব্বিতম্। হিরণ্যগর্ভমালোক্য স্ময়মানমুখাম্বুজঃ॥ ২৫॥ বিষ্ণুরুবাচ। অয়মেবাবয়োর্ব্রহ্মন্নন্যোন্যোৎকর্ষকাঙ্ক্ষিণোঃ। সত্যমেব পরীক্ষায়ৈ নিকষঃ সমুপস্থিতঃ॥ ২৬॥ অমুষ্য তেজসাং রাশেরপরিচ্ছেদ্যসম্পদঃ। আদ্যন্তৌ জ্ঞাতুমেকেন ন শক্যং ক্রবমাবয়োঃ॥ ২৭॥ যঃ পশ্যেন্মূলমগ্রং বা তেজসোঽস্য স্বয়ম্ভুবঃ। স এব নাবভ্যধিকো জগতাং নাথকোঽপি সঃ॥ ২৮॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইত্যুভাবপি বিনিশ্চিতাশয়ৌ মূলমগ্রমপি তস্য বীক্ষিতুম্। তেজসোঽতিমহতো বভূবতুঃ স্পর্দ্ধয়া বিরচিতোদ্যমৌ মিথঃ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মবিষ্ণোর্ম্মধ্যে তেজোময়লিঙ্গপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥১০॥

—

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। অথ হংসাকৃতিং ব্যোমপদবীলঙ্ঘনক্ষমাম্। ভেজে বিরঞ্চিস্তস্যাগ্রং দ্রক্ষ্যামীতি কৃতোদ্যমঃ॥ ১॥ জগ্রাহ বিষ্ণুর্বারাহং বিগ্রহং দৃঢ়বিগ্রহঃ। বিশ্বম্ভরাবিনির্ভেদক্রীড়াসুলভবৈভবম্॥ ২॥ মূলং তস্য পরিজ্ঞায় প্রত্যাবর্ত্তিতুমুৎসুকঃ। কৃত্রিমস্তব্ধরোমৈষ দংষ্ট্রাভ্যামভিনন্মহীম্॥ ৩॥ বিদারয়ন্ স পোত্রেণ ভূতধাত্রীমবাঙ্মুখঃ। মহাবরাহো দদৃশে তেজঃস্তম্ভং নমন্নিব॥৪॥ ক্রীড়াক্রোড়কঠোরেণ কণ্ঠঘোষেণ পূরয়ন্। পাতালং বহুলোৎসাহঃ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে॥ ৫॥ বিবেশ যত্রযত্রাসৌ তত্র তত্র তথাস্থিতম্। অবৈক্ষিষ্টানলস্তম্ভং তমেব কুহনাকিটিঃ॥ ৬॥ বিদারিতামহীরন্ধ্রাৎ প্রত্যদৃশ্যন্ত ভোগিনঃ। প্ররোহা ইব শেষাদ্যাস্তেজঃস্তম্ভস্য কেচন॥ ৭॥ প্রত্যদৃশ্যত হেমাদ্রের্মূলকন্দ ইব স্থিতঃ। আধারতাং গতো দৃষ্টো হ্যচ্যুতেনাদিকচ্ছপঃ॥ ৮॥ আরাদ্বসুন্ধরাগুল্ফে ধুরন্ধরতয়া স্থিতাঃ। দিক্‌সিন্ধুরাশ্চ দৃশ্যন্তে মদমন্থরবন্ধুরাঃ॥ ৯॥ মধুদ্বিষা চ স মহান্মণ্ডূকোঽপি বিলোকিতঃ। অখণ্ডমণ্ডলং ভূমের্যস্য পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১০॥ আধারশক্তিমপি তামভ্যপশ্যদধোক্ষজঃ। যদনুগ্রহতঃ শেষকূর্ম্মাদ্যা অপি ধূর্ব্বহাঃ॥ ১১॥ অতলং বিতলং

হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোবিন্দ তথাবিধ হিরণ্যগর্ভকে দেখিয়া সস্মিত-বদনে গর্ব্বিত বচনে বলিলেন,—অহো ব্রহ্মন্! পরস্পর উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষী আমাদের পরীক্ষার নিমিত্ত উভয়ের মধ্যস্থলে ইহা নিকষ-পাষাণ স্বরূপ সমুত্থিত হইতেছে; ইহা সত্য জানিবেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে আমরা একজনও এই অপরিচ্ছেদ্য সম্পদ্ তেজঃরাশির আদ্যন্ত জানিতে সক্ষম নাহ। স্বয়ম্ভু মহাদেবের এই তেজোময় লিঙ্গের মূল বা অগ্রদেশ, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ দেখিতে সক্ষম হইবে; সে-ই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জগতের নাথ হইবে। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি-বিষ্ণু উভয়ে এইরূপে নিশ্চিতাশয় হইয়া বহুকাল যাবৎ উদ্যম সহকারে পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত সেই অতিমহান্ জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের মূল ও অগ্রদেশ দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯—২৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

—

একাদশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি লিঙ্গাগ্র দর্শনে কৃতোদ্যম হইয়া ব্যোমপদবী লঙ্ঘনক্ষম হংসরূপ ধারণ করিলেন এবং দৃঢ়বিগ্রহ বিষ্ণু ঐ লিঙ্গের মূলদেশ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-মানসে বিশ্বম্ভরাভেদকুশল বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন। স্তব্ধরোমা কৃত্রিম বরাহ তখন দন্তদ্বয় দ্বারা মহী বিদারণ করিতে লাগিলেন এবং অবাঙ্মুখ হইয়া গাত্র দ্বারা ভূতধাত্রী পৃথিবীকে বিদারণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, লিঙ্গ যেন ক্রমশই নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি ক্রীড়াকঠোর কণ্ঠঘোষে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিতে উপক্রম করিলেন এবং যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই লিঙ্গকে তদবস্থ দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বরাহবিদারিত মহীরন্ধ্রে অনন্তাদি মহানাগগণ লিঙ্গের কতিপয় অঙ্কুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বরাহরূপী অচ্যুত সেই স্থানে সুমেরুশৈলের মূলদেশে আধাররূপে অবস্থিত কূর্ম্মকে একটী কন্দের ন্যায় অবলোকন করিলেন এবং উহারই সমীপে বসুন্ধরার মদমন্থরগতি ধুরন্ধর দিক্-কুঞ্জরগণকেও তিনি তথায় দেখিতে পাইলেন। তিনি তত্রত্য মহামণ্ডূককে অবলোকন করিলেন—যাহার পৃষ্ঠে এই অখণ্ড-মণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি আধারশক্তিকে দেখিলেন। এই আধারশক্তির প্রভাবেই শেষ-

চৈব সুতলং নিতলং তথা। তলাতলং চ প্রতলং মহাতলমিতি ক্রমাৎ ॥ ১২ ॥ দদর্শ সপ্ত পাতালানপি বারিজলোচনঃ। তত্রত্যান্ বিবিধাকারান্ সর্ব্বানপি সবিস্ময়ঃ ॥ ১৩ ॥ অত্যগাদ্ভোগবত্যাখ্যাং পুরীং বৈরোচনীমপি। জগাহেহনন্তাংশ্চ দৈত্যানামাবাসান-তিগহ্বরান্ ॥ ১৪ ॥ ইদং দৃষ্টমিদং দৃষ্টমিত্যুপারূঢ়-কৌতুকঃ। মূলং মৃগ্নাশয়ন্তস্য বিচিনোতি স্ম মাধবঃ ॥ ১৫ ॥ অধস্তাদপি গাঢ়েন পয়োধেস্তেন পোত্রিণা। তথৈব তেজঃস্তম্ভঃ স নির্ব্বিকারমবৈক্ষ্যত ॥ ১৬ ॥ দলিতা কেবলং পৃথ্বী পাথোরাশির্বিলোলিতঃ। নৈবালোক্যত তন্মূলং কোলরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥ ইত্থং বর্ষসহস্রাণি ভ্রান্ত্যা সম্ভ্রান্তমানসঃ। নালং বভূব তন্মূলং লোলক্রোড়ো বিলোকিতুম্ ॥ ১৮ ॥ অবরুগ্নখুরঃ ক্ষুন্নদংষ্ট্রো বিধ্বস্তবিগ্রহঃ। ভগ্নপোত্রঃ স ভূদারো জগাহে বহুলং শ্রমম্ ॥ ১৯ ॥ শ্রান্ত্যা নিশ্বসতস্তস্য তাদৃগ্দর্পো বিশৃঙ্খলঃ। ননাশ তৎক্ষণাৎ সাকং তন্মূলাবেক্ষণে-চ্ছয়া ॥ ২০ ॥ অনির্ব্যূঢপ্রতিজ্ঞোঽপি প্রত্যাবর্ত্তিতু-মুৎসুকঃ। ন চক্রমে সরোজাক্ষশ্চলিতুং চ পদাৎ পদম্ ॥ ২১ ॥ শ্রমান্ধচক্ষুষস্তস্য পাতালান্তরবর্ত্তিনঃ। তত্তেজ এব পন্থানং পুনরপ্যুদভাবয়ৎ ॥ ২২ ॥ কথঞ্চিদুত্তীর্ণোঽপাকূপারাদপারতঃ। স্বেদাম্ভঃ-সাগরপ্লাবে মগ্নোঽভূচ্ছদ্মশূকরঃ ॥ ২৩ ॥ রজ্জ্বেব তেজঃস্তম্ভস্য প্রভয়া সানুবদ্ধয়া। লব্ধাচলং বনং কষ্টং ন্যবর্ত্তিষ্ট জনার্দ্দনঃ ॥ ২৪ ॥ নাবৈক্ষি যন্ময়া মূলমমুষ্য মহসাং নিধেঃ। ততঃ স্রষ্ট্রাপি নো দৃষ্টঃ শিরোভাগঃ কথঞ্চন ॥ ২৫ ॥ অমুষ্য মহসাং রাশেঃ প্রাগভূদ্যত্র সম্ভবঃ। ততো নিবৃত্ত্য যাস্যামি শরণং শিবমীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ স হি বিশ্বাধিকো দেবশ্চিরং মোহান্ধচক্ষুষা। যদ্বিস্মৃতো ময়া তস্মাদ্দুর্বিপাকো-হজনীদৃশঃ ॥ ২৭ ॥ এবং বিনির্দ্ধার্য্য বিমুক্তদর্পো নিবৃত্তবানাশু সরোরুহাক্ষঃ। তমেব দেশং প্রবভূব যত্র স্তম্ভঃ স তেজোময়তাং দধানঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুনা লিঙ্গাধোভাগশোধন-বর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কূর্ম্মাদি এই দুর্ব্বহ ধুর বহন করিয়া থাকেন। অতল, বিতল, সুতল, নিতল, তলাতল, প্রতল, মহাতল, এই সপ্ত পাতাল কমলাক্ষ দর্শন করিলেন। তিনি ঐ সকল পাতালস্থ বিবিধাকার জীব-জন্তু সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া ভোগবতীনাম্নী বৈরোচনী পুরী প্রাপ্ত হইলেন এবং সেখানে দৈত্যগণের অতি-গহ্বর বহুবিধ আবাস-ভবন দেখিতে পাইলেন। তিনি মহী বিদারণ করিতে করিতে "এখনি লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইব, এখনি লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইব" এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিমূঢ়চিত্তে লিঙ্গমূল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি খনন করিতে করিতে পয়োনিধিরও অধোভাগে গমন করিলেন, সেখানেও লিঙ্গ তদবস্থ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ অবস্থিত। লিঙ্গের মূল ত দেখিতে পাওয়া গেল না; কেবল পৃথ্বী দলিত এবং জলরাশি বিলোলিত হইল। তথাপি কোলরূপী বিষ্ণু লিঙ্গ-মূল দেখিতে পাইলেন না। লীলাময় বরাহ এই-রূপে সহস্র বৎসর কাল যাবৎ সংভ্রান্তহৃদয়ে গমন করিয়াও লিঙ্গমূল অবলোকন করিতে সমর্থ হই-লেন না। তাঁহার পায়ের খুর ক্ষয় হইয়া গেল, দন্ত ক্ষুন্ন হইল, শরীর বিধ্বস্ত হইল এবং পোত্র ভগ্ন হইল। তিনি ভূবিদারণ করিয়া বহুল শ্রম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রান্তি বশতঃ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল দর্প লিঙ্গমূল-দর্শনেচ্ছার সহিত বিলয়প্রাপ্ত হইল। তিনি ব্যর্থপ্রতিজ্ঞ হইয়া ও প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছু হইয়া এক পদও চলিতে সক্ষম হইলেন না। যে হেতু, পাতালে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করায় তাঁহার দৃষ্টিমান্দ্য-দোষ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি তেজোময় তেজঃস্তম্ভ লিঙ্গের প্রভাপটলোদ্ভাসিত পথে অতিকষ্টে শনৈঃ শনৈঃ অপার অকূপার হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে স্বেদজলে সাগর স্ফীত হইয়া উঠিল; ছদ্ম-শূকর তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন।১-২৩। তখন জনা-র্দ্দন রজ্জুবৎ তেজঃস্তম্ভের প্রভা অবলম্বনে অতিকষ্টে অরুণাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি যখন এই তেজোনিধির মূল দেখিতে পাইলাম না, তখন সম্ভবতঃ ব্রহ্মাও ইঁহার শিরোভাগ দেখিতে পান নাই। এই তেজোরাশির প্রথমে যে স্থানে উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিয়া আমি সেই ঈশ্ব-রকে শরণরূপে প্রাপ্ত হই। আমি মোহান্ধ হইয়া সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেবকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই জন্যই আমার ঈদৃশ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইল। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক রাজীব-লোচন বিষ্ণু যে স্থানে তেজঃস্তম্ভের আবির্ভাব হইয়া-ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। ২৪—২৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । ততস্তেজোময়ং স্তম্ভমনুস্মৃত্য পিতামহঃ । উৎপপাতোন্মুখো বেগান্নিরালম্বে নভস্তলে ॥১॥ দ্রুতমুৎপততস্তস্য পক্ষাবেগেন বারিতাঃ । ব্যশীর্য্যন্ত সমুদ্বর্ত্তাঃ প্রণুন্না ইব বায়ুভিঃ ॥ ২ ॥ স বেগাদুৎপতন দূরং নাক্ষোবিষয়তামগাৎ । কেবলং দীর্ঘদীর্ঘৈব রেখা ব্যোম্নি ব্যভাবাত ॥৩॥ মায়ামরালো দদৃশে তেজঃস্তম্ভস্য পার্শ্বতঃ । সন্ধ্যাপযোধরাভ্যর্ণচারীব রজনীকরঃ ॥ ৪ ॥ প্রাগত্যগাদুৎপততাং ততোঽধ্বানং পয়োমুচাম্ । বিমানপদবীং পশ্চাত্তারাবর্ত্ত্বং ততঃ পরম্ ॥ ৫ ॥ তেজসাং যানি ধামানি হ্যত্যুচ্চান্যূর্দ্ধচারিণাম্ । অতিচক্রাম বেগেন তান্যসৌ কুহনাখগঃ ॥ ৬ ॥ মরুতো মনসো বাপি জবঃ সূক্ষ্মতরাকৃতেঃ । সোঽভূদধঃকৃতস্তেন হংসেন গমনাদিনা ॥ ৭ ॥ যথাযথা চোৎপপাত সুদূরং শ্রমিতচ্ছদঃ । তথাতথা চ দদৃশে তেজঃস্তম্ভঃ সমুন্নতঃ ॥ ৮ ॥ অতীত্য মরুতাং স্কন্ধান্ সপ্ত সম্প্রাপ্তবিস্ময়ঃ । বিভেদাণ্ডকটাহং চ জলস্তং তদুদৈক্ষত ॥ ৯ ॥ কথং বা দৃষ্টমূলস্য স্থাতব্যং পুরতো হরেঃ । আবিমোচয়তঃ শৌরেরেসমাসমশীর্ষতাম্ ॥ ১০ ॥ অনির্ব্যূঢ়প্রতিজ্ঞস্য দীর্ঘৈঃ কিং বা মমায়ুভিঃ । তদত্রোপয়িকং কিং স্যাৎকার্য্যং কা বা গতির্মম ॥ ১১ ॥ অতিসন্ধিৎসতো বিষ্ণুং কঃ সহায়ো ভবিষ্যতি । আর্জ্জবং নৈব নির্জ্জেতুং প্রতিবাদিনমক্ষমঃ ॥ ১২ ॥ ছদ্মনা বা তিরস্কুর্য্যান্মানো হি মহতাং ধনম্ । ইতি সঞ্চিন্তয়তোব বিরিঞ্চৌ ব্যাকুলাত্মনি ॥ ১৩ ॥ আকাশে দদৃশে নাতিদূরে কিমপি নির্ম্মলম্ । ঐন্দবী কিমিয়ং রেখা তস্যাঃ কথমিহাগমঃ ॥ ১৪ ॥ যদ্বা মৃণালং তৎসিন্ধৌ বিয়ত্যস্যাং কুতস্ত সঃ । ইতি তস্মিন্ সসন্দেহে নেদীয়স্তং তদাগতম্ ॥ ১৫ ॥ অবোধি কেতকীবর্হমিতি রাজীবজন্মনা । তৎ পর্য্যুষিতমপ্যুদ্যৎসৌরভং বস্তুশক্তিতঃ ॥১৬॥ হিরণ্যগর্ভো বিমলমগৃহ্ণাৎ কেতকচ্ছদম্ । গৃহীতমাত্রং তেনৈতৎ সচৈতন্যং কিলাব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ কেতক উবাচ । ভো গৃহ্ণাসি কিমর্থং ত্বং মুঞ্চ মাং বিশ্রমোদ্যতম্ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হংসরূপী পিতামহ তেজঃস্তম্ভ-লিঙ্গের অনুসরণ মানসে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অতিবেগে নিরালম্ব নভস্তলে উৎপতিত হইলেন। হংস দ্রুত উৎপতিত হইলে মেঘ-দল তাহার পক্ষঘাতে বারিত হইয়া বায়ুবাহিতবৎ বিলীন হইতে লাগিল। বেগে অতিদূর উৎপতিত হওয়ায় হংস চক্ষুর বিষয় অতিক্রম করিল এবং তাহাতে যেন নভস্থলে দীর্ঘদীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ মায়ামরাল তেজঃস্তম্ভের পার্শ্বে থাকায়, সান্ধ্য পয়োধর-সমীপস্থ রজনীকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ মায়ামরাল প্রথমে পক্ষীদিগের পথ, তদনন্তর জলধরপথ, অতঃপর বিমানপদবী, তৎপশ্চাৎ তারাপথ, তারপর ঊর্দ্ধচারী তেজের অত্যুচ্চ ধাম সকল অতিক্রম করিলেন। ঐ হংস কর্ত্তৃক সূক্ষ্মতরাকৃতি মন ও মরুতের গতিও অধঃকৃত হইয়াছিল। শ্রমিতচ্ছদ হংস যেমন ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন,—এদিকে লিঙ্গও তেমনি তেমনি উন্নত হইতে উন্নততর দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন মায়ারূপী হংস বিস্মিত হইয়া মরুদ্‌গণের সপ্ত স্কন্ধ অতিক্রমপুরঃসর অণ্ডকটাহ ভেদ করিলেন এবং সে স্থানেও লিঙ্গকে জাজ্বল্যমান অবলোকন করিলেন এবং ভাবিলেন,—কি প্রকারেই বা আমি দৃষ্টমূল হরির অগ্রে অবস্থান করিব? আমি গর্ব্ববশে হরির প্রতি বক্রাতিবক্র-শিরস্কতা প্রদর্শন করিয়াছি। ব্যর্থপ্রতিজ্ঞ আমার এ দীর্ঘ পরমায়ুর প্রয়োজন কি? আমার এখন উপায় কি? আমি কি করিব? আমার গতি কি হইবে? বিষ্ণুর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আমার কে সহায় হইবে? আর্জ্জব কদাপি প্রতিবাদীকে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় না, মানব ছলাবলম্বনে নিশ্চয়ই মহতের ধন তিরস্কৃত করে। ব্যাকুলাত্মা বিরিঞ্চি এই প্রকার চিন্তা করিলে আকাশের অনতিদূরে একটী নির্ম্মল বস্তু দৃষ্ট হইল। ইহা কি ইন্দুরেখা? এখানে তাহার সমাগম হইবে কি প্রকারে? ১—১৪। অথবা ইহা মৃণাল হইবে; তাহাও ত সিন্ধুতে জন্মে, আকাশে তাহা কিপ্রকারে আসিবে? এই প্রকার সন্দেহবিষয়ীভূত সেই বস্তু যখন সমীপস্থ হইল; পদ্মজন্মা তখন তাহাকে কেতকীচ্ছদ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ঐ কেতকীচ্ছদ পর্য্যুসিত হইলেও বস্তুগুণে তাহার সৌরভ প্রকটিত হইল। হিরণ্যগর্ভ ঐ কেতকচ্ছদকে গ্রহণ করিলেন। তিনি গ্রহণ করিবা মাত্র ঐ কেতকচ্ছদ সচৈতন্য হইয়া বলিতে লাগিল,—ওহে! তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে কেন? আমি বিশ্রামার্থী, আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি

বর্ষাণাং শতসাহস্রমুৎপতোৈবং বিহায়সা ॥ ১৮ ॥ নন্দীশ উবাচ। তথা সমেধমানং তং দৃষ্ট্বা শ্রমমথিদ্যত। অচিন্তয়ৎ পদ্মসূতিরত্যন্তং বিহ্নলাশয়ঃ ॥ অনির্বূঢ়প্রতিজ্ঞাবান্নীচতামপি সংশ্রিতঃ। আক্রান্তরোদোবিবরঃ ক্ব রাশিস্তেজসামসৌ ॥ ২৯ ॥ অহমেতৎ পরীক্ষায়াং ক্ব পরিচ্ছিন্নপৌরুষঃ। ভজ্যেতে ইব মে পক্ষৌ দৃশা চান্ধায়তে ইব। প্রধ্বংসন্ত ইবাঙ্গানি পতামীবাহমপ্যধঃ ॥ ২১ ॥ কিং বাহুদ্বহুনোক্তেন সহ নিশ্বাসবায়ুভিঃ। মম প্রাণাশ্চ নিষ্ক্রং নির্গচ্ছন্তীব সাম্প্রতম্। ১২ ॥ অহঙ্কারমদগ্রন্থিরয়ং ক্রটতু চিত্ততঃ। মুকুন্দেন সহ স্পর্দ্ধা সা চ শীঘ্রং প্রণশ্যতু ॥ যদেব রোদঃকুহরপরিণাহাধিকোদ্যমঃ। ঔন্নত্যময়তেহদ্যাপি তেজঃস্তম্ভো যথা পুরা ॥ ২৪ ॥ তদস্য তেজসাং রাশের্নাহং নারায়ণোহথবা। কারণং দূরতশ্চান্যে মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২৫ ॥ ইতো নোৎপতিতুং শক্তিরস্তি মে তন্নিবর্ত্তয়ে। ইতি নিশ্চিত্য মনসা বিধাতা জাতবিস্ময়ঃ ॥ ২৬ ॥ প্রত্যভাষত তং কস্ত্বং কুতো বা প্রাপ্তবানিতি। স চ প্রত্যব্রবীদেনং বেধসং কেতকচ্ছদঃ ॥ ২৭ ॥ কেতকচ্ছদ এবাসং সচৈতন্যঃ শিবাজ্ঞয়া। তেজঃস্তম্ভাত্মনঃ শম্ভোরস্য মূর্দ্ধ্নি চিরং স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ ভূলোক ইচ্ছয়া বস্তুং ততঃ সম্প্রাপ্তবানহম্ ॥ ২৯ ॥ ইত্থং শ্রুত্বা কেতকীবহবাচং লব্ধাশ্বাসস্তং কিলাম্ভোজভূর্হিঃ। ব্রূহি ত্বং মে তৎকিয়ত্যন্তরে বা তেজঃস্তম্ভস্যাগ্রমিত্যাবভাষে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লিঙ্গোপরিভাগশোধনবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। কেতকীবর্হমপ্যেনং বিহস্য পুনরব্রবীৎ। কেতক্যুবাচ। অপি মূঢ় ন কিঞ্চিত্ত্বং বেৎসি কস্ত্বং কুতো ন তৎ ॥ ১ ॥ ঈদৃশ্যঃ পরিতো লগ্না যস্মিন ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ। তস্য প্রমাণমেতাবদিতি কো বেদিতুং ক্ষমঃ ॥ ২ ॥ চতুর্যুগাযুতৈর্যাতং ততো নিপততো মম। ইদানীমপি নাপ্নোতি তন্মধ্যং কিল ভূতলম ॥ ৩ ॥ ইতি ব্রুবাণ-

---

আজ লক্ষ বৎসর হইল, আকাশে উড়িয়া আসিতেছি। নন্দীশ বলিলেন,—বিরিঞ্চি কেতচ্ছদকে তাদৃশ শ্রান্ত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং নিজেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হতাশ্বাস ও নীরবতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আক্রান্ত স্বর্গ-মর্ত্ত্যাবকাশে সেই তেজোরাশিই বা কোথায়? আর এই পরীক্ষায় পরিচ্ছিন্ন-পৌরুষ আমিই বা কোথায়? আমার পক্ষপুট যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখিতেছি অঙ্গ সকল ধ্বস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি যেন ভূতলে পড়িলাম। অধিক আর কি বলিব! আমার নিশ্বাসবায়ুর সহিত প্রাণবায়ু যেন বহির্গত হইতেছে; অহঙ্কার ও মদগ্রন্থি আমার চিত্ত হইতে ক্রটিত হউক। মুকুন্দের সহিত আমার স্পর্দ্ধাভাব বিদূরিত হউক; যে হেতু এই লিঙ্গ দ্যাবাপৃথিবী পরিমাণ হইতেও অধিক এবং অদ্যাপি তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ঔন্নত্যলাভ করিতেছে। অতএব এই তেজোরাশির ইয়ত্তা করিতে আমি, নারায়ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেবগণ সমর্থ নহি। এস্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা আর আমার নাই, সুতরাং এই স্থান হইতেই নিবর্ত্তিত হই। জাতবিস্ময় বিধাতা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কেতকচ্ছদকে জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কে? কোথা হইতে এখানে আসিলে? কেতকচ্ছদও তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল—বলিল,—আমি কেতকচ্ছদ ছিলাম, শিবাজ্ঞায় সচৈতন্য হইয়াছি। আমি তেজস্তম্ভলিঙ্গের মস্তকে বহুকাল ছিলাম; সম্প্রতি স্বেচ্ছায় ভূলোকে বাস করিবার মানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পদ্মজন্মা কেতকীবর্হের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন,—তুমি যখন শিব-মস্তক হইতে আসিতেছ, তখন "আর কতদূর গেলে তেজঃস্তম্ভলিঙ্গের অগ্র দেখিতে পাওয়া যায়" সেই কথা তুমি আমায় বল। ১৫—৩০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—কেতকীবর্হও হাসিয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে বলিলেন,—রে মূঢ়! তুই কে? তুই কি তেজঃস্তম্ভলিঙ্গের বিষয় কিছুই জানিস্ না? ঐ লিঙ্গের সর্ব্বদিকে ঈদৃশ বহু ব্রহ্মাণ্ডকোটি সংলগ্ন রহিয়াছে। তাঁহার এবম্প্রকার পরিমাণ; ইহা কে জানিতে সক্ষম হয়? তাঁহার মস্তক হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত আসিতে আমার চারি অযুত যুগ গত হইল; তথাপি এখনও তাঁহার মধ্যদেশ ভূতল

মেনঞ্চ নমস্কৃত্য সরোজভূঃ। হিত্বা নিজমহঙ্কারমভাষত কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মহাত্মন সত্যমেবাস্মি মূঢ়োহহং কেতকচ্ছদ। ব্রহ্মণা হি ময়া স্পর্দ্ধা বিষ্ণুনা সহ নির্ম্মিতা॥ ৫ ॥ আভ্যামপীদমাবাভ্যাং বিস্মৃতং শিববৈভবম্। যন্নৌ মহানভূদ্গর্ব্বঃ সর্গসন্ত্রাণমাত্রতঃ॥ ৬॥ হ্রেপণী সঙ্কথা তাবদাস্তামদ্যাপ্যহং যতঃ। স্পর্দ্ধয়া ন বিমুক্তোঽস্মি বদ্ধয়া গরুড়ধ্বজে॥ ৭ ॥ সখ্যং সাপ্তপদীনং হি কথ্যতে তত্ত্ববাদিভিঃ॥৮॥ অসংস্তুতধিয়ং হিত্বা কর্ত্তুমর্হস্যনুগ্রহম্। অহং বিষ্ণুশ্চ মোহান্ধৌ তেজঃস্তম্ভস্য বীক্ষণাৎ॥৯॥ হংসকোলাকৃতী দধ্বো মিথঃ সাম্যং ব্যপোহিতুম্। মূলং দিদৃক্ষুঃ স দশাং কীদৃশীং যাতবানিতি॥ ১০॥ ন জানে মম চাস্যাগ্রং দিদৃক্ষোরীদৃশী দশা। গতস্যড্ডীয়মানস্য মে সহস্রেণ হায়নৈঃ॥ ১১॥ জাতশ্রমোঽস্মি নিতরাং বিযুজ্য ইব চাসুভিঃ। দিষ্ট্যাদ্য ভদ্র লব্ধস্ত্বং ময়ালম্বোঽবসীদতা॥ ১২॥ তন্মে কুরুষ মিত্রস্য সফলাং যাচনামিমাম্। সখাহং সহসঙ্গল্পাদস্মি দাসোঽনুষঙ্গনাৎ॥ ১৩॥ তত্ত্বয়া করণীয়মেবং প্রার্থনৈবা কৃতাঞ্জলিঃ। যদি পশ্যতি মূলং স জিতোঽহমমুনা তদা॥ ১৪॥ যদ্বা ন পশ্যতি তদাপ্যস্মি সাম্যমুপেয়িবান। ইদং দ্বয়মপি প্রায়ো মমাতিত্রেপণং সখে॥ ১৫॥ ত্বয়ৈব পরিহার্য্যত্বমিদানীং সমুপাগতম্। অনৃতামভিভাষ স্বমুচিতাঞ্চ সুহৃৎকৃতে॥ ১৬॥ গিরমেকামিমামগ্রে চক্রপাণেরুদীরয়। এষ হংসাকৃতিব্রহ্মা তেজঃস্তম্ভস্বরূপিণঃ॥ ১৭॥ অত্যুচ্চং দৃষ্টবানগ্রমত্র সাক্ষ্যে স্থিতোঽস্ম্যহম্। তেনাপি তেজঃস্তম্ভত্বমেয়ুষা চন্দ্রমৌলিনা॥ ১৮॥ সম্ভাবিতোঽয়ং সুতরাং পিত্রেব হি পিতামহঃ। অতোঽয়মেবাভ্যধিকো ভবতো বিষ্টরশ্রবাঃ॥১৯॥ইত্যুক্ত্বা মম সাহায্যং সুমহৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া॥ ২০॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। এবং ভূয়ঃ প্রার্থিতোঽয়ং বিধাত্রা দাক্ষিণ্যার্দ্রঃ কেতকীবর্ণকোঽপি। তেজঃস্তম্ভাভ্যর্ণভাজে তথৈব প্রাহাশেষং বিষ্ণবে ব্রহ্মবাক্যম্॥ ২১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কেতকচ্ছদপ্রার্থনাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

প্রাপ্ত হইলাম না। কেতকীবংশ এইকথা বলিলে পদ্মযোনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজ অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে মহাত্মন্ কেতকচ্ছদ! সত্য-সত্যই আমি মূঢ়; আমার নাম ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণুর সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা দুজনে শিব-বৈভব বিস্মৃত হইয়াছিলাম; বিস্মৃত হইবার কারণ এই যে, আমরা দুজনে সৃষ্টি-স্থিতির একমাত্র অধিকারী বলিয়া আমাদের মহান গর্ব্ব হইয়াছিল। এ লজ্জার কথা, আর বলিয়া কাজ নাই—আমি এখনও গরুড়ধ্বজবিষয়িণী স্পর্দ্ধা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। সখ্যকে সাপ্তপদীন বলে; সুতরাং আপনি আমার সখা। আপনি অপ্রশংসনীয় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি ও বিষ্ণু, আমরা উভয়ে মোহান্ধ হইয়া "পরস্পরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিব" এই অভিপ্রায়ে তেজঃস্তম্ভলিঙ্গের মূল ও অগ্রদেশ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হংস ও বরাহাকৃতি ধারণ করি। বরাহরূপ ধারণ করিয়া মূল দেখিতে গিয়া বিষ্ণুর কীদৃশী দশা হইয়াছে, আমি তাহা জানি না, আর হংসরূপ ধারণ করিয়া অগ্র দেখিতে গিয়া আমি এই দশায় উপনীত হইয়াছি। উৎপতনাবস্থায় আমার সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। আমি মৃতকল্প হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। হে ভদ্র! অদ্য ভাগ্যবশত অবলম্বনরূপে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি অভিনব মিত্রের এই প্রার্থনা সফল করুন। আপনার সহিত আলাপবশত আমি আপনার সখা এবং অনুষঙ্গ-বশে দাস হইয়াছি। অতএব আপনি আমার প্রার্থনা পূরণ করুন, আমি আপনাকে কৃতাঞ্জলি করিতেছি। বিষ্ণু যদি লিঙ্গমূল দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমাকে জয় করিয়াছে। আর যদি সে লিঙ্গমূল দর্শন করিতে পারে নাই, তাহা হইলে আমিও তাহার সাম্য লাভ করিয়াছি। তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়া বা তাহার সাম্য লাভ করা, এতদুভয়ই সখে! আমার পক্ষে অতিশয় লজ্জাজনক।১—১৫। হে সখে! সম্প্রতি আমার এই লজ্জা পরিহারের নিমিত্ত তোমার এই অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সুহৃদের জন্য এই সমুচিত মিথ্যা কথাটী চক্রপাণির নিকট গিয়া বল যে, "হংসাকৃতি ব্রহ্মা তেজঃস্তম্ভ লিঙ্গের অত্যুচ্চ অগ্রদেশ দর্শন করিয়াছেন; আমি ইহার সাক্ষ্যে অবস্থিত আছি। সেই তেজঃস্তম্ভরূপ চন্দ্রমৌলিও পিতার ন্যায় পিতামহকে যার পরনাই সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বিধি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ।" এই কথা বলিয়া আপনি আমার মাহাত্ম্য খ্যাপন করুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধাতা

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। সোঽপি ব্রাহ্মণমুদ্বীক্ষ্য তাবত্তা দ্বিগুণং স্ময়ন্। নাগ্রং দৃষ্টমনেনেতি নিশ্চিকায় বিবেকবান্॥ ১॥ অনুগ্রহীতুং মাং মুগ্ধং হন্তুং চাস্য বির্মোদম্। দেবদেবঃ স এবালং ভূত-ভর্ত্তৈতামস্ততঃ॥ ২॥ মূলসন্দর্শনাশক্ত্যা তেজঃ-স্তম্ভস্য মে মদঃ। ব্যপেত এব মন্যেঽদ্য যদ্ভক্তি-স্ত্র্যম্বকেঽজনি॥ ৩॥ স্তুয়তে বীতগর্ব্বত্বাৎ স ইদানীং মহেশ্বরঃ। যস্য দক্ষিণবামাভ্যামঙ্গাভ্যাং নৌ সমুদ্ভবৌ॥ ৪॥ অদ্যাপ্যবীতগর্ব্বত্বাল্লব্ধাসৌ কূট-সাক্ষিণম্। হিরণ্যগর্ভো মামেবমতিসন্ধাতুমিচ্ছতি॥ তদদ্য সকলস্যাপি দুঃখস্যাপনয়ে ক্ষমঃ। স এব শরণ-ত্বেন প্রাপ্তব্যঃ শঙ্করো ময়া॥ ৬॥ তথা কৃতাপরাধস্য কৃতঘ্নস্য গুরুদ্রুহঃ। তম্বতে রক্ষিতা কোঽন্যস্তমেব স্তৌমি শঙ্করম্॥ ৭॥ বিষ্ণুরুবাচ। জয় পৃথ্বীময়াকার জয় চাপোময়াকৃতে। জয় প্রভাকরাকার জয়ামৃত-করাকৃতে॥৮॥ জয় বৈশ্বানরাকার জয় গন্ধবহাকৃতে। জয় হোতৃময়াকার জয় কাশময়াকৃতে॥ ৯॥ রক্ষ মাং ত্রিগুণাতীত রক্ষ মাং কালবিগ্রহ। রক্ষ মামক্ষয়ৈ-শ্বর্য্য রক্ষ মাং করুণাকর॥ ১০॥ স্রষ্টা ত্বং সর্ব্ব-জগতাং রক্ষিতা সর্ব্বদেহিনাম্। হর্ত্তা চ সর্ব্বভূতানাং ত্বাং বিনৈবাস্তি কোঽপরঃ॥ ১১॥ অণূনামপ্যণী-য়াংস্ত্বং মহান্ত্বং মহতামপি। অন্তর্বহিস্ত্বমেবৈত-জ্জগদাক্রম্য বর্ত্তসে॥ ১২॥ নিগমাস্তব নিশ্বাসা বিশ্বং তে শিল্পবৈভবম্। স ত্বং ত্বদীয় এবাসি জ্ঞানমাত্মা তব প্রভো॥ ১৩॥ অমরা দানবা দৈত্যাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরা নরাঃ। প্রাণিনঃ পক্ষিণঃ শৈলাঃ শিখিনোঽপি ত্বমেব হি॥ ১৪॥ স্বর্গস্ত্বমপ-বর্গস্ত্বং ত্বমোঙ্কারস্ত্বমধ্বরঃ। ত্বং যোগস্ত্বং পরা সংবিৎ কিং ত্বং ন ভবনীশ্বর॥ ১৫॥ ত্বমাদির্ম্মধ্য-মন্তশ্চ তস্থুষাং জগ্মুষামপি। কালস্বরূপতাং প্রাপ্য কলয়স্যখিলং জগৎ॥ ১৬॥ পরেশঃ পরতঃ শাস্তা সর্ব্বানুগ্রাহকঃ শিবঃ। স এস মে কথঙ্কারং সাক্ষাদ্-

---

কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ এইরূপে প্রার্থিত হইয়া কেত-কীবহ্ণ তেজঃস্তম্ভান্তিকস্থ বিষ্ণুকে উক্ত প্রকার অশেষ ব্রহ্ম-বাক্য বলিলেন। ২১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিবেকবান্ বিষ্ণুও বিধিকে সন্দর্শন করিয়া দ্বিগুণ গর্ব্বের সহিত স্থির করিলেন যে, ইনি অগ্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাকে অনুগ্রহ করিতে এবং বিধিরও মদ খণ্ডন করিতে ভূতভর্ত্তা দেবদেবই সমর্থ। তাঁহার মূলদেশ দর্শনে অশক্ত হওয়ায় আমার মত্ততা অপগত হইল এবং ভগবান্ ত্র্যম্বকে আমার ভক্তি হইতেছে। আমি গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক ইদানীং সেই মহেশের স্তব করি। ঐ মহেশের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ হইতে আমাদের উদ্ভব। অদ্যাপি গর্ব্ববশে কূট-সাক্ষিত্ব লাভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ আমাকে বিড়-ম্বিত করিতেছে। অদ্য সকল দুঃখের অপনয়ন করিতে সক্ষম হইলাম। সেই শঙ্করকেই আমার শরণরূপে প্রাপ্ত হওয়া উচিত! আমি কৃতাপ-রাধ, কৃতঘ্ন, ও গুরুদ্রোহী, তদ্ব্যতীত আমার আর কে রক্ষক আছে! অতএব আমি তাঁহা-রই স্তব করি। ১—৭। বিষ্ণু বলিলেন,—হে পৃথ্বী-ময়াকার, অমপোময়াকৃতে! তোমার জয় হোক। হে প্রভাকরাকার অমৃতকরাকৃতে! তোমার জয় হোক! হে বৈশ্বানরাকার, গন্ধবহাকৃতে! তোমার জয় হোক। হে হোতৃময়াকার আকাশময়াকৃতে! তোমার জয় হোক। হে ত্রিগুণাতীত কালবিগ্রহ! আমায় রক্ষা কর। হে অক্ষয়ৈশ্বর্য্য করুণাকর! আমায় রক্ষা কর। তোমা ব্যতীত সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা ও হর্ত্তা, অপর আর কে আছে? তুমি অণু সকলের অণু এবং মহৎ সকলের মহৎ। তুমিই জগতের অন্তর ও বাহ্যপ্রদেশ; তুমিই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। নিগম সকল তোমার নিশ্বাস, এবং বিশ্ব তোমার শিল্পবৈভব। তুমি তোমাতেই জাত এবং জ্ঞান ও আত্মা তোমারই। অমর, দানব, দৈত্য, সিদ্ধ, বিদ্যা-ধর, নর, প্রাণী, পক্ষী, শৈল, এবং শিখী সক-লই তুমি। তুমি স্বর্গ, তুমি অপবর্গ, তুমি ওঙ্কার, তুমি যজ্ঞ, তুমি যোগ, এবং তুমিই পরা সংবিৎ; তুমি কি নও? তুমি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই আদি, মধ্য ও অন্ত। তুমিই কাল-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অখিল জগৎ সঙ্কলন কর। তুমি পরেশ, পর, শাস্তা, সর্ব্বানুগ্রাহক ও শিব, তকে কি প্রকারে আমি তোমার সাক্ষাৎ লাভ

ভবতি ধূর্জটিঃ ॥ ১৭ ॥ যং দৃষ্ট্বা শরণং প্রাপ্য নিঃশ্রেয়সমবাপ্নুয়াৎ। অথবা স্তৌমি তদ্ধাম জানমাত্রং যথামতি ॥ ১৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বৈব কৃপা কুর্যাদ ধ্রুবং সর্বতঃশ্রুতিঃ। ইতি নিশ্চিত্য বিষ্ণুঃ বিস্মিতঃ সম্পচক্রমে ॥ ১৯ ॥ তমেব লিঙ্গং স্তুত্বা প্রণম্য পরমেশ্বরম্। আদিমধ্যান্তরহিতং মহান্ত জগদীশ্বরম্। হঠাত্তেন বিরঞ্চেন বারিতোঽহপি সম্ভ্রমম্ ॥ ২০ ॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। জয় দেব মহাদেব বাম দেববৃষধ্বজ। কালান্তক ক্রতুধ্বংসিন্নীলকণ্ঠেন্দুশেখর ॥ ২১ ॥ জয় শম্ভো শিবেশান শর্ব ত্র্যম্বক ধূর্জটে। স্মরবৈরিন পুরারাতে স্থাণো ভব মহেশ্বর ॥ ২২। জয়েশ খণ্ডপরশো শূলিন পশুপতে হর। সর্বজ্ঞ ভর্গ ভূতেশ কপালিন্নীললোহিত ॥ ২৩ ॥ জয় রুদ্র মখারাতে পিনাকিন প্রমথাধিপ। গঙ্গাধর ব্যোমকেশ গিরীশ পরমেশ্বর ॥ ২৪ ॥ জয় ভীম মৃগব্যাধ কৃত্তিবাসঃ কৃপানিধে। কৈলাসে নিত্যমেব হি বর্তসে ॥ ২৫ ॥ ত্বদাজ্ঞয়া মরুদ্বাতি ফণী বহতি ভূভবম্। দীপয়তঃ সূর্য্যশশিনৌ ব্রহ্মাণ্ড প্লবতেঽম্বুধৌ ॥ ২৬ ॥ জ্যোতি বি

কবিব? তোমাকে দর্শন কবিলে লোব শবণ রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে। অতঃপর আমি যথামতি তোমার তেজের স্তব করি। তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিবে, এইরূপই সর্বত্র শুনা যায়। বিষ্ণু এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিস্মিত বিরিঞ্চি কর্তৃক অতর্কিতভাবে নিবারিত হইলেও সেই আদি-মধ্য অন্তরহিত পরমেশ্বর তেজ স্তম্ভ লিঙ্গকে প্রণামপূর্বঃসর স্তব করিতে লাগিলেন, যথা—হে দেব, মহাদেব, বামদেব, বৃষধ্বজ, কালান্তক, ক্রতুধ্বংসিন, নীলকণ্ঠ ইন্দুশেখর। তোমার জয় হৌক। হে শম্ভো, শিব, ঈশান, ত্র্যম্বক, ধূর্জ্জটে, স্মরবৈরিন্, পুরারাতে, স্থাণো, ভব, মহেশ্বর। তোমার জয় হৌক। হে ঈশ, খণ্ডপরশো, শূলিন, পশুপতে, হর, সর্বজ্ঞ, ভর্গ, ভূতেশ, কপালিন, নীললোহিত। তোমার জয় হৌক। হে রুদ্র, মখারাতে, পিনাকিন, প্রমথাধিপ, গঙ্গাধর, ব্যোমকেশ, গিরিশ, পরমেশ্বর। তোমার জয় হৌক। হে ভীম মৃগব্যাধ কৃত্তিবাস। কৃপানিধে তুমি কৈলাসে নিত্য বর্ত্তমান। তোমার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হয়, ফণী ভূধর বহন করে, সূর্য্য-শশী আলোক বিতরণ করে, অম্বুধি ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করে,

সংবর্তেহপি সর্বং ত্বচ্ছাসনাৎ প্রভো। অহং ব্রহ্মা চ জগতাং পালনির্মাণযোঃ প্রভুম্ ॥ ২৭ ॥ বিধায় কল্পসে পুষ্ট্যৈ ত্বতে শস্যানি মেদিনী। নাক্রামত্যব্ধয়ঃ সীমাং যচ্চ ত্বমাঽহরেব স ॥ ২৮ ॥ অণিমাদিমহাসিদ্ধিনিঃসাধারণবৈভবঃ। কথং ত্বামমৈবৈবমুপেক্ষে সমভিষ্টুতম্ ॥ ২৯ ॥ বিস্মরামস্ত্বাং স্মরামঃ সঙ্কটেঽপি চ। ন যোযো জাতু ভক্তেষু প্রসাদঃ সর্বদৈব তে ॥ ৩০ ॥ যদা বিবিৎসে ভক্তিং ত্বং যদা চ প্রাবৃণোষি তাম। মোহবোধৌ তদা পুংসাং কল্পেতে বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ৩১ ॥ ইতি স্তুতঃ সাঞ্জলিবদ্ধপাণিনা পতিঃ পশূনামথ চক্রপাণিনা। কৃতাপহাসে চ সরোজসম্ভবে মদোদ্ধতে প্রাদুরভূদ্দয়ানিধিঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শঙ্করপ্রাদুর্ভাববর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর জ্যোতিস্মান গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশে বিচরণ করে। হে প্রভো। এ সকলই তোমার শাসনে হইয়া থাকে। আপনি আমাকে ও ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টি ও পালনের প্রভু করিয়াছেন এবং এই জগতের পুষ্টির নিমিত্ত আপনি পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন। ঐ পৃথিবী শস্য সকল প্রসব করিতেছেন। সমুদ্র সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না, যে হেতু অব্ধি ও ভূমি আপনার স্বরূপ। অণিমাদি সিদ্ধি সকল আপনারই অসাধারণ বৈভব। কিপ্রকারে আমি অসাধারণ পরিপূত আপনাকে উপেক্ষা করিতে পারি? আমরা শোকবাহুল্য অবস্থায় আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি, এবং সঙ্কটে পতিত হইলে স্মরণ করি, কিন্তু কদাচিৎ আপনার ভক্তের উপর রোষ নাই। অপিচ আপনার প্রসাদ সর্বদাই বর্ত্তমান আছে। আপনি যখন জীবসমূহের ভক্তি বিধান বা তাহার আবরণ করেন, তখনই তাহাদের মোহ-বন্ধ মোক্ষরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। অঞ্জলিবদ্ধপাণি চক্রপাণি কর্তৃক দয়ানিধি-পশুপতি এইরূপে স্তুত হইয়া কৃতাপহাস মদোদ্ধত সরোজসম্ভব-সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৮—৩২।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। তেজঃস্তম্ভং বিনির্ভিদ্য সন্ধ্যাভ্রমিব চন্দ্রমাঃ। কৈলাসকূটধবলং বৃষেন্দ্রমধিতস্থিবান্॥ ১ ॥ জটাজূটবতা বালচন্দ্রচূড়েন মৌলিনা। কপালমালিকাং বৈধীং স্রজং চারগ্বধীং দধৎ॥ ২ ॥ নাগকুণ্ডলিভিঃ ফালফলকোদ্ভাসিলোচনৈঃ। পঞ্চভির্বদনৈর্দীপ্তৈঃ ক্ষেড়কল্মাষকন্ধরৈঃ॥ ॥ ৩ ॥ শূলং কপালং ডমরুং সারঙ্গং পরশুং ধনুঃ। খট্বাঙ্গমমলং খড়্গং দোর্ভির্নাগঞ্চ ধারয়ন্॥ ৪ ॥ শ্বসিতোদ্ধূলিতাকারো গজচর্ম্মোত্তরীয়বান্। সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্নঃ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ॥ ৫ ॥ পরিধানীকৃতব্যাঘ্রচর্ম্মো তাভ্যামদর্শি সঃ। রূপং দৃষ্ট্বা স আনন্দং ননর্ত্ত নলিনেক্ষণঃ॥ ৬ ॥ ন কিঞ্চিদপি জানানো মুমোহ চ সরোজভূঃ॥ ৭ ॥ দৃশাভিনন্দ্য মাধবং প্রসন্নয়া মহেশ্বরঃ। অথোদতিষ্ঠিপচ্চ তং সহুঙ্ক্রিয়ং চতুর্মুখম্॥ ৮ ॥ জগাদ চাধিকারিতামদাদ্যুবাং সমুদ্ধতৌ। ন লজ্জিতব্যমত্র বাময়ং ক্রমোহধিকারিণাম্॥ ৯ ॥ পরীক্ষ্য বৈভবং মম প্রবোধবানভূদ্ধরিঃ। অয়ং ন জাতু পদ্মভূঃ খলস্বনো দুরাত্মবান্॥ ১০ ॥ অশাসি পঞ্চবক্ত্রতা যদোপহাসিতোঽহম্। পুনঃ স্বপুত্রিকারতির্দ্বিতীয়ৈষ শিক্ষিতোঽভবৎ॥ ১১ ॥ তৃতীয় এষ মন্তুরপ্যহো কথং নু সহ্যতে। তদস্য তু প্রতিষ্ঠয়া ক্বচিন্ন ভূয়তাং বিধেঃ॥ ১২ ॥ অয়ঞ্চ কেতকচ্ছদো যদাপ কূটসাক্ষিতাম্। অতঃ পরং ন জাতু তন্মমৈতু মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতিম্॥ ১৩ ॥ শপ্ত্বৈবমেতৌ গিরিশঃ প্রীত্যা বিষ্ণুমভাষত॥ ১৪ ॥ শ্রীমহেশ্বর উবাচ। বৎস মা ভৈঃ প্রসন্নোঽস্মি ভবতে ভক্তিশালিনে। ননু ত্বমঙ্গান্মে জাতঃ সাত্ত্বিকোঽসি বিশেষতঃ। মাহেশ্বরাগ্রগণ্যোঽসি জগত্যাং হি যথা পুরা॥ ১৫ ॥ ন তবাতঃ পরং জাতু ভক্তিহানির্ভবেন্ময়ি। প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানা কল্পতে চ বিমুক্তয়ে॥ ১৬ ॥ ইত্যনুগ্রহকৃৎ ত্রিলোচনং ভক্তিভাজি নিরহংক্রিয়ে হরৌ। ভীতি-

---

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিষ্ণু-বিধি উভয়ে দেব শঙ্করকে দর্শন করিলেন। চন্দ্রমা যেমন সন্ধ্যাভ্র ভেদ করিয়া নিঃসৃত হন, তেমনি ভগবান্ শঙ্কর তেজস্তম্ভ ভেদপূর্ব্বক নিঃসৃত হইয়া কৈলাসকূটধবল বৃষেন্দ্রে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মৌলিতে জটাজূট এবং বালচন্দ্র বিরাজিত। তিনি কপালমালা-বিশিষ্ট বৈধী আরগ্বধী মালা ধারণ করিয়াছেন। নাগকুণ্ডল ও ফণি-ফলকোদ্ভাসী লোচনে তাঁহার প্রদীপ্ত বদনমণ্ডল সুশোভিত। তাঁহার স্কন্ধদেশে ক্ষেড় ও কল্মাষ সংরক্ষিত। শূল, কৃপাণ, ডমরু,সারঙ্গ, পরশু, ধনু, খট্বাঙ্গ ও অমল খড়্গ, এসকল তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি শ্বসিতোদ্ধূলিতাকারে গজচর্ম্মোত্তরীয়ধারী সর্ব্বালঙ্কার-সম্পন্ন ও দেবগণ কর্তৃক অভিষ্টুত এবং তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ভগবান্ মহেশের ঐরূপ অপরূপ রূপ দেখিয়া নলিননেত্র আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে পদ্মযোনিও তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া মুগ্ধ অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর প্রসন্নতার সহিত নয়নেঙ্গিতে মাধবকে অভিনন্দিত করিয়া চতুরাননকে হুঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক উত্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা উভয়ে অধিকারিতামদে উদ্ধত হইয়াছ। তোমাদের ইহাতে লজ্জা হয় নাই? এই-কি অধিকারীদিগের কর্ত্তব্য? ১—৯। হরি আমার বৈভব দেখিয়া অনেকটা প্রবোধিত হইয়াছে; কিন্তু দুরাত্মা পদ্মভূ এখনও প্রবোধিত হয় নাই। এই বিধি আমার পঞ্চবক্ত্রতার জন্ত আমাকে উপহাস করে। স্বপুত্রিকা-রতিও ইহার অন্যতম অপরাধ। তখনও আমি ইহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। অধুনা ইহার তৃতীয় অপরাধ-উপস্থিত। অহো! কিরূপে ইহা সহ্য করা যায়? অপরাধের ফলে এই বিধির কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা হইবে না। এই কেতকচ্ছদও কূট-সাক্ষিতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এ আমার মস্তকে কদাচিৎ স্থান পাইবে না। এই প্রকারে গিরিশ কেতকচ্ছদ ও ব্রহ্মাকে শাপ প্রদান করিয়া প্রীতিসহকারে বিষ্ণুকে বলিলেন,—বৎস! তোমার ভয় নাই; তুমি ভক্তিমান্, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার অঙ্গ হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি বিশেষ সাত্ত্বিক; অতএব তুমি পূর্ব্বে যেমন ছিলে, এখনও তেমনি শিবভক্তাগ্রগণ্য রহিলে। অতঃপর আর আমার প্রতি তোমার ভক্তিহানি ঘটিবে না। প্রতিক্ষণ আমার প্রতি তোমার ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবে। ভগবান্ ত্রিলোচন নিরহঙ্কার হরির প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে বিধি

মানবনতঃ স্বয়ং বিধিঃ স্তোতুমারভত কম্প্র-বন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকৃতশিবস্তুতির্নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ। দেবদেব তবৈশ্বর্য্যং কেন শক্যেত বেদিতুম্। বিনা ভাগ্যোকাস্থুলভং ভবদীয়মনুগ্রহম্ ॥ ১ ॥ অকর্ত্তৃকাণি বাক্যানি ঐশ্বর্য্যং তে নিরত্যয়ম্। ন স্তোতুং শক্যতে কিন্তু নমস্কুর্ব্বন্তি দূরতঃ ॥ ২ ॥ কো বিষ্ণুঃ কোঽহমেতে বা দিক্পালা বাসবাদয়ঃ। ত্বমেব দেব কর্ত্তাসি জগৎসৃজন-রক্ষয়োঃ ॥ ৩ ॥ পতিস্ত্বং পার্ব্বতীনাথ পশবো বয়মপ্যমী। বদ্ধুং পাশেন মোক্তুং বা ত্বমেবাস্মান প্রগল্‌ভসে ॥ ৪ ॥ ষড়বিংশত্তত্ত্বরূপস্ত্বমভিতশ্চাভিবর্ত্তসে। কোবিদঃ কো বিনির্ণেতুং তব যাথাত্ম্যমীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ কিরাতঃ কিল দেবস্ত্বং সারমেয়ৈঃ কিলাগমৈঃ। ষড়ুবর্গহিংস্রান্ সংহর্ত্তুং করোষ্যাখেটকম্ ॥ ৬ ॥ দেব দক্ষাধ্বরে পূর্ব্বং বীরভদ্রস্তদাজ্ঞয়া। কাংকাং শিক্ষামকার্ষীন্ন ইতি কাপি বিড়ম্বনা ॥ ৭ ॥ তব কালাগ্নিরূপস্য সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডদাহিনঃ। পোষণাৎপুষ্পচাপস্য প্রায়ো জিহ্রেতি শেমুষী ॥ ৮ ॥ কৃতাপরাধঃ শূলেন ত্বয়া দীর্ণো জলন্ধরঃ। অন্তকোঽন্ধকদৈত্যশ্চ প্রতিবীরশ্চ কোঽস্তি তে ॥ ৯ ॥ আধারয়িষ্যৎ কণ্ঠেন কালকূটং ন চেত্তবান্। কথং চ ধারয়িষ্যামো বয়ং সর্ব্বেঽপি জীবিতম্ ॥ ১০ ॥ দেবদারুবনে পূর্ব্বং মুনীন্ কেবলকর্ম্মঠান্। প্রক্ষোভ্য ধূর্ত্তবেশস্ত্বং দয়য়ান্বগ্রহীস্তথা ॥ ১১ ॥ অঙ্ঘ্রিণাক্রান্তবান্নো চেদত্যুগ্রাং ত্বমপস্মৃতিম্। ত্বয়াক্রান্তমিদং কৃৎস্নমন্ধকারায়তে জগৎ ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধনারীশ্বরং রূপং ত্বয়া চেন্ন প্রকাশিতম্। প্রভবামি কথং স্রষ্টুং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৩ ॥ ভবতা স্তম্ভিতঃ শম্ভো সংরম্ভাজ্জম্ভজিদ্‌ভুজঃ। কিয়ন্তং হন্ত কালং তে জয়স্তম্ভ ইব স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ ভিক্ষোঃ কপালমাপূর্য্য রুধিরেণাত্মনো হরিঃ। শূলেনোৎক্ষিপ্য মুমুহে হেতত্ত্বমবধারয় ॥ ১৫ ॥ ন চেদশিক্ষয়ঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রাণ্যনুকম্পয়া।

ভীত-চিত্তে অবনত-মস্তকে স্বরচিত ভাষায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১০--১৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবদেব! ভাগ্যৈকস্থলভ ভবদীয় অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কে তোমার মহিমা অবগত হইতে পারে? তোমার নিরত্যয় ঐশ্বর্য্য বক্তৃ-বাক্যেরও অগোচর। অতএব মানব তোমার স্তব করিতে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া থাকে। এই সৃষ্টির পালন এবং রক্ষাবিষয়ে বিষ্ণুই বা কে, আমিই বা কে, এবং বাসবাদি দিক্পালগণই বা কে? একমাত্র তুমিই এই জগতের সৃজন-পালনের কর্ত্তা। হে পার্ব্বতীনাথ! আমরা পশু, আর তুমি আমাদের পতি। তুমিই আমাদিগকে পাশবদ্ধ ও মুক্ত করিতে সক্ষম। তুমিই ষড়্‌বিংশতিতত্ত্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কোন্ পণ্ডিত তোমার যাথাত্ম্য নির্ণয় করিতে সমর্থ? তুমি কিরাতরূপে আগমরূপ সারমেয় দ্বারা কাম-ক্রোধাদি রিপুষড়্‌বর্গরূপ হিংস্র জন্তুগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত মৃগয়া-কৌতুক সম্পাদন কর। হে দেব! দক্ষ-যজ্ঞধ্বংসসময়ে বীরভদ্র তোমার কোন্ আদেশ না পালন করিয়াছিল? কিন্তু তাহার সে সমস্তই বিড়ম্বনামাত্র; কারণ,—তুমি কালাগ্নিরূপে ব্রহ্মাণ্ড দাহকালে তাহাকে রক্ষা না করিয়া পুষ্পচাপকে রক্ষা করিলে, ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে? তুমি কৃতাপরাধ জলন্ধরকে শূলদ্বারা নিহত করিয়াছ এবং অন্ধকাসুরের নিধন সাধন করিয়াছ। তোমার প্রতিযোদ্ধা কে আছে? তুমি কণ্ঠদেশে কালকূট ধারণ না করিলে আমরা সকলে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতাম? তুমি পূর্ব্বে ধূর্ত্তবেশ ধারণ করিয়া দেবদারুবনস্থিত একমাত্র কর্ম্মঠ মুনিগণকে ক্ষুভিত করিয়া অবশেষে কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছ। তুমি যদি অঙ্ঘ্রিদ্বারা অত্যুগ্র জলন্ধরণ আক্রমণ না করিতে, তাহা হইলে এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত। যদি তুমি অর্দ্ধনারীশ্বররূপ প্রকাশ না করিতে, তাহা হইলে আমি এই চরাচর জগৎ কি প্রকারে সৃষ্টি করিতাম? হে শম্ভো! তুমি সংরম্ভ সহকারে জম্ভজিতের হস্ত স্তম্ভিত কর, হায় ঐ হস্ত কিছুদিন তোমার জয়স্তম্ভের ন্যায় বিরাজিত ছিল। ১—১৪। কোন সময় হরি আত্মরুধিরে জনৈক ভিক্ষুর কপাল-পাত্রপূরণ করিয়া দিয়া তাহা শূলদ্বারা উৎক্ষেপণপূর্ব্বক

নির্ব্বাপয়েৎ কথং বৈরং ক্রুদ্ধোঽপি জমদগ্নিভূঃ ॥ ১৬ ॥ নৃহরিং শরভাকারঃ সমহার্ষীন্ন চেদ্ভবান্। স এব সংহরেদ্বিশ্বং হিরণ্যকশিপোরপি ॥ ১৭ ॥ ত্বমাচকর্ষ কল্পাব্ধৌ কৈবর্ত্তো মৎস্যকচ্ছপৌ। হরিং বদ্ধাহিরাট্‌-সূত্রৈর্নৃসিংহমথ শূকরম্ ॥ ১৮ ॥ একোনে পদ্ম-সাহস্রে স্বনেত্রেণ কৃতার্চ্চনম্। শূলিন সুদর্শনং দত্ত্বা দৈত্যদ্বিদমতুতুষঃ ॥ ১৯ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। স্তুতোবমস্য বিষ্ণোশ্চ প্রার্থনেন প্রসোদবান্। ধূর্জ্জটিঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং পুনরস্যাভ্যমন্যত ॥ ২০ ॥ সমজ্যাসু দ্বিজানাং চ পূজনং চানুশিষ্টবান্। উভাবপ্য-ব্রবীদেতৌ বাৎসল্যাচ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ২১ ॥ শ্রীশিব উবাচ। বৎসৌ যুবাং ন জ্ঞাত্বৈবং ভূয়ো ভবত-মুদ্ধতৌ। গুরুং স্মরন্তৌ মামেব জাগ্রতং সৃষ্টি-রক্ষয়োঃ ॥ ২২ ॥ ইহ প্রদেশে যুবয়োর্মযানুগ্রহঃ কৃতঃ। পুণ্যক্ষেত্রমিদং পুংসাং ভবতো মোক্ষায় কল্পতাম্ ॥ ২৩ ॥ যোজনত্রয়মাত্রেঽস্মিন ক্ষেত্রে নিবসতাং নৃণাম্। দীক্ষাদিকং বিনাপ্যস্তু মৎসাযুজ্যং মমাজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥ যত্র তিরশ্চামপ্যত্র স্থাবরাণাং চ দেহিনাম্। অপুনর্ভবপূর্বিকা বুদ্ধিরপবর্গস্য জায়তাম্ ॥ ২৫ ॥ নৃণাং চ দর্শনাদ্দূরে কৈবল্যং স্মরণেন বা। অস্তু বেদান্তবিজ্ঞানং ন সাধ্যং নিষ্প্রয়াসতঃ ॥ ২৬ ॥ শুভায় তৈজসী মূর্ত্তিঃ স্থাবরা মম শাশ্বতী। অরুণাদ্রি-রিতি খ্যাতা নিত্যমেবাত্র বর্ত্ততাম্ ॥ ২৭ ॥ যুগক্ষয়েঽপি নৈনং তু মজ্জয়েয়ুর্মহাব্ধয়ঃ। ন চালয়েয়ু-র্মরুতো ন দহেয়ুশ্চ বহ্নয়ঃ ॥ ২৮ ॥ জ্যোতির্ম্ময়মিদং লিঙ্গং জ্যোতিঃস্বপি ন জাতুচিৎ। ক্রমন্তাং নির্গমাগত্যা খেচরাণি সমন্ততঃ ॥ ২৯ ॥ যস্যানুগ্রহ-মিচ্ছামি জন্মোঽস্যাত্র সম্ভবঃ। দেহান্তে কল্পতাং মুক্ত্যৈ বিনোপনিষদীর্গিরঃ ॥ ৩০ ॥ এষ দূরাৎ প্রণামেন নিকর্ষাচ্চ প্রদক্ষিণাৎ। অপি পাপাত্মনাং পুংসামস্তু নিশ্রেয়সপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥ অত্রৈব নিয়তং বাসাঃ সম্ভবন্তি মহাত্মনাম্। তস্মাৎ স্থলমিদং হিত্বা ন গন্তব্যং কদাচন ॥ ৩২ ॥ শোণাচলমনাদৃত্য ক্বচিৎ স্থিত্বাপি মুক্তয়ে। তস্মাদ্যুবাং বিধিহরী বসতং

মোহ প্রাপ্ত হন, ইহা তুমি জান। তুমি যদি কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রাস্ত্র সকল শিক্ষা না দিতে, তাহা হইলে জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়াই বা কি প্রকারে বৈর-নির্যাতন করিতেন? তুমি যদি শরভাকার ধারণ করিয়া নৃ-হরিকে সংহার না করিতে, তাহা হইলে সেই নৃ-হরি হিরণ্যকশিপু এমন কি সমস্ত বিশ্বকেই নিহত করিতে পারিত। তুমি কৈবর্ত্ত হইয়া কল্পাব্ধিতে মৎস্য ও কচ্ছপকে আকর্ষণ কর এবং নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি রূপধারী, স্বনেত্ররূপ একোনসহস্র পদ্মে কৃত-ভবদীয়ার্চ্চন হরিকে অহিরাজ-সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া তাঁহাকে তুমি সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়া দেবতাদিগের সন্তোষ বিধান করিয়াছ। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—ধূর্জ্জটি এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্তবে ও প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব ও দ্বিজসভায় পূজাপ্রাপ্তির আদেশ করিলেন। চন্দ্রশেখর বাৎসল্য বশতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—হে বৎসদ্বয়! তোমরা না জানিয়া এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে, আমাকে গুরুরূপে অবগত হইয়া তোমরা পুনরায় সৃষ্টি ও রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হও। এইস্থানে আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলাম বলিয়া এই স্থান মানবের মুক্তিজনক পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। ত্রিযোজনপরিমিত এই তীর্থক্ষেত্রে যে সকল মানব বাস করিবে, আমার আদেশে দীক্ষাদি ব্যতিরেকেও তাহাদের মৎসাযুজ্য লাভ ঘটিবে। ১৫—২৮। অপিচ এখানে তির্য্যক জাতি, স্থাবর ও দেহধারী মাত্রেরই অপবর্গপ্রদায়িনী বুদ্ধি জন্মায়। দূর হইতে এই স্থান দর্শন ও স্মরণ করিলে নরের কৈবল্য ও অনায়াসে অসাধ্য বেদান্তবিজ্ঞানলাভ হয়। এই স্থান আমার এই তৈজসী স্থাবরা শাশ্বতী মূর্ত্তি-স্বরূপ অরুণাদ্রি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া নিত্য বিদ্যমান থাকিবে। এই মহাদ্রি যুগক্ষয়ে নিমগ্ন হইবে না, মরুৎ ইহাকে চালিত করিতে সক্ষম হইবে না এবং বহ্নি দাহ করিতে পারিবে না। অত্রত্য লিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়। যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যে এরূপ জ্যোতিঃ আর নাই। খেচরগণ ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি ও গতায়াত করে। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহারই এই স্থানে জন্ম হয় এবং দেহান্তে তাহার উপনিষৎ-সম্বন্ধীয় বাক্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ ঘটে। এই লিঙ্গকে দূর হইতে প্রণাম বা নিকটে আসিয়া প্রদক্ষিণ করিলে পাপাত্মা পুরুষ সকলের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা ব্যক্তিগণেরই এই স্থানে নিত্য বাস সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই শোণাচল পরিত্যাগ করিয়া

চাত্র নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইত্যুক্তবন্তং কামারিং প্রণম্য বিধিমাধবৌ। তৌ ব্যজ্ঞাপয়তাং দেবং দূরীভবদহঙ্ক্রিয়ৌ ॥ ৩৪ ॥ বিধিমাধবাবূচতুঃ। এবমেতজ্জগদাধার জগদাধারতাং গতঃ। আস্তাং গিরিরসৌ কিং তু তেজো হ্যস্য সুদুঃসহম্ ॥ ৩৫ ॥ অতোঽস্ত্বয়মুত্তমো রুদ্র তেজঃ সামান্যশৈলবৎ। তিষ্ঠত্বভেদ্যমহিমা নিশ্রেয়সমহাখনিঃ ॥ ৩৬ ॥ বিবৃণোতি নিজং জ্যোতির্বিশ্বস্যাস্য সমৃদ্ধয়ে। প্রত্যব্দং কার্ত্তিকে মাসি কৃত্তিকাসু দিনাত্যয়ে ॥৩৭॥ শর্ম্মদোঽপি নৃণাং দেব শোণাদ্রিস্তব শাসনাৎ। মহত্ত্বাদর্চ্চিতুং শক্যো ন স্যাদ্ভক্তস্য কস্যচিৎ ॥ ৩৮ ॥ এতস্যোপত্যকায়াং তদদ্যারভ্যাস্মদর্থনাৎ। দেবেন সন্নিধাতব্যমবস্থাং লিঙ্গরূপিণা ॥ ৩৯ ॥ তচ্চারুণগিরীশানমাবামারাধয়াবহে। অভিষেকানুলেপাদ্যৈরুপচারৈর্যথাবিধি ॥৪০॥ সন্ত্যত্র কেশরাশ্চূতা নাগপুন্নাগকেসরাঃ। আরগ্বধাঃ কুরবকা মালূরাঃ পাটলা অপি ॥৪১॥ অত্রৈব সন্নিধাতব্যং দেবদেব দয়ানিধে। যতস্তদ্ভক্তিদার্ঢ্যং নৌ ভবতাত্ত্বদুপাসনাৎ ॥ ৪২ ॥ নান্যথা চিত্তশুদ্ধির্নৌ দেবেহপ্যেবং প্রসেৎস্যতি। অনাদ্যবিদ্যাবৃতয়ে যো ভবিষ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪৩ ॥ শোণাদ্রেঃ পূর্ব্বদিগ্ ভাগে স এব ভৃশমুন্নতঃ। স এবালং নিবাসায় দেবস্য হৃদয়ঙ্গমঃ ॥৪৪॥ সাঙ্গবেদা ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণানি শিবাগমাঃ। কৃত্বা চ সকলাঃ প্রোক্তা ভবতৈব ভবাবয়োঃ ॥ ৪৫ ॥ নিশ্রেয়সায় ভক্তানাং ত্বয়ৈব গুরুরূপিণা। অষ্টাবিংশতিরাখ্যাতা আগমাঃ শৈবসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তেষু কস্য প্রকারেণ কুর্ব্বাণৌ ত্বদুপাসনাম্। কদাপ্যজ্ঞানজামার্ত্তিং নাধিগচ্ছাব শঙ্কর ॥ ৪৭ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইতি তৌ ধাতৃগোবিন্দৌ পাদপদ্মাবলম্বিনৌ। জগাদ করুণামূর্ত্তির্জগতীভৃৎসুতাপতিঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। যুক্তমুক্তমিদং ভদ্রৌ ময়াপ্যেবং মনীষিতম্। কামিকোক্তেন মার্গেণ মামর্চ্চয়িতুমর্হথ ॥ ৪৯ ॥ মহতো বিস্মৃতা মন্যে ভবদ্ভ্যাং শৈবসংহিতা। অধুনা মৎপ্রসাদেন পুনরুদ্ভাসতাং হৃদি ॥ ৫০ ॥

মুক্তির নিমিত্ত অন্যত্র কুত্রাপি যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব হে বিধি-হরি! তোমরা উভয়ে নিত্য এই স্থানে বাস কর। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—কামারি এই কথা বলিলে বিধি ও মাধব গর্ব্বরহিত হইয়া অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে বলিলেন,—হে জগদাধার! এই মহাক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঐরূপই বটে। এই গিরি জগতের আধার-স্বরূপ, ইহা এইরূপই বিরাজিত হউক; কিন্তু ইহার তেজ সুদুঃসহ। হে রুদ্র! অতএব ইহার উত্তম তেজ সামান্য শৈলের ন্যায় থাকুক। ইহার মহিমা অভেদ্য, ইহা মুক্তিপদের আকরস্বরূপ। এই অদ্রি বিশ্ব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা-নক্ষত্রে এই শোণাদ্রি আপনার শাসনে মানবগণের সুখদায়ক হইয়া থাকে। কোন ভক্তই অতি মহত্ত্ব বশতঃ এই অদ্রির অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য ইহার উপত্যকা ভূমিতে অদ্যাবধি আমাদিগের প্রার্থনা বশতঃ লিঙ্গরূপী দেব বিরাজ করিতেছেন। ঐ অরুণগিরীশকে আমরা দুই জনে অভিষেক-উপলেনাদি উপচার দ্বারা যথা-বিধি আরাধনা করিব। এই স্থানে কেশর, চূত, নাগ, পুন্নাগ, কেসর, আরগ্বধ, কুরবক, মালূর ও পাটল প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ আছে। দেবদেব দয়ানিধি এই স্থানে সন্নিহিত। আমরা এই স্থানে তাঁহার উপাসনা করিয়া তদীয় ভক্তি-দার্ঢ্য অর্জ্জন করিব। ইহার অন্যথা করিলে দেব শঙ্করে আমাদের চিত্তশুদ্ধি জন্মাইবে না। অনাদি অবিদ্যাবৃতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিত্য শোণাদ্রির পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অবস্থান করে, সে অত্যন্ত উন্নতিশালী হয়। ঐরূপ ব্যক্তিকেই ঐ স্থানে নিবাসের জন্য দেবদেব মনোনীত করেন। হে ভব! আপনি মুক্তি প্রদানের জন্য ভক্তগণের গুরুস্বরূপ; আমাদের উভয়ের নিমিত্ত আপনি সাঙ্গ বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও শিবগম সকল প্রণয়ন করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।২৫—৪৫। শৈব আগম অষ্টাবিংশতিসংখ্যক। তাহার মধ্যে কোন্‌টী দ্বারা আমরা আপনার উপাসনা করিব? হে শঙ্কর! কবে আর আমাদিগকে অজ্ঞানজনিত অশেষবিধ পীড়া ভোগ করিতে হইবে না? নন্দিকেশ্বর বলি-লেন,—করুণামূর্ত্তি জগতীভৃৎসুতাপতি স্বীয় পাদ-পদ্মাবলম্বী ধাতা ও গোবিন্দকে বলিতে লাগি-লেন। শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হেভদ্রযুগ্ম! তোমরা উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। আমিও এইরূপ বিবেচনা করিতেছিলাম। তোমরা 'কামিকোক্ত'—পদ্ধতি অনুসারে আমার অর্চ্চনা করিবে। বোধ হয়, তোমরা মোহবশতঃ শিব-সংহিতা ভুলিয়া গিয়াছ? অধুনা আমার প্রসাদে তাহা তোমাদের

নন্দীশ উবাচ। ইত্যুক্ত্বা শ্রীশবাগীশৌ গিরিশোঽন্তরধাদথ। তদা প্রাদুরভূত্তত্র লিঙ্গং কিমপি মঙ্গলম্॥ ৫১॥ তচ্চাবলোক্য সাশ্চর্য্যৌ মুকুন্দকমলাসনৌ। মুহুঃ প্রণম্য সানন্দং প্রার্চ্চ্য তুষ্টুবতুশ্চিরম্॥ ৫২॥ তাবকারয়তাং শোণগিরিনাথস্য চালয়ম্॥ নানাশিল্পাদ্ভুতং বিশ্বকর্ম্মণা প্রচয়েন চ॥ ৫৩॥ খানয়ামাসতুস্তত্র সরঃ কিমপি পাবনম্। অভিষেকায় দেবস্য সর্ব্বতীর্থময়ং নবম্॥ ৫৪॥ অরুণাখ্যং পুরং চারাৎ কল্পয়ামাসতুশ্চিরম্। সিদ্ধ্যৈ নোৎকণ্ঠতে লব্ধা কৈলাসায়াপি ধূর্জ্জটিঃ॥ ৫৫॥ তস্যাং ব্রহ্মর্ষয়ো দেবা গন্ধর্ব্বা দিব্যযোষিতঃ। সিদ্ধবিদ্যাধরা যক্ষাঃ পৌরত্বং সমুপাযযুঃ॥ ৫৬॥ তীর্থানি ধার্ম্যা কূপত্বং গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। নন্দনাদীনি চ বনান্যভবন্নিষ্কুটত্বতঃ॥ ৫৭॥ গোলোকো গোগোষ্ঠতয়া নৈগমত্বং কিলাগমাঃ। শৈলাশ্চ গোপুরাদিত্বং স্মৃতয়ো বিধিতাং যযুঃ॥ ৫৮॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালাঃ কটপূতনাঃ। প্রপন্না মানুষং দেহং তস্যাং কিল পৃথগ্‌জনাঃ॥ ৫৯॥ দেবোঽপি ধূর্জ্জটিস্তস্যাং কৌতুকী সিদ্ধরূপধৃক্। যোগিত্বং সমুপাস্থায় মাত্রাকৌপীনমুণ্ডধৃক্॥ ৬০॥ ন কেনচিদ্‌বিজ্ঞাতঃ সদা সর্ব্বত্র দীপ্যতি। তৌ চ কেশবলোকেশৌ জটিলৌ ভস্মগুণ্ঠিতৌ॥ ৬১॥ দান্তৌ শোণাদ্রিনাথং তমর্চ্চয়ামাসতুশ্চিরম্। তত্রত্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বর্ণানামানুগুণ্যতঃ॥ ৬২॥ দীক্ষাদিকানি চক্রাতে স্বয়মাচার্য্যতাং গতৌ। ক্রমেণ হৃতনির্ম্মাল্যৌ সর্ব্বাগমরহোবিদৌ॥ ৬৩॥ প্রাতঃ স্নাত্বা সমাহৃত্য পুষ্পপত্রাদিকং ফলম্। মন্ত্রং চারুণনাথস্য তত এব রহঃ শ্রুতম্॥ ৬৪॥ জগ্মতুর্জাপকৌ জজপতুঃ সর্ব্বমন্ত্রাধিকং সদা। ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যৈর্গীতবাদিত্রনর্ত্তনৈঃ॥ ৬৫॥ প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্মুদ্রাবন্ধৈর্নবৈর্নবৈঃ। আসনেন চ মূর্ত্ত্যা চ মূলেন চ যথাবিধি॥ ৬৬॥ পঞ্চব্রহ্মষড়ঙ্গাদ্যৈরর্চ্চয়ামাসতুঃ শিবম্। এবং বর্ষসহস্রাণি ষোড়শারুণশঙ্করম্॥ ৬৭॥ বেধোবিষ্ণূ সমারাধ্য শিবজ্ঞানমবাপতুঃ॥ ৬৮॥ ইতীমদশ্রাবি ময়া রহস্যং পিতুঃ শিলাদস্য মুখাৎ পুরা যৎ। নিবেদিতং চাদ্য তদেব তুভ্যং কিমন্যদাকর্ণয়িতুং মনীষা॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতারুণাচলেশমন্দিরবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

হৃদয়ে পুনরায় উদ্ভাসিত হউক। নন্দীশ বলিলেন,—শ্রীভগবান্ ঈশ গিরিশ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ঐ সময় ঐ স্থানে এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলময় লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুকুন্দ ও কমলাসন সাশ্চর্য্যে বার বার প্রণাম করিয়া আনন্দের সহিত অর্চ্চনা করত বহুক্ষণ যাবৎ স্তব করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিবিধ উপকরণে শোণাদ্রিমধ্যে নানাশিল্পাস্তৃত এক আলয় নির্ম্মাণ করাইলেন। এক পবিত্র অনির্ব্বচনীয় সরোবরও ঐ স্থানে তাঁহারা খনন করাইয়াছিলেন। ঐ সর্ব্বতীর্থময় অভিনব সরোবরে দেবতাদিগের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইত। উহার চতুর্দ্দিকে অরুণাখ্য নগর বসান হইল। ঐ স্থানে থাকিয়া কেহই সিদ্ধি লাভার্থ উৎকণ্ঠিত হইত না। ধূর্জ্জটিও ঐ স্থানে থাকিয়া কৈলাসের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন না। ব্রহ্মর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, দিব্য যোষিৎ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও যক্ষগণ ঐ নগরের অধিবাসী হইল এবং গঙ্গাদি সরিৎসকল কূপ, নন্দনাদি বন নিষ্কুট, গোলোক গো-গোষ্ঠ, আগম সকল নৈগম, শৈল গোপুর এবং স্মৃতিসমূহ বিধি হইল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল, ও কটপূতনা, ইহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিল। দেব ধূর্জ্জটিও কৌতুকাক্রান্ত হইয়া এই নগরে লিঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক যোগিত্বাবলম্বনে, মাত্রা কৌপীন ও মুণ্ড ধারণ করিলেন। তিনি সেখানে প্রকাশ্যভাবে সদা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। বিধি-বিষ্ণু উভয়ে জটিল, ভস্মাবগুণ্ঠিত, ও দান্ত হইয়া বহুকাল যাবৎ তত্রত্য শোণাদ্রিনাথের অর্চ্চনা করেন এবং ইঁহারা সেখানে তত্রত্য নিখিল বর্ণসকলের দীক্ষাদি কার্য্যে আচার্য্যতা করিয়া থাকেন। ক্রমশ ইঁহারা নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া নিখিল আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং ফল, পুষ্প পত্রাদি আহরণান্তে প্রাতঃস্নান করিয়া অরুণনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত মন্ত্র তাঁহা হইতে শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ জল্পনাপুরঃসর সর্ব্বদা জপ করিতে থাকেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপে ধূপ প্রদীপ, নৈবেদ্য, গীত, বাদিত্র, নর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, মুদ্রাবন্ধ, নূতন নূতন আসন ও মূর্ত্তি এবং পঞ্চ ব্রহ্ম ষড়ঙ্গাদি দ্বারা ষোড়শসহস্র বর্ষকাল যাবৎ অরুণাচলনাথের যথাবিধি আরাধনা করিয়া শিবজ্ঞান

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইতি শ্রুত্বাস্য বচনং মার্কণ্ডেয়োঽভ্যভাষত। মার্কণ্ডেয় উবাচ। শ্রুতমেব ময়া দেব শ্রোতব্যং ভবতো মুখাৎ॥ ১॥ তথাপি কৌতুকেনাহমাক্রান্তো মুনয়োঽপ্যমী। গৌর্য্যা কথং তপস্তপ্তং মহাদেব্যাত্র কথ্যতাম্॥ ২॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। কথয়ামি তদপ্যেতদ্যদর্থাধিগতমাত্মনা। শৃণু ত্বমবধানেন মার্কণ্ডেয় মহামতে॥ ৩॥ ননু জানাসি তৎপূর্ব্বং যথা দাক্ষায়ণীং শিবঃ। উপযেমে সতীং নাম সতীনামধিদেবতাম্॥ ৪॥ যথা চ সা ক্রুধা ভর্ত্তুর্দ্রুহি দক্ষপ্রজাপতৌ। যোগাদহাসীদাত্মীয়ং বপুরিত্যপি তে শ্রুতম্॥ ৫॥ তদা হরাজ্ঞানিদেশেন বীরভদ্রেণ যৎকৃতম্। অধ্বরধ্বংসনং দক্ষস্যাপি কে বিদিতং মহৎ॥ ৬॥ অশ্রৌষীস্তস্য দক্ষস্য গণৈঃ শীর্ষাবখণ্ডনম্। ব্রহ্মাচ্যুতেন্দ্রমুখানাং দেবানামপি শিক্ষণম্॥ ৭॥ দন্তঘাতং রবেঃ পাণিপাটনং জাতবেদসঃ। অদিতিপ্রভৃতীনাঞ্চ বিদ্যস্ত্রীণাং পরাভবম্॥ ৮॥ সা চ দেবী পুনর্জ্জন্ম লেভে হিমবতো গৃহে। উমেতি পার্ব্বতীত্যাখ্যাং দ্বিতীয়াং বিভ্রতী পুনঃ॥৯॥ দেবঃ স্থাণুবনে তাং চ পরিচর্য্যাপরাং রহঃ। অরুচ্যোঽচয়িষুঃ কামমধাক্ষীৎ কালবহ্নিনা॥ ১০॥ জিতেন্দ্রিয়ং চ তং দেবং ক্বাপি যান্তং গণৈঃ সহ। তপোভিস্তোষয়ামাস গৌরী শিখরবাসিনী॥ ১১॥ উপযম্যাথ তাং দেবো বৃত্তান্তৈশ্চিত্তহর্ষিভিঃ। রময়ামাস চৈকান্তে মোদস্বেতি বিলাসিনীম্॥ ১২॥ বৈধব্যখিন্নয়া রত্যা প্রার্থিতা শৈলনন্দিনী। কামপীঠে তপস্যন্তী কামং প্রত্যুদদীপয়ৎ॥ ১৩॥ পুনশ্চ মেনয়া মাত্রা পিত্রা চ হিমভূভৃতা। আনীতা ভবনং ভর্ত্রা সাকং চিরমরংস্ত সা॥ ১৪॥ তদা শুম্ভনিশুম্ভাখ্যৌ লেভাতে বেধসো বরম্। দেবদানবমর্ত্ত্যেষু মাস্ম নৌ পুরুষান্মৃতিঃ॥ ১৫॥ ইতি তদ্বচনং

প্রাপ্ত হন। এই ত পূর্ব্বে আমি পিতা শিলাদের মুখে যে শিব-রহস্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে নিবেদন করিলাম; আর কি শুনিতে আপনার ইচ্ছা হয়? ৪৬—৬৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় শিলাদনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আমি আপনার মুখে শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিলাম। তথাপি আমি ও মুনিগণ আমরা, মহাদেবী গৌরী এই স্থানে কিরূপে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; আপনি ইহা আমাদের নিকট প্রকাশ করুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মহামতি মার্কণ্ডেয়! তাহাও এই আমি যেমন জানি, বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনি জানেন,—পূর্ব্বে শিব যে প্রকারে সতীদিগের অধিদেবতা সতীনাম্নী দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করেন, যে প্রকারে সেই সতী ভর্ত্তৃদ্রোহী দক্ষ-প্রজাপতির প্রতি ক্রোধ-পরায় হইয়া যোগাবলম্বনে স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করেন; ঐ সময় দেবদেবের আদেশে বীরভদ্র যে ভাবে দক্ষের মহৎ যজ্ঞ ধ্বংস করেন। গণগণ কর্ত্তৃক যেরূপে সেই দক্ষের শীর্ষ-খণ্ডন ঘটে; ব্রহ্মা, অচ্যুতপ্রমুখ দেবগণ যে প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত হন; রবির যে প্রকারে দন্তপঙ্ক্তি উৎপাটিত হয়, জাতবেদার যেরূপে হস্ত-ভঙ্গ হয়; এবং যেরূপেই বা অদিতি প্রভৃতি দিব্য স্ত্রীগণের পরাভব-প্রাপ্তি ঘটে। দেবী হিমালয়ের গৃহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। পুনর্জন্ম লাভান্তে তিনি 'উমা' ও 'পার্ব্বতী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। একদা দেব শঙ্কর স্থাণুবনে একান্তে পরিচর্য্যাপরা গৌরীর রুচিকর কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কাল-বহ্নি দ্বারা কামদেবকে দগ্ধ করেন। জিতেন্দ্রিয় দেবদেবকে গণ সমভিব্যাহারে কোন স্থানে যাইতে দেখিয়া শিখরবাসিনী গৌরী তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করেন। তখন দেব শঙ্কর মনোহর বৃত্তান্ত কথনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া 'মোদস্ব' এই কথাটী বলিতে বলিতে একান্তে সেই বিলাসিনীর সহিত রমণ করেন। ঐ সময় বৈধব্য-খিন্না কাম-পত্নী রতি কর্ত্তৃক শৈলনন্দিনী প্রার্থিত হইয়া কামপীঠে তপস্যা করিতে করিতে কন্দর্পের প্রত্যুদ্দীপনা করেন। অনন্তর মাতা মেনকা ও পিতা কর্ত্তৃক শৈলসুতা ভর্ত্তার সহিত ভবনে আনীত হইয়া সুচির কাল রমণ করিয়াছিলেন। ১—১৪। ঐ সময়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে। উহারা প্রকাশ্য ভাবে বলিত যে, দেব-দানব-মর্ত্ত্যের মধ্যে কাহারও হস্তে আমাদের মৃত্যু

শ্রুত্বা জাতত্রাসৈঃ সুপর্ব্বভিঃ। অভ্যর্থিতোহবদদ্দেবো রহশ্চক্রধরাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥ মা ভৈষ্ট ভদ্র কালেন তথা প্রতিবিধীয়তে। যথা নির্দ্দিতৌ স্যাতাং তাদৃশৌ দানবাবিতি ॥ ১৭ ॥ দত্ত্বাভয়ং মুকুন্দাদীন্ বিসৃজ্যান্ধকসূদনঃ। অন্তঃপুরগতো রেমে দেব্যা সহ যথা পুরা ॥ ১৮ ॥ কদাচিন্নর্ম্মলক্ষ্যেণ প্রীত্যা কালীতি নিন্দিতা। তস্য প্রীত্যৈ কালিকা চ ত্বচমেবাজহান্নিজাম্ ॥ ১৯ ॥ যত্রোৎক্ষিপ্তবতী চর্ম্ম স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী। মহাকালীপ্রপাতাখ্যং তদভূৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ সা চ ত্বক্কৌশিকী নাম্না কালী বিন্ধ্যাদ্রিবাসিনী। তপস্যন্তী দুরন্তৌ তৌ জঘান মহাসুরৌ ॥ ২১ ॥ দেবী চ গৌরী শিখরে তস্মিন্নেব মনোহরে। তপোভির্লব্ধগৌরীত্বা ভর্ত্তারং সমতোষয়ৎ ॥ ২২ ॥ ক্রমেণ দৌহৃদবতী ভূত্বা প্রাসূত পার্ব্বতী। গজাননঞ্চ হেরম্বং সেনান্যঞ্চ ষড়াননম্ ॥ ২৩ ॥ তৌ চাগমবিদঃ প্রাহুর্নারায়ণচতুর্ম্মুখৌ। পূর্ব্বাপরাধশুদ্ধ্যর্থং দেবীগর্ভসমুদ্ভবৌ ॥ ২৪ ॥ বর্দ্ধমানৌ চ তৌ বালৌ পিত্রোরালোকমানয়োঃ। মগ্নয়োরিব হর্ষাব্ধৌ প্রেমগ্রন্থিরভূদ্দৃঢ়া ॥ ২৫ ॥ জাতু বীণানিনাদেন কদাচিচ্চিত্রলেখনৈঃ। বিজহ্রতুঃ শিবৌ স্বৈরমেকদা মণ্ডনৈর্ম্মিথঃ ॥ ২৬ ॥ জাতু বিদ্যাগমালাপৈঃ কদাচিচ্চিত্রবস্তুভিঃ। একদা লোকবৃত্তান্তৈর্দম্পতিভ্যাং বিনোদিতম্ ॥ ২৭ ॥ পুষ্পাবচয়নৈর্জাতু কদাচিদ্বারিখেলনৈঃ। অদীব্যতাঞ্চ রাগাদ্রৌ দোলাকেলিভিরেকদা ॥ ২৮ ॥ মৈনাকেনার্চ্চিতৌ জাতু মেনয়া জাতু পূজিতৌ। জাতু হিতৌ হিমবতা দম্পতী তৌ বিনোদিতৌ ॥ ২৯ ॥ জাতু দ্যূতবিনোদেন গীতগোষ্ঠ্যা কদাচন। একদা দানলীলাভিঃ শিবৌ চিক্রীড়তুশ্চিরম্ ॥ ৩০ ॥ দ্যূতলীনাজ্জিতমাচ্ছিদ্য পত্যুরুৎসঙ্গতাং গতম্। বলমীকুলমেণাঙ্কং তাটঙ্কীকৃতবত্যুমা ॥ ৩১ ॥ ইতি তৌ পিতরৌ চরাচরাণাং নিবসন্তৌ কনকাচলাদিকেষু। রুচিরেষু পদেষু কামভোগানতিহৃদ্যান্ সুচিরং কিলান্বভূতাম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবপার্ব্বতীবিহারবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নাই। ইহাদের কথা শুনিয়া চক্রধরাদি দেবগণ ত্রস্ত হইলেন; হইয়া তাঁহারা দেবদেব সতীপতির আরাধনা করেন। আরাধিত হইয়া তিনি বলেন,—ভদ্র দেবগণ! 'মা ভৈষ্ট' সময়ে আমি ইহার প্রতিবিধান করিব—যে প্রকারে এই প্রচণ্ড দানবদ্বয় নির্ম্মদিত হয়। মুকুন্দাদি দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া বিদায় দিয়া অন্ধকসূদন হর অন্তঃপুর-গত হইয়া দেবীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় রমণ করিতে লাগিলেন। হর কদাচিৎ পরিহাসক্রমে প্রীতিসহকারে দেবীকে 'কালী' বলিয়া নিন্দা করে। দেবী এইরূপ নিন্দিতা হইয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত স্বীয় ত্বক্ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলেন এবং পরমেশ্বরী স্বেচ্ছাবশে ঐ ত্বক্ যে স্থানে পরিত্যাগ করেন, সেই স্থানই মহাকালীপ্রপাত নামক অনুত্তম ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়। অনন্তর তিনি ত্বক্‌কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া তপস্যা করিতে করিতে অতিকামুক সেই মহাসুরদ্বয়কে নিপাতিত করেন। তিনি সেই মনোহর বিন্ধ্যাচলশিখরে তপস্যাপ্রভাবে গৌরীত্ব লাভ করিয়া স্বীয় ভর্ত্ত পশুপতিকে তোষিত করেন। অনন্তর তিনি দোহদবতী হইয়া ক্রমশ গজানন হেরম্ব ও দেবসেনানী ষড়াননকে প্রসব করেন। আগমবিদ্‌গণ বলেন, গজানন ও ষড়ানন—নারায়ণ ও চতুরাননই; তাঁহারা পূর্ব্ব অপরাধ বিনাশের নিমিত্ত দেবীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা পিতা দেখিতে দেখিতে ঐ বালকদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা হর্ষাব্ধিমগ্ন মাতা-পিতার দৃঢ় প্রেমগ্রন্থিরূপে পরিণত হইল। ঐ সময় হর-গৌরী কদাচিৎ বীণা বাদন দ্বারা, কদাচিৎ চিত্রলেখা দ্বারা, কদাচিৎ স্বৈর বিহার দ্বারা, কদাচিৎ যত্ন দ্বারা, কদাচিৎ দিব্য আগমালাপ দ্বারা, কদাচিৎ বিচিত্র বস্তু প্রণয়ন দ্বারা, কদাচিৎ লোকবৃত্তান্ত কথন দ্বারা, কদাচিৎ পুষ্পাবচয়ন দ্বারা, কদাচিৎ জলক্রীড়া দ্বারা, কদাচিৎ দোলাকেলি দ্বারা, কদাচিৎ মৈনাক কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া, কদাচিৎ মেনা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, কদাচিৎ হিমবান্ কর্ত্তৃক বিনোদিত হইয়া, কদাচিৎ দ্যূতক্রীড়া দ্বারা, কদাচিৎ গীতাদি দ্বারা, এবং কদাচিৎ দানাদি দ্বারা সুচির কাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গৌরী এক সময় স্বীয় পতির উৎসঙ্গ-গত চন্দ্রকে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়া তাহা দ্বারা নিজের তাড়ঙ্ক করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই জগতের মাতা-পিতা শঙ্কর-শঙ্করী কনকাচলের রুচির প্রদেশে বাস করিয়া সুচিরকাল অতিহৃদ্য কামভোগ সকল উপভোগ করেন। ১৫—৩২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। গার্হস্থ্যং বিভ্রতী ভর্ত্তুরেকাম্রতলবাসিনঃ। পক্বান্নপানৈঃ সা তত্র পর্য্যতর্পয়ত প্রজাঃ॥ ১॥ জাতু সন্ধ্যানুসন্ধানমুকুলীকৃতলোচনম্। বদ্ধাঞ্জলিপুটং দেবমদ্রাক্ষীদদ্রির্নন্দিনী॥ ২॥ ধ্যায়তে নূনমধুনা কাপি সৌভাগ্যশালিনী। ক্রিয়তে যন্ময়ি প্রেম তন্মন্যে বচনং মহৎ॥ ৩॥ কথং বিজ্ঞায়তে পুংসাং কুটিলা মানসী স্থিতিঃ। মিথ্যোপচারাদ্দক্ষেণ বঞ্চিতাম্ম্যমুনা ভৃশম্॥ ৪॥ ময়ি দাক্ষিণ্যমেবাস্য মন্যে মনসি চেদ্রহঃ। জনঃ সৌভাগ্যবান্ যস্মাত্তবতি স্নেহভাজনম্॥ ৫॥ অদ্যপ্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ ক্রীত ইত্যপি। মুগ্ধেন্দুশেখরেণাস্মি বিপ্রলব্ধা স্মরারিণা॥ ৬॥ অসমানানুরাগেষু নারীণাং মূঢ়চেতসাম্। সৌভাগ্যগর্ব্বো লোকেষু পরিহাসায় কেবলম্॥ ৭॥ ইতি প্রণয়রোষেণ দেব্যাঃ কলুষচেতসঃ। হব্যবাহাতপালীঢ়মিবাননমলক্ষ্যত॥ ৮॥ বাষ্পবারিপ্লবে তস্যা আতাম্রে চ বিলোচনে। নীলোৎপলে জলাপূর্ণে ইব ভূম্না বিরেজতুঃ॥ ৯॥ যত্তস্যাধীনতিলকং ভ্রুবোর্যুগমভজ্যত। দ্বেধাকৃতমিবাদর্শি মন্মথস্য শরাসনম্॥ ১০॥ অন্তর্ম্মন্যুভরেণাস্যাঃ কম্পতে স্মাধরচ্ছদঃ। মুহুঃ প্রবালস্থায়ীব রক্তাশোকস্য পল্লবঃ॥ ১১॥ অতীব রজ্যমানং তৎ পার্ব্বত্যা গণ্ডমণ্ডলম্। শাণাবঘর্ষমাণিক্যদর্পণপ্রতিমং বভৌ॥ ১২॥ অন্তর্ব্বেপথুতৌ তস্যাশ্চ কম্পাতে পয়োধরৌ। পদ্মকোশাবিবাতঃস্থচঞ্চরীকপ্রচালিতৌ॥ ১৩॥ অচিন্তয়চ্চ সন্তুয় সৌভাগ্যাভাবতো নন্থু। মমায়মন্যস্ত্রীচিন্তাং কুরুতে চন্দ্রভূষণঃ॥ ১৪॥ তদৈষা কাপি যাস্যামি কিমত্রাস্ত্যেকয়া মম। তপস্যন্তে চ সৌভাগ্যমর্জ্জনীয়ং ময়াধুনা॥ ১৫॥ নিমীলিতাক্ষিণ্যেবাস্য গন্তব্যং নিভৃতং ময়া। ন চেন্মাং বারয়ত্যেষ কণ্ঠাত্নপরি ভাষিতৈঃ॥ ১৬॥ বৎসৌ তু বর্দ্ধয়ত্যেব গঙ্গেয়মতিবৎসলা। দেবস্তু ন স্মরত্যেব মামন্যস্ত্রীপরায়ণঃ॥ ১৭॥ ইতি নিশ্চিত্য দেবস্য পার্শ্বাদাশু নিবৃত্য সা। অনির্দ্দিশ্য দিশং কাঙ্ক্ষিদ্যাতুং ব্যগ্রা প্রচক্রমে॥ ১৮॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—একাম্রবনবাসী ভর্ত্তার গার্হস্থ্য আপাদয়িত্রী ভগবতী গৌরী সুপক্ব অন্নপানাদি দ্বারা তত্রত্য প্রজামণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে পার্ব্বতী কদাচিৎ দেব শঙ্করকে সন্ধ্যার অনুসন্ধানে মুকুলীকৃতলোচন এবং বদ্ধাঞ্জলি দর্শন করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—নিশ্চয়ই ইনি এখন কোন সৌভাগ্যশালিনীকে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন্; আমার প্রতি যে ইঁহার প্রেম, তাহা বঞ্চনামাত্র। পুরুষসকলের কুটিল মনোগত ভাব বুঝিতে পারা দুষ্কর। অথবা আমি দক্ষের মিথ্যোপচারে অত্যন্ত প্রতারিত হইয়াছি। সম্ভবতঃ প্রভু শঙ্কর আমায় মনে মনে গুপ্তভাবে ভালই বাসিয়া থাকেন। স্নেহভাজন ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান্। 'তপস্যা প্রভাবে অদ্য হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম' এই কথায় সেই মুগ্ধেন্দুশেখর স্মরারি কর্ত্তৃক আমি বিপ্রলব্ধা হইয়াছি। পরস্পর অসমান অনুরাগে মুগ্ধচিত্ত নারীগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব কেবল পরিহাসেরই কারণ হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রণয়কোপকলুষিত দেবীর আনন তখন অনলপরিব্যাপ্তবৎ লক্ষিত হইল। বাষ্পবারি-পরিপ্লুত তাঁহার আতাম্র লোচনদ্বয় জলসিক্ত নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ১—৯। তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী তিলক দ্বারা ভ্রূযুগল বিভক্ত হইয়া দ্বিধাকৃত মন্মথশরাসনবৎ শোভিত হইল। প্রবালস্থিত রক্তাশোক-পল্লবের ন্যায় তাঁহার অধরচ্ছদ অভ্যন্তর-ক্রোধভরে কম্পিত হইতে লাগিল। শাণাবঘর্ষপ্রাপ্ত মাণিক্যদর্পণপ্রতিম তাঁহার রঞ্জিত গণ্ডমণ্ডল অতীব শোভিত হইল। মধ্যস্থিত-চঞ্চরীক প্রচলিত পদ্মকোশযুগলের ন্যায় তাঁহার পয়োধরযুগল আভ্যন্তরীণ কম্প দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। তিনি চিন্তা করিলেন,—আমার দুর্ভাগ্যবশতই চন্দ্রশেখর অন্য স্ত্রীচিন্তা করিতেছেন, অতএব আমি কোথায় যাইব? আমার এখন আর এখানে একাকিনী থাকিয়া কি হইবে? আমি তপশ্চরণ করিয়া সৌভাগ্য অর্জ্জন করিব। ইনি চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে আমি নিভৃতে গমন করিব। নচেৎ ইনি আমায় মাত্র মৌখিক কথাতেই যাইতে নিষেধ করিবেন। গঙ্গা, আমার বৎস কার্ত্তিক-গণেশকে লালনপালন করিয়া মানুষ করিবে। সে তাহাদিগকে অতিশয় ভাল বাসে। দেবদেব ত আর আমাকে স্মরণ করিবেন না, তিনি এখন অন্য স্ত্রীপরায়ণ হইয়াছেন। তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবদেবের পার্শ্ব হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন; উত্থিত হইয়া

চন্দ্রাবতী মাল্যবতী মালিনী বিজয়া জয়া। বারিতা অপি সরস্তাৎ স্বামিনীমন্বয়ুঃ স্বয়ম্ ॥১৯॥ তত্র সাপি গিরীন্ পুণ্যান্ বনানি নগরাণি চ। সরাংসি সরিতশ্চৈষা বিচচার সমন্ততঃ ॥ ২০॥ ভ্রমন্তী সহ্যপাদেষু দ্রাবিড়াখ্যে সুনীবৃতি। তীর্ত্বা শক্ত্যা-পগাং দেবীং বিজয়াং সমভাষত ॥ ২১॥ দৃশ্যোহয়ং নাতিদূরেণ পুরস্তাৎসকলারুণঃ। শৃঙ্গৈঃ সংলক্ষ্যতে-হষ্টাভির্নূনং মাহাত্ম্যবান্ গিরিঃ॥ ২২॥ উপত্যকাসু চৈতস্য দৃশ্যন্তে তাপসাশ্রমাঃ। অতীব পাবনাঃ শান্তাঃ পুণ্যারণ্যমনোহরাঃ॥ ২৩॥ গত্বা নিরূপয়ামস্তানিমান্ পুণ্যাশ্রমান্ বয়ম্। প্রসীদতিতরাং চেত এষাং সন্দর্শনেন মে॥ ২৪॥ এবমাহ্লাদয়ন্ত্যালিং ক্রমেণ গিরিনন্দিনী। তস্মাদ্রের্জ্জগ্মুষী পার্শ্বমপশ্যৎ কঞ্চিদাশ্রমম্॥ ২৫॥ লূতাস্তন্তূন্নয়ন্ত্যত্র কুম্ভীরাঃ শৈবলান্যপি। শিশূন্ পুঞ্জন্তি নীবারৈঃ সফরান ভূরিমায়বঃ॥২৬॥ হরন্ত্যবকরান বালৈশ্চমরাঃ স্ফীত-রোমভিঃ। সমীকুর্ব্বন্তি চোচ্চভূতৈর্বিষাণৈর্ধত্র সৈরিভাঃ॥ ২৭॥ বানরাঃ ফলপুষ্পাণি মধুপত্রাণি ভল্লুকাঃ। ক্রোড়াঃ স্নানীয়মৃৎস্নাঞ্চ যত্রর্ষিভ্যো নয়ন্ত্যহো॥ ২৮॥ কাকোলূকৈঃ শুকশ্যেনৈর্মৃগ-ব্যাঘ্রৈর্হরিদ্বিপৈঃ কলাপিসর্পৈর্যত্রাখুমার্জ্জারৈঃ সৌহৃদং শ্রিতম্॥ ২৯॥ হুয়মানপুরোডাশদ্রব্যসৌরভ্য-হারিণী। যত্র ক্রমান্তরালেভ্যো ধূম্যা নির্যাতি পাবনী॥ ৩০॥ পঠন্তি শতরুদ্রীয়ং যত্র বায়স-বৈরিণঃ॥ গৃণন্তি কাকাঃ স্তোত্রাণি সাম গায়ন্তি সারিকাঃ॥ ৩১॥ শাকশালিষু শার্দ্দুলাশ্চরন্তি চ তথৈব গাঃ। সিঞ্চন্তি পুষ্করাম্ভোভিঃ কুম্ভিনো যত্র পাদপান্॥ ৩২॥ কচিচ্চ শোভনে দেশে পুণ্যে পুণ্যমনোহরে। দদর্শ সা তপস্যন্তং যং কঞ্চিদৃষিসত্তমম্॥ ৩৩॥ অধস্তাৎ সপ্তপর্ণস্য চিত্রব্যাঘ্রত্বগাসনে। বদ্ধবীরাসনং সম্যক্ পাবনে কুশবিষ্টরে॥ ৩৪॥ শালিশূকারুণাভাভির্জটাভি-র্ভস্মপাণ্ডুরম্। অচঞ্চলাভির্বিদ্যুদ্ভিরিব শারদ-বারিদম্॥ ৩৫॥ নাসাগ্রনিশ্চলদৃশং সমপ্রস্ফুরিতা-

---

যে দিকে তাঁহার দুই চক্ষু যায়, সেই দিকেই অতি ব্যগ্রভাবে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চন্দ্রাবতী, মাল্যবতী, মালিনী, ও জয়া-বিজয়া, ইহারা সকলে নিবারিত হইলেও কোন বাধা না মানিয়া আপনা-আপনিই আপন স্বামিনী জগজ্জননীর অনু-গমন করিতে লাগিলেন। দেবী তখন পুণ্য গিরি, বন, নগর, সরোবর, সরিৎ ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সহ্যপাদস্থিত দ্রাবিড়নামক সুসমৃদ্ধ দেশে উপস্থিত হইয়া স্বশক্তি প্রভাবে তত্রত্য নদী পার হইয়া বিজয়াকে বলিলেন,—ঐ যে অনতিদূরে আমাদের সম্মুখভাগে আটটী শৃঙ্গবিশিষ্ট অরুণবর্ণ অচল দেখা যাইতেছে, সম্ভবতঃ উহা কোন মাহাত্ম্যবান্ গিরি হইবে। ইহার উপত্যকায় তাপসাশ্রম দেখা যাইতেছে। ঐ আশ্রমগুলি অতি পবিত্র, শান্ত এবং পুণ্যারণ্য-মনোহর। আমরা ঐ স্থানে গমন করিয়া ঐ পুণ্যাশ্রমগুলি বিশেষরূপে দর্শন করিব। এই আশ্রমগুলি দেখিয়া আমার মন অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছে। গিরিনন্দিনী ক্রমশ এইরূপে নিজ বয়স্যাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট অচলের পার্শ্বদেশে গমন করিয়া একটী আশ্রম দেখিতে পাইলেন। মাকড়সা (লূতা) সকল ঐ আশ্রমস্থ ঋষিগণের সূতা যোগাইয়া দেয় কুম্ভীরগণ শৈবাল আনিয়া দেয়; নীবার দ্বারা শিশুগণ প্রতিপালিত হয়। শৃগালেরা শফরদিগকে প্রতিপালন করে। চমরীগণ স্ফীতলোম পুচ্ছ দ্বারা সম্মার্জ্জনা কার্য্য করিয়া দেয়, মহিষ সকল শৃঙ্গ দ্বারা উচ্চ নীচ স্থান সমান করে; বানর সকল ফল পুষ্প, ভল্লুক সকল মধুপত্র এবং শূকর সকল স্নানীয় দ্রব্যাদি ঋষিগণের জন্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। সেখানে কাক ও উলূকে, শুক ও শ্যেনে, মৃগ ও ব্যাঘ্রে, সিংহ ও বারণে, শিখী ও সর্পে, এবং ইন্দুর ও বিড়ালে সদা সৌহৃদ্য বিরাজিত; ঐ স্থানের হূয়-মান পুরোডাশ-সৌরভহারিণী পবিত্র ধূমসমষ্টি ক্রমান্ত-রাল দিয়া নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে কোকিলকুল শতরুদ্রীয়, কাকসমূহ স্তোত্র, এবং সারিকা সকল সামবেদ গান করিয়া থাকে। ঐ স্থানে শাক-শালিক্ষেত্রে শার্দ্দুল ও বিচরণ করিতেছে আর গো-গণও বিচরণ করিতেছে। গগজগণ ঐ স্থানে পুষ্করবারি দ্বারা পাদপ সকলকে সিঞ্চন করিয়া থাকে। সেই দেবী ঐ স্থানের কোন শোভন পুণ্য মনোহর দেশে তপোনিষ্ঠ জনৈক ঋষিসত্তমকে অবলোকন করিলেন। তিনি ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর শতপর্ণাশন ও তদুপরি কুশাশন পাতিয়া ঐ পবিত্র আসনোপরি বদ্ধবীরাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি শালি-শুকারুণাভ জটা-পটলে অন্বিত এবং ভস্মপাণ্ডুর; এজন্য তিনি স্থির বিদ্যুৎসমন্বিত শারদ নীরদের ন্যায় দৃষ্ট হইতে

ধরম্। আবর্ত্তয়ন্তং রুদ্রাক্ষমালিকামগ্রপাণিনা ॥ ৩৬ ॥ প্রত্যগ্রনির্ণেজনতো হৃতাঞ্জানদশাঞ্চলে। বসানং বল্কলযুগে সন্ধ্যাভ্রে ভুভৃতং যথা ॥ ৩৭ ॥ ষড়্বর্গহিংস্রবন্ধায় স্থাপিতাং বাগুরামিব। উপবীতত্রয়ীমাবাহৃদোগর্ত্তস্য বিভ্রতম্। কুতোহচিরং তপোচারা সা তমপ্রাক্ষীত্তপোধনম্ ॥ ৩৮ ॥ পার্বত্যুবাচ। কস্ত্বং কোহয়ং গিরিবরো যত্র ত্বং কুরুষে তপঃ ॥ ৩৯ ॥ স চাহারুণশৈলোহয়ং পুণ্যক্ষেত্রেষু পূজিতঃ। গৌতমোহহং মুনিস্তীব্রং তপসারাধয়ে শিবম্ ॥ ৪০ ॥ ইত্যুক্তা বিজয়াদীনাং মুখেনৈনামুমাং বিদন্। প্রণম্য ভক্ত্যা বহুশো নীতবানুটজং নিজম্ ॥ ৪১ ॥ কন্দমূলফলাদ্যৈশ্চ কৃতাতিথ্যামিমাং মুনিঃ। জগন্মঙ্গলমূলায় তপসে চাবমন্যত ॥ ৪২ ॥ জ্যোতিঃস্তম্ভস্য সম্ভূতিমারভ্যাথ ক্রমেণ সঃ। জগাদ চাস্যৈ শোণাদ্রেম্মাহাত্ম্যমশেষতঃ ॥ ৪৩ ॥ শোণাদ্রেঃ পূর্ব্বদিগ্ভাগে স্থলীশ্বরমিতি স্থলম্। যত্র সন্নিহিতঃ শম্ভু-র্জ্যোতির্লিঙ্গাত্মতাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ বৈকুণ্ঠপরমেষ্ঠ্যাদিগীর্ব্বাণনিবিডীকৃতে। ন তত্র মে তপঃ কর্ত্তুমব্যাক্ষেপেণ শক্যতে ॥ ৪৫ ॥ অয়ং শোণগিরেঃ পাদঃ প্রবালাচলনামবান্। পুণ্যারণ্যোপকণ্ঠাদ্রিরহস্যত্বং বিগাহতে ॥ ৪৬ ॥ তত এবাহমত্রৈব প্রতিষ্ঠাপ্য ত্রিলোচনম্। আরাধয়ে যথাশক্তি তপোভিঃ কাঙ্ক্ষিতার্থিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ মমাশ্রমসমীপেহস্মিন্ পুণ্যক্ষেত্রমিদং মহৎ। ক্রিয়তামাশ্রমো দেব্যা কর্ত্তব্যং হি তপশ্চিরম্ ॥ ৪৮ ॥ মুনেরেবমনুজ্ঞানাৎ কৃতশ্রমপরিগ্রহা। উদযুঙ্ক্ত তপঃ কর্ত্তুং সুমহৎ পর্ব্বতাত্মজা ॥ ৪৯ ॥ আশ্রমং রক্ষিতুং সত্যবতীং কাননবাসিনীম্। শুভগাং ধূম্রকুমারীং চ প্রাগাদাশাস্বতিষ্ঠিপৎ ॥ ৫০ ॥ তপোবনস্য সর্ব্বস্য রক্ষায়ৈ সা সমাদিশৎ। দুর্গামনর্গলস্ফূর্ত্তিমাজ্ঞানির্ব্বাহণক্ষমাম্ ॥ ৫১ ॥ অনন্তরং সা ধম্মিল্লং মন্দারপ্রসবোচিতম্ ॥ জটাভরত্বং তপসে গময়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৫২ ॥ হংসচিহ্নদশং হিত্বা দুকূলং মিহিরারুণম্। পরুষং সুকুমারাঙ্গী পরিধত্তে স্ম বল্কলম্ ॥ ৫৩ ॥ অপি প্রসূনাবচয়নিঃসহাঙ্গুলিপল্লবা।

লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত। তাঁহার অধরোষ্ঠ সমভাবে প্রস্ফুরিত হইতেছে। তাহার করাগ্রে রুদ্রাক্ষমালা আবর্ত্তিত হইতেছে। পর্ব্বতের সন্ধ্যাভ্র ধারণের ন্যায় তিনি অভিনব নির্ণেজন হেতু অশুক্লাগ্র দশাঞ্চল বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া আছেন। তিনি ষড়্বর্গরূপ হিংস্রজন্তুগণকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্যই যেন যজ্ঞোপবীতত্রিতয়রূপ বাগুরা হৃদয়বিবরে পাতিত করিয়াছেন। কুতোহচিরা দেবী এবম্ভূত তপোধনকে প্রশ্ন করিলেন,—কে তুমি? এই গিরিবরেরই বা নাম কি?—যেখানে তুমি তপস্যা করিতেছ? তিনি বলিলেন,—এই গিরিবরের নাম অরুণক্ষেত্র, ইহা অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান। আর আমার নাম গৌতম মুনি। আমি গাঢ়তর নিয়ম তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করিতেছি। এই কথা বলিয়া তিনি বিজয়াদির মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উমা বলিয়া জানিতে পারিলেন—পারিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে বহুবার প্রণাম করিয়া স্বীয় কুটীরে লইয়া গেলেন এবং কন্দমূল-ফলাদি দ্বারা তাঁহার আতিথ্য সম্পাদন করিয়া জগন্মঙ্গল মূলস্বরূপ তপস্যায় মনঃ-সমাধান করিলেন। পরে তিনি জ্যোতিঃস্তম্ভের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শোণাদ্রি মহিমা বর্ণন পর্য্যন্ত যাবতীয় কথা আমূলাগ্র দেবীর নিকট কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শোণাদ্রির পূর্ব্বদিগ্ভাগে স্থলীশ্বর নামে এক স্থান আছে, সেখানে শম্ভু সন্নিহিত থাকিয়া জ্যোতির্লিঙ্গাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিধি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক নিবিড়ীকৃত ঐ স্থানে আমি নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে সক্ষম হই নাই। এই শোণগিরির পাদদেশের নাম প্রবালাচল। এই স্থানে বহু পুণ্যারণ্য বিরাজিত রহিয়াছে। ইহা অতি রহস্যময় স্থান। ১০—৪৬। এইজন্য আমি এই স্থানে ত্রিলোচনের প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কল্পিতার্থক তপস্যা দ্বারা যথাশক্তি তাঁহার আরাধনা করিতেছি। আমার এই আশ্রমসন্নিধানেই ঐ মহৎ পুণ্যক্ষেত্র বিরাজিত। আপনি এই স্থানে আশ্রম করিয়া সুচিরকাল তপস্যা করুন। মুনির এই কথায় দেবী এ স্থানে আশ্রম পরিগ্রহ করিয়া মহৎ তপোহনুষ্ঠানে উদযোগী হইলেন। তিনি প্রথমেই আশ্রম রক্ষার জন্য কাননবাসিনী সত্যবতী এবং সুভগা ধূম্রকুমারীকে নিযুক্ত করিলেন। নিয়ত স্ফূর্ত্তিশালিনী আজ্ঞানির্ব্বাহণক্ষমা দুর্গাকে তিনি সমস্ত তপোবন রক্ষার জন্য আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি মন্দার-কুসুমোপচিত ধম্মিল্লকে জটায় পরিণত করিলেন, তিনি সুকুমারাঙ্গী হইলেও সূক্ষ্ম সুচিক্কণ, হংসচিহ্নিত প্রান্ত দুকূল পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কর্কশ বল্কল ধারণ করিলেন। যাঁহার অতিপেলব অঙ্গুলিসকল কখন কুসুম-চয়ন [illegible] ক্লেশ সহ্য করিতে পারিত

অলাবীদতিতীক্ষ্ণাগ্রাণ্যবিকারং কুশানি সা ॥ ৫৪ ॥ বজ্রসূচিনির্ভরাঙ্গৈরবচ্ছিন্নানি কণ্টকৈঃ । শিরীষমৃদ্বী শাণ্ডিল্যপল্লবান্যুচ্চিকায় যা ॥ ৫৫ ॥ পাবন্যাং কমলানদ্যাং প্রাতর্বিহিতমজ্জনা । অর্চ্চয়ামাস রক্তাব্জৈর্যথাবিধি বিভাকরম ॥ ৫৬ ॥ দর্ভাক্ষত তিলোন্মিশ্রৈর্গৌরী শ্রীনদিবারিভি । দেবানিবর্ত্তয়া-মাস দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্ ॥ ৫৭ ॥ বালুকামণ্ডলে সূর্য্যমাবাহ্যাভ্যর্চ্চ্য পঙ্কজৈঃ । কৃতপ্রদক্ষিণা গৌরী প্রণনাম সহস্রশঃ ॥ ৫৮ । স্বয়মেব প্রতিষ্ঠাপ্য লিঙ্গং কিমপি শঙ্করম্ । আগমোক্তেন বিধিনা পূজয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৫৯ ॥ আসনেন চ মূর্ত্ত্যা চ মূলেনাঙ্গৈশ্চ সা ররিম । দণ্ডিপিঙ্গলমুখাশ্চ শক্তীর্দীপ্তাদিকা অপি ॥ ৬ ॥ তত্তদ্দিক্ষু চ সোমাদীন গ্রহান বেণ্বাদি মুদ্রয়া । তেজশ্চণ্ডে চার্চ্চয়িত্বা নির্ম্মাল্যং চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬১ ॥ অর্ঘ্যেণাতীব শুদ্ধেন সম্প্রোক্ষ্য চ সর্ব্বতঃ । দ্বারবাস্তু সমভ্যর্চ্চ্য ন্যাসানপি চকার সা ॥ ৬২ ॥ ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ যাগমন্তর্যাগং চকার । হৃদি পদ্মাসনে চার্চ্চ্য জ্ঞানবস্ত্বাদিকান ক্রমাৎ ॥ ৬৩ ॥ শক্তীর্দ্দলেষু বামাদীর্দ্দলাগ্রে সূর্য্যবেধসৌ । কেসরাগ্রে সোমবিষ্ণূ কর্ণিকাগ্রেহগ্নিধূর্জ্জটী ॥ ৬৪ ॥ তদূর্দ্ধে শক্তিচক্রং চ বিন্যস্য ব্রহ্মপঞ্চকম্ । অঙ্গৈর্দত্ত্বা চ পাদ্যাদীন্যুপচর্য্যাভিষিচ্য সা ॥৬৫॥ প্রাদাচ্চন্দনপুষ্পাদি ধূপদীপপ্রদায়িনী । ভূয়োহপি পঞ্চব্রহ্মাণি ষডঙ্গান্যপ্য-পূজয়ৎ ॥ ৬৬ ॥ তত্তদ্দিক্ষু চ শক্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ বিধানতঃ । কৃত্বা সর্ব্বোপচারাংশ্চ বিতত্যারাষ্টপুষ্পি-কান্ ॥ ৬৭ ॥ পঞ্চবক্ত্রাণি চাভ্যর্চ্চ্য কৃতচণ্ডেশ্বরার্চ্চনা । প্রদক্ষিণাপ্রণামাদ্যৈর্নিত্যং শিবমপূজয়ৎ ॥ ৬৮ ॥ শিবাগমোক্তবিধিনা দ্রব্যৈঃ সৌভাগ্যদায়িভিঃ । সা হোমং চ পূজান্তে প্রণীতে জাতবেদসি ॥ ৬৯ ॥ পরিকল্পিতোপচারা চ কন্দমূলফলাদিকৈঃ । স্বয়ং ব্রতোপচারেণাতিথীনভ্যপূজয়ৎ ॥ ৭০ ॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তিষ্ঠন্তী গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যতঃ । হ্রদে চ শিশিরে চন্দ্রপীযূষাপ্যায়িত ভবৎ ॥ ৭১ ॥ বর্ষারাত্রীষু ধারাভিঃ সহ বারিবারা পুনঃ । সৌদামিনীব দদৃশে তমসি স্তিমিতাকৃতি ॥ ৭২ ॥ পাণিপাদেন পদ্মানি মুখেন চ কলানিধিম । প্রদর্শয়ন্ত্যনায়াসান্নিন্যে সা হৈমনীর্নিশাঃ ॥ ৭৩ ॥ নীবারবীজদানেন সা মৃগানপ্যপোষয়ৎ । অজ্ঞাতহিংসাভিভবানাশ্রমোপান্তবর্ত্তিনঃ ॥ ৭৪ ॥

না, আজ তিনি এ পঙ্গালসমূহ দ্বারা অতি-তীক্ষ্ণ কুশগুচ্ছ নির্ব্বিকার চিত্তে ছেদন করিতে ছেন। ঐ শিরীষমৃদ্বী বজ্রসূচি-নিভবাঙ্গি কণ্টক দ্বারা শাণ্ডিল্যপল্লবসমূহ চয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি পবিত্র কমলানদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া লোহিতপদ্ম দ্বারা দিবাকরের যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি দর্ভাক্ষত ও তিল মিশ্র কমলানদীবারি দ্বারা দেবর্ষিপিতৃগণের তর্পণ সমাধা করিতে লাগিলেন। তিনি বালুকামণ্ডলে সূর্য্যের আবাহনপূর্ব্বক পঙ্কজ দ্বারা পূজা করিয়া প্রদ-ক্ষিণপুরঃসর প্রণাম করিতেন। স্বয়ং তিনি শঙ্করের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আগমোক্ত বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। আসন, মূর্ত্তি, মূলমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র দ্বারা তিনি রবি, দণ্ডিপিঙ্গল মুখ্য, দীপ্তাদি-শক্তি ও তত্তৎ দিকে বেণুমুদ্রা দ্বারা সোমাদি গ্রহগণের অর্চ্চনান্তে চণ্ডেশ্বরে তেজ সমর্পণানন্তর নির্ম্মাল্য নিবেদন করিতেন। অতীব শুদ্ধ অর্ঘ্য দ্বারা সর্ব্বদিক্ প্রোক্ষণ করিয়া তিনি দ্বারপাল পূজাপূর্ব্বক ন্যাস করিতেন। অনন্তর তিনি ভূতশুদ্ধি করিয়া অন্তর্যাগ করিতেন। তিনি হৃদয়ে পদ্মাসনোপরি ক্রমানুসারে জ্ঞান বস্ত্বাদির অর্চ্চনান্তে দলে বামাদি শক্তি, দলাগ্রে সূর্য্য ও বেধা, কেশরাগ্রে সোম ও বিষ্ণু, কর্ণিকাগ্রে অগ্নি ও ধূর্জ্জটী, তদূর্দ্ধে শক্তিচক্র এবং ব্রহ্মপঞ্চক বিন্যাস করিয়া অঙ্গমন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি প্রদান করত উপচারাদি দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক চন্দন-পুষ্পাদি ও ধূপ-দীপ প্রদান করিতেন। পুনরায় তিনি সেই সেই দিকে যথাবিধি শক্রাদি, বজ্রাদি, পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়ঙ্গের পূজা করিতেন। পরে তিনি সর্ব্ব উপচার সংগ্রহ করিয়া অষ্টপুষ্প বিস্তার করিতেন এবং পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিয়া চণ্ডেশ্বরের পূজা করিতেন। এইরূপে তিনি প্রদক্ষিণ ও প্রণামদ্বারা নিত্য শিবারা-ধনা করিতেন করিয়া, শিবাগমোক্ত বিধানে সৌভাগ্যদায়ী দ্রব্যদ্বারা পূজান্তে প্রণীত বহ্নিতে হোম করিতেন।৪৭—৬৯। এইরূপে উপচার সকল কল্পনা করিয়া তিনি কন্দমূল-ফলাদি দ্বারা স্বয়ং অতিথিসেবা করিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া শিশিরে হ্রদমধ্যে চন্দ্রপীযূষাপ্যায়িত হইয়া এবং বর্ষারাত্রিতে ধারার সহিত বারিবর্ষ হইয়া অন্ধকারে সৌদামিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেন। তিনি পাণিপাদে পদ্ম ও মুখে চন্দ্র প্রদর্শন করিতে করিতে অনায়াসে হেমন্ত নিশা যাপন করিতেন। তিনি নীবারবীজদান করিয়া মৃগপোষণ করিতেন, ঐ মৃগগণ আশ্রমপ্রান্তে

কৃতালবালসলিলৈঃ সুবালাকলশাহৃতৈঃ। বাৎসল্যা-দ্বর্দ্ধয়ামাস পূর্ণানাশ্রমপাদপান্ ॥ ৭৫ ॥ প্রদক্ষিণাং কৃতবতী শোণশৈলং গিরীন্দ্রজা। সা মনোরথ-সংসিদ্ধ্যৈ নিত্যং সহ সখীজনৈঃ ॥ ৭৬ ॥ পঞ্চাক্ষরীং জজাপৈষা শিবস্তোত্রাণ্যুদৈরয়ৎ। দধ্যৌ চ দেবং মনসা শোণপর্ব্বতরূপিণম্ ॥ ৭৭ ॥ অনুদিনমরুণা-চলেশ্বরং সা প্রণতবতী বিহিতপ্রদক্ষিণাদ্যৈঃ। শিবনিগমবিধানবেদিনী সা ব্যরচয়দদ্রিসুতা চিরং তপস্যাম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীকৃতারুণাচলেশ্বরপরিচরণ-বর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। তাবৎ কুতশ্চিদাকর্ণ্য তত্রস্থাং মহিষাসুরঃ। অবজ্ঞাতসুরারাতির্বিধ্বংসিতপুরন্দরঃ ॥ ১ ॥ সর্ব্বলোকজয়ী সিদ্ধবিদ্যাধরভয়াবহঃ। দুর্নিগ্রহো বরাদাসীচ্ছস্ত্রাস্ত্রৈরখিলৈরপি ॥ ২ ॥ তীক্ষ্ণানামপি শাপানামপ্যগোচরতাং গতঃ। দর্পাদ্ভির্দানবৈর্দৈত্যৈঃ কৌণপৈশ্চ নিষেবিতঃ ॥ ৩ ॥ দূষকো মুনীপত্নীনাং ধর্ম্মমার্গোপঘাতকঃ। বলাৎপুলোম্নো নমুচের্বৃত্রাদপি বলাধিকঃ ॥ ৪ ॥ হিরণ্যকশিপোর্বংশ্যো হিরণ্যাক্ষ ইবাপরঃ। তাং বিলোভয়িতুং কাঞ্চিৎ প্রাহিণোৎ কিল দূতিকাম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ সা তাপসীবেষধারিণী গিরিজাং প্রতি। সখীসমক্ষ এবেদমুবাচানুচিতং বচঃ ॥ ৬ ॥ অরাকুভীষণে ভীরো নিবসস্যত্র কিং বনে। বিহর্ত্তুমুচিতা রম্যেষ্ববরোধনবেশ্মসু ॥ ৭ ॥ কিমর্থং বাদ্য চিত্তং তে যৌবনে ভোগনিঃস্পৃহম্। নিবেশিতং তপসি চ দৈবতৈরপি দুষ্করে ॥ ৮ ॥ হংস-তুলময়ীং শয্যাং মুক্তাময়বিতানিকাম্। হিত্বা কিমিতি মৃদ্বঙ্গি সুপ্যতে পরুষাশ্মসু ॥ ৯ ॥ তপোজড়ো মৃড়ো দিষ্ট্যা প্রাগেবাস্তি ত্বয়োজ্ঝিতঃ। তবানুরূপো নৈবান্যো বিদ্যতে দিবিষৎসু চ ॥ ১০ ॥ কিং তু ত্রৈলোক্যনাথোঽস্তি মহিষো দানবেশ্বরঃ। যদি দ্রক্ষ্যসি তং সুভ্রু ত্যক্ষ্যস্যেব ক্ষণাত্তপঃ ॥

বিচরণ করিত এবং কদাপি তাহারা হিংসা বা অভি-ভব জানিত না। তিনি বাৎসল্যবশত আশ্রম-পাদপ সকলকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ঐ পাদপ-সমূহের মূলদেশে সলিল সেকের জন্য আলবাল প্রস্তুত ছিল এবং ঐ আলবালস্থ সলিল সুবালাগণ কলশে করিয়া আহরণ করিতেন। তিনি মনোরথ সিদ্ধির জন্য নিত্য সখীগণের সহিত শোণশৈল প্রদক্ষিণ করিতেন। তিনি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করি-তেন। শিবস্তোত্র পাঠ করিতেন, শোণপর্ব্বতরূপী দেবদেবকে মনে মনে ধ্যান করিতেন, এবং তিনি চিরদিন অরুণাচলেশ্বরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন। তিনি শিবাগমানুসারে তপস্যা করিতেন। ৭০—৭৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—মহিষাসুর কোন লোক-মুখে দেবীর ঐ স্থানে অবস্থিতির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজনৈক দূতী প্রেরণ করে। ঐ সময় মহিষাসুর দেবগণকে অবজ্ঞা করিয়া পুরন্দরকে বিধ্বংসিত করিয়াছিল। সে সর্ব্বলোকজয়ী হইয়া সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের ভয়াবহ বর-প্রভাবে অতিশয় দৃপ্ত ও নিখিল শাস্ত্রাস্ত্র দ্বারা অহিংস্য হইয়াছিল। সে কাহারও নিকট হইতে তীক্ষ্ণ শাপ প্রাপ্ত হয় নাই। গর্ব্বিত দৈত্য, দানব ও কৌণপগণ সর্ব্বদা তাহার সেবা করিত। সে মুনিপত্নীগণকে দূষিত করিয়া ধর্ম্ম-মার্গ নিরোধ করিয়াছিল। পুলোমা নমুচি ও বৃত্র হইতে সে বলাধিক ছিল। সে হিরণ্যকশিপুর বংশ্য দ্বিতীয় হিরণাক্ষের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। মহিষাসুরপ্রেরিত তাপসীবেশধারিণী দূতী সখীগণ-সমক্ষেই গিরিজার প্রতি এইরূপ অনুচিত বাক্য বলিতে লাগিল,—হে ভীরু! তুমি অন্তঃপুরে বিহার করিবার উপযুক্ত হইয়া এই ভীষণ অরণ্যে কিজন্য বাস করিতেছ? এই তরুণ-বয়সে তোমার চিত্ত ভোগ-নিস্পৃহ হইল কেন? কিজন্য তুমি এই দেব-দুরাচরণীয় তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিয়াছ? হে সুকুমারাঙ্গি! তুমি কি নিমিত্ত মুক্তাময় বিতান-বিরাজিত, তুলা-নির্ম্মিত কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতি কর্কশ পাষাণোপরি শয়িত রহিয়াছ? তুমি ভাগ্যেভাগ্যে তপোজড় মৃড়কে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমার অনুরূপ পতি দেবগণের মধ্যেও নাই; তবে আছে,—এক ত্রিলোকপতি রাজা—মহিষ দানবেশ্বর। তুমি যদি তাঁহাকে দেখ; তাহা হইলে

১১॥ কিং নিহ্নুবেন নন্বেব শ্রুত্বা সর্ব্বং চিরাৎ-প্রভুঃ। স প্রাহিণোদুপানেতুং দূতিকাং মাং স্মরাতুরঃ॥ ১২॥ ইত্যত্যন্তবিরুদ্ধং তাং ব্রুবাণাম-সমঞ্জসম্। দেব্যাশ্চিত্তস্থিতং জ্ঞাত্বা বিজয়া নিরকা-সয়ৎ॥ ১৩॥ সা চাতিরোষেণ কৃতপ্রতিজ্ঞা দৈত্য-রূপিকা। গত্বা বিদিতবৃত্তান্তমকরোন্মহিষাসুরম্॥ ১৪॥ সোঽপি তৎসর্ব্বমাকর্ণ্য ক্রুধাতীবারুণেক্ষণঃ। দেবীং জিঘৃক্ষুরভ্যাগাদ্‌বৃতো দৈতেয়কোটিভিঃ॥ ১৫॥ স্যন্দনৈর্দ্বিরদৈরশ্বৈঃ পত্তিভিশ্চ সমন্ততঃ। ভুবমাচ্ছাদয়া-মাস ধ্বজৈশ্চ গগনান্তরম্॥ ১৬॥ ক্ষ্বেলিতৈর্বাদ্য-ঘোষৈশ্চ নভঃ স্ফুটদিবাভবৎ। পাদঘাতৈশ্চ দৈত্যানাং বিদধ্রে বসুধাতলম্॥ ১৭॥ করালো দুর্দ্ধরস্তস্য বিচক্ষুর্ব্বিকরালকঃ। বাষ্কলো দুর্ম্মুখশ্চণ্ডঃ প্রচণ্ডশ্চা-মরাসুরঃ॥ ১৮॥ মহাহনুর্মহামৌলিরুগ্রাস্যো বিকটে-ক্ষণঃ। জ্বালাস্যো দহনশ্চেমে সেনান্যোঽপি প্রতস্থিরে॥ ১৯॥ কোলাহলমিমং শ্রুত্বা দেবী নিয়-মবিঘ্নতঃ। শঙ্কিতা দৈত্যসংহৃত্যৈ দুর্গামাদিশতি স্ম সা॥২০॥ সারুণাদ্রিরহোদ্রোণ্যামধিরূঢ়া মৃগাধিপম্। দীপ্তায়ুধধরৈর্দোর্ভিঃ কালিকেব মহীং গতা॥ ২১॥ ঘনাঘনরবোদগ্রং সিংহনাদমচীকরৎ। স্ফুরদ্দন্তচ্ছদো-প্রান্তং বহ্নদঙ্গুলিপল্লবা॥ ২২॥ স্বাঙ্গেভ্যো যোগিনী-চক্রং মাতরোঽপ্যসৃজদ্ রুষা। দেব্যাঃ প্রিয়ায় দৈতেয়সংহারার্হাঃ সহস্রশঃ॥২৩॥ কাশ্চিত্তত্রারুণচ্ছায়া দণ্ডিন্যো হংসবাহনাঃ। মুখৈশ্চতুর্ভিরাজষ্ণুঃ কোপ-প্রস্ফুরিতাধরৈঃ॥ ২৪॥ নির্যযুঃ কাশ্চন ক্রুদ্ধা জ্বলদগ্নিশিখপাণয়ঃ। নিস্বনদ্ভূষণাঃ পংসললাটা বৃষবাহনাঃ॥ ২৫॥ নির্জগ্মুরপরাঃ সেনাসহিতাঃ শিখিবাহনৈঃ। শক্তিদণ্ডাভয়করাঃ শতশঃ ষড়ভি-রাননৈঃ॥ ২৬॥ নিশ্চক্রমুঃ পরাস্তার্ক্ষ্যমধিরুহ্যাধিক-ক্রুধা। শঙ্খচক্রধরাঃ সূর্য্যচন্দ্রমোভ্যাং দিবো যথা॥ ২৭॥ প্রতিষ্ঠন্তে তথা ব্যাঘ্রবাহাঃ কুবলয়ত্বিষঃ। পোত্রৈঃ সদর্দ্ধরারাবৈর্বিভ্রত্যো মুষলং হলম্॥ ২৮॥ রোসারুণসহস্রাক্ষ্যো বলক্ষদ্বিপবাহনাঃ। প্রতস্থিরে

তৎক্ষণাৎ তুমি তপস্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর গোপন করিবারই বা প্রয়োজন কি? দেখ, তিনি বহুদিন হইতেই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, সম্প্রতি তিনিই অত্যন্ত স্মরাতুর হইয়া আমাকে দূতী করিয়া তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। দূতী এইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ অসম্বদ্ধ বাক্য বলিলে, বিজয়া দেবীর চিত্তবৃত্তি অবগত হইয়া তাহাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। তখন অতিক্রোধে দৈত্য-রূপ ধারণ করিয়া দূতী প্রতিজ্ঞা করিল এবং সকল ঘটনা মহিষাসুরের নিকট বিজ্ঞাপন করিল। মহিষা-সুর শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে লোহিত-নয়ন হইয়া দেবীকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত কোটি দৈত্য সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে যাত্রা করিল। তখন হয়-হস্তী ও রথপত্তি দ্বারা পৃথিবী এবং ধ্বজ সকল দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল; ক্ষ্বেড়িত ও বাদ্য-ঘোষে নভস্তল যেন ফাটিয়া গেল; দৈত্যগণের পাদাস্ফালনে বসুধাতল বিদীর্ণ হইল এবং করাল, দুর্দ্ধর, বিচক্ষু, বিকরাল, বাষ্কল, দুর্ম্মুখ, চণ্ড, প্রচণ্ড, অমরাসুর, মহাহনু, মহামৌনি, উগ্রাখ্য, বিকটে-ক্ষণ ও জ্বালাস্য, এই সকল সেনানীও তাহার অনুগমন করিল। তখন দেবী দৈত্যসেনার এই ভয়ানক কলকলনিনাদ শ্রবণ করিয়া নিয়ম-বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, এই আশঙ্কায় দৈত্যগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত দুর্গাকে আদেশ করি-লেন। ১—২০। দুর্গা তখন অরুণাদ্রির এক গুপ্ত গুহায় গমনপূর্ব্বক তথায় এক সিংহকে দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং প্রত্যেক হস্তেই প্রদীপ্ত আয়ুধ সকল ধারণ করত কালিকার ন্যায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ঘনবৎ ঘন ঘন অতি উদগ্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালীন তাঁহার অধর ও ওষ্ঠপ্রান্ত স্ফুরিত হইতে লাগিল; তিনি অঙ্গুলি কম্পনে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে তিনি স্বীয় দেহ হইতে যোগিনীসমূহ ও মাতৃগণকে সৃজন করিলেন। সেই সহস্র যোগিনী ও মাতৃকাগণ সকলেই দেবীর হিত-সাধনের নিমিত্ত দৈত্যসংহারে প্রস্তুত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অরুণবর্ণ, হংসবাহন, দণ্ডহস্ত এবং কোপে তাহাদের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে। কেহ কেহ অতিক্রোধে জ্বলিতধার খড়্গ হস্তে লইয়া নির্গত হইয়াছে; তাহাদের ভূষণ সকল বিকটরূপে ক্বণিত হইতেছে। ক্রোধে ললাট তাহাদের সঙ্কুচিত হইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহারা বৃষভাধিরূঢ়। কেহ কেহ সৈন্য-সমভিব্যাহারে শিখিযানে আগ-মন করিয়াছে; তাহাদের হস্তে শক্তি, দণ্ড ও অভয় বিরাজিত। কেহ কেহ গরুড় বাহনে অধিরূঢ় হইয়া অতি ক্রোধে আগমন করিয়াছে; তাহারা রবি-শশিশালিনী স্বর্গভূমির ন্যায় শঙ্খ-চক্র ধরা। কেহ কেহ কুবলয়-কান্তি; তাহারা ব্যাঘ্র-বাহনে আগমন করিয়াছে। কেহ কেহ

শাতকোটিশতক্রোটিধরাঃ পরাঃ ॥ ২৯ ॥ অশ্বারূঢ়াঃ সমাপেতুরেকাঃ সৌদামিনীনিভাঃ। খড়্গখেটক-ধারিণ্যঃ কোপেন কপিলাননাঃ ॥ ৩০ ॥ তাশ্চ কোটিচতুঃষষ্টিমসুরানাক্রমাদ্বহিঃ। অরুন্ধন্ প্রসভং ধ্বান্তরাশীমিব রবেস্ত্বিষঃ ॥ ৩১ ॥ ততশ্চ যোগিনী-চক্রদানবানীকয়োর্মিথঃ। প্রাবর্ত্তত রণং ঘোরং মুষ্টামুষ্টি কচাকচি ॥ ৩২ ॥ সায়কৈর্যোগিনীমুক্তৈর্দলিতা দৈত্যমৌলয়ঃ। আচ্ছাদয়ন্মহীপৃষ্ঠং স্থলজানীব সর্ব্বতঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রসস্রু রক্তসরিতো লগৎকৈশিক-শৈবলাঃ। লুঠদ্বিপাঠপাঠীনাঃ স্মেরৈর্দেবীমুখাম্বুজৈঃ ॥ ৩৪ ॥ বেতণ্ডতুণ্ডান্যারুহ্য সৌধানিব পিশাচিকাঃ। প্রচণ্ডতাণ্ডবাঃ পীতরক্তমদ্যাশ্চকাশিরে ॥ ৩৫ ॥ কপালৈর্দৈত্যবীরাণামঘাসুরস্গাপবান্। ক্রীড়ড্ডমরু-কাকারৈর্ডামরৈর্যোগিনীগণাঃ ॥ ৩৬ ॥ পবিজহ্রুস্তথা-স্ত্রাণি কঙ্কোঘাঃ পাশশঙ্কয়া। ক্ষুধিতা অপি মাংসানি সশল্যান্যজহুঃ শিবাঃ ॥ ৩৭ ॥ সিদ্ধবিদ্যা-ধরোন্মুক্তমন্দারপ্রসবাসবৈঃ। ইয়ায় শান্তিমুরেণু সংগ্রামে ক্ষোভসম্ভবঃ ॥ ৩৮ ॥ বিরেজুর্যোগিনী-মুক্তৈর্দেহলগ্নৈর্দ্বিষাং হয়াঃ। অমর্ষাতিশয়োৎক্ষিপ্তৈঃ শল্যৈঃ শল্যমৃগা ইব ॥ ৩৯ ॥ দণ্ডৈঃ কেচিৎ পরে শূলৈর্নিশিতৈঃ কেহপি শক্তিভিঃ। চক্রৈরন্যে হলৈরেকে কতিচিচ্ছতকোটিভিঃ ॥ ৪০ ॥ যোগিনীনাং পরে খড়্গৈর্দলিতা দানবেশ্বরাঃ। নিঃশেষতামুপা-জগ্মুর্বিনা সেনাধিপান্নিজান্ ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মী স্বয়মুপাগম্য বিহিতাযোধনাবধীৎ। করালং বিকরালেন দণ্ডেন জ্বলিতা চিরাৎ ॥ ৪২ ॥ মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন সুচিরং কৃতসঙ্গরা। চকর্ত্ত দুর্দ্ধরস্যাশু মূর্দ্ধানমতিরোষণা ॥ ৪৩ ॥ শক্ত্যা লুলাব কৌমারী চিক্ষুরাসুরমস্তকম্। চক্রেণ চালুনান্মৌলিং বিকরালস্য বৈষ্ণবী ॥ ৪৪ ॥ বাকলস্যাশু বারাহী মুষলেনালুনাচ্ছিরঃ। দুর্মুখং চাশু বজ্রেণ ব্যধাদৈন্দ্রী গতাযুষম্ ॥ ৪৫ ॥ খ্যাতং যস্যাশ্চ নামেদং তয়োরেব নিসূদনাৎ। চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডৌ চ মণ্ডলাগ্রেণ চিচ্ছিদে ॥ ৪৬ ॥ প্রচণ্ডচামরৌ বীরো মহামৌলিং মহাহনুম্। উগ্রাস্যবিকটাক্ষৌ

ঘর্ঘরারাবী শূকর বাহনে হল-মুষল ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ শ্বেত হস্তীর উপর চড়িয়া আগমন করিয়াছে, তাহাদের নেত্র সকল রোষবশে অরুণবর্ণ হইয়াছে এবং সংখ্যায় তাহারা কোটি কোটি। সৌদামিনীনিভ কতিপয় যোগিনী অশ্ববাহনে আপতিত হইয়াছে। তাহাদের হস্তে খড়্গ ও খেটক। কোপে তাহাদের বদনমণ্ডল কপিলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহারা সংখ্যায় চতুঃষষ্টি কোটি। রবিরশ্মি যেমন অন্ধকার-রাশি আক্রমণ করে, তেমনি ইহারা অসুর-সঙ্ঘাত আক্রমণ করিল। অনন্তর দেবীর বিপুল যোগিনীবাহিনী ও দানব-বাহিনীতে তুমুল সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইল। তখন পরস্পর পরস্পরকে কেশ গ্রহণে ও মুষ্টি-প্রহারে পীড়িত করিতে লাগিল। যোগিনীগণ-মুক্ত সায়ক সকল দ্বারা ছেদিত হইয়া দানব-সৈন্যদিগের মস্তকসমূহ স্থলজাত বস্তুর ন্যায় সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। কেশ-সমূহ তাহার শৈবালস্বরূপ এবং দেবীমুখাম্বুজ-স্মিত তাহার পাঠীনস্বরূপ হইয়াছিল। এই সময় পিশাচ সকল সৌধবৎ বেতণ্ড-তুণ্ডে আরোহণপূর্ব্বক রক্তরূপ মদ্যপানে মত্ত হইয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব করিতে লাগিল। যোগিনীগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ডমরুকাকৃতি দৈত্যবীরদিগের বৃহৎ বৃহৎ কপাল দ্বারা অঘাসুরের অসৃক্ পান করিতে লাগিল। কঙ্কদল পাশবৎ দীর্ঘ দীর্ঘ অস্ত্র লইয়া ইতস্ততঃ টানাটানি করিতে লাগিল। শৃগালগণ ক্ষুধিত হইলেও শল্য-পাত ভয়ে ভীত হইয়া মাংস গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উদ্ভূত ধূলিরাশি, সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ-কর্ত্তৃক উন্মুক্ত মন্দার-প্রসবাসব দ্বারা সিক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল। দৈত্যদিগের হয় সকল অমর্ষাতিশয়ে প্রক্ষিপ্ত যোগিনীগণের শল্যদ্বারা বিদ্ধ হইয়া শল্য-বিদ্ধ মৃগের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেনাপতি ব্যতিরেকে দৈত্যেশ্বরগণের মধ্যে কেহ কেহ দণ্ড-দ্বারা, কেহ কেহ শূল দ্বারা, কেহ কেহ শক্তিদ্বারা, কেহ কেহ হল দ্বারা, কেহ কেহ শতকোটি অস্ত্র দ্বারা, এবং কেহ কেহ খড়্গ দ্বারা দলিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মী স্বয়ং ভীষণ দণ্ড প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া করাল নামক দৈত্যের বধ সাধন করিলেন। মাহেশ্বরী সুচির কাল যুদ্ধ করিয়া অতিক্রোধে দুর্দ্ধরের শিরশ্ছেদ করিলেন। কৌমারী শক্তি দ্বারা চিক্ষুরাসুরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা বিকরালের, বারাহী মুষল দ্বারা বাকলের এবং ঐন্দ্রী বজ্র দ্বারা দুর্মুখের মস্তক ছেদন করিলেন। চামুণ্ডা মণ্ডলাস্ত্র দ্বারা চণ্ড ও মুণ্ড, এই দৈত্যদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করেন। এই দৈত্যদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়াই ইনি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রচণ্ড ও চামর, মহামৌলি ও মহাহনুর এবং উগ্রাস্য বিকটাক্ষ জ্বালাস্য ও

চ জ্বালাস্যদহনাবপি ॥ ৪৭ ॥ অন্বজগ্মুঃ ক্রুধা যান্তং যুদ্ধায় মহিষাসুরম্। কালনেমিপ্রভৃতয়ো বিপ্রচিত্তি-মিবাসুরাঃ ॥ ৪৮ ॥ শিরস্ত্রবন্তো রথিনঃ সুনিষঙ্গা ধনুর্ধরাঃ। উদ্ধৃতকটকাঃ প্রাপুর্যুদ্ধভূমিং চলদ্ধ্বজাঃ ॥ ৪৯ ॥ সমন্তাৎ পূরিতদিশঃ সিংহনাদৈর্ভয়ঙ্করৈঃ। পৃষৎকবর্ষিণো মাতৃমণ্ডলান্যভিতুদ্রুবুঃ ॥ ৫০ ॥ তাশ্চ তৈর্বলিভিঃ কৃত্বা সংগ্রামং নিঃসহন্ততঃ। দুর্গাং প্রপেদিরে দেবীং শরণং সিংহবাহনীম্ ॥ ৫১ ॥ উক্ত্বা মায়ালুলায়স্য দুর্জ্জয়ত্বং দুরাত্মনঃ। দেবীং তাং তুষ্টুবুর্দুর্গামেবং সপ্তাপি মাতরঃ ॥ ৫২ ॥ যোগনিদ্রেতি রূপেণ বিষ্ণোর্নয়নপদ্মযোঃ। ত্বয়া নিলীয়তে দেবি মধুকার্য্যেব লীলয়া ॥ ৫৩ ॥ অমূমুহস্তং ন তথা মাতশ্চ মধুকৈটভৌ। কথং জঘান তৌ বিষ্ণু-স্তয়োরেবাভ্যনুজ্ঞয়া ॥ ৫৪ ॥ ত্বং কৌশিকী ন চেজ্জাতা মৃত্যুঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ। কথং তু লোক-পালানামৈশ্বর্য্যং দেবি এষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ বিন্ধ্যবাসিনি বিন্ধ্যেন কিমবন্ধ্যং কৃতং তপঃ। যত্র মৈত্রী কিরাতী-ভিরপি লভ্যা ত্বয়া সমম্ ॥ ৫৬ ॥ কাপিশায়নমাপীতং ধনদোপায়নীকৃতম্। ত্বয়াদ্য নীতং দৈত্যানাং রসৈর্নিয়তমানবৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিশক্তিস্ত্বং স্থিতিশক্তির্হরেরপি। অন্ধ সংহারশক্তিশ্চ রুদ্রস্যাপি প্রগল্ভসে ॥ ৫৮ ॥ যশোদানন্দজাতা ত্বমেকানং-শেতি নামতঃ। কংসাদ্যসুরসংহারে হরেঃ সাহ্যং করিষ্যসি ॥ ৫৯ ॥ ত্বং বিদ্যা ত্বং মহামায়া ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং সরস্বতী। ত্বং দেবী পার্ব্বতীশাপি দুর্গে কিং বা ন জায়সে ॥ ৬০ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। স্তোত্রেণানেন মাতৃভ্যো দুর্গা দত্তাভয়া স্বয়ম্। মহিষাসুরযুদ্ধায় সন্তুষ্টা নির্যযৌ তদা ॥ ৬১ ॥ প্রচণ্ডমণ্ডলাগ্রেণ ভিন্দি-পালেন চামরম্। মহামৌলিং ক্ষুরিকয়া কর্পরেণ মহাহনুম্ ॥ ৬২ ॥ উগ্রবক্ত্রং কুঠারেণ শক্ত্যা বিকট-চক্ষুষম্। জ্বালামুখং মুদ্গরেণ দহনং মুষলেন চ ॥ ৬৩ ॥ নিহত্য মহিষস্যাগ্রে সরোষং যুধ্যতী স্বয়ম্। সিংহনাদং মহাঘোরং চক্রেণ মুদিতাশয়া ॥ ৬৪ ॥ অথাত্যমর্ষিতো দুর্গাং বিশিখৈর্মহিষাসুরঃ। বিব্যাধ ফালফলকে স্তনয়োর্গণ্ডয়োরপি ॥ ৬৫ ॥ ততো দুর্গাথ সংরম্ভাৎ প্রজহারসুরেশ্বরম্। বাহ্বোর্বক্ষসি বক্ত্রে চ ক্ষুরপ্রৈঃ প্রজ্বলৎফলৈঃ ॥

দহনের অনুগমন করিল। কালনেমি প্রভৃতি যেমন বিপ্রচিত্তির অনুগমন করিয়াছিল, তদ্রূপ অন্যান্য শিরস্ত্রাণযুক্ত রথী, সুনিষঙ্গ, ধনুর্ধর, উদ্ধত-কটক চঞ্চলধ্বজ অসুরগণ ক্রোধান্ধ মহিষাসুরের অনুগমন করিল। তখন ভয়ঙ্কর সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইল। পৃষৎকবর্ষী অসুরসেনাগণ মাতৃগণের প্রতি ধাবিত হইল। সপ্ত মাতৃগণ অসুরবাহিনীর সহিত সংগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া সিংহবাহিনী দেবী দুর্গাকে শরণ রূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং দুরাত্মা মায়াবী অসুরদিগের দুর্জ্জেয়-ত্বের বিষয় তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা এই বলিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! তুমি লীলা বশতঃ বিষ্ণুর নয়ন-কমলযুগলে যোগ-নিদ্রারূপে বিলীন থাকিয়া মধুকারী স্বরূপ হইয়াছিলে। হে মাতঃ! তুমি যদি মধুকৈটভকে ঐরূপ মুগ্ধ না করিতে, তাহা হইলে কি বিষ্ণু তাহাদের অনুজ্ঞা পাইয়া তাহাদিগকে বধ করিতেন? হে মাতঃ! তুমি যদি শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যুস্বরূপ না হইতে, তাহা হইলে কি লোকপালগণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিত? অয়ি মাতঃ বিন্ধ্যবাসিনি! তুমি কি বিন্ধ্যাচলে বাস করিয়া তোমার সমস্ত তপ অবন্ধ্য করিলে—যাহার ফলে কিরাতরমণীরাও তোমার সহিত মিত্রতা করিতেছে? হে অম্ব! তুমি ধনদ কর্ত্তৃক উপায়নীকৃত কাপিশায়ন পান করিয়াছ, তাহা দৈত্যগণের নিয়ত মানব রসে নীত হইয়াছে। তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রের অন্ধক-সংহারশক্তি। তুমিই যশোদা ও নন্দ হইতে জাত, তোমারই নাম একানংশা এবং তুমিই কংসাদি অসুর নাশকালীন শ্রীহরির সহায্য করিয়াছিলে।২১—৫৯। তুমি বিদ্যা, তুমি মহামায়া, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি দেবী, তুমি পার্ব্বতী এবং তুমিই ঈশ্বরী। হে দুর্গে! তুমি কি-ই বা নও? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—মাতৃগণের স্তবে দেবী দুর্গা তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদানপুরঃসর হৃষ্টচিত্তে মহিষাসুরযুদ্ধে গমন করিলেন। তিনি প্রচণ্ড-মণ্ডলাগ্র ভিন্দিপাল দ্বারা চামরকে, ছুরিকাস্ত্র দ্বারা মহামৌলিকে, কর্পর দ্বারা মহাহনুকে, কুঠার দ্বারা উগ্রবক্ত্রকে, শক্তি দ্বারা বিকটচক্ষুকে, মুদ্গার দ্বারা জ্বালামুখকে এবং মুষল দ্বারা দহনকে, মহিষাসুরের অগ্রে ক্রোধ সহকারে হত্যা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মুদিতমনে চক্র দ্বারা সিংহনাদ ও মহাঘোরকে নিহত করিলেন। তখন মহিষাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিশিখ দ্বারা দুর্গার গণ্ড ও কুচযুগল বিদ্ধ করিল। অনন্তর দুর্গাও মহাসংরম্ভ সহকারে প্রজ্বলৎ-

৬৬ ॥ [illegible] জঘান বিশিখৈর্মুখে। [illegible] ভ্যাং চ নেত্রযোঃ ॥ ৬৭ ॥ একেন সারথিং রথ্যানষ্টভিঃ কার্মুকং [illegible] ধ্বজং তস্য দুর্গা চিচ্ছেদ সায়কৈঃ ॥ ৬৮ ॥ পদাতিরথ দৈত্যেন্দ্রঃ শতঘ্নীং [illegible]। কালদণ্ডপ্রতীকাশাং দুর্গাং প্রতি বিসৃষ্টবান্ ॥ ৬৯ ॥ হাহাকৃতবৎসু দেবেষু বিদ্রাণে মাতৃমণ্ডলে। তামাপতন্তীমাদায় দুর্গা জগ্রাহ লীলয়া ॥ ৭০ ॥ কৃপাণমঙ্কুশং পাশং ভুশুণ্ডীং করবালিকাম্। শঙ্কুং শক্তিং গদাং চক্রং তোমরং ফলকং শৃণিম্ ॥ ৭১ ॥ পরশ্বধং ভিন্দিপালং পট্টিশং লগুডঞ্চ সঃ। দুর্গাং প্রতি নিচিক্ষেপ ক্ষয়াম্ভোদ ইবাশনিম্ ॥ ৭২ ॥ আপতন্ত্যেব শস্ত্রাণি ক্ষিপ্তান্যাদায় বৈরিণাম। বভঞ্জ পাণিভিঃ স্বৈরং করিণীবেক্ষুকাণ্ডকম ॥ ৭৩ ॥ দুর্গোপবাহঃ সিংহোঽপি লাঙ্গূলাগ্রেণ মুদ্রিতম। দংষ্ট্রয়া দারয়ামাস প্রহরন্নখপঙ্কজৈঃ ॥ ৭৪ ॥ ক্ষণং সিংহঃ ক্ষণং ক্রোড়ঃ ক্ষণং ব্যাঘ্রঃ ক্ষণং গজঃ। ক্ষণঞ্চ মহিষো ভূত্বা দৈত্যো দুর্গামযোধয়ৎ ॥ ৭৫ ॥ মহিষোঽথ বিষাণাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যামত্যমর্ষিতঃ। তাড়যামাস সিংহং চ দেবীমপি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥ ক্ষণং গগনমধ্যস্থঃ ক্ষণং প্রাপ্তো মহীতলে। ক্ষণং দিক্ষু ভ্রমন্ প্রাপ্তঃ ক্ষণং চাদৃশ্যতাং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রার্থিতা মাতৃচক্রেণ দুর্গা মহিষদানবম্। অমোঘেন ত্রিশূলেন দারয়ামাস সস্মিতা ॥ ৭৮ ॥ মুক্তঘর্ঘরনির্ঘোষো যাবৎপততি দানবঃ। তাবদস্য হঠেনাঙ্ঘ্রিং স্কন্ধপীঠে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৭৯ ॥ কণ্ঠপীড়নতো যাতজীবিতস্যামরদ্রুহঃ। ছিন্নং মূর্দ্ধানমাদায় পাণিনাথ ননর্ত্ত সা ॥ ৮০ ॥ ইতি দুর্গয়া সমিতি কাসবাসুরে দলিতে সমস্তভুবনৈককণ্টকে। ননৃতুঃ সুরাঃ প্রজহৃষুর্মহর্ষযো ববৃষুশ্চ দিব্যকুসুমানি বারিদাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেব্যাস্তপশ্চর্য্যায়াং দুর্গাকৃত মহিষাসুরবধবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। অহো মহিষদৈত্যস্য দুরাচারত্বমীদৃশম্। অহো দুরিতহারিণ্যা দুর্গায়াশ্চ পরাক্রমং ॥ ১ ॥ এবং তয়া ভদ্রকাল্যা নিহতে মহিষা-

---

ফলক ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষ, বাহু ও বক্ত্র বিদ্ধ করিলেন। মহিষাসুরও তিন বাণে দুর্গার মুখ, পাঁচ পাঁচ বাণে বাহুযুগল, দুই বাণে নেত্রদ্বয়, এক বাণে সারথি, অষ্ট বাণে অশ্ব, তিন বাণে কার্ম্মুক, এবং চারি বাণে ধ্বজ ছেদন করিল। অতঃপর দৈত্যেন্দ্র মহিষ পদাতি হইয়াই বহ্নিতুল্য জ্বালামালাবিশিষ্ট কালদণ্ডপ্রতিম শক্তি মোচন করিল। ঐ ভয়ানক শক্তি মোচন করায় মাতৃগণ রণে ভঙ্গ দিল এবং দেবগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এদিকে দুর্গা ঐ আগতিত শক্তি অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন। কৃপাণ, অঙ্কুশ, পাশ, ভুশুণ্ডী, করবালিকা, শঙ্কু, শক্তি, গদা, চক্র, তোমর ফলক, শৃণি, পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, এবং পট্টিশ, এই সকল অস্ত্র শস্ত্র মহিষ দুর্গার প্রতি ক্ষয়াম্ভোদের অশনিবর্ষণের ন্যায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গা শত্রুনিক্ষিপ্ত শস্ত্র সকল হস্তিনীর ইক্ষুকাণ্ডভঙ্গের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন। দুর্গার বাহন সিংহও লাঙ্গুলাস্ত্র, দংষ্ট্রা ও নখপঙ্কজ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। মহিষও ক্ষণে সিংহ হইয়া, ক্ষণে ক্রোড় হইয়া, ক্ষণে ব্যাঘ্র হইয়া, ক্ষণে গজ হইয়া এবং কখনও বা মহিষ হইয়া দুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহিষ মুহুর্মুহু অতিক্রোধে দেবীর বাহন ব্যাঘ্র ও দেবীকে তাড়া করিতে লাগিল। মহিষ কখন গগনমধ্যস্থ হইয়া, কখন পাতালস্থ হইয়া, কখন দিগ্‌ভাগে বিলীন হইয়া, কখনও বা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। মাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দুর্গা হাসিতে হাসিতে ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। ঐ দানব ঘর্ঘর শব্দ করিয়া যেমনি পতিত হইল, তেমনি উহার কণ্ঠ, পীঠ ও অঙ্ঘ্রি নিবেশিত করা হইল। যাতজীবিত অমরদ্রোহী মহিষের ছিন্ন মস্তক লইয়া দেবী দুর্গা নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবী দুর্গা কর্ত্তৃক সমস্ত ভুবন-কণ্টক মহিষাসুর উক্ত প্রকারে সমরে দলিত হইলে সুরগণ নৃত্য, মহর্ষিগণ হর্ষপ্রকাশ এবং বারিদ সকল দিব্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। ৬০—৮১।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন মহিষাসুরের দুশ্চরিতত্ব যেমন আশ্চর্য্যজনক আর দুরিতহারিণী দেবী দুর্গার পরাক্রমও তদ্রূপ বিস্ময়াবহ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

সুরে। কিং চকার গিরীন্দ্রস্য নন্দিনী তপসি স্থিতা ॥ ২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। অনন্তরং সা হস্তেন দধতী দৈত্যমস্তকম্। ননাম গৌরীমন্যেন পাণিনা খড়্গধারিণা ॥ ৩ ॥ অথ হর্ষেণ নৃত্যন্তী তামালোক্য দয়ার্দ্রয়া। দৃষ্ট্যা দেবী জগাদৈনাং দন্তাংশুদ্যোতিতাম্বরা ॥ ৪ ॥ ত্বয়াতিদুষ্করং কর্ম্ম নির্ম্মিতং বিন্ধ্যবাসিনি। জাতং তব প্রভাবেণ নিষ্প্রত্যূহঞ্চ মে তপঃ ॥ ৫ ॥ অথৈতন্মাহিষং শীর্ষমপবিত্রং ভয়ঙ্করম্। জগৎপবিত্রচারিত্রে ত্যক্তুমর্হসি হস্ততঃ ॥ ৬ ॥ ইতি গৌর্যোদিতা দুর্গা জুগুপ্সাকুলমানসা। মূর্দ্ধস্তস্য নিপাতায় ব্যধুনোদ্বহুশঃ করম্ ॥ ৭ ॥ তীর্থমুৎপাদয়াত্র দেবি নবং পাপবিনাশনম্। তস্মিন্নিমজ্জনাদ্দুর্গে প্রায়শ্চিত্তং ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ইতীরিতা গৌতমেন দুর্গা দুরিতশঙ্কিনী। পাটয়ামাস খড়্গেন শিলাপট্টং পটীয়সা ॥ ৯ ॥ পাতালাবধি নির্ভিন্নাৎ পাষাণতলতস্ততঃ। উদজৃম্ভত্তরঙ্গাঢ্যং সচ্ছিদ্রমিব নির্ম্মলম্ ॥ ১০ ॥ মমজ্জ সাপি গম্ভীরে তস্মিন্নম্ভসি পাবনে। নমঃ শোণাদ্রিনাথায়েত্যুক্ত্বা মন্ত্রমনুত্তমম ॥ ১১ ॥ তাবন্মহিষকণ্ঠস্থলিঙ্গং তৎকালিতং তলে। তটে [illegible] পাপনাশনসংজ্ঞয়া ॥ ১২ ॥ উন্মমজ্জ [illegible] তীর্থাত্তোধুতকল্মষা। নিপপাতাথ তৎকর[illegible] সুরমস্তকম্ ॥ ১৩ ॥ কৃতপ্রদক্ষিণা নত্বা পাপনাশনমীশ্বরম্। পুরস্তাদস্তি সা গৌর্য্যা গৌতমেনাভিনন্দিতা ॥ ১৪ ॥ এবং প্রত্যক্ষনিরস্তপাপাং তাং বীক্ষ্য পার্ব্বতী। জগাদ দীর্ঘতপসং জগতীধরনন্দিনী ॥ ১৫ ॥ মহিষাসুরসংহারে হংসা স্বনুমতিঃ কৃতা। বিন্ধ্যবাসনীয়মহো দুষ্টমাহিষবিগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥ গৃহীত্বা ভক্ষয়ামাস তস্য লিঙ্গমিদং শিবম্। প্রায়শ্চিত্তং বদ ত্রপি মমাপি মুনিসত্তম ॥ ১৭ ॥ গৌতম উবাচ। দেবি সর্ব্বজগৎসর্গস্থিতিসংহারকারিণি। ত্বদ্ধ্যানমেব জগতাং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ অথাপি লৌকিকং বৃত্তমবলম্ব্য ত্বয়েরিতম্। স্বকৃতাপি হি মর্য্যাদা ন মহদ্ভির্বিলঙ্ঘ্যতে ॥ ১৯ ॥ অন্তঃকরণকালুষ্যক্ষালিনী কাচন ক্রিয়া। কথ্যতেঽদ্য ময়া মাতরবধানং বিধীয়তাম্ ॥ ২০ ॥ অরুণাদ্রিরয়ং সাক্ষাদনলাদ্রিস্থিরোহিতঃ। জ্বলতি জ্যোতিষা স্বেন

দেবী ভদ্রকালী কর্তৃক মহিষাসুর নিহত হইলে তপশ্চারিণী গিরীন্দ্রনন্দিনী কি করিয়াছিলেন? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—অনন্তর দেবী দুর্গা একহস্তে দৈত্য-মস্তক ও অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নৃত্য করিতে করিতে নিকটে গিয়া দেবী গৌরীকে প্রণাম করিলেন। দেবী গৌরী দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে তথাবিধ দর্শনে হাস্য করত দশনচ্ছটায় অম্বরতল আলোকিত করিয়া বলিলেন,—অয়ি বিন্ধ্যবাসিনি! তুমি অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিলে। তোমার প্রভাবে আমার তপস্যা নির্বিঘ্নে হইল। এক্ষণে তুমি ঐ ভয়ঙ্কর অপবিত্র মহিষ মস্তক পরিত্যাগ করিয়া এই জগৎ পবিত্র কর। দেবী গৌরী এইরূপ কহিলে দুর্গা জুগুপ্সিতমনা হইয়া ঐ মস্তক পরিত্যাগের নিমিত্ত বহুবার স্বীয় হস্ত কম্পিত করিলেন। তখন গৌতম দেবী দুর্গাকে বলিলেন,—হে দেবি! পাপবিনাশন নূতন তীর্থ উৎপাদন করুন, ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব প্রায়শ্চিত্তের ফললাভ করিবে। দুরিতশঙ্কিনী দুর্গা এইরূপে অভিহিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিলাপট পাটিত করিলেন। পাতালাবধি পাটিত ঐ পাষাণতল হইতে তখন নির্ম্মল সচ্ছিদ্রের ন্যায় জলরাশি উদ্ভূত হইল এবং ঐ পবিত্র গম্ভীর জলরাশিতে তিনি "নমঃ শোণাদ্রিনাথায়" এই অনুত্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিমজ্জিত হইলেন। নিমজ্জন মাত্র তৎক্ষণাৎ মহিষকণ্ঠস্থ লিঙ্গ স্খলিত হইয়া পাপনাশন সংজ্ঞায় তত্রত্য তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন দুর্গা ঐ তীর্থবারি দ্বারা ধৃতকল্মষা হইয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর মহিষাসুরমস্তক তাঁহার করতল হইতে নিপতিত হইল। তিনি পাপনাশন দেবকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক গৌতম কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গৌরীর সম্মুখে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। জগতীধর-নন্দিনী পার্ব্বতী দীর্ঘতপশ্চারিণী দুর্গাকে এইরূপ প্রত্যক্ষ নিরস্ত-পাপা দর্শন করিয়া বলিলেন,—আমি মহিষাসুরনিধনের জন্য দুর্গাকে অনুমতি করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিন্ধ্যবাসিনী দুষ্ট মহিষবিগ্রহ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন, যাহার কণ্ঠস্থ লিঙ্গ এই শিব। হে মুনিসত্তম! আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১—১৭। গৌতম বলিলেন,—হে দেবি! তুমিই সর্ব্ব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, তোমার ধ্যান করিলেই সকল পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। তুমি লৌকিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা বলিতেছ; যেহেতু মহাত্মরা স্বকৃত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। অয়ি মাতঃ! অদ্য আমি অন্তঃকরণ-কালুষ্যনাশন একটী কর্ম্মের বিষয় বলিতেছি, আপনি অবহিত হউন।

কৃত্তিকাপূর্ণিমানিশি ॥ ২১ ॥ তৎসপর্য্যাতপশ্চর্য্যা কার্য্যা কত্যায়নি ত্বয়া। তজ্জ্যোতির্দর্শনাৎ সর্ব্বমভীষ্টং তব সিধ্যতি ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তা গৌতমেনাম্বা তদাপ্রভৃতি দারুণা। ইয়ং চ শিবভক্তা হি শিবপূজারতা তদা ॥ ২৩ ॥ তপশ্চচার পঞ্চানামগ্নীনাং মধ্যমাশ্রিতা। চতুর্ণাং শিখিনাং মধ্যে স্থিতা সূর্য্যনিবিষ্টদৃক্ ॥ ২৪ ॥ রেজে হৈমী শলাকেব দ্যোতমানা গিরীন্দ্রজা। অথাকৃষ্টেব পার্ব্বত্যাঃ প্রেমপাশৈর্নিরায়তৈঃ ॥ ২৫ ॥ সা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী সমাপেদে শুভা তিথিঃ। ততস্তস্য দিনস্যান্তে শৃঙ্গে শোণমহীভৃতঃ ॥২৬॥ অদর্শি কিমপি জ্যোতিরনুপাধিকবৈভবম্। তদর্গোপগীতৈর্ব্রহ্মমধুভিদ্বাসবাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥ উপাস্যমানমভিতো দেবৈর্দ্দিব্যর্ষিসঙ্গতৈঃ। তদনিন্ধনমস্নেহমদশাবর্ত্তিসম্ভবম্ ॥ ২৮ ॥ মহাপ্রদীপমালোক্য বিস্ময়ং প্রাপ পার্ব্বতী। কৃতপ্রদক্ষিণা সাথ প্রণমন্তী পদে পদে। অরুণাদ্রীশ্বরং নাথং তুষ্টা তুষ্টাব শৈলজা ॥ ২৯ ॥ নমস্তে মেরুচাপায় কৈলাসাচলবাসিনে। নীহারশৈলজামাত্রে শোণক্ষ্মাধররূপিণে ॥ ৩০ ॥ বরুণাদিসুরার্চ্চ্যায় তরুণাদিত্যবর্চ্চসে। অরুণাচলনাথায় করুণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ৩১ ॥ জয় জহ্নুসুতাচন্দ্রলেখালঙ্কৃতশেখর। সৌন্দর্য্যমোহিতাশেষমুনিপত্নীজনাশয় ॥ ৩২ ॥ জয় শৈলসুতাসঙ্গসম্ভৃতানঙ্গবৈভব। মায়া নারায়ণাভোগক্রীড়াম্রেড়নপণ্ডিত ॥ ৩৩ ॥ জয় সন্ধ্যাসমোপেতসম্ভৃতানন্দতাণ্ডব। জয় গীর্ব্বাণগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরার্চ্চিত ॥ ৩৪॥ জয় হেরম্বজনক জয় ষণ্মুখবৎসল। জয় হৈমবতীপ্রাপ্য জয় পার্থিবদুর্লভ ॥ ৩৫ ॥ ইতি স্তুত্বা মুহুস্তস্মিঞ্জ্যোতিষি ন্যস্তলোচনাম্। দৃষ্ট্বা দেবীং দয়াব্যাজাদ্বিলিল্যে বৃষভধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥ লয়িত্বা নিজমাস্থায় রূপমুৎকটসুন্দরম্। আস্থায় বৃষভং দিব্যমমুং দৃষ্ট্বা শিবাং শুভাম্ ॥ ৩৭ ॥ মানাতিরেকাদপহায় সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমেবং তপসি প্রবৃত্তাম্। মুগ্ধাং পুনঃ সান্ত্বয়িতুং গিরীশঃ প্রচক্রমে পর্ব্বতরাজপুত্রীম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্ব্বতীকৃতারুণাচলেশ্বরস্তুতিবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

এই অরুণাদ্রি সাক্ষাৎ তিরোহিত অনলাদ্রিস্বরূপ; ইহা কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমানিশায় স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হয়। হে মাতঃ কাত্যায়নি! তুমি উহার সপর্য্যা ও তপশ্চর্য্যা কর। উহার জ্যোতি দর্শনে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। গৌতম এই কথা বলিলে মাতা তদবধি একান্ত শিবভক্তা ও শিবপূজানিরতা হইলেন। তিনি পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি চারি অগ্নির মধ্যস্থিতা হইয়া সূর্য্যে দৃষ্টি সংলগ্ন করত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে হৈম শলাকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন অনন্তর পার্ব্বতীর নিরায়ত প্রেম-পাশ দ্বারাই যেন আকৃষ্ট হইয়া শুভ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী তিথি সমুপস্থিত হইল। ঐ দিনের অবসানে শোণাচলের শৃঙ্গদেশে এক অনুপাধিক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসবপ্রমুখ, দিব্যর্ষি-সহিত দেবগণ চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া সেই জ্যোতির আরাধনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী ঐ অনিন্ধন, স্নেহরহিত, অদশাবর্ত্তি-সম্ভব মহাপ্রদীপকে দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শৈলজা হৃষ্ট হইয়া ঐ জ্যোতীরূপ অরুণাচল-নাথের স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে মেরুচাপ! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৈলাসাচলবাসী, নীহারশৈল-জামাতা, শোণাচলরূপী, বরুণাদি-সুরার্চ্চনীয়, তরুণাদিত্যবর্চ্চা, অরুণাচলনাথ, ও করুণামূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার। হে জহ্নুসুতা ও চন্দ্রলেখা দ্বারা অলঙ্কৃতমস্তক! তুমি তোমার সৌন্দর্য্য দ্বারা নিখিল মুনিগণের অন্তঃকরণ মোহিত করিয়াছ; তোমার জয় হউক। তুমি শৈলসুতার সহিত মিলিত হইয়া অনঙ্গবৈভব পোষণ করিতেছ এবং তুমি মায়ানারায়ণের আভোগে ক্রীড়াম্রেড়নপণ্ডিত; তোমার জয় হউক। হে সন্ধ্যাসমোপেত সম্ভৃতানন্দতাণ্ডব! তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, তোমার জয় হউক। হে হেরম্বজনক, ষণ্মুখবৎসল, হৈমবতীপ্রাপ্য, পার্থিবদুর্লভ! তোমার জয় হউক। সেই জ্যোতিঃপদার্থে ন্যস্তলোচনা দেবীকে এইরূপে স্তব করিতে দেখিয়া বৃষভধ্বজ দয়াব্যাজে সেই স্থানে বিলীন হইলেন; বিলয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ উৎকট সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক মঙ্গলময়ী শিবাকে এইরূপে দর্শন করিলেন যে, তিনি তখন মানাতিশয় বশত সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি তখন শঙ্করমুগ্ধা শঙ্করীকে পুনরায় সান্ত্বনা দিবার উপক্রম করিলেন। ১৭—৩৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। তদা ব্রহ্মা সরস্বত্যা মহাবিষ্ণুশ্চ পদ্ময়া। শক্রঃ পুলোমসুতয়া পরে দিক্পালকা অপি॥ ১॥ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সঙ্ঘা বসবোঽপি সুরা অপি। ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিগণাঃ পরে মুনিগণা অপি॥ ২॥ একাদশ মহারুদ্রা আদিত্যা দ্বাদশাপি চ। ভৈরবাশ্চ পিশাচাশ্চ বেতালাঃ কটপূতনাঃ॥ ৩॥ যক্ষরক্ষোরগা ভূতা যে চান্যে শিবকিঙ্করাঃ। সন্তোষভাজঃ সর্ব্বেঽপি বিকটাকারবেষ্টিতাঃ॥ ৪॥ পরিবার্য্য মহেশানং সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ। তদ্বীরাশংসনং দৃষ্ট্বা যোগিনীদানবৈঃ কৃতম্॥ ৫॥ অতীব বিস্ময়ং ভেজুঃ সর্ব্বে কল্পান্তভীষণম্। কৃতসান্নিধ্যমালোক্য দেবমানন্দয়ন্ত্যুমা॥ ৬॥ চিররাত্রপ্ররূঢ়াঞ্চ তদ্বিয়োগব্যথাং জহৌ। রোমাঞ্চিতা স্বিন্নমুখী বেপমানা ঘনস্তনী॥ ৭॥ পাদাঙ্গুলীষু নয়নে বিনিবেশয়তি স্ম সা। বৃষভাদবরুহ্যাথ গৃহীত্বৈনাং করে শিবঃ। স্মিতশারীরকণ্ঠশ্রীপ্রণয়েনৈবমব্রবীৎ॥ ৮॥ শিব উবাচ। ব্যাকুলীক্রিয়তে দেবি কিমেবং কারণং বিনা॥ ৯॥ সর্ব্বৈরারাধনীয়েতি ময়াপি ঘটিতোঽঞ্জলিঃ। কিং ন বেৎস্যাবয়োরৈক্যং জ্যোৎস্নাচন্দ্রমসোরিব॥ ১০॥ অনাদিসিদ্ধং দেবেশি তবেদং মৌগ্ধ্যমীদৃশম্। কেদং শিরীষমৃদ্বঙ্গি শরীরস্তে গিরীন্দ্রজে॥ ১১॥ তপঃসমাধয়শ্চেতি ক কর্কশজনোচিতাঃ। নারায়ণোঽহং লক্ষ্মীস্ত্বং ব্রহ্মাস্মি ত্বং সরস্বতী॥ ১২॥ বারুণী ত্বং ফণীন্দ্রোঽহং রোহিণী ত্বমহং শশী। স্বাহা ত্বং হব্যবাহোঽহং সূর্য্যোঽহং ত্বং সুবর্চ্চলা॥ ১৩॥ জাহ্নবী ত্বং সমুদ্রোঽহং মেরুরস্মি ত্বমুর্ব্বরা। পুলোমজা ত্বং শক্রোঽহং ত্বং রতিশ্চিত্তভূরহম্॥ ১৪॥ বুদ্ধিস্ত্বং রাজরাজোঽহং ত্বং শমাহং সমীরণঃ। পাথোঽধিপোঽহং বীচিস্ত্বং প্রকৃতিস্ত্বং পুমানহম্॥ ১৫॥ বিদ্যা ত্বং বেদিতব্যোঽহং বাক্ ত্বমর্থোঽপি পার্ব্বতী। ঈশ্বরোঽহং মদংশাসি ত্বয়ৈবাজ্ঞাস্বরূপয়া॥ ১৬॥ সৃষ্টিস্থিত্যুপসংহারবিধানানুগ্রহেশ্বরে। ন ভেদোঽতস্ত্বয়া কার্য্যঃ পৃথগ্জনবদাবয়োঃ॥ ১৭॥ চিৎপ্রকাশাত্মনো দেবি স্বেচ্ছানুতশরীরয়া। ব্যাকুলীকুরুষে শশ্বদ্-

একবিংশ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—দেবী পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা দিবার সময় সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মা, পদ্মার সহিত বিষ্ণু, পুলোমজার সহিত শক্র, দিক্পালগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরঃসমূহ, বসুগণ, ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি গণ, মুনিগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ভৈরব, পিশাচ, বেতাল, কটপূতনা, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ, ভূত, এবং অন্যান্য শিবকিঙ্কর, এই বিকটাকার সহস্র সহস্র সন্তোষশীল গণ, মহেশকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার সমভিব্যহারে আগমন করিল এবং যোগিনী-দানবকৃত কল্পান্তকালবৎ ভীষণতাময় বীরোচিত অভিযান দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। এদিকে উমাদেবী তখন মহেশকে নিকটে পাইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। তিনি তাঁহার বিয়োগ-জনিত বহু রাত্রির ব্যথা একেবারে পরিহার করিলেন। তিনি তৎকালে রোমাঞ্চিতা, স্বিন্নমুখী, বেপমানা ও ঘনস্তনী হইলেন এবং স্বীয় পাদাঙ্গুলি সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিব তখন বৃষভ হইতে অবতরণ করিয়া শিবার কর-কমল ধারণপূর্ব্বক স্মিত ও শারীর কণ্ঠ-শ্রী দ্বারা প্রণয় জানাইয়া বলিলেন,—হে দেবি! বিনা কারণে কি জন্য আমায় ব্যাকুল করিতেছ? সকলেই ত তোমার আরাধনা করিয়া থাকে; আমিও এই অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি। জ্যোৎস্না ও চন্দ্রমার ন্যায় তোমার আমার ঐক্য কি তুমি জান না? হে দেবেশি! তোমার ঈদৃশী মুগ্ধতা কি চিরকালই রহিল? অয়ি গিরিন্দ্রজে! কোথায় তোমার শিরীষ কুসুমবৎ কোমল শরীর! আর কোথায় সেই কর্কশজনোচিত কঠোর তপস্যা! হে দেবি! আমি নারায়ণ—আর তুমি লক্ষ্মী; আমি ব্রহ্মা—তুমি সরস্বতী; আমি ফণীন্দ্র—তুমি বারুণী; আমি শশী—তুমি রোহিণী; আমি হব্যবাহ—তুমি স্বাহা; আমি সূর্য্য—তুমি সুবর্চ্চলা; আমি সমুদ্র—তুমি জাহ্নবী; আমি মেরু—তুমি পৃথিবী; আমি শক্র—তুমি শচী; আমি রতিপতি—তুমি রতি; আমি রাজরাজ—তুমি বুদ্ধি; আমি সমীরণ—তুমি শমা; আমি জলনিধি—তুমি তরঙ্গ; আমি পুরুষ—তুমি প্রকৃতি; আমি বেদিতব্য—তুমি বিদ্যা এবং আমি অর্থ—আর তুমি বাক্য। আত্মস্বরূপ তোমা দ্বারাই আমি ঈশ্বর, আর তুমি আমার অংশ এবং তুমিই ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বিধানের অনুগ্রাহিকা। অতএব প্রাকৃত জনের ন্যায় তোমার সহিত আমার ভেদ করা কর্ত্তব্য নহে।১—১৭। হে দেবি! তুমি চিৎ-প্রকাশ স্বরূপ মন্ত্র হইতে স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছ।

ধৃষ্টৈবেৰ্ষ্যায়সে হি মাম্ ॥ ১৮ ॥ দৃষ্টা প্রতিক্রিয়া তস্য ক্রিয়তে যাধুনা ময়া। ইত্যুক্তেশো নিষণ্ণস্তাং পার্শ্বদেশে ন্যবেশয়ৎ ॥ ১৯ ॥ গৌরীং স্বকীয় এবাঙ্গে গূহমানামিব হ্রিয়া। অঙ্গদ্বয়ং তয়োরেকামগাৎ প্রেম্না চ লীনয়োঃ ॥ ২০ ॥ অর্থদ্বয়মিবাংশায় সান্নিকর্ষোপলম্ভতঃ। অর্দ্ধে কর্পূরধবলমর্দ্ধে সিন্দূরপাটলম্ ॥ ২১ ॥ তদ্বিচিত্রমভূদঙ্গং শিবয়োরেকতাং গতম্। অর্দ্ধে কুণ্ডলদামার্দ্ধহারমধ্যে তু কুঞ্চিকা ॥ ২২ ॥ অঙ্গাদর্দ্ধেন্দুচূড়স্য বপুরর্দ্ধেন্দুকূলিতম্। একনূপুরতাটঙ্ক-পরিহার্য্যামনোহরম্ ॥ ২৩ ॥ একপিঙ্গলসন্দীপ্তো গাত্রমেকস্তনং বভৌ। দেবো দত্ত্বা চ বামার্দ্ধং বামদেবো জগাদ তাম্ ॥ ২৪ ॥ অবকাশো কয়ো দেবি মা ভূরতঃ পরং তব। স্কন্দাগিনং গুহং হিত্বা যাতাসি তপসে যতঃ ॥ ২৫ ॥ অপীতকুচনাম্না নিবসাত্র মমান্তিকে। অপীতকুচনাং দেবীং শোণাদ্রীশঞ্চ মামপি ॥ ২৬ ॥ জনাঃ সমে সমারাধ্য রমন্তাং ভোগমোক্ষয়োঃ। ইয়ং ত্বদংশজা দেবী দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী ॥ ২৭ ॥ অত্রৈব সন্নিধত্তান্তু মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্। খড়্গাতীর্থমিদং পুণ্যং সকৃদেব নিমজ্জনাৎ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বরোগহরং পুংসামস্ত সর্ব্বাঘনাশনম্। প্রবালগিরিনাথশ্চ দেবোঽয়ং পাপনাশনঃ ॥ ২৯ ॥ ভক্তিশ্রদ্ধাবতাং নৃণাং ভূয়াস্তাং ভূতয়ে ভৃশম্। অয়ঞ্চ গৌতমো দেবি ত্বদনুগ্রহভাজনম্ ॥ ৩০ ॥ তপোঽনুরূপং ভজতাং লোকেঽস্মিংশ্চন্দ্রতারকম্। ইমাশ্চ মাতরঃ সপ্ত সপ্তলোকৈকমাতরঃ ॥ ৩১ ॥ অদ্যপ্রভৃতি কুর্ব্বন্তু সান্নিধ্যং জগতাং শ্রিয়ৈ। শাস্তারো ভৈরবাঃ ক্ষেত্রপাকলা বটুকা অপি ॥ ৩২ ॥ অরুণক্ষেত্র এবাত্র নিত্যং কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্। অত্রাহমরুণক্ষেত্রে নিবসাম্যরুণাহ্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বমপ্যরুণয়া দেব্যা খ্যাত্যাং করুণার্দ্রয়া। ঈশানামরুণাদেবৌ সান্নিধ্যং কুরুতো যতঃ ॥ ৩৪ ॥ তদাস্মিন্নরুণক্ষেত্রে সুলভাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ইদং কৃত্বা পর্ব্বতরাজপুত্র্যা প্রসাদনং শোণগিরীশ্বরস্য।

তুমি আমায় আকুল করিতেছ এবং কেনই বা আমার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছ? দেখিবে তবে, এখনি ইহার প্রতিকার করিব।” এই বলিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে উপবিষ্ট হইয়া দেবীকে পার্শ্ব-দেশে সন্নিবেশিত করিলেন। দেবী গৌরী তখন লজ্জায় যেন স্বীয় শরীর মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। সন্নিকর্ষোপলম্ভ বশতঃ যেমন শব্দের দুই প্রকার অর্থ ঝটিতি একপ্রকারে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি তাঁহারা পরস্পর প্রেমে বিলীন হইলে তাঁহাদের দুইখানি অঙ্গ তখন এক হইয়া গেল। অৰ্দ্ধ অঙ্গ কর্পূর-ধবল আর অৰ্দ্ধ অঙ্গ সিন্দূর-পাটলরূপে শোভমান হইল। মরি মরি, শিব-শিবানীর একতাপ্রাপ্ত অঙ্গ কি বিচিত্র শোভাই ধারণ করিল! অৰ্দ্ধাঙ্গে কুণ্ডলদাম, হার ও কুঞ্চিকা আর অপরার্দ্ধে অৰ্দ্ধেন্দুশেখরের অৰ্দ্ধেন্দুপ্রভাকুলিত বপু। এক-তরের নূপুর-তাড়ঙ্ক পরিহার বশতঃ মনোহর বপু প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্যদিকে একপিঙ্গলাগ্র-কারী একস্তন গাত্রে দীপ্যমান হইল। দেবদেব দেবীকে আত্মবপুর অৰ্দ্ধ প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে দেবি! তোমাকে আর ক্রোধ করিবার অব-কাশ দেওয়া হইবে না। তুমি স্কন্দাখ্য গুহকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে গিয়াছেন; অতএব তুমি অপীতস্তনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আমার নিকট বাস কর। তোমাকে ‘অপীতস্তনী’ দেবী বলিয়া আর আমাকে ‘শোণাদ্রীশ’ বলিয়া লোক সকল আরাধনা করিবে এবং আরাধনা করিয়া তাহারা ভোগ-মোক্ষে নিরত হইবে। এই দুর্গা তোমারই অংশভূতা মহিষমৰ্দ্দিনী, ইনি এই স্থানে সন্নিহিত থাকিয়া নরগণকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করুন। এই স্থানে যে খড়্গাতীর্থ অবস্থিত, এখানে একবার মাত্র স্নান করিলে নর সৰ্ব্বরোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং তাহার সৰ্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য প্রবালগিরিনাথ দেব এবং ভক্তি-শ্রদ্ধাবান মানব-গণের পাপ-নাশক ঐশ্বর্য্যদায়কা হউন। হে দেবি! এদিকে এই গৌতম আছেন, ইনি তোমার অনুগ্রহ-ভাজন। ইনি যাবৎ চন্দ্র-তারকা, অনুরূপ তপোভাগী হইয়া আসিতেছেন। এই দেখ, সপ্তলোকৈক-মাতৃকা সপ্তমাতৃকা, ইহারা জগতের শ্রীসম্পাদনের নিমিত্ত অদ্য পর্য্যন্ত এখানে সান্নিধ্য করিতেছেন। ভৈরব, ক্ষেত্রপাল ও বটুকগণ এই অরুণক্ষেত্রের শাসন-কর্ত্তা হইয়া এখানে নিত্য বিরাজিত। আমি অরুণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এই ক্ষেত্রে বাস করি। তুমিও দয়া করিয়া অরুণা নামে খ্যাতি লাভ করত এই স্থানে বাস কর। এই ক্ষেত্রে অরুণদেব ও অরুণাদেবীর অবস্থান বলিয়া সিদ্ধ্যভিলাষী ব্যক্তি-গণের এখানে সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ ঘটিবে। শোণ-গিরীশ্বর এইরূপে পর্ব্বতরাজপুত্রীর প্রসন্নতা সম্পা-

শৃণোতি যঃ স দ্বিষতো বিধূয় স্বর্গাপবর্গৌ স্থলভাবুপেয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবকৃতপার্ব্বতীপ্রশংসাবর্ণননামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। স্বামিন্নিত্যশিবানন্দ ভগবন্নন্দিকেশ্বর। আহ্লাদিতোঽস্মি শোণেশমাহাত্ম্যসুধয়া ত্বয়া ॥ ১ ॥ কথং বজ্রাঙ্গদঃ পাণ্ড্যরাজঃ শোণব্যতিক্রমম্। চক্রে কথং তদ্ভক্ত্যৈব প্রাপ্তবান্ সম্পদং পুনঃ ॥ ২ ॥ কথং বিদ্যাধরাধীশৌ কান্তিশালিকলাধরৌ। দুর্ব্বাসঃশাপনির্ব্বিদ্ধাববিতৌ শোণশম্ভুনা ॥ ৩ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। দীর্ঘায়ুষ্যস্য সাকল্যং লব্ধবাংস্ত্বং মৃকণ্ডুজ। যদিয়ং শ্রেয়সী ভক্তির্ভবতো ভূতনায়কে ॥ ৪ ॥ বক্ষ্যে বজ্রাঙ্গদোদন্তং বৃত্তং বিদ্যাভৃতোরপি। যতোহভূন্মহিতো লোকে শোণাদ্রীশ্বরবৈভবঃ ॥ ৫ ॥ আসীদ্বজ্রাঙ্গদো নাম পুরা পাণ্ড্যেষু পার্থিবঃ। আস্তে যস্য ভুজস্তম্ভে বসুধা সালভঞ্জিকা ॥ ৬ ॥ ধার্ম্মিকো ন্যায়বিজ্জ্ঞাতা গম্ভীরো দক্ষিণঃ ক্ষমঃ। শান্তো বিনয়বান্ধীমানেকদারব্রতঃ কৃতী ॥ ৭ ॥ শিবপূজার্চ্চনরতঃ শ্রীমাঞ্ছীলবতাং বরঃ। পৃথ্বীমাসেতু কেদারাচ্ছশাস জিতশাত্রবঃ ॥ ৮ ॥ কদাচিন্মৃগয়াব্যাজাৎ স চরন্ সুতুরঙ্গমঃ। অরুণাচলপর্যন্তং কান্তারং সমগাহত ॥৯॥ স তত্র বহলামোদং কঞ্চিৎ কস্তূরিকামৃগম্। দৃষ্ট্বা তমন্বক্ তুরগং প্রাবর্ত্তয়ত কৌতুকাৎ ॥ ১০ ॥ স মৃগোঽনুদ্রুতস্তেন অচিতঃ শোণপর্ব্বতম্। প্রাদক্ষিণ্যাৎ পরীয়ায় পপাত চ মনোজবঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ স ভগ্নসারোঽপি রাজা জাতশ্রমশ্চরন্। পপাত বাহাদিচ্ছায়ঃ ক্ষীণপুণ্য ইব দ্রুতং ॥ ১২ ॥ অজ্ঞাতকারণেনৈবং মাতঙ্গেনেব পীড়িতঃ। নাজ্ঞাসীৎ ক্ষণমাত্মানং রাজা গ্রহগৃহীতবৎ ॥ ১৩ ॥ অচিন্তয়চ্চ কোঽয়ং মে নির্হেতুঃ সর্ব্ববিপ্লবঃ। ক গতঃ স হকস্মান্মে উপবাহস্তুরঙ্গমঃ ॥ ১৪ ॥ ইতি চিন্তাকুলে তস্মিংস্তজ-

---

দন করিলেন। ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে শত্রুকে পরাভূত করিয়া অতিস্থুলভবৎ স্বর্গাপবর্গ লাভ করে।১৮—৩৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে স্বামিন্! হে নিত্যশিবানন্দ! হে ভগবন নন্দিকেশ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে শোণেশ-মাহাত্ম্য-সুধা পান করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। পাণ্ড্যরাজ বজ্রাঙ্গদ কি প্রকারে শোণাচলকে তুচ্ছ করিয়া সম্পদভ্রষ্ট হন, এবং শোণাচলকে ভক্তি করিয়া সেই নষ্টসম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা বিদ্যাধররাজ কান্তিশালী ও কলাধর, দুর্ব্বাসার শাপে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া শোণশম্ভু কর্তৃক তাহা হইতে মুক্তি লাভ করেন? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মৃকণ্ডুনন্দন! আপনি এই লোকে দীর্ঘায়ুষ্ট লাভ করিয়াছেন। আপনার যদি ভূতনাথে অচলা ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে বজ্রাঙ্গদের ও বিদ্যাধরদ্বয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—ইহাদের দ্বারাই এই লোকে শোণাদ্রি-বৈভব প্রথিত হয়। পূর্বে পাণ্ড্যদেশে বজ্রাঙ্গদ নামে এক নৃপতি ছিলেন। ইহার ভুজস্তম্ভে বসুধা একটী ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ অবস্থিত ছিল। ঐ নৃপতি ধার্ম্মিক, ন্যায়বিজ্ঞাতা, গম্ভীর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, ক্ষমাবান্, শান্ত, বিনয়ী, ধীমান্, একপত্নীক, কৃতী, শিবপূজারত, শ্রীমান্, এবং শীলবানদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বিজিতশত্রু নৃপ সেতু অবধি কেদার পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করিতেন। একদা তিনি মৃগয়া-ব্যাজে অশ্বারোহণে অরুণাচল পর্য্যন্ত কান্তার-পথে বিচরণ করেন। তথায় বিচরণ করিতে করিতে একটী বহলামোদময় কস্তূরিকা মৃগ দেখিতে পান। পরে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার অনুসরণ করেন। তখন ঐ মনোজব মৃগ নৃপতি কর্তৃক অনুদ্রুত হইয়া প্রদক্ষিণক্রমে শোণাচলের চতুর্দিকে ধাবিত হয় ও অবশেষে পড়িয়া যায়। ঐ রাজাও বিচরণ করিতে করিতে শ্রান্ত ও ভগ্নসার হইয়া, স্বর্গ হইতে ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ন্যায় বাহন হইতে পতিত হন। তিনি বিনা কারণেই মাতঙ্গ-পীড়িতের ন্যায় হইয়া গ্রহগৃহীত ব্যক্তির মত ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হন এবং চিন্তা করেন যে, বিনা কারণে আমার এরূপ সর্ব্ববিপ্লব কি প্রকারে ঘটিল। অকস্মাৎ আমার বাহন তুরঙ্গম কোথায় গেল।১—১৪। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া

জ্ঞানেঽপ্যপটীয়সী। তড়িত্তটজটালেব সহসা দৌরদৃশ্যত ॥ ১৫ ॥ নিরীক্ষমাণ এবাস্মিন্ হিত্বা তির্য্যক্কলেবরম্। তূর্ণং তুরঙ্গসারঙ্গৌ খেচরত্বমুপাগতৌ ॥ ১৬ ॥ কিরীটিনৌ কুণ্ডলিনৌ হারকেয়ূরধারিণৌ। ক্ষৌমান্তরীয়োত্তরীয়ৌ স্রগ্বিণৌ চ বিরেজতুঃ ॥১৭॥ অবোচতাং চ নৃপতিমাশ্চর্য্যাকৃষ্টমানসম্। হরন্তাবিব দন্তাংশুজালৈস্তস্যার্ত্তিজং তমঃ ॥ ১৮। রাজন্মলং বিষাদেন শোণাদ্রীশপ্রভাবতঃ। এতাং জানীহি সংপ্রাপ্তাং নবাং নৌ চেদৃশীং দশাম্ ॥ ১৯ ॥ তদোবাচ তয়োঃ কিঞ্চিদাশ্বস্ত ইব পার্থিবঃ। কৃতাঞ্জলিরভাসিষ্ট তাবুভৌ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২০ ॥ কৌ যুবাং নির্ম্মিতো যাভ্যামভিষঙ্গো মমেদৃশঃ। ভদ্রৌ ভবতমাৰ্ত্তানাং ত্রাণং হি মহতাং গুণঃ ॥ ২১ ॥ ইতি তেন কৃতে প্রশ্নে তমুবাচ কলাধরঃ। রাজানং জনিতাশ্চর্য্যং নির্দ্দিষ্টঃ কান্তিশালিনা ॥ ২২ ॥ অবেহি রাজন্নাবাং হি পুরা বিদ্যাধরেশ্বরৌ। পরস্পরাতিসৌহার্দ্দৌ বসন্তমদনাবিব ॥ ২৩ ॥ একদা তু সুবর্ণাদ্রেঃ পার্শ্বে দুর্ব্বাসসো মুনেঃ। তপোবনমগচ্ছাব মনসোঽপি দুরাসদম্ ॥ ২৪ ॥ ক্রোশৈকাং তপসস্তস্য শিবারাধনসাধনীম্। পুষ্পোজ্জ্বলামপশ্যাব পুণ্যমারামবাটিকাম্ ॥ ২৫ ॥ বিনীতাবপ্যসঞ্জাতৌ তত্ত্বোচিতসুধীগণৌ। প্রাবিশাব তদুদ্যানং প্রসূনাবচয়োৎসুকৌ ॥ ২৬ ॥ স্থলস্য তস্য সৌহার্দ্দাৎ কান্তিশালাতিগর্ব্বিতঃ। সঞ্চচার মুহুঃ পাদন্যাসৈরাঘট্টয়ন্মহীম্ ॥ ২৭ ॥ অহং তু তত্র পুষ্পাণাং গন্ধাতিশয়মোহিতঃ। বিকস্বরেষু পুষ্পেষু ন্যস্তহস্তো দুরাশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ শাণ্ডিল্যমূলস্থো ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিতঃ। দুর্ব্বাসাস্তপসাং রাশির্জ্জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ॥ ২৯ ॥ অমর্ষোৎকর্ষণীরন্ধ্রস্পন্দমানাধরচ্ছদঃ। করালভ্রুকুটীবন্ধসারালিতবিশালভূঃ ॥ ৩০ ॥ সরোষোঽভূত্তেজসাঢ্যো ঘর্ম্মদন্তুরবিগ্রহঃ। দহন্নিব দৃশা পশ্যন্ ভর্ৎসয়ত নৌ মুনিঃ ॥ ৩১ ॥ আঃ পাপৌ প্রচ্যুতাচারৌ কৌ যুবামতিগর্ব্বিতৌ। জলতঃ কোপবহ্নের্মে শলভত্বমুপাগতৌ ॥ ৩২ ॥ তপোবনমিদং মৎকং পাবনং ভূতভাবনম্। পাদৈর্ন স্পৃশতঃ ক্বাপি সূর্য্যাচন্দ্রমসাবপি ॥ ৩৩ ॥ পুরবৈরিসপর্য্যায়া পর্য্যায়কমিদং বনম্। ন স্পন্দতেঽত্র বাতোঽপি ন লিপ্যন্তেঽত্র ষট্পদাঃ ॥৩৪॥

তাহা জানিতে না পারিয়া সহসা তড়িৎ-তট-জটাল বৎ অন্তরীক্ষ দেশ অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন,—ঐ স্থানে তুরঙ্গ ও সারঙ্গ তির্য্যক্-কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর খেচরত্ব প্রাপ্ত হইল। আরও দেখিলেন যে, উহারা কিরীটী, কুণ্ডলী, হারকেয়ূর-ধারী, ক্ষৌম-বসনযুগল-পরিধায়ী, ও মালাধারী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তাহারা দন্তাংশুজাল দ্বারা ঐ আশ্চর্য্যাকুল-মানস নৃপতির আর্ত্তিজ তমঃ হরণ করিতে করিতে তাহাকে বলিতে লাগিল,—হে রাজন্! বিষণ্ণ হইবেন না, শোণাদ্রিনাথের প্রভাবে আমরা উভয়ে ঈদৃশী অভিনব দশা প্রাপ্ত হইলাম জানিবেন। তখন পার্থিব একটু আশ্বস্তের ন্যায় হইয়া তাহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—তোমরা অধুনা কি হইলে? তোমাদের সহিত আমার অভিষঙ্গ ছিল কীদৃশ? হে ভদ্রদ্বয়! তোমরা ইহা প্রকাশ করিয়া বল। দেখ, আর্ত্তত্রাণই মহতের গুণ। তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিলে কলাধর তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি জানুন যে, আমরা দুই জন পূর্ব্বে বিদ্যাধর ছিলাম। আমাদের দুই জনের পরস্পর বসন্ত ও মদনের ন্যায় সৌহার্দ্দ ছিল। একদা আমরা সুবর্ণাদ্রির পার্শ্বদেশে মুনি দুর্ব্বাসার মনেরও দুরধিগম্য, তপোবন প্রাপ্ত হই। তদীয় তপঃ ফলসদৃশী ক্রোশমাত্র-ব্যাপিনী আমরা এক শিবারাধনা-সাধনী পুষ্পোজ্জ্বলা পুষ্পারামবাটিকা দেখিতে পাই। তত্ত্ববিৎ সুধীগণস্বরূপ আমরা দুই জন বিনীত ভাবে প্রসূনচয়নে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ উদ্যানে প্রবেশ করি। ঐ স্থান হৃদয়গ্রাহী বলিয়া কান্তিশালী, গর্ব্ববশে পাদন্যাসে মুহুর্মুহু মহী অবঘট্টিত করিয়া ঐ স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল; আর আমি পুষ্পগন্ধে মোহিত হইয়া বিকসিত পুষ্পে হস্তন্যাস করিলাম। ঐ সময় শাণ্ডিল্যমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তপোরাশি দুর্ব্বাসা অমর্ষোৎকর্ষে অধর কম্পিত করিয়া করাল ভ্রুকুটীবন্ধ বশত বিশাল-ভ্রূ বক্র করিয়া রোষ প্রকাশ করিলেন এবং সেই তেজোনিধি, ঘর্ম্মদন্তুর-বিগ্রহ মুনি আমাদিগকে দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—আঃ! কে রে পাপ বেটারা! আচার-ভ্রষ্ট, তোদিগকে তো অত্যন্ত গর্ব্বিত দেখিতেছি। এই তোরা প্রজ্বলিত কোপবহ্নিস্বরূপ আমার নিকট শলভতা প্রাপ্ত হইলি।১৫—৩২। আমার এই ভূত-ভাবন পাবন, তপোবনকে চন্দ্রসূর্য্যও কখন পাদদ্বারা স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না! ত্রিপুরারির সপর্য্যার পর্য্যায়ক এই বন! বায়ু ও এখানে স্পন্দিত হয় না; এমন

তদেতৎ পাদসঞ্চারৈর্দূষয়ন্নেষ পাতকী। ভবতু ভূলোকে পরবাহ্যত্বপীড়িতঃ॥ ৩৫॥ অপরোঽপ্যয়মত্যুগ্রে পতত্বচলকন্দরে। প্রসূনগন্ধলোভাদযো গন্ধসারঙ্গতাং গতঃ॥ ৩৬॥ ইতি তেনোগ্ররোষেণ শাপবজ্রে নিপাতিতে। তৎক্ষণাদ্বিগলদ্দর্পাবাবাং তং শরণং গতৌ॥ ৩৭॥ অভিধায় চ তং দেবমাহিতাঞ্জলিপরিগ্রহৈঃ। অমোঘ এষ স্বচ্ছাপস্তদস্যান্তো নিবেদ্যতাম্॥ ৩৮॥ অথাতিদীনমনসাবাবামালোক্য পার্থিব। সানুগ্রহোঽভূন্মুনিরাট্ কারুণ্যাদতিশীতলঃ॥ ৩৯॥ অভাবত চ মৈবং ভো ভবতোঃ কাপি দুর্দ্ধিয়োঃ। শাপস্য ভবিতা শান্তিররুণাদ্রেঃ প্রদক্ষিণাৎ॥ ৪০॥ পুরা খলু পুরারাতিরধ্যতিষ্ঠচ্ছুভাং সভাম্। পর্য্যুপাস্যত দিকপালৈরিন্দ্রোপেন্দ্রযমাদিভিঃ॥ ৪১॥ তদা চ দেবদেবায় নন্দনারণ্যদেবতা। উপায়নীকৃতবতী ফলং কিমপি পাটলম্॥ ৪২॥ বাল্যাৎ কুতূহলাক্রান্তৌ গজাননষড়াননৌ। পিতরং তদযাচেতাং লোভনীয়তরং ফলম্॥ ৪৩॥ অথ তাববদদ্দেবস্তনয়ৌ ফলতর্পিতৌ। যোঽপ্যনয়োঃ ফলং পাণিসম্পুটেন কুমারকৌ॥৪৪॥ ইমাং সমস্তাং পৃথিবীং লোকালোকেন বেষ্টিতাম্। যো বাঃ প্রদক্ষিণীকর্তুমীষ্টে তস্মৈ দদাম্যহম্॥ ৪৫॥ ইত্যুক্তে পার্ব্বতীশেন স্ময়মানমুখেন্দুনা। স্কন্দঃ প্রদক্ষিণীকর্তুং মেদিনীমুপচক্রমে॥ ৪৬॥ লম্বোদরস্তু দেবস্য শোণশৈলাকৃতেঃ পিতুঃ। প্রদক্ষিণাং ততঃ কৃত্বা পুরস্তাদেব তৎক্ষণাৎ॥ ৪৭॥ তদ্দৃষ্ট্বা তস্য চাতুর্য্যং হেরম্বায় ত্রিযম্বকঃ। ফলং বিতীর্ণবানস্মৈ প্রণয়াঘ্রাতমস্তকঃ॥ ৪৮॥ অদ্যপ্রভৃতি সর্ব্বেষাং ফলানামধিনায়কঃ। ভবেত্যস্মৈ বরং দত্ত্বা হেরম্বায় শঙ্করঃ॥ ৪৯॥ বভাষে চ সভান্তরান্ সর্ব্বানপি সুরাসুরান্। প্রসরদ্দশনজ্যোৎস্নাকর্ব্বুরীকৃতমন্দিরঃ॥ ৫০॥ স্থাবরোঽয়ং মমাকারঃ শোণাদ্রিযোঽস্য ভক্তিতঃ। প্রদক্ষিণাং বিতনুতে স মে সারূপ্যভাগ্ভবেৎ॥ ৫১॥ গিরেঃ প্রদক্ষিণেনাস্য যস্য নস্তঃ পদে রুজম্। স সম্রাট্ সকলোৎকৃষ্টং লভতে শাশ্বতং পদম্॥ ৫২॥ ইতি শাসনতঃ শম্ভোঃ শোণশৈলপ্রদক্ষিণম্। বিধায় সর্ব্বগীর্ব্বাণা লেভিরে স্বং সমীপ্সিতম্॥ ৫৩॥ যুবামপি মদোদ্ধতমালিন্যৌ

কি ষট্পদ পর্য্যন্তও কখন এখানে গুনগুন রব করিতে সমর্থ হয় না! আর তুই পাতকী বেটা কিনা পাদসঞ্চারে ইহা দূষিত করিলি! তুই ভূলোকে গিয়া পর বাহ্যত্বপীড়িত অশ্ব হ', আর এই বেটা প্রসূনগন্ধে লোভ করিয়াছিল বলিয়া অত্যুগ্র পর্ব্বত কন্দরে পতিত হইয়া গন্ধ-সারঙ্গতা প্রাপ্ত হউক। এই প্রকারে সেই দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শাপবজ্র নিপাতিত হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের গর্ব্ব বিগলিত হইল এবং আমরা তাঁহাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইলাম। আমরা তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিলাম,—হে দেব! আপনার শাপ অমোঘ, ইহার কি প্রকারে অবসান হইবে, আপনি তাহা বলুন। হে পার্থিব! অতঃপর সেই মুনিরাজ আমাদিগকে অতি দীনমনা দেখিয়া আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করত কারুণ্যবশত শীতল হইলেন; বলিলেন,—তোমরা দুর্বুদ্ধি, তোমাদের প্রতি যে শাপ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অন্যথা হইবার নহে। তবে অরুণাদ্রি প্রদক্ষিণ করিলে তোমাদের শাপান্ত হইবে। পূর্ব্বে পুরারাতি এক শুভময়ী সভা অধিষ্ঠান করেন; ঐ স্থানে তিনি ইন্দ্রোপেন্দ্রযমাদি-দিক্‌পালগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। তখন নন্দনবনদেবতা একটী পাটলবর্ণ ফল দেবদেবকে উপঢৌকন প্রদান করেন। বালচাপল্য বশতঃ গজানন ও ষড়ানন ঐ ফল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। দেবদেব তখন ঐ ফল পাণিপুটকে গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বলেন,—দেখ, তোমাদের মধ্যে যে এই লোকালোকপরিবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই এই ফল দেওয়া হইবে।৩৩—৪৫। পিতা এই কথা বলিলে, স্কন্দ সস্মিতাননে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে উপক্রম করিলেন। এ দিকে হেরম্ব শোণশৈলাকৃতি স্বীয় পিতৃদেবের প্রদক্ষিণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোচন হেরম্বের চতুরতা দেখিয়া তাঁহাকে ফলটী দিয়া স্নেহ সহকারে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং "অদ্য হইতে তুমি সর্ব্বফলের অধিনায়ক হইলে" এই বলিয়া হেরম্বকে বর প্রদান করিলেন। পরে তিনি দশনকিরণে সভা-ভবন কর্ব্বুরীকৃত করিয়া সমস্ত সুরাসুরগণকে বলিলেন,—এই শোণাদ্রি আমার স্থাবর আকার। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই গিরিকে প্রদক্ষিণ করিবে, সেই ব্যক্তি আমার সারূপ্য লাভ করিবে। এই গিরিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যাহার পাদযুগল পীড়িত হইবে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্রাট্ হইয়া অন্তে শাশ্বত পদ লাভ করিবে। শম্ভুর এই প্রকার শাসন-বাক্যে

শিক্ষিতৌ ময়া। প্রদক্ষিণেন শোণাদ্রেঃ শাপান্তো বাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ তিরশ্চোরপি বাং সিধ্যে-দরুণাদ্রেঃ প্রদক্ষিণা। বজ্রাঙ্গদস্য পাণ্ড্যস্য নৃপতে-রনুবন্ধতঃ ॥ ৫৫॥ ইত্যমর্ষণমহর্ষিমহাব্ধেঃ শাপহলাহল-শোষিতগাত্রৌ। পাতিতৌ বহুলপাতকভারাৎ ক্ষিপ্রমশ্বমৃগজাতিষু জাতৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলপ্রদক্ষিণামাহাত্ম্যে বজ্রাঙ্গদ-বৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কলাধর উবাচ। কাম্বোজেষু হয়ো ভূত্বা কান্তিশালী সুহৃন্মম। অয়াসীদৌপবাহ্যত্বং ভবতো রাজপুঙ্গব ॥ ১ ॥ অহং চ গন্ধমৃগতাং গতঃ স্বাঙ্গ-প্রসূতিনা। সুগন্ধিনা মদেনাস্য সঞ্চারং চাচরং গিরেঃ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মাত্মন্ মৃগয়াব্যাজাদাগতেন ত্বয়াধুনা। আবাং শোণাদ্রিনাথস্য প্রাপিতৌ হি প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৩ ॥ বাহারোহণদোষেণ তবাসীদীদৃশী দশা। পাদপ্রচারপুণ্যেন প্রাপ্তং নৌ প্রাক্তনং পদম্ ॥ ৪ ॥ রাজেন্দ্র তব সম্বন্ধাদস্মাত্তির্য্যক্ত্ববন্ধনাৎ। মুক্তা-বাবাং স্বকং ধাম প্রাপ্তৌ স্বস্ত্যস্তু তে সদা ॥ ৫ ॥ ইত্যুদীর্য্য নিজং ধাম যিযাসন্তং কলাধরম্। কান্তিশালিনঞ্চ রাজা জগাদ রচিতাঞ্জলিঃ ॥ ৬ ॥ এবং যুবাং শোণশৈলশঙ্করস্য প্রভাবতঃ। শাপার্ণবং সমুত্তীর্ণৌ কথং মে পুনরুচ্ছ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥ ভ্রাম্যতীব মম স্বান্তমাধায় তদবেক্ষণম্। নির্যাতীব মম প্রাণাস্তত্র দৈবং বলোত্তরম্ ॥৮॥ কলাধরকান্তিশালিনাবূচতুঃ। অবধারয় নিস্তারং কথয়াব তবাস্পদম্। সমাহিতেন মনসা নির্ধূতনিখিলাধিনা ॥ ৯ ॥ জগৎসর্গস্থিতি-ধ্বংসবিধানানুগ্রহেশ্বরে। অরুণাদ্রীশ্বরে চিত্তং নিধেহি করুণানিধৌ ॥ ১০ ॥ প্রত্যক্ষিতং ত্বয়েদানীমস্য দেবস্য বৈভবম্। তিরশ্চোরাবয়োরেতদীদৃশত্বং বিতন্বতঃ ॥ ১১ ॥ কুরু প্রদক্ষিণাং পাদ-চারী মৃগ-মদাদৃতৈঃ। কহ্লারৈঃ পূজয়েশানং দেবং মৃগ-মদপ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥ যাবতী তব সম্পত্তিস্তাবতীমখিলাং বিভো। প্রাকারগোপুরাগারনবীকারায় কল্পয় ॥

শুনিয়া দেবগণ শোণশৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া আপন আপন অভিলষিত বর লাভ করিয়াছিলেন। তোমরাও আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শোণাদ্রি প্রদক্ষিণ কর; তোমাদেরও শাপান্ত হইবে। তোমরা তির্য্যক্ জাতি হইলেও, বজ্রাঙ্গদ পাণ্ড্য নৃপতির অনুবন্ধবশতঃ তোমাদেরও অরুণাদ্রি প্রদক্ষিণ করা চলিবে। এই প্রকারে অমর্ষণ মহর্ষি-মহাব্ধির শাপ-রূপ হলাহলে শোষিত-গাত্র সেই বিদ্যাধরদ্বয় বহুল পাতক-ভারে অবিলম্বে অশ্ব ও মৃগরূপে জন্ম প্রাপ্ত হইল। ৪৯—৫৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কলাধর বলিল,—হে রাজপুঙ্গব! আমার সুহৃৎ কান্তিশালী কাম্বোজ দেশে হয়রূপে জন্মিয়া আপনার বাহন হয়। আর আমি গন্ধমৃগতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অঙ্গের গন্ধে প্রমত্ত ভাবে এই গিরিতে বিচরণ করি। হে ধর্ম্মাত্মন! অধুনা আপনি মৃগয়া-ব্যাজে এখানে আসিয়া প্রকারান্তরে আমাদের উভয়কেই শোণাদ্রিনাথ প্রদক্ষিণ করাইলেন। বাহনা-রোহণদোষে, আপনি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর আমরা উভয়ে পাদ-প্রচার-পুণ্যে আপন আপন প্রাক্তন পদ প্রাপ্ত হইলাম। হে রাজেন্দ্র! আপনার সম্পর্কে এই তির্য্যক্ত্ব-বন্ধন হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হইলাম। আপনার নিরন্তর মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া কলাধর ও কান্তিশালী স্বীয় ধামে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমারা এই শোণশৈলরূপ শঙ্করের প্রভাবে কি প্রকারে শাপার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে? কি প্রকারে আমার উন্নতি হইবে? আমার মন যেন তাহার দর্শনাপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে। আমার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে দৈবই বলবান্। কলাধর ও কান্তিশালী কহিল—আপনি আপনার উদ্ধারের বিষয় অবধারণ করুন, আমরা আপনাকে আমাদের কথা বলিব। আপনি সমাহিত মনে নির্দ্ধূত-নিখিলাধি হইয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, অনুগ্রহেশ্বর, অরুণাদ্রীশ্বররূপ করুণা-নিধিতে চিত্ত অর্পণ করুন। আপনি ইদানীং এই দেবের বৈভব অবগত হইলেন। দেখুন, তির্য্যক্জাতি হইয়াও আমরা এইরূপ হইয়াছি। ১—১১। আপনি পাদচারে ঐ অচলের প্রদক্ষিণ করুন। মৃগমদাদৃত কহ্লার দ্বারা মৃগমদপ্রিয় দেব ঈশানের পূজা করুন। আপনার যত সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি সমস্ত দ্বারা

১৩॥ অচিরাদেব সিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি গরীয়সী। মন্বমান্ধাতৃনাভাগভগীরথবদাধিকা ॥ ১৪ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। ইত্থং নিশম্য চ তয়োর্নিজমেব ধাম বিদ্যাভৃতোঃ সপদি সংক্রতয়োর্নরেন্দ্রঃ। নিঃসংশয়েন মনসা নিরতস্তদানীং ভক্তিং ববন্ধ ভগবত্যরুণাদ্রিনাথে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কলাধরকান্তিশালিবৃত্তান্তবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ভগবন্ ভবমাহাত্ম্যরত্নাকরসুধাকরম্। নন্দীশ চিত্রং চারিত্রং শ্রুতং বিদ্যাভৃতোর্দ্বয়োঃ ॥ ১ ॥ কদা বজ্রাঙ্গদঃ সিদ্ধঃ কথং দেবমপূজয়ৎ। কথং চানুগ্রহীৎ প্রহ্বং দেবস্তমরুণেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ। নিবর্ত্তনেচ্ছাং হিত্বাথ নৃপো নিজপুরং প্রতি। তস্যৈব পাদপর্য্যন্তেষ্বস্য বাসমরোচয়ৎ ॥ ৩ ॥ অথাস্য মহতী সেনা বাহ্যমার্গানুসারিণী। প্রাপ্তা শতাঙ্গমাতঙ্গতুরঙ্গভটসঙ্কুলা ॥ ৪ ॥ সমদৃশ্যত ভূপালস্তাদৃশো ধৈর্য্যসাগরঃ। পুরোধোমন্ত্রিসামন্তসেনাপতিসুহৃত্তমৈঃ ॥ ৫ ॥ ততস্তামাগতাং সেনামবনীপতিরাদৃতঃ। অরুণাদ্রেশ্চ সীমায়া বহিরেব ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬ ॥ স্বকীয়মখিলং কোশং দেশানপি মহাফলান্। শোণাদ্রিনাথপূজার্থং কল্পয়ামাস ভক্তিমান্ ॥ ৭ ॥ গৌতমস্যাশ্রমাভ্যাসে স্বয়ং কৃততপোবনঃ। পুরোধোক্তঃ সসচিবঃ শিবার্চ্চনরতোঽভবৎ ॥ ৮ ॥ রত্নাঙ্গদাখ্যং তনয়ং স্থাপয়িত্বা নিজে পদে। তৎপ্রেষিতৈরপর্য্যাপ্তৈঃ শোণেশং পর্য্যপূজয়ৎ ॥ ৯ ॥ পরিতঃ শোণশৈলস্য পরিপূর্ণজলাশয়ান্। অগ্রহারান্ বহুফলান্ ব্রহ্মণেভ্যোঽতিসৃষ্টবান্ ॥ ১০ ॥ তেজসারুণনাথস্য জ্বলনস্তম্ভরূপিণঃ। মরুপ্রায়েঽপি দেশেঽস্মিন্ দীর্ঘিকাঃ শতশো ব্যধাৎ ॥ ১১ ॥ সৌন্দর্য্যশালিনীরাত্মপরিবারবরাঙ্গনাঃ। সেবার্থং শোণনাথস্য দত্তবান্ দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ১২ ॥ অথাগতেনাগস্ত্যেন লোপামুদ্রাসখেন সঃ। অভানন্দ্যত শোণাদ্রিনাথপূজাপরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥

আপনি এই দেবের প্রাকার, দ্বার, গোপুর ও আগার সকল নূতন করিয়া দিন। অচিরাৎ আপনার মনু, মান্ধাতা, নাভাগ ও ভগীরথ-লব্ধ সিদ্ধি অপেক্ষা গরীয়সী সিদ্ধি লাভ হইবে। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—নরেন্দ্র এইরূপে ঐ বিদ্যাধরযুগলের স্বধামপ্রাপ্তি বিষয় শ্রবণ করিয়া তখন নিঃসংশয়মানসে দেব অরুণাদ্রিনাথে ভক্তিনিরত হইলেন। ১২—১৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ নন্দীশ! আমি ভবমাহাত্ম্য-রত্নাকরে সুধাকরস্বরূপ বিদ্যাধরযুগলের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি যে, বজ্রাঙ্গদ রাজা কখন সিদ্ধি লাভ করেন? কখন কি প্রকারে তিনি দেবদেবের অর্চ্চনা করেন, এবং কি প্রকারেই বা দেবদেব অরুণেশ্বর তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন? নন্দীকেশ্বর বলিলেন,—নৃপ নিজ পুরে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শোণাচলের পাদপর্য্যন্তদেশে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও ভট-সঙ্কুলা, বাহ্যমার্গানুসারিণী শতাঙ্গবিশিষ্টা মহতী সেনা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরোধা, মন্ত্রী, সামন্ত ও সেনাপতিগণ আসিয়া তাঁহাকে ধৈর্য্যসাগর-স্বরূপ দর্শন করিলেন। তখন নরপতি সমাগত সেনাদিগের সমাদর করিয়া অরুণাদ্রির সীমার বাহিরে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ধনভাণ্ডার ও সমৃদ্ধ দেশসকল শোণাদ্রিনাথের পূজার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে কল্পনা করিলেন। তিনি পুরোহিত কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া মুনিপুঙ্গব গৌতমের আশ্রমসমীপে সচিবের সহিত শিবার্চ্চনায় নিরত হইলেন। তিনি রত্নাঙ্গদনামক পুত্রকে নিজ পদে স্থাপন করিয়া তৎপ্রেরিত অপর্য্যাপ্ত পূজোপকরণ দ্বারা শোণেশের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি শোণশৈলের চতুর্দ্দিকে অগ্রহার, বহুবৃক্ষফল জলাশয় সকল খনন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের নামে উৎসর্গ করিলেন। তিনি জ্বলনস্তম্ভরূপী অরুণনাথের তেজে মরুপ্রায় ঐ দেশে শত শত দীর্ঘিকা খনিত করিলেন। এমন কি ঐ দীর্ঘদর্শী রাজা সৌন্দর্য্যশালিনী আত্মপরিবার বরাঙ্গনাগণকেও শোণনাথের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ১—১২। এই সময় লোপামুদ্রার স্বামী, ভগবান্ অগস্ত্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শোণাদ্রি[illegible]

প্রদক্ষিণাচ্ছোণগিরেরসঙ্খ্যেয়ং ফলং লভেৎ ॥৫১॥ ন ক্ষেত্রমরুণাদস্তি নাস্তি দেবোঽরুণেশ্বরাৎ। নাপি প্রদক্ষিণাদন্যদ্বিদ্যতেঽভ্যধিকং তপঃ ॥৫২॥ ইতি কথয়তি নন্দিকেশ্বরেঽস্মিন পুলকিতসর্ব্ববপুর্ম্মকণ্ডুপুত্রঃ। মুহুরধিগতহর্ষবাষ্পবৃষ্টির্হর্ষতি নিমগ্ন ইবাভবৎ সুধাব্ধৌ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডেঽরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্দ্ধে বজ্রাঙ্গদসদ্গতিবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যতীপাতাদি পর্ব্বদিবসে শোণগিরি প্রদক্ষিণ করিলে অসীম ফল লাভ হয়। অরুণক্ষেত্র হইতে উত্তম ক্ষেত্র নাই; অরুণেশ্বর হইতে উত্তম দেবতা নাই; এবং প্রদক্ষিণ করা অপেক্ষা উত্তম তপস্যা আর নাই। নন্দিকেশ্বর এই কথা বলিলে মৃকণ্ডুনন্দন পুলকিতগাত্র হইয়া হর্ষজনিত বাষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভক্তিরস-সুধাব্ধিতে নিমগ্ন হইলেন। ৩১—৩৫।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

সমাপ্তমিদমরুণাচলমাহাত্ম্যম্। ৪।

সমাপ্তঞ্চেদং মাহেশ্বরখণ্ডম্। ১।